অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রচলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-
বর্গের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

নবম ভাগ।

দেবা—নান্দীপুরী।

(১৪ নং তৈলিপাড়া, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি-দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৫ সাল।

বিশ্বকোষ।

নবম ভাগ।

দেবা (স্ত্রী) দিব্যতামনয়া দিব-বন্‌ ততষ্টাপ্‌। ১ পদ্মচারিণী লতা। ২ অশনপর্ণী। ৩ মূর্ব্বা। ইহার পর্য্যায়—তেজনী, পিলুনী, দেবা, তিক্তবল্লী, পৃথক্‌ত্বচা, ধনুঃশ্রেণী, মধুরসা, নির্দ্দহনী। (বৈদ্যক রত্নমালা)

দেবা, অযোধ্যাপ্রদেশের বড়বাঁকি জেলার একটী পরগণা। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ সালার মসাউদ্‌ এই ভূভাগ অধিকার করেন। বহু দিন এখানে মুসলমানেরাই প্রবল ছিল। তৎপরে জনবার রাজপুতেরা প্রবল হইয়া এই পরগণার অধিকাংশ জয় করেন। শেষে স্থানীয় রাজা বহু সৈন্য পাঠাইয়া ইহাদের সর্দ্দারকে পরাস্ত ও ধৃত করিয়া এই স্থান দখল করিলেন। জনবার রাজপুতেরা আপনাদিগকে বৈশ-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। এখানকার ভূপরিমাণ ১৪১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ১০০ বর্গমাইলে চাষ হয়। ইহার অর্দ্ধেক তালুকদারী ও অর্দ্ধেক জমিদারী।

২ উক্ত বড়বাঁকি জেলার একটী নগর। বড়বাঁকি নগর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন মুসলমানবংশধরগণের ও কএক ঘর খ্যাতনামা শেখের বসবাস আছে। এখানকার কাচের বাসন অতি উৎকৃষ্ট।

দেবাক্রীড় (পুং) দেবা আক্রীড়ন্ত্যত্র, আ-ক্রীড় আধারে ঘঞ্‌, দেবানাং আক্রীড়ঃ। দেবোদ্যান, ইন্দ্রারাম, দেবতাদিগের বেড়াইবার নিমিত্ত যে মনোহর উদ্যান, তাহাকে দেবাক্রীড় কহে।

"দেবাক্রীড়ং পরিক্রামন্‌ পূজ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ।"

(বৃহদ্ধরিবংশ ১১৩ অঃ)

দেবাগার (পুং) দেবানাং আগারঃ। দেবতাদিগের স্থান। দেবালয়।

দেবাগারিক (ত্রি) দেবাগারে নিযুক্তঃ অগারাদন্তাৎ ঠন্‌। দেবাগারে পরিচরণার্থ নিযুক্ত, যাহারা দেবালয়ের কার্য্য করে।

দেবাঙ্গ, দক্ষিণাপথের এক শ্রেণীর তন্তুবায়। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত দেবাঙ্গচরিত্রে এই জাতির উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

মানবাদি সৃষ্ট হইলে প্রথমে সকলেই বস্ত্রহীন ছিল। একদিন সদাশিব ভাবিতেছিলেন, কিরূপে এই সকলেই প্রাণীবর্গ বস্ত্রাবৃত হইবে? সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, দেবের অঙ্গ হইতে জন্ম বলিয়া সে দেবাঙ্গ নামে খ্যাত হইল। দেবাঙ্গ বিষ্ণুর নিকট সূতা এবং ময়দানবের নিকট হইতে তাঁত প্রভৃতি বয়নসাধন দ্রব্যাদি পাইলেন। তাহাতে তিনি স্বর্গমর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের উপযোগী পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। মর্ত্ত্যবাসীগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমোদনগর বা আমোদপুরের রাজা করিলেন। দেবতারা সূর্য্যের এক কন্যা ও শেষের এক কন্যা এই দুই কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন। সূর্য্যকন্যার তিন পুত্র ও নাগরাজকন্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। নাগরাজদৌহিত্র সৌরাষ্ট্র আক্রমণ করেন এবং সূর্য্যকন্যার পুত্রগণ কিছুদিন আমোদপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন, শেষে অপর রাজন্যবর্গ তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইলে তাঁহারা নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত হইলেন। শেষে ইহারা বস্ত্রবয়ন করিয়া তদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহাদের বংশধর হইতে দেবাঙ্গ নামক তন্তুবায় শ্রেণীর উৎপত্তি হইল।

দেবাচী (স্ত্রী) দেবানঞ্চতি দেবে বাহং ন লোপঃ মাত্র্যাদেশশ্চ ঙীপ্‌। ১ দেবতাদিগের অভিমুখগামিনী। ২ দেবপূজিকা।

দেবাজীব (ত্রি) দেবেন [illegible] আজীবতি

আ-জীব-অচ্। দেবল, যাহারা দেবপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

দেবাজীবিন্ (ত্রি) দেবেন আজীবতীতি আ-জীব-ণিনি। দেবল।

দেবাট (পুং) অট গতৌ ভাবে ঘঞ্, দেবানাং অট গমনম্ যত্র। ১ হরিহরক্ষেত্র।

"দেবানামটনাচ্চৈব দেবাট ইতি সংজ্ঞিতং ॥" (বরাহপু°)

যেখানে নন্দী মহাদেবের গোধন সকল লইয়া অবস্থান করিতেছে, সেই হরিহরাত্মক ক্ষেত্রে দেবতা সকল পরিভ্রমণ করেন বলিয়া ইহার নাম দেবাট হইয়াছে।

দেবা অটন্তি অট-অণ্। (ত্রি) ২ দেবতার প্রতি গমনশীল।

দেবাতিথি (পুং) কুরুবংশীয় অক্রোধনের পুত্র। (ভার° ১।২২।৯)

দেবাতিদেব (পুং) দেবানতিক্রম্য দীব্যতি অতি-দিব-অচ্। বিষ্ণু।

"দেবাতিদেবো ভগবান্ প্রসূতিরংশে হরির্বস্থ জগৎপ্রণেতা।" (হরিবংশ ১৫৪ অ°)

দেবাত্মন্ (পুং) দেব আত্মা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যস্য। ১ অশ্বথ-বৃক্ষ। ২ দেবস্বরূপ।

দেবাধিদেব (পুং) দেবানাং অধিদেবঃ ৬তৎ। ১ সর্ব্বেশ্বর, পরমেশ্বর। ২ মহাদেব। ৩ জিন।

দেবাধিপ (পুং) দেবানামপ্যধিপঃ। ১ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর। ২ দ্বাপরযুগের নৃপভেদ। ৩ ইন্দ্র।

দেবানন্দসূরি, একজন জৈনাচার্য্য। ইনি সিদ্ধসারস্বত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। জিনপ্রভসূরির তীর্থকল্প পাঠে জানা যায়, ১২৬৯ সম্বতে দেবানন্দসূরি এক জিনপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দেবানহল্লি (দেবনহল্লী), ১ বঙ্গলূর জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২৩৮ বর্গমাইল। পিনাকিনী নদী এই ভূভাগ দিয়া প্রবাহিত। এখানে স্থানে স্থানে পোস্তঢেঁড়ি, বিলাতী আলু ও উৎকৃষ্ট ইক্ষুর চাষ হয়। টিপুসুলতানের যত্নে কোন চীনের দ্বারা এখানে ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তিত হয়।

২ মহিসুরের বঙ্গলূর জেলার একটী নগর ও উক্ত তালুকের সদর। অক্ষা° ১৩° ১৫´ উঃ, ৭৭° ৪৫´ ৩০´´ পূঃ, বঙ্গলূরের ২৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রায় সাত হাজার লোকের বাস।

পূর্ব্বে এখানে পলিগারদিগের রাজধানী ছিল। এখানকার পলিগারেরা মোরস্থ বোক্কল জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিত। [পলিগার দেখ।] উক্ত পলিগার-সর্দ্দারগণ গৌড় নামে পরিচিত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের হিন্দুরাজের নিকট শেষ গৌড় পরাজিত হন। দেবনহল্লীর এই যুদ্ধে হায়দরআলী অশ্বারোহীরূপে বীরত্বের পরিচয় দিয়া হিন্দুরাজের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। এখানে টিপুসুলতানের জন্ম হয়। হায়দর এখানে একটী প্রস্তরের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দুর্গ আক্রমণ করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে বুধবারে হাট হয়।

দেবানাংপ্রিয় (পুং) দেবানাং প্রিয় ৬তৎ। 'দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে' ইতি বাহুলকাৎ অলুক্সমাসঃ। ১ মূর্খ।

"পশবোহি দেবানাং প্রীতিং জনয়ন্তি ইতি তেষাং প্রিয়া অথাচ তৎপ্রিয়ত্বেন পশুতুল্যতা প্রতীয়তে ইত্যতঃ পশুবন্মূর্খঃ।" (তত্ত্ববোধিনী) পশু সকল দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে, এই জন্য পশু সকল দেবতাদিগের প্রিয়, মূর্খ সকল পশুতুল্যত্বহেতু এই শব্দের অর্থ মূর্খ। ২ ছাগ। ৩ ধর্ম্মাশোক। [ধর্ম্মাশোক দেখ।]

দেবানীক (পুং) সাবর্ণি নামক তৃতীয় মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°) ২ সগরবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ১৫ অ°) (ক্লী) দেবানাং অনীকং। ৩ দেবতাদিগের সৈন্য।

"উগ্রং ভচ্চ মহানাদং দেবানীকং মহাপ্রভং।" (ভারত ৩।২২৬ অ°)

দেবানুক্রম (পুং) বৈদিকমন্ত্রাণাং দেবতাজ্ঞাপনায় অনুক্রমো যত্র। বৈদিকমন্ত্রের দেবতাজ্ঞাপক গ্রন্থভেদ।

দেবানুচর (ত্রি) দেবানমুচরতি অনুচরঃ৺। দেবতাদিগের পশ্চাৎগামী, বিদ্যাধরাদি উপদেব।

"নিশম্য দেবানুচরস্য বাচং মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যুবাচ।" (রঘু°)

দেবানুযায়িন্ (পুং) দেবান্ অনুযাতি অনু-যা-ণিনি। দেবানুচর।

দেবান্তক (পুং) দেবানাং অন্তকঃ ৬তৎ। ১ রাক্ষসভেদ। ২ দৈত্যভেদ।

দেবান্ধস্ (ক্লী) দেবানাং অন্ধইব দর্শনেন প্রীতিকরং। ১ অমৃত। ২ দেবনৈবেদ্যার্থে কল্পিত অন্ন।

দেবাপি (পুং) পুরুবংশীয় প্রতীপরাজপুত্র নৃপভেদ, মহারাজ প্রতীপের তিন পুত্র জন্মে, দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। ইহার মধ্যে দেবাপি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি সংসারাসক্ত না হইয়া তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। এই দেবাপি বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করেন। ইনি অদ্যাপি সুমেরু পর্ব্বতের কলাপগ্রামে যোগী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই দেবাপি কলি অবসান হইলে সত্যযুগে চন্দ্রবংশ স্থাপিত করিবেন। (ভারত ১।৯৫।৪৪—৪৫)

বৈদিক মতে—দেবাপি ঋষ্টিষেণের পুত্র, ঋষ্টিষেণের

দেবাপি ও শন্তনু এই দুই পুত্র হয়, দেবাপি জ্যেষ্ঠ। শন্তনু কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, দেবাপি তপস্যা-নিরত ছিলেন। শন্তনুর জ্যেষ্ঠাতিক্রম জন্য তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ-বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, এই অনাবৃষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ সকল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছ, এই কারণে দেবতারা বর্ষণ করিতেছেন না। তখন শন্তনু দেবাপিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেবাপি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার পুরোহিত হইব।' দেবাপি যজ্ঞ সম্পাদন করিলে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল। (নিরুক্ত ২।১০)

"আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্ দেবাপির্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।" (ঋক্ ১০।৯৮।৫)

দেবাভীষ্ট (ত্রি) দেবানাং অভীষ্টঃ। ১ দেবতাদিগের অভিলষিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ তাম্বূলী।

দেবায়তন (ক্লী) দেবানাং আয়তনং। দেবপ্রতিমালয়, দেবগৃহ।

"ন দেবায়তনং গচ্ছেৎ কদাচিন্না প্রদক্ষিণং।
ন পীড়য়েদ্বা বস্ত্রাণি ন দেবায়তনেষপি॥" (কূর্ম্মপুং)

দেবায়ুধ (ক্লী) দেবস্য ইন্দ্রস্য আয়ুধং ৬তৎ। ১ ইন্দ্রধনু, সজল মেঘযুক্ত আকাশে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে ধনুরাকার পদার্থ জন্মে, তাহাকে ইন্দ্রধনু কহে। (হেম°) ২ দেবতা-দিগের আয়ুধ শস্ত্রাদি।

দেবায়ুষ (ক্লী) দেবানাং আয়ুঃ অচ্ সমাসান্তঃ। দেবতা-দিগের জীবনকাল।

"মন্ত্রেণাহবনীয়ে নির্বপতি ত্রুসীরসা গার্হপত্যে ত্রাধীয়ো হি দেবায়ুষং।" (শতপথব্রা° ৭।৩।১।১০)

দেবারণ্য (ক্লী) দেবপ্রিয়ং দেবভূয়িষ্ঠং বা অরণ্যং। তীর্থভেদ।

"প্রয়াগে দেবরমণে দেবারণ্যেষু চৈব চ।
ভোগবত্যাং মহারাজ! কৌশিকস্যাশ্রমে তথা॥"
(ভারত ৫।১৮৭ অ°)

দেবানাং অরণ্যং। ২ দেবতাদিগের উদ্যান, দেবক্রীড়।

দেবারি (পুং) দেবানাং অরিঃ ৬তৎ। অসুর, দানব।

দেবার্পণ (ক্লী) দেবেষু অর্পণং। দেবোদ্দেশে দেয় দ্রব্যের দান জন্য ফলত্যাগ, দেবতার উদ্দেশে যে বস্তু দত্ত হইয়াছে, সেই বস্তুদানের ফলত্যাগ। দেবেভ্যোঽর্পাতে যৈঃ অর্পি-করণে ল্যুট্। ২ বেদাদি।

"পৃথক্ ভূতানি চান্যানি যানি দেবার্পণানি বৈ।"
(ভারত অনু: ৮৬ অ°) 'দেবার্পণানি বেদবাক্যানি পৃথগ্‌ভূতানি মূর্তিমন্তীত্যর্থঃ' (নীলকণ্ঠ)

দেবার্য্য (পুং) অর্হদ্‌গণভেদ।

'অরিষ্টনেমিস্ত নেমির্তীর্থকৃৎ মুনতীর্থকৃৎ।
মহাবীরো বর্দ্ধমানো দেবার্য্যো জ্ঞাতনন্দনঃ।
গণা নবাস্তর্ষিসংখ্যা একাদশ গণাধিপাঃ।' (হেম°)

দেবার্হ (ত্রি) দেবানর্হতি অর্হ-দানে অণ্। ১ দেবতার নিমিত্ত দানযোগ্য। (ক্লী) ২ সুরপর্ণ। (রাজনি°)

দেবার্হা (স্ত্রী) দেবার্হ-টাপ্। সহদেবীলতা।

দেবালয় (পুং) দেবানাং আলয়ঃ আবাসঃ। ১ স্বর্গ।

"তাত দেবালয়ং শক্র! যথেষ্টং ব্রজ বাসব।" (দেবীভাগ° ৫।৪।৪)

২ দেবগৃহ।

দেবালা (স্ত্রী) দেবানপি আলাতি স্বায়ত্তীকরোতি আ-লা-ক। রাগিণীবিশেষ।

দেবালা (বা নবলকোড়) মান্দ্রাজপ্রদেশের নীলগিরি জেলার অন্তর্গত, নবলকোড় অংশের প্রধান নগর। অক্ষা° ১১° ২৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ২৬ পূঃ, বৈনাড় হইতে বৈথেরি যাইবার বড় রাস্তার ধারে, কর্কমঘাট হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাফির ব্যবসায় জন্য পূর্ব্বে এই গ্রাম বিখ্যাত ছিল। বৈনাড়ের সোণার খনির নিকট হওয়ায় অল্প দিন মধ্যেই এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও একটী প্রধান নগর বলিয়া গণ্য হয়। এখানে পান্থনিবাস, থানা, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, চারিদিকে বাঙ্গালা ও মাজিষ্ট্রেট সাহে-বের আবাস আছে।

দেবালা, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। অক্ষা° ২০° ৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৬´ ৩০´´ পূঃ। ভাণ্ডক হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সুন্দর শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যযুক্ত দেবালয়ের ভগ্নাবশেষের জন্য এই স্থান খ্যাত। [ভাণ্ডক দেখ।]

দেবালিয়া, কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবার প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। দুই খানি গ্রাম এখানকার সামন্তের অধীন। সামন্ত বৃটীশ গবর্মেণ্টকে প্রতিবর্ষে ৪৬৭৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৫৬৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। এই সর্দ্দারের বার্ষিক আয় প্রায় ৬ হাজার টাকা।

দেবাবতার (পুং) দেবানাং অবতারঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের অবতার।

দেবাবাস (পুং) দেবানাং আবাসো বাসস্থানং। ১ অশ্বত্থ বৃক্ষ। ২ স্বর্গ। ৩ দেবপ্রতিমালয়। ৪ সুমেরু।

"দেবাবাসঃ শুভঃ পুণ্যো গিরিরাজো হিরণ্ময়ঃ।"
(হরিব° ২৩৬ অঃ)

দেবাবী (পুং) দেবানবতি অব-প্রীণনে ঔণাদিক ঈ। ১ দেব-

তর্পক লোক। "দেবেভ্যো দেবাতং গৃহ্লামি" (শুক্লযজু ৭।২২) দেবা অব্যয়ে তর্পাচ্ছেং দিব্ আযাবে ই। ২ দেবতর্পণাধার স্থান। "ইমং নো দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রণয় দেবাব্যং"

(শুক্লযজু ১১।৮)

দেবাবৃধ্ (পুং) দেবা বর্দ্ধন্তেহস্য বৃধ-কিপ্ পূর্ব্বপদ দীর্ঘঃ। পর্ব্বতভেদ। (হরিব° ২৩৬ অঃ)

দেবাবৃধ (পুং) দেবা বর্দ্ধন্তে হনেন। সাত্বত নৃপভেদ।

(হরিব° ৩৮ অঃ)

দেবাশ্ব (পুং) দেবস্ত ইন্দ্রস্ত অশ্বঃ। উচ্চৈঃশ্রবা, ইন্দ্রের অশ্ব।

দেবাস, মধ্যভারতের মালপুর এজেন্সীর রক্ষণাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২২° ৩২´ হইতে ২৩° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৭´ হইতে ৭৬° ২১´ পূঃ। এই রাজ্যের মধ্যে দুইটী নগর ও ৩৫৫ গ্রাম আছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান্ত, যব, গোধূম, অহিফেন, ইক্ষু ও কার্পাস। মোট ভূপরিমাণ ২৮৯ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কালুজী পেশবা-বাজীরাওকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবাস, সারঙ্গপুর ও কতিপয় ভূভাগ প্রাপ্ত হন। কালুজীর দুই পুত্র জন্মে—তুকাজী ও জীবাজী। উভয় ভ্রাতার রাজ্যের অধিকার লইয়া বিবাদ ঘটে, তাহাতে এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তদবধি দুই ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারী বাবা-সাহেব ও কনিষ্ঠের উত্তরাধিকারী দাদা-সাহেব নামে অভিহিত হন। জ্যেষ্ঠ বংশেরই সম্মান অধিক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উভয় সর্দারই সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় লয়েন এবং সৈন্ত দিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাহায্য করিতে সম্মত হন। শেষে বৃটীশ গবর্মেণ্ট ৩৫৭০০৲ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে দেবাসের সর্দারেরা বগজ পরগণা বৃটীশ গবর্মেণ্টের তত্বাবধানে ছাড়িয়া দেন এবং বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে খরচ খরচা বাদ প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেবাসের রাজগণ বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাহাতে ইঁহারা দত্তক গ্রহণের অধিকার পাইয়াছেন ও ১৫টী করিয়া সাঁজ তোপ পাইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বাবা-সাহেবের নাম রাজা কৃষ্ণজী রাও পুয়ার, তাঁহার অধীনে ৮৭ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিক আছে। বর্ত্তমান দাদা-সাহেবের নাম রাজা নারায়ণ রাও পুয়ার, ইঁহার অধীনে ২২৩ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতি আছে। রাজারা বিভিন্ন রাজপুত বংশোদ্ভব হইলেও মহারাষ্ট্রদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় রাজপুত সমাজে হেয় হইয়াছেন।

২ উক্ত দেবাস রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩´ পূঃ। ইন্দোর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

দেবাস রাজ্যের দুই জন রাজাই এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে বাস করেন। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১৩০০০।

এখানে ডাকঘর, বাঙ্গালা, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

নগরের উত্তরপশ্চিমাংশে প্রায় ৩০০ ফিট্ উচ্চ একটী ছোট কোণাকার পাহাড় আছে, এই পাহাড়ে বিখ্যাত চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। মন্দিরটী পাহাড়ের পাথর কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরের দেবীমূর্ত্তিও অতি বৃহৎ, তাহাও পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। মন্দিরের অনতিদূরে পাহাড়ের উপরই একটী সরোবর। সরোবরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। দেবাসের লোকেরা এই চামুণ্ডা দেবীকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে। নানাস্থান হইতে অনেক লোক এখানে পূজা দিতে আসে।

দেবাহার (পুং) দেবযোগ্য আহারঃ। দেবতার যোগ্য আহার, অমৃত।

দেবাহ্বয় (পুং) নৃপভেদ।

"দেবাহ্বয়ঃ সুপ্রতিমঃ সুপ্রতীকো বৃহদ্রথঃ।" (ভার° আ° ১ অ°)

দেবিক (পুং) অনুকম্পিতো দেবদত্তঃ মনুষ্যনাম বহ্বচ্কাদ্বেন ঠন্ দ্বিতীয়াদচঃ পরস্ত লোপঃ। অনুকম্পিত দেবদত্ত।

দেবিকা (স্ত্রী) দীব্যতীতি দিব-ণ্বুল্ টাপ্, টাপি অত ইত্বং। নদীভেদ। "অর্দ্ধযোজনবিস্তারাং পঞ্চযোজনমায়তাং। এতাবদ্দেবিকামাহুর্দেবর্ষিপরিসেবিতাং॥" (পাদ্মে ভূমিখণ্ড)

এই নদী অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত এবং পঞ্চযোজন আয়ত, ইহাতে সর্ব্বদাই দেবর্ষিগণ পরিবৃত থাকেন। মৎস্তপুরাণের মতে এই নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণের মতে—এই নদীর সহিত সরযূ মিলিত হইয়াছে। ইহা একটী প্রধান তীর্থ, ইহাতে স্নান করিয়া মহাদেবের অর্চনা ও চরুপাক করিয়া যথাশক্তি মহাদেবকে নিবেদন করিবে, তাহা হইলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ ও যজ্ঞের ফল লাভ হয়। (ভারত ২।৮২ অ°) দেবিকা পীঠ স্থানের মধ্যে একটী, এইখানে ভগবতী নন্দিনীরূপে বিরাজিতা আছেন।

"শিবকুণ্ডে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।"

(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৯)

২ যুধিষ্ঠিরের এক পুত্র, যুধিষ্ঠির দেবিকাকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার গর্ভে যৌধেয় নামে পুত্র হইয়াছিল। (ভারত ১৯৫ অ°) ৩ ধুস্তূর। (ত্রি) ৪ দেবসম্বন্ধী।

দেবিতৃ (পুং) দিব-তৃচ্। অক্ষক্রীড়াকারী।

দেবিন্ (ত্রি) দিব-ণিনি। ক্রীড়াকারক।

"রাজ্ঞা সচিহ্নং নির্বাস্যাঃ কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দেবিয় (পুং) অনুকম্পিতো দেবদত্তঃ বহ্বচ্‌কমনুষ্যনামত্বাৎ ঘ, দ্বিতীয়াদচঃ পরস্য লোপঃ। অনুকম্পিত দেবদত্ত।

দেবিল (ত্রি) দেবৃ দেবনে ইলচ্ দীব্যতি আনন্দেনেতি দিব-ইলচ্ (গুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ ধার্মিক। (পুং) অনুকম্পিতো দেবদত্তঃ ইলচ্। ২ অনুকম্পিত দেবদত্ত।

দেবী (স্ত্রী) দীব্যতীতি দিব-অচ্ ততো ঙীপ্। যা দেবয়তি প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যপদেশেন যথাধিকারং ব্যবহারয়তি সর্বান্ দেব-ণিচ্-অচ্-ঙীপ্। ১ দুর্গা।

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা॥" (দেবীমাহাত্ম্য)
"সকৃৎ কৃত্বা মহাপূজাং দেবীপাদজলং পিবেৎ।
ন জাতু জননীগর্ভে গচ্ছেদিতি বিনিশ্চয়ঃ॥" (দেবীভাগ°)

একবার মহাপূজা করিয়া দেবীর পাদজল পান করিবে, তাহা হইলে আর তাহার জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখভোগ করিতে হইবে না। যাহারা অনন্যচিত্ত হইয়া দেবীভক্ত হন, তাহারা অপরাধ করিলেও তাহাদের দুঃখ হয় না এবং সুখলাভ করিয়া থাকেন, যেহেতু পরিত্রাতা তাহাদের মহাদেব।

"অপরাধং পরং কৃত্বা দেবীভক্তস্য কো নরঃ।
সুখং লভেত যদপি ভবেৎ ত্রাতা শিবঃ স্বয়ং॥" (দেবীভাগ°)

২ দেবপত্নী। ৩ কৃতাভিষেকা রাজমহিষী, যে সকল রাজগণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহাদের পত্নীকে দেবী এই পদে অভিহিত করিতে হয়। ৪ ব্রাহ্মণস্ত্রীদিগের নামোপপদ, ব্রাহ্মণ পত্নীদের নামের শেষে দেবী এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

"দেব্যন্তাশ্চ স্ত্রিয়াঃ সর্বা দাস্যন্তাঃ শূদ্রযোনয়ঃ।" (কর্ম্মবিপাক)

৫ মূর্বা। ৬ পৃক্কা। ৭ আদিত্যভক্তা। ৮ লিঙ্গিনী। ৯ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ১০ শালপর্ণী। ১১ মহাদ্রোণী। ১২ পাঠা। ১৩ নাগরমুস্তা। ১৪ মৃগের্বারুকা। ১৫ হরীতকী। ১৬ অতসী। ১৭ শ্যামাপক্ষী। ১৮ রবিসংক্রান্তি, এই কাল অতিশয় পুণ্যজনক, এই জন্য এই কাল দেবীস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবীপূজা করিলে যেরূপ সর্বার্থসিদ্ধি হয়, সেইরূপ এই সংক্রান্তিতে যে কোন পুণ্যকার্য্য অধিক ফলদায়ক। রঘুনন্দন কৃত একাদশীতত্ত্বে এইরূপ লিখিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

"অতীতানাগতো ভোগো নাড্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
সান্নিধ্যাত্তু ভবেত্তত্র গ্রহাণাং সংক্রমে রবেঃ॥
ব্যবহারো ভবেল্লোকে চন্দ্রসূর্য্যোপলক্ষিতঃ।
কালে বিকল্পতে সর্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরং॥
পুণ্যাপাপবিভাগেন ফলং দেবী প্রযচ্ছতি।
একাধিককৃতং তস্মিন্ কোটি কোটি গুণং ভবেৎ॥
ধর্ম্মাভিবর্দ্ধতে হ্যায়ুরাজ্যং পুত্রসুখাদি চ।
অধর্ম্মাদ্ব্যাধিশোকাদি বিবুধারণসন্নিধৌ॥" (দেবীপু°)

সংক্রান্তিতে পুণ্য কার্য্য করিলে তাহা কোটি গুণ ফলদায়ক হয়। [রবিসংক্রান্তি দেখ।]

দেবী, উড়িষ্যার প্রবাহিত একটী নদী। কটক জেলাস্থ কাঠজুড়ি নদীর ডান ধারে ছোট ও বড় দেবী নামে দুইটী ক্ষুদ্র নদী বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়া একত্র মিলিয়া পুরী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং কটক জেলার দক্ষিণসীমায় নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বিস্তৃত মোহানার নিকট কএক বর্ষ পূর্ব্বে একটী আলোকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নদীর মুখে বালি পড়িয়া এখন যাতায়াতের পথ দুর্গম হইয়াছে। জোয়ারের সময় এখানে প্রায় ৩।৪ হাত জল উঠে। গ্রীষ্মকালে নদীর ভিতর ১৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত জোয়ার যায়। বর্ষাকালে নদীর জল অনেক বাড়িয়া উঠে। এ সময় ধান্য ও চাউলের বড় বড় নৌকা এই নদী দিয়া যাতায়াত করে। নদীর মোহানার চারিদিকে জঙ্গল, জনমানবের আবাস নাই।

দেবীকৃতি (স্ত্রী) গোদাবরী তটস্থিত একটী দেব উদ্যান। বক কচ্ছপ দেশবাসী একজন ব্রাহ্মণ ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশে প্রতিষ্ঠানপুরের নিকটে দেবমন্দিরসংলগ্ন এই উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। (কথাসরিৎসাগর ৫।৭২)

দেবীকোট (পুং) বাণরাজধানী শোণিতপুরের নামান্তর।

দেবীকোট (দেবীকোট্টৈ) তঞ্জোর জেলাস্থ একটী প্রাচীন ভগ্ন দুর্গ। আক্কুইবারের ১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ২২´ ২৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৫২´ পূঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে প্রবেশ করিয়া অত্যল্পকাল পরেই এখানে বাণিজ্যার্থে আগমন করেন। এখানকার দুর্গটী পূর্ব্বে তঞ্জোরের হিন্দুরাজেরই অধিকারে ছিল। তৎপরে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণের হস্তগত হয়। এই দুর্গ অবরোধকালে ক্লাইব (তখন লেফ্‌টেনাণ্ট) অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন। দুর্গটী ১২ হাত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এবং ইহার পরিধি প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে কোন কুঠি স্থাপন করেন নাই।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে করাসীদিগের আক্রমণে ইংরাজেরা দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যান। আর বন্দীবাসের যুদ্ধে সর্ আয়ার কুট জয়লাভ করিলে করাসীরা এই দুর্গ ছাড়িয়া দেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই দুর্গ আবার অধিকার করিয়া লয়েন। ২ মান্দ্রাজ প্রদেশের মদুরা জেলাস্থ একটী নগর। এখানে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস।

৩ নীলতন্ত্র-বর্ণিত একটী পীঠ স্থান।

দেবীগৃহ (ক্লী) দেব্যাঃ গৃহঃ ৬তৎ। দেবীর মন্দির।

দেবীঘাট, নেপাল রাজ্যের নয়াকোটের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস এখানে কতকগুলি মৎস্তজীবি ও কুম্ভকার ব্যতীত অন্য কেহই বাস করে না। দেবীঘাটের তোড়ি নদীর উপর অবস্থিত। এই নদীর উপর একটী সেতু আছে। জমিদারের আজ্ঞা ব্যতীত কাহারও এই সেতু পার হইবার অনুমতি নাই। দেবী ভৈরবী এস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এস্থান পবিত্র ও দেবী ভৈরবীর অনুগৃহীত হইলেও এখানে দেবীর মন্দির নাই। ত্রিশূলগঙ্গা ও তোড়ি নদীর সংযোগস্থলে দেবীর সম্মানার্থ একটী বেদী কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা আছে মাত্র। নয়াকোটে দেবীর মন্দির আছে। প্রবাদ যে, সে মন্দির দেবীর আদেশ ক্রমেই তথায় নির্ম্মিত হয়। দেবীঘাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিটেরও কিছু নীচে অবস্থিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণাটকবংশের হরিদেব নেপালের রাজা হন। হরিদেব তাঁহার একজন ভৃত্যকে চাকরি হইতে তাড়াইয়া দিলে ভৃত্য প্রভুর ব্যবহারে কুপিত হইয়া মুকুন্দসেনকে রাজ্য মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে। মুকুন্দসেন হরিদেবকে পরাজিত করিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির হইতে ভৈরবী-বিগ্রহ পাল্পায় লইয়া যান। দেবাদিদেব মহাদেব এজন্য ক্রুদ্ধ হইলে মুকুন্দসেনের সমস্ত সৈন্য বিসূচিকারোগে প্রাণত্যাগ করে। মুকুন্দসেন একাকী যতিবেশে পলায়ন করিয়া এই দেবী ঘাটে আসিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

বৈশাখমাসে দেবীর একটী উৎসব হয়। সে সময় দেবী-প্রতিমা নয়াকোট হইতে এই দেবীঘাটে আনয়ন করা হয়। এই উৎসব পাঁচ দিন থাকে।

দেবীতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

দেবীত্ব (ক্লী) দেব্যাঃ ভাবঃ দেবী ভাবে ত্ব। দেবীর ভাব।

দেবীদ্ধিয়ক (পুং) দেবীং ধিয়া ইত্যাস্তপ্রতীকশব্দোহস্তি অত্র অনুবাকে অধ্যায়ে বা গোষদাদিত্বাৎ বুন্। দেবীং ধিয় ইত্যাদি প্রতীকযুক্ত অনুবাক বা অধ্যায়।

দেবীপুর, মালদহ জেলার অকবরপুর পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। সপ্তাহে এখানে একবার হাট বসে। প্রজার অবস্থা সচ্ছল। জলবায়ু ভাল নহে, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিনমাস জ্বরের বড়ই প্রাদুর্ভাব থাকে।

দেবীপুর, দিনাজপুর জেলার সন্তোষ পরগণার একটী গ্রাম। এখানে একটী বিস্তৃত হাট বসিয়া থাকে।

দেবীপুরাণ (ক্লী) দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্যাদিযুক্ত উপপুরাণ ভেদ। এই উপপুরাণে দেবীর পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্যাদি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

দেবীভাগবত (ক্লী) দেব্যামাহাত্ম্যাবেদকং ভাগবতাখ্যং পুরাণং। পুরাণ ভেদ, কেহ কেহ এই পুরাণকে মহাপুরাণ কহিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ উপপুরাণ বলিয়া স্থির করেন। 'ভাগবতং পঞ্চমং স্মৃতং' মহাপুরাণের মধ্যে ভাগবত পঞ্চম, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম মহাপুরাণ, কিন্তু কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ না বলিয়া দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। [পুরাণ দেখ।]

এই দেবীভাগবতেও শ্রীমদ্ভাগবতের মত দ্বাদশ স্কন্ধ ও ১৮ হাজার শ্লোক আছে। ইহাতে দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্যই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দেবীমহিমন্ (পুং) দেব্যাঃ মহিমা। দেবীমাহাত্ম্য।

দেবীমাহাত্ম্য (ক্লী) দেব্যা মাহাত্ম্যং ৬তৎ। দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ' ইত্যাদি হইতে 'সাবর্ণির্ভবিতামনুঃ" এই পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়াত্মক গ্রন্থভেদ, চণ্ডী। দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় ইহার নাম দেবীমাহাত্ম্য হইয়াছে। ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে তাহার কোন দুষ্কৃতি থাকে না। শরৎকালীন দুর্গাপূজার সময় দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়।

"শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমং।" (মৎস্যপু॰)

[চণ্ডী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দেবীযাত্রা, বৈশাখমাসে নয়াকোটের ভৈরবী বিগ্রহের একটী উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় দেবীবিগ্রহ নয়াকোট হইতে দেবীঘাটে আনীত হয়। পাঁচদিন ব্যাপিয়া উৎসব চলে। এই সময়ে মহিষ উৎসর্গ করা হয়। একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ নিবার (নেপালী) এই সময়ে ভৈরব ও ভৈরবী সাজিয়া থাকে। বঁড়াজাতিই এ সময়ে পুরোহিতের কার্য্য করে।

নিবারীগণ মহিষ-বলির পরই গলরুধিরধারা (অফুর) আকণ্ঠ পান করিয়া থাকে। পরে যখন আর উদরে স্থান হয় না, তখন তাহারা সমুদয় পীত রক্ত বমন করিয়া ফেলে। সেই উৎক্ষিপ্ত রক্ত পূত বলিয়া সংগৃহীত,

বিস্তারিত ও রক্ষিত হয়। এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের লোকই অবাধে যোগদান করে। দেবীঘাটে দেবীর মন্দির নাই। পাঁচদিন উৎসবের পর দেবীমূর্ত্তি পুনরায় নগ্ন-কোটে নীত হয়।

দেবীরাপসক (পুং) দেবীরাপ ইত্যাদ্যপ্রতীকমন্ত্রানুবাক্যে অধ্যায়ে বা গোষদাদিত্বাৎ বুন্। "দেবীরাপ" ইত্যাদি অপ্রতীকযুক্ত অধ্যায় বা অনুবাক।

দেবীসিংহ, ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে যে সকল অর্থগৃধ্নু-ব্যক্তি ইংরাজের সহায়তায় বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, বঙ্গের বৈশ্যকুলতিলক দেবীসিংহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তখন ইংরাজ কিছুই বুঝেন না, কাজেই রাজস্ব আদায়ের ভার নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর হস্তেই অর্পিত রহিল। এই সময়ে দেবীসিংহ নানাবিধ অসদুপায়ে প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁ দেবী-সিংহের নিকট অর্থ ঋণ লইতে বাধ্য হয়েন। উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ দেবীসিংহ তখন মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইয়া প্রেরিত হইলেন। সমধিক রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানির প্রিয়-পাত্র হওয়া রেজাখাঁর লক্ষ্য ছিল—সে লক্ষ্য সাধনে তিনি উপযুক্ত লোকের হস্তেই গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই দেবীসিংহ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত পরগণা ইজারা লই-লেন। এই ইজারা লইয়া দেবীসিংহ আশাতীত অর্থলাভ করিতে লাগিলেন।

দেবীসিংহের এই অর্থগ্রহণ-তৎপরতায় পূর্ণিয়া জনশূন্য হইবার উপক্রম হইল, কেননা অনেকেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়নপর হইল। পূর্ণিয়ার বার্ষিক আয় ৯ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার দুই তৃতীয়াংশও আদায় হইত না। কিন্তু দেবীসিংহ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা হারে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেবীসিংহের সে দিকে দৃক্‌পাত ছিল না। রেজাখাঁও সমধর্ম্মী ছিলেন। কোম্পানিরও অর্থাগম না হইলে রাজ্য চলিবে না। সুযোগ বুঝিয়া দেবীসিংহ যথেচ্ছা ব্যবহারি করিতে আরম্ভ করিলেন। বসুমতী ধান্য প্রসব না করিলে ধন জন্মে না। প্রজারা খাজনা দিতে পারিল না, কাজেই দেবীসিংহ জমিদারের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। জমিদারদিগের ঘরে নগদ টাকা ছিল না। যাহা ছিল, তাহা পূর্ব্বেই দেবীসিংহকে দিতে হইয়াছিল। এখন অর্থের অভাবে তাঁহাদিগের আভিজাত্য সম্ভ্রম নষ্ট হইতে লাগিল। দেবীসিংহ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিলেন, ভয় দেখাইলেন, পরে প্রহার আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে কাছা-রীতে আনাইয়া অকথ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহা-দিগের স্বর্ণাভরণ কাড়িয়া লওয়া হইল, সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রাব-স্থায় তাঁহাদিগকে দণ্ডায়মান রাখা হইল।

বঙ্গদেশে তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর। তিনি জমিতে জমিদারের কোন স্বত্ব আছে এ কথা স্বীকার করিতেন না; জমিদার উপস্বত্বভোগী মাত্র। এই দুর্ভিক্ষে সকল জমিদারেরই ক্ষতি হইল, অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দেবীসিংহের এই অত্যাচারের কথা প্রচার হইয়া পড়িল, কাজেই এ কথা লইয়া একটু আন্দোলনও হইল। মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলেন। রেজাখাঁ গেলেন, কিন্তু দেবীসিংহ রহিলেন। যদি দেবীসিংহও যাইতেন, তাহা হইলে অনেক জমিদারের সম্ভ্রম রক্ষা হইত, অনেক প্রজা প্রাণে বাঁচিয়া যাইত। রেজাখাঁ গেলেও কথাটী চাপা পড়িয়া গেল না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে একটী পরিদর্শন-সমিতি (Committee of circuit) স্থাপিত হইল, হেষ্টিংস সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। পরিদর্শন-সমিতিতে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল, দেবীসিংহ পদচ্যুত হইলেন। দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াও হেষ্টিংস দেবীসিংহের অনুপম গুণরাশি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজাখাঁর পদচ্যুতির পর রাজস্ব আদায়ের ভার হেষ্টিংস নিজ হস্তেই গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন-সমিতি স্থাপিত করিয়া নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল যে কোম্পানির অধীন কোন ব্যক্তি ইজারা লইতে পারিবেন না। রাজস্ব আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক-সমিতি স্থাপিত হইল। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ঢাকা, পাটনা ও দিনাজপুর এই ছয়টী বিভাগে সমিতি স্থাপিত হইল। কর্ম্মচারী নিয়োগভার হেষ্টিংস সাহেবের উপরই ছিল। তিনি এই সুযোগে দেবীসিংহকে মুর্শিদাবাদ-প্রাদেশিক-সমিতির দেওয়ানপদে নিযুক্ত করি-লেন। মুর্শিদাবাদের সমিতির উপর এক কোটী দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ভার ছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ২৪এ মে তারিখে পাঁচসনী বন্দোবস্ত হইল। ইজারদারদিগের সহিতই এই বন্দোবস্ত করা হইল।

হেষ্টিংস নিজেই সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যেক জেলায় এক একজন ইংরাজ-কালেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। তাহাতে ফল হইল এই যে, কালেক্টর সাহেবেরা নিজেই বেনামী করিয়া ইজারা লইতেন, বাড়তি রাজস্ব সমুদায়ই তাঁহারা আত্মসাৎ করিতেন, কোম্পানির টাকা দিতেন না। হেষ্টিংসও এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিতেন না। এই ইংরাজ কালেক্টরগণকে উত্যক্ত বা উৎখাত করিলে তাঁহার নিজের চরিত্রের অনেক কথা প্রকাশ পাইতে পারে, এই জন্য তিনি ইহাদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেন না, কিন্তু রাজস্ব অনাদায়ে ঘোরতর বিপত্তি সঙ্ঘটিত হওয়া নিশ্চিত, ইহা স্থির করিয়া তিনি এ কার্য্যে পুনরায় দেশীয় লোক নিযুক্ত করিলেন এবং ইহাদিগের কার্য্যপরিদর্শনার্থ ঐ ছয়টি সমিতি স্থাপিত হইল। মুর্শিদাবাদে দেবীসিংহ ও কলিকাতায় হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। পরিদর্শন-সমিতির সভাপতি হইয়া হেষ্টিংস পূর্ণিয়া পরিদর্শনে গমন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ তখন হেষ্টিংসের সঙ্গে ছিলেন। অর্থাগমসম্বন্ধীয় পরামর্শার্থ ও উৎকোচগ্রহণের সুবিধার্থ হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। দেবীসিংহকে গঙ্গাগোবিন্দ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। কোন কারণে ইহাদের পরস্পরে বৈরিভাব জন্মে। হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দসিংহের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন দেখিয়া দেবীসিংহ গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। উভয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই গঙ্গাগোবিন্দের সুপারিসেই দেবীসিংহ পূর্ণিয়ার কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইয়াও ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ-প্রাদেশিক-সমিতির দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

দেওয়ান হইয়া দেবীসিংহ দেখিলেন, প্রাদেশিকসমিতির সভ্যগণ তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এবং তাহা হইলে তাঁহার অর্থোপায়ের পথ রুদ্ধ হইতে পারে। তিনি কূটনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ সকলেই অল্পবয়স্ক কার্য্যানভিজ্ঞ ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। দেবীসিংহও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদনার্থ উত্তমোত্তম বিলাতী সুরা ও সুন্দরী স্ত্রীলোক সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে একদল সুন্দরী স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। অপরিণত ক্ষীণমস্তিষ্ক ইংরাজদল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ স্বরূপ এগুলি সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেবীসিংহের মনস্কাম পূর্ণ হইল, ইংরাজদল আমোদ কুক্রিয়ায় রত থাকিতেন। দেবীসিংহ নিরাপদে অবাধে রাজস্ব আদায় করিতেন ও নিঃসঙ্কোচে আপন উদর পূর্ণ করিতেন।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সমিতির ইংরাজদল রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র বা নিয়মাবলী কিছু বুঝিতেন না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেন না। দেবীসিংহই সকল ব্যবস্থা করিতেন। কিছুদিন পরে উৎকোচের অংশ বিভাগ লইয়া সাহেবদিগের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইল। ক্রমে ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সমিতির সভ্যগণ দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, সর্প এবার জাগিয়াছে বুঝিয়া দেবীসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া গঙ্গাগোবিন্দসিংহের শরণাপন্ন হইলেন।

হেষ্টিংস এই কয় বৎসরে প্রাদেশিক রাজস্ব-সমিতিতে তাঁহার নিজের অর্থলাভের কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া প্রাদেশিক সমিতি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারগণকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কাজেই হেষ্টিংস একটু গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। এদিকে কোন উপায় না করিলে দেবীসিংহের মত কর্ম্মঠ লোককে হারাইতে হয়, এই ভাবিয়া হেষ্টিংস আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময়ে একটী সুযোগ ঘটিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা একটী দত্তকপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজার ভ্রাতা ও এই দত্তক পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। হেষ্টিংস সাহেব এই নাবালক দত্তক পুত্রকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন ও মেহনৎ-আনা হিসাবে চারিলক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া হেষ্টিংস তাহার রাজ্যের সুব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গুড্ল্যাড নামক একজন অপরিণতবয়স্ক যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও এই সুযোগে দেবীসিংহকে গুড্ল্যাড সাহেবের দেওয়ান করিয়া দিয়া তাঁহাকে রাজস্ব সমিতির কোপ হইতে রক্ষা করিলেন।

গুড্ল্যাড সাহেব কেবল রাজ্যরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন নাই। এই সঙ্গে তিনি রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার কালেক্টরপদেও নিযুক্ত হইলেন।

এইবার যোগ্যে যোগ্য মিলিত হইল। এই দুই ব্যক্তি রাজার পুরাতন কর্ম্মচারীগণকে বিদায় করিয়া তত্তৎ স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করিলেন। রাজসংসারের অনেক ব্যয়

লাঘব হইল। ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির জন্ত রাণী যাহা পাইতেন, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, রাজার ষোলশত টাকা মাসহারা স্থানে ছয়শত টাকা হইল, এমন কি, রাণীর পিতা বা অন্ত আত্মীয় কেহ আসিলে রাজবাটীতে আহার পাইত না। পূর্ণিয়ার দেবীসিংহের অনুষ্ঠিত অত্যাচার কাহিনী এখানকার কাহারও অবিদিত ছিল না। সেই দেবীসিংহের অধীন হইয়া দিনাজপুর রঙ্গপুর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

যে আশঙ্কা করিয়া লোকে কাঁপিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দেবীসিংহ বেনামী করিয়া একজন মুসলমানের নামে রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও এদ্রাকপুর ইজারা লইলেন। ইজারা লইয়াই তিনি সমস্ত জমিদারদিগের নিকট বৃদ্ধি জমা তলব করিলেন। একে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে লোকসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় জমিদারের আয় হ্রাস হইয়াছিল, তারপর ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পাঁচসনী বন্দোবস্তের সময় হেষ্টিংসের নিকট সকলকেই বৃদ্ধি জমায় জমি লইতে হইয়াছিল, কেহই পৈতৃক জমিদারী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে বৃদ্ধিতে জমি লইয়াছিলেন যথাযথ সে পরিমাণ টাকা কোম্পানিকে দিতে পারেন নাই, কিছু কিছু বাকি পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় জমা আরও বৃদ্ধি হইলে জমিদারদিগের তাহা দিবার ক্ষমতা ছিল না, কাজেই যাঁহারা এখন কবুলতি দিতে অস্বীকার করিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করা হইল, আবার যাঁহারা ইস্তফা দিতে চাহিলেন, তাঁহারাও বাকি রাজস্ব না দিয়া ইস্তফা দিতে পারেন না, এই হেতু কয়েদ হইলেন। কোন দিকেই রক্ষা নাই দেখিয়া অত্যাচার হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইবার আশায় সকলেই কবুলতি দিলেন।

কবুলতি দিবার কয়েকদিন পরেই দেবীসিংহের লোকেরা খাজানা আদায় আরম্ভ করিল। সে কালে নারায়ণী টাকা ছিল। কোম্পানির টাকার হিসাবে সে টাকার উপর বাঁটা ধার্য্য হইল, নানাবিধ আবওয়াবে রাজস্বের পরিমাণ বিস্তর বাড়িয়া গেল, কেহই টাকা দিতে সমর্থ হইলেন না। জমীদার, রাইয়ত সকলেই ধৃত হইয়া দেবীসিংহের কঠোর শাসনে নিষ্পীড়িত হইতে লাগিলেন। হাহাকারে দিনাজপুর ভরিয়া গেল। তখন এখনকার মত কারাগার ছিল না। ছাদহীন গৃহমধ্যে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইত ও পাহারা থাকিত। দেবীসিংহের প্রতাপে লক্ষপতি জমিদার ও কপর্দ্দকহীন কৃষক একগৃহে একই রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া রহিল। শেষে কারাগারে স্থান কুলাইল না, প্রাঙ্গণে অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে সকলের স্থান হইল।

দেবীসিংহকে দিনাজপুরেই থাকিতে হইত। তিনি কালেক্টরের দেওয়ান, রাজার ও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি ইচ্ছা করিলেই রঙ্গপুর যাইতে পারিতেন না, সেই জন্ত রঙ্গপুরে কৃষ্ণপ্রসাদ নামে একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিনিধি গিয়া জমিদারদিগের নিকট করবৃদ্ধির বার্ত্তা জানাইলে অনেকে দেবীসিংহকে আপন আপন দুঃখের কথা ও দেশের দুর্দ্দশার কথা জানাইতে গেলেন। কোম্পানির রোষকারিতে এ বৎসর খাজনা বৃদ্ধি করা নিষেধ ছিল।

দেবীসিংহ সে আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল জমিদারদিগকে কয়েদ করিয়া রঙ্গপুর পাঠাইয়া দিলেন ও আপন প্রতিনিধিকে কৃষ্ণপ্রসাদের পরিবর্ত্তে হররামকে নিযুক্ত করিলেন।

হররাম আসিয়াই সকল জমিদারকে তলব করিলেন। সকলেই জমাবৃদ্ধির কবুলতী দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন হররাম তাহাদের প্রতি প্রহারের আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে ঢাক বাজাইয়া বৃষভারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে বলিলেন। সামাজিক শাসনে এরূপ দণ্ডে জাতিচ্যুত হইতে হইত। দুই চারিজন জমিদারের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া বাকি সকল জমিদারই কবুলতী দিলেন, কবুলতী দিবার পরই টাকা আদায় আরম্ভ হইল। কেহই টাকা দিতে পারিলেন না। জমিদারদিগের জমি নাম মাত্র মূল্যে দেবীসিংহ বেনামীতে স্বয়ং কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই তখন জমিদারবর্গ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহারও টাকা নাই, প্রহারে অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর কৃষকদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষককুল দেশত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করিল। হররাম তাহা নিবারণ করিবার জন্ত গ্রামে গ্রামে পাহারা রাখিল। আবার এই পাহারাওয়ালাদিগের বেতন দিবার জন্য 'চৌকিবন্দি' নামক নূতন করের সৃষ্টি করিল। দিনাজপুরে দেবীসিংহ অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন, হররাম রঙ্গপুরে একবিংশতি প্রকারের কর সৃষ্টি করিল।

এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবীসিংহের তাহাতে মন উঠিল না। তবে হররামের কার্য্যপটুতে তাঁহার কোনদিন অবিশ্বাস জন্মে নাই, তথাচ সূর্য্যনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যনারায়ণ আসিয়া রৌদ্র-

মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। জমিদারদিগেরত কথাই নাই, স্ত্রীলোকদিগের উপরও ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল। অন্তঃপুরচারিণীগণ প্রকাশ্য স্থানে আনীত হইতে লাগিলেন। দেবীসিংহের অনুচরবর্গ বলপূর্ব্বক সেই সকল কুলকামিনীর অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিল। কখন বা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইল। স্ত্রীজাতির শেষ অপমান, সর্ব্বসমক্ষে তাহাই সংঘটিত হইতে লাগিল। ক্ষোভে, রোষে, অপমানে, কত সহস্র কুলললনা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কে জানে? কত উষ্ণশ্বাস উঠিয়া ঈশ্বরের সিংহাসন উত্তপ্ত করিয়াছে কে বলিবে? তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বংশখণ্ড অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চাঁচিয়া তাহার দুইপ্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, বংশখণ্ড স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত। এরূপ কলঙ্কিত দৃশ্য জগৎ কখনও দেখে নাই। এরূপ নারকীয় ঘটনা কখনও ইতিবৃত্তের কলেবর কলঙ্কিত করে নাই। এই সকল অত্যাচারেও আশানুরূপ ফল হইল না দেখিয়া দেবীসিংহ নিজ ভ্রাতা ভেকধারীসিংহকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮১ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। ১৭৮২ সালে এইবার স্বয়ং দেবীসিংহ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যন্ত্রণা দিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। দলিত, নিগৃহীত, উৎপীড়িত প্রজার চক্ষুর জলে দেশ ভাসিয়া গেল। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে অত্যাচার হইতে লাগিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে নিরীহ প্রজার যখন আর পলায়নেরও সুবিধা রহিল না, মরিবার ভয় দূর হইয়া গেল, তখন সকল প্রজা দেবীসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। প্রতিজ্ঞা করিল, কোম্পানির লোকদিগকে আর সে দেশে রাখিবে না, যে প্রকারে হউক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় আপনারা মরিবে।

খৃষ্টানপুঙ্গব গুডল্যাড সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজকর্ম্ম দেবীসিংহই করেন। দেবীসিংহের কীর্ত্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে? যথাসময়ে গুডল্যাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পৌঁছিল। তিনি শুনিলেন, নূরল মহম্মদকে প্রজারা 'নবাব' পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি ত্বরায় লেফ্‌টেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহীদল এক স্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? তখন গুডল্যাড এক হুকুম যাহির করিলেন যে, ম্যাক্‌ডোনাল্ড যাহাকে ধরিবেন, তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন। তাহাতেও বিদ্রোহদমন হইল না। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব শুনিলেন, নূরল মহম্মদ মোগলহাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরল মহম্মদ পঞ্চাশজন মাত্র লোক লইয়া মোগলহাটে ছিলেন, তাঁহার দলবল সকলই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড অতর্কিত ভাবে মোগলহাটে নূরল মহম্মদকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল, নূরল মহম্মদ আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে গুডল্যাড সাহেব প্রচার করিলেন যে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে প্রজার আর কোন ভয় নাই, রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের উপর আর কোন অত্যাচার হইবে না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাহারা যে হিসাবে খাজনা দিয়াছিল, তাহাই দিতে হইবে, খাজনা বৃদ্ধি রদ হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া প্রজাবর্গ গৃহে ফিরিল, যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। যাহা হউক, দেবীসিংহের অত্যাচারে নিরীহ বাঙ্গালী-প্রজাও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

রঙ্গপুর-বিদ্রোহ যত সহজে মিটিল, কথাটা তত শীঘ্র মিটিল না। কলিকাতা কৌন্সিল এই বিদ্রোহের কারণ অবধারণ জন্য পিটারসন সাহেবকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন। পিটার্‌সন আসিয়া প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। শেষে তিনি জমিদারদিগকে হাজির হইতে ইস্তাহার দিলেন। অধিকাংশ জমিদারই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, একজন ব্যতীত কেহই হাজির হইল না। পিটারসন সাহেব তাহার জবানবন্দি লিখিতে গুডল্যাডের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, গুডল্যাড তাহাকে দেবীসিংহের জিম্মা করিয়া দিলেন। ইহার পর আর কেহই সাক্ষ্য দিতে হাজির হয় নাই। পিটারসন জমাওয়াশীল বাকি তলব করিলে দেবীসিংহ তাহা দাখিল করিল, গুডল্যাড সাহেব তাহার নকল রাখিবার ছলে তাহা চাহিয়া লইয়া গেল, আর ফিরাইয়া দিল না। এইরূপে নানারূপে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও পিটারসন সাহেব সব বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। হেষ্টিংস বেগতিক বুঝিয়া পিটারসনকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তদন্তের জন্য এক নূতন কমিশন্ বসাইলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কমিশন বসিল। ১৭৮৫ সালে খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গবর্ণরজেনারল হইয়া আসিলেন।

তিনি আসিয়া রঙ্গপুর বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে লাগিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কমিশনের কার্য্য শেষ হইল। দেবীসিংহকে বাধ্য রাখিবার জন্যই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। কাজেই দেবীসিংহের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। হররাম অত্যাচার করিয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইল। হররাম একবৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলেন। দেবীসিংহের অপরাধ প্রমাণিত না হইলেও লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে কোম্পানির চাকরি হইতে এককালে বিদায় দিলেন। দেবীসিংহের কার্য্য জীবনের এইখানেই শেষ হইল।

জীবনের অবশিষ্টকাল দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নসীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। শেষাবস্থায় তিনি অনেক দান ও দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এই নসীপুরে দেবীসিংহের উত্তরাধিকারিগণ এখনও বাস করিতেছেন।

দেবীসূক্ত (ক্লী) দেব্যাঃ তদ্দেবতাকং সূক্তং ঋক্সমূদায়ঃ। ঋগ্বেদে শাকলসংহিতার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দেবী-দেবতাক সূক্ত ভেদ।

"রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে সপ্তশতীং জপেৎ।
প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমাৎ॥" (মরীচিকল্প)

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইলে প্রথমে রাত্রিসূক্ত, মধ্যে সপ্তশতী, এবং অন্তে দেবীসূক্ত পাঠ করিতে হয়। দেবীসূক্ত পাঠ না করিলে চণ্ডীপাঠ নিষ্ফল হয়।

দেবৃ (পুং) দিব-ঋ। দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (অমর)

দেবেজ্ (পুং) দেবং যজতে যজ-কিপ্। দেবযষ্টা, যিনি দেবতাদিগকে যজ্ঞ করেন।

দেবেজ্য (পুং) দেবানাং ইজ্যঃ পূজ্যঃ। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

দেবেন্দ্র (পুং) দেবানাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। শক্র, সুরেন্দ্র।

"ত্বমেব দেবেন্দ্র সদা নিগদ্যসে" (রঘু)

দেবেন্দ্র, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। ১ ত্যাগরাজাষ্টক প্রণেতা। ২ সংগীতমুক্তাবলী-রচয়িতা।

৩ স্বানুভূতিপ্রকাশ রচয়িতা। ইনি গীর্ব্বাণেন্দ্রসরস্বতী ও অমরেন্দ্র মুনির শিষ্য।

দেবেন্দ্রগণি, ১ (নেমিচন্দ্র নামে খ্যাত) জৈনদিগের বৃহদ্গচ্ছের এক আচার্য্য। আনন্দসূরির শিষ্য। ইনি প্রাকৃত ভাষায় আখ্যানমণিকোষ ও বীরচরিত এবং উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের টীকা রচনা করেন। জিনচন্দ্রের শিষ্য আম্রদেব সূরি আখ্যানমণিকোষের টীকা লিখিয়াছেন।

২ একজন জৈন গ্রন্থকার, ইনি প্রাকৃতভাষায় 'তিলয়সুন্দরীরয়ণচূড়কহা' রচনা করেন। ইনি খরতরগচ্ছের ৩৮শ পট্টাচার্য্য উদ্দ্যোতনের প্রশিষ্য ও আম্রদেবের শিষ্য।

৩ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃত ভাষায় দানকুলক, শীলকুলক, তপঃকুলক ও ভাবনাকুলক রচনা করেন।

৪ পঞ্চসংগ্রহরচয়িতা।

৫ জিনচন্দ্র-শিষ্য-আম্রদেবের সূরির শিষ্য। ইনি প্রাকৃত ভাষায় 'পবয়ণসারুদ্ধার' রচনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বনাম খ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ইহার পাঁচ পুত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৩৯ শকে (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) ৩রা জ্যৈষ্ঠে অমাবস্যার দিন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৭৫১ শকাব্দে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পর বৎসর ইংলণ্ডে গমন করেন। দেড় বৎসর পরে সেই সুদূর প্রবাস ভূমিতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু বিলাতগমনের পূর্ব্বেই রামমোহন রায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইহাকেই উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। শুনা যায়, বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় এই শিশু দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই শিশুই ভবিষ্যতে আমার গদি অধিকার করিবে।"

রামমোহন রায় যে এরূপ ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা যে সফল হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তাঁহার এই ভবিষ্যবাণী করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের গদি অধিকার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তিনি রামমোহন রায়ের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বুধবারে সমাজে থাকিবেনই।"

তখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিও নামে ইংরাজী ভাষা, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতির একজন বিচক্ষণ অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রেরা অনেকে তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত। এই অবস্থায় তাঁহার ধর্ম্মভাব বা অধর্ম্মভাব যে ছাত্রদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তিনি একজন ঘোর নাস্তিক ছিলেন এবং তাঁহার অনেকগুলি ছাত্রও তন্মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। ছাত্রেরা

তাঁহার অধ্যাপনাগুণে একেবারে মুগ্ধ হইলেও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ ক্রমে ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ হইতে সরান হইয়াছিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করিলেন। যদি ডিরোজিও থাকিতেই দেবেন্দ্রনাথ তথায় প্রবিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে হয়তো তিনি প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হইতে পারিতেন, ধর্ম্ম হয়তো তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। ডিরোজিওর জ্ঞানশিক্ষক না থাকাতে ততটা নীরস জ্ঞানের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ নাই হইতে পারুন, কিন্তু তাঁহার কোমল হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাবের বীজ সকল অপসৃত হয় নাই। হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তিনি রামমোহন রায়ের পাঠশালায় ধর্ম্মানুপ্রাণিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

শৈশবকালে মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবোধ করিয়া তাঁহার পূজায় ইহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। একদিন নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশ সম্মুখে প্রসারিত দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহার রচয়িতা কোন পরিমিত দেবমূর্ত্তি হইতে পারে না। তিনি নিজেই এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতি-নিয়ত যখন গৃহে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতি-দিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ায় সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতু-র্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপর আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিকভাবকে ক্ষণ-কালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। তখন কি জানি-লাম,—অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।"

১৭৬০ শকে কোন ঘটনাসূত্রে শ্মশানে তাঁহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। তাঁহার মনের যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন হঠাৎ উপনিষেদের এক ছিন্ন পত্র তাঁহার হস্তে নিপ-তিত হইল। তাহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটী লিখিত ছিল। তিনি যখন সেই পত্রখানি ব্রাহ্মসমাজের তদানী-ন্তন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট আনিয়া তাহার অর্থ জানিলেন, তখন তাঁহার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ব্যতীত নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। পরে সেই ছিন্নপত্রে বেদ বেদান্তের বার্ত্তা পাওয়াতে সমুদয় উপনিষদকে সমুদয় বেদকে তাঁহার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল।

এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে রামচন্দ্রবিদ্যা-বাগীশের নিকট উপনিষদাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে একটী সভা স্থাপন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "তত্ত্বরঞ্জিনী". কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তৎপরিবর্ত্তে "তত্ত্ববোধিনী" রাখিলেন এবং তাহাই সকলের স্বীকৃত হইল। প্রথম প্রথম অতি ক্ষুদ্রাকারে দেবেন্দ্রনাথের নিজ বাটীর নিভৃত প্রকোষ্ঠেই প্রতিমাসে এই সভার অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্টমত বক্তৃতা পাঠ করিলে অন্যান্য আলোচনা হইত। যদিও প্রথমে অতি অল্পসংখ্যক সভ্য লইয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর, নদীয়ার শ্রীশচন্দ্র রায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য ধনী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথমে দশজন মাত্র সভ্য হয়। ইহার সমস্ত খরচের নিমিত্ত প্রত্যেক সভ্যকে স্ব স্ব আয়ের চৌষট্টিভাগের একভাগ অর্থাৎ টাকায় এক পয়সা করিয়া দিতে হইত। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং সর্ব্বশেষে ৺ রাজা রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার সহিত ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত সভা দেখিতে যান। ঐ প্রসঙ্গে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন এবং ইহার অব্যবহিত পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন।

এই সভা স্থাপনের পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ অপরাপর ছাত্রগণের সহিত একসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম The society for the acquisition of general knowledge. বাঙ্গালা ভাষায় তাহাকে "সাধারণ জ্ঞানোপা-র্জ্জিকা সভা" বলা হইত।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তাহার কার্য্যারম্ভ হয়। সাধারণতঃ ইংরাজীভাষায় এবং কখন কখন বাঙ্গালাভাষায় এই সভায় বক্তৃতা হইত। ছাত্রাবস্থায় যে স্বল্পমাত্র জ্ঞানসঞ্চয় হয়, তাহার বৃদ্ধিসাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব উৎপাদন করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় ২০০ যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের নামও দৃষ্ট হয়।

প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ পৃথক্‌ভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিল। ক্রমে ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত হইল। ১৭৬৩ শকে দেবেন্দ্রনাথ যদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনীসভার পরিণয় সাধিত না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত, তাহা বলা যায় না। এই সংযোগ হইবার পর হইতে ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের সঙ্গেই তত্ত্ববোধিনী সভারও সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইত। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাসভা এবং তত্ত্ববোধিনী প্রচারসভা হইল। এই মিলনের পূর্ব্বেই তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে ১৭৬৫ শকে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশিত হইল। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল কর্ম্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। তখন এই পদ গ্রন্থসম্পাদকের পদ বলিয়া উল্লিখিত হইত।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে উহার প্রথম সংখ্যায় যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পরম উপাদেয়; আমাদের বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাব বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তত্ত্ববোধিনী যে শুদ্ধ ধর্ম্মপ্রধান-পত্রিকা না হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ভূরি ভূরি উপাদেয় জ্ঞানময় বিষয়ের আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষয়বাবুরই ঐকান্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফল। ১৭৭২ শকের ৩১শে বৈশাখ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় এবং ৺ জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অবতারণায় গ্রন্থসম্পাদক এবং গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিবার একটী প্রস্তাব ধার্য্য হয়।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৯ শকাব্দে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "এসিয়াটিক সোসাইটী"র প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক গ্রন্থসভা (Literary Commitee) সংস্থাপিত করেন। সেই সভায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত তাহাই বিবেচিত হইত।

এই সভার পাঁচজনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) থাকিতেন না। ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে পত্রিকার জন্ত প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হইলে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া প্রকাশিত হইবে। অন্তের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও কোন প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে অধিকাংশ সভ্যের মতাতিক্রমে তাহা প্রকাশিত হইত।

১৭৬৫ শক হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার জন্ত একটী প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবার নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন এবং এই বৎসরের ৭ই পৌষ তারিখে তিনি স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য ১৯ জন সভ্যের সহিত তদানীন্তন আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজে রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃকই উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ১৭৬৬ শকের ফাল্গুন মাস হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে দ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৭৬৫ শক ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বৎসরে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হইয়াছিল, এই বৎসরে মহাত্মা রমাপ্রসাদ রায় একটী মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন; এই বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এই বৎসরেই প্রথমে কলিকাতা, পরে বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল; বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মানুকূল শিক্ষা দেওয়াই এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল। এই পাঠশালায় বেতন না লইয়া তখনকার কালের উচ্চশিক্ষা এবং ধর্ম্মানুকূল শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ৩।৪ বৎসর পরেই পাঠশালা উঠিয়া যায়।

এই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে বিষয় কর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই তখন বিষয় কার্য্যে অনুরক্ত হইতে পারিলেন না। একদিন দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার বেলগেছিয়ার বাগানে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্ত অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত দেবেন্দ্রনাথকেও প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণমাত্র তথায় থাকিয়া পিতার বাক্য রক্ষা করিয়া মাত্র রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিবার জন্ত পলাইয়া আসিয়াছিলেন।

১৭৬৫ শকেই দেবেন্দ্রনাথ ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-

বাগীশ মহাশয়কে বেদ বেদান্ত অধ্যয়নার্থ কাশীতে প্রেরণ করিলেন। ১৭৬৭ শকে গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্যে আরও তিনজন পণ্ডিত কাশীধামে বিশেষ বিশেষ বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের ব্যয়ে তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ডফ্ সাহেব আসিয়া বড়ই তেজের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। দুই একটী ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকও খৃষ্টান হইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে তাহার ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি নিজে করিতেন না বটে, কিন্তু তিনি অক্ষয় বাবু প্রভৃতি দ্বারা করাইতেন।

এই আন্দোলনের ফলে এতদূর উপকার হইয়াছিল যে, তদানীন্তন কায়স্থসমাজপতি ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার কারণে দেবেন্দ্রনাথকে "জাতীয় ধর্ম্মের পরিরক্ষক" (Defender of the national religion) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথও "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" নামে একটী বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব করেন, তজ্জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা অর্থসংগ্রহও হইয়াছিল। অবশেষে ধনরক্ষক ৺ আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) দেউলিয়া হওয়াতে সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া গেল। বৎসর দুই অতি মৃদুভাবে সেই বিদ্যালয় চলিয়াছিল। ৺ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রথম আদর্শ ১৭৬৭ শকের মাঘমাসে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রচার কার্য্যে ৺ লালা হাজারীলাল, ৺ হরদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য ও গুণী ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের সহায় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতস্বরূপ কয়েকটী উদার ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রকাশ করিলেন এবং ক্রমে তদনুপোষক ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থও প্রচারিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ড উপনিষদ্‌খণ্ড এবং দ্বিতীয়খণ্ড অনুশাসনখণ্ড। প্রথমখণ্ডের তাৎপর্য্য অক্ষয় বাবু, রাজনারায়ণ বাবু এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয়খণ্ডের তাৎপর্য্য ৺ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্ত্তৃক লিখিত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া গ্রন্থে স্থান পাইল।

১৭৬৯ শকের পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাশীধাম-প্রত্যাগত পণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনা দ্বারা অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের অযৌক্তিকতা বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহা পরিহার করাইলেন। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বৎসরে আর একটী উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছিল—তাহা দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মোক্ষমূলর সেই সময় সভ্যজগতে ঋগ্বেদ প্রকাশ করায় তিনি এই অনুবাদ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিকে এই সকল কার্য্য চলিতেছে, অপরদিকে ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মতামত লইয়া নানা গোলযোগও উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক অবধি এইরূপ গোলযোগ চলিতে লাগিল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ যোগমগ্ন হইবার জন্য হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থান তাঁহার বাটীর লোকেরাও জানিতে পারেন নাই। এক বৎসর পরেই সিপাহীবিদ্রোহ করালবদন উন্মুক্ত করিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভীষণ ছায়া দেবেন্দ্রনাথের যোগমন্দিরেও গিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই সকলের বিশেষ বিবরণ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে প্রকাশিত হইবে। যাহা হউক বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ১৭৮০ শকে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" অভিব্যক্ত করিলেন।

তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর ৺ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৭৮১ শকে রীতিমত সভা করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার পৃথক্ অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত করা হইল।

১৭৮৩ শকের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মজ্ঞানপরিচালিত হইয়া স্বীয় দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ অপৌত্তলিকভাবে দিয়া অপৌত্তলিক হিন্দু অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত করিলেন।

১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র তারিখে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় দেবেন্দ্রনাথ "প্রধানাচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখে তিনি কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত করিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তদুপলক্ষে আশীর্ব্বাদবাচক একখানি অধিকারপত্রও প্রদান করিলেন।

এই সময়ে কেশব বাবুর সহিত দেবেন্দ্রনাথের প্রীতি একটী অলৌকিক স্বর্গীয় পদার্থরূপে বিরাজ করিত। এই স্বর্গীয় প্রীতি অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। একটী

সাধারণ সভার প্রধানাচার্য্যের প্রতি উপাচার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কার্য্যভারই অর্পিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কেশববাবু কতিপয় যুবকদিগকে লইয়া একটী দল গঠন করিয়াছিলেন। এখন, যে সকল উপাচার্য্য উপবীতধারী হইয়াও কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বহু পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট উপকার করিয়া আসিতেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অপরাধ দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ উপাচার্য্য প্রভৃতি পদে নিযুক্ত রাখিলেন। কেশবচন্দ্রপ্রমুখ নবোৎসাহী ব্রাহ্মগণের মত এই হইল যে উপবীতধারী কেহই আচার্য্যের কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। ইহাই হইল বিরোধের সূত্রপাত। তাহার পরে নব্য ব্রাহ্মগণ এমন বিবাহাদি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, যাহা সুনীতি সঙ্গত নহে। এই সকল কারণে যখন দেবেন্দ্রনাথ ট্রষ্টীরূপে কেশবচন্দ্রকে সমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখনই বিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৭৮৬ শকের পৌষমাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৭৮৭ শকে নব্য সম্প্রদায় দেবেন্দ্রনাথের হস্তে উপবীতধারীদিগকে আচার্য্যপদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য একটী আবেদনপত্র প্রদান করেন। তাহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যে পত্র দেন, তাহাতেই তিনি উদারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি কি উপবীতধারী, কি উপবীতত্যাগী কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারেন না।

তাঁহার নিজের জীবনেও তিনি এই মত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া এক প্রকার সন্ন্যাসীর জীবন চালাইতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহার উপবীত রাখা, না রাখা, উভয়ই সমান বোধ হইয়াছিল।

বিরোধের পূর্ব্বে নব্য সম্প্রদায়, ব্রাহ্মদিগের উপবীত রাখা বিধেয় নহে, ইহা স্থির করিয়া প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথকে পথ প্রদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রনাথ সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সকল পুত্রেরই যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়াছিলেন। তিনি যদি নব্য সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় ইহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইত। কারণ, ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া তাঁহারা যে সকল অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই তাহা হইতে বঞ্চিত করা নিঃসন্দেহ বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত না। তবে যাঁহারা নিজে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

যাহা হউক দেবেন্দ্রনাথের উদার কথা নব্য সম্প্রদায়ের রুচিকর না হওয়াতে তাঁহারা ১৭৮৯ শকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে যেরূপ ভালবাসিতেন, নব্য সম্প্রদায়ের নেতা কেশবচন্দ্রের এই অবিচারে তাঁহার হৃদয়ে সেইরূপ গুরুতর আঘাত পাইলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম "আদি ব্রাহ্মসমাজ" রাখিয়া এবং নব্য ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন ইংরাজী মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরর" (Indian Mirror) হস্তগত করায় দেবেন্দ্রনাথ "ন্যাসনাল পেপার" (National Paper) নামক একখানি নূতন ইংরাজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতির মধ্যে ধ্যান মগ্ন হইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য এই বৎসরের ১৮ই পৌষ তারিখে পুনরায় হিমালয় যাত্রা করিলেন। এই হিমালয়যাত্রার আংশিক বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে (১৮১৭ শকের চৈত্র মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। বলিতে গেলে, এই সময় হইতে তিনি কি সংসারের কি ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজে আর বড় একটা কিছু উৎসাহপূর্ব্বক করিতে যাইতেন না; তবে কর্ম্মচারিগণ তাঁহার পরামর্শ লইয়া অবশ্য কাজকর্ম্ম চালাইতেন। ইহার পর হইতে তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিতেন, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশই দেশভ্রমণে অতিবাহিত করিতেন।

১৭৯৪ শকের ৩১এ ভাদ্র দিবসে কলিকাতায় "জাতীয় সভায়" (National Society) এক অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতির কার্য্য করেন এবং রাজনারায়ণ বসু মহোদয় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নামক এক বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির পক্ষে ইহা অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহার পর হইতে হিন্দু সমাজ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বৈদেশিক ধর্ম্ম নহে, উহা বিষয়বিরাগী সংসারত্যাগী আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্ম।

১৮০৮ শকের ১৭ই মাঘ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ যখন চুঁচড়ায় থাকেন, সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তিনি তদুত্তরে উপদেশপূর্ণ "উপহার" প্রদান করেন। ইহার পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমন কি, তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন।

জীবনের শেষভাগে আর একটী কার্য্য করিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার সন্নিকটে নির্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে বীরভূম অঞ্চলের বোলপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভুবনডাঙ্গা নামক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন। অবশেষে ১৮০৯ শকের ফাল্গুন মাসে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে তিনি এই আশ্রম এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী সম্পত্তি ব্রহ্মোদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন। এখন তথায় প্রতি বৎসর দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণ দিবসে (৭ই পৌষ) উৎসব হইয়া থাকে।

এই সকল কার্য্য ব্যতীত আমরা ধর্ম্মসাহিত্য-বিভাগেও দেবেন্দ্রনাথের অনেক কার্য্য দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য এবং তাঁহার প্রদত্ত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বিষয়ে ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ সরল ভাষায় এত গম্ভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যান বঙ্গভাষায় অতি বিরল। বঙ্গভাষায় যে গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব সকল বক্তৃতাকারে সরল কথায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এই ব্যাখ্যানের পর হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইল। কোন বঙ্গভাষাবিৎ জর্ম্মণ পণ্ডিতের সহিত লেখকের বঙ্গভাষা বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, "একমাত্র এই ব্যাখ্যানে বঙ্গভাষার প্রাণ (Genius of the Bengali Language) পাওয়া যায়।" দেবেন্দ্রনাথের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" প্রভৃতি আরও কতকগুলি বক্তৃতাপুস্তক দেখিতে পাই। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতাই তাঁহার তৃতীয় পুত্র ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও তাঁহার রাশি রাশি বক্তৃতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার কয়েকখানি দার্শনিক পুস্তক আছে। পুস্তকগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গম্ভীরতায় অল্প নহে।

(১) আত্মতত্ত্ববিদ্যা।—এই পুস্তকখানি মাত্র তিনি স্বহস্তে রচনা করিয়া প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত মতের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৭৬৭ শকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

(২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।—পূর্ব্বে কেশব বাবুর উদ্যোগে একটী ব্রাহ্মবিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল; তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি; ইহাও তিনি আর তিন চারি বৎসর মাত্র হইল উপদেশ বলে মুখে বলিয়াছিলেন, তাহাই লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্যে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) পরলোক ও মুক্তি; ইহাতে পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাও গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ।

এই কয়খানি ছাড়া "প্রবচনসংগ্রহ", "ভক্তিমালা", ও "পঞ্চবিংশতিবৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক তিনখানি পুস্তক আছে। এই বিষয়ে আর একটী কথা বলিতে চাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে এপর্য্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের মতামতের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা প্রকাশিত হইলেও এপর্য্যন্ত একটীও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রকাশিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে পূর্ব্বাপর চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছেন। বাঙ্গালায় একখানি ধর্ম্মবিবরিণী পত্রিকা যে ব্যক্তিগত কুৎসা না করিয়াও অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিতে পারে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই একমাত্র তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

দেবেন্দ্রনাথের সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। এই বিষয় বহুপূর্ব্বে National Guardian নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি চুঁচড়ায় অবস্থিতি করিতেন। উক্ত পত্রিকার লেখক দেবেন্দ্রনাথের দৈনিক জীবন দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া সূর্য্যোদয় দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মোপাসনায় নিমগ্ন হইতেন। তাহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এবং সময়ে সময়ে আরও অধিককাল গত হইত। তাহার পর অল্প প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক বাটীর যে সকল বিষয় তাঁহার উপদেশ ও আদেশ অপেক্ষা করিত, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি দ্বিপ্রহরে অন্ন, দুগ্ধ ও ফলমাত্র আহার করিতেন; তাহার পরে পাঠে অভিনিবিষ্ট হইয়া আবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় নৌকারোহণে নদীবক্ষে দুই তিন ঘণ্টা নীরবে ধ্যান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেন। সূর্য্যাস্তের সময় তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে দেখিতে ধ্যানমগ্ন হইতেন এবং শয়নের পূর্ব্বে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনা সমাপন করিয়া শয়ন করিতেন। এখন

তিনি চক্ষে দেখিতে পান না, কর্ণে শ্রবণ করিতে পারেন না। তাঁহার ইন্দ্রিয় কার্য্যে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন দুগ্ধ এবং অন্নের মণ্ড প্রভৃতি ফল। এখন প্রাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা এবং বৈকালে চুইটার পর সংসারের কথা শ্রবণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। একদিকে গীতা উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র, অপরদিকে হাফেজ তাঁহার কণ্ঠস্থ। সকাল বেলা প্রায় তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা হাফেজের উক্তি সকল আপনার মনে পাঠ করিয়া অপার আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ যেমন ধর্ম্মের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি সংসারের পথে জমিদারী প্রভৃতি কার্য্যও অতি সুন্দররূপে বুঝেন। তিনি নিজে যখন সংসার দেখিতেন, কি বাটীর, কি জমীদারীর সকল কর্ম্মচারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তখন রামরাজ্যের কাল ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে তিনি নৌকারোহণে যখন জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সুশাসনে তথাকার প্রজারা এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা তাঁহার নৌকা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইয়া ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু বিষয়মুগ্ধ হন নাই, তাই তিনি এই সকল আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

সংসারে থাকিয়াও যে দেবেন্দ্রনাথ বিষয়মুগ্ধ হন নাই, ইহা বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশের নিকট চিরোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। যখন তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার দেনাদারেরা তাহাদিগের দেনার কথা বড় বেশী কিছু বলিল না; কিন্তু পাওনাদারেরা পাছে তাহাদিগের টাকা না প্রাপ্ত হয়, এই ভাবিয়া বড়ই গোলযোগ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের পাওনা সম্বন্ধে বিশেষ দলিলপত্র কিছু ছিল না, তবে দেবেন্দ্রনাথ তাহার কতকগুলি জানিতেন। অনেকে তাঁহাকে সেই সকল পাওনার কথা আদালতে অস্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে "যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; কিন্তু পিতার ঋণ একটী পয়সা থাকিতেও অস্বীকার করিব না।" দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুবৃহৎ সম্পত্তি হইতে দেবেন্দ্রনাথ সুবিপুল পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।" দ্বারকানাথ ঠাকুর ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবল সোসাইটীতে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিবার পূর্ব্বেই পরলোকগত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইল সেই টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঋণ পরিশোধের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বিলাস বিসর্জন দিয়া বিলক্ষণ কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইহার সর্ব্বশুদ্ধ আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তন্মধ্যে দুইপুত্র ও এক কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রমুনীশ্বর, কল্পপল্লীয়গচ্ছের একজন গ্রন্থকার। সকলতিলকের শিষ্য। ইহার তোলা ও খেতনামা দুই সহোদরের অনুরোধে ইনি প্রশ্নোত্তররত্নমালাবৃত্তি রচনা করেন।

দেবেন্দ্রসিংহ, অঞ্চলগচ্ছের একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। অজিতসিংহ সূরির শিষ্য ও ধর্ম্মপ্রভের গুরু। মেরুতুঙ্গের পট্টপদ্ধি অনুসারে ইহার ১২৯৯ সম্বতে জন্ম, ১৩০৬ সম্বতে দীক্ষা হয়, ১৩২৩ সম্বতে সূরিপদ, ১৩৩৯ সম্বতে গচ্ছেশ্বর হন এবং ১৩৭১ সম্বতে প্রহ্লাদনপুরে মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রসূরি, ১ একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য্য। জগচ্চন্দ্রের শিষ্য ও বিদ্যানন্দের গুরু। ইনি কর্ম্মবিপাক, কর্ম্মস্তব, বন্ধস্বামিত্ব, ষড়শীতিক, শতক ও সপ্ততিক নামে প্রাকৃত ভাষায় ছয়খানি কর্ম্মগ্রন্থ এবং উহার প্রথম পাঁচখানির টীকা, শ্রাদ্ধদিনকৃত্য ও শ্রাবকদিনকৃত্যের মূল ও টীকা রচনা করেন। তিনি সপ্ততিকার শেষে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ চন্দ্রমহত্তরের রচিত, কিন্তু তিনি কেবল ১৯টী গাথা ইহাতে যোগ করিয়া দিয়াছেন।

২ ইনি তপাগচ্ছের একজন পট্টাচার্য্য ছিলেন। পট্টাবলী দৃষ্টে জানা যায়, ইহার সতীর্থ বিজয়চন্দ্র বস্তুপালের—'লেখ্যকর্ম্মকৃৎ মন্ত্রী' ছিলেন। দেবেন্দ্রসূরির এই কয়খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—শ্রাদ্ধদিনকৃত্যসূত্রবৃত্তি, নবকর্ম্মগ্রন্থপঞ্চকসূত্রবৃত্তি, সুদর্শনচরিত্র, ত্রিভাষ্য, শ্রীঋষভবর্দ্ধমান প্রভৃতি স্তব। মালবে ১৩২৭ সম্বতে দেবেন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্য নিত্যানন্দ সূরিপদ প্রাপ্ত হন।

৩ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসনের লঘুন্যাসবৃত্তি রচনা করেন।

দেবেন্দ্রাশ্রম, পুরশ্চরণচন্দ্রিকারচয়িতা, ইহার গুরুর নাম বিবুধেন্দ্রাশ্রম।

দেবেশ (পুং) দেবানাং ঈশঃ ৬তৎ। দেবনিয়ন্তা, পরমেশ্বর, মহাদেব। "ভগবাংশ্চাপি দেবেশো যত্র দেবী চ কীর্ত্ত্যতে।"

২ বিষ্ণু। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। দেবেশী, দুর্গা।

"দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিকরসমন্বিতে।
যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব॥" (তন্ত্রসার)

দেবেশতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

দেবেশয় (পুং) দেবে অধিষ্ঠাতৃতয়া শেতে শী-অচ্, অলুক্

সমাসঃ। দেবতাবিষয়ে অধিষ্ঠাতৃ তদ্দ্বারা অবস্থানকারী, পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

দেবেশ্বর (পুং) দেবানাং ঈশ্বরঃ। ১ মহাদেব। ২ এক প্রাচীন কবি। ইনি গোবিন্দরাজ, ভোজ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ গঙ্গাষ্টকপ্রণেতা। ৪ কবিকল্পলতা-রচয়িতা, ইনি বাগ্‌ভটের পুত্র।

দেবেষ্ট (ত্রি) দেবানাং ইষ্টঃ। ১ দেবতাদিগের অভিলষিত। (পুং) ২ মহামেদা। ৩ গুগ্‌গুলু।

দেবোত্তর, (দেব-উত্তর)। দেবতার জন্য অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিত্য সেবা উৎসবাদি, মন্দির ও পূজকাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতিষ্ঠাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত (ভূসম্পত্তি বা ধন রত্নাদি।) এই শব্দ বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হয়। দেবতার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি বা ধন রত্নাদি ব্যতীত দেবপ্রতিমার সজ্জাদি, তৈজসাদি বা অলঙ্কারাদিও দেবোত্তর হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে এই দেবোত্তর ভূসম্পত্তির পরিমাণ বড় বেশী। পশ্চিমোত্তর ভারতের দেবমন্দিরাদির সংখ্যা বেশী বটে, কিন্তু সে সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতারা ভূসম্পত্তি অপেক্ষা নগদ অর্থই বেশী দান করিয়া গিয়াছেন। দেবমন্দিরের আয় হইতে সময়ে সময়ে দেবতার নামে জমীদারী খরিদ করা হইয়া থাকে। এরূপ ক্রীত জমীদারী দেবোত্তর বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল জমীদারীকেও দেবসম্পত্তি বলিয়া লোকে প্রায় দেবোত্তর সম্পত্তির মত বোধ করে।

প্রতিষ্ঠাতার দান নহিলে যে দেবোত্তর হইবে না এরূপ নহে, যে কেহ যে কোন প্রতিষ্ঠিত দেবতার বা প্রাচীন দেবালয়ের উদ্দেশে দান করিলেই তাহা দেবোত্তর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এইরূপে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির কোন কর রাজসরকারে দিতে হইত না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইলে, তাঁহারাও এই সকল জমীর করশূন্যতা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দেওয়ানী গ্রহণের পর আর কেহ এরূপে ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাহার কর রেহাই পান নাই। ধার্ম্মিক হিন্দু জমীদার বা ধনীরা দেবতা, দেবমন্দির ও মঠাদি প্রতিষ্ঠার সময় আজও ভূসম্পত্তি দেবোত্তররূপে দান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইংরাজ রাজের নিকট হইতে তাহার কর রেহাই পান না। তবে তাঁহারা নিজে ঐ সকল ভূমির প্রজাদের নিকট হইতে যে কর পাইতেন বা অন্য আয় করিতেন, সে সমস্ত নিজে না লইয়া যে দেবমন্দিরের উদ্দেশে সেই ভূমি দান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রদান করেন।

সকল দেবোত্তরসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সকল সময়ে দাতা স্বহস্তে রাখেন না। দাতা নিজ বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত বা স্বপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে যে সকল সম্পত্তি দান করেন, প্রায় তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ দাতাই করিয়া থাকেন। আর যেখানে কোন সাধারণ দেবমন্দিরের বা অপর কাহারও প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে দান করা হয়, সে স্থলে দাতাকে সম্পত্তির কোন ভারই লইতে হয় না।

যে সমস্ত অস্বামিক দেবমন্দিরে অর্থাৎ যে সমস্ত দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-বংশের কোন সংস্রব নাই বা প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ নাই, সেই সকল দেবমন্দিরের পূজক, সেবাইত বা মহান্তেরাই দেবোত্তরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অনেক স্থলে মহান্তেরা নিস্পৃহ বিষয়বিরত সন্ন্যাসী শ্রেণীভুক্ত হইলেও দেবমন্দিরের বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে এরূপ বিষয়াসক্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের আচার ব্যবহারে অনেক বিষয়ী গৃহী জমীদারকে লজ্জা পাইতে হয়। এইরূপ অনাচারী মহান্তেরা দেবোত্তরের আয় হইতে আপনাদের ভোগ-বিলাসের ব্যয় চালাইয়া থাকেন। মহান্তগণের এই দুর্ব্ব্যবহারের দমনার্থ কোন সামাজিক বিধি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেই নাই। ০

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ২৪ পরগণা, যশোর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, মালদহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ছোট নাগপুরের মধ্যে সিংহভূম, বেহারের মধ্যে কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে সরকারী নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি আছে। অন্যান্য জেলার সরকারী নিষ্কর জমী প্রায় নাই বলিলেই হয়।

উপনিষদের সময়ে দেবোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে 'দেবত্রা' বলিত। [দেবত্রা দেখ।]

দেবোদ্যান (ক্লী) দেবানাং উদ্যানং। দেবতাদিগের উদ্যান, নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্ব্বতোভদ্র এই চারিটী প্রসিদ্ধ দেবোদ্যান। ত্রিকাণ্ডশেষে বৈভ্রাজ, মিশ্রক, সিধ্রকাবণ ও চৈত্ররথ এই চারিটী উদ্যানের উল্লেখ আছে।

দেবৌকস্ (ক্লী) দেবানাং ওকঃ ৬তৎ। দেবস্থান, সুমেরু।

"রাজন্নালয়দেবৌকঃ শৈলয়োর্মধ্যগৃহত্রগাঃ।
রোহিতকন্নবতী চ তথা সন্নিহিতং সরঃ॥" (পূর্ব্বাসি°)

দেব্য (ক্লী) দেবস্য ভাবঃ ষ্যঞ্ বেদে বাহুলকাৎ ন বৃদ্ধিঃ। দেবত্ব। "মহত্তদো দেব্যস্য প্রবাচনং" (ঋক্ ৪।৩৬।১) 'দেব্যস্য দেবত্বস্য প্রবাচনং' (সায়ণ)

দেবুাপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

দেশ (পুং) দিশতি দিশ-অচ্। ভূগোলান্তর্গত বিভাগভেদ, জনপদ। জনপদ সমুদায়, জনপদৈক দেশ, সজলনির্জলস্থান মাত্র, ইহা তিন প্রকার জাঙ্গল, অনূপ, সাধারণ। পর্য্যায়—জনপদ, নীবৃৎ, বিষয়, উপবর্ত্তন, প্রদেশ, রাষ্ট্র। (শব্দর°) দেশের বিষয় বর্ণন করিতে হইলে এই সকল বিষয় বর্ণন করিতে হয়,—রত্ন, খনি, দ্রব্য, পণ্য, ধান্ত, করোদ্ভব, দুর্গ, গ্রাম, জনাধিক্য, নদীমাতৃকাদি, লতা, বৃক্ষ, সরোবর, পশুপুষ্টি, ক্ষেত্র, অরঘট্ট, কেদার, গ্রামেরীশুখ ও বিভ্রম। (কবিকল্পলতা) ২ রাগবিশেষ, শার্ঙ্গদেবের মতে ঋ বর্জ্জিত, মতান্তরে সম্পূর্ণ, ইহার গ্রহ অংশ ন্যাস গান্ধার। মতান্তরে ষড়জগ্রহ, স্বরগ্রাম—"গ ম প ধ নি স ° গ ::"

অথবা—

"গ ম প ধ নি স ঋ গ ::"

অথবা—

স ° গ ম প ধ নি স::"

মূর্ত্তি—"আস্ফোটনাবিষ্কৃতরোমহর্ষঃ

নিযুদ্ধশীলোহি বিশালবাহুঃ।

প্রাংশুপ্রচণ্ডদ্যুতিহেমগৌরঃ

দেশাখ্যরাগঃ স হি মল্লরাগঃ॥" (সঙ্গীতর°)

দেশক (ত্রি) দিশতীতি দিশ-ণ্বুল্। শাস্তা, উপদেষ্টা।

"ততোন্মার্গপ্রবৃত্তস্য চাস্য সন্মার্গদেশকঃ।

সন্ত মেহতিথয়ঃ শ্লাঘ্যা বিত্তদানে তথাক্ষয়ে॥" (মার্কপু° ১৯।১৭)

দেশকার, সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ।

স্বরগ্রাম—"স ঋ গ ম প ধ নি ::"

অথবা—

"ধ নি স ঋ গ ম প ::" (সঙ্গীতর°)

দেশকারী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। হনুমন্মতে মেঘরাগের ভার্য্যা। ইহা সম্পূর্ণজাতি গ্রহাংশন্যাস ষড়জ। যথা—

"স ঋ গ ম প ধ নি স::"

এই রাগিণী গানের সময় বর্ষা ঋতু, নিশান্তকাল। মতান্তরে গান সময় প্রাতঃকাল। (সঙ্গীতদর্পণ)

"ভর্ত্তাসমং কেলিকলারসজ্ঞা সর্ব্বাঙ্গপূর্ণা কমলায়তাক্ষী।

পীনস্তনীকুম্ভতনুঃ সুকেশী সম্পূর্ণচন্দ্রাননদেশকারী।" (হনুমান)

অন্যস্থলে—

"সার্দ্ধং সখীভির্বিজনে বসন্তী বিচিত্রবক্ষোজনখক্ষতানি।

নিরীক্ষ্যমাণামলদর্পণেষ সা দেশকারী কথিতা রসজ্ঞৈঃ॥"

(নারদসংহিতা)

নারদসংহিতায় ইহা হিন্দোল পত্নী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (সঙ্গীতর°)

দেশজ (ত্রি) দেশ-জন-ড। দেশজাত, দেশীয়।

দেশধর্ম্ম (পুং) দেশানুরূপঃ ধর্ম্মঃ। দেশোচিত ধর্ম্ম। যে দেশে যেরূপ আচার প্রচলিত থাকে, তাহা সেই দেশের ধর্ম্ম। দেশধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, কিন্তু দেশাচারের সহিত যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের মত গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু যে স্থলে দেশধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন নিয়ম লঙ্ঘন হয় না, তাহা হইলে দেশাচার প্রতিপালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।

পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।" (মনু)

দেশনা (স্ত্রী) দিশ-ণিচ্ যুচ্ টাপ্। নিয়োগ বিধি প্রভৃতি।

"একোদ্দিষ্টাদিবৃদ্ধ্যাদৌ হ্রাসবৃদ্ধ্যাদৌ দেশনা।" (তিথিতত্ত্ব)

দেশনির্ণয় (পুং) দেশস্য নির্ণয়ঃ। দেশ নিরূপণ।

দেশপরিচ্ছিন্ন (ত্রি) দেশেন পরিচ্ছিন্নঃ ৩তৎ। অধিকরণৈকবর্ত্তী, সর্ব্বব্যাপী।

দেশপালী, রাগিণী বিশেষ, দেশকারীর অপর নাম।

দেশভাষা (স্ত্রী) দেশীয় ভাষা, দেশপ্রচলিত ভাষা, মাতৃভাষা। যে দেশের যেরূপ ভাষা, তাহাকে সেখানকার দেশভাষা কহে।

দেশমল্লার, সম্পূর্ণ-জাতীয় রাগবিশেষ। [দেশ দেখ।]

দেশরাজচরিত (ক্লী) গদ্যপদ্যময়াত্মক চম্পূভেদ, সাহিত্য-দর্পণে এই পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেশরূপ (ক্লী) দিশ-কর্ম্মণি ঘঞ্ দেশস্য দিশ্যমানস্য উচিতস্য রূপং। উচিত, সমুচ্চয়।

"লঘুনা দেশরূপেণ গ্রন্থযোগেন ভারত।" (ভারত ১২।১০৭।৫)

দেশা, একজন গন্ধর্ব্ব। ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। (সঙ্গীতর°)

দেশস্থ (ত্রি) দেশ-স্থা-ড। ১ দেশে অবস্থিত, যে দেশে থাকে। (পুং) ২ বোম্বাই প্রদেশের একজাতি ব্রাহ্মণ-দিগকে দেশস্থ বলে। দেশস্থ নাম কেন হইল, নির্ণয় করা সুকঠিন। হয়ত, এই দেশে জাত বলিয়া অথবা পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে সমতল ভূমিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রভেদ করিবার জন্য তাহাদিগের দেশস্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। আহ্মদনগর ও পুণা জেলায় দেশস্থ-ব্রাহ্মণ দুইভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয়। এখানে যজুর্ব্বেদীয়দিগের মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব এই দুই শাখা। তন্মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখাই অধিক দৃষ্ট হয়। নীচজাতিকে ইহারা স্পর্শ করেনা, গৃহেও প্রবেশ করিতে দেয় না। সকলেই সিদ্ধি পান করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না।

ইহারা বড়ই অলস ও পরিশ্রমকাতর। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা বৈদিক, কেহ বা পৌরাণিক, কেহ বা গৃহস্থ। এই গৃহস্থধর্ম্মীরা নানারূপ কার্য্য করিয়া থাকে। জমিদারী, মহাজনী, সরকারী, পৌরোহিত্য প্রভৃতি সকল কার্য্যেই ইহাদিগের অধিকার আছে। ঋগ্বেদীয় দেশস্থ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আহ্নিক করে। যজুর্ব্বেদীয় দেশস্থ মধ্যদিনে আহ্নিক করে এই কারণেই ইহাদিগের অপর নাম মাধ্যন্দিন। দেশস্থেরা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত অন্যান্য ব্রাহ্মণ ইহাদিগের অপেক্ষা সামাজিক প্রথায় নিকৃষ্ট। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা অদ্বৈতবাদী স্মার্ত্ত এবং কেহ বা দ্বৈতবাদী ভাগবত। ইহারা সমস্ত দেবদেবীর পূজা করে ও ব্রতউপবাসাদিও করিয়া থাকে। আলন্দি, আলাহাবাদ, কাশী, গয়া, জেজুরি, নাসিক, পণ্ঢরপুর, রামেশ্বর ও তুলজাপুর ইহাদিগের পবিত্র তীর্থ। স্ত্রীলোকেরাই গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মত ইহাদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া জীবনধারণ করিতে হয় না, ইহারা অনেকটা স্বাধীন। সন্তান জন্মিলে জননীকে দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কন্যাদিগকে বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত করা হয়। বিংশ বা পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দেওয়া হয়। মৃতের অগ্নিসংস্কার করা হয়, বিধবা বিবাহ নাই, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাকে মুণ্ডিতমস্তক হইতে হয়। সামাজিক গোলযোগে শঙ্কেশ্বরের শঙ্করাচার্য্যের অনুমতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদবহেলায় জাতিচ্যুতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, এখন সামাজিক ব্যবহারে তাঁহার ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় দেশস্থ পরস্পরের সহিত পানভোজনাদি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। স্বগোত্রেও বিবাহ নিষেধ আছে। এখন দেশস্থ বালকগণ ইংরাজী স্কুলে ইংরাজীশিক্ষায় উন্নতি করিতেছে।

সাতারায় দেশস্থ ব্রাহ্মণের আথর্ব্ব নামে আর এক শাখা আছে। তাহাদের অধিকাংশই জেলার পূর্ব্বাংশে বাস করে। এখানকার বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা ভাদ্রমাসে শুভোদ্দেশে গলায় হরিদ্রাবর্ণ সূত্র ধারণ করে। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহাদিগের 'জলসওয়া'র মত একটা প্রথা আছে।

শোলাপুরের দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা অতি অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। আহ্মদনগরের দেশস্থেরা গৃহপালিত সকল জন্তুই পালন করে, কিন্তু শোলাপুরের দেশস্থগণ একটা পাখী পর্য্যন্তও পোষে না। ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত আছে। তাহারা ব্যতীত আর কেহই মদ্যপান করে না। পুরুষেরা দাড়ি গোঁপ রাখে না, খোপা বাঁধিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা পরচুল ব্যবহার করে। ইহাদিগের গৃহদেবতাদিগের নাম করমা, যমস্ম প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদিগকে দ্রাবিড়ী দেবতা বলিয়া মনে হয়।

বেলগাঁর দেশস্থদিগের মধ্যে আপস্তম্ব নামে আর এক শাখা দেখা যায়। ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ইহাদিগের মধ্যে গৌরবের বিষয়; কোন কোন স্থলে মাতুল ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়া থাকে। কাধশাখার দেশস্থগণ পূর্ব্বে হীন বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহারা সমাজে উন্নত হইয়াছে। মাধ্যন্দিনেরা ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেয় না। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ও শুক্লযজুর্ব্বেদীয় পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই।

বিজাপুরের দেশস্থ ব্রাহ্মণ স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব ও সওয়াশ এই তিন ভাগে বিভক্ত। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব দেশস্থ একত্র পানভোজনাদি করিয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানাদিও চলে, কিন্তু বৈষ্ণবদেশস্থ স্মার্ত্ত দেশস্থকে কন্যা দান করিবে না। সওয়াশ দেশস্থ বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত দেশস্থের পাক করা দ্রব্য ভোজন করে, কিন্তু স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণবদেশস্থ সওয়াশ দেশস্থের পাচিত দ্রব্য ভোজন করে না। সওয়াশ দেশস্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে এক ব্রাহ্মণ বাগান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক হাঁড়ী কয়লা পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে এই হাঁড়ি স্বর্ণপূর্ণ ছিল, তাহার দুরদৃষ্টক্রমে তাহা কয়লায় পরিণত হইয়াছে। যদি কাহারও সুদৃষ্টিতে কয়লা পুনরায় স্বর্ণ হয়, এই আশায় তিনি সেই কয়লা দ্বারসম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিলেন। এক মুচি তাহার কন্যাকে সঙ্গে করিয়া সেইপথ দিয়া যাইতে ছিল। মুচিকন্যার দৃষ্টিতে কয়লা স্বর্ণে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ সেই মুচির কন্যাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু জাতিভ্রষ্ট হইলেন। তখন তিনি ১২৫ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার ১২৫ জন বন্ধুকে গোপনে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত্যেকেই এক এক ঘরে বসিয়া আহার করিলেন, তিনি একাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন বুঝিলেন। আহারের পর মুখপ্রক্ষালনের সময় ঐ ১২৫ জনে সাক্ষাৎ হইল। সকলে ঘটনা বুঝিলেন। এক সঙ্গে সকলেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া এই সওয়াশ নামক নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিলেন।

পূর্ব্বে যে সকল তীর্থস্থানের কথা লিখিত হইয়াছে সকলেই সেই সকল তীর্থ মান্য করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাদামি, গোকর্ণ ও শ্রীশৈল, স্মার্ত্তদিগের এবং দ্বারকা, মথুরা, পণ্ঢরপুর ও ব্যঙ্কটগিরি বৈষ্ণবদিগের প্রিয় তীর্থস্থান।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে ইহারা পাঁচটী মানিয়া থাকে। দশ ও একাদশ বর্ষের মধ্যে পুত্রদিগের উপনয়ন সংস্কার হইয়া যায়। ইহাদের জন্মাশৌচ একাদশদিনে ও মৃতাশৌচ ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন হয়।

ধারবারে বৈষ্ণব দেশস্থদিগের অন্ত নাম মাধ্ব। এ জেলায় দেশস্থগণ গ্রামে ও নগরে বাস করে, পল্লীমধ্যে ইহাদিগকে কোন দিনই বাস করিতে দেখা যায় না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হনুমান্ মধ্বাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মঙ্গলূরের উদিপি (উড়পী) নগরে, মধ্যতলে ও সুব্রহ্মণ্যে এই তিন স্থানে মঠ বা মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং সন্ন্যাসীদিগকে স্বামী নাম দিয়া প্রত্যেক মঠের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। এক উদিপিনগরে আটটী মঠ স্থাপিত হয়। প্রতি দ্বিতীয় বৎসরে সূর্য্যের মকররাশিতে প্রবেশের সময় এই আটটী মঠের এক একজন পর্য্যায়ক্রমে উড়ূপ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইত। মধ্বাচার্য্যের আরও কয়টি নাম ছিল, যথা শ্রীমদাচার্য্য, পূর্ণবোধ, সর্ব্বজ্ঞাচার্য্য। তিনি সশিষ্যে ভারত ভ্রমণ করিয়া জগদ্‌গুরু আখ্যায় অভিহিত হন। তাঁহার রচিত ৩৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক এখনও বর্ত্তমান আছে। অশীতি বৎসর ধর্ম্মকার্য্য পরিচালনা করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য পদ্মনাভতীর্থের উপর সমস্ত ভার দিয়া মাঘী শুক্লনবমীতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন। লোকের বিশ্বাস, তিনি এখনও তথায় জীবিত অবস্থায় আছেন। পদ্মনাভ লোকান্তরগত হইলে পর নরহরিতীর্থ স্বামীপদে অভিষিক্ত হন। স্বামীদিগের কবর হয়। প্রতি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু বা অনুচরবর্গ তাঁহার নামে এক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশটী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ৩৫ জন স্বামীপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা নাই। কেবল সত্যবোধ, রাজেন্দ্রতীর্থ ও বল্লভেন্দ্র সম্প্রদায়েরাই পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি দিয়া থাকেন। স্বগোত্রেও বিবাহবিধি নাই। ইহারা একাদশী করিয়া থাকেন, পান খান, ধূমপান করেন। অন্ত কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না। শিখা রাখেন, দাড়ী রাখেন না। স্ত্রীপুরুষে ইহারা নানা রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা সাবিত্রীব্রত করেন। গণেশচতুর্থী, দশহরা, দেওয়ালী, বলিপর্ব্ব, মকরসংক্রান্তি, মহাশিবরাত্রি প্রভৃতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উপবাসই ধর্ম্মের অঙ্গ। পর্ব্বদিনে ও ব্রতদিনে তাঁহারা প্রায়ই উপবাস করেন। বিধবা ও কর্ম্মকৎ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই একাহারী। তিরুপতির বেঙ্কটরমণ, অহোবলের নরসিংহ, উদিপীর কৃষ্ণ, কাঞ্চির বরদারাজ, কালহস্তীর কালহস্তেশ্বর, রামেশ্বরের শ্রীরাম, শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথ, তুলজাপুরের অম্বাভবানী, গোকর্ণের মহাবলেশ্বর, কোলাপুরের মহালক্ষ্মী প্রভৃতি অনেক স্থানই এই দেশস্থদিগের পবিত্র তীর্থ। ইহাদিগের ষোড়শ সংস্কার আছে। সন্তান জন্মিলে দশদিন অশৌচ হয়।

অষ্টমবর্ষে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। অন্তান্ত দেশস্থদিগের বিবাহে যে প্রথা, ইহাদিগেরও সেই প্রথা আছে। বঙ্গদেশে যেমন সচরাচর বরের পার্শ্বে ঘুরাণ হয়, এদেশে তেমনি চাউলের সাতখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া কনেকে তাহার উপর সাত পাক ঘুরায়, ইহাকে সপ্তপদী বলে, ইহা হইলেই বিবাহ সমাপ্ত হয়। অন্তান্ত দেশীয়দিগের ব্যবহারে স্ত্রীলোক প্রথম রজোদর্শন করিলে সপ্তদশ দিনে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়, কিন্তু মাধ্বদিগের প্রথা অন্তরূপ, ৫ম দিবসেই তাহাদের ঋতুরক্ষা হয় এবং সে উৎসবের নাম ফলশোভন। সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্ত সকলকেই দাহ করা হয়। সকলে একাদশ দিবস মৃতাশৌচ পালন করে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, যতক্ষণ মৃতদেহ স্থানান্তর করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেইস্থান বা সেই পল্লীর ব্রাহ্মণেরা জলপান করিতে পারে না। ইহাদিগকেও রীতিমত শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে এক দিন মাত্র অশৌচ পালন করিতে হয়। অন্যান্য দেশস্থ রমণীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বৈষ্ণবদেশস্থ-রমণীদিগের সেরূপ নাই। বিশেষতঃ যুবতী রমণীগণের আহূতা বা স্বয়মাগতা রমণীগণের সহিতও কথা কহিবার প্রথা নাই।

সামাজিক গোলযোগ সম্প্রদায় মধ্যেই নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বেশী গোলযোগ হইলে তাহারা স্বামীর (মঠের প্রধান পুরোহিত) নিকট উপস্থিত হয়। স্বামী দোষীকে অর্থদণ্ড করেন। কখনও বা দোষী সমাজচ্যুত হয়। কিন্তু অর্থদণ্ড প্রদান করিলে সে পুনরায় সমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। গত কএক বৎসরে ইংরাজী শিক্ষায় ফলে লোকে অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। এখনকার স্মার্ত্ত ভাগবতেরা অন্যান্য জেলায় ভাগবতদিগের মত আচার ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই একরূপ আচার করিয়া থাকেন। তবে যে দেশে যেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা জেলা ধরিয়া লিখিত হইয়াছে। মুসলমান সংস্পর্শে তাহাদের আচারের বিকৃতি ঘটে নাই। জন্মকৃত্য, উপনয়ন, বিবাহ, মৃতাশৌচ, সকলই এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মত তাহাদিগের মধ্যেও নানা সাম্প্রদায়িক মত

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহা তাহাদের ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি রেখা দৃষ্টি করিলে জানা যায়। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই গবর্মেণ্টের চাকরি স্বীকার করেন অথবা দেশে খাজাঞ্চী বা মুহুরিগিরি করেন। যজুর্ব্বেদীরা গবর্মেণ্টের চাকরি করা অপেক্ষা ব্যবসা অধিক ভালবাসেন।

মুসলমানের আমলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ হিসাবপত্র রাখা সম্বন্ধে এতদূর চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সে কার্য্যে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণই নিযুক্ত হইতেন ও পারসীভাষার পরিবর্ত্তে তাহাদের ভাষাতেই হিসাবের খরচ রাখা হইত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সকল জাতি অপেক্ষা দেশস্থ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক।

দেশাকা (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। স্বরগ্রাম—"গ ম প ধ নি স ::" ইহা ঋষভবর্জ্জিত। (সঙ্গীতর°)

দেশাখী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। বোধ হয় ইহাই এখন দেও-শাক নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হনুমন্মতে, হিন্দোল রাগের দ্বিতীয় রাগিণী। ইহার জাতি যাড়ব, গান্ধার স্বর, গান সময় বসন্ত ঋতু ও পূর্ব্বাহ্ণ। ইহার সুন্দর রূপ, বদন-চন্দ্রের ন্যায়, ক্রোধনস্বভাব, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, মল্লের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে ধূলিযুক্ত। কল্লিনাথ মতে বসন্তরাগের ভার্য্যা। সঙ্গীতদর্পণের মতে, ইহার জাতি সম্পূর্ণ।

দেশান্তর (ক্লী) অন্যোদেশঃ ময়ূরব্যংসকাদিবৎসমাসঃ। ১ দেশ-ভেদ, স্মৃতিতে দেশান্তরের বিষয় এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

"বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥
দেশনামনদীভেদান্নিকটোঽপি ভবেৎ যদি।
তত্তু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥
দশরাত্রেণ যা বার্ত্তা ন শ্রূয়তেঽথবা পুনঃ।" (বৃদ্ধমনু)

যেখানে বাক্য পরস্পর বিভিন্ন, অর্থাৎ স্বরের তারতম্য লক্ষিত হয়, অথবা গিরি ব্যবধান থাকে এবং যেখানে বৃহৎ নদী ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহে। দেশ এবং নদী ভেদ হইলে তাহা যদি নিকটেও হয়, তাহাকে দেশান্তর কহে। অথবা যেখানে বার্ত্তা দশ দিনে না যায়, তাহাও দেশান্তরবাচ্য।

"দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টিযোজনমায়তং।
চত্বারিংশদ্বদন্ত্যেকে ত্রিংশদেকে তথৈব চ॥" (বৃহস্পতি)

কেহ কেহ বলেন ৬০ যোজন দূর হইলে দেশান্তর হয়, এবং কাহারও মতে ৩০ বা ৪০ যোজন দেশান্তর।

২ সুমেরু ও লঙ্কার মধ্যরেখা স্বরূপ দেশ ও স্বদেশের অন্তর যোজন।

সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ যে একটী রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে মধ্যরেখা কহে। ঐ রেখা হইতে স্বীয় দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই যোজনকে দশ দিয়া পূরণ করিয়া তের দ্বারা ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পল, ঐ পল যদি ষাইটের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্য-রেখার পূর্ব্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমদিকে হীন করিতে হইবে। এই কলিকাতা দেশ মধ্যরেখার ২০০ শত যোজন পূর্ব্বে আছে, অতএব এ দেশে দেশান্তর ২ দণ্ড ৩৪ পল হইবে। ইহা বিষুবসংক্রান্তির বার ধ্রুবে যোগ করিতে হইবে। (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

দেশাবল, (দেশোয়াল) বোম্বাই প্রদেশবাসী নায়ডুদিগের মত এক প্রকার নীচ জাতি। ইহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কপুর হইতে বেলগাঁয় আসিয়া বাস করে। তেলগু তাহাদের ভাষা। তাহারা গোরু, ছাগল, কুকুর, মুরগী প্রভৃতি পুষিয়া থাকে। সাধারণতঃ তাহারা চাউল, যব প্রভৃতিই আহার করে, মাংসও খাইয়া থাকে। প্রতি দিন মাংসাহার তাহাদের নিয়ম বহি-র্ভূত। তাহারা অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়া থাকে। সিদ্ধি, গাঁজা প্রভৃতি কোন নেসাই তাহারা বাদ রাখে না। পুরুষেরা গোঁপ ও শিখা ধারণ করে, স্ত্রীলোকেরা মাথার দক্ষিণধারে খোঁপা বাধে, কিন্তু পরচুলা ব্যবহার করে না। তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। সমস্ত দেবতাকেই তাহারা পূজা করিয়া থাকে। তবে মহাদেবের উপর ভক্তি কিছু বেশী। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পুরোহিত, সকল ক্রিয়াকর্ম্মেই তাহারা তাঁহাদিগকে আহ্বান করে। তাহারা রুটি ও বিস্কুট তৈয়ার করিয়া তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করে। বালকেরা বিদ্যালয়ে যায়। ইহাদিগের গুরু নাই, তীর্থযাত্রাও করে না। মৃতব্যক্তিকে ইহারা কবর দিয়া থাকে।

দেশিক (পুং) দেশে প্রসিতঃ দেশ-ঠক্। পথিক।

"অদেশিকো যথাসার্থঃ সর্ব্বং কৃচ্ছ্রং সমৃচ্ছতি।
অনায়কা তথা সেনা সর্ব্বান্ দোষান্ সমৃচ্ছতি॥"

(ভারত ৭।৫।১০)

দেশ উপদেশঃ তত্র প্রসিতঃ ঠক্। ২ গুরু প্রভৃতি উপদেষ্টা।

দেশিন্ (ত্রি) দিশতীতি দিশ-আদেশে ণিনি। দেশক, আদেশকারী।

দেশিনী (স্ত্রী) দেশিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তর্জ্জনী অঙ্গুলী, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার মধ্যে যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জ্জনী কহে।

"কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ।
প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৯)

দেশী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। হনুমন্মতে দীপকরাগের ভার্য্যা। পঞ্চম বর্জ্জিত। ঋষভ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে ইহার প্রকৃত গানের সময়। সোমেশ্বর মতে, বসন্তরাগের পত্নী, মতান্তরে ধৈবতবর্জ্জিত। (সঙ্গীতসার সং) ইহা মধুমাধব, সারঙ্গ, পাহাড়ী বা টোরী ও ঘট্টযোগে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ ম বাদী—

প সম্বাদী ঋ নি। (সঙ্গীত তরঙ্গ)

"ঋ • ম প ধ নি স:: (রাগবিশেষ)

"ঋ গ ম • ধ নি স:: (মীর্জ্জার্খা)

এইমত বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে উক্ত আছে।

মূর্ত্তি—"নিদ্রালসং সা কপটেন কান্তং
বিবোধয়ন্তী সুরতোৎসুকেব।
গৌরী মনোজ্ঞা শুকপুচ্ছবস্ত্রা খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা॥"
(সঙ্গীতসারসং)

ইনি সুরতোৎসুকার ন্যায় নিদ্রালস কান্তকে ছল পূর্ব্বক জাগাইতেছেন, এবং গৌরী, মনোজ্ঞা, শুভ্র বস্ত্রধারিণী ও চিত্তরসে পরিপূর্ণা।

স্বরগ্রাম—"ঋ গ ম ধ নি স ঋ::"

অন্যত্র মূর্ত্তিভেদ—

"গজপতিগতিবেণী লোচনেন্দীবরাক্ষী,
পৃথুলতরনিতম্বালম্বিবেণী ভুজঙ্গা।
তনুতরতনুবল্লী বীতকৌশুম্ভরাগা
ইয়মুদয়তি দেশী রাগিণী চারুহাসা॥" (সঙ্গীতসারসং)

২ সঙ্গীতভেদ।

"গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
মার্গ-দেশী বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতং॥
দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।
মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং॥
তত্তদ্দেশস্থয়ারীত্যা যৎস্যাৎ লোকানুরঞ্জনং।
দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।"(সঙ্গীতদর্পণ)

গীত, বাদ্য ও নর্ত্তন এই তিনের নাম সঙ্গীত। এই সঙ্গীত মার্গ ও দেশী ভেদে দ্বিবিধ। দ্রুহিণ যাহা অনুসন্ধান করিয়াছিল, ভরত কর্ত্তৃক যাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং মহাদেবের সম্মুখে বিমুক্তপ্রদমার্গাখ্য যাহা গীত হয়, সেই রীতি দ্বারা যে দেশে দেশে লোকানুরঞ্জন সঙ্গীত হয়, তাহাকে দেশী কহে।

দেশীয় (ত্রি) দেশে ভবঃ গহাদিত্বাৎ ছ। দেশভব, দেশজ।

"সুরতে কর্ণমূলেষু যচ্চ দেশীয়ভাষয়া।
জল্পত্যোর্জনিতং মন্দং মন্মনং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥" (কামশাস্ত্র)

দেশীয় বরাড়ী (পুং) রাগিণী ভেদ, গীতগোবিন্দে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"দেশীয়বরাড়ী রূপক তালেন গীয়তে"। (গীতগোবিন্দ)

দেশিত (ত্রি) দিশ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। উপদেশপ্রেরিত, যাহার উপদেশ লওয়া হইয়াছে।

দেশ্য (স্ত্রী) দিশ্যতে ইতি দিশ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ পূর্ব্বপক্ষ। (ত্রি) ২ দেশার্হ। দেশে ভবঃ ইতি দিগাদিত্বাৎ যৎ। দিশ-যৎ। ৩ দেশভব।

দেশোয়াল, দেশোয়ালী (হিন্দী) ১ দেশবাসী। ২ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

দেষ্টৃ (ত্রি) দিশ-তৃচ্। দর্শক।

দেষ্ট্র (বৈদিক) ১ লক্ষ্য, আজ্ঞা। ২ শপথ।

দেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন দাতা দাতৃ-অতিশায়নে ইষ্ঠন্ তৃণোলোপে গুণঃ। অতিশয় দাতা। "বসুদেষ্ঠ সুবতে ভুবঃ" (ঋক্ ৮।৬৬।৬)

দেষ্ণু (ত্রি) দা-ইষ্ণুচ্ গুণঃ। (গাদাভ্যামিষ্ণুচ্। উণ্ ৩।১৬) দাতা।

দেহ (পুং ক্লী) দেগ্ধি প্রতিদিনং দিহ বৃদ্ধৌ ঘঞ্। শরীর, প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই জন্য নাম দেহ। বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে দেহ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই জন্য দেহের নাম শরীর। দেহ প্রতিক্ষণই পরিণত হইতেছে, দেহের হয় বৃদ্ধি না হয় ক্ষয়, ইহা চলিতেছে। এই দেহ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ অর্থাৎ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ। ন্যায় মতে, পার্থিবদেহ দ্বিবিধ, যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ দেহও দুইপ্রকার জরায়ুজ ও অণ্ডজ। শুক্রশোণিত সন্নিপাত জন্য যোনিজ, মনুষ্যাদি শরীর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি অযোনিজ। আরও আর একপ্রকার শরীর আছে, তাহাকে অযোনিজ কহে। এই শরীর শুক্রশোণিতসন্নিপাত ব্যতীত ধর্ম্মবিশেষ সহকৃত পরমাণুপ্রভব, এইরূপ শরীর নারদাদির। নারকীদিগের শরীরও অযোনিজ, জলীয় দেহও অযোনিজ, এইরূপ দেহ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। তৈজস বা তেজোময় দেহ অযোনিজ, ইহা সূর্য্যলোকে প্রসিদ্ধ। বায়বীয় দেহও অযোনিজ, এইরূপ দেহ পিশাচাদির। [বিশেষ বিবরণ শরীর দেখ।]

এই দেহের যখন পর্য্যবসান হয়, তখন স্বজনগণ ইহা ভস্মসাৎ করিয়া প্রত্যাগত হন। এই দেহ ভস্মসাৎ হইলে কোন দেহে শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে, স্বর্গে অনুপম সুখভোগ বা নরকে অতুলনীয় যন্ত্রণা কোন দেহে ভোগ হয়, দেহই বা কি প্রকার, এবং দেহী সুচিরকাল ক্লেশভোগ করিয়া কিরূপেই বা বিনষ্ট হয়? সাবিত্রী যমের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যম সাবিত্রীকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দেন।

"সাবিত্রি! আমি তোমার নিকট দেহ বিবরণ বলিতেছি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ ও জল ইহাই দেহীদিগের দেহ-বীজ; বিধাতার সৃষ্টির ইহাই কারণ, এই পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহা কৃত্রিম এবং নশ্বর। ইহা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মসাৎ হইলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জীব সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করে, এই সূক্ষ্ম দেহকে অগ্নি ভস্মসাৎ করিতে পারে না, ইহা জলে নষ্ট হয় না, ইহা শস্ত্র, অস্ত্র, তীক্ষ্ণকণ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, তপ্তপাষাণ প্রভৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। এই সূক্ষ্মদেহই সকল প্রকার ভোগ অর্থাৎ স্বর্গ-নরকাদি লাভ করিয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান্ এই স্থূল দেহে সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ রহিয়াছে। আর সূক্ষ্ম দেহে স্বর্গ নরকাদির বিষয় শাস্ত্রবাক্যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহাই দেহের বিবরণ জানিবে।" * (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের মতে, দেহ তিন প্রকার স্থূল, সূক্ষ্ম ও ভূত। এই স্থূল দেহ আমরা মাতা ও পিতা হইতে লাভ করিয়া থাকি। এইজন্ত ইহাকে মাতাপিতৃজ শরীরও কহে, ইহার নাম ষাট্‌কৌশিক শরীর, কারণ ইহা ষট্‌কোশ দ্বারা সমুদ্ভূত হইয়াছে। মাতা হইতে আমরা লোম, শোণিত ও মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা লাভ করিয়াছি, এই ষট্‌কোশ হইতে স্থূলদেহ হইয়াছে বলিয়া এই স্থূলদেহের নাম ষাট্‌কৌশিক শরীর। যত কিছু পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই ষাট্‌কৌশিক শরীরেরই হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ হইতে এই ষাট্‌কৌশিক শরীর লাভ করিয়া ভোজনাদি দ্বারা ইহার পুষ্টি হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহাতেই এই স্থূলদেহ পরিপুষ্ট হয়। যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহার অসারাংশ মলমূত্রাদি হইয়া থাকে এবং সারাংশ হইতে রস, রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শুক্র হইতেই গর্ভ হয়। খাদ্য দ্রব্যই একমাত্র দেহের পরিপোষক। ভালরূপ ভোজন করিলে দেহ সবল হয়, বা ভাল খাদ্যের অভাব হইলে দেহ ক্ষীণ হয়। এই জগৎ ত্রিগুণময়, অতএব এই জগতের সকল পদার্থই ত্রিগুণময়। এই জন্য যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ, ইহার মধ্যে যে গুণের আধিক্য যে ভোজ্যদ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্য নিয়ত ভক্ষণ করিলে দেহ বা প্রকৃতি তদনুরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাত্ত্বিকভোজন করিলে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, রাজসিক ভোজন করিলে রাজসিক প্রকৃতি বা তামসিক ভোজন করিলে তামসিকপ্রকৃতি হইয়া থাকে। দেহও তদনুরূপ হয়। পুরুষ স্থূলভূতের সহিত ষাট্‌কৌশিক দেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না। এই ষাট্‌কৌশিক শরীর রসান্ত, ভস্মান্ত বা বিষ্ঠান্তরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ এই দেহের অবসান হইলে স্বজনগণ ভস্মসাৎ করিলে ভস্মান্ত বা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিলে রসান্ত বা কোন প্রাণী এই জীবদেহ ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠান্তরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যখন এই স্থূলদেহের অভাব হয়, তখন আর একটী দেহ বা শরীর হইয়া থাকে, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর কহে। পুরুষ সকল সময়ই একটী না একটী শরীর অবলম্বন করিয়া থাকে, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না, পুরুষও সেইরূপ আশ্রয়রূপ দেহ অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করে না, পুরুষ তদ্রূপ একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্ব-দেহ পরিত্যাগ করে না। দেহ অবসান হইবার পূর্ব্বে ভাবনাময় একটী শরীর হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর আগে যাবজ্জীবন ধরিয়া যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করা হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার সকল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সময় অসংখ্য অসংখ্য শরীর আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন স্বীয় কর্ম্মানুরূপ একটী শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুরুষ পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। এই

---

* "স্বদেহে ভস্মসাৎ ভূতে যান্তি লোকান্তরং নরাঃ।
কেন দেহেন বা ভোগং ভুঞ্জতে চ শুভাশুভং॥
সুচিরং ক্লেশভোগেন কথং দেহো বিনশ্যতি।
দেহো বা কিং বিধো ব্রহ্মন্ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥
যম উবাচ।
শৃণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমং।
পৃথিবীবায়ুরাকাশস্তেজস্তোয়মিতি স্ফুটং॥
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পরং।
পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্যো দেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ॥
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণশ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ॥
বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহন্তং তদ্রূপং ভোগহেতবে।
স দেহো ন ভবেদ্ভস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে॥
জলে ন নষ্টো দেহো বা প্রহারে সুচিরে কৃতে।
ন শস্ত্রে ন চ চাস্ত্রে চ ন তীক্ষ্ণকণ্টকে তথা॥
ন চ দগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেব চ॥
কথিতং দেহবৃত্তান্তং কারণঞ্চ যথাগমং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

সূক্ষ্মশরীর প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। ইহা জল, অগ্নি প্রভৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। প্রকৃতি আদি সৃষ্টিকালে প্রত্যেক পুরুষের জন্য এই সূক্ষ্মশরীর এক একটী সৃষ্টি করিয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের স্বরূপ বোধ না হইবে, ততদিন এই শরীর পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে না। বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই সকলের সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-যুক্ত থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর ভূত শরীরের সহিত ষাট্‌কৌশিক শরীরে আশ্রয় করিয়া বার বার জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূতশরীর সকল পঞ্চ মহাভূতে লীন হয়; ষাট্‌কৌশিক শরীর পূর্ব্বোক্ত রসান্তাদি* রূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই সূক্ষ্মশরীরের কোনরূপ পরিণাম হয় না। নাট্যরূপ রঙ্গভূমিতে নট একবার রাম, আবার পরক্ষণে রাবণ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করে, সেইরূপ এই সূক্ষ্মশরীরও স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে দেবতা, পশু, বনস্পতি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কেবল মাত্র স্থূল শরীরের পুনঃ পুনঃ ত্যাগ বা গ্রহণ ঘটে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মহাপ্রলয় না হইবে বা প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাৎকার না হইবে, ততদিন সূক্ষ্মশরীর অবস্থান করিবে। ইহার কোনরূপ ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন কিছুই হইবে না। পরিবর্ত্তন এই ষাট্‌কৌশিক শরীরেই হইয়া থাকে, ভূতশরীরে কিছুই হয় না। ইহা মহাভূতগণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে লিঙ্গও কহা যায়, যেহেতু ইহারা কারণে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যখন প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাৎকার হয়, তখন সূক্ষ্মশরীরও প্রকৃতিতে লীন হয়; পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কার তত্ত্বে অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন আর সূক্ষ্মশরীর প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

জড়বুদ্ধি নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন, দেহাতিরিক্ত আর পৃথক্ আত্মা নাই, যেমন চূর্ণ ও খদির একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সমাগমরূপ দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাব বশতঃ চৈতন্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহাদের মতে, যতদিন স্থূলদেহের বিকাশ, ততদিনই আত্মার বিকাশ থাকিবে, দেহ বিনষ্ট হইলেই আত্মা নষ্ট হইবে। [জীবাত্মা দেখ।] দেহের ছয়টী বিকার আছে—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, কিন্তু আত্মা এই ষড়্‌ভাব-বিকাররহিত। দেহেরই এই ৬টী বিকার হইয়া থাকে। অদৃষ্ট দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের নাম জন্ম, উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা তাহার অস্তিত্ব, দেহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরিণত হয়, ক্ষীণ হয় ও অবশেষে বিনষ্ট হয়, এই ষড়্‌ভাব বিকার দেহেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থূলদেহ বা শরীর অন্নময়কোষ, সূক্ষ্মদেহ প্রাণময়কোষ এবং কারণ-দেহ মনোময়কোষ জানিতে হইবে। বেদান্তদর্শনের মতে ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভূতই দেহের উৎপাদক। দেহ ত্র্যাত্মক অর্থাৎ ভূতত্রয়ের পরিণাম, কারণ এই যে দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনেরই কার্য্য দেখা যায়। ত্র্যাত্মকতার অন্য নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ হইতে পারে না। যদি দেহ কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য ও তৈজস কার্য্য থাকিত না। ইত্যাদি কারণে বুঝিতে হইবে, ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভূতই দেহের উৎপাদক। [শরীর দেখ।] ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন।

"দেহাধীশঃ স্বগেহে বুধগুরুবাজিভিঃ সংযুতোবীক্ষিতো বা।"
(জাতকাভরণ)

(পুং) দিহ-ভাবে ঘঞ্। ৩ লেপন।

দেহকর্ত্তৃ (ত্রি) দেহং করোতি কৃ-তৃচ্। ১ দেহকারক পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সমুদায়। ২ ঈশ্বর। ৩ সূর্য্য।

"দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।" (ভারত ৩ অ°)

দেহকৃৎ (ত্রি) দেহং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ দেহকারক পৃথিব্যাদিভূত। ২ পরমেশ্বর।

দেহকোষ (পুং) দেহস্য কোষইব আবরকত্বাৎ। দেহাবরক, পক্ষীদিগের পক্ষ, পাখনা।

দেহক্ষয় (পুং) দেহস্য ক্ষয়ো যস্মাৎ। ১ রোগ, রোগ হইলে দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইজন্য দেহক্ষয় শব্দে রোগ বুঝায়। দেহস্য ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ দেহের নাশ।

দেহজ (পুং) দেহাজ্জায়তে জন-ড। ১ তনুজ, পুত্র, দেহ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করেন।

(স্ত্রী) ২ পুত্রী। (ত্রি) ৩ দেহজাতমাত্র।

"অহিতো দেহজো ব্যাধিহিতমারণ্যমৌষধং॥" (উদ্ভট)

* "সূক্ষ্মামাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভূতৈস্ত্রিধাবিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥" (সাংখ্যকা° ৩৯)
"সূক্ষ্মশরীরং একোবিশেষঃ মাতাপিতৃজো দ্বিতীয়ঃ মহাভূতানি তৃতীয়ঃ। মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে রসান্তা বা ভস্মান্তা বা বিড়ন্তা বেতি।" (তত্ত্বকৌ°)
"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তং।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং॥" (সাংখ্যকা° ৪০)

দেহত্যাগ (পুং) দেহস্য ত্যাগঃ ৬তৎ। প্রাণনাশ, প্রাণপরিত্যাগ।

"ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগো হ্যনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণং॥" (মনু ১০।৬২)

পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালক ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপদ্‌পরিত্রাণের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিলে প্রতিলোমজ জাতিরও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

দেহদ (পুং) দেহং দায়তি শোধয়তি, দেহং দেহপুষ্টিং দদাতি রসায়নেন বা দৈ শোধনে দা-দানে বা ক। ১ পারদ, এই ধাতু দেহকে পরিপোষণ করে এবং দেহের পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। (ত্রি) ২ দেহদাতা।

দেহদুর্গন্ধতা (স্ত্রী) দেহস্য দুর্গন্ধতা ৬তৎ। ১ শরীরের দৌর্গন্ধ।

"অর্জ্জুনস্য চ পুষ্পাণি জম্বুপত্রযুতানি চ।
সলোধ্রাণি চ তল্লেপো দেহদুর্গন্ধতাং হরেৎ॥"
(গরুড়পু° ১৭৪ অ°)

অর্জ্জুনপুষ্প, লোধ্র এবং জম্বুপত্রের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে দেহের দুর্গন্ধ নাশ হয়।

২ শরীরদৌর্গন্ধনাশক ঔষধ।

দেহধারক (ক্লী) দেহং ধারয়তি ধারি-ণ্বুল্ (ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ১।৩।১৩৩) ১ অস্থি, হাড়। (ত্রি) ২ দেহধারী, শরীরিমাত্র।

দেহধারণ (ক্লী) দেহস্য ধারণং ৬তৎ। প্রাণধারণ, জীবনরক্ষা।

"ত্রৈলোক্যমপি মে কৃৎস্নমশক্তং দেহধারণে।" (ভারত ভীষ্মপ°)

দেহধারিন্ (ত্রি) দেহং ধারয়তি ধারি-ণিনি। শরীরী, শরীরধারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী।" (তিথিত°)

দেহধি (পুং) দেহোধীয়তে হস্মিন্ দেহ-ধা আধারে কি। দেহাধার, পক্ষীদিগের দেহাবরক পক্ষ, পাখনা।

দেহধ্রুজ্ (পুং) দেহে ধর্জ্জতি সঞ্চরতি ধ্রজ-কিপ্। বায়ু, বায়ু ব্যতীত ক্ষণকালও দেহ ধারণ করা যায় না।

"বায়ুর্যোবক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহধৃক্।" (সুশ্রুত ২।১)

দেহপর্য্যাপ্তি (স্ত্রী) দেহস্য পর্য্যাপ্তিঃ। দেহোৎপত্তি।

"রসোঽসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাদিধাতুনাং।
নসেস্তথাসম্ভবং সা দেহপর্য্যাপ্তিরুচ্যতে॥" (লোকপ্র° ১।২।১)

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রাদি ধাতুর যে উৎপত্তি হয়, তাহাকে দেহপর্য্যাপ্তি কহে।

দেহভাজ্ (ত্রি) দেহং ভজতে ভজ-ণী। দেহী, জীব।

দেহভুজ্ (ত্রি) দেহে ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলানি ভুজ-কিন্। ১ দেহাভিমানী জীব। দেহং ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তি কর্ম্মসাক্ষিত্বাৎ ভুঁজ-কিন্। ২ সূর্য্য।

দেহভৃৎ (পুং) দেহং বিভর্ত্তি স্বকর্ম্মানুসারেণ ভৃ-কিপ্, তুকাগমশ্চ। ১ জীব, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দেহাধিষ্ঠাতা কর্ম্মাত্মাজীব।

২ বিবেকজ্ঞানশূন্য অবিদ্যাযুক্ত কর্তৃত্বাভিমানী জীব, আমি দেবতা, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ ইত্যাদি অভিমানযুক্ত, এইরূপ জীব ত্রিবিধ। যিনি রাগাদিদোষের প্রবলতাবশতঃ কাম্য নিষিদ্ধ প্রভৃতি যথেষ্ট কর্ম্ম আচরণ করেন, তাহারা প্রথম শ্রেণীর। আর যাহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ রাগাদিদোষ ক্ষীণ হইলে নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া অনুষ্ঠান করেন, এইরূপ গৌণ সন্ন্যাসী দ্বিতীয়। আর যাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া চিত্তের মলিনতা দূর হইয়াছে এবং যাহারা সকল কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহারা তৃতীয়। (বেদান্ত দ°)

দেহম্ভর (ত্রি) দেহং বিভর্ত্তি ভৃ বা° খচ্ মুম্ চ। দেহপোষক।

"জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।" (ভাগ° ৫।৫।৪)

দেহযাত্রা (স্ত্রী) দেহস্য যাত্রা লোকান্তরগমনং। ১ যমপুরীগমন, মরণ, মৃত্যু। দেহায় দেহরক্ষণায় যা যাত্রা উদ্যমাদিঃ। ২ ভোজন।

"অতীব ভর্ত্তুর্ব্রতধর্ম্মনিষ্ঠয়া শুশ্রূষয়া চারষদেহযাত্রয়া।
নাবিন্দতার্ত্তিং পরিকর্শিতাপি সা প্রেয়স্করস্পর্শনমাননির্বৃতিঃ।"
(ভাগবত ৪।২৩।২০)

দেহলক্ষণ (ক্লী) দেহস্য লক্ষণং যত্র। ১ সামুদ্রিকশাস্ত্র। দেহস্য লক্ষণং। ২ শরীরের উপর চিহ্ন।

'বয়াংসি তু দশাঃ প্রায়াঃ সামুদ্রং দেহলক্ষণং।' (হেম° ৩।২২৯)

দেহলা (স্ত্রী) দেহং লাতি দেহস্য পুষ্টিং দদাতি দেহ-লা-ক টাপ্। মদ্য, মদ্য নিয়মিতরূপে সেবন করিলে দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

দেহলি (পুং) দিহ-ভাবে ঘঞ্। দেহো-লেপস্তং লাতি গৃহ্লাতীতি দেহ-লা-বাহুলকাৎ কি। দেহলী, দ্বারপিণ্ডিকা।

দেহলী (স্ত্রী) দেহলি গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দ্বারপিণ্ডিকা, দ্বারাগ্রস্থান। ২ হাতিনা, গৃহসম্মুখস্থ রক।

"শেষান্ মাসান্ গমনদিবসস্থাপিতাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ।" (মেঘদূত ৮৭)

দেহবৎ (ত্রি) দেহ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। দেহাত্মাভিমানী জীব, দেহী।

"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" (গীতা)

দেহবায়ু (পুং) দেহস্থো বায়ুঃ। দেহস্থিত বায়ু, প্রাণাদিবায়ু-পঞ্চক; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু।

দেহশঙ্কু (পুং) প্রস্তর স্তম্ভ।

দেহসঞ্চারিণী (স্ত্রী) কন্যা, দুহিতা।

দেহসাম্য (ক্লী) দেহানাং সাম্যং। অঙ্গসমূহের সমত্ব, দেহের সমতা।

"অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নো চেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্কবৃক্ষবৎ॥"

(শব্দার্থচিন্তামণি ধৃতবাক্য)

দেহসার (পুং) দেহস্য সারঃ ৬তৎ। মজ্জা, ধাতু।

দেহাতীত (পুং) দেহং দেহাধ্যাসং অতীতঃ। দেহাভিমান-শূন্য বিদ্বান্, যাহার দেহাভিমান বিদূরিত হইয়াছে।

দেহাত্মবাদিন্ (ত্রি) দেহং আত্মানং বদতীতি বদ-ণিনি। চার্ব্বাক, ইনি দেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, দেহাতিরিক্ত পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

[চার্ব্বাক দেখ।]

"আত্মাস্তি দেহাদ্ব্যতিরিক্তমূর্ত্তির্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাং।
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ প্রথীয়সঃ স্বাদুফলপ্রসূতৌ॥"

(প্রবোধচন্দ্রোদয়)

দেহাত্মপ্রত্যয় (পুং) দেহস্য আত্মতয়া প্রত্যয়ঃ। দেহে আত্মাভিমান, শরীরই আত্মা এইরূপ অভিমান।

"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥"

(শাঙ্করভাষ্যধৃত কারিকা)

দেহাধ্যাস (পুং) দেহস্য তদ্ধর্ম্মস্য বা আত্মতয়া তদ্ধর্ম্মতয়া বা অধ্যাসঃ ভ্রমঃ। দেহধর্ম্ম মনুষ্যত্বাদির আত্মা বলিয়া বোধ, আমি মনুষ্য, আমি কৃশ, আমি গৌর ইত্যাদি দেহধর্ম্মকে আত্মা বলিয়া ভ্রম, বাস্তবিক দেহাদি আত্মা নহে, তথাচ তাহাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম।

দেহান্তর (পুং) দেহাৎ অন্তরঃ। দেহান্তরপ্রাপ্তি, মৃত্যু।

দেহাবরণ (পুং) শরীরের আচ্ছাদন, পক্ষীদিগের পাখ্না।

দেহিকা (স্ত্রী) দেগ্ধীতি দিহ-বৃদ্ধৌ ণ্বুল্, টাপি অতইত্বং। কীট বিশেষ। পর্য্যায়—বাট, উপাদিক, উপজিহ্বিকা, উৎপাদিকা, উদ্দেহিকা, দিবী। (হারাবলী)

দেহিন্ (ত্রি) দেহাঃ সর্ব্বে ভূততবিষ্যদ্বর্ত্তমানা জগন্মণ্ডল-বর্ত্তিনোঽস্য সন্তীতি ইনি। শরীর, দেহধারী, দেহত্বাদাত্মাধ্যাস-সম্পন্ন জীব, দেহাধিষ্ঠাতা জীব, আত্মা। প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত, তাহার সমীপে নানাবিধ-রূপে উপস্থিত হয়, ইহাই জীবের সংসার। যখন তাহার স্বরূপ বোধ হয়, আর প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয় না, তখন দেহাদি আর কিছুই থাকে না। ইহার গুণ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, স্পর্শ, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ গুণযুক্ত। ইহাই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, পুণ্যপাপাদির আশ্রয় এবং প্রবৃত্ত্যাদির দ্বারা অনুমেয়। (ভাষাপরি°) [জীবাত্মা দেখ।] দেহের চৈতন্যাদি কিছুই নাই, কিন্তু দেহীর আছে।" দেহাধিষ্ঠাতা জীবদেহ আশ্রয় করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। দেহের যদি চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মৃত শরীরে ইহার ব্যভিচার দেখা যাইত না, যাহা হউক দেহী অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠাত্রী জীব দেহী পদবাচ্য।

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥" (গীতা ২।৩০)

দেহী নিত্য অবধ্য, সকল দেহেই এক নিত্য অবধ্য আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, যেমন ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে কোন দেহই বিনষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সূক্ষ্মশরীর বা আত্মার বিনাশ হয় না।

ত্রিকালে ও ত্রিলোকে যত প্রকার দেহ সম্ভূত হয়, যিনি তত্তাবৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই দেহী। আত্মা বিভুরূপে সর্ব্বদেহেই বিরাজমান। এক দেহীই আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, ইত্যাকার তিন বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব করিয়া থাকেন। দেহ ত্রিতাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু দেহী যিনি তিনি বালককালে যেরূপ ছিলেন, যৌবন কালেও তিনি আছেন, এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি থাকিবেন। দৈহিক অবস্থায় পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমিত্ব বোধের কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না।

দেহী স্বপ্নাবস্থায় বা যোগাবস্থায় কত বিচিত্র দেহে বিহার করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি আমি-জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা হয় না। শরীরতত্ত্ববিদ্দিগের মতে শরীরের পরমাণুপুঞ্জ প্রতি ১০।১২ বৎসরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যায়। অতএব বাল্যাদি অবস্থাতেও শরীরের নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু দেহীর কিছুমাত্র বিকৃতি হয় না। 'ন জায়তে ন ম্রিয়তে' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দেহীর কোনরূপ বিকারই হয় না। যেরূপ বস্ত্র জীর্ণ হইলে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী বাল্যকৌমারাদি অবস্থা ভোগ করিয়া পরে বৃদ্ধ হইলে দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

দেহু, গ্রাম বিশেষ। [তুকারাম দেখ।]

দেহেশ্বর (পুং) দেহাধিষ্ঠাতা, আত্মা।

দেহোদ্ভব (পুং) দেহজাত, দেহ হইতে উৎপন্ন।
দেহোদ্ভূত (পুং) দেহজাত।
দৈক্ষ (ত্রি) দীক্ষা-অণ্। দীক্ষাসম্বন্ধীয়।
"অহিংসামেবকাং বিদ্যাৎবেদাদ্ধর্মোহি নির্বভৌ।" (মনু ৫।৪৪)
'তুল্যে হিংসাত্বে বৈদিকী দৈক্ষাদি পশুহিংসা ন চাধর্ম্মায়' (কুল্লূক)
দৈতেয় (পুং স্ত্রী) দিতেরপত্যং ঢক্। ১ দিতির অপত্য, অসুর।
"দৈতেয়াশ্চাপ্যদৈতেয়াঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ।" (হরিবং ২১৪ অং)
স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ রাহুর নামভেদ।
দৈত্য (পুং) দিতেরপত্যং দিতি-ণ্য (দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদা ণ্যঃ। পা ৪।১।৮৫) অসুর, দিতিতনয়, ইহারা দেবতাদিগের সহিত সদা বিরোধী।
"তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকাগণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥" (মনু ১২।৪৮)
(ত্রি) ২ দিতি সম্বন্ধী।
দৈত্যগুরু (পুং) দৈত্যানাং গুরুঃ। শুক্রাচার্য্য।
দৈত্যদানবমর্দ্দন (পুং) দৈত্য ও দানবদিগের দমনকারী, ইন্দ্র।
দৈত্যদেব (পুং) দৈত্যানাং দেবঃ ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ বায়ু।
দৈত্যদ্বীপ (পুং) গরুড়াত্মজ ভেদ। "দৈত্যদ্বীপঃ পরিদ্বীপঃ সারসঃ পদ্মকেতনঃ।" (ভারত উদ্যোগ ১০০ অং)
দৈত্যধূমিনী (স্ত্রী) মুদ্রা ভেদ, এই মুদ্রা দ্বারা তারাদেবীর অর্চনা করিতে হয়।
"তারার্চ্চনে বিশেষাস্ত কথ্যন্তে পঞ্চমুদ্রিকাঃ।
যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা দৈত্যধূমিনী॥
লেলিহানেতি সংপ্রোক্তাঃ পঞ্চমুদ্রা বিলোকিতাঃ।" (তন্ত্রসা°)
যোনি, ভূতিনী, বীজাখ্যা, দৈত্যধূমিনী ও লেলিহানা এই পঞ্চ মুদ্রা তারার্চ্চনে কথিত হইয়াছে। হস্তদ্বয় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যমাকে আকর্ষণ করিবে, অনামাযুগল অধোদিকে ও তর্জ্জনীযুগল পৃথক্‌ভাগে রাখিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অনামিকা বদ্ধ করিবে, এইরূপ করিলে দৈত্যধূমিনী মুদ্রা হয়।
"পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পষ্টৌ কনিষ্ঠাকৃষ্টমধ্যমে।
অনামাযুগলং চাধস্তর্জ্জনীযুগলং পৃথক্॥
অন্যোঽন্যং নিবিড়াং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেঽনামিকাং ততঃ।
দানবধূমকেত্বাখ্যা মুদ্রৈষা কথিতা প্রিয়ে॥" (তন্ত্রসার)
[মুদ্রা দেখ।]
দৈত্যনিসূদন (পুং) দৈত্যান্ নিসূদয়তি হিনস্তি নি-সূদি ল্যু। বিষ্ণু, যিনি দৈত্যদিগকে বিনাশ করেন।
দৈত্যপতি (পুং) দৈত্যানাং পতিঃ ৬তৎ। হিরণ্যকশিপু।
"প্রাণচ্ছিদাং দৈত্যপতের্নখানাং" (মাঘ)

দৈত্যপুরোধস্ (পুং) দৈত্যানাং পুরোধা ৬তৎ। শুক্রাচার্য্য, দৈত্যদিগের পুরোহিত।
দৈত্যপূজ্য (পুং) দৈত্যানাং পূজ্যঃ ৬তৎ। দৈত্যদিগের পূজনীয়, শুক্রাচার্য্য।
"কনকনিকষগৌরো ব্যাধয়ো দৈত্যপূজ্যো।" (বৃহৎস° ৯ অ°)
দৈত্যমাতৃ (স্ত্রী) দৈত্যানাং মাতা ৬তৎ। দৈত্যদিগের মাতা, দিতি, উপচার হেতু দৈত্যদিগের বিমাতা অদিতি প্রভৃতি। "অদিতির্দিতির্দনুশ্চ সিংহিকা দৈত্যমাতরঃ।"
(হরিব° ১৬৮ অ°)
অদিতি, দিতি, দনু ও সিংহিকা ইহারা দৈত্যদিগের মাতা।
দৈত্যমেদজ (পুং) দৈত্যস্য মেদাৎ জায়তে জন-ড। ১ গুগ্‌গুলু। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পৃথিবী। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদ হইতে জন্মিয়াছিল, এইজন্য পৃথিবীর নাম দৈত্যমেদজা হইয়াছে।
দৈত্যযুগ (স্ত্রী) দৈত্যানাং যুগং ৬তৎ। দৈত্যদিগের যুগবিশেষ, দেবযুগের ন্যায় দ্বাদশ সহস্র পরিমিত বৎসর।
দৈত্যসেনা (স্ত্রী) প্রজাপতির কন্যা এবং দেবসেনার ভগিনী। ইনি কেশীদানবকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কেশী ইহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। (ভারত বনপর্ব্ব)
দৈত্যহন্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৭)
দৈত্যা (স্ত্রী) দিতেরিয়ং ইতি ণ্য, তত টাপ্। ১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। ২ চণ্ডৌষধি। ৩ মদ্য। ৪ দৈত্যজাতি স্ত্রী।
দৈত্যারি (পুং) দৈত্যানাং অরিঃ ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ দেবতা মাত্র, সকল দেবতাই দৈত্যদিগের শত্রু।
দৈত্যাহোরাত্র (পুং) দৈত্যানাং অহোরাত্রঃ ৬তৎ। দৈত্যদিগের দিনরাত্র, ইহা মনুষ্যদিগের একবর্ষ পরিমাণ অর্থাৎ মনুষ্যদিগের একবৎসরে দৈত্যদিগের এক অহোরাত্র হয়।
দৈত্যেজ্য (পুং) দৈত্যানাং ইজ্যঃ ৬তৎ। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য।
দৈত্যেন্দ্র (পুং) দৈত্যানাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। দৈত্যদিগের প্রভু। পাতালকেতু।
দৈধিষব্য (পুং) স্ত্রীর দ্বিতীয় পক্ষীয় স্বামীর দ্বিতীয় পুত্র।
দৈন (স্ত্রী) দীনস্য ভাবঃ অণ্। ১ দীনতা। দিনস্য দিবসস্য ইদং দিন-অণ্। (ত্রি) ২ দিবস সম্বন্ধী।
দৈনন্দিন (ত্রি) দিনং দিনং ভবং ইত্যণ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। দিন দিন যাহা ঘটে জন্মে বা নিষ্পন্ন হয়, প্রাত্যহিক, প্রতিদিবসীয়।
"এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ।
তির্য্যঙ্ নৃপতি দেবানাং সম্ভবো যত্র কর্ম্মভিঃ॥"
(ভাগ° ৩।১১।২৭)
দৈনন্দিনপ্রলয় (পুং) দিনন্দিনমন্ত্যাসৌ প্রলয়শ্চেতি। ব্রহ্মার

প্রতিদিনাবসানে সকল ক্ষয় স্বরূপ প্রলয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাবচ্ছিন্নকাল ব্রহ্মার দিন, অর্থাৎ যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র অবস্থান করিবে, ততদিন ব্রহ্মার দিন এবং ঐ পরিমিতকাল ব্রহ্মার রাত্রি। এই রাত্রির নাম ব্রাহ্মীরাত্রি বা কালরাত্রি। ইহাতে ব্রহ্মলোক হইতে অধঃস্থিত লোক সমুদয় বিনষ্ট হয়, এবং ব্রহ্মরাত্র অতীত হইলে বিধি পুনরায় সৃষ্টি করেন। এই ব্রাহ্মী নিশান্তে যে প্রলয় হয়, তাহাকে ক্ষুদ্র প্রলয় কহে। এই ক্ষুদ্র প্রলয়ে দেবতা, মুনি ও নরাদি সকল নাশ হয়। পূর্ব্বোক্ত ৩০ দিনে ব্রহ্মার মাস এবং ১২ মাসে বৎসর হয়। ব্রহ্মার এইরূপ পঞ্চদশাব্দ গত হইলে দৈনন্দিন প্রলয় হয়। বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকেই দিনরাত্রি লিখিয়াছেন। এই প্রলয়ে চন্দ্রার্কাদি দিগীশ্বর, আদিত্য, বসু, রুদ্র, মনু প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়। দৈনন্দিন প্রলয় গত হইলে ব্রহ্মা লোক সকল পুনরায় সৃষ্টি করেন। এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু *। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

* "চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নে ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
তাবতী ব্রহ্মণোরাত্রিঃ সা চ ব্রাহ্মী নিশা নৃপ ॥
কালরাত্রিশ্চ সা জ্ঞেয়া বেদেষু পরিকীর্ত্তিতা।
এবং সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্ব্বে লোকা দগ্ধাশ্চ তত্র বৈ ॥
উত্থিতেনৈব সহসা সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিনা।
চন্দ্রার্কব্রহ্মপুত্রাশ্চ ব্রহ্মলোকং গতা ক্রতং ॥
ব্রহ্মরাত্রে ব্যতীতে তু পুনশ্চ সসৃজে বিধিঃ।
তত্ত ব্রাহ্মী নিশারাত্র ক্ষুদ্রপ্রলয় উচ্যতে ॥
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব তত্র দগ্ধা নরাদয়ঃ।
এবং ত্রিংশদ্দিবারাত্রৈ র্ব্রহ্মণো মাস এব চ ॥
বর্ষং দ্বাদশমাসৈশ্চ ব্রহ্মসম্বন্ধি চৈব হি।
এবং পঞ্চদশাব্দে চ গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ ॥
দৈনন্দিনস্ত প্রলয়ো বেদেষু পরিকীর্ত্তিতঃ।
অহোরাত্রিশ্চ সা প্রোক্তা বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ ॥
তত্র সর্ব্বে প্রণষ্টাশ্চ চন্দ্রার্কাদিদিগীশ্বরাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মনবো মানবাদয়ঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদয়ঃ ॥
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ পেচকশ্চিরজীবিনঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ নৃপতিশ্চাকুপারশ্চ কচ্ছপঃ।
নাড়ীজঙ্ঘো বকশ্চৈব সর্ব্বে নষ্টাশ্চ তত্র বৈ ॥
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্ব্বে লোকা নাগালয়াস্তথা।
ব্রহ্মলোকং যযুঃ সর্ব্বে ব্রহ্মলোকাদয়স্তথা ॥
গতে দৈনন্দিনে ব্রহ্মা লোকাংশ্চ সসৃজে পুনঃ।
এবং শতাব্দঃ পর্য্যন্তং পরমায়ুশ্চ ব্রহ্মণঃ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

দৈনার (ত্রি) দীনারেণ ক্রীতং দীনারমেদং বেতি-অণ্। দীনার-পরিমিত স্বর্ণক্রীত বস্ত্র।

দৈনিক (ত্রি) দিনে ভবঃ ইতি ঠঞ্। ১ দিনভব, প্রাত্যহিক। ২ দিবাভাগে যাহা ঘটে। ৩ একদিনে যাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে। ৪ দিন সম্বন্ধীয়। ৫ এক দিনের বেতন।

দৈবাম্পতি (পুং) বাম্পতে শব্দের গোত্রাপত্য।

দৈর্ঘবরত্র (পুং) দীর্ঘবরত্রেণ নির্বৃত্তঃ কূপঃ অণ্। দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট দণ্ডখনন দ্বারা নিষ্পাদিত কূপ।

দৈর্ঘ্য (ক্লী) দীর্ঘস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দীর্ঘতা, লম্ব পরিমাণ, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার।

দৈন্য (ক্লী) দীনস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ দীনত্ব, দারিদ্র্য। ২ কার্পণ্য। ৩ শোচনীয়তা, ক্ষোভ, কাতরতার সন্তাপ। ৪ সাহিত্য-দর্পণোক্ত ব্যাভিচারি গুণভেদ।

"দৌর্গত্যাদ্যৈরনৌজস্যং দৈন্যং মলিনতাদিকৃৎ।" (সাহিত্যদ°)

দৈলীপি (পুং) দিলীপস্যাপত্যং দিলীপ-ইঞ্। দিলীপের অপত্য।

দৈব (ক্লী) দেবস্যেদং দেব-অণ্। (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ১ দেবতীর্থ, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুল্যগ্রবর্ত্তী স্থানের নাম দেবতীর্থ।

"কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ। (মনু ২।৫৯)

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলের অধোভাগকে ব্রহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূলের নাম প্রজাপতিতীর্থ এবং সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ। ব্রাহ্মণ সকল সময়ে ব্রাহ্ম, প্রজাপতি বা দৈবতীর্থে আচমন করিবেন। ২ বিবাহ বিশেষ, ব্রাহ্মদৈবাদি বিবাহ আট প্রকার।

"যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥" (মনু ৩।২৮)

অতিশয় বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃতা কন্যা দান করিলে তাহাকে দৈববিবাহ কহে। দৈবকার্য্য সিদ্ধির কামনায় এই বিবাহ সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম দৈববিবাহ। দৈব বিবাহোৎপন্ন পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিত্রাদি ৭ পুরুষ, এবং পর পর ৭ পুরুষ এই চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করে ও এই বিবাহোৎপন্ন সন্তান ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হন। [বিবাহ দেখ।] ৩ দেবতা সম্বন্ধী।

"প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য দেহস্তস্যাশুচির্ভবেৎ।
নাপি দৈবং ন বা পিত্র্যং যাবৎ পূর্ণো নবৎসরঃ ॥" (শুদ্ধিত°)

পিতামাতার মৃত্যু হইলে দেহ অশুচি হয়, যতদিন পর্য্যন্ত বৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন দৈব সম্বন্ধী বা পিতৃসম্বন্ধী কোন কার্য্য করিতে পারে না। দৈবাৎ নিয়তাদাগতং অণ্। ৪ ভাগ্য, কর্ম্মোন্মুখ শুভাশুভ কর্ম্ম।

"দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্মকর্ম্ম শুভাশুভং।
সংযোগাশ্চ বিয়োগাশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলং॥
কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স দৈবাৎ পরস্ততঃ।
ভজন্তি সততং ভক্তাঃ পরমাত্মানমীশ্বরং॥
দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং স্বলীলয়া।
ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্তশ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ°)

জন্ম, কর্ম্ম, শুভ ও অশুভ প্রভৃতি সকলই দৈবের অধীন, এমন কি এই সকল জগৎই একমাত্র দৈবাধীন। এই কারণে দৈবের অধিক আর কিছুই বল নাই। এই দৈব এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণের আয়ত্ত, একমাত্র তিনিই দৈব হইতে অধিক। এই কারণে সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে ভক্তগণ ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি দৈববর্দ্ধন করিতে সমর্থ এবং নিজ লীলা দ্বারা ক্ষয় করিতেও সমর্থ, এই জন্ম কৃষ্ণভক্তগণ দৈবের অধীন নহে। ইহারা কেবল কৃষ্ণোপাসনা করিয়াই শুভাশুভ সকল কার্য্য হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারে।

মৎস্যপুরাণে দৈবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, একদা মনু মৎস্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দৈব এবং পুরুষকারের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই বিষয় আমার অতিশয় সন্দেহ আছে। মৎস্যদেব ইহার উত্তরে মনুকে বলিয়াছিলেন, দেহান্তরার্জ্জিত যে নিজ নিজ কর্ম্ম তাহাকে দৈব কহে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই এই জন্মে ভাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই জন্ম মনীষিগণ পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, পুরুষকারই যখন ভাগ্যের প্রতি কারণ, তখন পুরুষকারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। পুরুষকার না করিলে ভাগ্য জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মে যাহারা সতত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এ জন্মে তাঁহাদেরও পুরুষকার ব্যতীত সেই সকল ভাগ্য ফলদায়ী হয় না। পৌরুষবর্জ্জিত লোকসমূহ দৈবকেই জানে অর্থাৎ তাহারাই কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দৈব সম্পৎ পুরুষকার করিলে ফল দেয়। দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিন একত্র হইয়া ফল প্রসব করে। দৈব, পুরুষকার বা কাল একাকী কেহই ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে। কৃষি বৃষ্টিযোগে ফল প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ দৈব পুরুষকার যোগেই ফল দিয়া থাকে। এই কারণে সর্ব্বদা অতিশয় যত্নের সহিত পুরুষকার অবলম্বন করিবে। এইরূপ যাহারা অলসশূন্য হইয়া পুরুষকার অবলম্বন করে, তাঁহারা পরলোকে শুভফল লাভ করিয়া থাকে। পুরুষকারহীন ব্যক্তি কেবল দৈবপরায়ণ হইলে ফললাভ করিতে পারে না। এই কারণে সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক পুরুষকার অবলম্বন করিবে। যখন পুরুষকার ব্যতীত দৈবও ফল দান করিতে পারে না, তখন দৈবাপেক্ষাও পুরুষকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। দৈব যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত পুরুষকার করিলে তাহা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিকূল দৈব অনুকূল হয়। এইজন্য যাহারা সর্ব্বদা আলস্য রহিত হইয়া পুরুষকার অবলম্বন করে, লক্ষ্মী তাহাদিগকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকেন।* (মৎস্যপু° ১৯৫ অ°)

যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার একটী সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কারের নাম বাসনা, সংস্কার অদৃষ্ট বা দৈব ইত্যাদি। কার্য্য জন্য যে সংস্কার তাহার নাম দৈব। ক্লেশই জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল, অতএব ক্লেশ নামক অজ্ঞান অহঙ্কার, মমতা, রাগদ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইবেই জন্মাইবে, প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে, অথচ তাহার ফলভোগী

---

* "দৈবে পুরুষকারে চ কিংজ্যায় স্তদ্ ব্রবীতু তে।
অত্র মে সংশয়ো দেব ছেত্তু মর্হস্তশেষতঃ॥
মৎস্য উবাচ।
স্বমেব কর্ম্মদৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতং।
তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ॥
প্রতিকূলং যদা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশীলিনাং॥
যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম।
পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদ্ দৃশ্যতে ফলং॥
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলং।
কৃচ্ছ্রেণ কর্ম্মণাবিদ্ধি তামসস্য তথাফলং॥
পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ মার্গিতব্যং ফলং নরৈঃ।
দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জ্জিতাঃ॥
তস্মাত্রিকালসংযুক্তং দৈবেন সফলং ভবেৎ।
পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব॥
দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ মনুজোত্তম।
ত্রয়মেব মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং॥
কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাৎ দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ।
তাস্তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন॥
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যং সধর্ম্মং পৌরুষং নৃভিঃ।
এবন্তে প্রাপ্নুবন্তীহ পরলোকে ফলং ধ্রুবং॥
নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ ন চ দৈবপরায়ণাঃ।
তস্মাৎ সদৈব যত্নেন পৌরুষে যত্নমাচরেৎ॥
ত্যক্ত্বালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যা-
নুত্থানযুক্তান্ পুরুষান্ হি লক্ষ্মীঃ।
অন্বিষ্য যত্নাদ্ বৃণুতে নৃপেন্দ্র।
তস্মাৎ সদোত্থানবতা হি ভাব্যং॥" (মৎস্যপু° ১৯৫ অ°)

হইবে না, এরূপ কোন হেতু নাই। এই সকল দেখিয়া যোগীরা বলেন, জীব সকল ক্লেশের বাধ্য হইয়া স্বীয় বল কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য দৈব, অদৃষ্ট বা সংস্কার ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়া কর্ম্মসূত্রের সৃষ্টি করে। বাজিকেরা তাহাকে অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বা দৈব নামে উল্লেখ করেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই পুনর্ব্বার সেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। ফল কথা এই কর্ম্ম করিবামাত্রই জীবের সূক্ষ্মশরীরে বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তর প্রাপ্তি করায় এবং নূতন নূতন রাগদ্বেষাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ উৎপাদন করে। সেই সকল কর্ম্মবীজের নাম কর্ম্মাশয়, ইহার অন্য নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, ভাগ্য প্রভৃতি। কর্ম্ম করিলেই জীবের সূক্ষ্ম শরীরে কর্ম্মজন্য আশয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপনার আশ্রয়ীভূত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কতদিনে বা কোন সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ এক সময়ে না এক সময়ে করিবেই করিবে। কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফল কেহ ইহশরীরে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা জন্মান্তরে বা শরীরান্তরে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ফলভোগের নাম ভাগ্যফলভোগ, এই ভাগ্য কর্ম্মফলভোগের মূলে পুরুষকার রহিয়াছে, অতএব পুরুষকারের প্রতি সর্ব্বদা যত্ন করিতে হইবে, অর্থাৎ সৎকার্য্যে পুরুষকার করিলে শুভ দৈব বা শুভাদৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহার ফলও শুভ হইবে। উৎকট বা তীব্রতম পুরুষকার বা কর্ম্ম করিলে তজ্জনিত আশয় ও তীব্রতম শক্তিশালী বা বেগশালী হইবে। এইরূপ পুরুষকার করিলে দুরদৃষ্ট বিনষ্ট হয় এবং আশু শুভফল হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকারই দৈবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবমাত্রেরই যাহাতে শুভ দৃষ্ট হয়, এইরূপ পুরুষকার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৬ দেবসর্গরূপ সর্গভেদ, এই দেবসর্গ অষ্টবিধ—বিবুধ, পিতৃগণ, অসুর, গন্ধর্ব্বাপ্সরস, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ চারণ, ভূতপ্রেতপিশাচ, বিদ্যাধর কিন্নরাদি এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। (ভাগবত) সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে অষ্টদৈব সর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"অষ্টবিকল্পো দৈব স্তৈর্য্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা°)

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ দৈবসর্গ।

দেবো দেবতেদো দেবতাহস্ত অঞ্। ৭ শ্রাদ্ধভেদ, দেবতার উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধকৃত হয়, তাহাকে দৈবশ্রাদ্ধ কহে।

"দৈবকার্য্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দৈবং হি পিতৃকার্য্যস্য পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতং॥
তেষামারক্ষভূতন্তু পূর্ব্বং দৈবং নিয়োজয়েৎ।
রক্ষাংসি চ বিলুম্পন্তি শ্রাদ্ধমারক্ষবর্জ্জিতং॥ (মনু ৩।২০৩,২০৪)

দ্বিজাতিদিগের দৈবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্যের অঙ্গস্বরূপ পূর্ব্বপোষক মাত্র। পিতৃকার্য্যের রক্ষাকর বলিয়া দেবকার্য্যে অর্থাৎ বিশ্বদেব আবাহনাদি অগ্রে করিতে হয়। যাহারা অগ্রে দৈবকার্য্য না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ও শেষে বিসর্জ্জনাদি করে, তাহারা শ্রাদ্ধে পতিত হয়। ৮ দেবসম্বন্ধী, দেবতার সম্বন্ধে যাহা কিছু হয়, তাহাকেই দৈব কহে। দিবি-ভাব-অণ্। (ত্রি) ৯ আকাশ।

দৈবক (পুং) দেবএব স্বার্থে-কন্। দৈব।

দৈবকী (স্ত্রী) দেবকস্যাপত্যং স্ত্রী অণ্-ঙীপ্। দেবক নৃপতির অপত্যস্ত্রী, দেবকের কন্যা, বসুদেবের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের মাতা।

দৈবকীনন্দন (পুং) দৈবক্যাঃ নন্দনঃ ৬তৎ। দৈবকীর পুত্র, বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ।

দৈবকোবিদ (ত্রি) দৈবে শুভাশুভজ্ঞাপকহেতৌ কোবিদঃ। ১ দৈবজ্ঞ। ২ দৈব পণ্ডিত, যাহারা দেবতার বিষয় অবগত আছেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। দৈবজ্ঞা।

দৈবক্ষত্রি (পুং) ক্রোষ্টুবংশীয় দেবক্ষত্রের আত্মজ নৃপভেদ। (হরিব° ৩৭ অঃ)

দৈবচিন্তক (পুং) দৈবং লক্ষণেন শুভাশুভং চিন্তয়তি চিন্তি-ণ্বুল্। দৈবজ্ঞ।

দৈবজ্ঞ (ত্রি) দৈবং জানাতি জ্ঞা-ক। গণক, দৈবচিন্তক, যাহারা গ্রহাদি গণনা করিয়া শুভাশুভ নিরূপণ করিতে পারেন। ইহাদের উৎপত্তির বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ইহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছিল, এই জন্য ধূমান্ধনরক ভোগ করিয়া শতজন্ম মূষিক প্রভৃতি জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক শবর, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক ও যবন প্রভৃতির সেবী হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের গণনাপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ নামে জ্ঞাত হইবে।

"লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ।
ন যাতি নাগরৈর্বৈক নাগৈর্বেষ্টিত এব চ॥

যুগং ম্লেচ্ছবনানাঃ তত্রৈব নাগবংশিতঃ।
ততো ভবেৎ সপ্তশকো দৈবাজ্ঞ সর্বজন্মম্॥
গোপশ্চ চর্মকারশ্চ রজকারততঃ শুচিঃ।"

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

যাহারা লাক্ষা ও লৌহাদি এবং রসাদি বিক্রয় করে, তাহারা নাগবেষ্টিত হইয়া নাগবেষ্ট নরকে গমন করে। তাহার পর নিজ গাত্রের লোমসংখ্যানুসারে নাগবংশিত হইয়া অবস্থান করে। তাহার পর গণক হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পরে সপ্তজন্ম বৈদ্য, গোপ, চর্মকার ও রজকার রূপে জন্মলাভ করিয়া শুচি হয়।

দৈবজ্ঞ, বঙ্গদেশীয় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহারা আপনাদিগের পরিচয় দিবার জন্য নিম্ন লিখিত প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। শাকদ্বীপীয় কুলজ-পদ্ধতিতে লিখিত আছে—

"শাকদ্বীপস্থিতাশ্চাষ্টৌ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
আনীতা খগভূপেন গ্রহচালনতৎপরাঃ॥
গ্রহদানবিপাকেন গ্রহবিপ্র উদাহৃতঃ।
আচার্য্যস্তত্র আখ্যাতিঃ দৈবজ্ঞঃ শাকলদ্বিজঃ॥"

শাকদ্বীপে আটজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পক্ষিরাজ গরুড় তাঁহাদিগকে এ দেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা গ্রহনিরূপণবিদ্যায় পারদর্শী। গ্রহদান সমস্তই তাঁহারা গ্রহণ করেন বলিয়া গ্রহবিপ্র নামে খ্যাত। অপর নাম আচার্য্য, দৈবজ্ঞ ও শাকলদ্বিজ।

গ্রহযামলে ষট্‌পটলে লিখিত আছে—

"মার্কণ্ডো মাণ্ডবো গর্গঃ পরাশর তথা ভৃগুঃ।
সনাতনোঙ্গিরা জহ্নুঃ শাকদ্বীপাষ্টকো মুনিঃ॥
তদাত্মজা মহাতেজাঃ প্রত্যহং গ্রহচারকাঃ।
আজ্ঞয়া দেবদেবস্য গতবান্ গরুড়স্তথা॥
শাকদ্বীপেস্থিতো বিপ্রো প্রবিশেৎ শাম্বমন্দিরং॥
বরাহসোমঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনঞ্জয়ঃ।
দন্থুর্বস্তুঙ্করাশ্চৈব গ্রহদানে চ ব্রাহ্মণঃ॥
গ্রহদানবিপাকে চ গ্রহবিপ্র উদাহৃতঃ।
গুর্ব্বাদিত্যো বরাহশ্চ সোমে সোমে তথৈব চ।
ঈশানো ভূমিপুত্রশ্চ শান্তিশ্চ শশিনন্দনে॥
শুক্রশ্চ শুক্রদানে তাৎ সূর্য্যপুত্রে ধনঞ্জয়ঃ।
রাহুদানে দন্থুশ্চৈব কেতুদানে বসুন্ধরঃ।
কাশ্যপশ্চ বরাহশ্চ সোমঃ কৌশিক এব চ।
ঈশানো গৌতমশ্চৈব শান্তির্বাৎস্য তথৈব চ॥
ভরদ্বাজো ভৃগুশ্চৈব পরাশরধনঞ্জয়োঃ।
দন্থুশাণ্ডিল্যগোত্রত্বাৎ মৌদগল্যশ্চ বসুন্ধরঃ॥
গতে চ খগবাহেনৈবং নাম দেবেশ্বরাহৃতঃ॥
বসুনেমীর্নাম পুরুষঃ সর্ব্বাকৃতিং সৃষ্টঃ।
গ্রহশান্তয়ে তু ভির্যোগাদিপ্রকাশকঃ।
শতাধিকপঞ্চবিংশৎ গ্রহাংশে সশাকদ্বীপাগতান্ চতুর্বেদবেদিনঃ
গ্রহব্রাহ্মণান্ বামশান্ নবান্ গোত্রান্ অগ্রহারান্
পঞ্চবিংশাধিকশতবিপ্রাঃ কথকা অভবৎ॥
যাবৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞো গণকোপি চ।
গ্রহবিপ্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
আচার্য্যো ব্রাহ্মণেষ্বেকঃ ষষ্ঠকং সার্ব্ববৈদিকঃ॥
সুধী শাখী নমস্তোঽস্মিঃ ষট্‌কর্ম্মা গ্রহভূসুরঃ।
মৌহূর্ত্তিকশ্চ মৌহূর্ত্তঃ জ্ঞানী কার্ত্তান্তিকশ্চ স॥
অগ্রজঃ। গ্রহার্চ্চনাদেভ্যোঃ শাকদ্বীপসমুদ্ভবঃ।
ব্রহ্মবক্ত্রাদ্বেবজশ্চ দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণো ধ্রুবং।
মধ্যে গ্রহবিপ্রাঃ পূজ্যাস্তেষাং সাত্বিক দ্বিজাঃ।
মাত্রীকা যাগয়ে বিপ্রা নিয়তিব্রাহ্মণাঃ কলৌ।
জ্যোতিষাধ্যাপনং পূজা বেদশাস্ত্রপ্রকীর্ত্তনং।
যজ্ঞঃ প্রতিগ্রহো ভিক্ষা ষড়্ গ্রহবিপ্রলক্ষণং॥
এভিঃ ষড়্‌ভির্বিহীনো যো গ্রহবিপ্রঃ সুরেশ্বরি।
অগ্রহব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ সোঽন্যথা কথয়ামি তে॥

মার্কণ্ড, মাণ্ডব, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জহ্নু এই আটজন মুনি শাকদ্বীপে ছিলেন। তাঁহাদের মহাতেজা পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহ চালন করিতেন। দেবদেব কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে গরুড় তথা হইতে তাহাদিগকে আনিলে তাহারা আসিয়া শাম্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধনঞ্জয়, দন্থু ও বসুন্ধর; গ্রহদানে এই আট ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রহদান গ্রহণ করায় জন্য তাহারা গ্রহবিপ্র নামে বিখ্যাত হন। সূর্য্য ও বৃহস্পতির দানে বরাহ, বুধের দানে সোম, মঙ্গলের দানে ঈশান, বুধের দানে শান্তি, শুক্রের দানে শুক্র, শনির দানে ধনঞ্জয়, রাহুর দানে দন্থু ও কেতুর দানে বসুন্ধর দান-গ্রহণকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের গোত্র এইরূপ—বরাহের কাশ্যপ, সোমের কৌশিক, ঈশানের গৌতম, শান্তির বাৎস্য, ভৃগুর ভরদ্বাজ, ধনঞ্জয়ের পরাশর, দন্থুর শাণ্ডিল্য ও বসুন্ধরের মৌদগল্য গোত্র ছিল।

পরমেশ্বর কহিতেছেন, সহস্রমুখ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রকার ভূমির সৃষ্টি করিয়া গ্রহশান্তির নিমিত্ত মধ্য, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ প্রকাশানুসারে একশত পঁচিশ মুখ হইতে গ্রহদিগের অংশে এক এক করিয়া একশত পঁচিশটী গ্রহব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। তাঁহারা চারিবেদে জ্ঞানসম্পন্ন গ্রহব্রাহ্মণ হইলেন, তাঁহারা

সামবেদের শাখা আশ্রিত করিয়াছিলেন। সব একই গোত্র ছিল। পরে তাঁহাদের বিবাহের জন্য এক এক করিয়া একশত পঁচিশ পুত্র হইতে একশত পঁচিশটি কন্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

গ্রহবিপ্রগণের এই একবিংশটী নাম নির্দিষ্ট হইয়াছিল—১ সাম্বৎসর, ২ জ্যোতিবিক, ৩ দৈবজ্ঞ, ৪ গণক, ৫ গ্রহবিপ্র, ৬ বিপ্রশ্রেষ্ঠ, ৭ সর্বশাস্ত্রবিশারদ, ৮ আচার্য্য, ৯ ব্রাহ্মণেন্দ্র, ১০ ঘটক, ১১ সার্ব্ববেদিক, ১২ সুধী, ১৩ শাখী, ১৪ নমস্ত, ১৫ ঋষি, ১৬ ষট্‌কর্ম্মা, ১৭ গ্রহভূষণ, ১৮ মৌহূর্ত্তিক, ১৯ মৌহূর্ত্ত, ২০ জ্ঞানী, ২১ কার্ত্তান্তিক। (১)

আরও কথিত আছে, গ্রহগণের পূজনের জন্য শাকদ্বীপে উৎপন্ন ব্রহ্মার মুখ হইতে দৈবজ্ঞ হইয়াছিল, তাহাকে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ জানিবে। সত্যযুগে গ্রহবিপ্র, ত্রেতায় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, দ্বাপরযুগে নাড়ীক ব্রাহ্মণ ও কলিযুগে নিরগ্নি ব্রাহ্মণ পূজ্য।

জ্যোতিষ অধ্যাপন, পূজা, বেদশাস্ত্র কথন, যজ্ঞ, দানগ্রহণ ও ভিক্ষা এই ছয় প্রকার গ্রহবিপ্রের লক্ষণ জানিবে। এই ছয় কর্ম্মবর্জ্জিত যে বিপ্র হয়, তাহাকে গ্রহবিপ্র বলা যায় না।

জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) দেখাইয়া যে ব্যক্তি পরিশ্রম অনুসারে গ্রহবিপ্রকে দক্ষিণা দান না করে, সে শতবৎসরকাল পিতৃগণের সহিত কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করে।

গতশ্রী ব্যক্তি গণকগণকে দ্বেষ করে, গতায়ু ব্যক্তি চিকিৎসককে দ্বেষ করে, গতশ্রী ব্যক্তি ও গতায়ু ব্যক্তি ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দ্বেষ করে। (গ্রহযামল)

রাজমার্ত্তণ্ডে লিখিত আছে—

"গ্রহবিপ্রাস্তুষ্টতমা বদন্তি যত্তদ্‌গ্রহাঃ কর্ম্মক্রিয়াচরন্তি।
তুষ্টে তু তুষ্টাঃ সততং ভবেয়ুর্গ্রহাংশবিপ্রেষু খগাংশুমুখ্যাঃ॥
গ্রহাংশজাতো বিপ্রো যো হস্তাদ্যৈর্জুহুয়াদপি।
যদশ্নাতি যদশ্নাতি প্রাপ্নুবন্তি গ্রহাঃ স্বয়ং॥
ব্রহ্মন্ গ্রহব্রাহ্মণার্চ্চা গ্রহদানং গ্রহার্চ্চনম্।
গ্রহহোমদক্ষিণা চ তদ্‌গ্রহব্রাহ্মণায় বৈ॥
দদ্যাৎ সর্ব্বঞ্চ তদ্দ্রব্যং গ্রহব্রাহ্মণভোজনম্।
ইত্যেবং গ্রহযজ্ঞঞ্চ কাম্যাদিসিদ্ধয়ে ভবেৎ॥"

গ্রহবিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইয়া যাহা বলেন, গ্রহগণ কার্য্য দ্বারা তাহাই আচরণ করেন। গ্রহবিপ্রগণ তুষ্ট হইলেও সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ তুষ্ট হন। যে গ্রহবিপ্র হস্তাদি দ্বারা ঘৃতাদি হোম করেন, যাহা গ্রহণ করেন, এবং যাহা ভোজন করেন, গ্রহগণ তাহাই প্রাপ্ত হন। গ্রহবিপ্রের পূজা করিলেই গ্রহের পূজা হয়। গ্রহহোমে যাহা দক্ষিণা দেওয়া যায়, তাহা এবং গ্রহযজ্ঞের সমস্ত দ্রব্যই গ্রহবিপ্রকে দিতে হয়। গ্রহযজ্ঞে গ্রহবিপ্রগণকে ভোজন করাইতে হয়। এইরূপে গ্রহযজ্ঞ করিলে কাম্যাদি কর্ম্ম সকল সিদ্ধ হয়। [গণক দেখ।]

(১) অন্যান্য পুরাণেও এই ২১টী নাম কথিত আছে।

দৈবজ্ঞা (স্ত্রী) দৈবজ্ঞ-টাপ্। দৈবজ্ঞ-পত্নী। পর্য্যায়—বিপ্রশ্নিকা, ঈক্ষণিকা। (অমর) ইহারাও লক্ষণদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকে।

দৈবত (ক্লী) দেবতৈব স্বার্থে অণ্। ১ দেবতা। দেবতানাং সমূহঃ অণ্। ২ দেবতাসমূহ। (ত্রি) দেবতায়া ইদং অণ্। ৩ দেবতা সম্বন্ধী। কেহ কেহ বলেন দেবতা অর্থে দৈবত শব্দ পুংলিঙ্গ; কিন্তু—

"আর্ষং ছন্দো দৈবতঞ্চ বিনিয়োগস্তথৈব চ"

এই যোগী যাজ্ঞবল্ক্যাদির বাক্যে ক্লীবলিঙ্গত্বই স্থির হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে পুংলিঙ্গেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

"যত্র যত্র তু মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা দেবতা তু যা।
তদাকারং ভবেত্তস্য দৈবতং দেবতোচ্যতে॥" (নিরুক্তি)

৪ দেবতা-সম্বন্ধীয় প্রতিমাদি।

দৈবতন্ত্র (ত্রি) দৈবং ভাগ্যং তন্ত্রং প্রধানং যস্য। ভাগ্যাধীন, অদৃষ্টের অধীন। "কিঞ্চ পুরা কিল হরিশ্চন্দ্ররামচন্দ্রমুখ্যা মহীন্দ্রা দৈবতন্ত্রং দুঃখযন্ত্রং অনুভূয় পশ্চাদনেককালং নিজরাজ্যমকুর্ব্বন্" (দশকুমারচরিত)

দৈবতপতি (পুং) দৈবতানাং দেবানাং পতিঃ ৬তৎ। ইন্দ্র।

দৈবতপ্রতিমা (স্ত্রী) দৈবতানাং দেবানাং প্রতিমা ৬তৎ। দেবতা সম্বন্ধীয় প্রতিমা।

দৈবতরস (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। "বৈশ্বামিত্র দৈবশ্রবস দৈবতরসেতি" (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪।৩)

দৈবতরেয় (পুং স্ত্রী) দেবতরস্য শ্রেষ্ঠদেবস্য অপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্। শ্রেষ্ঠ দেবতার অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দৈবতি (পুং স্ত্রী) দেবতস্যাপত্যং ইঞ্। দেবতার অপত্য। ততো যুনি ফক্। দৈবতায়ন, দেবতার যুবা অপত্য।

দৈবত্য (ত্রি) দেবতা স্বার্থে ষ্যঞ্। দেবতা। "আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দৈবদত্ত (ত্রি) দেবদত্তস্য ছাত্রাঃ অণ্। ১ দেবদত্তের ছাত্রাদি। দেবদত্তঃ ভক্তিরস্য, অচিত্তত্বাভাবাৎ ন ঠক্ কিন্তু অণ্। ২ দেবদত্ত-ভক্তিযুক্ত।

দৈবদত্তি (পুং স্ত্রী) দেবদত্তস্যাপত্যং দেবদত্ত-ইঞ্। দেবদত্তের অপত্য।

দৈবদর্শিন্ (পুং) দেবদর্শনেন ঋষিণা দৃষ্টং অধীয়তে

[illegible] বলিয়াছেন। ...অর্থ [illegible]।

দৈবদায়াদ (ত্রি) দেবদায়াদ্বর্ষিকাদ্ব-অঞ্। দেবতার পুত্র [illegible] পুত্রাদি।

দৈবদীপ (পুং) দৈবঃ সূর্য্যাধিষ্ঠাতৃকো দীপঃ। ১ চক্ষু, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য্য, এইজন্য দৈবদীপ শব্দ নেত্রবোধক। ২ দেবসম্বন্ধীয় প্রদীপ।

দৈবত্যায়ন (পুং) দেবত বাহ° গোত্রে ফঞ্, ততোযুনি ফক্। [illegible] গোত্র প্রবর ঋষিভেদ। "দৈবনিনিদৈবত্যায়নানাং মার্গবদৈবতহব্য সাবেতসেতি" (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১০)

দৈবতুর্ব্বিপাক (পুং) দৈবস্য দুর্ব্বিপাকঃ। দৈবের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্য্যয়।

দৈবপর (ত্রি) দৈবং ভাগ্যং পরং চিন্ত্যং যস্য। দৈবনিষ্ঠ, পর্য্যায়—যত্নবিহ্ন।

"সম্পত্তেশ্চ বিপত্তেশ্চ দৈবমেব হি কারণং।
ইতি দৈবপরো ধ্যায়ন্ [illegible] ন বিচেষ্টতে॥" (কাম° নীতি)

সম্পত্তি ও বিপত্তি দৈবই কারণ।

দৈবপ্রশ্ন (পুং) দিবি আকাশে ভবঃ দৈবঃ, দৈবঃ প্রশ্নঃ কর্ম্মধা°। ১ আকাশ শুভাশুভ বর্ণ জিজ্ঞাসা, পর্য্যায় উপশ্রুতি। ২ দৈববাণী।

"[illegible] নির্গত্য যৎকিঞ্চিৎ শুভাশুভকরং বচঃ।
শ্রূয়তে তদ্বিদ্বদ্ভির্দৈবপ্রশ্নমুপশ্রুতিং॥" (হারাবলী)

যে সকল শুভাশুভকর বাক্য আকাশ হইতে শ্রুত হয়, তাহাকে দৈবপ্রশ্ন বা উপশ্রুতি কহে।

দৈবমতি (পুং স্ত্রী) দেবমতস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। দেবমত ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ততোযুনি ফক্। দৈবমতায়ন। দেবমত ঋষির যুবা অপত্য।

দৈবমিত্রি (পুং স্ত্রী) দেবমিত্রস্য ঋষেরপত্যং দেবমিত্র-ইঞ্। দেবমিত্র ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ততোযুনি ফক্। দৈবমিত্রায়ন। দেবমিত্র ঋষির যুবা অপত্য।

দৈববিড়ম্বনা (স্ত্রী) দৈবস্য বিড়ম্বনা ৬তৎ। দৈবের প্রতিকূলতা, বিধি বিড়ম্বনা।

দৈবযজ্ঞি (পুং স্ত্রী) দেবো দেবার্থো যজ্ঞোযস্য তস্যাপত্যং ইঞ্। দেবার্থ-যজ্ঞকারকের অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ততোযুনপত্যে ফক্। দৈবযজ্ঞায়ন। [illegible] যুবাপত্য। দৈবযজ্ঞায়ন এই স্থলে কৌবাদি হেতু ফকের লুক হইল না।

দৈবযুগ (ক্লী) দেবস্য ইদং অণ্ দৈবং যুগং কর্ম্মধা°। দিব্যযুগ, দেবমানে ১২০০০ বর্ষ। মনুষ্য পরিমাণে চারিযুগে দেবতাদিগের একযুগ [illegible]

[illegible] পরিমাণ [illegible]।
[illegible] দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥" (মনু [illegible])

মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিনরাত্রি হয়। এই দৈব পরিমাণের চারিহাজার বৎসরে সত্যযুগ হয়। ঐ যুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ চারিশত বৎসর করিয়া হয়। অন্যান্য তিনযুগ তাহাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ এক সহস্রে একশত বৎসর কমিয়া যায় অর্থাৎ তিনহাজার বৎসরে ত্রেতাযুগ, তিনশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর তাহার সন্ধ্যাংশ। দ্বিসহস্র বৎসর দ্বাপরযুগ এবং সহস্র বৎসর কলিযুগ। ইহাই মনুষ্যদিগের চারিযুগের সংখ্যা। ইহার দ্বাদশ সহস্র পরিমাণে দেবগণের একযুগ হয়।

দৈবযোগ (পুং) দৈবস্য যোগঃ ফলোন্মুখতয়া সম্বন্ধঃ। ভাগ্যের ফলোন্মুখতা হেতু সম্বন্ধ, দৈবের যোগ।

দৈবরথ (পুং) দেবরথস্য ইদং দেবরথ-অণ্। দেবরথ সম্বন্ধী।

দৈবরাজিক (ত্রি) দেবরাজে ভবঃ কাশ্যাদিত্বাৎ ঠঞ্। দেবরাজভব, যাহা দেবরাজ হইতে হয়।

দৈবরাতি (পুং স্ত্রী) দেবরাতস্যাপত্যং ইঞ্। ১ দেবরাতের অপত্য। ২ জনকরাজপিতা।

"যাজ্ঞবল্ক্যমৃষিশ্রেষ্ঠং দৈবরাতির্মহাযশাঃ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বরং॥" (ভারত শান্তিপ°)

দৈবল (পুং) দেবলস্যাপত্যং শিবাদিত্বাৎ অণ্। দেবল ঋষির অপত্য, ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবরর্ষিভেদ। "শাণ্ডিল্যানাং শাণ্ডিল্যাশিতদৈবলেতি, কশ্যপাসিতদৈবলেতি বা"

(আশ্ব° গৃহ্য ১২।১৪)

দৈবলক (পুং) দেবং দেবযোনিং লাতি গৃহ্লাতি পূজ্যত্বেন কুৎসিতার্থে বা-ক। ১ ভূতসেবক, ভৌত। দৈবলকস্য ইদং অণ্। ২ দেবল সম্বন্ধী।

দৈবলেখক (পুং) দৈবং দেবনিমিত্তশুভাশুভং লিখতীতি লিখ-ণ্বুল্। মৌহূর্ত্তিক, গণক, দৈবজ্ঞ।

দৈববংশ (পুং) দৈবানাং দেবানাং বংশঃ ৬তৎ। দেবতাদিগের বংশ।

দৈববাণী (স্ত্রী) দৈবী আকাশ-সম্বন্ধিনী বাণী। ১ আকাশবাণী, অশরীরীবাক্। পর্য্যায়—তিরোক্তি, পুষ্পশকটী, দৈবপ্রশ্ন, উপশ্রুতি। (ত্রিকা°) ২ সংস্কৃতবাক্য।

"সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।" (দণ্ডী)

দৈববিদ্ (ত্রি) দৈবং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। দৈবজ্ঞ, গণক।

দৈবশর্ম্মি (পুং স্ত্রী) দেবশর্ম্মণোঽপত্যং ততো বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। দেবশর্ম্মার অপত্য। ততো গর্গাদিত্বাৎ। দৈবশর্ম্মীর [illegible]।

দৈবসর্গ (পুং) দৈবঃ সর্গঃ কর্ম্মধা। দেবাদি সর্গভেদ। [দৈব দেখ।]

দৈবশক্তি (স্ত্রী) দেবতানাং শক্তিঃ। দৈবী শক্তি দেবতাদিগের শক্তি, কৃত্ত দেবতাদিগের শক্তি।

"দৈবশক্ত্যা স্বয়ং দেবেশ্বর্যমনন্তসমন্বিত।
অরক্তায় নবকন্যানাং তততাং লোহজাযুযুবং ॥" (কালিপুং ১ অং)

দৈবশ্রাম (পুং স্ত্রী) দেবশ্রামস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। দেবশ্রাম ঋষির অপত্য। স্ত্রিয়াং বা ঙীপ্। ততোযুনি ফক্, দৈবশ্রামিঃ তত যূন। দৈবশ্রামি। তদীয় যুবা অপত্য, দেবশ্রাম ঋষির যুবা অপত্য।

দৈবহব্য (পুং) দৈবহব্যস্য দেবহূনামক ঋষিরপত্যস্য ছাত্রাঃ কথাদিত্বাৎ অণ্ বহুত্বাল্লুক্। দেবহব্যের ছাত্র সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দৈবহীন (ত্রি) দৈবেন ভাগ্যেন হীনঃ ওতং। ভাগ্যহীন, যাহাদের কোনরূপ ভাগ্যবৃষ্ট নাই।

"ব্যসনী বিনষ্টধর্ম্মা ত্রিবিধোৎপাতপীড়িতশ্চ যঃ।
পুরুষঃ স দৈবহীনঃ কথিতো দৈবাবিতোঽহম্॥
দেবহীনং রিপুং জেতুং যায়াদ্দৈবাবিতো নৃপঃ।"
"যোজ্যো দৈবাবিতাম্মাত্মা দৈবহীনে ভবাম্মনি।" (দীপিকা)

যাহারা অতিশয় ব্যসনযুক্ত এবং বিনষ্টধর্ম্মা, অর্থাৎ অধার্ম্মিক ও যাহারা ত্রিবিধ উৎপাতে উৎপীড়িত একবিধ পুরুষ দৈবহীন।

দৈবাকরি (পুং) দিবাকরস্যাপত্যং পুমান্ দিবাকর-ইঞ্। ১ শনি। ২ যম। (স্ত্রী) ৩ যমুনা।

"সম্প্রতি দৈবাকরিভঃ সারমিত্রাভক্তিতারণ-করিতঃ।"
(কাব্যোদয়)

দৈবাগারিক (ত্রি) দেবাগারে নিযুক্তঃ 'তত্র নিযুক্তঃ' ইত্যধিকারে ঠক্। দেবাগারে নিযুক্ত, যাহারা দেবালয়ে নিযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে 'দেবাগারিক' এইরূপ পদও দেখা যায়।

দৈবাৎ (অব্য) হঠাৎ।

"দৈবাদপাক্তবলনং কিল মানবস্যাঃ।" (কাব্যোদয়)

দৈবাত্যয় (পুং) দৈবকৃতোঽত্যয়ঃ উৎপাতঃ। দৈবকৃত উৎপাত।

দৈবাদিক (পুং) দিবাদিগণে পঠিতঃ ঠঞ্। দিবাদিগণপঠিত ধাতু, দিবাদিগণ পাঠে যে সকল ধাতু আছে, সেই সকল ধাতুকে দৈবাদিক কহে।

দৈবাধ্রুব (পুং) বজ্রের গোত্রাপত্য।

দৈবারিপ (পুং) দেবারীন্ অসুরান্ পাতি আশ্রয়দানেন-পা-ক দেবারিপঃ সমুদ্রঃ তত্র ভবঃ অণ্। শঙ্খ।

"উত্তরবংশখমত্যার্থং ব্যনক্ত চ দুর্বিভঃ।
দৈবারিপাক্ত বীতংহ্বতাবিন্ জৌবাধনে বলে॥"
(ভারত বিরাট ৭০ অধ্যা) 'দৈবারিপাৎ শঙ্খাৎ' (নীলকণ্ঠ)

দৈবাল্লু উদ্বেগ, দয়েল, তজ্জাতীয় পক্ষীবিশেষ। "দধিয়াল" (?) শব্দের অপভ্রংশ। ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রানুসারে ইহা মধ্যেপবেশী পক্ষীজাতির মধ্যে টুরডিডি (Turdidoe) শাখার রুটি সেলিনি (Ruticellini) উপশাখার অন্তর্গত কপসিকাস্ (Copsychus) নিকায়ের মধ্যে গণ্য। ইহার নাম কপসিকাস্ সলেরিস্ (Copsychus Saularis)। সাধারণতঃ ইংরাজীতে ইহাকে ম্যাগপাই রবিন (Magpie-Robin) বলে। ভারতে ইহার বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	...	...	...	দয়াল বা দয়ার, দৈবাগ।
বাঙ্গালা	...	...	...	দৈবাল, দৈয়েল, দয়েল।
তেলগু	...	...	...	পোদানলকি, সরেলা পক্ক।
লেপ্চা	...	...	...	জরিঙ্গ কো।
ব্রহ্ম	...	...	...	সংকেল্পয়ন।

ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে ইহাকে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে বয়লা শ্রেণীর উপবিভাগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

দয়েল দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের পুরুষজাতির মস্তক, বক্ষ, ঘাড় ও উপরিভাগের পালকগুলি চক্চকে কালো। উদর পার্শ্ব ও ল্যাজের নিম্নের পালকগুলি সাদা; ডানা কাল; মধ্যের পালকগুলি সাদা। ল্যাজের মাঝের চারিটী পালক খুব কাল; অবশেষের দুই পার্শ্বের দুইটি পালক সাদায় কালায় মিশাল। স্ত্রীজাতির ডানা ও ল্যাজ পাটকিলে রঙের, কিন্তু পুরুষজাতির ন্যায় সাদা পালক আছে। থুঁতি, গলা, বক্ষ ও ঘাড়ের পার্শ্বদ্বয় গাঢ় ধূসরবর্ণ, কপাল, চক্ষুপার্শ্ব ও গাল সাদা ও কাল বিন্দুবিশিষ্ট। উপরের পালক নীলাভ গাঢ় পাটকিলে, উদর সাদা। ঠোঁট কালো, ইহারা দৈর্ঘে ৮ ইঞ্চি। ইহাদের ল্যাজ ৩.৬ ইঞ্চি, ডানা ৩.৭ ইঞ্চি ও ঠোঁট ১ ইঞ্চি লম্বা হয়। সমস্ত ভারত ও সৌলমিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে এই পক্ষীর সমস্ত বর্ণাদি এক প্রকার। তেনাসরিম প্রদেশে ও সিংহলে কোন স্থলের বর্ণবত্যয় ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করা যায় না। এই পাখী সিন্ধুদেশে ও পঞ্জাব কাশ্মীরে প্রায় দেখা যায় না। নিকোবর দ্বীপে নাই। হিমালয়ে ৫০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধ প্রদেশেও ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা সর্ব্বত্রই সুলভ। ইহাদের স্বভাব অনেকটা ইংলণ্ডীয় রবিনের ন্যায়। ইহারা চড়াইয়ের গৃহে বারাণ্ডায় প্রবেশ করে। খঞ্জনের ন্যায় ইহারা মাটিতে চলিবার সময় ল্যাজ নাচাইয়া চলে।

ইহারা কীট ও পতঙ্গাদি খুটিয়া খায়। বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে ইহারা ডিম পাড়ে। বৃক্ষকোটরে দেওয়ালের গর্ত্তে ইহারা বাসা বাঁধে। ৪।৫টী ডিম একবারে প্রসব। [illegible]

দৈশিকবিশেষবত্তা (স্ত্রী) দেশকৃত অন্তরীয় ক্রম সম্বন্ধভেদ।

দৈষ্টিক (ত্রি) দিষ্টং ভাগ্যমিতি মতির্যস্য ইতি ঠক্। ভাগ্য প্রমাণক দৈবজ্ঞ, ভাগ্য বিশ্বাস করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর। যাহারা কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।
"নালমত্তে দৈষ্টিকতাং ন নিষীদতি পৌরুষে।" (শিশুপাল ২অ)

দৈহিক (ত্রি) দেহস্য ইদং দেহে ভবং বা দেহ-ঠঞ্। ১ দেহ-সম্বন্ধীয়। ২ দেহভব।
"বিণ্মূত্রোৎসর্গশুদ্ধ্যর্থং মৃদ্বার্য্যাদেয়মর্থবৎ।
দৈহিকানাং মলানাঞ্চ শুদ্ধিষু দ্বাদশস্বপি॥
বসাশুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্‌ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥"
(মনু ৫।১৩৪—১৩৫)
বসা, রেত, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল ও ঘর্ম্ম এই দ্বাদশটী দৈহিক মল। এই দ্বাদশটী দৈহিক মলের শুদ্ধি করিতে হয়।

দৈহ্য (ত্রি) দেহে ভবঃ দেহ-যঞ্। দেহস্থ জীব। "অথাপি যতমে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনো বিভুঃ।" (ভাগ° ১।৪।২০)

দো (দেশজ) দুর্ভগা, পতিস্নেহরহিতা, দুয়া।

দোঃশিখর (স্ত্রী) দোষঃ শিখরং ৬তৎ। স্কন্ধ।

দোঃসহস্রভৃৎ (পুং) দোঃ সহস্রং বাহু সহস্রং বিভর্ত্তি-ভৃ-ক্বিপ্। ১ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ২ বাণাসুর।

দোআ (আরবী) ১ প্রার্থনা, আরাধনা। (দেশজ) দোহন করা।

দোআঁশ (দেশজ) দুই বিভিন্ন বীর্য্যোৎপন্ন।

দোআত (আরবী) মস্যাধার।

দোআনী (দেশজ) দুই আনা মূল্য ক্ষুদ্র রৌপ্য খণ্ডবিশেষ।

দোআল (দেশজ) যে দুগ্ধ দোয়, দোহনকারী।

দোআঁসলা (পারসী) খচ্চর, মিশ্রজাতি, সঙ্কর।

দোঁহা (হিন্দী) এক প্রকার ছন্দ।

দোঁহে (দেশজ) উভয়ে, দুয়ে।

দোক্তা (দেশজ) তামাকু, শুষ্ক তামাকের পাতা।

দোকর (দেশজ) দুইবার।

দোকলমা (পারসী) দুই অঙ্গুলিদ্বারা কলম ধরা।

দোকা (দেশজ) যে দড়ির দ্বারা গোরুকে লাঙ্গল বদ্ধ করা যায়।

দোকাট (দেশজ) দুইবার কাটিয়া প্রাপ্ত, যাহা দুইবার কাটিয়া পাওয়া যায়। (খর্জ্জুর রসে ব্যবহার হয়।)

দোকান্ (পারসী) পণ্যশালা, পণ্যালয়, দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় স্থান।

দোকান্‌দার (পারসী) যে দোকান করে।

দোকান্‌দারী (পারসী) দোকানদারের কার্য্য।

দোকানী (পারসী) ক্ষুদ্র দোকানদার।

দোখতী (পারসী) কাপড়ের পাড় বিশেষ।

দোগজ (দেশজ) দুইগজ পরিমাণ কাপড়ের টুক্‌রা।

দোগ্ধব্য (ত্রি) দুহ-তব্য। দোহনীয়।
"বৎসোপমেয়ন দোগ্ধব্যং রাষ্ট্রমক্ষীণবুদ্ধিনা।" (ভারত শান্তিপ°)

দোগ্ধৃ (ত্রি) দুহ-তৃচ্। ১ দোহনকর্ত্তা। ২ গোপাল। ৩ বৎস। ৪ অর্থোপজীবী। ৫ অর্ক। ৬ দোহনশীল।
"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং
মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে॥" (কুমার ১।২)

দোগ্ধ্রী (স্ত্রী) দোগ্ধৃ-ঙীপ্। ধেনু, গাভি, দুগ্ধবতী ধেনু।
"দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধ্রীং
ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরিপুর্নিষণ্ণাং॥" (রঘু ২।২৩)

দোঘ (পুং) দুহ অচ্ বেদে নিপাতনাৎ হস্য ঘ। দোগ্ধা।
"উরুং দোঘং ধরুণং দেবরাজকে" (ঋক্ ৫।১৫।৫) 'দোঘং কামানাং দোগ্ধারং' (সায়ণ)

দোঘেইয়া (দেশজ) যাহা দুই দিন অন্তর হয়, ত্র্যাহিক, তৃতীয়ক।

দোচক্কুয়া (দেশজ) ১ সমভাবে কার্য্য করা। ২ অনবধান।

দোচুলী (দেশজ) দুই চুলী বিশিষ্ট।

দোচেরা (দেশজ) দুই চির করা।

দোজক (পারসী) নরক।

দোজবরিয়া (দেশজ) দুইবার বিবাহিত পুরুষ।

দোজেতে (দেশজ) দুই ভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন।

দোড়ী (স্ত্রী) দোল-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লস্য ড়। দোলী, ফল প্রধান বৃক্ষ ভেদ।

দোটানা (দেশজ) দুইদিকে টানা, উভয়সঙ্কট।

দোঠকা (দেশজ) উভয়পক্ষ প্রতারণাকারী, যাহারা দুই পক্ষেই প্রতারণা করে।

দোঠকামি (দেশজ) দুইদিকে প্রতারণা করণ।

দোতন্ত্র, সুবিধানুযায়ী একবার ইহার তৎপরে অপরের ক্রমিক কার্য্য।

দোতা (পারসী) দুই কর্দ্দ।

দোতার (পারসী) দুইবার জড়ান।

দোতালা (দেশজ) দ্বিতল, দুইতালা।

দোতি, কুমায়ুনের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী বহুজনাকীর্ণ প্রদেশ ও নগর। ইহার মধ্য দিয়া কর্ণালী নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ইহা অযোধ্যাকে খালুকাসর প্রস্তরশ্রেণী দ্বারা ও বেরিছিল-খণ্ডকে কালীনদী দ্বারা বিভক্ত করিয়াছে। প্রধান নগর রায়বরেলী হইতে সাড়ে ৪২ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৪১৫ শত আবাস গৃহ, ২টী পল্টন ও কতকগুলি কামান আছে।

দোতো (দেশজ) দ্বিভাঁজ কৃত, দুইভাঁজ যুক্ত।

দোথর (দেশজ) দুইজায়গা অধিকার।

দোদুল্যমান (ত্রি) দুল-যঙ্-দোদুল্য-শানচ্। যাহা অত্যন্ত দুলিতেছে, যাহা পুনঃ পুনঃ বা অনবরত দোলায়মান হইতেছে। অত্যন্ত দোলায়মান।

দোধ (পুং) দুহ-অচ্ নিপাতনাৎ সাধু। গোবৎস, বৎসতর, বাছুর। "দেব সদোধ কদম্বতলস্থ শ্রীধর তারকনাম পদং মে।" (ছন্দোম°)

দোধক (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে একাদশটী করিয়া অক্ষর থাকে।

"দোধকমিচ্ছতি ভত্রিতয়াদ্গৌ।" (ছন্দোম°)

এই ছন্দের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু ও আর আর বর্ণ সমুদয় লঘু।

"আদ্যচতুর্থমহীননিতম্বে সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যং।

যত্র গুরু প্রকটস্বররাগে তৎকথিতং তব দোধকবৃত্তং॥" (শ্রুতবোধ)

দোধূয়মান (ত্রি) পুনঃ পুনঃ অতিশয়েন বা ধূয়তে ধূ-যঙ্। দোধূয় ধাতু শানচ্। পুনঃ পুনঃ কম্পনবিশিষ্ট, অতিশয় কম্পনবিশিষ্ট, অত্যন্ত কম্পনশীল।

"নভস্বদ্দাসজভয়েব সাধ্বী দোধূয়মানা বড়ভীপতাকা।"

প্রলয়কালেও পরমাণু সকল দোধূয়মান হইয়া অবস্থান করিবে। (শিরোমণি)

দোনা (দেশজ) ১ একপ্রকার লতাবিশেষ। (Artemisia Indica) ২ পাতা দ্বারা বদ্ধ পানের খিলি।

দোপট্টি (দেশজ) দুই পঙ্ক্তি বা সার।

দোপড়া (দেশজ) ১ দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীলোক। ২ খারাপ। যেমন দোপড়া আঁব।

দোপাইয়া (পারসী) দ্বিপাদবিশিষ্ট, দ্বিপাদযুক্ত।

দোপাঁশ (দেশজ) এক অগ্নিতে দুইপাত্র গরম করা।

দোপাটী (দেশজ) সুন্দর পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। (Impatiens Balsamina.)

দোপাটীলতা (দেশজ) সুন্দর লতাবিশেষ। (Convolvus pes copræ.)

দোফড়্কা (দেশজ) দুইশাখা বিশিষ্ট।

দোফলা (দেশজ) যে বৃক্ষ সকল বৎসরে দুইবার ফল উৎপাদন করে।

দোফাক্ (দেশজ) দুইভাগে বিভক্ত।

দোবজা (পারসী) ১ দুইগজ কাপড়। ২ উত্তরীয়বিশেষ।

দোভাঁজ (দেশজ) দুইভাঁজ বিশিষ্ট।

দোভাষিয়া (দেশজ) দুইভাষায় যাহারা বলিতে পারেন।

দোমড়ান (দেশজ) ১ দ্বিগুণীকরণ। ২ সঙ্কুচিত হওয়া।

দোমনা (দেশজ) মনের সন্দেহ, কোন কার্য্য করিব বা না করিব এইরূপ মনের সন্দেহ।

দোমালা (দেশজ) দুই মালাবিশিষ্ট, পরিপক্ব শস্যবিশিষ্ট, ইহা কেবল নারিকেল শব্দেই ব্যবহৃত হয়।

দোমুখ (দেশজ) ১ দ্বিমুখযুক্ত। ২ প্রবঞ্চক, শঠ।

দোয়াৎ (দেশজ) মস্যাধার, কালি রাখিবার পাত্র।

দোয়ানি (দেশজ) দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রাবিশেষ।

দোয়াল (দেশজ) যাহারা গাভীর দুগ্ধ দোহন করে।

দোয়াব (পারসী) দো=দুই, আব্=জল। দুইটী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। ভারতবর্ষে যখন এই শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখন গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বুঝাইত।

এই শব্দ মোগল সম্রাট্ অকবর প্রথম ব্যবহার করেন। উত্তরভারতে "রীচনা" ও "জেচ্ নামে দোয়াব আছে; দক্ষিণ-ভারতে কেবলমাত্র রায়চুর" দোয়াবের নাম পাওয়া যায়, ইহা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

দোয়াব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শাহারাণপুর, মজফ্ফরনগর, মিরাট, বুলন্দসহর, আলিগড়, এতাবার কতকাংশ, মথুরার কতকাংশ, কাণপুর, ফতেপুর ও আলাহাবাদ জেলার কতকাংশ এই ভূভাগের অন্তর্গত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এই দোয়াবই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ও এখানে সমধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে লোকসংখ্যা বিস্তর। তাহারা সকলেই প্রায় কৃষিজীবি। মিরাট, কাণপুর, আলিগড় ও আলাহাবাদ এই চারিটী প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং রেলপথের বিস্তৃতিহেতু স্থলপথে সকল স্থানেই শস্যাদি আমদানী রপ্তানির বিশেষ সুবিধা আছে। গঙ্গা ও যমুনার শাখা প্রশাখার সংখ্যাও অনেক, সুতরাং জলপথেও বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা। দোয়াব তিনভাগে বিভক্ত। শাহারাণপুর হইতে আলিগড় একাংশ, মথুরা ও এটা হইতে এতাবা ও ফরুখাবাদ একাংশ এবং কাণপুর হইতে আলাহাবাদ তৃতীয়াংশ। গঙ্গার ও যমুনার খাল কাটিয়া তাহা হইতে ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করাতে দোয়াবের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি ও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যমুনার খালকাটা আরম্ভ হইয়া ১৮৩০ অব্দে শেষ হয়। পূর্ব্বে দোয়াবে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় প্রতিবৎসরই অন্নকষ্ট হইত, সেইজন্যই যমুনার জলে শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে খালকাটা হয়। খালকাটায় যথেষ্ট পরিমাণ শস্য জন্মিতে লাগিল দেখিয়া গঙ্গায়ও খাল কাটিবার প্রস্তাব হয়।

১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেই গবর্মেণ্ট গঙ্গায় খাল কাটিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৫৪ অব্দে উত্তরাংশের কার্য্য এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কল্পনার পর ১৮৭৩-৭৪ সালে আরম্ভ ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে খালকাটা শেষ হয়।

দোরক (পুং) ডোরক নিপাতনাৎ ডস্য দ। বীণাতন্ত্র-বন্ধনরজ্জু।

"ততস্তদ্ধৃতং হিরণ্যং সূত্রং দোরকেন বধ্নাতি।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৬।১১)

দোর্গড়ু (পুং) দোষা বাহুনা গড়ুঃ কুব্জিতঃ। কুব্জিত হস্ত, পর্য্যায়—কুম্প, বাহুকুণ্ঠ।

দোর্গ্রহ (ত্রি) দোগৃহতে হনেন গ্রহ-করণে ঘঞ্। ১ বলবান্। পর্য্যায়—কৈরাত, ক্ষাম, দোষ্ণোগ্রহ। ২ ভুজগ্রহণ, হস্তগ্রহণ। ৩ হস্তের ব্যথা, বাহুস্তম্ভরোগভেদ।

দোর্জ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ভুজাকার জ্যা।

"দোর্জ্যান্তরগুণাভুক্তিস্তত্ত্ব নেত্রোদ্ধৃতা পুনঃ।" (সূর্য্যসি°)

দোর্দণ্ড (পুং) দোর্দণ্ড ইব। বাহুরূপ দণ্ড, ভুজদণ্ড।

"দোর্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং।"(উদ্ভট)

দোর্মধ্য (ক্লী) দোষ্ণো মধ্যং। বাহুমধ্যভাগ।

দোর্মূল (ক্লী) দোষোমূলং। ভুজমূল, কক্ষ। পর্য্যায়—ভুজকোটর।

দোল (পুং) দুল-ঘঞ্। ১ দোলন। দোল্যতেঽস্মিন্ কৃষ্ণেনেতি দোলি অধিকরণে ঘঞ্। ২ শ্রীকৃষ্ণের স্বনামখ্যাত উৎসব বিশেষ, এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণকে দোলারোহণ করাইয়া দোল দেওয়া হয়, এইজন্য ইহার নাম দোল হইয়াছে। এই উৎসব ফাল্গুনমাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে করিতে হয়।

দোলের ব্যবস্থা—* যে দিন অরুণোদয় কালে পৌর্ণমাসী লাভ হইবে সেই দিন শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা হইবে, উভয় দিন অরুণোদয়কালে যদি পৌর্ণমাসী লাভ হয়; তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে হইবে, যে হেতু ঐ দিনে সঙ্গব ও মধ্যাহ্নকাল পাইয়াছে, এবং ঐ পৌর্ণমাসী ত্রিসন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, এই কারণে এবংবিধ পৌর্ণমাসীর আদরাতিশয় জন্য ঐ পৌর্ণমাসীতেই হইবে। যদি তিথিক্ষয় বশতঃ অরুণোদয় কালে পৌর্ণমাসী লাভ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে হইবে। ইহাতে চতুর্দ্দশীরই আদর দেখা যায়। পূর্ব্বদিনে অরুণোদয় ব্যতীত যদি পূর্ব্বাহ্নে পৌর্ণমাসী লাভ হয়, এবং পরদিনে মুহূর্ত্তকালের ন্যূন যদি পৌর্ণমাসী থাকে, তাহা হইলেও পূর্ব্বদিনে হইবে। পঞ্চমী পর্য্যন্ত দোলযাত্রায় এইরূপ ব্যবস্থা জানিতে হইবে।

"বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবো বিধীয়তে।
ফাল্গুনে চ চতুর্দ্দশ্যামষ্টমে যামসংজ্ঞকে॥
অথবা পৌর্ণমাস্যান্ত প্রতিপৎসন্ধিসন্নিভৌ।
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা ফল্গুচূর্ণৈশ্চতুর্বিধৈঃ॥
সিতরক্তৈর্গৌরপীতৈ কর্পূরাদি বিমিশ্রিতৈঃ।
হরিদ্রাক্ষারযোগাচ্চ রঞ্জয়ৈদ্য মনোহরৈঃ॥
অষ্টৈর্বা রঞ্জয়েদ্যস্ত শ্রীণয়েৎ পরমেশ্বরং।
একাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চম্যন্তং সমাপয়েৎ॥
পঞ্চাহানি ত্র্যহানি স্যার্দ্দোলোৎসবো বিধীয়তে।
দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলযানং সকৃন্নরাঃ।
দৃষ্টাপরাধনিচয়ৈ র্মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

(পাদ্মে পাতালখণ্ড)

কলিযুগে এই দোলোৎসব সকল উৎসবের মধ্যে প্রধান। ফাল্গুনমাসের চতুর্দ্দশী তিথির অষ্টমযামে অথবা প্রতিপৎ সন্ধিকালে যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক সিত, রক্ত, গৌর ও পীত এই চতুর্ব্বিধ ফল্গুচূর্ণ দ্বারা এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবে। একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমীতে ইহা সমাপন করিবে, এই উৎসব পাঁচদিন বা তিনদিন ধরিয়া করিতে হয়। দক্ষিণাভিমুখে কৃষ্ণকে দোলযানে স্থাপন করিবে, যাহারা এই দোলস্থ কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহারা অপরাধসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। (পদ্মপুরাণ)

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে দোলোৎসবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

* দোলের সংক্ষেপ ব্যবস্থা—"যদা অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসীলাভ স্তত্রৈব দোলযাত্রা। উভয় দিনে অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসীলাভে পূর্ব্বদিনে। সঙ্গব মধ্যাহ্নকালব্যাপিত্বাৎ ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিত্বেন তিথের্ব্বলবত্বাচ্চ। যদা তিথি-ক্ষয়বশাৎ অরুণোদয়কালে ন পৌর্ণমাসীলাভস্তদা কদাচিৎ সন্ধ্যাব্যাপিত্বেন চতুর্দ্দশ্যাদরঃ। এতেন পূর্ব্বদিনে অরুণোদয়ং বিনা পূর্ব্বাহ্নে পৌর্ণমাসীলাভঃ পরদিন মুহূর্ত্তান্যূনতিথিলাভস্তদা ফল্গূৎসবঃ পূর্ব্বদিনে, যুগ্মবচনাসুরোধা-দিতি নিরস্তং। উভয়দিনে কর্ম্মযোগ্যপ্রশস্তকালপ্রাপ্ততিথিসত্ত্বেহ-যুগ্মবচনপ্রবৃত্তেঃ। এবং পঞ্চমীপর্য্যন্তাস্ব তিথিষু তৎকরণে অনয়ৈব দিশা ব্যবহোরেয়া।" (দোলযাত্রাতত্ত্ব)

ফাল্গুনমাসে দোলোৎসব করিবে, যে উৎসবে স্বয়ং গোবিন্দ লোকদিগের অনুগ্রহের নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহাতে দেবদেবের অর্চনা করিতে হয়, এবং দেবদেব বিষ্ণুকে গোবিন্দ এই আখ্যায় অর্চনা করিবে। প্রাসাদের পূর্ব্বে ১৬টী স্তম্ভ উন্নতাকারে প্রোথিত করিবে, তাহাতে চতুরস্র চতুর্দ্বার বেদিকাযুক্ত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে চারু চন্দ্রাতপ, মাল্য, চামর ও ধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিবে। ঐ বেদিকাতে শ্রীপর্ণী-কাষ্ঠ নির্ম্মিত ভদ্রাসন করিবে, ইহাতে পাঁচ দিন বা তিন দিন ধরিয়া ফল্গুৎসব করিবে। চতুর্দ্দশী রাত্রির নিশামুখে দোল-মণ্ডপের পূর্ব্বভাগে বহ্ন্যুৎসব করিতে হয়। এই বহ্ন্যুৎসব 'নেড়ার ঘর পোড়ান' বলিয়া চলিত কথায় প্রসিদ্ধ আছে। এই বহ্ন্যুৎসব দোলযাত্রার অঙ্গকার্য্য। আচার্য্যকে বরণ ও ভূমি সংস্কৃত করিয়া বিধিবৎ তৃণরাশি সঞ্চিত করিবে, এবং যথাবিধানে পূজাদি করাইয়া সপ্তবার ঐ তৃণরাশি গোবিন্দকে ভ্রমণ করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে। যাহারা এই সময়ে হরিকে অবলোকন করে, তাহারা সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। যে পর্য্যন্ত দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত এই অগ্নি অতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। চতুর্দ্দশীর যামাবসানে অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শুভ্র গোবিন্দ-প্রতিমা সুগন্ধদ্রব্যে অধি-বাসিত করিয়া পূজা করিবে ও নানাবিধ উপচার দ্বারা প্রতিমা পূজা করিতে হইবে। নানাবিধ মাল্য উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ গোবিন্দকে পরব্রহ্ম ভাবনা করিয়া মন্ত্র সকল পাঠ করিবেন। ঐ সময়ে দেবপ্রতিমা স্বয়ং পুরুষোত্তমরূপে বিরাজিত হন। ঐ প্রতিমা রত্নান্দোলিকা দ্বারা স্নানমণ্ডপ স্থলে লইয়া যাইবে। এই সময় নানাবিধ তূর্য্য-নিনাদ, শঙ্খধ্বনি, জয়শব্দ, স্তোত্র-পাঠ, ধ্বজ, পতাকা, চামর ও ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ উপ-করণ দ্বারা মহোৎসব করিবে। এই সময় দেবগণ পিতামহকে অগ্রে করিয়া এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। ঋষি সকল এই উৎসব দেখিতে আগমন করেন। ভদ্রাসনে গোবিন্দকে অধিবাসিত করিয়া উপচার দ্বারা পূজা করিয়া এবং মহা-স্নানের বিধি অনুসারে তাঁহাকে স্নান করাইবে। যথাবিধি মহাস্নানাবসানে গন্ধ, তোয় ও শ্রীসূক্ত দ্বারা অভিষেক কার্য্য সমাপন করিবে। স্নানাবসানে গোবিন্দকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও মাল্যাদি দিয়া বিভূষিত করিয়া পূজা করিতে হইবে, এইরূপে পূজা করিয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিতে হইবে। তাহার পর সপ্তকৃত্ব করিয়া গোবিন্দকে দোলমণ্ডপে আরো-পিত করিয়া সাতবার দোল দিবে। অধোদেশে ও ঊর্দ্ধদেশে ঐ দোলমণ্ডপ সাত বার করিয়া ভ্রমণ করাইবে, অর্থাৎ দোল দিবে এবং দোলযাত্রাবসান হইলে একবিংশতিবার ভ্রমণ করাইবে। ইহাই ভগবানের লীলা। স্বয়ং পিতামহ এই কথা বলিয়াছেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে এই দোলোৎসব করেন। গোবিন্দের ধ্যান।

"অনর্ঘরত্নঘটিত-কুণ্ডলোৎভাসিতশ্রুতিং।
যথাস্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জনং ॥
বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়া যুতং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং ॥
সুপ্রসন্নং সুনাসাক্ষ পীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং।
পুরোব্যোমস্থিতৈর্দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভক্ত্যাজয়শব্দৈরভিষ্টুতং।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥
হাহা হুহু প্রভৃতিভিঃ সস্বরং দিব্যগায়নৈঃ।
অহং পূর্ব্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকারিভিঃ ॥
নেত্রাম্বুজসহস্রৈস্তু পূজ্যমানং মুদান্বিতৈঃ।
বিকিরদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্ষু গন্ধচন্দনজং রজঃ ॥
উপবেশ্যাথ গোবিন্দং পূজয়েদুপচারকৈঃ।
বল্লবী বৃন্দমধ্যস্থং কদম্বতরুমূলগং ॥
হাবহাস্যবিলাসৈশ্চ ক্রীড়মানং বনান্তরে।
গোপীভিশ্চৈব গোপালৈর্লীলান্দোলিকয়া নগং।
চিন্তয়িত্বা জগন্নাথং বিকিরেদ্গন্ধচূর্ণকৈঃ ॥"

দোলোৎসবে এই ধ্যানে গোবিন্দের পূজা করিতে হয়। যাহারা এই অবস্থায় শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করে, তাহাদের মুক্তি হয়। শ্রীগোবিন্দদেবকে ত্রিবার দোল প্রদান করিতে হইবে, এই দোল প্রদানে সকল পাতক নাশ হয়। তিনবার দোলোৎসব দেখিলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক এই ত্রিতাপ হইতে মুক্তি হয়। যে রাজা এই দোলোৎসব করেন, তিনি চক্রবর্ত্তী হন। ব্রাহ্মণ সকল বেদবিদ্ হইয়া মুক্তিলাভ করেন। (স্কন্দপু° উৎকলখ° ৪২অ°)

চৈত্রমাসেও দোলযাত্রা হয়—

"চৈত্রমাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিং।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥" (গরুড়পু°)

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে হরিকে দক্ষিণাভিমুখ করিয়া দোলারূঢ় করিবে। এই দোলোৎসবের নিত্যতা পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে।

"ঊর্জ্জে রথং মধৌ দোলাং শ্রাবণে তন্তুপর্ব্ব চ।
চৈত্রে মদনকারোপমকুর্ব্বাণো ব্রজত্যধঃ ॥

বিষ্ণুং দোলাস্থিতং দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্যমুৎসবো ভবেৎ।
তস্মাৎ কার্য্যশতং ত্যক্ত্বা দোলায়াং উৎসবং কুরু॥” (লিঙ্গপু°)

ঊর্জ্জে ব্রত, মধুমাসে অর্থাৎ চৈত্রমাসে দোলযাত্রা, শ্রাবণমাসে ঝুলন, চৈত্রমাসে মদনক আরোপ, যাহারা না করে, তাহাদের অধোগতি হয়। বিষ্ণুকে দোলাস্থিত দেখিলে ত্রৈলোক্যের উৎসব হয়, সেই জন্য শত শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দোলোৎসবের দিন দোলোৎসব করিবে।

দোলযাত্রার বিষয় হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

“চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ।
নিত্যপূজাং বিধায়াথ কুর্য্যাদ্দোলোৎসবং ব্রতী॥
তদর্থঞ্চ বিশেষেণ নৈবেদ্যাদিকমর্পয়েৎ।
সংমান্যবৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ॥
মহানীরাজনং কৃত্বা প্রক্ষিপেদচ্যুতোপরি।
গন্ধাম্বুলেপচূর্ণানি বিচিত্রাণি বিভাগশঃ॥
সন্তোষ্য বৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভিঃ প্রভুং।
নত্বাভ্যর্থ্য প্রযতঃ সন্ দোলামারোহয়েৎ শুভাং।
নীত্বা বহির্ব্বেদিকায়ামুত্তুঙ্গায়াং যথাবিধি॥
অভ্যর্চ্চ্যান্দোলয়েৎ কৃষ্ণং সর্ব্বলোকবিলোকিতং।
এবমভ্যর্চ্চয়ন্ যামে যামে স্বান্দোলয়ন্ প্রভুং॥
মহোৎসবেন গময়েদ্দিনং রাত্রিশ্চ যত্নতঃ।
এবং জাগরণং কৃত্বা বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
প্রণম্য প্রার্থ্য নির্ম্মঞ্ছ্য কৃষ্ণং স্বালয়মানয়েৎ।
যৎ ফাল্গুনস্য রাকাদাবুত্তরাফল্গুনী যদা॥
তদা দোলোৎসবঃ কার্য্যস্তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমে॥”

(হরিভক্তিবিলাস)

চৈত্রমাসের শুক্লদ্বাদশীর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নিত্য পূজাদি করিয়া দোলোৎসব করিবে। এই দোলবিধির নিমিত্ত নানাবিধ উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া এবং বৈষ্ণবদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া নৃত্য গীত প্রভৃতি দ্বারা প্রভুকে দোলাতে আরোহণ করাইবে। অত্যুন্নত বহির্ব্বেদিকাতে যথাবিধি স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজা করিয়া প্রহরে প্রহরে প্রভুকে আন্দোলিত করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক নানাবিধ মহোৎসব করিয়া দিন ও রাত্রি যাপন করিবে। বৈষ্ণবগণ এইরূপে জাগরণাদি করিয়া প্রভুকে প্রণাম, প্রার্থনা ও নির্ম্মঞ্ছাদি করিয়া দোলবেদিকা হইতে নিজ গৃহ লইয়া যাইবে।

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রমাপতি বিষ্ণুকে দোলারূঢ় করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক একমাস ধরিয়া আন্দোলিত করিবে, অর্থাৎ দোল দিবে।

ফাল্গুনমাসের রাকাদিতে যদি উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিন দোলোৎসবকার্য্য হইবে।

চৈত্রমাসের শুক্লনবমীর দিন যে দোল হয়, তাহাকে রামনবমীর দোল কহে। [ফল্গুৎসব ও রামনবমী দেখ।]

ভারতে সর্ব্বত্রই দোলযাত্রা বা হোলীর ধূমধাম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও উৎকল প্রদেশেই হোলীর আমোদ কিছু বেশী হয়। দোলের দিন হিন্দু নরনারী আবীর কুঙ্কুম মাখিয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকে। এরূপ বীভৎস দৃশ্য রহস্যজনক কাণ্ড এখন আর অপর দেশে বড় একটা দেখা যায় না। কেহ বলেন, ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্খচূড় বা হোলিকাকে বধ করিয়া এই হোলী-উৎসব করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, ইহাই প্রধান বসন্তোৎসব। বসন্তাগমে প্রকৃতি সতী নবসাজে সজ্জিত হইয়াছেন, চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট-জগতের উপর প্রকৃতি যেন আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, যেন সেই বাসন্তী প্রকৃতির পূজার নিমিত্তই এরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এক সময়ে য়ুরোপীয় অনেক সভ্য জাতিও এইরূপ বাসন্তিক আমোদে যোগদান করিতেন। পূর্ব্বে রামরাজ্যে Festum Stultorum, Matronalia Festa, Lupercalia Festa (on the ides of March), বাখোৎসব (Feast of Bacchus), অন্নপূর্ণা (Anna Perenna)-র পূজা, প্রভৃতি যে সকল মহোৎসব হইত, তাহাতে হোলি-উৎসবের ন্যায় ধূমধাম হইত। প্রথম তিনটী উৎসবে উন্মত্ত হইয়া যুবকগণ পথে ঘাটে মাঠে উলঙ্গ হইয়া ছুটাছুটি করিত। এতদ্ব্যতীত the Abbot of Unreason, the Carnival, the Passover ও the day of All-fools এই সকল যে পরিহাসজনক আমোদ য়ুরোপে প্রচলিত, এ সকলই আমাদের এ দেশের আবীরোৎসবের মত। এক সময় জর্ম্মণীতেও এখানকার মত হোলী-উৎসব প্রচলিত ছিল। আবেনাস্ (Joannes Boemus Aubanus) লিখিয়াছিলেন, ‘সমস্ত জর্ম্মণী পান-ভোজন ও রসরঙ্গে আত্মহারা হইত, ভাবিত যেন এমন দিন আর আসিবে না। অধিবাসিগণ মুখে মুখোস দিয়া, ছদ্মবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লাল ও কাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উলঙ্গবৎ ছুটাছুটি করিত।

নেওগর্গাস্ (Naogeorgus) য়ুরোপীয় কার্ণিভাল (Carnival, নামক যে উৎসবের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঠিক যেন ভারতের হোলি উৎসব বলিয়াই বোধ হয়। নিম্নে তাঁহার কথা গুলি উদ্ধৃত হইল—

"Then old and young are both as much as guests
of Bacchus' feast ;
And four days long they tipple, square,
and feede, and never rest.
———feare and shame away ;
The tongue is set at libertie, and hath no kind of stay.
All thinges are lawfull then and done,
no pleasure passed by,
That in their minds they can devise,
as if they then should dies.
Some naked run about the streets,
their faces hid alone,
With visars close, that so disguised
they may of none be known.

* * * * *

No matron olde nor sober man can freely
by them come."*

নেওগর্গাস্ যেরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনে এখনও হোলী-উৎসবে ঐরূপ বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা মানসম্ভ্রম লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া এই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। আবীর মাখিয়া নানা রঙ্গে ভূষিত হইয়া অকথ্য ভাষায় গান গাহিয়া বাজনা বাজাইয়া স্ত্রীপুরুষ পথে পথে বেড়াইয়া থাকে। এরূপ হুটাহুটি, এরূপ ছুটাছুটি, এরূপ মাতামাতি হিন্দুর আর কোন উৎসবে দেখা যায় না। এ সময় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমহিলাগণ অনেকে ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। রঙ্ মাখিবার ভয়ে ঘরের বাহির হইতে চান না। তবে ঘরের মধ্যেও তাহারা ফাগ মাখামাখি কুঙ্কুম ছড়াছড়ি, সঙ্গীত আমোদ করিতে ছাড়েন না।

দোলা (স্ত্রী) দোল্যতে ইতস্ততঃ চাল্যতে দোলি-ঘঞ্ টাপ্। ১ উদ্যানাদিতে ক্রীড়ার নিমিত্ত কাষ্ঠাদিময় হিন্দোলক, হেঁদলা, যানভেদ, উদ্যানাদিতে ক্রীড়ার নিমিত্ত দোলনযন্ত্র। এক সময়ে এই বঙ্গদেশে সকল গৃহস্থের বাটীতেই ছিল। এখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায়। ২ বাহ্যখট্টা, ডুলী। পর্য্যায়—প্রেঙ্খণ, দোলী, খট্বালা, দোলিকা, প্রেঙ্খ, হিন্দোলা। (হারাবলী)

"ত্রিদেব হৃদয়ং তত্র দুঃখিতভাণ্ডবত্তদা।
দোলেব মুহুরায়াতি যাতি চৈব সতাং প্রতি॥"

(ভারত ৩।৬২।২৭)

দোলাযানা ভ্রমণ-গুণ—বাতকোপ, অঙ্গের স্থৈর্য্য ও বলাগ্নিকারক। (রাজবল্লভ)

হর্ষশীর্ষপঞ্চরাত্র, জ্ঞানরত্নকোষ ও বিশ্বকর্ম্মীয়শিল্পে দোলিকা-যান নির্ম্মাণ-প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

দোলায়মান (ত্রি) দোলাং করোতি দোলা-ক্যঙ্ ততঃ শানচ্। দোলনবিশিষ্ট।

"দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (উৎকলখণ্ড)

দোলায়মান গোবিন্দ, মঞ্চস্থিত মধুসূদন ও রথস্থিত বামনকে অবলোকন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

দোলাযুদ্ধ (ক্লী) দোলেব যুদ্ধং। অনিয়ত জয়পরাজয়যুক্ত যুদ্ধ। দোলা যেরূপ এদিকে ওদিকে দোলিত হয়, সেইরূপ যে যুদ্ধে একবার জয় হয়, আবার পরক্ষণেই পরাজয় হয়, সেই যুদ্ধের নাম দোলাযুদ্ধ।

"দোলযুদ্ধং কৃতগুরুতরধ্বানমৌদ্ধত্য ভাজাং।" (মাঘ)

দোলিকা (স্ত্রী) দোলা-স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। হিন্দোলা।

দোলী (স্ত্রী) দোল্যতে হনয়া দোলি-ইন্ ততো ঙীষ্। দোলা, ডুলী।

দোল্কা, আহ্মদাবাদ হইতে ১১ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী সহর। এখানে দুইটী সুন্দর মস্‌জিদ আছে, প্রত্যেকটী ১৫০ ফিট্ সম-চতুষ্কোণাকৃতি। এই মস্‌জিদের সম্মুখ ৫টী গুম্বজ ও তিন খিলানবিশিষ্ট দেওয়াল দ্বারা ঘেরা।

দোবাহার, দ্বাদশ মাত্রার তাল। ইহার তিনটী ফাঁক এবং সম দ্বিমাত্রস্থায়ী যথা—

+ ০ ১ ১
॥ । । ।
ধা ধিন্‌নাক তেরেকেটে গেদেঘিনি
১ ০ ১ ১
। । । ।
থিটিতাক ধিন্‌নাক ধুমাকিটি, তুন্‌তুন,
১ ১ ১
। । ।
নাকদিৎ ধাধা থিটিতাক্ :: (সঙ্গীতর°)

দোষ (পুং) দুষ্যতে ইতি দুষ বৈকৃত্যে ণিচ্ ভাবে ঘঞ্। দূষণ।

"অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা॥" (চাণক্য ৪৮)

---

* Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. IX, p. 107.

বংশদোষে অমান্তা, কর্ম্ম দোষে দরিদ্র, মাতৃদোষে উন্মাদ এবং পিতৃদোষে মূর্খ হয়।

দুষ্যত্যনেনেতি দুষ করণে ঘঞ্। ২ পাপ, যাহার দ্বারা মানুষকে দূষিত করে, তাহাকে দোষ কহে, এইজন্ত দোষকে পাপ কহে। ৩ বায়ু, পিত্ত ও কফ।

"নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ॥"(সুশ্রুত১।৩৫অ°)

৪ গোবৎস। দুষ্যতেঽন্ধকারেণেতি দুষ-ঘঞ্। ৫ প্রদোষ।

"দেবোঽপরাহ্ণে মধুহোগ্রধন্বা সায়ং ত্রিধামাবতু মাধবো মাং।
দোষে হৃষীকেশ উতার্দ্ধরাত্রে নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ॥"
(ভাগ° ৬।৮।১৯)

৬ অপকর্ষ-প্রযোজক বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্মভেদ, কাব্যগুণেতর, রসাদির অপকর্ষকের নাম দোষ।

"রসাপকর্ষকা দোষাঃ তে পুনঃ পঞ্চধা মতাঃ।
পদে পদাংশে বাক্যেঽর্থে সম্ভবন্তি রসেঽপি যৎ॥"
(সাহিত্যদ° ৭।৫৭২)

রসাপকর্ষকের নাম দোষ, এই দোষ প্রথমতঃ পাঁচ প্রকার—পদদোষ, পদাংশদোষ, বাক্যদোষ, অর্থদোষ ও রসদোষ। এই পাঁচ প্রকার দোষ আবার নানা ভাগে বিভক্ত।

"দুঃশ্রবত্রিবিধাশ্লীলানুচিতার্থাপ্রযুক্ততাঃ।
গ্রাম্যোঽপ্রতীতসন্দিগ্ধ-নেয়ার্থ-নিহিতার্থতাঃ॥
অবাচকত্বং ক্লিষ্টত্বং বিরুদ্ধমতিকারিতা।
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশভাবশ্চ পদবাক্যয়োঃ॥
দোষাঃ কেচিদ্ভবন্ত্যেষু পদাংশেঽপি পদেঽপরং।
নিরর্থকাসমর্থত্বে চ্যুতসংস্কারতা তথা॥"(সাহিত্যদ°৭।৫৭৪)

পদদোষ ও পদাংশদোষ ১৬ প্রকার—দুঃশ্রব, ত্রিবিধ অশ্লীল, অনুচিতার্থ, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্য, অপ্রতীত, সন্দিগ্ধ, নেয়ার্থ, নিহতার্থতা, অবাচকত্ব, ক্লিষ্টত্ব, বিরুদ্ধ, অতিকারিতা, অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ, নিরর্থক, অসমর্থত্ব ও চ্যুতসংস্কারতা এই ১৬ প্রকার দোষ পদে ও পদাংশে হইয়া থাকে।

যে স্থলে অতিশয় পরুষবর্ণের প্রয়োগ থাকে এবং ঐ পরুষবর্ণ প্রয়োগ হেতু শ্রুতির অতিশয় দুঃখাবহ হয়, অর্থাৎ শুনিতে অতিশয় কঠোর বোধ হয়, সেই স্থলে দুঃশ্রবদোষ হইয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে শব্দ সকল শ্রুতিসুখাবহ না হয়, তথায় শ্রুতিকটু দোষ হয়।

উদাহরণ—"রক্তারূপা বড়রূপে কাঁপ গো ঝটিতি।
ধর্ ধর্ মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিতি॥
ঝঙ্কার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঝঙ্কার॥
ঝঙ্কার করিয়া এস ঝঙ্কারে আমার॥" (বিদ্যাসুন্দর)

এই সকল শব্দ এইস্থলে প্রয়োগ করায় শ্রুতিকটু হইয়াছে। ব্রীড়া, জুগুপ্সা ও অমঙ্গল-ব্যঞ্জকত্ব হেতু অশ্লীলতা তিন প্রকার।

অনুচিতার্থ—যে স্থলে উচিতার্থ শব্দ প্রয়োগ হয় না, সেই স্থলে এই দোষ হয়। উদাহরণ—

"শূরা অমরতাং যান্তি পশুভূতা রণাধ্বরে॥"(সাহিত্যদ° ৭প°)

বীর পুরুষ সকল রণরূপ যজ্ঞে পশুভূত হইয়া অর্থাৎ মৃত হইয়া অমরত্ব লাভ করে। এই স্থলে 'পশুভূতাঃ' এই পদপ্রয়োগ উচিত হয় নাই, যেহেতু রণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ হয়। এইজন্ত পশুপদ অনুচিতার্থ।

অপ্রযুক্ততা—প্রসিদ্ধ কবিগণ যাহা প্রয়োগ করেন না, অর্থাৎ যে শব্দ অভিধানে আছে, কিন্তু সাধারণ স্থলে যাহার প্রয়োগ নাই, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা নামক দোষ হয়। উদাহরণ—

"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥" (উদ্ভট)

এই স্থলে উষর্বুধ শব্দে অগ্নি, মার কন্দর্প, নাকেতে স্বর্গে, নির্জ্জরগণ দেবগণ এই সকল অর্থ অভিধানে প্রয়োগ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই জন্ত ঐ দোষ হইল।

অপ্রতীতত্বদোষ—যে সকল শব্দ একদেশ প্রসিদ্ধ, সেই সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হইবে। যথা—'যোগেন দলিতাশয়ঃ' যোগদ্বারা যাহার আশয় অর্থাৎ বাসনা বিদলিত হইয়াছে, এই স্থলে আশয় শব্দ একমাত্র যোগশাস্ত্রে বাসনা অর্থে কথিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা যোগশাস্ত্র অবগত নহে, তাহাদের অর্থবোধের দুরূহতা হয়, এই স্থলে একদেশ প্রসিদ্ধ আশয় শব্দ প্রয়োগ হেতু এই দোষ হইয়াছে।

সন্দিগ্ধতা—যেখানে অর্থবোধকালে নিশ্চয়রূপে অর্থ প্রতীতি না হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। উদাহরণ—

"আশীঃ পরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণে কৃত্বা কৃপাং কুরু।"(সাহিত্যদ°)

আশীর্ব্বাদসূচক বাক্যাবলী শুনিয়া বন্দ্যা অর্থাৎ বন্দনীয়া বা বন্দীভূতাদিগকে কৃপা করুন। এই স্থলে 'বন্দ্যা' ইহার অর্থ বন্দীভূতা, অথবা বন্দনীয়া এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় এই দোষ হইল।

"নাদিল দানববালা। হুহুঙ্কার রবে
নাদিল অশ্ব হস্তী উচ্চ তোরণদ্বারে॥"

'নাদিল অশ্ব হস্তী' ইহা দ্বারা পুরীষ পরিত্যাগ ও শব্দ করা উভয় অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হয়।

গ্রাম্যতাদোষ—অপকৃষ্ট ভাষায় যে শব্দ ব্যবহৃত হয়,

তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলা যায় এবং যেখানে গ্রাম্যশব্দ প্রযুক্ত হয়, অথবা গ্রাম্যার্থবোধক পদ রচনা দেখা যায়, অর্থাৎ কোনরূপ চমৎকারিত্ব বর্ণিত না হইয়া কেবল অশন বসনাদি চিন্তাদিতে পর্য্যবসিত হয়, তথায় গ্রাম্যশব্দ প্রয়োগ দোষরূপে গণ্য। যথা—"তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর-লো।" (বিদ্যাসু°) এই স্থলে 'তুহি' 'মুহি' এই সকল শব্দ গ্রাম্য। গ্রাম্যদোষ স্থান-বিশেষে গুণ হইয়া থাকে।

নিহতার্থতা—অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থ দোষ হয়, অর্থাৎ উভয়ার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

"তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।" অর্থাৎ তোমার বাক্যরূপ রসে করতলে স্বর্গ পাইব॥

এই স্থলে 'গোরসে' বাক্যরসে, 'গো-পাইব', স্বর্গ পাইব, গো শব্দে বাক্য এবং স্বর্গ অর্থ অপ্রসিদ্ধার্থ হইয়াছে বলিয়া এই দোষ হইল।

ক্লিষ্টতা—যে স্থলে অনেক শব্দের অর্থ-প্রতীতির পর কষ্টে স্থষ্টে প্রস্তুতার্থ বোধ হয়, তথায় ক্লিষ্টতাদোষ হয় অর্থাৎ যে স্থলে অর্থ-বোধের ক্লেশ হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—"অত্রিলোচনসম্ভূত জ্যোতিঃপ্রভাব প্রভাবতী তোমাদিগের শোকে ম্লান হইতেছে।" এখানে অত্রিলোচনসম্ভূত চন্দ্র; তাহার জ্যোতিঃ কিরণ, তাহার প্রভাব প্রকাশ তাহা দ্বারা প্রভাবিশিষ্টা হয়, অর্থাৎ কুমুদিনী এই অর্থটী অনেক কষ্টে বোধ হইতেছে, এইখানে এই দোষ হইল।

বিরুদ্ধমতিকারিতা—যে স্থলে বিরুদ্ধার্থের বোধ হয়, অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি অনুসারে অর্থ বোধ হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—

"ভূতয়েহস্তু ভবানীশঃ" এই স্থলে ভবানীশ এই শব্দ প্রয়োগ করায় এই দোষ হইল। প্রথম দেখিতে হইবে ভবানী শব্দের অর্থ ভবস্য পত্নী ভবানী, ভবের পত্নীর নাম ভবানী, 'ভবান্যাঃ পতিঃ' ভবানীপতি ভবানীর পতি, প্রথম ভবের স্ত্রীর নাম ভবানী, তাহার পর ভবানীর পতি, ইহা বলিলে ভবানীর অন্য পতির আশঙ্কা হয়, এইজন্য এরূপ প্রয়োগ সাধু নহে, এবং এইরূপ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হইবে।

নিরর্থকতা—যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয়, এবং যাহা অর্থশূন্য, তাহার প্রয়োগ করিলে নিরর্থকতা কহে।

বাক্যগতদোষ ২৩ প্রকার—বর্ণপ্রতিকূলতা, লুপ্তবিসর্গতা, আহতবিসর্গতা, অধিকপদতা, ন্যূনপদতা, হতবৃত্ততা, পতৎপ্রকর্ষতা, সন্ধিবিশ্লেষ, সন্ধ্যশ্লীলতা, সন্ধিকষ্টতা, অর্দ্ধান্তরৈকপদতা, সমাপ্তপুনরাপ্ততা, অভবন্মতসম্বন্ধ, অক্রমতা, অমতপদার্থতা, বাচ্যানভিধান, ভগ্নপ্রক্রমতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, অস্থানে পদন্যাস, সঙ্কীর্ণতা, গর্ভিততা কথিতপদতা, অস্থানে সমাসন্যাস এই সকল দোষ কেবল বাক্যগতই হইয়া থাকে। এই সকল দোষের অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

"বর্ণানাং প্রতিকূলত্বং লুপ্তাহতবিসর্গতে।
অধিকন্যূনকথিতপদতাহতবৃত্ততাঃ॥
পতৎপ্রকর্ষতা সন্ধৌ বিশ্লেষাশ্লীলকষ্টতাঃ।
অর্দ্ধান্তরৈকপদতা সমাপ্তপুনরাপ্ততা॥
অভবন্মতসম্বন্ধা ক্রমাহতপরার্থতাঃ।
বাচ্যস্যানভিধানঞ্চ ভগ্নপ্রক্রমতা তথা॥
ত্যাগঃ প্রসিদ্ধেরস্থানে ন্যাসঃ পদসমাসয়োঃ।
সঙ্কীর্ণতা গর্ভিততা দোষাঃ স্যুর্বাক্যমাত্রগাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৭।৫৭৫)

প্রতিকূলবর্ণতা—যে রসে যে সমুদয় বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহার করিলে প্রতিকূলবর্ণতা নামক দোষ ঘটে। যথা—

"শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা একধার॥
যেন ঘোরতর শিলা বৃষ্টির পতনে।
ফল ফুল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনীমুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্তশেষে পাতাল ঝরণ॥" (পদ্মিনী উপা°)

এই স্থলে যুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে, কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইলে বীররসব্যঞ্জক ও ওজোগুণশালী বর্ণ রচনা করিতে হয়, এইস্থলে তাহা হয় নাই, এইজন্য এই দোষ হইয়াছে। বীররসের অনুকূলবর্ণ—

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোররাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছল ছল টলটল কলকল তরঙ্গা॥"

ইত্যাদি স্থলে বীররসের অনুকূলতা হেতু দোষ হয় নাই॥

লুপ্তবিসর্গতা—যে স্থলে কেবল বিসর্গের লোপ করিয়া পদ প্রয়োগ করা হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়;—যথা "গতা নিশা ইমা বালে", এই স্থলে 'গতাঃ' 'নিশাঃ' 'ইমাঃ' এই তিনটী পদেরই বিসর্গ লোপ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই জন্য এই দোষ হইল।

আহত-বিসর্গতা—যে স্থলে বিসর্গ সকলের ওকার করিয়া

পুনঃপ্রয়োগ করা হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—"ধীরো বরো নরো যাতি" এইস্থলে 'ধীরঃ' 'বরঃ' 'নরঃ' এই তিনটী পদেরই বিসর্গ স্থানে ওকার করিয়া প্রয়োগ হইয়াছে, এইজন্য এই দোষ হইল।

অধিকপদতা—যেখানে দুই একটী পদ অধিক থাকে, সেইস্থলে অধিকপদতা দোষ হয়। যথা 'পল্লবাকৃতিরক্তোষ্ঠী' এই স্থলে 'রক্তোষ্ঠী' ইহা প্রয়োগ করিলেই হইত, কিন্তু 'পল্লবাকৃতি' এই পদটী অধিক হইয়াছে। 'বাচমুবাচ কৌৎসঃ' এই 'বাচং উবাচ' স্থলে উবাচ বলিলেই হইত, কিন্তু 'বাচ' এই পদটী অধিক হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহার পূর্ব্বে একটী বিশেষণ পদ দিলে আর অধিকপদতা দোষ হইত না। যথা—তিনি মধুরবাক্য বলিলেন, ইত্যাদি। যেখানে অধিক পদটী রাখিলেই কথঞ্চিদর্থ হয়, সেখানে অধিকপদতা দোষ হইবে, আর যেখানে অধিক পদটী পরিত্যাগ করিলে কোনক্রমেই অর্থ করা যায় না, তথায় নিরর্থক দোষ হয়।

ন্যূনপদতা—যেখানে দুই একটী পদহীন হয়, তথায় ন্যূনপদতা দোষ হয়। যথা—

"নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন॥"

এই স্থলে 'আমি' এই কর্ত্তা পদটী ন্যূন হইয়াছে, এই জন্য এই দোষ হইল।

সমাপ্তপুনরাপ্ততা—যে-স্থলে বাক্য অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়াদি শেষ করিয়া আবার পদ বা বাক্য গৃহীত হয়, সেই স্থলে সমাপ্তপুনরাপ্ততা দোষ হয়। যথা—

"চলিলা পালিতে কাম দেবেন্দ্র নিদেশ
ফুলধনুঃ—যথাশর সথল পার্ব্বতী
যেথানে তপেন রুদ্র অব্যর্থ ধানুকী।"

এই স্থলে 'অব্যর্থ ধানুকী' এই বাক্যটী কামের বিশেষণ, কিন্তু কাম এই কর্ত্তাপদটীর ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পরে অব্যর্থ ধানুকী বলা হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই দোষ হইল।

দুষ্ক্রমতা, সন্দিগ্ধতা, অনুচিতত্ব, সহচরভিন্নতা, অর্থপুনরুক্ততা প্রভৃতি ভেদে অর্থদোষ নানা প্রকার।

দুষ্ক্রমতা—ক্রমবিপর্য্যায় হলে দুষ্ক্রমতা নামক দোষ হয়, অর্থাৎ যে ক্রমে বলা হইতেছিল, তাহার বিপরীত ভাবে বলিলে এই দোষ হয়, যথা—

"দেহি মে বাজিনং রাজন্ গজেন্দ্রং বা মদালসং।"

রাজন্! আমাকে একটী অশ্ব অথবা একটী অত্যুত্তম গজেন্দ্র দান করুন, নতুবা উহার পরিবর্ত্তে রাজ্যের চতুর্থাংশ বা রাজসিংহাসনের আধিপত্য দিন।

এই স্থলে যাচকের অগ্রে সিংহাসনাধিপত্য, না হয় গজ, অথবা শেষকল্পে একটী অশ্ব প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্তু এই স্থলে তাহার বিপরীত হইয়াছে বলিয়াই দুষ্ক্রমতা-দোষ হইল।

ব্যাহততা—প্রথমে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণন করিয়া পরে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করাকে ব্যাহত দোষ কহে। যথা—

"অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন তোরণ রাজতোরণ যেমন
আভাময়, তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য জিনে প্রতাপে রতন-নিকর॥"
(তিলোত্তমাসম্ভবকা॰)

এই স্থলে পূর্ব্বে আদিত্য আকৃতি বলিয়া আদিত্যের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, পরে আবার 'আদিত্য জিনে প্রতাপে' বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে, এইজন্য এই স্থল ব্যাহতদোষ এবং দেবেন্দ্র এই বিশেষণটী অধিক হইয়াছে। কাঞ্চন তোরণ ও রাজতোরণ এই স্থানে অসমীকৃত দোষ হইয়াছে।

অনুচিতত্ব—দেশ কাল পাত্র ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণন স্থলে অনুচিতত্ব দোষ হয়। যথা—

"প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে
কহিলা, অভয়দান কর দাসে তুমি
অন্তরে কি ভয় তার এ তিন ভুবনে;
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল পদে—
কেমনে বলির হতে নগেন্দ্রনন্দিনী
বাহির হইবা, কহ এ মোহিনীবেশে
মুহূর্ত্তে মাতিবে মাতঃ জগৎ হেরিয়া,
ওরূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।" (মেঘনাদবধ)

এই স্থলে 'মাতঃ' এইরূপ সম্বোধন করিয়া তাহার রূপযৌবনাদি বর্ণন করা এবং মাতার সাক্ষাতে পিতাকে কামাসক্ত বলা ও শৃঙ্গার রস বর্ণন অনুচিত, অতএব এই স্থলে ঐরূপ অনুচিত বর্ণন থাকায় এই দোষ হইল।

কালানৌচিত্য—ভাবিকালের ঘটনাকে অতীত বা বর্ত্তমান কালের ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

"কলঙ্কী শশাঙ্ক তোমা বলে সর্ব্বজনে
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে।
তারানাথ, নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা, পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে।" (বীরাঙ্গনাকাব্য)

এই স্থলে তারা চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু চন্দ্রের এই কলঙ্কটী তাহারই সংশ্রব জন্ত হইয়াছিল, কিন্তু যে সময়ে তিনি এইরূপ উল্লেখ করেন, তখন চন্দ্রের ঐ দোষ ঘটে নাই, কিন্তু তারা এই সময়ে চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিতেছেন বলিয়া ভাবী বিষয়টী ভূতকালের বিষয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় কালানৌচিত্য দোষ ঘটিল।

সহচর-ভিন্নতা—উত্তম বস্তুর পর্য্যায়ে অধম বস্তুর কিংবা অধম বস্তুর পর্য্যায়ে উত্তম বস্তুর সন্নিবেশ হইলে সহচরভিন্নতা নামক দোষ কহা যায়। যথা—

"নিশা শশাঙ্ক দ্বারা কুঞ্জবন সুগন্ধময় পুষ্প সম্পর্কে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপ প্রসঙ্গে হিমালয় সুশিক্ষক ও সুশিষ্য বিদ্যমানে পিতা গুণবান্ পুত্রের পরমুখে গুণানুবাদ শ্রবণে ও ঘোর মূর্খ কুক্রিয়াশালি-ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার কার্য্যে যেরূপ পরিতৃপ্ত হন, সেইরূপ সুসভ্য লোক জ্ঞানালোকে পরিতুষ্ট হয়।"

এইখানে সমুদয় সুসংযোগ স্থলে 'ঘোর মূর্খ' এই অসৎ সংযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া সহচর-ভিন্নতা দোষ হইল।

অর্থপুনরুক্ততা—যে স্থলে এক বিষয়ের বারংবার বর্ণন দেখা যায়, তথায় অর্থপুনরুক্ততা দোষ হয়।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা—আকাশে ও পাপে মলিনতা, যশে ধবলতা, ক্রোধে রক্তিমা, বর্ষাকালে হংসদিগের মানস-সরোবরে গমন, কন্দর্পের ফুল-ধনু, ভ্রমরপঙ্ক্তি জ্যা, পঞ্চবাণ, কামশরে ও স্ত্রীদিগের কটাক্ষে যুবজনহৃদয়ভেদ, দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদ-নিমীলন, নিশাকালে পদ্মের নিমীলন ও কুমুদের প্রকাশ, সূর্য্যের প্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া, চন্দ্রপ্রণয়িণী কুমুদিনী ও তারকাবলী, মেঘগর্জ্জনে ময়ূরদিগের নৃত্য, চক্রবাক মিথুনের রাত্রিবিরহ, কামিনীর চরণাঘাতে অশোক-পুষ্পের বিকাশ ও তাহাদিগের মুখামৃতে বকুলের উদ্গম, বসন্তকালে জাতীফুলের অপ্রকাশ, চন্দনতরু ফলপুষ্পহীন, এই সকল কবি প্রসিদ্ধি। এই প্রসিদ্ধ বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণিত হইলেই প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা নামক দোষ হয়।

"মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাস কীর্ত্ত্যোঃ
রক্তৌ চ ক্রোধরাগৌ সরিদুদধিগতং পঙ্কজেন্দীবরাদি।
তোয়াধারে২খিলে২পি প্রসরতি চ মরালাদিকঃ পক্ষিসঙ্ঘো
জ্যোৎস্না পেয়া চকোরৈর্জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ।
পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ
যূনামঙ্গেষু হারাঃ স্ফুটতি চ হৃদয়ং বিপ্রয়োগস্য তাপৈঃ।
মৌর্ব্বীরোলম্বমালা ধনুরথ বিশিখাঃ কৌসুমাঃ পুষ্পকেতো
র্ভিন্নং স্যাদস্য বাণৈর্যুবজনহৃদয়ং স্ত্রীকটাক্ষেণ তদ্বৎ॥
অহ্যম্ভোজং নিশায়াং বিকসতি কুমুদং চন্দ্রিকা শুক্লপক্ষে,
মেঘধ্বানেষু নৃত্যং ভবতি চ শিখিনাং নাপ্যশোকে ফলং স্যাৎ।
ন স্যাজ্জাতী বসন্তে ন চ কুসুমফলে গন্ধসারদ্রুমাণা-
মিত্যাদ্যুহ্যং সমস্তং কবি সময়গতং সৎকবীনাং প্রবন্ধে॥"

(সাহিত্যদ° ৭।২৩০)

উদাহরণ।—............"নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে মৃদু মন্দ পদে।"

এই স্থলে তারাবলী শশধর পার্শ্বে নৃত্য করে, এইরূপ বর্ণন করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া সূর্য্যপার্শ্বে নৃত্য করে এইরূপ বর্ণনা করায় কবিপ্রসিদ্ধির অতিক্রম করা হইয়াছে, এইজন্য দোষ হইল।

চ্যুতসংস্কৃতি।—যেখানে ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ দেখা যায়, তথায় চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়। যথা—

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।"

এই স্থলে 'চাতকিনী' এইরূপ পদ হয় না, চাতকী এই পদ হইবে, এই ব্যাকরণ দোষ থাকায় এই দোষ হইল।

অসমর্থতা—যে শব্দে যে অর্থ বোধ না হয়, সেই অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা নামক দোষ হয়।

নিরর্থকতা—যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয় এবং যাহা অর্থশূন্য তাহার প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

"সকলই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয়ে সুখ করিছে সাধন॥"

এই স্থলে সদা শব্দটী নিরর্থক, অতএব এই স্থলে এই দোষ হইল।

রসদোষ—করুণাদি রস, শোকাদি স্থায়িভাব ও নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারিভাব বর্ণনকালে যদি স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই সেই রসাদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলে স্বশব্দবাচ্য দোষ কহা যায়।

"রসস্যোক্তিঃ স্বশব্দেন স্থায়ী সঞ্চারিণোরপি।
পরিপন্থিরসাঙ্গস্য বিভাবাদেঃ পরিগ্রহঃ॥" (সাহিত্যদ° ৭।৫৭৭)

"আবার সে ভঙ্গিগত, যেন রৌদ্ররসে গত,
উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গযুগলে।
কপালে অনলজ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখচ্ছলে,
রক্তচ্ছটা স্থল শতদলে॥"

এই স্থলে 'রৌদ্ররস' এই স্বশব্দ প্রকাশ করায় এই দোষ হইল। কিন্তু যদি স্বশব্দ না দিয়া ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে দোষ না হইয়া বরং চমৎকারিত্বই হইত।

বিরুদ্ধরসভাবদোষ—যে রসে যে স্থায়িভাবাদি প্রতিকূল, সেই রসে তাহা বর্ণিত হইলে সেখানে বিরুদ্ধরস নামক দোষ ঘটে।

অলঙ্কারদোষ—যেখানে চারিচরণের মধ্যে তিন চরণে যমক আছে, কিন্তু এক চরণে নাই, তথায় যমকদোষ কহে। উপমালঙ্কারে উপমান ও উপমেয়গত জাতি প্রমাণ এবং গুণাদির ন্যূনতা, অধিকতা বা অনৌচিত্যাদি ঘটিলে উপমাদোষ কহে।

রীতিবিপরীত—যে রীতি অনুসারে সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায়, তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইলে রীতিবিপরীত নামে দোষ হয়।

যদ্ শব্দের প্রয়োগ করিলে তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল যদি তদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে যদ্ শব্দের আবশ্যক করে না। প্রসিদ্ধার্থে তদ্ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল যদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দ দিতেই হইবে, না দিলে বাক্যশেষ হইবে না, যথা—

"ভুবন ভবনে যাঁর মহিমা অপার।" ইত্যাদি।

এই স্থলে একটী তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। যে স্থলে যদ্ শব্দের অব্যবহিত পরেই তদ্ শব্দ দেখা যায়, সে স্থলে তদ্ শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটী তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা—

"যে তিনি তেমনরূপ-ধর্ম্ম কর্ম্মে রত।
সে তিনি এমন কাজে কেন দেন মত॥" ইত্যাদি।

ইদম্ বা এতদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে যদ্ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। যদ্ শব্দের অব্যবহিত পরে ইদম্ বা এতদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দের অব্যবহিত পরেই ইদম্ বা এতদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে।

দূরান্বয়দোষ—যেখানে কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতি কারক স্বীয় ক্রিয়ার সন্নিহিত না হইয়া অন্য বাক্যান্তে অথবা অতি দূর স্থানে দেখা যায়, সেই স্থলে দূরান্বয়দোষ হইয়া থাকে।

ছন্দদোষ—ছন্দদোষ নানাবিধ, তন্মধ্যে অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর ও যতিভঙ্গ প্রভৃতি ভেদে কএক প্রকার দেখা যায়।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়, গদ্যে উহাদের ব্যবহার নাই, যদি ঐ সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দোষ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল স্থলবিশেষে আবার গুণ হইয়া থাকে।

"বক্তরি ক্রোধসংযুক্তে তথাবাচ্যে সমুদ্ধতে।
রৌদ্রাদৌ তু রসেঽত্যন্তং দুঃশ্রবত্বং গুণোভবেৎ।"

(সাহিত্যদ° ৭।৫৮২)

বক্তা যখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন, ঔদ্ধত্য প্রকাশ বাক্য সকল যখন প্রয়োগ করিবেন, এবং যে স্থলে রৌদ্র বীর ও বীভৎসরস বর্ণিত হইবে, সেই স্থলে শ্রুতিকটুদোষ দোষ না হইয়া গুণ হইবে। যথা—ক্রুদ্ধবক্তা

"রাজা কন শুনরে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল॥" ইত্যাদি।

এই স্থলে কোটাল, বেটা, কেটা ও হারাম এই কএকটী শব্দ শ্রুতিকটু হইলেও গুণসম্পন্ন হইল।

"সুরতারম্ভগোষ্ঠ্যাদাবশ্লীলত্বং তথা পুনঃ।" (সাহিত্যদ° ৭।৫৮০)

অশ্লীলতাদোষ—সুরতারম্ভ এবং গোষ্ঠ্যাদিতে অর্থাৎ যে স্থলে সম্ভোগার্থ স্ত্রীপুরুষ সকল সমবেত হইয়াছে বা পান ভূমিতে, এই দোষ গুণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ এইরূপ স্থলে অশ্লীলতা বর্ণন করিলে দোষ হয় না।

নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততা দোষ শ্লেষাদি স্থলে দোষরূপে গণ্য করা যায় না। বক্তা ও শ্রোতা যদি উভয়ই আরব্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে অপ্রতীতত্তা দোষ গুণরূপে গণ্য হয়।

"স্যাতামদোষৌ শ্লেষাদৌ নিহতার্থাপ্রযুক্ততে।
গুণঃ স্যাদপ্রতীতত্বং জ্ঞত্বং চেদ্‌বক্তৃবাচ্যয়োঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৭।৫৮২)

যেখানে স্বয়ং কোন বিষয়ের পরামর্শ অর্থাৎ কথন হয়, সেই স্থলে অপ্রতীতত্তা দোষ হয় না।

বিহিতের অনুবাদত্ব, বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দৈন্য, লাটানুপ্রাস, অনুকম্পা, প্রসাদন, হর্ষ, অবধারণ ও অর্থান্তরসংক্রান্তির বর্ণনে পদতাদোষ গুণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

ব্যাজস্তুতি বর্ণন করিলে সন্দিগ্ধতা দোষ হয় না, বরং গুণ হইয়া থাকে।

ব্যাকরণবিদ্‌বক্তা প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণন করিলে কষ্টতা ও দুঃশ্রবতা দোষ হয় না। নীচ লোকের উক্তি বর্ণন স্থলে গ্রাম্য শব্দপ্রয়োগ দোষ না হইয়া গুণ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ অর্থে নির্হেতুতা দোষ হয় না।

আনন্দ প্রভৃতিতে মগ্ন ব্যক্তির কথনে ন্যূনপদতা দোষ না হইয়া গুণ হইয়া থাকে।

"উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ন্যূনপদতাগুণঃ।" (সাহিত্যদ° ৭।৫৯৩)

বিষাদ, বিস্ময়, দৈন্য ও হর্ষ প্রভৃতি স্থলে পুনরুক্তি দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

স্বীয় বিদ্যাবত্তাদির পরিচয় স্থলে ক্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগও গুণ হয়। যথা—

"আপনার অবস্থান জলধে অনল।
তাহ অজ ধূম উঠে গগন মণ্ডল॥
তাহাতে জনম মেন শুনি তার নাম।
পর্বত-গহ্বরে বিহারীর পরধাম॥" ইত্যাদি।

এই স্থলে বিজ্ঞাবত্তার পরিচয় দিবার জন্ত ইহা দোষ না হইয়া গুণই হইল। অনুকরণ করিলে কোন দোষই দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

"অনুকারে চ সর্ব্বেষাং দোষাণাং নৈব দোষতা।"
(সাহিত্যদ° ৭।৩০২)

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ৩২ প্রকার দোষের বিষয় উক্ত আছে।

"যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্‌গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ॥
উচ্ছিষ্টে চৈব চাশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকং।
একহস্তপ্রণামশ্চ তথা চৈকং প্রদক্ষিণং॥
পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ॥
উচ্চৈর্ভাসো মিথোজল্পো রোদনাদি চ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব স্ত্রীষু চ ক্রুরভাষণং॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতি।
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতা নিন্দনং তথা॥
অপরাধাস্তথাবিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"
(পদ্মপু° পাতালখণ্ড)

যান বা পাদুকা দ্বারা দেবগৃহে গমন, দেবতার অগ্রে সেবা, দেবতার সমীপে প্রণাম না করা, অশৌচ অবস্থায় ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্যে ভগবদর্চ্চনা, এক হস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ, দেবতার অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধন, শয়ন ও ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, অত্যুচ্চস্বরে কথন, বৃথাজল্প, রোদনাদি, বিগ্রহ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, স্ত্রীসমূহের সহিত ক্রুরভাষণ, কম্বলাবরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, গুরুজনের প্রতি মৌনাবলম্বন, নিজের স্তোত্রপাঠ ও দেবতাদিগের নিন্দা এই সকল দোষ পদবাচ্য। আততায়ি-শত্রুকে যদি বধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

"নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি॥" (মনু ৮।৩৫১)

৬ ব্যাবৃত্তি ব্যবহারের অস্তুতরপ্রয়োজনবিঘটক ধর্ম্মভেদ। এই দোষ ত্রিবিধ—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব। ৭ বিধির অতিক্রমজনিত অদৃষ্ট ভেদ। (মীমাংসা।) ৮ গৌতমমতোক্ত প্রবৃত্তিপ্রয়োজক রাগদ্বেষমোহাত্মক ধর্ম্মভেদ।

"প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (গৌতমসূ°) 'প্রবর্ত্তনা প্রবৃত্তি হেতুত্বং জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে বা। যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি প্রত্যাত্মবেদনীয়া হি যে দোষাঃ' (ভাষ্য) ৯ অষ্টবস্তুর মধ্যে একজন বসু।
(ভাগ° ৬।৬।১১)

দোষক (পুং) দোষএর স্বার্থে কন্। গোবৎস। (শব্দরত্নাবলী)

দোষকুম্ভ, প্রাচীন গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের মন্ত্রী, মন্ত্রীদত্ত এই বংশের আদিপুরুষ। ইহারা গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের অধীনে সিন্ধু ও পারিপাত্র পর্বত হইতে আসমুদ্র বিস্তৃত ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। দোষকুম্ভ রবিকীর্ত্তির তৃতীয় পুত্র, খ্যাতনামা অভয়দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার ধর্ম্মদোষ ও দক্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। দক্ষ রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনার মন্ত্রিপদ লাভ করেন।

দোষগ্রাহিন্ (ত্রি) দোষং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণিনি। খল, দোষগ্রহণকর্ত্তা। পর্য্যায়—পুরোভাগী, বিজল্প, মৎসরী। (হলায়ুধ)

"বিসৃজ্য পূর্ব্বদোষান্ গুণান্ গৃহ্লন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীব হি দুর্জ্জনঃ॥" (উদ্ভট)

দোষঘ্ন (ত্রি) দোষং বাতাদিবিকারং হন্তি হন-টক্। ধাতুবৈষম্যরূপ দোষনাশক ঔষধাদি।

দোষজ্ঞ (ত্রি) দোষং কর্ত্তব্যাকরণে দোষং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ পণ্ডিত।

"অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাংপতিং।" (রঘু)

২ পরকীয় দোষজ্ঞাতৃমাত্র।

দোষণ্য (ত্রি) দোষ্ণি ভবঃ দোষ যৎ দোষন্নাদেশঃ। বাহুভব।
"যক্ষং দোষণ্যমংশাভ্যাং" (ঋক্ ১০।১৬৩।২)

দোষত্রয় (ক্লী) দোষাণাং ত্রয়ং ৬তৎ। বাত পিত্ত ও কফের ত্রিক, বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ।

দোষত্ব (ক্লী) দোষস্য ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। দোষের ধর্ম্ম, দোষের ভাব।

দোষভেদ (পুং) দোষস্য ভেদঃ ৬তৎ। সুশ্রুতে ৬২ প্রকার দোষভেদের বিষয় বর্ণিত আছে।

"দ্বিষষ্টি দোষভেদা যে পুরস্তাৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কতি তত্রৈকশো ভেদা দ্বিশো ত্রাণ্যশ বা ত্রিশঃ॥" (সুশ্রুত)

দোষল (ত্রি) দোষ মত্বর্থে-লচ্। দোষযুক্ত। "কেশরং মধুরং প্রোক্তং বিপাকে গুরুদোষলং।" (সুশ্রুত)

দোষস্ (স্ত্রী) দুষ-অসুন্। রাত্রি। "অজ্ঞাদোষসো দোষসশ্চ"
(অথর্ব্ব ১৩।৪।৬)

দোষা (স্ত্রী) দুষ্যতেঽন্ধকারেণেতি দুষ-ঘঞ্-টাপ্। ১ রাত্রি। নক্ত-ভোদি, টাপ্ (দোমের্দ্দোসিঃ। উণ্ ২।৬৯) আগুরি মতে টাপ্।

সুলতানীয়ান, গোরক্ষনাথ বা নানকের সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে এটা অতি আধুনিক। পূর্ব্বে রাহুই দোসাধদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিল। এখনও অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখমাসের কোন কোন দিন রাহুর পূজা হইয়া থাকে। পাটনার নিকট সেরপুরে বিখ্যাত বন্ধ্য গৌরীয়ার নামে একটী মন্দির আছে, তথায় গৌরীয়া দেবতা বলিয়া পূজিত হয়।

বেহারে ভীমসেনের ধারী সালাইস বা শৈলেশ, মুজাপুরে বিন্ধ্যাচল, পাটনার পীর, ভৈরব, জগদা মা, কালী, কেতু ও অন্যান্য স্থানে চোয়ারমল দোসাধদিগের উপাস্য দেবতা।

কতিপয় কনোজী বা মৈথিলী-ব্রাহ্মণই দোসাধদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববাঙ্গালায় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও দোসাধযাজনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। চতুর্ভুজ রূপধারী বিষ্ণুরচিত জ্ঞানসাগর পুস্তক ইহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। দোসাধেরা শবদেহ দাহ করে, কখনও ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর একাদশদিনে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করে। সন্তান জন্মিলে স্ত্রীলোকেরা ৬ দিন অশুচি থাকে, তবে ১২ দিন না গেলে সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারেনা।

দোসাধেরা ডোম, ধোপা ও চামার ব্যতীত অন্য সকল জাতির অন্নই ভোজন করিয়া থাকে। উপরিলিখিত জাতি কয়টী ব্যতীত অন্য সকল হিন্দুজাতিই দোসাধ হইতে পারে। দোসাধ হইবার সময় তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বরাহমাংস ভোজন ও মদ্যপান করাইতে হয়। তবে সাধ করিয়া কেহ দোসাধ হইতে যায় না। দোসাধেরা প্রায়ই বেহারা বা চৌকিদারের কার্য্য করে। অশ্বরক্ষক, মাহুত, কুলি, বেহারা, দারবান্ এ সকল কার্য্যে দোসাধেরা অধিকাংশ নিযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক দোসাধ সাহেবের বাবুর্চি খানসামাও হয়। সাধারণতঃ ইহারা কুকর্ম্মী ও চোর বলিয়া খ্যাত, সেইজন্য পুলীশে ইহাদিগের উপর বিশেষ নজর রাখে।

দোসাধেরা সাধারণতঃ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়ে অনেক দোসাধ সৈনিককার্য্য করিত। ক্লাইবের সময়েও অনেক দোসাধ সৈনিক ছিল। বাঙ্গালা, কোচবেহার, দার্জ্জিলিং, ত্রিপুরা, পাটনা, গয়া, ত্রিহুত, সাঁওতালপরগণা, লোহারডাগা, সিংভূম, মানভূম, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের স্থানে স্থানে ও গাজীপুরে অনেক দোসাধ বাস করে।

দোস্ত (পারসী) বন্ধু, মিত্র।

দোস্ত-আলী, মোগলসম্রাটদিগের আধিপত্যকালে অর্জ্জিত প্রদেশে কর্তৃত্ব করিবার জন্য ও অধীন রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করিবার জন্য এক একজন সুবেদার থাকিতেন। দিল্লী হইতে ফরমাণ না পাইলে কেহই রাজা বা নবাব বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল-সাম্রাজ্যের যথেষ্ট বিস্তৃতি থাকিলেও ক্ষমতার হ্রাস হইতেছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজামউল্‌মুলক সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি কলে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার ক্ষমতার উপর কথা কহিবার কাহারও শক্তি ছিল না। কর্ণাটিকের বা আর্কটের নবাব ভারতঃ দিল্লীর অধীন হইলেও দাক্ষিণাত্য-সুবার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই সুবেদারের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। নবাব সাদৎউল্লার সন্তানাদি না থাকায় তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে দত্তকপুত্র লয়েন এবং জ্যেষ্ঠ দোস্ত-আলীকে কর্ণাটিকে নবাব ও কনিষ্ঠ বকরালিকে বেলুর দুর্গাধিপতিত্বে অধিষ্ঠিত করিয়া ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি আপন প্রিয়মহিষীর ভ্রাতা গোলাম হোসেনকেও দেওয়ানী দিবার অনুজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। নিজামউল্‌মুলক ইহাতে বিরক্ত হইলেন। তিনি আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আপনি রাজ্য শাসন করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। মোগল-সম্রাটের ভয়ে তিনি ভীত নহেন, সুতরাং তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাদৎউল্লা সিংহাসনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। কিন্তু তখন তিনি সহসা কিছু করিতে পারিলেন না, কারণ তখন দুরাণী পাঠান ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দিল্লীতে সিংহাসন লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে। কাজেই নিজামউল্‌মুলক এখন সেই সব ব্যাপারেই লিপ্ত রহিলেন। কিন্তু তিনি গোলযোগ করিয়া দোস্ত-আলীর ফরমান্ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটাইলেন।

দাক্ষিণাত্যের ত্রিচিনপল্লী ও তঞ্জোরের রাজা বস্তুতঃ দিল্লীর অধীন হইলেও তাঁহার রাজস্ব গ্রহণের ভার আর্কটের নবাবের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ত্রিচিনপল্লীর রাজার মৃত্যু হইলে বাকি রাজস্ব আদায়ের জন্য দোস্ত-আলী দেওয়ান চাঁদসাহেবকে প্রেরণ করিলেন। চাঁদসাহেব গোলাম হোসেনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়ায়, গোলাম হোসেন সাদৎউল্লার অনুজ্ঞামত আর্কটের দেওয়ানিপদ গ্রহণ করেন নাই—চাঁদসাহেবকে সেই পদ প্রদান করেন। চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়া ছলে কৌশলে দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করেন। নিজামউল্‌মুলক এ সংবাদে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন।

দুর্গবিজয়ের পর সুবেদার আলী আর্কটে ফিরিয়া গেলেন।

চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লীর ভার লইয়া তথায় রহিলেন। সুবেদার আলী আর্কটে গিয়া পিতার সকল আপন করিলে দোস্ত-আলী চাঁদসাহেবের পরিবর্ত্তে মীর আসদকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নূতন দেওয়ান আসল চাঁদসাহেবের আনিতেন। চাঁদসাহেবের যে রাজ্যলাভ করিবার বাসনা হইয়াছে, ইহা তিনি দোস্ত আলীকে বুঝাইলেন। দোস্ত আলী বুঝিয়াও এখন গোলযোগ অকর্ত্তব্য বিবেচনায় কোনরূপ কথা তুলিলেন না। চাঁদসাহেবও সব বুঝিলেন, তাঁহার অভিসন্ধি যে দোস্ত-আলীর নিকট গুপ্ত নহে, তাহা বুঝিয়া ত্রিচিনপল্লীদুর্গ যথারীতি সুদৃঢ় ও অতিরক্ষিত করিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রদিগের অত্যন্ত প্রতাপ ছিল। তাহারা শিবজীর নির্দেশানুযায়ী কার্য্য না করিয়া এখন দেশে দেশে কর আদায়ের নাম করিয়া একরূপ দস্যুবৃত্তি করিত। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নিজামউলমুলুকের প্ররোচনায় মহারাষ্ট্রনায়ক রঘুজী ভোনস্লে দশহাজার সৈন্য লইয়া আর্কট আক্রমণ করিতে আসিলেন। দোস্ত-আলীর সৈন্যগণ তখন সুবেদার আলীর অধীনে দক্ষিণদেশে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিল। তিনি যথেষ্ট সৈন্য-সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রে ৪০০০ অশ্বারোহী ও ৩০০০ হাজার পদাতিক লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চাঁদসাহেব সময় বুঝিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও সাহায্য করিলেন না। এইরূপ অবস্থায় দোস্ত-আলী দমলচেরি নামক গিরিসঙ্কটে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। এক জন বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর শঠতায় দোস্ত-আলীর সর্ব্বনাশ হইল। তিনি পশ্চাদ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইলেন। পরাজয় নিশ্চয় বুঝিয়াও দোস্ত-আলী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হোসেনআলী ও দোস্ত-আলী উভয়েই সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। অর্দ্ধপথে সুবেদারআলী এ সংবাদ লইলেন। সুবেদারআলী কয়েক বৎসরে এক কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে মহারাষ্ট্রদল আর্কট পরিত্যাগ করিল। সুবেদারআলী নবাব হইলেন।

দোস্তদার (পারসী) ১ বন্ধুভাব। ২ বান্ধব।

দোস্তদারী (পারসী) ১ বন্ধুত্ব। ২ দয়ালুতা।

দোস্ত মহম্মদ, ১৮০৮ খৃঃ অব্দে নাগপুরের রাজা সিন্ধিয়ার অনুগৃহীত, পিণ্ডারিনায়ক হীরা ও বারণ নামে দুই ব্যক্তিকে ভূপালের নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। [পিণ্ডারি দেখ।] যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করে ও ধনরত্নাদি যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়া আনে। তাহারা ফিরিয়া আসিলে নাগপুরের রাজা বারণকে কারারুদ্ধ করেন। হীরা পলায়ন করে, কিন্তু সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হীরার পুত্র দোস্ত মহম্মদ আপন ভ্রাতা ওয়াসিল মহম্মদের সহিত পিণ্ডার ব্যবসায় চালাইতে থাকে। ১৮০৮ হইতে ১৮১১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দোস্ত মহম্মদের উৎপীড়নে মধ্যভারত উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে দোস্ত মহম্মদ বুন্দেলখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া গয়া পর্য্যন্ত উৎসন্ন করিয়াছিল। ইহারা সাধারণতঃ মালবদেশের পূর্ব্বাংশেই থাকিত। তথা হইতেই দেশবিদেশ লুণ্ঠন করিতে যাইত। দোস্ত মহম্মদ কয়েক বৎসর পরেই ভ্রাতা ওয়াসিল মহম্মদের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দোস্ত মহম্মদ, কাবুলের অধিপতি তৈমুরশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার তিন পুত্রে বিবাদ ঘটে। শাহ মামুদই সিংহাসন অধিকার করিয়া আপন ভ্রাতা জমান শাহের চক্ষু দুইটী নষ্ট করিয়া দেন। অপর ভ্রাতা শাহ-সুজা পলায়ন করেন। শাহ মামুদের মন্ত্রী ফতে খাঁ, শাহ-সুজাকে আশ্রয়দান হেতু আটক ও কাশ্মীরের রাজার উপর ক্রুদ্ধ হন ও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পঞ্জাবে তখন বীরকেশরী রণজিৎসিংহ আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, সুতরাং কাশ্মীর জয়োদ্দেশে ফতে খাঁ রণজিতের সহিত একযোগে কার্য্যসাধন করিলেন।

রণজিতের প্রাপ্য অংশ রণজিৎ না পাইয়া তিনি আটক অধিকার করিয়া বসিলেন, কাশ্মীর ফতেখাঁর করগত হইল। আটক লইয়াও রণজিৎ তৃপ্ত হইলেন না। পলায়িত শাহ-সুজাকে নিজ রাজ্যে আহ্বান করিলেন। বিনা স্বার্থে রণজিৎ কোন কার্য্যই করিতেন না। শাহ সুজাকে হাতে পাইয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে "কোহিনুর" হস্তগত করিলেন। শাহসুজা পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কোন আশা নাই দেখিয়া ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজাধিকৃত লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে ফতেখাঁ যুদ্ধার্থ খোরাসানে গমন করেন। তখন হিরাটে শাহ মামুদের ভ্রাতা ফিরোজউদ্দীন্ শাহ মামুদের নামে রাজ্যশাসন করিতেন। ফতেখাঁ কাবুলের বরক্জাই নামক বিশিষ্টবংশের সন্তান, বুদ্ধি বিবেচনায় তিনি তখন কাবুলে অদ্বিতীয়, তিনি হিরাটকে নিজ অধীনে আনিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদকে প্রেরণ করিলেন। দোস্ত মহম্মদ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া কার্য্যসাধন করেন, কিন্তু তিনি যে অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাতে শাহ মামুদ বড়ই কুপিত হন। দোস্ত মহম্মদ কাশ্মীরে পলায়ন করেন। শাহ মামুদ পুত্রের পরামর্শে ফতেখাঁকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া নিহত করেন।

তাহাতে বরকজাইদিগের সকলেরই অবধারণ করিল। উজারিজী সুজা কুজাকসহ শাহ মামুদ পুত্রসহ হিরাটে পলায়ন করেন। তখন বিজেতৃবর্গ রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। আজিম খাঁ কাশ্মীর, দিল খাঁ কান্দাহার এবং দোস্ত মহম্মদ কাবুল অধিকার করিয়া বসিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে আজিম খাঁ সর্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনিই কাবুলের সিংহাসনের অধিকারী, এই মনে করিয়া দুরভিসন্ধিপূরণার্থ শাহ সুজাকে প্রলোভন দেখাইয়া দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন। শাহসুজাও অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে আজিমখাঁর সহিত কলহ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আজিমখাঁ তখন আয়ুব নামক এক ব্যক্তিকে কাবুলের রাজা করিয়া দিবার ভরসা দেখাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। ওদিকে তাড়িত রাজা শাহ মামুদ হিরাট হইতে কাবুল আক্রমণ করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যমধ্যে গোলযোগ দেখিয়া তিনি হিরাটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন এরূপ গৃহবিবাদে সকলেরই ধ্বংস নিশ্চিত বুঝিয়া তাঁহারা আপোষে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। আয়ুব কাবুলে রাজত্ব পাইলেন। আজিম খাঁ তাঁহার মন্ত্রী হইলেন।

দিল খাঁ কান্দাহারেই রহিলেন, দোস্ত মহম্মদ গজনীতে প্রস্থান করিলেন। ইঁহাদের সুলতান মামুদ নামে আর এক ভ্রাতা পেশাবরে কর্তৃত্ব পাইলেন।

১৮২৩ খৃঃ অব্দে আজিম খাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। দোস্ত মহম্মদ আয়ুবের পুত্রকে বিবাদে জড়িত করিয়া কাবুল অধিকারে প্রায় সফল মনোরথ হইয়াছেন, এমন সময়ে দিল খাঁ ও সুলতান মামুদ তাঁহাকে বাধা দিলেন। তাঁহারাই তখন একরূপ কাবুলে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ কোহিস্থানে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দিল খাঁ বা সুলতান মামুদ কেহই শাসন-কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন না, কাজেই গোলযোগের নিবৃত্তি হইল না। পুনরায় নূতন ব্যবস্থা হইল। দিল খাঁ কান্দাহার ও দোস্তমহম্মদ গজনী ফিরিয়া পাইলেন, সুলতান মামুদ পেশাবর ছাড়িয়া দিয়া কাবুলের রাজা হইলেন। ইতিমধ্যে কান্দাহারে দিলখাঁর মৃত্যু হইল। দোস্ত মহম্মদ তখন কাবুল লইতে চাহিলে, সুলতান মামুদ একা দোস্ত মহম্মদের সহিত যুদ্ধ অযোগ্য বুঝিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কাবুল ছাড়িয়া দিয়া পেশাবরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শাসনকার্য্যে দোস্ত মহম্মদ বিশেষ পটু ছিলেন, তিনি ক এক বৎসর দেশ সুশাসনে রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে শাহসুজা রণজিৎসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া কাবুল জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। রণজিৎসিংহও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শাহসুজা পরাজিত হইয়া লুধিয়ানায় ফিরিয়া আসিলেন। রণজিৎ ইত্যবসরে সুলতান মামুদকে তাড়াইয়া পেশাবর দখল করিয়া লইলেন। পেশাবর অধিকারের কথা শুনিয়া দোস্ত মহম্মদ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন, সুলতান মামুদও দশহাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। রণজিৎ সমূহ বিপদ্ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে দোস্ত মহম্মদের সৈন্যগণ মধ্যে অনৈক্য ঘটাইলেন। সুলতান মামুদ সৈন্যসহ প্রস্থান করিলেন। যুদ্ধের দিন প্রাতে দোস্ত মহম্মদ দেখিলেন, তাঁহার আহূত সৈন্যদল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি বিষণ্ন মনে কাবুলে ফিরিলেন। সুলতান মামুদ তখন শিখদিগের সহিত যোগ দিয়া শিখসৈন্যের সাহায্যে কাবুল অধিকারার্থ অগ্রসর হইলেন। দোস্ত মহম্মদ তখন তাহার পুত্র আফজল খাঁ ও আকবর খাঁকে সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধ ঘটে—শিখসৈন্য পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই সময় পারস্যরাজ হিরাট ও কাবুল অধিকার করিতে মনস্থ করেন। দোস্ত মহম্মদ গত্যন্তর না দেখিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি বন্ধন করিবার প্রস্তাব করেন। তখন লর্ড অক্‌লাণ্ড ভারতে গবর্ণরজেনেরল। তিনি সামরিক সন্ধি বন্ধনের প্রস্তাবে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিবার কথা লিখিয়া দিলেন। কার্য্যও সেই মত হইল। ব্যবসায় সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিবার জন্য সার্ আলেক্-জাণ্ডার বার্ণেস নামে এক ব্যক্তি দলবলে কাবুলে প্রেরিত হইলেন। দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া বুঝিলেন যে, ইংরাজ তাঁহার বিপদে সাহায্য করিবেন না—রণজিতের নিকট হইতে পেশাবর উদ্ধারেও তাঁহারা সহায়তা করিবেন না।

কিন্তু সেই সময় প্রচার হইল যে রুসিয়া হইতে একজন দূত কাবুলে যাইতেছে। ইংরাজেরা ইহাতে ভীত হইলেন। ইংলণ্ড হইতে রুসিয়ার কথাবার্তা চলিতে লাগিল, শেষে জানা গেল যে রুষ গবর্ণমেণ্ট কাবুলে দূত পাঠান নাই, ভিক্‌তোভিচ্ নামক একজন রুষ-কর্ম্মচারী আপনাআপনিই এ কার্য্য করিয়াছে। এ গোলযোগের শান্তি হইল বটে, কিন্তু কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের রাজগণ পারস্যরাজের সহিত সন্ধি-বন্ধন করিতে বিশেষ উৎসুক হইলেন। বার্ণেস কাবুলের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তখন ঐ রাজগণকে সাহায্যদানে প্রতি-শ্রুত হইয়া তাহাদিগকে পারস্যরাজের সহিত সন্ধিবন্ধন

করিতে দিলেন না। লর্ড অক্‌লাণ্ড এ সংবাদ শুনিয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া বার্ণেসকে এ সম্বন্ধে এক পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার এরূপ প্রস্তাব করিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, ইংরাজগবর্মেণ্ট কাবুলপতিকে কোনরূপ সাহায্যই করিবেন না। সেই পত্রে আরও লেখা ছিল যে দোস্ত মহম্মদ যদি অন্য কোন প্রতীচ্য রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আর সখ্য থাকিবে না, এ কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর কান্দাহারের রাজভ্রবর্গের সাহায্যদান করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যাহার করিতে হইবে। এই সঙ্গে দোস্ত মহম্মদকেও একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। বার্ণেস এই পত্র পাইয়া আপন কথা প্রত্যাহার করিলেন। দোস্ত মহম্মদও পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি ইংরাজগবর্মেণ্টের সহিত সখ্য বন্ধন করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-গবর্মেণ্ট সে কথা গ্রাহ্যই করিলেন না, পরন্তু তাঁহাকে অধীন রাজার মত জ্ঞান করিয়া অন্য রাজার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে বারণ করিলেন। ইংরাজ কি জন্য, কি বিবেচনায় যে এরূপ করিলেন, বা কোন্ হিসাবে তাঁহার এরূপ আদেশ করিবার অধিকার আছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। এরূপ কঠোর পত্র পাইয়াও দোস্ত মহম্মদ পুনরায় লর্ড অক্‌লাণ্ডকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু তাহার উত্তর না পাইয়া পরদিন ভিকোভিচের অনুগ্রহ লাভ প্রত্যাশায় তাহারই শরণাপন্ন হইলেন। বার্ণেস ভাবগতিক দেখিয়া সব বুঝিলেন। ইহার পরও একমাস তথায় অপেক্ষা করিয়া ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ২৫শে এপ্রেল কাবুল ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে হিরাটে গোলযোগ বাধিল। শাহ মামুদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কামরাণ হিরাটে রাজত্ব করিতেছিলেন।

পারস্যরাজ হিরাট জয় কামনায় সেই স্থান অবরোধ করিলেন। ইংরাজের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া গেল। হিরাট পারস্যরাজ পাইলেন না। এখন লর্ড অক্‌লাণ্ড কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। শাহসুজা এতদিন লুধিয়ানায় ছিলেন। এখন শাহসুজা, রণজিৎ সিংহ ও ইংরাজে এক একটা সন্ধি হইল। ইংরাজ কাবুল জয় করিলে শাহসুজা কাবুলের রাজা হইবেন, এবং রণজিৎ আফ্‌গানস্থানের যে সকল প্রদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই থাকিবে।

সমস্ত স্থির হইয়া গেলে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ ইংরাজসৈন্য আফগানস্থানে প্রবেশ করিল। ২৪শে এপ্রেল ইংরাজসৈন্য কান্দাহার অধিকার করিল। কান্দাহারে যুদ্ধ হয় নাই, প্রভূত অর্থবৃষ্টিতে কান্দাহারের সিংহাসন উন্মুক্ত হইলও ওদলে জুন ইংরাজ কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া গজনী অধিকারার্থে অগ্রসর হইলেন। গজনীর দুর্গ অতি দৃঢ়, কৌশলে নির্ম্মিত বলিয়া সহসা কিছু হইল না। আফ্‌গানেরা দুর্গের মধ্যে রহিল, যুদ্ধ করিতে বাহির হইল না। পরিশেষে দুর্গ আক্রমণ করিয়া জয় সাধন হইল। গজনী বিজয়ের সংবাদ পাইয়া দোস্ত মহম্মদ ভীত হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এ সময়ে সন্ধির প্রস্তাবও করা যাইতে পারে না, কাজেই গত্যন্তর না দেখিয়া দোস্ত মহম্মদ ২১শে আগষ্ট কাবুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। শাহসুজাও ৩০ বৎসর প্রবাসের পর কাবুলে প্রবেশ করিলেন।

শাহসুজাকে রাজপদে স্থাপিত করিয়া ইংরাজসৈন্য কাবুল ত্যাগ করিতে পারিল না। পারস্য, হিরাট ও রুষিয়া সকলেই তখন কিছু না কিছু লাভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন বুঝিয়া ইংরাজসৈন্য আফগানস্থান ত্যাগ করিল না। শাহসুজা শীতের ভয়ে জলালাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শাসনকার্য্যে বিস্তর গোলযোগ হইতে লাগিল। দোস্ত মহম্মদ খুরমে ছিলেন। খিলিজিরা বিদ্রোহের ভাব দেখাইল, কান্দাহারে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, শাহসুজার কর্ম্মচারীবর্গও অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইংরাজরাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলুচিরা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। তাহারা অশ্বারোহী ও পদাতিকে প্রায় ২০০ সৈন্যের প্রাণবিনাশ করিল। এই সময়ে, দেশব্যাপী বিদ্রোহ ঘটিল। খিলাতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এই সময়ে সুবিধা বুঝিয়া দোস্ত মহম্মদ ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। বিপজ্জালে জড়িত হইয়াও ইংরাজ দোস্ত মহম্মদকে পরাভূত করিলেন। দোস্ত মহম্মদ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন ও মেক্‌নেটন সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। নীচমনা শাহসুজা তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন, এই আত্মসমর্পণের দশ দিন পরে দোস্ত মহম্মদ ইংরাজসৈন্যে রক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হইলেন। গবর্ণরজেনেরল তাঁহার বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন।

দোস্তী (পারসী) ১ বন্ধুতা। ২ সম্প্রীতা।

দোহ (পুং) দোহি দোহ্যপাত্রে ভিক্ষতি ক্‌-ক। ১ সেবক। ২ কীড়ক। উপচার হেতু কীড়া ও সেবা অর্থও বুঝায়। (ত্রি) ৩ বাহ্‌হিত।

দোহ (পুং) দোহি অভিমিতি, দুহ-আধারে ঘঞ্। ১ দোহনপাত্র।

"এবং পৃথ্বাবয়ঃ পৃথ্বী মহাম্নাঃ মহমাত্মনঃ।
দোহবদ্ সাদিতেজ্যেন স্কীয়তেদং কুরুদ্বহ ॥" (ভাগবত ৪।১৮।২৭)
দুহ্যতে, ইতি দুহ-কর্ম্মণি বঞ্। ২ দুগ্ধ। দুহ-ভাবে ঘঞ্। ৩ দোহন। "দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধ্রীং
ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরিপুর্নিষণ্ণাং ॥" (রঘু° ২।২৩)

দোহজ (ত্রি) দোহাৎ দোহনাজ্জায়তে জন-ড। ১ দোহনজাত। (ক্লী) ২ দুগ্ধ।

দোহড়িকা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত বিশেষ, এই মাত্রাবৃত্তের প্রথম চরণে ১৩ মাত্রা, দ্বিতীয়ে ১৩ মাত্রা, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে ১১ মাত্রা হইবে।

"মাত্রা ত্রয়োদশকং যদি পূর্ব্বং লঘুকবিয়ামি।
পঠপুনরেকাদশকং দোহড়িকা বিগুণেন ॥" (ছন্দোম°)

দোহদ (পুং ক্লী) দোহং আকর্ষং দদাতি দা-ক। গর্ভিণীর অভিলাষ, সাধ্। পর্য্যায়—দৌর্হৃদ, শ্রদ্ধা, লালসা, আতুর।
"দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যং মরণংবাপি তস্মাৎকার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ ॥" (যাজ্ঞ° ৩।৭৯)

গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গর্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে গর্ভবৈরূপ্য এবং মরণ বা অন্যান্য দোষ হয়, এই জন্য সর্ব্বদা গর্ভিণী-স্ত্রীর প্রিয় আচরণ করিবে। সুশ্রুতে দোহদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, স্ত্রীদিগের গর্ভ হইলে চতুর্থমাসে সকল প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চৈতন্যশক্তির বিকাশ হয়। চেতনার আধার হৃদয়, ইহাও ঐ চতুর্থ মাসে জন্মে, এই সময় হইতে ইন্দ্রিয়গণের কোন কোন বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ হয়, এই অভিলাষপূরণকে সাধ্ দেওয়া কহে। এই সময় স্ত্রীলোকের দেহ দুই-হৃদয় বিশিষ্ট (অর্থাৎ আপনার ও গর্ভস্থ সন্তানের) হয়, বলিয়া তাৎকালিক অভিলাষকে দৌহৃদ কহে। এই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ হয়। এইজন্য গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত দ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য। গর্ভিণী দোহদ প্রাপ্ত হইলে সন্তান বলবান্ ও আয়ুষ্মান্ হয়। গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ অতিশয় যত্নের সহিত পূরণ করিতে হইবে। গর্ভবতী নারী দোহদ প্রাপ্ত হইলে গুণবান্ পুত্র প্রসব করে, দৌহৃদ প্রাপ্ত না হইলে গর্ভ সম্বন্ধে বা আপনা আপনি ভয় প্রাপ্ত হয়। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে। গর্ভিণীর রাজদর্শনে অভিলাষ হইলে সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়। দুকূল, পট্ট বা কৌশের বস্ত্র, অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ হইবে সন্তান সুন্দর ও অলঙ্কারপ্রিয় হয়। আশ্রমে অভিলাষ হইলে পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবতা প্রতিমাতে অভিলাষ হইলে সন্তান দেবতুল্য হয়। সর্পাদি ব্যালজাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে সন্তান হিংসাশীল, গোধামাংস ভোজনে ইচ্ছা হইলে নিদ্রালু ও স্থিরচিত্ত, মহিষের মাংসাভিলাষে শূর, রক্তাক্ষ ও লোমশ, বরাহ মাংসাভিলাষে নিদ্রালু ও শূর, বন্যান্য প্রাণীর মাংসাভিলাষে বনচর, সৃমর মাংসে উদ্বিগ্ন ও তিত্তির মাংস অভিলাষ হইলে অতি ভীরু হয়। এই সকল জন্তু ব্যতিরেকে অন্য জন্তুর মাংসে দোহদ জন্মিলে সেই জন্তুর যেরূপ স্বভাব ও আচার সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হয়। যাহাহউক কালবিলম্ব না করিয়া গর্ভিণীর অভিলাষপূরণ করা বিধেয়। (সুশ্রুত শরীর স্থান ৩ অ°)

২ গর্ভচিহ্ন। ৩ পুষ্পোদ্গমকৌষধ।
"রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নঃ কুরুবকবৃতের্মাধবী মণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তবসহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥" (মেঘদূত ৭৮)

মল্লিনাথ এই শ্লোকের টীকায় দোহদের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ স্ত্রীদিগের স্পর্শে বিকশিত হয়, মুখগণ্ডূষসেকে বকুল, পদাঘাতে অশোক, বীক্ষণ ও আলিঙ্গনে তিলক ও কুরুবক, নর্ম্মবাক্যে মন্দার, মৃদুহাসে চম্পক, চূত গীতে নমেরু ও পুরোভাগে নর্ত্তন করিলে কর্ণিকার বিকশিত হয়, পুষ্পোদ্গমের প্রতি এই সকল দোহদ।
"স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ
পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাং।
মন্দারোনর্ম্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাৎ চম্পকোবক্ত্রবাতাৎ
চূতোগীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ ॥"
(মল্লিনাথ ধৃতবাক্য°)

এই দোহদ কবি প্রসিদ্ধ। যেরূপ গর্ভিণীদিগের দোহদ প্রদান না করিলে সন্তান অপুষ্ট হয়, সেইরূপ কবিগণ ঐ সকল বৃক্ষাদির কুসুম বিকাশাদি বর্ণনস্থলে উপরি লিখিত দোহদের বিষয় বলিয়া থাকেন।

৪ যাত্রাকালে দিগ্‌ভেদে দোষ শান্তির নিমিত্ত পেয় পদার্থ, ইহার বিষয় মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এইরূপ লিখিত আছে।
"আজ্যং তিলোদনং মৎস্যং পয়শ্চাপি যথাক্রমং।
ভক্ষয়েদ্দোহদং দিক্ষ্বাশাং পূর্ব্বাদিকাং ব্রজেৎ ॥
রসালং পায়সং কাঞ্জীং শৃতং দুগ্ধং তথা দধি।
পয়োহন্নকৃতং তিলান্নং চ ভক্ষয়েদ্যাত্রদোহদং ॥" (মুহূর্ত্তচি°)

যাহারা পূর্ব্বদিকে গমন করিবেন, তাহারা ঘৃত ভোজন করিয়া যাইলে তাহাদের দোষ শান্তি হইয়া থাকে, দক্ষিণদিকে তিলমিশ্রৌদন অর্থাৎ তিলের খাউ, (পায়স) পশ্চিমদিকে, মৎস্য, উত্তরদিকে দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া গমন করিলে যে কোন দোষ থাকে, তাহার শান্তি হয় এবং ইহাকে দিগ্‌দোহদ কহে।

নারদের মতে,—

"ঘৃতান্নং তিলপিষ্টান্নং মৎস্যান্নং দুগ্ধপায়সং।
প্রাগাদিক্রমশো ভুক্ত্বা যাতি রাজা জয়ত্যরীন্ ॥" (নারদ)

পূর্ব্বদিকে ঘৃতান্ন, পশ্চিমদিকে মৎস্যান্ন, উত্তরদিকে ঘৃত ও দক্ষিণদিকে পায়স ভক্ষণ করিয়া গমন করিলে শুভকর। এই যে মতভেদ লিখিত হইল, ইহার মধ্যে যেদেশে যেরূপ ব্যবহার আছে, সেই দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা জানিতে হইবে। বারদোহদ—

"সূর্য্যবারে ঘৃতং প্রাশ্য চন্দ্রবারে পয়স্তথা।
গুড়মঙ্গারকে প্রাশ্য বুধবারে তিলানপি ॥
গুরুবারে দধিপ্রাশ্য শুক্রবারে যবানপি।
মাষান্ ভুক্ত্বা শনের্বারে শূলে গচ্ছন্ন দোষভাক্ ॥" (বৃহস্পতি)

সূর্য্যবারে ঘৃত, চন্দ্রবারে পয়, মঙ্গলবারে গুড়, বুধবারে তিল, বৃহস্পতিবারে দধি, শুক্রবারে যব ও শনিবারে মাষ ভক্ষণ করিয়া দিক্‌শূলে যাত্রা করিলেও দোষ হয় না, এই সকলকে বার-দোহদ কহে।

তিথিদোহদ—প্রতিপদে অর্কপত্র, দ্বিতীয়ায় তণ্ডুল-প্রক্ষালিত জল, তৃতীয়ায় ঘৃত, চতুর্থীতে যবাগূ, পঞ্চমীতে হবিষ্য, ষষ্ঠীতে সুবর্ণপ্রক্ষালিত জল, সপ্তমীতে অপূপ, অষ্টমীতে বীজপূরক, নবমীতে জল, দশমীতে গোমূত্র, একাদশীতে যবান্ন, অর্থাৎ যবের অন্ন, দ্বাদশীতে পায়স, ত্রয়োদশীতে ইক্ষুগুড়, চতুর্দ্দশীতে অম্বক, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে মুদ্গৌদন ভক্ষণ করিয়া গমন করিলে শুভ হয়। ইহার নাম তিথিদোহদ।* এই দোহদ সকল দুষ্ট ফল নিবারণ করে।

দোহদলক্ষণ (ক্লী) দোহদস্য গর্ভস্য লক্ষণং যত্র। ১ বয়ঃসন্ধি। দোহদস্য লক্ষণং ৬তৎ। ২ গর্ভলক্ষণ।

দোহদবতী (স্ত্রী) দোহদো গর্ভিণ্যভিলাষোঽস্ত্যস্যাঃ দোহদ-মতুপ্ মস্য ব. ঙীপ্ চ। গর্ভবতী, গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীদিগের অন্নপানাদি অভিলাষ হয়, এইজন্য তাহাদিগকে দোহদবতী কহে। গর্ভিণীদিগের কর্ত্তব্যের বিষয় মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—গর্ভবতী সন্ধ্যাকালে ভোজন, বৃক্ষমূলে অবস্থান ও গমন, উচ্চহাস, মুষল ও উদূখলাদিতে উপবেশন, জলে অবগাহন এবং শূন্যাগার পরিত্যাগ করিবে। বল্মীকে অবস্থান, উদ্বিগ্নচিত্ততা, নখ, অঙ্গার ও ভস্মদ্বারা ভূমি-বিলেখন, সর্ব্বদা শয়ন, ব্যায়াম, লোকের সহিত কলহ, অশুচি ভাবে বা মুক্তকেশ হইয়া অবস্থান, উত্তর ও পশ্চিম শিরে শয়ন, বস্ত্র হীনাবস্থায় ও আর্দ্রপাদাবস্থায় অবস্থান, ও উদ্বিগ্নতা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা শুশ্রূষা, মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত ও সর্ব্বদা পতির প্রিয় ও হিতে রত থাকিবে। (মৎস্যপু°)। [গর্ভবতী দেখ।]

দোহদান্বিতা (স্ত্রী) দোহদেন গর্ভজনিতাভিলাষেণ অন্বিতা। দোহদবতী, গর্ভবতী।

দোহদোহীয় (ত্রি) সামভেদ।

দোহন (ক্লী) দুহ-ভাবে ল্যুট্। স্তন হইতে দুগ্ধনিঃসারণ, দোয়া, স্তনস্থিত দ্রব দ্রব্যের বহির্নিঃসারণ। দুহ্যতেঽস্মিন্ দুহ আধারে ল্যুট্। ২ দোহনপাত্র।

"বালকেন নিনাদেন কাংস্যং ভবতু দোহনং।
দুহ্যেত পয় বৎসেন যস্তে হরতি পুরুষং ॥" (ভারত ১৩।৯৪।৪১)

দোহনী (স্ত্রী) দুহ্যতেঽস্যাং দুহ-ল্যুট্-ঙীপ্। দোহনপাত্র। পর্য্যায়—লেপন, পারী, দোহ, দোহন। (শব্দরত্নাবলী)

দোহনীকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এইখানে শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন হইত। (বৃন্দাবন লীলামৃত)

দোহরিঘাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজিমগড় জেলার ঘর্ঘরা নদীর তীরে একটি নগর। লোকসংখ্যা ৩৬৩৪, এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ও স্নানযাত্রায় এখানে মেলা হয়।

দোহল (পুং) দোহং আকর্ষং লাতীতি লা-ক। দোহদ, ইচ্ছা।

"অশোক! যদি সদ্যএব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যতে।
সুধা বহসি দোহলং ললিত কামি সাধারণং ॥"
(মালবিকাগ্নিমিত্র ৮।৪৭)

দোহলবতী (স্ত্রী) দোহলো ঽস্ত্যস্যাঃ মতুপ্ মস্য বঃ ঙীপ্। দোহদবতী।

দোহলী (স্ত্রী) দোহল-ঙীষ্। অশোকবৃক্ষ। (রাজনি°)

---

* "অর্কপত্রং ভবেদ্যাতুঃ প্রথমায়াস্তু ভক্ষণং।
দ্বিতীয়ায়াং ভবেদ্যাতুর্ভক্ষ্যং সতণ্ডুলোদকং ॥
তৃতীয়ায়াং তথা সর্পির্যবাগূঃ স্যাচ্চতুর্থিকে।
পঞ্চম্যাং তদ্ধবিষ্যং স্যাৎ ষষ্ঠ্যাং বা কাঞ্চনোদকং ॥
অপূপভুক্তিঃ সপ্তম্যামষ্টম্যাং বীজপূরকং।
নবম্যাং তোয়পানং স্যাদ্দশম্যাং গোমূত্রন্তু ততঃপরং ॥
একাদশ্যাং যবানদ্যাৎ দ্বাদশ্যাং পায়সং পিবেৎ।
ত্রয়োদশ্যাং গুড়ং লেহ্যং রুধিরং স্যাচ্চতুর্দ্দশে ॥
মুদ্গৌদনং ভবেদ্ভোজ্যং পঞ্চদশ্যাং বিযাসতঃ।
পঞ্চদশ্যাস্তথোরেবং যাত্রাযোগে বিধিঃ স্মৃতঃ ॥" (বৃহস্পতি)।

দোহস্ (পুং) দুহ-ভাবে-অসুন্। দোহন, প্রস্রবণ। "সুরা রুক্মে সমুহে দোহসা দিবঃ।" (ঋক্ ১০।১১।১) 'দোহসা দোহনেন' (সায়ণ)

দোহসে (অব্য) দুহতুমর্থে অসেন। দোহন করিতে। "মক্ষু ন যেষু দোহসে" (ঋক্ ৬।৬৬।৫) 'দোহসে কামান্ দোগ্ধুং।' (সায়ণ)

দোহা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত ভেদ। হিন্দী কবিতায় ব্যবহৃত হয়।

দোহাই (দেশজ) ১ শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার। ২ বিচার জন্ম দুঃখ প্রকাশ।

দোহাতা (দেশজ) দুই হস্ত পরিমিত।

দোহাদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পাঁচমহল জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৫৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ২০´ পূঃ। পশ্চিমে গুজরাট ও পূর্ব্বে মালব এতদুভয়ের সীমান্তদেশে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম দোহাদ হইয়াছে। এখানে একটী দুর্গ আছে। দুর্গটী গুজরাটের রাজা আহ্মদের সময়ে (১৪১২-১৪৪৩ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হয়। মজফ্‌ফরের সময়ে (১৫১৩-১৫২৬ খৃঃ অঃ) তাহার সংস্কার এবং সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময়ে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ইহার একবার জীর্ণসংস্কার করা হয়। এখানে ৫৩০ জন গুজরাটী ভীল সৈন্য আছে। লোকসংখ্যা একলক্ষের কিছু অধিক। মধ্যভাগ হইতে সমুদ্রতীরে যাইবার পথ দোহাদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এজন্য দোহাদ একটী সুন্দর বাণিজ্য স্থান। ইহার প্রাচীন নাম দধিপদ্রক।

দোহাপনয় (পুং) দোহং অপনয়তি স্বনিঃসরণেনেতি অপ-নী-অচ্। দুগ্ধ।

দোহার (দেশজ) সহায়তাকারী। যাত্রায় যাহারা বসিয়া গান গায়।

দোহারা (দেশজ) নাতিবলিষ্ঠ।

দোহিত (ত্রি) দোহ-তারকাদিত্বাদিতচ্। সঞ্জাত দোহ।

দোহিন্ (ত্রি) দুহ-শীলার্থে ঘিনুন্। দোহনশীল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দোহীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন দোগ্ধা দোগ্ধৃ ঈয়সুন্ তৃণোলোপঃ। অতিশয় দোগ্ধা। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দোহীয়সী।

দোহ্য (ত্রি) দুহ্যতে ইতি দুহ-ণ্যৎ। ১ দোহনীয়, দুহ্য, দোগ্ধব্য। ২ দুগ্ধ। দুহ্যতে দুগ্ধা ইতি। ৩ গোমহিষাদি।

"দশৈকপঞ্চসপ্তাহ মাসত্র্যহার্দ্ধমাসিকং।
বীজা যো বাহমস্ত্রীদোহ্য পুংসাং পরীক্ষণং॥" (যাজ্ঞ° ২।১৮০)

দৌঃসাধিক (পুং) দুর্দুষ্টঃ সাধঃ কর্ম্ম তত্র নিযুক্ত ঠক্। দ্বারস্থিত, দ্বারপাল।

দৌকূল (ত্রি) দুকূলেন পরিবৃতো রথঃ ইতি অণ্। (পরিবৃতো রথঃ। পা ৪।২।১০) দুকূলদ্বারা পরিবৃত রথাদি।

দৌগাই (পুং) অর্থ। (নিরুক্ত)

দৌড় (দেশজ) ১ শীঘ্র করিয়া যাওয়া। ২ বিস্তৃতি, পরিসর।

দৌড়ধাঁপ (দেশজ) শীঘ্র যাইবার চেষ্টা বা উদ্যম।

দৌড়াদৌড়ি (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া আসা।

দৌত্য (ক্লী) দূতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। ১ দূতকর্ম্ম, দূতের কার্য্য, দূতের ভাব। ২ ঘটকতা।

"দৌত্যঞ্চ তৎকৃতং ঘোরে বিগ্রহে জনমেজয়ঃ।" (হরি ১৭২।১৮)

দৌরাত্ম্য (ক্লী) দুর্নিন্দিত আত্মা স্বভাবঃ যস্য স দুরাত্মা তস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। ১ দুরাত্মার ভাব। ২ দুরাত্মার কার্য্য, দুরাত্মগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

"শঙ্কিতাঃ স্ম মহাভাগ। দৌরাত্ম্যাৎ তস্য চানঘ।"

(ভারত ২।১৫।৭)

দৌরিত (ক্লী) ক্ষতি, হানি।

দৌরেশ্রবস (পুং) সর্প-পুরোহিত পৃথু-শ্রবার গোত্রাপত্য।

দৌরেশ্রুত (পুং) সর্প-পুরোহিত তিমির্ঘের গোত্রাপত্য।

দৌর্গ (ক্লী) দুর্গস্য দুর্গায়া বা ইদং অণ্। ১ দুর্গসম্বন্ধী। ২ দুর্গাসম্বন্ধী।

"শ্রাবণী দৌর্গনবমী দূর্ব্বা চৈব হুতাশনী।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রির্বলেদিনং॥"

(কালমাধবধৃত বাক্য)

দৌর্গত্য (ক্লী) দুর্গতস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ দারিদ্র। ২ দুঃখিত দুরবস্থা।

"দৌর্গত্যাদেরনোজস্থং দৈন্যং মলিনতাদিকৃৎ।" (সাহিত্যদ°)

দৌর্গন্ধ্য (ক্লী) দুর্দুষ্টো গন্ধো যস্য দুর্গন্ধং। ততো ভাবে ষ্যঞ্। ১ দুর্গন্ধতা। ২ দুষ্টগন্ধযোগ। দুর্গন্ধনাশক তৈলের বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"চন্দনং কুঙ্কুমং মাংসী কর্পূরী জাতিপত্রিকা।
জাতী কক্কোলপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ॥
অগুরুশীরকাশ্মর্য্যঃ কুষ্ঠতগরমালিকা।
গোরোচনা প্রিয়ঙ্গুশ্চ চোলং মদনকং নথং॥
সরলঃ সপ্তপর্ণশ্চ লাক্ষা চামলকী তথা।
কর্চ্চূরকঃ পদ্মকশ্চ এতৈস্তৈলং প্রসাধিতং॥
প্রস্বেদমলদৌর্গন্ধ্যকণ্ডুকুষ্ঠহরং পরং।"

(গরুড়পু° ১৯৮ অ°)

চন্দন, কুঙ্কুম, মাংসী, কর্পূরী, জাতিপত্র, জাতী, কক্কোল, পূগ, লবঙ্গফল, অগুরু, শীর, কাশ্মরী, কুষ্ঠ, তগরমালিকা, গোরোচনা, প্রিয়ঙ্গু, চোল, মদনক, সরলকাষ্ঠ, সপ্তপর্ণ, লাক্ষা, আমলকী, কর্চ্চূরক ও পদ্মক এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রসাধিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে দৌর্গন্ধ্যনাশ হয়।

দৌর্গহ (পুং) দুর্গহস্যাপত্যং শিবাদিত্বাদণ্। ১ দুর্গহ ঋষির অপত্য, পুরুকুৎস ঋষি।

"সপ্তঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে" (ঋক্ ৪।৪২।৮)

"পুরুকুৎসস্য মহিষী দৌর্গহে বন্ধনে স্থিতে।

পত্যাবরাজকং দৃষ্ট্বা রাষ্ট্রং পুত্রস্য লিপ্সয়া॥" (ভাষ্যধৃতবাক্য)

২ অশ্ব। (নিরুক্ত) ইহার পাঠান্তর 'দৌগর্হ' এইরূপ স্থানে স্থানে দেখা যায়।

দৌর্গ্রহ (পুং) দুঃখেন গ্রহো গ্রহণমস্য অশ্বস্য তৎসাধ্যো যাগঃ অণ্। অশ্বমেধ যজ্ঞ। "তেনহ পুরুকুৎসা দৌর্গ্রহেণেজে" (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৫) 'দৌর্গ্রহেণাশ্বেন সংহতেন ক্রতুনা অশ্বমেধেনেজে' (ভাষ্য)

দৌর্গায়ণ (পুং) দুর্গস্যাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। দুর্গের অপত্য।

দৌর্গ্য (ক্লী) দুর্গস্য ভাবঃ দুর্গস্যেদং বা ষ্যঞ্। ১ দুর্গবৃত্তিধর্ম্ম। ২ দুর্গসম্বন্ধী।

দৌর্জন (ত্রি) দুষ্টলোক সমাকীর্ণ।

দৌর্জন্য (ক্লী) দুর্জনস্য ভাবঃ ইদং বা ষ্যঞ্। ১ দুর্জ্জনত্ব, দুর্জ্জনতা, ক্রূরতা। ২ দুর্ব্যবহার।

"তদিদং মম দৌর্জ্জন্যং বালিশস্য মহীয়সি।

ক্ষন্তুমর্হতি মাতস্ত্বং দিষ্ট্যা গর্ভো মৃতোত্থিতঃ॥"

(মহাভারত ৬।১৮।৭৬)

দৌর্বল্য (ক্লী) দুর্ব্বলস্য ভাব ইত্যর্থে ষ্য বা ষ্যঞ্। দুর্ব্বলতা, অল্পবলতা।

"অনাদেয়স্য চাদানাদ্দেয়স্য চ বিবর্জ্জনাৎ।

দৌর্বল্যং খ্যাপ্যতে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ নশ্যতি॥"(মনু ৮।১৭১)

রাজগণ যদি অগ্রাহ্য গ্রহণ ও গ্রাহ্যের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদের দৌর্বল্য জন্মে।

দৌর্ব্রাহ্মণ্য (ক্লী) দুর্ব্রাহ্মণস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুর্ব্রাহ্মণত্ব, কুব্রাহ্মণের কার্য্য।

দৌর্ভাগিনেয় (পুং স্ত্রী) দুর্ভগায়া অপত্যং পুমান্ দুর্ভাগাঠক্ ইনঙ্ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্চ। পা ৪।১।১২৬) দুর্ভাগা পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দৌর্ভাগিনেয়ী, দুর্ভাগার কন্যা।

দৌর্ভাগ্য (ক্লী) দুর্ভগস্য দুর্ভগায়া বা ভাবঃ ষ্যঞ্, ততো উভয়পদবৃদ্ধিঃ। দুর্ভগত্ব, দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য।

"ভুক্ত্বা পিতৃগৃহে নারী ভুঙ্‌ক্তে স্বামিগৃহে যদি।

দৌর্ভাগ্যং জায়তে তস্যাঃ শপন্তি কুলনায়িকাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

স্ত্রীগণ পিতৃগৃহে ভোজন করিয়া আবার সেই দিন যদি স্বামী গৃহে যাইয়া ভোজন করে, তাহাদের দৌর্ভাগ্য জন্মে এবং কুলনায়িকা সকল শাপ দেন।

দৌর্ভ্রাত্র (ক্লী) দুষ্টোভ্রাতা তস্য ভাবঃ যুবাদিত্বাদণ্। দুষ্ট ভ্রাতৃত্ব।

দৌর্মনস্য (ক্লী) দুষ্টং মনোযস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুঃখনিবন্ধন চিত্তাবসাদ, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা।

"তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে॥" (চণ্ডী)

দৌর্মন্ত্র (ক্লী) দুর্ম্মন্ত্রস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুর্ম্মন্ত্রতা।

দৌর্মিত্রি (স্ত্রী) দুর্মিত্রার অপত্য।

দৌর্মুখি (পুং) দুর্ম্মুখের গোত্রাপত্য।

দৌর্য্যোধন (ত্রি) দুর্য্যোধন-সম্বন্ধীয়।

দৌর্য্যোধনি (পুং) দুর্য্যোধনের গোত্রাপত্য।

দৌর্বাসস (ক্লী) দুর্বাসসা প্রোক্তং অণ্। দুর্ব্বাসাপ্রোক্ত উপপুরাণ ভেদ।

দৌর্বীণ (ক্লী) দুর্ব্বায়াঃ ইদং ষঞ্। ১ দুর্ব্বারস। ২ ইষ্টপর্ণ।

(মেদিনী)

দৌর্ব্রত্য (ক্লী) দুষ্টং খলনোচ্ছলনাদি ব্রতং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুষ্টব্রতত্ব। "ভিন্নং সৌব্রত্যেন রুদ্রং দৌর্ব্রত্যেন"

(শুক্লযজুঃ ৩৯।৯)

দৌর্হার্দ (ক্লী) কু-স্বভাব।

দৌর্হৃদ (ক্লী) দুর্হৃদোভাবঃ অণ্ বাহুলকাৎ ন দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। ১ ইচ্ছা, দোহদ। "লব্ধদৌর্হৃদানি বীর্য্যবন্তঃ চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি" (সুশ্রুত) [দোহদ দেখ।] ২ দূষিত হৃদয়ত্ব।

দৌর্হৃদয় (ক্লী) দুর্হৃদয়স্য দুষ্টহৃদয়যুক্তস্য ভাবঃ যুবাদিত্বাদণ্ ন দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। দুষ্টচিত্তত্ব।

দৌলত খাঁ, বঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ শাহাবাজপুর উপবিভাগের একটী গ্রাম। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ঝড় বন্যায় গ্রামটী ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহাতে গ্রামবাসী প্রায় সকলেই বিনষ্ট হয়। এখন দৌলতখাঁ প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

দৌলত খাঁ লোদি, ইনি জাতিতে আফগানবংশীয়। বহুদিন তোগলকবংশীয়দিগের অধীনে নানা উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া পরিশেষে মাহ্মুদতোগলকের নিকট আজিজ মমালিক উপাধি প্রাপ্ত হন। মাহ্মুদতোগলকের মৃত্যুর পর ১৪১৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ইহাকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। প্রায় এক বৎসর রাজত্বের পর ১৪১৪ খৃঃ অব্দে মূলতানের শাসনকর্ত্তা খিজির খাঁ কর্ত্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হয়। খিজির খাঁ চারি মাস দিল্লী অবরোধ করিয়া থাকেন, পরে তাঁহার হাতে দিল্লী ন্যস্ত হয়। খিজির খাঁ দৌলতকে অবিলম্বে ফিরোজাবাদের কারাগারে প্রেরণ করেন। দুইমাস কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া দৌলত কারাবাসেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দৌলত খাঁ লোদি বা দৌলতলোদি, ইব্রাহিম লোদির সময় ইনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অবিচারে

ও অত্যাচারে সকলেই প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে বেহারের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

দৌলত খাঁও বিদ্রোহী হইয়া তৈমুর-বংশধর বাবরকে কাবুল হইতে আহ্বান করিলেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাবর পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। দৌলত খাঁ বাবর আগমনের কিছু পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি বিদ্বান্ ও কবি ছিলেন।

দৌলত খাঁ লোদি শাহু খেল, ইনি বিদ্রোহী খাঁ জাহান্ লোদির পিতা। ইনি প্রথমে মির্জা আজিজ মোকা, পরে আবদুল রহিম খানখানান্ ও অবশেষে রাজকুমার দানিএলের অধীনে কর্ম্ম করিয়া দুহাজারী মন্সবদার পদে উন্নীত হন। ইনি ১৬০০ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করেন।

দৌলতরাও সিন্ধিয়া, মাধোজী সিন্ধিয়া অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। [মাধোজী সিন্ধিয়া দেখ।] মৃত্যুকালে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দরাওয়ের পুত্র দৌলতরাওকে আপন উত্তরাধিকারী নির্ণীত করিয়া যান। কিন্তু দৌলতরাও তখন পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক বালকমাত্র, কাজেই নানা-ফড়নবিস [নানাফড়নবিস দেখ।] মহারাষ্ট্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া পড়িলেন। মাধোরাও পেশবা তখনও অল্পবয়স্ক, ফড়নবিস তাঁহার চালচলন সম্বন্ধে বেশ একটু কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফড়নবিসের এইরূপ কঠোরতায় তিনি অবশেষে আত্মহত্যা সাধন করেন ও মৃত্যুকালে রঘুনাথরাওয়ের পুত্র বাজিরাওকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ফড়নবিস বাজিরাওকে একটু ভয় করিতেন, সেজন্য মৃত-পেশবার বিধবাপত্নীকে একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইয়া সেই পুত্রকেই পেশবা নামে অভিহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, কিন্তু অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি বাজিরাওয়ের সহিত মিশিয়া গেলেন। পরে বৃটীশ রেসিডেণ্ট মিঃ মলেটের যত্নাধিক্যে তিনি সম্রান্তব্যক্তি ও কর্ম্মচারীবর্গকে ডাকাইয়া বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা চিমনাজী অপাকে মৃত-পেশবার বিধবাপত্নীর দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ সম্বন্ধে অভিমত স্বীকার করাইয়া লইলেন। বাজিরাও এ সংবাদ পাইয়া নিজ মন্ত্রী বল্লভতাস্তিয়া ও দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে তাঁহারা আসিলেন। নানাফড়নবিস এ দুজনকেই ভয় করিতেন, তিনিও পরশুরামভাওকে নিজ সন্নিধানে আনিলেন। পরশুরাম ও ফড়নবিসের পক্ষীয় লোকেরা পরামর্শ করিয়া বাজিরাওয়ের পক্ষ অবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন এবং পরশুরাম শপথ গ্রহণ করিয়া বাজিরাওকে পুণায় লইয়া গেলেন। এদিকে বল্লভ পরশুরামের একপ্রকার আচরণে নিজ উদ্যমের বিফলতা অনুভব করিয়া চিমনাজি অপাকে পুণায় লইয়া গেলেন ও তাঁহাকে যথারীতি বিধবার দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে পেশবার গদীতে বসাইয়া দিলেন। কাজেই চিমনাজি অপাই পেশবা বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইলেন। পরশুরামই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নানাফড়নবিস ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে বিপন্ন অনুভূত করিয়া কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম সকল গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ফড়নবিসকে পুণায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। ফড়নবিস কোঙ্কণপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। বল্লভ চারিদিকে বিপদ্ দেখিয়া বাজিরাওকে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বাজিরাও আপন অনুচর ঘাটগয় সিরজিরাওয়ের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই পরামর্শের ফলে ঘাটগয় দৌলতরাওকে আপন কন্যা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাজিরাও বল্লভের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন না, তিনি দিল্লী না গিয়া অসুখের ভাণ করিয়া সেইখানেই রহিলেন।

এদিকে ফড়নবিস হায়দরাবাদের নিজামের [নিজাম দেখ।] সহিত সন্ধি করিয়া বাজিরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করিবার পথ করিয়া লইলেন। বেরারের রঘুজি ভোন্সে এবং ইংরাজগবর্মেণ্ট বাজিরাওয়ের পেশবা হওয়ার স্বপক্ষে মত দিলেন। সমস্ত ঠিক হইলে, দৌলতরাও প্রথমে বল্লভকে কারারুদ্ধ করিলেন। পরশুরাম গতিক দেখিয়া চিম্নাজি অপাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। ২৫শে নবেম্বর ফড়নবিস পুণায় প্রত্যাগমন করিলেন। বাজিরাও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর পেশবাপদে অভিষিক্ত হইলেন।

বাজিরাও কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন, রাজ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিমাত্রকে নিষ্কাশিত করিবারই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল এবং "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" তাঁহার মূলমন্ত্র। তিনি দৌলতরাওকে বুঝাইলেন, ফড়নবিসকে বিদূরিত না করিলে তাঁহাদের মঙ্গল নাই। এ কার্য্যে ইচ্ছা না থাকিলেও বাজিরাও আপন শ্বশুরের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এ কার্য্যে নিজ মত প্রকাশ করিলেন। দৌলতরাও ফড়নবিসকে ও অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে আহ্মদনগরে কারাবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ঘাটগয়ের কন্যা বৈজাবাইয়ের সহিত দৌলতরাওয়ের বিবাহ হইল। বাজিরাও

দৌলতরাওকে দুইলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনি পুণার অবস্থাপন্ন লোকদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে বলিলেন। নানাবিধ অত্যাচার করিয়া দৌলতরায়ের শ্বশুর ও মন্ত্রী ঘাটগয় টাকা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাহার পরও যখন দৌলতরাও পুণা ত্যাগ করিলেন না, তখন বাজিরাও কিছু চিন্তিত হইলেন।

তিনি নানাফড়নবিসের স্থানে অমৃতরাওকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দৌলতরাওয়ের ব্যবহারে ভীত হইয়া তিনি দৌলতরাওকে মারিবার জন্য অমৃতরাওকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। ষড়যন্ত্র হইল, কিন্তু ঠিক সময়ে কার্য্য হইল না, দৌলতরাও বাঁচিয়া গেলেন। বাজিরাওয়ের সহিত দৌলতরায়ের মনান্তর ঘটিল। বাজিরাও নিজামের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। দৌলতরায়ের চারিদিকে বিপদ্ জুটিল। তাঁহার সৈন্যগণের বেতন বহুদিন হইতে বাকি পড়িয়াছে। টিপুসুলতান তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। শেষে এই বিপদে নানাফড়নবিস ব্যতীত কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া ফড়নবিসকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। এই সময়েই দৌলতরাও ঘাটগয়ের অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। পেশবা এখন ভয় পাইয়া গোপনে ফড়নবিসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছলনাবাক্যে প্রতারিত হইয়া নানাফড়নবিস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পেশবা গোপনে নানাফড়নবিসকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য দৌলতরাওকে উত্তেজিত করিতেছেন, এ কথা দৌলতরাওয়ের নিকট অবগত হইয়া বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। দৌলতরাও ও বাজিরাও পরামর্শ করিয়া টিপুসুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু এই সময় টিপুর মৃত্যু হওয়ায় সে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে নানাফড়নবিসের মৃত্যু হয়, রাজ্যময় বিশেষ গোলযোগ ঘটিল। দৌলতরাও নানাফড়নবিসের নিকট এক কোটি টাকা পাইবেন, এই ছলে তাঁহার জায়গীর গ্রহণে উদ্যত হন ও ফড়নবিসের স্ত্রীকে একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। বল্লভ এই সময়ে মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হওয়ায় দৌলতরাও শ্বশুরের পরামর্শে বল্লভকে ধৃত করিয়া আহ্মদনগরে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় জীবলীলা সংবরণ করেন। পেশবা দৌলতরায়ের এই সকল কার্য্যে ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় নীরব রহিলেন। এই সময়ে যশোবন্তরাও হোলকর দৌলতরায়ের অধিকারভুক্ত প্রদেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে প্রথমতঃ হোলকরই জয়লাভ করেন, কিন্তু দৌলতরাও ইন্দোরের নিকটে এক যুদ্ধে হোলকরকে পরাজিত করেন। হোলকর তাহাতে ভীত না হইয়া দৌলতরায়ের অধিকৃত খান্দেশ আক্রমণ করেন ও ক্রমে পুণা পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। অক্টোবর মাসে হোলকরের সহিত দৌলতরাও ও পেশবার সৈন্যের যুদ্ধ হয়। পেশবা ও দৌলতরাও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নানাস্থান পরিভ্রমণের পর পেশবা বেসিনে ইংরাজদিগের সহিত একটী সন্ধিস্থাপন করেন। এই সন্ধিমত কতকগুলি ইংরাজসৈন্য পেশবার রক্ষণার্থ তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে ও তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ২৬ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে এই কথা রহিল। মহারাষ্ট্র সকলেই ইহাতে বিরক্ত হইলেন। নানাফড়নবিস ২৫ বৎসর ধরিয়া যে কার্য্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান ছিলেন, এখন তাঁহার মৃত্যুতে সহজেই তাহা সংঘটিত হইল। দৌলতরাও বেরারের রাজার সহিত যোগদান করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতি লইয়া ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সকল ইংরাজের কর্ণগোচর হইল। ইংরাজ পেশবাকে গদিতে বসাইবার জন্য প্রায় ২০ হাজার সৈন্য সঙ্গে লইয়া পুণায় আসিলেন। বাজিরাও আপন সিংহাসনে বসিলেন। হোলকর মালবে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তিনি আসিলেন না। দৌলতরাও কি করিবেন, তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। ইংরাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। জেনারল ওয়েলেসলির হাতে এ যুদ্ধের ভার সমর্পিত ছিল। তিনি প্রথমে আহ্মদনগর অধিকার করিলেন। এখন দৌলতরাও মহারাষ্ট্র সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও আসাই-ক্ষেত্রে ওয়েলেসলির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কর্ণেল ষ্টিভেনসন অবিলম্বে বুরহানপুর ও আসীরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরাজের সহিত ক্রমে দিল্লী, আগ্রা ও লাশবারিতে দৌলতরায়ের সেনানীর যুদ্ধ হয় ও প্রতিযুদ্ধেই দৌলতরায়ের সেনাক্ষয় ও পরাজয় ঘটে। কটক, বেরার প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজের মহাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। দৌলতরাও এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু সন্ধি হইল না। রঘুজি ভোন্‌স্লের ও দৌলতরায়ের সৈন্য পুনরায় ইংরাজ কর্ত্তৃক আরগাঁ নামক স্থানে আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগের শেষ আশা দূরীভূত হইল।

তখন সিরজি অঞ্জনগাঁও নামক স্থানে ইংরাজের সহিত দৌলতরাও ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির সর্ত্ত

অনুসারে দৌলতরাও দোয়াব ও অন্যান্য অনেকস্থান ছাড়িয়া দিলেন এবং ছয় হাজার ইংরাজসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার আপনার উপর গ্রহণ করিলেন।

এখন তাঁহার রাজপুতানায় জয়পুর ও যোধপুর এবং দক্ষিণে ও খান্দেশে পৈতৃক সম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই রহিল না। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক ভরতপুর দুর্গ-বিজয়ের পর সিন্ধিয়া হোলকরের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় গোলযোগ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তখন গবর্ণর জেনারল, তিনি দৌলতরায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত থাকিবার পাত্র নহেন।

১৮১৪-১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ যখন নেপালরাজের সহিত সমরে বিব্রত আছেন, তখন হোলকর, পেশবা ও দৌলতরাও সকলেই ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজ সৈন্য না আসিলে ইহারা যুদ্ধই করিতেন, সৈন্য আসিয়া পড়িল দেখিয়া সকলেই আপন আপন পথ দেখিলেন।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস পিণ্ডারি দমনে কৃত সঙ্কল্প হইয়া দৌলতরায়ের সহিত যুদ্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে প্রয়াস পাইলেন।

দৌলতরাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজগবর্মেণ্টের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি নেপালিদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন, পেশবার নিকট ইংরাজের বিপক্ষতা করিতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারল সৈন্যসহ তাহার রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি অবিলম্বে ইংরাজের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিলেন। এই সময় পেশবা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি পিণ্ডারিদিগকে এতদিন গোপনে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন সেই পিণ্ডারিদিগের ধ্বংসসাধনে ইংরাজদিগকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রতিযুদ্ধেই ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন। সাতারা পর্য্যন্ত ইংরাজের পদতলে পড়িয়া রহিল। দৌলতরাও এ সময়ে নিজে নিরস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ যশোবন্ত রাওকে পেশবার সাহায্যার্থ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা এজন্য দৌলতরায়ের আশীরগড় অধিকার করিয়া লইলেন। ক্রমে দেশময় ইংরাজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। দৌলতরাও মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গমের ন্যায় কালাতিপাত করিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দৌলত রায়ের বিধবা স্ত্রী এক জ্ঞাতিপুত্রকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে যে সিন্ধিয়াবংশের রাজারা অপুত্রক রহিবেন। একথা আজ পর্য্যন্ত সত্য হইয়া আসিয়াছে। সিন্ধিয়ার রাজগণ পুত্র-বিহনে একাল পর্য্যন্ত আপন আপন দত্তকপুত্রকেই রাজ্যদান করিয়া গিয়াছেন।

দৌলতশাহ, ইনি সমরকন্দের বখ্‌ত শাহের পুত্র। হিরাটের আবুল গাজী বাহাদুর ওরফে সুলতান হোসেন মির্জার সময়ে ইহার অভ্যুদয় হয়। ইহার লিখিত 'তাজকিরা দৌলত শাহী' নামে একখানি কবিজীবনী আছে। এই পুস্তকে দশজন আরব কবি ও একশত চৌত্রিশ জন পারসিক কবির জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। সুলতান হোসেন মির্জার সমকালীন ৬জন মন্ত্রি-কবির জীবনীও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। কবিজীবনী ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। দৌলত শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

দৌলতাবাদ, নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদ হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটী নগর। হিন্দুরাজগণের সময়ে ইহার নাম দেবগড় বা দেবগিরি ছিল।

[দেবগিরি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

দৌলেয় (পুং) দুলেরপত্যং ঠক্। কচ্ছপ।

দৌলেশ্বরম্, মান্দ্রাজের গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রীর ৪ মাইল দূরবর্ত্তী একটী নগর। দ্রাঘি° ৮১° ৪৮′ ৬৬″ পূঃ, অক্ষা° ১৬° ৫৬′ ৩৫″ উঃ। লোকসংখ্যা ১০৪৯২। পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে রাজমহেন্দ্রীর সীতাপতি রাজগণের সহিত ইলোরার মুসলমান রাজাদিগের যুদ্ধের সময় এই স্থানেই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। গোদাবরীর জল সঞ্চয়ের জন্য যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সে কল এই খানেই স্থাপিত আছে। এখানে পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া বাহির করা হয়।

দৌল্মি (পুং) দুল্মস্য অপত্যং দুল্ম-ইঞ্। ইন্দ্র।

দৌবারিক (পুং) দ্বারি নিযুক্তঃ ঠক্ (তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪।৪।৬৯) ততোন বৃদ্ধিঃ ঔ আগমশ্চ। দ্বাররক্ষক, দরওয়ান। পর্য্যায়—দ্বাঃস্থ, ক্ষত্তা, দণ্ডী, বেত্রধর, প্রতীহার, প্রতিহার, দর্শক, দ্বারী, বেতাল, দ্বারপালক, দৌঃসাধিক, বর্ত্তরুচ্, গর্ব্বাট, দণ্ডপাংশুল, দ্বাঃস্থিত, বর্ত্তরূক, দণ্ডবাসী। (ত্রিকাণ্ড)

দৌবারিকের লক্ষণ—উন্নত, সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট, কার্য্যকুশল, অনুদ্ধতপ্রকৃতি ও পরচিত্তগ্রাহক, এইরূপ লোক প্রতীহার অর্থাৎ দৌবারিকের উপযুক্ত।

"প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে ॥" (মৎস্যপু°)

নীতিকুশল চাণক্য দৌবারিকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।

অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥" (চাণক্য ১০৮)

যে ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়া সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারে এবং বলবান্, প্রিয়দর্শন, প্রমাদশূন্য ও কার্য্যদক্ষ সেই প্রতীহারের উপযুক্ত। যাহারা অস্ত্রশস্ত্রকুশল, দৃঢ়াঙ্গ এবং আলস্যশূন্য, তাহারাও প্রতীহারের যোগ্য। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত লোকদিগকে দ্বাররক্ষার কার্য্যে নিয়োগ করিবে। [প্রতীহার দেখ।] ২ একাশীতিপদস্থ বাস্তুদেবভেদ।

দৌবালিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ দৌবালিক দেশের রাজা ও অধিবাসী।

"দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশিরাস্তথা।

কর্ণ-প্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত॥" (ভারত সভা ৫১ অ°)

দৌশ্চর্ম্ম্য (ক্লী) দুশ্চর্ম্মণো ভাবঃ ষ্যঞ্। স্বভাবতঃ অনাবৃত মেঢ্র, যাহারা গুরুপত্নী হরণ করে, তাহাদের এই রোগ হয়। ইহা মহাপাতকজ চিহ্ন।

"ব্রহ্মহাক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্ম্যং গুরুতল্পগঃ।" (মনু)

দৌষ্ক (ত্রি) দোষাচরতি ইতি 'দোষ উপসংখ্যানং' ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠন্ ততোষত্বং। বাহুদ্বারা বিচরণকারী, যাহারা বাহুদ্বয় অবলম্বন করিয়া বিচরণ করে।

দৌষ্কুল (ত্রি) দুষ্টং কুলমস্য দুষ্কুল স্বার্থে অণ্। দুষ্টকুলযুক্ত।

"ন দুর্জ্জনে দৌষ্কুলো বা ব্রতৈর্যো বা ন সংস্কৃতঃ।"

(ভারত শান্তিপ° ৩৬ অ°)

দৌষ্কুলেয় (পুং) দুষ্কুলস্যাপত্যং তত্র ভবো বা ঠক্। দুষ্কুলজাত, যাহারা নিন্দিত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দৌষ্কুল্য (ত্রি) দুষ্কুল ষ্যঞ্ স্বার্থে ণ্যৎ বা। দুষ্টকুলযুক্ত।

দৌষ্কৃত্য (ক্লী) দুষ্টতা, মন্দ স্বভাব।

দৌষ্টব (ক্লী) দুষ্টোঃ অবিনীতস্য ভাবঃ অণ্। অবিনীতত্ব, দুষ্টের ব্যবহার।

দৌষ্পুরুষ্য (ক্লী) দুষ্টঃ পুরুষঃ তস্য ভাবঃ স্বার্থে বা ষ্যঞ্। ১ দুষ্টপুরুষ। ২ দুষ্টপুরুষের ভাব।

দৌষ্মন্ত (পুং) দুষ্মন্তস্যাপত্যং শিবাদিত্বাদণ্। দুষ্মন্ত নৃপতির অপত্য। ভরত।

দৌষ্মন্তি (পুং) দুষ্মন্তস্যাপত্যং দুষ্মন্ত-ইঞ্। দুষ্মন্তের অপত্য। ভরত। "ভরতশ্চৈব দৌষ্মন্তিং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুমঃ।"

(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ৬৭ অ°)

দৌষ্মন্ত্য (ত্রি) দুষ্মন্তস্যায়ং ণ্য। দুষ্মন্ত সম্বন্ধীয়।

দৌস, রাজপুতানায় জয়পুরের মধ্যে একটী নগর। এখানে এক সময়ে অম্বরের রাজধানী ছিল। এখানে অনেক হিন্দুমন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের শেষে বিদ্রোহী-নায়ক তান্তিয়া তোপীকে দুই দল ইংরাজ সৈন্য ঘিরিয়া ফেলিলে এইখানে ঘোর যুদ্ধ হয়। লোকসংখ্যা ৭৩৮৪।

দৌস্ত্র (ক্লী) দুষ্টা স্ত্রী তস্যা ভাবঃ যুবাদিত্বাদণ্। দুষ্টস্ত্রীর ভাব, দুষ্ট স্ত্রীর কার্য্য।

দৌহিক (ত্রি) দোহং অর্হতি ঠঞ্। নিত্য দোহার্হ, প্রতিদিন দোহনের যোগ্য।

দৌহিত্র (পুং স্ত্রী) দুহিতুরপত্যং বিদাদিত্বাদঞ্। দুহিতার অপত্য, দুহিতার সন্তান। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নাস্তি কশ্চন।

তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥" (মনু ৯।১৩৩)

লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে ধর্ম্মতঃ কোন বিশেষ নাই, কারণ একজন হইতেই পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে। দৌহিত্র পৌত্রের ন্যায় পরলোকে ত্রাণ করিয়া থাকে।

"পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।

দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ॥" (মনু ৯।১৩৯)

যতদিন দৌহিত্র না হয়, ততদিন কন্যার গৃহে পিতার ভোজন করিতে নাই, ভোজন করিলে নরক হইয়া থাকে। কিন্তু দৌহিত্র হইলে পর ভোজনে কোন দোষ হয় না।

"কন্যায়াং ব্রহ্মদেয়ায়ামভুঞ্জন্ সুখমশ্নুতে।

অথ ভুঞ্জতি যো মোহাৎ ভুক্ত্বা স নরকং ব্রজেৎ॥

অপ্রজায়াঞ্চ কন্যায়াং ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচন।

দৌহিত্রস্য মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচসি॥

মহাসত্ত্বসমাকীর্ণাৎ নাস্তি তে নরকাদ্ভয়ং।

তীর্ণস্ত্বং সর্ব্বদুঃখেভ্যঃ পরং স্বর্গমবাপ্স্যসি॥" (অগ্নিপুরাণ)

শূদ্রদিগের দৌহিত্র দত্তক হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি দৌহিত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন, তাহা সিদ্ধ হয় না।

"দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ।

ব্রাহ্মণাদি ত্রয়ো নাস্তি ভাগিনেয়সুতঃ ক্বচিৎ॥"(দত্তকমীমাংসা)

[দত্তক দেখ।]

দৌহিত্র মাতামহ ধনাধিকারী হইয়া থাকে, দুহিতার অভাবে দৌহিত্র ধন পাইয়া থাকে। [দায়ভাগ দেখ।]

(ক্লী) ২ খড়্গাদি।

"দৌহিত্রং খড়্গমিত্যাহুস্তপত্যং দুহিতুস্তিলাঃ।

কপিলায়া ঘৃতং চৈব দৌহিত্রমিতি চোচ্যতে॥"

(মার্কণ্ডেয়পু°)

দৌহিত্রক (ত্রি) দুহিতার পুত্র সম্বন্ধীয়।

দৌহিত্রবৎ (ত্রি) দৌহিত্রঃ বিদ্যতেহস্য, মতুপ্ মস্য ব। দৌহিত্রযুক্ত, যাহার দৌহিত্র আছে।

দৌহিত্রায়ণ (পুং স্ত্রী) দুহিতুরপত্যং যুবা বিদাদিত্বাৎ অঞ্, অঞি যুনি ফক্। দুহিতার যুবা অপত্য।

দৌহৃদ (পুং) দোহদ, গর্ভিণীর অভিলাষ।

"দৌহৃদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ।"(যাজ্ঞবল্ক্য ৩৭৯)

[দোহদ দেখ।]

দৌহৃদিনী (স্ত্রী) গর্ভবতী নারী।

"দ্বিহৃদয়াং নারীং দৌহৃদিনী মাচক্ষতে।" (সুশ্রুত)

গর্ভ হইলে নারীদিগের নিজের ও গর্ভের এই দুইটী হৃদয় লইয়া দ্বিহৃদয়া হয়, এই জন্য তাহাকে দৌহৃদিনী বলা যায়।

দ্যাদ্বিবেদী, একজন বৈদিক পণ্ডিত। ইনি ১৫৫০ সম্বতে নীতিমঞ্জরী নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দ্যাবিদ্যবি (স্ত্রী) দিবস। (নিরুক্ত)

দ্যামাক্ষমা (স্ত্রী) দ্যৌশ্চ ক্ষমা চ দিবো দ্যাবাদেশঃ। স্বর্গ ও পৃথিবী, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

দ্যাবাপৃথিবী (স্ত্রী) দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ, দিবো দ্যাবাদেশঃ। স্বর্গ ও পৃথিবী। বৈদিক পর্য্যায়—স্বধ, পুরন্ধ্রী, ধিষণ, রোদসী, ক্ষোণী, অম্ভসী, নভসী, রজসী, সদসী, সদ্মনী, ঘৃতবতী, বহুল, গভীর, গম্ভীর, ওম্ণী, চম্ব, পার্শ্ব, মহী, উর্ব্বী, পৃথ্বী, অদিতি, অহী, দূর, অস্ত, অপার, অর, পার, এই ২৭টী দ্যাবাপৃথিবীর পর্য্যায়। (বেদনিঘণ্টু ৩ অ°)

দ্যাবাভূমি (স্ত্রী) দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ, দিবো দ্যাবাদেশঃ। স্বর্গ ও পৃথিবী। "কোবস্ত্রাতা বসবঃ কোবরুতা দ্যাবাভূমী অদিতে ত্রাসীথাং নঃ। (ঋগ্বেদ ৪।৫৫।১)

"দ্যাবাভূমীজনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" (শ্রুতি)

দ্যু (ক্লী) দিব-উন্ কিচ্চ বা দ্যোতি ইতি দ্যু-কিপ্। ১ দিন। ২ গগন। ৩ স্বর্গ। (পুং) ৪ অগ্নি। (মেদিনী)

দ্যুক্ষ (ত্রি) দিবি দ্যুনি ক্ষয়তি ক্ষি-নিবাসে ড। ১ স্বর্গলোকবাসী। "দ্যুক্ষো রাজা গিরামক্ষিনোতিঃ।" (ঋক্ ৬।২৪।১)

'দ্যুক্ষো দ্যুলোকনিবাসী' (সায়ণ)

২ দীপ্তিযুক্ত। "দ্যুক্ষমর্য্যমনং ভগং" (ঋক্ ১।১৩৬।৬)

'দ্যুক্ষং দীপ্তিমন্তং' (সায়ণ)

দ্যুক্ষবচস্ (ত্রি) [বৈ] স্বর্গীয় দেবতার নাম উচ্চারণ।

দ্যুগ (পুং স্ত্রী) দ্যুনি দিবি আকাশে বা গচ্ছতি গম-ড। ১ পক্ষী। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ আকাশগামিমাত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্।

দ্যুগণ (পুং) দ্যুনাং দিবাং বা দিনানাং গণঃ। গ্রহগণের মধ্যগতি-সাধনাঙ্গ দিনবৃন্দ।

"রবিদিনান্তগতাধিকমাসকৈঃ

ক্ষতদিনৈঃ সহিতো দ্যুগণো বিধোঃ।" (সিদ্ধান্তশিরো°)

দ্যুগৎ (ক্লী) দ্যু-গম-কিপ্। শীঘ্র। (নিরুক্ত) "অতত্বাগীর্ভি দ্যুগদিন্দ্র" (ঋক্ ৮।৮৩।৪)

দ্যুচর (ত্রি) দিবি আকাশে চরতি চর-ট। ১ গ্রহ। ২ পক্ষী।

"দ্যৌশ্চচাল তদা রাজন্ দ্যুচরাশ্চ সহস্রশঃ।"(হরিব° ১৩২ অ°)

দ্যুজ্যা (স্ত্রী) অহোরাত্রবৃত্তের দলরূপা জ্যা।

"ক্রান্তেঃ ক্রমোৎক্রমজ্যে যে কৃত্বা তত্রোৎক্রমজ্যয়া।

হীনা ত্রিজ্যা দিনব্যাসদলং তদ্দক্ষিণোত্তরং॥" (সূর্য্যসি°)

দ্যুৎ (পুং) দ্যুত-কিপ্। ১ কিরণ। (ত্রি) ২ দ্যোতমান।

"সহি দ্যুতা বিদ্যুতা বেতি সাম" (ঋক্ ১০।৯৯।২) 'দ্যুতা দ্যোতমানেন' (সায়ণ)

দ্যুত (ত্রি) দ্যুত-ক। দ্যোতমান।

দ্যুতান (ত্রি) দ্যুত-শানচ্ বেদে গণব্যত্যয়াৎ শপোলুক্। দ্যোতনশীল। "দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু" (শুক্লযজুঃ ৫।২৭) 'দ্যুতানঃ দীপ্যমানঃ' (মহীধর)

দ্যুতি (স্ত্রী) দ্যুত-ইন্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা।

"রূপযৌবনশালিত্ব ভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণং।

শোভা প্রোক্তা সৈবকান্তির্মন্মথাপ্যায়িতা দ্যুতিঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩।১৩০)

৩ দেহজাত কান্তি, দেহের লাবণ্য। ৪ রশ্মি। ৫ চতুর্থ মনুর সময়ে ঋষিবিশেষ।

"চতুর্থস্য তু সাবর্ণে ঋষীন্ সপ্ত নিবোধ মে।

দ্যুতির্বশিষ্ঠপুত্রশ্চ আত্রেয়ঃ সুতপাস্তথা॥" (হরিবংশ ৭।৩৫)

৬ তামস মনুর পুত্রবিশেষ। (হরিব° ৭।২৩)

দ্যুতিকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, দ্যুতেঃ করঃ। ১ ধ্রুব। (ভূরিপ্রয়োগ) (ত্রি) ২ দীপ্তিকারক।

দ্যুতিত (ক্লী) দ্যুত-ভাবে ক্ত বাহুলকাৎ ন গুণঃ। ১ দীপ্তি। যে স্থলে গুণ হইবে, সেইখানে দ্যোতিত এইরূপ হইবে। দ্যুত কর্ত্তরি ক্ত। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত।

দ্যুতিধর (পুং) দ্যুতিং দেহগতাং কান্তিং ধারয়তি অন্তর্ভূতণ্যর্থে ধৃ-অচ্। বিষ্ণু। "তেজো বৃষো দ্যুতিধরঃ" (বিষ্ণুস°) 'দ্যুতিং অঙ্গগতাং কান্তিং ধারয়ন্-দ্যুতিধরঃ' (ভাষ্য)

দ্যুতিমৎ (ত্রি) দ্যুতি প্রশংসায়াং অস্ত্যর্থে বা মতুপ্। ১ প্রশস্ত কান্তিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পুং) ২ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। ৩ মেরুসাবর্ণ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ভেদ। (হরিব° ৭ অ°) ৪ মদ্রনৃপভেদ। (ভারত আদি ৯৫ অ°) ৫ শাল্বদেশের

নৃপভেদ। (ভারত আদি ২৩৪ অ°) ৬ মদিরাশ্বের পুত্র নৃপভেদ। (ভারত অনু ২ অঃ) ৭ প্রিয়ব্রতের পুত্র, ইনি পিতার নিকট ক্রৌঞ্চদ্বীপের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। (বিষ্ণুপু°)

দ্যুতিলা (স্ত্রী) দ্যুতিং লাতি লা-ক। ওষধিভেদ। (রত্নমালা)

দ্যুধুনি (স্ত্রী) স্বর্গনদী, গঙ্গা। "সিদ্ধৈর্দ্যুতো-দ্যুধুনিপাত শিবস্বনাসু" (ভাগ° ৩।২৩।৩৭)

দ্যুন (ক্লী) লগ্ন হইতে সপ্তমরাশি। "দ্যূনং দ্যূনং তথাস্ত্যাখ্যং ষট্‌কোণং রিপুমন্দিরং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দ্যুনিবাস (পুং) দিবি দ্যুনিবা নিবাসো যস্য। দেবতা। "শোকাগ্নিনাগাৎ দ্যুনিবাসভূয়ং" (ভট্টি)

দ্যুনিশ (ক্লী) দ্যু-চ নিশা চ তয়োঃ সমাহারঃ। অহোরাত্র। যথা "ভবতি কিং দ্যুনিশং দ্যুনিবাসিনাং" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

দ্যুনিবাসিন্ (পুং) দ্যুনি স্বর্গে নিবসতীতি বস-ণিনি। দেবতা।

দ্যুপতি (পুং) দ্যুনো দিনস্য পতিঃ। ১ দিনপতি, সূর্য্য। দ্যুনোস্বর্গস্য পতিঃ। ২ ইন্দ্র।

দ্যুপথ (পুং) দ্যুনো পন্থা ভতৎ। আকাশপথ, স্বর্গপথ।

দ্যুমণি (পুং) দ্যুনো গগনস্য মণিরিব। সূর্য্য। "রেণুর্দিশঃ খং দ্যুমণিশ্চ ছাদয়ন্" (ভাগ° ৮।১০।৩৮) ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ পরিশোধিত তাম্র।

"বিষমহৌষধভাগমধিকোষণা দ্যুমণি রক্তকমাত্রকমর্দ্দিতং॥"
'দ্যুমণিঃ মারিতং তাম্রং' (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

দ্যুমৎ (ত্রি) দ্যোঃ কান্তরস্ত্যস্তি দিব-মতুপ্ দিব উত্বং। কান্তিযুক্ত। "বীতিহোত্রং ত্বা কবে। দ্যুমন্তং।" (শুক্লযজুঃ ২।৪)

দ্যুমৎসেন (পুং) শাল্বদেশের এক রাজা। ইহার পুত্রের নাম সত্যবান্। ইনি দৈবদুর্বিপাকে নেত্রহীন হন, তখন ইহার পুত্র অতি শিশু, এই সময় সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া ইহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইনি পত্নী ও সত্যবান্‌কে লইয়া বনবাসী হইলেন।

সত্যবান্ অনন্যকর্ম্মা হইয়া পিতৃমাতৃশুশ্রূষায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা মদ্রদেশাধিরাজ অশ্বপতি বনে ইহার নিকট গমন করিয়া ইহার পুত্রের সহিত নিজ কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ দেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সত্যবানের আয়ু নিঃশেষিত হয়, তখন সাবিত্রী যমকে তাহার পাতিব্রত্যে বিমোহিত করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করেন। যম সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে কতিপয় বরপ্রদান করেন। এই যমের বরপ্রভাবে দ্যুমৎসেন চক্ষু ও রাজ্যপ্রাপ্ত হন এবং সত্যবান্‌ও জীবন লাভ করেন। [সাবিত্রী ও সত্যবান্ দেখ।] দ্যুমৎসেন রাজ্যলাভ করিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

একদা ইনি কতকগুলি বধযোগ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সত্যবান্ বলিয়াছিলেন, তাত! ইহাদিগকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম কখন অধর্ম্ম ও অধর্ম্মও কখন ধর্ম্ম হইতে পারে। কিন্তু বধ কখন ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহাতে দ্যুমৎসেন বলিলেন, বৎস! যদি তুমি বধ্যের অবধকে ধর্ম্ম বল, তবে দস্যু শাসিত হইবে কিরূপে? সুতরাং দুষ্টের দমন না হইলে কিরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত। ইহারা ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইলেই সূতমাগধাদি সকলেই ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। যাহাতে কাহারও দেহনাশ না হয়, এরূপ শাসন আবশ্যক। বিনাশাত্মক দণ্ড বিধান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, বরং তাহাদের বন্ধন, মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি দ্বারা দণ্ডবিধান করাই বিধেয় এবং তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা শুনিয়া দ্যুমৎসেন বলিয়াছিলেন, এইরূপ শাসন সত্যাদিযুগে যথেষ্ট হইত, এখন এরূপ দণ্ডে দস্যুশাসন দুর্ঘট। সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ! আপনি যদি হিংসা না করিয়া দস্যুদিগকে শাসন করিতে না পারেন, তবে নরমেধযজ্ঞ দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করুন। যখন দেখা যায়, যাহাকে বধ করা গেল, তাহার কোন উপকার হইল না, কেন না তৎপরেও আবার তাঁহার মত অন্য দোষী নয়নগোচর হইতেছে, তখন আমার মতে গুরুদোষে দোষীকে বরং আজীবন কারারুদ্ধ করিয়া তাহার মনের কলুষিতভাব দূর করিবার চেষ্টা করাই উচিত। দ্যুমৎসেন কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়া সত্যবানের উপর রাজ্যভার দিয়া পত্নী শৈব্যার সহিত বানপ্রস্থাবলম্বন করেন।
(মহাভারত আদি, শান্তি, বনপ°)

দ্যুমদ্গান (ক্লী) সামগান ভেদ।

দ্যুময়ী (স্ত্রী) বিশ্বকর্ম্মার কন্যা, সূর্য্যপত্নী।

"স্বরেণুর্দ্যুময়ী ছায়া প্রিয়ে চৈতে বিভাবসোঃ।" (ত্রিকাণ্ড)

দ্যুম্ন (ক্লী) দ্যামপিং মনতি অভ্যসত্যর্থে ম্না-ক। ১ ধন। ২ বল।
"অস্মাকং দ্যুম্নমধি পঞ্চকৃষ্টিষূচ্চা।" (ঋক্ ২।২।১০) ৩ অন্ন।
"বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।" (ঋক্ ৯।৮।৮)

দ্যুলোক (পুং) দ্যোরেব লোকঃ দিব উত্বং। স্বর্গলোক। ইহা তিনটী, প্রথম দুইটী সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী ও অপরটী যমলোকে প্রেতপুরুষ ধারণ করে। (ঋক্ ১।৭।৩৫-৩৬)

দ্যুবন্ (পুং) দ্যোতি দ্যু-কনিন্ (কনিন্ যু বৃষীতি। উণ্ ১।১৫৬) ১ সূর্য্য। ২ স্বর্গ।

দ্যুষদ (পুং) দিবি স্বর্গে সীদতীতি সদ-ক্বিপ্। হলদি বহুং

লোকে তুঃষস্ত্বং। ১ দেব, দেবতা। বৈদিক প্রয়োগে 'দ্যুষদ্' এইরূপ যত্ব প্রয়োগ আছে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে 'দ্যুসদ্' এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

"তমস্ত পূর্ব্বাবতরং তরস্বিনা মনঃসু যেন দ্যুসদাং ন্যধীয়ত।"

(মাঘ ১।৪৩)

২ গ্রহ। (গোলাধ্যায়)

দ্যুসদ্মন্ (পুং) দ্যুঃ সদ্ম যস্য। স্বর্গ।

দ্যুসরস্ (ক্লী) স্বর্গীয় হ্রদবিশেষ।

দ্যুসরিৎ (স্ত্রী) স্বর্গনদী মন্দাকিনী।

দ্যুসিন্ধু (স্ত্রী) মন্দাকিনী।

দ্যূ (ত্রি) দিব্যতি দিব-কিপ্ ঊট্। দেবক। ক্রীড়ক, অক্ষদ্যূ, পাশক্রীড়ক।

দ্যূত (ক্লী) দিব্য ক্রীড়ায়াং ভাবে ক্ত, ঊট্চ। পাশকাদি ক্রীড়া, অপ্রাণীকরণক ক্রীড়া, জুয়াখেলা। পর্য্যায়—অক্ষবতী, কৈতব, পণ। (অমর) এই ক্রীড়া বিশেষ অনিষ্টকর। মনু ইহার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

"দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবর্ত্তয়েৎ।
রাজান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং॥
প্রকাশমেতত্তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভি র্যৎক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু সবিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥
দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥"

(মনু ৯।২২১-২২৭)

রাজা বিশেষ মনোযোগ সহকারে রাজ্য হইতে দ্যূত ক্রীড়া নিবারণ করিবেন। দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী দোষ রাজাদিগের ও রাজ্যের হানিকর। ইহা প্রকাশ্য চৌর্য্য; এইজন্য ইহার প্রতিবিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে দ্যূত বলে এবং মেষ কুক্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া, তাহাকে সমাহ্বয় কহে। যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলকেই অপরাধানুসারে বৃস্তচ্ছেদাদি প্রাণিবধ পর্য্যন্ত সকল দণ্ড করিতে পারিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয়কর্ত্তা এবং নটবৃত্তিজীবী প্রভৃতিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিতে নাই। এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার বঞ্চনাদি করিয়া ভদ্র প্রজাদিগকে নানা প্রকারে পীড়া দেয়। দ্যূত যে মহদ্বৈধকর, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য বুদ্ধিমান্ লোক পরিহাসচ্ছলেও দ্যূতক্রীড়া করিবে না। প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে যাহারা দ্যূতক্রীড়া করেন, রাজা বিশেষরূপে তাহাদিগকে শাস্তিবিধান করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দ্যূতসমাহ্বয়াখ্যপ্রকরণে এইরূপ লিখিত আছে যে,—ধূর্ত্ত কিতব প্রতিবারে শতপণের ন্যূন পণ রাখে না, সভিক অর্থাৎ দ্যূত সভাধ্যক্ষ তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি-শতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং অপর ধূর্ত্ত কিতবের জয়লব্ধ দ্রব্য হইতে প্রতি শতে দশ-ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে। রাজা সেই দ্যূতসভাধ্যক্ষ ধূর্ত্ত কিতবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। সভিকও রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে। দ্যূতকরদিগের জয়লব্ধ বস্তু জিতের নিকট আদায় করিয়া দিবে। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিকযুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন। এইরূপ ধূর্ত্তসমাজ না হইলে রাজার দেওয়াইতে হইবে না। রাজা কতকগুলি ভৃত্যকেই দ্যূতক্রীড়ায় জয়পরাজয়নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করিতেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বাপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। রাজা এক ব্যক্তিকে দ্যূতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণীদ্যূতে এই বিধিই উক্ত আছে।

"গ্লহে শতিকবৃদ্ধেস্তু সভিকঃ পঞ্চকং শতং।
গৃহ্ণীয়াদ্ধূর্ত্তকিতবাদিতরাদ্দশকং শতং॥
স সম্যক্পালিতো দদ্যাৎ রাজ্ঞে ভাগং যথাকৃতং।
জিতমুদ্গ্রাহয়েজ্জেত্রে দদ্যাৎ সত্যং বচঃক্ষমী॥
প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে প্রসিদ্ধে ধূর্ত্তমণ্ডলে।
জিতং সসভিকে স্থানে দাপয়েদন্যথা ন তু॥
দ্রষ্টারো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এবহি।
রাজ্ঞা সচিহ্নং নির্ব্বাস্যাঃ কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ॥
দ্যূতমেকমুখং কার্য্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ।
এষএব বিধির্জ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যস' ২।২২০-২০৬)

মনু রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া একেবারে রহিত করিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কূট-দ্যূতই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"অক্ষবধ্রশলাকাদ্যৈর্দেবনং জিহ্মকারিতং।
পণক্রীড়াবয়োভিশ্চ পদন্দ্যূতসমাহ্বয়ং॥" (নারদ)

অক্ষ অর্থাৎ পাশা, বধ্র চর্ম্মপট্টিকা, শলাকা অর্থাৎ দন্তাদিনির্ম্মিত দীর্ঘ চতুরস্রা, এই সকল অপ্রাণিদ্বারা যে পণপূর্ব্বক ক্রীড়া হয় এবং পক্ষী ও পারাবতাদি প্রাণিদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে দূত ও সমাহ্বয় কহে। জুয়াখেলা মাত্রই দ্যূতক্রীড়ার মধ্যে গণ্য। অক্ষাদি ক্রীড়া কামজ ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত, এইজন্য সর্ব্বদাই প্রত্যেক ব্যক্তির এই ক্রীড়া হইতে বিরত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই দ্যূতক্রীড়ায় কত অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। পুরাণে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সত্যসন্ধ নল ইহারই প্রভাবে অপরিমিত ক্লেশ পাইয়াছেন।

দ্যূতকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্ দূতস্য করঃ ৬তৎ। দ্যূতকর্ত্তা, জুয়ারী। পর্য্যায়—ধার্ত্ত, ধূর্ত্ত, অক্ষধূর্ত্ত, অক্ষদেবী, দুরোদর, দ্যূতকৃৎ, কিতব, কৃষ্ণকোহল। (শব্দর°)

দ্যূতকার (ত্রি) দ্যূতং কারয়তি কৃ-ণিচ্-অচ্। দ্যূতকারয়িতা। দ্যূতং করোতি কৃ-অণ্। দ্যূতকর্ত্তা, দ্যূতকর। পর্য্যায়—সভিক, সভীক। (শব্দর°)

"মুহুর্বিস্মিতকর্ম্মাণং দ্যূতকারং পরাজিতং।" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪৩১)

দ্যূতকারক (ত্রি) দ্যূতং কারয়তীতি দ্যূত-কৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। দ্যূতকারয়িতা, যে দ্যূত ক্রীড়া করে।

দ্যূতকৃৎ (ত্রি) দ্যূতং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। দ্যূতকর, অক্ষক্রীড়ক।

দ্যূতপূর্ণিমা (স্ত্রী) দ্যূতায় যা পূর্ণিমা। কোজাগর পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমার দিন দ্যূতক্রীড়া করিতে হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। [কোজাগর দেখ।]

দ্যূতপৌর্ণমাসী (স্ত্রী) দ্যূতায় যা পৌর্ণমাসী। কোজাগরপূর্ণিমা।

দ্যূতপ্রতিপৎ (স্ত্রী) দ্যূতায় ক্রীড়ার্থং যা যা প্রতিপৎ। কার্ত্তিকমাসের শুক্লাপ্রতিপৎ। এই দিন প্রভাতকালে দ্যূতক্রীড়া করিতে হয়।

"শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে॥
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিতা॥
তস্মাদ্দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ।
তস্মিন্ দ্যূতে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ।
পরাজয়ো বিরুদ্ধশ্চ লব্ধনাশকরো ভবেৎ॥"(তিথিতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপু°)

পুরাকালে মহাদেব অতি মনোহর দ্যূত সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পার্ব্বতীর সহিত এই দ্যূত দ্বারা ক্রীড়া করেন, ইহাতে পার্ব্বতী জয় লাভ করেন, মহাদেব পরাজিত হন; এই জন্য শঙ্কর দুঃখী এবং পার্ব্বতী নিত্য সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই হেতু নরগণ দ্যূতপ্রতিপদের দিন প্রাতঃকালে দ্যূতক্রীড়া করিবে। যাহারা এই ক্রীড়ায় জয় লাভ করিবে, সেই বৎসর তাহার শুভ এবং যে পরাজিত হইবে, সে বৎসর তাহার পদে পদে অমঙ্গল এবং সঞ্চিত অর্থ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে। মহাদেব এই দিনে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রতিপদ্ তিথির নাম দ্যূতপ্রতিপৎ হইয়াছে।

এই প্রতিপদের অপর নাম কৌমুদী। যথা—

"তুষ্টার্থং কার্ত্তিকে তস্য শুক্লা যা প্রতিপত্তিথিঃ।
বিক্ষোর্দত্তা মহী তত্র কৌমুদী সা স্মৃতা বুধৈঃ॥
কুশব্দেন মহী জ্ঞেয়া মুদা হর্ষে চ বৈ দ্বিজ।
ধাতুজ্ঞৈঃ সর্ব্বশব্দজ্ঞৈঃ সা চ বৈ কৌমুদী স্মৃতা॥"(পাদ্মোত্তরখণ্ড)

কার্ত্তিকমাসের শুক্লা যে প্রতিপদ্ তিথি তাহার নাম কৌমুদী। কুশব্দে মেদিনী এবং মুদা হর্ষ, এইজন্য সকল ধাতুজ্ঞ ও সর্ব্বশব্দবিদ্ পণ্ডিতগণ এই তিথিতে প্রাতঃকালে দ্যূতক্রীড়া করিবে, তাহার পর বলি ও দৈত্য পূজাদি করিতে হইবে।

যথাবিধি সঙ্কল্পাদি করিয়া শালগ্রাম বা জলে 'এতদ্পাদ্যং বলয়ে নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ বলিরাজ! নমস্তুভ্যং বিরোচনসুত প্রভো।
ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥"

এইরূপে পূজা করিয়া উৎসবের সহিত দিনাতিপাত করিবে। যে হেতু এইদিন যে যেরূপ ভাবে অবস্থান করে, সেই বৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে দিনাতিবাহিত হয়। এই দিন শোক দুঃখ প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া আনন্দের সহিত কাটাইবে।

"যো যো যাদৃশ ভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং যুধিষ্ঠির।
হর্ষদৈন্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই তিথি অতিশয় পুণ্যা, এই দিনে স্নানদানাদি করিলে শতগুণ ফল হয়।

"মহাপুণ্যা তিথিরিয়ং বলিরাজ্যপ্রবর্দ্ধিনী।
স্নানং দানং শতগুণং কার্ত্তিকেঽস্যাং তিথৌ ভবেৎ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

দ্যূতবীজ (ক্লী) দ্যূতস্য বীজং কারণং। ১ কপর্দ্দক, কড়ি। ২ দ্যূতের কারণ।

দ্যূতবৃত্তি (পুং) দ্যূতং বৃত্তির্জীবিকা যস্য। সভিক, দ্যূতোপজীবী, দ্যূতসভার অধ্যক্ষ।

দ্যূতবৈতংসিক (পুং) যিনি প্রাণীদিগের যুদ্ধ দেখিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

দ্যূতসমাজ (পুং) অক্ষক্রীড়ার স্থান, যেখানে জুয়া খেলা হয়।

দ্যূন (ক্লী) লগ্নস্থান হইতে সপ্তমরাশি।

"ধীস্থানং পঞ্চমং জ্ঞেয়ং যামিত্রং সপ্তমং স্মৃতং।
দ্যূনং দ্যূনং তথাস্তাখ্যং ষট্‌কোণং রিপুমন্দিরং॥" (জ্যোতি°)

দিব-ক্ত, (দিবোঽবিজিগীষায়াং। পা ৮।২।৪৯) নিষ্ঠা-তস্য ন বস্য উট্‌। (ত্রি) ২ ক্ষীণ।

দ্যো (স্ত্রী) দ্যোতন্তে দেবা যত্র দ্যুত বাহুলকাৎ ডো। ১ স্বর্গ। ২ আকাশ। (পুং) ৩ অষ্টবসুর অন্যতম।

"পৃথ্বাদীনাং বসুনাঞ্চ মধ্যে কোঽপি বসূত্তমঃ।
দ্যোর্নামা তস্য ভার্য্যা সা নন্দিনীং গাং দদর্শ হ॥"
(দেবীভাগ° ২।৩।২৫)

ইনি বশিষ্ঠের শাপে পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুগণ কোন সময়ে নিজ নিজ স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হন, এবং এই আশ্রম হইতে পত্নীর বাক্যানুসারে নন্দিনীকে অপহরণ করেন, বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপ দেন। সেই শাপে ইনি পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। [ভীষ্ম দেখ।] (দেবীভাগ° ২।৩ স্কন্ধঃ, ভারত ১।৯৯ অ°)

মহাভারতে ইহার নাম 'দ্যু' এইরূপ উল্লেখ আছে।

দ্যোকার (ত্রি) দ্যোতুল্যান্ প্রাসাদাদীন্ করোতি কৃ-অণ্। প্রাসাদাদিকর শিল্পিভেদ।

"এবং ক্ষত্রিয়দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ।
দ্যোকারহেমকারাদিজাতিং নিত্যং সমাশ্রিতাঃ॥"
(ভারত শা° ৪৯ অ°)

দ্যোত (পুং) দ্যুৎ ভাবে ঘঞ্। ১ প্রকাশ। ২ আতপ।

দ্যোতন (ত্রি) দ্যুত শীলার্থে যুচ্। ১ দ্যোতনশীল, দ্যোতমান। (ক্লী) দ্যুৎ ভাবে ল্যুট্। ২ দর্শন। ৩ প্রকাশন। (পুং) দ্যুত-যুচ্। ৪ দীপ।

দ্যোতনি (ত্রি) দ্যুত-ণিচ্ অনি। প্রকাশক।

"আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রয়াং।" (ঋক্ ৩।৫৮।১)
'দ্যোতনিং প্রকাশকং সূর্য্যং' (সায়ণ)

দ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিঙ্গণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খদ্যোত। (হেম°)

দ্যোতিত (ত্রি) দ্যুত-ক্ত। দ্যুতিত, দীপ্ত।

"বস্ত্রাঙ্গরাগপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা।"
(রামায়ণ ২।৮২।২)

দ্যোভূমি (পুং) দ্যোরাকাশং ভূমিরিব যস্য। ১ পক্ষী। (স্ত্রী) দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ। ২ স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থেদ্বিবচনান্ত হইবে।

দ্যোষদ্ (পুং) দ্যবি স্বর্গে সীদতীতি সদ-ক্বিপ্। দেবতা, স্বর্গবাসী।

দ্যোত্র (ক্লী) দিব্যত্যস্মিন্নিতি দিব-ষ্ট্রন্ (দিবের্হ্র্যচ্চ। উণ্ ৪।১৬০) দ্যুাদেশঃ ততো বৃদ্ধিশ্চ। জ্যোতিঃপদার্থ।

দ্যোর্লোক (পুং) দ্যোরেব লোকঃ দ্যোলোকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দ্যুলোক, স্বর্গ।

"কিং তাৰ্জ্জিজয়তি পৃথিবীলোকমেব পুরোঽনুবাক্যয়া জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যোর্লোকং শস্যয়া।" (শতব্রা°১৪।৬।১।৯)

দ্রগড় (পুং) দ্রেতি গড়তি গড়-অচ্। বাদ্যবিশেষ, দগড়া নামে বিখ্যাত কাড়া। পর্য্যায়—প্রতিপত্তূর্য্য।

দ্রঙ্ক্ষণ (ক্লী) দ্রাঙ্ক্ষত্যনেনেতি, দ্রাঙ্ক্ষ-আকাঙ্ক্ষায়াং ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। তোলক, তোলা। পর্য্যায়—কোল, বটক, কর্ষার্দ্ধ। (বৈদ্যকপরিভাষা) এই শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগও দেখা যায়।

"................তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে।
ক্ষুদ্রকো বটকোশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে॥" (শার্ঙ্গধর ১।১অঃ)

দ্রঙ্গ (পুং) পুরীভেদ। (হেম)

"কর্বটাদধমো দ্রঙ্গঃ পত্তনাদুত্তমশ্চ সঃ।" (বাচস্পত্যধৃত)

দ্রঢ়িমন্ (পুং) দৃঢ়স্য ভাবঃ দৃঢ়-ইমনিচ্ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্ বা। পা ৫।১।১২২) ততো ঋকারস্য রকারঃ। দৃঢ়তা।

"লঘু গুরুতুলনা তুলা প্রকাণ্ডদ্রঢ়িমগুণঃ স ভবদ্ গুণত্রয়স্য।"
(শিবশতক ৪৩)

দ্রঢ়িষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন দৃঢ়ঃ ইতি ইষ্ঠন্। অতিশয় দৃঢ়।

দ্রধস (ক্লী) [বৈ] পরিচ্ছদ, পোষাক।

দ্রপ্স (ক্লী) দৃপ্যতি কফোঽনেন দৃপ° বাহু কস্ ঋতো রঃ। ১ ঘনেতর দধি, জলোদই। (পুং) ২ রস। "ভুবনানা মূর্শ্মি দ্রপ্সো অপামসি।" (শুক্লযজু° ১৪।৫) 'দ্রপ্সো রসঃ।' (বেদদীপ) ৩ দ্রুতগতিযুক্ত। "অসৃদ্রপ্সাস ইন্দবঃ।" (ঋক্ ৯।৬।৪) 'দ্রপ্সসাসঃ দ্রুতগতয়ঃ' (সায়ণ)

দ্রপ্স্য (ক্লী) তৃপ্যন্ত্যনেনেতি 'তৃপ অন্ন্যাদয়শ্চ' ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ঘনেতর দধি, জলোদই, ইহার রূপান্তর দ্রপ্স, দ্রাপ্স, ত্রপ্স। (অমরটীকা ভরত)। ২ শুক্র। (নিরুক্ত) (ত্রি) ৩ দ্রুতগমনশীল। ৪ দ্রুতহননশীল।

"পবমানঃ সন্ততিঃ প্রদুতামিব
মধুমান্ দ্রপ্স্যঃ পরিবারমর্ষতি॥" (ঋক্ ৯।৬৯।২)

দ্রমিল (পুং) দেশভেদ। তত্র ভব অণ্। দ্রামিল, দ্রমিল-দেশোদ্ভব। [তামিল দেখ।]

দ্রম্ম (পুং) লীলাবত্যুক্ত ষোড়শপণ মূল্যের মুদ্রা। (Drachm)
"বরাটকানাং দশকদ্বয়ং যৎ সা কাকিনী তাশ্চ পণচতস্রঃ।
তে ষোড়শ দ্রম্ম ইহাপি কীর্ত্তিতোদ্রম্মৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥"
(লীলাবতী)

দ্রব (পুং) দ্রু-অপ্। ১ দ্রবণ। ২ পলায়ন। ৩ পরীহাস। ৪ গতি। ৫ আসব। ৬ বেগ। ৭ ক্ষরণযুক্ত। ৮ আর্দ্র। (ত্রি) ৯ দ্রবত্বগুণযুক্ত মাত্র। ১০ দ্রবত্বরূপ গুণভেদ।
"গুরুণী দ্বে রসবতী দ্বয়ো নৈমিত্তিকোদ্রবঃ।" (ভাষাপরি° ২৮)

দ্রবক (ত্রি) দ্রু শীলার্থে ণ্বুল্। ১ পলায়নশীল। ২ ক্ষরণশীল।

দ্রবজ (পুং) দ্রবাজ্জায়তে জন-ড। ১ গুড়। ২ দ্রবজাত বস্তু মাত্র, যে সকল বস্তু দ্রবদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়।

দ্রবণ (ক্লী) দ্রু-ভাবে ল্যুট্। ১ গমন।
"তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ ভগবন্তং পিতামহং।
রোদনাদ্দ্রবণাৎ চৈব ততো রুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"
(হরিব° ১৯৬।৩৯)

২ ক্ষরণ। ৩ অনুতাপ।

দ্রবৎ (ত্রি) দ্রু-শতৃ। ১ ক্ষরণযুক্ত। (ক্লী) ২ শীঘ্র। (নিরুক্ত)

দ্রবৎপত্রী (স্ত্রী) দ্রবৎ পত্রং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শিমুড়ীবৃক্ষ। (রাজনি°)

দ্রবত্ব (ক্লী) দ্রবস্য ভাবঃ দ্রব-ত্ব। ন্যায়োক্ত সংগ্রাহক গুণভেদ, তরল গুণ, গলিয়া যাওয়া। এই দ্রবত্ব দ্বিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক।
"সাংসিদ্ধিকং দ্রবত্বং স্যাৎ নৈমিত্তিকমুদাহৃতং।
সাংসিদ্ধিকস্তু সলিলে দ্বিতীয়ং ক্ষিতিতেজসোঃ॥
পরমাণৌ জলে নিত্যমন্যত্রোঽনিত্যমুচ্যতে।
নৈমিত্তিকং বহ্নিযোগাৎ তপনীয় ঘৃতাদিষু॥
দ্রবত্বং স্যন্দতে হেতুর্নিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ।" (ভাষাপরি°)

যাহা স্বভাবসিদ্ধ দ্রব, তাহা সাংসিদ্ধিক এবং যাহা কারণ বশতঃ দ্রব হয়, তাহা নৈমিত্তিক। জলে দ্রবত্ব স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু ক্ষিতি ও তেজে যে দ্রবত্ব আছে, তাহা নৈমিত্তিক, পরমাণুরূপ জলে দ্রবত্ব সাংসিদ্ধিক, কিন্তু পার্থিব পরমাণ্বাদিতে দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। সুবর্ণ ও ঘৃতাদি তেজঃসংযোগে দ্রবত্ব হয়।

(স্ত্রী) দ্রব ভাবে তল্-টাপ্। দ্রবতা।
"ন চ ন দ্রবতা দ্রবতা পরিতো
হিমহান কৃতা ন কৃতা ক্বচন॥" (ভট্টি)

দ্রবদ্রব্য (ক্লী) দ্রবতীতি দ্রবং দ্রব্যং কর্ম্মধা। ১ দুগ্ধ, দধি, আজ্য, তক্র, আসব, জল ও তৈলাদি। ২ দৈহিকমূত্রাদি।

দ্রবন্তী (স্ত্রী) দ্রবতীতি দ্রু-শতৃ-ঙীপ্। ১ নদী। ২ মূষিকপর্ণী। মূষাকাণী, ছোটা, ভোয়নী (হিন্দীভাষা)। পর্য্যায়—শম্বরী, চিত্রা, পত্রশ্রেণী, আখুকর্ণিকা, মূষিকপর্ণী, প্রতিপর্ণশিফা, সহস্রমূলী, বিক্রান্তা। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রসবন্ধকারক, জ্বর, কৃমি ও শূলনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°)

দ্রবরস (ত্রি) দ্রবযুক্তো রসো যস্য। সার্দ্ররস।

দ্রবরসা (স্ত্রী) লাক্ষা। (রাজনি°)

দ্রবাধার (পুং) দ্রবাণাং দ্রব্যাণাং আধারঃ। ১ চুলুক। ২ দ্রব দ্রব্য রক্ষাপাত্র।

দ্রবায্য (ত্রি) দ্রু-আয্য। দ্রুতিশীল।

দ্রবি (ত্রি) দ্রাবয়তি অন্তর্ভূতণ্যর্থে দ্রু-ইন্। স্বর্ণাদি দ্রাবক, স্বর্ণকার। "দ্রবির্ন দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ" (ঋক্ ৬।৩।৫)

দ্রবিড় (পুং) স্বনামখ্যাত দেশভেদ। তেষাং রাজা সোঽভিজনোঽস্য বা অণ্। ২ দ্রবিড় দেশের রাজা। ৩ পিত্রাদিক্রমে দ্রবিড়দেশবাসী। বহুষু অণো-লুক্। ৪ ব্রাহ্মণভেদ।
"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতা পঞ্চ তে দ্রবিড়াঃ স্মৃতা॥"
(সহ্যাদ্রিখণ্ড)

সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়জাত জাতিভেদ।
"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥"
(মনু ১০।২২)

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত তনয়। যথা—ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড়। জামদগ্ন্য ভয়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। ইহাদের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—
"ততস্তু ক্ষত্রিয়াঃ কেচিৎ জামদগ্ন্যভয়ার্দ্দিতাঃ।
বিবিশুর্বারি দুর্গানি মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব॥
তেষাং স্ববিহিতং কার্য্যং তদ্ভয়ান্নানুতিষ্ঠতাং।
প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥
এবং তে দ্রবিড়াভীরা পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈঃ সহ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্যুত্থানাৎ ক্ষত্রধর্ম্মিণঃ॥"

(ভারত আশ্ব° ২৯ অ°)। কোন কোন ক্ষত্রিয় জামদগ্ন্য-ভয়ে ভীত হইয়া পর্ব্বতাদি দুর্গমস্থানে গমন করে, এবং সেইখানে জামদগ্ন্য-ভয়ে ক্ষত্রিয়োচিত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই ; তাহারা ব্রাহ্মণদিগের অদর্শন হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ও তাহারাই দ্রবিড় আভীরাদি।

দ্রবিড়ী (স্ত্রী) দ্রবিড় গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। রাগিণীবিশেষ।

দ্রবিণ (ক্লী) দ্রবতি গচ্ছতি দ্রূয়তে প্রাপ্যতে বেতি দ্রু-ইনন্

(দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। উণ্ ২।৫০)। ১ ধন। ২ কাঞ্চন। ৩ বল। ৪ পরাক্রম।

"দ্রবিণং পরিমিতমমিতব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাঞ্চলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥" (উদ্ভট)

(পুং) ৫ পৃথু রাজার পুত্রভেদ। (ভাগ° ৪।২২।৫৪) ৬ ধরনামক বসুর পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।৬৬।২১) ৭ কুশদ্বীপস্থিত সীমান্ত গিরিভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২২) ৮ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ এক বর্ষপুরুষ। "যাসামম্ভঃ পবিত্রমমল মুপযুঞ্জানা পুরুষর্ষভ দ্রবিণ দেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষাঃ।" (ভাগ° ৫।২০।২২)

দ্রবিণক (পুং) বসুসুতা, অগ্নির পত্নীভেদ। দ্রবিণ স্বার্থে-কন্। (ক্লী) দ্রবিণ।

দ্রবিণনাশন (ক্লী) দ্রবিণং নাশয়তি নাশি-ল্যুট্। শোভাঞ্জন, দ্রবিণনাশক, ইহা ভক্ষণ করিলে ধন নাশ হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। "শোভাঞ্জন ভক্ষণনিষেধো দৃষ্টফলক এব।" (স্মৃতি)

দ্রবিণপ্রদ (ত্রি) দ্রবিণং প্রদদাতি প্রদা-ক। ১ ধনদায়ক। (পুং) ২ বিষ্ণু, বিষ্ণু অভিলষিত ফল প্রদান করেন বলিয়া দ্রবিণপ্রদ নাম হইয়াছে।

"সুধন্বা খণ্ডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৭৪)

দ্রবিণস্ (ত্রি) দ্রবিণ মিচ্ছতি লালসায়াং ক্যচি সুক্ দ্রবিণস্যতি ততঃ ভাবে ক্বিপ্ অতো লোপে কৌ লুপ্তে ন স্থানিবদ্ভবতি ইতি যলোপঃ। ১ ধনেচ্ছা। "দ্রবিণোদা দ্রবিণসঃ গ্রাব হস্তাসং।" (ঋক্ ১।১৫।৭)

"দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্তিন্দবঃ।" (ঋক্ ৯।৮৫।১)

'দ্রবিণস্বন্তো ধনবন্তঃ' (সায়ণ)

দ্রবিণস্যু (ত্রি) দ্রবিণং আত্মনো লালসয়া ইচ্ছতি ক্যচি সুক্ দ্রবিণস্য উণ্। লালসাপূর্ব্বক ধনকামী। "দ্রবিণস্যু দ্রবিণসশ্চকানঃ।" (ঋক্ ১০।৬৫।১৬) বৈদিক প্রয়োগে এই রূপ হইবে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে "দ্রবিণীয়ু" এইরূপ পদ হইবে।

দ্রবিণোদস্ (ত্রি) ১ ধনদাতা। ২ অগ্নি, নাম নিরুক্তি—

"দ্রবিণং বলমিত্যুক্তং ধনঞ্চ দ্রবিণং ততঃ।
দদাতি তত্তবানেব দ্রবিণোদা স্তুতো ভব॥" (বরাহপু°)

দ্রবিণ শব্দের অর্থ বল ও ধন, যিনি ইহা দান করেন তিনি দ্রবিণোদা।

"দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাব হস্তাসো অধ্বরে।" (ঋক্ ১।১৫।৭)

অধ্বরে এবং যজ্ঞসমূহে ধনার্থী ঋত্বিকেরা প্রস্তর হস্তে করিয়া দ্রবিণোদা দেবকে স্তুতি করেন। যে সকল ধনের কথা শুনা যায়, দ্রবিণোদা আমাদিগকে সেই সকল ধন দান করুন। সেই সকল ধন আমরা যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করিব। (ঋক্ ১।১৫।৭-৮)

যাস্ক দ্রবিণোদা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'দ্রবিণোদা কস্মাদ্ধনং দ্রবিণমুচ্যতে, যদেতদভিদ্রবন্তি তস্য দাতা দ্রবিণোদা স্তস্যৈষা ভবতি দ্রবিণোদা।' (সায়ণ)

দ্রবিণোবিদ্ (ত্রি) ধন ও বল যিনি দান করেন। [দ্রবিণোদা দেখ।]

"ভবা সোম দ্রবিণোবিদ্ পুনানঃ।" (ঋক্ ৯।৯৭।২৫)

দ্রবিতৃ (ত্রি) দ্রু-শতৃ। গতিশীল।

"ন দ্রবিতা চেত্ততি ত্মন্মর্ত্ত্যোঽবর্ত্ত ওষধীষু।" (ঋক্ ৬।১২।৩)

দ্রবিত্নু (ত্রি) দ্রু-গতৌ ইত্নু চ। গতিশীল।

"রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুং।" (ঋক্ ১০।১১।৯)

দ্রবীকরণ (ক্লী) অদ্রবস্য দ্রবকরণং ইতি চিপ্রত্যয়েন সাধ্যং। গলান, যাহা পূর্ব্বে দ্রব ছিল না তাহাকে দ্রবীকরণ অর্থাৎ গলান।

দ্রবীকৃত (ত্রি) অদ্রবস্য দ্রবকৃতং। যাহাকে গলান হইয়াছে।

দ্রবীভাব (পুং) অদ্রবস্য দ্রবভাবঃ। দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া।

দ্রবীভূত (ত্রি) যাহা দ্রব হইয়াছে, গলিত।

দ্রব্য (ক্লী) দ্রোরিব দ্রু-যৎ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু (দ্রব্যঞ্চ ভব্যে। পা ৫।৩।১০৪) বস্তু।

"একমেবদহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ স পশুদ্রব্যসঞ্চয়ং॥" (মনু ৭।৯)

২ পিত্তল। ৩ বিত্ত। ৪ পৃথিব্যাদি নব পদার্থ। (ক্লী) ৫ বিলেপন। ৬ ভেষজ। ৭ দ্রুম বিকার। ৮ দ্রুমসম্বন্ধী। ৯ জতু। ১০ বিনয়। ১১ মদ্য।

। * । দ্রব্যের লক্ষণ ভাষাপরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে—

"ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম কালাদিগ্‌দেহিনৌ মনঃ।
দ্রব্যাণ্যথ...
ক্ষিত্যাদীনাং নবানান্ত দ্রব্যত্ব গুণযোগিতা।
ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ॥
পরাপরত্ব মূর্ত্তত্ব ক্রিয়াবেগাশ্রয়া অমী।
কাল খাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ॥
ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানি চত্বারি স্পর্শবন্তি হি।
দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষুঃ স্যাদথাকাশ-শরীরিণাং॥
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষো গুণ ইষ্যতে।
রূপদ্রবত্ব প্রত্যক্ষযোগিস্যাৎ প্রথমং ত্রিকং॥
গুরুণী দ্বে রসবতী দ্বয়োর্নৈমিত্তিকো দ্রবঃ।
আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষ গুণযোগিনঃ॥" (ভাষাপরি°)

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী ও

মন। ক্ষিত্যাদি নয়টীর নাম দ্রব্য। কেবল নাম নির্দ্দেশ করিলে ইহার কিছুই বলা হয় না, ন্যায়দর্শনে ইহার বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ক্ষিতি দ্রব্য গণনায় প্রথম। ইহার অনেকগুলি লক্ষণ যথা—গন্ধবত্ব, নানাজাতীয় রূপবত্ব, ষড়্‌বিধ রসবত্ব ও পাকজ স্পর্শবত্ব। গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্য গন্ধবতী বলিলে পৃথিবীকেই বুঝাইবে। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি যে কোন গন্ধই অনুভব করা যায়, সকল প্রকার গন্ধই পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই।

রূপবত্ব—নানাজাতীয় রূপ, ক্ষিতি ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। এই জন্য নানাজাতীয় রূপবত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। জল ও তেজে যে রূপ আছে, তাহা শুক্ল।

রসবত্ব—ষড়্‌বিধ রস কেবল পার্থিব পদার্থেই বিদ্যমান, এই জন্য ষড়্‌বিধ রসবত্ব ক্ষিতির লক্ষণ। জলের স্বাভাবিক রস মধুর, কষায়, লবণ প্রভৃতি। রস পার্থিবাংশ সহযোগে উৎপন্ন হয়।

পাকজস্পর্শবত্ব—পাকজস্পর্শ ক্ষিতি ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্য পাকজস্পর্শবত্ব পৃথিবীর লক্ষণ।

ক্ষিতিতে চতুর্দ্দশ প্রকার গুণ আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ, গুরুত্ব এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। ইহার মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটী বিশেষ গুণ।

ক্ষিতি দুইপ্রকার নিত্য ও অনিত্য। পার্থিব পরমাণু নিত্য। অনিত্য পৃথিবী তিনরূপে বিভক্ত করা যায়—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পার্থিব দেহ চতুর্ব্বিধ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিবেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়, তাহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যাহা দেহ নহে ইন্দ্রিয়ও নহে অথচ পৃথিবী তাহাই বিষয়, স্থূলতঃ ভোগ্য পৃথিবী বলিলেও বলা যায়। দ্ব্যণুক হইতে এই বিস্তৃত পৃথিবী সমুদয়ই বিষয়।

অপ্‌ দ্রব্যগণনায় দ্বিতীয়। জলেরও লক্ষণ অনেকগুলি আছে—শুক্লরূপত্ব, মধুররসত্ব, শীতলস্পর্শবত্ব, স্নেহবত্ব ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব।

জলে আর কোন রূপ নাই কেবল শুক্লরূপ আছে। পৃথিবীতে নানারূপ। মধুর রস জলে আছে, আর কোন্ রস জলে নাই। মধুর রসমাত্রবিশিষ্ট বলিলে জলই বোধ হয়, এই জন্য মধুররসমাত্রবত্ব জলের লক্ষণ।

স্নেহবত্ব—স্নেহ মসৃণতা, মসৃণতা জলের গুণ, স্নেহ আর কিছুতেই নাই। ঘৃত তৈলাদিতে যে স্নেহ আছে, তাহা ঘৃত তৈলের অন্তর্গত জলীয়াংশের গুণ। এই জন্য স্নেহবিশিষ্ট বলিলে জলকেই বুঝায়, অতএব স্নেহবত্ব জলের লক্ষণ।

সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব—অর্থাৎ স্বাভাবিক তরলতা, স্বাভাবিক তরলতা জল ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। এই জন্য সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ববত্ব জলের লক্ষণ। জলে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী গুণ আছে। যথা—রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব ও স্নেহ। ইহার মধ্যে রূপ, রস, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব ও স্নেহ এই পাঁচটী বিশেষ গুণ। জল দ্বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য, অপর সমুদায় জলই অনিত্য। এই জলীয় পরমাণু হইতেই অপার দুস্তর জলনিধির সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয়ের ধবলভূষণ তুষাররাজিই এই পরমাণু হইতে উৎপন্ন। স্থূল জলের সকল গুণই জলীয় পরমাণুতে আছে, ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে।

অনিত্য পৃথিবীর ন্যায়, অনিত্য জলও ত্রিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। জলীয় দেহ অযোনিজ। জলীয় দেহ বরুণলোকবাসীদিগের জানিতে হইবে। রসনেন্দ্রিয়ই জলীয় ইন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা রসাস্বাদন করা যায়, তাহাই রসনেন্দ্রিয়। যাহা দেহও নহে ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ জল, তাহাই বিষয়াত্মক জল, স্থূলতঃ ভোগ জল বলিলেও বলা যায়। হিমকণা হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদায়ই বিষয়।

তেজঃ—দ্রব্যগণনায় তৃতীয়। ইহার লক্ষণ উষ্ণ, স্পর্শবত্ব, ভাস্বরশুক্লরূপবত্ব এবং নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ব। যাহাতে উষ্ণস্পর্শ আছে, ভাস্বরশুক্লস্পর্শ আছে এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে, তাহারই নাম তেজ। তেজে আর কোনই স্পর্শ নাই, কেবল উষ্ণস্পর্শ, বহ্নি ও সূর্য্যকিরণ ইহার উদাহরণ। উষ্ণস্পর্শ আর কিছুতেই নাই, কেবল তেজে আছে, তাই উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট বলিলে কেবল তেজই বুঝায়। এই জন্য উষ্ণস্পর্শবত্ব তেজের লক্ষণ। তেজে আর কোনরূপ নাই, কেবল ভাস্বরশুক্লরূপ আছে, হীরকাদি ইহার উদাহরণ। ভাস্বরশুক্লরূপও তেজ ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। সুতরাং ভাস্বরশুক্লরূপ বলিলে তেজকেই বুঝায়। এই জন্য ভাস্বর শুক্লরূপবত্ব তেজের লক্ষণ।

তেজে স্বাভাবিক দ্রবত্ব নাই, কিন্তু নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে; ইহার উদাহরণ সুবর্ণাদি। সুতরাং নৈমিত্তিকদ্রবত্ববিশিষ্ট বলিলে তেজকে বুঝায়। নৈমিত্তিকদ্রবত্ব অর্থে বস্তন্তরের সাহায্যসম্ভূত তরলতা। অগ্নির উত্তাপাধিক্যে সুবর্ণাদি তেজঃ পদার্থ গলিয়া যায়, কিন্তু ইহা জলের ন্যায় স্বাভাবিক তরল নহে। এই জন্য নৈমিত্তিক দ্রবত্ববত্ব তেজের লক্ষণ।

তেজে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী গুণ আছে, যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, রূপ, দ্রবত্ব এবং বেগাখ্য-সংস্কার। ইহার মধ্যে স্পর্শ ও রূপ এই দুইটী বিশেষ গুণ। তেজঃ দ্বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। তৈজস পরমাণু নিত্য তেজ, অপর সকল তেজই অনিত্য। পৃথিবী হইতে বৃহত্তর সূর্য্যমণ্ডল, শত শত নক্ষত্র মণ্ডল এবং সুবর্ণ হীরকাদি তৈজস পরমাণু হইতে উৎপন্ন। স্থূল-তেজের সকল গুণ ও সকল ক্রিয়াও পরমাণুতে বর্ত্তমান। অনিত্য পৃথিবীর ন্যায় অনিত্য তেজও ত্রিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। তৈজসদেহ অযোনিজ, ইহা স্বর্গগামীদিগের জানিতে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই তৈজস ইন্দ্রিয়। যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ তেজ, তাহাই বিষয়াত্মক তেজ। অগ্নি, সুবর্ণ, সূর্য্য এই সকল বিষয়।

বায়ু—দ্রব্যগণনায় চতুর্থ। বায়ুর লক্ষণ একটী বা দুইটী মুক্তাবলীকারের অভিপ্রেত। বায়ুর প্রথম লক্ষণ অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্ব, অপর লক্ষণ তির্য্যক্‌গমনবত্ত্ব। ইহা একটু বিশদ করিয়া বলা যাউক। বায়ুতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, বায়ুতে স্পর্শ আছে, কিন্তু স্পর্শ এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। কঠিনস্পর্শ, কোমলস্পর্শ, বাষ্পস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শ; স্থূলতঃ বায়ুর এই পঞ্চবিধ স্পর্শ ভেদ করা যাইতে পারে। কঠিন, কোমল এবং বাষ্পস্পর্শ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শও পরস্পরে বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহার মধ্যে বায়ুতে কোন্ স্পর্শ বর্ত্তমান। অপাকজ অনুষ্ণ অশীতস্পর্শ বায়ুতে আছে। এই বায়বস্পর্শের স্থূলসংজ্ঞা বাষ্পস্পর্শ বলা হইয়াছে। স্পর্শ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণ ভেদাৎ সত্রিবিধোমতঃ।" (ভাষাপ°)

স্পর্শ ত্রিবিধ, অনুষ্ণাশীত, শীতল এবং উষ্ণ। কঠিন ও কোমলস্পর্শ পৃথিবীতে আছে, কঠিন ও কোমলস্পর্শেও অনুষ্ণাশীতস্পর্শের অন্তর্গত। পৃথিবীতে যে অনুষ্ণাশীত স্পর্শ আছে, তাহারই নামান্তরঃ কঠিনস্পর্শ ও কোমলস্পর্শ। আর অপর প্রকার অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুতে আছে, আমরা এই অনুষ্ণাশীত স্পর্শের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করিয়া তাহার স্থলে কঠিনস্পর্শ, কোমলস্পর্শ এবং বাষ্পস্পর্শ এই তিন প্রকার স্পর্শের উল্লেখ করিয়াছি। বায়ুর অনুষ্ণাশীতস্পর্শই আমাদের কথিত বাষ্পস্পর্শ। এই অপাকজ—অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুতে আছে, 'অপাকজানুষ্ণশীত স্পর্শবান্' বলিলেই বায়ুকেই বুঝায়। এইজন্য অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্ব বায়ুর লক্ষণ। তির্য্যক্ গমন বায়ুতে আছে। তির্য্যক্ গমন অর্থে বক্রগতি, বায়ুতে সরল গতি নাই, ঊর্দ্ধগতি নাই, অধোগতি নাই, বায়ুর গতি কেবল বক্র, এই জন্য তির্য্যক্‌গমনবান্ বলিলে বায়ুকে বুঝায়।

প্রাচীন মতানুসারে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বায়ুর অপর লক্ষণ 'স্পর্শাদ্যনুমেয়ত্ব', স্পর্শ প্রভৃতিদ্বারা যাহার অনুমান হয়, তাহাই স্পর্শাদিঅনুমেয়। অতএব স্পর্শাদ্যনুমেয়ত্ব বায়ুর লক্ষণ। বায়ুতে ৯টী গুণ আছে, যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্যসংস্কার। ইহার মধ্যে কেবল স্পর্শই বিশেষ গুণ। বায়ু দ্বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্যবায়ু, তদ্ভিন্ন আর সকল বায়ু অনিত্য। দ্যাবা-পৃথিবী পরিব্যাপক বায়ু এই বায়বীয় পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। স্থূলবায়ুর সকল গুণই বায়বীয় পরমাণুতে বর্ত্তমান। অনিত্য পৃথিব্যাদির ন্যায় অনিত্যবায়ু তিনপ্রকার। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়বীয়-দেহ অযোনিজ, এই দেহ প্রেত পিশাচাদির হইয়া থাকে। ত্বগিন্দ্রিয়ই বায়বীয় ইন্দ্রিয়। যাহা দেহও নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ বায়ু, তাহাই বিষয়াত্মক বায়ু, এই বায়ু উনপঞ্চাশৎ প্রকার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

আকাশ দ্রব্য গণনায় পঞ্চম। আকাশ লইয়া নব্য ও প্রাচীন উভয় দার্শনিক সম্প্রদায়দিগের বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নৈয়ায়িকদিগের মতে আকাশের অবয়ব নাই, অথচ সর্ব্বব্যাপক, আকার নাই অথচ গুণবান্, এই আকাশের সহিতই ব্রহ্মের সাদৃশ্য দেখা যায়। আকাশ অনন্ত, অপরিসীম, অনাদি ও অব্যয়। আকাশ যাবতীয় মূর্ত্তদ্রব্যে সংযুক্ত। মূর্ত্ত অর্থে যাহার পরিমাণ স্থির করা যায়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই সকল ভূত অপেক্ষা যিনি বিরাট, বিশ্বব্যাপক, যিনি পৃথিবীর ভিতরে বাহিরে, জলের ভিতরে বাহিরে এবং তেজের ভিতরে বাহিরে ও বায়ুর সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, সেই নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্লেপ, পরম মহৎ পদার্থের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে, এই মহৎ পদার্থই আকাশ।

আকাশের লক্ষণ—'শব্দাশ্রয়ত্বং আকাশত্বং।' যে শব্দের আশ্রয় সে আকাশ। শব্দের আশ্রয় আর কেহ নহে, কেবল আকাশ। শব্দ আর কোন দ্রব্যে থাকে না, কেবল আকাশেই থাকে। আকাশের এই কয়টী গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ এবং শব্দ। আকাশের বিশেষ গুণ মাত্র শব্দ। আকাশ নিত্যদ্রব্য, আকাশের অবয়ব নাই এবং দেহাদিরও বিভাগ নাই। আকাশ স্বরূপ ইন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়ের নাম কর্ণ।

কাল দ্রব্য গণনায় ষষ্ঠ। নৈয়ায়িক মতে কালের বিষয়

পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে না। কালকে কেহ চক্ষে দেখে নাই, কেহ স্পর্শ করিয়া কালের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে নাই, কেহই প্রমাণ লইয়া কালের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ কালকে না জানে কে? কালের আস্বাদ লইয়া কেহ কখন মধুর রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই, মধুর শব্দের মত কর্ণ ভরিয়া কেহ কখন কালামৃত পান করিতে পারেন নাই, তথাচ কালের কথা, কালের সত্তা সকলেরই প্রাণে প্রাণে গ্রথিত। জন্য জনকত্বই কালের লক্ষণ, কাল জন্য মাত্রেরই জনক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি আছে, তাহাই জন্য, কাল তৎসমুদায়েরই জনক বা কারণ। এই জন্য জনকত্ব কালের লক্ষণ। কাল যে জন্য মাত্রেরই জনক, ইহা এক প্রকার চক্ষের উপরই দেখা যায়। কালে উৎপত্তি, কালে লয়, কত বস্তুর বিকাশ হইতেছে, আবার কালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অতএব সকলের মূলই কাল। অদ্য ঘট হইতেছে, কল্য বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, এই সব কথায় বুঝা যায়, ঘট এবং বস্ত্রের উৎপত্তির অধিকরণ কালকেই করা হইতেছে। অদ্য, কল্য প্রভৃতি শব্দ কালের পরিচায়ক। যে যে বস্তুর উৎপত্তির অধিকরণ যে জিনিষে হয়, সে বস্তুর জনকত্ব বা কারণত্ব সেই জিনিষে থাকে। অতএব ঘট পটাদির উৎপত্তির অধিকরণ বলিয়া কালও ঘট পটাদির কারণ হইয়াছে, মূলকথা যে উৎপত্তির অধিকরণ, সেই উৎপত্তির কারণ, যে জিনিষ যে বস্তুর উৎপত্তির কারণ, সে জিনিস তাহারও কারণ। অতএব কাল জন্য পদার্থের কারণ। খণ্ডকালের খণ্ডকার্য্যের কারণত্ব লইয়াই সামান্যতঃ জন্য জনকত্ব কালের লক্ষণ হইয়াছে।

কাল নিত্য। নিত্য কালের নামান্তর মহাকাল। এই মহাকাল এক। কাল এক হউক, অনেক হউক, এই কাল স্বীকারের আবশ্যকতা কি? ন্যায়মতে, পদার্থসিদ্ধির এক যুক্তি হইল, লাঘব। কাল মানিলে যদি লাঘব হয়।

দিক্ দ্রব্য গণনায় সপ্তম। দেহী দ্রব্য গণনায় অষ্টম এবং মন নবম। [দিক্, জীবাত্মা ও মন দেখ।]

এই নববিধ পদার্থই নৈয়ায়িকগণের দ্রব্য পদার্থ।

(ভাষাপরি° ও সিদ্ধান্তমুক্তা°।)

বৈদ্যকমতে দ্রব্যের লক্ষণ পঞ্চবিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"রসোগুণ স্তথা বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
পঞ্চানাং যঃ সমাহার স্তদ্দ্রব্যমিতি কথ্যতে॥

রস গুণ, বীর্য্য, বিপাক এবং শক্তি এই সকলের সমাহারের নাম দ্রব্য। এই দ্রব্যের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—কোন কোন আচার্য্যেরা দ্রব্যই প্রধান বলেন। কারণ প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস প্রভৃতি অব্যবস্থিত, যথা অপক্বফলে যেরূপ রসগুণ প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, পক্বফলে সেইরূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য নিত্য এবং রসগুণ প্রভৃতি অনিত্য, কারণ কল্কাদির স্থলে দ্রব্য, রস ও গন্ধবিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধহীন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ দ্রব্যজাতীয় গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা পার্থিব দ্রব্য কখন অন্যভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থতঃ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয়, রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চমতঃ দ্রব্য আশ্রয় এবং রস প্রভৃতি তাহার আশ্রিত, ষষ্ঠতঃ ঔষধের পথ্য বর্ণন করিতে হইলে দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। সপ্তম শাস্ত্র প্রমাণ হেতু। অষ্টম রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যের অবস্থা সাপেক্ষ, যথা তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক্ব দ্রব্যের পক্ব রস, ইত্যাদি। নবম—দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধিশান্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার গুণের ন্যায় দ্রব্য ও দ্রব্যে লক্ষণ সমবায়িকারণ অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন্ ফল হইবে, সেই দ্রব্য এবং তাহার গুণ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল উৎপাদনের কারণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায়িকারণ, অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল জন্মায়।

কেহ কেহ ইহা স্বীকার না করিয়া রসকেই প্রধান বলেন এবং অন্য কোন পণ্ডিতের মতে বীর্য্যই প্রধান, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। অপর অন্য কোন কোন পণ্ডিত ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা পরিপাককেই প্রধান বলিয়া থাকেন। [ইহার বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।] পণ্ডিতগণ উক্ত চতুষ্টয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন না। কোন দ্রব্য সেবন করিলে দোষের কিয়দংশ দ্রব্যের দ্বারা, কিয়দংশ তাহার রসের দ্বারা এবং কিয়দংশ তাহার বীর্য্য দ্বারা ও কিয়দংশ তাহার বিপাক দ্বারা শান্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বীর্য্য ব্যতিরেকে পাক হয় না, রস ব্যতীত বীর্য্য থাকে না এবং দ্রব্য ব্যতীত রসও থাকে না। সুতরাং দ্রব্যই প্রধান। দেহ এবং দেহের স্থিতি যেরূপ পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীর্য্য বলিলে শীত উষ্ণাদি অষ্টপ্রকার গুণকেই বুঝায়। সেই অষ্ট প্রকার বীর্য্য দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সকল গুণ নির্গুণ রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয় ও রস সেইরূপ হয় না। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান। রস, বীর্য্য ও পাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই সমুদয় মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা সেই নামে কথিত হয়। যথা পৃথ্বীভাগের আধিক্যে পার্থিব, অপ্ ভাগের আধিক্যে আপ্য এবং তদনুসারে তৈজস, বায়ব্য ও আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থূল সারবিশিষ্ট সান্দ্র, মন্দ, স্থির, খর, গুরু, কঠিন, গন্ধবহুল, ঈষৎ কষায় বা মধুরপ্রায় তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায়। পার্থিব দ্রব্য স্থিরতাবলসজ্যাত ও বর্দ্ধনকর, বিশেষতঃ অধোগমনশীল।

যে দ্রব্য শীতল, আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সারক, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহুল, ঈষৎ কষায়, অম্ল বা লবণ রসবিশিষ্ট অথবা মধুর প্রায়, তাহাকে জলীয় দ্রব্য বলা যায়। জলীয় দ্রব্য স্নেহ, হর্ষ, ক্লেদ ও সংশ্লেষকর এবং ক্ষরণশীল। যে দ্রব্য উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, লঘু, বিশদরূপ, গুণবহুল, ঈষদ্ অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট অথবা কটু রসপ্রায়, বিশেষতঃ উর্দ্ধগমনশীল, তাহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস দ্রব্য দহন, পচন, দারণ, তাপন, প্রকাশক, প্রভা ও বর্ণকর। যে দ্রব্য সূক্ষ্ম, শ্লক্ষ্ণ, মৃদু, গ্রাম্য ধর্ম্মের উত্তেজক, অব্যক্তরস, অথবা শব্দবহুল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় দ্রব্য মৃদু, সচ্ছিদ্র ও লঘু। এই সকল লক্ষণ দ্বারা জগতের সকল দ্রব্যই ঔষধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে সেবিত হইলে এবং বীর্য্য ও গুণবিশিষ্ট হইলে সকল দ্রব্যই কার্য্যকর হয়। এই সকল ঔষধ সেবন করা হইলে যে সময়ে কার্য্য করে, তাহাকে কাল কহে। যাহা করে তাহাকে কর্ম্ম কহে। যদ্দ্বারা করে, তাহাকে বীর্য্য, যে স্থানে সেই কার্য্য করে, তাহাকে অধিকরণ, যে প্রকারে বলে তাহাকে উপায় এবং সেই কার্য্য দ্বারা পরিণামে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে ফল বলে। সেই সকল ঔষধের মধ্যে বিরেচন দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই অধিক, পৃথিবী ও জল গুরু, এই গুরুতা জন্য অধোগামী। এই অধোগুণের বাহুল্য বশতঃই বিরেচন হইয়া থাকে। বমন দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ু গুণই অধিক, অগ্নি ও বায়ু লঘু, এই জন্য এই লঘুতাপ্রযুক্ত উর্দ্ধগামী হয়। অতএব উর্দ্ধগুণ বাহুল্যেই বমন হইয়া থাকে। বমন ও বিরেচন এই উভয় প্রকার গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে উর্দ্ধগামিতা ও অধোগামিতা এই উভয়বিধ গুণই অধিক পরিমাণে থাকে, সেইরূপ সংশমন দ্রব্যে আকাশ গুণ অধিক এবং বায়ুর শোষণ গুণ বলিয়া সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক। দীপ্তিকর ঔষধে অগ্নির এবং পুষ্টিকর ঔষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য দেখা যায়।

ভূমি, অগ্নি ও জলীয় দ্রব্য দ্বারা বায়ুর, ভূমি, জল ও বায়ুজাত দ্রব্যে পিত্তের এবং আকাশ, অগ্নি ও বায়ুজাত দ্রব্যে শ্লেষ্মার শান্তি হয়। আকাশ ও বায়ু দ্রব্যে বায়ু বৃদ্ধি, আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্তবৃদ্ধি এবং পার্থিব ও জলজাত দ্রব্যে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যই এইরূপে গুণাদি বিচার করিয়া দোষে প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও বিশদ দ্রব্যের এই গুণগুলিকে বীর্য্য বলা যায়।

দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নিগুণ থাকিলে তীক্ষ্ণোষ্ণ বীর্য্য, জলীয় গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীর্য্য, পার্থিব ও জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধবীর্য্য, জল ও আকাশ গুণ থাকিলে মৃদুবীর্য্য, বায়ুগুণ থাকিলে রুক্ষবীর্য্য এবং ক্ষিতি ও বায়ুগুণ থাকিলে বিষদ বীর্য্য বলা যায়। উষ্ণ, স্নিগ্ধবীর্য্য, বাতঘ্ন, শীত, মৃদু বা পিচ্ছিল বীর্য্য, পিত্তঘ্ন এবং তীক্ষ্ণ, রুক্ষ বা বিশদ বীর্য্য শ্লেষ্মঘ্ন।

গুরুপাকে বাতপিত্তের শান্তি হয় এবং লঘুপাকে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। মৃদু, শীতল ও উষ্ণগুণ স্পর্শ দ্বারা জানা যায়। পিচ্ছিল ও বিশদ দর্শন স্পর্শের দ্বারা, স্নিগ্ধ ও রুক্ষগুণ দর্শনের দ্বারা এবং সুখ ও দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ গুণ জানা যায়। গুরুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ ও উর্দ্ধগত কফ জন্য পীড়া হয়। লঘুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ হয় এবং তৎবায়ু কুপিত হয়। যে দ্রব্যের যেরূপ রস তাহার গুণও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন মধুর রস হইলে গুরুপাক ও পার্থিব গুণবিশিষ্ট এবং মধুর ও স্নিগ্ধ হইলে জলীয় গুণবিশিষ্ট হয়। দ্রব্যের যে প্রকার গুণ হইবে, শরীরেও তাহারা সেইরূপ কার্য্য করিবে। দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪০।৪১ অ°)

দ্রব্যাক (ত্রি) দ্রব্যং হরতি বহতি আবহতি বা। দ্রব্য-কন্। ১ দ্রব্যহারক। ২ দ্রব্যবাহক।

দ্রব্যকল্ক (পুং) বৈদ্যকোক্ত কল্কাদিপঞ্চক।

দ্রব্যগণ (পুং) দ্রব্যাণাং গণঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত ঔষধ বিশেষের ৩৭ প্রকার গণভেদ।

দ্রব্যগুণ (পুং) দ্রব্যস্ত গুণঃ প্রতিপাদ্যতয়া যত্র। ১ দ্রব্যের গুণজ্ঞাপক গ্রন্থভেদ। দ্রব্যাণ্যাং গুণঃ। ২ দ্রব্যের গুণ।

দ্রব্যপতি (পুং) দ্রব্যভেদানাং পতিঃ। বৃহৎসংহিতোক্ত দ্রব্যদিগের পতি। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে।

যে যে রাশি যে সকল দ্রব্যের অধিপতি বলিয়া মুনিগণ

কর্তৃক সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে, শুভ ও অশুভ আপনার্থ আগম হইতে তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি।

মেষরাশি—বস্ত্র, মেষকম্বল, ছাগকম্বল, মসূর, গোধূম, শালবৃক্ষ, যব, স্থলসম্ভূত ওষধি এবং স্বর্ণ এই সকল দ্রব্যের অধিপতি।

বৃষরাশি—বস্ত্র, গোধূম, কুসুম, শালিধান্য, যব, মহিষ ও গো সকলের অধিপতি।

এইরূপ ধান্য, শরজ্জাত দ্রব্য, লতা, শালুক এবং কার্পাস মিথুনের অধীন। কোদ্রব, কদলী, দূর্ব্বা, ফল, মূত্র, পত্র ও ত্বক্ সকল কর্কট রাশির অধীন। তুষ, ধানা, রস, গুড় ও সিংহাদির ত্বক্ সিংহরাশির অধীন। অতসী, কুলায়, কুলথ, গোধূম, মুদ্গ ও নিষ্পাব এই সকলের অধিপতি তুলারাশি। ইক্ষু, শিক্যস্থ দ্রব্য, লৌহ ও অজাবিক সকল বৃশ্চিকের এবং অশ্ব, লবণ, অম্বর, অস্ত্র, তিল, ধান্য ও মূল ধনুরাশির অধীন। তরু গুল্মাদি এবং শিক্যস্থদ্রব্য, ইক্ষু, স্বর্ণ ও কৃষ্ণলৌহ এইসকলের দ্রব্যাধিপতি মকর। সলিলজাত ফল, পুষ্প, রত্ন, চিত্র ও রূপ সকল কুম্ভের অধীন। কপাল-সম্ভব রত্ন, অম্বুভূত বজ্র, নানা রূপযুক্ত স্নেহ দ্রব্য এবং মৎস্যসমূহ মীনরাশির অধীন।

যে রাশির দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম বা একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিবেন, অথবা দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, দশম বা একাদশ স্থানে বুধ থাকিবেন, সেই রাশিতে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইল, তাহার বৃদ্ধি হইবে। ঐরূপ শুক্র যে রাশির ষষ্ঠ বা সপ্তম থাকিবে, তৎস্থ দ্রব্যের হানি এবং শুক্র অভিন্ন রাশি গত হইলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর ক্রূর গ্রহ উপচয় গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গত হইলে শুভপ্রদ এবং তদ্ভিন্ন অন্যরাশিস্থিত হইলে হানিজনক হয়। বলবান্ ক্রূর গ্রহগণ যে রাশির পীড়া স্থানে অর্থাৎ উপচয় ভিন্ন স্থানে সংস্থিত হয়, সেই রাশির অধিকৃত দ্রব্য সকলের মহামূল্যত্ব ও দুর্লভত্ব হইয়া থাকে। বলবান্ শুভগ্রহগণ যে সকল রাশির ইষ্ট স্থানে অর্থাৎ উপচয় স্থানে অবস্থান করেন, সেই রাশি সকলের অধীন দ্রব্যসমূহের বৃদ্ধি, সামর্থ্য ও সুলভত্ব হয়। গোচর-পীড়াতেও রাশি সকল বলবান্ শুভগ্রহগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পীড়াকর হয় না, কিন্তু ক্রূর গ্রহগণ দৃষ্ট হইলে তাহার বৈপরীত্য হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৪১ অ°)

দ্রব্যময় (ত্রি) দ্রব্য-প্রাচুর্য্যে ময়ট্। দ্রব্যসাধনক যজ্ঞাদি, দ্রব্যপ্রচুর যজ্ঞ।

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" (গীতা)

দ্রব্যবিশেষ (পুং) সূত্রোক্ত ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা পার্থিবত্বাদি বিশেষ। [দ্রব্য দেখ।]

দ্রব্যশুদ্ধি (স্ত্রী) দ্রব্যাণাং শুদ্ধিঃ। প্রক্ষালনাদি দ্বারা দ্রব্যাদির মলাপনয়ন।

"প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥" (মনু ৫।৫৭)

দ্রব্যশুদ্ধির বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে—

রজত ও সুবর্ণাদি ধাতু সকল, মরকতাদি মণি সকল ও সমুদয় পাষাণময় দ্রব্য ভস্ম ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপ রহিত সুবর্ণ পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। শঙ্খ মুক্তাদি জলজ পাষাণময় পাত্র ও রৌপ্য পাত্র যদি রেখাদিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নির সংযোগে সুবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণ স্বীয় উৎপত্তি স্থান জল ও অগ্নিদ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর জানিবে। লৌহ জলদ্বারা, কাংস ভস্মদ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্লদ্বারা এবং ঘৃত তৈলাদি দ্রব সমুদায় কাক কীটাদি কর্ত্তৃক দূষিত হইলে তাহা প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র দ্বারা বিলোড়িত করিলে বিশুদ্ধ হয়। শয্যাদির ন্যায়, সূত্রসংযুক্ত সংহতদ্রব্যে জল প্রোক্ষণে এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চেলিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞীয় চমস অর্থাৎ জল-পাত্র ও সোমলতার পাত্র ইহাদিগকে প্রথমে হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, স্ফ্য, খড়্গাকার কাষ্ঠ, শূর্প, শকট, মুষল ও উদূখল প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল, ঘৃত তৈলাদি স্নেহাক্ত হইলে উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। বহুধান্য ও অনেক বস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প ধান্য বা বস্ত্র স্থলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। পাদুকাদি স্পৃষ্ট পশুচর্ম্ম এবং বেত্রবংশাদি তৃণ-নির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায় এবং শাক মূল ও ফল ইহারা ধান্যের ন্যায় হইবে। কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী বস্ত্র, আবিক অর্থাৎ মেষ লোমজাত কম্বলাদি ক্ষার ও মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ নেপাল দেশীয় কম্বল নিম্বফল চূর্ণ দ্বারা, অংশুপট্ট অর্থাৎ বল্কল বিশেষের বস্ত্র বিল্বফলের নির্য্যাসদ্বারা এবং ক্ষৌম অর্থাৎ অতসী পুষ্পের ছালে নির্ম্মিত বস্ত্র শ্বেতসর্ষপচূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। তৃণ,

পাকের কাষ্ঠ, পলাল, এই সকল জলপ্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়। মার্জ্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা গৃহশুদ্ধি এবং মৃন্ময়পাত্র পুনরায় পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়। মৃণ্ময়পাত্র যদি মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, পূয ও শোণিতদ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে পুনঃ পাকদ্বারা শুদ্ধ হয় না। সম্মার্জ্জন, গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গোমূত্রোদকাদি দ্বারা সেচন, উল্লেখন (অর্থাৎ চাচিয়া ফেলা) এবং এক অহোরাত্র গাভীর বাস এই পঞ্চ উপায় দ্বারা ভূমি শুদ্ধ হয়। পক্ষী কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, গাভি কর্ত্তৃক আঘ্রাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদদ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপর হাঁচি বা থুথু পড়িয়াছে এবং যাহা কেশকীটাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে, এইরূপ খাদ্যদ্রব্য সকল মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে। বিষ্ঠা মূত্রাদি অপবিত্র লিপ্ত দ্রব্যে যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ থাকে, তাবৎকাল তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইবে। প্রথমতঃ অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ যাহা জলদ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ শিষ্টজনেরা যৎসম্বন্ধে পবিত্র বলিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এই তিনটী পবিত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে পরিমাণ জলে গোরুর পিপাসা শান্তি হইতে পারে, ততটুকু জল যদি বিশুদ্ধ ভূমিগত এবং স্বাভাবিক গন্ধবর্ণ ও রসযুক্ত হয়, অথচ অপবিত্র দ্রব্য লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা পবিত্র জানিবে। কারুকরের হস্ত কারুকার্য্যে যখন নিযুক্ত থাকে, তখন সর্ব্বদা শুদ্ধ। যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে নীত হইয়াছে, ঐ দ্রব্য অনেকে স্পর্শ করিলেও বিশুদ্ধ। ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্য শুদ্ধ। স্ত্রীলোকের মুখ সর্ব্বদাই শুদ্ধ জানিবে।

কাকাদির চঞ্চুর আঘাত বৃক্ষে লাগিয়া যে ফল নিম্নে পতিত হয়, তাহা শুদ্ধ। দুগ্ধ দোহন-কালে গোবৎসের মুখ এবং মৃগমারণ কালে কুকুরের মুখ শুদ্ধ। যে পশু বা পক্ষী কুকুর কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহার মাংস শুদ্ধ ইহা মনুই বলিয়াছেন। মাংসজীবী অন্যান্য পশু পক্ষীরাও যে মাংস আনয়ন করে, তাহাও শুদ্ধ মাংস। নাভির উপরিভাগে যে সকল ইন্দ্রিয়-ছিদ্র আছে, সে সমুদায়ই পবিত্র, সুতরাং সে সকল স্পর্শ করিলে দোষ নাই, কিন্তু নাভির অধোদেশের ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল অপবিত্র, ইহা স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয় এবং দেহ হইতে যে সকল মল ক্ষরিত হয়, তাহাও অপবিত্র। মক্ষিকা, মুখ নির্গত ক্ষুদ্র জলকণা, ছায়া, গো, অশ্ব, সূর্য্যকিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু ও অগ্নি এ সকল স্পর্শ করিলেও অশুচি হইবে না। (মনু ৫ অ°)

দ্রব্যাত্মক (ত্রি) দ্রব্যবান্, ধনবান্।

দ্রব্যান্তর (ক্লী) অন্যৎদ্রব্যং দ্রব্যান্তরং। অপর দ্রব্য।

দ্রষ্টব্য (ত্রি) দৃশ-তব্য। ১ দর্শনীয়। ২ সাক্ষাৎকর্ত্তব্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (শ্রুতি)

দ্রষ্টৃ (ত্রি) দৃশ-তৃচ্। ১ দর্শক। ২ সাক্ষাৎকারক। ৩ প্রকাশক। ৪ সাংখ্যমতোক্ত পুরুষ। "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।" (পাত° ২।১৭।) দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অন্তঃকরণ এই দুয়ের সংযোগ থাকায় দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষের দুঃখের কারণ। অভিপ্রায় এই যে সুখ, দুঃখ ও মোহ এ সকলই বুদ্ধিদ্রব্যের বিকার। বুদ্ধি দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সুখ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র তাহা দ্রষ্টৃশক্তিদ্বারা প্রজ্বলিত হয়। তাদৃশ প্রজ্বলন বা তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে শাস্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতিসংক্রম ও চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। লোক ব্যবহারে তাহা দর্শন বা দেখা, জ্ঞান বা বুঝা বলিয়া প্রচলিত। সুতরাং পরিণামস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটী দৃশ্য এবং তৎসন্নিধিস্থ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা। এই দৃশ্য আর দ্রষ্টা এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে, অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারী জীবের উল্লিখিত দুঃখ সমূহের মূল। অর্থাৎ বুদ্ধির উপর দ্রষ্টার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসমর্পণ কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সুখ দুঃখাদি বিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছেন।

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" (পাত° ২।২০)

পুরুষের চিৎশক্তি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভোগ হয়। এইরূপে যাহাকে দ্রষ্টা বলা হয়, বস্তুতঃ তিনি দ্রষ্টা নহেন। কেন না তিনি চিদ্রূপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণমনস্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার।

নির্ব্বিকার স্বভাব চৈতন্য মন আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরক্ত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন, তখনই তাঁহাকে উপচার ক্রমে দ্রষ্টা বলা যায়। বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের পরিণাম বা বিষয়াকারতা না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র দ্রষ্টৃত্ব থাকে না, তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাহার দেখা, অন্য কোনরূপ দর্শন তাহার নাই। [পুরুষ দেখ।]

দ্রষ্টৃত্ব (ক্লী) দ্রষ্টু-ভবিঃ স্বতলোভাবে ইতি ত্ব। দ্রষ্টার ভাব।

দ্রহ (পুং) হ্রদ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অগাধজল হ্রদ। (হেম°)

দ্রহৎ (ত্রি) দৃংহ সত্ত বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। দৃঢ়িকরণ।

"দ্রপং সোমং পাহি দ্রহ্বিন্দ্র।" (ঋক্ ২।১১।১৪) 'দ্রহৎ দৃংহতেরিদং রূপং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্' (সায়ণ)

দ্রাক্ (অব্য) দ্রা-বাহুলকাৎ কু। দ্রুত, শীঘ্র, ঝটিতি।

দ্রাক্ষা (স্ত্রী) দ্রাক্ষ্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে ইতি দ্রাক্ষি-ঘঞ্। আগমশাসনস্যানিত্যত্বাৎ ন লোপঃ। ফলবিশেষ, দাখ, কিস্‌মিস্। পারসী আঙ্গুর। সংস্কৃত পর্য্যায়—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদ্বী, মধুরসা, চারুফলা, কৃষ্ণা, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃতফলা। (শব্দর°) বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—অতি মধুর, অম্ল, শীত, পিত্তপীড়া, দাহ ও মূত্রদোষনাশক; রুচি ও বলকর, সন্তর্পণ ও স্নিগ্ধ। (রাজনি°)

ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী এই কএকটী দ্রাক্ষার পর্য্যায়। পাকা দ্রাক্ষা অর্থাৎ আঙ্গুরফল সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, মধুর, বিপাক,কষায়, মধুররস, স্বরপ্রদায়ক, মলমূত্রনিঃসারক, বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের পুষ্টি ও রুচিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয়রোগনাশক। অপক্ব আঙ্গুর ফল উহা অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত, অম্লরস ও রক্তপিত্তকারক।

গোস্তনী দ্রাক্ষা—অর্থাৎ মোনাক্কা শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কফ ও পিত্তনাশক। ঈষৎ বীজসংযুক্ত ছোট দ্রাক্ষা অর্থাৎ যাহাকে কিস্‌মিস্ কহে, ইহা মোনাক্কার সদৃশ গুণযুক্ত।

পর্ব্বতজা দ্রাক্ষা অর্থাৎ যাহাকে হিন্দীভাষায় জহারী বলে। ইহা লঘু, অম্লরস, কফ ও অম্লপিত্তকারক।

করমর্দ্দিকা অর্থাৎ যাহাকে হিন্দীভাষায় করৌন্দী কহে। ইহা পর্ব্বতজা দ্রাক্ষার তুল্য গুণদায়ক। (ভাবপ্রকাশ)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দ্রাক্ষাফল (Vitis Vinifera) জন্মে। কত প্রকারের দ্রাক্ষা আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। দ্রাক্ষা হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমে বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়, ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার যথারীতি চাষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ-য়ুরোপে দ্রাক্ষা সর্ব্বস্থানেই জন্মে, কিন্তু ঐ গাছ দেশান্তরে রোপণ করিলে যথারূপ ফল জন্মে না। শীতপ্রধান দেশ হইতে আনীত দ্রাক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রোপিত হইলে আশানুরূপ ফলদান করে না।

দ্রাক্ষার চাষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। এসিয়া-মাইনরে দ্রাক্ষালতা মাটিতে লতানে ভাবে হয়। স্পেন ও মেসিলিয়া দেশে গাছ কাটিয়া ছোট করিয়া দেওয়া হইত, গাছ লতাইয়া যাইত না, কাজেই আশ্রয়েরও আবশ্যক হইত না। ইতালীর অন্তবর্ত্তী ইট্রুরিয়া ও কাম্পেনিয়া প্রদেশে দ্রাক্ষালতা গাছে তুলিয়া দেওয়া হইত, ক্রমুসিয়ামে দড়ি দিয়া মাচা করিয়া দেওয়া হইত, গাছ তাহার উপরেই ছাদের মত হইত। ইনোট্রিয়া প্রদেশেই প্রথম খুঁটি বা ঐ প্রকারের অন্য কোন অবলম্বন দিয়া দ্রাক্ষালতা তাহার উপর জড়াইয়া দেওয়া হইত—এখনও সেই উপায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চলিতেছে।

বালুমিশ্রিত মৃত্তিকাতেই দ্রাক্ষা সতেজে জন্মে। আঠালু মাটিতে দ্রাক্ষা ভাল জন্মে না। এজন্য দুই ভাগ মাটিতে বালু শামুক ভাঙ্গা প্রভৃতি একভাগ মিশাইতে হয় ও দুই হাত গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে মৃত্তিকা ও বালু শামুক ভাঙ্গা প্রভৃতি স্তরে স্তরে সাজাইয়া মাটি তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

দ্রাক্ষার বীজে গাছ হয় না, ডাঁটা কাটিয়া পুতিয়া দিলে তাহা হইতেই শিকড় বাহির হয়। ডাঁটার গায় যে চোখ আছে, তাহার ৩।৪টা চোখওয়ালা ডাঁটা লইয়া একদিক্ পুতিয়া দিতে হয়, অন্যদিকে রস বহির্গমন নিবারণের জন্য খানিক গোবর বা কাদা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। দশবার দিনেই সেই ডাঁটা গজায়। যে জমিতে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিতে হইবে, তাহা লাঙ্গল দিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করা চাই ও তাহা হইতে ঢেলা ও কাঁকর বাছিয়া ফেলিতে হয়। জমি প্রস্তুত হইলে ৭।৮ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত খনন করা হয়, তাহাতে ঐ ডাঁটাগুলি পুতিয়া জল দিতে হয়। ডাঁটা গজাইতে আরম্ভ করিলে, গাছের চারিপাশে চারিটি খোঁটা পুতিয়া ডগাগুলি তাহাতে বাঁধিয়া দিতে হয়। পাঁচ মাসে গাছ মানুষের সমান উচ্চ হয়। তখন একটা বৃক্ষকাণ্ড তাহাদের আশ্রয় করিয়া দিতে হয়। অক্টোবর মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া অনাবৃত অবস্থায় ১৫।১৬ দিন রাখিতে হয়। গাছ ছাঁটার প্রথম সপ্তাহ পরেই আবার গজাইতে আরম্ভ করে, সেই সময় গাছের গোড়া রীতিমত সারসংযুক্ত করিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এই সময়ে দুইবেলা জল দিতে হয়। দ্রাক্ষা ফলিতে আরম্ভ করিলেই আর তাহাতে জল বসিতে দেওয়া উচিত নয়। সে সময় কৃষকেরা প্রত্যহ প্রাতে ক্ষেত্রে গিয়া গাছ ধরিয়া অল্প অল্প নাড়া দেয়, জল, পোকা, শুকপাতা প্রভৃতি সব ঝুড়িতে পড়িয়া যায়, সেগুলি লইয়া গিয়া তাহারা পুড়াইয়া ফেলে। দ্রাক্ষাফল বেশ বড় হইয়া উঠিলে ৫।৬ দিন অন্তর জল দিলেও চলে। অক্টোবর মাসে যে গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, জানুয়ারী মাসে তাহার ফল পাকে। গাছ ছাঁটার পাঁচ সপ্তাহ বা দেড়মাস পরে ফল ব্যবহারের যোগ্য হয়, সুতরাং জানু-

য়ারি মাসের শেষে গাছ ছাঁটিলে এপ্রেলমাসে তাহার ফল-ভোগ করা যাইতে পারে। বৎসরে দুইবার ঐ নিয়মে ফল উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের তেজ কমিয়া যায়।

গাছ পুঁতিলে প্রথম বৎসরের শেষভাগেই সিকি রকম ফল দিয়া থাকে। তারপর প্রতিবৎসর পুরা ফল জন্মে। লবণ, মেষ-পুরীষ, মেষরক্ত ও লবণাক্ত মৎস্য ইহার উত্তম সার। কোন কোন স্থানে গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া ৫।৬ দিন মাত্র অনাবৃত অবস্থায় রাখিতে হয়। সাধারণতঃ এই নিয়মে দ্রাক্ষা উৎপাদন করা হয়।

আসামের জলবায়ুতে দ্রাক্ষা সুপক্ব হইবার সম্ভাবনা অল্প, এজন্য গাছগুলিকে পাকাঘরের দেওয়ালে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলগুলি সূর্য্যতাপে এবং সূর্য্যতাপতাপিত দেওয়ালের উত্তাপে বেশ সুপক্ব হয়। বিভিন্নদেশে জল-বায়ুভেদে এইরূপ দুই একটী সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দ্রাক্ষার চাষ করিতে হয়।

দ্রাক্ষাফল হইতে কিসমিস্ প্রস্তুত হয়। কিস্‌মিস্ প্রস্তুত করিবার দুইরূপ নিয়ম আছে। প্রথমতঃ তাহা-দিগকে রৌদ্রে শুকাইতে হয়। ডাঁটা শুদ্ধ না শুকাইলে রস কমিয়া যায় ও কিস্‌মিসের স্বাদ থাকে না। এ গুলির মেটে মেটে রং হয়। আর একরূপ কিস্‌মিস দ্রাক্ষাফল ডালশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আনিয়া ঘরের চালে রাখিয়া দিতে হয়। এগুলির রং সবুজবর্ণ হয়। প্রায় ৩০।৪০ দিনের মধ্যে দ্রাক্ষাফল কিস-মিসে পরিণত হয়। কাঁচা অবস্থায় দ্রাক্ষাফল শুকাইয়া লইলে কিস্‌মিস্ হয়।

সুপক্ব দ্রাক্ষাফলে মোনাক্কা প্রস্তুত হয়। দ্রাক্ষাফল সুপক্ব হইলে ডাটা শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। বড় কড়ায় জল চড়াইয়া জ্বাল দিতে হয়, জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে ৬ সের আন্দাজ ইথার দিতে হয়। কিছুকাল পরে আবার দুসের আন্দাজ চূণ দিতে হয়। তারপর কড়া নামাইয়া রাখিতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে সেই জল ধীরে ধীরে অন্য একপাত্রে ঢালিয়া লইতে হয়। এই জলের নাম তেজেব। তারপর আর এক কড়া পরিষ্কার জল কড়ায় চড়া-ইয়া আগুনে জ্বাল দিতে হয়। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে তাহাতে তিনসের পরিমাণ তেজেব মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর দ্রাক্ষাফল তাহাতে নিমগ্ন করিয়া লইতে হয়। এক মিনিটের বেশী কাল সেই ফুটন্তজলে ডুবাইয়া রাখিতে নাই। এইরূপ তিনবার ডুবাইয়া লইয়া তারপর দ্রাক্ষাফল বেশ করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয়।

সুশ্রুত ও চরক-সংহিতায় দ্রাক্ষার নাম পাওয়া যায়। ইহার গুণ—শীতল, মিষ্ট, রেচক এবং ইহা শ্লেষ্মা, ছর্দ্দি, গলাভাঙ্গা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। ইহা হইতে দ্রাক্ষা অরিষ্ট নামক একরূপ অরিষ্টও প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা ইহাকে পাচক ও রক্তপরিশোধক গুণবিশিষ্ট বলেন। ইহার ডাঁটা পুড়াইয়া সেই ছাই লাগাইলে বা খাইলে পাথুরী, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে উপকার হয়। দ্রাক্ষার সরবৎ শরীর স্নিগ্ধ করে, দাহ নিবারণ করে ও অগ্নিমান্দ্য, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ঔষধের কার্য্য করে। ডাঁটা কাটিয়া ফেলিলে বসন্তকালে তাহা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহা সেকালে চর্ম্মরোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও য়ুরোপে সাধারণ লোকে নেত্ররোগে (Opthalmia) ঐ রস ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার শিরকায় অগ্নিমান্দ্য, পেটব্যথা এবং কখনও কখনও ওলাউঠা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বমন হইয়া থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে দ্রাক্ষার যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয়েরা দ্রাক্ষা জানিতেন, কিন্তু দ্রাক্ষা উৎপাদনে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাতে টাট্‌কা দ্রাক্ষার আবশ্যকতা দেখা যায় না, সুতরাং সে সময়ে যে এ দেশে দ্রাক্ষার চাষ করা হইত, তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে দ্রাক্ষা চাষের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

মুসলমানেরা কোন দেশজয় করিলে সে দেশের দ্রাক্ষা-লতা সমূলে ধ্বংস করিত। ভারতে যে সকল বন্যদ্রাক্ষা পাওয়া যায়, সে সকল এই মুসলমানের অধিকার সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পরে গুল্মের মত অযত্নবর্দ্ধিত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কি না বলা যায় না।

কাশ্মীরেই চারিপ্রকারের উত্তম, আট প্রকারের নিকৃষ্ট ও তিন প্রকারের বন্য দ্রাক্ষা পাওয়া যায়। উত্তম প্রকারের বন্যদ্রাক্ষা মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় কাবুল হইতে আনীত হয়। মোগলসম্রাট্‌গণের পেয় মদ্য এই উত্তম দ্রাক্ষা হইতেই প্রস্তুত হইত। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর অরঙ্গজেব মুসলমান আচার অনুসারে দ্রাক্ষালতা ধ্বংস করাইলেন। ভারতে দ্রাক্ষার চাষ সেই অবধি হ্রাস হইয়াছে।

গ্রীকেরা সেমিতিক জাতির নিকট দ্রাক্ষার চাষ শিখিয়াছিল। সিরীয়া হইতে দ্রাক্ষা প্রথমে সিরিয়ান

প্রভৃতি ইরাণীয় জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহারাই গ্রীকদিগের শিক্ষক। রোমকজাতি গ্রীকদিগের নিকট হইতে দ্রাক্ষার ব্যবহার শিক্ষা করে। রোমকরাজ নিউ-মার সময়েও দ্রাক্ষারস সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার্য্য হয় নাই। দক্ষিণ ইতালীতেই প্রথম দ্রাক্ষার চাষ আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালীর দ্রাক্ষা বিখ্যাত হইয়া উঠিল। রোমক প্রজাতন্ত্রের অবসানকালে দ্রাক্ষার এতদূর আদর হইয়াছিল যে, লোকে শস্যাদি বপন না করিয়া ইহারই চাষ করিত। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সে সিজারের অধিকারের সঙ্গে দ্রাক্ষার ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণি ও স্পেনে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়।

রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেই ইতালীতে দ্রাক্ষাচাষের অবনতি আরম্ভ হয়। ইতালীর দ্রাক্ষা-রসজাত মদ্য অনাদৃত হইল ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মদ্য তাহার স্থান অধিকার করিল। এখন মধ্য ও দক্ষিণ ফ্রান্সে রসজাত মদ্যের জননী বলিয়াই দ্রাক্ষার এত আদর। পূর্ব্বকালে ভারতেও দ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত এবং তাহা মার্দ্বীক নামে অভিহিত হইত।

পঞ্জাবে দ্বাদশ প্রকারের দ্রাক্ষা দেখা যায়। এখানেও দ্রাক্ষা য়ুরোপের দ্রাক্ষার মত ফলদান করে বটে, কিন্তু ঝাড় বাঁধিয়া জঙ্গল হইয়া যায়। যথারীতি চাষ না করাই তাহার প্রধান কারণ। পঞ্জাবে উত্তম দ্রাক্ষা জন্মিলেও মদ্যের জন্য দ্রাক্ষার চাষ করা হয় না। বিশেষতঃ পঞ্জাবের দ্রাক্ষা যে সময় পক্ব হয়, সে সময়ে এত গরম পড়ে যে, সে তাপে রস অম্ল হইয়া যায়। পঞ্জাবের মধ্যে পেশাবরের দ্রাক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাজারা দেশেও চারি পাঁচ প্রকারের আঙ্গুর পাওয়া যায়।

ভারত মধ্যে কাশ্মীরে দ্রাক্ষার যেরূপ চাষ হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে কাশ্মীরে দ্রাক্ষার কিরূপ চাষাদি হইত তাহা স্থির করা যায় না। মোগল সম্রাট্ অকবর বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। তিনিই প্রথম কাশ্মীরে যথারীতি দ্রাক্ষার চাষের ব্যবস্থা করেন। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কাশ্মীর হইতে এবং আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে কাবুল হইতে দ্রাক্ষা পাওয়া যাইত। মোগল সম্রাট্ বা ওমরাহগণ কাশ্মীরজাত দ্রাক্ষার মদ্যপান করিতেন। কাশ্মীরের এই দ্রাক্ষার চাষে যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হইত। সম্রাট্ অকবরের যত্নে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও দ্রাক্ষার চাষ হইত।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় কাশ্মীরের দ্রাক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। তিনি কাবুল হইতে চারিপ্রকার উত্তম দ্রাক্ষা আনিয়া কাশ্মীরে রোপণ করেন। সে সময় এদেশীয়েরা দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করিতেন। অরঙ্গজেবের সময় হইতে দ্রাক্ষার চাষ হ্রাস হয়। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে একজন সাহেব কাশ্মীরের বন্যদ্রাক্ষা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া কাশ্মীরের রাজা প্রতাপসিংহের নিকট উপস্থিত করেন। তাহাতে রাজা একজন বেলজিয়ানের উপর মদ্য প্রস্তুত করিবার ভার দেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে প্রথম মদ্য প্রস্তুত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মদ্য প্রস্তুত হইতে থাকে, কিন্তু ইহা হইতে কোনরূপ আয় না হওয়ায় ব্যয়াধিক্যপ্রযুক্ত এই প্রথা পরিত্যাগের উপক্রম হয়।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কাশ্মীররাজ তাঁহার রাজ্যের সুশাসনার্থ ইংরাজগবর্মেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। দ্রাক্ষাচাষের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৮৯০ খৃঃ অব্দে য়ুরোপ হইতে লোক আনাইয়া কাশ্মীরে দ্রাক্ষা চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন কাশ্মীরে দ্রাক্ষা হইতে একরূপ ঘোলা ও একরূপ শাদা সুপেয় মদ্য প্রস্তুত হয়। দেশবিদেশে তাহার প্রশংসা হইয়াছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার নানা স্থানে দ্রাক্ষা জন্মে। সম্রাট্ অকবর আগ্রা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা আনাইয়া রোপণ করেন। এ প্রদেশের সমতল ভূমিতে দ্রাক্ষা যথেষ্ট ফল প্রদান করে। আগ্রা, আলাহাবাদ, কাণপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে উত্তম দ্রাক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রাক্ষার মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে না। কনাবর প্রদেশে বহুকাল হইতে দ্রাক্ষার চাষ হইত। এখানে দ্রাক্ষা ফলের নাম দখং ও লতার নাম লানং। এখানে দ্রাক্ষা হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সিও বলে, আর একরূপ মাদক প্রস্তুত হয় তাহার নাম রক বা অরক। পুরাকাল হইতে কনাবর প্রদেশে আঙ্গুরের চাষ চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৫৫ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একরূপ রোগ উপস্থিত হইয়া অনেক দ্রাক্ষাবাগান নষ্ট করিয়া ফেলে, তদবধি এখানে দ্রাক্ষার চাষ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

মধ্য-ভারতে আশীরগড় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হয়। দ্রাক্ষা জন্মিলেই সেগুলি বিক্রয় করা হয়, তাহার অন্য কোন ব্যবহার নাই। খাণ্ডোবাতেও দ্রাক্ষা জন্মে।

সিন্ধুদেশেও দ্রাক্ষা হয়। এখানে কিসমিস্ প্রস্তুত হয় না, কিন্তু দুই রকম মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। একরূপ মদ্যের নাম কিসমিসি মদ্য, কতগুলি দ্রাক্ষা শুকাইয়া লইয়া তাহা হইতে প্রস্তুত হয়; আর একরূপ মদ্যের নাম আঙ্গুরী,

তাহা পক্ব দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত হয়। হায়দরাবাদ, সিহ-বান, শিকারপুর প্রভৃতি স্থানেও আঙ্গুরী প্রস্তুত হইত।

বোম্বাই প্রদেশে কখন দ্রাক্ষা রোপিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। খান্দেশের রাজস্ব-সংগ্রাহক (Collector) খান্দেশে দ্রাক্ষা রোপিত করেন। পুণা, আহ্মদ নগর, আরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানেও দ্রাক্ষার চাষ আছে। কুয়াসায় বা আকাশ অধিক সময় মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে দ্রাক্ষার অনিষ্ট হয়, সেই জন্য পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের দক্ষিণে দ্রাক্ষা জন্মে না। নাসিক ও সাতপুর প্রভৃতি স্থানেও দ্রাক্ষার চাষ ছিল, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে রোগ হইয়া অনেক ক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালায় সমধিক বৃষ্টি হয় বলিয়া এদেশে দ্রাক্ষা প্রচুর পরিমাণে জন্মে না বা সুস্বাদু হয় না। বিহারে বিশেষতঃ দানাপুর ও ত্রিহুতের জলবায়ু উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জলবায়ুর মত বলিয়া তথায় সুন্দর দ্রাক্ষার চাষ হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মিল্‌নার কলিকাতার নিকট আপন উদ্যানে দ্রাক্ষা রোপণ করেন এবং অনেক যত্নে ফললাভ করেন। বাঙ্গালা দেশে কোন ধনী লোকের বাগানে কচিৎ দ্রাক্ষালতা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু দ্রাক্ষার চাষ হয় না।

আসামে ইংরাজদিগের আমলেই দ্রাক্ষা রোপিত হয়। আসামের গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট মেজর জেঙ্কিন্স সর্ব্ব প্রথম গৌহাটীতে দ্রাক্ষা উৎপন্ন করেন। তিনি দ্রাক্ষাফল সুপক্ব করিবার এক নূতন নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন না করিলে দ্রাক্ষাফল উৎপাদন করা যায় না। তবে নীলগিরি পর্ব্বত ও তাহার উপত্যকায় দ্রাক্ষালতা সুন্দর ফল প্রসব করে। এখানে চতুর্দ্দশ প্রকারের দেশীয় দ্রাক্ষার চাষ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে দ্রাক্ষা আনীত হইয়া রোপিত হইয়াছে, তাহারাও সুন্দর বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্পেন হইতেও দ্রাক্ষা আনিয়া রোপণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে ইংরাজেরাই দ্রাক্ষা রোপণ করিয়া থাকেন। আবার দ্রাক্ষা সুস্বাদু ফল দান করে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের জল বায়ুর দোষে সেখানে দ্রাক্ষার চাষ হওয়া একরূপ অসম্ভব।

এ দেশে এমন অনেক সুন্দর স্থান আছে, যেখানে দ্রাক্ষা রোপণ করিলে আশাতীত ফল লাভ করা যায়। দক্ষিণ য়ুরোপে দ্রাক্ষা যেমন অনেকের জীবিকারূপে পরিগণিত হইয়াছে, সেরূপ কিয়ৎ পরিমাণে কাশ্মীর ও পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি বাণিজ্য দ্রব্য হিসাবে দ্রাক্ষার চাষ হয় না। মণিপুরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে জল বায়ু ও মাটির গুণে দ্রাক্ষা সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইংরাজরাজের প্রসাদে কাশ্মীরে এখন দ্রাক্ষার চাষ হইতেছে, সেখানে ইহা একটি বাণিজ্য দ্রব্যরূপে রোপিত হইয়া অনেকের জীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দ্রাক্ষায় কিস্‌মিস্, মোনাক্কা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া তাহাই বাণিজ্যদ্রব্য হইয়া থাকে। মোগল-সম্রাট্ অক্‌বর হইতে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীরের দ্রাক্ষার মদ্য বিশেষ আদরণীয় ছিল। অরঙ্গজেবের সময় হইতেই দ্রাক্ষার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কাশ্মীরের মদ্যে স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। অন্য দুইটী প্রদর্শনীতে কাশ্মীর মদ্য বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। ব্যবসায় দিকে এ দেশীয় অনেকের লক্ষ্য থাকিলে ভারতে দ্রাক্ষার চাষ একটী প্রধান ব্যবসায় হইয়া উঠিবে।

দ্রাক্ষাঘৃত (ক্লী) দ্রাক্ষামিশ্রণেন পক্বং ঘৃতং। চক্রদত্তোক্ত ঘৃতৌষধ বিশেষ।

দ্রাক্ষাদিরষ্টাদশাদি কাথ (পুং) কাথ ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, মুথা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদি, চিরতা, দুরালভা, বেণারমূল, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, পুষ্করমূল এবং নিম্ব এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং শোথ বিনষ্ট হয়। (ভা°প্র°)

দ্রাক্ষারিষ্ট (পুং) অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে দিয়া সমুদায় আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরে উত্তমরূপে ছাকিয়া লইবে। এই দ্রাক্ষারিষ্ট পান করিলে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত এবং বলবৃদ্ধি ও মলশুদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যর°)

দ্রাঘিমন্ (পুং) দীর্ঘস্য ভাবঃ দীর্ঘ-ইমনিচ্। দীর্ঘস্য দ্রাঘাদেশঃ। দীর্ঘত্ব।

দ্রাঘিমা (পুং) ১ দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। ২ যে কল্পিত রেখা মধ্য-রেখার উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত আছে। প্রাথমিক মধ্যরেখা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্ব (Longitude)। ঐ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্ব্ব হইলে পূর্ব্ব-দ্রাঘিমান্তর এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম-দ্রাঘিমান্তর। সংস্কৃত জ্যোতিষে 'দেশান্তর' বলে।

বর্ত্তমান কালে আমরা যে দ্রাঘিমান্তর স্বীকার করি, তাহা

গ্রীণউইচের মানমন্দিরের মধ্যরেখা হইতে গণিত হয়। কিন্তু ফরাসীরা পারি-সহরের এবং আমেরিকগণ ওয়াসিংটনের মানমন্দিরের মধ্যরেখা ধরিয়া দ্রাঘিমান্তর গণনা করে।

কোন স্থানের দ্রাঘিমান্তর বাহির করিবার উপায়।

১। গ্রীণউইচের সময় রাখে এমন একটী উৎকৃষ্ট কালমানযন্ত্র (Chronometer) লইয়া এখানকার একটী ঘড়ির সহিত মিলাইয়া দেখ। উভয় হইতে সময়ের যে অন্তর হইবে, সেই সময় ধরিয়া দ্রাঘিমান্তরের পার্থক্য নিরূপিত হইতে পারে।

২। কোন একস্থান হইতে যে সময়ে তাড়িতবার্ত্তাযোগে সংবাদ পাঠান হয় ও যে সময় সংবাদ পৌঁছে, এই উভয় সময়ের অন্তর ধরিয়াও দ্রাঘিমান্তর বাহির করা যায়।

৩। কোন এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট উচ্চ ভূমি হইতে এক আলোক জ্বালিল, দূরস্থ অপর ব্যক্তি যেমন সেই আলোক জ্বালা দেখিল, অমনি আপনার ঘড়ীতে সময় দেখিয়া রাখিল, আলোক প্রজ্বালন ও দূরস্থ ব্যক্তির দর্শন এই উভয় কালের অন্তর ধরিয়াও দ্রাঘিমান্তর নিরূপণ করা যায়।

উদাহরণ—১। ক ও খ দুই ব্যক্তি টেলিগ্রাফ তারের পরস্পর বিভিন্ন দিকে আছেন। ক ঠিক মধ্যাহ্নকালে তারে সংবাদ করিল, কিন্তু খএর নিকট সেই সংবাদ ১০টা ৩০ মিনিট বেলায় আসিয়া পৌঁছিল। এখন দেখিতে হইবে খ কএর পূর্ব্বে কি পশ্চিমে ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে কত অংশ (Degree) অন্তর? উভয় স্থানের সময় ভেদ ১২—১০.৩০´=১.৩০´ অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা।

কিন্তু দ্রাঘিমান্তরের এক অংশ=৪ মিনিট সময়ের অন্তর

∴ উভয় স্থানের অন্তর অর্থাৎ দ্রাঘিমান্তরিক দূরত্ব $=\frac{১\frac{১}{২}\times ৬০}{৪}=২২\frac{১}{২}^{\circ}$। কএর সময় অধিক থাকায় খ কএর পশ্চিম হইতেছেন।

২। মনে কর, কলিকাতা হইতে সন্ধ্যা ৬টার সময় আমেরিকার নিউইয়র্কে টেলিগ্রাফ করা হইল, তথায় সকাল ৭টা ১০ মিনিট ২০ সেকেণ্ডের সময় সংবাদ পৌঁছিল। এখন কলিকাতার দ্রাঘিমান্তর হইতেছে ৮৮° ২১´ পূঃ। নিউইয়র্কের দ্রাঘিমান্তর কত?

নিউইয়র্কের সময় বহু পশ্চাৎ হইতেছে বলিয়া নিউইয়র্ক কলিকাতার পশ্চিম হইতেছে।

কলিকাতার সন্ধ্যা ৬টা ও নিউইয়র্কের বেলা ৭টা ১০ মি ২০ সেঃ ইহার অন্তর হইতেছে ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড।

∴ এখন উভয় স্থানের দ্রাঘিমান্তরিক দূরত্ব $=\frac{১০\ ঘ\ ৪৯\ মি\ ৪০\ সে}{৪\ মি}=১৬২^{\circ}\ ২৫´$। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কলিকাতার দ্রাঘিমান্তর ৮৮° ২১´ পূঃ।

∴ নিউইয়র্কে দ্রাঘিমান্তর =(১৬২° ২৫´—৮৮° ২১´)=৭৩° ৫৮´ পঃ।

দ্রাঘিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন দীর্ঘ ইতি দীর্ঘ-ইষ্ঠন্ দীর্ঘস্য দ্রাঘাদেশঃ। অতিদীর্ঘ। দীর্ঘ এই অর্থে অতিশয়। ঈয়সুন্ প্রত্যয় করিলে 'দ্রাঘীয়স্' এইরূপ পদ হইবে।

দ্রাণ (ত্রি) দ্রা কর্ত্তরি ক্ত নিষ্ঠা তস্য নঃ ততো ণত্বং। ১ সুপ্ত। ২ পলায়িত। (ক্লী) ৩ স্বপ্ন। ৪ পলায়ন।

দ্রাপ (পুং) দ্রাপয়তি দ্রা-ণিচ্ পুগাগমে দ্রাপি-অচ্। ১ পঙ্ক। ২ আকাশ। ৩ কপর্দ্দী। ৪ মূর্খ। (শব্দকল্পতরু)

দ্রামিল (পুং) দ্রমিলাখ্যোদেশোঽভিজনো-অণ্। ১ চাণক্যমুনি। ২ পিত্রাদিক্রমে দ্রামিলদেশবাসী। দ্রমিল দেশবাসী লোক সকল, এই বহুত্ব অর্থ বুঝাইলে অণের লুক্ হইবে এবং সেই স্থলে দ্রমিল এইরূপ হইবে।

দ্রাব (পুং) দ্রু গতৌ দ্রু-ঘঞ্। ১ গমন। ২ ক্ষরণ। ৩ অনুতাপ।

দ্রাবক (পুং) দ্রবতি দ্রাবয়তি বা দ্রু দ্রাবি বা ণ্বুল্। ১ চন্দ্রকান্তমণি। ২ বিদগ্ধ। ৩ মোষক। ৪ শিহ্ল। ৫ রসভেদ। (ত্রি) ৬ হৃদয়গ্রাহী। ৭ দ্রবকারক। (ক্লী) ৮ প্লীহাদ্যৌষধভেদ। ৯ মোম।

মহাদ্রাবক ও শঙ্খদ্রাবক নামে প্লীহানাশক ঔষধের ভৈষজ্যরত্নাবলীতে উল্লেখ আছে। প্রস্তুত প্রণালী—যবক্ষার দুইভাগ, ফট্‌কিরি ৩ ভাগ এই উভয় দ্রব্য শিশু গোবৎসের মূত্রে পেষণ করিয়া শুকাইতে হইবে, পরে কোন সীসকনির্ম্মিত স্থালীতে কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া তন্মধ্যে উহা স্থাপন করিবে এবং ঐরূপ আর একটী হাঁড়ীর উপর অধোমুখে বসাইয়া উভয়ের মুখে লেপ দিবে। নিম্নস্থ হাঁড়ীর তলায় একটী ছিদ্র থাকিবে এবং দুইটী স্থালী একটী গর্ত্তের উপর স্থাপিত করিবে। গর্ত্তের মধ্যে আর একটী পাত্র থাকিবে। এইরূপে সমুদায় স্থাপন করিয়া উপরিভাগে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। ঐ অগ্নি-সন্তাপে স্থালীর অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া তাহার রস গর্ত্তস্থ পাত্রে চুঁয়াইয়া পড়িবে।

অনন্তর ঐ রস গ্রহণ করিয়া লবঙ্গচূর্ণ বা জারিত তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা প্রভৃতি দ্রবীভূত হইয়া যায়। শ্বিত্র ও দদ্রু প্রভৃতি রোগে ইহার স্থানিক প্রয়োগও করা যায়। কিন্তু ইহাতে অগ্নির ন্যায় জ্বালা উপস্থিত হয়, এইজন্য প্রলেপ দিতে হইলে দধি সংযোগে দেওয়া আবশ্যক।

বাসক, চিতামূল, অপাঙ্গ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্ণবা ও বেতবৃক্ষ এই সমুদায় ভস্ম, পাতিনেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষার দ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ক্ষার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফট্‌কিরি ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চোয়াইয়া আরক করিবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। এই দ্রাবকের দ্বারা রসাদির জারণ হয়। ইহার ৫।৭ বিন্দু জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। অন্যবিধ—স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্য, সৈন্ধব লবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, যবক্ষার, সোহাগা, সাচিক্ষার, সাম্ভলক্ষার, ধাতুকাশীশ, পদ্মকাশীশ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত কাচনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে ক্রমশঃ অগ্নির তেজ দিয়া যথাবিধানে পাক করিয়া উহাদের রস চোয়াইয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে মহাদ্রাবক হয়। ইহা আবার স্বল্প, মধ্য ও বৃহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফট্‌কিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হীরাকস এই চারি দ্রব্যের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে আরক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্বল্পদ্রাবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফট্‌কিরি, যবক্ষার, ধাতুকাশীশ, পদ্মকাশীশ ও হীরাকস এই সপ্ত দ্রব্যের আরককে মধ্যমদ্রাবক কহে। আর স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। এই ঔষধ শুঁঠ বা লবঙ্গচূর্ণের সহিত ৭।৮ বিন্দু পরিমাণে সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি ও যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর°)

। * । এখনকার রসায়নশাস্ত্রে ইংরাজী Acid শব্দের অনুবাদে 'দ্রাবক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Acid মধ্যে দ্রাবণ-ক্ষমতা নাই। তবে বৈদ্যক শাস্ত্রে শঙ্খদ্রাবক, মহাদ্রাবকাদির উল্লেখ থাকায় পারিভাষিকরূপে Acidএর দ্রাবক অর্থ গ্রহণ করা হয়।

দ্রাবককন্দ (পুং) দ্রাবকো কন্দোযস্য। তৈলকন্দ। (রাজনি°)

দ্রাবকর (ক্লী) দ্রাবং সুবর্ণাদের্দ্রবং করোতি স্বসংযোগেনেতি দ্রাব-কৃ-ট। শ্বেতটঙ্কণ।

দ্রাবণ (ক্লী) দ্রাবয়তি জলমলং স্বসম্পর্কেণেতি দ্রু-ণিচ্ যুচ্। ১ কতকফল, নির্ম্মলী। দ্রাবি-ল্যুট্। ২ বিদ্রাবণ। দ্রাবয়তীতি দ্রাবি-ল্যু। (ত্রি) ৩ যে পলায়ন করায়।

"সদেবযুক্তো রসসত্তমোমো ছুরাধরো-দ্রাবণঃ শাত্রবাণাং।"

(ভারত ৮।৩৪।৩৮)

দ্রাবিকা (স্ত্রী) দ্রাবক-টাপ্ অত ইত্বং। লালা। (শব্দরত্নমালা)

দ্রাবিড় (ত্রি) দ্রবিড়ো দেশোঽভিজনোঽস্যেতি অণ্। ১ দেশবিশেষজাত, দ্রবিড় দেশোৎপন্ন।

"সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রাবিড়ৈঃ সৈনিকৈঃ সহ।"

(ভারত ৮।১২।১৪)

২ পিত্রাদিক্রমে দ্রাবিড় দেশবাসী। দ্রাবিড় দেশবাসী সকল এই অর্থে অণের লুক্ হয়।

দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ এই পঞ্চবিধ দ্রাবিড়। এই সকল দেশ বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

"কার্ণাটিকাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ ॥" (স্কন্দপু°)

[তামিল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৩ সংখ্যাভেদ। ৪ বেধমুথ্য। ৫ কর্চ্চূর। (রাজনি°)

দ্রাবিড়, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত স্মৃতিপ্রদীপ নামক গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্রাবিড়ক (পুং) দ্রাবিড় এব, স্বার্থে কন্। বেধমুথ্য, চলিত ভাষায় জিয়চবষ্ঠী। (ক্লী) বিট্‌লবণ।

দ্রাবিড়ভূতিক (পুং) দ্রাবিড় এব ভূতিরুৎপত্তির্যস্য কপ্। দ্রাবিড়ক। বিট্‌লবণ।

দ্রাবিড়গৌড়, কোহলীয় গৌড় দ্বিবিধ, ইহার মধ্যে তুরঙ্গ ও দ্রাবিড়। দ্রাবিড়গৌড়ের মূর্ত্তি "দেশী সুবর্ণঃ শিশিরাংশুধামা কৃকাটিকা চুম্বিতচারুবালঃ। স্রগ্বীলপন্ পাণিধৃতাব্দ দণ্ডো বিপ্রো যুবা দ্রাবিড়গৌড় এবঃ।" (সঙ্গীতসারস°) ইহার গ্রহাংশ ন্যাস "নি"। গান সময় রাত্রি, বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয়।

দ্রাবিড়ী (স্ত্রী) দ্রবিড়ে ভবা দ্রবিড়-অণ্-ঙীপ্। এলা, গুজরাটী এলাচী। ইহার পর্য্যায়—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুচ্ছা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী, গুটী। ছোট এলাচ।

"সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুচ্ছা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী গুটিঃ।" (ভাবপ্র°)

দ্রাবিণোদস্ (ত্রি) [দ্রবিণোদস্ দেখ।]

দ্রাবিত (ত্রি) দ্রাবি-ক্ত। ১ তাড়িত, দূরীকৃত। ২ দ্রবীকৃত।

দ্রাব্য (ত্রি) দ্রু-ণ্যৎ। ১ অবশ্য গমনীয়। ২ অবশ্য দ্রবণীয়। ৩ অবশ্যানুতপনীয়।

দ্রাহ্যায়ণ (পুং) দ্রহস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং। যুবাদিত্বাৎ অঙ্ ফুণিফক্। সামগদিগের কল্প, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র প্রণেতা ঋষিভেদ।

দ্রাহ্যায়ণসূত্র (ক্লী) দ্রাহ্যায়ণকৃত সূত্র বিশেষ।

দ্রাহ্যায়ণসূত্রভাষ্য (ক্লী) ধন্বিন্ কৃত দ্রাহ্যায়ণসূত্রের ভাষ্য।

দ্রাহ্যায়ণি (পুং) দ্রাহ্যায়ণের গোত্রাপত্য।

দ্রাহ্যায়ণীয় (ত্রি) দ্রাহ্যায়ণ কৃত, দ্রাহ্যায়ণ সম্বন্ধীয়।

দ্রু (পুং) দ্রবতি ঊর্দ্ধং গচ্ছতি দ্রু-মিতদ্রবাদিত্বাৎ ডু। ১ বৃক্ষ। ২ শাখা।

"আদদীতাথ ষড় ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাং।" (মনু ৭।১৩১)

(স্ত্রী) ৩ গতি।

দ্রুকিলিম (ক্লী) কিল্যতে হনেনেতি কিল শ্বৈত্যক্রীড়নয়োঃ কিল-বাহুলকাৎ কিমচ্। দ্রুষু বৃক্ষেষু কিলিমং। দেবদারু বৃক্ষ।

"দেবদারু দ্রুকিলিমং সুরাহ্বং ভদ্রদারু চ।
দেবকাষ্ঠং পীতদারু দেবদারু চ দারু চ॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

পর্য্যায়—দেবদারু, সুরাহ্ব, ভদ্রদারু, দেবকাষ্ঠ, পীতদারু ও দারু।

দ্রুঘণ (পুং) দ্রুর্বৃক্ষঃ হন্যতে হনেনেতি হন-অপ্ ঘনাদেশশ্চ, ততো ণত্বং, দ্রুমময়ো ঘনঃ ইতি বা। ১ মুদগর। ২ সূত্রধারাদির মুদগরাকার লৌহাস্ত্রবিশেষ। (ভরত) ৩ বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ মতে ইহা পরশুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট লৌহাস্ত্রবিশেষ।

"দ্রুঘণস্ত্বায়সাঙ্গঃ স্যাৎ বক্রগ্রীবো বৃহচ্ছিরাঃ।
পঞ্চাদশাঙ্গুলোৎসেধো মুষ্টিসম্মিতমণ্ডলঃ॥" (ধনুর্ব্বেদ)

এই অস্ত্র লৌহময়, ইহার গ্রীবাদেশ বক্র এবং বৃহৎ শিরাযুক্ত, উৎসেধ পঞ্চাশৎ আঙ্গুল ও মুষ্টিসম্মিত মণ্ডল। ইহার ক্রিয়া চারিটী—

"উন্নামনং প্রপাতশ্চ স্ফোটনং দারণং তথা।
চত্বার্য্যেতানি দ্রুঘণে বল্গিতানি শ্রিতানি বৈ॥" (ধনুর্ব্বেদ°)

উন্নামন, প্রপাত, স্ফোটন ও দারণ এই চারিটী এই অস্ত্রের ক্রিয়া।

দ্রুঃ সংসারবৃক্ষো হন্যতে হনেনেতি। ৪ ব্রহ্মা। ৫ কুঠার। ৬ ভূমিচম্পক। ৭ দ্রুমময় ঘন।

"কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানং" (ঋক্ ১০।১০২।৯)

'দ্রুঘণং দ্রুমময় ঘনং' (সায়ণ)

দ্রুণ (ক্লী) দ্রুণতি হিনস্তীতি দ্রুণ-ক। ১ ধনু। ২ খড়্গ। (পুং) ৩ বৃশ্চিক। ৪ ভৃঙ্গ। (ত্রি) ৫ পিশুন। (শব্দমালা)

দ্রুণস (ত্রি) দ্রুরিব দীর্ঘা নাসিকা যস্য। অচ্ সকারান্তঃ ততো নাসিকায়া নসাদেশশ্চ পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বং। দীর্ঘনাসিকাযুক্ত।

দ্রুণহ (পুং) দ্রুণং খড়্গং হন্তি গচ্ছতীতি হন-গতৌ ড। খড়্গ-পিধান, খড়্গের খাপ।

দ্রুণা (স্ত্রী) দ্রুণং ধনুরাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যাঃ, অচ্ টাপ্। জ্যা, ধনুকের ছিলা।

দ্রুণি (স্ত্রী) দ্রুণতি জলাদিকমিতি দ্রুণ-গতৌ ইন্। (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৮) দ্রোণী, গেটক, খুকী।

দ্রুণী (স্ত্রী) দ্রুণ্ ইন্ বাহুলকাৎ ঙীষ্। ১ কর্ণজলৌকা, কাণকাটারী। ২ কচ্ছপী। ৩ কাষ্ঠাম্বুবাহিনী।

দ্রুত (ত্রি) দ্রু-ক্ত। ১ জাতদ্রব, জাতদ্রবীভাব ঘৃত সুবর্ণাদি, গলিত, দ্রবীভূত। পর্য্যায়—অবদীর্ণ, বিলীন, বিদ্রুত। ২ শীঘ্র। (ত্রি) ৩ শীঘ্রগামী।

"বাগ্মীরিতাভিঃ সুমনোহরাভি দ্রু´তাভিরতার্থ সমুত্থিতাপি॥"
(ভারত ১৩।২৬।৮২)

৪ বিদ্রাব। ৫ পলায়িত।

"জগ্রাহ স দ্রুতবরাহকুলস্য মার্গং।" (রঘুবংশ ৯।৫৯)

৬ বিড়াল। ৭ দ্রুম।

দ্রুতত্রিতালী, কেহ কেহ ইহাকেই আবার কাওয়ালী কহেন। কেহ কেহ কহেন ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।
[কাওয়ালী দেখ।]

দ্রুতচারিন্ (ত্রি) দ্রুতং চরতি চর-ণিনি। যাহারা ভূমিতে দ্রুতবেগে বিচরণ করে।

দ্রুতপদ (ক্লী) দ্রুতং শীঘ্রগামি পদং। ১ শীঘ্রগামিপদ। (ত্রি) ২ দ্রুতগামিপদযুক্ত। ৩ ছন্দোভেদ, ইহার প্রতিপদে ১২টী অক্ষর থাকিবে এবং ইহার চতুর্থ, একাদশ ও দ্বাদশবর্ণ গুরু, আর সকল বর্ণ লঘু।

"দ্রুতপদং ভবতি নভনয়াশ্চেৎ।" (বৃত্তর°)

দ্রুতমধ্যা (স্ত্রী) অর্দ্ধসমবর্ণবৃত্ত ভেদ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে, দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সমান। প্রথম ও তৃতীয়পাদে সপ্তম, নবম ও একাদশ অক্ষর গুরু; দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশবর্ণ গুরু। লক্ষণ—

"ভত্রয়মো জগতং গুরুণী চেৎ যুজিচ নকৌ জ্যযুতৌ দ্রুতমধ্যা।

উদাহরণ—

"স্ফুট সুমধুর বেণু গীতিভিস্তমপরবক্তু মবেত্য মাধবং।
মৃগযুবতিগণৈঃ সমং স্থিতা ব্রজবনিতাধৃতচিত্তবিভ্রমাঃ॥"
(ছন্দোম°)

দ্রুতবিলম্বিত (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই ছন্দের ৪।৭।১০।১২ এই সকল বর্ণ গুরু, অন্যান্য বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ।"

উদাহরণ—

"তরণিজাপুলিনে নববল্লবী পরিষদা সহ কেলি কুতূহলাৎ।
দ্রুতবিলম্বিত চারু বিহারিণং হরিমহং হৃদয়েন সদা বহে॥"
(ছন্দোম°)

দ্রুতি (স্ত্রী) দ্রু-ভাবে ক্তিন্। ১ দ্রব। ২ গতি।

দ্রুনথ (পুং) দ্রোর্বৃক্ষস্য নখ ইব অসংজ্ঞাত্বাৎ ণত্বাভাবঃ। কণ্টক, কাঁটা।

দ্রুপদ (পুং) চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। চন্দ্রবংশে পৃষত নামে এক রাজা ছিলেন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত ইঁহার অতিশয় সখ্যতা ছিল, ভরদ্বাজের পুত্র হইবার সময়ে ইঁহারও এক পুত্র জন্মে, পৃষত এই পুত্রের নাম দ্রুপদ রাখিয়াছিলেন। পৃষতের পুত্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পরে পৃষত রাজার মৃত্যু হইলে মহাবাহু দ্রুপদ উত্তর-পাঞ্চালের অধীশ্বর হন। এই সময়ে ভরদ্বাজও স্বর্গারোহণ করেন। দ্রোণ ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদা দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদের নিকট আসিয়া কহিলেন, 'এখন হইতে আমাকে সখাজ্ঞান কর'। দ্রুপদ ইহা শুনিয়া ক্রোধভরে দ্রোণকে কহিলেন, মূঢ় ব্রাহ্মণ! তোমার বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপালদিগের কখনই ঈদৃশ শ্রীহীন ও নির্ধন মনুষ্যদিগের সহিত সৌখ্য হয় না। কালে সমুদায় বস্তুকে জীর্ণ করে, তদ্দ্বারা সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়। পূর্ব্বে যোগ্যতা বশতঃ তোমার প্রতি আমার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভূমণ্ডল মধ্যে সৌহার্দ্দ কাহারও হৃদয়ে অজর হইয়া থাকেনা। কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হয়, অথবা ক্রোধ কর্ত্তৃক সমূলে নির্মূলিত হয়। অতএব তুমি সেই পুরাতন সৌখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও; এখন আর তাহা বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করিওনা। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন বশতঃই তোমার সহিত আমার সখ্যতা হইয়াছিল, দেখ দরিদ্র ব্যক্তি কখনও ধনবান্ ব্যক্তির সখা হয় না, মূর্খ কখনও বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত সৌখ্য করিতে পারেনা, বীর্য্যহীন ব্যক্তি কখনও শূরের সখা হয় না, অতএব তুমি কি জন্য পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ। যাহাদের সমান ধন, সমান বল, তাহাদেরই পরস্পর সৌখ্য বা বিবাদ হইতে পারে, পুষ্ট ও অপুষ্ট ব্যক্তিতে কখনও বিবাদ বা সৌখ্য সম্ভাবনা হইতে পারে না। রাজার সহিত রাজার সৌখ্য হইয়া থাকে। তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার সহিত আমার সৌখ্য কি প্রকারে সম্ভবে।' এইরূপে দ্রোণ দ্রুপদ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্যের উপর কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষার ভার অর্পণ করেন, ইনিও যথাবিধানে ইঁহাদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দেন। কুরুপাণ্ডবগণ অস্ত্র শস্ত্রাদি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলে, ইঁহাদিগের নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন। 'পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদ আমাকে অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধের জন্য তোমরা পাঞ্চালপুরী অবরোধ করিয়া অমাত্যের সহিত দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনিয়া দাও।' অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যগণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা দ্রুপদকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া অমাত্যের সহিত বন্ধন করিয়া দ্রোণের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে কহিলেন, 'হে নরাধিপ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু অধুনা আমি রাজা, তুমি রাজা নহ, রাজা না হইলে রাজার সহিত সখ্য হইতে পারেনা, এজন্য তোমার সহিত একত্র রাজ্য করিতে স্থির করিয়াছি। তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে রাজা হও এবং আমি উত্তরকূলে রাজা হই।' দ্রুপদ ইহা শুনিয়া কহিলেন, 'আপনার যাহা ভাল হয় তাহাই করুন।'

এইরূপে দুইজন সখ্য অবলম্বন করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দ্রুপদের অন্তঃকরণ হইতে এই মহা-অপমান ক্ষণকালের জন্যও তিরোহিত হইল না। দ্রুপদ অমর্ষ শোকে আকুল হইয়া উপযুক্ত পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে তেজস্বী ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গঙ্গাকূলে কল্মাষপাদ রাজার পুরীর নিকটে যাজ ও উপযাজ নামে দুইজন স্নাতক-ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই দুইজন অতিশয় তপোনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ। ইঁহাদের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে, রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া ইঁহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু উপযাজ কিছুতেই দ্রুপদের পৌরোহিত্যে স্বীকার করিলেন না, এবং বলিলেন, 'তুমি যাজের নিকট গমন কর, তাহা হইতেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।' রাজা উপযাজের বাক্যানুসারে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন এবং অনেক উপাসনা করিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। দ্রুপদ ইঁহাকে কহিলেন, 'আমি যে কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামে দুর্জ্জয় ও দ্রোণবিনাশক পুত্রলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।' যাজ তথাস্তু বলিয়া যজ্ঞের প্রয়োগ মনে মনে স্মরণ করিলেন এবং ঐ কার্য্য গুরুতর বিবেচনা করিয়া অকাম উপযাজকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। ইনিও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পরে ইঁহারা দুইজন শ্রৌতাগ্নিসাধ্য যজ্ঞারম্ভ করিলেন। পরে যাজ যজ্ঞান্তে রাজ্ঞীকে এইরূপ আদেশ করিলেন, 'হে রাজ্ঞি! তুমি হবির্গ্রহণের নিমিত্ত শীঘ্র আমার নিকট আগমন

কর, তোমার পুত্রকন্যা উপস্থিত হইয়াছে।' তাহা শুনিয়া রাজ্ঞী কহিলেন, 'আমি অঙ্গরাগাদি ধারণ করায় আমার শরীর অশুচি আছে, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, শুচি হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করিব।' যাজ কহিলেন, যে হব্য বস্তু উপযাজ কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যাজ কর্ত্তৃক পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তুমি আইস বা থাক, অবশ্যই তদ্দ্বারা কামনা সিদ্ধি হইবে। যাজ ইহা বলিয়া হুত হুতাশনে সংস্কৃত হব্যের আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি প্রদান করিবামাত্র সেই পাবক হইতে জ্বালাবর্ণ, ভীষণাকৃতি কিরীটভূষণ উত্তম কবচযুক্ত খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ-ধারী দেব সদৃশ এক কুমার উৎপন্ন হইল। ঐ কুমার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই, বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে প্রধান রথে আরোহণ করিল ও ঐ রথে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। এই সময় আকাশবাণী হইল যে, রাজকুমার দ্রোণ-বধের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই পুত্র পাঞ্চালগণের যশস্কর, ভয়নাশক ও রাজার শোকাবহ হইবে। পরে বেদী মধ্য হইতে সৌভাগ্যশালিনী শ্যামাঙ্গী এক কুমারী উত্থিত হইল। এই কুমারী অসামান্যা রূপশালিনী। এই সময়ে পুনরায় আবার আকাশবাণী হইল। এই কৃষ্ণা সকল রমণী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ও অনেক ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারিণী হইবে এবং ইহার দ্বারা দেবকার্য্য সম্পন্ন হইবে। পরে ব্রাহ্মণেরা দ্রুপদকে কহিলেন, রাজন্! এই কুমার ধৃষ্ট অর্থাৎ প্রগল্‌ভ, অতিধৃষ্ট অর্থাৎ বিপক্ষদিগের উৎকর্ষের সহিষ্ণু এবং দ্যুম্নাদির অর্থাৎ কবচ কুণ্ডলাদির সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল এবং এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে এই জন্য ইহার নাম কৃষ্ণা হইল। দ্রুপদ দ্রোণ-নিহন্তা পুত্রলাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইহার শিখণ্ডী নামে আরও একপুত্র ছিল। দ্রুপদ ভারতযুদ্ধে দ্রোণের হস্তে নিহত হন। (ভারত আদি দ্রোণপ°)

২ কাষ্ঠের দেশভেদ। "আদিত্যাং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ" (ঋক্)
'দ্রোঃ কাষ্ঠস্য পদেষু যূপস্য প্রদেশবিশেষেষু' (সায়ণ)
৩ কাষ্ঠময় পাদুকা। "দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ" (শুক্লযজুঃ ২০।২০)
'দ্রুস্তরুস্তন্ময়ং পদং পাদুকা তস্মাৎ মুমুচানঃ পৃথগ্‌ভবন্' (বেদদীপ)

দ্রুপদা (স্ত্রী) দ্রুপদং তচ্ছব্দোঽস্ত্যস্যাং ঋবি অচ্। বৈদিক মন্ত্রবিশেষ, দ্রুপদশব্দযুক্ত ঋক্।

"ভুক্তোচ্ছিষ্টস্তনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছেৎ তত্র কুর্য্যাৎ বিশোধনং।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

যদি প্রমাদপূর্ব্বক ভুক্তোচ্ছিষ্ট চাণ্ডাল ও শ্বপচাদিকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী বা শত দ্রুপদাজপ করিলে পবিত্র হয়।

দ্রুপদাত্মজ (পুং) দ্রুপদস্য আত্মজঃ। দ্রুপদের পুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। স্ত্রিয়াং টাপ্। দ্রৌপদী।

দ্রুপদাদিত্য (পুং) দ্রৌপদীর প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ আদিত্যলিঙ্গ-বিশেষ। ইহার বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। পাণ্ডুতনয়গণ জ্ঞাতিকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় পতিব্রতা পাঞ্চালী সূর্য্যের আরা-ধনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দ্রৌপদীকে দর্ব্বী ও পিধানের সহিত অক্ষয়স্থালিকা প্রদান করিয়া এই বর দিয়াছিলেন, 'যেপর্য্যন্ত তোমার ভোজন না হইবে, তাবৎ যত ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া আগমন করিবে, তাহাদের সকলেরই এই স্থালীসম্ভূত অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ হইবে। তোমার ভোজনের পর এই স্থালী শূন্য হইবে। সূর্য্যদেব আরও বলিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে তোমার সম্মুখে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি আরাধনা করিবে, তাহার ক্ষুধাজনিত পীড়া বিনষ্ট হইবে। হে পতিব্রতে পাঞ্চালি! ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যে বর দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রবে! যে ব্যক্তি প্রথমে তোমার পূজা করিয়া পরে আমাকে দর্শন করিবে, তুমি নিজ করসমূহের দ্বারা তাহার দুঃখতিমির অপনয়ন করিও। আমি বিশ্বেশ্বরের এই বরে লোকদিগের পাপ অপনোদন করিয়া থাকি। অয়ি দ্রৌপদি! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে কাহারও ব্যাধিজনিত ক্ষুধাজন্য বা তৃষ্ণাসম্ভূত ক্লেশ উৎপন্ন হইবে না।' (কাশীখ° ৪৯ অ°)

দ্রুম (পুং) সমুদায়ে বৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষপি বর্ত্তন্তে ইতি-ন্যায়াৎ দ্রুঃ শাখা বিদ্যতেঽস্য ম (দ্যুদ্রুভ্যাং মঃ। পা ৫।২।১০৮) ১ বৃক্ষ।

"নির্ভয়স্তু ভবেৎ যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতং।
তস্য তদ্বর্দ্ধতে নিত্যং সিচ্যমানইব দ্রুমঃ॥" (মনু° ৯।২৫৫)

২ পারিজাত। ৩ কুবের। ৪ স্বনামখ্যাত কিম্পুরুষেশ্বর। (ভারত ২।১০।২৮)

৫ স্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ, ইনি শিবি নামক দৈত্যের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"যস্তু রাজন্ শিবির্নাম দৈতেয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্রুম ইত্যভিবিখ্যাতঃ স আসীদ্ভুবি পার্থিবঃ॥" (ভারত ১।৬৭।৮)

৬ রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবিশেষ। (হরিব° ১৬০।৬)

৭ প্রাচীন নৃপবরভেদ।

"উশীনরঃ শতরথঃ কঙ্কো দুলিদুহো দ্রুমঃ॥" (ভারত ১ অ°)

দ্রুমকিন্নরপ্রভ (পুং) গন্ধর্ব্ববিশেষ।

দ্রুমকিন্নররাজ (পুং) একজন কিন্নররাজ।

দ্রুমনখ (পুং) দ্রুমস্য নখইব। কণ্টক।

দ্রুমৎ (ত্রি) কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

দ্রুমময় (পুং-ত্রি) দ্রুম বিকারে ময়ট্। বৃক্ষবিকার যূপাদি।

দ্রুমর (পুং) দ্রুর্ম্রিয়তেঽনেন মৃ-করণে-অপ্। ১ কণ্টক।

দ্রুমমর (পুং) দ্রুম-মৃ-অপ্। কণ্টক।

দ্রুমরত্নশাখাপ্রভ (পুং) কিন্নরবিশেষ।

দ্রুমবৎ (ত্রি) দ্রুমো বিদ্যতেঽস্য দ্রুম-মতুপ্ মস্য ব। দ্রুম-বিশিষ্ট, যাহার বাগান বাগিচা আছে।

দ্রুমবল্ক (ত্রি) বৃক্ষের ছাল।

দ্রুমব্যাধি (পুং) দ্রুমস্য ব্যাধিরিব। ১ লাক্ষা। দ্রুমস্য ব্যাধিঃ ৬তৎ। ২ বৃক্ষরোগ।

দ্রুমশীর্ষ (ক্লী) দ্রুমস্য শীর্ষমিব শীর্ষং যস্য। কুট্টিমভেদ।

"কপিশীর্ষং দ্রুমশীর্ষং তথা চাথোটশীর্ষকং।
ইতি কুট্টিমভেদাঃ স্যুঃ শাব্দিকৈঃ সমুদাহৃতাঃ ॥"
(শব্দরত্নাবলী)

দ্রুমস্য শীর্ষং ৬তৎ। ২ বৃক্ষাগ্র।

দ্রুমশ্রেষ্ঠ (পুং) দ্রুমেষু শ্রেষ্ঠঃ। ১ প্রধান বৃক্ষ। ২ তাল-বৃক্ষ। (শব্দার্থক°)

দ্রুমষণ্ড (ক্লী) দ্রুমাণাং সমূহঃ দ্রুম-ষণ্ডচ্। বৃক্ষসমূহ।

"জলেষু জলজৈশ্ছন্নং স্থলেষু স্থলজৈরপি।
পঙ্কজৈর্দ্রুমষণ্ডৈশ্চ সর্ব্বতঃ প্রতিভূষিতং ॥" (হরিব° ৬৭ অ°)

দ্রুমসেন (পুং) রাজভেদ, ইনি গবিষ্টাসুরের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন।

"গবিষ্টস্তু মহাতেজা যঃ প্রখ্যাতো মহাসুরঃ।
দ্রুমসেন ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোঽভবন্নৃপ ॥"
(ভারত ১।৬৭ অ°)

২ কৌরব পক্ষীয় একজন বীর, ইনি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (ভারত দ্রোণপ°)

দ্রুমাময় (পুং) দ্রুমস্য আময় ইব। ১ লাক্ষা। দ্রুমস্য আময়ঃ ৬তৎ। ২ বৃক্ষের রোগ।

দ্রুমারি (পুং) দ্রুমস্য অরিঃ বৃক্ষনাশকত্বাৎ তথাত্বং। হস্তী।
(রাজনি°)

দ্রুমাশ্রয় (পুং) দ্রুমো-আশ্রয়ো যস্য। সরট। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ বৃক্ষাশ্রিত মাত্র।

দ্রুমিনী (স্ত্রী) বন, জঙ্গল, বৃক্ষলতাদি পূর্ণ।

দ্রুমিল (পুং) দানবের নামভেদ, যিনি সৌভদেশের রাজা ছিলেন।

দ্রুমেশ্বর (পুং) দ্রুমেষু ঈশ্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। তালবৃক্ষ। দ্রুমাণাং ওষধীনাং ঈশ্বরঃ। ২ চন্দ্র। ৩ দ্রুমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পারিজাতের নামভেদ।

"স্বর্গাদি হানয়িষ্যা চ পারিজাতং দ্রুমেশ্বরং।" (হরিব° ১২৬ অ°)

দ্রুমোৎপল (পুং) দ্রুমে উৎপলমিব পুষ্পং যস্য। কর্ণিকার বৃক্ষ।

দ্রুবয় (পুং) দ্রোর্ব্বৃক্ষস্য বিকারভূতং প্রস্থাদিপরিমাণং দ্রু-মানে বয়। (মানেবয়ঃ। পা ৪।৩।১৬২) পরিমাণ। "সিংহ ইবাস্তানীদ্দ্রুবয়ো বিবদ্ধঃ" (অথর্ব্ব° ৫।২০।২)

দ্রুষদ্ (ত্রি) বৃক্ষ বা কাষ্ঠ খণ্ডের উপর উপবেশনকারী।

দ্রুসল্লক (পুং) দ্রুষু সল্লক ইব। পিয়াল বৃক্ষ। (শব্দর°)

দ্রুহ (পুং) দ্রুহ্যতি ধনাদিলাভাশয়া পিতৃবিনাশং চিন্তয়তি দ্রুহ-ক। ১ পুত্র। ২ বৃক্ষ, তরু। (ত্রি) ৩ দোহকারক। "মক্ষূমপদ্রুহা তম্বং গূহমানা" (ঋক্ ৭।১০৪।১৭) 'যা রক্ষিণী মক্ষূং রাত্রৌ দ্রুহা দোহেন যুক্তা' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৪ দুহিতা।

দ্রুহণ (পুং) দ্রুং সংসারগতিং হন্তি হন-অচ্। (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ইতি ণত্বং। ব্রহ্মা। (ত্রিরূপকোষ)

দ্রুহন্তর (ত্রি) [বৈ] দৈত্যাদিগকে হনন করিয়া।

দ্রুহিণ (পুং) দ্রুহ্যতি দুষ্টেভ্য ইতি দ্রুহ-ইনন্, ণত্বাভাবশ্চ। (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ব্রহ্মা।

"দ্রুহিণেস্যষ্টিশক্তিশ্চ হরৌ পালনশক্তিতা।" (দেবীভাগ° ২।৪৯)

দ্রুহী (স্ত্রী) দ্রুহ্যতি পিত্রে বিবাহকালীনধনাগ্রহণাদিনা, দ্রুহ-ক, ততো ঙীষ্। দুহিতা।

দ্রুহ্য (ত্রি) দ্রুহ-ক্যপ্। দ্রোহবিশেষ।

দ্রুহ্যু (পুং) যযাতিপত্নী শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র। যযাতি দ্রুহ্যুকে সহস্র বৎসর নিজের জরা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ইহা স্বীকার করেন নাই এবং বলিয়াছিলেন, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি জীর্ণ কলেবর হওয়ায় হস্তী, অশ্ব, রথ ও স্ত্রী প্রভৃতি কিছুই ভোগ করিতে পারে না এবং তাহার বাক্যও অস্ফুট হইয়া যায়, অতএব আমি জরা গ্রহণ করিতে পারিব না। যযাতি এই কথা শুনিয়া ইহাকে শাপ দিয়াছিলেন, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর অভিলাষ কোথাও সিদ্ধি হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজযোগ্য যান, গো, গর্দ্দভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, যেখানে সর্ব্বদা ভেলা ও প্লুতগতি দ্বারা যাতায়াত করিতে হয় এবং যেখানে রাজ-শব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি সবংশে সেই দেশে অবস্থান করিবে।' দ্রুহ্যুর বংশে কেহ রাজা হয় নাই। ইহার বংশে ভোজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (ভারত ১।৮৪ অ°) [ত্রিপুরা দেখ।]

দ্রূ (পুং) দ্রু-ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। স্বর্ণ।

দ্রূঘণ (পুং) দ্রুঘণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দ্রুঘণ, মুদ্গর।

দ্রূণ (পুং) দ্রুণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। বৃশ্চিক।

দ্রেক্ক (পুং) দ্রেক্কাণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দ্রেক্কাণ, লগ্নের তৃতীয় ভাগের এক ভাগ।

দ্রেক্কাণ (পুং) লগ্নের তৃতীয় ভাগের এক ভাগ।

"স্বপঞ্চ নবমানাং যে রাশীনামধিপাঃ গ্রহাঃ।
তে দ্রেক্কাণাধিপা জ্ঞেয়া দ্রেক্কাণাস্ত্রয় এব হি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[বিশেষ বিবরণ দৃক্কাণ দেখ।]

দ্রেশ্য (ত্রি) দৃশ-কর্ম্মণি ক্যপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দৃশ্য। "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রং" (মুণ্ডকোপনি°) 'অদ্রেশ্যং অদৃশ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ দৃশের্বহিঃ প্রস্থিতস্য পঞ্চেন্দ্রিয়বাচকত্বাৎ' (ভাষ্য°)

দ্রেষ্কাণ (পুং) দ্রেক্কাণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। [দৃক্কাণ দেখ।]

দ্রোগ্ধব্য (ত্রি) দ্রুহ-তব্য। ব্যথিত, হিংসাকারক।

দ্রোগ্ধৃ (ত্রি) দ্রুহ-তৃচ্। দ্বেষী, পরের মন্দ চেষ্টক।

দ্রোঘ (ত্রি) দ্রুহ-কর্ম্মণি-ঘঞ্ বাহু° বেদে কুত্বং। দ্রোহ বিষয়। "হেষসা দ্রোঘমিত্রান্" (ঋক্ ১০।৮৯।১২) 'দ্রোঘমিত্রান্ দ্রুগ্ধানি মিত্রাণি যৈঃ তে দ্রোঘমিত্রাঃ' (সায়ণ) ২ দ্রোহ-সূচক বাক্যাদি। "দ্রোঘায় চিদ্বচস আনবায়" (ঋক্ ৬।৬২।৯) 'দ্রোঘায় অতিদ্রোহাত্মকায় বচসে' (সায়ণ)

দ্রোঘমিত্র (পুং) [বৈ] ক্ষতিকর-বন্ধু।

দ্রোঘবচস্ (ত্রি) অনিষ্টকারী বচন।

দ্রোণ (পুং স্ত্রী) দ্রবতীতি দ্রু-গতৌ নিৎ। (কৃ বৃ জৃষি দ্রুপণ্য নিন্বপিভ্যো নিৎ। উণ্ ৩।১০) ১ আঢ়ক পরিমাণ, আঢ়ক চতুষ্টয়। ৩২ সের লৌকিক পরিমাণ। পর্য্যায়—ঘট, কলস, উন্মান, উল্বণ, অর্ম্মণ। (বৈদ্যকপরি°)

"দ্রোণস্তু খার্য্যাঃ খলু ষোড়শাংশঃ" (লীলাবতী)

২ অরণী কাষ্ঠ। "কৃত্বাহি দ্রোণে অজ্যসেঽগ্নে বাজী ন কৃত্ব্য" (ঋক্ ৬।২।৮) 'হে অগ্নে কৃত্বা কর্ম্মণা মন্থন-রূপেণ দ্রোণে দ্রুমে কাষ্ঠেঽরণ্যাং' (সায়ণ) ৩ কাষ্ঠনির্ম্মিত কলস। "প্রোদ্রোণে হরয়ঃ কর্ম্মাগ্মন্ পুনানাস ঋজ্যন্তো" (ঋক্ ৬।৩৭।২) 'দ্রোণে দ্রোণকলস ঋজ্যন্ত ঋজুর্গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ) ৪ দ্রুমময় রথ, কাঠের রথ। "আতেবৃষন্ বৃষণো দ্রোণমধ্যঃ" (ঋক্ ৬।৪৪।২০) 'দ্রোণং দ্রুমময়ং রথমস্থুঃ' (সায়ণ) ৫ দণ্ডকাক, দাঁড়কাক। ৬ বৃশ্চিক। ৭ চতুঃশত ধনু পরিমিত জলাশয়। "অনেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী ত্রিভিঃ দীর্ঘিকা চতুর্ভি র্দ্রোণঃ" (জলাশয়তত্ত্ব)

৮ মেঘনায়ক ভেদ।

"ত্রিযুতে শাকবর্ষে তু চতুর্ভিঃ শোষিতে ক্রমাৎ।
আবর্ত্তং বিদ্ধি সংবর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদং॥
আবর্ত্তো নির্জ্জলোমেঘঃ সংবর্ত্তশ্চবহুদোদকঃ।
পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যে বৎসর দ্রোণ মেঘনায়ক হয়, সেই বৎসর উত্তম বৃষ্টি এবং বসুন্ধরা শস্যশালিনী হয়। ৯ দ্রুম, বৃক্ষমাত্র। ১০ বর্ষপর্ব্বত ভেদ।

"চতুর্থঃ পর্ব্বতো দ্রোণো যত্রৌষধ্যো মহাগিরৌ।
বিশল্যকরণী চৈব মৃতসঞ্জীবনী তথা॥" (মৎস্যপু°)

১১ ক্ষীরোদ সমুদ্রস্থিত পর্ব্বত বিশেষ। এখানে বিশল্য-করণী সঞ্জীবনী নামক ঔষধ আছে। (রামা°) ১২ মন্দপালের পুত্র। ইহার পুত্রগণের নাম পিঙ্গাক্ষ, অবরোধ, সুমুখ ও সুপুত্র ইহারা বপুনাম্নী অপ্সরার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। (মার্কণ্ডেয়পু°) ১৩ পুষ্পবিশেষ, দ্রোণপুষ্প।

"ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দ্রোণপুষ্পং সদা প্রিয়ং।
ততস্তে দুর্গে প্রযচ্ছামি পবিত্রস্তে সুরেশ্বরি॥"

(স্মার্ত্তধৃত দুর্গার্চ্চাপ্রয়োগ)

দুর্গাপূজার সময় দ্রোণপুষ্প দিয়া দুর্গার্চ্চনা করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই পুষ্প শরৎকালে হইয়া থাকে। ১৪ বসুপুত্র বিশেষ।

"বসবোঽষ্টৌ বসোঃ পুত্রাস্তেষাং নামানি বৈ শৃণু।
দ্রোণঃ প্রাণোধ্রুবোঽর্কোঽগ্নির্দোষোবাস্তুর্বিভাবসুঃ॥"

(ভাগ° ৬।৬।১১)

১৫ মহাভারতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বীর। পুরাণেতিহাস অনুসারে পরশুরামের পর দ্রোণাচার্য্যের মত আর ব্রাহ্মণবীর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মহাভারতে আদি হইতে দ্রোণপর্ব্বের মধ্যে দ্রোণাচার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। এখানে সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইল।

গঙ্গাদ্বারের নিকট ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত মহর্ষি বাস করিতেন। একদিন তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যান। সেই সময় ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল, ঘটনাক্রমে তাহার বসন স্খলিত হইল। বিগলিতবসনা ঘৃতাচীকে অবলোকন করিয়া মহর্ষিও কামার্ত্ত হইলেন। তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইল। তখন ঋষি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয় পাত্রে সেই রেত ধারণ করিলেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র হইতে উক্ত ব্রাহ্মণবীর উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ নামক পাত্রে জন্ম বলিয়া তাঁহার নামও দ্রোণ হইল। ভরদ্বাজ পূর্ব্বে অগ্নিবেশ ঋষিকে আগ্নেয় অস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন অগ্নিবেশ গুরুপুত্র দ্রোণকে সেই সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিলেন।

ভরদ্বাজের পৃষত নামে এক রাজা সখা ছিলেন। যে সময় দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় পৃষতেরও এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম দ্রুপদ। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া দ্রোণের সহিত খেলা ও লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন। এইরূপে উভয়ে মিত্রতা জন্মিল। রাজা পৃষতের মৃত্যু হইলে দ্রুপদ উত্তর-পঞ্চাল দেশের রাজা হইলেন।

সেই সময় ভরদ্বাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন। দ্রোণ পিতার পূর্ব্বনিয়োগানুসারে পুত্রলাভার্থ শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। যথাকালে কৃপী এক পুত্র প্রসব করিলেন। জাতমাত্র সেই বালক উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় শব্দ করিল, সেই শব্দ (স্থাম) দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইল, তাই বালকের নাম হইল অশ্বত্থামা।

সেই সময় দ্রোণ ভৃগুনন্দন পরশুরামের নিকট মহাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র লাভ করিবার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করেন এবং ভার্গবরামের চরণে নিপতিত হইয়া প্রথমে ধন রত্ন প্রার্থনা করেন। পরশুরাম বলিলেন, 'আমার সমস্ত ধনরত্নই ব্রাহ্মণগণকে এবং পৃথিবী কশ্যপকে দান করিয়াছি, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও আমার এই শরীর ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই, ইহার মধ্যে তুমি যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।' দ্রোণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রয়োগ, উপসংহার ও সরহস্য সমগ্র অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

প্রফুল্লচিত্তে দ্রোণ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন অশ্বত্থামা এক ধনিপুত্রকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল, কেহই থামাইতে পারিল না। দ্রোণের ঘরে দুগ্ধ বা গাভী ছিল না, অপরের নিকট প্রতিগ্রহ করিলে পাছে ধর্ম্মচ্যুত হন, এই ভয়ে একার্য্যে তাঁহার মন হইল না। পরে অপরাপর বালকেরা পিটালীর জল খাওয়াইয়া অশ্বত্থামাকে শান্ত করিল। অশ্বত্থামা সেই তরল পিটালী খাইয়া 'দুগ্ধ পান করিয়াছি' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে দরিদ্র দ্রোণের মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাঁহার প্রিয়সখা রাজা দ্রুপদের নিকট চলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পঞ্চাল-রাজ তাঁহার পূর্ব্ব সখ্যতার অনুরোধে তাঁহার সকল অভাব মোচন করিবেন। কিন্তু ধনমদে মত্ত দ্রুপদ তাঁহার পূর্ব্ব সৌহৃদ্য স্বীকার করিলেন না। বরং মহামতি দ্রোণ তাঁহার নিকট অপমানিত হইলেন। [দ্রুপদ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তখন দ্রোণ দুঃখে ও ক্রোধে অপমানের প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিয়া কৌরব-রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। এখানে তিনি কৃপাচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে অশ্বত্থামা গুপ্তভাবে পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই।

একদিন যুধিষ্ঠিরাদি বীরবালকগণ হস্তিনাপুর হইতে বাহির হইয়া গোলা খেলিতে ছিলেন। খেলিতে খেলিতে সেই গোলা কূপে পতিত হইল, কেহই তুলিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে দ্রোণাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শরদ্বারা সেই গোলা উদ্ধার করিয়া দিলেন। তাঁহার অসামান্য শরসন্ধাননৈপুণ্য দর্শন করিয়া কুমারগণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ তাঁহাদের কাছে পরিচয় দিলেন না। তাঁহারা ভীষ্মের নিকট গিয়া সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ব্রাহ্মণের কথা প্রকাশ করিলেন। তখন বীরবর ভীষ্ম আপনি দ্রোণের নিকট গিয়া তাঁহাকে আনাইয়া কুরু-পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা কার্য্যে বরণ করিলেন। এখন হইতে তিনি দ্রোণাচার্য্য নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার সকল অভাব দূর হইল। কুরু-পাণ্ডবগণ তাঁহারই শিক্ষাগুণে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া গণ্য হইলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে রাজপুত্রগণ আসিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার খ্যাতি ভারতখ্যাত হইল। তাঁহার অসংখ্যশিষ্যের মধ্যে অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। [কর্ণ, অর্জ্জুন, একলব্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যখন দ্রোণ পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি নির্জ্জনে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'একটা বিষয় সর্ব্বদা আমার মনোমন্দিরে জাগরূক আছে। সত্য কর যে, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইলে আমার সেই অভিলাষ পূরণ করিবে?' কৌরবগণ ইহা শুনিয়া মৌনী হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন গুরুর অভীষ্ট সাধন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কৌরবগণের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হইল। একদিন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ডাকিয়া এই গুরুদক্ষিণা চাহিলেন, 'তোমরা যুদ্ধে পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।' তখন কুরুপাণ্ডবগণ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য সশস্ত্র অগ্রসর হইলেন। কৌরব ও পাঞ্চালগণে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রুপদকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে গুরুর নিকট ধরিয়া আনিলেন। দ্রোণাচার্য্যের বহুদিনের সংকল্প পূর্ণ হইল। কিন্তু ক্ষমাশীল দ্রোণ দ্রুপদের কোনরূপ অনিষ্ট করিলেন না। বরং দ্রুপদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে রাজন্! তুমি যে বাল্যকালে

আমার সহিত খেলা করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি হইয়াছিল। এখন আবার তোমার নিকট সেই সখ্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি বলিয়াছিলে, রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না, সেই জন্যই আজি রাজ্যলাভের যত্ন করিয়াছি। এখন হইতে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আর আমি উত্তরকূলের রাজা হইব।' [পাঞ্চাল দেখ।] দ্রুপদ লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। যাহা হউক, এখন তিনি দ্রোণাচার্য্যের অনুগ্রহে দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজা হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ব্রহ্মবল না হইলে দ্রোণাচার্য্যের ধ্বংস অসম্ভব। সেই জন্য তিনি পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করিলেন। তাহারই ফলে দ্রোণের নিহন্তারূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হইল।

দ্রোণের একটী সংকল্প সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আরও একটী বাকি ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন তিনি অর্জ্জুনের নিকট সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'দেখ অর্জ্জুন! আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে।' গুরুবৎসল মহাবীর অর্জ্জুন গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। এই কারণেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দ্রোণাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অর্জ্জুন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নচেৎ অর্জ্জুন গুরুর বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্র ধারণ করিতেন না। দ্রোণাচার্য্যের জীবনে এই কয়টী প্রধান ঘটনা ঘটে। যখন কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ প্রজ্বলিত হয়, তখন তিনি দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। অবশেষে কুলক্ষয়কর কুরুক্ষেত্রের মহাসমর উপস্থিত হইল, তিনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া নয়দিন ঘোরতর যুদ্ধ ও অসংখ্য যোদ্ধার প্রাণ বিনাশ করেন। কিন্তু ইঁহারই সেনাপতিত্বের সময় অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন। ইনিও অন্যায় যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের মুখে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই কথা শুনিয়া পুত্রের নিধন মনে করিয়া মহাশোকে নির্ব্বেদ অবলম্বন করেন। সেই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দ্রোণের মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। [যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখ।]

দ্রোণকলশ (পুং) দ্রোণ-ইব কলশঃ। ক্রমময় যজ্ঞপাত্রভেদ। "আহবনীয়ং গচ্ছন্ত্যাদায় প্রাগ্ দ্রোণকলশসোমপাত্রাণি।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৭।৫)

'পঞ্চগ্রাবাণোঽভিষবার্থাঃ তে চ পূর্ব্বমভিষবণে স্থাপিতা অপি বচনাত্তত্ত আনীয়ন্তে সংস্কারার্থং দ্রোণকলশঃ ক্রমময়ঃ কলশাকারো বৈকঙ্কতঃ যজ্ঞোপরি ধারাগ্রহা গৃহ্যন্তে।' (কর্ক)

দ্রোণকাক (পুং) দ্রোণ-ইব কাকঃ। বনকাক, দাঁড়কাক। পর্য্যায়—কাকোল, দ্রোণ, অরণ্যবায়স, বনবাসী, মহাপ্রাণ, ক্রূরবাবী, কলপ্রিয়, কাকল। (শব্দরত্নাবলী) [কাক দেখ।]

দ্রোণক্ষীরা (স্ত্রী) দ্রোণমিতং দুগ্ধং যস্যাঃ। দ্রোণপরিমিত দুগ্ধবর্তী গো, যে গোরুর এক কলস দুগ্ধ হয়।

দ্রোণগন্ধিকা (স্ত্রী) দ্রোণস্য দ্রোণপুষ্পস্য গন্ধইব গন্ধোযস্যাঃ কপ্-টাপি অতইত্বং। রাস্না। (জটাধর)

দ্রোণঘা (স্ত্রী) দ্রোণদুঘা পৃষোদরাদিত্বাৎ দুলোপঃ। দ্রোণদুঘা।

দ্রোণচিৎ (পুং) যজ্ঞীয় অগ্নিভেদ। "এতয়া বিকৃত্যাগ্নাং চিতিং চিন্বন্তি দ্রোণচিদ্রথচক্রচিৎ কঙ্কচিৎ।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৫।৯)

'এতে অগ্নিবিশেষাঃ' (কর্ক)

দ্রোণদুগ্ধা (স্ত্রী) দ্রোণপরিমিতং দুগ্ধং যস্যাঃ। দ্রোণদুঘা, যে গাভী দ্রোণপরিমিত দুগ্ধ দেয়।

দ্রোণদুঘা (স্ত্রী) দ্রোণং দোগ্ধীতি দুহ-কপ্-ঘশ্চান্তাদেশঃ (দুহঃ কপ্ঘশ্চ। পা ৩।২।৭০) গবীবিশেষ। পর্য্যায়—দ্রোণক্ষীরা, দ্রোণমানা, দ্রোণঘা, পয়স্বিনী, দ্রোণদুগ্ধা, দ্রোণমানপয়স্বিনী। (শব্দর°)

দ্রোণপদী (স্ত্রী) দ্রোণ-ইব পাদোযস্যাঃ, কুম্ভপদ্যাদিত্বাৎ ঙীষ্, ঙীষি পাদো হস্ত্যলোপে পদ্ভাবঃ। দ্রোণতুল্যপাদযুক্তা স্ত্রী।

দ্রোণপর্ণী (স্ত্রী) দ্রোণস্য বৃক্ষভেদস্য পর্ণামিব পর্ণং যস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ভূমিকদলী। (শব্দার্থচ°)

দ্রোণপুষ্পী (স্ত্রী) দ্রোণবৎপুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—খর্ব্বপত্রা, কুম্ভযোনি, কুরুম্বিকা, চিত্রাক্ষুপ, কুরুম্বা, সুপুষ্পা, চিত্রপত্রিকা, দ্রোণা, ফলেপুষ্পা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রুচিকর, বাত, পিত্ত, কফ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা এই কএকটী একার্থবাচক শব্দ। ইহার গুণ—গুরু, লবণ, মধুর, কটুরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্র°)

২ গোশীর্ষক বৃক্ষ, ঘলঘসিয়া। ইহার গুণ—কফ, অর্শ, কামলা, ক্রিমি ও শোথনাশক। (রাজব°)

দ্রোণমানা (স্ত্রী) দ্রোণোমানং দুগ্ধস্য যস্যাঃ। ১ দ্রোণদুঘা। (ত্রি) ২ দ্রোণমিত দ্রব্যাদি।

দ্রোণমুখ (ক্লী) চতুঃশতগ্রাম মধ্যে মনোহর গ্রাম।

দ্রোণমেঘ (পুং) মেঘদিগের অধিপতি ভেদ। [দ্রোণ দেখ।]

দ্রোণম্পচ (ত্রি) দ্রোণং দ্রোণপরিমিতং পচতীতি দ্রোণ পচ-

থস্ (পরিমাণে পচঃ। পা ৩।২।৩৩) দ্রোণপরিমিত বস্তু পাককর্ত্তা।

দ্রোণশর্ম্মপদ (ক্লী) তীর্থভেদ।

"শরস্তম্বে কুশস্তম্বে দ্রোণশর্ম্মপদে তথা।
অপাং প্রপতনাসেবী সেব্যতে সোঽপ্সরোগণৈঃ॥"
(ভারত অনু° ২৫ অঃ)

দ্রোণসাচ (ত্রি) দ্রোণং দ্রোণকলশং সচতে সচ-অণ্। দ্রোণ-জলসেচক। "এবাপতিং দ্রোণসাচমচেতসং।" (ঋক্ ১০।৪৪।৪) 'দ্রোণসাচং দ্রোণকলশস্ত সেচিতারং।' (সায়ণ)

দ্রোণসিংহ (পুং) বলভীবংশীয় নৃপবিশেষ।

দ্রোণস্তূপ (পুং) স্তূপবিশেষ। এখানে দ্রোণ বা পাত্রে শাক্যসিংহের স্মরণচিহ্ন অবধারিত হইয়াছে।

দ্রোণাচার্য্য (পুং) কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষক, ভরদ্বাজ-পুত্র। পর্য্যায়—অশ্বত্থামাপিতা, কৃপীপতি, পাণ্ডবদিগের অস্ত্র-শিক্ষাগুরু, দ্রোণ, গুরু, আচার্য্য, কীর্ত্তিভাক্, ভারদ্বাজ, কুম্ভযোনি, দ্রোণাচার্য্যক। [দ্রোণ দেখ।]

দ্রোণাস (পুং) ১ দ্রোণের ন্যায় যাহার মুখ। ২ দানব-বিশেষ, যিনি সর্ব্বদা ব্যক্তিদিগকে রোগগ্রস্ত করান।

দ্রোণাহাব (ত্রি) আহ্বয়ন্তত্র পানার্থং বলীবর্দ্দান্ আহাবো জলাধারঃ জলাশয়ভেদঃ, দ্রোণময়ঃ দ্রুমময়ঃ আহাবঃ। দ্রুমময় জলাধারভেদ। "দ্রোণাহাবমবতমশ্বচক্রং।" (ঋক্ ১০।১০১।৭)

দ্রোণি (স্ত্রী) দ্রবতীতি দ্রু-গতৌ নি সচ কিৎ (বহিশ্রিশ্রুযুদ্রু-গ্লেতি। উণ্ ৪।৫১) ১ দ্রোণী, কাষ্ঠাম্বুবাহিনী। ২ জলাধার-কদলীত্বগাদি নির্ম্মিত পাত্রভেদ। ইহার চলিত নাম ডোঙ্গা, শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে কদলীত্বকে ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

"তৈলপূর্ণে কটাহে বা দ্রোণ্যাং বা পায়য়েৎ প্রভুং।" (সুশ্রুত)
৩ কাষ্ঠময় স্নানপাত্র। ৪ পর্ব্বতের মধ্যস্থ দেশভেদ।

"শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।"
(শব্দার্থচিন্তামণিধৃতবাক্য)

(পুং) ৭ অশ্বত্থামা। ৮ অষ্টম মন্বন্তরগত ঋষিদিগের মধ্যে অন্যতম। "ঋষ্যশৃঙ্গস্তথা দ্রোণিস্তত্র সপ্তর্ষয়ো ঽভবন্।"
(মার্ক° পু° ৮।৪০ অ°)

দ্রোণিকা (স্ত্রী) দ্রোণিরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক টাপ্। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। (শব্দরত্নাবলী)

দ্রোণী (স্ত্রী) দ্রোণ-ঙীষ্। ১ দেশবিশেষ। ২ কাষ্ঠাম্বু-বাহিনী। ৩ গবাদনী। ৪ কলশাকার-পাত্রবিশেষ।

"ভরদ্বাজস্ত চ স্কন্নং দ্রোণ্যাং শুক্রমবর্দ্ধত।" (ভারত ১।৬৩।১০৩)
৫ নীলীবৃক্ষ। ৬ পর্ব্বতভেদ। ৭ পর্ব্বতদ্বয়ের সন্ধি। ৮ ইন্দ্রচির্ভিটী। ৯ দ্রোণীলবণ। ১০ নদীবিশেষ। ১১ দ্বিশূর্প-পরিমাণ, ১২৮ সের। পর্য্যায়—বাহ, গোণী। (বৈদ্যকপরি°) দ্রোণপত্নী ঙীষ্। ১২ দ্রোণাচার্য্যের স্ত্রী কৃপী। ১৩ কদলী। ১৪ দ্রুত।

দ্রোণীজ (ক্লী) দ্রোণীলবণ।

দ্রোণীদল (পুং) দ্রোণ্যাইব দলং যস্ত। কেতকীপুষ্প। কেয়াফুল। (হারাবলী)

দ্রোণীমুখ (ক্লী) দ্রোণীব মুখং যস্ত। দ্রোণমুখ। (ভূরিপ্রয়োগ)

দ্রোণীলবণ (ক্লী) দ্রোণীসম্ভূতং লবণং। উপকর্ণাট দেশ প্রসিদ্ধ লবণবিশেষ। পর্য্যায়—দ্রোণেয়, বার্দ্ধেয়, দ্রোণীজ, বারিজ, বার্দ্ধিভব, দ্রোণী, চিত্রকূটলবণ। ইহার গুণ—পাকে অত্যুষ্ণ, অবিদাহী, ভেদক, স্নিগ্ধ, শূলনাশক ও অল্পপিত্ত-বৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

"বিজ্ঞেয়ং দ্রোণীলবণং পাকে নাত্যুষ্ণতাং গতং।
অবিদাহি ভেদকঞ্চ স্নিগ্ধং শূলবিনাশনং॥
অল্পপিত্তকরং চৈব ভিষগ্ভিঃ সমুদাহৃতং।" (রাজনি°)

দ্রোণোদন (পুং) সিংহহনুর পুত্রভেদ ও শাক্যমুনির পিতৃব্য।

দ্রোণ্য (ত্রি) দ্রোণঃ দ্রুমময়ং যূপমর্হতি যৎ। দ্রুমময় যূপার্হ-পশ্বাদি। "দ্রববদ্ দ্রোণ্যঃ পশুঃ।" (ঋক্ ৫।৫০।৪) 'দ্রোণ্যঃ যূপার্হ পশুঃ।' (সায়ণ)

দ্রোণ্যশ্ব (ত্রি) দ্রোণিং দ্রুতং অশ্নুতে অশ ব্যাপ্তৌ বাহু°ব। দ্রুতব্যাপক। "দ্রোণ্যশ্বাস ঈরন্তে ঘৃতং বা।" (ঋক্ ১০।৯৯।৪) 'দ্রোণ্যশ্বাসঃ দ্রুতব্যাপনাঃ।' (সায়ণ)

দ্রোণ্যাময় (পুং) শরীরের আভ্যন্তরিক রোগভেদ।

দ্রোমিল (পুং) চাণক্যমুনি। (হেম°) ইহার পাঠান্তর—দ্রামিল, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

দ্রোহ (পুং) দ্রুহ-ভাবে ঘঞ্। জিঘাংসা, অনিষ্ট চিন্তন। পর্য্যায়—অপক্রিয়া। ২ ছদ্মবধ। ৩ হিংসামাত্র।

"দেবদ্রোহো গুরোর্দ্রোহঃ কোটী কোটী গুণোধিকঃ।" (কূর্ম্মপুরাণ)
দ্রোহ একপ্রকার ক্রোধজ-ব্যসন।

"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডশ্চাপি পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোষ্টকঃ।" (মনু° ৭।৪৮)
প্রত্যেক উন্নতিকামীর দ্রোহ পরিত্যাগ করা উচিত।

দ্রোহচিন্তন (ক্লী) দ্রোহস্ত চিন্তনং ৬তৎ। পরানিষ্টচিন্তা। পর্য্যায়—ব্যাপাদ।

দ্রোহাট (পুং) দ্রোহায় অটতীতি অট-অচ্। ১ বৈড়াল-ব্রতিক, যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভান করে এবং অন্তরে কেবল পরের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। ২ মৃগলুব্ধক। (পুং) ৩ বেদশাখাভেদ। (মেদিনী)

দ্রোহিন্ (পুং) দ্রোহোঽস্ত্যস্যেতি ইনি, বা দ্রুহ্যতীতি ণিনি। দ্রোহক, পরানিষ্টচিন্তক, যাহারা কেবল পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। "মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে নরা নরকৈ যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥" (সসেমিরোপাখ্যান)

দ্রোণ (ত্রি) দ্রোণং সম্ভবতি অবহরতি পচতি বা অণ্। ১ দ্রোণপরিমিত ধান্যাদির নিজ দ্রব্যে সমাবেশক। ২ তদপহারক। ৩ তদপাচক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দ্রোণায়ন (পুং) দ্রোণস্য অপত্যং পুমান্ ফক্। অশ্বত্থামা। (ত্রিকাণ্ড)

দ্রোণায়নি (পুং) অশ্বত্থামা।

দ্রৌণি (পুং) দ্রোণস্যাপত্যং দ্রোণ-ইঞ্। ১ অশ্বত্থামা।

"আবৃত্তাতু মহাবাহু র্যতো দ্রৌণি স্ততো হয়ান্।" (ভারত ৪।৫৬।৭৪)

২ একোনত্রিংশৎ দ্বাপর যুগের ব্যাস।

"একোনত্রিংশৎ সম্প্রাপ্তে দ্রৌণি র্ব্যাসো ভবিষ্যতি।" (দেবীভাগ° ১৩।২৩)

দ্রৌণিক (ত্রি) দ্রোণস্য দ্রোণপরিমিতবীজস্য বাপ ইতি দ্রোণ (তস্য বাপঃ। পা ৫।১।৪৫) ইতি ঠক্। দ্রোণপরিমিত বীজবপনযোগ্য ক্ষেত্র। দ্রোণেন ক্রীতঃ নিষ্পাদিতত্বাৎ ঠক্। ২ দ্রোণক্রীত। দ্রোণং দ্রোণপরিমিতদ্রব্যং পচতীতি পচ-ঠঞ্ (সম্ভবত্যবহরতি পচতীতি। পা ৫।১।৫২) ৩ দ্রোণপাচক।

দ্রৌপদ (পুং) দ্রুপদস্যাপত্যং পুমান্ দ্রুপদ শিবাদিত্বাৎ অণ্। দ্রুপদরাজপুত্র।

দ্রৌপদী (স্ত্রী) দ্রুপদস্যাপত্যং স্ত্রী দ্রুপদ-অণ্ ঙীপ্। দ্রুপদরাজকন্যা। পর্য্যায়—পাঞ্চালী, কৃষ্ণা, সৈরিন্ধ্রী, নিত্যযৌবনা, বেদিজা, যাজ্ঞসেনী। (হেম°)

ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা। দ্রুপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী নাম হয়। রাজা দ্রুপদ দ্রোণ কর্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া দ্রোণনিহন্তা পুত্রলাভ করিবার জন্য যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করেন। [দ্রুপদ ও দ্রোণশব্দ দেখ।] সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। [ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখ।]

মহাভারতে লিখিত আছে, কৃষ্ণা আজন্ম-যুবতী। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, নয়ন দুটী পদ্মপলাশের মত সুশোভন ও আয়ত, কেশকলাপ নীল ও কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল সুমনোহর, তাঁহার দেহ হইতে নীলোৎপল গন্ধ বাহির হইত। তাঁহার জন্ম সময়ে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল—'কৃষ্ণা সকল রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ইনি ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয় ও দেবতাদিগের মহৎকর্ম্ম সাধন করিবেন। ইহা হইতে কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে।' ব্রাহ্মণেরা সেই দৈববাণী অনুসারে ইহার কৃষ্ণা নাম রাখেন। পূর্ব্বে তিনি ঋষিকন্যা ছিলেন। মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা কালে 'আমাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি দান করুন', এই কথা পাঁচবার বলিয়াছিলেন, তাহাতেই মহাদেবের বরে তাঁহার পঞ্চস্বামী হইয়াছিল।

দ্রুপদ মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন। জতুগৃহদাহের পর তিনি মনের কথা মনে রাখিয়া উপযুক্ত পাত্র পাইবার জন্য এক সুদৃঢ় দুর্ণম্য ধনু নির্ম্মাণ করিলেন এবং এক কৃত্রিম আকাশযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লক্ষ্য স্থাপন করিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া পাঠাইলেন, যে ব্যক্তি আসিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা দান করিবেন। চারিদিকে ঘোষণা হইবামাত্র নানাস্থান হইতে রাজগণ ও ব্রাহ্মণাদি সকলে পঞ্চালে আসিলেন। কর্ণসহায় দুর্য্যোধনাদি এবং ব্রাহ্মণবেশে পাণ্ডবগণও দ্রুপদ সভায় উপস্থিত হইলেন। নির্দ্দিষ্টদিনে কৃষ্ণা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভাস্থলে পদার্পণ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সমাগত রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য রহিয়াছে, যে ব্যক্তি যন্ত্রের ছিদ্রদ্বারা পঞ্চবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, আমার এই ভগিনী কৃষ্ণা সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন।"

রাজগণ একে একে সকলেই লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হইয়া ধনুকে জ্যা যোজনা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণা বলিলেন, আমি হীনজাতীয় সূতপুত্রকে কখন বিবাহ করিব না। এইকথা শুনিয়া কর্ণ ক্রোধে ও হাস্যে সূর্য্যাবলোকন করিয়া ধনু ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ সমস্ত ক্ষত্রিয় অকৃতকার্য্য হইলে অর্জ্জুন ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন কাহারও দিকে দৃক্পাত না করিয়া কৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক শরাসন লইয়া অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণের মুখ শুকাইয়া গেল।

দ্রৌপদী অর্জ্জুনের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। অর্জ্জুনকে পত্নীর সহিত সভাস্থল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া ক্ষত্রিয়েরা সকলে ভীমপরাক্রমে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রুপদ ব্রাহ্মণগণের শরণ লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী

পঞ্চপাণ্ডব মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই রাজন্যবর্গকে দলিত ও বিপর্য্যস্ত করিলেন। এইরূপে রাজগণ পরাস্ত হইলে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া ভার্গবালয়ে কুন্তীর নিকট চলিলেন। ভীমার্জ্জুন দ্বারদেশে আসিয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আজ এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।" কুন্তী গৃহমধ্যে ছিলেন, তিনি না দেখিয়াই গৃহমধ্য হইতে বলিলেন, 'বৎস! যাহা পাইয়াছ, সকলে মিলিয়া ভোগ কর।' পরে বাহিরে আসিয়া তিনি দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, "এই দ্রুপদনন্দিনীকে আনিয়া তোমার অনুজদ্বয় ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করে। আমি না জানিয়া 'সকলে মিলিয়া ভোগ কর', এরূপ কথা বলিয়াছি। এখন যাহাতে আমার কথা রক্ষা হয় অথচ অধর্ম্ম স্পর্শ না করে, এমন একটা উপায় কর।" এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত আসিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুন্তীর আদেশে দ্রৌপদী ভিক্ষালব্ধ অন্নের অগ্রভাগ দেবতাদিগকে বলি, ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা ও উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে দিয়া অবশিষ্ট অন্ন দুইভাগ করিলেন, তাহার এক ভাগ ভীমকে দিলেন ও অপর ভাগ ছয় অংশ করিয়া ছয়জনে লইলেন। ভোজনান্তে দ্রৌপদী সকলের পাদদেশে পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধবিগ্রহ ও বিবিধপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে সেই সকল কথা শুনিয়া পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন দ্রুপদ সকলকে আপনার ভবনে আনাইয়া ব্যাসদেবের উপদেশমত পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবেরা নারদ সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবে, তখন আর কেহ তথায় যাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনে বাস করিতে হইবে।' অর্জ্জুন দৈবক্রমে একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। [অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির দেখ।]

কোন সময় যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট শকুনির কূটদ্যূত দ্বারা পরাজিত হন। তাহাতে তিনি আপনার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি ভ্রাতাদিগকে ও শেষে আপনাকে পণ রাখিয়া হারিয়া যান। শেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন। সেবারও দুর্য্যোধনের জয় হইলে তিনি প্রাতিকামীকে দ্রৌপদীকে আনিতে পাঠাইলেন। তৎকালে দ্রৌপদী প্রাতিকামীকে বলিয়াছিলেন, 'রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি আমাকে কি আপনাকে অগ্রে পণ রাখিয়াছিলেন।' প্রাতিকামী সভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া দুর্য্যোধনের আদেশে আবার কৃষ্ণার নিকট আসিলে, পুনরায় এই বলিয়া তিনি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, 'তুমি সভায় মাননীয় ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য?'

এদিকে প্রাতিকামীকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর কাছে পাঠাইয়া দিলে দুর্বৃত্ত দুঃশাসন তাঁহার কাকুতি মিনতিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিল। দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন তাঁহাকে বিবস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণের অনুগ্রহে কৃষ্ণা লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় দ্রৌপদীর করুণ রোদনে ভীম অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠেন। এই সময় ভীম প্রতিজ্ঞা করেন, "রে দুর্য্যোধন! যাজ্ঞসেনিকে যে উরু দেখাইয়াছিস্, নিশ্চয় তোর সেই উরু ভঙ্গ করিব। যে দুঃশাসন কৃষ্ণার এরূপ অপমান করিল, তাহার নিশ্চয় বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিব। তবে কৃষ্ণার ঐ উন্মুক্তবেণী আবার বন্ধন করিব।" বাস্তবিক ভীমসেন আপনার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পুত্রগণের সেই দুর্ব্ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রও বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। এবার দ্রৌপদীও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পতির রাজ্য ও দাসত্ব মোচন করিয়া লইলেন। [ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির দেখ।]

তৎপরে আবার যুধিষ্ঠির শকুনির কূটদ্যূতে পরাস্ত হইয়া বনবাসী হইলেন। এ সময় দ্রৌপদীও পাণ্ডবগণের সহিত বনগমন ও অশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। বন গমনকালে দ্রৌপদী সূর্য্যের এক স্থালী পাইয়াছিলেন। যতক্ষণ না তাঁহার ভোজন হইত, ততক্ষণ স্থালী পূর্ণ থাকিত, সুতরাং তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে যতই লোক আসুক না কেন, কেহ অনাহারে ফিরিত না। দুর্য্যোধন সে কথা জানিতেন। একদিন তিনি মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে বিশেষরূপে তুষ্ট করিয়া দ্রৌপদীর ভোজনের পর তাঁহাকে সেই বনে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন। দুর্ব্বাসাও সেইমত সশিষ্য পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া আহারের কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন কৃষ্ণার ভোজন শেষ হইয়াছে। সুতরাং আহার যোগাইতে না পারিয়া দুর্ব্বাসার শাপে সকলেই ভস্মীভূত হইবেন, এই ভাবিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কৃষ্ণার আর্ত্তনাদে কৃষ্ণ আসিয়া সেই পাকস্থলী

খুঁজিয়া কণামাত্র অন্ন গ্রহণ করেন, তাহাতেই নশিষ্য দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। [দুর্ব্বাসা দেখ।]

দুষ্ট জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে একবার হরণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। [জয়দ্রথ দেখ।]

অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী বিরাট-রাজমহিষীর সৈরিন্ধ্রী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কীচকের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেন। পরিশেষে তাঁহার প্ররোচনায় ভীম কীচকের প্রাণ সংহার করিলেন।

ভারত যুদ্ধাবসান হইলে তিনি কিছু দিন পতিগণের সহিত রাজ্যসম্পদ্ ভোগ করেন। মহাপ্রস্থানকালে তিনিও পঞ্চপাণ্ডবের অনুগমন করেন। অপর পতিগণ অপেক্ষা অর্জ্জুনকে তিনি কিছু বেশী ভালবাসিতেন, এই দোষে হিমালয়ের উপর সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই তনুপাত হয়। (মহাভারত) যে সকল সতী-রমণীগণের নাম হিন্দুরমণীগণ নিত্য উচ্চারণ করেন, তন্মধ্যে দ্রৌপদী একজন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র যখন সীতা সমভিব্যাহারে বনগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় অগ্নি রামকে বলিয়াছিলেন, প্রাক্তন দুর্নিবার্য্য, অতএব আপনি সীতাকে সংগোপনে রক্ষা করুন, সপ্তদিবস মধ্যে রাবণ সীতাকে হরণ করিবে। রাম অগ্নির এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি সীতাকে লইয়া গমন করুন, এইখানে ছায়া অবস্থান করুক। এই কথা শুনিয়া অগ্নি সীতাকে লইয়া গমন করিলেন। সীতা-সদৃশী ছায়া সেই স্থানে থাকিল। এই ছায়া সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল। যে সময় সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হয়, সেই সময় অগ্নি ছায়াকে রক্ষা করিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই ছায়া নারায়ণ-সরোবরে শতবৎসর ধরিয়া শঙ্করের উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছিল। শঙ্কর ইহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর। ছায়া অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া 'পতিন্দেহি! পতিন্দেহি', এই বর পাঁচবার প্রার্থনা করিয়াছিল। শঙ্কর এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'অগ্নি ছায়ে! তুমি ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পাঁচবার পতিবর প্রার্থনা করিয়াছ, এইজন্য তোমার হরির অংশস্বরূপ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার স্বামী হইবে। অধুনা তাহারা সকলে পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত।' পরে এই ছায়া দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া দ্রৌপদী নামে খ্যাত হইলেন। ইনি সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাতে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী হইয়াছেন। ইনি অতিশয় কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন, এইজন্য ইহার নাম কৃষ্ণা। রাজা দ্রুপদ ইহাকে অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন মাতৃসমীপে বলিয়াছিল, 'মাতঃ অদ্য একটী দ্রব্য লাভ করিয়াছি', কুন্তী ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া ইহা গ্রহণ কর। ইহারা এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বের মহাদেবের বর এবং মাতৃআজ্ঞা এই দুই কারণে পঞ্চভ্রাতায় মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।' (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১১৫ অ°) *

দ্রৌপদেয় (পুং) দ্রৌপদ্যা অপত্যাং ঢক্। যুধিষ্ঠিরাদিতে হইতে উৎপন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র।

দ্রৌহিক (ত্রি) দ্রোহং নিত্যং অর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। নিত্যদ্রোহার্হ।

দ্রৌহ্য (ত্রি) দ্রুহ্যাপত্যং দ্রুহ-শিবাদিত্বাদণ্। দ্রুহের অপত্য।

দ্বন্দ (ক্লী) দ্বন্দ্বং পৃষোদরাদিত্বাৎ বস্য লোপঃ। দ্বন্দ্ব, মিথুন।

দ্বন্দ্ব (ক্লী) দ্বৌ দ্বৌ সহাভিব্যক্তৌ (দ্বন্দ্বং রহস্যমর্য্যাদাবচনব্যুৎক্রমণযজ্ঞপাত্রপ্রয়োগাভিব্যক্তিষু। পা ৮।১।১৫) ইতি সূত্রেণ দ্বিশব্দস্য দ্বির্বচনং পূর্ব্বপদস্যাম্ ভাবো উত্তরপদস্য নপুংসকত্বং নিপাত্যতে। ১ রহস্য। ২ কলহ।

"শতং দদ্যাৎ ন বিবদেদিতি প্রাজ্ঞস্য লক্ষণং।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমেতৎ মূর্খস্য লক্ষণং॥" (হিতোপদেশ ৩।৩২)

৩ মিথুন।

"পরস্পরাক্ষি সাদৃশ্যমদূরোজ্ঝিতবর্ত্মসু।
মৃগদ্বন্দ্বেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু॥" (রঘু ১।৪০)

৪ যুগ্ম। ৫ শীতোষ্ণাদি।

"তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা।" (বেদান্তসার)
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। ৬ দুর্গ।

'রাজ্ঞোবলং নহি বলং দ্বন্দ্বমেব পরং বলং।
অপ্যল্প বলবান্ রাজা স্থিরো দ্বন্দ্ববলাদ্ভবেৎ॥' (ভোজ)

রাজাদিগের বল অতিশয় অল্প, কিন্তু রাজগণ দুর্গবলে

---

* "সা চ ছায়া তপশ্চক্রে নারায়ণসরোবরে।
তপশ্চকার দিব্যঞ্চ শতবর্ষঞ্চ শূলিনঃ॥
বরং বৃণুষ্ব ভদ্রে ত্বমুবাচ শঙ্করশ্চ তাং।
উবাচ সা শিবং ব্যগ্রাভর্ত্তৃদুঃখেন দুঃখিতা।
পতিন্দেহি পঞ্চধা সা বরং বব্রে ত্রিলোচনং॥
সর্ব্বসম্পদপ্রদস্তুষ্টস্তস্মৈ শর্ব্বো বরং দদৌ।
সাধ্বি ত্বং পঞ্চধা ব্রূহি পতিন্দেহীতি ব্যাকুলা।
পঞ্চেন্দ্রাশ্চ হরেরংশা ভবিষ্যন্তি প্রিয়াস্তব॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১১৫ অঃ)

স্থির-বল হইয়া থাকে। দুর্গবলই রাজাদিগের বল। [দুর্গ দেখ।] ৭ সমাসবিশেষ।

যে সমাসে পরস্পরের প্রাধান্য থাকে, তাহাকে দ্বন্দ্ব কহে। 'উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ' দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান উভয় পদার্থেই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়। 'অশ্বগজৌ' 'তাল-তমালৌ' ইত্যাদি স্থলে অশ্ব, গজ, তাল, তমাল প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু সকল স্থলে এই লক্ষণের সমাবেশ হয় না, স্থলবিশেষে ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। 'হংসসারসং দংশমশকং' ইত্যাদি দ্বন্দ্বে উভয় পদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান না হইয়া তৎসমাহাররূপ অন্য পদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়, সুতরাং ঐ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রায়িক অভিপ্রায়ে নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ প্রায় সকল স্থলে তত্তদ্‌ লক্ষণের সমাবেশ হয়, কেবল কোন স্থলে হয় না। ইতরেতর দ্বন্দ্বে উভয় পদার্থেরই প্রাধান্য থাকে। 'উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ' এই লক্ষণে উভয় শব্দ সম্যক্ সংলগ্ন নহে। উভয়পদে যেরূপ দ্বন্দ্ব সমাস হয়, বহুপদেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কেবল অব্যয়ীভাব-সমাসই দুইপদে হইয়া থাকে। দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহিও বহুপদে, তৎপুরুষ প্রায় সকলস্থলে দুইপদে হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বহুপদেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্ব লক্ষণে উভয় শব্দস্থলে অনেক শব্দের নিবেশ আবশ্যক, অর্থাৎ উভয় ও বহুপদে দ্বন্দ্বসমাস হইবে। ইহা ইতরেতর ও সমাহার এই দুই প্রকার। পরস্পর যোগ বুঝাইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। উদাহরণ—হরিহর, এই স্থলে হরি পদার্থ ও হর পদার্থ পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে। এই জন্য এখানে দ্বন্দ্বসমাস হইল। 'ধবখদিরপলাস' এই স্থলে ধবপদার্থ, খদির পদার্থ ও পলাশ পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে। ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাস হইলে দুই পদের সহিত যদি সমাস হয়, তাহা হইলে দ্বিবচন এবং বহুপদের সহিত সমাস হইলে বহুবচন হইয়া থাকে। যথা—'হরিহরৌ' 'ধবখদিরপলাশাঃ' ইত্যাদি। দুই বা বহুপদার্থের সমাহার বুঝাইলে দ্বন্দ্বসমাস হয়। এই সমাহার দ্বন্দ্বসমাস হইলে ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হয়। কিন্তু ইতরেতর দ্বন্দ্বে সমস্ত ভাগ পরপদের লিঙ্গ পাইয়া থাকে। দ্বন্দ্বসমাসে প্রাণাঙ্গ, তূর্য্যাঙ্গ ও সেনাঙ্গবাচক পদের সমাহার হইবে, যথা—'পাণিশ্চ পাদশ্চ পাণিপাদং' এই স্থলে ইতরেতর দ্বন্দ্বের সূত্রানুসারে সমাস হইয়া 'পাণি-পাদং' এইরূপ হইল। লিঙ্গের ভেদ থাকিলে নদীবাচক শব্দের সমাহার-দ্বন্দ্ব হইবে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ পরস্পর বিভিন্ন লিঙ্গ হইলেই হইবে। যথা—'গঙ্গাচ শোণশ্চ গঙ্গাশোণং' এইস্থলে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শোণ ও গঙ্গা শব্দের সমাস হইল বলিয়া এই বিশেষ সূত্রানুসারে সমাহার-দ্বন্দ্ব হইল। কিন্তু 'গঙ্গা চ যমুনা চ গঙ্গাযমুনে' এইরূপ হইবে, কারণ গঙ্গা ও যমুনা দুই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, এইস্থলে লিঙ্গভেদ বুঝাইল না বলিয়া ইতরেতরদ্বন্দ্ব হইল, সমাহার হইল না।

লিঙ্গভেদ থাকিলে দেশবাচক শব্দের সমাহার হইয়া থাকে। যথা 'কুরবশ্চ কুরুক্ষেত্রঞ্চ' এই স্থলে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের ভেদ হওয়ায় সমাহার হইয়া 'কুরুকুরুক্ষেত্রং' এইরূপ হইল।

বহুবচনে পশুবাচক, শকুনিবাচক ও ক্ষুদ্রজন্তুবাচক পদের বিকল্পে সমাহার হয়। যথা—'গাবশ্চ মহিষাশ্চ' এই স্থলে পশুবাচক শব্দও বহুবচন হইয়াছে, এইজন্য 'গোমহিষ' এইরূপ সমাহার সমাস হইল। কিন্তু ইহা যদি একবচন হইত অর্থাৎ 'গৌশ্চ মহিষশ্চ' এইরূপ বাক্য হইত, তাহা হইলে সমাহার না হইয়া 'গোমহিষৌ' এইরূপ ইতরেতর দ্বন্দ্ব হইত। বহুবচনে ফলবাচক, তৃণবাচক ও তরুবাচক পদের বিকল্পে সমাহার হয়।

যে সকল জন্তু পরস্পর নিত্যবিরোধী বহুবচনে তদ্বাচক পদের নিত্যসমাহার হয়। গবাশ্ব প্রভৃতির নিত্য সমাহার হয়। পূর্ব্বাপর প্রভৃতির বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে।

পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয়। শূদ্রবাচী পদের নিত্যসমাহার হইয়া থাকে। দধিপয়স্ প্রভৃতির সমাহার হয় না।

সমাস করিলে সমাসের পর কতকগুলি প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহাকে সমাসান্ত কহিয়া থাকে। দ্বন্দ্বসমাসে যাহার উত্তর সমাসান্ত হয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। সমাহার দ্বন্দ্বে চবর্গান্ত, দকারান্ত, যকারান্ত ও হান্ত শব্দের উত্তর অ হয়, যথা 'বাক্ চ ত্বক্‌চ' এই স্থলে ত্বচ্ এই শব্দের শেষে একটী অকার হইল, এই জন্য 'বাক্‌ত্বচ এইরূপ শব্দ হইল। বিদ্যা সম্বন্ধ ও গোত্র সম্বন্ধ থাকিলে এবং ঋকারান্ত শব্দ পরবর্ত্তী হইলে ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ডা হয়। ডকার ইৎ যায়, আকার থাকে, যথা—'হোতা চ পোতাচ' এই স্থলে সমাস হইলে হোতৃপোতৃ এইরূপ হইবে, কিন্তু এই সূত্রের মর্ম্মানুসারে হোতৃ এই ঋকারের স্থানে ডা হইয়া হোতা হইল, তখন 'হোতাপোতৃ' এইরূপ হইয়া দ্বিবচনে 'হোতাপোতারৌ' এইরূপ হইল।

দ্বন্দ্বসমাসে পুত্র শব্দ পরে থাকিলে ঋযুক্ত শব্দের উত্তর ডা হয়। যথা—'পিতাচ পুত্রশ্চ' এই স্থলে পিতৃপুত্র না হইয়া পিতৃ এই ঋকারে স্থানে ডা হইল, অতএব 'পিতা

পুত্রৌ' এইরূপ পদ হইল। দেবতাবাচীপদের দ্বন্দ্ব হইলে পূর্ব্বপদের উত্তর ডা হয়, যথা 'ইন্দ্রাবরুণ,' 'মিত্রাবরুণ' ইত্যাদি। ব্রহ্মপ্রজাপতির উত্তর ডা হয় না। যথা—'ব্রহ্মা চ প্রজাপতিশ্চ' এই স্থলে 'ব্রহ্মাপ্রজাপতি' না হইয়া 'ব্রহ্মপ্রজাপতি' এইরূপ হইবে।

দ্বন্দ্ব সমাসে সোম ও বরুণ শব্দ পরে থাকিলে অগ্নি শব্দের উত্তর ইৎ হয়, ত ইৎ যায়, ইকার থাকে। দিব্ শব্দের সহিত সমাস হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী দিব্ শব্দ স্থানে দ্যাবা হয়। যথা—'দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ' এই স্থলে দিব্ শব্দস্থানে দ্যাবা আদেশ হইয়া 'দ্যাবাভূমী' এইরূপ হইল। পৃথিবী শব্দ পরে থাকিলে দিব্ স্থানে দ্যাবা ও দিবস্ হয়। যথা—'দ্যাবাপৃথিব্যৌ দিবস্পৃথিব্যৌ'। দ্বন্দ্বসমাসে 'মাতাপিতরৌ' এই পদ নিপাত প্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। জায়া ও পতি শব্দে সমাস হইলে 'দম্পতী, জম্পতী ও জায়াপতী' এই তিনটী পদ হইবে। দ্বন্দ্বসমাস হইলে 'স্ত্রীপুংস' প্রভৃতি পদ নিপাতপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়।

একশেষদ্বন্দ্ব—এক বিভক্তি হইলে সমানাকার অনেক পদের এক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। দ্বিপদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ দ্বিবচনান্ত ও বহুপদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ বহুবচনান্ত হয়। যথা 'তরুশ্চ তরুশ্চ তরু' এই স্থলে একটী তরুপদ অবশিষ্ট রহিল, এবং দুই পদের সহিত সমাস হইয়াছে বলিয়া 'তরু' ইহাতে দ্বিবচন হইল। বহুপদ 'ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলানি' এই স্থলে তিনটী পদের সহিত সমাস হইয়া একটী পদ অবশিষ্ট রহিল এবং ফল শব্দে বহুবচন হইয়া 'ফলানি' এইরূপ হইল।

সমানাকার স্ত্রীবাচক পদের সহিত সমাস হইলে পুরুষবাচক পদ অবশিষ্ট থাকে। যথা—'ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ ব্রাহ্মণৌ' এই স্থলে পুরুষবাচক ব্রাহ্মণ পদ অবশিষ্ট রহিল, এবং উহাতে দ্বিবচন হইয়াছে 'ব্রাহ্মণৌ' এইরূপ হইল। স্ত্রীলিঙ্গ নিমিত্তক আপ ঈপ্ প্রভৃতি বিশেষ ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অংশে সমানাকার হওয়া আবশ্যক। শব্দের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য থাকিলে হয় না। যথা—'হংসশ্চ সারসী চ' 'হংসসারস্যৌ' এইরূপ হইল।

ব্যক্তি বিশেষের সংজ্ঞাবাচক পদের একশেষ হয় না। যথা—'ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণী চ' এই স্থলে একশেষ হইল 'ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যৌ' হইল।

স্বসৃর সহিত ভ্রাতৃর ও দুহিতৃর সহিত পুত্রের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র পদ অবশিষ্ট থাকিবে। যথা—'ভ্রাতা চ স্বসা চ' এই স্থলে ভ্রাতৃ শব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এবং দ্বিবচনে 'ভ্রাতরৌ' এইরূপ হইল। 'পুত্রশ্চ দুহিতা চ পুত্রৌ' এই স্থলে পুত্র পদ অবশিষ্ট রহিল। মাতৃ শব্দের সহিত সমাস হইলে পিতৃ শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে।

যথা মাতা চ পিতা চ, এই বাক্যে 'পিতরৌ' ও 'মাতাপিতরৌ' এই দুই পদ হইবে।

শ্বশ্রূ শব্দের সহিত সমাস হইলে শ্বশুর শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে। যথা—'শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ' এই দুই পদে 'শ্বশুরৌ' ও 'শ্বশ্রূশ্বশুরৌ' এই দুই পদ হইবে। নপুংসক ভিন্নের সহিত নপুংসকের সমাস হইলে নপুংসক শব্দ অবশিষ্ট থাকে এবং তদুপলক্ষে বিকল্পে এক বচন হয়। কিন্তু নপুংসকের সহিত হইলে একবচন হয় না। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে দ্বন্দ্ব সমাসের 'চ' এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

দ্বন্দ্বগদ (পুং) দ্বন্দ্বোরূপো গদঃ। রাগদ্বেষাদি রূপ রোগ।

"অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যৎ ততঃ কারণকার্য্যজাতং।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি॥" (বিষ্ণুপু°)

দ্বন্দ্বচর (পুং) দ্বন্দ্বেন চরতীতি চর-অচ্। চক্রবাক, ইহারা স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া বিচরণ করে, এইজন্য ইহাদের নাম দ্বন্দ্বচর।

"আবর্ত্তশোভা নতনাভিকান্তে
র্ভঙ্গো ভ্রুবাং দ্বন্দ্বচরাঃ স্তনানাং।
জাতানি রূপাবয়বোপমানা-
ন্যদূরবর্ত্তীনি বিলাসিনীনাং॥" (রঘু ১৬।৬৩)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দ্বন্দ্বচারিন্ (পুং) দ্বন্দ্বেন চরতীতি চর-ণিনি। চক্রবাক।

দ্বন্দ্বজ (ত্রি) দ্বন্দ্বাৎ জায়তে জন-ড। ১ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার মধ্যে দুই দোষ হইতে জাত রোগাদি। ২ কলহ হইতে জাত।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ (ক্লী) দ্বয়োর্দ্বয়ো র্যুদ্ধং। দুইজনে দুইজনে যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কহে।

দ্বয় (ক্লী) দ্বৌ অবয়বৌ যস্য দ্বি-অবয়বে তয়প্। (সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২) দ্ব্যাত্মক, দুই। পর্য্যায়—উভ, দ্বি, যুগল, দ্বিতয়, যুগ, দ্বৈত, যম, দ্বন্দ্ব, যুগ্ম, যমল, যামল। (হেম)। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "অতদ্বয়ী জিত্বর সুন্দরান্তরে" (নৈষধ)। দ্বে অবয়বে যস্য অয়চ্। (ত্রি) ২ দ্বিবাবিত। কাহার কাহারও মতে জস্ পরে দ্বয় শব্দের সর্ব্বনামতা হয়, কিন্তু অন্য বিভক্তিতে হয় না। শিশুপালবধ প্রভৃতি কাব্যে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"দ্বয়েপ্যমুচ্যন্ত বিনীতমার্গাঃ" (মাঘ) জস্ ভিন্ন অন্য বিভক্তিতেও সর্ব্বনামত্ব হয় না; যথা—"ব্যথাং দ্বয়েষামপি মেদিনীভৃতাং" (মাঘ)। এই স্থলে 'দ্বয়েষাং' এই পদ

সর্ব্বনাম কল্পনা করা অসাধু জানিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বনাম কল্পনা না করিয়া দ্বয়ং বিত্বং ইচ্ছন্তি ইষ্-ক্বিপ্। এইরূপে পদ সাধিলে আর কোন গোল থাকে না।

দ্বয়স (ত্রি) পাণিন্যুক্ত প্রত্যয় বিশেষ, প্রমাণার্থে দ্বয়সচ্ প্রত্যয় হয়, চ ইৎ যায়। যথা—'তদ্ব্রমাণমস্য উরুদ্বয়সচ্।' পা ৫।২।৩৭।

দ্বয়াগ্নি (পুং) দ্বয়ো বিরূপোঽগ্নির্যত্র। বৃক্ষভেদ, রাংচিতা। পর্য্যায়—পাঠী, দ্বন্দাগ্নি। [চিত্রক শব্দ দেখ।]

দ্বয়াতিগ (ত্রি) দ্বয়ং অতিগচ্ছতি অতিক্রামতীতি দ্বয়-অতি-গম-ড। রজস্তমোগুণশূন্য, সত্ত্বগুণযুক্ত, অর্থাৎ যাহার সত্ত্বগুণের প্রাধান্য রজঃ ও তমোগুণ কোনরূপ নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল সত্ত্বের অধীন হইয়া থাকে। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করে, সত্ত্বাদি গুণ সকল অন্য গুণকে অভিভব করিয়া নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন সেই গুণের প্রাধান্য কহা যায়। অন্যান্য গুণ তাহার অধীন হইয়া থাকে। সেই-রূপ যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান, তাহাকে দ্বয়াতিগ কহা যায়। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্বের অধীন থাকায় নিজের বিক্রমাদি প্রকাশ করিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহার সকল কার্য্য সত্ত্বগুণের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে অচিরাৎ চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধি হইলে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান-তিমির জ্ঞানালোকে বিদূরিত হয়। তখন সুখ দুঃখ ও মোহ আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অচিরাৎ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। বিবেক জ্ঞানের সহিতই মুক্তি করতলগত হইয়া পড়ে।

দ্বয়াবিন্ (ত্রি) দ্বয়মস্ত্যস্য বেদে 'বহুলং ছন্দসি' মত্বর্থে বিনি, পূর্ব্বপদদীর্ঘশ্চ। দ্বিত্বযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"দহস্নপো দ্বয়াবিনো যাতুধানান্" (অথর্ব্ব ১।২৮।১)

দ্বয়ু (পুং) দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং যুক্তা দ্বি-যু-ডু; পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রত্যক্ষে হিতবাদী ও পরোক্ষে অপ্রিয়বাদী শত্রু।

"দুর্হণাবা উপদ্বয়ুঃ" (ঋক্ ৮।১৮।১৪)

দ্বর (ত্রি) দ্বৃ-আবৃতৌ-অচ্। আবরণ কারক। দ্বৃ-ইন্, দ্বারি।

"সহি দ্বরো দ্বারিষু বরে" (ঋক্ ১।৫২।৩)

দ্বাঃস্থ (পুং) দ্বারি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। দ্বারপাল, দ্বাররক্ষক।

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি দ্বারপালো নিরূপিতঃ।
স কথং তদ্গৃহে দ্বাঃস্থ সভাস্থং ভোক্তুমর্হতি॥"

(ভাগবত ১।১৮।৩৪)

২ নন্দিকেশ্বর। (ভূরিপ্র°)

বাহুল্য প্রযুক্ত বিসর্গের লোপ করিয়া 'দ্বাস্থ' এইরূপ পদও হইবে অর্থাৎ দ্বাঃস্থ ও দ্বাস্থ এই দুইরূপ হইবে।

দ্বাঃস্থিত (ত্রি) দ্বারি স্থিতঃ। দ্বারপাল। বিসর্গের বিকল্পে লোপ করিয়া দ্বাস্থিত এইরূপও হইবে।

দ্বাঃস্থিতদর্শক (ত্রি) দ্বারি স্থিতঃ সন্ পশ্যতীতি দৃশ-ণ্বুল্। দ্বারপাল।

দ্বাঃস্থিতদর্শিন্ (ত্রি) দ্বারিস্থিতঃ সন্ দৃশ-ণিনি। দ্বারপাল।

দ্বাচত্বারিংশ (ত্রি) দ্বাচত্বারিংশতঃ পূরণঃ ডট্। যাহাতে দ্বাচত্বারিংশৎ সংখ্যা পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা।

দ্বাচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা চত্বারিংশৎ বিশব্দস্য বাহুলকাৎ আত্বং। দ্ব্যধিক চত্বারিংশৎসংখ্যা, ৪২ সংখ্যা।

দ্বাজ (পুং) দ্বাভ্যাং জায়তে জন-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দুই হইতে জাত, অর্থাৎ একজনের ক্ষেত্রে ও অপরের ঔরসে জন্মিলে তাহাকে দ্বাজ কহা যায়, ইহাকে জারজ বলাও যাইতে পারে।

"নামনির্ব্বচনং তস্য শ্লোকমেকং পুরা শৃণু।
মূঢ়ে! ভর দ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজ মথাহ্বয়ৎ॥" (ভাগ° ৯।২০।৩৮)

'তত্র প্রথমং পুত্রং ত্যক্ত্বা যান্তীং মমতাং বৃহস্পতি রাহ, ইমং পুত্রং ভর, পুষাণ, ভর্ত্তুর্বিভেমীতি চেত্তত্রাহ, দ্বাজং একস্য ক্ষেত্রে অন্যস্য বীজেন ইত্যাদিরূপং দ্বাভ্যাং জাতং অতস্ত-স্যাপি অয়ং পুত্রঃ ইতি তস্মাৎ ন ভয়শঙ্কা' (শ্রীধরস্বামী) বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া উতথ্যবনিতা মমতায় গর্ভাবস্থায় সঙ্গত হন, ঐ বীর্য্য ভূমিতে নিষিক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক কুমার জন্মগ্রহণ করিল। স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী জানিয়া পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে ভীতা হইয়া মমতা ঐ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সেই সময় দেবগণ ঐ স্থলে আসিয়া কহিলেন, এই বালক একের বীর্য্যে ও অন্যের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে, অর্থাৎ দ্বাজ। অন্যায়রূপে দুইজন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বামী হইতে কোন ভয় করিওনা, তোমার স্বামীর তনয় বলিয়াই জানিবে। ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা উত্তর করেন, 'তুমিও ইহাকে পোষণ কর, আমাদের দুইজন হইতে অন্যায়রূপে এই বালক জন্মিল। একা আমি কেন ইহাকে ভরণ করিব?' এইরূপে মমতা ও বৃহস্পতি এই দুইজনে পরস্পর বিবাদ করিয়া জাত বালককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ঐ বালক 'ভরদ্বাজ' নামে খ্যাত হইয়াছিল। (ভাগ° ৯।২০ অ°) [ভরদ্বাজ দেখ।]

দ্বাত্রিংশৎ (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা ত্রিংশৎ, ততো আত্বং। (দ্ব্যষ্টনঃ সংখ্যায়াং। পা ৬।৩।৪৭) দুই অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যা, ৩২ সংখ্যা।

"দ্বাত্রিংশৎ প্রসবে নার্য্যাশ্চতুস্ত্রিংশদ্গমে নৃণাং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দ্বাত্রিংশদপরাধ (পুং) দ্বাত্রিংশৎ অপরাধঃ কর্ম্মধা। ৩২ প্রকার অপরাধ ভেদ, দেবতার নিকট যান বা পাদুকার দ্বারা গমন, তৎসমীপে প্রণাম না করা ইত্যাদি এই ৩২ প্রকার দোষের বিষয় তন্ত্রসারে উল্লিখিত হইয়াছে। [দোষ দেখ।]

দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ (পুং) দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি শুভলক্ষণানি যস্ত। শুভলক্ষণান্বিত, মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত মনুষ্য, যাহার দ্বাত্রিংশৎ শুভলক্ষণ থাকে, তিনি রাজরাজাধিরাজ হইয়া থাকেন। যাহার দেহের উচ্চতা ও বিস্তৃতির পরিমাণ ১০৮ অঙ্গুল হয়, ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত ও অঙ্গুলির পর্ব্ব সমূহ এই পাঁচটী সূক্ষ্ম হয়, যাহার হস্ত, নেত্র, হনু, জানু এবং নাসিকা এই পাঁচটী দীর্ঘ হয়, যাহার বক্ষঃ, কুক্ষি, অলক, স্কন্ধ, কর ও বক্ত্র এই ৬টী উন্নত, যাহার হস্ততল, নেত্রের কোণ, তালু, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই ৭টী রক্তবর্ণ, যাহার ললাট, কটি ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, হস্ত কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় কঠিন, এবং পাদদ্বয় কোমল, তাহারা রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকে। এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ।

"পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ সড়ুন্নতঃ।
ত্রিপৃথুলঘুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণস্থিতি ॥" (কাশীখ° ১১ অ°)

যাহাদের পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ ও পঞ্চাবয়ব সূক্ষ্ম, সপ্ত প্রদেশ রক্তবর্ণ, ষট্ প্রদেশ উন্নত, ও ত্রিপ্রদেশ পৃথু, লঘু এবং গম্ভীর এই ৩২ প্রকার লক্ষণকে দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ অতি শুভ। যাঁহারা এই লক্ষণাক্রান্ত হন, তাঁহারা সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ (ন্) (ত্রি) দ্বাধিকা দশ, ততো আত্বং (দ্ব্যষ্টন ইতি। পা ৬।৩।৪৭) দুই অধিক দশ, ১২, দ্বাদশ সংখ্যা, তৎসংখ্যেয়। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত এবং ত্রিলিঙ্গেই শব্দরূপ এক প্রকার হইবে। দ্বাদশবাচক শব্দ—সূর্য্য, মাস, রাশি, সংক্রান্তি, গুহবাহু, সারিকোষ্ঠ, গুহনেত্র, বাজমণ্ডল। (কবিকল্পলতা)

দ্বাদশ (ত্রি) দ্বাদশানাং পূরণঃ ইতি ডট্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ, বারই।

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাচ্চ দ্বাদশে বিশঃ ॥" (মনু)

২ মহাদেব।

"দ্বাদশস্ত্রাশনশ্চাদ্যো যজ্ঞো যজ্ঞসমাহিতঃ।"
(ভারত ১৩।১৭।৯৩)

দ্বাদশক (ত্রি) দ্বাদশ সংখ্যাস্য কন্। ১ দ্বাদশ সংখ্যান্বিত পণরূপ দণ্ডাদি।

"বৈষ্ণ্যে ত্বাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ।"* (মনু)

দ্বাদশানাং সংখ্যা কন্। ২ দ্বাদশ সংখ্যা।

"ব্রাহ্মণস্ত পরিত্রাণাৎ গবাং দ্বাদশকস্য চ ॥" (মনু)

দ্বাদশকর (পুং) দ্বাদশকরা ভুজা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ বৃহস্পতি। ৩ শূলযোগ। ৪ হর্ষণযোগ। ৫ কুমারানুচর গণভেদ।

"অনন্তোদ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ।"
(ভারত শল্য° ৪৬ অ°)

দ্বাদশকরাঃ কিরণা যস্য। ৫ দ্বাদশার্চ্চিযুক্ত জীব। (স্ত্রী) ৬ ভৈরবীভেদ।

"ভৈরবীরূপবিদ্যা চ ভুজৈর্দ্বাদশভির্যুতাঃ।" (হেমাদ্রি° ব্রতখ°)

দ্বাদশতেলী, বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীস্থ তেলীদিগের শাখা বিশেষ।

দ্বাদশন্ (ত্রি) দ্বৌ চ দশ চ দ্বাধিকা বা দশ। দুই অধিক দশসংখ্যা, ১২ সংখ্যা। ২ তদ্‌যুক্ত, দ্বাদশ সংখ্যাযুক্ত।

"দ্বাদশপ্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।" (তিথিত°)

দ্বাদশপত্রক (ক্লী) দ্বাদশ অক্ষরাণি পত্রাণি যস্য। যোগবিশেষ, বৈশাখাদি রূপে কল্পিত দ্বাদশাক্ষরযুক্ত ভগবানের মন্ত্ররূপ যোগভেদ, 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশাক্ষরযুক্ত মন্ত্র। ইহার বিষয় বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, স্বয়ং পিতামহ সনৎকুমারকে দ্বাদশপত্রক যোগ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

শিখাসংস্থ ওঁকার মস্তক, মেষরাশি, বৈশাখ মাস, প্রথম পত্র। নকার ললাটদেশ বৃষরাশি, জ্যৈষ্ঠমাস দ্বিতীয় পত্র। মোকার বাহুযুগল, মিথুনসংস্থিত, আষাঢ় মাস তৃতীয় পত্র। ভকার পক্ষ্মযুগল কর্কটরাশি সংস্থিত, শ্রাবণ মাস চতুর্থ পত্র। গকার হৃদয় সিংহরাশিসংস্থিত, ভাদ্র মাস পঞ্চম পত্র। বকার বাক্যনিচয় কন্যারাশিসংস্থিত, আশ্বিন মাস ষষ্ঠ পত্র। তেকার অস্ত্রসমূহ তুলারাশি সংস্থিত, কার্ত্তিক মাস সপ্তম পত্র। বাকার নাভিদেশ বৃশ্চিকরাশি সংস্থিত, অগ্রহায়ণ মাস অষ্টম পত্র। সুকার জঘনদেশ ধনুরাশিসংস্থিত, পৌষমাস নবম পত্র। দেকার ঊরুযুগল মকররাশি সংস্থিত, মাঘ মাস দশম পত্র। বাকার জানুযুগল, কুম্ভরাশি সংস্থিত, ফাল্গুন মাস একাদশ পত্র। যকার চরণদ্বয় মীনরাশি সংস্থিত, চৈত্র মাস দ্বাদশ পত্র। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশবর্ণযুক্ত চক্র, অষ্টবর্গে নাভিদেশে এক তৃতীয় ব্যূহ একমূর্ত্তি। ইহাই কেশবের দ্বাদশ পাকযোগ, এই যোগ যাহারা অবগত হয়, তাহাদের আর জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখভোগ করিতে হয় না। (বামন-পুরাণ ৩২ অ°)*

* "পিতামহোঽপি তৎপুত্রং সাধ্যং সন্বিনয়ে রতং।
সনৎকুমারং প্রোবাচ যোগং দ্বাদশপত্রকং।"

দ্বাদশপুত্র (পুং) ঔরসাদি দ্বাদশবিধ পুত্র, ইহার বিষয় বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে। 'অথ দ্বাদশপুত্রা-র্ভবন্তি'। (বিষ্ণুস° ১৫।১)

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে। স্বীয় পত্নীদিগের মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতা পত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র ঔরস, ইহা প্রথম। নিয়োগধর্ম্মানুসারে সপিণ্ড, সগোত্র, সবর্ণ বা উত্তমবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, ইহা দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়। ইহার যে পুত্র হইবে, সেই আমার পুত্র হইবে, অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকারী হইবে, এই বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক যে কন্যা প্রদত্ত হয়, সে পুত্রিকা; এই পুত্রিকা যথাবিধানে অপ্রদত্তা, অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া স্বীকৃতা। ভ্রাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা পদবাচ্যা জানিতে হইবে।

শিখাসংযুক্ত ওঁকারং মেষোহস্য শিরসি স্থিতঃ।
মাসো বৈশাখনামা চ প্রথমং পত্রকং স্মৃতং॥
নকারঃ শিরসি প্রোক্তো বৃষোহস্য শিরসি স্থিতঃ।
জ্যৈষ্ঠমাসশ্চ তৎপত্রং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতং॥
মোকারো ভুজয়োর্যুগ্মং মিথুনং তত্র সংস্থিতং।
মাস আষাঢ়নামা চ তৃতীয়ং পত্রকং স্মৃতং॥
ভকারো নেত্রযুগলং কর্কট স্তত্র সংস্থিতঃ।
মাসঃ শ্রাবণ ইত্যুক্তশ্চতুর্থং পত্রকং স্থিতং॥
গকারো হৃদয়ং প্রোক্তং সিংহে বসতি তত্র চ।
মাসো ভাদ্রস্তথা প্রোক্তঃ পঞ্চমং পত্রকং স্মৃতং॥
বকারঃ কবচং বিদ্যাৎ কন্যা তত্র প্রতিষ্ঠিতা।
মাসশ্চাশ্বযুজো নাম ষষ্ঠং তৎপত্রকং স্মৃতং॥
তেকার মস্ত্রগ্রামশ্চ তুলারাশিকৃতাশ্রয়ঃ।
মাসশ্চ কার্ত্তিকোনাম সপ্তমং পত্রকং স্মৃতং॥
বাকারো নাভিসংযুক্তঃ স্থিতস্তত্র চ বৃশ্চিকঃ।
মাসো মার্গশিরোনাম স্বষ্টমং পত্রকং স্মৃতং॥
সুকারো জঘনঃ প্রোক্তস্তত্রস্থশ্চ ধনুর্ধরঃ।
পুষ্যেতি গদিতো মাসো নবমং পরিকীর্ত্তিতং॥
দেকারশ্চোরুযুগলং মকরোহপ্যত্র সংস্থিতঃ।
মাঘোনিগদিতো মাস পত্রকং দশমং স্মৃতং॥
বাকারো জানুযুগলং কুম্ভ স্তত্রাপি সংস্থিতঃ।
পত্রকং ফাল্গুনং প্রোক্তং তদেকাদশমুত্তমং॥
পাদৌ যকারো মীনো হি স চৈত্রে বসতে মুনে।
ইদন্ত দ্বাদশং প্রোক্তং পত্রং বৈ কেশবস্ত হি॥
দ্বাদশারং তথা চক্রং যন্নাভিদ্বিভুজস্তথা।
বিষ্ণুহস্বেকমূর্ত্তিশ্চ তথোক্তঃ পরমেশ্বরঃ॥
এতত্তবোক্তং দেবস্ত রূপং দ্বাদশপত্রকং।
যস্মিন্ জ্ঞাতে মুনিশ্রেষ্ঠ ন ভূয়ো মরণং ভবেৎ॥" (বামনপুরাণ ৩২ অ°)

চতুর্থ পৌনর্ভবপুত্র। পুনঃ সংস্কৃতা অর্থাৎ পাণিগ্রাহকের সহিত পরিণীতা, অক্ষতা অর্থাৎ অনুপভুক্তা অথচ বাগ্দত্তা, ইহাকে পুনর্ভূ কহে এবং পরোপভুক্তা পুনঃসংস্কৃতা না হইলেও অর্থাৎ একজনের সহিত বাগ্দান ও অপরের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুরুষান্তরের সংসর্গদূষিত হইলেই পুনর্ভূ হইবে। পঞ্চম কানীনপুত্র, যাহা কন্যা-কালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়, যে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। ষষ্ঠ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র, স্বামিগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ পুরুষান্তরের দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন কহে। যাহার পত্নীতে ঐ পুত্র উৎপন্ন হইবে, ঐ পুত্র তাহারই জানিতে হইবে।

সপ্তম সহোঢ়পুত্র, যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা হয়, তাহার সেই গর্ভোদ্ভব পুত্র সহোঢ়, ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের হইয়া থাকে। অষ্টম দত্তকপুত্র, মাতাপিতা যাহাকে প্রদান করিয়াছে, ঐ পুত্র তাহার। [দত্তক দেখ।]

নবম ক্রীতপুত্র, যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে, ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপাগত, যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃ সম্বোধন-পূর্ব্বক স্বয়ং একজনের শরণাপন্ন হয়, তাহাকে স্বয়ং উপাগত কহে। যাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র, পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ, যে এই পুত্রকে গ্রহণ করিবে, এই পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। এই দ্বাদশবিধ পুত্র, ইহাদের মধ্যে পরোল্লিখিত অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত পুত্রই প্রধান, সেই সেই পুত্রই পিতার ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুস° ১৫ অ°)

বশিষ্ঠসংহিতায়ও দ্বাদশবিধ পুত্রের এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পরিণীতা নিজ ভার্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিত পুত্র প্রথম। এই পুত্র না হইলে নিযুক্ত স্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজ পুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়, অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃশূন্য কন্যা পিতারই পুত্র রূপে প্রাপ্য, তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। কথিত আছে যে, 'আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূন্যা অলঙ্কৃতা কন্যা দান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।' পৌনর্ভবপুত্র চতুর্থ, যে নারী বাগ্দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সহবাস-পূর্ব্বক তদীয় পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয় সে পুনর্ভূ এবং যে নারী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করে, অথবা স্বামীর মরণে পত্যন্তর গ্রহণ করে, সেও পুনর্ভূবাচ্য। কানীনপুত্র পঞ্চম, অপরিণীতা

অবস্থায় পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ পুত্র মাতামহের পুত্র স্থানীয়। অদত্তা কন্যা অনুরূপ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান্ হন, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিণ্ড দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গূঢ়োৎপন্ন, ইহা ষষ্ঠ পুত্র। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এই প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী ও পিতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। আর ৬ প্রকার পুত্র ধনে অনধিকারী হইয়া থাকে। প্রথম সহোঢ় পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম সহোঢ়। দ্বিতীয় দত্তকপুত্র, জনক জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম দত্তক। তৃতীয় ক্রীতপুত্র, শুনঃসেফ বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র অজীগর্ত্তকে তাহার পুত্র বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন, এবং পশু বৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ স্বয়মুপাগত পুত্র, ইহা শুনঃসেফ বিবরণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—পূর্ব্বকালে শুনঃসেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্তব করেন। দেবগণ তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ সকলেই বলিল, এই বালক আমার পুত্র হউক। একজন ঋত্বিক্‌গণকে কহিল, আপনারা সকলেই ইহাকে পুত্র হইতে বলিতেছেন, একজন বহুব্যক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব। তাহারা স্থির করিয়া দিলেন, এই বালক যাহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহারই পুত্র হইবে। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন, শুনঃসেফ তাঁহারই পুত্র হইল। পঞ্চম অপবিদ্ধ পুত্র, মাতা পিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার অপবিদ্ধ সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র। এই ষড়্‌বিধ পুত্র ধনাধিকারী হয় না। পূর্ব্বের ষড়্‌বিধ ও এই ষড়্‌বিধ এই দুয়ে দ্বাদশবিধ পুত্র, যদি পূর্ব্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও ধনাধিকারী হইবে।

(বশিষ্ঠসংহিতা ১৭ অ°) [পুত্র দেখ।]

দ্বাদশপ্রস্থত (ত্রি) দ্বাদশ প্রস্থতয়ঃ সন্ত্যত্র অচ্। দ্বাদশ প্রস্থতিযুক্ত সুশ্রুতোক্ত বস্তিভেদ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—অক্ষপরিমিত সৈন্ধব, দুই প্রস্থতি মধু, একত্র করিয়া তিন প্রস্থতি স্নেহ তাহাতে দিয়া পুনর্ব্বার মন্থন করিবে। সকল মিশ্রিত হইলে এক প্রস্থতি কল্ক, ও চারি প্রস্থতি কষায়, অবশেষে প্রক্ষেপ দ্রব্য দুই প্রস্থতি দিতে হইবে। এইরূপে বস্তি দ্রব্য দ্বাদশ প্রস্থতি পরিমাণে কল্পনা করিবে। পূর্ণমাত্রার এই পরিমাণ। মাত্রা কম হইলে সেই অনুসারে প্রস্থতিও কম হইবে। এইরূপ সৈন্ধব হইতে দ্রবদ্রব্য পর্য্যন্ত দ্রব্য সহযোগে নিরূঢ় বস্তি কল্পনা করিতে হইলে তাহাদিগের পরিমাণ বয়স অনুসারে কল্পনা করিতে হইবে। (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ৩৮ অ°।)*

দ্বাদশভাব (পুং) দ্বাদশ গুণিতোভাবঃ। জ্যোতিস্তত্ত্বোক্ত তন্বাদি দ্বাদশভাব। জন্মকালীন লগ্ন স্থান হইতে দ্বাদশটী রাশি তনু প্রভৃতি করিয়া দ্বাদশটী নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে দ্বাদশ ভাব কহে। ইহার বিষয় দীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি, সবল কি দুর্ব্বল, তনু অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ কি স্থূল, হ্রস্ব বা দীর্ঘ, এবং শিথিল বা দৃঢ়, কল্যতা অর্থাৎ কল্যাণ, লগ্নে এই সকলের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে ধন ও কুটুম্বের বিষয় নিরূপণ করিবে। লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানে বিক্রম, সহোদর এবং যুদ্ধ বিষয় বিবেচনা করিবে। চতুর্থ স্থানে বন্ধু, বাহন, সুখ ও আলয় স্থির করিবে। পঞ্চম স্থানে বুদ্ধি, মন্ত্রণা এবং পুত্র নির্ণয় করিবে। ষষ্ঠ স্থানে ক্ষত ও শত্রু এবং সপ্তম স্থানে কাম, স্ত্রী ও পথ নিরূপণ করিতে হইবে। অষ্টম স্থানে আয়ু, মৃত্যু এবং রন্ধ্র অর্থাৎ অপবাদ বা পাপচিন্তা করিবে। নবম স্থানে গুরু, (কেহ কেহ গুরু শব্দের এই স্থানে পিতা মাতা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,) তপ, অর্থাৎ পুণ্য, ভাগ্য ও মন ইহার বিষয় স্থির করিবে। দশম গৃহে মান, আজ্ঞা এবং কর্ম্ম স্থান বিবেচনা করিবে। একাদশ গৃহই প্রাপ্তি ও আয় স্থান। প্রশ্নদীপিকার মতে এই স্থানে বিদ্যা ও অর্থ প্রাপ্তির বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে। দ্বাদশ স্থানে মন্ত্রী এবং ব্যয় নিরূপণ করিবে।

"সামর্থ্যং তনু কল্যতে সমুদয়ে বিত্তং কুটুম্বং ততো
বিক্রান্তিং সহজং তৃতীয়ভবনে যোধঞ্চ সঞ্চিন্তয়েৎ।
বন্ধুং বাহসুখালয়ানপি ততো ধীমন্ত্রপুত্রাংস্ততঃ
ষষ্ঠেঽথ ক্ষতবিদ্বিষৌ মম গৃহে কামং স্ত্রিয়ং বর্ত্ম চ॥
রন্ধ্রায়ুর্মৃতয়োঽষ্টমে গুরুতপোভাগ্যানি চিন্ত্যং ততো
মানাজ্ঞাস্পদকর্ম্মণাং দশমভে কুর্য্যাত্ততশ্চিন্তনং।
প্রাপ্ত্যায়াবথচিন্তয়েৎ ভবগৃহে রিপ্‌ফেতু মন্ত্রিব্যয়ৌ
সৌম্যস্বামীযুতীক্ষণৈরুপচয়ন্তেষাং ক্ষতিস্ত্বন্যথাঃ॥"

* "দত্বাদৌ সৈন্ধবস্যাক্ষং মধুনঃপ্রস্থতিদ্বয়ং।
বিনির্ম্মথ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্য প্রস্থতিত্রয়ং॥
একীভূতে ততঃ স্নেহে কল্কস্য প্রস্থতিং ক্ষিপেৎ।
সম্মূর্চ্ছিতে কষায়ন্তু চতুঃপ্রস্থতিসম্মিতং॥
বিতরেচ্চ তদাবাস মন্থে দ্বিপ্রস্থতোন্মিতং।
এবং প্রকল্পিতো বস্তির্দ্বাদশ প্রস্থতো ভবেৎ॥
জ্যেষ্ঠায়া খলু মাত্রায়া প্রমাণমিদমীরিতং।
অপহ্রাসে ভিষগ্‌বুধ্যাৎ তস্যদ্‌প্রস্থতিহাপনং।"

"অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ্রয়োঃ।
ব্যয়স্ত দ্বাদশ স্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনং॥" (দীপিকা)

এই যে দ্বাদশ ভাবের বিষয় কথিত হইল, পূর্ব্বোক্ত ভাবস্থিত গ্রহগণ যদি শুভগ্রহ এবং স্ব স্ব ভাবের অধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা মিলিত হয়, ও সেই ভাবের অধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিংবা যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই সেই ভাবের হানি নিরূপণ করিতে হইবে। যে যে ভাবে যে সকল চিন্তা উক্ত হইয়াছে, ঐ সমস্তের ফলাফল নির্ণয় করিবার সময় সেই সেই ভাবাপন্ন রাশির এবং তাহার অধিপতি কুল সৌম্য ইত্যাদি গ্রহের বর্ণ ও আকৃতির শ্বেত রক্তাভা প্রভৃতি, স্থূলতা ও খর্ব্বতা, এবং রাশির বলাবল ও তাহারা কিরূপ ফলদান করিতে সমর্থ, ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত সকল ফলের নির্ণয় করিতে হইবে।

শুভগ্রহ এবং অধিপতিগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যে ফলের আধিক্য উক্ত হইয়াছে, তাহার বাসস্থলও নির্ণীত হইতেছে। ষষ্ঠ স্থানে শত্রু এবং ব্রণ, অষ্টম স্থানে মৃত্যু, অপবাদ বা পাপ, দ্বাদশ স্থানে ব্যয় ইহার বিপরীত চিন্তা করিবে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যদি কোন গ্রহ ষষ্ঠ স্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ব্রণ ও শত্রু বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহার হানি করিবে। আর ঐ গ্রহ যদি ঐ স্থানে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার বৃদ্ধিই স্থির করিতে হইবে। অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে ঐরূপ শুভগ্রহ এবং তাহার অধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ফলের হানি এবং পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত হইলে ফলের আধিক্য জানিতে হইবে। অষ্টম স্থানে মৃত্যু এবং রন্ধ্রের বিপরীত ফল উক্ত হইয়াছে। এজন্য কেবল ঐ উভয়েরই বিপরীত ফল হইবে। আয়ুর বিপরীত ফল হইবে না। কেবল দ্বাদশ স্থানে একমাত্র ব্যয়ের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত ফল হইবে। মন্ত্রীর বিপরীত ফল ঘটিবে না।

তনু প্রভৃতি যে দ্বাদশভাব উক্ত হইল, তত্তদ্ভাবাপন্ন গ্রহ সকলের স্ফুট গণনা ব্যতীত তাহার ফলাফল সাধন করা যায় না। যেমন লগ্ন স্থানকে তনুভাব, এবং তৎপর রাশিকে ধনভাব বলিয়া এই স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহাকে ধন-[illegible]ব বলিয়া যদি তাহার ফলাফল বলা যায়, তাহা হইলে [illegible]ক্ত ফলের সহিত ঐক্য হয় না। যদি গ্রহস্ফুট করিয়া করা হয়, তাহা হইলে সকল ফলের সহিত ঐক্য হইয়া। এই কারণে রবি প্রভৃতি গ্রহের স্ফুট, তৎপরে ও ভাবসন্ধি ইত্যাদি সমুদায় গণনা করা উচিত। প্রথমতঃ গ্রহদিগের স্ফুট গণনা করিয়া পরে ফলাফল নির্ণয় করিবে।

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে যে যে ভাবে গ্রহ সকল থাকিবে, ঐ গ্রহগণ যদি সর্ব্ব প্রকারে ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখ পায়। পণ্ডিতগণ তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের সমস্ত ভাবে গ্রহগণের স্থিতি দ্বারা তাহাদিগের লজ্জিতাদি ভাব বিবেচনা করিবেন এবং ঐ সকল গ্রহের বলাবল বিচার করিয়া ফলের নির্ণয় করিবেন। যদি তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের কোন স্থানে দুইটী বা ততোঽধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা এক গ্রহ লজ্জিত এবং গর্ব্বিত ইত্যাদি ভাবদ্বয় কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, তাহা হইলে মিশ্রফল পাইবে। সেই সেই গ্রহ যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি এবং সবল হইলে সম্পূর্ণ ফল হইবে। যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ দশম স্থানে লজ্জিত, তৃষিত, কিংবা ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ থাকে, তিনি দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। যাহার পঞ্চম স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, তাহার সকল সন্তান নাশ হয়, কেবল একমাত্র জীবিত থাকে। ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ যাহার লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহার স্ত্রী বিনাশ হয়।

গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশটী ভাব আছে—শয়ন, উপবেশন, নেত্রপাণি-প্রকাশক, গমনেচ্ছা, গমন, সভাবসতি, আগমন, ভোজন, নৃত্য, লিপ্সা, কৌতুক ও নিদ্রা এই দ্বাদশ ভাব। রব্যাদি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাব নিরূপণ করিতে হইলে তৎকালে গ্রহগণ কোন্ নক্ষত্রে স্থিতি করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্রদ্বারা গ্রহকে পূরণ করিবে এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত যে নবাংশভাবে অবস্থিত করেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা ঐ পূরিত অঙ্ককে গুণ করিবে। পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্ম-নক্ষত্র ঐ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্ন সংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাতদণ্ড তাহাতে মিলিত করিবে। পরে ঐ সকল অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ করিলে সেই অঙ্কসংখ্যায় দ্বাদশভাব প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ যদি শেষাঙ্ক ১ থাকে, তাহা হইলে শয়নভাব বিবেচনা করিতে হইবে।

রবি গ্রহের শয়নাদি ভাব গণনা করিবার সময়ে দ্বাদশ হৃতাবশিষ্ট অঙ্কে ৫ যোগ করিবে এবং চন্দ্রগ্রহের তিন, মঙ্গলের দুই, বুধের তিন, বৃহস্পতির পাঁচ, শুক্রের তিন, শনির তিন, রাহুর চার ও কেতুর পাঁচ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিবে। যুক্তাঙ্ক দ্বাদশের অধিক হইলে পুনরায়

উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে ভাব বোধ হইবে। যদি হৃত শেষাঙ্ক এক হয়, তাহা হইলে শয়নভাব, এইরূপে ভাগশেষ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে।

রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা এই সমুদয় নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত।

এই শয়নাদি দ্বাদশভাবে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মতান্তরে শয়নাদি দ্বাদশভাব। শয়নাদি দ্বাদশভাব বিচার করিতে হইলে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশি পরিমিত অঙ্কদ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহসংখ্যক অঙ্ককে গুণ করিবে। পুনরায় ঐ অঙ্ককে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা করা যাইবে, সেই গ্রহের জন্ম নক্ষত্র তাহাতে যোগ করিতে হইবে। পরে লগ্ন সংখ্যক অঙ্ক ও জাতদণ্ড পরিমিত অঙ্ক এই উভয়াঙ্ক উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা ক্রমে শয়নাদিভাব স্থির করিতে হইবে।

অন্যবিধ। যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই রাশি পরিমিত অঙ্কদ্বারা গ্রহ সংখ্যক অঙ্ককে ৯ দিয়া গুণ করিবে এবং যে গ্রহের ভাব গণিত হইবে, সেই গ্রহের জন্ম নক্ষত্র এবং জাতদণ্ড, আর লগ্নপরিমিত অঙ্ক গুণফলে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভাববোধক হইবে।

অন্যবিধ। যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বিগুণ করিয়া ১৫ দিয়া তাহাকে গুণ করিবে এবং যে নক্ষত্রে গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রে পরিমিত অঙ্ক পূর্ব্বগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা দ্বাদশাদি ভাবের কোন ভাব, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

মনে কর একটী বালক বৃষলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ বালকের জন্মকালীন মেষরাশিতে রবি গ্রহ আছে, ঐ গ্রহের দ্বাদশভাব গণনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। মেষরাশিপরিমিত অঙ্ক এক, এবং রবিগ্রহের পরিমিত অঙ্কও এক, এখানে মেষরাশিপরিমিত এক অঙ্কদ্বারা রবিগ্রহের এক পরিমিত অঙ্ককে গুণ করিলে ইহার গুণফল এক হইবে। পরে ঐ গুণফলকে পুনরায় ৯ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ৯ হইবে। এক্ষণে গ্রহাদির স্বীয় নক্ষত্র যোগ করিবার রীতি প্রদর্শিত হইতেছে।— রবির নক্ষত্র বিশাখা, উহার পরিমিত অঙ্ক ১৬, পূর্ব্বোক্ত গুণফল ৯ ইহার সহিত যোগ করিয়া ২৫ পরিমিত অঙ্ক স্থাপিত করিবে। অনন্তর ঐ কথিত জাত বালকের উদয়াবধি জাতদণ্ড ও ঐ দণ্ড থাকায় ঐ দণ্ড পরিমিত অঙ্ক ৬, এবং বৃষলগ্ন পরিমিত অঙ্ক এই উভয় অঙ্ক আর ঐ ২৫ অঙ্ক যোগ করিলে যুক্তাঙ্ক ৩৩ হইবে। এই ৩৩কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক দুই, আর শেষাঙ্ক ৯ থাকিবে এবং লব্ধাঙ্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক শেষাঙ্ক লইয়া ভাগ বিচার করিবে। এইস্থলে শেষাঙ্ক নয় থাকায় গ্রহের ভোজন ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতএব এই জাত বালকের রবিগ্রহ ভোজন ভাবে রহিয়াছে, ইহা স্থির করিতে হইবে। যেরূপ রবিগ্রহের শয়নাদি ভাব-গণনার উদাহরণ দেওয়া গেল, যদি রবি মেষরাশিতে না থাকিয়া বৃষাদি কোন রাশিতে থাকিলে তাহা হইলে ২।৩।৪ ইত্যাদি ক্রমে ১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক হইবে, রবি প্রভৃতি গ্রহের রাহু ও কেতু লইয়া ৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক হইবে। এইরূপে দ্বাদশভাব গণনা করিয়া গ্রহদিগের বলাবল ও শুভাশুভের বিষয় স্থির করিতে হইবে। (সঙ্কেতকৌমুদী)

দ্বাদশমদ্য (ক্লী) দ্বাদশবিধং মদ্যং। পুলস্ত্যোক্ত দ্বাদশবিধ মদ্য।

"পানসং দ্রাক্ষমাধুকং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবং।
মাধ্বীকং টঙ্কমাধ্বীকং মৈরেয়ং নারিকেলজং॥
সমানানি বিকারায় মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশন্তু সুরামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতং॥" (পুলস্ত্য)

পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টঙ্কমাধ্বীক, মৈরেয়, নারিকেলজ সম্মিলিত একাদশ মদ্য, এ ছাড়া সুরা লইয়াই দ্বাদশ, ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

দ্বাদশমল (পুং) দ্বাদশগুণিতোমলঃ। অত্রিসংহিতোক্ত মনুষ্যদিগের দ্বাদশ প্রকার মল।

"বসা শুক্র মসৃঙ্ মজ্জং মূত্রবিট্ কর্ণবিট্ নখাঃ।
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥" (অত্রিস°)

বসা অর্থাৎ চর্ব্বি, রেত, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, নখের মল, শ্লেষ্মা, নেত্রজল ও নেত্রমল এই দ্বাদশটী শারীরিক মল জানিতে হইবে। যিনি ইহা শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে, বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিয়া লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে দশবার ও উভয় হস্তে সাতবার করিয়া জল সহিত মৃত্তিকা প্রদান করিবে। এই শৌচ নিয়ম গৃহস্থের পক্ষে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহার দ্বিগুণ, বানপ্রস্থাবলম্বীর

পক্ষে উহার তিনগুণ এবং যতির পক্ষে চারি গুণ। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধ হইয়া আচমন করিয়া ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে। বেদাধ্যয়ন কালে ও অন্নভোজন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ আচমন করিতে হইবে। দ্বাদশবিধ দেহ মলের এইরূপে শুদ্ধি হইয়া থাকে। (মনু ৬ অ°)

দ্বাদশমাস (পুং) দ্বাদশ গুণিতো মাসঃ। চৈত্রাদি করিয়া ১২ মাস,—"কচিৎ দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ কচিৎ ত্রয়োদশ মাসাঃ" (শ্রুতি) দ্বাদশমাসে সংবৎসর হয়, কিন্তু কখন কখন ত্রয়োদশ মাসে সংবৎসর হইয়া থাকে, প্রায়ই ১২ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু আড়াই বৎসর অন্তর মলমাস হয়, মলমাস হইলে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে।

দ্বাদশমাসকর্ম্মন্ (ক্লী) দ্বাদশসু মাসেষু কর্ত্তব্যং কর্ম্ম। বিষ্ণুসংহিতোক্ত দ্বাদশমাসের তিথি ভেদে দানহোমাদি কর্ম্মভেদ। কৃত্যতত্ত্বে এই দ্বাদশমাস কর্ম্মের বিষয় সকল বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। [বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশমাসিক (ক্লী) মাসি ভবং ঠঞ্, মাসিকং। মৃতদিনাবধি দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ মাসে কর্ত্তব্য প্রেতোদ্দেশক শ্রাদ্ধভেদ। মৃত্যুর পর হইতে প্রতি মাসে প্রেতোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে মাসিক শ্রাদ্ধ কহে। দ্বাদশ মাসে এইরূপ যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ বলে।

দ্বাদশযাত্রা (স্ত্রী) দ্বাদশসু মাসেষু দ্বাদশবিধা যাত্রা। স্কন্দ পুরাণোক্ত দেবোৎসবে মাসবিশেষে যাত্রাভেদ।

ইহার বিষয় স্কন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

বৈশাখাদিষু মাসেষু যাত্রা পূজাবিধিং মুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ যথাবদ্ বক্তু মর্হসি॥

জৈমিনিরুবাচ।

বৈশাখাদিষু মাসেষু দেবদেবস্য শার্ঙ্গিনঃ।
যা যা দ্বাদশযাত্রাঃ স্যুস্তাহি বক্ষ্যামি তে শৃণু॥
বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপন্যুদীরিতা।
আষাঢ়ে রথযাত্রা স্যাৎ শ্রাবণে শয়নী তথা॥
ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বীয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।
উত্থানী কার্ত্তিকে মাসি ছাদনী মার্গশীর্ষকে॥
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃস্যাৎ মাঘে শাল্যোদনী তথা।
ফাল্গুনে দোলযাত্রা স্যাৎ চৈত্রে মদনভঞ্জিকা।
একৈকা মুক্তিদা সর্ব্বা ধর্ম্মকামার্থসাধনাঃ॥"

(যাত্রাতত্ত্বধৃত স্কন্দপু°)

হে মুনে! বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশবিধ যাত্রা ও পূজাদির যে বিধি আছে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন, এই বিবরণ শুনিতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে।

ইন্দ্রদ্যুম্নের এই প্রশ্নে জৈমিনি কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন, দেবদেব চক্রপাণি কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসে যে দ্বাদশ যাত্রার বিধান আছে, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসে শ্রীকৃষ্ণের চান্দনী যাত্রা, জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নাপনী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণ মাসে শয়নযাত্রা, ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বপরিবর্ত্তন, আশ্বিনে বামপার্শ্বপরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণ মাসে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোলযাত্রা ও চৈত্রে মদনভঞ্জিকা এই দ্বাদশবিধ যাত্রা। ইহার এক একটী যাত্রোৎসব করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশরাজমণ্ডল (ক্লী) দ্বাদশানাং রাজ্ঞাং মণ্ডলং, উত্তরপদ দ্বিগুঃ। দ্বাদশবিধ রাজগণের মণ্ডল, ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। রাজা নিজের কল্যাণ কামনায় দ্বাদশবিধ রাজমণ্ডলের বিষয় চিন্তা করিবেন। অরি, মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, বিজিগীষুপুর, পাষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার, অনল, বিজিগীষুমণ্ডল এবং অরি ও বিজিগীষুর ভূম্যনন্তর মধ্যম মণ্ডল এই দ্বাদশ রাজমণ্ডল। (অগ্নিপু° ১৭৭ অ°)*

দ্বাদশরাত্র (পুং) দ্বাদশভিঃ রাত্রিভির্নির্বৃত্তঃ তদ্ধিতার্থ দ্বিগুঃ অচ্ সমাসান্তঃ। দ্বাদশদিন সাধ্য দ্বাদশাহ নামক অহীন যাগভেদ, এই যজ্ঞ ১২ দিন ধরিয়া করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম দ্বাদশরাত্র হইয়াছে। ২ রাত্রিসত্রভেদ। "জ্যোতিষ্টোমধর্ম্মা একাহ দ্বাদশাহয়োস্তদ্গুণদর্শনাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।১।১) এই যজ্ঞ প্রজা ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়া করিতে হয়। দ্বাদশানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ সমাহার দ্বিগুঃ অচ্ সমাসান্তঃ। ৩ সমাহৃতা রাত্রিভেদ, "অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং বা" (আশ্ব° গৃ° ১১।৮।১১) 'অতঃ গৃহপ্রবেশনীয় হোমাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং বা।' (নারায়ণ)

* "মণ্ডলং চিন্তয়েৎ মুখ্যং রাজা দ্বাদশরাজকং।
অরিমিত্রমরেমিত্রং মিত্রমিত্রমতঃপরং॥
তথারিমিত্রমিত্রঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরাঃ স্মৃতাঃ।
পাষ্ণিগ্রাহঃ স্মৃতঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরং॥
আসারানলয়োশ্চৈব বিজিগীষোশ্চমণ্ডলং।
অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমো ভূম্যনন্তরঃ॥
অনুগ্রহে সংহতয়ো র্নিগ্রহে ব্যস্তয়োঃ প্রভুঃ।
মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনো বলাধিকঃ॥
অনুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাঞ্চ বধে প্রভুঃ॥" (অগ্নিপুরাণ ১৭৭)

দ্বাদশলোচন (পুং) দ্বাদশ লোচনানি যস্য। কার্ত্তিকেয়।

দ্বাদশবর্গী (স্ত্রী) দ্বাদশানাং বর্গানাং সমাহারঃ, সমাহার-দ্বিগো ঙীপ্। নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত বর্ষকালে গ্রহদিগের বলসাধন দ্বাদশমিত বর্গ। ইহার বিবয় তাজকে এইরূপ লিখিত আছে—

ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ, সপ্তমাংশ, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশাংশ ইহাদিগকে দ্বাদশবর্গ কহে। এই দ্বাদশবর্গের মধ্যে শুভ বর্গে শুভ ফল ও অশুভ বর্গে অশুভ ফল হইয়া থাকে। বিষম রাশির প্রথম হোরায় অধিপতি রবি ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি চন্দ্র, সমরাশির প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র, দ্বিতীয় হোরার অধিপতি রবি। ক্ষেত্রাধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহই প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি, ঐ রাশির পঞ্চম রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি, নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি।

স্বীয় রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম চতুর্থাংশের অধিপতি, ঐ রাশির চতুর্থরাশির অধিপতি দ্বিতীয় চতুর্থাংশের, সপ্তম-রাশির অধিপতি তৃতীয় চতুর্থাংশের এবং দশমরাশির অধিপতি চতুর্থ চতুর্থাংশের অধিপতি জানিতে হইবে। বিষম রাশির প্রথম পঞ্চমাংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় পঞ্চাংশের অধিপতি শনি, তৃতীয় পঞ্চমাংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থ পঞ্চমাংশের অধিপতি বুধ এবং পঞ্চম পঞ্চমাংশের অধিপতি শুক্র। সমরাশির প্রথম পঞ্চমাংশের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয় পঞ্চমাংশের অধিপতি বুধ, তৃতীয় পঞ্চমাংশের অধিপতি মঙ্গল। যে রাশির দ্বাদশাংশাধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে, সেই রাশির অধিপতি প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি, ইহার দ্বিতীয় রাশির অধিপতি দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি, ঐ রাশির তৃতীয় রাশির অধিপতি তৃতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি ইত্যাদিরূপে চতুর্থাদি দ্বাদশাংশের অধিপতি জানিতে হইবে।

স্ফুটাঙ্কের রাশির অঙ্ককে অংশ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ দিয়া গুণ করিতে হইবে। পরে গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগ লব্ধ হইবে, তাহাতে ১ যোগ করিলে যত হইবে, মেষ অবধি গণনা করিয়া যে রাশি পাওয়া যাইবে, সেই রাশি অধিপতি গ্রহকে ষষ্ঠাংশের অধিপতি জানিবে। ঐ ৩০ দিয়া ভাগলব্ধ অঙ্ক ১২র অধিক হইলে তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবে। এইরূপ সপ্তমাংশাদির অধি-পতি নির্ণয় করিতে হইলে স্ফুটের রাশির অঙ্ককে অংশ করিয়া তাহার সহিত অংশ যোগ করিয়া তাহাকে ৭ দিয়া অষ্টমাংশাধিপতি নির্ণয় স্থলে ৮ দিয়া, দশমাংশাধিপতি নির্ণয় স্থলে ১০ দিয়া ও একাদশাংশাধিপতি নির্ণয় করিতে হইলে ১১ দিয়া গুণ করিতে হইবে। আর আর কার্য্য সমস্তই পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ ষষ্ঠাংশাধিপতি নির্ণয়ের ন্যায় জানিবে।

গ্রহদিগের বলসাধনের জন্য এইরূপ দ্বাদশবর্গ নির্ণয় করিবে, যে গ্রহের দ্বাদশবর্গ স্থির করিবে, সেই গ্রহ যদি স্বীয় ক্ষেত্রাদিতে বা স্বোচ্চবর্গে কিংবা মিত্রবর্গে অথবা শুভ-বর্গে থাকেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শুভ-ফলপ্রদ, আর যে গ্রহ নীচ ক্ষেত্রাদিতে বা শত্রুবর্গে কিংবা ক্রূরগ্রহের বর্গে থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহ অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। দ্বাদশবর্গ নির্ণয় করিয়া দুইটী শ্রেণী নির্ণয় করিবে এবং বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, সে যদি দ্বাদশবর্গ মধ্যে শুভগ্রহের বর্গ অধিক হয়, তাহা হইলে দশাফল ও ভাবফল শুভ হইবে এবং অশুভ গ্রহের বর্গ অধিক হইলে দশাফল ও ভাবফল অশুভ হইয়া থাকে।

কিন্তু পাপগ্রহ অধিক শুভবর্গস্থ হইলে শুভফল প্রদান করিবে। শুভগ্রহ অধিক শুভবর্গস্থ হইলে অতিশয় শুভ ফল হয়। শুভগ্রহও যদি অধিক অশুভগ্রহের বর্গস্থ হয়, তাহা হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। অশুভগ্রহ অধিক অশুভবর্গস্থ হইলে অতিশয় অশুভ ফল হইয়া থাকে।

লগ্ন ও অন্যান্য ভাব যদি শুভগ্রহের অধিক বর্গযুক্ত হয়, তাহা হইলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহের অধিক বর্গযুক্ত হইলে লগ্নের ও অন্যান্য ভাবের অশুভফল হইয়া থাকে। এইরূপ লগ্ন ও অন্যান্য ভাবের অধিপতি যদি স্বীয় ক্ষেত্রাদিবর্গে উচ্চে কিংবা মিত্র ক্ষেত্রাদিবর্গে অথবা শুভগ্রহের অধিক বর্গস্থ হয়, তাহা হইলে শুভফল এবং শত্রু ক্ষেত্রাদিতে অশুভ গ্রহের অধিক বর্গস্থ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বাদশবর্গী গণনা করিয়া শুভাশুভ ফল স্থির করিবে।

(নীলকণ্ঠোক্ত তাজিক)

দ্বাদশবার্ষিক (ত্রি) দ্বাদশবর্ষান্ অধীষ্টঃ ভৃতো ভূতো বা উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া অধীষ্ট অর্থাৎ সৎকার্য্যে নিয়োজিত। ২ দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া ভৃত। ৩ ভৃত কর্ম্মকর। ৪ ব্রহ্মহত্যানাশক ব্রতভেদ, দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া এই ব্রতাচরণ করিতে হয়, ব্রহ্মহত্যা করিলে এই ব্রতে পবিত্র হওয়া যায়।

"ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীংকৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষাণ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজং॥" (মনু)

ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি আপনার শুদ্ধির নিমিত্ত বনে গিয়া কুটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিবে।

"ব্রহ্মহা তু বনং গত্বা বনবাসী জটী ধ্বজী।
বন্যান্যেব ফলান্যশ্নন্ সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ॥
ভিক্ষার্থী বিচরেদ্‌গ্রামং বন্যৈর্যদি ন জীবতি।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং চরেৎ ভৈক্ষ্যং খট্বাঙ্গী সংযতঃ পুমান্॥
ভিক্ষিত্বৈবং সমাদায় বনং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
বনবাসী চ পাপাত্মা সদা কালমতন্দ্রিতঃ॥
খ্যাপয়েন্নৈব তৎপাপং ব্রহ্মঘ্নঃ পাপকৃত্তমঃ।
অনেনৈব বিধানেন দ্বাদশাব্দং সমাচরেৎ॥" (সংবর্ত্ত ১০৯-১১২)

ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী, বল্কল পরিধান করিয়া মস্তকে জটাধারণপূর্ব্বক কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে। এইরূপে বনবাসাবস্থান কালে সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। যদি বন্যফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে, গ্রামে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে, ঐ পুরুষ একটী খট্বাঙ্গ চিহ্নমাত্র ধারণ করিয়া চারিবর্ণের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া বনে আবার ফিরিয়া আসিবে এবং সকল সময় আমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি এইরূপ নিজ দোষ সকলের নিকট প্রকাশ, সর্ব্বদা নিরালস্য ভাবে কালাতিপাত ও সকল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিবে, এইরূপে ব্রতানুষ্ঠানকে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বলা যায়। এই ব্রতে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপনাশ হয়। ইহাতে যাহারা অশক্ত, তাহারা দ্বাদশবর্ষ পরিমিত ধেনু দান করিবে। (মিতাক্ষরা)

রঘুনন্দনের মতে ইহার অর্দ্ধেক কাল। [ব্রহ্মহা দেখ।]

দ্বাদশশুদ্ধি (স্ত্রী) দ্বাদশ গুণিতা শুদ্ধিঃ। তন্ত্রসারোক্ত বৈষ্ণবদিগের কায়িকাদি দ্বাদশ শুদ্ধিভেদ। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের দ্বাদশ শুদ্ধির বিষয় তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে। দেবগৃহ পরিষ্কার, দেবগৃহে গমন, ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ, ইহার নাম পদশুদ্ধি। পূজার নিমিত্ত পত্রপুষ্পাদি চয়ন, ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিমাত্তোলন, ইহার নাম হস্তশুদ্ধি এই হস্তশুদ্ধি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণানুকীর্ত্তন, ইহার নাম বাক্যশুদ্ধি। হরিকথা শ্রবণ এবং তাহার উৎসবাদি দর্শনকে শ্রোত্র ও নেত্রশুদ্ধি কহে। বিষ্ণুপাদোদক ও নির্ম্মাল্য ধারণ এবং দেবতার সমক্ষে প্রণামের নাম শিরশুদ্ধি। নির্ম্মাল্য গন্ধপুষ্পাদি আঘ্রাণের নাম ঘ্রাণশুদ্ধি। যে সকল পত্র পুষ্পাদি শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলে অর্পিত হয়, এই পত্র পুষ্পাদি সকলের শুদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। ললাটে গদা এবং মস্তকে চাপ, শর ও নন্দক, হৃদয় মধ্যে শঙ্খ, চক্র এবং ভুজদ্বয়েও শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ করিলে সকল প্রকার শুদ্ধি হয়, এই পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশশুদ্ধি সম্পন্ন, শঙ্খ চক্রাঙ্কিত বিপ্রের যদি শ্মশানে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রয়াগ তীর্থে মৃত্যু হইলে যে গতি হয়, সেই গতি হইয়া থাকে। এইজন্য বৈষ্ণবগণ দ্বাদশশুদ্ধি বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পাদন করিবেন। *

দ্বাদশশোধিত (ক্লী) দ্বাদশং ব্যয়স্থানং গ্রহরাহিত্যেন শোধিতং। ব্যয়স্থানে গ্রহরাহিত্যদ্বারা শুদ্ধিযুক্ত, লগ্নস্থান হইতে দ্বাদশ স্থানে কোন গ্রহাদি না থাকিলে তাহাকে দ্বাদশশোধিত কহে।

"শুক্রশুক্রোদয়ে শুদ্ধলগ্নে দ্বাদশ শোধিতে।" (দীক্ষাতত্ত্ব)

দ্বাদশসংগ্রাম (পুং) দ্বাদশবিধ সংগ্রামঃ। দেবতাদিগের সহিত অসুরদের দ্বাদশ প্রকার যুদ্ধ।

"দেবাসুরাণাং সংগ্রামা দায়ার্থং দ্বাদশাহভবন্।
প্রথমো নারসিংহস্তু দ্বিতীয়ো বামনো রণঃ॥
সংগ্রামস্ত্বথ বারাহশ্চতুর্থোঽমৃতমন্থনঃ।
তারকাময়সংগ্রামঃ ষষ্ঠোহ্যাজীবকো রণঃ॥
ত্রৈপুরশ্চান্ধকবধো নবমো বৃত্রঘাতকঃ।
জিতো হালাহলশ্চাথ ঘোরঃ কোলাহলো রণঃ॥" (অগ্নিপু°)

দেবতাদিগের দ্বাদশবার সংগ্রাম হইয়াছিল, প্রথম নারসিংহ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বরাহ, চতুর্থ অমৃতমন্থন, পঞ্চম

---

* "অথ দ্বাদশ শুদ্ধির্বৈ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথা চাগমনং হরেঃ॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যেবোত্তলনং হরেঃ॥
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্বিশিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং॥
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং॥
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎকথা শ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণং॥
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে॥
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্যমালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুরঃ॥
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদে নির্ম্মাল্যস্য তপোধন।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে॥
পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেক পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ॥
ললাটে চ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধি চাপশরাস্তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রভুজদ্বয়ে॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতি স্তস্য গৌতম।" (তন্ত্রসার)

তারকাময়, ষষ্ঠ আজীবক, সপ্তম ত্রৈপুর, অষ্টম অন্ধকবধ, নবম বৃত্রবধ, দশম জিত, একাদশ হালাহল ও দ্বাদশ কোলাহল।

দ্বাদশসপ্তমীব্রত (ক্লী) ভবিষ্যপুরাণোক্ত মাঘাদি পৌষ এই দ্বাদশমাসে সপ্তমীর দিন কর্ত্তব্য সূর্য্যের ব্রতবিশেষ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"অথান্যন্তে প্রবক্ষ্যামি সপ্তমীকল্পমুত্তমং।
মাঘমাসাৎ সমারভ্য শুক্লপক্ষে যুধিষ্ঠির॥
সপ্তম্যাং কৃতসংকল্পে বর্ষমেকং ব্রতীভবেৎ।
বরুণং মাঘমাসে তু ভানুং সংপূজ্য কারয়েৎ॥
ব্রহ্মকূর্চ্চ-বিধানেন যথাশক্ত্যা নৃপোত্তম।
অষ্টম্যাং ভোজয়েৎ বিপ্রান্ তিলপিষ্টগুড়োদকৈঃ॥
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং কৃৎস্নমবাপ্যতে।" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

এই দ্বাদশ সপ্তমী মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমীর দিন প্রথম আরম্ভ করিতে হয়। যে বৎসর কাল শুদ্ধি থাকে, সেই বৎসর মাঘ মাসের শুক্লাষষ্ঠীর দিন সংযত হইয়া সপ্তমীর দিন এই ব্রত গ্রহণ করিবে। প্রাতঃকালে সংকল্পাদি করিয়া পরে পূজা করিতে হইবে। মাঘমাসে বরুণ নামক সূর্য্যকে পূজা করিতে হয়। অষ্টমীর দিন নানাবিধ উপকরণ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। ইহাতে সমগ্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ফাল্গুনমাসে তপন নামক সূর্য্যপূজা করিতে হইবে, ইহাতে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। চৈত্রমাসে বেদাংশুনামক সূর্য্য, বৈশাখমাসে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়মাসে দিবাকর, শ্রাবণমাসে অর্য্যমা, ভাদ্রমাসে রবি, আশ্বিনমাসে সবিতা, কার্ত্তিকমাসে সপ্তাশ্ব, অগ্রহায়ণমাসে ভানু ও পৌষমাসে ভাস্কর নামক সূর্য্যকে পূজা করিতে হইবে। এই বিধানে যাহারা দ্বাদশ সপ্তমীব্রত করেন, তাহাতে চতুর্ব্বেদাধ্যয়নের ফল এবং সূর্য্যযোগের ফল লাভ করিয়া থাকেন। অন্যান্য বিধান সকল পূর্ব্বের তুল্য, কেবল ১২ মাসে দ্বাদশাদিত্যের নামভেদে পূজা করিতে হয়।

দ্বাদশসাহস্র (ত্রি) দ্বাদশ সাহস্রাণি পরিমাণমস্য অণ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দ্বাদশসহস্রসংখ্যাযুক্ত।

"এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে।" (মনু)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দ্বাদশসাহস্রী। অত্র পক্ষে ঠঞ্। দ্বাদশসাহস্রিক।

দ্বাদশাংশু (পুং) দ্বাদশ অংশবো যস্য। বৃহস্পতি।

"শুক্রঃষোড়শরশ্মিস্তু যস্তু দেবোঽপোময়ঃ।
লোহিতো নবরশ্মিস্তু স্থানমাপ্যস্তু তস্য বৈ॥
বৃহদ্দ্বাদশরশ্মীকং হরিদ্রাভস্তু বেধসঃ।
অষ্টরশ্মিঃ শনিস্তস্তু কৃষ্ণং বৃদ্ধময়স্ময়ং॥" (মৎস্যপু° ১২৭।৫৪-৫৫)

দ্বাদশাক্ষ (পুং) দ্বাদশ অক্ষীণি যস্য, ততোষচ্ সমাসান্তঃ। ১ কার্ত্তিকেয়। দ্বাদশ মনোবুদ্ধিসহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনি অক্ষিণীব যস্য। ২ বুদ্ধ। (হেম°) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

দ্বাদশাক্ষর (পুং) দ্বাদশ অক্ষরাণি যস্য। দ্বাদশাক্ষরযুক্ত মন্ত্রভেদ। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশটী অক্ষরকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কহে।

"নমো ভগবতে বাসুদেবায়োঙ্কারপূর্ব্বকং।
মহামন্ত্রমিদং প্রাহুস্তত্ত্বজ্ঞা দ্বাদশাক্ষরং॥" (পদ্মপু°)

'ওঁ ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ৩ শক্তিবিষয় বিদ্যাতে দ্বাদশাক্ষরযুক্ত সকল মন্ত্র। (ক্লী) ৪ দ্বাদশাক্ষরপাদক জগতী ছন্দঃ; জগতী ছন্দের প্রতিপাদে দ্বাদশটী করিয়া অক্ষর আছে। "বিশ্বেদেবা দ্বাদশাক্ষরেণ জগতী মুদজয়ংস্তা মুজ্জেষং" (শুক্লযজু° ৯।২৩)

দ্বাদশাখ্য (পুং) দ্বাদশ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিরূপাঃ পদার্থাঃ পূজনীয়ত্বেন আখ্যাতি আ-খ্যা-ক। বুদ্ধ।

দ্বাদশাঙ্গী (স্ত্রী) দ্বাদশানাং অঙ্গানাং সমাহারঃ ঙীপ্। জিনাভিমত আচারাঙ্গাদি ১২ খানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

"আচারাঙ্গং সূত্রকৃতং স্থানাঙ্গং সমবায়যুক্।
পঞ্চমং ভগবত্যঙ্গং জ্ঞাতাধর্ম্মকথাপি চ॥
উপাসকান্তকৃদনুত্তরোপপাতিকাদ্দশাঃ।
প্রশ্নব্যাকরণং চৈব বিপাকশ্রুতমেবচ॥
ইত্যেকাদশ সোপাঙ্গান্যঙ্গানি দ্বাদশং পুনঃ।
দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গীস্যাৎ গণিকা পিটকাহ্বয়া॥"
(হেম° ২।১৫৭—১৫৯)

আচারাঙ্গ, সূত্রকৃত, স্থানাঙ্গ, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতাধর্ম্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরোপপাতিক, প্রশ্নব্যাকরণ ও বিপাকসূত্র এই একাদশ এবং দৃষ্টিবাদ লইয়া দ্বাদশাঙ্গ। [জৈন ও দৃষ্টিবাদ দেখ।]

(পুং) দ্বাদশ অঙ্গানি যস্য। ২ ধূপবিশেষ।

"গুগ্‌গুলুশ্চন্দনং পত্রং কুষ্ঠঞ্চাগুরুকুঙ্কুমং।
জাতীকোষঞ্চ কর্পূরং জটামাংসী চ বালকং॥
ত্বগুশীরঞ্চ ধূপোঽসৌ দ্বাদশাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (তন্ত্রসার)

গুগ্‌গুলু, চন্দন, পত্র, কুষ্ঠ, অগুরু, কুঙ্কুম, জাতীকোষ, কর্পূর, জটামাংসী, বালক, ত্বক্ ও উশীর এই দ্বাদশ পদার্থ দিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে যে ধূপ হয়, তাহাকে দ্বাদশাঙ্গ ধূপ কহে। [ধূপ দেখ।]

দ্বাদশাঙ্গুল (পুং) দ্বাদশ অঙ্গুলয়ঃ প্রমাণমস্য বর্দ্ধিতার্থে দ্বিগুঃ, অচ্ সমাসান্তঃ। বিতস্তি পরিমাণ ভেদ, ১২ অঙ্গুল প্রমাণ।

দ্বাদশাত্মন্ (পুং) দ্বাদশ আত্মনো মূর্ত্তয়ো যস্য। সূর্য্য। ধাতৃ-আদি করিয়া বিষ্ণু পর্য্যন্ত সূর্য্যের মূর্ত্তি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে দ্বাদশ রাশি ইহার মূর্ত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"পুনর্দ্বাদশধাত্মানং বিভজন্ রাশিসংজ্ঞকং।" (সূর্য্যসি°)

২ অর্কবৃক্ষ। [আদিত্য ও সূর্য্য দেখ।]

দ্বাদশাদিত্য (পুং) ধাতা প্রভৃতি দ্বাদশ সূর্য্য। ২ কাশীস্থ দ্বাদশ সূর্য্যভেদ, ইহার বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। কাশীর প্রভাবজ্ঞ ও সকল তিমিরনাশক সূর্য্য আপনাকে দ্বাদশরূপে বিভক্ত করিয়া কাশীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লোলার্ক, উত্তরার্ক, শাম্বাদিত্য, দ্রুপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গাদিত্য এই দ্বাদশটী সূর্য্যের নাম। এই দ্বাদশাদিত্য কাশীতে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা পাপিগণ হইতে কাশীক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন। (কাশীখ° ৪৬ অ°)

দ্বাদশাধ্যায়ী (স্ত্রী) দ্বাদশানাং অধ্যায়ানাং সমাহারঃ ঙীপ্। ১ জৈমিনীর সূত্ররূপ দ্বাদশলক্ষণী।

"ধর্ম্মো দ্বাদশলক্ষণ্যাং ব্যুৎপাদ্যস্তত্র লক্ষণৈঃ।
প্রমাণভেদশেষত্বপ্রযুক্তিং ক্রমসংজ্ঞকাঃ॥
অধিকারোঽতিদেশশ্চ সামান্যেন বিশেষতঃ।
উহোঽবাধশ্চ তন্ত্রঞ্চ প্রসঙ্গশ্চোদিতাঃ ক্রমাৎ॥" (মীমাংসাপ°)

দ্বাদশ লক্ষণীতে তত্রোক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারা ধর্ম্মই একমাত্র ব্যুৎপাদনীয়। ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিবার জন্য লক্ষণ সকল বিনিবেশিত হইয়াছে। ২ মন্বাদি সংহিতা, মনুর দ্বাদশাধ্যায়, এইজন্য ইহাকে দ্বাদশাধ্যায়ী কহে।

দ্বাদশান্বিক (ত্রি) দ্বাদশ অন্বে অন্যথাভূতা অপপাঠা জাতা অস্য ইতি ঠঞ্। জাতদ্বাদশাপ-পাঠক, কুৎসিতাধ্যয়ন কর্ত্তৃভেদ, যাহারা অতিশয় কুৎসিতভাবে অধ্যয়ন করে।

দ্বাদশায়তন (ক্লী) দ্বাদশবিধং আয়তনং। জৈনমতসিদ্ধ দ্বাদশ পূজাস্থান, মনোবুদ্ধ্যাদি।

"অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনোবুদ্ধিরিতিপ্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ॥" (হেম°)

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই দ্বাদশটী দ্বাদশায়তন।

দ্বাদশায়স (পুং) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, পারদ, বঙ্গ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, গেরীমাটি, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিঙ্গু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বনযবানী, যবানী, পিপুলমূল, বামুনহাটী, রসুন, জীরা, কৃষ্ণজীরা। এই সকল একত্র আদার রসে, মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও অন্যান্য নানা প্রকার পীড়া নিবারণ হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

দ্বাদশায়ুস্ (পুং) দ্বাদশবর্ষাঃ আয়ুঃ কালো যস্য। কুকুর ইহাদের ১২বৎসর পরমায়ু, এইজন্য ইহাদিগকে দ্বাদশায়ু কহে।

দ্বাদশার (ক্লী) দ্বাদশ অরা রথাঙ্গাবয়বভেদা ইব যস্য। ১ দ্বাদশ কোণ রথচক্রাদি। "দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য" (ঋক্ ১।১৬৪।১১) 'দ্বাদশারং দ্বাদশ সংখ্যকৈ র্মেষাদিরাশ্যাত্মকৈর্বারৈরধারাবয়বৈর্যুক্তং' (সায়ণ) ২ তন্ত্রোক্ত সুষুম্নানাড়ীর মধ্যে হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল পদ্ম।

দ্বাদশাশন (ক্লী) দ্বাদশবিধং অশনং। সুশ্রুতোক্ত অধিকারিভেদে দ্বাদশবিধ অশন ভেদ।

"অতঊর্দ্ধং দ্বাদশাশনপ্রবিভাগান্ বক্ষ্যামঃ।" (সুশ্রুত)।

সুশ্রুতে দ্বাদশ প্রকার অন্ন সেবনের নিয়ম কথিত হইয়াছে। শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, দ্রব, শুষ্ক, এককালিক, দ্বিকালিক, ঔষধযুক্ত ও মাত্রাহীন। এই সকল দোষ শান্তির পক্ষে প্রশস্ত। তৃষ্ণা, উষ্ণতা, মদ এবং দাহপীড়িত, রক্তপিত্ত এবং বিষরোগী, মূর্চ্ছারোগী, স্ত্রীসমাগমে ক্ষীণ এই সকল রোগীর পক্ষে শীতল অন্ন প্রশস্ত। কফবাতরোগ, বিরেচনান্তে স্নেহপায়ী ও ক্লিন্নদেহীর পক্ষে উষ্ণ অন্ন প্রশস্ত। বাতিক, রুক্ষদেহ, ব্যায়ামকর্ষিত এবং ব্যায়ামশীলের পক্ষে স্নিগ্ধ প্রশস্ত। মেদুর, স্থূল, মেহরোগ বা শ্লেষ্মল দেহের পক্ষে রুক্ষ অন্ন প্রশস্ত। শুষ্কদেহ, পিপাসার্ত্ত, বা দুর্ব্বলের পক্ষে দ্রব অন্ন, মেহরোগে এবং ব্রণে শরীর ক্লিন্ন থাকিলে শুষ্ক অন্ন, দুর্ব্বলাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে একান্ন ভোজন, সমাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে দিবারাত্রি উভয়কালে দ্বিভোজন, ঔষধদ্বেষীর পক্ষে ঔষধযোগে অন্ন, দুর্ব্বলাগ্নি রোগীর পক্ষে মাত্রাহীন অর্থাৎ অতি অল্প পরিমাণে অন্ন প্রশস্ত। এই নিয়মে ভোজন করিলে দোষের শান্তি হইয়া থাকে।

সুশ্রুতে দ্বাদশবিধ অশনের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া দশবিধ অশনের কথা বলা হইয়াছে যথা—

'তত্রশীতোষ্ণস্নিগ্ধরুক্ষদ্রবশুষ্কৈককালিক-
দ্বিকালিকৌষধযুক্ত মাত্রাহীন দোষ প্রশমন বৃত্ত্যার্থঃ।
দ্বাদশাশনপ্রবিচারানেতানেব প্রচক্ষতে॥" (সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র)

এই সকল শ্লোকে দ্বাদশাশনের কথা আছে, কিন্তু শীতোষ্ণাদি গণনা করিলে দশের অধিক হয় না। বোধ হয় এই স্থলে পাঠাদির কোনরূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে।

দ্বাদশাহ (পুং) দ্বাদশভিরহোভির্নিবৃত্তঃ ঠঞ্, তস্য লুক্,

দ্বাদশং অহঃ কর্ম্মধারয় বা দ্বাদশানাং অহ্নাং সমাহারঃ টচ্ সমাসান্তঃ। ১ দ্বাদশদিনসাধ্য যাগভেদ। ২ দ্বাদশ দিন। "দ্বাদশাহঃ প্রশস্ততে" (স্মৃতি)। ৩ দ্বাদশদিন সমাহার।

"মুখ্যং শ্রাদ্ধং মাসি মাসি অপর্য্যাপ্তাবৃতুং প্রতি।
দ্বাদশাহেন বা কুর্য্যাদেকাহে দ্বাদশায় বা॥"

'দ্বাদশানাং শ্রাদ্ধানাং মধ্যে প্রত্যহং একৈককরণেন দ্বাদশদিনব্যাপকতা বোধ্যা॥' (তিথিতত্ত্ব)

৪ দ্বাদশ দিন ধরিয়া সৎকর্ম্মে নিয়োজিত। ৫ ভৃতকর্ম্মকর। ৬ দ্বাদশ দিন ধরিয়া যে অন্নাদি হয়, তাহাকে দ্বাদশাহ কহে। 'একাহিকেষু বিকারেষু দ্বাদশাহিকেষু চ যথার্থং প্রয়োগঃ'। (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।৬।১৫ ইতি সূত্রভাষ্যে কর্কঃ)

দ্বাদশী (স্ত্রী) দ্বাদশ টিত্বাৎ ঙীষ্। তিথিবিশেষ, চন্দ্রকলার সূর্য্যকিরণ প্রবেশ ও নির্গমযোগ্য ক্রিয়ারূপ এবং তদুপলক্ষিতা কালরূপা যে তিথি তাহাকে দ্বাদশী কহে। একাদশীযুক্তা দ্বাদশী গ্রহণীয়া। "সা চ একাদশীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ" (তিথিতত্ত্ব°) [ব্যবস্থাদি তিথি দেখ।]

"ত্রৈলোক্যগামিনী দেবী লক্ষ্মীস্তেহস্ত সদাপ্রিয়া।
দ্বাদশী চ তিথিস্তেহস্ত কামরূপী চ জায়তে॥
ঘৃতাশনো ভবেত্তস্ত দ্বাদশ্যাং তৎপরায়ণঃ।
স্বর্গবাসী স ভবতু পুমান্ স্ত্রী বা বিশেষতঃ॥" (বামনপু°)

দ্বাদশী তিথি কামরূপিণী ও লক্ষ্মীস্বরূপা; এই তিথিতে যে স্ত্রী বা পুরুষ দ্বাদশী ব্রতপরায়ণ হইয়া ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকে, সে স্বর্গবাসী হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীর নাম মৎস্যদ্বাদশী, পৌষ মাসের শুক্লাদ্বাদশী কূর্ম্মদ্বাদশী, মাঘমাসে বরাহদ্বাদশী, ফাল্গুনমাসে নৃসিংহদ্বাদশী, চৈত্রমাসে বামনদ্বাদশী, বৈশাখমাসে জামদগ্ন্যদ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠমাসে রামদ্বাদশী এই সকল দ্বাদশী শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী, শ্রাবণমাসের বুদ্ধদ্বাদশী, ভাদ্রমাসে কল্কিদ্বাদশী, আশ্বিনমাসে পদ্মনাভ দ্বাদশী, কার্ত্তিক মাসে নারায়ণদ্বাদশী এই সকল কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী জানিতে হইবে।

এই দ্বাদশীর ব্রত করিলে তাহাকে ধরণীব্রত কহে, এই ব্রত মহৎ ফলদায়ক। সৌভাগ্যকামীর পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ব্রত। (বরাহপু°)

পিপীতকদ্বাদশী—

"বৈশাখে শুক্লপক্ষেতু দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ।
তস্যাং শীতলতোয়েন স্নাপয়েৎ কেশবং শুচিঃ॥" (নারদীয়)

বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষের যে দ্বাদশী তিথি, তাহাকে পিপীতক দ্বাদশী কহে, এই দ্বাদশী তিথিতে শীতল জলধারা কেশবকে স্নান করাইলে শুচি হয়।

শ্রবণদ্বাদশী—

"দ্বাদশী শ্রবণোপেতা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ।
বুধবারসমাযুক্তা ততঃ শতগুণা ভবেৎ॥
তামুপেক্ষ্য সমাপ্নোতি দ্বাদশ দ্বাদশীফলং।" (স্কন্দপু°)
'উভয়দিনে তল্লাভে তু একাদশীযুতৈব গ্রাহ্যা।'

শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা শুক্লদ্বাদশীর নাম শ্রবণ-দ্বাদশী, এই দ্বাদশী তিথি সকল পাপনাশক। ভাদ্রমাসের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইয়া থাকে এবং এই দিন যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে শতগুণ ফলদায়িনী হয়। এই দিনে উপবাস করিলে সকল প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। এই দ্বাদশী যদি উভয়দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে যে দিন একাদশীযুক্তা হয়, সেই দিন এই নিম্নোক্ত বচনানুসারে উপবাস হইবে। যথা

"দ্বাদশী চ প্রকর্ত্তব্যা একাদশ্যান্বিতা বিভোঃ।
সদা কার্য্যা চ বিদ্বদ্ভির্বিষ্ণুভক্তৈশ্চ মানবৈঃ॥" (স্কন্দপু°)

দ্বাদশী যদি একাদশীর সহিত যোগ হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুভক্ত মানবগণ একাদশীর দিনই উপবাস করিবে। দ্বাদশীর দিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ না হইয়া যদি একাদশীর দিন যোগ হয়, তাহা হইলে এই তিথির নাম বিজয়া এবং ভক্তদিগের বিজয়প্রদা। যেখানে তিথি ও নক্ষত্রযোগে উপবাস হয়, সেই স্থলে একের ক্ষয় না হইলে ভোজন করিতে নাই এবং যদি শ্রবণানক্ষত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তিথির ক্ষয়ে ভোজন করিবে, অর্থাৎ একাদশী তিথি ক্ষয় হইলে দ্বাদশীতে পারণ করিবে। যথা—

"একাদশী যদা তু স্যাৎ শ্রবণেন সমন্বিতা।
বিজয়া সা তদা প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা॥
তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥
বিশেষেণ মহীপাল! শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥"
"তিথিক্ষয়েণ একাদশী তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি একাদশীর উপবাস দিনে শ্রবণানক্ষত্র না হয় এবং দ্বাদশীর দিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে দুইদিনই উপবাস করিতে হইবে।

একাদশীর দিন উপবাস করিয়া পুনরায় দ্বাদশীর দিন উপবাস করিবে। যে হেতু উভয় তিথির দেবতা হরি। যদি এইরূপ কেহ আপত্তি করে, একটী ব্রত আবদ্ধ করিয়া তাহা যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ অন্য ব্রত করিতে নাই

একাদশীর ব্রতানুসারে একাদশীর দিন উপবাস করা হইয়াছে, তাহার পারণ না করিলে একাদশীর ব্রত সমাপ্ত হয় নাই। এখন কিরূপে দ্বাদশীর ব্রত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বচনানুসারে একাদশী ও দ্বাদশী দুইদিনই উপবাস করিতে হইবে, ইহাতে বিধি লোপ হইবে। যে হেতু নিম্নোক্ত বচন সকলের তাৎপর্য্য এইরূপ—যাহারা দুইদিন উপবাস করিতে অসমর্থ তাহারা একাদশীর দিন বরং ভোজন করিবে, কিন্তু দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিবে না, অর্থাৎ ঐদিন ভোজন করিবে না। এইরূপ দ্বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশী জনিত যে সকল পুণ্য তাহা নিঃসংশয় রূপে লাভ হইয়া থাকে। এই দ্বাদশীর উপবাস কাম্য জানিতে হইবে। যেহেতু মার্কণ্ডেয়পুরাণের বচনানুসারে দেখা যায়, যাহারা দ্বাদশীর দিন উপবাস করিয়া পূতস্বভাব হন, তাহারা চক্রবর্ত্তিত্ব ও অতুলা শ্রী লাভ করিয়া থাকেন। যথা—"যদা ত্বেকাদশ্যুপবাস দিনে শ্রবণং নাস্তি পরদিনে দ্বাদশ্যাং শ্রবণং তদোপবাসদ্বয়মাহ ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ—

একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দ্দৈবতা হরিঃ॥
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাৎ ব্রতান্তরং।"

ইতি স্মৃতেঃ। পারণস্যাকরণেন পূর্ব্বোপবাসাসমাপ্ত্যাবুপবাসান্তরারম্ভে বিধিলোপো ন ভবেদিত্যর্থঃ হেতুমাহ উভয়োরিত্যাদি। উভয়োরুপবাসা সামর্থ্যে তু শ্রবণদ্বাদশ্যেবোপোষ্যা। তথাচ স্মৃতি—

বরমেকাদশীং ভুক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
পূর্ব্বোপবাসনং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥
উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাং।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥
দ্বাদশ্যামুপবাসঃ কাম্যঃ। তথাচ মার্কণ্ডেয়পুরাণং
দ্বাদশ্যামুপবাসেন শুদ্ধাত্মা নৃপ সর্ব্বশঃ।
চক্রবর্ত্তিত্বমতুলং সংপ্রাপ্নোত্যতুলাং শ্রিয়ং॥" (তিথিতত্ত্ব)

কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বাদশী মন্বন্তরা। অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাদ্বাদশীর নাম অখণ্ডদ্বাদশী। বিষ্ণুপদ কামনা করিয়া উপবাস করিবে।

এইদিনে যথাবিধানে সংকল্প করিয়া বিষ্ণুকে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে। পরে যব ও ব্রীহিপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া দিবে। মন্ত্র—

"ওঁ সপ্তজন্মসু যৎকিঞ্চিন্ময়া খণ্ডব্রতং কৃতং।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন তদখণ্ডমিহাস্তু মে॥
যথা খণ্ডং জগৎসর্ব্বং ত্বমেব পুরুষোত্তম।
ততোঽখিলাস্ত্বখণ্ডানি ব্রতানি মম সন্তু বৈ॥"

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। (কৃত্যচন্দ্রিকা)

ভীমএকাদশীর পর যে দ্বাদশী অর্থাৎ মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন ষট্‌তিলাচরণ করিবে।

তিলস্নান, তিলবপন, তিলহোম, তিল জলে নিঃক্ষেপ, তিলদান ও তিল ভোজন এই ষট্ তিলাচরণ করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি হয় এবং ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে বাস হইয়া থাকে।

'ভৈমীপর দ্বাদশ্যাং ষট্‌তিলাচরণং। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
মৃগশীর্ষে শশধরে মাঘে মাসি প্রজায়তে।
একাদশ্যাং শিতেপক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
দ্বাদশ্যাং ষট্‌তিলাচারং কৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলহোমী তিলোদকী।
তিলস্য দাতা ভোক্তা চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥
সকৃত্তু ষট্‌তিলীভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ত্রিংশৎবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

গোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত যে দ্বাদশী, তাহাকে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দিনে গঙ্গাস্নান অতিশয় পুণ্যজনক। এইদিনে গঙ্গাস্নানের মন্ত্র—

"মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে দুর জাহ্নবি॥" (তিথিতত্ত্ব)

দ্বাদশী তিথিতে দ্বাদশ দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয়। কাংস্য, মাংস, সুরা, ক্ষৌদ্র, লোভ, মিথ্যাকথন, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসুর দ্বাদশীতে এই দ্বাদশ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

যথা—"কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণং।
শিলাপিষ্টং মসুরাংশ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণব॥
দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

যাহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ করে, তাহারা আষাঢ়মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পূর্ণিমার দিন ব্রতারম্ভ করিবে এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশীর দিন তাহা সমাপন করিবে।

দ্বাদশীর পারণস্থলে দ্বাদশীর প্রথমভাগ পরিত্যাগ করিয়া পরে পারণ করিতে হইবে। কারণ দ্বাদশীর প্রথমভাগের নাম হরিবাসর, এইজন্য পারণস্থলে ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে।

"দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দ্বাদশীর দিন পূতিকাভক্ষণ করিতে নাই। দ্বিজাতিদিগের পূতিক ভক্ষণ নিষিদ্ধ, তথাচ এইস্থলে বিশেষ করিয়া নিষেধ করায়ও অধিক দোষজনক বুঝিতে হইবে।

দ্বাদশী তিথিতে তুলসীচয়ন করিতে নাই, যাহারা দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করেন, তাহারা বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ করিয়া থাকেন।

"সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশিসন্ধ্যয়োঃ।
ছিন্দন্তি তুলসীং যে তু তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে তুলসী চয়ন করিলে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ করা হয়।

দ্বাদশীর দিন সায়ংকালে সায়ং সন্ধ্যা করিতে নাই, যে এই সন্ধ্যাবিধির অনুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মহা হইবে।

"দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" (স্মৃতি)

দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং যে দিন শ্রাদ্ধ করা হয়, এই সকল দিনে সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করিতে নাই। কেবল গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

যাহারা দ্বাদশী তিথিতে মৈথুন আচরণ করে, তাহারা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং কখনও বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে না।

"অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং ষষ্ঠ্যাঞ্চ দ্বাদশীং তথা।
অমাবাস্যাং চতুর্থ্যাঞ্চ মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি॥
তির্য্যগ্ যোনৌ সমাগচ্ছেৎ মম লোকং ন গচ্ছতি॥"(একাদশীতত্ত্ব)

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে দশাবতার দ্বাদশীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের যে দ্বাদশী তিথি এই তিথি ভগবান বিষ্ণুরূপী মৎস্যের অতিশয় প্রিয়া; এইজন্য একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন সুবর্ণময় মৎস্য ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। 'বিষ্ণুর্মে প্রীয়তাং মৎস্যঃ' এই মন্ত্রে দান করিতে হয়। যিনি এইরূপ ব্রতাচরণ করেন, তিনি সকল প্রকার সুখ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

"মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং সমজায়ত।
মৎস্যো বিষ্ণুঃ স মাহাত্ম্যঃ তস্যেষ্টৈষং সদাতিথিঃ॥
একাদশ্যামুপোষ্যাদৌ পঠন্ মৎস্যাবতারকং।
শৃণ্বন্ সৌবর্ণং মৎস্যঞ্চ কারয়িত্বা বদেদিদং॥
বিষ্ণুর্মে প্রীয়তাং মৎস্য ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণায় তং।
যো দদ্যাৎ স সুখী ভূত্বা বিষ্ণুলোকং ব্রজেচ্ছুভং॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি কূর্ম্মের অতিশয় প্রিয়, ঐ দ্বাদশীতে সুবর্ণময় কূর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া কূর্ম্মাবতারের মাহাত্ম্যাদি শুনিয়া ব্রাহ্মণকে ঐ সুবর্ণ কূর্ম্ম দান করিতে হইবে। যিনি এই দান করেন, তিনি সকল সৌভাগ্য ভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিধানানুসারে মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে বরাহ, ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে নারসিংহ, চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে জামদগ্ন্যরাম, জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাদ্বাদশীতে দাশরথি রাম ও সীতা, আষাঢ়মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে রৌহিণেয় রাম, শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ, ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে কল্কি, উক্ত তিথিতে ঐ ভগবানের কূর্ম্মবরাহাদি মূর্ত্তি সকল সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল অবতারের গুণাদি কীর্ত্তন ও পাঠ করিয়া পরে ঐ সুবর্ণমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যাহারা এই দশাবতার দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহারা সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। (হেমাদ্রিব্রতখ°)

বিবিধ দ্বাদশী ব্রত—ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে মদন ও হরির পূজা করিতে হয়, ইহাকে মদনদ্বাদশী ব্রত কহে। যিনি এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ভীমদ্বাদশী ব্রত করিতে হয়, এই দিনে বিষ্ণুর পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে গোবিন্দদ্বাদশী ব্রত করিলে গোবিন্দ সদয় হইয়া থাকেন। আশ্বিন মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ব্রত করিয়া ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতে হয়, ইহাকে বিশোকদ্বাদশী ব্রত কহে, এই ব্রত করিলে সকল প্রকার শোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লদ্বাদশীতে নারায়ণের পূজা করিয়া লবণ দান করিলে সকলপ্রকার ধনদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে গোবৎসের পূজা করিতে হইবে, ইহার নাম গোবৎসদ্বাদশী ব্রত। মাঘমাসের শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাদ্বাদশীকে তিলদ্বাদশী কহে, এই দ্বাদশীতে তিল স্নান, তিলহোম, তিলনৈবেদ্য, তিলমোদক, তিলদীপ, তিলোদক ও তিল দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিবে। তৎকালে যথাবিধি হোম ও উপবাস করিয়া 'ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই বলিয়া বাসুদেবের পূজা করিতে হইবে। এই ষট্‌তিল দ্বাদশী ব্রত করিলে কুলের সহিত স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে মনোরথদ্বাদশী ব্রত করিয়া ভগবানের

আরাধনা করিবে। কেশবাদি দ্বাদশ নাম দ্বারা দ্বাদশীব্রত করিয়া একবর্ষ ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। যাহারা এই ব্রতাচরণ করেন তাহাদের কখনও নরক হয় না, এবং স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে সুমতি দ্বাদশী ব্রত করিলে সুমতি লাভ হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন অনন্তদ্বাদশী ব্রত করিলে অশেষ ক্লেশ শান্তি হয়। মাঘমাসে শুক্লাদ্বাদশীর দিন যদি মূলা অথবা অশ্লেষানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া তিল দ্বারা হোম করিয়া ভগবানের আরাধনা করিবে। ইহাকে তিলদ্বাদশী কহে। পৌষমাসের শুক্লাদ্বাদশীকে সম্প্রাপ্তি-দ্বাদশী ব্রত কহে। যে ব্যক্তি যথাবিধানে এই ব্রত করে, তাহারা কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী অতিশয় শ্রেষ্ঠ, ইহার নাম শ্রবণদ্বাদশী ব্রত এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। নদীসঙ্গমাদি পুণ্য তীর্থে স্নানাদি করিলে যে ফল হয়, এই দ্বাদশীতেও সেই ফল হইয়া থাকে। বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে যে কোন পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। যথা বিধানে এই দ্বাদশীর ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল বিধ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত করিতে হয়। সম্যক্‌রূপে অনশন, পঞ্চগব্য জলে স্নান ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণকে যব ও ব্রীহিযুক্ত পাত্র দান করিবে, এবং এই রূপে প্রার্থনা করিবে, 'হে ভগবান্ আমি সপ্তজন্মে যে কিছু খণ্ডব্রত করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তাহা এখন অখণ্ড হউক। হে পুরুষোত্তম! তুমিই যেমন এই সমস্ত অখণ্ড জগৎ, সেইরূপ আমার ব্রত সমস্তই অখণ্ড হউক। প্রতিমাসে দ্বাদশীর দিন এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে, যাহারা উক্ত প্রকারে বিষ্ণুর পূজা করে, তাহার আয়ু, আরোগ্য সৌভাগ্য ও রাজ্য ভোগাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (অগ্নিপু° ১২৪-১২৬ অ°)

দ্বাপর (পুং) দ্বৌ পরো প্রকারো বিষয়ো যস্ত, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ সংশয়। দাভ্যাং সত্যত্রেতাভ্যাং পরঃ পৃষোদরা° সাধুঃ। সত্যত্রেতাযুগানন্তর যুগভেদ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর দিন বৃহস্পতিবারে দ্বাপরযুগোৎপত্তি হইয়াছিল, এই যুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর, এই যুগে অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ, অর্দ্ধেক পুণ্য ও অর্দ্ধেক পাপ। এই যুগে শাম্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কংস, ময়ূরধ্বজ. বভ্রুবাহন, রুক্মাঙ্গদ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিম্বক্‌সেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন ও কংস ইহারা রাজা, অর্থাৎ দ্বাপর-যুগে এই সকল মনীষিগণ রাজা হইয়াছিলেন, মনুষ্যদিগের পরমায়ু সহস্র বৎসর, মানবদেহের পরিমাণ সপ্ত হস্ত। প্রাণ-রুধিরগত, অর্থাৎ যতক্ষণ দেহে রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ জীবন নাশ হইবে না। যজুর্ব্বেদের অধিকার, অর্থাৎ কার্য্যকলা-পাদি যজুর্ব্বেদানুসারে হইবে। তাম্রপাত্র ব্যবহার্য্য, লোক সকল, অর্দ্ধধর্ম্মরত, প্রলাপী, সর্ব্বদা চপল, জ্ঞাননিষ্ঠ, কপট বাক্যকুশল হইবে। তারকব্রহ্ম নাম

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বৃষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

(পাঞ্জিকা)

"অষ্টৌ শতসহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
চতুঃষষ্টিঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং দ্বাপরং যুগং॥" (মৎস্যপু°)

দ্বাপরযুগের ধর্ম্মভেদাদির বিষয় মৎস্যপুরাণে এই লিখিত হইয়াছে—

"অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দ্বাপরস্ত বিধিং পুনঃ।
তত্র ত্রেতাযুগে ক্ষীণে দ্বাপরং প্রতিপদ্যতে॥"

(মৎস্যপু° ১২০।১)

ত্রেতাযুগের কাল যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন দ্বাপর ধীরে ধীরে আসিয়া নিজ বিক্রম বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ত্রেতাযুগে প্রজাদিগের যে সকল সিদ্ধি ছিল, দ্বাপরযুগ আসিতে আসিতেই তাহা বিনষ্ট হইল। প্রজা সকল অতিশয় লোভী হইয়া উঠিল, বণিগ্‌গণ পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল, তত্ত্ব সকলের আর নিশ্চয় করিতে কেহ সমর্থ হইল না। বর্ণ সকলের নাশ ও কর্ম্মের বিপর্য্যয় আরম্ভ হইল। রজো ও তমোগুণের কার্য্য বহুলরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যে সকল কার্য্য ত্রেতাযুগে করিলে পাপ হইত না, যুগধর্ম্মানুসারে তাহাই পাপ মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। এই সময় বর্ণ ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম সকল সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বিধা বিভিন্ন হইলে, ইহার যথার্থ অর্থ বোধ করিতে বড়ই গোলযোগ হইতে লাগিল, লোক সকল নিজ নিজ প্রতিভানুসারে অর্থ নিশ্চয় করিতে লাগিল। যখন ধর্ম্মতত্ত্বের এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল, তখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের মত দ্বৈধ হইয়া উঠিল। দ্বাপরে ধর্ম্মাদি ব্যাকুলিত হইয়া কলিতে একবারে বিনষ্ট হইল। লোক সকল এইরূপ নানাবিধ বিপর্য্যয়ে পড়িয়া ব্যাধি প্রভৃতির আক্রমে তেজ ও বল ক্ষীণ হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এই সময় সকলের মতি হ্রাস হওয়ায় বেদবেদান্তাদির অববোধের জন্য ভাষ্য হইতে লাগিল,

তাহাতে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এই সময় প্রত্যেক লোকেরই কাল কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। প্রায় কাহারও মনে শান্তি ছিল না। এই সময় দুই হাজার বৎসর লোকের পরমায়ু ছিল। এইরূপে দ্বাপর সম্পূর্ণরূপে নিজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন দ্বাপরের রাজ্যে কলি আসিয়া প্রবেশ করিল। (মৎস্যপু° ১৪৪ অ°) [কলি দেখ।]

দ্বামুষ্যায়ণ (পুং) দ্ব্যামুষ্যায়ণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ দুই জনের পুত্র। ২ উদ্দালক গৌতম মুনি। (শব্দার্থচি°)

দ্বার্ (স্ত্রী) দ্বারয়তি-ক্বিপ্। ১ গৃহনির্গমন স্থান। ২ উপায়।
"বিদগ্ধ নিম্বপত্রাণি নিয়তাদ্বারবেশ্মনঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

দ্বার (ক্লী) দৃ-ণিচ্ অচ্। ১ গৃহনির্গমস্থান, দরোজা। ২ মুখ। ৩ শেষ ও অঙ্গ।
"সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥" (সাংখ্য° কা°)
'দ্বারি প্রধানং শেষাণি করণানি বাহেন্দ্রিয়াণি, তৈরুপনীতং সর্ব্বং বিষয়ং সমনোহহংকারা বুদ্ধির্যস্মাদবগাহতে হধ্যবস্যতি তস্মাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি দ্বারাণি' (তত্ত্বকৌ°)

দ্বার, আসামের চিফ্ কমিসনরের অধীনে দুইটী দ্বার আছে, একটী পূর্ব্বদ্বার, অপরটী পশ্চিম দ্বার।

পূর্ব্বদ্বার—এখন গোয়ালপাড়া জেলার সামিল। ইহার উত্তর সীমায় ভূটান গিরিমালা, পূর্ব্বে মানস নদী কামরূপ জেলা হইতে এই ভূভাগকে পৃথক্ রাখিয়াছে, দক্ষিণে আসল গোয়ালপাড়া জেলা, এবং পশ্চিমে গঙ্গাধর বা স্বর্ণকোশী নদী পশ্চিমদ্বার হইতে এই ভূখণ্ডকে পৃথক্ করিয়াছে। অক্ষা° ২৬° ১৯´ হইতে ২৬° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৫৫´ হইতে ৯১° পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৫৬৯৯২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। ইহার প্রধান সহর বিজনী। কিন্তু এখানকার মোকদ্দমা মামলা ধুবড়ীর আদালতেই সম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বদ্বারের ভূমি পাহাড়ের নিম্নে হইলেও অধিকাংশ সমতল। এখানকার উচ্চ জমির মধ্যে কেবল ৪০০ ফিট্ উচ্চ ভূমেশ্বর পাহাড় দৃষ্ট হয়। এই বিস্তৃত সমভূমির মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শালবন ও অসংখ্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত আছে। নদীগুলির মধ্যে মানস, জলানী, পাকাজানী, আই, কানামাকরা, চাম্পামতী, গৌরাঙ্গ, সরলভাঙ্গা, গঙ্গিয়া, গুরুপালা ও গঙ্গাধর এই কয়টী নদীতে বারমাসই নৌকা চলে। অন্যান্য নদীতে কেবল বর্ষাকালে নৌকা চলিতে পারে। এখানকার সকল নদীই ভূটান গিরিমালা হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

এখানকার অধিকাংশ ভূভাগেই বড় বড় ঘাস ও নলখাগড়ার বন দেখা যায়। তাহার মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর কার্পাস বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

এখানকার বনে মূল্যবান্ কাষ্ঠ পাওয়া যায় বলিয়া গবর্মেণ্ট খাসে রাখিয়াছেন। এখান হইতে অতি উৎকৃষ্ট শাল কাঠ পাওয়া যায়। শাল ভিন্ন শিশু, খদির, চেলানি প্রভৃতি সুদৃঢ় কাষ্ঠও জন্মে।

এখানকার জঙ্গলে দ্রাক্ষা, মৌচাক, পিপুল এবং আশু নামক লাল বর্ণোৎপাদক এক প্রকার গুল্ম পাওয়া যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শূকর ও হরিণ দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলের গ্রামবাসীরা ধান্য ও সরিষার চাষ করে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের চারিদিকে বংশ ও কদলী বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হয়।

১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে ভূটান যুদ্ধের পর এই ভূভাগ বৃটীশাধিকৃত হয়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বর্ত্তমান কোচবিহাররাজের আদিপুরুষ বিশুসিংহ এই অঞ্চলে বাস করিতেন এবং এখান হইতেই ভাবী রাজ্যের সূত্রপাত করেন। তৎপরে রাজবংশীয়দিগের মধ্যে গৃহবিবাদের উপক্রম হওয়ায় এই ভূভাগ নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে বিজনী, সিদলীদ্বার ও দরঙ্গের রাজগণ তাঁহাদের অধিকৃত বর্ত্তমান সম্পত্তিলাভ করেন।

মোগলেরা যখন আসাম আক্রমণ করে, সে সময় এই ভূভাগের পশ্চিমাংশ মোগলাকারভুক্ত গোয়ালপাড়ার অধীন হইল। সেই সময় অহম রাজগণ ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করেন। পূর্ব্বদ্বারে বহুদিন ভুটিয়া আধিপত্য চলিলেও বড়ই আশ্চর্য্য যে এখানকার অধিবাসিদের মধ্যে ভুটিয়াদের বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের প্রতাপ এখনও প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহারের উপর বড়ই অত্যাচার করিতে থাকে। কোচবিহাররাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে করদানে সম্মত হইয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হন। তদনুসারে ইংরাজগবর্মেণ্ট কোচবিহাররাজকে ভুটিয়াদের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিলেন। [কোচবিহার দেখ।]

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজদূত ভূটানরাজ্যে অপমানিত হন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর

মাসে বৃটীশসৈন্য প্রেরিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারাজ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে পূর্ব্বদ্বার ও পশ্চিমদ্বার বৃটীশগবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বৃটীশ গবর্মেন্টও ভুটানরাজকে প্রতি বর্ষে ২৫০০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এরূপও কথা রহিল যে, বৃটীশগবর্মেন্ট ইচ্ছা করিলে ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারেন। তাহার পর হইতে আর কোন গোলযোগ হয় না। এখন বেশ শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু (১৩০৪ সালের) গত আষাঢ় মাসের ভূমিকম্পে দ্বারভূভাগের নানা স্থানে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

সন্ধি হইবার পর হইতে ভুটানদ্বার দুইভাগে বিভক্ত হইল—পূর্ব্বদ্বার ও পশ্চিমদ্বার। পূর্ব্বদ্বারের সীমা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। প্রথমে এই ভূভাগ একজন ডেপুটী কমিসনরের শাসনাধীন হয়, তখন গোয়ালপাড়ার কুস্তাঘাটের এলাকাধীন দতমা গ্রামে সদর ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দ্বারের পশ্চিমাংশ বঙ্গ ও পূর্ব্বাংশ আসামের সামিল হইল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম একজন চিফ কমিসনরের অধীন একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইল, তৎকালে পূর্ব্বদ্বার বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু গোয়ালপাড়া ও পূর্ব্বদ্বারের শাসনকর্তৃত্ব এক রাজপুরুষের অধীন হইলেও, এখানকার শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬শ বিধি অনুসারে এখানকার স্থাবর সম্পত্তি, রাজস্ব, খাজনাদির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের অন্তর্গত করা হইল না। এখানকার ভূভাগ খাস গবর্মেন্টের অধীন। প্রজারা গবর্মেন্টের নিকট হইতে সাতসনী মেয়াদে ইজারা লইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কৃষকেরা নিজেই গবর্মেন্ট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লয়। আবার কোথাও এখানকার স্থানীয় রাজগণ গবর্মেন্ট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাঁহার ইচ্ছামত প্রজা বিলী করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রজাদিগের অনেক স্থলে বন্দোবস্ত করা সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া এখন বৃটীশগবর্মেন্ট সিদলী ও বিজনীদ্বারের রাজগণের সহিত এক প্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেছেন।

এখানে কোচ, মেচ বা কাছাড়ী ও রাভাজাতির বাস। খাঁটি হিন্দুর মধ্যে কোলিতার সংখ্যাই অধিক। এখানকার হিন্দুগণ অধিকাংশই বৈষ্ণব ও গোস্বামীর শিষ্য।

এখানে তিন প্রকার ধান্য জন্মে—আশু, বাও বা বাবা (ইহার বড় বড় দল হয়), ও আমন বা হৈমন্তিক। আমনধানই বেশী জন্মে।

বাণিজ্যের মধ্যে—এরণ্ডতৈল, এড়িয়া কাপড়, কার্পাস, রবর ও আশু নামক রঙ্ প্রধান।

পশ্চিমদ্বার—হিমালয়ের পাদদেশে বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীন একখণ্ড ভূভাগ দ্বার প্রদেশের পশ্চিমখণ্ড বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেও এই ভূভাগের অন্তর্গত হিমালয় পর্ব্বতের কোন কোন অংশ আছে। পশ্চিম দ্বারের ভূভাগ সমস্তই পতিত জঙ্গলময়। মধ্যে মধ্যে সুজলা নদী থাকায় এই জঙ্গল আবাদের পক্ষে অতি উপযোগী। ভুটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়া বাঙ্গালার ছোটলাটের অধীনস্থ হইয়াছে। ১৮৮১-৮৪ খৃষ্টাব্দে চা-বাগান করিবার জন্য অনেকে এই স্থানের জমী লইতে আরম্ভ করে। আজ কাল চা-এর আবাদ এখানে যথেষ্ট। এই সকল চা-বাগানে বাঙ্গালার দরিদ্রশ্রেণীর অনেক লোক মজুরি করিয়া অন্নসংস্থান করিয়া থাকে। এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। চা-বাগানের জন্য যতই বেশী জমী প্রতি বৎসর আবাদ হইতেছে, ততই দিন দিন দেশের অস্বাস্থ্যও দূর হইয়া যাইতেছে। পশ্চিমদ্বার প্রদেশের পূর্ব্বসীমা স্বর্ণকোশী নদী (গোয়ালপাড়া ও জলপাইগুড়ীর মধ্যে) এবং পশ্চিমসীমা তিস্তা নদী। ইহা আপাততঃ নয়টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে। (১) ডালকা ১১৯ বর্গমাইল, (২) ভাটিবাড়ী ১৪৯ বর্গমাইল, (৩) বক্সা ৩০০ বর্গমাইল, (৪) চকাও-ক্ষত্রিয় ১৩৮ বর্গমাইল, (৫) মাদারী ১৯৪ বর্গমাইল, (৬) লক্ষ্মীপুর ১৬৫ বর্গমাইল, (৭) মরাঘাট ৩৪২ বর্গমাইল, (৮) ময়নাগুড়ি ৩০৯ বর্গমাইল এবং (৯) চেঙ্গমারী ১৪৬ বর্গমাইল।

দ্বারক (ক্লী) দ্বারেণ প্রশস্তেন কায়তি কৈ-ক। দ্বারকাপুরী। (ত্রিকাণ্ড°)

দ্বারকণ্টক (পুং ক্লী) দ্বারস্য কণ্টক-ইব। কপাট। (ত্রিকা°)

দ্বারকা, গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে একটী বন্দর ও হিন্দুতীর্থ। ইহা বরোদারাজ গাইকোবাড়ের অধীন। অক্ষা° ২২° ১৪´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৫´ পূঃ। আহ্মদাবাদ হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বরোদা হইতে ২১০ মাইল পশ্চিমে দ্বারকানগর অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত ওখমণ্ডল প্রদেশের বাঘের জেলার প্রধান সহরই এই দ্বারকা। এখানে একদল বোম্বাই প্রদেশীয় দেশীয় পদাতিক আছে, তদ্ভিন্ন ওখমণ্ডল ব্যাট্যালিয়ন নামক গোরা সৈন্যও এইস্থানে থাকে।

দ্বারকানাথের মন্দিরে প্রতি বৎসরে প্রায় দশহাজার যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই মন্দিরটী ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে এক রাত্রিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী ১০০ ফিট্ উচ্চ ও পাঁচতলায় বিভক্ত। মন্দিরের

সম্মুখে একটী নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরের ছাদ ৬০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। নাটমন্দিরের ত্রিকোণাকার চূড়া ১৭০ ফিট্ উচ্চ। মন্দিরে যাত্রীর দান হইতে প্রায় ২ হাজার টাকা বাৎসরিক আয় হয়।

এখানকার প্রতিমার নাম রণছোড়জী। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে রণছোড়জীর মূল প্রতিমা পুরোহিতেরা চুরি করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক স্থানে লইয়া গিয়া রাখে। তদবধি তথায় রহিয়াছে। তৎপরে দ্বারকায় যে দ্বিতীয় প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহাও আজ ১৫০ বৎসর হইল, ঐরূপে অপহৃত হইয়া একটী খাঁড়ীর অপর পারস্থ বটদ্বীপ বা শঙ্খোদ্ধার দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে দ্বারকার মন্দিরে বর্ত্তমান তৃতীয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্বাসানুসারে দ্বারকাও একটী মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বারকায় যাত্রিগণকে প্রথমতঃ গোমতী নামক পুণ্য-সলিলা নদীতে স্নান করিতে হয়। এই স্নানের পর দ্বারকার সামন্তগণকে ৪।০ টাকা ও পুরোহিতগণকে ৩॥০ টাকা দক্ষিণা দিয়া দেবদর্শনে যাইতে হয়। সেখানে যাত্রিরা যথাসাধ্য পূজাদি দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকে। দ্বারকায় তীর্থযাত্রীরা ছাপ লইয়া থাকেন। অরমরা নামক স্থানে ব্রাহ্মণেরা ছাপ দিয়া থাকেন। লৌহবলয় ও লৌহের পদ্ম অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া যাত্রীর অভিলষিত অঙ্গে ছাপ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বাহুতেই ছাপ লয়। সকলেই যে ছাপ লয়, তাহা নয়। মাতার ইচ্ছানুসারে শিশু দেহেও ছাপ দেওয়া হয়। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের জন্যও স্বশরীরে ছাপ লইবার প্রথা দেখা যায়। প্রত্যেক ছাপ দিবার দক্ষিণা ১॥০। তৎপরে বটদ্বীপের রণছোড়জী দর্শনে যাইতে হয়। বটদ্বীপে পৌঁছাইয়া প্রত্যেক যাত্রীকে ৫৲ টাকা দেবকর দিতে হয়। যাত্রীরা এইস্থানে রণছোড় দেবতাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করে। পরিচ্ছদ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। দেবতাকে দিবার পর পাণ্ডারা আবার উহা বাজারে বেচিয়া ফেলে। এইরূপে এক পোষাকই যতক্ষণ ছিঁড়িয়া বা পচিয়া না যায়, ততক্ষণ কত শতবার ক্রীত ও বিক্রীত হইতে থাকে।

এখানকার পাণ্ডারা বলেন, প্রতিবৎসর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক পক্ষী সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয়। ইহার গাত্রবর্ণ ও লক্ষণাদি দেখিয়া পাণ্ডারা মৌসুম-বায়ুর গতি স্থির করিয়া থাকে। এই কথা আবুলফজলও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডারা বলেন, শেষে পক্ষীটি দেবমন্দিরে আসিয়া দেবপ্রসাদী তণ্ডুল ভক্ষণ ও দেবসম্মুখে নৃত্য করে, কাকলীতে গান করে এবং কিয়ৎপরে মরিয়া যায়।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। পুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর প্রাচীন দ্বারকানগরী সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়া যায়। পুরবন্দরের ৩০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে প্রাচীন দ্বারকার অবস্থান ছিল বলিয়া এখানকার লোকে অনুমান করেন। পাণ্ডারা বলেন, পূর্ব্বোক্ত পক্ষী এই স্থান হইতেই উত্থিত হয়।

দ্বারকার অপর নাম কুশস্থলী। ইহা আনর্ত্তদেশের রাজধানী। পরশুরাম কর্ত্তৃক এখানে প্রথম ভারদ্বাজাদি দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাস হয়। শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী করিয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন করেন।

মহাভারতে সভাপর্ব্বে যেখানে ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে তীর্থাদির ইতিহাস শুনাইতেছেন, সেই স্থলে (৮৮শ অধ্যায়ে) দ্বারকা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সেই প্রদেশে (সুরাষ্ট্রে) পুণ্যজনক দ্বারাবতী তীর্থ আছে, যথায় সাক্ষাৎ পুরাতন দেব মধুসূদন বিরাজ করেন। তিনিই জীবাত্মা ও পরমাত্মা; সুতরাং তাঁহাকে ব্যয়াত্মা ও অব্যয়াত্মা বলা যায়; এতাদৃশ অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি সেই দ্বারাবতীতে অধিষ্ঠিত আছেন।" ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের বাসাবধিই ইহা তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহার পূর্ব্বেও ইহার প্রসিদ্ধি ছিল।

[কুশস্থলী ও প্রভাস দেখ।]

দ্বারকামাহাত্ম্যে দ্বারকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

শর্য্যাতি নামে এক চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিসেন নামে তিনটী পুত্র হয়। সেই রাজা বড় দাম্ভিক ও আত্মগর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। একদিন ধর্ম্মাত্মা আনর্ত্ত তাঁহাকে বলেন, 'এই সমস্ত রাজ্য আপনার কিছুই নহে, সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের।' তাহাতে শর্য্যাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সমুদ্রের কূলে আসিয়া আনর্ত্ত বৈকুণ্ঠপতির শরণ লইলেন। তখন বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে শতযোজন ভূখণ্ড উৎপাটন করিয়া ভীমনাদী সাগরে সুদর্শন চক্রে ধারণপূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করিলেন। সেই ভূখণ্ডে আনর্ত্ত পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করেন। তাঁহার রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহা হইতে রৈবতগিরির উৎপত্তি হয়। ইনিই কুশস্থলী বা দ্বারাবতীপুরী নির্ম্মাণ করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতার এক মান্য গণ্য জমীদার বংশে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। দ্বারকানাথ যে ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের আদি বাসস্থান পাথুরিয়াঘাটায়।

কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নান্নু বা নৃসিংহ কুশারীর বংশে তাঁহার জন্ম।

নৃসিংহ কুশারী-বংশের যে শাখা হইতে দ্বারকানাথের উৎপত্তি, সেই শাখা দ্বারকানাথের জন্মের বহুপূর্ব্বে (১০ বা ১১শ পুরুষ পূর্ব্বে) "পিরালী" শ্রেণীভুক্ত হন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেও তৎশ্রেণীতে লৌকিক আচার ব্যবহারে সমাজগ্রাহ্য নহেন।

দ্বারকানাথের বংশ সামাজিক আহার ব্যবহারে অন্য রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ বংশ অপেক্ষা দোষাশ্রিত হইলেও মানসম্ভ্রমে কোনও দিন হীন নহে। এই বংশে অনেক সময়ে অনেক গণ্য মান্য বিদ্বান্ দাতা, বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের আদি নিবাস যশোরের অন্তর্গত চেঙ্গুটিয়া (চেমুটিয়া) পরগণায় ছিল। দ্বারকানাথের উর্দ্ধে ৪র্থ পুরুষ জয়রাম জ্ঞাতিবিবাদে বিত্তভ্রষ্ট হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। নরেন্দ্রপুর গ্রামের নিকট এখনও 'জয়রামের ভিটা' বলিয়া একখণ্ড জমী পড়িয়া আছে; উহা এখন এই বংশের এক শাখা মজুমদার বংশের অধীন। এই মজুমদার শাখায় সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'মহিলা'-প্রণেতা কবি সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। [সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার দেখ।]

জয়রামের উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ একাক্ষরকোষপ্রণেতা পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ বা ৫ম পুরুষ জগন্নাথ যশোরের অন্তর্গত পরগণা চেঙ্গুটিয়া-নিবাসী বাসুদেবরায় চৌধুরী (?) নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু জমীদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া "পিরালী" দোষাশ্রিত হইয়া পড়েন। [এই রায়চৌধুরী বংশই আদি "পিরালী", ইঁহাদের বিবরণ "পিরালী" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জয়রাম কলিকাতায় আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জয়রাম আমীনীকার্য্যে নিযুক্ত হন। ফোর্টউইলিয়ম নির্ম্মিত হইবার সময় ইঁহার বাসস্থান নষ্ট হয়। জয়রাম উঠিয়া আসিয়া পাথুরিয়াঘাটায় বাটী নির্ম্মাণ করেন। ইঁহাদের পুরাতন বাটী এখনও দরমাহাটা ষ্ট্রীটের উপর ডাইলপটীতে বর্ত্তমান আছে। উহা এখন ঠাকুরবংশের অধিকারচ্যুত হইয়া গিয়াছে। জয়রাম যে সময় গোবিন্দপুরে বাস করেন, সেই সময়ে গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণবাস অতি অল্পই ছিল। চতুঃপার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ আপনাদিগের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ পাইয়া সকলেই সম্ভ্রম সহকারে "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন। কালে ব্রাহ্মণত্ববোধক এই ঠাকুর শব্দই জয়রামের উপাধিসূচক হইয়া উঠিল। জয়রামের ৪টী পুত্র হয়, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও তৃতীয় নীলমণি ঠাকুর হইতেই কলিকাতায় বর্ত্তমান ঠাকুর বংশের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। দর্পনারায়ণের বংশে ঠাকুর বংশের বর্ত্তমান মুখপাত্র যতীন্দ্রমোহনের উৎপত্তি, আর নীলমণি ঠাকুরের বংশেই দ্বারকানাথের জন্ম হয়।

নীলমণি ঠাকুর পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া জোড়াসাঁকো নামক স্থানে স্বীয় আবাস বাটী স্থাপন করেন। ভ্রাতৃবিবাদই এই পার্থক্যের মূল। কলিকাতার তদানীন্তন ধনী ও সম্ভ্রান্ত শেঠ বংশীয় বৈষ্ণবদাস শেঠ মহাশয় নীলমণিঠাকুরকে জোড়াসাঁকোতে কয়েক কাঠা জমী বাসার্থ দান করেন। দ্বারকানাথের বর্ত্তমান বাটীর কতকাংশ সেই জমীর উপর নির্ম্মিত। নীলমণি স্বয়ং উপার্জ্জনশালী ছিল, তিনি জজ আদালতের সেরেস্তাদারী কর্ম্মে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। নীলমণির ৫টী পুত্র-রামলোচন, রামতনু, রামরত্ন, রামমণি, রামবল্লভ। এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান বাক্‌শক্তি হীন ছিলেন। প্রথম ও পঞ্চম নিঃসন্তান। তৃতীয় রামমণির তিনপুত্র। রাধানাথ, দ্বারকানাথ ও রমানাথ। এই রমানাথই পরে মহারাজা রমানাথ ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন।

দ্বারকানাথ যখন অতি শিশু তখন এক সন্ন্যাসী তাঁহার সুলক্ষণাদি দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ মহিমার কথা প্রকাশ করায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। রমানাথ ও রাধানাথ দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে (১২০১ সালে) দ্বারকানাথের জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে রেভারেণ্ড মিঃ উইলিয়াম অ্যাডামসের নিকট বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন ইনি পারসীভাষা শিক্ষা করেন।

পিতার মৃত্যু হইলে দ্বারকানাথ স্বীয় পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ রাধানাথ বিদেশে চাকুরী করিতেন। বিষয়ের তত্ত্বাবধান হইতে দ্বারকানাথের জমীদারী পরিচালন-ক্ষমতা অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অতঃপর দ্বারকানাথ আইন শিক্ষা করিয়া মোক্তারি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তিনি অনেকগুলি রাজা ও জমীদারের বিশ্বাসভাজন হন। মোক্তারি করিতে করিতেই তিনি ব্যবসাদারদিগের গোমস্তাগিরি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যেও তাঁহার ব্যবসাদার মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। তৎপরে ৬ বৎসরকাল তিনি ২৪ পরগণার নিমকির (লবণের) কালেক্টরের সেরেস্তাদারী

করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সুদৃষ্টিতে পড়েন ও একেবারে নিমকির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ বোর্ড, কাষ্টম ও অহিফেণ বিভাগের দেওয়ানীও লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে নানা বিষয়ে বুদ্ধি খেলাইয়া উন্নতি করিয়া দ্বারকানাথ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় চালাইতে ইচ্ছুক হইয়া মিঃ উইলিয়ম কার ও মিঃ উইলিয়ম প্রিন্সেপ নামক দুইজন ইংরাজকে অংশীদার করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে "কার ঠাকুর" নামে এক বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন। ইংরাজের আদর্শে বাণিজ্যকুঠি বাঙ্গালীদ্বারা এই প্রথম স্থাপিত হইল। এই সদৃষ্টান্তের প্রশংসা করিয়া তখনকার গভর্ণরজেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ মহোদয় দ্বারকানাথকে এক পত্র লিখিয়া ছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দ্বারকানাথ মিঃ জে জি গর্ডন, জে ক্যালবার, জন পামার ও কর্ণেল জেম্‌স্ ইয়ঙ্গ নামক কয়েকজন গণ্য মান্য ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নামে একটী তেজারতী কারবার স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর খাতাঞ্চী ছিলেন। এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ভিন্ন কলিকাতায় "কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক" ও "কলিকাতা ব্যাঙ্ক" নামে আরও দুইটী ব্যাঙ্ক ছিল; তন্মধ্যে ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের সহিত কলিকাতা ব্যাঙ্ক মিশিয়া গেল এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কমর্স্যাল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার একমাত্র অবস্থাপন্ন ধনী অংশী থাকায় তাঁহাকেই উহার সমস্ত দেনা দিতে হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহা অতি অল্প দিনই চলিয়া ছিল।

কার-ঠাকুর কোম্পানী বাঙ্গালা বেহারের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া নীল, রেশম ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্য চালাইতে লাগিল। সে সময়ে অন্যান্য বাণিজ্য কুঠির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কুঠির আয়ে দ্বারকানাথ রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর, যশোর প্রভৃতি জেলায় জমীদারী ক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের প্রধান জমীদারী কটকের বহ্রামপুর পরগণা।

শৈশব হইতেই রাজা রামমোহনের সহিত দ্বারকানাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহার সদুপদেশে ও মহানুভবতায় দ্বারকানাথের হৃদয় উচ্চভাব ধারণ করিয়াছিল। আর্থিক ও বিষয় বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাঁহার সাধারণ হিতানুষ্ঠানের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। তাঁহার উৎসাহে হিন্দু-কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও জমীদার সভা (Land-holders' Society) স্থাপন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি, মুদ্রণ-স্বাধীনতা, সতীদাহনিবারণ ও য়ুরোপীয় দেশীয়ের মধ্যে নিমন্ত্রণামন্ত্রণাদি দ্বারা সদ্ভাব সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য ঘটিয়াছিল। এই সকল কার্য্যের কতকগুলিতে তিনিই নেতৃত্ব ও কতকগুলিতে প্রধান পরিপোষকরূপে কার্য্য করিয়া সফল হইয়া ছিলেন। ইহারই চেষ্টায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে টাউনহলে সাধারণ সভা আহূত হয় এবং তাহা হইতে "ব্ল্যাক অ্যাক্ট" (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন) সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা হয়। এই সকল কার্য্যের ফলে তিনি কলিকাতার জষ্টিস অব্ দি পিস্ পদে নিযুক্ত হন।

দ্বারকানাথ গভর্ণরজেনারেল লর্ড অকলাণ্ডের নিকট দেশীয়গণের মুখপাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন এবং সর্ব্বদা পরামর্শের জন্য গভর্ণরজেনারেল কর্ত্তৃক আহূত হইতেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ইচ্ছা শুনিয়া তখনকার ইংরাজ সমাজ অতি আহ্লাদিত হইয়া টাউনহলে এক সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিলেন। কলিকাতার সেরিফ সভাপতি ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী দ্বারকানাথ বিলাত যাত্রা করেন। এই সঙ্গে ডাঃ ম্যাক্‌গোয়ান্ প্রভৃতি তাঁহার সহিত বিলাতে যান। পথে দ্বারকানাথ তাঁহার দৈনন্দিনলিপি লিখিয়া রাখিতেন। রোমনগরে তিনি পোপ কর্ত্তৃক সসম্মানে গৃহীত হন এবং কর্ণেল ক্যালডওলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়া প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিকের এবং মিসেস সমরভাইলের সহিত পরিচিত হন। বিদুষী সমরভাইল তৎকালে অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১০ই জুন লণ্ডনে উপস্থিত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ দ্বারকানাথের মহিমা শুনিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁহারা একদিন দ্বারকানাথকে এক ভোজ দেন। ১৬ই জুন তারিখে দ্বারকানাথ ভারতেশ্বরীর দরবারে উপস্থিত হন এবং এক সপ্তাহ পরে রাজপরিবারের সহিত একত্র ভোজনের নিমিত্ত বাকিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হন। এ সম্মান আর কোনও বাঙ্গালীর ঘটে নাই। আহারের পর তিনি মহারাণী কর্ত্তৃক সেইদিনে মুদ্রিত তিনটী স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রাপ্ত হন। ইহার পরও মহারাণী আরও একদিন তাঁহাকে স্বালয়ে আহ্বান করিয়া শিশু রাজকুমারী ও প্রিন্স অব্ ওয়েলস্‌কে দেখাইয়া ছিলেন। প্রিন্স অ্যালবার্ট ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দুইখানি পূর্ণ পরিমাণ ছবি কলিকাতাবাসীকে উপহার দিবার জন্য মহারাণী দ্বারকানাথকে প্রদান করেন। এই ছবি এখন টাউনহলে আছে। ইহার পর তিনি স্কটলণ্ড দর্শন করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। পথে ফরাসী দেশে

নামিয়া প্যারী নগরে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের দরবারে উপ-নীত হন। এই স্থানে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ প্রদত্ত মেডেল প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরের শেষে তিনি দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারই সঙ্গে ভারতের রাজনীতি আন্দোলনের আদি শিক্ষক জজ টমসন এদেশে আসেন। দেশে আসিলে হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ম্লেচ্ছদেশে গমন ও ম্লেচ্ছান্নগ্রহণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহার পর ইহারই ব্যয়ে সূর্য্য-কুমার চক্রবর্ত্তী (ডাঃ গুডিব চক্রবর্ত্তি) ও ভোলানাথ বসু বিলাতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ গমন করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডিন ক্যাম্বেলের সাহায্যে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তিনি পুনরায় ৮ই মার্চ্চ বিলাত যাত্রা করেন। এবার তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কনিষ্ঠা ভগিনীর পুত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রালে ও তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ সেফ তাঁহার সহিত গমন করেন। এবার যাইবার সময় পথে কায়রো নগরের শাসনকর্ত্তা মহম্মদআলী পাশার দরবার ও ইতালীরাজের সভা হইয়া লণ্ডনে ২৪ জুন উপস্থিত হন। এবারও যাইবার সময় ফরাসীরাজের আলয়ে ১৫ দিন ছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার পীড়া হয়। বিলাতে অবস্থান কালেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়। আগষ্টমাসের ১লা লণ্ডন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। খৃষ্টানের দেশে কিরূপে হিন্দুর মৃতদেহের সৎকার করা হইবে, এই তর্ক উঠে। শেষে মীমাংসা হইল, কেনসাল গ্রীণ নামক গির্জ্জায় যে অংশে খৃষ্টানের সমাধি হয় না, সেই স্থানে কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া শবদেহ প্রোথিত করা হইবে। তাহাই হইল। পুত্র, ভাগিনেয় ও বন্ধুবান্ধবাদি ব্যতীত মহারাণীর আদেশে চারি জন রাজ-অশ্বারোহী সৈনিক মৃতদেহের সহিত গমন করিয়া ছিল। ডচেস অব্ সমরসেট্ নগেন্দ্রবাবুকে সান্ত্বনা করিয়া এক পত্রে আপনার শোক প্রকাশ করেন।

কলিকাতায় এই সংবাদ পৌঁছিলে সার পিটার গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে টাউনহলে ২রা ডিসেম্বর এক শোকসভা হয়। ইহার স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও তাহাতে একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব হয়। দ্বারকানাথের শবাধারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রূপার পাতে "বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতার জমীদার, ৫২ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে মরিয়াছেন।" এই কয়টী কথা লিখিত হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে যথেষ্ট দেনা ছিল। তাঁহার মহানুভব পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া সমস্ত পিতৃঋণ পরিশোধ করেন। দ্বারকানাথের তিন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখ।] গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। এখন কেবল দেবেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান।

দ্বারকানাথ মিত্র, হুগলীজেলার আগুনসি গ্রামে মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে (১২৪০ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র মিত্র। হরচন্দ্র হুগলীর আদালতে মোক্তারী করিতেন। শৈশব হইতেই দ্বারকানাথের অসাধারণ প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, চারিবৎসর বয়সেই তিনি পুস্তকাদি পড়িতে শিখিয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়সেই তিনি হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ষোড়শ বৎসর বয়সে কান্দির সুপ্রসিদ্ধা রাণী কাত্যায়নীর প্রদত্ত মাসিক ১৮৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বারকানাথই সর্ব্ব-প্রথম হন ও মাসিক ত্রিশটাকা বৃত্তি পান। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায়ও তিনিই সর্ব্বপ্রথম ও মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় তিনিই হুগলীর কালেক্টর ডেভিড্‌মণির দুইটী স্বর্ণপদক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া তথনকার সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক "লাইব্রেরী মেডেল" লাভ করেন। এই লাইব্রেরী মেডেলের জন্য যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে দ্বারকানাথ যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন রিপোর্টে তথনকার শিক্ষাসমাজ কর্ত্তৃক আদরের সহিত মুদ্রিত হয়।

দ্বারকানাথ ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। পড়িবার ক্ষমতাও তাঁহার এত জন্মিয়াছিল যে অ্যালিসন্ প্রণীত য়ুরোপের ইতিহাসের এক এক খণ্ড তিনি একদিনে পড়িয়া শেষ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তিও অতি প্রবল হইয়াছিল। পনর দিনে অ্যালিসনের উক্ত ইতিহাস পড়িয়া শেষ করিয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে পরীক্ষা করিতে বলেন, বন্ধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে দ্বারকানাথ যে ভাষায় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই সেই পুস্তকেরই ভাষা। আরও এক সময়ে গিবন প্রণীত Decline and Fall of the Roman Empire পুস্তকের এক এক খণ্ড লইয়া এ পাত ওপাত করিয়া উল্টাইয়া গিয়া বহি রাখিয়া দিলেন। নিকটস্থ কোন বন্ধু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বহি খানা পড়া হল না দেখা হল?" দ্বারকানাথ বলিলেন "পরীক্ষা কর।"

বস্তু পরীক্ষা লইতে গিয়া বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন সে পুস্তকে স্মরণ করিয়া রাখিবার যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই দ্বারকানাথের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বারকানাথ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলা হাসিয়া খেলিয়া ও অপরের সহিত তর্ক করিয়া কাটাইতেন। গভীর নিশীথে পৃথিবী নিস্তব্ধ হইলে দ্বারকানাথ পড়িতে আরম্ভ করিতেন। রাত্রিতে দু এক ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যাইতেন। হুগলীকলেজে পড়িবার সময় গ্রীষ্মকালের প্রায় সকল রাত্রিতেই তিনি গঙ্গাতীরে সোপানের উপর গিয়া ঘুমাইতেন। অনেক সময় এমন হইয়াছে, গঙ্গাতীরে বসিয়া পড়িতে পড়িতে ঊষাকালে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; প্রাতঃস্নানার্থিনী রমণীরা তাঁহাকে বহি মাথায় দিয়া ঘাটের উপর ঘুমাইতে দেখিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। দ্বারকানাথের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল।

যৌবনে দ্বারকানাথ সকল প্রকার খেলা ভালবাসিতেন। পাশাখেলায় তিনি বিশেষ পটু ছিলেন, তাঁহাকে প্রায়ই কেহ হারাইতে পারিত না। তিনি নিজে গাহিতে ও ডুগী তবলা বাজাইতে পারিতেন।

দ্বারকানাথের পিতা ধর্ম্মভীরু ছিলেন। ইঁহাদিগের বাড়ীতে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব হইত। এক বৎসর কার্য্যানুরোধে হরচন্দ্রবাবু বাটী যাইতে না পারায় দ্বারকানাথের সহিত পরিবারবর্গকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন। গঙ্গার উপর দিয়া যাইতে যাইতে বানের বেগে তাঁহাদের নৌকা উল্টাইয়া গেল। দ্বারকানাথের একটী ভ্রাতা ও একটী ভগিনী এই দুর্ঘটনায় মারা পড়েন। দ্বারকানাথ, তাঁহার মাতা ও দ্বারকানাথের পিতৃব্যের একপুত্র অতি কষ্টে রক্ষা পান। ইহার অল্পকাল পরেই হরচন্দ্রবাবুও লোকান্তরিত হইলেন। প্রতিপালনের ভার দ্বারকানাথের উপর পড়িল। এই সময় তাঁহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর।

এই সময় কমিসারি-জেনারল কর্ণেল রামজের অধীনে কতকগুলি কেরাণীগিরি খালি থাকার কথা শুনিয়া দ্বারকানাথ উহার একটী পাইবার আশায় উক্ত আফিসের দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র দ্বারবান উত্তর দিল, "হামারি হিঁয়া কোই, কাম খালি নেহি।" দ্বারবানের এই কথায় তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। তিনি চাকুরীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ওকালতি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়াইবার ব্যবস্থা নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দ্বারকানাথও তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া কয়েক মাস পড়িয়াই কলেজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহার দিনপাত হওয়াই দায় হইয়া পড়িয়াছিল।

কলিকাতা পুলিসের তখনকার জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের দ্বিভাষীর পদ এই সময় শূন্য হয়। ঐ পদের বেতন ১২০৲ টাকা। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট একজন উপযুক্ত মেধাবী লোক চাহিলেন। অধ্যক্ষ দ্বারকানাথের গুণে মুগ্ধ ছিলেন, তিনি তাঁহারই নাম করিলেন এবং কিশোরীবাবুকে তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। দ্বারকানাথও তখন ঘটনাচক্রে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ কার্য্য হইতে অবসর লইবেন। ঘটনাক্রমে পরীক্ষা পর্য্যন্তও তাঁহার বিলম্ব সহিল না। এক মাস আট দিন কার্য্য করিয়াই তিনি পদত্যাগ করিয়া আবার একাকী বিনা সহায়ে, আইন পাঠে মনোযোগী হইলেন। এক ফিরিঙ্গী দ্বিভাষীর ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়াই তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে টাউনহলে যে কমিটী একজামিনেশান (আইনের পরীক্ষা) হয়, তাহাতে তিনি অতি দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হন। যাঁহারা সদর দেওয়ানীতে ওকালতী করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদের এই পরীক্ষা দিতে হইত। পরীক্ষার দুইমাস পূর্ব্বে তিনি এই পরীক্ষা দিবেন বলিয়া প্রস্তুত হন। ঐ বৎসর প্রশ্নাবলী অতি দুরূহ হইলেও দ্বারকানাথের লিখিত উত্তরমালা এত সরল ও সন্তোষকর হইয়াছিল যে একজন পরীক্ষক স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে চাহেন।

দ্বারকানাথ তৎপরে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে প্রবিষ্ট হইলেন। তখনকার উকীলদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিতই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। নূতন উকীল হইয়াও দ্বারকানাথ অতি অল্পদিনের মধ্যে ইঁহাদের সমকক্ষ হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রায় সকল মোকদ্দমাতেই একপক্ষে না একপক্ষে ইনি নিযুক্ত হইতেন, "সদর-দেওয়ানীর" রিপোর্ট দেখিলেই ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "হাইকোর্ট" স্থাপিত হইল। সার বার্ণেস্ পিকক প্রথম প্রধান বিচারপতি হইলেন। তিনি দ্বারকানাথের ধীশক্তি ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য বুঝিতে পারিলেন।

দ্বারকানাথ উকীল হইয়া একটী বিশেষ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেটি লোভজয়। সত্য ও ন্যায়-

নিষ্ঠা তাঁহার চিরকালই ছিল। সেই সত্যভক্তি হেতু তিনি উকীল হইয়াও লক্ষমুদ্রার লোভেও কোনদিন মিথ্যা বা অন্যায় মোকদ্দমা গ্রহণ করেন নাই। দরিদ্র বিপন্নদিগকে তিনি অর্থের জন্য প্রত্যাখ্যান না করিয়া সানন্দ মনে তাহাদের মোকদ্দমা বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতেন। বিচারপতি কেম্প তাঁহার এই গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'দ্বারকানাথ যখন ওকালতী করিতেন, তখন তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনচিত্তে সত্য সমর্থনে এবং দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন, আমি নিজে দেখিয়াছি, অনেক সময়ে তিনি দরিদ্রের নিকট এক পয়সাও না লইয়া তাহার মোকদ্দমা চালাইতেন।' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ রাজস্ব ঘটিত মোকদ্দমায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। উকীলের মধ্যে তাঁহার তুল্য সম্মান তখন আর কাহারই রহিল না।

প্রথমবার বর্দ্ধমান বেনাপুরে প্রাণগোবিন্দরায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই স্ত্রীবিয়োগ হয়। তৎপরে তিনি হরিপালে বসুচৌধুরীদের বাড়ী বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁহার ভুবনমোহিনী নামে এক কন্যা ও সুরেন্দ্রনাথ নামে এক পুত্র হয়। ইঁহার গর্ভজ আর এক পুত্র আর দুই কন্যা শৈশবে মারা যায়। দ্বারকানাথের পারিবারিক জীবনও অনুকরণীয়। জননী তাঁহার নিকট আজীবন সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ পূজিতা ছিলেন। পত্নীর প্রতিও তাঁহার প্রণয় দৃঢ়বদ্ধ ছিল। দুর্দশাগ্রস্ত কুটুম্বগণকে কখন অনাদর করিতেন না, এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। গ্রাম্যবন্ধু ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের অনেককেই তিনি ভরণপোষণ করিতেন। স্বগ্রামে একটী ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় (Anglo-Vernacular School) ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পিতৃপিতামহাদির অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবাদিও তিনি সমারোহের সহিত সম্পাদন করিতেন। নিমন্ত্রণে আগত ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ যুবা, সকলকেই তিনি সমভাবে আদর অভ্যর্থনা করিতেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন হাইকোর্টের প্রকৃত প্রথম দেশীয় বিচারপতি জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের* মৃত্যু হইলে ৩৩ বৎসর বয়স্ক যুবা দ্বারকানাথকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। দ্বারকানাথ অতি বিচক্ষণভাবে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অধিকাংশ বিচারকের সহিত তাঁহার মতভেদ হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ মতদ্বৈধস্থলে যে মোকদ্দমায় "ফুল বেঞ্চ" বা বিলাতে আপীল হইত, সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকালে এই তরুণবয়স্ক দ্বারকানাথের মতই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইত। তখনকার Weekly Reporter এ মুদ্রিত রায়গুলিই তাহার প্রমাণ। দ্বারকানাথ ছয়বৎসরকাল জজ ছিলেন। এই সময়ই তাঁহার অতুল প্রতিভা দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বারকানাথ কলেজে অধ্যয়নকাল হইতে প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) অর্থাৎ কোমৎ-মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান চর্চ্চা তাঁহার প্রাণের একটী আদরের সামগ্রী ছিল। সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজে ফাদার লাফোঁ যে সকল বিষয় বক্তৃতা করিতেন, তাহা তিনি নিয়মিতরূপে শুনিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভায় তিনি চারিসহস্র টাকা দান করেন। অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার আনুরক্তি ছিল। "Mookherjee's Magazine" নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি "Analytical Geometry" সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ, অধ্যয়ন কালের কতকগুলি রচনা এবং হাইকোর্টের রায়গুলি ভিন্ন তাঁহার অমানুষী প্রতিভার পরিচয় দিতে সাহিত্যজগতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি বাসের জন্য একটী বাটী ক্রয় করিতে মনস্থ করেন। ভবানীপুরে বহুকাল হইতে একটী বৃহৎ অট্টালিকা "ভূতের উপদ্রবপূর্ণ" বলিয়া পড়িয়াছিল। কুসংস্কারবর্জ্জিত দ্বারকানাথ এই বাটীই ক্রয় করিয়া তাহার জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া লয়েন। তিনি একটী পুস্তকালয় স্থাপন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সংগ্রহে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

নূতন বাটীতে আসিলে পর তাঁহার পত্নী হৃদ্রোগে স্বর্গগত হন। মাতৃ-অনুরোধে এক বৎসরের মধ্যেই আবার দ্বারকানাথ পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিলেন। এই তৃতীয়া পত্নীর গর্ভেও তাঁহার একপুত্র জন্মে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার গলক্ষত রোগের সূত্রপাত হয়। রোগ সারিবার আশায় তিনি প্রথমতঃ তিনমাস ছুটি লয়েন, কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় তাঁহার আর আদালতে যাওয়া ঘটে নাই। হাইকোর্টের বিচারকগণ ও সহরের গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে আসিতেন। তখনকার গভর্ণরজেনারেল লর্ড-নর্থব্রুকও এডিকং পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন। মান্দ্রাজের হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিস মিঃ মরগান পূর্ব্বে বাঙ্গালার জজ থাকিবার কালে দ্বারকানাথের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই সংবাদ

* শম্ভুনাথের পূর্ব্বে বাবু রামপ্রসাদ জজপদে নিযুক্ত হন বটে, কিন্তু যখন সে সংবাদ প্রকাশিত হইল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। একদিনও তাঁহাকে বিচারাসনে বসিতে হয় নাই।

পাইয়া মান্দ্রাজ হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। দ্বারকানাথ ইংরাজী ধরণে আহারাদি প্রিয় ছিলেন। গলক্ষত রোগে কাতর হইয়া তিনি সে সকল ত্যাগ করেন এবং সর্ব্বদাই বলিতেন, আমাদের পক্ষে দেশীয় প্রথার খাদ্যাদি স্বাস্থ্যকর। তাহার ব্যতিক্রম করিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য নাশ হইবে। ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রব্যবসায়ী এদেশীয় ডাক্তারেরাও ইহা না বুঝিয়া অন্যবিধ ব্যবস্থা করায় ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই উৎপাদিত হয়। তাঁহার পীড়ার সময় সিভিলিয়ান মিঃ গেডিস প্রত্যহ সস্ত্রীক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ বলেন, "মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু বলেন, 'মানসিক ও শারীরিক উন্নতি ব্যতীত আত্মতত্ত্বে অধিকারী হওয়া যায় না।' আমি যে এত দূর কষ্ট সহ্য করিতেছি, তাহা কেবল মনুর নিয়মাদি উল্লঙ্ঘনের বিষময় ফল। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তবে আমি হিন্দুজীবন অবলম্বন করিব।" এই বলিয়া মোক্ষমূলার ডাঃ রামদাস সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "য়ুরোপে যাহা কিছু ভাল তাহা লইও, কিন্তু য়ুরোপীয় হইও না। তোমরা মনুর বংশধর, রত্নপ্রসবিনী ভারতের সন্তান, সত্যানুসন্ধিৎসু, সকলে যে ঈশ্বরের সেবা করে, তোমরাও তাঁহারই উপাসক, তবে তোমরা অপর জাতীয়ত্বলাভে সচেষ্ট কেন? তোমরা যাহা আছ, তাহাই থাক।"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি (১২৮০ সাল ১৪ই ফাল্গুন বুধবার) অপরাহ্ণ ৪টার সময় বঙ্গের মণিমালার একটী অত্যুজ্জ্বল মণি দ্বারকানাথ কাল-কবলে পতিত হইলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় তিনি জন্মভূমি দেখিতে যাত্রা করেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে তিনি হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুইঘণ্টাকাল হরিনামামৃত অভিনিবেশ সহকারে পান করিয়া কীর্ত্তনীয়াদলকে বিদায় দেন। মৃত্যুর দিন তিনি একটু সুস্থ বোধ করিয়া নিজে উঠিয়া বারাণ্ডায় দুই চারিপা বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় সেই সুস্থতাই তাঁহার আসন্নমৃত্যু জানাইয়া দিল। তাঁহার জন্মভূমি আগুনসি গ্রামেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, দুই পুত্র, কন্যা, জামাতা ও ১৭শ বর্ষীয়া পত্নী জীবিতা ছিলেন। দ্বারকানাথ "হিন্দু ফ্যামিলী অ্যানুইটি ফণ্ডের" ট্রষ্টি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। ইঁহার কোষ্ঠীতে ৩৯ বৎসর ৮ মাসে এক সাত্ত্যাতিক ফাঁড়ার কথা লিখিত ছিল। পীড়ার সময় এই কোষ্ঠী সর্ব্বদা ইনি কাছে রাখিতেন। ইংলণ্ডের পজিটিভিষ্টগণ বাঙ্গালী দ্বারকানাথের স্মরণার্থ লণ্ডনস্থ তাঁহাদের উপাসনাগৃহে একখণ্ড প্রস্তর পটে Dwarka Nath Mitter, 1832—1874. Primifils Della Santa Millizia, Nell Orient (The first centurion of the holy militia in the East) এইকয় কথা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। আর তাঁহার নিজ দেশে টাউনহলে এক শোক সভামাত্র হয়। জজ কেম্প সভাপতি ছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া তিনি কলেজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ঐ কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পরে তিনি ব্যাকরণাধ্যাপক পরে সাহিত্যাধ্যাপক হন। ইতিমধ্যে ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন কলেজের অধ্যক্ষ হন, তখন বিদ্যাভূষণ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। সাহিত্যাধ্যাপকের পদে থাকিতে থাকিতেই তিনি পেন্সন লইয়া দেশে গমন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগষ্ট তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। সংস্কৃতাধ্যয়ন কালেই বিদ্যাভূষণ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। যখন গবর্মেণ্টের আদেশে চারিদিকে বাঙ্গালা পাঠশালা সকল স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বালকদিগের শিক্ষাপুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। দুই খণ্ড নীতিসার, "রোমরাজ্যের ইতিহাস" ও "গ্রীকদেশের ইতিহাস" এই সময়েই রচিত হয়। তাঁহার যা কিছু প্রতিপত্তি তাহা "সোমপ্রকাশে।" "সোমপ্রকাশের" কার্য্যভার লইয়া তাঁহার আর পুস্তক রচনার অবসর ছিল না, কেবল "ভূষণসার" নামে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও "বিশ্বেশ্বর বিলাপ" নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য উত্তরকালে রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাভূষণের কীর্ত্তি "সোমপ্রকাশ"। ১৭৮০ শকে অগ্রহায়ণ মাসে এই সুবিখ্যাত সংবাদপত্রের জন্ম হয়। বিদ্যাভূষণের সম্পাদকতায় ১৫ বর্ষকাল এই পত্র ছিল এবং এক সময়ে ইহা বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও সোমপ্রকাশ এখনও বন্ধ হয় নাই, কিন্তু বিদ্যাভূষণের সহিত ইহার রচনামাধুর্য্য ও প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়াছে।

দ্বারগোপ (পুং) দ্বারং গোপায়তি গুপ-অণ্। দ্বারপাল।

দ্বারকেশ (পুং) দ্বারকায়াঃ ঈশঃ। বাসুদেব, দ্বারকানাথ।

দ্বারদাতু (পুং) দ্বারং দদাতি দা-তুন্। ভূমিসহ বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

দ্বারপ (পুং) দ্বারং পাতি পা-ক। ১ দ্বাররক্ষক। ২ বিষ্ণু।

দ্বারপতি (পুং) দ্বারস্য পতিঃ ৬তৎ। দ্বারপাল।

দ্বারপাল (ত্রি) দ্বারং পালয়তীতি পালি-অণ্। দ্বাররক্ষক। পর্য্যায়—প্রতীহার, দ্বাঃস্থ, দ্বাঃস্থিত, দর্শক, বেত্রধারক, দৌঃসাধিক, বর্ত্তরক, গর্ব্বাট, দণ্ডবাসী, দ্বারস্থ, ক্ষত্তা, দ্বারপালক, দৌবারিক, বেত্রী, উৎসারক, দণ্ডী। (হেম) [দৌবারিক দেখ।]

২ তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ, দ্বাররক্ষক দেবতা, প্রথমে দ্বার-দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়।

"ততোঽর্থপাত্রং বিন্যস্য দ্বারপালান্ সমর্চ্চয়েৎ।" (তন্ত্রসার)

৩ তীর্থভেদ, এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দ্বারপালং তরন্তুকং।
তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যাং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥"

(ভারত বনপর্ব্ব ৮৩ অ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দ্বারপালক (পুং) পালয়তীতি পালি-ণ্বুল্ দ্বারাণাং পালকং দ্বারপাল-স্বার্থে কন্। দ্বারপাল।

দ্বারপালিক (পুং) দ্বারপাল্যা অপত্যং দ্বারপালী রেবত্যাদিত্বাৎ ঠক্। দ্বারপালীর অপত্য। স্ত্রিয়া ঙীপ্।

দ্বারপিণ্ডী (স্ত্রী) দ্বারস্য পিণ্ডী পিণ্ডিকেব। দেহলী। (জটাধর)

দ্বারবলিভুজ্ (পুং) দ্বারদত্তং বলিং ভুঙ্ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। বক।

দ্বারযন্ত্র (ক্লী) দ্বার বন্ধকং যন্ত্রং মধ্যলো° কর্ম্মধা°। তালক, তালাচাবী, ইহা দ্বারা দ্বার বন্ধ হয়।

দ্বারবতী (স্ত্রী) দ্বারাণি সন্ত্যত্র, বা চতুর্বর্ণানাং মোক্ষদ্বারাণি সন্ত্যত্র দ্বার-মতুপ্ মস্য বঃ। দ্বারকা। পর্য্যায়—দ্বারকা, দ্বারাবতী, বনমালিনী, দ্বারিকা, অব্ধিনগরী, দ্বারকপুরী। (শব্দর°) এই পুরীর বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে সমুদ্র! তুমি আমার পুরী নির্ম্মাণের জন্য শত যোজন বিস্তৃত একটী স্থল প্রদান কর, পরে আবার আমি প্রত্যর্পণ করিব। এইরূপে সমুদ্রতীরে স্থল প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে অতি আশ্চর্য্য সকল লোকের মনোহর অথচ সুদৃঢ় পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকার পুরী নির্ম্মাণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, শতযোজন বিস্তৃত সুমনোহর নগর, পদ্মরাগাদিমণি প্রভৃতি দ্বারা খচিত করিয়া প্রস্তুত করিবে। কুবের প্রেরিত ৭ লক্ষ যক্ষ ও শঙ্কর প্রেরিত বেতাল প্রভৃতি লোকসমূহ মিলিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা অপূর্ব্ব পুরী প্রস্তুত করিলেন। স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এরূপ মনোহর পুরী আর কোথায়ও ছিল না, এই পুরী তেজে সূর্য্যকেও পরাজিত করিয়াছিল। ইহা তীর্থের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ।

"পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরং।
সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা॥
দানঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনং।
চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

এই দ্বারকা পিতৃতীর্থ সদৃশ, ইহার তুল্য অপর আর তীর্থ নাই। ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বহুবিধ পুণ্যদ, যে পুরীতে প্রবেশ করিলেই সকল প্রকার জন্মবন্ধন খণ্ডন হইয়া যায়। ইহাতে তীর্থ, দান, দেবতা পূজা গঙ্গাদি তীর্থ হইতে চতুর্গুণ ফলদায়ক হয়।

হরিবংশে ১১৬ অধ্যায়ে দ্বারকাপুরীর বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হরিবংশে লিখিত আছে—

"কৃত্বা দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারাং মনোহরাং।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যত্র দ্বারাণি সর্ব্বতঃ।
অতো দ্বারবতী ত্যক্ত্বা বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥"(হরিবংশ ১০ অ°)

চতুর্ব্বর্ণের যেখানে দ্বার সকল বিদ্যমান আছে, যেখানে যাইলে চতুর্ব্বর্ণ মোক্ষলাভ করে, চতুর্ব্বর্ণের মোক্ষের দ্বার স্বরূপ বলিয়া তত্ত্ববেদী পণ্ডিতগণ ইহার নাম দ্বারবতী রাখিয়াছেন।

এই দ্বারকা পীঠস্থানের মধ্যে একটী, এই স্থানে ভগবতী রুক্মিণীরূপে বিরাজ করেন।

"রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।"

(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৯)

পৃথিবীর মধ্যে যে ৭টী মোক্ষদায়িকা ক্ষেত্র আছে, তাহার মধ্যে দ্বারকা একটী।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।
এতাস্তু পৃথিবী মধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন॥
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরিস্থিতা।
মুক্তিদা এতাঃ সর্ব্বাশ্চ একত্র গণিতাঃ সুরৈঃ॥"(ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)

অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারবতী প্রভৃতি মোক্ষক্ষেত্র বলিয়া

দেবতাগণ গণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এইরূপ পুরী শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খের উপর ধারণ করিয়া আছেন। [দ্বারকা দেখ।]

দ্বারশাখা (স্ত্রী) দ্বারস্য শাখা ৬তৎ। দ্বারের অবয়ব, বাজু।

দ্বারসমুদ্র, ইহার বর্ত্তমান নাম হলেবিড় বা হলেবিড়ু। ইহা মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত হাসান জেলায় অবস্থিত। দ্বারসমুদ্র নগরকে প্রাচীনকালে দ্বারাবতীপুরও বলিত। অক্ষা° ১৩° ১২´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২´ পূঃ। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগরে "হোয়শল বল্লাল" নামক দেবগিরি-যাদব বংশীয় এক শাখা প্রভূত পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেন। এই নগরেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহারা যদিও কলচুরি বা চেদিরাজগণের অধীন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতাপ বড় অল্প ছিল না। [হোয়শল বল্লাল দেখ।] প্রবাদ এইরূপ যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শল বা হোয়শল এই নগরও প্রতিষ্ঠা করেন। চেন্নবাসবকালজ্ঞান নামক তামিল ইতিহাসে ইহার রাজত্ব কাল ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩শ শতাব্দীতে বীর সোমেশ্বর নামক এই বংশের ১০ম নৃপতি এই নগরের জীর্ণ সংস্কার করেন। ইহার সময়ের খোদিত লিপিতে এইজন্য ইহাকেই নগরনির্ম্মিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সোমেশ্বর এই নগরে একটী বৃহৎ এবং অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট শিব ও একটী বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে হোয়শলেশ্বরের মন্দির অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ভারতীয় অট্টালিকা শিল্পের ইতিহাস-লেখক ফার্গুসন এই মন্দিরের কারুকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্যবিস্তার মোটামুটী ২০০ ফিট্, উচ্চতা ২৫ ফিট্। এই মন্দিরের পাথরগুলি মর্ব্বল (মর্ম্মর) প্রস্তরের ন্যায় চাকচিক্যশালী ও মসৃণ, এই পাথর আগ্নেয় পর্ব্বতজাত। ইহার একটী কটিবন্ধে দুই হাজার হস্তী খোদিত আছে। ইহা ৭০০ ফিট্ দীর্ঘ। ক্ষুদ্র মন্দিরটী কৈটভেশ্বর নামক বিষ্ণু প্রতিমার। ইহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া অল্পদিন হইল ইহা ধ্বস্ত হইয়াছে। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর ও খাঁজাহাজী এই দ্বারসমুদ্র নগর আক্রমণ করিয়া জয় করেন। হোয়শল বল্লালরাজগণ বিতাড়িত হইয়া তোন্দানূর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই গ্রামের নিকট জৈন বসতি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও আছে।

দ্বারস্তম্ভ (পুং) দ্বারস্য স্তম্ভঃ ৬তৎ। দ্বারাঙ্গ স্তম্ভ, দ্বারের অঙ্গভূতস্তম্ভ।

দ্বারস্থ (পুং) দ্বারে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ দ্বারপাল। (ত্রি) ২ দ্বারস্থিতমাত্র।

"সুপ্তে চ তস্মিন্ দ্বারস্থো জাগরামাস স দ্বিজঃ।"

(কথাসরিৎসাগর ১৮।১১৬)

দ্বারাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণভেদ, দ্বার, স্বর, স্বাধ্যায়, ব্যল্কশ, স্বস্তি, স্বর্, স্ফ্যাকৃত, স্বাদু, মৃদু, শ্বস্, স্ব এই কয়টী শব্দ দ্বারাদি। (পাণিনি)

দ্বারাধিপ (পুং) দ্বারে দ্বারস্য বা অধিপঃ। দ্বারাধ্যক্ষ।

দ্বারাধ্যক্ষ (পুং) দ্বারে অধ্যক্ষঃ। প্রতীহার।

"বেত্রব্যাসক্ত হস্তাশ্চ দ্বারাধ্যক্ষা বিশাংপতে।"

(ভারত সভাপর্ব্ব ৩০ অ°)

দ্বারাবতী (স্ত্রী) দ্বারাণি প্রশস্তবহুলপ্রতিহারাঃ সন্ত্যত্র, দ্বার-মতুপ্ মস্য ব, নিপাতনাৎ পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। দ্বারকা।

[দ্বারবতী ও দ্বারকা দেখ।]

দ্বারিক (পুং) দ্বারং পাল্যত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। দ্বারপাল।

"যো মূর্খং লোল্যসম্পন্নং রাজদ্বারিকমাচরেৎ।
মিথ্যাবাদং বিশেষেণ তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধতি॥"(পঞ্চতন্ত্র ৩।৮৫)

দ্বারিকা (স্ত্রী) প্রশস্তানি দ্বারাণি সন্ত্যস্যাং ঠন্-টাপ্ চ। দ্বারকাপুরী।

দ্বারিন্ (ত্রি) দ্বারং পাল্যতয়া অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ দ্বারপাল।

"দ্বারিণং তাপসা উচু রাজানঞ্চ প্রকাশয়।" (ভারত ১২৬।১০)

(ত্রি) ২ দ্বারযুত।

দ্বার্য্য (ত্রি) দ্বারি ভবঃ যৎ। দ্বারে যাহা হয়, দ্বারভব।

"দ্বার্য্যে স্থূণে দেবী দ্বারৌ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৪।১৩।৫)
'দ্বারি ভবে দ্বার্য্যে' (নারায়ণবৃত্তি)

দ্বার্ব্বতী (স্ত্রী) দ্বারবতী।

দ্বাবিংশ (ত্রি) দ্বাবিংশতেঃ পূরণঃ ডট্। দ্বাবিংশতি সংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দ্বাবিংশত্যাযুতং শতাদি-ড। ২ তদ্যুত শতাদি।

দ্বাবিংশতি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা বিংশতিঃ দ্বৌচ বিংশতিশ্চ ইতি বা আৎ, বহুত্বেঽপি একবচনং। দুই অধিক বিংশতি, ২২ সংখ্যা।

"কর্ণো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ।"

(ভারত ৭।৪৬।১৮)

২ তৎসংখ্যাযুক্ত। দ্বাবিংশতিঃ প্রমাণমস্য ঠন্। দ্বাবিংশতিক, দ্বাবিংশতি সংখ্যাযুক্ত।

দ্বাবিংশতিতম (ত্রি) দ্বাবিংশত্যাঃ পূরণঃ পূরণে তমপ্। দ্বাবিংশ সংখ্যার পূরণ।

দ্বাবিংশতিধা (অব্য) দ্বাবিংশতি বিধার্থে-ধা। দ্বাবিংশতি প্রকার।

দ্বাষষ্ট (ত্রি) দ্বাষষ্টি পূরণে ডট্। দ্বাষষ্টি সংখ্যার পূরণ। "দ্বাষষ্টানি ত্রীণি শতানি।" (শত° ব্রা° ১১।৫।২।১০) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দ্বাষষ্ট্যাযুক্তং শতাদি ড। ২ তদ্যুক্তশতাদি।

দ্বাষষ্টি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকাষষ্টিঃ। দুই অধিক ষষ্টি, ৬২ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত। দ্বাষষ্টি প্রমাণমস্য ঠন্। দ্বাষষ্টিক। দ্বা-ষষ্টি-সংখ্যাযুক্ত।

দ্বাষষ্টিতম (ত্রি) দ্বাষষ্ট্যাঃ পূরণঃ পূরণে তমপ্। দ্বিষষ্টি সংখ্যায় পূরণ।

দ্বাসপ্তত (ত্রি) দ্বাসপ্ততেঃ পূরণঃ ডট্। দ্বিসপ্ততির পূরণ, ৭২ সংখ্যার পূরণ।

দ্বাসপ্ততি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা সপ্ততিঃ। দুই অধিক সপ্ততি, ৭২ সংখ্যা। ২ দ্বাসপ্ততি প্রমাণমস্য ঠন্, দ্বাসপ্তত্যাঃ পূরণঃ পূরণে তমপ্। দ্বাসপ্ততিতম, দ্বাসপ্ততি সংখ্যার পূরণ।

দ্বাস্থ (পুং) দ্বারি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক খর্পরে শরি বা বিসর্গলোপে বক্তব্যঃ। পা ৮।৩।৩৬। ইতি বিকল্পে বিসর্গলোপঃ। দ্বারপাল।

দ্বাস্থিত (পুং) দ্বারি স্থিতঃ বিসর্গস্য পাক্ষিকলোপঃ। দ্বারপাল।

দ্বাস্থিতদর্শক (পুং) পশ্যতীতি দৃশ ণ্বুল্ দ্বাস্থিতঃ সন্ দর্শকঃ। দৌবারিক, দ্বারপাল।

দ্বি (ত্রি) দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিশব্দ সর্ব্বনাম, দ্বিবচনান্ত হইয়া দ্বিশব্দের রূপ হইবে, পুংলিঙ্গে দ্বৌ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে দ্বে, এইরূপ হইবে। দুই বাচক শব্দ পক্ষ, নদীকূল, অসিধারা, রামপুত্র, চক্ষু, হস্ত, স্তন। (কবিকল্পলতা) সহচর, ইন্দ্রাগ্নি, নারদপর্ব্বত, অশ্বিনীকুমার, ভার্য্যাপতি। (ভারত বনপর্ব্ব)

দ্বিক (স্ত্রী) দ্বাভ্যাং কায়তীতি কৈ-ক। দ্বয়।

"অশীতিভাগং গৃহ্লীয়াৎ মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতাৎ।
দ্বিকং শতং বা গৃহ্লানো নভবেদর্থকিল্বিষী॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দ্বিতীয়েন রূপেণ গ্রহণমিতি কন্ পূরণপ্রত্যয়স্য চ লুক্। (তাবতিথং গ্রহণমিতি লুগ্বা। পা ৫।২।৭৭) (ত্রি) ২ দ্বিতীয়ক। (ক্লী) দ্বয়োরবয়বঃ দ্বৌ অবয়বৌ বা যস্য কন্। ৩ দ্বিত্ব। (ত্রি) ৪ তদ্যুত।

"একং দ্বিকং ত্রিকং চৈব চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
অমী পঞ্চৈব লিঙ্গার্থাঃ॥" (ভর্তৃহরি)

(পুং) দ্বৌ কৌ ককারৌ যত্র। ৫ কাক, ৬ ক্রোক। (মেদিনী)

দ্বিককার (পুং) দ্বৌ ককারৌ ককারবর্ণৌ যত্র। কাক ২ কোক স্ত্রিয়ং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) দ্বিককারযুত শব্দাদি।

দ্বিককুদ (পুং) দ্বে ককুদৌ যস্য। উষ্ট্র।

দ্বিকর (ত্রি) দ্বৌ করোতি কৃ-ট। ১ দ্বিত্বসংখ্যান্বিতকারক। দ্বৌ করৌ যস্য। ২ দ্বিভুজ। দ্বয়োঃ করয়োঃ সমাহারঃ। ৩ করদ্বয়।

"বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে।" (উদ্ভট)

দ্বিকার্ষাপণ (ত্রি) দ্বাভ্যাং কার্ষাপণাভ্যাং ক্রীতং ঠক্ তস্য বা লুক্। দুই কার্ষাপণ দ্বারা ক্রীত, যাহা দুইকাহন কড়ি দিয়া কেনা হইয়াছে।

দ্বিকার্ষাপণিক (ত্রি) দ্বাভ্যাং কার্ষাপণাভ্যাং ক্রীতং ঠক্ পক্ষে ঠকেঃলোপঃ। দ্বিকার্ষাপণ, দুইকাহন দ্বারা ক্রীত।

দ্বিকৌড়বিক (ত্রি) দ্বৌ কুড়বৌ প্রয়োজনমস্য ঠঞ্ দ্বাভ্যাং কুড়বাভ্যাং ক্রীতং বা ঠক্ ন তস্য লুক্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ দ্বিকুড়ব প্রয়োজনক। ২ দ্বিকুড়ব দ্বারা ক্রীত।

দ্বিগু (ত্রি) দ্বৌ গাবৌ যস্য গোণত্বাৎ গোহ্রস্বঃ। দুইটী গো সম্বন্ধী, দ্বিগব স্বামিক পুরুষ, যাহার দুইটী গোরু আছে, তাহাকে দ্বিগু কহা যায়।

"দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং সততং মৎগৃহেব্যয়ীভাবঃ।" (উদ্ভট)

২ সমাসবিশেষ, পাণিনি মতে দ্বিগু পৃথক্ একটী সমাস নহে। তাঁহার মতে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব এই চারিপ্রকার সমাস, দ্বিগু ও কর্ম্মধারয় স্বতন্ত্র সমাস বলিয়া পরিগণিত নহে।

পাণিনি এই সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যে সকল ব্যাকরণে ছয়টী সমাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের মতে ইহা একটী পৃথক্ সমাস। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে এই সমাসের 'গ' এই সংখ্যাকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ গ বলিলেই দ্বিগু সমাস বুঝাইবে। দ্বিগুসমাসের লক্ষণে এইরূপ লিখিত আছে "সংখ্যা পূর্ব্বোদ্বিগুঃ।" (পা ২।১৫২) সংখ্যাবাচক পদ পূর্ব্বে থাকিলে দ্বিগু সমাস হয়। অর্থাৎ যে কর্ম্মধারয়ে পূর্ব্বপদস্থলে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে, তাহাকে দ্বিগু সমাস কহে। দ্বিগুসমাস তিন প্রকার—তদ্ধিতার্থ, উত্তরপদ ও সমাহার। "তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ।" (পা ২।২।৫১) তদ্ধিতার্থে উত্তরপদ পরে ও সমাহার বুঝাইলে দ্বিগু সমাস হয়। 'তদ্ধিতার্থদ্বিগু পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ' এই স্থলে সমাস হইয়া 'পঞ্চগু' এই পদ হইল, এই তদ্ধিতার্থ প্রত্যয় পরে সমাস হওয়ায় তদ্ধিতার্থ দ্বিগু হইল।

উত্তরপদ দ্বিগু—'পঞ্চ হস্তাঃ প্রমাণমস্য' এই বাক্যে সমাস হইয়া পঞ্চহস্তপ্রমাণ এইরূপ পদ হইল। এই স্থলে প্রমাণ শব্দ উত্তরপদ পরে থাকায় পঞ্চ ও হস্তাঃ এই দুই পদের দ্বিগু সমাস হইল। সংখ্যাবাচক শব্দের যে স্থলে সমাহার বুঝায়, সেই স্থলে সমাহার দ্বিগু হয়, সমাহার দ্বিগু হইলে অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা ত্রয়াণাং লোকাণাং সমাহারঃ ত্রিলোকী, চতুর্ণাং পদানাং সমাহারঃ চতুষ্পদী ইত্যাদি। সমাহার দ্বিগুতে ভুবন প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা—ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ ত্রিভুবনং এই স্থলে 'ত্রিভুবনী'

এইরূপ হইতে পারিত, কিন্তু বিশেষ সূত্রানুসারে তাহা হইল না। চতুর্যুগং পঞ্চরাত্রং ইত্যাদি। সমাসান্ত সর্ব্ব, পুণ্য, সংখ্যাবাচক ও অব্যয়ের পরবর্ত্তী অহন্ শব্দের উত্তর অন্ ও অহন্ স্থানে অহ্ন হয়। যথা—দ্বয়ো বহ্নোঃ ভবঃ দ্ব্যহ্নঃ, পঞ্চসু অহঃ সুভবঃ পঞ্চাহ্নঃ। সমাহার দ্বিগুতে সংখ্যাবাচকের পরবর্ত্তী অহন্ শব্দের স্থানে অহ্ন হয় না। যথা—দ্বয়ো রহ্নোঃ সমাহারঃ দ্ব্যহ, ত্র্যহ, দশাহ ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক ও অব্যয় শব্দের পরবর্ত্তী অঙ্গুলি শব্দের উত্তর অণ্ হয়। যথা—দ্বে অঙ্গুলী প্রমাণমস্য, দ্ব্যঙ্গুলং। তদ্ধিতার্থ দ্বিগু সমাসে গোশব্দের উত্তর ট সমাসান্ত হয় না। যথা—পঞ্চভি র্গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগু, এই স্থলে ট সমাসান্ত হইলে 'পঞ্চগব' এইরূপ পদ হইত। সমাহারদ্বিগুতে নৌ শব্দের উত্তর 'ট' সমাসান্ত হয়। যথা—দ্বয়োর্নাবোঃ সমাহারঃ দ্বিনাবং, কিন্তু তদ্ধিতার্থ দ্বিগুতে ট হইবে না। যথা—পঞ্চভি র্নৌভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চনৌ এই স্থলে ট সমাসান্ত হইল না। এইজন্য পঞ্চনৌ এইরূপ পদ হইল। দ্বিগু সমাস হইলে দ্বি ও ত্রি শব্দের পরবর্ত্তী অঞ্জলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ট সমাসান্ত হয়। যথা দ্বে অঞ্জলী প্রমাণমস্য দ্ব্যঞ্জলং দ্ব্যঞ্জলি। বিকল্প বিধান বলিয়া 'দ্ব্যঞ্জল ও দ্ব্যঞ্জলি'। এই দুই পদই হইবে।

"সংখ্যা শব্দযুতং নাম তদলক্ষার্থবোধকং।
অভেদেনৈব যৎস্বার্থে সদ্বিগুস্ত্রিবিধোমতঃ॥"
(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা) [সমাস দেখ।]

দ্বিগুণ (ত্রি) দ্বাভ্যাং গুণ্যতে গুণ-কর্ম্মণি অচ্। দুই দ্বারা গুণিত, দুই গুণ।
"এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাং।" (মনু)

দ্বিগুণাকৃত (ত্রি) দ্বিগুণং কর্ষণং কৃতং ডাচ্ (সংখ্যায়াশ্চ গুণান্তায়াঃ। পা ৫।৪।৫৯) বারদ্বয় কর্ষিত ক্ষেত্র, যে জমীতে দুইবার হল কর্ষণ করা হইয়াছে।

দ্বিগুণাকর্ণ (ত্রি) দ্বিগুণো কর্ণৌ লক্ষণমস্য 'কর্ণে লক্ষণস্য' ইতি কর্ণ শব্দ পরে পূর্ব্বস্য দীর্ঘঃ।। দ্বিগুণ কর্ণরূপ লক্ষণান্বিত।

দ্বিগুণিত (ত্রি) দ্বাভ্যাং গুণিতঃ। দুইদ্বারা গুণিত।
"দ্বিগুণিত সান্দ্রতরাক্ষিপক্ষ্মমালা।" (মাঘ)

দ্বিচরণ (ত্রি) দ্বৌ চরণৌ যস্য। ১ দ্বিপাদ মনুষ্যাদি।
"গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণপশূনাং ক্ষিতিভুজাং।
পুরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা বিষয়সুখমাস্বাদিতমহো॥" (শান্তিশতক)
২ রাশিভেদ। [দ্বিপদ দেখ।] (স্ত্রী) ৩ পদদ্বয়।

দ্বিচক্র (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) দুই চক্রযুক্ত।

দ্বিচত্বারিংশ (ত্রি) দ্বি চত্বারিংশতঃ পূরণঃ ডট্। যে সংখ্যা দ্বারা ৪২ সংখ্যা পূরণ হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দ্বিচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা চত্বারিংশৎ। দুই অধিক চত্বারিংশৎ, ৪২ সংখ্যা। দ্বিচত্বারিংশৎ প্রমাণমস্য ঠন্। দ্বিচত্বারিংশতক, দ্বিচত্বারিংশৎ প্রমাণ। পূরণে তমপ্। (ত্রি) দ্বিচত্বারিংশত্তম, তৎসংখ্যার পূরণ।

দ্বিজ (পুং) দ্বির্জায়তে সুজর্থে বৃত্তৌ দ্বিশব্দঃ জন-ড (অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) সংস্কৃত ব্রাহ্মণ।
"জন্মনা ব্রাহ্মণঃ জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।" (স্মৃতি)
জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ এবং সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তাহাকে দ্বিজ কহে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাবিধি সংস্কৃত হইলে (উপনয়নাদি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইলে) তাহাদিগকে দ্বিজ কহে।
"মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৯)

প্রথমে জনক জননী হইতে উৎপত্তি, পরে মৌঞ্জিবন্ধন হইতে দ্বিতীয় জন্ম হয়। (উপনয়ন সংস্কারকে মৌঞ্জিবন্ধন কহে)। এই সংস্কার হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হয়। ২ সৎবৃত্ত ব্রাহ্মণ। তাহার লক্ষণ—
"কীদৃশায় প্রদাতব্যং মহাদানং দ্বিজাতয়ে।
বিদুষে বা নিরাধারে সাচারে হবিদুষে মুনে॥
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি যথাতথ্যং দ্বিজোত্তম।
উত্তারয়তি সংগৃহ্য দাতারং দানমেবহি॥
বশিষ্ঠ উবাচ।
জাত্যা কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
এভির্যুক্তোহি যস্তিষ্ঠেৎ নিত্যং স দ্বিজ উচ্যতে॥
ন জাতি র্ন কুলং রাজন্ ন স্বাধ্যায়ঃ শ্রুতং ন চ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥"

অম্বরীষ বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কীদৃশ ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে, এবং সেই দান দাতার উদ্ধারের কারণ হয়, ইহা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ দিন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জাতি, কুল, বৃত্ত, অর্থাৎ সদাচার, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র জ্ঞান এই সকল যুক্ত হইলে তাহাকে দ্বিজ কহে। হে রাজন্! কেবল জাতি, কেবল কুল এবং শাস্ত্রজ্ঞানাদি দ্বিজত্বের প্রতিকারণ হয় না। উপরোক্ত সকল গুলি গুণ বিদ্যমান থাকিলে তাহাকেই দ্বিজ বলা যায়। ৩ দন্ত, প্রথমে যে দন্ত উদ্গত হয়, তাহার পর সেই দন্ত পড়িয়া গেলে পুনরায় দন্তোদ্গম হয়, এইজন্য দন্তকে দ্বিজ কহে। ৪ অণ্ডজ। ৫ তুম্বুরু বৃক্ষ। (ত্রি) ৬ দ্বিজাতমাত্র।
"হিমমুক্তচন্দ্ররুচিরঃ সপদ্মকো
মদয়ন্ দ্বিজান্ জনিত মীনকেতনঃ।" (মাঘ)

দ্বিজকুৎসিত (পুং) দ্বিজানাং দ্বিজেষু বা কুৎসিতঃ। শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ। (রাজনি°)

দ্বিজচন্দ্র কবি, একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ইনি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিজত্ব (ক্লী) দ্বিজস্য ভাবঃ দ্বিজ-ত্ব। ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজের ধর্ম্ম, দ্বিজের ভাব।

দ্বিজদাস (পুং) দ্বিজানাং দাসঃ ৬তৎ। ১ শূদ্র। (ত্রি) ২ দ্বিজদিগের দাসমাত্র।

দ্বিজন্মন্ (পুং) দ্বে-জন্মনী যস্য। ১ ব্রাহ্মণ।

"যতীনাং ভূষণং জ্ঞানং সন্তোষো হি দ্বিজন্মনাং।"

(দেবীভাগ° ৫।৫।৩)

দ্বিজ শব্দার্থ। ২ দন্ত। ৩ পক্ষী। ৪ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ৫ দুইবার জন্মযুক্ত। দুইয়ের দ্বারা জায়মান।

"অভিদ্বিজন্মা ত্রিবৃদন্ন মৃজ্যতে।

সংবৎসরে বাবৃধে জগ্ধমী পুনঃ॥" (ঋক্ ১।১৪০।২)

'দ্বাভ্যাং অরণীভ্যাং জায়মানত্বাৎ যদ্বা মথনেন আধানসংস্কারেণ চোৎপন্নত্বাৎ দ্বিজন্মত্বং' (সায়ণ)

দ্বিজপতি (পুং) দ্বিজানাং পতিঃ ৬তৎ। চন্দ্র।

"ক্রূরাণি চৈব মাদীনি তাযণানি বৃহস্পতেঃ।

শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতং সদনাদ্বহিঃ॥"

(দেবীভাগ° ১।১২।২৯)

২ কর্পূর। ৩ দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ৪ গরুড়। (ত্রিকাণ্ড)

দ্বিজপ্রপা (স্ত্রী) দ্বিজানাং পক্ষিণাং প্রপা, বা দ্বিজার্থং পক্ষিণমুদ্দিশ্য প্রপা। আলবাল। পর্য্যায়—তন্ন, বিল্ল, তল। (ত্রিকা°)

দ্বিজপ্রিয়া (স্ত্রী) দ্বিজানাং যাজ্ঞিকব্রাহ্মণাদীনাং প্রিয়া। ১ সোম, সোমরস দ্বিজদিগের যজ্ঞাঙ্গহেতু প্রিয়। (ত্রি) ২ দ্বিজপ্রিয় মাত্র।

দ্বিজবন্ধু (পুং) দ্বিজস্য বন্ধুরিব। অব্রাহ্মণ, ভট্টাদি অপকৃষ্ট দ্বিজ।

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" (স্মৃতি)

দ্বিজব্রুব (পুং) আত্মানাং দ্বিজং ব্রূতে ব্রূ-ক। ব্রাহ্মণব্রুব, জাতিমাত্র দ্বারা দ্বিজাত্যভিমানী। যাহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণের কোন আচারাদি পালন করে না এবং আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে দ্বিজব্রুব কহে।

দ্বিজমুখ্য (পুং) দ্বিজেষু মুখ্যঃ। দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজরাজ (পুং) দ্বিজানাং রাজা ৬তৎ টচ্। (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯) চন্দ্র।

"দ্বিজরাজস্য তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্ব্বচনমদ্ভুতং।"(দেবীভাগ° ১।১১।৩২)

২ কর্পূর। ৩ দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ৪ দ্বিজোত্তম বিপ্র। ৫ পক্ষীন্দ্র, গরুড়।

দ্বিজর্ষভ (পুং) দ্বিজশ্চাসৌ ঋষভশ্চেতি, কর্ম্মধা। দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজলিঙ্গিন্ (পুং) দ্বিজস্য লিঙ্গং চিহ্নমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ ক্ষত্রিয়। (ত্রি) ২ ব্রাহ্মণবেশধারী।

"দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।

তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েৎ রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"(মনু ৯।২২৪)

দ্বিজবর (পুং) দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজবাহন (পুং) দ্বিজঃ গরুড়বাহনং যস্য। নারায়ণ।

"এবং ত্বমসিদেবানাং মর্ত্ত্যানাং দ্বিজবাহনঃ।

তচ্ছরীরশতং কৃষ্ণ! জগৎপ্রকরণং স্থিরং॥"(হরিবংশ ৭৬ অ°)

দ্বিজব্রণ (পুং) দ্বিজস্য দন্তস্য ব্রণঃ। দন্তার্ব্বুদ। দন্তরোগভেদ।

[দন্তরোগ দেখ।]

দ্বিজশপ্ত (পুং) দ্বিজৈঃ শপ্তঃ ৩তৎ। রাজমাষ, বরবটী ভাষা, দ্বিজদিগের ইহা ভোজন করিতে নাই। (শব্দচ°)

দ্বিজশ্রেষ্ঠ (পুং) দ্বিজেষু শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজসেবক (পুং) দ্বিজানাং সেবকঃ ৬তৎ। ১ শূদ্র। (ত্রি) ২ দ্বিজসেবি মাত্র।

দ্বিজসত্তম (পুং) দ্বিজেষু সত্তমঃ। দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

"তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ।" (মনু ১।৩৩)

দ্বিজা (স্ত্রী) দ্বির্জায়তে জন-ড, টাপ্। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য, পর্য্যায়—রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপত্রী, কৌন্তী, হরেণুকা।

"রেণুকারাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।

ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥" (ভাবপ্র°)

২ ভার্গী। ৩ পালঙ্গী, পালংশাক; এই শাক একবার কাটিয়া লইলে আবার হয়, এইজন্য ইহার নাম দ্বিজা। স্ত্রিয়াং টাপ্। দ্বিজপত্নী।

দ্বিজাগ্র্য (পুং) দ্বিজেষু অগ্র্যঃ। বিপ্র।

"ব্রাহ্মং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণং।" (মনু)

দ্বিজাঙ্গী (স্ত্রী) দ্বিজস্য পক্ষিণোঽঙ্গমিব অঙ্গং যস্যা, ঙীপ্। কটুকা, দ্বিজাঙ্গিকা। (রাজনি°)

দ্বিজাতি (পুং) দ্বে জাতী যস্য। ১ ব্রাহ্মণ। ২ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" (মনু)

৩ অণ্ডজ। ৪ দন্ত।

দ্বিজাতিমুখ্য (পুং) দ্বিজাতিষু মুখ্যঃ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজানি (পুং) দ্বে জায়া যস্য, বহুব্রীহৌ জায়ায়াঃ জান্যাদেশঃ। দ্বিভার্য্যক, যাহার দুইটী স্ত্রী। "অন্তয়োর্নৈব চরতি দ্বিজানিঃ"

(ঋক্ ১০।১০১।১১)

দ্বিজায়নী (স্ত্রী) দ্বিজঃ অয়াতে জায়তে ইনয়েতি অয় করণে ল্যুট্। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যজ্ঞোপবীত। (শব্দরত্নাবলী)

দ্বিজালয় (পুং) দ্বিজানাং পক্ষিণাং আলয়ঃ। ১ কোটর, বৃক্ষস্থিত পক্ষিদিগের বাসা, নীড়। ২ বিপ্রদিগের গৃহ।

দ্বিজিহ্ব (পুং) দ্বে জিহ্বে যস্য। ১ সর্প। ২ সূচক।

"পরস্ত মর্ম্মাবিধ মুজ্ঝতাং নিজং
দ্বিজিহ্বতাদোষ মজিহ্মগামিভিঃ।"
(মাঘ ১।৬৩)

৩ খল। ৪ চৌর। ৫ দুঃসাধ্য। ৬ রোগবিশেষ।

"জ্ঞেয়ো দ্বিজিহ্বঃ খলু রোগএষ বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনং।"
(সুশ্রুত নিদান ১৪ অ°)

(ত্রি) দ্বিজিহ্বাবিশিষ্ট। (ভারত ১।৩৪।২৪)

দ্বিজেন্দ্র (পুং) দ্বিজইন্দ্রইব উপমিতসমাসঃ। ১ দ্বিজশ্রেষ্ঠ। দ্বিজানাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ২ চন্দ্র। ৩ কর্পূর।

দ্বিজেশ (পুং) দ্বিজানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ চন্দ্র। ৩ কর্পূর। ৪ দ্বিজেশ্বর।

দ্বিজোত্তম (পুং) দ্বিজেষু উত্তমঃ। ব্রাহ্মণ।

"ভবৎ পূর্ব্বং চরেৎভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।"
(মনু ২।৪৯)

দ্বিজোপাসক (পুং) দ্বিজমুপাস্তে উপ-আস-ণ্বুল্। দ্বিজসেবক শূদ্র। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দ্বিট্‌সেবা (স্ত্রী) দ্বিষো সেবা। শত্রুর সেবা।

দ্বিটসেবিন্ (ত্রি) দ্বিট্‌সেবা বিদ্যতেঽস্য ইনি। রাজশত্রুসেবী।

"স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাৎ দ্বিট্‌সেবিনং তথা।" (মনু ৯।২৩২)

'দ্বিট্‌সেবিনঃ রাজশত্রুসেবিনঃ' (কুল্লূক)

দ্বিঠ (পুং) দ্বৌ ঠকারৌ লেখনাকারো যস্য। ১ বিসর্গ। ২ বহ্নিজায়া, স্বাহা। (ফেৎকারিণীতন্ত্র) (ক্লী) ৩ ঠকারদ্বয়।

দ্বিত (পুং) ১ দেবভেদ। ২ ঋষিভেদ।

দ্বিতয় (ক্লী) দ্বৌ অবয়বৌ যস্য দ্বি-অবয়বে তয়প্। (সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২) দ্বয়, দ্বিত্বসংখ্যা।

"কটাহ দ্বিতয়স্যেব সংপুটং গোলকাকৃতিঃ।" (সূর্য্যসি°)

(ত্রি) ২ দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট; এই দ্বিতয় শব্দ জস্ পরে থাকিলে বিকল্পে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়, তখন 'দ্বিতয়ে দ্বিতয়াঃ' এইরূপ রূপ হইয়া থাকে।

"ক্রমসাম্যমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তেঽচলাঃ।"
(রঘু ৮।৯০)

দ্বিতীয় (ত্রি) দ্বয়োঃ পূরণং দ্বিতীয়। (দ্বেস্তীয়ঃ পা ৫।২।৫৪) দ্বয়, দ্বিত্বসংখ্যাপূরণ।

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (শ্রুতি)

"তথাবিদুর্ম্মাং মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয়গামী নহি শব্দ এব নঃ।"
(রঘু ৩।৪৯)

২ পুত্র। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' (শ্রুতি) আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্য দ্বিতীয় শব্দের অর্থ পুত্র, আত্মার দ্বিত্ব সংখ্যায় পূরণ পুত্র।

দ্বিতীয়া (স্ত্রী) দ্বিতীয় টাপ্। ১ গেহিনী, স্ত্রী। ২ তিথিবিশেষ, চন্দ্রের দ্বিতীয়কলা ক্রিয়ারূপ, চন্দ্রের দ্বিতীয়কলার সূর্য্যকিরণ-প্রবেশ-নির্গমযোগ্য ক্রিয়া তদুপলক্ষিত কালভেদ।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মিয়াছিলেন। এইজন্য এই তিথি অতিশয় শুভকরী, এই তিথিতে যাহারা পুষ্পাহার লইয়া অশ্বিনীকুমারের উদ্দেশে সম্বৎসর ধরিয়া ব্রত করে, তাহারা অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপ ও গুণসম্পন্ন হইতে পারেন।

"রূপং কান্তিরনৌপম্যং ভিষকৃত্বং সর্ব্ববস্তুষু।
সোমপত্বঞ্চ লোকেষু সর্ব্বমেতৎ ভবিষ্যতি॥
এতৎ সর্ব্বং দ্বিতীয়ায়ামশ্বিভ্যাং ব্রহ্মণা পুরা।
দত্তং যস্মাত্ততস্তেষাং তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥
এতস্যাং রূপকামস্তু পুষ্পাহারো ভবেন্নরঃ।
সংবৎসরং শুচির্নিত্যং সুখরূপী ভবেন্নরঃ॥
অশ্বিভ্যাং যে গুণাঃ প্রোক্তাস্তে তস্যাপি ভবন্তি চ॥"(বরাহপু°)

রথদ্বিতীয়া—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বিতীয়া, এই তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে শুভকরী হয়। যদি নক্ষত্রের যোগ না হয়, কেবল তিথিতেই এই উৎসব করিবে। ইহাতে ভদ্রার সহিত রাম এবং কৃষ্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিবে। পরে অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ॥
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্।
ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম॥" (তিথিতত্ত্ব)

[রথযাত্রা দেখ।]

মনোরথ-দ্বিতীয়া—শ্রাবণমাসের শুক্লদ্বিতীয়ার নাম মনোরথ দ্বিতীয়া। এই দ্বিতীয়াতে দিবাভাগে বাসুদেব পূজা এবং রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ে অর্ঘ্য দান করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া আপনি ভোজন করিবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার নাম ভ্রাতৃদ্বিতীয়া; এই দিনে ভগিনীগণ ভ্রাতৃপূজা করিবে, যাহারা না করে, তাহারা সপ্তজন্ম ভ্রাতৃহীন হইয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ যত্ন সহকারে ভগিনী হস্তে ভোজন করিবে। এই দিন যম, চিত্রগুপ্ত ও যমদূতকে পূজা করিতে হয়। যমকে অর্ঘ্য

প্রদান করিবে, এই পূজা ও অর্ঘ্যদান ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়কেই করিতে হইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র—

"ওঁ এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ পাশহস্ত যমান্তকালোকধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃতদেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্ নমস্তে॥"

প্রণামমন্ত্র—

"ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তুতে॥"

যমুনাকে পূজা করিয়া নমস্কার করিতে হইবে।

"ওঁ যমস্বস র্নমস্তে ঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তু তে।

ভগিনী ভ্রাতাকে ভোজন করাইবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্ন দিতে হইবে।

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

ভগিনী জ্যেষ্ঠা হইলে 'ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং' এই মাত্র বিশেষ। (তিথিতত্ত্ব) মাঘমাসের উভয়পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি বর্জ্জনীয়।

"পক্ষয়োর্মাঘমাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জ্জয়েৎ।" (বিষ্ণুপু°)
[তিথি দেখ।]

দ্বিতীয়া ব্রতের বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। এই দ্বিতীয়া ব্রত করিলে স্বর্গাদি ফল লাভ হইয়া থাকে। পুষ্পাহারী হইয়া দ্বিতীয়া তিথিতে অশ্বিনীকুমারের পূজা করিবে, ইহাতে রূপ, সৌভাগ্য ও স্বর্গলাভ এবং কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে যমের পূজা করিবে, ইহাতে স্বর্গলাভ ও নরক পরিহার এই দুই হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে অশূন্যব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, এই ব্রতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বৎসরাবধি পূজা করিয়া প্রতিমাসে শয্যা, ফল এবং সোমের উদ্দেশে সমন্ত্রক অর্ঘ্যদান এবং সোমরূপী হরি ও লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। পরে রাত্রিতে ঘৃতদ্বারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা, দীপান্নভাজন সমেত আসন, ছত্রপাদুক, জলকুম্ভ, প্রতিমা ও পাত্র প্রদান করিবে। সস্ত্রীক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কান্তিব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এই তিথিতে নক্তাহারী হইয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান ও রামকৃষ্ণের পূজা করিবে। একবৎসর এই প্রকার করিলে কান্তি আয়ু ও আরোগ্যাদি লাভ হইয়া থাকে। পৌষমাসের শুক্লা দ্বিতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চারি দিন ধরিয়া বিষ্ণুব্রত করিবে, প্রথম দিন সিদ্ধার্থ দ্বারা দ্বিতীয়দিন কৃষ্ণতিলে, তৃতীয়দিন বচ ও চতুর্থদিন সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিতে হইবে। কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, হৃষীকেশ ইত্যাদি নামে পূজা করিয়া যথাক্রমে শশী, চন্দ্র, শশাঙ্ক ও ইন্দ্র এই নামে পদে, নাভি, চক্ষু ও মস্তকে যথাক্রমে পূজা করিবে। যতক্ষণ চন্দ্রমা উদিত থাকেন, তাবৎ রাত্রিতে ভোজন করিবে। এই প্রকার ব্রত করিলে ছয়মাসে সমস্ত পাপক্ষালন ও বৎসরান্তে সকল কামনা পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে সুরাদি সকলে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকলেরই এই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। (অগ্নিপু° ১১২ অ°)

দ্বিতীয়ক (ত্রি) দ্বিতীয়েন রূপেণ গ্রহণং কন্। ১ চৈত্রাদির দ্বিতীয়রূপ দ্বারা গ্রহণ। দ্বিতীয়ে ঽহ্নি ভবঃ কন্। ২ দ্বিতীয় দিনভব রোগ।

দ্বিতীয়ত্রিফলা (স্ত্রী) দ্বিতীয়া ত্রিফলা। গাম্ভারী। (শব্দচ°)

দ্বিতীয়াকৃত (ত্রি) দ্বিতীয়ং কর্ষণং কৃতং ডাচ্ কৃঞো দ্বিতীয় তৃতীয় শম্ববীজাৎ কৃষৌ। পা ৫।৪।৫৮) বারদ্বয় কর্ষিতক্ষেত্র, যে ভূমিতে দুইবার হল কর্ষণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়াভা (স্ত্রী) দ্বিতীয়া হরিদ্রাবৎ আভাতীতি আভা-ক। দারুহরিদ্রা। (শব্দচ°)

দ্বিতীয়াশ্রম (পুং) দ্বিতীয়ঃ আশ্রমঃ। গার্হস্থ্য আশ্রম।

"দ্বিতীয়ং আয়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।" (মনু)

জীবিতকালের দ্বিতীয়ভাগ দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইয়া অবস্থান করিবে, এইরূপে অবস্থানের নাম দ্বিতীয়াশ্রম। এই দ্বিতীয়াশ্রম ভয়ানক প্রলোভনের স্থান, যাহারা এই আশ্রয়ে নির্লিপ্তভাবে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কালাতিপাত করিতে পারেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যতে তাহারা অন্যাশ্রম সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই আশ্রমে বলবৎ ইন্দ্রিয়গ্রামসমূহ নানা প্রকারে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সকল প্রকার পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। যে দিন হইতে এই আশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আর্য্যজাতির প্রকৃত অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়াশ্রমে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে যাহারা সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য।

শাস্ত্রে ও ঋষিবাক্যে অবিচলিত ভক্তি রাখিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলেই আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। (স্মৃতি)

দ্বিতীয়িন্ (ত্রি) দ্বিতীয়ো ভাগো গ্রাহ্যতয়া ঽস্ত্যস্য ইনি। অর্দ্ধভাগ গ্রাহক। "ষোড়শ দ্বিতীয়িভ্যঃ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৪।৪)

"দ্বিতীয়িভ্যঃ অর্দ্ধিভ্যঃ অর্দ্ধমেষাস্তীত্যর্দ্ধিনস্তেভ্যঃ।' (ভাষ্য)

দ্বিত্রি (ত্রি) দ্বৌ বা ত্রয়ো বা বিকল্পার্থে ডচ্। (বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগণাৎ। পা ৫।৪।৭৩) নিত্যবহুবচনান্তোঽয়ং। দুই বা তিন।

"দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢ়ুমর্হন্ যাবৎ যতে সাধয়িতুং ত্বদর্থং।" (রঘু ৫।২৫)

দ্বিত্ব (ক্লী) দ্বয়োর্ভাবঃ। এই এক, এই এক এইরূপ দুয়ের বোধজন্য দ্রব্যনিষ্ঠ গুণভেদ।

"দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্দ্ধান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজা মতাঃ।
অনেকাশ্রয়পর্য্যাপ্তা এতে তু পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ।
অনেকৈকত্ববুদ্ধির্যা সাপেক্ষা বুদ্ধিরুচ্যতে॥" (ভাষাপ°)

দ্বিদণ্ডি (অব্য) দ্বৌ দণ্ডৌ যস্মিন্ প্রহরণে ইচ্ সমাসান্তঃ। দণ্ডদ্বয়যুক্ত প্রহরণ। বহুব্রীহি সমাসের অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হওয়ায় "দ্বিদণ্ডি" এই পদ অব্যয় হইল।

দ্বিদণ্ড্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্তগণ বিশেষ, 'প্রহরণার্থ বুঝাইলে অব্যয়ীভাব সমাসে দ্বিদণ্ড আদি করিয়া ইচ্ সমাসান্ত হয়'। দ্বিদণ্ডি, দ্বিমুষলি, উভাঞ্জলি, উভয়াঞ্জলি, উভাদণ্ডি, উভয়াদণ্ডি, উভাহস্তি, উভয়াহস্তি, উভাকর্ণি, উভয়াকর্ণি, উভাপাণি, উভয়াপাণি, উভাবাহু, উভয়াবাহু, একপদি, প্রোষ্ঠপদি, আঢ্যপদি, সপদি, নিকুচ্চকর্ণি, সংহতপুচ্ছি, অন্তেবাসি। (পাণিনি)

দ্বিদৎ (ত্রি) দ্বৌ দন্তৌ যস্য, দন্তশব্দস্য দতৃ আদেশঃ (বয়সি দন্তস্য দতৃ। পা ৫।৪।১৪১) দন্তদ্বয়যুক্ত বৃষাদি, যে বৃষাদির দুইটী দন্ত উদ্গত হইয়াছে।

দ্বিদল (ত্রি) দ্বে দলে যস্য। দ্বিশাখাযুক্ত, দর্ভ পবিত্রাদি।

"শিক্যঞ্চ দারবং পাত্রং দ্বিদলান্ রেণুকান্ বহূন্।" (হরিব°)

২ দ্বিপত্রযুক্ত কমল, ইহা সুষুম্নানাড়ীর মধ্যদেশে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত এবং 'হ' 'ক্ষ' বর্ণযুক্ত, ইহার কমল সূক্ষ্ম ও আজ্ঞানামক চক্র।

"দ্বিঃ পত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে" (তন্ত্র)

দ্বিধা দল্যতে দল ঘঞর্থে-ক। (পুং) ৩ ডাউল।

দ্বিদশ (ত্রি) দ্ব্যধিকা দ্বিসহিতা বা দশসংখ্যা যেষাং ডচ্ সমাসান্তঃ। দ্বিসহিত দশসংখ্যাযুক্ত।

দ্বিদাম্নী (স্ত্রী) দ্বে দামনী বন্ধন সাধনে যস্যাঃ, ততোঙীপ্। রজ্জুদ্বয়যুক্তা গাভী, যে গোরুকে দুইগাছা দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখিতে হয়। দুষ্টা গো।

দ্বিদিব (পুং) দ্বাভ্যাং দিবা দিনাভ্যাং নির্বৃত্তাদি তদ্ধিতার্থে দ্বিগুঃ। দ্বিদিনসাধ্য দ্বিরাত্রযাগভেদ, যে যজ্ঞ দুইদিন ধরিয়া করিতে হয়।

"দ্বিতীয়ে দ্বিদিবাখ্যোঽহঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৭।৬)

'দ্বিতীয়ে পর্ব্বস্থানে য্যহো ভবতি দ্বিদিব ইত্যাখ্যা তস্য' (কর্ক)

দ্বিদেবত (ত্রি) দ্বে দেবতে যস্য। দ্বিদেবতাক চরু প্রভৃতি, দুই দেবতার উদ্দেশে যে সকল চরু প্রভৃতি হয়, তাহাকে দ্বিদেবত কহে। "দ্বিদেবতোঽপি নিয়মসামর্থ্যাৎ"। (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।১৮।১০)

'দ্বিদেবতোঽপি পৌষ্ণশ্চরুঃ প্রবিষ্টানামেব ভবতি তত্র' (কর্ক)

২ ইন্দ্রাগ্নীদেবতাক বিশাখা নক্ষত্র। দ্বিদৈবত প্রভৃতিরও এই অর্থ জানিতে হইবে।

দ্বিদেহ (পুং) দ্বাভ্যাং দেহোঽস্যেতি, গজাননত্বাদেবাস্য তথাত্বং। গণেশ, গণেশের মুণ্ডচ্ছিন্ন হইলে সেই স্থলে হস্তীর মুণ্ড স্থাপন করা হয়। দুই দেহের সংযোগ হওয়ায় 'দ্বিদেহ' শব্দে গণেশকে বুঝায়।

দ্বিদ্বাদশ (পুং) দ্বিতীয়ঃ দ্বাদশশ্চ। বর ও কন্যার দ্বিতীয় ও দ্বাদশ রাশিভেদ।

"কন্যায়াঃ দ্বাদশে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ কন্যা দ্বিতীয়গা।
দ্বিদ্বাদশং বিজানীয়াৎ বর্জিতং ত্রিদশেষ্বপি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ভর্ত্তার রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বাদশ এবং কন্যার রাশি ভর্ত্তার রাশি হইতে দ্বিতীয় হইলে দ্বিদ্বাদশ হয়, ইহা অতিশয় নিন্দনীয়, এই দ্বিদ্বাদশ রাশিতে বিবাহ হইলে অতিশয় অশুভ হয়।

"অনপত্যতা ত্রিকোণে দ্বিদ্বাদশে চ দারিদ্র্যং।" (দীপিকা)

(ক্লী) দ্বিতীয় ও দ্বাদশ, দ্বিতীয় ধনস্থান ও দ্বাদশ ব্যয়স্থান।

দ্বিধা (অব্য) দ্বি-প্রকারে ধাচ্। দ্বিপ্রকার।

"ষড়জসংবাদিনীঃ কেকাঃ দ্বিধা ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ॥" (রঘু°)

দ্বিধাগতি (পুং) দ্বিধা দ্বিপ্রকারা গতির্যস্য। ১ কুম্ভীর। (ত্রি) ২ দ্বিপ্রকার গতিযুক্ত।

দ্বিধাতু (পুং) দ্বৌ ধাতু যস্য দেবগজদেহত্বাদেবাস্য তথাত্বং। ১ গণেশ। দ্বৌ ধাতু তাম্রাদি ধাতুদ্রব্যে যত্র। (ক্লী) ২ ধাতুদ্বয়।

দ্বিধাত্মক (পুং) দ্বিধা আত্মা যস্য কপ্। জাতীকোষ, জায়ফল।

দ্বিধালেখ্য (পুং) দ্বিধা লিখ্যতে যত্র লিখ-আধারে ণ্যৎ। ১ হিন্তালবৃক্ষ। (ত্রি) ২ দ্বিপ্রকার লেখনীয়।

দ্বিনগ্নক (পুং) দ্বিঃ দ্বিতীয়ো নগ্নকইব। দুশ্চর্ম্মা, স্বাভাবিক অনাবৃত মেঢ্র।

দ্বিনবতি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকানবতিঃ। ১ দুই অধিক নবতি সংখ্যা, ৯২ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত। দ্বিশব্দের ইকার স্থানে আৎ করিয়া 'দ্বানবতি' এইরূপ পদও হইবে। পূরণে ডট্। দ্বিনবত ও দ্বানবত এই দুইই হইবে। পূরণ অর্থে 'তমপ্' করিয়া দ্বিনবতিতম, দ্বানবতিতম হইবে। তৎসংখ্যার পূরণ। ডটি স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দ্বিনিষ্ক (ত্রি) দ্বাভ্যাং নিষ্কাভ্যাং ক্রীতং তদ্ধিতার্থদ্বিগুঃ। দুই নিষ্কদ্বারা ক্রীত। (ত্রি) দ্বৌ নিষ্কৌ পরিমাণমস্য অণ্ তস্য লুক্। ২ তৎপরিমাণযুক্ত। দ্বিনিষ্ক-ঠঞ্ দ্বৈনিষ্কিক।

দ্বিপ (পুং স্ত্রী) দ্বাভ্যাং শুণ্ডমুখাভ্যাং পিবতি পা-ক। হস্তী, ইহারা শুণ্ড ও মুখ এই দুয়ের দ্বারা পান করে বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিপ কহে।

"তেজো মহত্তিস্তমসেব দীপৈ র্দ্বিপৈরসম্বাধমরাম্ভুবে।" (মাঘ ৩।৬৭)

(পুং) ২ নাগকেশর।

দ্বিপক্ষ (পুং স্ত্রী) দ্বৌ পক্ষৌ যস্য। ১ পক্ষিমাত্র।

(পুং) ২ একমাস, দুই পক্ষে একমাস হয়, এই জন্য দ্বিপক্ষ অর্থে একমাস।

দ্বিপঞ্চমূলী (স্ত্রী) দ্বিধা পঞ্চমূলী। দশমূল।

"দ্বিপঞ্চমূলী ক্ষীরতগরভদ্রদারুমরিচমধুবিড়ঙ্গদ্রাক্ষাদ্বিদ্রাক্ষা-সিদ্ধং।" (সুশ্রুত) [দশমূল দেখ।]

দ্বিপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা পঞ্চাশৎ। দুই অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, ৫২ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যান্বিত। ততঃ পূরণে ডট্। দ্বিপঞ্চাশ, পূরণে তমপ্ দ্বিপঞ্চাশত্তম, দুই অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ। স্ত্রিয়াং ডটি ঙীপ্।

দ্বিপণ্য (ত্রি) দ্বাভ্যাং পণাভ্যাং ক্রীতং ততো যৎ। দুইপণের দ্বারা ক্রীত, যাহা দুই পণ মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

দ্বিপত্রক (পুং) দ্বে পত্রে যস্য। সংজ্ঞায়াং কন্। ১ চণ্ডালকন্দ। (পারস্কর নিঘণ্টু) ২ দ্বিদল কমল।

দ্বিপথ (ক্লী) দ্বয়োঃ পথোঃ সমাহারঃ। ততো অ সমাসান্ত (ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) পথদ্বয়, দোমাথা পথ, যে স্থানে দুইটী পথ একত্র মিলিত হইয়াছে। পর্য্যায়— চারুপথ। দ্বৌ পন্থানৌ যত্র। (ত্রি) ২ মার্গদ্বয়যুক্ত দেশাদি।

দ্বিপদ (পুং) দ্বে পদে যস্য। ১ মনুষ্যাদি। ২ দ্বিপদঘটিত সমাস, যেখানে দুইপদে সমাস হয়, তাহাকে দ্বিপদ কহে। ৩ রাশিভেদ।

"মিথুনতুলাঘটকন্যা দ্বিপদাখ্যাশ্চাপপূর্ব্বভাগশ্চ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মিথুন, তুলা, ঘট, কন্যা, ধনু পূর্ব্বভাগ ইহাদিগকে দ্বিপদ রাশি কহে। (ক্লী) দ্বয়োঃ পদয়োঃ সমাহারঃ। ৩ পদদ্বয়। ৪ বাস্তুমণ্ডলস্থ কোষ্ঠভেদ।

দ্বিপদা (স্ত্রী) দ্বৌ পাদৌ যস্য, টাপ্ পাদস্য পদ্ভাবঃ। দ্বিপাদ-যুক্তা ঋক্।

দ্বিপদিকা (স্ত্রী) দ্বৌ পাদৌ দণ্ডৌ যত্র বুন্। দোপায়া।

"দ্বৌ পাদৌ দণ্ডিতো দ্বিপদিকাং ব্যবসৃজতি দ্বিগুণং দদাতি।" (সিদ্ধান্তকৌ°) দ্বিপদী-স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ। ২ গীতিভেদ।

"শুদ্ধ দ্বিপদিকাগীতি র্জম্ভলেত্যভিধীয়তে।" (ভরত)

দ্বিপদী (স্ত্রী) দ্বৌ পাদৌ যস্যাঃ পাদঃ অন্ত্যালোপে কুম্ভপদ্যা-দিত্বাৎ ঙীষ্ ততোপদ্ভাবঃ। ১ ঋক্ ভিন্ন দ্বিপদযুক্ত গীতিভেদ। ২ মাত্রাবৃত্তভেদ। "গায়ত্র্যাস্ত্বেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্য-পদসি নহি পদ্যসে।" (শতপথব্রা° ১৪।৮।৫।১০)

দ্বিপর্ণী (স্ত্রী) দ্বে দ্বে পর্ণে যস্যাঃ ঙীপ্। বনকোলী।

(ত্রি) ২ পর্ণদ্বয়যুক্ত।

দ্বিপমদ (পুং) দ্বিপস্য হস্তিনোমদঃ ৬তৎ। ১ হস্তিমদ। ২ গন্ধ-দ্রব্যভেদ। (রাজনি°)

দ্বিপাত্র (ক্লী) দ্বয়োঃ পাত্রয়ো সমাহারঃ সমাহারদ্বিগৌ পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। পাত্রদ্বয়। তৎ হরতি আবহতি বা ঠঞ্। দ্বিপাত্রিক, পক্ষে ঠন্ দ্বিপাত্রীণ, স্ত্রিয়াং পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। দ্বিপাত্রহারক এবং তদাবাহক।

দ্বিপাদ (পুং) দ্বৌ পাদৌ যস্য বেদে নান্ত্যলোপঃ। ১ বানরাদি পশুভেদ। "তস্থে দ্বিপাদাঃ পশবস্তেরেব।" (শত° ব্রা° ৬।৮।২।৫) ২ গ্রহভেদ।

"একপাদা দ্বিপাদশ্চ তথা দ্বিশিরসোঽপরে।" (হরিবংশ ১৬৮ অ°)

লৌকিক প্রয়োগে অন্ত্যলোপ হইয়া 'দ্বিপাদ্' এইরূপ পদ হইবে। ৩ পাদদ্বয়যুক্ত মনুষ্যাদি।

দ্বিপাদ্য (ক্লী) দ্বৌ পাদৌ পরিমাণং যস্য যৎ (পণপাদমাষ-শতাৎ যৎ। পা ৫।১।৩৪) ১ দ্বিপাদ পরিমাণযুত দণ্ড প্রায়-শ্চিত্তাদি। ২ দ্বিগুণ দণ্ড। পাদশব্দ গুণবাচিত্ব হেতু এই স্থলে দ্বিগুণপরতা অর্থ হইয়াছে।

দ্বিপাধিপ (পুং) দ্বিপানাং অধিপঃ। ১ ঐরাবত। ২ গজশ্রেষ্ঠ

"তৎ পূর্ব্বমংশদ্বয়সং দ্বিপাধিপাঃ।" (মাঘ)

দ্বিপায়িন্ (পুং) দ্বাভ্যাং মুখশুণ্ডাভ্যাং পিবতি পা-ণিনি-গজ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দ্বিপাস্য (পুং) দ্বিপস্য আস্যমেব আস্যং যস্য। গণেশ, হস্তীর মুখ সদৃশ ইহার মুখ, এই জন্য ইহার নাম দ্বিপাস্য।

দ্বিপুট (পুং) দ্বে পুটে যস্য। সুগন্ধি শ্বেতপুষ্পক বৃক্ষভেদ (পারস্কর)

দ্বিপুরুষ (ত্রি) দ্বৌ পুরুষৌ প্রমাণমস্য তদ্ধিতার্থদ্বিগু, ততো মাত্রচোলুক্। পুরুষদ্বয় প্রমাণযুক্ত, স্ত্রিয়াং বা ঙীপ্ দ্বিপুরুষী, দ্বিপুরুষা এইরূপ হইবে।

দ্বিপৃষ্ঠ (পুং) দ্বৌ পৃষ্ঠৌ যস্য। রাজভেদ। পর্য্যায়—ব্রহ্মসম্ভব।

দ্বিবন্ধু (পুং) দ্বয়োর্লোকয়োর্বন্ধুঃ। দুই লোকের বন্ধু অগ্নি।

"সদ্বিবন্ধুরৈ তরুণঃ।" (ঋক্ ১৩।৭৬১।১৭)

দ্বিবাহু (পুং) দ্বৌ বাহু যস্য। দুই হস্তযুক্ত মনুষ্যাদি।

দ্বিভাগ (পুং) দুইভাগ, দুই অংশ।

দ্বিভাব (ত্রি) দ্বৌ ভাগে যস্য। দ্বিপ্রভাবযুক্ত।

দ্বিভুজ (ত্রি) দ্বিবাহু, দুইহাত বিশিষ্ট।

দ্বিভূম (পুং) দ্বে ভূমী যত্র, অচ্ সমাসান্তঃ। ভূমিদ্বয়যুক্ত প্রাসাদাদি, দোতালা।

দ্বিমাতৃ (পুং) দ্বে মাতরৌ যস্য সমাসান্ত বিধেরনিত্যত্বাৎ ন কপ্। দ্বিমাতৃক জরাসন্ধ।

দ্বিমাতৃজ (পুং) দ্বাভ্যাং মাতৃভ্যাং জায়তে জন-ড। ১ গণেশ। ২ জরাসন্ধ নৃপতি।

দ্বিমাত্র (পুং) দ্বে মাত্রে উচ্চারণকালভেদো যস্য। দীর্ঘস্বর 'আ, ঈ' ইত্যাদি।

"একমাত্রোভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।" (শিক্ষা)

যাহা উচ্চারণ করিতে অধিক সময় লাগে, তাহাকে দ্বিমাত্র কহে।

দ্বিমাষ্য (ত্রি) দ্বৌ মাষো প্রমাণমস্য যৎ। মাষদ্বয় পরিমাণযুক্ত।

দ্বিমাস্য (ত্রি) দ্বৌ মাসৌভূতঃ 'দ্বিগোর্যপ্' ইতি যপ্। ১ মাসদ্বয় ব্যাপিয়া যাহা হয়। ২ দুইমাস বয়স্ক।

দ্বিমীঢ় (পুং) হস্তিনাপুরকারক হস্তিনৃপসুত ভেদ।

"তেনৈদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং হস্তিনাপুরমুত্তমং।
হস্তিনশ্চাপি দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ॥
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চপুরমীঢ়স্তথৈব চ॥" (হরিবংশ ২০ অ°)

দ্বিমুখ (পুং স্ত্রী) দ্বে মুখে যস্য। মুখদ্বয়যুক্ত রাজসর্প। (ত্রি) ২ মুখদ্বয়যুক্ত। স্ত্রিয়াং সাঙ্গত্বাৎ ন ঙীপ্। (পুং) ৩ কৃত্রিম রোগভেদ। দ্বে মুখে প্রসবৎস মুখে যস্যাঃ ঙীপ্। ৪ ধেনুদিগের অর্দ্ধ প্রসূতাবস্থায় নিজের মুখ ও বৎসের মুখ এই দুই মুখযুক্ত হয়, এইজন্য ইহাকে 'দ্বিমুখী' কহে। "দ্বিমুখী গোপ্রদাতারঃ কপিলাদানতৎপরাঃ।" (কাশীখ°) এইরূপ গাভী যাহারা দান করে, তাহাদের কপিলাদানের তুল্য ফললাভ হয়। এই দান অতিশয় পুণ্যজনক। স্ত্রিয়াং টাপ্। দ্বিমুখ জলৌকা।

দ্বিমুখাহি (পুং) দ্বিমুখঃ অহিঃ সর্পঃ। সর্পবিশেষ, দাঁখিনী-সাপ, পর্য্যায় অহীবলি, রাজাহি, রাজসর্প, দ্বিমুখ, সর্পভুক্। (হলায়ুধ)

দ্বিমুনি (অব্য) দ্বৌ মুনী পাণিনি-কাত্যায়নৌ বংশৌ 'সংখ্যাবংশেন' ইতি সূত্রেণ অব্যয়ীভাবঃ। তুল্যবিত্তাযুক্ত মুনিদ্বয়। "দ্বিমুনি ব্যাকরণস্য বিত্তা বিত্তাবতারভেদাৎ দ্বিমুনিব্যাকরণমিত্যপি সাধুঃ।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

দ্বিমুষলি (অব্য) দ্বে মুষলে যত্র প্রহরণে অব্যয়ীভাবঃ ইচ্ সমাসান্তঃ। মুষলদ্বয়যুক্ত প্রহরণ।

দ্বিমূর্দ্ধ (ত্রি) দ্বৌ মূর্দ্ধানৌ যস্য ষচ্ সমাসান্তঃ। শীর্ষদ্বয়যুক্ত, দুই মস্তকবিশিষ্ট।

"বহুমূর্দ্ধা দ্বিমূর্দ্ধাংশ্চ ত্রিমূর্দ্ধাংশ্চাহত্বাং মৃধে।" (ভট্টি)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সংজ্ঞায়াং তু কচিৎ ন সমাসান্তঃ। সংজ্ঞা বুঝাইলে সমাসান্ত হইবে না। দ্বিমূর্দ্ধা দনুপুত্রভেদ।

"দ্বিমূর্দ্ধা শকুনিশ্চৈব তথা শঙ্কুশিরাঃ প্রভুঃ।" (হরিব° ৪ অ°)

দ্বিযজুষ (স্ত্রী) দ্বে যজুষী উপধানে যস্যাঃ। ১ ইষ্টকাভেদ। দ্বে যজুষী ইব শরীরে যস্য। ২ যজমান। "অথ দ্বিযজুষমুপদধাতি। ইন্দ্রাগ্নী অকাময়েতাং স্বর্গং লোকমিয়া বেতি তাবেকামিষ্টকামপশ্যতাং দ্বিযজুষমিমামেব তামুপদধাতাং" (শত° ব্রা° ৭।৪।২।১৬) 'যতো দ্বে যেবতে এতামপশ্যতাং অতএব দ্বাভ্যাং যজুর্ভ্যাং উপধীয়তে। স হিরণ্ময়ঃ পুরুষোঽস্য দেবত্বপ্রযুক্ত আত্মাশরীরং।' (ভাষ্য)

দ্বিযমুন (অব্য) দ্বয়োর্যমুনয়োঃ সমাহারঃ। দুই যমুনার সমাহার, দুই যমুনা সম্মিলিত।

দ্বির (পুং) দ্বৌ রৌ রেফৌ বাচকশব্দে যস্য। ১ রেফদ্বয় ঘটিত ভ্রমর শব্দ বাচ্য, মধুকর। ২ বর্ব্বর।

দ্বিরদ (পুং) দ্বৌ রদৌ দন্তৌ প্রধানতয়া যস্য। হস্তী।

"ক্ষোভয়ন্তং তথা সেনাং দ্বিরদং নলিনীমিব।
ধনঞ্জয়ং ভূতগণাঃ সাধুসাধ্বিত্যপূজয়ন্॥" (ভারত ৭।২৬।২৭)

দ্বিরদান্তক (পুং স্ত্রী) দ্বিরদানাং হস্তিনাং অন্তকঃ। সিংহ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দ্বিরদারাতি (পুং) দ্বিরদস্য অরাতিঃ ৬তৎ। ১ শরভ, অষ্টাপদ জন্তুভেদ। (পারস্কর নিঘণ্টু) ২ সিংহ।

দ্বিরদাশন (পুং স্ত্রী) দ্বিরদং অশ্নাতি অশ ভোজনে ল্যু। সিংহ। (পারস্করনিঘণ্টু) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

দ্বিরভ্যস্ত (ত্রি) দ্বির্বারং অভ্যস্তঃ। দ্বিগুণিত, দ্বিরুক্ত।

দ্বিরশন (ক্লী) দ্বির্বারং অশনং। দুইবার ভোজন।

"মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং।" (কাত্যায়ন)

দ্বিরসন (পুং স্ত্রী) দ্বে রসনে জিহ্বে যস্য। দ্বিজিহ্ব, সর্প।

দ্বিরাগমন (ক্লী) দ্বির্দ্বিবারং আগমনং। বিবাহের পর স্ত্রীদিগের পিতৃগৃহ হইতে স্বামিগৃহে দ্বিতীয়বার আগমন। দ্বিরাগমনের বিষয় সংস্কৃতমুক্তাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহ হইলে পর পিতৃগৃহ হইতে সেই বধূর স্বামীগৃহে যে পুনর্ব্বার আগমন তাহাকে দ্বিরাগমন কহে।

দ্বিরাগমন করিতে হইলে বর্ষাদি ও বিশুদ্ধকাল প্রভৃতি বিচার করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই যে যদি বিবাহমাসে বধূ পিতৃগৃহ হইতে প্রথম পতিগৃহে গমন না করে, তাহা হইলে প্রথমে যুগ্মবর্ষাদির বিষয় দেখিতে

হইবে, নচেৎ দেখিতে হইবে না, অর্থাৎ বিবাহ মাসে যদি দ্বিরাগমন হয়, তাহা হইলে এই সকল চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কন্যার অষ্টমবর্ষে দ্বিরাগমন হইলে শাশুড়ীর মৃত্যু, দশমবৎসরে শ্বশুরের এবং দ্বাদশবর্ষে দ্বিরাগমন হইলে পতির মৃত্যু হয়, এই কারণে অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ বর্ষ দ্বিরাগমনে দোষাবহ জানিতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রী পিতৃগৃহে ভোজন করিয়া যদি স্বামীগৃহে যাইয়া সেইদিন ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার দুর্ভাগ্য হয় এবং কুলনারিকাগণ শাপ দেন।

দ্বিরাগমনের বিহিত তিথিনক্ষত্রাদি—পুষ্যা, হস্তা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, মৃগশিরা ও রোহিণীনক্ষত্র, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুনমাস, বৃহস্পতি, শুক্র, সোম ও বুধবার এবং চন্দ্র ও তারা বিশুদ্ধ হইলে কন্যা, মিথুন, মীন, তুলা ও মকর লগ্নে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। অকালে দ্বিরাগমন হইবে না এবং উক্ত মাস যদি মলমাস হয়, তাহা হইলেও দ্বিরাগমন নিষিদ্ধ। কাহার কাহার মতে বুধবারে দ্বিরাগমন প্রশস্ত নহে।

"বৃত্তে পাণিগ্রহে গেহাৎ পিতুঃ পতিগৃহং প্রতি।
পুনরাগমনং বধ্বাস্তদ্দ্বিরাগমনং বিদুঃ॥
বিবাহ মাসি প্রথমং বধ্বা নাগমনং যদি।
তদা সর্ব্বমিদং চিন্ত্যং যুগ্মাব্দং বিচক্ষণৈঃ॥
শ্বশ্রুং হন্ত্যষ্টমে বর্ষে শ্বশুরঞ্চ দশাব্দিকে।
সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে পতিং হন্তি দ্বিরাগমে॥
ভুক্ত্বা পিতৃগৃহে কন্যা ভুঙক্তে স্বামীগৃহে যদি।
দৌর্ভাগ্যং জায়তে তস্যাঃ শপন্তি কুলনায়িকাঃ॥
পুষ্যাদিত্যসমীরণাদিতি বসুস্বপ্যুত্তরা রেবতী
তারানায়করোহিণীষু শুভদে মেষালিকুম্ভে রবৌ।
বারেস্বিজ্য সিতেন্দুবিৎসু শুভদে তারে প্রশস্তে বিধৌ
কন্যামন্মথমীনতৌলিমৃগভে স্যাদঙ্গনাদ্ব্যাগমঃ॥"

(সৎকৃত্যমুক্তাবলী)

শুদ্ধিদীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহ হইবার পর পিতৃগৃহ হইতে সেই বধূর স্বামীগৃহে যে পুনর্ব্বার আগমন তাহাকে দ্বিরাগমন কহে। স্ত্রীর রবিশুদ্ধি হইলে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ এই তিনমাসের কোন একমাসে শুদ্ধকালে প্রতিলোমগ শুক্র ও সংক্রান্তির দিন পরিত্যাগ করিয়া যাত্রাপ্রকরণোক্ত এবং গৃহপ্রবেশোক্ত শুভদিনে নববধূর আগমন অতি প্রশস্ত হইয়া থাকে। এক গ্রামাদিতে অর্থাৎ একগ্রামে এক বাটীতে অর্থাৎ এক গৃহ হইতে অন্য গৃহগমনে প্রতিশুক্রজন্য দোষ হয় না। যাত্রাপ্রকরণোক্ত শুভদিনে পিতৃগৃহ হইতে যাত্রা এবং গৃহপ্রবেশোক্ত শুভদিনে স্বামীগৃহে প্রবেশ কর্ত্তব্য।

"স্ত্রীশুদ্ধ্যাজঘটালিসংযুতরবৌ কালে বিশুদ্ধে ভৃগুং
সংত্যজ্য প্রতিলোমগং শুভদিনে যাত্রা প্রবেশোচিতে।
ত্যক্ত্বা হস্ত নিরংশকং নববধূযাত্রাপ্রবেশৌ পতিঃ
কুর্য্যাদেকপুরাদিষু প্রতিভৃগোর্নেচ্ছন্তি দোষং বুধাঃ॥"

(শুদ্ধিদীপিকা)

জ্যোতিঃসারসংগ্রহে এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে আগমন করার নাম দ্বিরাগমন। ইহা যদি বিবাহ মাসে প্রথম না হয়, তাহা হইলে যুগ্মবর্ষাদি চিন্তা করিতে হইবে। অযুগ্মবর্ষে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুনমাসে, রবি, শুক্র ও চন্দ্রশুদ্ধিতে শুদ্ধকালে, কন্যা, মিথুন, তুলা, মীন বা বৃষলগ্নে শুভগ্রহ যুক্ত বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুক্লপক্ষে, মূলা, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতীনক্ষত্রে যাত্রাকালোক্ত তিথিতে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। কিন্তু অস্তগত ও সম্মুখস্থ শুক্র হইলে কদাপি হইবে না। অষ্টমবর্ষে দ্বিরাগমনে শ্বশ্রূর, দশম বৎসরে শ্বশুরের ও দ্বাদশবর্ষে পতির মৃত্যু হয়। এক গ্রামে কিংবা এক গৃহে অথবা দুর্ভিক্ষ বা রাজবিপ্লবাদি হইলে স্বামীর সহিত আসিলে সম্মুখ শুক্রাদি দোষাবহ হয় না। প্রথম স্বামীগৃহে আসিবার কালে স্ত্রী পিতৃগৃহে ভোজন না করিয়া যদি পতিগৃহে আসিয়া ভোজন করে, তবে তাহার দুর্ভাগ্য হয়।

"ওজাব্দেঽলি ঘটাজগে দিনকরে শুর্ব্বর্কচন্দ্রে শুভে।
কন্যামন্মথতৌলিমীনবৃষভে যুক্তেক্ষিতে সদ্গ্রহৈঃ॥
দেবাচার্য্যসিতেন্দু সোমদিবসে পক্ষেঽথ কৃষ্ণেতরে।
মূলাক্ষিপ্রচর ধ্রুবে চ মৃদুভে বধ্বাঃ দ্বিতীয়াগমঃ॥
একগ্রামে চতুঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
পতিনা নীয়মানায়াঃ পুরঃ শুক্রো ন দুষ্যতি॥"

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

এই সকল নিয়ম দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে যাত্রোক্ত শুভদিন দেখিয়া দ্বিরাগমন করা যাইতে পারে।

দ্বিরাত্র (ত্রি) দ্বাভ্যাং রাত্রিভ্যাং নির্বৃত্তঃ তদ্ধিতার্থদ্বিগৌ ঠক্ তস্য লুক্ অচ্ সমাসান্তঃ। ১ রাত্রিদ্বয় সাধ্য যাগভেদ। "একরাত্রো দ্বিরাত্রো" (অথর্ব্ব ১১।৭।১০) (ক্লী) দ্বয়োরাত্র্যোঃ সমাহারঃ। ২ রাত্রিদ্বয়।

দ্বিরাত্রীণ (ত্রি) দ্বাভ্যাং রাত্রিভ্যাং নির্বৃত্তাদি খ, তস্য ন লুক্। রাত্রিদ্বয় সাধ্য। পক্ষে ঠঞ্। দ্বৈরাত্রিক।

দ্বিরাপ (পুং) দ্বির্দ্বিবারং মুখশুণ্ডাভ্যাং অসম্যক্ পিপতি পা-ক। হস্তী। ইহারা প্রথমে শুণ্ডদ্বারা গান করিয়া পরে মুখ দিয়া পান করে, এইজন্য ইহাদের নাম দ্বিরাপ।

দ্বিরাষাঢ় (পুং) দ্বিঃ আষাঢ়ঃ। মিথুনস্থিত রবি হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত মাসদ্বয়। আষাঢ় মাস মলমাসযুক্ত হইলে এরূপ ঘটে।

"মিথুনস্থঃ যদা ভানুরমাবস্যা দ্বয়ং স্পৃশেৎ।
দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ বিষ্ণুস্বপিতি কর্কটে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যে সময় ভানু মিথুনরাশিস্থিত হন এবং ঐ মাসে দুইটী অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিরাষাঢ় কহে, তখন শ্রাবণমাসে বিষ্ণুর শয়ন হইয়া থাকে।

"মাধবাদিষু ষট্‌কেষু মাসি দর্শদ্বয়ং যদা।
দ্বিরাষাঢ়ঃ সবিজ্ঞেয়ঃ শেতে তু শ্রাবণেঽচ্যুতঃ ॥"(মলমাসতত্ত্ব)

২ গারুড়োক্ত মাসভেদ।

"পৌর্ণমাস্যাদ্বয়ং যত্র পূর্ব্বষাঢ়াদ্বয়ং ভবেৎ।
দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃস্বপিতি কর্কটে ॥"(গরুড় ৬০ অ°)

দ্বিরুক্ত (ত্রি) দ্বি দ্বিবারং যথা তথা উক্তঃ। দুইবার কথিত, এককথা দুইবার বলা।

দ্বিরুক্তি (স্ত্রী) বচ-ক্তিন্ দ্বির্দ্বিবারং উক্তিঃ। দুইবার কথন।

দ্বিরূঢ়া (স্ত্রী) উহ্যতে ইতি বহ কর্ম্মণি-ক্ত। দ্বিঃ উঢ়া বিবাহিতা। দুইবার বিবাহিতা, পর্য্যায় দিধিষু, পুনর্ভূ। (হেম)

যে সকল স্ত্রীদিগের দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিরূঢ়া কহে।

দ্বিরেতস্ (পুং) দ্বে-রেতসী কারণং যস্য। অশ্বতর, দুইপশু, অর্থাৎ রাসভ ও অশ্ব হইতে জাত বলিয়া দ্বিরেতস্ শব্দে অশ্বতরকে বুঝায়। ২ গো ও অজা হইতে জাত পশুবিশেষ।

"তত্র তমেকং পশুং দ্বাভ্যাং পশুভ্যাং প্রত্যপশ্যন্‌রাসভং গোশ্বাবেশ্চ তস্মাদেতমেকং দ্বাভ্যাং পশুভ্যাং প্রত্যপশ্যং-স্তস্মাদেষঃ একঃ সন্ দ্বিরেতাঃ" (শত° ব্রা° ৬।৩।১।১৩)

দ্বিরেফ (পুং স্ত্রী) দ্বৌরেফৌ রকার বর্ণৌ যস্য। ভ্রমর।

"নিবেশয়ামাস মধুদ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥" (কুমারস° ৩।২৭)

(ত্রি) ২ বর্ব্বর।

দ্বির্ব্বচন (স্ত্রী) দ্বির্দ্বিবারং উচ্যতে বচ-কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ দ্বিরুক্ত, দ্বিঃকথিত অত্যন্তধ্যাত্যাদি।

দ্বিলক্ষণ (ত্রি) দ্বে লক্ষণে প্রকারৌ যস্য। প্রকারদ্বয়যুক্ত, দ্বিধাভিন্ন।

"সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তদা ত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধিজ্ঞেয়ঃ দ্বিলক্ষণঃ ॥" (মনু ৭।১৬৩)
'দ্বিলক্ষণঃ দ্বিপ্রকারঃ' (কুল্লূক)

দ্বিবক্ত্র (পুং) দ্বে বক্ত্রে যস্য। ১ মুখদ্বয়যুক্ত রাজসর্প। ২ দানবভেদ। "একবক্ত্রো মহাবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রঃ কালসন্নিভঃ।" (হরিব° ২৬৩ অং)

দ্বিবচন (স্ত্রী) দ্বৌ দ্বিত্বমুচ্যতে অনেন বচ করণে ল্যুট্। দ্বিত্ববোধক 'ঔ, ভ্যাং' প্রভৃতি বিভক্তি। [বিভক্তি দেখ।]

দ্বিবজ্রক (পুং) দ্বিগুণিতঃ বজ্রঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ষোড়শকোণ-গৃহভেদ।

"বজ্রোঽষ্টাস্রির্দ্বিবজ্রকো দ্বিগুণঃ" (বৃহৎস° ৫৩ অ°)

দ্বিবর্ষ (ত্রি) দ্বে বর্ষে বয়োমানং যস্য ঠক্ তস্য লুক্। ১ দ্বিবর্ষ-বয়স্ক গবাদি। দ্বে বর্ষে অধীষ্টো ভৃতো, ভৃতো ভাবী বা ঠঞ্, তস্য নিত্যং লুক্। ২ দুইবর্ষ ধরিয়া সৎকার্য্যার্থে নিয়োজিত। ৩ কর্ম্মকর। ৪ স্বসত্তাদ্বারা ব্যাপ্ত। স্বার্থে-ক। দ্বিবর্ষ-বয়স্ক। স্ত্রিয়াং টাপ্ অতো ইত্বং। দ্বিবর্ষিকা।

দ্বিবাহিকা (স্ত্রী) দ্বিপ্রকারং বাহয়তি বাহি-ণ্বুল্। দোলা।

দ্বিবিংশতিকীন (স্ত্রী) দ্বাবিংশতি কমইতি তৎপরিমাণমস্য বা খ। তৎসংখ্যাপরিমিত।

দ্বিবিদ (পুং) ১ বানর, ইহার সহিত নরকাসুরের অতিশয় মিত্রতা ছিল, এই বানর বলদেবের হস্তে নিহত হয়।

"নরকস্যাসুরেন্দ্রস্য দেবপক্ষবিরোধিনঃ।
সখাভবন্ মহাবীর্য্যঃ দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥"(বিষ্ণুপু° ৫।৩৬।২)

২ শ্রীরামচন্দ্রের সহগামী বানরদিগের অন্যতম। (ভারত ২।২৭৯ অ°)

এই বানরের নাম কীর্ত্তন করিলে ঐকাহিক জ্বর নাশ হয়।

"সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
ঐকাহিক জ্বরং হন্তি তস্য নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥" (জ্যোতিষ)

দ্বিবিধ (ত্রি) দ্বে-বিধে যস্য। দ্বিপ্রকার।

"নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন।" (কুমার)

দ্বিবিন্দু (পুং) দ্বৌ বিন্দু লেখনাকারে যস্য। বিসর্গ বর্ণ ভেদ।

দ্বিবিস্ত (ত্রি) দ্বে বিস্তে অর্হতি পরিমাণমস্য বা ঠক্ তস্য বা লুক্। বিস্তদ্বয়ার্হ, বিস্তদ্বয়-পরিমিত। পক্ষে ঠকোঽলুক্। দ্বৈবস্তিক।

দ্বিবেদ (ত্রি) দ্বৌ বেদৌ অধীতে বেদ বাহুলকাৎ অণ্ তস্য লুক্। দ্বিবেদাধ্যায়ী।

দ্বিবেশরা (স্ত্রী) দ্বৌ বেশৌ গমনাবস্থানরূপৌ রাতি দদাতীতি রা দানে ক। লঘুরথ, পর্য্যায়—গন্ত্রী, লঘ্বী। (হারা° ১৬২)

দ্বিব্রণ (পুং) দ্বিবিধো ব্রণঃ কর্ম্মধা। সুশ্রুতোক্ত শারীর ও আগন্তুক দ্বিবিধ ব্রণ। দ্বিব্রণস্ত ইদং ছ। দ্বিব্রণীয়। দ্বিব্রণ অধিকারে চিকিৎসাদি, ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে। "অথাতো দ্বিব্রণীয় চিকিৎসিতং ব্যাখ্যাস্তামঃ" (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান।)

ব্রণ দুই প্রকার—শারীর এবং আগন্তুক, বায়ুপিত্ত কফ বা শোণিত জন্ম যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে শারীর ব্রণ কহে; আর মনুষ্য, পশু, পক্ষী, হিংস্র জন্তু প্রভৃতি দংশনাদির দ্বারা অথবা পতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন প্রভৃতি দ্বারা, কপাল খণ্ড, শৃঙ্গ, চক্র, পরশু, শক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রাদি অভিঘাত দ্বারা যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে অভিঘাত জন্ম ব্রণ বলে। এই দুই প্রকার ব্রণই তুল্য, তথাচ ইহা বিভিন্ন কারণে উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাকে দ্বিব্রণীয় কহে। বিশেষ এই, সকল প্রকার আগন্তুক ব্রণে শরীরে আঘাতমাত্রই, যে শোণিত নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহার উপশমের জন্ম পিত্তের প্রতীকারের স্থায় শীতল ক্রিয়া প্রয়োজন এবং তাহা সন্ধানের জন্ম মধু ও ঘৃত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কারণে দ্বিব্রণ অর্থাৎ দুই প্রকার ব্রণের ভেদ করা হইল। পশ্চাতে উভয় প্রকার ব্রণের দোষ অনুসারে শারীরিক ব্রণের স্থায় প্রতীকার করিতে হইবে। দোষের উপদ্রব সংক্ষেপতঃ পঞ্চদশপ্রকার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ব্রণের শুদ্ধাবস্থা লইয়া এই দোষ ষোড়শ প্রকার। [ব্রণ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ব্রণের লক্ষণ দুইপ্রকার, সামান্ত ও বিশেষ। শরীর বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষত হওয়া সামান্ত লক্ষণ এবং ইহাতে বাত পিত্তাদির লক্ষণ প্রকাশ হওয়া বিশেষ লক্ষণ। কএকটী লক্ষণ লিখিত হইল। বায়ু জন্ম ব্রণ ক্ষুদ্র, মাংসহীন, অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট এবং রুক্ষ; ইহা অতিশয় চড়্ চড়্ করে, ইহা অত্যন্ত তোদ, ভেদ ও বেদনাবিশিষ্ট, ইহা হইতে শীতল, ও পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তজন্য ব্রণ—পীত ও পীতবর্ণ পীড়কা সকল তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। এই ব্রণ শীঘ্র উত্থিত হয় এবং ইহা হইতে রক্তবর্ণ উষ্ণরস নির্গত হয়। কফ জন্ম ব্রণ বিস্তৃত প্রচণ্ড কণ্ডুবিশিষ্ট, স্থূল ঘন কঠিন পাণ্ডুবর্ণ ও মন্দবেদনা-বিশিষ্ট, সিরা ও স্নায়ু জালে ব্যাপ্ত এবং তাহা হইতে শুক্লবর্ণ শীতল, গাঢ় পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসৃত হয়।

রক্তজন্ম ব্রণ প্রবালের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ স্ফোট ও পিড়কাতে ব্যাপ্ত, আমিষ-গন্ধ, বেদনা, শোণিতস্রাব ও পিত্তের লক্ষণ বিশিষ্ট। বায়ুপিত্ত জন্ম ব্রণ তোদ, দাহ ও উষ্ণ উত্তাব বিশিষ্ট, পীত ও অরুণ বর্ণ এবং পীত বর্ণের আস্রাবযুক্ত।

বাতশ্লেষ্মা জন্ম ব্রণ—কণ্ডূয়ন ও তোদবিশিষ্ট, এবং কঠিন। ইহা হইতে মুহুর্মুহু পাণ্ডুবর্ণ আস্রাব নির্গত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মা জন্ম ব্রণ ভার, দাহ ও উষ্ণতাযুক্ত এবং পীতবর্ণ। ইহা হইতে পাণ্ডুবর্ণ আস্রাব নির্গত হয়।

বাতরক্ত জন্ম ব্রণ—ক্ষুদ্র, রুক্ষ, অতিশয় তোদবিশিষ্ট, স্পন্দরহিত, রক্তবর্ণ ও তাহা হইতে রক্তবর্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তরক্ত জন্ম ব্রণ ঘৃতমণ্ডের স্থায় বর্ণ ও মৎস্য ধৌতজলের স্থায় গন্ধবিশিষ্ট, কোমল ও প্রসারণশীল, তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ আস্রাব নিঃসৃত হয়।

বাতপিত্তশোণিত জন্ম ব্রণ—স্ফুরণ, তোদ, দাহ ও উষ্ণ-স্বভাব বিশিষ্ট, পীতবর্ণ, ক্ষুদ্র ও রক্তস্রাবী।

বাতপিত্ত শ্লেষ্মা জন্ম ব্রণ বাতপিত্ত শ্লেষ্মা জন্ম বেদনা এবং তিন প্রকার বর্ণের আস্রাব বিশিষ্ট হয়।

জিহ্বাতলের স্থায় বর্ণ মৃদু, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম, বেদনা ও আস্রাব শূন্য এবং সুব্যবস্থিত এই সকল লক্ষণ হইলে শুদ্ধ ব্রণ বলিয়া জানিবে।

দ্বিব্রণ রোগের উপদ্রব দুইপ্রকার, এক প্রকার রোগের ও অপর প্রকার রোগীর। শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী ব্রণের উপদ্রব এবং জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা, হিক্কা, বমন, অরুচি, শ্বাস, অজীর্ণ ও তৃষ্ণা এই সকল রোগীর উপদ্রব।

[বিশেষ বিবরণ ব্রণ দেখ।]

দ্বিশত (ক্লী) দ্বিগুণং শতং। ১ শতদ্বয়, দুই শত। পূরণে ড। ২ তৎসংখ্যার পূরণ, দুই শতসংখ্যার পূরণ।

দ্বিশতক (ত্রি) দ্বিশতেন ক্রীতং কন্। দ্বিশত দারা ক্রীত, যাহা দুইশ দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে।

দ্বিশততম (ত্রি) দ্বিশত পূরণে-তমপ্। দ্বিশত সংখ্যার পূরণ।

দ্বিশতিকা (স্ত্রী) দ্বে দ্বে শতে দদাতি বুন্। দুইবার দ্বিশতদান।

দ্বিশতী (স্ত্রী) দ্বয়ো শতয়োঃ সমাহারঃ ঙীপ্। শতদ্বয় সমাহার।

দ্বিশত্য (ত্রি) দ্বিশতেন ক্রীতং ততো যৎ। দ্বিশত দ্বারা ক্রীত, যাহা দুই শতমূল্যে ক্রয় করা যায়।

দ্বিশফ (পুং) দ্বৌ শফৌ যস্ত। দ্বিক্ষুর পশু, যে সকল পশুর দুইটী ক্ষুর আছে, তাহাদিগকে দ্বিশফ কহে।

"গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সপ্তমঃ॥" (ভাগ° ৩।১০।২২)

গো, অজ, মহিষ, কৃষ্ণশূকর, গবয়, রুরু, অবি ও উষ্ট্র এই সকল দ্বিশফ পশু।

দ্বিশরীর (পুং) দ্বে-চরস্থিরাত্মকে শরীরে অবয়বে যস্ত।

চরস্থিরাত্মক মিথুনকন্যা ধনু ও মীন রাশি। ইহাদের প্রথমার্দ্ধের স্থির সান্নিধ্য হেতু স্থিরাত্মকত্ব শেষার্দ্ধের চর-সান্নিধ্য হেতু চরত্ব, এই স্থির ও চর উভয়ত্ব হেতু দ্বিশরীর শব্দে এই সকল রাশিকে বুঝায়।

দ্বিশস্ (অব্য) দ্বৌ দ্বৌ দদাতি করোতি বা শস্। ১ এক ক্রিয়া দ্বারা দুইয়ের ব্যাপ্তি। দ্বি বীপ্সার্থে চশস্। দুই দুই।

"দ্বিশোবাবহুশো বাপি জ্ঞাত্বা দোষে হবচারয়েৎ।"

(সুশ্রুত ১।৪১)

দ্বিশাণ (ত্রি) দ্বাভ্যাং শাণাভ্যাং ক্রীতং ঠঞ্ তস্য লুক্। শাণদ্বয় ক্রীত, যাহা দুশাণ দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে। পক্ষে অণ্। দ্বৈশাণ।

দ্বিশাণ্য (ত্রি) দ্বিশাণ-যৎ। শাণদ্বয় ক্রীত।

দ্বিশাল (ত্রি) দোচালা। দুইশালাযুক্ত।

দ্বিশীর্ষ (পুং) দ্বে শীর্ষে যস্য। অগ্নি। (শব্দচ°)

দ্বিশূর্প (ত্রি) দ্বাভ্যাং শূর্পাভ্যাং ক্রীতং, ঠঞ্ তস্য লুক্। দ্বিশূর্প দ্বারা ক্রীত। দ্বয়োঃ শূর্পয়োঃ সমাহারঃ দ্বিশূর্পী, তয়া ক্রীতং ঠঞ্ তস্য ন লুক্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দ্বিশৌর্পিক, দ্বিশূর্প দ্বারা ক্রীত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দ্বিশৃঙ্গিকা (স্ত্রী) দ্বে শৃঙ্গে ইব ফলে যস্যাঃ কপ্ অত ইত্বং। মেঢ়্রবল্লী। (পারস্করনি°)

দ্বিশৃঙ্গিন্ (ত্রি) দ্বিশৃঙ্গ-ণিনি। দুইশৃঙ্গযুক্ত।

দ্বিষ্ (পুং) দ্বেষ্টীতি দ্বিষ-কিপ্। শত্রু।

"তস্মিন্ জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিষি।
তৎকর্ম্ম কৃতবত্যস্য কথং নিদ্রাং নিষেবসে॥" (ভারত ৪।১৬)

(ত্রি) ২ দ্বেষ্টা।

"ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিষঃ।" (রঘু ৩।৪৫)

দ্বিষ (ত্রি) দ্বিষ্ কর্ত্তরি-ক। দ্বেষকারক, শত্রু।

দ্বিষৎ (ত্রি) দ্বেষ্টীতি দ্বিষ শতৃ (দিষোহমিত্রে। পা ৩।২।১৩১) শত্রু, দ্বেষকারক।

"দ্বিষজ্জকমানেনাহূতঃ পার্থেনায়িথ দ্বিষন্মুরং" (মাঘ ২।১)

দ্বিষন্তপ (ত্রি) দ্বিষন্তং তাপয়তি তপ-ণিচ্ (দ্বিষৎ পরয়োস্তাপে। পা ৩।২।৩৯) ইতি খচ্। (খচি হ্রস্বঃ। পা ৬।৪।৯৪) ততো মুম্ (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭)। শত্রুন্তপ, শত্রুদিগের পীড়াদায়ক। শত্রুতাপজনক।

দ্বিষট্ (ত্রি) দ্বিগুণিতা ষট্। দ্বাদশ, এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দ্বিষষ্টিক (ত্রি) দ্বে ষষ্ঠী অধীষ্টোভৃতো ভূতো ভাবী বা ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দ্বিষষ্টিদিন ব্যাপিয়া ভৃত, কৃত ও ভাবী।

দ্বিষেণ্য (ত্রি) দ্বিষ-এন্য কিচ্চ। দ্বেষশীল, যাহার দ্বেষ করা স্বভাব।

দ্বিষ্ট (ত্রি) দ্বিষ-ক্ত। দ্বেষবিষয়।

"নিবৃত্তিস্তু ভবেদ্দ্বেষাৎ দ্বিষ্টসাধনতাধিয়ঃ।" (ভাষাপরি° ১৫১)

দ্বাষ্ট পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। (ক্লী) তাম্র। (সারসুন্দরী)

দ্বিষ্ঠ (ত্রি) দ্বয়োস্তিষ্ঠতি যঃ দ্বি-স্থা-ক অম্বাম্বেতি ষত্বং। দুইয়ে অবস্থিত, উভয়স্থ, সংযোগ বিভাগাদি স্থানদ্বয়স্থিত।

"দ্বিষ্ঠাস্তিথিক্ষয়াভ্যন্তাশ্চান্দ্রবাসরভাজিতাঃ।" (সূর্য্যসি°)

দ্বিঃ দ্বিবারং স্থিতং বা, বিসর্গলোপে ন ষত্বং। দ্বিস্থ, দ্বিবার স্থিত।

দ্বিস্ (অব্য) দ্বি-সুচ্। দ্বিবার ক্রিয়াদি।

"দ্বিশরং নাভিসন্ধত্তে দ্বিস্থাপয়তি নাশ্রিতান্।
দ্বির্দদাতি ন চার্থিভ্যো রামো দ্বির্নৈব ভাষতে॥" (রামায়ণ)

দ্বিসপ্তত (ত্রি) দ্বিসপ্তত্যাযুতং শতাদি ড। দ্বিসপ্ততিযুত শতাদি।

দ্বিসপ্ততি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা সপ্ততিঃ। দুই অধিক সপ্ততি সংখ্যা। পূরণে তমপ্। দ্বিসপ্ততি সংখ্যার পূরণ।

দ্বিসপ্তধা (অব্য) দ্বিসপ্ত প্রকারঃ প্রকারার্থে ধাচ্। দ্বিসপ্ত প্রকার।

দ্বিসম (ত্রি) দ্বেসমে পরিমাণ মস্য, ঠঞ্, তস্য লুক্। ১ দ্বিবর্ষ পরিমাণ, দুইবর্ষ পরিমাণ।

দ্বিসহস্র (ত্রি) দ্বাভ্যাং সহস্রাভ্যাং ক্রীতং, দ্বে সহস্রে পরিমাণ মস্য বা অণ্ তস্য বা লুক্। ১ দ্বিসহস্র ক্রীত, দুই সহস্রদ্বারা যাহা ক্রয় করা হয়। ২ দ্বিসহস্র পরিমাণ। ৩ দ্বিগুণিত সহস্র।

দ্বিসহস্রাক্ষ (পুং) দ্বিরাবৃত্তং সহস্রং দ্বিগুণং দ্বিগুণসহস্রং অক্ষীণি যস্য ষচ্ সমাসান্তঃ। অনন্ত, অনন্তের সহস্রমুখ, প্রতি মুখে দুই চক্ষু হইলে দুই হাজার চক্ষু হয়, এই জন্য দ্বিসহস্রাক্ষ শব্দে অনন্তকে বুঝায়।

দ্বিসাংবৎসরিক (ত্রি) দ্বিবৎসরং ভূতাদি ঠঞ্। দ্বিবর্ষ ধরিয়া ভৃত, যাহা দুই বৎসর ধরিয়া হইয়াছে।

দ্বিসাপ্ততিস্থ (ত্রি) দ্বিসপ্ততিং ভূতাদি ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দ্বিসপ্ততি ব্যাপিয়া যাহা হইয়াছে।

দ্বিসাহস্র (ত্রি) দ্বাভ্যাং সহস্রাভ্যাং ক্রীতং দ্বে সহস্রে পরিমাণ-মস্য বা অণ্ বাহু° অণো ন লুক্। দ্বিসহস্র, দুই সহস্র দ্বারা ক্রীত। ২ দুই সহস্রপরিমাণ।

দ্বিসীত্য (ত্রি) দ্বির্বারং সীতয়া সহিতং দ্বিসীতা যৎ। (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) বারদ্বয় কৃষ্টক্ষেত্র, যে জমীতে দুইবার হলকর্ষণ হইয়াছে।

দ্বিসুবর্ণ (ত্রি) দ্বাভ্যাং সুবর্ণাভ্যাং ক্রীতং ঠক্ ততো ঠকোলুক্। দুই সুবর্ণ দ্বারা ক্রীত। দ্বিসুবর্ণেন ক্রীতং এইরূপ সমাস বাক্য করিলে 'ঠক্' প্রত্যয়ের লুক্ হইবে না, পরে উত্তর

পদ বৃদ্ধি হইয়া 'দ্বিসৌবর্ণিক' এইরূপ পদ হইবে। দ্বিসুবর্ণ দ্বারা ক্রীত। স দ্বয়োস্সুবর্ণয়োঃ সমাহারঃ, সমাহার দ্বিগুঃ। ২ সুবর্ণদ্বয়, স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

দ্বিস্তনা (স্ত্রী) দ্বৌ স্তনাবিব মৃদবয়বৌ যস্যাঃ অস্বাঙ্গত্বাৎ ন ঙীষ্। ইষ্টকাবৃত্তিভেদ। "স্তনাবিবাগ্রেবুন্নয়ন্তি দ্বিস্তনামষ্টস্তনামেকে।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৪।২।১)

দ্বিস্তাবা (স্ত্রী) দ্বিদ্বিগুণিতা তাবতী। স্বভাবতঃ বেদীর যেরূপ পরিমাণ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণযুক্ত বেদীকে দ্বিস্তাবা কহে। "দ্বিস্তাবা ত্রিস্তাবা বেদিঃ।" (পারস্করনিঘণ্টু)

দ্বিস্স্বিন্নান্ন (ক্লী) দ্বিস্ সিন্নং দ্বিঃ পক্বং অন্নং তণ্ডুলং। দ্বিসিদ্ধ তণ্ডুল।

"দ্বিঃস্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে।
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে॥
অভক্ষঞ্চ যতীনাঞ্চ বিধবা ব্রহ্মচারিণাং।
তাম্বূলঞ্চ যথা ব্রহ্মন্ তথৈতে বস্তুনী ধ্রুবং॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখ°)

দ্বিঃস্বিন্ন তণ্ডুল দেশবিশেষে বিশুদ্ধ, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণদিগের ভক্ষণ ও দেবোদ্দেশে উৎসর্গ তত প্রশস্ত নহে। যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারী ইহাদিগের পক্ষে ইহা অভক্ষ্য, ইহাদের তাম্বূল ভক্ষণ যেরূপ নিষিদ্ধ, তদ্রূপ ইহা জানিতে হইবে।

দ্বিহন্ (পুং) দ্বাভ্যাং শুণ্ডাদণ্ডাভ্যাং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। হস্তী। (শব্দরত্নাবলী)

দ্বিহল্য (ত্রি) হলস্য কর্ষে যৎ দ্বিবারং হল্যঃ। দুইবার হলকৃষ্ট ক্ষেত্র।

দ্বিহায়ন (ত্রি) দ্বৌ হায়নৌ বয়ঃকালো যস্য। ১ দ্বিবর্ষ বয়স্ক পশ্বাদি। স্ত্রিয়াং হায়নান্তত্বাৎ ঙীপ্। 'দ্বিহায়নী দ্বিবর্ষা গোঃ' (অমর) দ্বাভ্যাং হায়নাভ্যাং সমাহারঃ। সমাহারদ্বিগুঃ। (ক্লী) ২ বর্ষদ্বয়। সমাহার দ্বিগুতে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইতে পারিত। কিন্তু 'পাত্রাদিত্ব' হেতু বিশেষসূত্রানুসারে ঙীপ্ হইল না।

"শুকং দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়নং।" (মনু)

দ্বিহীন (ত্রি) দ্বাভ্যাং স্ত্রীপুংসাভ্যাং হীনং। ক্লীবলিঙ্গশব্দ।

"দ্বিহীনং প্রসবে সর্ব্বং হরীতক্যাদয় স্ত্রিয়াং।" (অমর)

দ্বিহৃদয়া (স্ত্রী) দ্বে হৃদয়ে যস্যাঃ। গর্ভিণী স্ত্রী, গর্ভবতী নারী।

দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য (পুং) দ্বাভ্যাং ইন্দ্রিয়াভ্যাং গ্রাহ্যঃ। ইন্দ্রিয়দ্বয় গ্রহণীয় গুণ, ত্বক্ ও চক্ষুর গ্রহণযোগ্য পদার্থ।

"সংখ্যাদিরপরত্বান্তো দ্রবত্বং স্নেহ এব চ।
এতে তু দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যা অথ স্পর্শান্তশব্দকাঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ)

দ্বীপ, চতুর্দ্দিকে সাগর-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলা যায়। দ্বীপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায়ই অনেকগুলি একত্র থাকে, ইহাদিগকে "দ্বীপপুঞ্জ" বলে। ভূতত্ত্ববেত্তারা অনেকে অনুমান করেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীর মধ্যে যে গুলির আকার প্রায় গোল নহে, সে গুলি হয়ত কালে এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল, পরে সাগরবেগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালে পরস্পর সংযোজিত হইয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে। অনেকগুলি দ্বীপ প্রায়ই কোন না কোন মহাদেশ বা উপদ্বীপের কূলবর্ত্তী এবং এত নিকটস্থ যে অনেক ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, উহাদের অনেকগুলিই ঐ সকল দেশের সহিত এককালে সংযুক্ত ছিল। কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জস্থ দ্বীপের এমন গঠনভঙ্গী যে, বোধ হয় ঐ সকল দ্বীপ এক সময় একত্র সংযুক্ত থাকিয়া একটী একটী মহাদেশরূপে অবস্থিত ছিল, কালে সাগরাঘাতে বা অন্য কোন ভূমির অভ্যন্তরস্থ কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণসাগরে এবং পূর্ব্বসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংযোগস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা দ্বীপের সংখ্যা অধিক। দক্ষিণ সাগরে স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন দ্বীপাবলী ব্যতীত প্রবালকীট-সৃষ্ট দ্বীপাবলীর সংখ্যা বড় অল্প নহে। দক্ষিণসাগরের দ্বীপাবলীর মধ্যে আগ্নেয় গিরিসঙ্কুল দ্বীপাবলীও যথেষ্ট আছে।

পৃথিবীর চারিটী মহাদেশকে এখন তিনটী বৃহৎ দ্বীপ বলা যাইতে পারে। যখন সুয়েজখাল কাটা হয় নাই, তখন এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটী একত্র সংযোজিত থাকিয়া একটী বৃহৎ দ্বীপ হইয়াছিল ও আমেরিকা (দুই খণ্ড একত্র) আর একটী বৃহৎ দ্বীপ ছিল। এখন সুয়েজখাল কাটা হওয়ায় আফ্রিকাকেও একটী স্বতন্ত্র বৃহৎ দ্বীপ বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উত্তরসাগরে গ্রীণলাণ্ড, পূর্ব্বসাগরে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতসাগরে বোর্ণিও, পাপুয়া, সুমাত্রা; দক্ষিণ মহাসাগরে মাদাগাস্কার ও পশ্চিমসাগরে গ্রেটবৃটেন অতি বৃহৎ দ্বীপ। ইহার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত দ্বীপ অপেক্ষা বৃহদায়তন। দক্ষিণসাগরে আণ্টার্টিকার ও উত্তরসাগরের গ্রীণলাণ্ডের সর্ব্বাংশ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, হইলে কি হইবে বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন এই দুই ভূখণ্ড দুই মেরুস্পর্শী দুই মহাদেশের অংশ মাত্র। [প্রবালদ্বীপ দেখ।] অনেক বৃহৎ নদীগর্ভে এবং নদীর মোহানায় যে সকল চর পড়িয়া কালে লোকাবাস হইয়া উঠে, তাহাদিগকে দ্বীপ বলা হয়। ভারতবর্ষে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও আমেরিকার আমেজন নদীতে এইরূপ দ্বীপের

সংখ্যা অধিক। ভূমিকম্পেও অনেক দ্বীপের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া, ভূকম্পে সাগর-জল দেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেশাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বীপরূপে পরিণত করে, বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণস্থ বঙ্গোপসাগরের কোন কোন দ্বীপ এইরূপে উৎপন্ন।

পৌরাণিক দ্বীপের বিষয় ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে।—

সূর্য্যদেব সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এইজন্য অর্দ্ধেক পৃথিবী আলোকপ্রাপ্ত হয়, আর অর্দ্ধেক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রাজা প্রিয়ব্রত অতিশয় তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া সূর্য্যরথতুল্য বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় রথদ্বারা রজনীকেও দিন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সপ্তবার দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্যের পশ্চাতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার রথচরণ নেমি হইতে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই সপ্ত সমুদ্র হইতে ৭টী দ্বীপ হইয়াছিল। সেই সাতটী দ্বীপের নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। জম্বুদ্বীপের বিস্তার যত পরিমাণ তত, লক্ষযোজন বিস্তৃত লবণ সাগরে ইহা পরিবেষ্টিত আছে। জম্বুদ্বীপ দ্বারা সুমেরু পর্ব্বত বেষ্টিত। প্লক্ষ দ্বীপও লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ লবণসাগরের দ্বারা তদ্রূপ বেষ্টিত, প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ, ঐ দ্বীপ দ্বারা লবণসমুদ্র বেষ্টিত আছে। এখানে একটী প্রকাণ্ড প্লক্ষবৃক্ষ উত্থিত হইয়া আছে, ঐ বৃক্ষের উচ্চতা জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের ন্যায়, ঐ প্লক্ষবৃক্ষ হইতে এই দ্বীপের নাম প্লক্ষদ্বীপ হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ হিরণ্ময়, ইহাতে সপ্তজিহ্ব অগ্নি অবস্থান করিতেছে, প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার সাতটী পুত্রকে প্রদান করেন, শিব, বয়স, সুভদ্র, সমস্ত, ক্ষেম, জীমূত এবং অভয়, এই ৭টী বর্ষে ৭টী নদী ও ৭টী পর্ব্বত অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানে সপ্তগিরির নাম মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসোম, জ্যোতিষ্মান্, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব এবং মেঘমাল। অরুণা, নৃবলা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা এই সাতটী নদী প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থান অতি পবিত্র, এখানে স্বভাবতঃই মানব সকল ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

শাল্মলিদ্বীপ ইক্ষুরসোদ সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ। এইস্থলে প্লক্ষবৃক্ষের তুল্য একটী বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষের নামানুসারে এই দ্বীপের নাম শাল্মলদ্বীপ হইয়াছে। ঐ শাল্মলদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র মহারাজ যজ্ঞবাহ। তিনি এই দ্বীপকে আপনরি সপ্তপুত্রের মধ্যে তাহাদের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়াছেন। সেই সপ্তবর্ষের নাম সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞাত। ঐ সপ্তবর্ষে ৭টী পর্ব্বত ও ৭টী নদী অতিশয় প্রসিদ্ধ। সপ্ত পর্ব্বতের নাম—সুরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি। সপ্তনদীর নাম—অনুমতী, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা এবং রাকা। এই স্থানও পুণ্যজনক। ক্ষীরোদ সাগরের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ অবস্থিত, প্রিয়ব্রততনয় রাজা হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি। এই দ্বীপ প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ, এই দ্বীপে দেবকৃত একটী কুশস্তম্ভ থাকাতেই ইহার নাম কুশদ্বীপ হইয়াছে। এই কুশস্তম্ভ সর্ব্বদা অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাজা হিরণ্যরেতা এই দ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার সাতটী পুত্রকে প্রদান করেন। সপ্তপুত্রের নাম যথা—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম। এই সপ্তবর্ষের ৭টী সীমা পর্ব্বত ও ৭টী নদী। সপ্ত পর্ব্বতের নাম কক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবনাক, ঊর্দ্ধরোমা এবং দ্রবিণ। রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবৃন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও মেঘমালা এই সপ্তনদী। এই স্থানে লোক সকল পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশদ্বীপের বহির্ভাগে অবস্থিত। এই দ্বীপ কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ, এই দ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে একটী শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে, তাহা হইতেই এই দ্বীপের নাম ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইয়াছে, কার্ত্তিকেয়ের বাণে এই পর্ব্বতের নিতম্বদেশ এবং নিকুঞ্জ সকল উন্মথিত হইয়াছিল। প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ এই দ্বীপের অধিপতি, তিনি এই দ্বীপকে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া সপ্তপুত্রকে প্রদান করেন। উক্ত সপ্তবর্ষ মধ্যে সাতটী বর্ষ পর্ব্বত ও সাতটী নদী আছে। শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্ব্বতোভদ্র এই সপ্ত পর্ব্বত। সপ্তনদীর নাম যথা—অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা। এই সকল নদীর জল অতি পবিত্র ও নির্ম্মল। এই স্থানের লোক সকল ধর্ম্মশীল হইয়া থাকে। এই দ্বীপের পর শাকদ্বীপ। ইহার বিস্তার দ্বাত্রিংশৎ লক্ষযোজন। দধিসমুদ্র এই দ্বীপের চারিদিকে পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে শাক নামে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র সকল ভিতরে খরস্পর্শ এবং বাহিরে মৃদুস্পর্শ, এই বৃক্ষ হইতেই এই দ্বীপের নাম শাকদ্বীপ হইয়াছে। এই বৃক্ষের গন্ধ অতিশয় সৌরভযুক্ত, ইহার গন্ধে সমস্ত দ্বীপ আমোদিত হইয়া আছে। এই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রত-তনয় মেধাতিথি। ইনি এই দ্বীপকে আপনার সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। উক্ত

সপ্তবর্ষে ৭টী পর্ব্বত তত্তৎবর্ষের সীমাস্বরূপ আছে। সপ্তপর্ব্বতের নাম ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা, দেবপাল এবং মহানস। সপ্তনদীর নাম—অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চনদী, সহস্রশ্রুতি এবং নিজধৃতি।

দধিসাগরের পরে পুষ্করদ্বীপ। এই দ্বীপ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং চারিদিকে স্বাদু জলসাগর। এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর আছে, তাহাতে অগ্নিশিখার ন্যায় লক্ষ সংখ্যক নির্ম্মল কনকময় পদ্ম সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতেছে, সেই পদ্মে ভগবান্ নারায়ণের উপবেশন স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামে একটী বৃহৎ পর্ব্বত আছে, তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমবর্ষের সীমাপর্ব্বত স্বরূপ। তাহার বিস্তার ও উচ্চতা অযুতযোজন। এই দ্বীপে লোকপালদিগের চারিটী পুরী আছে। সেই সকল পুরীর অগ্রভাগে সূর্য্যরথ আছে, (যাহা সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে)। এই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র বীতিহোত্র। ইহার দুইপুত্র, রমণক ও ধাতক, রাজা বীতিহোত্র এই দ্বীপকে বর্ষদ্বয়ে বিভাগ করিয়া তাহাতে নিজ দুই পুত্রকে বর্ষপতিরূপে নিযুক্ত করেন। পরে নিজে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া স্বকীয় দেহত্যাগ করেন। (ভাগবত ৫ স্কন্ধ)

[অন্যান্য বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ক্লী) দ্বৌ বর্ণৌ ঈয়তে ইতি ই গতৌ বাহুলকাৎ প। ২ ব্যাঘ্র-চর্ম্ম। (পুং) দ্বির্গতা দ্বয়োর্দ্দিশোর্বা গতা আপো যত্র কাকাক্ষি গোলকন্যায়েন দ্বয়োরিত্যুক্তে ২পি চতুর্দ্দিক্ষু ইতি সিদ্ধিঃ। ৩ তোয়োত্থিত পুলিনমাত্র। ৪ অবলম্বন স্থান।

দ্বীপকর্পূর (পুং) দ্বীপস্য দ্বীপান্তরস্য কর্পূরঃ। চীনকর্পূর।

দ্বীপকর্পূরজ (পুং) দ্বীপকর্পূরবৎ জায়তে জন-ড। চীনকর্পূর।

দ্বীপখর্জ্জুর (ক্লী) দ্বীপস্য দ্বীপান্তরস্য খর্জ্জুরং বা দ্বীপজাতং খর্জ্জুরং। মহাপারেবত। (রাজনি°)

দ্বীপজ (ক্লী) দ্বীপে দ্বীপান্তরে জায়তে জন-ড। মহাপারেবত।

দ্বীপবৎ (পুং) দ্বীপ-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ সমুদ্র। ২ নদ।

দ্বীপবতী (স্ত্রী) দ্বীপঃ অস্ত্যস্যাঃ ইতি দ্বীপ মতুপ্ মস্য ব, ঙীপ্। ১ নদীভেদ। "অলঙ্কৃতং দ্বীপবত্যা মালিন্যা রম্যতীরয়া।" (ভারত ১।৭০।২৮)

২ ভূমি।

দ্বীপশত্রু (পুং) দ্বীপস্য দ্বীপিনঃ শত্রুঃ। শতাবরী। (রাজনি°)

দ্বীপিকা (স্ত্রী) দ্বীপীনাম্ভয়া অস্ত্যস্যা ইতি দ্বীপ-ঠন্ টাপ্। শতাবরী।

দ্বীপিন্ (পুং) দ্বীপং চর্ম্ম অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ ব্যাঘ্র। ২ চিত্রক, চিতাবাঘ।

"সিংহদ্বীপিকরুব্যাঘ্রমহিষৈশ্চ মৃগৈর্বৃতং।" (ভারত বনপ° ৬৪ অ°)

দ্বীপিনখ (পুং) দ্বীপিনো ব্যাঘ্রস্য নখঃ। ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ ব্যাল-নখ। একপ্রকার বালকদিগের কণ্ঠভূষণ বিশেষ।

"কণ্ঠে লগ্নমণিব্রাতমধ্যদ্বীপিনখাঙ্কিতং।" (অধ্যাত্মরামায়ণ ১।৩।৪৮)

দ্বীপিশত্রু (পুং) শতমূলী। (জটাধর)

দ্বীপ্য (ত্রি) দ্বীপে জলান্তর্বর্ত্তিনি স্থলভূমৌ ভবঃ যৎ। ১ দ্বীপভব। (পুং) ২ রুদ্র। "নাদেবায় চ দ্বীপ্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।২১)

দ্বীশ (ত্রি) দ্বৌ ঈশৌ যস্য। ১ দ্বিদৈবত্য চরু প্রভৃতি, যে সকল চরু আদি দুই দেবতার উদ্দেশে হয়, তাহাকে দ্বীশ কহে। ২ বিশাখানক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুইজন।

দৃ (দ্বা) চ (পুং) দ্বে ঋচৌ যত্র অসমাসান্তঃ বাহুলকাৎ বা সম্প্রসারণং। ঋকদ্বয়যুক্ত সূক্তাত্ম মন্ত্রভেদ। "পতঙ্গমক্ত মসুরস্য মায়য়া যো নঃ স সুতো অভিদাসদগ্নে ভবানো অগ্নে সুমনা উপেতা বিতি দৃচাঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৪।৬।২)

দ্বেধা (অব্য) দ্বি-ধা (সংখ্যায়া বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২) (এধাচ্চ। পা ৫।৩।৪৫) ইতি তস্য এধাচ্। দ্বিপ্রকার।

দ্বেষ্ (স্ত্রী) দ্বিষ কর্ত্তরি বিচ্। দ্বেষ্টা। "বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু।" (ঋক্ ৬।৪৭।১২) 'দ্বেষো দ্বেষ্টৄন্' (সায়ণ)

দ্বেষ (পুং) দ্বিষ ভাবে ঘঞ্। শত্রুতা। পর্য্যায়—বৈর, বিরোধ, বিদ্বেষ, দ্বেষণ। (শব্দরত্নাবলী)

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।১৬৩)

নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ, মান, ক্রোধ ও তীক্ষ্ণতা বর্জ্জন করিবে।

দ্বেষণ (ক্লী) দ্বিষ ভাবে ল্যুট্। ১ দ্বেষ।

"অকস্মাচ্চৈব পার্থানাং দ্বেষণং নোপপদ্যতে।" (ভারত ৫।৯১।২৭)

(ত্রি) দ্বিষ্-যুচ্। ২ শত্রু।

"পানপঃ দ্বেষণঃ ক্রোধী নির্ঘৃণঃ পরুষস্তথা।" (ভারত ১২।১৬৮।১৫)

দ্বেষপক্ষ (পুং) দ্বেষস্য পক্ষঃ ৬তৎ। দ্বেষের অবান্তর ভেদ।

"দ্বেষপক্ষাঃ ক্রোধ ঈর্ষা দ্রোহোঽমর্ষঃ।" (ন্যায়ভাষ্য)

ক্রোধ, ঈর্ষা, দ্রোহ ও অমর্ষ এই সকল দ্বেষপক্ষ, অর্থাৎ দ্বেষের মধ্যে গণ্য।

দ্বেষস্ (ক্লী) দ্বিষ কর্ম্মণি অসুন্। দ্বেষ্য পাপাদি। "দ্বেষো-যুত মাবিবাসন্তি।" (ঋক্ ৪।১১।৫) 'দ্বেষসো পাপস্য যুতং পাপযুক্তং' (সায়ণ)

দ্বেষিন্ (ত্রি) দ্বেষ্টি তচ্ছীলঃ দ্বিষ-ণিনুন্। (সংপৃচানুরুধেতি। পা° ৩।২।১৪২). শত্রু।

"তথাপি ববৃধে তস্য তৎকারি দ্বেষিণোযশঃ।" (রঘু ১৭।৭২)

দ্বেষ্টৃ (ত্রি) দ্বেষ্টীতি দ্বিষ-তৃচ্। বিদ্বেষকর্ত্তা।

"দ্বেষ্টারস্তস্য নৈবাসন্ স চ দ্বেষ্টি ন কঞ্চন॥" (ভারত ১।৪৯।৯)

দ্বেষ্য (ত্রি) দ্বেষ্টুমর্হঃ যৎ। দ্বেষ বিষয়, বিদ্বেষার্হ, অক্ষিগত।

"সুখং বা যদি বা দুঃখং দ্বেষ্যং বা যদি বা প্রিয়ং।
যথাবৎ সর্ব্বমাচক্ষ্ব শ্রুত্বা ধাস্যামি যৎ শ্রুতং॥"

(ভারত ৪।১৬।১৮)

দ্বিষ্যতে ঽসাবিতি দ্বিষ-ণ্যৎ। ২ শত্রু।

"দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধং।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা॥" (রঘু ১।২৮)

দ্বৈগুণিক (ক্লী) দ্বিগুণার্থং দ্রব্যং দ্বিগুণং তৎ প্রযচ্ছতি দ্বিগুণং গ্রহীতুং একগুণং দদাতি দ্বিগুণ-ঠক্ (প্রাচ্ছতিগর্হ্যং। পা। ৪।৪।৩০) বৃদ্ধ্যাজীব, যাহারা বৃদ্ধিগ্রহণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সুদখোর, দ্বিগুণগ্রাহী।

দ্বৈত (ক্লী) দ্বিধা ইতং দ্বীতং, তস্য ভাবঃ যুবাদিত্বাদণ্, স্বার্থে অণ্ বা। দ্বয়, যুগল।

"বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্ন দ্বৈতসংশয়ঃ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ॥" (ভাগবত ১।১৫।৩০)

দ্বৈতবন (ক্লী) দ্বে-শোকমোহাদিকে ইতে যস্মাৎদ্বীতং স্বার্থে অণ্ দ্বৈতং বনং কর্ম্মধা। বনবিশেষ, তপোবনভেদ, যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এই দ্বৈতবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

"সবর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ।

(ভারবি ১।১)

এই বনে যাহারা বাস করে, তপোমাহাত্ম্যে তাহাদের শোক ও মোহ নাশ হয়। শোক ও মোহ এই দুইটী নাশ হয় বলিয়া ইহার দ্বৈত নাম হইয়াছে।

দ্বৈতবাদ (পুং) দ্বৈতং অধিকৃত্য বাদঃ। গৌতমাদি প্রণীত জীবেশ্বর বিভেদ-নির্ণায়ক কথারূপ গ্রন্থ ভেদ। কপিলাদি প্রণীত নানা জীবনির্ণায়ক কথাভেদ। জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ ইহাই দ্বৈতবাদের চরম সিদ্ধান্ত। কপিল গৌতমাদি ঋষিগণ সকল বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া দুঃখনিবৃত্তি ও ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ দর্শনশাস্ত্র নামে অভিহিত। ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রে দ্বৈত-বাদ বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেই প্রায় দ্বৈতবাদের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মহামতি শঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদিত দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই শঙ্করাচার্য্যের পর হইতেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া মত ভেদ ঘটিয়াছে।

যোগিশ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র অষ্টাবক্রসংহিতায় অতি সংক্ষিপ্তভাবে অদ্বৈতবাদের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যই কেবল অসাধারণ প্রতিভাবলে দ্বৈতবোধক শ্রুতি সকলকে অদ্বৈতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের পর হইতেই এই মত বিশেষ মান্য হইয়া আসিতেছে। দ্বৈতবাদ বলিতে হইলে অদ্বৈতবাদ বলা আবশ্যক, এই জন্য প্রথমতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ এই উভয়ই একত্র বলা হইতেছে, পরে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মীমাংসা অতিশয় দুরূহ, এইজন্য আমরা বিচার না করিয়া এই স্থলে পূজ্যপাদ দার্শনিকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিব।

দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, জীব ও ব্রহ্ম এই দুইয়ের মধ্যে আমাদের যে ভেদজ্ঞান আছে, ঐ ভেদজ্ঞান নিত্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ জ্ঞান আছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক, এই ভ্রম দূর হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। 'তৎ ত্বমসি' বেদের এই মহাবাক্য দ্বৈতবাদীরা যেরূপ মান্য করিয়া থাকেন, অদ্বৈতবাদীরাও সেইরূপ মান্য করেন। কিন্তু উভয় মতবাদীই এই শ্রুতির অর্থ পৃথক্‌ভাবে করিয়া থাকেন, তাহাতেই দ্বৈত ও অদ্বৈত এইরূপ মত ভেদ ঘটিয়া থাকে। দ্বৈতবাদীরা যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত বলা যায় না এবং অদ্বৈতবাদীর ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে। শ্রুতি সকলের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতেই দ্বৈত ও অদ্বৈত এইরূপ মতের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, এই মত ভেদই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের কারণ। যে সকল দর্শনশাস্ত্র লইয়া দ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রচলিত, সেই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি কোথায়, তাহা একবার অনুসন্ধান করা যাউক।

বেদই জ্ঞানের আকর। ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে মানবের জানিবার ক্ষমতা নাই। মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদযুক্ত, একজন যাহাকে ন্যায় বলেন, অপরে তাহাকে অন্যায় বলেন। একজন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, অপরে তাহার শত শত দোষ দেখাইয়া থাকেন। অতএব এই সকল কারণে মনুষ্যবুদ্ধির অধীন হইলেই বিভিন্ন প্রকার ভ্রম ও প্রমাদপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঈশ্বর যদি ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দেন, তাহা হইলে আর ওরূপ বিভিন্ন বা ভ্রমপ্রমাদযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর্য্যঋষিগণ বেদকে ঈশ্বর

প্রণীত বা অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই কারণে বেদের লক্ষণে এইরূপ লিখিত আছে।

'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।' (যজুর্ব্বেদভাষ্য)

ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাহার নাম বেদ। বেদে দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম। কিন্তু বেদ হইতে এই দুই বিষয় জানিতে হইলে নানা প্রকার সন্দেহ ও আপত্তি আসিয়া পড়ে, এই সকলের মীমাংসা করিয়া জ্ঞেয় বিষয় স্থির করিবার জন্যই দর্শনশাস্ত্র হইয়াছে। কপিলাদি ঋষিগণ ইহারই মীমাংসা করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনশাস্ত্র আবার দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, ধর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা। জৈমিনি যাহা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্মমীমাংসা।

বেদব্যাস ব্রহ্মমীমাংসা প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা ছাড়া সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনসমূহে ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল দর্শনশাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি, প্রলয় প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র সকল অবলোকন করিলে একরূপ মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং নানারূপ মত বলিয়া বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে। যেন ঋষিগণ নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্যই এক একখানি দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মত-প্রবর্ত্তক, আর সকল দর্শনশাস্ত্র দ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য্য কেবল অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা নহে, অন্যান্য দর্শনের মতকে তন্ন তন্ন করিয়াছেন এবং অবশেষে অদ্বৈত মত বিশেষ রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। কপিলাদি ঋষি ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ, এবং শঙ্করও 'শঙ্কর সাক্ষাৎ' সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বরূপ। যদি একটী মত অসত্য হয়, তাহা হইলে অপরটী সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কি? যদি কণাদ, গৌতম, কপিল, পতঞ্জলির মত মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বেদব্যাসের মত ঠিক তাহা কে বলিল? কণাদাদি ঋষি যদি প্রকৃত তথ্য অবগত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য যে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। যাহাহউক ইহা অতি দুরূহ এবং সাধারণ মানব বুদ্ধির অগোচর। শাস্ত্রে এই বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

বৈদান্তিক মতে শিষ্যের চিত্ত শুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী হইলে অধীত বেদবেদাঙ্গ ও শমদম প্রভৃতি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে গুরু 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য উপদেশ দিয়া থাকেন। 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিবেন। যে আপাততঃ 'আমি' বলিলে আমাকে যেরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝি, বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য উপাধি নহে। আমি ব্রহ্ম শব্দের যে অর্থ প্রকৃতপক্ষে আমি তাহাই। কেবল ভ্রম বশতঃই এখন আমি আমাকে বিশেষ কোন উপাধিযুক্ত জ্ঞান করিতেছি, গুরুর নিকটে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ও উপাধিশূন্য স্বরূপ বুঝিয়া 'ব্রহ্মই আমি' এই ধ্যান করিতে থাকিব। ক্রমে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাইব। বস্তুর স্বরূপ না জানিয়া অপরের নিকট হইতে সেই বস্তুর প্রকৃত বিবরণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান কহে। মনে কর, আমি কখন সন্দেশ খাই নাই, একজন আসিয়া সন্দেশের বিবরণ আমার নিকট জ্ঞাপন করিল, তখন আমার সন্দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হইল, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষজ্ঞান, অর্থাৎ সন্দেশ খাইয়া সন্দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নামই অপরোক্ষ জ্ঞান। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ পাইলে ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান। যখন ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়, 'ত্বং' 'অহং' তুমি আমি কোন ভেদজ্ঞান থাকেনা, যখন 'সোঽহং' হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়। তখন আর কিছুই থাকে না, প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়, তখন অদ্বৈতবাদিগণ তাহাদিগের চরমস্থলে উপনীত হন।

দ্বৈতবাদীর মতে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অর্থ অন্য প্রকার যথা—'তৎ ত্বং অসি' অর্থাৎ 'তস্য ত্বং অসি' হে শিষ্য তুমি তাহার। তোমার ব্রহ্মবিষয়ক যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তুমি সেই ব্রহ্মের, তুমি ব্রহ্মের নিকট নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। শিষ্য এই ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কোন না কোন সম্বন্ধে, নিত্য সম্বন্ধ, আমি আমার নহি, আমি তাহার। কেবল আমি নহি, জীবমাত্রে সকলেই সেই আদি পুরুষের।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান আমাদের আছে, সেই ভেদকে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্মচৈতন্যের একটী স্বরূপতঃ ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ ভেদ স্বীকার করিলে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি'

'সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যদি বল দ্বৈতবাদীরা এই সকল শ্রুতির দ্বৈতবোধক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিরোধ, ঘটিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু ইহার উত্তরে প্রকৃত মীমাংসা সুদূর-পরাহত, মানববুদ্ধির বিষয় নহে। যাঁহারা ঐ সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্যবুদ্ধ মুক্তস্বভাব, এক এক জন অবতার স্বরূপ। এক জনের কোনরূপ স্বকপোল কল্পিত যুক্তিদ্বারা বিচার করা সঙ্গত নহে। চৈতন্যের উপাধিগত নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হইলে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগতে যাহা এক এবং অদ্বিতীয় তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ কিংস্বরূপ এইরূপ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যাহার পরিণাম আছে, অর্থাৎ যাহা আজ এক রকম আকার ধারণ করে, অন্য সময় অন্য রকম আকার ধারণ করে, তাহা এক এবং অদ্বিতীয় হইতে পারে না। এই জগতে যত জীব আছে, এই সকল জীবের মধ্যে যে যে বিষয়ের বিভিন্নতা আছে, সেই সেই বিষয় চৈতন্য পদার্থ নহে, কিন্তু এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে বিষয়ে একতা আছে, তাহাই চৈতন্য পদার্থ। এইরূপে এক এবং অদ্বিতীয় কি তাহাই অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

দ্বৈতবাদী জীব চৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে যদি পৃথক্ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচৈতন্যবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। নিজের চৈতন্য সম্বন্ধেই মানবের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব, কেন না পুরুষ নিজের চৈতন্যই নিজে অনুভব করিতে পারেন। চৈতন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে, অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অপরের চৈতন্য সম্বন্ধে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। জীবের চৈতন্যবিষয়ক যে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, অর্থাৎ 'আমি' এই জ্ঞানকে উপাধিশূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া উপাধিশূন্য চৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য উপায় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। কিন্তু দ্বৈতবাদীর মতে জীবের উপাধি নিত্য, সুতরাং সেই উপাধি ঘুচাইতে দ্বৈতবাদীর চেষ্টাও হয় না, সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মুক্তি যেরূপ ব্রহ্মে লীন হওয়া অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, কিন্তু দ্বৈতবাদীর মুক্তি সেরূপ নহে। তাঁহারা বলেন, আমার যাহা কিছু আছে, সেই সকল দিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া ঈশ্বরসেবাই পরম পুরুষার্থ, এইরূপ অবস্থায় কিন্তু উপাধি থাকিয়া যায়। কারণ তাঁহাদের মতে উপাধি নিত্য। অদ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্যের জীব উপাধি অজ্ঞানমূলক, আত্মজ্ঞান জন্মিলে সেই উপাধি ঘুচিয়া যায়।

ব্রহ্মের যে অসীম অংশ সৃষ্টি কার্য্যে অবতীর্ণ হয় নাই, তাহাতে সৃষ্টির কোন লক্ষণের সংস্রব নাই। সুতরাং মনুষ্যের কোনরূপ জ্ঞানদ্বারা তাহার সেই অসীম ভাবকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (শ্রুতি)। মনের সহিত বাক্য সকল যে স্থলে যাইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়, তাদৃশ অবস্থায় তাহাকে নিরুপাধি কহে। কিন্তু সৃষ্টির সহিত সংস্রব রাখিয়া আমরা পরমাত্মাকে জগৎকারণ প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি। প্রকৃতিই ইহার সৃষ্টি-শক্তি, ইহার সহিতই ঐ সম্বন্ধের সূত্রপাত। সুতরাং প্রকৃতিই যাবতীয় উপাধির মূল। আকাশ বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত উপাধি স্বরূপ, এই জড় জগৎ উপাধি স্বরূপ, জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণদেহও উপাধি স্বরূপ। ব্রহ্ম এই ঔপাধেয়রূপে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। এই সকল উপাধি তাঁহা হইতেই হইয়াছে, এ সকল কিছুই ছিল না, তাঁহারই শক্তির অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সত্তাতেই উহাদের সত্তা, ব্রহ্মের সহিত সমস্ত জগৎ অভেদ, সমস্তই ব্রহ্মভুক্ত। কিছুই বিভক্ত হইয়া স্থিতি করেনা। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি যেন জাতানি জীবন্তি।" (শ্রুতি) যাঁহা হইতে এই সকল জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গ হইতেছে। সকলই ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব যখন মানবের এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয়, তখন উপাধিকে আর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাধিতে ব্রহ্ম সগুণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অবিচ্ছাবচ্ছিন্ন স্বীয় সৃষ্টজীবের কারণ শরীরে তিনি প্রাজ্ঞনামে, সূক্ষ্মদেহে তৈজসনামে, স্থূলদেহে বিশ্বনামে জীবরূপে প্রকাশ পান এবং সর্ব্বজীবের কারণ শরীর-সমষ্টিতে তিনি সর্ব্বেশ্বর নামে, সূক্ষ্ম দেহ-সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ও স্থূল দেহসমষ্টিতে বৈশ্বানর নামে নিয়ন্তা ও কারণস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জীবের ঐ ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধিতে ব্রহ্মই স্বয়ং জীবরূপে প্রকাশ পান। অদ্বৈতবাদীর মতে, কোন পদার্থই ব্রহ্মের বাহিরে নহে। কিছুই ব্রহ্মের বাহির হইতে আসে নাই, সকলেতেই তাঁহার যোগ রহিয়াছে। তিনি সর্ব্ব পদার্থে সত্তারূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সত্তাতে সকলের সত্তা, সুতরাং সকলই তিনি। তাঁহার সত্তার অভাব হইলে সকলই ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হয়। জীবরূপে অন্তঃকরণরূপ উপাধির যোগে তিনি সুখ দুঃখ, জন্ম জন্মান্তর পরিভ্রমণ করেন। পরমাত্মার জীবভাবের উপাধি

অবিদ্যা, তদন্তর্গত দেহ ও অন্তঃকরণ এবং ঈশ্বর ভাবের উপাধিমায়া ও তদন্তর্গত সমুদয় জগৎকার্য্য। একটী সহজ দৃষ্টান্তে ইহা বুঝান যাউক, মনে কর একটী সুবর্ণকুণ্ডল আছে, সুবর্ণ এই কথাটীতে যাহা বুঝায়, কিন্তু সুবর্ণকুণ্ডল বলিলে ঠিক্ তাহা বুঝায় না। কিন্তু সুবর্ণ ও সুবর্ণকুণ্ডলে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু উপাধিগত একটী ভেদ আছে, এখানে সুবর্ণনির্ম্মিত বস্তু কুণ্ডল এই উপাধি পাইয়া অন্যান্য সুবর্ণ হইতে একটু ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ যাহার কোন বিশেষ নাম নাই, তাহা উপাধিশূন্য, কিন্তু যাহা কোন বিশেষ নাম পাইয়াছে, তাহাই উপাধিযুক্ত। যাহা না থাকিলে আমার আমি জ্ঞান থাকে না, তাহাই আমার চৈতন্য। যাহা না থাকিলে অন্যান্য জীবের, 'এই আমি জ্ঞান' 'অস্তিত্ব জ্ঞান' থাকে না, তাহা তাহাদিগের চৈতন্য। ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রকার বলেন যে, সেই আদিপুরুষ, চৈতন্যময় পুরুষ।

যেখানেই চৈতন্য দেখিব, সেইখানেই যখন এইরূপ দেখিব যে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্রই এক, তখন আর আমার চৈতন্যকে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করিতে পারিব না। তখন আমি উপাধিশূন্য হইতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ জীবের অহংজ্ঞানের উপাধি আছে, জীব জানে যে সে ইতর জন্তু হইতে ভিন্ন। এইরূপ পৃথক্ জ্ঞানের নাম উপাধি। জীব যতদিন আপনাকে উপাধিশূন্য চৈতন্যময় পুরুষ বলিয়া না বুঝিবে, ততদিন জীবের জীব উপাধি থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই উপাধির সৃষ্টি। দ্বৈতবাদীর মতে জীবচৈতন্যের সহিত জীবচৈতন্যের কোন ভেদ নাই, কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত ভেদ আছে এবং এই ভেদ নিত্য, সুতরাং জীব তাহার জীব এই উপাধি ত্যাগ করিয়া কখনও নিরুপাধিক হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বলেন, জীব উপাধিশূন্য না হইলে তাহার মুক্তিলাভ হয় না, অর্থাৎ সেই পুরুষ পুণ্যাত্মা হইলেও স্বর্গাদিভোগের পর আবার ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্র এক, জীবনামধারী চৈতন্য সোপাধিক এবং ব্রহ্মচৈতন্য নিরুপাধিক। জীবের উপাধি রক্ষা কিংবা ঘুচাইয়া দেওয়া সেই জীবের নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, এই উপাধি ঘুচাইয়া দেওয়াই পরম পুরুষার্থ। দ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন যে জীব নিয়ত উপাসক, বেদোক্ত দেবতা সকল তাহার উপাস্য পদার্থ। কিন্তু এই সকল দেবতা বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হওয়ায় বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়াছেন। দেবতা সকল নিত্য নহেন, সুতরাং তাহারা নিত্যসুখ প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, চৈতন্যের সত্তা নিবন্ধন দেবতারা কর্ম্মফলানুযায়ী সুখ প্রদানে সমর্থ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাধি পাইয়াছে। দেবতা-উপাধিগত চৈতন্য অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড হইতে এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষই নিত্য পদার্থ। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার উপাসনা দ্বারা জীব নিত্য সুখ লাভে সমর্থ হয়। সেই চৈতন্যময় পুরুষ-বিষয়ক মানস ব্যাপারের নামই তাহার উপাসনা। প্রণবমন্ত্রাদি সেই পুরুষের বাচক। অদ্বৈতবাদী পুরুষার্থ সাধন নিমিত্ত পুরুষকার অবলম্বন করিয়া নিজেই নির্গুণ পুরুষত্ব পদ পাইতে অভিলাষ করেন। দ্বৈতবাদী নিত্য পুরুষের নিত্য উপাসক হইয়া উপাসক থাকিতেই অভিলাষ করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন দ্বৈতবাদীর মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া গাহিয়াছেন, "চিনি হতে চাইনা মা চিনি খেতে ভালবাসি" ঈশ্বরে মিলিত না হইয়া ঈশ্বরোপাসনার সাধকের পরম আনন্দ, ইহাই দ্বৈতবাদীর চরম সিদ্ধান্ত।

দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী উভয়েই বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই, অর্থাৎ জন্ম-জরা-মরণাদিজনিত দুঃখভোগ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য কোন পথ নাই। এখন একটী বিষয় চিন্তা করিতে হইবে যে, যেখানে জ্ঞান আছে, সেইখানেই জ্ঞাতা আছে এবং জ্ঞেয়ও আছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সম্ভবে না। দ্বৈতবাদী বলেন যে, যখন ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় বিষয় হইলেন, তখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা হইবে কে ? অবশ্যই আমি হইব। তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যে পৃথক্ সম্বন্ধ, আমার সহিত ব্রহ্মের সেই পৃথক্ সম্বন্ধ রহিল। জীবের চরম উন্নতি অবস্থাতেও আমার ব্রহ্মজ্ঞান থাকিবে, সুতরাং ব্রহ্ম আমার পক্ষে নিত্য জ্ঞেয় হইলেন। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত আমার একটী নিত্যভেদ রহিল। সুতরাং দ্বৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম পদার্থ তাহার অহং পদার্থ হইতে ভিন্ন আর কিছু। তাহার কাছে আমি জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয় এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। অদ্বৈতবাদী যে পদ্ধতি অবলম্বনে ধ্যান করেন, তাহাতে যিনি জ্ঞাতা তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই জ্ঞেয় বিষয় অর্থাৎ জীব যে আমি কি পদার্থ তাহাই জ্ঞেয় বিষয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে অভেদ সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর কথা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে কাহার কথা সত্য, বা কাহার কথা মিথ্যা, এই স্থলে সেই বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই, কেন না কেবল তর্কের দ্বারা মানববুদ্ধিতে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারিবে না।

'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ কি? অর্থাৎ বেদকর্ত্তা ঐ সকল কথার ঠিক কি অর্থযোজনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেদজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। এইজন্য কোনরূপ বিচার না করিয়া মহাপুরুষগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। তবে শাস্ত্রবিশ্বাসী মানবের ইহা বলা উচিত কোন মতই মিথ্যা নহে, কারণ কপিল যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাও সত্য এবং শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রকৃত, কোন মতই ভ্রান্ত নহে। এইজন্য শাস্ত্রে অধিকারী ভেদের এত বাধাবাধি। শাস্ত্রাধিকারী হইয়া যখন শাস্ত্র অবলোকন করা যাইবে, তখন দিব্যচক্ষে এবং বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে যে কোন মতের সহিত কোন মতের বিভিন্নতা নাই। সকল মতই এক এবং অভ্রান্ত সত্য। তাই প্রথমে শাস্ত্রবিচার না করিয়া যে কোন এক মহাপুরুষের বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করাই জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরম যোগী পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে, দ্রষ্টা তাহার নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকেন, বেদান্তে যাহা জীবচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়াছে, বোধ হয় পতঞ্জলি তাহারই নাম 'দ্রষ্টা' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগ সমাধান হইলেই দ্রষ্টা কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন! "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং" (পাতঞ্জল) সেই সময় জীব দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করেন, অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করেন, তিনি কেবল হইয়া যান। মহামতি পতঞ্জলি স্বপ্রণীত পাতঞ্জল দর্শনে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুভূতি হয়, সেই সকল বিষয়ই প্রতিপাদিত করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে এইরূপ উপদেশ লাভ করা যায়, যে চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিবন্ধন দ্রষ্টা অর্থাৎ জীব যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা দ্রষ্টার স্বরূপ নহে। চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ হইলে দ্রষ্টা উপাধিশূন্য হইয়া তাহার স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করে। অর্থাৎ যোগমার্গ অবলম্বনে মানব যখন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন, যে চিত্তের বৃত্তিসমূহের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়া যায়, তখনই পুরুষ কৈবল্যপদ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যোগশাস্ত্রের মতে, জীবের যে উপাধি তাহা অনিত্য। এই উপাধি ঘুচানই মোক্ষ এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধন জন্য যে যে উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য, যোগশাস্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিলদেবের মতে, পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ ও মুক্ত, এই পুরুষতত্ত্বই তাহার পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের পরমতত্ত্ব। দেহী অর্থাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও মোহাভিমান-নিবন্ধন তাহার দুঃখভোগ হইয়া থাকে। এই দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষের পুরুষার্থ। প্রকৃত পুরুষ সম্বন্ধীয় অবিবেক নিবন্ধন পুরুষ আপনাকে সোপাধিক জ্ঞান করিয়া থাকে। এই অবিবেক দূর করিতে পারিলে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভ হয়। এই মতে জীবাত্মা বা পরমাত্মা পৃথক্ নাই, অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। জীব যে আপনাকে সোপাধিক জ্ঞান করে, তাহাই তাহার বন্ধের হেতু। সাংখ্যকার অসংখ্য পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকেন। পুরুষ অসংখ্য হইলেও আমি পুরুষ, তুমি পুরুষ, তিনিও পুরুষ ইত্যাদি কাহার মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের মতে যখন পুরুষগত কোন পার্থক্য নাই, তখন ইহারাও অদ্বৈতবাদী। এইমত অদ্বৈত কি দ্বৈত তাহার বিচার অনাবশ্যক, কিন্তু দ্বৈত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইজন্য আমরা সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদকে স্বমতে অর্থাৎ দ্বৈতমতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তদর্শনে ঐ সকল মত খণ্ডিত হইয়াছে।

চিত্তে যখন দ্বৈতভাব প্রবল থাকে, তখন মনুষ্য আমি ছাড়া আর একজনকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তখন চিত্তে মিথুনভাবাত্মক বৃত্তি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বৃত্তি যুগপৎ অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী হইয়া চিত্তে উদয় হয়। যেমন খণ্ড লৌহ চুম্বক প্রস্তরের নিকট রাখিলে সেই লৌহটীতে মিথুন ভাবাত্মক শক্তির প্রকাশ পায়, সেইরূপ সুখভোগ কামনা থাকায় মনুষ্যচিত্তে মিথুন ভাবাত্মক দ্বৈতভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন চিত্তের এক প্রান্ত আত্মাভিমুখী ও অপর প্রান্ত বাহ্যবিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে, মানুষ তখন আপনাকেও ভালবাসে এবং সুখপ্রদ বাহ্য বিষয়কেও ভালবাসে। ভোক্তা ও উপভোগ্য এই দুইটী জ্ঞানের একটী জ্ঞান আর একটী ছাড়া থাকিতে পারে না। ভোক্তা না থাকিলে উপভোগ্য কথাটীর অর্থ নাই এবং উপভোগ্য পদার্থ না থাকিলে ভোক্তা থাকিতে পারে না। ভোক্তা কথাটী এবং উপভোগ্য কথাটী একটী জ্ঞানের দুইটী প্রান্তস্বরূপ। চিত্তে দ্বৈতভাবের প্রীতি যখন দেখা যায়, তখন মানুষ আপনাকে প্রীতিসুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই আমি ছাড়া একজনকে উপভোগ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। দ্বৈতবাদে ভক্ত আপনাকে প্রীতিসুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন। সুতরাং তাহার আরাধ্য পদার্থকে উপভোগ্য পদার্থস্বরূপ দেখিতেই

ভালবাসেন। আরাধ্য পদার্থকে ভাবনা করিয়া যে প্রীতি-সুখ পাওয়া যায়, সেই সুখভোগের জন্যই দ্বৈতবাদী আরাধ্য পদার্থকে দ্বৈতভাবে ভক্তি করেন। দ্বৈতবাদীর ব্রহ্মপ্রীতি সকাম, কেননা দ্বৈতবাদী যদি নিজের মনের ভিতর ভাল করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, যে তিনি আপনাকে সুখভোক্তা জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং সেই সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে তাঁহার অভিলাষ না থাকাতেই তিনি জীবের জীবনাম ঘুচাইতে কখন ইচ্ছা করেন না। যতদিন আমি সুখ দুঃখ ভোক্তা, ততদিনই আমার জীব এই উপাধি থাকিবে। কেন না যিনি সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তাহারই নাম জীব। যাহার ব্রহ্মপ্রীতি নিষ্কাম তিনিই অদ্বৈতবাদী। দ্বৈত ভাবের প্রীতি ও অদ্বৈতভাবের প্রীতির মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। মনে করুন, দুইটী লোক বেড়াইতে বেড়াইতে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইল। ঐ পদ্মের শোভায় এবং সদ্গন্ধে উভয়ের মনে একটা অতিশয় তৃপ্তিবোধ হইল। উভয়েই সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পদ্মটীকে দেখিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ অবলোকন করিয়া উভয়ে কহিলেন, দেখ ভাই! এই পদ্মের সুগন্ধ এমন মনোরম, যে দিবারাত্রি এই পদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে ইচ্ছা হয়। অন্যজন বলিল, এই পদ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি ঐ পদ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাই, ঐ পদ্মটী যেমন সরোবরে ফুটিয়া হাসিতেছে, ঐ রকম ভাবে ফুটিয়া পদ্মফুল হইয়া থাকিতেই আমার ইচ্ছা হয়। এই দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি পদ্মটীকে দ্বৈতভাবে ভালবাসিয়াছেন, অন্যজনের অদ্বৈতভাবের প্রীতি, একজন পদ্মের সৌন্দর্য্যে তাহার অহং জ্ঞানটী মিশাইয়া দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্যজন নিজের অহং জ্ঞান বজায় রাখিয়া পদ্মের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেই ইচ্ছা করেন। যে প্রীতিতে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিবার আগ্রহতা জন্মে, তাহাই অদ্বৈতভাবের প্রীতি, যেখানে নিজের পৃথক্ নাম বজায় রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহাই দ্বৈতভাবের প্রীতি। দ্বৈতভাবের প্রীতিতে মনুষ্যের মনে সুখভোগ বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে, সেই জন্যই অদ্বৈতব্রহ্মবাদিগণ দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, 'ব্রহ্মনাম'-রূপ অগ্নিতে নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম; নাম সমস্তই আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনা। তন্মধ্যে নিজের 'জীব' নামটী অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোক্তা এই নামটী আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনার পূর্ণাহুতি। যখন অহংজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যাহা কিছু সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হয়, তখনই ব্রহ্মোপাসনার চরমস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, তখন দ্বৈত বা অদ্বৈত এইরূপ কোন বিবাদ উপস্থিত হয় না। সকলই ব্রহ্মস্বরূপে অনুভূয়মান হয়। দ্বৈতবাদীও ব্রহ্মাগ্নিতে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আহুতি দিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু পূর্ণাহুতিটী দিতে চান না, লুক্কায়িত ভাবে তাহাদের অহংজ্ঞানটী থাকিয়া যায়, যাহারা দ্বৈতভাবের ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে ভালবাসেন, তাহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া ব্রহ্মকৃপা প্রার্থনা করিয়া উপাসনা করিতে ভালবাসেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্যই ব্রহ্মনাম ভালবাসেন। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এই দুই বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয়, যে দ্বৈতবাদের ভালবাসা হইতেই সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতবাদের ভালবাসা হইতেই এই সংসারচক্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে একটী আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে, দুটী দ্রব্য পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর মিশিয়া এক হইয়া যাইবার চেষ্টা করে, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে। সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার নিজের দিকে অনবরত টানিতেছে, কিন্তু পৃথিবী তথাপি সূর্য্যের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে না কেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীব কেন যে ব্রহ্মপদে লীন হইতে পারে না অর্থাৎ জীব নামে ও ব্রহ্মনামে কেন যে পৃথক্ অর্থ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার সহিত মিশাইবার জন্য অনবরত টানিতেছে ও পৃথিবীও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য আর একদিকে যাইবার চেষ্টা আছে এবং সেই জন্য পৃথিবী সূর্য্যের সহিত মিশিতে পারিতেছে না, কেবল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ব্রহ্মকর্ত্তৃক জীবও অহরহঃ আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু জীব সেই আদিশক্তির সহিত মিশিতে যায় না, নিজের সুখানুযায়ী হইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায় এবং সেই জন্যই জীব সংসারচক্রপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। জীবও ব্রহ্মশক্তিকে জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক ভক্তি করিতেছে, কেননা যতদিন জীব ব্রহ্মশক্তিতে না মিশে, ততদিন সেই আদিশক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেই হইবে। সাংখ্যদর্শনেও লিখিত আছে, যতদিন পুরুষের বিবেক জ্ঞান না হইবে, ততদিন প্রকৃতি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, পুরুষের বিবেক জ্ঞান জন্মাইয়া তিরোহিত হইবে, পুরুষের বিবেক জ্ঞানের জন্যই প্রকৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হয়। যখন পুরুষের বিবেক জ্ঞান হয়, তখন পুরুষ

আর কোন প্রকারে প্রকৃতির দর্শন পায় না। সেই আদি-শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকিতেই ভালবাসে এবং সেইজন্য সে ব্রহ্মপদার্থে মিশিয়া এক হইয়া যাইতে চায় না। ব্রহ্ম পদার্থে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য থাকায় সেই লক্ষ্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য পৃথিবীর ন্যায় ঘুরিয়া মরে, কেবল জন্মমৃত্যুরূপ অনবরতঃ দুঃখভোগ করে। পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখগতি যদি কোন গতিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবী সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অল্পদিনেই যেমন সূর্য্যের সহিত মিশিতে পারে, সেই রূপ জীব যদি ব্রহ্মপদার্থে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য লক্ষ্যাভি-মুখে গমনে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অতি অল্পদিনেই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপদে মিশিতে পারে।

কি চেতন জগতে কি জড়জগতে আকর্ষণের নিয়ম সর্ব্বত্রই এক প্রকার। চেতন জীবের আকর্ষণের নামই ভালবাসা, স্নেহ, প্রণয় ও ভক্তি। যদি একটী দ্রব্য অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে এবং যদি এই আকর্ষণী শক্তির অন্য কোন প্রতিকূল শক্তি না থাকে, তবে ঐ আকর্ষণী শক্তির বশে উহারা পরস্পর মিশিয়া এক হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে এবং শেষে মিশিয়া এক হইয়া যায়। চেতন জগতে যে প্রীতি-শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে একটী মন যে ভালবাসার বশে অন্যটীর সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের মনে প্রীতি আছে এবং সেই সঙ্গেই তাহার একটী প্রতিকূল শক্তি আছে, সেইজন্য জীব ভালবাসিয়াও ভালবাসার আধার পদার্থের সহিত মিশিয়া এক হইতে পারে না। প্রীতির প্রতিকূল শক্তির নাম কাম, অর্থাৎ স্বার্থ-সুখাভিলাষ। এই দুইটী শক্তির বশে জীব ভালবাসার আধার পদার্থের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখগতি আর জীবের স্বার্থসুখের প্রবৃত্তি একই রকমের বলিয়া তুলনা করা যাইতে পারে।

সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি রাখিবে, অর্থাৎ অদ্বৈতভাবে ভক্তি করিবে, মনের যত রকম বন্ধ আছে, সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া মনকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলেই মন ঈশ্বরাভিমুখী গতিপ্রাপ্ত হইবে এবং শেষে ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু যিনি দ্বৈতভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে ভালবাসেন, তিনি সকল কামনা পরিত্যাগ করিতে গিয়াও একটী কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরে ভক্তি সংস্থাপন করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিজের যে সুখ বোধ হয়, দ্বৈতবাদী সেই সুখ-কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, নিজের একটী পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার অভিলাষ দ্বৈতবাদীর মনে থাকিয়া যায়, এক কথায় দ্বৈতবাদী অহঙ্কারশূন্য হইতে পারেন না। বিশ্বরূপ ঈশ্বর ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, এই জ্ঞানই অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কার নিবন্ধনই মনুষ্যের সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতি-অভ্যাসকে যিনি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা বলিতে চান, তিনিই অদ্বৈতবাদী। যাহার কোন কামনাই নাই, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিতেও তিনি উৎসুক নহেন। যিনি ঈশ্বর-প্রীতির স্রোতে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই স্রোতের বশে অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া মিলাইয়া যাইবেন। কিন্তু যিনি ঈশ্বর-প্রীতিরূপ নদীতে বাস করিতে অভিলাষ করেন, তাহাকে কোন না কোন আবর্ত্ত মধ্যে বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর-প্রীতিরূপ নদীতে ৬টী প্রধান আবর্ত্ত আছে, এই ৬টী আবর্ত্ত পার হইয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে যাইতে হয়। সাংখ্যযোগিগণ এই ৬টী আবর্ত্তকে ষট্‌চক্র বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। দুই মনে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই প্রীতি-চর্চ্চার চরম ফল, দুই মনে মিশিয়া এক হইয়া যাইলে প্রীতির বেগ আর থাকে না। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যে ভক্তির ফলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ জ্ঞান থাকে না, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্ম-প্রীতি. কিন্তু যে ভক্তিনিবন্ধন জীব ঈশ্বরকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ভেদজ্ঞান দূর করিতে চান না, সেই ভক্তি ঈশ্বরে অনন্যা ভক্তি নহে। এই শ্রেণীর ভক্ত যদি আপনার অন্তর সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে তাহার মনের গতি কেবলমাত্র ঈশ্বরাভিমুখী হয় নাই। নিজের সুখভোগ বাসনার বীজ তখনও তাহার অন্তরে আছে। মানুষ মাত্রেরই সুখভোগের বাসনা এত প্রবল যে নিঃস্বার্থ প্রীতিরসের আস্বাদন কিরূপ, তাহা আমরা বড় একটা বুঝি না। অদ্বৈতভাবের প্রীতি আমাদের সংসারে বড় বেগবতী হইতে পায় না, সেইরূপ অধিকারী হওয়া অনন্য সুলভ, এই জন্য অদ্বৈতভাবের ভক্তি কিরূপ পদার্থ তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। দ্বৈতভাবের প্রণয়ী একা একা থাকিতে পারে না, আর একজন প্রণয়ী খুঁজেন এবং তাঁহাকে ভাল-বাসিয়া প্রীতির প্রতিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বৈতভাবে ভাবুক একা থাকিয়া আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। যেখানে দ্বৈতভাবের স্রোত বহিতেছে দেখেন, সেই স্রোতে নির্লিপ্ত থাকিতে সতত সচেষ্ট হন। দ্বৈতভাবের প্রণয়ের মাদকতাশক্তিনিবন্ধন সাধারণে অদ্বৈতভাবের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না, এইজন্য অদ্বৈতবাদ সাধারণ লোকের

মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তখনও চিত্তশুদ্ধির অভাব থাকে, কাজে কাজেই চিত্তের মালিন্য থাকিলে বস্তুরও স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্ম্মল দর্পণে কোন্ জিনিষের প্রতিবিম্ব দেখিলে যেমন সেই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু সমল দর্পণে ঐরূপ প্রতিবিম্ব দেখিলে সেই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান না হইয়া বরং বিকৃতভাবে তাহার উপলব্ধি হয়, এইজন্য প্রথমতঃ সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে বলিয়াছেন, ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া যতই কেন তর্ক বিতর্ক কর না, তাহার স্বরূপ বোধ হওয়া অতিশয় দুরূহ, ঈশ্বর অতি দুর্জ্ঞেয়, এইজন্য ঈশ্বর নাই এইকথা বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

"ঈশ্বরোহি দুর্জ্ঞেয়ঃ ইতি নিরীশ্বরত্বং।" (বিজ্ঞানভিক্ষু)

দ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ, কি অদ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ, বাস্তবিক ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছু আছে কি না, বা একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহার মীমাংসা কে করিবে? ঋষিবাক্য বিশ্বাস করিতে হইলে ও শাস্ত্র মানিতে হইলে যেরূপ দ্বৈতবাদ বিশ্বাস করিতে হইবে, সেইরূপই অদ্বৈতবাদও বিশ্বাস করিতে হইবে। ন্যূনাতিরিক্ত করিবার যো নাই, সকলেরই কথা সমানভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে শাস্ত্রবিশ্বাসী হইবার যো নাই, তবে কেবলশাস্ত্রের অভিপ্রায় দেখিয়া চলিতে হইবে, জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বা জীব এই উপাধিযুক্ত হইয়া নিরন্তর যে ত্রিতাপে অভিভূত হইতেছি, এই ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার হওয়াই পুরুষার্থ, জীবন্মুক্ত হওয়াই জীবের কর্ত্তব্য, জীবনের যাহা প্রধান লক্ষ, তাহার প্রতিবিধানই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রধান লক্ষ উপেক্ষা করিয়া বাজে কাজে সময় কাটান জীবের কার্য্য নহে, মায়ার বন্ধনে জীবের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, এই বন্ধনচ্ছেদ করিতে হইবে, এইজন্য দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অত্যাবশ্যক। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিলে চলিবে না, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে ইহার মীমাংসা আপনিই হইয়া যাইবে। কাহার নিকট কোন উপদেশের আবশ্যকতা থাকিবে না। তখন দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভগবান্ পতঞ্জলি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরবাচক প্রণবাদি মন্ত্র জপ প্রভৃতি মনস্থৈর্য্যের কারণ বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপনিই মন স্থির হইবে, তখন আর মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া ধ্যেয় বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকিবে, কিন্তু পরে বলিয়াছেন—

"যথাভিমতধ্যানাদ্বা" (পাত° ১।৩৯ সূত্র)

যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু অর্থাৎ যাহা মনে হইলে মন প্রফুল্ল ও শান্ত হয়, একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তাহাই ধ্যান করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই একাগ্রতা সিদ্ধ হইবে। যদি রাম মূর্ত্তি ভাল লাগে, তাহা হইলে রামমূর্ত্তিই ধ্যান করিবে, কৃষ্ণমূর্ত্তি ভাল লাগিলে তাহাই চিন্তা করিবে, বুদ্ধের মূর্ত্তি ভালবোধ হইলে তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে। ফল কথা এই যে, কোন এক অভিমত বা বাঞ্ছিত বস্তু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করিবে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যাস হইলে বা দৃঢ় হইলে পশ্চাৎ তুমি যথা ইচ্ছা তথায় একাগ্র হইতে পারিবে। কি অন্তর্জ্জগতের নাড়ীচক্র, কি বহির্জ্জগতের চন্দ্রসূর্য্য, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম সর্ব্বত্রই চিত্তপ্রয়োগ ও তাহাতে তন্ময় হইতে পারিবে। ইহাই যোগশাস্ত্রের উপদেশ। কোন গতিকে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে তখন দ্বৈত বা অদ্বৈত কোনরূপই গোল উপস্থিত হয় না, সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়। মহামতি শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতমত বিচার করিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি কথায় দ্বৈতমত লুক্কায়িতভাবে বিরাজ করিতেছে, আবার সাংখ্যাদি দর্শনে যে দ্বৈতমত সমর্থিত হইয়াছে, তাহাও একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে অদ্বৈতমত ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। সাংখ্যাদি দর্শনের বহুপুরুষ ও বেদান্তদর্শনের সমষ্টি ব্যষ্টি, নানা ভেদব্যপদেশ ইত্যাদিতে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই সিদ্ধি হয়। মনে কর আকাশ এবং ঘটাকাশ, ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হইয়া এক হইয়া যায়, তখন একই থাকে, দুই কিছুতেই আর উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্ম অংশরূপে যখন জীবোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন দ্বৈত বলা যায়; যখন জীবের উপাধি তিরোহিত হয়, যখন জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত হয়, তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। সাংখ্যের যখন পুরুষগত কোন পার্থক্য নাই, তখন অদ্বৈতমত সংস্থাপন করা তত দুরূহ নহে; যাহা হউক, এইরূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া বিচার ও তাহার মীমাংসা অতিশয় দুরূহ এবং মানব বুদ্ধির অতীত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইজন্য যিনি যে মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই সেইমত সংস্থাপন করিয়াছেন। ন্যায় বৈশেষিক জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সাংখ্য পাতঞ্জল প্রকৃতি পুরুষ এবং বেদান্তে ব্রহ্ম ও অবিদ্যা বা মায়া স্বীকার করিয়াছেন, এই সকল মতে দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই বিষয় প্রতিপাদিত করা যায়, কেবল নামের পার্থক্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক আর একটু আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। দ্বৈত প্রীতিরসে যাহাদের বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্ম নামে অদ্বৈত ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সকল কামনা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে সতত সচেষ্ট হইয়া থাকেন।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥" (গীতা ২।৫৫)

হে পার্থ! যিনি সকল মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আপনি আপনাকে লইয়াই তুষ্ট থাকেন, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকই যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞানী। আমি ছাড়া জগতে আর যাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলই আমার কাছে বাহ্য বিষয়। দ্বৈতভাব থাকিলে যেন কিছু থাকিয়া যায়, প্রকৃতি মিথুনাত্মক এবং এই মিথুনাত্মক প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পরম পুরুষ এই মিথুনের বিহারের দ্রষ্টা মাত্র।

"তস্মৈ সহোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।" (প্রশ্নোপনিষদ্)

ঋষি তাহাকে কহিলেন, সেই প্রজাপতি প্রজা কামনা করিয়া তপস্যা করিলেন এই তপস্যা হইতে মিথুন উৎপন্ন হইল। এই মিথুন অর্থাৎ রয়ি ও প্রাণ অন্ন ও অত্তা অর্থাৎ যিনি অন্ন ভোগ করেন, এই উভয়ে আমার নানাবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে। এই মিথুন হইতে সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি আপনাকে এই মিথুন হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝেন, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান তাহারই অন্তর হইয়াছে এবং তিনিই দ্বৈত প্রীতিরসে অনাসক্ত। অদ্বৈতভাবে চিত্ত স্থির রাখা বড় শক্ত কথা এবং তাহা সাধনার চরমাবস্থা।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এই ত্রিবিধ মতের বিষয় একটু পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা যাউক। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ মিলিতভাবে মোটামুটী বলা হইয়াছে। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনি বেদান্তসূত্র অবলম্বন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে অদ্বৈত মত খণ্ডিত হইয়াছে। ঐ মত খণ্ডনে নিম্নোক্ত যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

অদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা কহেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতি প্রতিপাদ্য। জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে সকলই মিথ্যা, যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় হইলে ভ্রম নিবারণ হইয়া ঐ কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই কল্পিত হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কিন্তু সৎ বা অসৎ পদের বাচ্য হইতে পারে না বলিয়া উহাকে সদসদনির্ব্বচনীয় কহে, বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্‌বাক্য ও অনুভব প্রমাণ রূপে অদ্বৈত মতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা উল্লিখিত ভাব স্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রুতিতে যে অনৃত শব্দ আছে, তাহার অর্থ সাংসারিক অল্পফলজনক কর্ম্ম, এবং যে মায়া শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্থ বিচিত্র সৃষ্টিজননী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সুতরাং ঐ সকল শ্রুতি দ্বারা অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না এবং 'আমি জানিনা' ঈদৃশ অনুভব দ্বারাও উক্ত ভাবরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 'আমি জানি না' এই অনুভব দ্বারা জ্ঞানাভাবেরই বোধ হইয়া থাকে, ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় না। আর উহাকে যুক্তি সিদ্ধ বলিয়াও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ, সুতরাং কিরূপে তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যারূপ অজ্ঞান থাকিবে। আলোককে আশ্রয় করিয়া কি কখন অন্ধকার থাকিতে পারে। অতএব ভাবরূপ অবিদ্যা যে অলীক ও যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? এইরূপে যখন যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়ের উপর অদ্বৈত মত সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন উহা কোন মতেই বিজ্ঞ-জনের আদরণীয় ও গ্রাহ্য হইতে পারে না। রমানুজের মতে পদার্থ তিন প্রকার চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবপদবাচ্য ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য; অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে আবার শতভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম অচিৎভোগ্য, দৃশ্য পদবাচ্য, অচেতন স্বরূপ, জড়াত্মক জগৎ এবং ভোগ্যত্ব ও বিকারাস্পদত্ব প্রভৃতি স্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ তিনপ্রকার— ভোগ্য, ভোগোপকরণ এবং ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায় তাহাকে ভোগ্য কহে, যেমন অন্নপানীয়াদি। যাহার দ্বারা ভোগ করা যায় তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোজন পাত্রাদি এবং যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে, যথা শরীরাদি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক হরিপদ বাচ্য, জগতের কর্ত্তা, উপাদান ও সকলের অন্তর্যামী এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি তেজঃ প্রভৃতি গুণাস্পদতারূপ স্বভাবশালী। চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তুই

তাহার শরীর স্বরূপ এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক এবং ভক্তবৎসল, উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশে পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করেন ;—প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি, দ্বিতীয় রামাদ্যবতার স্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ বাসুদেব নামক পরমব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী, ইনি সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচমূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তর উপাসনায় অধিকার জন্মে। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ ভেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন, গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র জপ, স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনা কর্ম্মদ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে করুণাসিন্ধু ভগবান্ স্বকীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন। ঐ পদপ্রাপ্তি হইলে ভগবান্‌কে যথার্থরূপে জানিতে পারা যায়, তখন আর পুনর্জন্মাদি কিছুই হয় না। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। দেখ, যেরূপ বিভিন্ন স্বভাবশালী পশু ও মনুষ্যদিগের পরস্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্বভাব ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্য ক্রমে চিদচিতের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। আর যেমন আমি সুন্দর, আমি স্থূল ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ দৃষ্টি হয়, সেইরূপ চিদচিৎ সকল বস্তুই ঈশ্বরের শরীর, সুতরাং শরীরাত্মরূপে চিদচিৎ সকল বস্তুর সহিত ঈশ্বরের অভেদও আছে বলিতে হইবে। আর যেরূপ একমাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘটশরাবাদি নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ঘটের সহিত মৃত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বর চিদচিৎ নানারূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চিদচিতের সহিত তাহার ভেদাভেদও আছে বলিতে হইবে। যে হেতু ঈশ্বরের আকার স্বরূপ চিদচিতের পরস্পর ভেদ লইয়া এবং ঐ উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মরূপে অভেদবশে ভেদাভেদ ঘটিতেছে। দেখ যাহার অন্তর্যামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, যথা ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া ভৌতিক দেহ জীবের শরীর, সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর বলিতে হইবে। যেরূপ আমি সুন্দর, আমি স্থূল ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা ভৌতিক শরীরে জীবাত্মার শরীরাত্মভাবে অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো! তুমিই ঈশ্বর, ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মাও ঈশ্বরের শরীরাত্মা ভাবে অভেদনির্দিষ্ট হইয়াছে, ফলতঃ তদ্দ্বারা বাস্তবিক অভেদ প্রতীতি হয় না, অতএব এই শ্রুতি দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করা এবং জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যে কেবল মূঢ়তার কার্য্য তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শ্রুতি যে স্থলে ঈশ্বরকে নির্গুণ কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রাকৃত জনের ন্যায় রাগদ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই এইমাত্র। আর যে স্থলে পদার্থের নানাত্ব বিষয় নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর চিৎ, অচিৎ সমুদায় বস্তুর আত্মা, সুতরাং সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ভূত পদার্থ নাই। রামানুজ এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং শঙ্করের মতে দোষারোপ করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, জগৎকে রজ্জুসর্পবৎ বলা অযুক্ত কথা, কারণ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা থাকিতে পারে না, তিনি সত্যসঙ্কল্প, যাহা কারণ, তাহাই সত্য। ঈশ্বর জীবের অন্তর্যামী, এই ভাবে তিনি জীবাত্মার সহিত অভেদ ; ঠিক সেই প্রকার—যেমন আমি শরীর হইতে ভিন্ন হইলেই আপনাকে আপনি কখন কখন শরীরের সহিত অভেদ মনে করি। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' হে শ্বেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম, এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে হে শ্বেতকেতো! তোমার জীবাত্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই ঈশ্বর। ফলতঃ শ্বেতকেতু স্বয়ংই যে ঈশ্বর এ বাক্যের সে অভিপ্রায় নহে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এ বাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, কেবল এক ঈশ্বরই আছেন, আর কিছু নাই। ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত। তাহার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই অর্থাৎ দুই ব্রহ্ম নাই। এক, এব ও অদ্বিতীয় এই তিনটী শব্দের দ্বারাই স্বজাতীয় দ্বিতীয়ের নিরাশ হইয়াছে, এই জগৎ ও জীব সকল স্বরূপতঃ তাহা হইতে পৃথক্, অথচ তিনি জগৎ ও জীববিশিষ্ট, অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, এবং প্রাণরূপে সকলের অন্তর্যামী। তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের সহিত জগৎ ও জীবের একভাবে ভেদও আছে, একভাবে অভেদও আছে। শঙ্করভাষ্যে ও বেদান্তসূত্রে জীবাত্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহার

:ধ্য' যে পরিমাণ অদ্বৈতবাদ প্রকাশ পায়, তাহা কিছু মাত্র াদের নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমেশ্বর, পরমাণু ও াবাত্মা সমভাবে নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইরূপ ৈতবাদই দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈত মতে প্রথমতঃ াহারই খণ্ডন আছে। এই মতে ব্রহ্ম হইতেই সকল হইয়াছে, ষ্টির প্রাক্কালে দ্বিতীয় কিছুই ছিল না। শ্রদ্ধাস্পদ রামানুজ ামীর মত ঐ উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় এবং তকটা পুরুষ ও প্রকৃতিবাদের ন্যায়। ফলতঃ অনেক লোক াদ্বৈতবাদের মনোহর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করে, মুষ্যাত্মা ব্রহ্ম, জগৎ বুঝি বাস্তবিকই ভ্রম, মৃত্যুর পর জীবাত্মা হ্ম হইয়া যাইবে, ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার কোন স্বাতন্ত্র্য াকিবে না। কেহ কেহ শাঙ্কর মত এইরূপই বুঝিয়া থাকেন। ই মত নিরাকরণের জন্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে শারীরক ূত্রের ভাষ্য করেন।

মাধ্বভাষ্য অথবা দ্বৈতবাদ।—মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে জীবাত্মা সূক্ষ্ম নিরাকার, অমর পদার্থ এবং ঈশ্বরের সেবক। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ, হে শ্বেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম। এ স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হইবে না, কিন্তু ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা 'তৎ' শব্দের অর্থ 'তস্য' এইরূপ হইবেক। অতএব উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে 'শ্বেতকেতো! তস্য ত্বং অসি।' তুমি তাহারই অর্থাৎ তুমি তাহারই নিয়ত সেবক, সহচর ও অনুচর। সুতরাং জীব ব্রহ্ম নহে। এই মতানুসারে পরমেশ্বর স্বতন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীন। জীব অস্বতন্ত্র অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীন। যাহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে অর্থাৎ অদ্বৈতভাবে ঈশ্বর চিন্তাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, অন্তে তাহাদের নরক হইয়া থাকে। জগৎ ব্রহ্মও নহে, ভ্রমও নহে, অদ্বৈত- বাদীরা জাজ্বল্যমান জগৎকে যে রজ্জুসর্পবৎ বলেন এবং জীবে যে ব্রহ্মকে অধ্যাস করিতে যান, তাহা অযুক্ত। অতএব জগৎ ও জীব সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' অদ্বৈতবাদীরা এই শ্রুতির অর্থ করেন যে, ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ যাহা হইতে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, তিনি অদ্বিতীয়। অদ্বৈতবাদীদিগের এই প্রকার অর্থানুসারে জগৎ ও জীব থাকে না, অতএব এইরূপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই শ্রুতিতে 'এক' এই শব্দের অর্থ একমাত্র অর্থাৎ বহু নহেন। 'এব' শব্দের অর্থ অন্যযোগব্যবচ্ছেদক অথবা ইতরব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ অন্যসম্বন্ধাভাব, অন্য যে দ্বিতীয়াদি তাহার সহিত সম্বন্ধের অভাব। যেমন কতিপয় পদার্থকে এক দুই তিন চারি করিয়া গণনা করা যায়, তাহার প্রত্যেকটাই অন্যযোগ- ব্যবস্থাপক অর্থাৎ অন্য হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ পরমেশ্বরের একত্ব দুই তিন চারি প্রভৃতি অন্যান্য রাশি হইতে স্বতন্ত্র। 'এব' শব্দের আরও এক অর্থ অযোগ্যব্যবচ্ছেদক অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্বদা একত্বযুক্তই আছে অর্থাৎ যিনি রূঢ় পদার্থ, যাহাকে বহুভাগে ভঙ্গ করা যায় না এবং যিনি স্বরূপতঃ অনেক হইতে পারেন না; শঙ্খের পাণ্ডুবর্ণ যেরূপ স্বভাব, পরমেশ্বরের একত্ব সেই প্রকার স্বভাব। অতএব তিনি অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় শব্দের অর্থ এখানে জগৎ ও জীব আর তিনিই প্রথম, তিনিই প্রথমাবধি আছেন, জগৎ ও জীব তাঁহারই সৃষ্টি, অতএব তিনি স্রষ্টা হইয়া সৃষ্ট বস্তু হইতে পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। এস্থলে অ শব্দে ন অর্থাৎ তিনি 'ন দ্বিতীয়ং' 'স দ্বিতীয়ং ন' দ্বিতীয় যে সৃষ্ট জগৎ ও জীব তাহা তিনি নহেন। যেমন 'ব্রাহ্মণাদন্য অব্রাহ্মণঃ', ব্রাহ্মণ হইতে যে অন্য তাহাকে যেমন অব্রাহ্মণ বলা যায়, সেই প্রকার 'দ্বিতীয়াদন্যঃ অদ্বিতীয়ঃ' দ্বিতীয় অর্থাৎ জগৎ ও জীব হইতে যিনি অন্য তিনি অদ্বিতীয়। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' শ্রুতির অর্থ এইরূপ হইল যে, পরমেশ্বর একই, একভিন্ন বহু নহেন, এবং জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন। অদ্বৈতবাদীরা কহিয়া থাকেন, 'নেহ নানাস্তিকিঞ্চন' পরমেশ্বর হইতে আর কিছুই নাই, এ অর্থ অসঙ্গত, এই শ্রুতির অর্থ এই যে, এই এক ব্রহ্মে নানা পদার্থ নাই। অদ্বৈতবাদীরা জগতকে যে ব্রহ্মে অধ্যাস করেন, ইহাতে সে কথাও খণ্ডিত হইল। অপর, অদ্বৈতবাদীরা মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দকে কষ্ট কল্পনা করিয়া যে অর্থ করেন, মধ্বাচার্য্য তাহা স্বীকার না করিয়া বলেন যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মাত্র। তাঁহার মতে, অদ্বৈতবাদীরা কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করেন, তাহা অতি অশ্রদ্ধেয়। এই মতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বরসেবক, বেদ অপৌরুষেয়, সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃ প্রমাণ; প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ দ্বারা সকল অর্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং প্রপঞ্চ সত্য। এই সকল বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ, মধ্বাচার্য্য ও রামানুজ উভ- য়েই মতের ঐক্য আছে, কিন্তু রামানুজ যে ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ণপ্রজ্ঞ তাহা করেন না। তিনি বলেন, রামানুজ পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ তত্ত্বত্রয় অঙ্গীকার করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমতের প্রতিপোষ- কতা করিয়াছেন, অতএব তাহার মত অতি অশ্রদ্ধেয়। আনন্দতীর্থ শারীরক মীমাংসায় যে ভাষ্য করিয়াছেন,

তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর যে ভেদ আছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকে না। ঐ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই শ্রুতির জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু 'তস্য ত্বং' অর্থাৎ তাঁহার তুমি, এই ষষ্ঠী সমাস দ্বারা উহাতে জীব ঈশ্বরের সেবক এই অর্থই বুঝাইবে। আর এরূপ অর্থও করা যায় যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। এই মতে দুই তত্ত্ব স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র; তন্মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত অশেষ সদ্গুণের আশ্রয় স্বরূপ, বিষ্ণুই স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইরূপে সেব্য সেবকভাবাবলম্বী ঈশ্বর জীবের পরস্পর ভেদও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, যেমন রাজা ও ভৃত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদচিন্তাকে উপাসনা কহিয়া থাকেন এবং সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের পরলোকে কিছুমাত্র সুখলাভ হয় না। বাস্তবিক তাহারা ঘোরতর নরকে পতিত হয়। দেখ, যদি ভৃত্যপদস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা আমি রাজা এইরূপ ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষদ্যোতনপূর্ব্বক নৃপতির গুণানুকীর্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির কীর্ত্তনরূপ সেবা ব্যতিরেকে কোনক্রমে অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই মতে ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। ইহার মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতি সাকল্যসংহিতার পরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে এবং উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের চক্রাদি অস্ত্রের চিহ্ন যাহাতে অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে, তপ্ত লৌহাদি যন্ত্র দ্বারা তাহা করিবে, দক্ষিণ হস্তে সুদর্শন চক্রের এবং বাম হস্তে শঙ্খের চিহ্ন ধারণ করিবে। যেহেতু ঐ চিহ্ন দর্শনে অনুক্ষণ ভগবানের নাম স্মরণ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা বাঞ্ছিত ফলেরও সিদ্ধি হইবে। দ্বিতীয় সেবা নামকরণ, নিজ পুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিবে, তাহা হইলে প্রতি কথায় ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন হইবে। ভজন ত্রিবিধ; তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিন প্রকার দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্র-পাঠ। মানসিক তিন প্রকার—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। যেমন—

"সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।"

এই বাক্য দ্বারা শূদ্রও ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়; সেইরূপ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এইরূপ অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হন। শ্রুতিতে মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী প্রকৃতি ও বাসনা এই যে ছয়টী শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ভগবানের ইচ্ছা মাত্র। অদ্বৈতবাদীদিগের কল্পিত অবিদ্যা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ। সেই পঞ্চ ভেদ এই, যথা জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়জীব ভেদ এবং জীবগণের ও জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য এবং অনাদি সিদ্ধ। বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতি-পাদন করা সকল আগমেরই প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য, অপর তিন পুরুষার্থ অস্থায়ী। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে ঐ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকেও ঐ প্রসন্নতাও সম্পন্ন হয় না। ঐ জ্ঞান শব্দে বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ জ্ঞানকে বুঝায়। কেবল মন্দবুদ্ধিরাই জীব-প্রেরক বিষ্ণুকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না। কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ণু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় দেবগণই অনিত্য ও ক্ষরশব্দবাচ্য এবং লক্ষ্মী অক্ষর শব্দবাচ্য। ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে বিষ্ণু প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যশক্তি বিজ্ঞানসুখাদি গুণসমূহের আধারস্বরূপ, অপর সকলই বিষ্ণুর অধীন। এই সমস্ত সম্যক্ জানিতে পারিলে বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয়, সমুদয় দুঃখ দূরে যায়, এবং নিত্য সুখের উপভোগ হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে, এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়, ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলে গ্রাম জানা হয় এবং পিতাকে জানা হইলে পুত্রকে জানা হয়, অর্থাৎ পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না, এইমাত্র। নতুবা এ শ্রুতি দ্বারা বাস্তবিক অভেদ বুঝায় না। অদ্বৈতমত-বাদীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে। ঐ সূত্র সকলের মধ্যে কএকটী সূত্রের যথাশ্রুত ব্যাখ্যা লিখিত হইল। যথা—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ, আর 'অতঃ' এই শব্দের হেতু অর্থ, ইহা গরুড়পুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে। এখন

নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার প্রসন্নতা হয় না, তথন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই ঐ সূত্রের ফলিতার্থ। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, ঐ সূত্রের অর্থ এই,যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য নির্দ্দোষ অশেষ সদ্‌গুণাশ্রয় সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। তাদৃশ ব্রহ্মের প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ, যেহেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য। কিরূপে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্ব স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় কহিয়াছেন, 'তত্তু সমন্বয়াৎ' শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ আশঙ্কার সমন্বয় অর্থাৎ সমাধা হইয়াছে।

পূর্ণপ্রজ্ঞ এইরূপে আনন্দতীর্থের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মধ্বমন্দির ও মধ্ব দুইটী পূর্ণপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা।

বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। বল্লভাচার্য্য শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আটশত বর্ষ পরে আবির্ভূত হন। ইনি বেদভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত মতানুসারে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। ইঁহার মতে জগৎ ও জীব মায়াবিশিষ্ট নহে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের পরিণাম। শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীরা যেমন জগৎকে রজ্জুসর্পবৎ বলিয়া ব্রহ্মে অধ্যাস করেন, ইনি তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইনি জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের সহিত একেবারে অভেদ দৃষ্টি করেন। 'রজ্জুসর্পবৎ' বা 'শুক্তিকা রজতবৎ' শব্দের পরিবর্ত্তে ইনি 'অহিকুণ্ডলবৎ' অথবা 'স্বর্ণকুণ্ডলবৎ' ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন সর্প হইতে সর্পের কুণ্ডল পৃথক নহে, যেমন স্বর্ণ হইতে স্বর্ণালঙ্কার পৃথক্ নহে। বল্লভের মতে, এই জগতের সকল পদার্থ ও সকল জীবই ব্রহ্ম। এইমত শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অনেক নবীন অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।

এইরূপে যিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তিনি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দ্বৈত ও অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ কতিপয় শ্রুতিপাঠে এমত বোধ হইতে পারে, যেন ব্রহ্মই জগৎ ও জীবাত্মারূপে পরিণত হইয়াছেন এবং অপর কতিপয় শ্রুতিপাঠে জানা যায়, যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, সূত্রের মধ্যে দ্বৈতবাদ মিশ্রিত ও অদ্বৈতবাদ গূঢ়ভাবে মিশ্রিত আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে প্রণালীতে শারীরক ভাষ্য করিয়াছেন, তৎপাঠে সহসা বোধ হয়, যেন পরমাত্মা ভিন্ন মানবের স্বতন্ত্র কোন জীবাত্মা নাই। তবে যে জীবাত্মা এই নামটী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল নামমাত্র, অর্থাৎ তাঁহার উপাধি। এইমতে, জগৎ ভোজবাজীর ন্যায় মিছা মায়া হইয়া আছে, সকলই যেন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই সকল তিরোহিত হইবে।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিষয় এক প্রকার বলা হইল, অদ্বৈতবাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্ত শব্দে দ্রষ্টব্য। দ্বৈত ও অদ্বৈত মত লইয়া যে বিবাদ, তাহার মীমাংসা অসম্ভব। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সকলই ভ্রান্ত বা অসত্য নহে, ঈশ্বরের যে একত্ব তাহা বোধ হয়, শূন্যগর্ভ একত্ব নহে, কিন্তু বৈচিত্রগর্ভ একত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর আপনার অভ্যন্তরস্থিত বৈচিত্র্যবীজকে আপনার ঐশীশক্তি দ্বারা জগৎরূপে বিকশিত করিয়াছেন, ইহাই সৃষ্টি। বেদান্তে উক্ত আছে যে, যেমন মাকড়সা আপনার অন্তর্ভূত উপাদান হইতে আপনি স্বেচ্ছাক্রমে জাল বিস্তার করে, ব্রহ্ম সেইরূপ আপনার অভ্যন্তর হইতে সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। আসল কথা এই যে, ঈশ্বরের শক্তি অবশ্য ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; অতএব ঈশ্বরের একত্ব শূন্যগর্ভ একত্ব নহে, বৈচিত্র্যগর্ভ একত্ব। মূল বৈচিত্র্য যাহা ঈশ্বরের একত্বের অন্তর্ভূত, তাহাকেই কেহ মায়া. কেহ অবিদ্যা বা কেহ প্রকৃতি এইরূপ আখ্যা দিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের ঐশীশক্তিই জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল ও সেই শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। এখন কথা এই যে, বৈচিত্র্য সম্ভাবনার একটা মূল, যিনিই যে নামে বলুন না কেন, মায়া, প্রকৃতি বা শক্তি যে নামেই যিনি অভিহিত করুন না কেন, নামে কিছুই আইসে যায় না। বৈচিত্র্য সম্ভাবনার একটা মূল ঈশ্বরের অন্তর্ভূত, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এইরূপ একত্ব বা বহুত্ব ধরিলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদে আর কোন গোলযোগ থাকে না। পরমেশ্বর অনন্তরূপে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই এবং দ্বৈত ও অদ্বৈত সকলই তিনি। বেদান্ত-শাস্ত্রে কথিত আছে, ঈশ্বরের শক্তির একপাদ মাত্র জগতে ব্যাপৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনপাদে জগতের অতীত অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপাশ্রিত। কিন্তু জগৎকে ঈশ্বর বলিলে এই দাঁড়ায় যে, ঐশীশক্তির চতুষ্পাদই, এক কথায় স্বয়ং ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত, ইহা শ্রুতি এবং জ্ঞান উভয়েরই বিরোধী। ঈশ্বর কালাতীত পুরুষ, জগৎ তাহার কালিস্থ প্রতিরূপ; সুতরাং তাঁহার কালাতীত স্বরূপ হইতে তাঁহার

কালিকপ্রতিরূপ যে ভিন্ন ইহা বলা বাহুল্য। অথচ সেই স্বরূপ এবং প্রতিরূপের মধ্যে অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেহেতু প্রতিরূপ সে স্বরূপেরই প্রতিরূপ। এইরূপ এক দিকে ঈশ্বর ও জগতের ভিন্নতা, অর্থাৎ দ্বৈতভাব আর এক দিকে উভয়ের ঘনিষ্টসম্বন্ধ অর্থাৎ অদ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে রহিয়াছে। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ একাধারে বর্ত্তমান। দ্বৈতবাদ শুদ্ধ কেবল এই যে, ব্রহ্মের কালিকপ্রতিরূপ ঈশ্বরের কালাতীত স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

[শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য ও বেদান্ত দেখ।]

দ্বৈতবাদিন্ (ত্রি) দ্বৈতং জীব ঈশ্বরশ্চ ইতি বদতি বদ-ণিনি। জীব ও ঈশ্বরের ভেদবাদী। জীব, ঈশ্বর হইতে পৃথক্; যাহারা ঈশ্বরাতিরিক্ত জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাকে দ্বৈতবাদী কহে। [দ্বৈতবাদ দেখ।]

দ্বৈতাদ্বৈত (ক্লী) দ্বৈতঞ্চ অদ্বৈতঞ্চ। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, যাহারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং অভেদ দুই স্বীকার করেন, তাহাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী কহে। তাহাদের মতে জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদও আছে, অভেদও আছে।

"অদ্বৈতঞ্চ তথা দ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকং॥
নহি নৈবাস্ত্যসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।
ঈদৃক্কায়ামবস্থায়া মবাপ্যং পরমং পদং॥
দ্বৈতপক্ষাঃ সমাখ্যাতা যেঽদ্বৈতে তু ব্যবস্থিতঃ।" (ন্যায়ভাষ্য)

বাস্তবিক পক্ষে দ্বৈতও নহে বা অদ্বৈতও নহে, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অথচ তিনি দ্বৈত ও অদ্বৈত যাহারা এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাহারা পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন।

দ্বৈতিন্ (ত্রি) দ্বৈতং ভেদঃ সম্মততয়া অস্ত্যস্য ইনি। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি।

"স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনোনিশ্চিতা দৃঢ়ং।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে॥
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে॥"
(ন্যায়ভাষ্য)

দ্বৈতীয়ীক (ত্রি) দ্বিতীয় তীয়াদীকক্ বা স্বার্থে ঈকক্। দ্বিতীয়। "দ্বৈতীয়ীকতয়া মিথোঽয়মগমত্তস্য প্রবন্ধে মহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ" (নৈষধ ২।১১০)

দ্বৈধম্ (অব্য) দ্বিপ্রকারে ধমুঞ্। প্রকারদ্বয়, একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহ ইহার নাম দৈধদ্বয়।

"শ্রুতিদ্বৈধং যত্র তু স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ॥" (মনু)

"বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিনঃ॥" (মনু)

কার্য্যার্থ সিদ্ধির জন্য স্বামী এবং বল এই উভয়ের স্থিতির নাম ষাড়্গুণ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা 'দ্বৈধম্' বলিয়াছেন।

দ্বৈধ (অব্য) দ্বি-ধা (সংজ্ঞায়া বিধার্থে-ধা। পা ৫।৩।৪৫) দ্বিপ্রকার।

"বহুত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্॥" (মনু ৮।৭২)

২ গুণভেদ।

'সন্ধির্নাবিগ্রহোযানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।' (অমর)

দ্বৈধীভাব (পুং) অদ্বৈধস্য দ্বৈধস্য ভাবঃ। দ্বৈধ-চ্বি-ভূ-ভাবে-ঘঞ্। ১ দ্বিধাভাব। ২ ষাড়্গুণ্যান্তর্গত দ্বৈধরূপ ভাব। অভ্যন্তরে একভাব ও বাহিরে আর এক ভাব; ভিতর বাহিরে দুই প্রকার থাকার নাম দ্বৈধীভাব।

"বলিনো দ্বিষতোর্মধ্যে বাচাত্মানং সমর্পয়ন্।
দ্বৈধীভাবেন তিষ্ঠেত্তু কাকাক্ষিবদলক্ষিতঃ॥" (অগ্নিপু°)

বলবান্ শত্রুর নিকট বাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কাক-চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা দ্বৈধীভাবে অবস্থান করিবে অর্থাৎ কাকের চক্ষু যেমন সর্ব্বদা সকল দিকে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ বিশেষ সাবধানের সহিত বলবান্ শত্রুর নিকট অবস্থান করিবে।

দ্বৈপ (পুং) দ্বীপিনো বিকার দ্বৈপং দ্বীপ-অঞ্ (প্রাণিরজতাদিভ্যো অঞ্)। ১ ব্যাঘ্রবিকার। (ক্লী) ২ ব্যাঘ্রচর্ম্ম। দ্বৈপেন চর্ম্মনা পরিবৃতো রথঃ ইতি পুন রঞ্ (দ্বৈপবৈয়াঘ্রাদঞ্। পা ৪।২।১২) ৩ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত রথ। দ্বিপিন ইদং অণ্। (ত্রি) ৪ দ্বীপসম্বন্ধী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সম্বন্ধী।

"দ্বৈপং দগ্ধং চর্ম্ম মাতঙ্গজং বা
ভিন্নে স্ফোটে তৈলযুক্তং প্রলেপঃ॥" (সুশ্রুত)

দ্বৈপক (পুং) দ্বীপে ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। দ্বীপভব, যাহা দ্বীপান্তরে জন্মে।

দ্বৈপদিক (পুং) দ্বিপদাং ঋচং বেদ অধীতে বা উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ দ্বিপদাধ্যায়ী, যাহারা দ্বিপদা ঋক্ অধ্যয়ন করে। ২ তদ্বেত্তা অর্থাৎ যাহারা দ্বিপদা ঋক্ জ্ঞাত আছে।

দ্বৈপায়ন (পুং) দ্বীপং অয়নং উৎপত্তিস্থানং যস্য, সএব, স্বার্থে প্রজ্ঞাদিত্বাৎ বা অণ্। ব্যাসদেব, দ্বীপে ইহার জন্ম হইয়াছিল এইজন্য ইহার নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছে।

"ইতি সত্যবতী হৃষ্টা লব্ধা বরমনুত্তমং।
পরাশরেণ সংযুক্তা সদ্যোগর্ভং সুষাব সা॥
জজ্ঞে চ যমুনাদ্বীপে পারাশর্য্যঃ সবীর্য্যবান্।
স মাতরমনুজ্ঞাপ্য তপস্যেব মনো দধে॥

স্মৃতোঽহং দর্শয়িষ্যামি কৃত্যেম্বিতি চ সোঽব্রবীৎ।
এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
ন্যস্তো দ্বীপে স যদ্বালস্তস্মাদ্দ্বৈপায়নঃ স্মৃতঃ ॥"
(ভারত ১।৬৩।৮৩-৮৫)

সত্যবতী পরাশরের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পরাশরের সহিত সঙ্গত হইয়াছিল, তাহাতে সত্যবতী গর্ভ ধারণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ সেই গর্ভে ব্যাসের জন্ম হয়, বীর্য্যবান্ পারাশর্য্য সেই যমুনা দ্বীপে এইরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ইনি মাতৃ অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তপস্যার মনোনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে পরাশর ঋষি হইতে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জন্ম গ্রহণ করার পর দ্বীপে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছে।

[বেদব্যাস দেখ।]

২ হ্রদ বিশেষ, এই হ্রদে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ভয়ে জলকে স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডব সমরে প্রায় সকল বীর নিহত হইলে দুর্য্যোধন অনন্য-গতি হইয়া এই হ্রদে পলাইয়া আসেন।

"আসাদ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ! তদা দ্বৈপায়নং হ্রদং।
স্তম্ভিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্বা তং সলিলাশয়ং।
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ॥"(ভারত ৯।৩১।২)

দ্বৈপারায়ণিক (পুং) দ্বয়োঃ পারায়ণয়োঃ সমাহারঃ দ্বিপারায়ণং বর্ত্তয়তি ঠঞ্, প্রত্যয়বিধৌ তদন্তগ্রহণপ্রতিষেধেঽপি সংখ্যাপূর্ব্বস্য তদন্তগ্রহণং। পারায়ণদ্বয়বর্ত্তী, যাহারা দুইটী পারায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন।

দ্বৈপ্য (ত্রি) দ্বীপে ভবং দ্বীপস্য ইদং বা দ্বীপ-যঞ্। (দ্বীপাদনুসমুদ্রং যঞ্। পা ৪।৩।১০) দ্বীপ সম্বন্ধীয়। দ্বীপ ইদমর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়েন সাধ্যং।

"বিক্রীয় দিশ্যানি ধনান্যুরূণি দ্বৈপ্যানসাবুত্তমলাভভাজঃ।
তরীষু তত্রত্যা মফল্গুভাণ্ডং সাংযাত্রিকানাবপতোঽভ্যনন্দৎ॥"
(মাঘ ৩।৭৬)

দ্বৈভাব্য (ক্লী) ১ দ্বিভাবযুক্ত, দ্বিস্বভাবযুক্ত। ২ দুই ভাগে বিভক্ত।

দ্বৈমাতুর (পুং) দ্বয়োর্মাত্রোরপত্যং দ্বিমাতৃ-অণ্-উত্বঞ্চ (মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫)। গণেশ, গণেশের দ্বিমাতৃত্বের বিষয় স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে এইরূপ আছে—

'হে ব্রাহ্মণগণ! বরেণ্য মহীপতির গৃহে ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত এবং বিঘ্নশান্তি, সাধুদিগের রক্ষা, ও স্বভক্তের পালনের জন্য আমি আবির্ভূত হইব।' এই কথা বলিয়া গণেশ পুষ্পকাদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যখন নবম মাস আগত হইল, তখন পুষ্পকা একটী শিশু সন্তান প্রসব করিল। এই বালকের চতুর্ব্বাহু, এবং হস্তীর ন্যায় বদন, দন্তুর ও সুন্দর চক্ষুযুক্ত, অত্যন্ত তেজোযুক্ত এবং চারিখানি আয়ুধ চারি হস্তে বিন্যস্ত রহিয়াছে। পুষ্পকা এবম্ভূত অদ্ভুত শিশুকে অবলোকন করিয়া অন্য কি অরিষ্ট উপস্থিত হইল, এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বরেণ্য নরপতি পুষ্পকার ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া অমাত্যাদির সহিত তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া সকলের সহিত এই বালককে অবলোকন করিয়া সেবকদিগকে কহিলেন, 'এই বালককে লইয়া তোমরা সরোবরে নিঃক্ষেপ করিয়া আইস।' তাহারা রাজকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শিশুকে গ্রহণপূর্ব্বক পার্শ্ব মুনির আশ্রমে গমন করিল, এইখানে জলে শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নিজ নিজপুরে প্রত্যাগমন করিল। পার্শ্ব মুনি পর দিন স্নান করিবার নিমিত্ত সরোবরে গমন করিয়া সেই অদ্ভুতদর্শন বালককে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও ভয়ভীত হইয়াছিলেন। 'আমার আশ্রমে এই বালককে কে পরিত্যাগ করিল, বোধ হয় কোন দেবতা তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য এইপ্রকার শরীর ধারণ করিয়াছেন, বা পরমাত্মা নিজ ইচ্ছানুসারে সকল লোক রক্ষার নিমিত্ত এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।' পার্শ্ব মুনি এইরূপ বলিয়া ঐ বালককে নিজ আশ্রমে লইয়া যাইয়া যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন। এই বালককে আনিতে দেখিয়া মুনির পত্নী দীপবৎসলা স্বামীকে বলিয়াছিল, 'হে স্বামিন্! অতিশয় আশ্চর্য্যরূপধারী যে বালককে অদ্য গৃহে আনিয়াছেন, ইনি বিনায়কের ন্যায় আকারধারী, ইনি লক্ষ্মীর আস্পদস্বরূপ, বহু তপস্যার ফল, এবং যোগিগণের সদা ধ্যেয় সনাতন পরব্রহ্ম, সূর্য্য ইঁহারই তেজ লইয়া আমাদিগকে তেজ দিয়া থাকেন। বেদান্তে ইঁহাকেই 'নেতি নেতি' ইনি নন, ইনি নন, এইরূপে ইঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।' দীপবৎসলা, স্বামীকে এই কথা বলিয়া ঐ শিশুকে গ্রহণ করিয়া স্তন প্রদান করিল। দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় ঐ বালক প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। গণেশ পুষ্পকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দীপবৎসলা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়া ছিলেন, এইজন্য ইঁহার এক নাম দ্বৈমাতুর হইয়াছে।* (স্কন্দপু')

* "আবির্ভবিষ্যে সদনে বরেণ্যস্য মহীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় বিঘ্নস্যাস্য প্রশান্তয়ে॥
পালনায় স্বভক্তানাং সাধুত্রাণায় ভূসুরাঃ।

২ জরাসন্ধ। [জরাসন্ধ দেশ।] (ত্রি) ৩ দ্বিমাতৃজ।
"ভিন্নশীলা তয়োর্দ্বৈমাত্রোঃ দ্বৈমাতুরয়োঃ পুনঃ।"
(রাজতর° ৪।৩৫৫)

দ্বৈমাতৃক (পুং) দ্বে মাতৃকে ইব যস্যাসৌ দ্বিমাতৃকঃ সএব স্বার্থে অণ্। নদীবৃষ্টিজলজনিত শস্যপ্রধান দেশ, যে দেশে নদীর জল এবং বৃষ্টির জল এই উভয়ের অপেক্ষা করিয়া শস্যাদি হয়, তাহাকে দ্বৈমাতৃক কহে।

দ্বৈমিত্রি (ত্রি) দুই মিত্র বা বন্ধুর পুত্র।

শিব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা পুষ্পকাগর্ত্তং প্রবিবেশ তদৈব সঃ।
আগতে নবমে মাসি প্রাসূত পুষ্পকা শিশুং॥
চতুর্ব্বাহুমিভাস্যঞ্চ দন্তুরং সুন্দরেক্ষণং।
আয়ুধানি চ চত্বারি বিভ্রতং তেজসান্বিতং॥
দৃষ্ট্বা সা ক্রন্দনং চক্রেঽরিষ্টমেতৎ কিমাগতং।
শ্রুত্বা চাক্রন্দনং তস্যা বরেণ্যঃ সগণো যযৌ॥
দদর্শ বালকং সোঽপি বিস্মিতঃ সহ তৈর্গণৈঃ।
উবাচ সেবকান্ রাজা ত্যজতৈনং সরোবরে॥
শিশুমাদায় তে যাতাঃ পার্শ্বস্যৈবাশ্রমে শুভে।
কাসারে তং শিশুং ত্যক্ত্বা যযুঃ সর্ব্বে নিজং পুরং॥
অপরস্মিন্ দিনে পার্শ্বমুনিঃ স্নানায় চাগতঃ।
তদেব দদৃশে তেন বালকোঽদ্ভুতদর্শনঃ॥
আশ্চর্য্যমকরোত্তত্র ভয়ভীতস্তথাভবৎ।
আশ্রমে কেন মে ত্যক্তমরিষ্টং সুখদায়িনীং॥
তপসামুফলং দাতুমীদৃশীং ধৃতবাংস্তনুং।
রক্ষিতুং সর্ব্বলোকানাং পরমাত্মা নিজেচ্ছয়া॥
সুন্দরো বালকঃ কেন ত্যক্তোঽস্মদীদৃশো বহিঃ।
নীত্বা স্বমাশ্রমং চৈনং পালয়িষ্যে প্রযত্নতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা জগৃহে বালমালিলিঙ্গ মুদা মুনিঃ।
তমানীতং মুনেঃ পত্নী দদর্শ দীপবৎসলা॥
উবাচ নিজভর্ত্তারং সুপ্রসন্নাননাম্বুজা।
দীপবৎসলোবাচ।
কিমানীতং মহৎ স্বামিন্ ভৃশমাশ্চর্য্যকারকং।
ইদং বৈনায়কং রূপং মমাভাতি দ্বিজর্ষভ।
ইদমেব প্রিয়ঃ স্বামং ইদমেব তপঃফলং।
ইদমেব পরং ব্রহ্ম যোগিধ্যেয়ং সনাতনং।
ইদমেবং পরং তেজ আদিত্যো যদধিষ্ঠিতং।
ইদমেব হি বেদান্তা নেতি নেতি প্রচক্ষতে॥
শিব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা হর্ষমাপন্না ভর্ত্তুরাদায় বালকং।
স্তনপানং দদৌ তস্মৈ ততঃ সা দীপবৎসলা।
দ্বিতীয়াচন্দ্রবৎ বালো বৃদ্ধিং যাতো দিনে দিনে॥"
(স্কন্দপুরাণ গণেশখ°)

দ্বৈয়হকাল্য (ত্রি) দ্ব্যহরূপঃ কালোযস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্ পদান্তাভ্যাং বৃদ্ধ্যাং পূর্ব্বমৈচ্। দ্ব্যহকাল জাতের ভাব, যাহা দুইদিনে হয় তাহার ভাব। "দ্বৈয়হকাল্যে তু যথান্যায়ং" (জৈমিনিসূত্র°) 'দ্বৈয়হকাল্যে ক্রিয়মানে যথান্যায়ং কৃতং ভবতি তস্মাৎ দ্বৈয়হকাল্যং স্যাৎ চোদকঃ তথা অনুগৃহীতো ভবতি প্রকৃতোহি শ্রূয়তে পূর্ব্বেদ্যুঃ অগ্নিং গৃহ্ণাতি উত্তরং অহর্দেবতাং যজেৎ ইতি তস্মাৎ দ্ব্যহকালং একং অভিনির্ব্বর্ত্ত্য তদহয়েবোপক্রম্যাহপরেদ্যুঃ পরিসমাপয়েৎ।' (ভাষ্য)

দ্বৈয়হ্নিক (ত্রি) দ্বয়োরহ্নোর্ভবঃ পক্ষে ঠঞ্ সমাসান্তবিধের-নিত্যত্বাৎ ন টচ্ ততো অহ্নাদেশঃ। যাহা দুইদিনে হয়। যে কার্য্য দুইদিনে সমাধা হয়, তাহাকে দ্বৈয়হ্নিক কহে।

দ্বৈয়াহাবিক (ত্রি) দ্বয়োরাহাবয়োঃ নিপানয়োর্ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্ ততো ঐচ্। দুই আহাব অর্থাৎ নিপান হইতে যাহা হয়।

দ্বৈযোগ্য (ক্লী) দ্বিসংযুক্ত।

দ্বৈরথ (ক্লী) দ্বৌ রথৌ যত্র যুদ্ধে স্বার্থে অণ্। দুই রথ দ্বারা উপলক্ষিত যুদ্ধ, যে যুদ্ধ দুই রথ দ্বারা হয়। "চিকীর্ষন্ দ্বৈরথং যুদ্ধমভ্যয়াম্মধুসূদনং।" (হরিবংশ ১১৮ অ°)

দ্বৈরাজ্য (ক্লী) দুই রাজার মধ্যে বিভক্ত রাজ্য।

দ্বৈরাত্রিক (ত্রি) দ্বয়োরাত্র্যোর্ভবঃ 'দ্বিগোর্বা রাত্র্যহঃ সংবৎ-সরাচ্চ' ইতি সূত্রেণ পক্ষে ঠঞ্। যাহা দুই রাত্রিতে হয়। সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু যে স্থলে সমাসান্ত হইবে না, সেই স্থলে 'খ' হইবে এবং 'দ্বিরাত্রীণ' এইরূপ পদ হইবে।

দ্বৈরাশ্য (ক্লী) দ্বৌ রাশী যস্য, তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দ্বিবিধ রাশিযুক্তত্ব।

দ্বৈবর্ষিক (ত্রি) দ্বৌবাৎসরিক, দুই বৎসর অন্তর ঘটা।

দ্বৈবিধ্য (ক্লী) দ্বিবিধস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। প্রকারদ্বয়।
"দ্বৈবিধ্যং তু ভবেৎ ব্যাপ্তেরন্বয়ব্যতিরেকতঃ॥" (ভাষাপরি°)

দ্বৈশাণ (ত্রি) দ্বাভ্যাং শাণাভ্যাং ক্রীতং ঠঞ্, তস্য অলুক্। দুই শাণ দ্বারা ক্রীত।

দ্বৈষণীয়া (স্ত্রী) দ্বেষণমেব স্বার্থে অণ্ দ্বৈষণং তদর্হতি ছ। নাগবল্লীভেদ। (রাজনি°)

দ্বৈসমিক (ত্রি) দ্বয়োঃ সময়োর্বর্ষয়োর্ভবঃ সমায়াঃ খৎ, পক্ষে ঠঞ্। বর্ষদ্বয়ভব, যাহা দুই বৎসরে হয়।

দ্বৈহায়ন (ক্লী) দ্বিহায়নস্য ভাবঃ যুবাদিত্বাদণ্। দ্বিবর্ষ বয়স্কের ভাব।

দ্ব্যংশ (ক্লী) দ্বয়োরংশয়োঃ সমাহারঃ, পাত্রাদিত্বাৎ ন ঙীপ্। ভাগদ্বয়, দুইভাগ।
"দ্ব্যংশহরোহর্দ্ধহরোবা পুত্রবিত্তার্জ্জনাৎ পিতা।" (দায়ভাগ)

দ্ব্যক্ষ (ত্রি) দ্বে-অক্ষিণী যস্য ষ সমাসান্তঃ। নেত্রদ্বয়যুক্ত, দুই চক্ষুযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং" (ভারত বনপ° ২৭৭ অ°)

দ্ব্যক্ষর (ক্লী) দ্বয়োরক্ষরয়োঃ সমাহারঃ। ১ বর্ণদ্বয়। দ্বে-অক্ষরে যত্র। ২ বর্ণদ্বয়াত্মক মন্ত্রভেদ। "যজেতি দ্ব্যক্ষরং দ্ব্যক্ষরো বষট্কারঃ" (তৈত্তি° স° ১।৬।১২) (ত্রি) বর্ণদ্বয়যুক্ত শব্দাদি।

"স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভস্যুপাশৃণোৎ দ্বির্গদিতং
বচো বিভুঃ।" (ভাগ° ২।৯।৬)

দ্ব্যঙ্গুল (ত্রি) দ্বে অঙ্গুলী প্রমাণমস্য, ততো অচ্ সমাসান্তঃ। (তৎপুরুষস্যাঙ্গুলেরিতি। পা ৫।৪।৮৬) অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত, যাহার পরিমাণ দুই অঙ্গুল।

"অর্কাঙ্গুলায় সূচ্যগ্রা কাষ্ঠীদ্ব্যঙ্গুলমূলিকা।
শঙ্কুচ্ছায়া ভবেত্তত্র তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দ্বয়োরঙ্গুল্যোঃ সমাহারঃ। (ক্লী) ২ অঙ্গুলিদ্বয় মাত্র। দ্বে অঙ্গুলী যস্য, (অঙ্গুলের্দারুণি। পা ৫।৪।১১৪) ইতি সূত্রেণ ষচ্ সমাসান্তঃ। দুই অঙ্গুল দারু।

দ্ব্যঞ্জল (ত্রি) দ্বাবঞ্জলী পরিমাণমস্য (দ্বিত্রিভ্যামঞ্জলেঃ। পা ৫।৪।১০২) ইতি সূত্রেণ টচ্ সমাসান্তঃ। অঞ্জলিদ্বয় পরিমিত। দ্বয়ো রঞ্জল্যোঃ সমাহারঃ। (ক্লী) ২ অঞ্জলিদ্বয় মাত্র। দ্বাভ্যাং অঞ্জলিভ্যাং ক্রীতঃ ঠঞ্, তস্য লুকি ন অ সমাসান্তঃ। 'প্রমাণে লো দ্বিগোর্নিত্যং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা লুপিচ্ছ বা অচ্। (ত্রি) অঞ্জলিদ্বয়মিত।

"প্রাস্তং জলং দ্ব্যঞ্জলমস্তিকেঽপাং" (ভট্টি)

দ্ব্যণুক (ক্লী) দ্বৌ অণূ কারণে যস্য, কপ্। পরমাণু সমবেতদ্বয়, পরমাণুদ্বয়াবদ্ধ কার্য্য দ্রব্যভেদ। দ্ব্যণুকের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, দুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইলে তাহাকে দ্ব্যণুক কহে।

"বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ॥" (ভাষাপরি°)

দ্ব্যণুক আদি করিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ড বিষয়। ইহা অনিত্য।

"অনিত্যদ্ব্যণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতং।" (ভাষাপরি° ১১১)

দ্ব্যন্য (ত্রি) দ্বাভ্যামন্যঃ ইতি পঞ্চমীতৎপুরুষঃ। দ্বিভিন্ন। দ্বে অন্ত্যে যস্য। দ্বিভিন্নক। দ্বয়োরন্ত্যয়োঃ সমাহারঃ। (ক্লী) অন্ত্যদ্বয়ের সম্মিলন।

দ্ব্যর্থ (ত্রি) দ্বৌ অর্থৌ যস্য। অর্থদ্বয়যুক্ত শব্দাদি। যে সকল শব্দের দুইটী করিয়া অর্থ থাকে।

দ্ব্যশীতি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা অশীতিঃ অশীতি পর্য্যুদাসাৎ ন আৎ। ১ দ্ব্যধিকাশীতি সংখ্যা, দুই অধিক অশীতি সংখ্যা, ৮২ সংখ্যা। ২ তদন্বিত, ততঃ পূরণে ডট্, দ্ব্যশীত, ততস্তমপ্, দ্ব্যশীততম। (ত্রি) দ্ব্যশীত সংখ্যার পূরণ। ডটি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দ্ব্যশীতি-স্থূতং শতাদি ড। দ্ব্যশীত। দ্ব্যশীতযুত শতাদি।

দ্ব্যষ্ট (ক্লী) দ্বে-হেমরূপ্যে অষ্টুতে কারণতয়া ব্যাপ্নোতি অশ-ক্ত। তাম্র।

দ্ব্যহ (পুং) দ্বয়ো রহ্নোঃ সমাহারঃ ততো টচ্ সমাসান্তঃ। দিনদ্বয়।

দ্ব্যহীন (ত্রি) দ্বাভ্যাং অহর্ভ্যাং নির্বৃত্তাদি দ্বিগোর্বায়াত্র্যহঃ সংবৎসরাচ্চ' ইতি সূত্রেণ খ, সূত্রে অহরিতি নির্দ্দেশাৎ ন টচ্ সমাসান্তঃ। ১ দিনদ্বয় সাধ্য, যাহা দুই দিনে করা যায়। (পুং) ২ ক্রতুভেদ।

দ্ব্যাক্ষায়ণ (পুং) ঋষিভেদ। তস্য বিষয়ো দেশঃ ঐষুকাদিত্বাৎ ভক্তল্। দ্ব্যাক্ষায়ণ-ভক্ত, তদীয় বিষয় ও তদীয় দেশ।

দ্ব্যাচিত (ত্রি) দ্বে-আচিতে সম্ভবতি অবহৃতি পচতি বা ঠঞ্, তস্য লুক্। ১ আচিতদ্বয়ের মধ্যে আপনাতে সমাবেশক। ২ অবহারক। ৩ পাচক। স্ত্রিয়াং দ্বিগোরিতি ঙীপ্। পক্ষে খ। দ্ব্যাচিতীন সমাবেশক, আহারক, পাচক। পক্ষে ঠন্। দ্ব্যাচিতিক। ষিত্বাৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দ্ব্যাঢ়ক (ত্রি) দ্বে আঢ়কে সম্ভবতি অবহৃতি পচতি বা, ঠঞ্ তস্য লুক্। ১ আঢ়কদ্বয়ের মধ্যে নিজের ভাগে সমাবেশক। ২ আঢ়কদ্বয় অবহারক। ৩ আঢ়কদ্বয় পাচক। পক্ষে খ দ্ব্যাঢ়কীন বা ঠন্ দ্ব্যাঢ়কিক, স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

দ্ব্যাত্মক (পুং) দ্বৌরূপৌ আত্মানৌ যস্য কপ্। দ্বিস্বভাব রাশি-ভেদ, মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশি।

"চরস্থির দ্ব্যাত্মক নামধেয়া মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

দ্ব্যামুষ্যায়ণ (পুং) অমুষ্য প্রসিদ্ধস্য অপত্যং ফক্ আমুষ্যায়ণঃ দ্বয়ো রামুষ্যায়ণঃ ৬তৎ। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দুইটী লোক কর্ত্তৃক গৃহীত দত্তকপুত্র, একটীপুত্র দুইজনে প্রতিজ্ঞা করিয়া, অর্থাৎ এই পুত্র তোমার এবং আমার এইরূপ নিয়মে বদ্ধ হইয়া যে পুত্র গ্রহণ করা যায়, তাহাকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ কহে। কলিতে এইরূপ পুত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। এই পুত্র উভয় ব্যক্তির পিণ্ডদান এবং ধনাধিকারী হইয়া থাকে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র জনক এবং প্রতিগ্রহীতার এই দুইজনের পুত্র হইয়া থাকে।

"দ্ব্যামুষ্যায়ণস্তু জনকপ্রতিগ্রহীতৃভ্যামাবয়োরয়মিতি সম্প্রতি-পন্নঃ স উভয়োরপি পুত্রঃ" (মিতাক্ষরা)

দ্ব্যায়ুষ (ক্লী) দ্বয়োরায়ুষো সমাহারঃ সমাহারদ্বিগৌ অচতুরে-ত্যাদি অচ্ সমাসান্তঃ। দ্বিগুণিত আয়ুঃকাল।

দ্ব্যাহাব (ক্লী) দ্বয়ো রাহাবয়োঃ সমাহারঃ। আহাবদ্বয়, অর্থাৎ নিপানদ্বয়।

দ্ব্যাহিক (ত্রি) দ্ব্যহে ভবঃ ঠঞ্ বাহুলকাৎ ন ঐচ্। দ্ব্যহজাত জ্বর, যে জ্বর দুইদিনে হয়। (পারস্করবি°)

ধ্যোক (ত্রি) দ্বৌ বা একো বা বাহুলকাৎ ড সমাসান্তঃ। দুই বা এক এইরূপ খ্যাত পদার্থ।

ধ্যোগ (পুং) দ্বয়োর্যোগয়োঃ সমাহারঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যোগদ্বয়।

ধ্যোপশ (পুং) ঈশচ্ছপশেতে আ-উপ-শে-ড, ওপশং শৃঙ্গং যে ওপশে যস্য। পশু। "ত্বোপশমিব ত্মাং" (ঋক্ ১।১৭৩।৬) 'সংস্তুতা ভবন্তি তস্মাৎ ধ্যোপশাঃ পশবঃ' (সায়ণ)

ধ

ধ, ধকার, তবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ব্যঞ্জনের ঊনবিংশবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল।

"দন্ত্যাল্‌তুলসাঃ স্মৃতাঃ।" (শিক্ষা ১৭)

এই বর্ণের স্বরূপ—

"ধকারং পরমেশানি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি ত্রিশক্তিসহিতং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং ধকারং হৃদি ভাবয়॥
পীতবিদ্যুল্লতাকারং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কং॥" (কামধেনুতন্ত্র)

হে পরমেশ্বরি! ধকার কুণ্ডলী এবং মোক্ষরূপিণী, আত্মাদি তত্ত্বের সহিত সর্ব্বদা সম্মিলিত, পঞ্চদেব স্বরূপ, প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তিসমন্বিত, বিন্দুত্রয়যুক্ত এবং পীতবিদ্যুল্লতার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; ইহাকে সর্ব্বদা ভাবনা কর, ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক।

এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে আভ্যন্তরের প্রযত্ন আবশ্যক। দন্তমূল জিহ্বাগ্রের সহিত স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ। ধনার্থ, রুচি, স্থাণু, সাত্বত, যোগিনীপ্রিয়, মীনেশ, শঙ্খিনী, তোয়, নাগেশ, বিশ্বপাবনী, ধিষণা, ধারণা, চিন্তা, নেত্রযুগ্ম, প্রিয়, মতি, পীতবাসা, ত্রিবর্ণা, ধাতা, ধর্ম্মপ্রবন্ধম, সন্দর্শ, মোহন, লজ্জা, বক্রতুণ্ডাধর, ধরা, বামপাদাঙ্গুলিমূল, জ্যেষ্ঠা, সুরপুর, স্পর্শাত্মা, দীর্ঘজঙ্ঘা, ধনেশ ও ধনসঞ্চয় এই সকল শব্দ ধ-বাচক।

ধো ধনার্থো রুচিঃ স্থাণুঃ সাত্বতো যোগিনীপ্রিয়ঃ।
"মীনেশঃ শঙ্খিনী তোয়ং নাগেশো বিশ্বপাবনী॥
ধিষণা ধারণা চিন্তা নেত্রযুগ্মং প্রিয়োমতিঃ।
পীতবাসা ত্রিবর্ণা চ ধাতা ধর্ম্মপ্রবন্ধমঃ॥
সন্দর্শো মোহনো লজ্জা বক্রতুণ্ডাধরং ধরা।
বামপাদাঙ্গুলীমূলং জ্যেষ্ঠা সুরপুরং ভবঃ।
স্পর্শাত্মা দীর্ঘজঙ্ঘা চ ধনেশো ধনসঞ্চয়ঃ॥" (নানাতন্ত্রশাস্ত্র)

মাতৃকান্যাস করিবার সময় এই বর্ণ বামপাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়। এই বর্ণের লিখন প্রকার—ত্রিকোণ রেখা করিতে হইবে। বামরেখার স্কন্ধদেশে একটী বক্র চিহ্ন দিতে হইবে। ঐ ত্রিকোণরূপ তিনটী রেখাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন এবং বাম রেখার স্কন্ধদেশে বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী অবস্থিত আছেন।

"ত্রিকোণরূপরেখায়াং ত্রয়োদেবা বসন্তি চ।
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বামতঃ স্কন্ধতঃ স্থিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান—

"ষড়্‌ভুজাং মেঘবর্ণাঞ্চ রক্তাম্বরধরাং পরাং।
বরদাং শোভনাং রম্যাং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীং।
এবং ধ্যাত্বা ধকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

এই ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষড়্‌ভুজসম্পন্না এবং তাঁহার বর্ণ মেঘসদৃশ, তিনি সর্ব্বদা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে। এইরূপ ধ্যান করিলে, তিনি চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকেন।

ধকার এই বর্ণ কাব্যাদিতে প্রথম বিন্যাশ করিলে সুখ হয়।

"দোধঃ সৌখ্যং মৃদং নঃ।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ধ (ক্লী) দধাতি সুখমিতি ধা-ড। ১ ধন। (পুং) দধাতি ধরতি বিশ্বমিতি ধা-ড। ২ ব্রহ্মা, যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন, তাহার নাম ধ। দধাতি নিধিং। ৩ কুবের, কুবের সকল

নিধি ধারণ করেন এই জন্য কুবেরের নাম ধ। দধাতি জীবানাং শুভাশুভমিতি। ৪ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম জীবের শুভাশুভ ধারণ করিয়া থাকেন। ৫ ধকারবর্ণ।

ধট (পুং) ধং ধনং অটতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি তৌল্যত্বেনেতি ধ-অট-অচ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ তুলা, তরাজু, ধাড়া। (ভাষা।) ইহার নাম নিরুক্তি—

"ধকারাদ্ধর্ম্মমুদ্দিষ্টং টকারাৎ কুটিলং নরং।
ধৃতং ধারয়তে যস্মাদ্ধটস্তেনাভিধীয়তে॥" (দিব্যতত্ত্বধৃতবচন)

ধকার শব্দের অর্থ ধর্ম্ম, এবং টকার শব্দে কুটিল নর, ইহাদিগকে যিনি ধারণ করেন তাহার নাম ধট। ২ তুলারাশি।

"সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধর্ম্মী ধটী ধটঃ।
অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ পরীক্ষাভেদ, তুলাপরীক্ষা।

"ধটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষস্ত পঞ্চমঃ।" (বৃহস্পতি)

ধটক (পুং) ধটেন তুলয়া কায়তীতি কৈ-ক। চতুর্দ্দশ বল্ল পরিমাণ, ৪২ রতি, দ্বিচত্বারিংশৎ রত্তিকা। (লীলাবতী)। ২ নন্দিবৃক্ষ। পর্য্যায় ধব, ধট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর, ধুরন্ধর। (ভাবপ্রকাশ)

ধটকর্কট (পুং) ধটস্য কর্কটঃ ৬তৎ। তুলার শিক্যাধারে ঈষদবক্র কর্কটের শৃঙ্গ সদৃশ আয়স কীলকভেদ।

"কক্ষচ্ছেদে তুলাভঙ্গে ধটকর্কটয়োস্তথা।" (বৃহস্পতি)

ধটপরীক্ষা (স্ত্রী) ধটস্য তুলায়াঃ পরীক্ষা ৬তৎ। তুলাপরীক্ষা। [তুলাপরীক্ষা দেখ।]

ধটিকা (স্ত্রী) পঞ্চসেরাত্মক পরিমাণ, পাঁচসের ধাড়া, পশরা।

"দ্ব্যক্ষেন্দু সংখ্যৈ ধটকৈস্ত সেরস্তৈঃ পঞ্চভিঃ স্যাদ্ ধটিকা চ তাভিঃ।" (লীলাবতী) ধটী স্বার্থে-কন্ টাপ্। ২ চীরবস্ত্র। ৩ কৌপীন, ধড়া।

ধটী (স্ত্রী) ধন-অচ্ নিপাতনাৎ নস্য ট গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ চীরবস্ত্র। ২ কৌপীন। ৩ গর্ভাধানের পর স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রভেদ।

"মূলশ্রবণহস্তেষু পুষ্যাদিত্যোত্তরাসু চ।
মৃগপৌষ্ণে ধটী দেয়া সৌম্যবারে শুভে তিথৌ॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

মূলা, শ্রবণা, হস্তা, পূর্ব্বা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদ, মৃগশিরা ও পুষ্যা এই সকল নক্ষত্রে শুভতিথি ও শুভবারে গর্ভাধানের পর স্ত্রীলোকদিগকে ধটী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে।

ধটিন্ (ত্রি) ধটোঽস্ত্যস্য ইনি। ১ তুলাধারক। ২ তুলারাশি। ৩ শিব।

"ঘণ্টো ঽঘণ্টো ধটী চণ্টী চরুচেলী মিলী মিলী।"
(ভারত শাং ২৮৬ অং)

নীলকণ্ঠ ধটী শব্দের পাঠান্তর ঘটী এই নির্দ্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ঘটয়তি কর্ম্মফলে যোজয়তি নরান্' (নীলকণ্ঠ) 'ধটী' এই পাঠ ভুল।

ধটীদান (ক্লী) ধট্যাঃ চীরবস্ত্রস্য দানং। গর্ভাধানান্তর স্ত্রী সম্প্রদানক চীরবস্ত্র দান, গর্ভাধানের পর স্ত্রীলোকদিগকে যে যে চীরবস্ত্র দান করিতে হয়, তাহাকে ধটীদান কহে।

ধত্তূর (পুং) ধরতি পিবতীতি প্রকৃতিং ধে বাহুলকাদূরচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধুস্তূর।

"ধর্ম্মাধর্ম্মগুণচ্ছেত্রী ধত্তূরকুসুমপ্রিয়াঃ।" (কাশীখং ২৯।৯৪)

ধন (ক্লী) ধনতি রৌতীতি ধন রবে পচাদ্যচ্। ১ স্নেহপাত্র। ২ গোধন।

"অন্বজগ্মুশ্চ গোপালাঃ কালয়ন্তো ধনানি চ। (হরিং ৭৩।৩৩)

৩ জীবনোপায়। দধন্তি ধান্যাদিকমুৎপাদয়তীতি ধন-অচ্ বা দধাতি সুখমিতি ধা বাহুলকাৎ ক্যু (কৃপৃবৃজি মন্দি নিধাঞঃক্যুঃ। উণ্ ২।৮১) ৪ দ্রবিণ।

"ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো নাস্তি বন্ধুর্হি লোকে
ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং॥" (উদ্ভট)

ধন থাকিলে কুলহীন ব্যক্তিরাও কুলীন বলিয়া পরিগণিত হয়। মানব সকল ধনের দ্বারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেহ নাই, অতএব সকলে যত্নপূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করুন।

পর্য্যায়—দ্রব্য, বিত্ত, স্বাপতেয়, রিক্থ, বসু, হিরণ্য, দ্রবিণ, দ্যুম্ন, অর্থ, রাঃ বিভব, কাঞ্চন, লক্ষ্মী, ভোগ, সম্পদ, বৃদ্ধি, শ্রী, ব্যবহার্য্য। (রাজনিং) রৈ, ভোগ, স্ব। (শব্দরত্নাবলী।) বৈদিক পর্য্যায়,—মঘ, রেক্ণ, রিক্থ, বেদ, বরিব, শ্বাত্র, রত্ন, রয়ি, ক্ষত্র, ভগ, মীলু, গয়, দ্যুম্ন, ইন্দ্রিয়, বসু, রায়, রাধ, ভোজন, তনা, নৃম্ণ, বন্ধু, মেধস্, যশস্, ব্রহ্ম, দ্রবিণ, শ্রব, বৃত্র, বৃত, এই অষ্টাবিংশতি ধনের বৈদিক পর্য্যায়। (বেদনিঘণ্টু ২ অং)

বিজ্ঞলোকে ধনকে প্রাণ সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"যদেতদ্দ্রবিণং নাম প্রাণাএতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতে প্রাণান্ যে যস্য হরতে ধনং॥ (কূর্ম্মপুং ৩১অং)

যাহা দ্রবিণ অর্থাৎ ধন, তাহা বহিশ্চর প্রাণ, যাহারা এই ধন হরণ করে, তাহারা প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই ধন প্রাণতুল্য। এই ধন ত্রিবিধ—

"ধনন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং শুক্লং শবলমেব চ।
কৃষ্ণঞ্চ তস্য বিজ্ঞেয়ো বিভাগঃ সপ্তধা পৃথক্ ॥
ক্রমায়াতং প্রীতিদায়ং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং বর্ণানাং ত্রিবিধং ধনং ॥
বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য ত্রিলক্ষণং।
যাজনাধ্যাপনে নিত্যং বিশুদ্ধাশ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥
ত্রিবিধং ক্ষত্রিয়স্যাপি প্রাহু বৈশেষিকং ধনং।
যুদ্ধার্থ লব্ধং করজং দণ্ড্যবধ্যাপহারতঃ ॥
বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং বৈশ্যস্যাপি ত্রিলক্ষণং।
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং শূদ্রস্যৈভ্যস্ত্বনুগ্রহাৎ ॥
কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীত স্বয়ং কৃতং।
আপাৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্ নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ ॥"
(গরুড়পুরাণ ২১০ অং)

শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ ধন, এই ধনের ৭ প্রকার বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রমায়ত্ত, প্রীতিদায় ও ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত এই ত্রিবিধ ধন সকল বর্ণের অবিশেষ ধন নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বর্ণের ত্রিবিধ বিশেষ ধন নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা বিশুদ্ধ এবং ইহা ব্রাহ্মণের বিশেষ ধন। যুদ্ধ করিয়া যে ধন লাভ হয়, এবং করজ, দণ্ড্য ও বধ্যব্যক্তির অপহারজ এই ত্রিবিধ ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধন। বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এই ত্রিবিধ বিশেষ ধন। শূদ্রের কেবল অনুগ্রহ প্রাপ্তি অর্থাৎ তাহাকে দয়া করিয়া যে ধন দেওয়া হয়, সেই ধনকে বিশেষ ধন কহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি বিপদে পতিত হয়, তাহা হইলে কুষীদ কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতে পারিবে, কিন্তু ইহাতে পাপভাগী হইবে না।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ধন ত্রিবিধ।

"পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যার্ত্তিপ্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যত্তু তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতং ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

তামস ধন—পাত্রতা হেতু অর্থাৎ সৎপাত্রাদি এইরূপ দেখাইয়া যে ধন উপার্জ্জিত হয়, পরপীড়া জন্মাইয়া যাহা লাভ করা যায়, কৃত্রিম রত্ন প্রভৃতি এবং সমুদ্রযান বা গিরিরোহণ প্রভৃতি দুষ্কর কর্ম্মদ্বারা ব্যাজ অর্থাৎ শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণাদি বেশ ধারণ করিয়া যে সকল ধন লাভ হয়, তাহাকে কৃষ্ণ অর্থাৎ তামস ধন কহে।

রাজস ধন—"কুসীদকৃষিবাণিজ্যশুল্কগানানুবৃত্তিভিঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তশ্চ রাজসং সমুদাহৃতং ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক ও নৃত্যগীতাদি করিয়া যাহা লাভ হয়, এবং একজনকে উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার বলিয়া যেমন লাভ হয়, তাহাকে রাজস কহে।

সাত্ত্বিক ধন—

"শ্রুতশৌর্য্যতপঃ কন্যা শিষ্য যাজ্যান্বয়াগতং।
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতং ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শ্রুত অর্থাৎ অধ্যয়নাদি করিয়া যাহা পাওয়া যায়, শৌর্য্য অর্থাৎ জয়াদিলব্ধ ধন, তপস্যা অর্থাৎ জপ, হোম, স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া লব্ধ ধন, কন্যার সহিত আগত ধন অর্থাৎ কন্যার শ্বশুরাদি তাহাকে যে ধন দিয়াছে, শিষ্যাগত অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যে ধন দিয়াছে, হোতৃকার্য্য করিয়া যে ধন লাভ হয় এবং দায়াদগণ হইতে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল ধন বিশুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক।

কুব্জ, বামন, খঞ্জ, ক্লীব, শ্বিত্ররোগী, উন্মত্ত ও অন্ধ ইহারা ধনভাগী হয় না।

"কুব্জবামনখঞ্জানাং ক্লীবানাং শ্বিত্রিনামপি।
উন্মত্তানাং তথান্ধানাং ধনভাগো ন বিদ্যতে ॥"
(বামনপুরাণ ৭৫ অং)

ভার্য্যা, দাস ও পুত্র এই তিন জন অধন, এই তিন যাহার অর্থাৎ যাহার পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি, তাহারা তাহারই ধন পাইয়া থাকে।

"ত্রয় এবাধনা রাজন্ ভার্য্যা দাস স্তথা সুতঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনং ॥"(মৎস্যপুরাণ ৩১অং)

যত্নপূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করা বিধেয়, কিন্তু তাহা বলিয়া অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ন্যায়পূর্ব্বক যদি অল্পও ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত; মনু বলিয়াছেন—

"অকৃত্বাপরসন্তাপং অগত্বা খলমন্দিরং।
অক্লেশয়িত্বাচাত্মানং যদল্পমপি তদ্বহু ॥" (মনু)

পর পীড়ন না করিয়া, বেদ বিরোধী নাস্তিক দুষ্ট ও দুর্জ্জনের গৃহে না গিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া যাহা কিছু অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাই বহু বলিয়া মানিতে হইবে অর্থাৎ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ" এই নীতি অনুসারে অর্থাৎ আপদ্‌কালের জন্য কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অতি সঞ্চয় করাও দোষাবহ। রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট ধনের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন—

"অর্থেভ্যোঽথ প্রবৃদ্ধেভ্যঃ সংবৃদ্ধেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে পর্ব্বতেভ্যইবাপগাঃ ॥
অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥
সোঽয়মর্থং পরিত্যজ্য সুখকামঃ সুখৈধিতঃ।

"পাপমাচরতে কর্ত্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ত্ততে॥
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্॥
যস্যার্থাঃ স মহাবাহুর্যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ।
অর্থস্যৈতে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রব্যাহৃতা ময়া॥
রাজ্যমুৎসৃজতা ধীর যেন বুদ্ধিস্ত্বয়াকৃতা।
যস্যার্থা ধর্ম্মকামার্থাস্তস্য সর্ব্বং প্রদক্ষিণং॥
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিচিন্বতা।
হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্ম্মঃ ক্রোধঃ শমোদমঃ॥
অর্থাদেতানি সর্ব্বাণি প্রবর্ত্তন্তে নরাধিপে।
যেষাং নশ্যত্যয়ং লোকশ্চরতাং ধর্ম্মচারিণাং॥
তেঽর্থাস্ত্বয়ি ন দৃশ্যন্তে দুর্দ্দিনেষু যথা গ্রহাঃ।" (রামা° লঙ্কা°)

যেরূপ পর্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবৃদ্ধ ধন হইতে ক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত হয়। যাহারা ধনহীন, তাহারা লোকের নিকট মন্দবুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী যেরূপ শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ অধন ব্যক্তি সকল প্রকার ক্রিয়াবিরহিত হয়। যাহার অর্থ আছে, তাহার বন্ধুবান্ধব আছে, তিনিই মূর্খ হইলেও পণ্ডিত এবং পুরুষ পদবাচ্য ও সকল গুণাকর এবং যাহার অর্থ নাই তাহার কেহই নাই। ধন থাকিলে হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম্ম, ক্রোধ, শম ও দম প্রভৃতি সকলই প্রবর্ত্তিত হয়। দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে গ্রহ সকল যেরূপ কুফল প্রদান করে, সেইরূপ অর্থ না থাকিলে সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ধন থাকিলে সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারা যায়; আবার অর্থ হইতেই নরকের পথ পরিষ্কার হয়। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধন অত্যাবশ্যক, কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদের ইহাই একমাত্র পরিত্যাগের বিষয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন এজগতে পরিত্যাজ্য বিষয় কি! 'কিমত্রহেয়ং কনকঞ্চ কান্তা' কাঞ্চন এবং স্ত্রী হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য, যতদিন ধনাদিতে মোহ থাকিবে, ততদিন জীবের গন্তব্য পথ সুদূরপরাহত। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ॥"
(মোহমুদ্গর)

অর্থ অর্থাৎ ধনকে প্রতিদিন অনর্থ বলিয়া চিন্তা করিবে, এই ধন হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ নাই। ধনীদিগের পুত্র হইতেও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নীতি সকল স্থলে বিহিত আছে।

যাহারা ধন কামনা করেন, তাহারা অগ্নির আরাধনা করিবেন, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইলে ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছে দ্ধুতাশনাৎ।"(আহ্নিকতত্ত্ব)

ধন না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, এইজন্য ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার জন্য ধনোপার্জ্জন বিষয়ে মনু এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

"চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥
অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রোজীবেদনাপদি॥
যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ং॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং বাপি নশ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যহৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥
চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাং।
জ্যায়ান্ পরঃপরো জ্ঞেয়ধর্ম্মতো লোকজিত্তম॥
ষট্‌কর্ম্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্বাভ্যামেকশ্চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি॥" (মনু ৪।১-৯)

"নলোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাং॥
সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥" (মনু ৪।১১-১২)

ব্রাহ্মণ গুরুগৃহে জীবিতকালের চতুর্থভাগের একভাগ অবস্থানপূর্ব্বক তৎপরে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে ধনের প্রয়োজন, তখন ব্রাহ্মণ অদ্রোহ অর্থাৎ পরের পীড়া উৎপাদন না করিয়া শীলোঞ্ছাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অল্পদ্রোহ (প্রার্থনা করিয়া লোকের নিকট ধন লইলে তাহাকে অল্পদ্রোহ কহে) দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষা ও কুটুম্ববর্গের প্রতিপালনের জন্য অনিন্দিত স্বীয় কর্ম্মদ্বারা এবং শরীরকে ক্লেশ না দিয়া ধন সঞ্চয় করিবে। ব্রাহ্মণের ধনসঞ্চয়ের পক্ষে কোন্ কোন্ কার্য্য নিন্দিত এবং কোন্ কার্য্য অনিন্দিত, তাহার

বিষয় বলা হইতেছে। ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধন সংগ্রহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, শ্ববৃত্তি অর্থাৎ চাকুরী করিয়া কখন ধনোপার্জ্জন করিবে না। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রাদিতে কৃষকেরা ধান্যাদি কাটিয়া লইয়া যাইলে যে সকল ধান্য প্রভৃতি পড়িয়া থাকে, ঐ সকল ধান্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণের নাম উঞ্ছ-শীল, এই উঞ্ছশীলের নামই ঋত। অযাচিত ভাবে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাকে অমৃত, (কারণ ইহাতে কোন প্রকার কষ্ট নাই, অথচ লাভ হয়, এইজন্য অমৃত নামে খ্যাত।) প্রার্থনা করিয়া অর্থাৎ ভিক্ষা করিয়া যে ধন লাভ হয়, তাহাকে মৃত, (লোকের নিকট প্রার্থনা করা মৃতবৎ কষ্টদায়ক, এইজন্য প্রার্থিত ধনের নাম মৃত)। ভূমিকর্ষণ করিয়া যে সকল শস্যাদি পাওয়া যায়, তাহাকে প্রমৃত, (কারণ ভূমিকর্ষণ করিতে হইলে অনেক প্রাণিবধ হইয়া থাকে, এইজন্য ইহা অতি কষ্টকর এবং পাপজনক বলিয়া ইহার নাম প্রমৃত হইয়াছে) এবং বাণিজ্য করিয়া যে ধন লাভ হয়, তাহাকে সত্যানৃত কহে, (বাণিজ্য করিতে হইলে সত্য মিথ্যা ব্যবহার আপনা হইতেই হইয়া পড়ে, এইজন্য ইহাকে সত্যানৃত কহে।) এই সকল বৃত্তিদ্বারা ধন উপায় করিয়া জীবন ধারণ করিবে, কিন্তু শ্ববৃত্তি, অর্থাৎ চাকুরী করিয়া কখনই ধন উপায় করিবে না। এই যে সকল বৃত্তি লিখিত হইল, জীবন ধারণের জন্য ধনসঞ্চয়ের জন্য নহে। ধনসঞ্চয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ দোষাবহ, আপৎকাল ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য ধনসঞ্চয় করা প্রয়োজন। এই ধন সঞ্চয়ের বিষয়ও মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের ধন সঞ্চয়ের পার্থক্যানুসারে কুশূলধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যৈহিক এবং অশ্বস্তনিক এই চারি প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণ তিন বৎসর অনায়াসে চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহাকে কুশূলধান্যক কহে এবং যিনি এক বৎসরের ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহাকে কুম্ভীধান্যক। কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, ছয়মাসের হইতে পারে এইরূপ ধান্যসঞ্চয়কারীর নাম কুশূলধান্যক এবং দ্বাদশ দিনের সঞ্চয়কারীর নাম কুম্ভীধান্যক, তিন দিনের সঞ্চয়কারীর নাম ত্র্যৈহিক এবং যিনি প্রতিদিন আনেন প্রতিদিন খান, তাহাকে অশ্বস্তনিক কহে। এই প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে অশ্বস্তনিক শ্রেষ্ঠ। তাহার পর ত্র্যৈহিক, পরে কুম্ভীধান্যক, তৎপরে কুশূলধান্যক জানিতে হইবে। একমাত্র অশ্বস্তনিকই স্বর্গে লোকজিৎ ও অতিশয় শ্রেষ্ঠ। [অর্থ ও বিত্ত শব্দ দেখ।]

যে সকল ব্রাহ্মণ ধন সঞ্চয় না করিয়া প্রতিদিন যাহা আনে, তাহাতেই ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে এক একজন ষট্‌-কর্ম্মা হইতে পারিবেন অর্থাৎ ষট্ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বা-হার্থ ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন। বহুপোষ্যবর্গ ব্যক্তি যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ উপায়ে ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবে। তাহা হইতে অল্প পোষ্যযুক্ত ব্যক্তি কেবল যাজন ও অধ্যাপন এই দ্বিবিধ বৃত্তি, আর যিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তিনি কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ অধ্যাপন দ্বারা ধনোপায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। মেধাতিথি এই চারিপ্রকার বৃত্তি চারিপ্রকার গৃহস্থের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ কুশূলধান্যক ষট্ কর্ম্ম, কুম্ভীধান্যক ত্রিবিধকর্ম্ম, ত্র্যৈহিক দ্বিবিধ কর্ম্ম এবং কেবল অশ্বস্তনিক অধ্যাপন দ্বারা ধনোপায় করিবেন। ব্রাহ্মণগণ আপদ্‌কালে এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনোপায় করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রাণত্যাগ সদৃশ কষ্ট হইলে লোকবৃত্তি সেবা অর্থাৎ চাকুরী করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবেন না। ব্রাহ্মণ শঠতা কাপট্য প্রভৃতি পরিহার করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করিবেন এবং সর্ব্বদা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। কারণ সুখ সন্তোষের উপরই নির্ভর করে। এই সকল বিধিবাক্য দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ জীবিকা ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে যত অর্থের প্রয়োজন তত পরিমাণ অর্থই তিনি উপার্জ্জন করিবেন, তদতিরিক্ত ধনোপায়ে তিনি যত্নশীল হইবেন না। লোভপরবশ হইয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহার অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহার মহান্ কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। ক্ষত্রিয় যুদ্ধপ্রভৃতি বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদিদ্বারা উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু শূদ্র এই বর্ণত্রয়ের সেবা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু শূদ্র ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে না। সে যে ধন উপা-র্জ্জন করিবে, সেই ধন তাহার প্রভুর, এই জন্য শূদ্র অধন-পদবাচ্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সর্ব্বদা ন্যায়পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

৫ লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান, জাতবালকের রাশিচক্রে জন্ম লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থানকে ধনস্থান কহে। জাতবালক ধনী বা নির্ধন হইবে, ইহার বিষয় দেখিতে হইলে এই দ্বিতীয় স্থান দেখিয়া তাহার নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে।

জন্মকালে সূর্য্য ধনস্থানে থাকিলে মনুষ্য ধনহীন হয়, অথবা তাম্রখণ্ড বা রক্তদ্রব্য দ্বারা ধনবান্ হইতে পারে। মতান্তরে যদি রবি জন্মকালে ধনস্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে মনুষ্য স্ত্রীপুত্র-বিহীন, কৃশশরীর, অতি দীন হীন,

রক্তলোচন, ক্ষুণ্ণচিহ্নযুক্ত, লৌহ তাম্রাদি ধনে ধনবান্ এবং সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্ত ও সংসারত্যাগী হইবে।

চন্দ্র ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি অহংকাররহিত, ধন ধান্তে পরিপূর্ণ, মণিরত্ন প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে আসক্ত ও আমোদযুক্ত হইবে। মতান্তরে—চন্দ্র ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ত্যাগশীল, মতিমান্, নিধির ন্যায় ধনপূর্ণ, চঞ্চলমতি, সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, পরম সুখভাগী, কীর্ত্তিশালী, সহিষ্ণু, প্রফুল্ল বদন ও চন্দ্র সদৃশ কান্তিযুক্ত হয়।

মঙ্গল ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কৃষিজীবী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, প্রবাসবাসী, অল্প ধনশালী, ধাতুকার্য্যে নিরত ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইবে।

মতান্তরে—জন্মকালে যদি মঙ্গল ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধাতুদ্রব্য বিষয়ে বিবাদপরায়ণ, প্রবাসী, অল্পধনবিশিষ্ট, ক্ষীণচিত্ত, দ্যূতকর, সহিষ্ণু, কৃষিকার্য্যকরণে সমর্থ, ক্রয়বিক্রয়শীল, লুব্ধচিত্ত ও সর্ব্বদা অল্প সুখভাগী হইবে।

বুধ ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি সত্যবাদী, প্রগল্ভ, প্রবাসী, পিতৃভক্ত, সুন্দর ও সম্পূর্ণ সৌভাগ্যশালী হইবে।

বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি ধনবান্, মন্ত্রি, হর্ষযুক্ত, চন্দন ও অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য বিভূষিত এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধনহীন হইবে।

যাহার জন্মকালে শুক্র ধনস্থানে থাকেন, সে ব্যক্তি নিজ বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং স্ত্রীধন দ্বারা ধনবান্ হইবে; এই ব্যক্তির ধনাগার সর্ব্বদা অর্থাদি পূর্ণ থাকিবে। মতান্তরে—যাহার জন্ম সময়ে শুক্র ধনস্থানে থাকেন, সে ব্যক্তি পরধনে ধনবান্, যুবতীর মনোরঞ্জনকারী, একমাত্র রজতধনে ধনী, যৌবনাপগমে কৃশদেহ, রসিক এবং বাচাল হইয়া থাকে।

শনি ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কাষ্ঠ, অঙ্গার ও তৃণদ্বারা ধনবান্ হইবে এবং সর্ব্বদা দুষ্কার্য্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিবে। নীচবিদ্যানুরাগী ও দুঃখিতচিত্ত হইবে। মতান্তরে—জন্মকালে শনি যাহার ধনস্থানে থাকিবে, সেই ব্যক্তি কাষ্ঠ ও তৃণদ্বারা ধনবান্, লৌহ ও সীসকসঞ্চয় করিতে যত্নশীল ও চৌর্য্যপরায়ণ হইবে। রাহু ধনস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি মৎস্য মাংস দ্বারা ধনশালী, নখ চর্ম্ম এবং অস্থিবিক্রয়ী হইবে। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি চৌর্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। মতান্তরে—রাহু ধনস্থানে থাকিলে চোরের মতানুযায়ী ব্রতনিষ্ঠ, সর্ব্বদা সন্তপ্ত হৃদয়, বহুদুঃখভাগী, মৎস্য ও মাংস দ্বারা ধনী এবং সর্ব্বদা নীচলোকের সহিত অবস্থান করিবে। (জ্যোতিঃকল্পলতা)

ঢুণ্ডিরাজ কৃত জাতকাভরণে ধনস্থানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

পণ্ডিতগণ সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুর ক্রয়বিক্রয়, রত্ন প্রভৃতি কোষ সংগ্রহ এই সকল ধনস্থানে চিন্তা করিবেন।

যদি সূর্য্য, মঙ্গল, শনি অথবা ক্ষীণচন্দ্র ধনস্থানে থাকেন, বা ধনস্থান দর্শন করেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধনহীন হয়। যদি ধনস্থানে মঙ্গল ও চন্দ্র থাকেন এবং তাঁহারা যদি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মনুষ্য চর্ম্মরোগবিশিষ্ট হয়। শনি ধনস্থানে থাকিয়া যদি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের ধনবৃদ্ধি হয়। যদি ধনস্থানে সূর্য্য অবস্থান করেন এবং যদি তিনি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধনসম্পত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ শুভগ্রহগণ ধন স্থানে থাকিলে তাঁহারা সকলেই উত্তম ধন প্রদান করেন। যদি বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকেন এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে বিপুল ধনসম্পত্তি হয়। যদি বুধ ধনস্থানে থাকিয়া চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ধনহানি হইয়া থাকে। যদি ক্ষীণচন্দ্র ধনস্থানে থাকিয়া বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের পূর্ব্বোপার্জ্জিত ধননাশ হইয়া থাকে এবং নূতনোপার্জ্জিত ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি শুক্র ধনস্থানে থাকেন এবং বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মনুষ্য ধনবান্ হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্র যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, বা শুভগ্রহের সহিত একত্র থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য প্রভূত ধন পাইয়া থাকে।

কেতু ধনস্থানে থাকিলে ধননাশ, ধান্য নাশ, কুটুম্ববিরোধ, দ্রব্যবিষয়ে রাজভয় ও মুখরোগ হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি কোথাও সম্মানিত হয় না এবং বহুভাষী হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কেতু যদি স্বীয় গৃহে অথবা সৌম্যগৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে মানব অতিশয় সুখী হইয়া থাকে।

ধনযোগ—যাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চমস্থানে শুক্র স্বীয় ক্ষেত্রে অবস্থান করেন এবং একাদশ স্থানে শনি থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বহুদ্রব্যের অধিপতি হইয়া থাকে। যাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে বুধ স্বক্ষেত্রে এবং একাদশ স্থানে চন্দ্র ও মঙ্গল অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রভূত ধনাধিপতি হইয়া থাকে। যাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে শনির ক্ষেত্রে রবি ও একাদশ স্থানে বুধ অবস্থিতি করেন, সেই ব্যক্তি ধনশালী হইয়া থাকে। যাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে যদি রবি স্বক্ষেত্রে থাকেন এবং একাদশ স্থানে

বৃহস্পতি বাস করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রভূতধনাধিপতি হইয়া থাকে। যাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে এবং একাদশ স্থানে চন্দ্র ও মঙ্গল থাকেন, সেই ব্যক্তি ধনশালী হইয়া থাকে। যাহার জন্মলগ্নে রবি স্বক্ষেত্রে থাকেন এবং তাহাতে মঙ্গল বা বৃহস্পতির যোগ অথবা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। যাহার জন্মলগ্নে চন্দ্র স্বক্ষেত্রে থাকেন এবং তাহাতে বৃহস্পতি বা মঙ্গলের দৃষ্টি কিম্বা যোগ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। যাহার জন্মলগ্নে মঙ্গল স্বক্ষেত্রে থাকেন এবং চন্দ্র, শুক্র বা শনির যোগ কিম্বা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। যাহার জন্মলগ্নে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে থাকেন এবং তাহাতে যদি বুধ বা মঙ্গলের দৃষ্টি কিম্বা যোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে। যাহার জন্মলগ্নে শুক্র স্বক্ষেত্রে থাকেন এবং তাহাতে যদি শনি বা বুধের দৃষ্টি কিম্বা যোগ থাকে, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইবে।

ধনহীনযোগ—যাহার লগ্নাধিপতি দ্বাদশ স্থানে এবং দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিয়া মারকাধিপতি কর্ত্তৃক যুক্ত অথবা দৃষ্ট হন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ স্থানে, ষষ্ঠস্থানাধিপতি লগ্নে স্থিত হইয়া মারকাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতব্যক্তি দরিদ্র হয়। যাহার লগ্ন চন্দ্র ও কেতুযুক্ত হয় এবং লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানস্থিত হইয়া মারকাধিপতি কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও ধনহীন হইয়া থাকে। যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ ষষ্ঠাধিপতি, অষ্টমাধিপতি কিম্বা দ্বাদশাধিপতির সহিত যুক্ত হইয়া পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, অথবা ঐ লগ্নাধিপতি গ্রহ পঞ্চমাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতব্যক্তি ধনহীন হয়।

পঞ্চমাধিপতি ষষ্ঠস্থানে ও নবমাধিপতি দশম স্থানে থাকিলে তাহাতে যদি মারকাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জাত ব্যক্তি নির্ধন হয়। লগ্নগত পাপগ্রহ নবমাধিপতি বা দশমাধিপতি কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়া মারকাধিপতি কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে জাতমনুষ্য ধনরহিত হইয়া থাকে। যে যে গৃহের অধিপতি অষ্টম, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ স্থানে থাকে, সেই সেই গৃহে যদি অষ্টমাধিপতি, ষষ্ঠাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি অবস্থিতি করে এবং তাহাতে পাপগ্রহ বা শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জাতবালক দুঃখী, চঞ্চল ও ধনহীন হয়। যে নবাংশে চন্দ্র অবস্থান করে, সেই নবাংশের অধিপতি যদি মারকস্থানস্থিত কিম্বা মারকাধিপতির সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে জাত-মনুষ্য দরিদ্র হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি যে নবাংশে থাকিবে, সেই নবাংশের অধিপতি যদি দ্বাদশ, ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া মারকাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতবালক ধনহীন হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশ স্থানস্থিত হইয়া পাপসংযুক্ত ও মারকাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতমনুষ্য রাজবংশীয় হইলেও ধনহীন হইয়া থাকে। (পারাশরীয়)

ধনযোগ বিষয়ে খনার বচন—

"মেষে যবে থাকে দিনকর, সোণায় রূপায় ভরে ঘর।
ভূমি ধন বিশ্রাম ধাম, পণ্ডিত হয় সহে মান॥
যোগজ্ঞানে হয় সিদ্ধি, পথে পড়িয়া পায় নিধি।
নাচ দেখে গীত শোনে, হাসে খেলে আপন মনে॥" (খনা)

লগ্ন ও চন্দ্রের দশম স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, সেই গ্রহ দ্বারা ধনপ্রাপ্তির বিষয় গণনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। যদি লগ্ন ও চন্দ্রের দশম স্থানে রবি অবস্থান করেন, তাহা হইলে মনুষ্য পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি চন্দ্র থাকেন, তাহা হইলে মাতৃধন, যদি মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে শত্রুর নিকট হইতে, বুধ থাকিলে মিত্রের নিকট হইতে, বৃহস্পতি থাকিলে ভ্রাতার নিকট হইতে, শুক্র থাকিলে স্ত্রীর নিকট হইতে এবং শনি থাকিলে ভৃত্যের নিকট হইতে ধনপ্রাপ্তি স্থির করিতে হইবে। যদি লগ্ন ও চন্দ্রের দশম স্থানে কোন গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের দশমাধিপতি গ্রহ যে নবাংশে অবস্থিতি করিবেন, সেই গ্রহের রাশির অধিপতি-গ্রহের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবে। রবির নবাংশে অবস্থিতি করিলে তৃণ অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য, সুবর্ণ, পশম ও ঔষধ ব্যবসায় অবলম্বন দ্বারা, চন্দ্রের নবাংশে অবস্থিতি করিলে কৃষিকর্ম্ম, জলজ দ্রব্যের ব্যবসা, বা স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে থাকিয়া, মঙ্গলের নবাংশে থাকিলে ধাতু ও মৃত্তিকা-ব্যবসায়, অগ্নিক্রিয়া, অস্ত্রব্যবসা অথবা সাহসিক কার্য্য দ্বারা, বুধের নবাংশে অবস্থান করিলে লিপিব্যবসা অথবা শিল্পকার্য্য দ্বারা, বৃহস্পতির নবাংশে থাকিলে মনুষ্যত্বিককর্ত্তব্য যাজক ব্যবসায়, দেবসেবা ও খনিজাত দ্রব্য ব্যবসা দ্বারা, শুক্রের নবাংশে থাকিলে রত্ন, রৌপ্য ও গো মহিষাদি ব্যবসা অবলম্বন দ্বারা এবং নবাংশাধিপতি শনি হইলে বহুপরিশ্রম, বধকার্য্য, ভারবহন, নীচকর্ম্ম ও শিল্পব্যবসা দ্বারা ধন লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মাধিপতি যে নবাংশে থাকিবেন, সেই গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশাতে প্রচুর ধনপ্রাপ্তি ও কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

নবাংশাধিপতি মিত্র গৃহে অবস্থান করিলে, মিত্র হইতে

স্বগৃহে থাকিলে নিজ হইতে অর্থ লাভ করে এবং সেই গ্রহ তুঙ্গ হইলে নিজ বাহুবলে ধনোপার্জ্জন করিবে, স্থির করিতে হইবে। বলবান্ শুভগ্রহ একাদশ স্থানে লগ্নে ও ধনস্থানে থাকিলে নানা প্রকার ধনলাভ হইয়া থাকে।

ধনবান্ যোগ—জন্মকালে সিংহ, ধনু, মীন, মেষ, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশিতে রবি ও মঙ্গল একত্র অবস্থিতি করিলে ধনযোগ হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া থাকে।

ধনহীনযোগ—লগ্ন হইতে দশমস্থানে, রবি হইতে একাদশ স্থানে ও চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে কোন গ্রহের অবস্থিতি না থাকিলে জাতব্যক্তি নিধন হয়। (বৃহজ্জাতক)

"শশিনা সহিতো মন্দঃ শুক্রভৌমযুতো ভবেৎ।
তেন দারিদ্র্যযোগেন সমুদ্রমপি শোষয়েৎ॥" (দীপিকা)

চন্দ্র ও শনি যদি এক গৃহে অবস্থান করেন, অথবা শুক্র ও মঙ্গল একত্র থাকেন, তাহা হইলে সেই মনুষ্য ধনহীন হইয়া থাকে। (দীপিকা)

ধনপ্রয়োগ নক্ষত্র—অশ্বিনী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৬ বীজগণিতোক্ত ধনভিন্ন। "ধনর্ণ সকলনে করণসূত্রং বৃত্তার্দ্ধং যোগে যুতিঃ স্যাৎ ক্ষয়য়োঃ স্বয়োর্বা ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ" (লীলাবতী) ধন-রবে-অচ্। ৭ শব্দ। ৮ যোগচিহ্ন + (Plus)।

ধনক (পুং) ধনস্য কামঃ ইচ্ছা ধন-কন্। ১ ধনেচ্ছা। ২ রাজা কৃতবীর্য্যের পিতা। "ধনকঃ কৃতবীর্য্যস্য" (ভাগ° ৯।২৩।৭)

ধনকাম, ধনকাম্য (ত্রি) অর্থগৃধ্নু। ধনলোলুপ।

ধনকেলি (পুং) ধনৈঃ কেলিঃ ক্রীড়া যস্য। কুবের। (ত্রিকা°)

ধনক্ষয় (পুং) ধনস্য ক্ষয়ঃ। ধনের ক্ষয়, অর্থের নাশ।

ধনগর্ব্ব (পুং) ধনস্য গর্ব্বঃ ৬তৎ। ধনজনিত অহঙ্কার, অর্থের অহঙ্কার।

ধনগাঁও, মধ্যভারতের এক সামন্ত রাজ্য। ইহার অধিপতি ঠাকুর উপাধিধারী। ইনি সিন্ধিয়া ও হোলকার উভয়ের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন এবং ইংরাজরাজকে কর দেন।

ধনগায়েন, বাঙ্গালার হাজারীবাগ জেলার একটী গিরিবর্ত্ম। সহরঘাটী হইতে পাকা রাস্তা এই বর্ত্মের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে কোনরূপ গাড়ী চলে না বলিয়া এ রাস্তায় আর বাণিজ্যদ্রব্যাদি যায় না।

ধনগুপ্ত (পুং) ১ যে যত্ন সহকারে ধন রক্ষা করে। ২ একজন বণিকের নাম। (কথাস°)

ধনচন্দ্র, শব্দানুশাসন লঘুবৃত্ত্যবচূরিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ধনচঞ্চু (স্ত্রী) ধনং আহ্বয়তি নাশয়তীতি মেঘো-বাহুলকাৎ উঃ। করেটু পক্ষী, করকটিয়া পাখী।

ধনঞ্জয় (পুং) ধনং জয়তি সম্পাদয়তি জি-খচ্ মুম্। ১ অগ্নি। 'ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ' অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করিতে হয়, অগ্নিই ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইজন্য ধনঞ্জয় শব্দে অগ্নিকে বুঝায়। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ধনং জয়তি অরীন্ নির্জ্জিত্য অর্জ্জয়তি জি-খচ-মুম্। ৩ তৃতীয় পাণ্ডব, অর্জ্জুন।

"সর্ব্বান্ জনপদান্ জিত্বা বিত্তমাদ্রিত্য কেবলম্।
মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ং॥" (ভারত ৪।৪২।১৩)

আমি সকল জনপদ জয় করিয়া কেবল ধন আশ্রয় করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম, সেইজন্য আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে।

কাশীদাসী মহাভারতে ধনঞ্জয় নামের ভিন্নরূপ নিরুক্তি দৃষ্ট হয়—

কোন এক সময়ে যোগেশ্বর নামে শিবের পূজা লইয়া গান্ধারী ও কুন্তীতে বিবাদ হয়। শিব এই বিবাদ ভঞ্জের জন্য মন্দির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, কেন তোমরা বৃথা বিবাদ করিতেছ; কল্য প্রাতে তোমাদের মধ্যে যিনি এক সহস্র স্বর্ণ চম্পক-পুষ্প দিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পূজা করিবে, আমার এই মূর্ত্তি তাহারই নিজস্ব হইবে। গান্ধারী এই কথা শুনিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকে স্বর্ণ চম্পকের কথা বলিলেন। দুর্য্যোধন রাত্রিকালে অনেক স্বর্ণকার দ্বারা উক্তপুষ্প প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এদিকে কুন্তীদেবীর মুখে মহাবীর অর্জ্জুন এই কথা শুনিয়া উষাসময়ে স্বীয় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া গাণ্ডীব ধনুর্যোগে দুইটী বায়ব্য শরত্যাগ করিলেন। সেই শরদ্বয় ধনপতি কুবেরকে পরাজিত করিয়া তদীয় পুরী হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণচম্পক আনিয়া শিবকে আচ্ছন্ন করিল। তখন কুন্তীদেবী অনায়াসে গান্ধারীর অগ্রে শিবপূজা করিতে সমর্থ হইল। শিববিগ্রহ কুন্তীর হইল। এই রূপে কুবের ভাণ্ডার হইতে জয় করিয়া ধন আনয়ন করাতে অর্জ্জুনের ধনঞ্জয় নাম হইয়াছিল। (বিরাটপর্ব্ব)

৪ অর্জ্জুন বৃক্ষ। ৫ বিষ্ণু। [অর্জ্জুন দেখ।]

"অনির্দ্দেশ্যবপুর্বিষ্ণুর্বীরোঽনন্তো ধনঞ্জয়ঃ॥" (বিষ্ণুস°)

৬ দেহস্থবায়ু, শরীরস্থ বায়ু পঞ্চবায়ুর অন্তর্গত, এই বায়ু দেহের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। "ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ" (বেদান্তসার) 'ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ'। (সুবোধিনী) ৭ নাগভেদ, এই নাগ জলাশয় সকলের অধিপতি।

"কচ্ছপশ্চ মহানাগো মৃত্যুঞ্চান্ধ্রবলাহকৌ।
মণিমান্ কুণ্ডধারশ্চ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ॥" (ভারত ২।৯।৯)

৮ গোত্রবিশেষ। (ত্রি) ৯ ধনঞ্জয়গোত্রসম্ভূত।

(ভারত ১৩।১৪৯।৮৩)

১০ ষোড়শ দ্বাপরের ব্যাস।

"ত্র্যয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়।" (দেবীভাগ° ১।৩।৩০)

ধনঞ্জয়, একজন জৈন কবি। ইঁহার গ্রন্থের নাম "ধনঞ্জয়ী নামমালা।" অনেকে অনুমান করেন "রাঘবপাণ্ডবীয়" নামক দ্ব্যর্থকাব্যকার ধনঞ্জয় ও এই জৈন কবি অভিন্ন ব্যক্তি, কারণ জৈন কবি ধনঞ্জয়ও "দ্বিসন্ধান" অর্থাৎ দ্ব্যর্থ কাব্য রচনায় পটু ছিলেন বলিয়া কবি রাজশেখর তাঁহার "হরিহরাবলী"তে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত "নামাবলী" "ধনঞ্জয় কোষ," "ধনঞ্জয়-নিঘণ্টু," "প্রমাণনামমালা" ও "নিঘণ্টু-সাম্য" নামক আরও কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ধনঞ্জয়, কুস্থলপুরের অধিপতি। গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক ইনি বিজিত ও বন্দী হন, পরে মুক্তিলাভ করেন। [সমুদ্রগুপ্ত দেখ।]

ধনঞ্জয়, ১ অমরুশতক, সূক্তিকর্ণামৃত ও গণরত্নমালাধৃত অনৈক প্রাচীন কবি। ২ চন্দ্রপ্রভা কাব্যরচয়িতা। ৩ ধর্ম্ম-প্রদীপ ও সম্বন্ধবিবেক নামক গ্রন্থদ্বয়কর্ত্তা। ৪ দশরূপক-প্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম বিষ্ণু।

ধনঞ্জয় সিদ্ধ, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের ৩৯ অধ্যায়ে গঙ্গা ও গণ্ডকীর মধ্যে বিশাল নামক রাজ্যের বর্ণনা আছে। ঐ বিশাল দেশের মধ্যে দীর্ঘহার নামে এক বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। উহার মধ্যে বনকেলি নামে এক বৃহৎ গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। এই বনকেলি গ্রামে ধনঞ্জয় সিদ্ধ নামে এক যোগী বাস করিবেন। তিনি কলি সন্ধ্যায় আবির্ভূত হইয়া সাধনা-দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা বশীভূত করিবেন। তপঃপ্রভাবে তিনি ত্রিকালজ্ঞ হইবেন। একরাত্রি কতকগুলি দস্যু তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবে। এই অপরাধে বনকেলিগ্রাম ধ্বংস হইবে। [বিশাল ও বনকেলি দেখ।]

ধনদ (পুং) ধনং দয়ন্তে দে পালয়তীতি দেঙ্ পালনে-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) কুবের।

"ত্রিপিষ্টপং গ্রহীষ্যামি জিত্বেন্দ্রং বরুণং যমং।
ধনদং পাবকঞ্চৈব চন্দ্রসূর্য্যৌ বিজিত্য চ॥"

(দেবীভাগ° ৫।৩।৪০)

ব্রহ্মা ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ধনাধিপতি করিয়াছিলেন।

"দদৌ তত্তপসা তুষ্টঃ ব্রহ্মা তস্মৈ বরং শুভং।
মনোঽভিলষিতং তস্য ধনেশত্বমখণ্ডিতং॥"

(অধ্যাত্মরামায়ণ ৭।১।৩৮)

পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, বিশ্রবার পুত্র কুবের। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে ইঁহার উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—পুলস্ত্য নামে তপঃপরায়ণ এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার বিশ্রবা নামে তপঃশোভাদি সম্পন্ন এক পুত্র হয়। একদিন ভরদ্বাজ ইঁহার আশ্রমে আসিয়া বিশ্রবাকে নানা সদ্গুণযুক্ত অব-লোকন করিয়া তাঁহার দেববর্ণিনী নামে কন্যা ইঁহাকে সম্প্রদান করেন। কালক্রমে দেববর্ণিনী একটী সন্তান প্রসব করিল। বিশ্রবা জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে গণনা করিয়া দেখিলেন, এই পুত্র সকল গুণসম্পন্ন ও ধনাধ্যক্ষ হইবে। তখন ঋষিগণ মিলিত হইয়া ঐ পুত্রের পিতৃ অনুরূপ বৈশ্রবণ এই নাম রাখিল। পরে বৈশ্রবণ যথাকালে ধর্ম্মই একমাত্র পরমগতি ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সহস্রবর্ষ অতীত হইল। পরে বায়ু ভোজন, কখন বা একটু জল পান করিয়া আরও সহস্রবর্ষ অতীত হইল। ব্রহ্মা ইঁহার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া বর প্রদান করিতে ইঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইঁহাকে কহিলেন, "তোমার তপস্যায় আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এখন তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ইহাতে বৈশ্রবণ কহিলেন, যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি যেন লোকপাল হই এবং ধনাধ্যক্ষ হই। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ৩সর্গ)

২ হিজ্জলবৃক্ষ। ধনদ আশ্রয়িত্বেনাস্ত্যস্যেতি-অচ্।

৩ হিমালয়ের একদেশ।

"ধনদং সমতিক্রম্য হিমবন্তং পর্ব্বতং॥" (ভারত ১৩।১৯।১৬)

ধনং দদাতি-দা-ক। (ত্রি) ৪ দাতা।

"উদ্বেজয়তি ভূতানি ক্রূরবাক্-ধনদোঽপি সন্॥"

(কামন্দকীয় নীতি ৩.২৩)

(পুং) ৫ ধনঞ্জয় বায়ু। ৬ অগ্নি। ৭ চিত্রক বৃক্ষ।

ধনদণ্ড (পুং) ধনেন দণ্ডঃ। মনূক্ত ধনগ্রহণরূপ দণ্ড।

"বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্ব্বৎ ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরং।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডং তু বধদণ্ডমতঃপরং॥" (মনু)

প্রথমে বাক্‌দণ্ড, তাহার পর ধিক্‌দণ্ড, সকলের শেষে বধদণ্ড রাজা বিধান করিবেন। [দণ্ড দেখ।]

ধনদত্ত (পুং) ১ যিনি ধনদান করেন। ২ নামভেদ।

ধনদদেব (পুং) একজন কবির নাম।

ধনদস্তোত্র (ক্লী) ধনদস্য কুবেরস্য স্তোত্রং। কুবেরের স্তোত্র।

ধনদা (ত্রি) [বৈ] ১ ধন দান করা। ২ দেবীর নামান্তর।

ধনদাক্ষী (স্ত্রী) ধনদস্য কুবেরস্য অক্ষীব পিঙ্গলং পুষ্পমস্যাঃ ষচ্ সমাসান্তঃ ততোঙীষ্। কুবেরাক্ষী লতা, লতাকরঞ্জ।

(রাজনির্ঘণ্ট)

ধনদানুজ (পুং) ধনদস্য অনুজঃ ৬তৎ। ১ রাবণ, কুম্ভকর্ণ

প্রভৃতি। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বিশ্রবা হইতে কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, ইহারা ধনদের পরে জন্মিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে ধনদানুজ কহে। ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে।—

বিশ্রবা কৈকসী নামে একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমে কৈকসীর গর্ভে বীভৎসরূপ দশগ্রীব বিংশতিবাহু একটী পুত্র হয়, ইহার নাম রাবণ। তাহার পর কুম্ভকর্ণ নামে একটী পুত্র, পরে শূর্পনখা নামে একটী কন্যা এবং শেষে অতি ধার্ম্মিক মুনিগুণসম্পন্ন বিভীষণ নামে পুত্র প্রসূত হয়।

[বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দেখ।]

ধনদায়িকা (স্ত্রী) ধনং দদাতি ধন-দা-ণ্বুল্। ধনদাত্রী দেবীভেদ। "ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্ম্মূলে দেবীং তাং ধনদায়িকাং।" (তন্ত্রসার)

ধনদায়িন্ (ত্রি) ধনং দদাতি দা-ণিনি। ১ ধনদাতা। ২ অগ্নি। 'ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ' অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করিতে হয়, অগ্নি সন্তুষ্ট হইলে ধনলাভ হয়, এইজন্য অগ্নির নাম ধনদায়ী।

ধনদেব (পুং) ধনদদেব, ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কুবের।

ধনদেশ্বর (পুং) কাশীস্থিত কুবের স্থাপিত শিবলিঙ্গভেদ।

ধননন্দ, মহাবংশ মতে নন্দ বংশীয় শেষ রাজা। কালাশোকের দশপুত্র হয়। এই দশ জনেই একসময়ে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধন-নন্দ যখন রাজ্যের মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত, তখন তাঁহার সহিত চাণক্য পণ্ডিতের বিবাদ হয়। চাণক্য কৌশলে তাঁহাকে বধ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট্ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। [নন্দ দেখ।]

ধনন্দদা (স্ত্রী) যেন ধনেন আনন্দং দদাতি দা-ক, বা ধনং দদতে ধন বাহুলকাৎ খচ্-মুম্। বুদ্ধশক্তিভেদ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

ধনপতি (পুং) ধনানাং পতিঃ ৬তৎ। ১ কুবের।
"সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।" (মেঘদূত)

২ দেহস্থিত বায়ুভেদ। এই ধনপতির উৎপত্তি-বিবরণ বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"মহাতপা উবাচ।
শৃণু চান্যাং বসুপতেরুৎপত্তিং পাপনাশিনীং।
যথা বায়ুঃ শরীরস্থো ধনদঃ সম্বভূব হ ॥
আদ্যং শরীরং যত্তস্মিন্ বায়ুরন্তস্থিতোঽভবৎ।
প্রয়োজনান্মূর্ত্তিমত্ত্বমাদিশন্ ক্ষেত্রদেবতাঃ॥
তত্রামূর্ত্তস্য বায়োস্তু উৎপত্তিঃ কীর্ত্ত্যতে ময়া।
তাং শৃণুষ্ব মহাভাগ কথ্যমানাং ময়ানঘ ॥
ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ সৃষ্টিং মুখাদ্বায়ু র্বিনির্যযৌ।
প্রচণ্ড শর্করাবর্ষী তং ব্রহ্মা প্রত্যষেধয়ৎ ॥
মূর্ত্তো ভবস্ব শান্তশ্চ তত্রোক্তো মূর্ত্তিমান্ ভবন্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং যদ্বিত্তং ফলমেব চ ॥
তৎসর্ব্বং পাহি যেনোক্তং তস্মাদ্ধনপতির্ভবেৎ।
তস্য ব্রহ্মা দদৌ তুষ্টস্তিথিমেকাদশীং প্রভুঃ ॥
তস্যামনগ্নিপক্বাশী যো ভবেৎ নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্মাত্তু ধনদো দেবস্তুষ্টঃ সর্ব্বং প্রযচ্ছতি ॥
এষা ধনপতের্মূর্ত্তিঃ সর্ব্বকিল্বিষনাশিনী।
য এতাং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পুরুষঃ পঠতেঽপি বা।
সর্ব্বকামমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥" (বরাহপুরাণ)

ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাতপা বলিয়াছিলেন, বসুপতির উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, এই বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, ইহা অতিশয় পাপনাশক। শরীরস্থিত ধনদ বায়ু যেরূপ সম্ভূত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে শরীরে বায়ু অন্তঃস্থিত ছিল। তাহার পর প্রয়োজন হইলে সেই বায়ুকে ক্ষেত্রদেবতা সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়াছিল। সেই অমূর্ত্ত্য বায়ুর উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইতেছে। যে সময় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই সময় বায়ু ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হন। তখন ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শান্ত ভাবাবলম্বন কর। বায়ু ব্রহ্মার এই কথায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া শান্তভাব ধারণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা তাহাকে আদেশ করিলেন, 'দেবতাদিগের যে সকল বিত্ত আছে, তুমিই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর, এবং এইজন্য তুমি ধনপতি নামে বিখ্যাত হইবে।' ব্রহ্মা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া একাদশী তিথি প্রদান করিয়া কহিলেন, 'যাহারা এই তিথিতে অগ্নিপক্ব দ্রব্য ভক্ষণ না করিবে, তুমি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অভি-লষিত বর দিবে।' এইরূপে ধনপতির মূর্ত্তির উৎপত্তি হইয়াছিল, এই মূর্ত্তি সকল পাপনাশিনী। যাহারা এই বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ করে বা পাঠ করে, তাহাদের কোনরূপ কষ্ট থাকে না এবং অন্তকালে স্বর্গলোকে গতি হইয়া থাকে। (বামনপু°)

ধনপতি কুবেরের বিষয় মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—
"কুবেরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতং।
হারকেয়ূররচিতং সিতাম্বরধরং শুভং ॥
গদাধরঞ্চ কর্ত্তব্যং বরদং মুকুটান্বিতং।
নরযুক্তবিমানস্থং মেষস্থং বাপি কারয়েৎ ॥
বর্ণেন পীতবর্ণেন গুহ্যকৈঃ পরিবারিতং।
মহোদরং মহাকায়ং নিধ্যষ্টকসমন্বিতং।
গুহ্যকৈর্বহুভির্যুক্তং ধনব্যগ্রকরৈস্তথা ॥" (মৎস্যপু°)

ধনপতি কুবের কুণ্ডলধারী অলঙ্কৃত, হারকেয়ূর রচিত শুভ্র মাল্যধারী, হস্তে গদা, বরদায়ী, মুকুটযুক্ত, শ্রেষ্ঠবিমানস্থিত, ইহার বর্ণ পীত, চারিদিকে গুহক সকল পরিবেষ্টিত, এবং মহোদর, মহাকায় ও অষ্টঋদ্ধি সমন্বিত। ধনপতি কুবের প্রীত হইলে ধনদান করিয়া থাকেন।

৩ একজন সদাগর। ইনি উজানি নগরে বাস করিতেন। ইহার দুই পত্নী ছিল, তাহাদের নাম খুল্লনা ও লহনা।

ইনি স্বদেশের রাজা বিক্রমকেশরী কর্তৃক সিংহলে প্রেরিত হইয়া তথায় শালবান্ রাজার নিকট কারারুদ্ধ হন এবং ইহার পুত্র শ্রীমন্ত ইহাকে কারামুক্ত করেন। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) [শ্রীমন্ত দেখ।] (ত্রি) ৪ ধনাধ্যক্ষ, খাতাঞ্জি, যাহার নিকট ধনরক্ষার ভার থাকে।

ধনপতি, ১ সূক্তিকর্ণামৃতধৃত জনৈক প্রাচীন কবি। ২ জ্ঞানমুক্তাবলী নামক জ্যোতিঃগ্রন্থরচয়িতা। ৩ দিক্প্রদর্শনসার নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

ধনপতিমিশ্র, বিদ্যারত্নাকর ও শঙ্করদিগ্বিজয়ডিণ্ডিম নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহার পিতার নাম রামকুমার মিশ্র, শ্বশুরের নাম সদানন্দ ব্যাস, গুরুর নাম বালগোপাল তীর্থ এবং পুত্রের নাম শিবদত্ত মিশ্র।

ধনপাল (ত্রি) ধনং পালয়তি পালি-অণ্। ১ ধনরক্ষক। (পুং) ২ কুবের। ৩ সূক্তিকর্ণামৃত ও ভোজপ্রবন্ধধৃত প্রাচীন কবি। ৪ জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণিক। ইহার গ্রন্থে "আর্য্য" ও "দ্রাবিড়ের" উল্লেখ আছে। ইনি মৈত্রেয় রক্ষিত, কাশ্যপ ও পুরুষকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে এই বৈয়াকরণিকের সর্ব্বদা উল্লেখ দেখা যায়।

৫ জনৈক জৈন গ্রন্থকার। ইনি "পৈশাচী নামমালা"নামক প্রাকৃত অভিধানকর্ত্তা। হেমচন্দ্র ও ভানুজীর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার পিতার নাম সর্ব্বদেব ও ভ্রাতার নাম শোভন।

৬ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, ঋষভপঞ্চাশিকা ও তিলকমঞ্জরী। তিলকমঞ্জরী ইহার কন্যার নাম। ইনি ভোজরাজের সভায় ছিলেন। রাজার সহিত এক সময় বিবাদ হয়। রাজাদেশে ধনপালের তিলকমঞ্জরী গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তখন উক্ত গ্রন্থের তিলকমঞ্জরী নাম ছিল না। এতদিনের পরিশ্রম ও যত্নের দ্রব্য নষ্ট হওয়ায় কবি ধনপাল অতি বিমর্ষভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার কন্যা তিলকমঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিল, বিষণ্ণতার কারণ কি? কবি সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তিলক হাসিয়া বলিলেন, ইহার জন্য চিন্তা কি, আপনি প্রতিদিন যতগুলি শ্লোক লিখিতেন, আমি প্রত্যহ সেগুলি কণ্ঠস্থ করিতাম, সমস্তই আমার স্মরণ আছে, আমি বলিয়া যাই, আপনি লিখিয়া লউন। এইরূপে নষ্টগ্রন্থ উদ্ধার হইল। কবি প্রফুল্লিতান্তঃকরণে কন্যার নামে সেই কাব্যের নামকরণ করিলেন। কাব্যালঙ্কারে ইহার উল্লেখ আছে।

ধনপিশাচিকা (স্ত্রী) ধনে পিশাচিকেব। ধনাশা। পর্য্যায়—তৃষ্ণা। (হারাবলী)

ধনপিশাচী (স্ত্রী) ধনে পিশাচীব। তৃষ্ণা, ধনলোভ, ধনাশা।

ধনপ্রয়োগ (পুং) ধনস্য বৃদ্ধ্যর্থং প্রয়োগঃ। টাকা ধার দেওয়া। ইহার নাম ঋণদান। ধনপ্রয়োগ করিতে হইলে বিশুদ্ধ নক্ষত্রাদি দেখা আবশ্যক। মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—স্বাতী, পুনর্ব্বসু, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, বিশাখা, পুষ্যা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও অশ্বিনী এই সকল নক্ষত্রে ঋণদান করিতে হয়।

"মৃদুপুষ্যাশ্বিনী চৈব বিশাখা শ্রবণত্রয়ং।
পুনর্ব্বসৌ চ শংসন্তি ধনাদি নিধিবর্ত্তনং॥" (মুহূর্ত্তচিন্তামণি)

"ঋণং ভৌমেন গৃহ্লীয়াৎ ন দেয়ং বুধবাসরে।
ঋণচ্ছেদং কুজে কুর্য্যাৎ সঞ্চয়ং সোমনন্দনে॥"

(জ্যোতিঃপ্রকাশ)

মঙ্গলবারে ঋণ গ্রহণ করিবে না এবং বুধবারে ঋণ দিতে নাই। মঙ্গলবারে ঋণ পরিশোধ করিবে। সোমবারে সঞ্চয় করিবে। হস্তানক্ষত্র, রবিবার ও সংক্রান্তিতে যে সকল ঋণ করা যায়, তাহা কখনও পরিশোধ হয় না। পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ সকল নিষিদ্ধ দিনে ঋণ করিলে অতিশয় যত্ন করিয়া শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য।

"হস্তে হর্কবারে সংক্রান্তৌ যদৃণং স্যাৎ কুলেষু তৎ।
বৃদ্ধিযোগে তথা ক্ষেমমৃণচ্ছেদং তু কারয়েৎ॥"

(জ্যোতিঃপ্রকাশ)

পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, স্বাতি, বিশাখা ও আর্দ্রা এই সকল নক্ষত্রে ধনপ্রয়োগ অর্থাৎ ঋণ দান করিবে না। কিন্তু অনুরাধা, চিত্রা, মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্রে ঋণ গ্রহণ করিবে, কিন্তু কখন দান করিবে না।

"আজং যমদ্বয় মহিত্রয়ঞ্চ শক্রদ্বয়ং বায়ুযুগং মহেশঃ।
কার্য্যো ন চৈতেষু ধনপ্রয়োগো মৃদোগণে প্রাপ্তমৃণং ন দেয়ং॥"

(জ্যোতিঃসারসং)

ধনপ্রিয়া (স্ত্রী) ধনবৎ প্রিয়া। কাকজম্বু বৃক্ষ, একপ্রকার জাম।

ধনফল (ক্লী) ধনানাং ফলং। দানভোগাদি।

"অগ্নিহোত্রফলাবেদা দত্তভুক্তফলং ধনং।
রতিপুত্রফলা দারাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতং॥" (অগ্নিপু°)

ধনভক্ষ (পুং) ধনভোগ।

"পুরুহূত প্রবার্য্যৈ ধনভক্ষেষু নাবঃ।" (ঋক্ ১০।১০।২।৭)

ধনভূতি, মৌর্য্যবংশের পর শুঙ্গবংশীয় রাজগণ প্রবল হন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাঘেলখণ্ডের নিকট নাগোদ (নগৌধ) নামক স্থানে ভরহুত নামে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই স্তূপের এক স্তম্ভ হইতে প্রাপ্ত খোদিত লিপিপাঠে জানা যায় যে, শুঙ্গদিগের রাজত্বকালে গার্গীপুত্র বিশ্বদেবের প্রপৌত্র, গোতীর পৌত্র, অগর এবং বাৎসীর পুত্র ধনভূতি কর্ত্তৃক এই তোরণ নির্ম্মিত ও সমাপ্ত হয়। কর্ণেল পণ্ডিত হুল্‌ট্ অনুমান করেন, এই ধনভূতি শুঙ্গদিগের অধীনস্থ কোন রাজা হইবেন। এই স্তূপের অন্য এক স্তম্ভলিপিতে ধনভূতির পর তাঁহার পুত্র যুবরাজ বাধপালের নাম পাওয়া গিয়াছে।

ধনমদ (পুং) ধনায় যে মদঃ বা ধনস্য মদঃ। ধন জন্য মত্ততা, ধনাদি হইলে মনে এক প্রকার গর্ব্ব হয়, তাহাকে ধনমদ কহে, অর্থের অহঙ্কার।

ধনমিত্র, একজন বণিক, মহাকবি কালিদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকে উল্লিখিত একজন ধনী বণিকের নাম। যে সময় রাজা দুষ্মন্ত মাধব্যের সহিত শকুন্তলা-বিরহে কাতর হইয়া উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় মন্ত্রী রাজাকে ইহার অপুত্রক অবস্থায় মরণসংবাদ লিপি দ্বারা জানাইয়াছিলেন, ইহাতে রাজা বলিয়াছিলেন, ধনমিত্রের অনেক পত্নী আছে, তাহার মধ্যে যদি কেহ সসত্ত্বা থাকেন, তাহা হইলে তাহারই গর্ভজ সন্তান ইহার উত্তরাধিকারী হইবে। (শকুন্তলা ৬ অঙ্ক)

ধনমূল (ত্রি) ধনমেব মূলং যস্য। ধনই যাহার মূল, অর্থই যাহার কারণ। (ক্লী) মূলধন, আসল টাকা।

ধনমোহন (পুং) একজন বণিক-পুত্রের নাম।

ধনরাজ, মহাদেবীদীপিকা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থকার।

ধনর্চ (পুং) ধনার্থং অর্চা যস্য। ধনার্থ অর্চাযুক্ত অগ্নি। "নার্বণং ধনর্চং।" (ঋক্ ১০।৪৬।৫)

ধনলুব্ধ (ত্রি) অর্থলোভী, অর্থপর।

ধনলোভ (পুং) ধনায় ধনস্য বা লোভঃ। ধনের নিমিত্ত লোভ, ধনের অভিলাষ।

ধনবৎ (ত্রি) ধনমস্যাস্তীতি ধন-মতুপ্, মস্য ব। ধনবিশিষ্ট, ধনশালী, ধনী।

"রাজানং জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ॥" (রাম° ২।৬৭।১৮)

ধনবতী (স্ত্রী) ধনবৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, ধনদেবতা এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই জন্য ধনবতী শব্দে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রকে বুঝায়।

ধনবিজয় বাচক, লোকনালিকসূত্র নামক গ্রন্থের ভাষ্যবৃত্তিকার। প্রায় ১১৪১ সম্বতে ইনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি গচ্ছপ্রধান বিজয়দেবসূরি ও শ্রাদ্ধপ্রতিক্রমণসূত্রবৃত্তিরচয়িতা বিজয়সিংহের সমসাময়িক।

ধনসঞ্চয় (পুং) ধনস্য সঞ্চয়ঃ। অর্থসঞ্চয়, অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা, আপদ্‌কালের জন্য ধনসঞ্চয় অবশ্যকর্ত্তব্য।

ধনসনি (ত্রি) সন সম্ভক্তৌ-ইন্ ধনস্য সনিঃ। ধনলাভযুক্ত।

"তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেনং তে গায়ন্তি।
তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ" (ছান্দোগ্য উপ°) 'ধনসনয়ো ধনলাভযুক্তা ধনবন্তঃ' (ভাষ্য)

ধনসম্পত্তি (স্ত্রী) ধনাঢ্যতা।

ধনসা (ত্রি) ধন দান স্বীকার করা।

'অগ্নিঃ ধনসা জোহবীমি' (ঋক্ ২।১০।৬)

ধনসাতি (স্ত্রী) ধন বা অর্থ উপার্জ্জন।

ধনসিংহ, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত চম্পাদেশাধিপতি। ইনি খড়্গসিংহের পুত্র ও উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী। ইহার পিতৃব্য অটকসিংহের যৌবনে মৃত্যু হইলে ইনিই চম্পাসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রাজ্যারোহণের সময় ইহার বয়স অল্প। ইহারই সময়ে সৌগতগণ প্রবল হইয়া চম্পার একাংশ বিশাল প্রদেশ অধিকার করে। ধনসিংহ সৌগতগণকে কর দান করিয়া মনোদুঃখে সাহায্য লাভাশায় বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করেন, পথে গঙ্গাতীরে বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধনসূ (পুং) ১ ধন উৎপাদন। ২ ধুম্যাট নামক পক্ষিবিশেষ।

ধনস্থ (ত্রি) ধন-স্থা-ক। ধনবান্, ধনী।

ধনস্থান (ক্লী) ধনচিন্তনার্থং স্থানং। লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান, ঐ স্থানে ধনের শুভাশুভের বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

[ধন দেখ।]

ধনস্পৃৎ (ত্রি) লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন বা জয়।

ধনস্পৃহা (স্ত্রী) অর্থকাম, ধনলিপ্সা।

ধনস্যক (ত্রি) লালসয়া ধনমিচ্ছতি ধন-ক্যচ্, লালসায়াং সুক্, ধনস্য নামধাতুঃ ততো ণ্বুল্। ১ লালসাযায়ী ধনেচ্ছু। ২ গোক্ষুরক। (শব্দচ°)

ধনস্বামী (পুং) ধনদেবতা, কুবের।

ধনহর (ত্রি) ধনং হরতি হৃ তাচ্ছীল্যাদৌ-ট। ধনহরণশীল চৌর। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। চৌরনামক গন্ধদ্রব্যভেদ।

ধনহারী (ত্রি) দায়ভাগী, যে অপরের ধনে উত্তরাধিকারী হয়, ধনাপহারক। (স্ত্রী) চৌরনামক গন্ধ দ্রব্য। পর্য্যায়—চণ্ডা, ক্ষেম ও তৃণপত্রক।

ধনহৃৎ (ত্রি) ধনং হরতি হৃ-কিপ্ তুক্। ১ ধনহারী। (পুং) ২ চণ্ডালকন্দ। (পারস্করনি°)

ধনা (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ।

ধনাকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) ধনাভিলাষ, ধনতৃষ্ণা।

ধনাগম (পুং) ধনস্য আগমঃ ৬তৎ। অর্থাগম, ধন আসা, অর্থাদি পাওয়া। "মূঢ়জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং" (মোহমুদ্গর)।

ধনাঢ্য (ত্রি) সমৃদ্ধিশালী।

ধনাধিকারিন্ (ত্রি) ধনং অধিকরোতি অধি-কৃ-ণিনি। ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ।

ধনাধিকৃত (ত্রি) ধনেন অধিকৃতঃ। ধন দ্বারা অধিকৃত।

ধনাধিগোপ্তৃ (ত্রি) ধনং অধিগোপায়তি অধি-গুপ-তৃচ্। ১ ধনপালক, খাতাঞ্জি, কোষরক্ষক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পুং) ২ কুবের। "স তদ্গৃহস্থোপরিবর্ত্তমান আলোকয়ামাস ধনাধিগোপ্তা।" (ভারত উ° ১৯৩ অ°)।

ধনাধিপ (পুং) ধনানাং অধিপঃ। কুবের।

"সজয়ং সম্পরিত্যজ্য গতে শক্রে শচীপতৌ।
যমো ধনাধিপঃ পাশী জগ্মুঃ সর্ব্বে ভয়াতুরাঃ॥"

(দেবীভাগ° ৫।৭।১৮)

২ ধনরক্ষক, কোষাধ্যক্ষ।

ধনাধিপতি (পুং) ধনস্য অধিপতিঃ। ১ কুবের। ২ ধনরক্ষক।

ধনাধিপত্য (ক্লী) ধনাধিপতেঃ ভাবঃ ষ্যঞ্। ধনের অধিপতিত্ব।

"কৌবেরং প্রযযৌ তীর্থং যত্র তপ্তং সা মহত্তপঃ।
ধনাধিপত্যং সংপ্রাপ্তো রাজরৈলবিলঃ প্রভুঃ॥"

(ভারত শান্তি ১৮ অ°)

ধনাধ্যক্ষ (পুং) ধনানাং অধ্যক্ষঃ। ১ কুবের। ২ ধনরক্ষক কোষাধ্যক্ষ।" ধনাধ্যক্ষের লক্ষণ—

"লোহবস্ত্রাজিনাদীনাং রত্নানাঞ্চ বিধানবিৎ।
বিজ্ঞাতা ফল্গুসারানামনাহার্য্যঃ শুচিঃ সদা॥
নিপুণশ্চাপ্রমত্তশ্চ ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আয়দ্বারেষু সর্ব্বেষু ধনাধ্যক্ষসমানরাঃ॥
ব্যয়দ্বারেষু চ তথা কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা।" (মৎস্যপুরাণ)

যাহারা লৌহ, বস্ত্র, অজিন, ও রত্ন প্রভৃতির বিধান বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং শুচি, কার্য্যকুশল, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, ধনপ্রভৃতির সকল প্রকার বিধানবিৎ, এবংবিধ লোক ধনাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত। রাজা আয় ও ব্যয় এই দুই স্থলেই ধনাধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন। তাহারাই আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবে।

ধনায়ু (পুং) নৃপভেদ। (বিষ্ণুপু°)

ধনার্থ (ত্রি) ধনায় অর্থঃ অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ। ধন প্রয়োজন।

ধনার্থিন্ (ত্রি) ধনং অর্থয়তে অর্থ-ণিনি। ধনপ্রার্থক, ধনাভিলাষী। "নতাদৃশং ভবত্তে নো নৃপহস্তধনার্থিনঃ।" (মনু)

ধনাশা (স্ত্রী) ধনানাং আশা ৬তৎ। ধনলোভ।

"জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি॥"

(হরিবংশ ৩০।৪৬)

ধনাশ্রী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। চলিত নাম ধানসী। হনুমন্মতে শ্রীরাগের তৃতীয় ভার্য্যা। ইহা বাড়ব ঋষভবর্জ্জিত। গ্রহাংশ ন্যাস ষড়্জ। হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। কোন মতে অপরাহ্নে গেয়। কল্লিনাথ মতে, মেঘ রাগের চতুর্থ ভার্য্যা। ভরত মতে মালকোষ রাগের পুত্র গান্ধারের ভার্য্যা। ইহা বীররসে প্রযোজ্য।

স্বরগ্রাম স ০ গ ম প ধ নি স ঃ ঃ।

"দূর্ব্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা কান্তং লিখন্তী বিরহেণ দূনা।
শেতে কপোলে দধতী দৃগম্বুনিস্পন্দ নির্ধৌত কুচা ধনাশ্রী॥"

(হনুমান্—সঙ্গীতসারস°)

রাগমালায় ইহার রূপ এইরূপ বর্ণিত আছে—ইনি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরহ দুঃখে অতিশয় কাতরা, এইজন্য শরীর অতিশয় কৃশা; একাকিনী বকুল বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন। (রাগমালা)

ধনিক (পুং) ধনিনা কায়তীতি কৈ-ক। ১ ধন্যাক, এই অর্থে ধনিক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়, রাজনির্ঘণ্টে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ধনমস্ত্যস্যেতি ঠন্। ২ ধব, স্বামী। (ত্রি) ধনং অস্ত্যস্যেতি (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। ৩ সাধু। ৪ ধনী। ধনবান্ ধনশালী।

"ধূর্ত্তকরকন্দুকানাং বারবধূচরণনূপুরমণীনাং।
ধনিকগৃহোৎপন্নানাং মুক্তির্নাস্ত্যেব মুগ্ধানাং॥"

(কলাবিলাস ১।১৮)

যে সকল মূঢ় লোক ধূর্ত্তদিগের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ, বারবণিতার চরণস্থিত নূপুর মণির ন্যায় এবং ধনিকগৃহোৎপন্ন, এই সকল লোকদিগের মুক্তি হয় না।

৫ উত্তমর্ণ।

"অধমর্ণার্থসিদ্ধ্যর্থমুত্তমর্ণেন চোদিতঃ।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থমধমর্ণাদ্বিভাবিতং॥" (মনু ৮।৪৭)

(পুং) ৩ দশরূপক গ্রন্থ ব্যাখ্যাকর্ত্তা, বিষ্ণুর পুত্র একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।

ধনিকা (স্ত্রী) ধনিক-টাপ্। ১ সাধুনারী। ২ বধূ। ৩ যুবতী। ৪ ধনিকপত্নী। ৫ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ৬ প্রাচীন সৌরাষ্ট্ররাজ্যের অন্তর্গত, দ্বারকার দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার বর্ত্তমান নাম ধিনিকি।

ধনিচা (দেশজ) পাট উৎপাদনকারী বৃক্ষবিশেষ। (Æschynomene cannabina)

ধনিতা (স্ত্রী) ধনাঢ্যতা।

ধনিন্ (ত্রি) ধনমস্ত্যস্তেতি ধন-ইনি। ১ ধনবান্। পর্য্যায়—ইভ্য, আঢ্য। (অমর)

"ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥" (চাণক্য)

যেখানে ধনশালী লোক, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও বৈদ্য এই পাঁচটী নাই, সেই স্থানে বাস করিবে না। ২ উত্তমর্ণ। "যাদৃশা ধনিভিঃ কার্য্যা ব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ॥
তাদৃশান্ সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ॥"
(মনু ৮।৬১)

ধনিরাম, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার গ্রন্থের নাম বৈষ্ণবব্রতসিদ্ধান্তজ্যোৎস্না। ইহা নিম্বাদিত্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবাচার নির্ণায়ক গ্রন্থ।

ধনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ধনী ইষ্ঠন্ ইনোলোপঃ। অতিশয় ধনযুক্ত, অত্যন্ত ধনশালী।

ধনিষ্ঠা (স্ত্রী) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। পর্য্যায় শ্রবিষ্ঠা, বসুদেবতা, ভূতি, নিধান, ধনবতী। এই নক্ষত্র পঞ্চতারকাযুক্ত এবং মণ্ডলাকার। ইহার স্বরূপ—

"মস্তকোপরি সমাগতে ধনে মর্দ্দলাকৃতিনি পঞ্চতারকে।
যান্তি কান্তিমন্তি মেষলগ্নতঃ সারসাক্ষি রসষড়্‌গ্রলিপ্তিকাঃ॥"
(কালিদাস কৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাতফল—ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে দীর্ঘশরীরসম্পন্ন, কন্ঠযুক্ত, কামাতুর, বিবাদী, বহুপুত্রযুক্ত, উত্তম শাস্ত্রবেত্তা, দয়হন্তবিশিষ্ট ও রাজতুল্য কীর্ত্তিমান্ হয়। মতান্তরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে দাতা, ধনবান্, শূর, গীতাপ্রিয় ও ধনলোভী হয়।

"আচারজাতাদরচারুশীলো ধনাভিলাষী বলবান্ দয়ালুঃ।
যস্য প্রসূতৌ চ ভবেৎ ধনিষ্ঠা মহৎপ্রতিষ্ঠা সহিতো নরঃ স্যাৎ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিনপাদ এবং শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রথমার্দ্ধ মকররাশি। ধনিষ্ঠার শেষার্দ্ধ শততিষা ও উত্তরভাদ্রপদের প্রথম তিনপাদ কুম্ভরাশি। [নক্ষত্র দেখ।]

ধনী (স্ত্রী) ধনমস্ত্যস্যাঃ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। যুবতী। ক্বাপি যাহ° ন হ্রস্বঃ। ধনীকা, যুবতী।

ধনীয়ক (ক্লী) ধনায় হিতঃ ধন-ছ, সংজ্ঞায়াং কন্। ধন্যাক, ধনে। (শব্দরত্নাবলী)

ধনু (পুং) ধনতীতি ধন (ভৃমৃশীতৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ইতি উ। ১ চাপ। ২ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ ধনুর্দ্ধর। ৪ শীঘ্রগন্তা। "শব্যাহয়ো ধনুতরো" (ঋক্ ৪।৩১।৫) 'ধনুতরৌ শীঘ্রগন্তৃতরৌ।" (সায়ণ) [ধনুস্ দেখ।]

ধনুঃকাণ্ড (ক্লী) শরাসন ও শর।

ধনুঃখণ্ড (ক্লী) ধনুষো খণ্ডং। ধনু, চাপ।

ধনুঃপট (পুং) ধনুষ ইব পটোবিস্তারো যস্য। পিয়ালবৃক্ষ।

"পিয়ালস্তু খরস্কন্ধশ্চারো বহুল বল্কলঃ।
রাজাদনস্তাপসেষ্টঃ সন্নকক্রু ধনুঃপটঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

ধনুঃশাখা (স্ত্রী) ধনুষঃ শাখা যস্যাঃ। মূর্ব্বা। ধনুরবয়বইব শাখা যস্যাঃ। পিয়ালবৃক্ষ।

ধনুঃশ্রেণী (স্ত্রী) ধনুষঃ শ্রেণীব। ১ মূর্ব্বা। ২ মহেন্দ্রবারুণী।

"তেজনী পিলুনীদেবা তিক্তবল্লী পৃথক্ত্বচা।
ধনুঃশ্রেণী মধুরসা মূর্ব্বা নির্দহনীতি চ॥" (বৈদ্যক রত্নমালা)

ধনুক (দেশজ) ধনু, চাপ, শরাসন।

ধনুকী, চম্পারণ জেলার সিমরাওন্ পরগণার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। মতিহারী রাস্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

ধনুকেতকী (স্ত্রী) পুষ্পবিশেষ।

ধনুগুপ্ত (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

ধনুরাজ (পুং) শাক্যমুনির পূর্ব্বপুরুষদিগের নামভেদ।

ধনুর্গুণ (পুং) ধনুষোগুণঃ ৬তৎ। ধনুকের ছিলা, জ্যা, মৌর্ব্বী, জীবা।

ধনুর্গুণা (স্ত্রী) ধনুষো গুণোযস্যাঃ। মূর্ব্বা।

ধনুর্গ্রহ (পুং) ধনুস্ গ্রহ-অচ্। ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ২ ধনুর্দ্ধর। ৩ ধনুর্বিদ্যা।

"গন্ধর্ব্বং নারদোবেদং ভরদ্বাজো ধনুর্গ্রহং।"
(ভারত শান্তিপ° ১২০ অ°)

ধনুর্গ্রাহ (পুং) ধনুস্ গ্রহ-ঘঞ্। ধনুর্গ্রহ।

ধনুর্জ্জয়নারায়ণ, (উড়িষ্যার অন্তর্গত) কেউঞ্ঝর রাজ্যের একজন রাজা। [কেউঞ্ঝর দেখ।] ইহার পূর্ণ নাম মহারাজ ধনুর্জ্জয়নারায়ণ ভঞ্জদেব। ইনি ইহার পিতার দাসীপুত্র। পূর্ব্বে উক্ত রাজ্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য হইল, তখন ময়ূরভঞ্জরাজের এক ভ্রাতা এই প্রদেশের রাজা হন। ক্রমে তাঁহার বংশে ২৭ জন রাজা রাজত্ব করেন। সপ্তবিংশতি নৃপতির রাণীদিগের গর্ভজাত কোন সন্তান ছিল না, কেবল এক দাসীর গর্ভে এই ধনুর্জ্জয়নারায়ণের জন্ম হয়। ঐ দাসীর নাম ফুলবাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ভূপতির মৃত্যু হইলে ইংরাজরাজ ধনুর্জ্জয়নারায়ণকে সিংহাসন দান করেন।

দাসীপুত্র রাজা হওয়ায় ভূঁইয়া ও জুয়াঙ্ জাতিরা খেপিয়া উঠে। তাহারা দত্তকপুত্ররূপে এক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়া মহা বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অবশেষে ইংরাজরাজকে সৈন্য পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। ধনুর্জ্জয়নারায়ণের অভিষেকের সময়ে যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২২এ মার্চ কেউঞ্ঝর-রাজ ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন। ইহার ফুলবাই নামক দাসীর গর্ভে ধনুর্জ্জয় ও চন্দ্রশেখর নামে দুই সন্তান হইয়াছিল। ৩রা এপ্রেল তারিখে জ্যেষ্ঠ ধনুর্জ্জয় রাজ্যারোহণ করেন। ৯ই এপ্রেল ময়ূরভঞ্জরাজ জানাইলেন যে, পরলোকগত মহারাজ তাঁহার বৃন্দাবন নামক এক পৌত্রকে দত্তকগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সেই বালকই এখন কেউঞ্ঝরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, অতএব তাঁহাকে অভিষেক করিবার জন্য আমি যাইতেছি। করদরাজ্যসমূহের পরিদর্শক ময়ূরভঞ্জরাজকে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু ময়ূরভঞ্জ-রাজ তাহা না মানিয়া পৌত্রকে পাঠাইলেন। বৃন্দাবন, রাণী ও কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে গোপনে অভিষিক্ত হইলেন। শেষে দত্তকগ্রহণের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, কিন্তু রাণী ধনুর্জ্জয়নারায়ণের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া বৃন্দাবনেরই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। শেষে করদরাজ্যগুলির পরিদর্শকের চেষ্টায় রাজবংশাদির আবহমান কালের প্রথা প্রভৃতির অনুসন্ধান হইল ও তাহাতে ধনুর্জ্জয়নারায়ণের রাজ্যপ্রাপ্তিই সমর্থিত হইল। বৃন্দাবনের পক্ষীয়েরা প্রথমে হাইকোর্ট শেষে বিলাতে পর্য্যন্ত আপীল করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট হইতে ধনুর্জ্জয়কেই রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিবাদ চলে, পরে ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ধনুর্জ্জয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে রাজ্যে অভিষেক করিবার আদেশ দেওয়া হয়। কটকে তাঁহাকে রাজ্যভার প্রদান করা হইলে রাণী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকাল পর্য্যন্ত অভিষেক বন্ধ রাখিবার প্রার্থনা করেন। ছোটলাট গ্রে সাহেব পরিদর্শককে মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, কটকে রাজ্যভার অর্পণ করিবার সময় কেউঞ্ঝরের সামন্তবর্গ যে ভাবে নবরাজের প্রতি সম্মান ও বশ্যতা জানাইয়াছে, তাহাতে ভয়ের কারণ কিছু নাই। রাজাকে রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে ও সহকারী পরিদর্শক আনন্দপুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন। রাজ-প্রাসাদে প্রবেশের পূর্ব্বে রাণী ধনুর্জ্জয়কে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা ধনুর্জ্জয় পূর্ব্ব হইতে জানিতে চাহিলেন।

পরিদর্শক পার্ব্বতীয়জাতির সর্দ্দারগণকে এবং রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। কেবল রত্ননায়ক নামক এক পার্ব্বতীয় সর্দ্দার কিছুতেই বশীভূত হইল না। ছোটলাটকে সেজন্য টেলিগ্রাফ করা হয়। ছোটলাট অভিষেককার্য্য শেষ করিবারই আদেশ দিলেন।

রাণী ওদিকে গোপনে পার্ব্বতীয় জাতিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, নবেম্বর মাসে তাহা জানা গেল। ইহাদের মধ্যে ভূঁইয়া ও জুয়াঙ্গণই প্রধান এবং শেষোক্তের সংখ্যাই বেশী। এই ভূঁইয়া সর্দ্দারই রত্ননায়ক। ইহার পর রাণী জানাইলেন যে, যদি নবভূপতি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে, তবে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিলে বোধ হয় ভূঁইয়ারাও জুয়াঙ্গের বিদ্রোহী হইবে। পরিদর্শক রাণীকে ও পার্ব্বতীয়দিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত সহকারীকে পাঠাইলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, রাণীর লোকেরা অন্যান্য সর্দ্দারদিগকে ভুলাইয়া ময়ূরভঞ্জ পাঠাইয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে একদল পার্ব্বতীয় লোক কলিকাতায় ছোটলাটের নিকট তাঁহার প্রকৃত আদেশ কি তাহা জানিবার নিমিত্ত গমন করে। ছোটলাট বলেন, যদি বিলাত আপীলে রায় ফিরিয়া না যায়, তবে ধনুর্জ্জয়ই রাজা হইবে। তখন পার্ব্বতীয়েরাও তাহাই স্বীকার করিয়া চলিয়া আসে। তৎপরে ছোটলাটের আদেশমত সকলে আনন্দপুরে উপস্থিত হইলে গ্রামের মণ্ডল রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া মহা আদরে অভ্যর্থনা করিল এবং কর দিল। ওদিকে রাণী লোকসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে রাজা সদলে কেউঞ্ঝর যাত্রা করিলেন। পথে খাদ্যের অভাব হইল ও সকলেই প্রতিপদে বিদ্রোহীদের আক্রমণের আশা করিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডলেরা তখনও

কলিকাতা হইতে ফিরে নাই। ক্রমে সকলে রাজধানীতে পৌঁছিলে দেখা গেল, রাণী পলায়নার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবল রাণী ব্যতীত রাজপ্রাসাদের অন্য রাজপরিবারগণ ধনুর্জ্জয়কে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। রাণী কিছুতেই শান্ত হইবেন না।

ডিসেম্বরে ধনুর্জ্জয় রাজা হইলেন। রাণী অভিষেককালে গালি দিতে লাগিলেন। ভুয়াজ-সর্দ্দারগণের অনেকে বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। ভুঁইয়াদিগের জনপ্রাণীও উপস্থিত হইল না।

অবশেষে এত গোল উঠিল যে কর্ত্তৃপক্ষেরা রাণীকে না স্থানান্তর করিলে বিদ্রোহ মিটিবে না এইরূপ স্থির করিলেন। রাণীকে জগন্নাথে পাঠাইবার মত হইল। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ ১৬ই জানুয়ারী, রাণী জগন্নাথ যাইবার পথে রাজধানীর ৩॥০ ক্রোশ দূরে বসন্তপুরে অবস্থিতি করেন। এই সময় নিকটস্থ জঙ্গলে ভুঁইয়াদল তীর ধনু ও টাঙ্গী লইয়া জমিতে লাগিল। মিঃ রাভেনশ পুলিশ-সৈন্য লইয়া তাহাদের মধ্যে একশত জনকে ধরিলেন। তাহাদিগকে রাণীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলা হইল যে, রাণী কি তাঁহার সন্তানদিগের এইরূপ দুর্দ্দশার কারণ হইতে ইচ্ছা রাখেন? তখন রাণী ভুঁইয়াদিগকে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলে ভুঁইয়ারা মুক্তি পাইয় রাজার বশীভূত হইল। রত্ননায়ক বশ্যতা স্বীকার না করিয়া কৌশলে পলাইয়া গেল।

তৎপরে রাণী ভুঁইয়াদিগের অনুরোধে বসন্তপুর হইতে আসিয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ধনুর্জ্জয়নারায়ণ ভুঁইয়াগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। এই অভিষেকে একটু বিশেষত্ব আছে। অভিষেকের প্রথমেই রাজা সভায় প্রবেশ করিয়া পাণ, মিষ্টান্ন ও মাল্যাদি প্রদান করিয়া চলিয়া যান। কিয়ৎপরে এক ভীমকায় ভুঁইয়া সর্দ্দারের পৃষ্ঠে চড়িয়া সভাস্থলে প্রবেশ করেন। সর্দ্দার তাঁহাকে পিঠে করিয়া অবাধ্য অশ্বের ন্যায় নাচিতে থাকে। সভার যেদিকে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় রীত্যনুসারে অভিষেক দ্রব্যাদি লইয়া অবস্থিতি করেন, তাহার বিপরীত দিকে একটী বেদি নির্ম্মিত হয় ও তাহাতে রক্তবস্ত্র মণ্ডিত থাকে। রাজা সর্দ্দার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নাচিতে নাচিতে সেই দিকে গমন করেন। সেই সময় আর কতকগুলি ভুঁইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে থাকে। সভা হইতে দূরে ভুঁইয়াদের জাতীয়বাদ্য বাজিতে থাকে। বেদীর নিকট উপস্থিত হইলে আর একজন ভুঁইয়া সর্দ্দার রাজাকে পিঠে করিয়া সেই বেদীতে বসে। রাজা তাহার পিঠে ঠিক সিংহাসনে বসিবার ন্যায় বসেন। এই সময় ভুঁইয়া সর্দ্দারেরা রাজার নিকট রাজার অনুচররূপে কেহ পতাকা, কেহ পাখা, কেহ চামর, কেহ ছত্র, কেহ চন্দ্রাতপধারী হইয়া দাঁড়ায়। এই অনুচর হইবার একটা নিয়ম আছে। ৩৬ জন সর্দ্দার পুরুষানুক্রমে যে যে অনুচররূপে অন্যান্য রাজ্যাভিষেকের সময় দাঁড়াইয়াছে, তাহার বংশধরই সেই সেই অনুচররূপে দাঁড়াইতে অধিকারী হয়। তৎপরে কোন একজন প্রধান সর্দ্দার একটী জঙ্গলীলতা লইয়া রাজার পাগড়ীতে জড়াইয়া দেয়। ইহাই তাহাদের দ্বারা মুকুট আরোপের অনুকল্প, এই সময় আবার বাদ্য বাজে, ভাটেরা স্তুতিগান করে, ব্রাহ্মণেরা সামগান করিতে থাকে। তৎপরে একজন প্রধান সর্দ্দার কপালে চন্দনের টীকা দেয়, পরে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা টীকা দিয়া থাকে।

তৎপরে পঞ্চগব্যদ্বারা স্নানাদি ও শাস্ত্রোক্ত অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে একখানি তলওয়ার রাজহস্তে প্রদান করা হয়। এইখানি এই রাজবংশের অতি প্রাচীন অস্ত্র, ইহা মরিচা পড়িয়া প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপরে একজন সর্দ্দার রাজার নিকট গিয়া হাঁটু গাড়িয়া গলা বাড়াইয়া বসে। রাজা সেই তলওয়ার দিয়া তাহার ঘাড়স্পর্শ করেন। পূর্ব্বে যথার্থই গলা কাটিয়া ফেলা হইত এবং এই সর্দ্দার বংশ হইতে প্রতি অভিষেকের সময় এক একজন বলি নিরূপিত হইত বলিয়াই ইহারা পুরুষানুক্রমে ভূমি ভোগ করিতেছে। পূর্ব্বে মৃতব্যক্তির পুনর্দর্শন হইত না বলিয়া এখন নিয়ম হইয়াছে যে, তরবারী স্পর্শের পরই লোকটী হঠাৎ উঠিয়া এমনভাবে পলাইয়া যাইবে যে, তিনদিনের মধ্যে যেন সে আর রাজদৃষ্টিতে না পতিত হয়। পরে চতুর্থদিনে সে যেন কোন দৈবকৃপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এরূপ ভাবে রাজসমীপে উপস্থিত হয়।

তৎপরে সর্দ্দারগণ ধান্য, কলাই, ঘৃতপূর্ণ কলসী, দুগ্ধ ও মধু উপহার প্রদান করে। প্রত্যেক দ্রব্য সকল সর্দ্দার স্পর্শ করিয়া দেয়। তৎপরে সর্দ্দারেরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলে, আবহমান কাল হইতে পূর্ব্বপুরুষদিগের রীত্যনুসারে আমরা আমাদিগের প্রতি ন্যস্ত ক্ষমতাবলে আপনাকে এই রাজ্য ও ইহার শাসনভার প্রদান করিলাম। আপনি আমাদের সহিত একযোগে দয়াধর্ম্ম পালন করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালন করিবেন। তৎপরে অভিবাদনসূচক কামানধ্বনি হয়। তৎপরে আবার রাজা সেই ভুঁইয়াসর্দ্দারের স্কন্ধে চড়িয়া সভা ত্যাগ করেন। অনুচর সর্দ্দারগণ যে যাহার আসবাব লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপুরীতে গমন করে।

তৎপরে একদিন ভুঁইয়ারা রাজার নিকট স্বীয় বশ্যতা-জানাইতে আসে। এইদিন তাহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া

একে একে রাজার স্বজন হস্ত্যশ্বের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। রাজাও প্রত্যেকের শস্য, গোরু, কুকুটাদি ও সন্তানাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর প্রত্যেকে রাজার পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার দক্ষপদাঙ্গুষ্ঠ প্রথমে স্বীয় দক্ষকর্ণে পরে বামকর্ণে পরে কপালে স্পর্শ করায়। এইরূপে অভিষেক শেষ হয়।

ধনুর্জ্জয়নারায়ণকে এই অভিষেকের দিন রাণী একখানি শিরোপা বস্ত্র দিয়া তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ভূঁইয়া ও জুয়াঙ্গেরা বশ্যতা স্বীকার করিল।

তৎপরে এপ্রেলের শেষে রত্ননায়ক ও নন্দনায়কের নেতৃত্বে ভূঁইয়ারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তাহারা বাজার লুট করিয়া মন্ত্রী ও একশত রাজানুচরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। ক্রমে সকল বন্যজাতিই দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দিল। ৭ই মে তারিখে ডাঃ হে (সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনার) কোলজাতীয় পুলিস সৈন্য লইয়া কেউঞ্ঝরে উপস্থিত হইলেন, তিনি আসিয়া দেখিলেন রাজা প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি আসিয়া রাজধানী হইতে বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু বিদ্রোহ থামিল না। পরে কমিশনার কর্ণেল ড্যালটন, মিঃ রাভেনশ ইংরাজসৈন্য প্রভৃতি লইয়া বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হইলেন। উদয়পুরের রাজা, বোনাইয়ের রাজা, ঢেঁকানলের রাজা ও ময়ূরভঞ্জের রাজা সৈন্য দিয়া ইংরাজসৈন্যের সাহায্য করিলেন। বোনাই-রাজ ২৫ জন ভূঁইয়া সর্দ্দারকে ও উদয়পুর-রাজ ২৫ জন জুয়াঙ্গসর্দ্দারকে জয় করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইলেন।

১৫ই আগষ্ট রত্ননায়ক ও নন্দপ্রধান ধরা পড়িল। বিচারে রাজমন্ত্রীকে হত্যাকরার অপরাধে ছয়জন লোকের ফাঁসী হয় ও একশত জন নানারূপ কারাদণ্ড ভোগ করে। বিদ্রোহ শান্ত হইলে রাজা ধনুর্জ্জয়নারায়ণ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। রাণী ৫৫০৲ টাকা নগদ ও ৫০৲ টাকা আয়ের কয়েকখানি গ্রাম লইয়া জগন্নাথে বাস করিতে লাগিলেন।

ধনুষ্ক্রম (পুং) ধনুষোক্রমঃ ৬তৎ। বংশ বৃক্ষ, বাঁশে ধনু প্রস্তুত হয় বলিয়া বংশকে ধনুক্রম কহে।

ধনুর্দ্ধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধনুষোধরঃ। ১ ধনুর্ধারী, ধানুষ্ক, ধন্বী, তিরন্দাজ। পর্য্যায়—ধনুষ্মান্, নিষঙ্গী, অস্ত্রী, তূণী, ধনুভৃৎ

"প্রবর্ত্তিষ্যে তথা কর্ত্তুং যথা নান্যোধনুর্দ্ধরঃ।
তৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে॥"
(ভারত ১।১৩৪।২৭)

২ বলাসধ্যাত ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

"কবচী নিষঙ্গী কুণ্ডী কুণ্ডধারো ধনুর্দ্ধরঃ।" (ভার° ১।১১৭।১১)

ধনুর্দ্ধারিন্ (ত্রি) ধনুর্দ্ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ধনুর্দ্ধর। যাহারা অতিশয় বলশালী, বীর, গজ, অশ্ব ও রথ বিষয়ে পণ্ডিত, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং ক্লেশসহ এই সকল গুণযুক্ত হইলে রাজা তাহাকে ধনুর্ধারী করিবেন।

"শূরশ্চ বলযুক্তশ্চ গজাশ্বরথকোবিদঃ।
ধনুর্ধারী ভবেদ্ রাজ্ঞঃ সর্ব্বক্লেশসহঃ শুচিঃ॥" (মৎস্যপু° ১৮৯অঃ)

ধনুর্ভৃৎ (পুং) ধনুঃ বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্। ধনুর্দ্ধর।

"ধনুর্ভৃতো হপ্যস্য দয়ার্দ্র ভাবং।" (রঘুবংশ)

ধনুর্মখ (পুং) ধনুষ্কপলক্ষিতো মখঃ। যজ্ঞভেদ, কংস শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য ছলপূর্ব্বক ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"রাজা ধনুর্মখং নাম কারয়িষ্যতি বৈ সুখী।" (হরিব° ৭৯অ°)

কংস চতুর্দ্দশী তিথিতে বিধিপূর্ব্বক এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল।

"আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্ত পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে॥" (ভাগ° ১০।৩৬।২২)

ধনুর্মধ্য (স্ত্রী) ধনুর মধ্যভাগ[illegible] হস্তক। ধনুষো মধ্যং ৬তৎ। ধনুর্বাণের যে স্থলে ধরিয়া ধন্বিগণ শর নিঃক্ষেপ করে, তাহাকে ধনুর্মধ্য কহে, চাপের মধ্যভাগ। মস্তক।

ধনুর্মহ (পুং) ধনুষো মহঃ। ধনুর্যজ্ঞ, ধনুর্মখ।

ধনুর্মার্গ (পুং) ধনুষোমার্গঃ ৬তৎ। ১ ধনুকের ন্যায় বক্র রেখা। ২ বক্র।

ধনুর্মালা (স্ত্রী) ধনুষো মালা শ্রেণীব। মূর্ব্বালতা।

ধনুর্যাস (পুং) ধনুরিব যাসঃ। ধন্বযাস, দুরালভা।

"যাসো যবাসো দুস্পর্শোঃ ধনুর্যাসো দুরালভা।"
(বৈদ্যকরত্নমালা)

(স্ত্রী) ধনুষো লতেব। সোমবল্লী। (রাজনি°)

ধনুর্বক্ত্র (পুং) ধনুরিব বক্ত্রং যস্য। কুমারানুচরভেদ।

"বিদ্যুত্তাক্ষো ধনুর্বক্ত্রো জাঠরো মরুতাশনঃ।" (ভারত শ°৪৬অঃ)

ধনুর্বাত (পুং) একপ্রকার পীড়া।

ধনুর্বিদ্যা (স্ত্রী) ধনুষো বিদ্যা। ধনুরাদির প্রয়োগ ও সংহারজ্ঞাপক বিদ্যা ভেদ, যাহা জানিলে ধনুর্ব্বাণাদির প্রয়োগ ও সংহার করিতে পারা যায়, তাহাকে ধনুর্বিদ্যা কহে।

ধনুর্বৃক্ষ (পুং) ধনুষো বৃক্ষঃ। ১ ধবনবৃক্ষ, পর্য্যায়—"ধবনঃ পিচ্ছিলত্বক্ চ ধনুর্বৃক্ষশ্চ ধর্ম্মনঃ।" (বৈদ্যক রত্নমালা) ২ বংশ। ৩ ভল্লাতক। ৪ অশ্বত্থ। (রাজনি°)

ধনুর্ব্বেদ (পুং) ধনুংষি উপলক্ষণেন ধনুরাদীন্যস্ত্রাণি বিদ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে হনেনেতি, বিদ্ করণে ঘঞ্। ধনুর্ব্বিদ্যাবোধক শাস্ত্র।

যে শাস্ত্রদ্বারা ধনুকচালনের কৌশলাদি জানা যায়, তাহার নাম ধনুর্ব্বেদ। পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজগণ সকলেই যথারীতি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন। ধনুর্বিদ্যায় যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতেন, তিনিই রাজসমাজে গণ্য, মান্য ও বরেণ্য হইতেন। আজি কাল সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি ভিন্ন সভ্যজগতে ধনুর্বিদ্যার তেমন আদর নাই বটে, কিন্তু যখন বন্দুক গোলাগুলির আমদানী হয় নাই, তৎকালে সমস্ত সভ্য জগতেই ধনুর্বিদ্যার বিশেষ আদর ছিল।

রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ধনুর্বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মিশর দেশের পিরামিডেও ধনুর্ধারী বীরগণের অতি প্রাচীন মূর্ত্তি খোদিত আছে। গ্রীসের হোমার ও রোমের ভার্জিলাদির অতি প্রাচীন পুস্তকসমূহেও ধনুর্বিদ্যার কথা বিশেষ করিয়া লিখিত আছে।

পূর্ব্বকালে সকল সুসভ্য দেশেই ধনুর্বিদ্যার যথেষ্ট আদর থাকিলেও কিরূপে বিভিন্ন দেশীয় মহাবীরগণ ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এসম্বন্ধে সুপ্রণালীবদ্ধ পুস্তকাদি ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই না। যদিও পারস্য ভাষায় দুই এক খানি ধনুর্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা তেমন প্রাচীন নহে, কোন কোন খানি সংস্কৃত ধনুর্ব্বেদের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয়।

সর্ব্বপ্রথমে আর্য্য ঋষিগণ ক্ষত্রিয়রাজকুমারগণের শিক্ষা-সুবিধার জন্য ধনুর্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাই ধনুর্ব্বেদ নামে খ্যাত। মধুসূদন সরস্বতী প্রস্থানভেদ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"যজুর্ব্বেদস্যোপবেদো ধনুর্ব্বেদঃ।"

ধনুর্ব্বেদ যজুর্ব্বেদেরই উপবেদ।

পূর্ব্বকালে বহুতর ধনুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এখন শুক্রনীতি ও কামন্দকনীতিবর্ণিত ধনুর্ব্বেদ, অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, লঘুবীরচিন্তামণি, বৃদ্ধশার্ঙ্গধর, যুদ্ধজয়ার্ণব, যুক্তিকল্পতরু, নীতিময়ূখ প্রভৃতি গ্রন্থে ধনুর্ব্বেদের কথা পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণদিগের নিকট যেমন [illegible] বেদ, চিকিৎসকের নিকট যেমন আয়ুর্ব্বেদ এবং সঙ্গীতালাপিগণের নিকট যেমন গন্ধর্ব্ববেদ আদৃত, পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়গণের নিকট ধনুর্ব্বেদ সেইরূপ সমাদৃত ছিল। যেমন আয়ুর্ব্বেদ কেবল পাঠ করিলে কোন কাজই হয় না, আয়ুর্ব্বেদের বিধিব্যবস্থা হাতে হাতে পরীক্ষা করা চাই; যেমন তান লয় বোধ না হইলে কেবল গন্ধর্ব্ববেদ পাঠ করিয়া কোন ফল হয় না, সেইরূপ ধনুর্ব্বেদ কেবল পাঠের জিনিস নহে। তদনুসারে শিক্ষা ও কার্য্য করা আবশ্যক। কি প্রণালীতে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা হইলে প্রকৃত বীরপদবাচ্য হইতে পারিবে, তাহারই সদুপদেশ ধনুর্ব্বেদে বিবিধরূপে লিখিত হইয়াছে। ধনুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তদনুসারে ক্ষত্রিয়গণের দীক্ষা ও শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতেন। অগ্নিপুরাণাদিতে লিখিত আছে, সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মা ও মহেশ্বর ধনুর্ব্বেদ প্রচার করেন। কিন্তু সে সকল ধনুর্ব্বেদ লোপ হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী প্রস্থানভেদে লিখিয়াছেন, বিশ্বামিত্র যে ধনুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন, তাহাই যজুর্ব্বেদের উপবেদ বলিয়া গণ্য*। তিনি এই গ্রন্থ খানির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 'তাহার প্রথম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয় সংগ্রহপাদ, তৃতীয় সিদ্ধিপাদ ও চতুর্থ প্রয়োগপাদ। প্রথম পাদে ধনুর্লক্ষণ ও অধিকারি-নিরূপণ বর্ণিত হইয়াছে। (সেখানে ধনু-শব্দ রূঢ়, ইহাতে চতুর্বিধ আয়ুধ বুঝাইবে। সেই আয়ুধ চতুর্বিধ) ১ মুক্ত, ২ অমুক্ত, ৩ মুক্তামুক্ত ও ৪ যন্ত্রমুক্ত। মুক্ত আয়ুধ চক্রাদি। অমুক্ত খড়্গাদি। মুক্তামুক্ত শল্য ও তদ্রূপ শরাদি। মুক্তকে অস্ত্র ও অমুক্তকে শস্ত্র বলা যায়। ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, পাশুপত, প্রাজাপত্য ও আগ্নেয়াদি ভেদে নানাপ্রকার আয়ুধ আছে। সাধিদৈবত ও সমন্ত্র চতুর্বিধ আয়ুধে যাহাদিগের অধিকার, সেই ক্ষত্রিয়কুমার ও তদনুবর্ত্তিগণ চারি প্রকার,—পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী। ঐ সকল বিষয় ব্যতীত দীক্ষা, অভিষেক, শাকুন ও মঙ্গলকরণাদি সমস্তই প্রথমপাদে নিরূপিত হইয়াছে। আচার্য্যের লক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির বিষয় সংগ্রহ নামক দ্বিতীয়পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে গুরু ও সম্প্রদায়সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ শস্ত্র, তাহার অভ্যাস, মন্ত্রদেবতা ও সিদ্ধিকরণাদি এবং প্রয়োগনামক চতুর্থপাদে দেবার্চ্চনা, অভ্যাসাদি ও সিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগ নিরূপিত হইয়াছে †।

* "যজুর্ব্বেদস্যোপবেদো ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ। দ্বিতীয় সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ। চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ।" (প্রস্থানভেদ)

† "তত্র প্রথমপাদে ধনুর্লক্ষণং অধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতম্। তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্বিধায়ুধবাচী বর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্বিধম্। মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড়্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে। অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্মবৈষ্ণবপাশুপতপ্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রেষু চতুর্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্বিধাঃ। পদাতিরথগজতুরগারূঢ়াঃ। এবং দীক্ষাভিষেকশাকুনমঙ্গলকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বমপি প্রথমপাদে নিরূপিতম্ সর্ব্বেষামস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং আচার্য্যস্য লক্ষণপূর্ব্বকং

বৈশম্পায়নের ধনুর্ব্বেদ পাঠ করিলে বোধ হয়, অস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম খড়্গ প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপরে বেণপুত্র পৃথু রাজার সময় ধনুক প্রভৃতি প্রচারিত হয়।

"অসিঃ পূর্ব্বং ময়া সৃষ্টো দুষ্টনিগ্রহকারণাৎ।
ভবাদৃশ সমীপস্থো লোকান্ শিক্ষন্ চরত্যসৌ॥
ধনুরাদ্যায়ুধব্যক্তো ত্বমেবাদিঃ স্মৃতো ময়া।
তস্মাৎ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি দদানি তব পুত্রক॥" (বৈশম্পায়ন)

(ব্রহ্মা পৃথুকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন), পূর্ব্বে আমি দুষ্টদমনের জন্য অসি নির্ম্মাণ করি। সেই অসি তোমার কাছে থাকিয়া দুষ্টদিগকে শিক্ষা দিতেছে। এখন আমি মনে করিয়াছি, তোমাকে দিয়া ধনু প্রভৃতি আয়ুধ প্রচার করিব। হে পুত্র! সেইজন্য তোমাকে আমি অস্ত্র শস্ত্র দিব।

বৃদ্ধশার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন, প্রধানতঃ ধনু দুই প্রকার; প্রথমে যে ধনু দ্বারা শিক্ষা করা যায়, তাহাই যৌগিক ধনু এবং যুদ্ধ ধনু দ্বিতীয় প্রকার।[১] যে ধনু সহজে ব্যবহার করিতে পারিবে তাহাই উত্তম। ধনুর্দ্ধারীর বল অপেক্ষা ধনুক বেশী ভারি হইলে তাহাতে ধনুর্দ্ধারী অল্পায়াসেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার লক্ষ্য ঠিক্ থাকে না।[২] যুক্তিকল্পতরুর মতে, যুদ্ধধনু দুই প্রকার, এক শার্ঙ্গ বা কাঁচকড়া নির্ম্মিত এবং দ্বিতীয় প্রকার বাংশ বা বংশনির্ম্মিত।[৩]

বৈশম্পায়ন লিখিয়াছেন, শার্ঙ্গধনু তিন স্থানে বাঁকান ও বৈণব বা বাংশ ধনু সর্ব্ব স্থানে ক্রমশঃ বাঁকান।[৪] পুরাণপাঠে জানা যায়, বিষ্ণুর শার্ঙ্গধনু ছিল, কিন্তু সে ধনু মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য। তাহার প্রমাণ ৭ বিতস্তি। ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। যাহা মনুষ্যলোকের জন্য তাহার পরিমাণ ৬॥০ বিতস্তি, এই ধনু গজারোহী ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য্য। রথী ও পদাতির পক্ষে বংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ।[৫]

বাঁশের ধনু হইলে তাহার গাঁইট পরীক্ষা করিতে হয়। ৩,৫,৭ ও ৯টী গাঁইট থাকিলে মঙ্গল হয়। কিন্তু ৪, ৬ ও ৮ গাঁইট থাকিলে পরিত্যাগ করিবে।[৬] অতি জীর্ণ, অপক্ক ও ঘষা বা থ্যাবড়া বাঁশের ধনুক ভাল নহে। ভিতরে হউক বা বাহিরে হউক, আর হাতের জায়গায় হউক, পোড়া কি ছেঁদা থাকিলে, গুণহীন বা গুণাক্রান্ত, বাস্তু বা কাণ্ডদোষ, অথবা গলগ্রন্থি বা তলগ্রন্থিযুক্ত হইলে সে ধনু ব্যবহার করিবে না।[৭] ভাল রঙ্দার অর্থাৎ পাকা, কোমল অথচ দৃঢ়, এরূপ ধনু ব্যবহার করা উচিত।[৮]

ধনুর প্রমাণ। চারিহাত ধনু উত্তম, ৩॥০ হাত ধনু মধ্যম, এবং ৩ হাত ধনু অধম। ছোট ধনু পদাতি সৈন্যের ব্যবহার্য্য।[৯] যে গুলতী বাঁশ ৩ হাত লম্বা ও ২ অঙ্গুল কি তাহার কিছু অধিক চৌড়া হয়, তাহাতে দুইটা দড়ি যোজনা করিবে। পূর্ব্বকালে এইরূপ ধনুতে পাথর নিক্ষেপ করা হইত, এজন্য ইহার সংস্কৃত নাম উপলক্ষেপক।[১০]

ধনুকের ছিলা—পাটের সূতাদ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত মোটা ও ধনুকের সমান লম্বা গুণ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কোন প্রকার জোড় থাকিবে না, শুদ্ধ ও মাজা হইবে, সরু মোটা না হয়, এরূপ ভাবে তেতার দিয়া (কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাপে) ছিলা করিবে। এরূপ ছিলা যুদ্ধকালে সকল প্রকার টান সহিতে পারে।[১১]

পাকা বাঁশের চাঁচাড়ী দিয়াও গুণ করা যায়। কিন্তু তাহারও সর্ব্বাঙ্গ পট্টসূত্র দিয়া ঢাকিয়া লইতে হয়। এইরূপ

সংগ্রহণং সংগ্রহপাদে দ্বিতীয়ে দর্শিতম্। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রাশেষাণাং পুনঃ পুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতা সিদ্ধিকরণাদিক তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চ্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানাং অস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থে পাদে নিরূপিতম্।" (প্রস্থানভেদ)

(১) "প্রথমং যৌগিকং চাপং যুদ্ধচাপং দ্বিতীয়কম্।
নিজবাহুবলোন্মানাৎ কিঞ্চিদূনং শুভং ধনুঃ॥"
"অতো নিজবলোন্মানং চাপং স্যাৎ শুভকারকম্।"

(২) "বরং প্রাণাধিকো ধন্বী নতু প্রাণাধিকং ধনুঃ॥
ধনুষা পীড্যমানস্তু ধন্বী লক্ষ্যং ন পশ্যতি॥" (বৃদ্ধশার্ঙ্গধর)

(৩) "ধনুস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শার্ঙ্গং বাংশং তথৈব চ।" (যুক্তিকল্পতরু)

(৪) "শার্ঙ্গিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈণবং সর্ব্বনামিতম্।"

(৫) "শার্ঙ্গং পুনর্ধনুর্দিব্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমায়ুধম্।
বিতস্তি সপ্তমং মানং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
পৌরুষেয়ন্তু যচ্ছার্ঙ্গং বহুবৎসরশোভিতম্।
বিতস্তিভিঃ সার্দ্ধ ষড়্ভির্নির্মিতং ধনুষোঽধনম্॥
প্রায়ো যোজ্যং ধনুঃ শার্ঙ্গং গজযোধাশ্বসাদিনাম্।
রথিনাঞ্চ পদাতিনাং বাংশং চাপং প্রকীর্ত্তিতম্॥" (বৃদ্ধশার্ঙ্গধর)

(৬) "ত্রিপর্ব্বং পঞ্চপর্ব্বং বা সপ্তপর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্।
নব পর্ব্বঞ্চ কোদণ্ডং চতুর্ধাং শুভকারণম্॥
চতুষ্পর্ব্বঞ্চ ষট্পর্ব্বং অষ্টপর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (বৃদ্ধশার্ঙ্গধর)

(৭) "অতি জীর্ণমপক্কঞ্চ জাতিঘৃষ্টং তথৈব চ।
দগ্ধং ছিদ্রং ন কর্ত্তব্যং বাহ্যাভ্যন্তরহস্তকম্॥
গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাস্তদোষসমন্বিতম্।
গলগ্রন্থি র্ন কর্ত্তব্যা তলমধ্যে তথৈব চ॥"

(৮) "কোমলং বর্ণদৃঢ়তা তয়োর্গুণ উদাহৃতঃ।"

(৯) "চতুর্হস্তং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রয়ঃ সার্দ্ধস্তু মধ্যমম্।
কনিষ্ঠস্তু ত্রয়ঃ প্রোক্তং নিত্যমেব পদাতিনঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

(১০) "উপলক্ষেপকং চাপং বৈণবং তদদ্বিরজ্জুকম্।
ত্রিহস্তোৎসেধসহিতং দ্ব্যঙ্গুলী বিস্তৃতং তু তৎ॥"

(১১) "গুণানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যাদৃশং কারয়েদ্ গুণম্।
পট্টসূত্রৈঃ গুণঃ কার্য্যঃ কনিষ্ঠামানসম্মিতঃ॥

ছালের ছিলা বড় শক্ত, তাহা সকল প্রকার টান সহিতে পারে।[12] পাটের সুতা না পাইলে হরিণের স্নায়ু, মহিষের স্নায়ু ও বৃষের স্নায়ু এবং সদ্যোহত গাভীর বা ছাগের চর্ম্ম লোমশূন্য করিয়া তাহাতে তাঁত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারাও উৎকৃষ্ট গুণ প্রস্তুত হইতে পারে।[13] এ ছাড়া পূর্ব্বকালে আকন্দ বৃক্ষের শুষ্ক ত্বক্, মূর্ব্বালতার সূত্র প্রভৃতি নানা দ্রব্যে ছিলা প্রস্তুত হইত। ধনুর্ব্বেদে তাহাদের বিবরণ আছে।

শর-বিধান। তীর নির্ম্মাণের জন্য কিরূপ শর* আহরণ করিবে, এ সম্বন্ধে বৃদ্ধশার্ঙ্গধর এইরূপ লিখিয়াছেন, বেশী মোটা বা সরু না হয়, কাঁচা না হয়, ভাল পাকা হয় অথচ খারাপ মাটিতে না জন্মে, গাঁইট [illegible] থাকে, কাঁচা না থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুর বর্ণ হয়, এরূপ শর যথাসময়ে সংগ্রহ করিবে। কঠিন, সুগোল এবং উত্তম স্থানে যে শর বা কাণ্ড জন্মে, তীর নির্ম্মাণের জন্য তাহাই গ্রহণ করিবে।[14] সেই শর ২ হাতের অধিক লম্বা বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা মোটা হইবে না। সরল অর্থাৎ ঠিক সোজা হইবে। কোথাও বাঁকা থাকিলে যত্ন দিয়া টানিয়া সোজা করিয়া লইবে।[15]

তীরে পাখা আঁটিয়া না দিলে তাহার সরল গতি হয় না। পাখা থাকায় বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং তীরও ঠিক সোজা যাইতে পারে, বাঁকিয়া গিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। এই পক্ষযোজনা কৌশলটী কিছু জটিল। কিরূপ পাখা যোজনা করিবে, সে সম্বন্ধে বৃদ্ধশার্ঙ্গধর এইরূপ লিখিয়াছেন—কাক, হংস, শশ, মাচরাঙ্গা, ময়ূর, চিল, কুরর ও বক এই সকল পাখীর পালকই উত্তম। প্রত্যেক শরে ৪টী করিয়া পালক (সমান্তর ভাবে) যোজনা করিবে। এক একটী ৬ অঙ্গুল পালক হইলেই চলিতে পারে। কেবল যে সকল বাণ শার্ঙ্গধনুর জন্য নির্ম্মাণ করিবে, সেই সকল তীরে দশ অঙ্গুল পালক দেওয়া আবশ্যক। বাঁশের ধনুকে ৬ অঙ্গুল পরিমাণ হইলেই চলিবে।[16]

শর তিন প্রকার—যে শরের অগ্রভাগ মোটা, তাদৃশ শর স্ত্রীজাতীয়, পশ্চাৎ ভাগ মোটা হইলে পুরুষজাতীয় এবং যাহার অগ্রপশ্চাৎ সকল ভাগই সমান, তাহা নপুংসক জাতীয় বলিয়া গণ্য। স্ত্রীজাতীয় শর দূরগামী, পুরুষজাতি বস্তুভেদের যোগ্য ও নপুংসক জাতি লক্ষ্যসাধনার্থ প্রয়োজ্য।[17]

ফলা—সুলক্ষণযুক্ত শরের অগ্রভাগে কিরূপ ফলা পরাইতে হয়, সে সম্বন্ধে শার্ঙ্গধর এইরূপ লিখিয়াছেন,—সকল ফলা সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত হওয়া চাই. ফলা প্রস্তুত হইলে তাহার গায়ে বজ্রলেপ দিতে হয়। [খড়্গ দেখ।]

শরের ফলা নানাপ্রকার—আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক, কাকতুণ্ড প্রভৃতি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন আকারের ফলা প্রস্তুত হইয়া থাকে।[18]

আরামুখের দ্বারা কবচ ও চর্ম্ম, অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা প্রতিযোদ্ধার মস্তক, ক্ষুরপ্রদ্বারা প্রতিযোদ্ধার কার্ম্মুক, ভল্লদ্বারা হৃদয়, দ্বিভল্লদ্বারা সমীপগত শর, কাকতুণ্ডদ্বারা ৩ অঙ্গুল পরিমিত লৌহ এবং গোপুচ্ছদ্বারা নানাদ্রব্য ভেদ করা যায়। এ ছাড়া লৌহকণ্টকমুখ ফলায় ৩ অঙ্গুল ছিদ্র করা যাইতে পারে।[19]

ধনুপ্রমাণো নিঃসন্ধিঃ শুদ্ধৈস্ত্রিগুণতন্তুভিঃ।
বর্ত্তিতঃ স্যাদ্গুণং শ্লক্ষ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসহো যুধি ॥" (বৃদ্ধশার্ঙ্গধর)

(১২) "পক্কবংশত্বচঃ কার্য্যো গুণস্তথা বরো দৃঢ়ঃ।
পট্টসূত্রেণ সন্নদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মসহোযুধি ॥"

(১৩) "অভাবে পট্টসূত্রস্য হারিণো স্নায়ুরিষ্যতে।
গুণার্থমপি বা গ্রাহ্যা স্নায়বো মহিষো গবাম্ ॥
তৎকালহতগো * * চর্ম্মণা ছাগলেন বা।
নির্লোমতন্তুসূত্রেণ কুর্য্যাদ্বা গুণমুত্তমম্ ॥"

* শর—খড়িকার মত সরু অথচ বৃহৎ একপ্রকার তৃণ।

(১৪) "স্থূলকৃশাতি সূক্ষ্মঞ্চ ন পক্কং ন কুভূমিজম্।
হীনগ্রন্থিং সুপক্কঞ্চ পাণ্ডুরং সময়াহৃতম্ ॥
হীনগ্রন্থিবিদীর্ণঞ্চ বর্জ্জয়েত্তাদৃশং শরম্ ॥"
"কঠিনং বর্ত্তুলং কাণ্ডং গৃহ্নীয়াৎ সুপ্রদেশজম্।" (বৃদ্ধশার্ঙ্গধর)

(১৫) "দ্বৌ হস্তৌ মুষ্টিনা হীনৌ দৈর্ঘ্যে স্থৌল্যে কনিষ্ঠিকা।
বিধেয়া শরমানেষু যন্ত্রেণাকর্ষয়েত্ততঃ ॥"

(১৬) "কাকহংসশশাদীনাং মৎস্যাদক্রৌঞ্চকেকিনাং।
গৃধ্রানাং কুররাণাঞ্চ পক্ষা এতে সুশোভনাঃ ॥
একৈকস্য শরস্যৈব চতুঃপক্ষাণি যোজয়েৎ।
ষড়ঙ্গুলিপ্রমাণেন পক্ষচ্ছেদঞ্চ কারয়েৎ ॥
দশাঙ্গুলিমিতং পক্ষং শার্ঙ্গং চাপস্য মার্গণে।
যোজ্যা দৃঢ়াশ্চতুঃসংখ্যাঃ সন্নদ্ধাঃ স্নায়ুতন্তুভিঃ ॥"

(১৭) "শরাংশ্চ ত্রিবিধা জ্ঞেয়া স্ত্রীপুমাংশ্চ নপুংসকাঃ।
অগ্রে স্থূলা ভবেন্নারী পশ্চাৎ স্থূলো ভবেৎ পুমান্ ॥
সমং নপুংসকং জ্ঞেয়ং তল্লক্ষ্যার্থং নিয়োজয়েৎ।
দূরপাতং যুবত্যাঞ্চ পুরুষো ভেদয়েদ্দৃঢ়ম্ ॥" (বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর)

(১৮) "ফলস্য শুদ্ধলোহস্য সুধারং তীক্ষ্ণমক্ষতম্।
যোজয়েৎ বজ্রলেপেন শরে পক্ষানুমানতঃ ॥
আরামুখং ক্ষুরপ্রঞ্চ গোপুচ্ছং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
সূচীমুখঞ্চ ভল্লঞ্চ বৎসদন্তং দ্বিভল্লকম্ ॥
কর্ণিকং কাকতুণ্ডঞ্চ তথান্যান্যাস্তনেকশঃ।
ফলানি দেশদেশেষু ভবন্তি বহুরূপতঃ ॥"

(১৯) "আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেন মস্তকম্।
আরামুখেন বৈ চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্ ॥

ফলায় পাইন দিবার নিয়ম।—পাইনের গুণদোষ অনুসারে অস্ত্রের ধার ভাল মন্দ হয়। এইজন্য ধনুর্ব্বেদে পাইন দিবার ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রে ভিন্নরূপ পাইন দিতে হয়। শরের ফলায় কিরূপ পাইন দেওয়া হইত, এখন তাহাই লিখিব। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন—

"পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং গোমূত্রেণ তু পেষয়েৎ।
অতিশীতমনাবিদ্ধং পীতং নষ্টং তথৌষধম্॥
অনেন লেপয়েচ্ছস্ত্রং লিপ্তং চাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
ততো নির্ব্বাপিতং তৈলে লৌহং তত্র বিশিষ্যতে॥
শকভির্লবণৈঃ পিষ্টং মধুসিক্তঃ সসর্ষপৈঃ।
এভিঃ প্রলেপয়েচ্ছস্ত্রং লিপ্তং চাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ॥
শিখিগ্রীবাম্বুকর্ণাভং তপ্তপীতং তথৌষধম্।
ততস্তু বিমলং তোয়ং পায়য়েচ্ছস্ত্রমুত্তমম্॥"

পিপুল, সৈন্ধব লবণ ও কুড় এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিবে। এমন ভাবে পেষণ করিবে, যেন তাহাতে ঔষধ গুলির অবয়ব নষ্ট না হয়। তাহা শীত গুণবিশিষ্ট, অনাবিদ্ধ ও পীতবর্ণ হইবে। পরে তাহাই শরের ফলা কি অন্ত কোন শস্ত্রে মাখাইবে, উত্তমরূপে দগ্ধ করিবে। তৎপরে অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠাইয়া ফলার দৃশ্য অগ্নি যখন নিবিবে, অথচ সম্পূর্ণ উত্তাপ থাকিবে, তখন তাহা তৈলে ডুবাইয়া লইবে। এরূপ প্রক্রিয়ায় শস্ত্রের লৌহ স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা বিশেষ শক্তি উৎপন্ন করে। এ ছাড়া বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে আরও কএক প্রকার পাইনের উল্লেখ আছে।

[পায়ন দেখ।]

যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, তাহাকে নারাচ বলে। ধনুর্ব্বেদে এইরূপ ভীষণ নারাচ ও নালিকাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

[নারাচ ও নালিক দেখ]।

স্থান। যে সকল কায়দায় বাণ ছুড়িতে হয়, সেই সকল কায়দাকে স্থান বা অবস্থান বলা যায়। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে আটপ্রকার কায়দার উল্লেখ আছে।—সে সকলের নাম—সম্পদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, দণ্ড, বিকট, সম্পুট ও স্বস্তিক।* অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, পার্ষ্ণি ও পদ যদি একত্র ও শ্লিষ্ট হয়, এরূপ ভাবে অবস্থানকে সম্পদং কহে। জানুদ্বয় স্তব্ধ এবং পাদদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া তিন বিতস্তি অন্তরে স্থাপন করিয়া বসিলে কি দাঁড়াইলে তাহাকে বৈশাখং বলা যায়। মধ্যে যদি চারি বিতস্তি ব্যবধান থাকে ও জানুদ্বয় যদি হাঁসের সারির মত দেখায়, তাহাকে মণ্ডল বলে। দক্ষিণ জানু ও ঊরু স্তব্ধ করিয়া লাঙ্গলাকারে পাঁচ বিতস্তি বিস্তারে থাকিলে তাহাকে আলীঢ়ং বলা হয়। এই আলীঢ় অবস্থান বিপরীত ভাবে হইলে তাহাকে প্রত্যালীঢ়ং কহে। বাম পদ বাঁকা ও ডান পা সোজা হইবে এবং পায়ের গোড়ালী পাঁচ অঙ্গুলি অন্তরে থাকিবে, এরূপ স্থানকে দণ্ড বলা যায়। দক্ষিণ জানু কুব্জ ও নিশ্চল করিয়া বাম জানু ও বাম পদ ফলার মত আয়ত করিবে। এরূপ দুই হাত অন্তর আয়ত হইলেই তাহাকে বিকট বলা যায়। জানুদ্বয় দ্বিগুণ অর্থাৎ ভুগ্ন এবং পা দুখানি উত্তান করিবে। এরূপ করিলে সম্পুট হইবে। পদদ্বয় কিছু বিবর্ত্তিত করিয়া সমান ও দণ্ডাকারে অথচ নিশ্চল করিয়া রাখিবে, পদদ্বয়ের মধ্যে ষোল অঙ্গুলি আয়ত থাকিবে। এরূপ প্রক্রিয়াকে স্বস্তিক বলা যায়। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধশার্ঙ্গধরে বিষমপদ, দার্দুরক্রম, গরুড়ক্রম, পদ্মাসনক্রম প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে। এই সকল কায়দা কেবল গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় না, উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা চাই, তবে বুঝিতে পারিবে।

মুষ্টি।—ধনুর্যুদ্ধে যেমন দাঁড়াইবার প্রক্রিয়া আছে, ধনু ও বাণ ধরিবারও তেমনি কায়দা আছে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি

তলেন হৃদয়ং বেধ্য দ্বিতয়েন গুণঃ শরা।
লৌহশ্চ কাকতুণ্ডেন রেখাং ত্র্যঙ্গুলিসন্মিতম্॥
মুখে চ লৌহকণ্ঠেন বেধ্যাঙ্গুলসন্মিতম্।"

* বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদেও পাঁচপ্রকার স্থানের উল্লেখ আছে—
"প্রত্যালীঢ়কমালীঢ়ং তথা সমপদং স্মৃতম্।
বিশালং মণ্ডলং চেতি পঞ্চ স্থানকমুত্তমাঃ॥"
প্রত্যালীঢ়, আলীঢ়, সমপাদ, বিশাল ও মণ্ডল।

(১) বৃদ্ধ শার্ঙ্গধরের মতে—
"সমপদে সমৌ পাদৌ নিঃকম্পৌ চ সুসঙ্গতৌ।"
দুই পায়ে মিল থাকে অথচ না কাঁপে, এরূপ ভাবে দাঁড়াইলে সমপদ হয়।

(২) বৃদ্ধ শার্ঙ্গধরের মতে—
"পাদৌ সুবিস্তরৌ কার্য্যৌ সমৌ হস্তপ্রমাণতঃ।
বিশাখস্থানকং জ্ঞেয়ং কূটলক্ষ্যস্য বেধনে॥"
দুই পা সমান আয়ত ও হস্তপ্রমাণ অন্তরিত করিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে বিশাখ স্থান বলে। কূটলক্ষ্য ভেদে এইরূপ কায়দাই উৎকৃষ্ট।

(৩) বৃদ্ধ শার্ঙ্গধরের মতে—
"অগ্রতো বামপাদঞ্চ দক্ষিণজানুকুঞ্চিতম্।
আলীঢ়ন্তু প্রকর্ত্তব্যং হস্তদ্বয় সুবিস্তরম্॥"
বাম পা সম্মুখে রাখিয়া ডান পা পিছন দিকে কুঞ্চিত (আলীঢ়) ভাবে থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা যেন দুইহাতের অধিক বিস্তৃত না হয়।

(৪) "প্রত্যালীঢ়ং প্রকর্ত্তব্যং সব্যকৈবানুকুঞ্চিতম্।
দক্ষিণস্তু পুরস্তবৎ দূরপাতে বিশিষ্যতে॥"

মুষ্টি। ধনুকের ছিলা ও বাণের পুঙ্খ (গোড়া) একযোগে ধরিবার নিয়মের নাম গুণমুষ্টি এবং বামহস্তে ধনুকের মধ্যভাগ ধারণ করিবার নাম ধনুর্মুষ্টি। গুণমুষ্টি পাঁচপ্রকার—পতাকা, বজ্র, সিংহকর্ণ, মৎসরী ও কাকতুণ্ডী।[৫] যেখানে তর্জ্জনীকে অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক দীর্ঘ রাখিতে হয়, এরূপ স্থলে মুষ্টির নাম পতাকা। এই পতাকামুষ্টি নলিকাস্ত্র প্রয়োগ ও দূরনিক্ষেপ কালে উপযোগী।[৬] তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিলে বজ্রমুষ্টি হয়, ইহা শূল, বাণ ও নারাচ নিক্ষেপকালে বিশেষ উপযোগী।[৭] বৃদ্ধাঙ্গুলিকে চিৎ করিয়া সমুদয় অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া রাখিবে। এরূপ মুষ্টির নাম সিংহকর্ণ। ইহা ধনুক ধারণে প্রশস্ত।[৮] বৃদ্ধাঙ্গুলি নখের মূলে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দৃঢ়রূপে রাখিলে তাহা মৎসরী মুষ্টি বলিয়া জানিবে। ইহা চিত্রলক্ষ্য বেধকালে উপযোগী।[৯] অঙ্গুষ্ঠের অগ্রে তর্জ্জনী মুখ নিবিষ্ট হইলে তাহাকে কাকতুণ্ডী বলে। সূক্ষ্মলক্ষ্য বেধকালে এই মুষ্টি প্রযোজ্য।[১০]

ধনুর্মুষ্টি বামহস্তে বিধেয়, তাহাও তিনপ্রকার—অধঃসন্ধান, ঊর্দ্ধসন্ধান ও সমসন্ধান। এই তিন প্রকারই যথাকালে যোজনা করিবে। দূরনিক্ষেপকালে অধঃসন্ধান, নিশ্চল লক্ষ্যস্থলে সমসন্ধান এবং দৃঢ়াস্ফোটকালে ঊর্দ্ধসন্ধান কর্ত্তব্য।[১১]

শরাকর্ষণপ্রণালী।—শরের পুঙ্খ ধনুকের ছিলায় বসাইয়া তাহার কায়া ধনুর মধ্যগাত্রে ধরিবার জায়গার পাশে শোয়াইয়া টানিবে। যতই টানিবে, ধনুক ততই নম্র হইয়া আসিবে। প্রসারিত বাম হস্তের মুষ্টি ঠিক থাকিবে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধৃত শরপুঙ্খ ও জ্যা ক্রমে ক্রমে টানিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আনিবে। কর্ণ পর্য্যন্ত আসিলেই শরের দীর্ঘতার শেষ হয় ও ধনুও বাঁকিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধারণ করে। এরূপ আকর্ষণের নাম ব্যায়। এই প্রক্রিয়া সমধিক বলসাধ্য। এই ক্রিয়ায় যিনি দক্ষ, তিনিই বাণযুদ্ধে পারদর্শী হন। এই ব্যায় নামক আকর্ষণও পঞ্চ প্রকার—যথা কৈশিক, শার্ঙ্গিক, বৎসকর্ণ, ভরত ও স্কন্ধ। কেশমূল পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ করিলে তাহার নাম কৈশিক, শৃঙ্গ পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ শার্ঙ্গিক, কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ বৎসকর্ণ, গ্রীবার দিকে আকর্ষণের নাম ভরত এবং স্কন্ধে আকর্ষণের নাম স্কন্ধ। এই পঞ্চবিধ ব্যায়ের মধ্যে চিত্রযুদ্ধকালে কৈশিক, লক্ষ্য অধঃস্থ হইলে শার্ঙ্গিক, তির্য্যক্ লক্ষ্যস্থলে বৎসকর্ণ, দৃঢ় বেধকালে ভরত এবং দৃঢ়ভেদ ও দূর নিক্ষেপকালে স্কন্ধ ব্যায়ের প্রয়োজন।[১২]

বৈশম্পায়ন ধনুর্দ্ধারণ ও বাণ পরিত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

ধনুর্ব্বেদোক্ত বিধি অনুসারে বামহস্তে ধনু নত করিয়া বা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাহাতে জ্যা যোজনা করিবে। পরে ধনুকের পৃষ্ঠদিক্ আশ্রয় করিয়া মধ্যস্থান ধরিবে। ধনুকের পৃষ্ঠদেশে ৪ অঙ্গুল ও তাহার কোলের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ় করিয়া থাকিবে। বামহস্ত দিয়া এরূপ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তে শর লইয়া তাহার গোড়া ছিলায় বসাইবে, তাহা এরূপ ভাবে ধরিবে যেন তাহা অঙ্গুলির অন্তরালে থাকে। পরে তাহা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য প্রতি মন ও দৃষ্টি রাখিয়া বাণ প্রয়োগ করিবে ও যত্ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। যখন দেখিবে শর প্রয়োগমাত্র ঠিক্ লক্ষ্য বিদ্ধ হইল, তখনই জানিবে ধনুর্দ্ধারী কৃতহস্ত হইয়াছে।[১৩]

(বৈশম্পায়ন)

---

(৫) "পতাকা বজ্রমুষ্টিশ্চ সিংহকর্ণস্তথৈব চ।
মৎসরী কাকতুণ্ডী চ যোজনীয়া যথাক্রমম্॥" (বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর)

(৬) দীর্ঘা তু তর্জ্জনী যত্র আশ্রিতাঙ্গুষ্ঠমূলকম্।
পতাকা সা চ বিজ্ঞেয়া নলিকা দূরমোক্ষণে॥" ঐ

(৭) "তর্জ্জনী মধ্যমা মধ্যমঙ্গুষ্ঠো বিশতে যদি।
বজ্রমুষ্টিস্তু সা জ্ঞেয়া স্থূলনারাচমোক্ষণে॥" ঐ

(৮) "উত্তানাঙ্গুষ্ঠমূলেন সর্ব্বাঙ্গুলাঃ প্রপীড়িতঃ।
কুঞ্চিতাঃ সিংহকর্ণঃ স্যাৎ ধনুঃসম্পীড়নে স্মৃতঃ॥" ঐ

(৯) অঙ্গুষ্ঠ নখমূলে তু তর্জ্জন্যগ্রং সুসংস্থিতম্।
মৎসরী সা চ বিজ্ঞেয়া চিত্রলক্ষ্যস্য বেধনে॥"

(১০) "অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু তর্জ্জন্যমুখমত্র নিবেশিতম্।
কাকতুণ্ডো চ সা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মলক্ষ্যেষু যোজিতা॥"

(১১) "সন্ধানং ত্রিবিধং প্রোক্তং অধ ঊর্দ্ধং সমং সদা।
যোজয়েৎ ত্রিপ্রকারং হি কার্য্যেষপি যথাক্রমম্॥
অধশ্চ দূরপাতিত্বে সমং লক্ষ্য সুনিশ্চলে।
দৃঢ়াস্ফোটে প্রকুর্ব্বীত ঊর্দ্ধং সন্ধানযোগতঃ॥" ঐ

(১২) "কৈশিকঃ কেশমূলে বৈ শরঃ শৃঙ্গে চ শার্ঙ্গিকঃ।
শ্রবণে বৎসকর্ণশ্চ গ্রীবায়াং ভরতো ভবেৎ॥
অংশকে স্কন্ধনামা চ ব্যায়াঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কৈশিকশ্চিত্রযুদ্ধেষু অধোলক্ষ্যেষু শার্ঙ্গিকঃ॥
তির্য্যক্‌লক্ষ্যে বৎসকর্ণো ভরতো দৃঢ়ভেদনে।
দৃঢ়ভেদে চ দূরে চ স্কন্ধনামানমিষ্যতে॥" (বৃদ্ধশা°)

(১৩) "ধনুর্ব্বেদবিধানেন নাম্য বামকরেণ তৎ।
দক্ষিণেন জ্যয়া যোজ্যং পৃষ্ঠে মধ্যে চ গৃহ্ণ তৎ॥
বামাঙ্গুষ্ঠং তদুদরে পৃষ্ঠে তু চতুরঙ্গুলোঃ।
পুঙ্খমধ্যে জ্যয়া যোজ্যং অঙ্গুলী বিবরেণ তু॥
আকর্ণান্ত সমাকৃষ্য দৃষ্টিং লক্ষ্যে নিবেশ্য চ।
লক্ষ্যাদন্তর পশ্যংস্তু কৃতপুঙ্খঃ প্রয়োগবিৎ॥

লক্ষ্য।—তীর দিয়া যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাই লক্ষ্য। যুদ্ধকালে কত প্রকার লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। কোন দ্রব্য চক্রবৎ ঘুরিতেছে, কেহ বায়ুবেগে দৌড়িতেছে, কেহ লুক্কায়িত ভাবে বাণ পরিত্যাগ করিতেছে, কোন বস্তু অতি কঠিন, কোন বস্তু অতি বৃহৎ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিদ্ধ করিতে হইবে। কিরূপে সেই সকল বিদ্ধ করিলে কৃতকার্য্য হইবে, ধনুর্ব্বেদে তাহার উপযুক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি চারি প্রকার বিভিন্ন লক্ষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

"লক্ষ্যং চতুর্ব্বিধং জ্ঞেয়ং স্থিরঞ্চ বৈ চলন্তথা।
চলাচলং দ্বয়চলং বেধনীয়ং ক্রমেণ তু॥"

স্থির, চল, চলাচল ও দ্বয়চল এই চারি প্রকার লক্ষ্য। প্রথমে স্থির লক্ষ্য, স্থির লক্ষ্য আয়ত্ত হইলে পশ্চাৎ চললক্ষ্য, তাহাতে সিদ্ধ হইলে চলাচল এবং তাহাতে সুসিদ্ধ হইলে দ্বয়চল শিক্ষা করিবে। সম্মুখে কোন এক স্থির বস্তু রাখিয়া আপনিও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ক্রমে তিন প্রকারে বিদ্ধ করিবে। সেই স্থির লক্ষ্য অভ্যস্ত হইলে তাহাকে স্থিরবেধী বলা যায়। তৎপরে অদূরে ও তাহা অপেক্ষা কিছু দূরে কোন এক সচল লক্ষ্য স্থাপন করিবে ও নিজে তাহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আচার্য্যের উপদেশক্রমে সেই সচল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে। এইরূপ লক্ষ্যবেধ আয়ত্ত হইলে তাহাকে চলবেধী কহে। ধনুর্দ্ধারী কোন এক স্থির লক্ষ্যের চারিদিকে পাদচারেই হউক বা অশ্বারোহণেই হউক ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থির লক্ষ্যটী বিদ্ধ করিবে। এইরূপ লক্ষ্যের নাম চলাচল। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। চল লক্ষ্যভেদ ভাল রকম আয়ত্ত না হইলে এই চলাচল লক্ষ্য আয়ত্ত করা যায় না। বেধ্য বস্তু ও ধনুর্দ্ধারী উভয়েই প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, এমন অবস্থায় ধানুকী সেই সচল লক্ষ্য বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিলে তাহাকে দ্বয়চল বলা যায়।

কোন্ হস্তে কিরূপে লক্ষ্যসন্ধান শিক্ষা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন,—প্রথমে বামহস্তে, পরে দক্ষিণ হস্তে, তৎপরে উভয় হস্তে বাণ আকর্ষণ, যোজন ও পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে বামহস্তে শর প্রয়োগ অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার ধনুর্গুণ সিদ্ধ বা আয়ত্ত হয়। বামহস্ত আয়ত্ত হইলে দক্ষিণ হস্তে শর নিক্ষেপ অভ্যাস করিবে। তৎপরে উভয় হস্তদ্বারা নারাচ ও শর নিক্ষেপ করিতে আয়াস স্বীকার করিবে। দক্ষিণ হস্ত বেশ আয়ত্ত হইলে আবার বামহস্তদ্বারা পরিশ্রম করিবে। বিশেষতঃ কৈশিক নামক আকর্ষণ ক্রিয়া সব বিষয় উভয় প্রকারেই অভ্যাস করিবে। যিনি বামহস্তকে দক্ষিণ হস্তের সমান করিতে পারেন, দক্ষিণ হস্তের মত বাম হস্তেও নারাচাদি প্রয়োগ করিতে পারেন, ধনুর্বিদ্ যোদ্ধৃগণ তাহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানেন।

শিক্ষাকালে যেরূপে লক্ষ্য স্থাপন করিতে হয়, সে সম্বন্ধেও উপদেশ আছে। শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন,—

"উদিতে ভাস্করে লক্ষ্যং পশ্চিমায়াং নিবেশয়েৎ।
অপরাহ্নে তু কর্ত্তব্যং লক্ষ্যং পূর্ব্বাদিগাশ্রিতম্॥
উত্তরেণ সদা কার্য্যমনধ্যমবরোধকম্।
সংগ্রামেণ বিনা লক্ষ্যং ন কার্য্যং দক্ষিণামুখম্॥"

সূর্য্যোদয়ের সময় পশ্চিম দিকে, অপরাহ্নে পূর্ব্বদিকে এবং অবরোধকালে উত্তরদিকে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া শরাভ্যাস করিবে, যুদ্ধকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দক্ষিণদিকে লক্ষ্য করা উচিত নহে। অভ্যাস কালে কতদূরে লক্ষ্যস্থাপন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"ষষ্টিধন্বন্তরে লক্ষ্যং জ্যেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
চত্বারিংশন্মধ্যমঞ্চ বিংশতিশ্চ কনিষ্ঠকম্॥"

৬০ ধনু অন্তরে অর্থাৎ ২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া বিদ্ধ করাই উত্তম, ৪০ ধনু (১৬০ হাত) দূরে রাখিয়া ভেদ করা মধ্যম এবং ২০ ধনু দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা অধম বলিয়া গণ্য।

২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া বাণপ্রয়োগ অভ্যাস করা বড় সহজ কথা নয়। ইহাদ্বারাই তখনকার লোকের বাহুবল ও বাণের বেগ কত অধিক ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। শার্ঙ্গধর এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে তীর ৪০০ হাত পর্য্যন্ত যাইতে পারে। এখনকার সামান্য বন্দুকের গুলিও বোধ হয় ৪০০ হাত যায় না।

কতবার অভ্যাস করিতে হয়, সে সম্বন্ধেও এইরূপ উপদেশ আছে—

"চতুঃশতৈশ্চ কাণ্ডানাং যো হি লক্ষ্যং বিসর্জ্জয়েৎ।
পূর্ব্বোদয়ে চাংশুময়ে স জ্যেষ্ঠো ধন্বিনাং ভবেৎ।
ত্রিশতৈর্মধ্যমো বাণৈঃ দ্বিশতাভ্যাং কনিষ্ঠকঃ॥"

যে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ৪০০ বার লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হয়, সে উত্তম ধনুর্দ্ধারী। যে ৩০০ বার বাণের পর

বলা মুক্তেৎ শরং নিশ্চেৎ কৃতকৃত্যমুদোচয়ৎ।
এবং বাণাঃ প্রযোক্তব্যা হাস্যা হস্তা ক্রমতঃ॥"
(বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ)

* "সব্যেনাপি করেণৈব কুর্ব্বীত সমতাং করঃ।
সব্যসাচীতি বিজ্ঞেয়ো ধনুর্ব্বেদবিশারদৈঃ॥" (শার্ঙ্গধর)।

ক্লান্ত হয় সে মধ্যম এবং ২০০ বার ত্যাগ করিয়া যে বিরত হয়, সে অধম। বাস্তবিক যতক্ষণ শরীরে ও মনে ক্লান্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিবে।

পুরুষ প্রমাণ অর্থাৎ ৩॥০ হাত উচ্চ চন্দ্রকবৎ গোলাকার কাষ্ঠফলকে লক্ষ্যস্থাপন করিবে।

"লক্ষ্যঞ্চ পুরুষোম্মানং কুর্য্যাচ্চন্দ্রকসংবৃতম্।"

সেই চন্দ্রক লক্ষ্যের যে ঊর্দ্ধভাগ বেধ করিবে, সে শ্রেষ্ঠ, যে নাভি বেধ করিবে সে মধ্যম এবং যে পাদ বেধ করিবে, সে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।[১]

অগ্নিপুরাণের মতে,

"বাণভঙ্গং কৃতাবর্ত্তং কাষ্ঠচ্ছেদনমেব চ।
বিন্দুকং গোলকযুগং যো বেত্তি স যুগী ভবেৎ॥"

বাণভঙ্গ, কৃতাবর্ত্ত, কাষ্ঠচ্ছেদন, বিন্দুক ও গোলক যে জানে, যে যুগী হয়।

এক ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া বাণ ত্যাগ করিবে, অপর ব্যক্তি সেই সম্মুখাগত বাণটী তির্য্যক্ হইয়া বা আপনার বাণটী তির্য্যক্ করিয়া সেই বাণটী ছেদ করিবে। শরে শরে যে বাণচ্ছেদ করিতে পারে, তাহাকে বাণচ্ছেদী বলে।[২] কৃতাবর্ত্ত নামক চিত্রলক্ষ্য নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বরাটিকা প্রধান। এক খণ্ড কাষ্ঠের আগায় চুলে একটী কড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকিবে, সেই ঘূর্ণমান কড়িকে লক্ষ্য করার নাম বরাটিকা, যে ঐরূপ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে, সে উত্তম ধনুর্ধর বলিয়া গণ্য।[৩] লক্ষ্যস্থানে একখণ্ড গোপুচ্ছাকৃতি আর্দ্র কাষ্ঠ রাখিয়া দূর হইতে ক্ষুরপ্র নামক বাণের দ্বারা ছেদন করিতে শিখিবে। এইরূপে কাষ্ঠচ্ছেদ করিতে করিতে কাষ্ঠচ্ছেদী হওয়া যায়।[৪] যুদ্ধকালে রথাদির ধ্বজদণ্ডাদি-ছেদনের আবশ্যক, তজ্জন্য এরূপ অভ্যাস প্রয়োজন।

লক্ষ্যস্থানে শ্বেত বাঁধুলী ফুলের মত, একটা শ্বেতবর্ণ বিন্দু করিবে। পরে সেই বিন্দুটী বিদ্ধ করিতে শিখিবে। যে সেরূপ বিন্দুক বেধ করিতে পারে সে চিত্রবেধী হয়।[৫] দূরে ও সম্মুখে থাকিয়া একজন দুইটী কাষ্ঠের গোলা ছুড়িবে। ধনুর্দ্ধর সেই গোলা দুইটী নিকটে না আসিতে আসিতে গোপুচ্ছাকৃতি বাণ দিয়া স্পর্শ করিবে, অথবা সত্বর সন্ধান-পূর্ব্বক দুইটী পৃথক্ বাণদ্বারা গোলা দুইটাকে বিদ্ধ করিবেন। এরূপ গোলবেধে পটু হইলে তিনি ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রাজপূজ্য হন।[৬]

এইরূপে কখন রথে চড়িয়া, কখন গজে থাকিয়া, কখন অশ্বারোহী হইয়া কখন বা পদাতি হইয়া লক্ষ্য সন্ধান অভ্যাস করিবে।[৭]

রামায়ণে অনেক স্থলে শব্দভেদী বাণের উল্লেখ আছে। রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে গজভ্রমে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করেন। যখন মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থাকিয়া বাণ-বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অপর বাণপ্রয়োগ শিক্ষা যেরূপ আয়াসে হয়, শব্দবেধশিক্ষা তদপেক্ষা অতি কঠিন। ইহা কঠোর অভ্যাসের ফল। কিরূপে এ অভ্যাস জন্মে, মহাভারতে অর্জ্জুনপ্রসঙ্গে আমরা কতকটা আভাস পাই। অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ও প্রিয় হইলেও, দ্রোণ পুত্র বলিয়া অশ্বত্থামাকে অর্জ্জুন অপেক্ষা ভালবাসিতেন। সেই জন্ত তিনি কখন কখন গোপনে অশ্বত্থামাকে কোন কোন সিদ্ধ অস্ত্র প্রদান করিতেন। অর্জ্জুনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া দ্রোণ সর্ব্বদাই মনে মনে শঙ্কা করিতেন যে অর্জ্জুন ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেই বুঝিয়া লইবে। তাই তিনি একদিন পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'দেখ অর্জ্জুনকে কখনও অন্ধকারে খাত দিও না।' পাচকও সেই-মত কার্য্য করিত। একদিন অর্জ্জুন আহার করিতেছেন, ঘটনাক্রমে বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল। অর্জ্জুন দীপের অপেক্ষা না করিয়াই আহার করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে ঠিক যথাস্থানে হাত দিয়া আহার করিতেছেন, কোন প্রতি-বন্ধক হইতেছে না। বুঝিলেন, ইহা কেবল অভ্যাস। এই

(১) "ঊর্দ্ধবেধী ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো নাভিবেধী চ মধ্যমঃ।
যঃ পাদবেধী লক্ষ্যস্ত স কনিষ্ঠঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥"

(২) "লক্ষ্য স্থানে মুক্তং কাণ্ডং সম্মুখং ক্ষেপকস্ততঃ।
কিঞ্চিন্মুষ্টিং বিধায় যঃ তির্য্যক্ ত্রিফলকেষুণা॥
সম্মুখং বা সমাযান্তি তির্য্যক্ বাণেন সন্ধরেৎ।
শরং শরেণ যশ্ছিন্দ্যাৎ বাণচ্ছেদী স জায়তে॥"

(৩) "কাষ্ঠং সকেশং সংযম্য তত্র বদ্ধা বরাটিকাম্।
হস্তেন ভ্রাম্যমানাঞ্চ যো হন্তি স ধনুর্দ্ধরঃ॥"

(৪) "লক্ষ্যস্থানে ন্যসেৎ কাষ্ঠং সাদ্রং গোপুচ্ছসন্নিভম্।
যশ্ছিন্দ্যাৎ তৎক্ষুরপ্রেণ কাষ্ঠচ্ছেদী স উচ্যতে॥"

(৫) "লক্ষ্যে বিন্দুং ন্যসেৎ শুভ্রং শুভ্রবন্ধুকপুষ্পবৎ।
হন্তি তং বিন্দুকং যস্তু চিত্রবেধী স জায়তে॥"

(৬) "কাষ্ঠগোলযুগং ক্ষিপ্রং দূরমূর্দ্ধং পুরঃস্থিতৈঃ।
অসম্প্রাপ্তং শরং স্পৃশেৎ তৎগোপুচ্ছমুখেন হি॥
যো হন্তি শরযুগ্মেন শীঘ্রসন্ধানযোগতঃ।
স ভবেৎ ধনুর্দ্ধতাং শ্রেষ্ঠং পূজিতং সর্ব্বপার্থিবৈঃ॥"

(৭) "রথস্থেন গজস্থেন হয়স্থেন চ পত্তিনা।
যাবতা বৈ শ্রমঃ কার্য্যো লক্ষ্যং হন্তুং মুনিশ্চিতম্॥"

সময়ে তাঁহার মনে হইল অভ্যাস করিলে অদৃশ্য লক্ষ্যও অনায়াসে বিদ্ধ করা যায়। এই ভাবিয়া তখন হইতে প্রতিদিন রাত্রে উঠিয়া ঘোর নিশীথকালে অন্ধকারে লক্ষ্যাভ্যাস করিতেন। এইরূপে তিনি অন্ধকারে লক্ষ্যবেধ শিখিয়াছিলেন। শব্দবেধক্রিয়াও এইরূপে অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা করা যায়। এ সম্বন্ধে শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন,—

"লক্ষ্যস্থানে ন্যসেৎ কাংস্যপাত্রং হস্তদ্বয়ান্তরে।
তাড়য়েচ্ছর্করাভিস্তৎ শব্দঃ সঞ্জায়তে ততঃ॥
যত্রৈবোৎপদ্যতে শব্দঃ সম্যক্ তত্র বিচিন্তয়েৎ।
কর্ণেন্দ্রিয়মনোযোগাৎ লক্ষ্যং নিশ্চয়তাং নয়েৎ॥
পুনঃ শর্করয়া তচ্চ তাড়য়েচ্ছব্দহেতবে।
পুনর্নিশ্চয়তা নেয়া শব্দস্থানানুসারতঃ॥
ততঃ কিঞ্চিৎ কৃতং দূরে নিত্যং নিত্যং বিধানতঃ।
লক্ষ্যং সমভ্যসেৎ যাত্তে শব্দবেধনহেতবে॥
ততো বাণেন হন্তাৎ তৎ অবধানেন তীক্ষ্ণধীঃ।
এতচ্চ দুষ্করং কর্ম্মাভ্যাসাৎ কস্যাপি সিদ্ধ্যতি॥"

লক্ষ্য স্থানের দুই হাত দূরে একটী কাঁসার পাত্র রাখিবে। একজন সেই পাত্রের গায়ে কাঁকরের আঘাত করিতে থাকিবে। আঘাত মাত্র যেখানে শব্দ উৎপন্ন হইবে, ঠিক সেই শব্দোৎপত্তির স্থানটীতে মনোনিবেশ করিবে। তখন কেবল কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা মন সংযোগ করিয়া লক্ষ্য নিশ্চয় করিবে। আবার একজন সেই পাত্রে শব্দ হইবার জন্য কাঁকরের আঘাত করুক। তাহাও পুনরায় লক্ষ্য না দেখিয়া শব্দ স্থান অনুসারে লক্ষ্য ঠিক করিবে। তৎপরে নিত্য নিত্য দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ দূরে সেই পাত্র রাখিয়া ও কাঁকরের আঘাত করিয়া কেবল সেই শব্দ শুনিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে শিখিবে। ক্রমে সেই শব্দানুসারে লক্ষ্যের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে থাকিবে। তাহা হইলেও শব্দভেদ আয়ত্ত হইবে। এ দুষ্কর অভ্যাস সকলের ভাগ্যে আয়ত্ত হয় না। কেহ কখন সিদ্ধিলাভ করে।

ধনুর্ব্বেদ পাঠ করিলে অনেকটা বোধ হইবে, এখন বন্দুক গোলাগুলি দ্বারা যে সকল কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, পূর্ব্বকালে যোদ্ধৃগণ অসাধারণ শিক্ষা ও বাহুবলপ্রভাবে ধনুর্ব্বাণ প্রয়োগ দ্বারা সেই সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। দিন দিন মানব বিলাসী ও ক্ষীণজীবী হইতেছে, এবং পূর্ব্ববৎ সাহস ও বাহুবলের অভাবে এখন নিত্য নিত্য কেবল কৌশল দ্বারা আপনাদের পরিশ্রম লাঘবের উপায় অনুসন্ধান করিতেছে, তাহারই ফলে এখন নিত্য নিত্য অভিনব অস্ত্রাদির সৃষ্টি হইতেছে।

ধনুংষি প্রয়োগোপসংহারান্ বেত্তি জানাতি বিদ-ক্বিপ্। (ত্রি) ২ ধানুক। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

"ধনুর্দ্ধরো ধনুর্ব্বেদঃ।" (বিষ্ণুসহস্রনাম) ভাবে যঞ্। ৪ অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে বিদ্যাভেদ।

ধনুষ (পুং) ধন বাহুলকাৎ উষন্। ঋষিভেদ।
"ধনুষাখ্যোহথ রৈভ্যশ্চ অর্ব্বাবসুপরাবসূ।" (শান্তিপ° ৩৩৮ অ°)

ধনুষাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ।
"আসসাদ মহাবীর্য্যং ধনুষাক্ষং মনীষিণং।" (বনপর্ব্ব ১২৫ অ°)

ধনুষ্কপাল (পুং) ধনুষঃ কপালমিব "ইসুসোঃ সামর্থ্যে।" ইতি যত্বং। ধনুরবয়ব।

ধনুষ্কর (পুং) করোতি ধনুস্ কৃ-ট (দিবা বিভেতি। পা ৩।২।২১) ১ চাপকারক শিল্পিভেদ, যাহারা ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করে। ধনুঃ করে যস্য, ততো যত্বং। ২ ধানুক, ধনুর্হস্ত, যাহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ আছে। অহেত্বাদৌ তু অণ্। ধনুষ্কার, তৎকরমাত্র।
"ইষুকারং হেত্যৈ ধনুষ্কারং কর্ম্মণে জ্যাকারং দিষ্টায়।"
(শুক্লযজু° ৩০।৭)

ধনুষ্পাণি (ত্রি) ধনুঃ পাণৌ যস্য, ইসুসোঃ সামর্থ্যে ইতি যত্বং। ধনুর্হস্ত। "যুবজানি ধনুষ্পাণিঃ" (ভট্টি)

ধনুষ্মৎ (ত্রি) ধনুঃ ধার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য মতুপ্। ধনুর্দ্ধর।
"ভীমো ধনুষ্মানুপজাতরক্তিঃ।" (ভট্টি)

ধনুস্ (ক্লী) ধনতীতি ধন শব্দে ধন-উসি স চ নিৎ (অর্ত্তি পৃবপীতি। উণ্ ২।১১৮) শরনিক্ষেপ যন্ত্র, ধনুক। পর্য্যায়—চাপ, ধন্ব, শরাসন, কোদণ্ড, কার্ম্মুক, ইষ্বাস, স্থাবর, গুণী, শরাবাপ, তৃণতা, ত্রিণতা, অস্ত্র, ধনু, তারক, কাণ্ড। (শব্দরত্নাবলী) ইহার লক্ষণ—

"ধনুস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শার্ঙ্গং বাংশং তথৈব চ।
কোমলং বর্ণদৃঢ়তা তয়োর্গুণ উদাহৃতঃ॥
সুখসম্পত্তিকরণং সমমুষ্ট্যায়তং ধনুঃ।
বিপদো মুষ্টিবৈষম্যে তদলে তন্দমাবহেৎ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

ধনুক দ্বিবিধ—শার্ঙ্গ ও বাংশ, কোমল ও অতিশয় দৃঢ়। ধনুক সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ। এই ধনু সমমুষ্টি পরিমাণে করিতে হইবে, বিষম মুষ্টি হইলে বিপত্তি হইয়া থাকে।

"শার্ঙ্গিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈণবং সর্ব্বনামিতং।
শার্ঙ্গং পুনর্ধনুর্দিব্যং তদ্বিজ্ঞো পরমায়ুধং॥"
বিতস্তি সপ্তমং মানং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
ন স্বর্গে ন চ পাতালে ন ভূমৌ কস্যচিৎ করে॥
তদ্ধনুর্বশমায়াতি ত্যক্ত্বৈকং পুরুষোত্তমং।
পৌরুষেয়স্ত যচ্ছার্ঙ্গং বহুবৎসরশোভিতং॥
বিতস্তিভিঃ সার্দ্ধ বড়্ভি নির্ম্মিতং ধনুরোত্তমং।

প্রায়ো যোজ্যং ধনুঃশার্ঙ্গং গজযোধাশ্বসাদিনাং।
রথিনাঞ্চ পদাতীনাং বাংশং চাপং প্রকীর্ত্তিতং ॥" (বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর)

যে ধনুকের তিন স্থলে নত থাকে, তাহাকে শার্ঙ্গ এবং যাহার সকল স্থল নত হয়, তাহাকে বৈণব অর্থাৎ বংশ ধনুক কহে। শার্ঙ্গ ধনু করিতে হইলে ইহার পরিমাণ সাত বিতস্তি হইবে। এই ধনু স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি কোন স্থলেই এক মাত্র পুরুষোত্তমকে পরিত্যাগ করিয়া কাহারও হস্তে বশ প্রাপ্ত হয় না। সার্দ্ধ ছয় বিতস্তি পরিমাণে যে শার্ঙ্গ ধনু হয়, তাহা ধনুকের মধ্যে নিকৃষ্ট।

প্রায়ই শার্ঙ্গধনু গজযোধ ও অশ্বারোহীদিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে। রথী ও পদাতিগণ বাংশ ধনুক ব্যবহার করিবে। বাংশ ধনুর লক্ষণ—

"ত্রিপর্ব্বং পঞ্চপর্ব্বং বা সপ্তপর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং।
নবপর্ব্বঞ্চ কোদণ্ডং চতুর্ব্বা শুভকারণং ॥
চতুষ্পর্ব্বঞ্চ ষট্‌পর্ব্বং অষ্টপর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ।
অতিজীর্ণমপক্কঞ্চ জ্ঞাতিঘৃষ্টং তথৈব চ।
দগ্ধং ছিদ্রং ন কর্ত্তব্যং বাহ্যাভ্যন্তরহস্তকং ॥
গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাস্তদোষসমন্বিতং।
গলগ্রন্থির্ন কর্ত্তব্যা তলমধ্যে তথৈব চ ॥
অপক্কং ভঙ্গমায়াতি অতিজীর্ণস্তু কর্কশং।
জ্ঞাতিঘৃষ্টস্তু সোদ্বেগং কলহো বান্ধবৈঃ সহ ॥
দগ্ধেন দহ্যতে বেশ্ম ছিদ্রং যুদ্ধবিনাশনং।
বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভ্যেত তথৈবাভ্যন্তরেঽপি চ ॥
হীনে তু সন্ধিতে বাণে সংগ্রামে ভঙ্গকারকং।
আক্রান্তে চ পুনঃ ক্বাপি ন লক্ষ্যং প্রাপ্যতে দৃঢ়ং ॥"
(বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর)

বাঁশের ধনুক করিতে হইলে ত্রিপর্ব্ব, পঞ্চপর্ব্ব বা সপ্তপর্ব্ব করিতে হইবে। পর্ব্বশব্দে বংশসন্ধি অর্থাৎ বাঁশের যে ধনুকে নয়টী পর্ব্ব থাকে, তাহাকে কোদণ্ড কহে। ধনুক নির্ম্মাণে চতুষ্পর্ব্ব, অষ্টপর্ব্ব ও ষট্‌পর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বংশ যদি অতিজীর্ণ বা অপক্ক হয়, তাহাতে ধনুক প্রস্তুত করিবে না এবং জ্ঞাতিঘৃষ্ট, দগ্ধ, ছিদ্র ও বাহ্যাভ্যন্তর হস্তক (অর্থাৎ যে স্থানে হস্ত দিয়া ধনুক ধরিতে হয়,) তাহা, গুণহীন, গুণাক্রান্ত, বাস্তদোষযুক্ত প্রভৃতিও নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে অপক্কবংশে যে ধনুক প্রস্তুত করা যায়, তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, অতিজীর্ণ বাঁশে প্রস্তুত হইলে তাহা কর্কশ হইয়া থাকে, জ্ঞাতিঘৃষ্ট হইলে উদ্বেগ এবং বান্ধবদিগের সহিত কলহ, দগ্ধ হইলে গৃহ দগ্ধ, ছিদ্র হইলে যুদ্ধে পরাজয়, বাহ্যহস্তক এবং অভ্যন্তর হস্তক হইলে তাহাদ্বারা লক্ষ্যভেদ করা যায় না। হীন হইলে সংগ্রামে বাণ যোজনা করিলে লক্ষ্য ভেদ হয় না এবং যুদ্ধে ভঙ্গ হইয়া থাকে। যে সকল ধনুকের গলদেশে বা তলদেশে গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট থাকে, তাহা বর্জনীয় এবং ইহা অশুভকর। যে সকল দোষ বলা হইল, এই সকল দোষরহিত ধনুকই শ্রেষ্ঠ এবং সকল কার্য্যে সিদ্ধপ্রদ। যে ধনুকে প্রস্তর প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহাকে উপলক্ষেপক ধনু কহে। এই ধনুকের পরিমাণ তিন হাত এবং বিস্তৃতি দুই অঙ্গুলি হইবে। ইহার গুণ রজ্জুহীন হইবে।

"উপলক্ষেপকং চাপং বৈণবং তদ্বিরজ্জুকং।
ত্রিহস্তোৎসেধসহিতং দ্ব্যঙ্গুলীবিস্তৃতং তু তৎ ॥" (বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর)

[ধনুর্ব্বেদ দেখ।]

২ হটযোগদীপিকোক্ত আসন বিশেষ।

"পাদাঙ্গুষ্ঠৌ তু পাণিভ্যাং গৃহীত্বা শ্রবণাবধি।
ধনুরাকর্ষণং কুর্য্যাৎ ধনুরাসনমুচ্যতে ॥" (১।২৫)

পাণিদ্বারা শ্রবণাবধি ও পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া ধনু আকর্ষণ করিবে, ইহাকে ধনুরাসন কহে। জলাশয়তত্ত্বে চারি হস্ত পরিমাণ আসন ধনুরাসন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তস্তচ্চতুষ্কং ধনুঃ স্মৃতং।" (জলাশয়তত্ত্ব)

৩ রাশিবিশেষ, মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত নবমরাশি। পর্য্যায় তৌক্ষিক।

ধনুরাশির সংজ্ঞা—পুরুষরাশি, স্বর্ণ সদৃশবর্ণ, পর্ব্বতচারী, সমরাশি, অতিশয় শব্দকারী, দিনবলী, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, দৃঢ়াঙ্গ, রুক্ষশরীর, পীতবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, উগ্রস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি, অল্প সন্তানযুক্ত, অল্প স্ত্রীপ্রসঙ্গপ্রিয়, দ্ব্যাত্মক, দ্বিপদ, অগ্নিরাশি এবং উগ্রস্বভাব। অন্তভাগে চতুষ্পাদ।

(নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

ভট্টোৎপল ধৃত যবনেশ্বরের মতে ধনুর সংজ্ঞা—ধনুর্বিশিষ্ট, পুরুষাকার, পশ্চাদ্ভাগে ঘোটকাকার, উরুদেশ, উচ্চ নীচ ভূমি, ঘোটক, বলবান্, অস্ত্রধারী পুরুষ, যজ্ঞ রথাদি এবং অশ্বস্থান। এই সকল সংজ্ঞা দ্বারা নানাপ্রকার গণনা হইতে পারে, যথা হৃত নষ্ট বস্তুর প্রশ্নগণনায় ঐ বস্তু কোন স্থানে অবস্থিত, তাহার জ্ঞান এবং রাশির যেরূপ শরীরবিভাগ আছে, সেই সেই স্থানে গ্রহগণের অবস্থান অনুসারে ব্রণাদির চিহ্ন এবং গ্রহগণের বলাবলে সেই সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি বা দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি জানা যায়। এই রাশির যে স্বভাব ও স্থান প্রভৃতি লিখিত হইল, ঐ রাশিতে কোন গ্রহের অবস্থান বা দৃষ্টি থাকিলে ঐ সকল

বুঝাইবে, আর ঐ সকল রাশিতে গ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি থাকিলে ঐ সকল স্বভাবাদির হ্রাস, বৃদ্ধি এবং বিপরীত হইতে পারে।

ধনুর সংজ্ঞা—ওজ, বিষম, দ্ব্যাত্মক, ক্রূর, অগ্নি, পৃষ্ঠোদয়, পুণ্য, দিনবলী, সুবর্ণ, বৃহস্পতির ক্ষেত্র, বৃহস্পতির মূল-ত্রিকোণ, কেতুর উচ্চ, তুল, রাহুর নীচ, পূর্ব্বদিক্‌স্বামী, পর্ব্বতচর, ঘোটক, শূর, অস্ত্রভৃৎ, যজ্ঞ, অশ্ব। ধনুরাশি ধনুর্দ্ধারী, ইহার দেবতার আকার জঙ্ঘা পর্য্যন্ত অশ্বের ন্যায় এবং অবশিষ্টাংশ ধনুর্ধারী নরের সদৃশ। ইহা ওজ ও বিষম ক্রূর।

ধনুর প্রথম অর্দ্ধেকভাগ দ্বিপদ সংজ্ঞা এবং শেষ অর্দ্ধ ভাগ চতুষ্পাদ সংজ্ঞা। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর ইহাদিগের রাত্রি সংজ্ঞা। ধনু রাশির বর্ণ পিঙ্গল।

মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া প্রথম পাদ ধনুরাশি, অর্থাৎ ঐ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তির ধনুরাশি হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে জন্ম হইলে স্কন্ধ ও মুখ খর্ব্ব, পিতৃধনত্যাগী, কবি, বীর্য্যবান্, বক্তা, দন্ত, কর্ণ, অধর ও নাসিকা স্থূল কর্ম্মে উদ্যত, শিল্পবেত্তা, কুব্জস্কন্ধ, কুনখযুক্ত, স্থূলহস্ত, প্রগল্‌ভতাবিশিষ্ট, ধর্ম্মবেত্তা, ধনুর্দ্বেষী, (বল প্রয়োগে বশীভূত হয় না,) কিন্তু প্রীতিদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। মতান্তরে—ধনুরাশিতে জন্ম হইলে কার্ম্মুকের ন্যায় গুণযুক্ত, কীর্ত্তিমান্, পূজনীয়, কুলনাথ, রসবেত্তা, বন্ধুদিগের একমাত্র আশ্রয়, অনেক ধন জনযুক্ত, দেবদ্বিজসেবাপরায়ণ, মৃদুগতিবিশিষ্ট ও অসহনশীল হইবে।

ধনুরাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ অবস্থান করিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে রবি থাকিলে নানাবিধ দ্রব্যযুক্ত, রাজার ন্যায় কার্য্যযুক্ত, বিখ্যাত, প্রাজ্ঞ, দেবদ্বিজের অর্চ্চনাপরায়ণ, শাস্ত্রার্থ ও হস্তিশিক্ষায় নিপুণ, ব্যবহারযোগ্য, সাধুগণের পূজ্য, প্রগল্‌ভ, মনোহর, বিস্তীর্ণ দেহবিশিষ্ট, বন্ধুগণের হিতকারী ও সত্ত্বযুক্ত হইয়া থাকে। ধনুরাশিস্থিত রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা বাক্য, বিভব, বুদ্ধি ও পুত্রযুক্ত ভূপালতুল্য, শোকহীন ও সুন্দর শরীরসম্পন্ন হইয়া থাকে। ধনুরাশিস্থিত রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুদ্ধে যশস্বী, স্পষ্ট বক্তা, ধৃতি ও সৌখ্যসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ হয়। ধনুরাশিস্থিত রবি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মধুর বাক্যসম্পন্ন, লিপিবেত্তা, কাব্যকলাবিৎ, গোষ্ঠীপালক এবং ধাতুজ্ঞ হইবে। ধনুরাশিস্থিত রবি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজভবনবিচরণকারী বা নৃপতি, হস্তী, অশ্ব ও ধনযুক্ত এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। ধনুরাশিস্থিত রবি শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুগন্ধ মাল্যাদির সহিত সর্ব্বদা দিব্য স্ত্রীভোগরত ও শান্ত হয়। ধনুরাশিস্থিত রবি শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অশুচি, পরান্নাকাঙ্ক্ষী, নীচানুরত, চতুষ্পদ ক্রীড়নশীল ও অতিশয় চপল হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে চন্দ্র থাকিলে কুব্জাঙ্গ, বৃত্তচক্ষু, স্থূলহৃদয় ও কটিদেশযুক্ত, পীন বাহু, বাগ্মী, দীর্ঘমুখ, দীর্ঘকণ্ঠবিশিষ্ট, জলতটবাসী, শিল্পবেত্তা, গুপ্তগুহ্যদেশ, শূর, বৃথাভিমানী, অস্থিসার, বহুকলাবেত্তা, স্থূলকণ্ঠৌষ্ঠনাসিকাসম্পন্ন, স্নেহবদ্ধ, কৃতজ্ঞ, অসংযুতাজ্ঘ্রি ও প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে।

ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, ধনবান্, শূর, বিখ্যাত পৌরুষ, অনুপম সুখ এবং বাহনযুক্ত হইবে। ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সেনাপতি, ধনবান্, সৌভাগ্যসম্পন্ন, বিখ্যাত পৌরুষ ও অনুপম ভৃত্যযুক্ত হয়। ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুভৃত্যসম্পন্ন, বহুসারযুক্ত, জ্যোতিষ ও শিল্পাদি ক্রিয়ানিপুণ এবং লগ্নাচার্য্য হইবে। ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অনুপম দেহবিশিষ্ট, রাজমন্ত্রী, ধন, ধর্ম্ম ও সুখান্বিত হয়। ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখী, অতিশয় বিনয়ী, সৌভাগ্যসম্পন্ন, পুত্রার্থাভিলাষী, এবং স্বীয় মিত্রযুক্ত হইবে। ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রিয়বাদী, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যবাদী, মনোহর ও রাজপুরুষ হয়। ধনুরাশিতে মঙ্গল থাকিলে বহু ক্ষতদ্বারা কৃশাঙ্গ, নিষ্ঠুরবাক্যভাষী, পরাধীন, রথ বাজী ও পদাতিকের সহিত যুদ্ধকারী, রথদ্বারা অপর সৈন্যের ভেদক, বিফলশ্রমকর, সর্ব্বদা খিন্ন, পরস্পর ক্রোধনিষ্ঠচিত্তসম্পন্ন এবং গুরুজনে অসভ্যভাষী হয়। ধনুরাশিতে বুধ থাকিলে দানগুণে বিখ্যাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বীর্য্যবান্, মন্ত্রণাকুশল, কুলপ্রধান, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও অধ্যাপনারত, মেধাবী, বাক্‌পটু, দাতা ও লিপিকুশল হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে ব্রত, দীক্ষা ও যজ্ঞাদিকর্ম্মে আচার্য্য, সংস্থানবিহীন, অর্থসম্পন্ন অর্থাৎ সঞ্চয় করিতে বিশেষ পটু, অক্ষম, দাতা, স্বীয় সুহৃৎ পক্ষের প্রিয় ব্যবহারকারী, রাজমন্ত্রী বা মণ্ডলাধ্যক্ষ, নানা দেশ নিবাসী এবং নির্জ্জনতীর্থে যজ্ঞকরণমতিযুক্ত হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে শুক্র থাকিলে সৎকর্ম্ম ইচ্ছানুরূপ ধনজনিত ফলযুক্ত, জগৎপ্রিয়, কমনীয় শরীরসম্পন্ন, কুলীন, বিদ্বান্, গোধনযুক্ত, সচ্চরিত্র, স্ত্রীসৌভাগ্যযুক্ত, রাজার মন্ত্রী, পীনোন্নত তনু, সকলের প্রধান সাধুগণের পূজ্য ও কবি হইবে।

ধনুরাশিতে শনি থাকিলে ব্যবহারবোধক শিক্ষা ও

বেদ, অর্থবিভাকথনে কুশলমতি, পুত্রগুণে বিখ্যাত, স্বধর্ম-পরায়ণ, অতিশয় সুশীল, অত্যন্ত সম্মানী, অল্প বাক্যযুক্ত ও বহুসলবিশিষ্ট হয়।

ধনুরাশিস্থিত চন্দ্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজাধিরাজ, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজা, শুক্র দৃষ্টে পণ্ডিত, শনি দৃষ্টে ধনবান্, সূর্য্য কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দরিদ্র এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতি হইয়া থাকে। যে সকল ফল লিখিত হইল, এই সকল ফল দ্বারা আকৃতি, স্বভাব ও চরিত্রাদি নিরূপিত হয়।

জন্মকালীন যে রাশিতে যে গ্রহ অবস্থিত আছে, সেই সেই গ্রহের রাশিস্থিত ফল এবং সেই সেই গ্রহ কোন গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া কিরূপ ফল প্রকাশ করিতেছে, সাবধানতা সহকারে ঐ সকল ফল স্থিরীকৃত করিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিবে। (বৃহজ্জাতক, সারাবলী)

৪ লগ্নবিশেষ; এই লগ্নের পরিমাণ ৫।১৭।২০ বিপল। প্রতিদিন দিবারাত্রে মেষাদি দ্বাদশ লগ্ন হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে পৌষমাসে ধনুর্লগ্নে সূর্য্য উদিত হইয়া থাকে। ধনুর্লগ্নজাত ফল—ধনুর্লগ্নে জন্ম হইলে স্থূল ওষ্ঠ দশন ও নাসিকাসম্পন্ন, কফবায়ুপ্রকৃতি, উরু, গুহ্য ও হস্ত মাংসল, কুনখী, কর্ম্মে উদ্যোগী, শূর, শূদ্র, নীচ, তস্কর, অনল বা রাজদ্বারা বিনষ্ট ধনসম্পন্ন, বিজ্ঞ, সকলের পূজ্য, ভ্রাতৃঘাতেচ্ছুক, বিদেশে কর্ম্মপ্রিয়, বা ভূপাল হইতে লব্ধ ধনসম্পন্ন, ধর্ম্মে মধ্যমরূপ মতিবিশিষ্ট, স্ত্রীর সহিত কলহকারী ও মুখরোগী হইয়া থাকে এবং চতুষ্পদ, সর্প প্রভৃতি বন্ধন ও সলিল দ্বারা নিজের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (সত্যাচার্য্য)

ধনুলগ্নে জন্ম হইলে সুনীতিপরায়ণ, ধনধান্, সুখী, কুলের মধ্যে প্রধান, বুদ্ধিমান এবং সকল লোকের পোষক হয়।

"ধনুর্লগ্নে সমুৎপন্নো নীতিমান্ ধনবান্ সুখী।
কুলমধ্যে প্রধানশ্চ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বস্য পোষকঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

জাতকচন্দ্রিকার মতে ধনুলগ্নে জন্ম হইলে বহুকলাকুশল, বলশালী, মহান্, নির্ম্মলচরিত্র, সরল কথনশীল এবং কৃপণ হইয়া থাকে।

"বহুকলাকুশলঃ প্রবলো মহান্
বিমলতাকলিতঃ সরলোক্তিভাক্।
শশধরে হি ধনুর্ধরগো নরো
ধনকরো ন করোতি ধনব্যয়ং॥" (জাতকচন্দ্রিকা)

৪ পিয়ালবৃক্ষ। ৫ চতুর্হস্তমান। (ত্রি) ৬ ধনুর্দ্ধর। ৭ গোলক্ষেত্রের ব্যাসার্দ্ধ হইতে ন্যূন অংশভেদ।

"জ্যাং প্রোজ্‌ঝ্য শেষং তত্ত্বাশ্বিহতং তদ্বিবরোদ্ধৃতং।
সধ্যাপ্ততত্ত্বাখিলংবর্গে সংযোজ্য ধনুরুচ্যতে॥" (সূর্য্যসি°)

ধনুষ্কোটীতীর্থ, রামেশ্বরতীর্থের নিকট সমুদ্র স্নানতীর্থ। রামেশ্বরদ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত। রামনাদের (রামনাথপুরের) সেতুপতি উপাধিধারী রাজগণ যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া এই তীর্থ উদ্ধার ও সংস্কার করেন। রামেশ্বর মন্দির অপেক্ষা এই স্নানতীর্থের মাহাত্ম্য অধিক।

ধনুস্তম্ভ (পুং) সুশ্রুতোক্ত বিকৃতবায়ুভেদ। ধনুষ্টঙ্কার।

"ধনুস্তুল্যং নমেদ্যস্তু স ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞকঃ॥" (সুশ্রুত)

যে বায়ুরোগে সমস্ত শরীর ধনুকের ন্যায় নমিত হয়, তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে।

ধনূ (স্ত্রী) ধন-ধান্যে শব্দে বা ধন-উ। (কৃষিচমিতনিধনীতি। উণ্ ১।৮২) ১ ধনু। ২ ধান্যসঞ্চয়।

ধনেয়ক (ক্লী) ধন্যাক, ধনিয়া।

ধনেয়ু (পুং) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের এক পুত্র।

ধনেশ (পুং) ধনানাং ঈশঃ। ১ কুবের।

"ইমে চৈবাষ্টকলশাঃ নিধীনামংশসম্ভবাঃ।
অক্ষয়া রাজরাজস্য ধনেশস্য মহাত্মনঃ॥" (হরিবংশ ১০৮ অ°)

২ লগ্ন হইতে দ্বিতীয়স্থান। ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুসহস্রনাম)

ধনেশ্বর (পুং) ধনানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ কুবের।

"জগৃহুঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণি স্বানি স্বানি সুরাস্তথা।
কালদণ্ডং যমো রাজন্ গদাঞ্চৈব ধনেশ্বরঃ॥"
(ভারত ১৩।১৪৯।৬৩)

২ বিষ্ণু। ৩ মুগ্ধবোধপ্রণেতা বোপদেবের গুরু।

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদং॥" (মুগ্ধবোধ)

ধনেশ্বরসূরি, বিশবাল গচ্ছের অন্তর্গত একজন পণ্ডিত। ইনি জিনবল্লভের শ্রাদ্ধশতক নামক গ্রন্থের টীকাকার। ১১৭১ সম্বতে ঐ টীকা রচিত হয়।

ধনেশ্বরী, আসামের একটী নদী। সামাগুটিং সদরের নিম্নে বারেল পর্ব্বতের উত্তরদিক্ হইতে উৎপন্ন হইয়া নাগা-পাহাড়ের মধ্যে উত্তরমুখে নাম্বুর জঙ্গলের ভিতর দিয়া দয়াঙ্ নদীর সহিত মিলিয়াছে। পরে উভয় নদী মিলিত হইয়া উত্তরপূর্ব্বমুখে বাগদ্বার ছাপরীর নিকট ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। নাম্বুর জঙ্গলের মধ্যে এই নদীর নিকট দিমাপুরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই নদীর তীরে গোলাঘাট। গোলাঘাট পর্য্যন্ত এই নদীতে বর্ষাকালে ষ্টীমার যাতায়াত করে। ছোট ছোট বোট দিমাপুর পর্য্যন্ত শীতকালেও যাইতে পারে।

ধনৈশ্বর্য্য (ক্লী) ধনমেব ঐশ্বর্য্যং। ধনরূপ সম্পদ, অর্থ সম্পদ, টাকা কড়ি।

ধনৈষিন্ (ত্রি) ধনেচ্ছু।

"পৃষ্টোহপব্যয়মানস্তু কৃতাবস্থো ধনৈষিণা।
স্যাবদৈরঃ সাক্ষিভির্ভাব্যো নৃপব্রাহ্মণসন্নিধৌ॥" (মনু ৮।৬০)

ধনোরি, মধ্যভারতে বর্দ্ধা জেলার মধ্যে অরোই তহসীলের একখানি গ্রাম। বর্দ্ধা সহরের ১৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, লোকসংখ্যা এক হাজার। অধিবাসীরা কৃষক ও তাঁতি। এই স্থানে প্রতি শুক্রবারে হাট হয়।

ধনোষ্মন্ (পুং) ধনলোভ।

"ধনোষ্মণাপচ্যমানাস্তান্ নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপ।"
(মনু ৯।২৩১)

ধনৌতি, বিহারের অন্তর্গত চম্পারণ জেলার একটী নদী, পূর্ব্বে গণ্ডক নদের উপনদী হড়ার এক শাখা লালবেগী নদী হইতে এই ধনৌতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা এখন দৈর্ঘ্যে ১১৩ মাইল। উৎপত্তিস্থলের নিকট প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ইহা সীতাকুণ্ডের নিকট শিখরিণী (শিখরেণা) নদীতে পড়িয়াছে। মতিহারী সহরের নিকট এই নদীর উপর রেল যাইবার এক লৌহসেতু আছে। ধনৌতি নাম ধনবতী শব্দের অপভ্রংশ। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে চম্পাদেশবর্ণন অধ্যায়ে এই ধনবতী নদীর উল্লেখ আছে।
(ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ৪২।৫)

ধনৌরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মোরাদাবাদ জেলায় এই নামে এক নগর আছে। অক্ষা° ২৮° ৫৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৩০´´ পূঃ, গঙ্গানদী হইতে ৪½ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং মোরাদাবাদ সহর হইতে ২২½ ক্রোশ পশ্চিমে পাকা রাস্তার উপর অবস্থিত; লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচহাজার। এখানে চিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

ধনৌদা, ইহার অপর নাম ধরনাওদা। গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত গুণা উপবিভাগের এক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ইহাতে ৩২ খানি গ্রাম আছে। রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বর্ত্তমান ঠাকুরের নাম ভূমসিংহ। ইনি ঠাকুর ছত্রশালের বংশোদ্ভূত। এই ছত্রশাল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুগড় নামক কেল্লা ও ধনৌদা রাজ্য জীবিকার্থ জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইহারা খিচি চৌহান বংশীয় রাজপুত।

ধন্ধুক, বোম্বাইএর আহ্মদাবাদ জেলার এক উপবিভাগ। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে কাঠিয়াবাড় রাজ্য ও পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগর। ইহার পরিমাণ ১০৯৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে গাছপালা বড় নাই, জমীর মাটি কাল এবং সমতল। পশ্চিমে পাহাড় আছে, পাহাড়েও বিশেষ জঙ্গল নাই, বাজরার আবাদ ও ফলকর বাগান আছে। বিভাগের মধ্যভাগে তুলা ও পূর্ব্বাঞ্চলে গম জন্মে। জলাভাব আছে। বৃহৎ নদী নাই। ভাদর ও উত্তাবলী নদী জলার মধ্যে পড়িয়াছে। দুইটী সহর ও ১৩৯ খানি গ্রাম লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানকার প্রধান সহর ধন্ধুক-ভাদর নদীর পূর্ব্বতীরে ২২° ২১´ ১৫´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭২° ২´ ২০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় এবং আহ্মদাবাদ সহর হইতে প্রায় ৩১ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার, এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। অধিবাসীর মধ্যে বোড়াদিগের সংখ্যাই অধিক। মোটা কাপড়, মৃত্তিকার তৈজস ও সূত্রকারের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণই প্রধান উপজীবিকা। ধোলকা ও এই সহর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধন্ধুক অতি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রত্নতত্ত্বে আলোচনার উপযোগী দ্রব্যাদি আছে।

ধন্নাসিকা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার গ্রহ ষড়্জ। এই রাগিণী ষাড়ীনা, এবং বীর ও শৃঙ্গার রসে গেয়। ইহার মূর্ত্তি—

"ধন্নাসিকা শ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
কান্তং লিখন্তী ফলকে বিদগ্ধা।
বালালসল্লোচনবারিবিন্দু-
প্রস্যন্দধৌতস্তনযুগ্মনাসা॥" (সঙ্গীতসারসংগ্রহ)

এই রাগিণী শ্যামবর্ণা, অতিশয় মনোহারিণী, যুবতী, ও বিদুষী, চিত্রফলকে কান্তকে চিত্রিত করিতেছেন এবং কান্তবিরহে সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন। ইহার চক্ষুজলে নাসা ও স্তনযুগল ধৌত হইতেছে।

ধন্য (পুং) ধনায় হিতঃ ধন-যৎ। ১ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ পুণ্যবান্, সুকৃতী।

"স্বনামাপুরুষো ধন্যঃ পিতৃনামা চ মধ্যমঃ।
অধমো ভ্রাতৃনামা চ মাতৃনামাধমাধমঃ॥" (গোয়ীচন্দ্রধৃত পদ্য)

যাহারা নিজ নাম, যশ, এবং কীর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা বিখ্যাত হন, তাহারাই ধন্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ধন্যত্ব কথনস্থলে সনৎকুমার কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

"সনৎকুমার উবাচ।
বিস্তীর্ণবালুকামধ্যে কচ্ছপঃ শতযোজনঃ।
ভীতশ্চ কম্পিতস্তত্র দৃষ্টো দুঃখী চ শুষ্কিতঃ॥
নিঃসারিতো রাঘবেণ মীনেন চ মহাত্মনা।
ধন্যোঽসীতি ময়োক্তশ্চ নাহং ধন্য উবাচ সঃ॥
ক্ষীরোদসাগরো ধন্যো জন্তবো যত্র মদ্বিধাঃ।
ভবান্ ধন্যোঽসি ক্ষীরোদ তেনোক্তো নাহমেব চ॥
ধন্যা বসুন্ধরা দেবী যত্রৈব সপ্তসাগরাঃ।

ধন্যাসি বসুধেত্যুক্ত্বা নাহমেবেত্যুবাচ সা ॥
ধন্যোঽনন্তো মমাধারঃ কৃষ্ণাংশো নাগরাড্বিভুঃ।
ধন্যোঽসীত্যুক্তঃ পরমো ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ॥
ধন্যো মহেশ্বরো দেবো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ।
ধন্যোঽসীত্যুক্তঃ শম্ভুশ্চ ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ॥
ধন্যশ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা বিধাতা জগতামপি।
ধন্যোঽসি তত্র ধাতা চ ধন্যোনাহমুবাচ সঃ ॥
ধন্যো গণেশ্বরো দেবো দেবানাং প্রবরঃ পরঃ।
দেবেষু ধন্যো মান্যোঽসীত্যুক্তো গণপতির্ময়া ॥
নাহং ধন্যো মুনিশ্রেষ্ঠ সস্মিতশ্চেত্যুবাচ সঃ।
ধন্যা বেদাশ্চ চত্বারঃ কর্ম্মাণি যদ্ব্যবস্থয়া ॥
তস্মাদ্ধন্যাশ্চ তে বেদা গচ্ছ তত্র মনীষিণঃ।
যূয়ং ধন্যাশ্চ মান্যাশ্চেত্যুক্ত্বা বেদা ময়া ততঃ ॥
উচুস্তে ন বয়ং ধন্যা যজ্ঞসংঘশ্চ সাম্প্রতম্।
বয়ং ব্যবস্থাকর্ত্তারো যজ্ঞোঘঃ ফলদঃ স্বয়ং ॥
তস্মাদ্ধন্যঃ স এবাপি গচ্ছ গচ্ছ মহামুনে।
ধন্যোঽসি যজ্ঞসংঘোঽসীত্যুক্তস্তত্র ময়া বিভো ॥
উচুস্তে ন বয়ং ধন্যা ধন্যং কর্ম্ম শুভং মুনে।
শুভকর্ম্মাণি ধন্যং ত্বং নাহং ধন্যমুবাচ তৎ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা চ ধন্যো মান্যশ্চ নিশ্চিতং।
ধন্যোঽসীতি ময়োক্তশ্চ দক্ষিণাভিঃ সহেতি চ।
ইত্যুক্তো ভগবতাপ্যত্র কথিতং সর্ব্বকারণং ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৭ অ°)

সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ বালুকার মধ্যভাগে শতযোজন কচ্ছপই ধন্য, ক্ষীরোদসাগর ধন্য, যেখানে মদ্বিধ জন্তুগণ বিদ্যমান আছে,—বসুধা দেবীই ধন্যা যেখানে সপ্ত সাগর রহিয়াছে। আমাদের আধার শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ অনন্তদেব ধন্য, দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণপতি ধন্য, জগতের বিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা ধন্য, চারিবেদ ধন্য, যজ্ঞসমূহ ও ব্যবস্থাকর্ত্তা আপনারা ধন্য, শুভকর্ম্ম সকল ধন্য, এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণদেবই নিশ্চিত ধন্য, কেবল আমি ধন্য নহি। ২ ধনলব্ধা। ৩ ধননিমিত্ত সংযোগাদি। ৪ শ্লাঘ্য। ৫ সুখী, সুকৃতী। ৬ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। ৭ কৃতার্থ। ৮ বিষ্ণু।
"সুমেধা মেধজো ধন্যঃ" (বিষ্ণুস°)

ধন্যগ্রাম, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডোক্ত যশোর প্রদেশের একটী গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১১ অঃ)

ধন্যবিষ্ণু, মাতৃবিষ্ণুর কনিষ্ঠ সহোদর। মধ্যভারতের সাগর জেলার খুরাই বিভাগের অন্তর্গত এরণ নামক গ্রামে লাল-পাথরের একটী স্তম্ভগাত্রে খোদিত এক লিপি পাঠে জানা যায় যে ঐ স্তম্ভটী একটী ধ্বজস্তম্ভ। উহা মহারাজ মাতৃ-বিষ্ণু ও তদীয় সহোদর ধন্যবিষ্ণু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত-সম্রাট্ বুধগুপ্ত যখন সম্রাট্পদে আসীন, তখন এই লিপি খোদিত হয়। ইহারই নিকটে বরাহ-মন্দিরে বরাহ প্রতিমার বক্ষস্থলে খোদিত একলিপি পাঠে জানা যায় যে মহারাজ মাতৃবিষ্ণুর ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু এই বরাহ প্রতিমা ও মন্দির স্থাপিত করেন। এই লিপি রাজা তোরমাণের সময়ে উৎকীর্ণ।

ধন্যাব্রত (ক্লী) ধন্যং ধনজনকং ব্রতং। ধনজনক ব্রতবিশেষ। এই ব্রত করিলে ধন হয়, এইজন্য এই ব্রতের নাম ধন্যব্রত, কুবের প্রথমে শূদ্র ছিল, তাহার পর এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ধনপতি হইয়াছে।

বরাহপুরাণোক্ত সৌভাগ্যবর্দ্ধনব্রত। অগস্ত্য এই ব্রতের উপদেষ্টা। নির্ধন ব্যক্তিও এই ব্রত করিলে ধন্য হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণমাসে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে রাত্রিকালে বিষ্ণুরূপী অগ্নির পূজা করিবে। বৈশ্বানর নামে ভগবানের পাদদ্বয়ে, অগ্নি নামে উদরে, হবির্ভুক্ নামে উরুদ্বয়ে, দ্রবিণ নামে কুক্ষদ্বয়ে, সংবর্ত্ত নামে মস্তকে ও জ্বলন নামে সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ভগ-বানের সম্মুখে বিধানানুসারে কুণ্ড করিয়া তাহাতে ঐ সকল নামসংযুক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। তৎপরে ব্রতকারী ঘৃতসংযুক্ত যাবকান্ন ভোজন করিবে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে এই নিয়মে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত চারিমাস কাল চলিবে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদেও ঐরূপ পূজা করিবে। তৎপরে চৈত্রমাস হইতে সঘৃত পায়স আহার করিয়া ঐরূপে পূজাদি করিবে এবং এই নিয়মে আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত চারিমাস-কাল চলিবে। তৎপরে শ্রাবণ মাস হইতে শক্তু (ছাতু) আহার করিয়া কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারিমাসকাল চলিবে। এইরূপে এক বৎসর ব্রহ্মচারী থাকিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে। সমাপ্তির সময় অগ্নির স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা রক্ত বস্ত্রের জোড়, রক্তপুষ্প, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া পূজা করিবে এবং একজন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন (কাণা কালা খোড়া নহে) প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণকে বিধানানুসারে পূজা করিয়া রক্তবস্ত্রের একটী জোড় (ধুতি ও উড়ানী) ও কিছু অর্থ লইয়া—

"ধন্যোঽস্মি ধন্যকর্ম্মাস্মি ধন্য চেষ্টোঽস্মি ধন্যবান্।
ধন্যেনানেন চীর্ণেন ব্রতেন স্যাং সদা সুখী ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া দান করিবে।

এই ব্রতের ফলে ইহজন্মে সৌভাগ্য, ধন ও ধান্যশালী

হইয়া ধন্য হয়। পূর্ব্বজন্মজনিত পাপ ও ইহজন্মের পাপও এই ব্রতের ফলে নষ্ট হইয়া ব্রতচারী ইহজন্মেই বিমুক্তাত্মা হইয়া থাকে। এই ব্রতের কথা শুনিলে ও পড়িলেও লোকে ধন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকল্পে ধনদ কুবের যখন শূদ্রযোনিতে ছিলেন, সেই সময় এই ব্রতকথা শুনিয়া মুক্ত হইয়া ছিলেন।

(বরাহপুরাণ ৬৫ অধ্যায়)

ধন্যা (স্ত্রী) ধন্য-টাপ্। ১ আমলকী। ২ উপমাতা। ৩ পিণ্ডারক বনদেবতা ভেদ। ৪ ধন্যাক। ৫ মনুর কন্যা বিশেষ, ইহার সহিত ধ্রুবের বিবাহ হয়।

"ধন্যা নাম মনোঃ কন্যা ধ্রুবাচ্ছিষ্টমজীজনৎ।" (মৎস্যপুরাণ ৪।৩৮)

ধন্যাক (ক্লী) ধনতে ভক্তার্থিভিরিতি (পিণাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি সূত্রেণ-আক প্রত্যয়েন সাধুঃ। সূক্ষ্মপত্র-শাকজাতীয় সুগন্ধ সস্নেহ শস্য ভেদ, ধনিয়া গাছ (Coriandrum Sativum)। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছত্রা, বিতুন্নক, কুস্তুম্বুরু, ধান্যক, ধন্য, ধনিক, ধানক, ধান্য, ধানেয়, ধনিকা, ছত্রাধান্য, সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র, জনপ্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, বেধক। (রাজনির্ঘণ্ট) ভাবপ্রকাশোক্ত পর্য্যায় কুলটী, ধেনিকা, ধন্যক, ধান্য, ধানেয়ক। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, কষায়, পিত্তজ্বর, কাস, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও কফনাশক। দীপন, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, মূত্রল, লঘু, তিক্ত, কটু, বীর্য্যকারক, পাচন, রুচিকর, গ্রাহী, স্বাদুপাক, ত্রিদোষ, দাহ, শ্বাস, অর্শ ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্র°)। ধনিয়া আর্দ্র করিয়া অর্থাৎ ভিজাইয়া ভক্ষণ করিলে পিত্তনাশ হয়।

"আর্দ্রন্তু তদ্‌গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনং।" (ভাবপ্র°)

ধনিয়া শিলাতলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ভাল করিয়া ছাকিয়া লইয়া পরে ঐ চূর্ণ শর্করা ও উদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া দিবে, এবং তাহাতে একটু কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিবে। ইহা সেবন করিলে পিত্তনাশ হয়।

"শিলায়াং সাধুসংপিষ্টং ধান্যকং বস্ত্রগালিতং।
শর্করোদকসংমিশ্রং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতং।
নবীনে মৃণ্ময়ে পাত্রে স্থিতং পিত্তহরং পরং ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

ধন্যাককাথ, কাথ বিশেষ। ধনিয়ার কাথ বাসি করিয়া চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে অতি শীঘ্রই অন্তর্দ্দাহ ও পৈত্তিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

"স সিতো নিশি পর্য্যুষিতঃ প্রাতর্ধান্যাককাথঃ।
পীতঃ শময়ত্যচিরাদন্তর্দ্দাহং জ্বরং পৈত্তকং ॥" (পাচনচি°)

ধন্ব (ক্লী) ধনতীতি ধন-শব্দে (উন্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৫) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ ধনু।

"ধনুর্দ্ধরায় দেবায় প্রিয়ধন্বায় ধন্বিনে।
ধন্বন্তরায় ধনুষে ধন্বাচার্য্যায় তে নমঃ ॥" (ভারত ৭।২০০।৪৩)

২ ধন্বন্তরির পিতা। (হরিবংশ ১৯ অ°)

ধন্বঙ্গ (পুং) ধন্বো ধনুষ ইব অঙ্গং যস্য। ধন্বন বৃক্ষ, পিচ্ছিল-রসাত্মক রক্তপুষ্প, তেজোবান্ ফলবৃক্ষ। হিন্দীভাষায় ধাম্‌নি (Grewia asiatica) পর্য্যায়—রক্তকুসুম, ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল, রুজাসহ, পিচ্ছিলক, রুক্ষ, স্বাদুফল। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কষায়, কফনাশক, দাহ ও শোষকর, গ্রাহক এবং কণ্ঠাময়-নাশক। (রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্র°) ইহার ফল গুণ—কষায়, শীতল, স্বাদু, কফ ও বায়ুনাশক। (সুশ্রুত)

"ধন্বনস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ।
ধন্বনঃ কফপিত্তাস্রকাসহৃত্তুবরো লঘুঃ।
বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষসন্ধিকৃদ্‌ব্রণরোপণঃ ॥" (ভাবপ্র°)

ধন্বন, ধন্বঙ্গ ও ধন্বগ এই তিন রূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

ধন্বচর (ত্রি) ধন্বনা ধনুষাসহ চরতীতি চর-ট। ধানুক।

"ধন্বচরঃ ন বংশগঃ" (ঋক্ ৫।৩৬।১)

ধন্বজ (ত্রি) ধন্বনি মরুদেশে জায়তে জন-ড। মরুভব।

"জঙ্গলানাং ধন্বজানাঞ্চ পিপ্পল্যাসবং" (সুশ্রুত)

ধন্বদুর্গ (ক্লী) ধন্বনা নির্জ্জলস্থলেন বেষ্টিতং দুর্গং। দুর্গভেদ. যে দুর্গের চারিদিকে পঞ্চ যোজন মরুদেশ পরিবেষ্টিত আছে, অথচ তাহার কোথায়ও জল নাই এবংবিধ দুর্গকে ধন্বদুর্গ কহে। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গ মব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং।" (মনু ৭।৭০)

ধন্বন্ (ক্লী) ধন্যতে গম্যতে দুর্গমাদি স্থলেহনেনেতি ধন-কনিন্। ২ ধনু। ২ স্থল। ৩ জলহীন দেশ, মরুদেশ। ৪ আকাশ।

"ধন্বচ্যুত ইষাং ন যামনি।" (ঋক্ ৬।৩৪।৪) 'ধন্বচ্যুতঃ আকাশচ্যুতঃ।'

ধন্বন (পুং) ধন্বতি দৃঢ়ত্বং গচ্ছতি ধন্ব-গতৌ ল্যু। বৃক্ষবিশেষ, ধামিনী। (হিন্দী ভাষা) [ধন্বঙ্গ দেখ।]

ধন্বন্তর (ক্লী) চতুর্হস্ত পরিমিত দণ্ডরূপ পরিমাণ ভেদ।

"বিতস্তিঃ স্যাদতো দ্বাভ্যাং হস্তঃ তাভ্যাং চতুষ্টয়ং।
দণ্ডোধন্বন্তরং তস্য সহস্রদ্বিতয়েন তু ॥" (ত্রিকাণ্ড)

ধন্বন্তরি (পুং) ধনুরুপলক্ষণত্বাৎ শল্যাদিচিকিৎসাশাস্ত্রং তস্য অন্তং অচ্ছতীতি ঋ গতৌ (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ইতি ই। সমুদ্রোত্থিত দেববৈদ্যভেদ, ইহার উৎপত্তিবিবরণ ভাব-প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

একদা দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়াতে ব্যাধি কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত মনুষ্যগণকে দর্শন করিয়া

তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। তখন ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে কহিলেন, ভগবন্ ধন্বন্তরে! আমি আপনাকে একটী অনুরোধ করিতেছি, আপনি ইহা রক্ষা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করুন। পরোপকারের নিমিত্ত মহাত্মগণ নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুও মৎস্যাদি শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায়, প্রাণিগণ প্রতিনিয়ত ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে, অতএব আপনি ভূতসমূহের উপকারের জন্য ভূলোকে গমনপূর্ব্বক কাশীধামে রাজা হইয়া ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রকাশ করেন। ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে এই কথা বলিয়া সকল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট সকল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশীধামে আসিয়া এক ক্ষত্রিয় গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং এই স্থলে দিবোদাস এই নামে বিখ্যাত হইলেন। ইনি বাল্যকালেই সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকর্ম্মা হইয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা ইহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর ইনি এই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণিগণের উপকারের জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার করিয়া, ধন্বন্তরিসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

হরিবংশে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—মহামতি জনমেজয় বৈশম্পায়নের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাত্মন্! দেব ধন্বন্তরি কিজন্য ইহলোকে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? এই প্রশ্নোত্তরে বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে যখন দেবতা ও অসুরে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন, সেই অমৃতমন্থনে সমুদ্র হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উত্থানকালে ইহার তেজঃপুঞ্জে দিক্ সকল বিভাসিত হইতে লাগিল। তখন ইনি সিদ্ধিকার্য্যোদ্দেশে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, সম্মুখে ভগবান্ বিষ্ণুকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তৎকালে বিষ্ণু তাঁহাকে অব্জ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এইজন্য তিনি অব্জ বলিয়া বিখ্যাত হন। তখন ইনি বিষ্ণুকে কহিলেন, প্রভো! আপনি লোকনাথদিগেরও ঈশ্বর ও জগতের বিধাতা। আমি আপনার পুত্র, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাগ কল্পনা ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। বিষ্ণু কহিলেন, বৎস! দেবগণ যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছেন, এবং মহর্ষিগণ মধ্যে সেই বিধিহোত্র প্রদান করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি তোমার জন্য হোমভাগ বিধান করিতে আমার শক্তি নাই। তুমি এ জন্মে দেবতাদিগের পুত্র হইয়াছ, দ্বিতীয় জন্মে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হইবে এবং তুমি সেই শরীর দ্বারাই দেবত্ব প্রাপ্ত করিতে পারিবে। তখন দ্বিজাতিগণ চরু, মন্ত্র, ব্রত ও জপাদি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবে। তুমিই আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত করিবে। এই সকল বিষয় ব্রহ্মা অবগত আছেন, জানিয়া বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে সুনহোত্র-বংশসম্ভূত কাশীরাজ ধন্ব পুত্র কামনা করিয়া দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। 'যে উপাস্য দেবতা আমার পুত্র প্রদান করিবেন, তিনিই যেন আমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন।' এই অভিপ্রায়ে কাশীরাজ অব্জ দেবের আরাধনা করেন। অনন্তর ভগবান্ অব্জ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নৃপতিকে কহিলেন, হে সুব্রত, তোমার যে বর অভিলষিত হয়, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। রাজা কহিলেন, 'ভগবন্, আপনি যদি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনিই আমার কীর্ত্তিমান্ পুত্র হউন।' অব্জদেব তথাস্তু বলিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেব ধন্বন্তরি ধন্বের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বরোগপ্রণাশন মহারাজ কাশীরাজ নামে অভিহিত হইলেন। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, পরে আয়ুর্ব্বেদকে ভিষক্ ক্রিয়ার সহিত অষ্টধা বিভক্ত করেন। ঐ বিভক্ত আয়ুর্ব্বেদ শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। ধন্বন্তরির কেতুমান্ নামে এক পুত্র হয়। (হরিবংশ ২৯ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ধন্বন্তরি বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার।

"ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্ত্তি-
র্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধ
আয়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য্য লোকে॥
স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

যখন দেবরাজ ইন্দ্র মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীভ্রষ্ট হন, সেই সময় দেবগণ বিষ্ণুর আদেশে জলধিমন্থন করেন। সেই মন্থনে মন্দর মন্থনদণ্ড, কূর্ম্মরাজ সেই মন্দরের অধিষ্ঠান ও বাসুকি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু দেবদিগকে বলদান করিতে লাগিলেন। সমুদ্রমন্থনে [illegible]

চন্দ্র, তৎপরে লক্ষ্মী, তৎপরে সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, তৎপরে অমৃতহস্তে ধন্বন্তরি এবং সর্ব্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। পুরাণান্তরে এই সকল দ্রব্য উৎপত্তির ক্রম ভিন্নতা দেখা যায়। ভাগবতের মতে যথাক্রমে বিষ, সুরভি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কৌস্তুভ, পারিজাত, অপ্সরাগণ, লক্ষ্মী, বৈজয়ন্তী ও অমৃত। বিষ্ণুপুরাণের মতে যথাক্রমে সুরভি, বারুণী, পারিজাত, অপ্সরাগণ, চন্দ্র, বিষ, অমৃত সহিত ধন্বন্তরি ও লক্ষ্মী। মৎস্যপুরাণের মতে, বিষ, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ, চন্দ্র, অমৃত সহিত ধন্বন্তরি, লক্ষ্মী, অপ্সরা, সুরভি, পারিজাত, ঐরাবত, বারুণচ্ছত্র ও কর্ণাভরণ। এই সমুদ্রমন্থনে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিয়া দেববৈদ্যরূপে গৃহীত হইলেন। ইনি বেদজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ এবং বৈনতেয় ও শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং, মহাভারত ও ভাগবত।) ২ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নববিক্রমস্য।"

ধনোর্ধনুর্ব্বেদস্য অন্তং গচ্ছতি। ৩ মহাদেব।

"ধন্বন্তরি র্ধূমকেতুঃ স্কন্দো বৈশ্রবণস্তথা।"(ভারত ১০।১৭।১০৩)

ধন্বন্তরিগ্রস্তা (স্ত্রী) ধন্বন্তরিণা গ্রস্তা। কটুকী। (শব্দচ°)

ধন্বন্য (ত্রি) ধন্বনি মরুদেশে ভবঃ যৎ। মরুদেশভব।

"শংনো আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ।" (ঋক্ ১।৬।৪)

ধন্বপতি (পুং) ধন্বনঃ মরুদেশস্য পতিঃ ৬তৎ। মরুদেশাধিপতি। তত ইদং অর্থাদৌ অশ্বপত্যাদিত্বাৎ অণ্। ধান্বপত, তৎসম্বন্ধী।

ধন্বযবাস (পুং) ধন্বদেশোদ্ভবঃ যবাসঃ। দুরালভা।

[দুরালভা দেখ।]

ধন্বসহ (পুং) ধন্বং ধনুগ্রর্হং সহতে সহ-অচ্। ধনুর্দ্ধর। "ধন্বসহা নীয়তে।" (ঋক্ ১।১২৭।৩)

ধন্বায়ন (ত্রি) ধন্বা মরুদেশোঽয়ত্যানেন করণে ল্যুট্। মরুদেশগমন সাধন, যাহাদ্বারা মরুদেশে গমন করা যায়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"ভীমধন্বায়নী সেনা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পালিতা।"

(ভারত উ° ১৯৭ অ°)

ধন্বায়িন্ (ত্রি) ধন্বনা সহ এতি গচ্ছতি ই-ণিনি। ১ ধনুর্দ্ধর। (পুং) ২ রুদ্রদেব। "ইষুমদ্ভ্যো ধন্বায়িভ্যশ্চ বো নমোনমঃ।" (শুক্লযজু° ১৬।২২)

ধন্বিন্ (ত্রি) ধনুশ্চাপো ঽস্ত্যস্যেতি, ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ইনি। ১ ধনুর্দ্ধর।

"কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে।"

(কুমার ৩।১০)

২ বিদগ্ধ। (পুং) ধন্বমস্ত্যস্যেতি ধন্ব-ইনি। ৩ দুরালভা। ৪ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ৫ বকুল। ৬ পার্থ, ধনঞ্জয়। ৭ বিষ্ণু।

"ঈশ্বরো বিক্রমো ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।২২)

৮ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪২)

৯ তামস মনুর পুত্রবিশেষ।

"তপোরতিরকল্মাষস্তন্বী ধন্বী পরন্তপঃ।
তামসস্য মনোরেতে দশপুত্রা মহাবলাঃ॥" (হরিব° ৭।২৪)

১০ ধনুরাশি।

ধন্বিন (পুং-স্ত্রী) ধন্ব বাহুলকাৎ ইনন্। শূকর।

"দিব্যো ধন্বিন উক্তো কোলস্যাৎ শূকরো পোত্রস্ত্রা।"

(বৃহৎস° ৮৮ অ°)

ধন্বিস্থান (ক্লী) ধন্বিনাং স্থানং ৬তৎ। ধানুষ্কদিগের স্থিতিভেদ।

"বৈক্রবং সমপাদঞ্চ বৈশাখং মণ্ডলং তথা।
প্রত্যালীঢ়ং তথালীঢ়ং স্থানান্যেতানি ধন্বিনাং॥"

(আগ্নের ধনুর্ব্বেদ)

ধম (ত্রি) ধমতীতি ধম-অচ্। ১ অগ্নিসংযোগকর্ত্তা। ২ শব্দকর্ত্তা।

ধমক (পুং) ধমতীতি ধ্মা-কুন্ ধমাদেশশ্চ (ধ্মো ধমচ। উণ্ ২।৩৫) কর্ম্মকার।

ধমধম (পুং) ধম-বিকারে দ্বিত্বং। পার্ব্বতীর ক্রোধসম্ভূত কুমারানুচর গণভেদ।

"উল্কামালী ধমধমো জ্বালাজিহ্বঃ প্রমর্দ্দনঃ।"

(হরিবংশ ১৬৮ অ°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ধমধমা, কুমারানুচর মাতৃভেদ।

(ভারত সভাপর্ব্ব ৪৭ অ°)

ধমন (পুং) ধমাত্তেঽগ্নিরনেনেতি ধম-করণে ল্যুট্। ১ নল নামক তৃণভেদ।

"নলঃ পোটগলঃ শূন্যমধ্যশ্চ ধমনস্তথা।" (ভাবপ্রকাশ)

২ ভস্ত্রাধ্মাপক, ক্রূর।

ধমনি (স্ত্রী) ধমাত্তে ইতি ধম অনি (অর্ত্তি শৃ ধৃ ধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ১ ধমনী।

"যাস্তে শতং ধমনয়ো ঽঙ্গান্যনু বিষ্ঠিতাঃ।" (অথর্ব্ববেদ ৬।৯০।২)

২ প্রহ্লাদের ভ্রাতা হ্লাদের পত্নী, ইনি বাতাপি ইল্বলের জননী।

"হ্লাদস্য ধমনির্ভার্য্যাসূত বাতাপিমিল্বলং।" (ভাগ° ৬।১৮।১৫)

৩ গতিকর্ত্তা। গত্যর্থা বুদ্ধ্যর্থাঃ, গমাত্তে জ্ঞায়তেঽর্থো-ঽনয়া জ্ঞায়তে বা বিষক্তিঃ সাধ্বসাধুবিভাগেন বা ধমতি

ইতি বধকর্ম্মবপি পঠান্তে ধমতি হস্তাশস্রা শাপাক্রোশাদি-রূপয়া। ৫ ধাতু। ৫ শব্দ। (নিঘণ্টু ১।১১)

"দূরে পারে বাণীং বর্দ্ধয়ন্ত ইন্দ্রেষিতাং ধমনিং পপ্রথন্নি।"

(ঋক্ ২।১১।৮)

ধমনী (স্ত্রী) ধমনি বাহুলকাৎ ঙীষ্। নাড়ী।

"দশ বিস্তাৎ ধমন্তোঽত্র পঞ্চেন্দ্রিয়গুণাবহাঃ।

যাভিঃ সূক্ষ্মাঃ প্রজায়ন্তে ধমন্তোঽন্যাঃ সহস্রশঃ॥"

(ভারত ১২।২১৪।১৭)

ইহার বিষয় সুশ্রুতের শারীরস্থানে এইরূপ লিখিত আছে।

প্রধান ধমনী চতুর্ব্বিংশতি, ইহা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শিরা ধমনী ও স্রোত ইহারা পরস্পর ভিন্ন নহে, ধমনী শিরার বিকার মাত্র। এই কথা সঙ্গত নহে। মলসন্নিয়ম, মলমূত্রধারণ ও ত্যাগ এবং ক্রিয়ার ভিন্নতাপ্রযুক্ত স্রোত-শিরা হইতে ধমনী ভিন্ন। শাস্ত্রেও পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে ধমনী বলিলে কেহ শিরা বুঝেন না, কেবল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট থাকাপ্রযুক্ত ও শরীরের একই প্রকার ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে বলিয়া এক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু ইহাদের ক্রিয়ার ভিন্নতা থাকিলেও সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত একই প্রকার ক্রিয়া করে বলিয়া বোধ হয়।

এই সকল ধমনী নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হইয়া দশটী ঊর্দ্ধভাগে, দশটী অধোভাগে ও চারিটী তির্য্যক্‌ভাবে গমন করে। ঊর্দ্ধগামিনী ১০টী ধমনীদ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, শ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভন, ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচি, হাস্ত, কথন, রোদন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই দশটী ধমনী হৃদয়স্থানে প্রত্যেকে তিনটী করিয়া ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত, সেই ত্রিশটীর মধ্যে দুই দুইটী বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত ও রস বহন করে। আটটীর দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গৃহীত হয়। দুইটীর দ্বারা বাক্যনিঃসরণ, দুইটীর দ্বারা শব্দ নিঃসরণ, দুইটীর দ্বারা নিদ্রা, দুইটীর দ্বারা জাগরণ ও দুইটীর দ্বারা নেত্রজল প্রবাহিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের স্তনে দুইটী ক্ষীরবাহিনী ধমনী আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষের দেহে তাহারাই স্তনদেশ হইতে শুক্র বহন করে। এই ত্রিশটী ঊর্দ্ধগামিনী ধমনী নাভির ঊর্দ্ধদেশে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবা ও বাহু ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধগামিনী সকল ধমনীর ক্রিয়া বলা হইল, এখন অধোগামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা যাইতেছে।

অধোগামিনী ধমনীসমূহ বায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, আর্ত্তব প্রভৃতি অধোভাগে বহন করে, যাহারা পিত্তাশয়ে গমন করিয়া সেখানে অন্নপানজাত রস উষ্ণতার দ্বারা পৃথক্ করে, ঐ রস বহন করিয়া শরীরের তৃপ্তি জন্মায়। ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌গত ধমনীর মধ্যে রস অর্পণ করে এবং রসের স্থান পূরণ করিয়া ও মূত্র, পুরীষ, স্বেদ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া দেয়; আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সেই দশটী অধোগামিনী ধমনী প্রত্যেকে তিনশাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিশটী। সেই ত্রিশটী ধমনীর মধ্যে বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত ও রস ইহাদিগের প্রত্যেককে দুইটী করিয়া ধমনী বহন করে। অন্নবাহিনী ধমনী দুইটী, অন্ত্রে সংলগ্ন জলবাহিনী দুইটী, মূত্রবাহিনী দুইটী। মূত্রবস্তিতে সংলগ্ন দুইটী ধমনী দ্বারা শুক্র জন্মে ও দুইটী দ্বারা নিঃসরণ হয়। সেই দুইটী ধমনী স্ত্রীলোকের দেহে আর্ত্তব বহন করে। দুইটী পুরীষনিঃসারিণী ধমনী স্থূল অন্ত্রে সংলগ্ন। আটটী ধমনী নাভি হইতে অধোভাগে গমন করিয়া পক্বাশয়, কটি, মূত্র, পুরীষ, গুহ্যদেশ, বস্তি, মেঢ্র ও ঊরু প্রভৃতি স্থান পোষণ করে।

অধোগামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা হইল। এখন তির্য্যক্‌গামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা হইতেছে। তির্য্যক্‌গামিনী ধমনীসমূহের প্রত্যেকটী উত্তরোত্তর শতসহস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে ছিদ্রযুক্ত করে। সেই সকল সূক্ষ্ম ধমনীর মুখ প্রতি লোমকূপে সংলগ্ন। ইহার দ্বারা অন্তঃস্থ স্বেদ বাহিরে নিঃসৃত হয় ও শারীরিক রস অন্তরে ও বহির্ভাগে সন্তর্পিত হয় অর্থাৎ অন্তরের উষ্ণতা লোমকূপ দ্বারা নিঃসৃত হয় ও বাহিরের বায়ু জল প্রভৃতি ঐরূপ ছিদ্রের দ্বারা বহির্ভাগ হইতে অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতেই রস সন্তর্পিত হয়। আধুনিক শারীর-তত্ত্ববেত্তারা উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত শরীরের উপরিভাগে দুই প্রকার ছিদ্র আছে, অনুমান করিয়া থাকেন। অভ্যঙ্গ, পরিষেচন, অবগাহন ও লেপন ক্রিয়া দ্বারা তৈলাদির বীর্য্য শরীরে প্রবেশ করে। তাহাতে ত্বক্ পক্ক হয় ও স্পর্শ জন্ম সুখ বা অসুখ অনুভূত হয়। সর্ব্বাঙ্গগামিনী ধমনীর বিষয় বলা হইল। মৃণালসূত্রের মধ্যে যে ছিদ্র থাকে, সেইরূপ ধমনীর অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে, ঐ সকল ছিদ্র দ্বারা শরীরে রস সঞ্চারিত হয়। পূর্ব্ব কথিত সকল মূল হইতে শিরা ও ধমনীব্যতিরেকে যে সকল ছিদ্রযুক্ত নাড়ী দেহে প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে স্রোত কহে। যদি শিরা বা ধমনী প্রভৃতি বিদ্ধ করিতে যাইয়া স্রোত বিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে। যে সকল স্রোত শ্বাস, অন্ন, জল, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মূত্র, পুরীষ,

ও শুক্র বহন করে, তাহাদিগের মধ্যে শ্বাসবাহী দুইটী, সেই দুইটীর মূল হৃদয় ও অন্নবাহিনী ধমনী সকল। এই মূল যদি কোন গতিকে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ক্রোশন, অর্থাৎ যাতনায় কাতর ও দেহ নত হয়, মোহন, অর্থাৎ ভ্রম জন্মান, ভ্রমণ, বৈপন এই সকল উপদ্রব কিম্বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্নবাহিনী স্রোত দুইটী, আমাশয় ও অন্নবাহিনী ধমনী সকল তাহাদিগের মূল। এই মূল যদি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শূল, অন্নে অরুচি, বমন, পিপাসা ও দৃষ্টির ব্যাঘাত অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। উদকবাহী স্রোত দুইটী, তালু ও ক্লোম তাহাদিগের মূল। এই মূল বিদ্ধ হইলে পিপাসা বা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। রসবাহী স্রোত দুইটী, হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী তাহাদিগের মূল। সেই মূল বিদ্ধ করিলে শোষ কিম্বা শ্বাসবাহী স্রোত বিদ্ধ হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। রক্তবাহী স্রোত দুইটী, যকৃৎ, প্লীহা ও রক্তবাহিনী ধমনী তাহাদিগের মূল। এই মূল বিদ্ধ হইলে দেহ শ্যাববর্ণ, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুতা, অতিশয় রক্তনিঃসরণ ও চক্ষু রক্তবর্ণ এই সকল লক্ষণ হয়। মাংসবাহী স্রোত দুইটী, স্নায়ু, ত্বক্ ও রক্তবাহিনী ধমনী তাহাদিগের মূল। এই মূল বিদ্ধ করিলে শ্বয়থু, মাংসশোষ, শিরাগ্রন্থি অথবা মৃত্যুও ঘটে। মেদবাহী স্রোত দুইটী, কটী ও বৃক্কদ্বয় তাহাদিগের মূল, ইহা বিদ্ধ করিলে স্বেদনিঃসরণ, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, তালুশোষ, স্থূলশোফ ও পিপাসা এই সকল উপদ্রব জন্মে। মূত্রবাহী স্রোত দুইটী, ইহাদিগের মূল বস্তি ও মেঢ্র, ইহা বিদ্ধ হইলে বস্তিদেশ স্ফীত, মূত্রনিরোধ ও মেঢ্রের স্তব্ধতা এই সকল উপদ্রব হয়। পুরীষবাহী স্রোত দুইটী, পক্বাশয় ও গলদেশ ইহাদের মূল, ইহা বিদ্ধ করিলে আনাহ, দুর্গন্ধতা ও অন্ত্রে গ্রন্থিরোগ এই সকল উপদ্রব জন্মে। শুক্রবাহী স্রোত দুইটী, স্তন ও কোষদ্বয় ইহাদের মূল, ইহা বিদ্ধ হইলে ক্লীবতা, বিলম্বে শুক্রনিঃসরণ ও শুক্রের রক্তবর্ণতা এই সকল উপদ্রব হয়। আর্ত্তববাহী স্রোত দুইটী, গর্ভাশয় ও আর্ত্তববাহিনী ধমনী ইহার মূল। এই মূলদেশ বিদ্ধ হইলে বন্ধ্যা হয়, মৈথুন সহ্য করিতে পারে না ও আর্ত্তব শোণিত নাশ হয়। এই সকল কারণে বিশেষ সাবধান হইয়া ধমনী শিরা প্রভৃতি বিদ্ধ করিতে হইবে।

ধমনী ২৪টী।

নাভি হইতে উৎপন্ন।—নাভি হইতে ঊর্দ্ধগামিনী ১০টী, অধোগামিনী ১০টী ও তির্য্যক্‌গামিনী ৪টী, এই ২৪টী।

প্রত্যেক ঊর্দ্ধগামিনী ধমনী হৃদয়দেশ হইতে শাখা বিস্তার করে, তাহাতে মোটে ৩০টী হয়।

ঊর্দ্ধগামিনী ৩০টী ধমনীর কার্য্য।

বায়ুবাহিনী	২	শব্দবাহিনী	২	শব্দকারিণী	২
পিত্তবাহিনী	২	রূপবাহিনী	২	নিদ্রাবিধায়িনী	২
শ্লেষ্মাবাহিনী	২	রসবাহিনী	২	চেতনকারিণী	২
রক্তবাহিনী	২	গন্ধবাহিনী	২	অশ্রুবাহিনী	২
রসবাহিনী	২	বাক্‌শক্তিবাহিনী	২	স্তনদ্বয়ে আশ্রিত	২

স্তনদ্বয়ে আশ্রিত এই দুই ধমনী স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ে স্তন্য বহন করে, এবং পুরুষের স্তনদেশ হইতে শুক্র বহন করিয়া থাকে।

অধোগামিনী ১০টী ধমনী পিত্তাশয়ে গমনপূর্ব্বক সেখানকার অন্নপানজাত রস পরিপাক করে, পৃথক্ করে, সেই রস ঊর্দ্ধগামিনী ও তির্য্যক্‌গামিনী ধমনী মধ্যে অর্পণ করে, মূত্র পুরীষ ও স্বেদ পৃথক্ করে। এই দশটী ধমনী পক্বাশয়ের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রত্যেকে তিনটী করিয়া শাখা বিস্তার করিয়া থাকে।

অধোগামিনী ৩০টী ধমনীর কার্য্য।

বায়ুবাহিনী	২	অন্ত্রসংলগ্ন অন্নবাহিনী	২	স্থূলান্ত্র-সংলগ্ন পুরীষবাহিনী	২
পিত্তবাহিনী	২	জলবাহিনী	২		
শ্লেষ্মাবাহিনী	২	বস্তিসংলগ্ন মূত্রবাহিনী	২		
রক্তবাহিনী	২	শুক্রসম্ভাবিনী	২	অবশিষ্ট ৮টী	
রসবাহিনী	২	শুক্রবাহিনী	২		

স্বেদ বহন করিয়া তির্য্যক্‌গামিনী ধমনী মধ্যে অর্পণ করে। শুক্রবাহিনী ধমনীই স্ত্রীদিগের আর্ত্তব বহন করে। চারিটী তির্য্যক্‌গামিনী ধমনীর প্রত্যেকে উত্তরোত্তর শতসহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সর্ব্ব শরীরের প্রতি লোমকূপে সংলগ্ন হয়। তদ্দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বেদ নিঃসৃত হয়, বাহিরের ত্বক্‌স্থিত অভ্যঙ্গ অনুলেপনাদি অভ্যন্তরে নীত হয় এবং শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভূত হয়।

(সুশ্রুত শারীরস্থান ধমনীব্যাকরণ ৯ অ')

ধমনীর বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

"ধমন্যো নাভিতো জাতাশ্চতুর্বিংশতি সংখ্যয়া।
দশোর্দ্ধগা দশাধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্‌গতাঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র')

ধমনী নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্বিংশতি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে দশটী ঊর্দ্ধভাগে, দশটী অধোভাগে এবং চারিটী তির্য্যক্‌ভাবে গমন করে। ঊর্দ্ধগত দশটী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস, জৃম্ভ, ক্ষুৎ, হাস্য, কথন, রোদন ও গান প্রভৃতি নিষ্পন্ন দ্বারা শরীর ধারণ করে ইত্যাদি।

সুশ্রুতে যাহা লিখিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশেও সেইরূপ লিখিত আছে।

চরকের সূত্রস্থানে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"ওজোবহাঃ শরীরে বা বিষম্যন্তে সমন্ততঃ।
যেনৌজসা বর্ত্তয়ন্তি প্রীণিতাঃ সর্ব্বদেহিনঃ॥
যদৃতে সর্ব্বভূতানাং জীবিতং নাবতিষ্ঠতে।
যৎসারমাদৌ গর্ভস্য যোঽসৌ গর্ভরসাদ্রসঃ॥
সংবর্ত্তমানং হৃদয়ং সমাবিশতি যৎ পুরা।
যস্য নাশান্ন নাশোঽস্তি ধারি যদ্ধৃদয়াশ্রিতং॥
যচ্ছরীরবলং দেহঃ প্রাণা যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তৎফলা বিবিধা বাতাঃ ফলন্তীতি মহাফলাঃ॥
ধ্মানাদ্ধমন্যঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎ সিরাঃ।"
(চরক সূত্রস্থান ৩০ অ°)

শরীরে ওজোবহা যে সকল চারিদিকে বিষমিত হয়, এবং যাহার ওজঃ দ্বারা প্রাণী সকল জীবিত থাকে, যাহা ভিন্ন ক্ষণকালও জীবন থাকে না, তাহাকে ধমনী কহে। ইহার মধ্যে ধ্মান হেতু ধমনী, স্রবণহেতু স্রোত ও সরণ হইতে শিরা এই নাম হইয়াছে।

সুশ্রুতাচার্য্য নাভিকেই সকল শিরা ও ধমনীর মূল বলিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, নাড়ীই মেরুদণ্ড হইতে নিঃসৃত হওয়া বর্ণিত আছে, যথা—

"দ্বে দ্বে তির্য্যক্ গতে নাড্যৌ চতুর্বিংশতিসংখ্যয়া।
মেরুদণ্ডে স্থিতা সর্ব্বে সূত্রে মণিগণাইব॥"

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে দুইটী করিয়া নাড়ী প্রত্যেক দিকে নিঃসৃত হইয়াছে। আধুনিক শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাতেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগ নাড়ী সকল লম্বিত হইয়াছে, এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং।
যথাশ্বত্থকলেতদ্বৎ শরীরে নাড়য় স্থিতাঃ॥" (তন্ত্র)

এইরূপ শরীরের অন্তর্গত মস্তিষ্ক মেরুদণ্ড ও তদন্তর্গত শিরা সকলের বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতের সহিত তন্ত্রের মতের কতকটা ঐক্য দেখা যায়। বোধ হয়, সুশ্রুতের অভিপ্রায় এইরূপ যে গর্ভস্থ বালকের শরীর গঠন ও পোষণ কারণ যে রস প্রয়োজন হয়, জননীর শরীর হইতে সেই রসবহন করণার্থ যে নাড়ী আছে, তাহা বালকের নাভিদেশ সংলগ্ন। এই কারণে নাভিদেশ হইতে শরীরোৎপত্তি বা ধমনীর মূল নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

[নাড়ী দেখ।]

২ হট্টবিলাসিনী, হরিদ্রা। ৩ গ্রীবা। ৪ পৃশ্নিপর্ণী। ৫ নলিকা।

ধম্মিল্ল (পুং) ধমতীতি ধম-কিচ্, মিলতীতি মিল-ক। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সংযত কেশ, খোপা।

"সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত" (গীতগোবিন্দ ২।২১)

"ধম্মিল্লে নবমল্লিকাসমুদয়ঃ হস্তে সিতাম্ভোরুহং।" (সাহিত্যদ°)

ধয় (ত্রি) ধেট-শ। পানকর্ত্তা। স্ত্রিয়াং ধেট ইতি টিত্বাৎ ঙীপি প্রাপ্তে 'খশোঽন্যত্র নেষ্যতে' ইতি হরদত্তোক্তেঃ ন ঙীপ্।

ধর (পুং) ধরতি পৃথিবীমিতি ধৃ-অচ্। ১ পর্ব্বত।

"উৎকং ধরং দ্রষ্টুমবেক্ষ্য শৌরিং উৎকন্ধরং দারুক ইত্যুবাচ।"
(মাঘ ৪।১৮)

২ কার্পাসতূলক। ৩ কূর্ম্মরাজ। ৪ বসুভেদ।

"আপোধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলানলৌ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ॥" (হরিব° ৩।৩৯)

৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৭।১০৩) ৬ শ্রীকৃষ্ণ। (ভারত ৬।৬৩।৩৩) (ত্রি) ৭ ধারক।

ধরণ (ক্লী) ধরতীতি ধৃ-ল্যুট্। পরিমাণভেদ, চতুর্বিংশতি রক্তিকা, ২৪ রতি পরিমাণ। (লীলাবতী) ২ দশ পল।

"অথ মধ্যম নিষ্পাবা বা একোনবিংশতির্ধরণং।"
(সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ৩১ অ°) ধৃ-ল্যুট্। ৩ ধারণ।

"যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ॥"
(কুমারস° ১।১৭)

(পুং) ৪ অগ্নিপতি। ৫ লোক। ৬ স্তন। ৭ ধান্য। ৮ দিবাকর, সূর্য্য। ৯ সেতু। ১০ অর্কবৃক্ষ। ১১ বৈদ্যক পরিমাণবিশেষ।

"মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণঃ স নিগদ্যতে।" (শার্ঙ্গধর)

চারি মাষায় এক ধরণ হয়।

ধরণপ্রিয়া (স্ত্রী) জিনদিগের শাসনদেবতা ভেদ। (হেম)

ধরণি (স্ত্রী) ধরতি জীবাদীনিতি ধৃ-ইনি (অর্ত্তি-সৃ-ধৃ-ধমীতি। উণ্ ২।১০৩) পৃথিবী।

"জ্যোতির্ধরণিবায়ুরহিতে অদ্ধে জলৈকার্ণবে লোকে।"
(ভারত ১২।৩৪২।৪)

২ শাল্মলিবৃক্ষ। ৩ স্কন্দভেদ। (রাজনি°) ৪ একজন বোধক।

ধরণিজ (পুং) ধরণিতো জায়তে জন-ড। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর। (ত্রি) ৩ ধরণিজাত মাত্র।

"ধরণিজে চতুর্থগে জরজঠরাশুগুভবঃ।" (বৃহৎস° ১০৪ অ°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সীতা।

ধরণিধর (পুং) ধরতি ইতি ধৃ-অচ্, ধরণ্যাঃ ধরঃ। ১ পর্ব্বত। ২ কচ্ছপ। ৩ বিষ্ণু।

"স হি সংবর্ত্তকো বহ্নিরনিলো ধরণীধরঃ॥" (ভারত ১৩।১৪৯ ৩৮)

৪ শিব। ৫ শেষ, শেষনাগ পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, এইজন্য ধরণিধর শব্দে শেষকে বুঝায়।

ধরণিরুহ (পুং) ধরণ্যাং রোহতি রুহ-ক। বৃক্ষ। "ধরণিরুহানিকরো বধূর্লতায়াঃ" (মাঘ)

ধরণী (স্ত্রী) ধরণি বাহু° ঙীষ্। ১ পৃথিবী।

"যথা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণীমিমং ॥" (বিষ্ণুপু° ১।৯।১৪১)

২ শাল্মলীবৃক্ষ। ৩ নাড়ী। ৪ কন্দবিশেষ। পর্য্যায়—ধারণীয়া, বীরপত্নী, স্থূলকন্দ, কন্দালু, বনকন্দ, কন্দাঢ্য, দণ্ডকন্দক। ইহার গুণ মধুর, কফ, পিত্ত, আময়, রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও কণ্ডূতিনাশক। (রাজনি°)

ধরণীকন্দ (পুং) ধরণী এব কন্দঃ। ধরণীনামক মূলবিশেষ। (রাজনি°)

ধরণীকীলক (পুং) ধরণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ কীলক ইব। পর্ব্বত। (শব্দরত্নাবলী)

ধরণীধর (পুং) [ধরণিধর দেখ।]

ধরণীধৃৎ (পুং) ধরণীং ধরতি ধৃ-ক্বিপ্ তুক্। ১ পর্ব্বত ২ অনন্তদেব।

"মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি শেষস্য ধরণীধৃতঃ।" (হরিব° ১২০অ°)

ধরণীন্দ্রবর্ম্মা, কম্বোজ দেশে প্রকাশিত খোদিতলিপি হইতে জানা যায়, ব্যাধপুর রাজগণের মধ্যে ৮৯০ শকে (?) ১৫শ রাজা জয়বর্ম্মা রাজা হন। তাঁহার পর ধরণীন্দ্রবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। [ব্যাধপুর দেখ।]

ধরণীপুর (পুং) ধরণ্যাকারং পুরং। ধরাকার চতুরস্র মণ্ডল।

ধরণীপূর (পুং) ধরণীং পূরয়তি প্লাবয়তি পুর-অণ্। সমুদ্র। (শব্দর°)

ধরণীপ্লব (পুং) প্লু ভাবে অপ্, ধরণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ প্লবঃ প্লাবে যস্মাৎ। সমুদ্র।

ধরণীভৃৎ (পুং) ধরণীং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ পর্ব্বত। ২ বিষ্ণু। ৩ অনন্ত।

"প্রাবৃষীবাতিবৃষ্টানি শৃঙ্গাণি ধরণীভৃতাং।" (হরিব° ২৪৯ অ°)

ধরণীবরাহ, বড়বান বা বর্দ্ধমানপুর (কাঠিবাড় রাজ্যের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত) রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশের জনৈক রাজা। ৮৩৯ শকাব্দে (৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে) ইঁহার প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শাসনে ইনি আপনাকে মহীপাল নামক জনৈক রাজার অধীন ও "সামন্তাধিপতি" নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি চাপবংশসম্ভূত। [চাপ দেখ।]

ধরণীশ্বর (পুং) ধরণ্যাঃ ঈশ্বরঃ। ১ শিব। ২ বিষ্ণু। ৩ ভূমিপতি।

ধরণীসুত (পুং) ধরণ্যাঃ সুতঃ ৬তৎ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ধরণীসুতা (স্ত্রী) ধরণ্যাঃ সুতা। সীতা।

"সীরদণ্ডোপদেশেন যজ্ঞভূমিং ততো নৃপঃ।
হলেন কারয়ামাস যজ্ঞবাটাবধি স্বয়ং ॥
তদ্ভূমিজাতসীতায়াং উত্থাং কন্যাং সমুত্থিতাং।
লেভে রাজা মুদা যুক্তঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাং ॥"(কালিকাপু° ৩৭অ°)

[সীতা দেখ।]

ধরপট্ট, বলভীরাজবংশ-স্থাপনকর্ত্তা সেনাপতি ভটার্কের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনিই ইঁহার জ্যেষ্ঠ তৃতীয় ভ্রাতা মহারাজ ১ম ধ্রুবসেনের পর (গুপ্ত সং ২০৭র পর) রাজা হন। ইঁহারই পুত্র মহারাজ ১ম গুহসেন হইতে এই রাজবংশের বিস্তৃতি হয়। হিউএন্‌সিয়াং তু-লু-হো-পো-টু বা তৌ-লৌ পো-টো নামে যে বলভীরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উহা ধ্রুবসেনের নাম। যাহা হউক মহারাজ ধরপট্ট সূর্য্যোপাসক ছিলেন। [বলভীবংশ দেখ।]

ধরমকার, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত গঙ্গা গণ্ডকীর মধ্যে বিশাল দেশবর্ণনায় ভদ্রেশ মধ্যে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। কলিকালের পাদার্দ্ধ গত হইলে এখানে তিলসিংহ নামে এক রাজা হন। তাঁহার বিপুল জমীদারী ও সেনাবল ছিল। শেষে ১৫ বৎসর পরে যবনযুদ্ধে তিলসিংহের ধ্বংস হয়।

(ভবিষ্য ব্র°খ ৪১ অ° ৫২।৫৭ শ্লো)

ধরমপুর, বাঙ্গালার নোয়াখালী জেলার সুধারাম পুলিস বিভাগের অধীন একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫০´ ৪০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৯১° ১০´ ৩০´´ পূ°। লোকসংখ্যা ৪ হাজার।

২ বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার একটী পরগণা, ইহার পরিমাণ প্রায় ২০১০৪২৯ বিঘা। ইহার মধ্যে ৪৪৫ খানি গ্রাম আছে। এই পরগণার প্রায় শতকরা ২০ বিঘা জমী গর-আবাদে পড়িয়া আছে ও আর ২০ বিঘা জমী আবাদের অনুপযুক্ত পতিত। এই পরগণায় আপাতত যে পরিমাণ জমী চাষ হয় (১৩,২০,০০০ বিঘা), তন্মধ্যে ৭৫ হাজার বিঘায় রবিশস্য, লক্ষবিঘায় হৈমন্তিক ধান্য, লক্ষবিঘায় আমন বা ভাদই ধান্য, ৮০ হাজার বিঘায় সর্ষপাদি তৈলবীজ, ৫৫ হাজার বিঘায় গম এবং ৩০ হাজার বিঘায় নীল জন্মে। এই পরগণা দরভাঙ্গার মহারাজের জমীদারীভুক্ত। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে জেলা বলে। উত্তর পশ্চিমাংশ বীরনগর জেলা, তদ্দক্ষিণে ভবানীপুর ও পূর্ব্বে গণ্ডোয়ারা জেলা। কুশী নদীর প্লাবনে মধ্যে মধ্যে এই পরগণার বিস্তর ক্ষতি হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে নদীর পশ্চিমতীরে ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়ায় ভবানীপুর জেলার উৎকৃষ্ট জমী অনেক ধসিয়া গিয়াছে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে বীরনগরের দিকে নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হয়, তাহাতে কতকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বীরনগরের অন্তর্গত ত্রিপনিয়া নামক স্থানে এক নীলকুঠি হয়। এখন উহা আর নাই। উহার ধূমনলের শীর্ষদেশপর্য্যন্ত বালুকা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। গঙ্গায় যেমন উর্ব্বরতাবর্দ্ধক পলিমাটি জলস্রোতে নানা স্থানে নীত হয়, কুশীতে তেমনি ধবলাগিরির বালুকারাশি বহিয়া আসিয়া দেশে দেশে জমাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। দরভাঙ্গার রাজারা কখন তাঁহাদের জমীদারীর এই পরগণা দেখিতে আসেন না, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস কুশী নদী পার হইলে অসৌভাগ্য ঘটে। এই সকল কারণে এই পরগণায় খাজানার হার নানাবিধ, এক গ্রামের বিভিন্নাংশে, এমন কি এক মাঠের বিভিন্নাংশে খাজানার হার বিভিন্ন, কোথাও বা একরূপ জমীর খাজানাই অবস্থানভেদে দ্বিবিধ।

৩ বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত সুরাট এজেন্সির একটী দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে সুরাট জেলার চিকৃলি উপবিভাগ ও বাঁশদা রাজ্য, পূর্ব্বে সর্গানা ও নাসিক জেলা, দক্ষিণে পেঁইত রাজ্য ও পশ্চিমে সুরাট জেলার বলসার ও পার্দ্দি উপবিভাগ। এই রাজ্য উত্তরদক্ষিণে ২০ ক্রোশ ও পূর্ব্বপশ্চিমে ১০ ক্রোশ। এখানে একটী সহর ও ২৭২টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। রাজ্যের অল্পাংশ চাষের উপযুক্ত, অবশিষ্ট পাহাড় ও জঙ্গলময়। দমনগঙ্গা, কোলক, পর, ঔরঙ্গ ও অম্বিকানদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া কাম্বে সাগরে পড়িতেছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। এখানে মউয়াফুল, সেগুন, কালকাঠ, বংশ, ধান্য, কলাই, ছোলা, ইক্ষু, মাদুর, ঝুড়ি, পাখা, গুড়, খদির ও মৃগীর তৈজসাদি পাওয়া যায়। নাসিক ষ্টেশনের রাস্তার উপর এই রাজ্যের প্রধান সহর 'ধরমপুর' অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান অধিপতি শিশোদীয়া রাজপুত। বর্ত্তমান রাজার নাম মহারাণা শ্রীনারায়ণ দেবজী রামদেবজী। ইনি ৯টী সেলামী-তোপ পাইয়া থাকেন। ইনি স্বরাজ্যে স্ব প্রজার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারেন। তাঁহার জন্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের অনুমতি আবশ্যক হয় না। এরাজ্যে খুনী আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। রাজার ২০৭ জন সেনা ও ৪টী কামান আছে। এই রাজ্যকে পূর্ব্বে রামনগর রাজ্য বলিত। তখন ইহা পশ্চিমে সাগর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রামনগররাজ টোডরমল্লের সহিত বরোদা নগরে সাক্ষাৎ করিয়া আকবরের অধীনে সৈনিক বিভাগের এক সম্মানের পদ ও খেলাত গ্রহণ করেন। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহার রাজ্যের ৭২খানি গ্রাম অধিকার করিয়া লয়। পেশবা ইহার নিকট যে কর পাইতেন, বেসিন নগরের (১৮০২ খৃষ্টাব্দে) সন্ধিপত্রানুসারে তাহা এখন ইংরাজরাজ পাইয়া থাকেন। এই রাজ্যে ৭টী বালকের জন্ত ও একটী বালিকাদিগের জন্ত বিদ্যালয় আছে। ধরমপুরনগর ২০° ৩৪´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৩° ১৪´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত, নগরের লোকসংখ্যা প্রায় ৫১ হাজার।

ধরমপুরী, মধ্যভারতে ভীল এজেন্সির মধ্যে ধার রাজ্যের একটী পরগণা। লোকসংখ্যা ১৯ হাজার। প্রধান সহর ধরমপুরী নর্ম্মদানদীর উত্তরতীরে ২২° ১০´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ২৩´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় এবং ধারনগর হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমানাধিকারে এই সহরে ১০০০০ অট্টালিকা ছিল। উহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। এখন সহরে ৫০০ মাত্র লোকের বাস। ইহার মধ্যে খরজা নামে একটী নদী আছে, তাহার প্রাচীন নাম গর্দ্দভানদী।

ধরলা, (ধলা বা তোর্ষা), বাঙ্গালার অন্তর্গত কোচবিহারের একটী নদী। ভুটানের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি জেলায় বাসপ্রদেশে মাদারি পরগণার মধ্য দিয়া কোচবিহারে প্রবেশ করিয়াছে। জলপাইগুড়ির মধ্যে তেলাঝুবা ও হাঁসমারা নামে ইহার দুইটী উপনদী আছে। কোচবিহারে ইহার সিঙ্গিমারী বা জলধকা নদীর সহিত দুর্গাপুরের নিকট মিলিত হইয়াছে। তৎপরে ইহা দক্ষিণমুখে রঙ্গপুরে প্রবেশ করিয়া বাগওয়া নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে দেশীমালের নৌকা ইহাতে যাতায়াত করিতে পারে।

ধরসেন, ১ বলভীবংশের স্থাপনকর্ত্তা সেনাপতি ভটার্কের প্রথম পুত্র। ইনিও সেনাপতি ধরসেন নামে পরিচিত। ইনি শিবোপাসক মহা বিক্রমশালী যোদ্ধা ও দীনের বন্ধু দরিদ্রের অন্নদাতা ছিলেন; ইনিই এ বংশের ১ম ধরসেন।

২ বলভীরাজ মহারাজ ধরপট্টের পৌত্র এবং মহারাজ গুহসেনের পুত্র মহারাজ দ্বিতীয় ধরসেন। সামন্ত, মহাসামন্ত, মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি ইহার উপাধি ছিল। ইনি ২৫০ এবং ২৭০ গুপ্তসম্বতে অর্থাৎ ৫৬৯ এবং ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনিও শৈব বলিয়া খ্যাত। স্কন্দভট্ট ইহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

৩ মহারাজ দ্বিতীয় ধরসেনের দ্বিতীয় পুত্র ১ম ধরগ্রহের জ্যেষ্ঠপুত্রের নামও ধরসেন। ইনি বলভীবংশের তৃতীয় ধরসেন। ইনি অতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন, সকলপ্রকার শাস্ত্র গ্রন্থ ও কলাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন এবং সর্ব্বদা পণ্ডিত পরিবৃত থাকিতেন, এতদ্ভিন্ন যুদ্ধবীরও ছিলেন।

৪ বলভীবংশের ৪র্থ ধরসেন, তৃতীয় ধরসেনের কনিষ্ঠ বালাদিত্য ধ্রুবসেনের (২য়) পুত্র। ইঁহার পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর ও চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি ছিল। ইনি গুপ্তসং ৩২৬-৩০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। যে সময়ে অংশুবর্ম্মা নেপালে, আদিত্যসেন মগধে চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করেন, প্রায় সেই সময়ে মহারাজ ৪র্থ ধ্রুবসেন পশ্চিম ভারতে চক্রবর্ত্তিত্ব লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

[বলভীবংশ ও গুপ্ত সম্বৎ দেখ।]

ধরহার, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত স্বর্ণভূমি বর্ণনার মধ্যে এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। লিখিত আছে, গোমতী নদীর দক্ষিণদিকে এই নগর অবস্থিত। ধীরসিংহ নামে এখানে রাজা ছিলেন। তিনি শেষনাগের কৃপায় রাজা হন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রসেন, তিনি বাল্যকালে গোচারণার্থ গোমতীতীরে প্রত্যহ যাইতেন। বৈশাখী শুক্লপক্ষীয় কোন এক দিনে আকন্দবৃক্ষের ছায়ায় বালক ধীরসিংহ ক্লান্তদেহে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। শেষনাগ সেই সময় গোমতীজলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি প্রিয়দর্শন বালককে রৌদ্রে ঘুমাইতে দেখিয়া নিজে ফণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখে ছায়া করিয়া রহিলেন। কালে সেই বালক রাজা হন। ইঁহার বংশে পাঁচজন মাত্র রাজা হন। ইঁহার পুত্র রঘুসিংহ ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়েই রাজ্যবৃদ্ধি হয়। তাঁহার পুত্র রায়সিংহ নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন, পরে উদয়সিংহ রাজা হন। কলিসন্ধ্যায় যবনকর্ত্তৃক ইঁহার ধ্বংস হয়। (ভ-ব্র-খ ৫৪ অ° ১১১—১২৩ শ্লো°)

ধরহারকগ্রাম, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত কীকটদেশান্তর্গত অঙ্গদেশ মধ্যে এই গ্রাম অবস্থিত। গঙ্গার দক্ষিণতীরে কলির ৪ হাজার বৎসর গত হইলে রাজা দেবপাল কর্ত্তৃক এই গ্রাম স্থাপিত হয়। (ভ-ব্র-খ ৪২।৪৭ অ°)

ধরা (স্ত্রী) ধরতি জীবসংঘানিতি। ধৃ-অচ্ বা ধ্রিয়তে শেষেণ ইতি ধৃ-অপ্-টাপ্। পৃথিবী।

"ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ।"

(দেবীভাগ° ৩।১৩।৮)

সকল লোককে ধারণ করে বলিয়া ধরা ও অতিশয় বিস্তৃত এই জন্ত ধরা ও পৃথ্বী এই দুইটী নাম হইয়াছে। ২ গর্ভাশয়। ৩ মেদ। ৪ নাড়ী। ৫ মহাদান বিশেষ, এই ধরাদানের বিষয় মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ধরাদানমনুত্তমং।
পাপক্ষয়করং নৃণামমঙ্গলাবিনাশনং॥" (মৎস্যপু° ২৫৮ অ°)

মৎস্যদেব ধরাদানের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন, দানের মধ্যে এই দান শ্রেষ্ঠ ও সকল পাপনাশক, এই দান যথা বিধি অনুষ্ঠান করিলে সকল অমঙ্গল নাশ হয়। এই দান করিতে হইলে প্রথমে কল্পিত জম্বুদ্বীপাকার স্বুবর্ণ দ্বারা ধরা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। ইহার মধ্যভাগে মেরু সমন্বিত পর্ব্বত সকল করিবে। ইহার আটদিকে অষ্ট লোকপাল এবং নববর্ষ, শত নদী ও শত নদ এবং সপ্ত সমুদ্রবিশিষ্ট করিতে হইবে। ইহা রত্নাদি দ্বারা খচিত করিবে। ইহাতে বসু, রুদ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য কল্পনা করিবে। এই ধরা প্রস্তুত করিতে সহস্র পল সুবর্ণ, তাহাতে অশক্ত হইলে পঞ্চশত পল, বা ত্রিশত এবং দ্বিশত অথবা শতপল সুবর্ণ চাই। নিতান্ত অশক্ত হইলে পঞ্চপলের ঊর্দ্ধ সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিবে। পূজা আবাহন প্রভৃতি তুলাপুরুষের সদৃশ করিতে হইবে।

"কারয়েৎ পৃথিবীং হৈমীং জম্বুদ্বীপানুকারিণীং।
মর্য্যাদাপর্ব্বতবতীং মধ্যে মেরুসমন্বিতাং॥
লোকপালাষ্টকোপেতাং নববর্ষসমাচিতাং।
নদীনদশতোপেতাং সপ্তসাগরবেষ্টিতাং॥
মহারত্নসমাকীর্ণাং বসুরুদ্রার্কসংযুতাং।
হেম্নঃ পলসহস্রেণ তদর্দ্ধেনাথ শক্তিতঃ॥
শতত্রয়েন বা কুর্য্যাৎ দ্বিশতেন শতেন বা।
কুর্য্যাৎ পঞ্চপলাদূর্দ্ধমশক্তোঽপি বিচক্ষণঃ॥
তুলাপুরুষবৎ কুর্য্যাৎ লোকেশাবাহনং বুধঃ।" (মৎস্যপু°)

ঋত্বিক্, মণ্ডপে ভূষণ ও আচ্ছাদন প্রভৃতি এবং বেদী ও তাহার উপরে কৃষ্ণাজিন বিন্যস্ত করিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে, অষ্টাদশ প্রকার ধান্য, লবণাদি রস সকল ও আটটী পূর্ণ কুম্ভ চারিদিকে রক্ষা করিবে। বেদীতে কৌষের চন্দ্রাতপ ও চারিদিকে পতাকা সকল বিন্যাস করিয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে রচনা করিয়া বিধিপূর্ব্বক অধিবাসাদি করিতে হইবে। পুণ্যদিনে বিশুদ্ধভাবে শুক্লবস্ত্রাদি পরিধান ও শুক্লমাল্যাদি ধারণ করিয়া বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবে।

"নমস্তে সর্ব্বদেবানাং ত্বমেব ভবনং যতঃ।
ধাত্রী চ সর্ব্বভূতানামতঃ পাহি বসুন্ধরে॥
বসূন্ ধারয়সে যস্মাৎ বসুধাতীব নির্ম্মলা।
বসুন্ধরা ততো জাতা তস্মাৎ পাহি ভবার্ণবাৎ॥
চতুর্ম্মুখোঽপি নাগচ্ছেৎ তস্যাদ্ যত্র তবাচলে।
অনন্তায়ৈ নমস্তস্মাৎ পাহি সংসারকর্দ্দমাৎ॥
ত্বমেব লক্ষ্মীর্গোবিন্দে শিবে গৌরীতি সংস্থিতা।
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বে জ্যোৎস্না চন্দ্রে রবৌ প্রভা।
বুদ্ধির্বৃহস্পতৌ জাতা মেধা মুনিষু সংস্থিতা।

বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা যস্মাৎ ততো বিশ্বম্ভরা স্থিতা ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা স্থিরা ক্ষৌণী পৃথ্বী বসুমতী রসা ॥
এতাভির্মূর্ত্তিভিঃ পাহি দেবি সংসারকর্দ্দমাৎ।"

এই মন্ত্রে পাঠ করিয়া ধরা দান করিবে। সুবর্ণ নির্ম্মিত ধরার অর্দ্ধভাগ বা চতুর্থভাগের একভাগ দিতে হইবে। অবশিষ্টাংশ ঋত্বিক্‌দিগকে বিভাগ করিয়া দিবে।

এই প্রকারে যিনি ধরা দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন এবং অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুপুরে গমনপূর্ব্বক কল্পত্রয় অবস্থান করেন। এই ব্যক্তির একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার হয়।

"ধরার্দ্ধং বা চতুর্ভাগং গুরবে প্রতিপাদয়েৎ।
শেষঞ্চৈবাথ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥
অনেন বিধিনা যস্তু দত্তাদ্দেবীং ধরাং বুধঃ।
পুণ্যকালে তু সংপ্রাপ্তে সপদং যাতি বৈষ্ণবং ॥
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
নারায়ণপুরং গত্বা কল্পত্রয়মথো বসেৎ ॥
পিতৃপুত্রপ্রপৌত্রাংশ্চ তারয়েদেকবিংশতিং।
ইতি পঠতি যইথং যঃ শৃণোতীহ নিত্যং
গতকলুষবিমানৈর্মুক্তদেহঃ সমস্তাৎ।
দিবমমরবধূভির্যাতে সংপ্রার্থ্যমানঃ
পুরমমরসহস্রৈঃ সেবিতং চন্দ্রমৌলেঃ॥"(মৎস্যপু°২৫৮অঃ)

হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দান বিধির বিষয় বিস্তৃতরূপ বর্ণিত আছে।

ধরাকদম্ব (পুং) ধরাজাতঃ কদম্বঃ ধরায়াং বর্ষাকালে জাতঃ কদম্বঃ। ধারাকদম্ববৃক্ষ।

ধরাঙ্কুর (পুং) ধরায়া অঙ্কুর ইব। বায়ুফল, শীকর। (হারা°)

ধরাত্মজ (পুং) ধরায়া আত্মজঃ ৬তৎ। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকাসুর। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ৩ সীতা।

ধরাধর (পুং) ধরায়াঃ ধরো ধারকঃ। বিষ্ণু।
"সুমেধা মেধজো ধন্যঃ সত্যমেধা ধরাধরঃ।"
(ভারত ১৩৷১৪৯৷৯৩)
২ পর্ব্বত। ৩ অনন্ত। (ত্রি) ৪ ধরার উদ্ধারকর্তা।
"স বীরমূর্ত্তিঃ সমভূদ্ধরাধরো
যো মাং পরস্ত্যপ্রণয়ো জিঘাংসসি ॥" (ভাগ° ৪৷১৭৷৩৫)
৫ বারেন্দ্র শ্রেণীর বাৎস্যগোত্রজ ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ।

ধরাধিপ (পুং) ধরায়াঃ অধিপঃ। নৃপ, রাজা, পৃথিবীর অধিপতি।

ধরান্তরচর (ত্রি) ধরান্তরং চর-ট। পৃথিবীর মধ্যে বিচরণকারী।

ধরাপতি (পুং) ধরায়াঃ পতিঃ। রাজা, পৃথিবীশ্বর।

ধরাভৃৎ (পুং) ধরাং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্‌, তুক্ চ। পৃথিবীশ্বর, যিনি ধরাকে পালন করেন।

ধরামর (পুং) ধরায়াঃ পৃথিব্যা অমরো দেবঃ। ব্রাহ্মণ।

ধরাসূনু (পুং) ধরায়াঃ সূনুঃ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ধরিত্রী (স্ত্রী) ধরতি জীবজাতমিতি, ধ্রিয়তে শেষেণ বা ধৃ-ইত্র (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪৷১৭২) ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। পৃথিবী, ভূমি।
"স্বমূর্ত্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং লক্ষ্যেব সীতা সহসা জগাম।"
(রঘু ১৪৷৫৪)

ধরিমন্ (পুং) ধ্রিয়তে দর্শনেন্দ্রিয়েণেতি ধৃ-ইমনিচ্ (হৃভৃধৃসৃ-স্তৃ শৃভ্য ইমনিচ্। উণ্ ৪৷১৪৭) ১ রূপ। ২ তুলা পরিমাণ।
"তথা ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকে বধঃ।" (মনু ৮৷২২১)

ধরীমন্ (পুং) ধরিমন্ ছান্দসো দীর্ঘঃ। ১ সারভূত বেদিরূপ স্থান। "অয়ং জায়ত মনুষো ধরীমণি" (ঋক্ ১৷১২৮৷১) 'ধরীমণি সারভূতে বেদিরূপে স্থানে' (সায়ণ) (ত্রি) ২ ধারক। "অস্থগ্রন্ পয়সাধরীমণি" (ঋক্ ৯৷৮৬৷৪) 'ধরীমণি ধারকে' (সায়ণ)

ধরুণ (পুং) ধরতীতি ধৃ-বাহুলকাৎ উনন্। ১ ধারক। "ধরুণোহস্তু পাণায়" (তাণ্ড্য° ব্রা° ৯৷১৷৬) 'ধরুণোহসি সর্ব্বধারকোহসি অপানেন প্রাণবায়োঃ শরীরে ধারণাৎ ধারয়িতা অপানঃ' (ভাষ্য) ২ উদক। ৩ অগ্নি। (নিঘণ্টু) "উপস্থজন্ ধরুণং মাত্রে ধরুণো মাতরং ধয়ন্" (শুক্লযজু° ৮৷৫১) 'ধারয়তীতি ধরুণোহগ্নিঃ' (বেদদীপ) ৪ ধারা। "অপা-মতিষ্ঠাৎ ধরুণহ্বরং" (ঋক্ ১৷৫৪৷১০) 'ধরুণশব্দঃ ধারাবচনঃ ধরুণহ্বরং ধারানিরোধকং' (সায়ণ) ৫ একবিংশতি। ৬ আদিত্য। "ধরুণ একবিংশতিঃ" (শত° ব্রা° ৮৷৪৷১৷১২) ৭ ব্রহ্মা। ৮ স্বর্গ। ৯ নীর। (ত্রি) ১০ সম্মত। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ বা ঙীষ্‌। "ধরুণাসি বালে বৃহচ্ছন্দা পূতি ধারণঃ" (অথর্ব্ব ৩৷১২৷৩) বিকল্পপক্ষে টাপ্‌।

ধরোত্তম (পুং) ধরায়া উত্তমঃ। শিব। (ভারত ১৩৷১৭৷৬৩)

ধর্ণসি (পুং) ধৃ-বাহুলকাৎ নসি। ১ বল। ২ ধর্ত্তব্য বজ্রাদি।
"নি শুষ্ণ ইন্দ্র ধর্ণসিং বজ্রং" (ঋক্ ৮৷৬৷১৪) 'ধর্ণসিং ধর্ত্তব্যং' (সায়ণ) ৩ ধারক।

ধর্ণি (ত্রি) ধৃ-নি। ধারক। "অগ্নিরীশে বসুনাং শুচিং ধর্ণি-রেষাং।" (ঋক্ ১৷১২৭৷৭) "ধর্ণির্ধারণকুশলঃ।" (সায়ণ)

ধর্ত্তব্য (ত্রি) ধৃ-তব্য। ১ ধারণীয়। ২ জ্ঞাতব্য। ৩ পতনীয়। ভাববাচ্যে তব্য হইলে কেবল ক্লীবলিঙ্গ হইবে।

ধর্ত্তূর (পুং) ধুস্তুর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ধুস্তুর। (পারস্কর নিঘণ্টু)

ধর্ম্ম (স্ত্রী) ধরতি ধ্রিয়তে বা ধৃ-ঞ (গৃধ্বীপচীতি । উণ্ ৩।১৪৬) ১ গৃহ। ২ ক্রতু। ৩ ধর্ম্ম। (ত্রি) ৪ ধারক। "ধর্ত্ত্রমসিদিবং দৃংহ ব্রহ্মবনি বধায়।" (শুক্লযজু° ১।১৮) 'হে কপাল ত্বং ধর্ত্ত্রং ধারয়সি' (বেদদীপ)

ধর্ম্ম (পুং স্ত্রী) ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মভিরিতি বা ধৃ-মন্ (অর্ত্তিস্তুহস্রিতি। উণ্ ১।১৩৯) শুভাদৃষ্ট, পুণ্য, শ্রেয়, সুকৃত।

জৈমিনি কৃত মীমাংসাদর্শনের প্রথমে "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ ধর্ম্ম মীমাংসাই মীমাংসাদর্শনের মূল, এরূপ লিখিত আছে। ধর্ম্ম কি? তাহার লক্ষণই বা কি? কি কার্য্য করিলে ধর্ম্ম হয় এবং কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম হয় না? ইহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমে ধর্ম্মের একটী লক্ষণ করা প্রয়োজন। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা। ধর্ম্ম জানিবার আবশ্যকতা কি এবং ধর্ম্মের কি কি সাধন? কি ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ ও কি অপ্রসিদ্ধ? একজন একরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন, আর একজন আর এক প্রকার বলিয়া থাকেন। এই সকলের মীমাংসা করিয়া জৈমিনি "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচনের নাম চোদনা অর্থাৎ আচার্য্য-প্রেরিত হইয়া যে যাগাদি করা যায়, তাহাকেই ধর্ম্ম কহে। আচার্য্যের উপদেশানুসারে যজ্ঞাদির নামই ধর্ম্ম। যে কার্য্য পুরুষের মঙ্গলের জন্ত হয়, অর্থাৎ যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হয়, তাহার নামই ধর্ম্ম এবং যাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং সূক্ষ্মব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম, যাহা কিছু শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ মঙ্গলজনক তাহার নাম ধর্ম্ম। "য এব শ্রেয়স্কর স এব ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে" (মীমাংসা ১।২ সূত্রভাষ্য)

যাহা বলা হইল, ইহা একটু বিশদরূপে আলোচনা করা যাউক। কথা হইল এই, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পুরুষের মঙ্গল হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। এমন কার্য্য করা আবশ্যক, যাহার ফল মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না, ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে, কারণ মঙ্গল হইতেছে, তাহার কার্য্য ন্যায়দর্শনেও সুখ ও দুঃখের লক্ষণে লিখিত আছে। ধর্ম্মজন্ত সুখ ও অধর্ম্ম জন্ত দুঃখ হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম করিলে তাহার ফল সুখ অবশ্যই হইবে এবং অধর্ম্ম করিলে দুঃখ অনিবার্য্য, কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। এই মতেও হইল যে, যাহাতে সুখ হয় তাহার নাম ধর্ম্ম এবং যাহাতে দুঃখ হয় তাহার নাম অধর্ম্ম। আমরা ভাল মন্দ যে কোন রূপই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না কেন, তজ্জন্ত আমাদের একটী সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কারই কালে শুভা-শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ঐ সংস্কারের অদৃষ্ট বাসনা ইত্যাদি নানাবিধ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক নামের পার্থক্যে কিছুই আসে যায় না। যেরূপ, বীজ রোপিত হইলে বৃক্ষ ও ফলাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসনা বা সংস্কার কালে প্রবুদ্ধ হইয়া তাহার ফল প্রদান করিবে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহা যদি হইল, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, ফলও সেইরূপ হইবে। এ জগতে নিষ্কর্ম্ম হইয়া কেহই থাকিতে পারে না; ভাল হউক বা মন্দ হউক কর্ম্ম করিতে হইবে এবং সেই কর্ম্মের ভোগে শুভাশুভ ভোগও অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মই যদি সুখের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে কোন কর্ম্ম করিলে ধর্ম্ম হয়, তাহাই বিবেচ্য। যেরূপ কতকগুলি কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ হয় এবং কতকগুলি কার্য্য আছে, তাহার ফল প্রত্যক্ষ হয় না। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, যে কার্য্যের ফল যখন প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইবে। ইহাতে এইমাত্র বক্তব্য, যে ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা বেদ-বোধিত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র সত্য এবং ধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম জানিতে পারে, ইহার উত্তরে বেদান্তভাষ্যে লিখিত আছে।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

(বেদান্তদ° শাঙ্করভা°)

ঋষিগণ ধর্ম্মবিষয় যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল বেদশাস্ত্রের সহিত অবিরোধী তর্কদ্বারা যাহারা অনুসন্ধান করেন, তাহারাই ধর্ম্মকে জানেন। অন্ত কেহ জানিতে পারে না। ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, ঋষিগণ যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। যাগাদি ক্রিয়াই ধর্ম্ম, যাহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। কারণ যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে শুভাদৃষ্ট জন্মে এবং ঐ শুভাদৃষ্ট জন্ত ফলও শুভ হইয়া থাকে।

"বিহিতক্রিয়াসাধ্যঃ ধর্ম্মঃ পুংসো গুণোমতঃ।
প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥
ধর্ম্মশ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়সাধনং।"

(মীমাংসাদ° ১।২ সূত্রভাষ্য)

বিহিত ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য যে পুরুষের গুণ তাহার নাম ধর্ম্ম।' শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়ার বিধান আছে, সেই সকল বিধানানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম অধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দে শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল, যাহাতে অভ্যুদয় সাধন হয়, তাঁহার নাম ধর্ম্ম। বেদবিহিত যে সকল কার্য্য তাহার অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়। কাহার কাহার মতে যাগাদি হিংসাদিদোষ দুষ্ট, ইহার অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুইই হয়। মীমাংসা, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, ইহাতে যে হিংসাদি করা হয়, তাহা অধর্ম্ম নহে, বরং তাহার অনুষ্ঠান না করিলে অধর্ম্ম হয়। (মীমাংসাদর্শ°)

মনুষ্যের ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্, মৃত্যুর পর কেহই অনুগমন করেনা, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই অনুগামী হইয়া থাকে।

"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

(হিতোপদেশ ১।৫৯)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম্ম বিভিন্ন। হয়ত যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণের অধর্ম্ম হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই কার্য্যানুষ্ঠানই তাহার পরম ধর্ম্ম। প্রত্যেক আশ্রমের প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম্ম ভিন্ন রূপ। যে যে বর্ণের যে আশ্রমের যে সকল বিধি আছে, সেই সকল বিধি অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম্ম। ঐ সকল বিধি অনুষ্ঠান না করিলে আশ্রম ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয় এবং তাহাই তাহার পক্ষে অধর্ম্ম। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার ফল সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এই বিষয় আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মনুষ্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, অথবা যাহা কিছু অনুভব করে, সে সকলই তাহাদের চিত্তে বা অন্তঃকরণময় সূক্ষ্মশরীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায় এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্ত্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অনুষ্ঠিত বা অনুভূত ক্রিয়া কলাপ মাত্রেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিত্তে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে। কালক্রমে সেই সকল সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাতিত করে। এই সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ ও পুণ্য ইত্যাদি। শারীর ব্যাপার ও মানস ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার,—শুক্ল, কৃষ্ণ, ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। যাঁহারা কেবল তপস্যায় ও জ্ঞানালোচনায় রত থাকেন, তাঁহাদের তজ্জনিত কর্ম্ম সকল শুক্ল, এই শ্রেণীর লোক শাস্ত্রের কোন প্রকার বিধি উল্লঙ্ঘন করেন না, যাহাতে মুক্তি-সাধন হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করেন। যাহারা প্রাণিহিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যে রত থাকে, অর্থাৎ শাস্ত্রের কোন বিধি অনুষ্ঠান করে না, কেবল বিধি লঙ্ঘন করিয়াই থাকে, তাহাদের কর্ম্ম কৃষ্ণ। যাঁহারা কেবল যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকেন, তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্র। শুক্লকর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ভবিষ্যৎ উন্নতির, কৃষ্ণকর্ম্ম সকল অধোগতির এবং মিশ্র কর্ম্ম সকল মিশ্র ফলের বীজ। শুক্ল নামক কর্ম্ম-বীজ হইতে ক্রমে দেবশরীর, কৃষ্ণনামক কর্ম্মবীজ হইতে পশু পক্ষ্যাদি শরীর এবং মিশ্রকর্ম্মনামক বীজ হইতে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু যোগীর কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের ধর্ম্ম কার্য্যে কোনরূপ সংস্কার জন্মে না। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে এবং তাঁহারা অভিসন্ধিপূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন না। যদিও তাঁহারা জীবন ধারণের উপযুক্ত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে কোন সংস্কার জন্মে না। কেননা, তাঁহারা সকল সময়ই কামনা শূন্য থাকেন এবং কৃতকর্ম্ম সকল ঈশ্বরের উদ্দেশে পরিত্যাগ করেন। ক্ষণকালের জন্যও তাহা তাঁহারা কামনা দ্বারা চিত্তে আবদ্ধ রাখেন না। কাজেকাজেই তাঁহাদের সংস্কার বা সংসার বীজ জন্মে না। মনুষ্যগণ শুক্ল, কৃষ্ণ অথবা মিশ্র যে কোন কর্ম্ম উপার্জ্জন করুন, কোন কর্ম্মই এক সময়ে ও একরূপে ফল প্রসব করে না। কতক জাতি জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ প্রসব করিবে, কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত করে। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্ম্মবাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মের আরম্ভক হয়, কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচির বা ভোগাদির কারণ হয়। যাহা কিছু বলা হইল, এ সকলের মূলই ধর্ম্ম। জগতে যাহা কিছু বৈষম্য দেখা যায়, তাহার মূল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। একজন রাজা হয়, একজন ভিখারী হয়, যাহা কিছু পার্থক্য দেখা যায় তাহার আর কোন কারণ নাই, একমাত্র ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই কারণ। যে যেরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ ফলভোগ করিতেছেন এবং বর্ত্তমান সময়ে যাহা আচরিত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেক মানবের আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক। গীতাদিতেও উক্ত হইয়াছে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫)

সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্বেও স্বধর্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল।

স্বধর্ম্ম পালন করিয়া দেহান্ত হইলেও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ইহার তৎপর্য্য এই, অর্জ্জুন চিত্তের মোহবশতঃ নিজের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধাদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ভৈক্ষাদি অবলম্বনে জীবনধারণ করিবেন, ভগবান্ অর্জ্জুনের এইরূপ স্থিরনিশ্চয় দেখিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "ইহা তোমার পক্ষে অধর্ম্ম। কারণ ব্রাহ্মণের যাহা ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্ম হইবে। অতএব এই স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিধন হইলেও তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।" ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, যে আশ্রমের যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে অধর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে জাতিই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণেরই বিভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল বর্ণের যে সকল বিধি আছে, তাহার উল্লঙ্ঘন করিলেই অধর্ম্ম হয়, এই জন্যই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" স্বধর্ম্মে মরণও মঙ্গলজনক, তথাচ পরধর্ম্ম অর্থাৎ অন্য বর্ণের ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম। এই চারি আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥" (মনু ৬।৮৯)

এই চারি আশ্রমবাসিদিগের মধ্যে গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ, কারণ গৃহী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই তিন আশ্রমবাসীকে ভিক্ষাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। যেরূপ সকল নদ নদী সমুদ্রে যাইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ সকল আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থাশ্রমী লোকের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করে। এই চারি আশ্রমবাসীদিগেরই দশবিধ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে।

"চতুর্ভিরপি চৈ বৈ তৈ নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥
দশলক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অধীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিং॥"
(মনু ৬।৯১-৯৩)

ধৃতি অর্থাৎ সন্তোষ, ক্ষমা, দম অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে মনের দমন, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। যে সকল দ্বিজ এই দশ প্রকার ধর্ম্মপাঠ করেন এবং পাঠ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। এই দশটী ধর্ম্ম সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমেরই জানিতে হইবে, এই জন্য প্রত্যেকেরই এই দশবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তাঁহারা বহুবিধ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন।

অধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর বিষয় মনুসংহিতাতে এইরূপ লিখিত আছে—

যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক, অসত্যপথে যাহার ধনোপায় হয় এবং যে সতত পরহিংসায় তৃপ্ত থাকে, সেই ব্যক্তি এই সংসারে কখন সুখলাভে অধিকারী হয় না। অধার্ম্মিকদিগের আশু বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিয়া এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনাভাবে অবসন্ন হইলেও কখন অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব করিতে পারে না, তদ্রূপ ইহ সংসারে অধর্ম্মাচরণের ফলও সদ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কালক্রমে এরূপ ঘটে যে, অধর্ম্মকর্ত্তা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্ম যদি অধর্ম্মকারীতে না ফলে তাহা হইলে তাহার পুত্র, না হয় তাহার পৌত্রও নিশ্চয়ই সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিবে। পরন্তু আচরিত অধর্ম্ম কখনও নিস্ফল হইবার নহে। অধর্ম্মের দ্বারা হয়ত লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, নানারূপে অভীষ্টলাভ করিয়া থাকে, শত্রুদিগকে জয় করে, কিন্তু শেষে অধর্ম্মকর্ত্তা একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সকল কার্য্য ধর্ম্মানুসারে করিতে হইবে। সত্যধর্ম্মে সদাচারে এবং শৌচে সতত রত থাকিবে। বাহু ও উদর বিষয়ে সতত সংযত থাকিবে। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অর্থ ও কামনা পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিণামে দুঃখ হয়, অথবা যে প্রকার ধর্ম্মাচরণে লোকের আক্রোশভাজন হইতে হয়, এইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। (মনু ৪ অ°)

ধর্ম্মের দশটী অঙ্গ—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্দ্ধতে।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥" (পাদ্মে ভূমিখণ্ড)

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও তপস্যা এই তিনের দ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সুশান্তি ও অস্তেয় ইহা দ্বারা বৰ্দ্ধিত হয়।

"অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ॥
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদং।" (মৎস্যপু°)

অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবগণের প্রতি দয়া, ব্রহ্মচর্য্য,

সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল সনাতন ধর্ম্মের মূল।

কলির দশহাজার বৎসর অতীত হইলে ধর্ম্মাদি বিষ্ণু পাদমূলে গমন করিবে।

"শালগ্রামো হরেম্মূর্ত্তি র্জগন্নাথশ্চ ভারতং।
কলের্দ্দশসহস্রান্তে যযৌ ত্যক্ত্বা হরেঃ পদং॥
সত্ত্বঞ্চ ধর্ম্মং সত্যঞ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ।
ব্রতং তপশ্চানশনং যযুস্তৈ সার্দ্ধমেব চ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

শালগ্রাম শিলা, জগন্নাথ এবং বিষ্ণু মূর্ত্তি সকল কলির দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে বিষ্ণুপাদমূলে গমন করিবেন এবং ইহাদের সহিত সত্ত্ব, ধর্ম্ম, সত্য বেদ, গ্রামদেবতা, ব্রত, তপ ও অনশনব্রত গমন করিবে।

ধর্ম্মের আধার স্থান—

"যত্র স্থানং তবাধারো বদামি শ্রূয়তাং বিভো।
বৈষ্ণবেষু চ সর্ব্বেষু যতিষু ব্রহ্মচারিষু॥
পতিব্রতাসু প্রাজ্ঞেষু বানপ্রস্থেষু ভিক্ষুষু।
নৃপেষু ধর্ম্মশীলেষু সৎসু সদ্বৈশ্যজাতিষু॥
দ্বিজসেবিষু শূদ্রেষু সৎসংসর্গস্থিতেষু চ।
এষু ত্বং সন্ততং পূর্ণো ধর্ম্মরাজো বিরাজসে॥
যুগে যুগে তবাধারা এতে পুণ্যতমা জনাঃ।"

অপিচ—"অশ্বত্থবটবিল্বেষু তুলসীচন্দনেষু চ।
দেবার্হেষু চ পুষ্পেষু বিদ্যমানোঽসি শাখিষু॥
দেবালয়েষু তীর্থেষু সতাং শশ্বৎ গৃহেষু চ।
বেদবেদাঙ্গশ্রবণজনেষু চ সভাসু চ॥
শ্রীকৃষ্ণগুণনামোক্তশ্রুতিগীতস্থলেষু চ।
ব্রতপূজা তপোন্যায়যজ্ঞ সাক্ষিস্থলেষু চ॥
দীক্ষাপরীক্ষাশপথগোষ্ঠগোষ্পদভূমিষু।
গবাং গৃহেষু গোষ্ঠেষু বিদ্যমানোহি পশ্যতি॥
কৃশতা তে ন ভবিতা ধর্ম্মৈতেষু স্থলেষু চ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪২ অ°)

সকল বৈষ্ণব, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা নারী, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, বানপ্রস্থাবলম্বী, ভিক্ষু, ধর্ম্মশীল নৃপ, সদ্বৈশ্য, দ্বিজসেবাপরায়ণ শূদ্র ও সৎসংসর্গস্থিত লোক এই সকলের নিকট ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী, চন্দন, দেবপূজার্হ পুষ্প বৃক্ষ, দেবালয়, তীর্থস্থল, বেদবেদাঙ্গশ্রবণকারী ব্যক্তি, যে স্থলে বেদাদি পাঠ হয়, শ্রীকৃষ্ণ নামাদি যে স্থলে কীর্ত্তিত হয়, ব্রত, পূজা, তপ, বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ, সাক্ষিস্থল, দীক্ষা, পরীক্ষা, শপথস্থল, গোষ্ঠ, গোষ্পদভূমি ও গোগৃহ এই সকল স্থলে ধর্ম্ম অবস্থান করেন এবং এই সকল স্থানে ধর্ম্ম মলিন হয় না।

দেবতা প্রভৃতির ধর্ম্ম বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—সুকেশি নামে এক রাক্ষস ঋষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই জগতে শ্রেয় কি? ঋষিগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, ইহকালে ও পরকালে ধর্ম্মই শ্রেয়, সাধুগণ এই অক্ষয় ধর্ম্ম আশ্রয় করেন বলিয়া জগতে পূজ্য এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে সকলই সুখী হয়। ইহাতে সুকেশি জিজ্ঞাসা করিল, ধর্ম্মের লক্ষণ কি এবং কি করিলে ধর্ম্মাচরণ হয়? ঋষিগণ কহিলেন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া, স্বাধ্যায়তত্ত্ববিজ্ঞান, বিষ্ণুপূজনে রতি এবং বিষ্ণুর স্তুতি দেবতাদিগের পরমধর্ম্ম। বাহু পরাক্রম ও সংগ্রামরূপ সৎকার্য্য, নীতিশাস্ত্রের নিন্দা ও হরভক্তি দৈত্যগণের পরমধর্ম্ম। যোগানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান, বিষ্ণু ও শঙ্করে ভক্তি দৈত্যগণের ধর্ম্ম। নৃত্যগীতাদিতে অভিজ্ঞতা এবং সরস্বতীতে স্থিরা ভক্তি, গন্ধর্ব্বদিগের ধর্ম্ম। পৌরুষকার্য্যে অভিলাষ, ভবানী ও ভগবান্ সূর্য্যের প্রতি ভক্তি এবং গন্ধর্ব্ববিদ্যাই বিদ্যাধরগণের ধর্ম্ম। সমস্ত অস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় নিপুণতা কিংপুরুষগণের ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য যোগাভ্যাসে সর্ব্বদা আসুরক্তি, সকল স্থানে ইচ্ছামত গমনাগমন, নিত্য ব্রহ্মচর্য্য ও জপ সম্বন্ধী জ্ঞান পিতৃগণের ধর্ম্ম। ধর্ম্মজ্ঞান ঋষিদিগের ধর্ম্ম। স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্য, দম, যজন, সারল্য, অহিংসা, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, শৌচত্ব, মঙ্গলকার্য্যে শ্রদ্ধা ও দেবতা ভক্তি মানবধর্ম্ম। ধনাধিপতিত্ব, ভোগ, স্বাধ্যায়, শঙ্করোপাসনা, অহঙ্কার ও মত্ততারাহিত্য গুহ্যকগণের ধর্ম্ম। পরভার্য্যাতে অভিলাষ, পরকীয় অর্থে লোলুপতা, বেদাভ্যাসতা ও শঙ্করে ভক্তি রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম। অবিবেকতা, অজ্ঞান, অশুচি, মিথ্যাবাদী এবং আমিষ ভক্ষণে লোভ পিশাচদিগের ধর্ম্ম। (বামনপুরাণ ১১ অঃ)

ধর্ম্মের অগম্য স্থান—

"এতদন্যেষু কৃশতা যদগম্যাশ্চ তৎ শৃণু।
পুংশ্চলীষু তদ্গৃহেষু গৃহেষু নরঘাতিনাং॥
নরঘাতিষু নীচেষু মূর্খেষু চ খলেষু চ।
দেবতাগুরুবিপ্রেষু পাল্যানাং ধনহারিষু॥
অসদ্বংশেষু ধূর্ত্তেষু চৌরেষু রতিভূমিষু।
দুরোদরসুরাপানকলহানাং স্থলেষু চ॥
শালগ্রামসাধুতীর্থপুরাণরহিতেষু চ।
দস্যুগ্রস্তেষু দেবেষু তালচ্ছায়াসু পর্ব্বিষু॥
অসিজীবিমসীজীবিদেবলগ্রামযাজিষু।
বৃষবাহস্বর্ণকারজীবহিংসোপজীবিষু॥
ভক্তনিন্দিতনারীষু স্ত্রীজিতেষু চ পুংসু চ।

দীক্ষাসন্ধি বিষ্ণুভক্তিবিহীনেষু দ্বিজেষু চ ॥
স্বাঙ্গকন্যা বিক্রয়িষু স্বযোষিদ্বিক্রয়িষথ।
শালগ্রামসুরপ্রস্বভূমিবিক্রয়িষু প্রভো॥
মিত্রদ্রোহকৃতঘ্নেষু সত্যবিশ্বাসঘাতিষু।
শরণাগতহীনেষু আশ্রিতঘ্নেষু তেষু চ॥
শশ্বন্মিথ্যোক্তিশীলেষু তথাসীমাপহারিষু।
কামাৎ ক্রোধাত্তথা লোভান্মিথ্যাসাক্ষিপ্রবাদিষু॥
পুণ্যকর্ম্মবিহীনেষু পুণ্যকর্ম্মবিরোধিষু।
স্থাতুমেতেষু মিন্দ্যেষু নাধিকার স্তব প্রভো॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং শ্রীকৃষ্ণজন্ম খং ৪২ অং)

পুংশ্চলী নারী, অর্থাৎ ব্যভিচারিণী স্ত্রী এবং তাহার গৃহ, নরহত্যাকারীর গৃহ, নরঘাতী ব্যক্তি, নীচ, মূর্খ, খল এবং যাহারা দেবতা, গুরু ও প্রতিপাল্য ব্যক্তির ধনহরণকারী, অসৎ নর, ধূর্ত্ত, চৌর, রতিভূমি, দুরোদর অর্থাৎ দ্যূত ক্রীড়া, সুরাপান ও কলহ ভূমি, যে স্থলে শালগ্রাম, সাধু ও তীর্থ নাই ও পুরাণরহিত স্থল, দস্যুগ্রস্ত দেবতা, তালচ্ছায়া, অহঙ্কারী ব্যক্তি, অসিজীবী, মসীজীবী, দেবল অর্থাৎ যাহারা প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি পূজা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, গ্রামযাজী, বৃষবাহ, স্বর্ণকার, জীবহিংসোপজীবী, স্বামীর নিন্দাকারিণী, স্ত্রীজিত পুরুষ, দীক্ষা, সন্ধি ও বিষ্ণুভক্তিবিহীন দ্বিজ, স্বীয় অঙ্গ, কন্যা ও স্ত্রীবিক্রয়কারী, দেবোত্তর সম্পত্তিবিক্রয়কারী, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, সত্য ও বিশ্বাসঘাতী, যে ব্যক্তি শরণাগতকে রক্ষা না করে, আশ্রিতঘ্ন এবং সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী, সীমাপহারী, কাম, ক্রোধ বা লোভ হেতু যাহারা মিথ্যা সাক্ষিদাতা, পুণ্যকর্ম্মবিহীন এবং পুণ্যকর্ম্মবিরোধী এই সকল লোকের নিকট ধর্ম্মের অধিকার নাই অর্থাৎ এই সকল স্থানে ধর্ম্ম অবস্থান করেন না।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ধর্ম্মভেদাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"বর্ণধর্ম্মস্মৃতস্ত্বেক আশ্রমাণামতঃপরং।
বর্ণাশ্রমস্তৃতীয়স্তু গৌণো নৈমিত্তিকস্তথা॥
বর্ণত্বমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
বর্ণধর্ম্ম স উক্তস্তু যথোপনয়নং নৃপ॥
আশ্রমঞ্চ সমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
স খল্বাশ্রমধর্ম্মস্তু ভিক্ষা দণ্ডাদিকো যথা॥
বর্ণত্বমাশ্রমত্বঞ্চ যোঽধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে।
স বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্তু যথা মৌঞ্জী মেখলা তথা॥
যো গুণেন প্রবর্ত্তেত গুণধর্ম্মঃ স উচ্যতে।
যথা মূর্দ্ধাভিষিক্তস্ত প্রজানাং পরিপালনং॥
নিমিত্তমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্যথা॥"

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডধৃত ভবিষ্যপুরাণ)

বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, গৌণধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ও একবর্ণত্ব আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম সম্প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বর্ণ ধর্ম্ম কহে; যথা উপনয়নাদি। আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে আশ্রমধর্ম্ম কহে, যথা ভিক্ষা ও দণ্ডাদিগ্রহ। বর্ণত্ব ও আশ্রমত্ব অধিকার করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কহে; যেমন মৌঞ্জী ও মেখলাদি ধারণ। যে ধর্ম্ম গুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে গুণধর্ম্ম কহে। যেমন যথা নিয়মে প্রজাদিপালন। কোন এক নিমিত্ত আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, যেমন প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রভৃতি।

সাধারণ ধর্ম্ম—"শ্রাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়তা॥
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।"

শ্রাদ্ধকর্ম্ম, ব্রত অর্থাৎ স্নান দান পূজা হোম ও জপাদি, সত্য, অক্রোধ, সর্ব্বদা স্বীয় পত্নীতে সন্তোষ, বিশুদ্ধিতা, বিদ্যা, অসূয়ারাহিত্য, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেরই ধর্ম্ম। বিষ্ণুসংহিতায় ধর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসাগুরুশুশ্রূষাতীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥"(বিষ্ণুসংহিতা)

ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, ঋজুতা, লোভরাহিত্য, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও অসূয়ারাহিত্য এই সকল সাধারণ ধর্ম্ম। চাতুর্ব্বর্ণেরই এই সকল ধর্ম্ম। যাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা মোক্ষপদ পাইবার অধিকারী এবং ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ধর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"তস্য দ্বারাণি যজনং তপোদানং দয়া ক্ষমা।
ব্রহ্মচর্য্যং তথা সত্যং তীর্থানুসরণং শুভং॥
স্বাধ্যায়সেবা সাধূনাং সহবাসঃ সুরার্চ্চনং।
গুরূণাং চৈব শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনং॥
ইন্দ্রিয়াণাং যমশ্চৈব ব্রহ্মচর্য্যমমৎসরং।
গঙ্গাস্নানং শিবো দেবো বিপ্রপূজাঙ্ঘ্রিচিন্তনং॥
ধ্যানং নারায়ণস্যৈতৎ সংক্ষেপাদ্ধর্ম্মলক্ষণং॥"(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

যজন, তপস্যা, দান, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তীর্থস্থলে গমন, স্বাধ্যায়, সাধুদিগের সেবা, সহবাস, দেবার্চ্চন, গুরুশুশ্রূষা, ব্রাহ্মণপূজা, ইন্দ্রিয়সংযম, মাৎসর্য্য-রাহিত্য, গঙ্গাস্নান, শিবপূজা, আত্মচিন্তন ও নারায়ণের ধ্যান এই সকলকে ধর্ম্ম কহে।

বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।
স ধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥" (বিশ্বামিত্র)
"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকম্।
সর্গাদৌ সৃজতা সৃষ্টং ব্রহ্মণা বেদরূপিণা ॥
প্রবৃত্তসংজ্ঞকো ধর্ম্মো গুণতস্ত্রিবিধো ভবেৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভেদতঃ ॥
কাম্যবুদ্ধ্যা চ যৎকর্ম্ম মোক্ষেঽপি ফলবর্জ্জিতং।
ক্রিয়তে দ্বিজ! কর্ম্মেহ তৎসাত্ত্বিকমুদাহৃতং ॥
মোক্ষায়েদং করোমীতি সংকল্প্য ক্রিয়তে তু যৎ।
তৎকর্ম্ম রাজসং জ্ঞেয়ং ন সাক্ষাৎ মোক্ষকৃৎ ভবেৎ ॥
কার্য্যবুদ্ধ্যানপেক্ষং যৎ কর্ম্মবিধানপেক্ষয়া।
ক্রিয়তে দ্বিজবর্য্যেহ তত্তামসমুদাহৃতং ॥"

আগমতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাকে ধর্ম্ম কহে এবং যে সকল কর্ম্মের নিন্দা করেন, তাহাকে অধর্ম্ম কহে। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দুই প্রকার বৈদিক কর্ম্ম সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রবৃত্ত লক্ষণ যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মকে ধর্ম্ম কহে। এই ধর্ম্ম গুণভেদানুসারে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে কর্ম্মে কোন রূপ ফল কামনা থাকে না, এই কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এইরূপ বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম কহে। সাত্ত্বিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। মোক্ষের নিমিত্ত সংকল্প করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসধর্ম্ম কহে। কার্য্যে বিধির অপেক্ষা না করিয়া কেবল কার্য্যবুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস ধর্ম্ম কহে। [কোন আশ্রমের ও দ্বিজাদি বর্ণের কি কি ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ এক দেবতা। ইনি ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হইতে উৎপন্ন হন। (মৎস্যপু° ৩।১০)

দক্ষ প্রজাপতি ধর্ম্মদেবকে ১৩টী কন্যা দান করেন। ধর্ম্মের এই সকল পত্নীতে অনেকগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে শম, তুষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে গর্ব্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগবত)

বরাহপুরাণে ধর্ম্মের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে—

"অথোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মস্য মহতোনৃপ।
মাহাত্ম্যঞ্চ তিথিশ্চৈব তন্নিবোধ নরাধিপ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ পরাৎপরসংজ্ঞিতঃ।
স সিসৃক্ষুঃ প্রজাস্তাদৌ পালনঞ্চ ব্যচিন্তয়ৎ ॥
তস্য চিন্তয়তস্তদাৎ দক্ষিণাঙ্গাৎ শ্বেতকুণ্ডলঃ।
প্রাদুর্বভূব পুরুষঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ ॥
তং দৃষ্ট্বাবাচ ভগবাংশ্চতুষ্পাদং বৃষাকৃতিম্।
পালয়েমাঃ প্রজা পুত্র ত্বং জ্যেষ্ঠো জগতোভব ॥
ইত্যুক্তঃ স সমুস্তস্থৌ চতুষ্পাদঃ কৃতে যুগে।
ত্রেতায়াঃ ত্রিপদশ্চাসৌ দ্বিপদো দ্বাপরেঽভবৎ ॥
কলাবেকেন পাদেন প্রজাঃ পালয়তে প্রভুঃ।
ষড়্‌গেহো ব্রাহ্মণানাং স ত্রিধা ক্ষত্রে ব্যবস্থিতঃ ॥
দ্বিধা বিশ্বেকধা শূদ্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতঃ প্রভুঃ।
গুণদ্রব্যক্রিয়াজাতি চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ত্রিশৃঙ্গোঽসৌ স্মৃতো বেদে সমংহিত পদক্রমঃ।
তথা আদ্যন্ত ওঙ্কার দ্বিশিরাঃ সপ্তহস্তবান্।
উদাত্তাদি ত্রিভির্বদ্ধঃ এবং ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
অদ্যপ্রভৃতি তে ধর্ম্ম তিথিরস্তু ত্রয়োদশী।
যস্যামুপোষ্য পুরুষো ভবন্তং সমুপার্জ্জয়েৎ ॥
কৃত্বা পাপ সমাচারং তস্মান্মুক্তি মানবঃ।" (বরাহপু°)

হে রাজন্! ধর্ম্মের উৎপত্তি ও তাহার তিথির বিষয় বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পরাৎপর ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলে তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ হইতে শ্বেতকুণ্ডলধারী এবং শ্বেতমাল্য ও অনুলেপনাদি যুক্ত একটী পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, 'তুমি চতুষ্পাদ বৃষাকৃতি, তুমি জ্যেষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন কর।' এই বলিয়া স্থির হইলেন। সেই ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে একপাদ দ্বারা প্রজাদিগকে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণরূপে, ক্ষত্রিয়দিগকে তিনভাগে, বৈশ্যদিগকে দ্বিভাগে এবং শূদ্রদিগকে একভাগ দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটী পাদ। তিনি বেদে ত্রিশৃঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার আদ্যন্ত ওঙ্কার,

দুইটী শিরা এবং সপ্ত হস্ত। উদাত্তাদি তিনটী স্বর দ্বারা বদ্ধ। ব্রহ্মা ইহাও বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মদেব! আজ হইতে তোমার ত্রয়োদশী নামে তিথি থাকিল, এই তিথিতে তোমার উদ্দেশে যাহারা উপবাস করিবে, তাহারা পাতক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে।

বামনপুরাণে লিখিত আছে, ধর্ম্মের অহিংসা নামে ভার্য্যার গর্ভে চারিটী পুত্র হয়; ইহার মধ্যে যোগশাস্ত্রবিশারদ জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক, চতুর্থ সনন্দ, কিন্তু পুরাণান্তরে ইহারা ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলিয়া অভিহিত আছে।

। *। নানা অর্থে এই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত ভাষার শব্দ; সংস্কৃতে ইহা যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালা ভাষাতেও ইহা সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত আরও একটী বিশেষ অর্থে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, সেই অর্থই ইহার এখনকার প্রধান অর্থ। এখন পৃথিবীতে নানাবিধ জাতির মধ্যে নানা দেশে নানা প্রণালীতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী সাধারণতঃ বিভিন্ন "ধর্ম্ম" নামে কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে ভাষা হইতে "ধর্ম্ম" শব্দটী গৃহীত, সে ভাষার কোন প্রাচীন গ্রন্থে "ধর্ম্ম" শব্দের এইরূপ অর্থ দেখা যায় না। "হিন্দুধর্ম্ম" "মহম্মদীয় ধর্ম্ম" "খৃষ্টানধর্ম্ম" ইত্যাদি স্থলে "ধর্ম্ম" শব্দের যে অর্থ প্রকাশ পায়, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রয়োগ হইতে ধর্ম্মের যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সে অর্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

১ সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে "ধর্ম্ম" শব্দের উল্লেখ আছে। যেমন—

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥" ঋক্ ১।২২।১৮।

অর্থাৎ 'পরমেশ্বর আকাশের মধ্যে ত্রিপাদ পরিমিত স্থানে ত্রিলোক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে "ধর্ম্ম" সকল ধারণ করিয়াছেন'—এ স্থলে "ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ জগন্নির্ব্বাহক নিয়মসমূহ। ইংরাজীতে "Laws" বলিলে যে অর্থ বুঝায়, এখানে "ধর্ম্ম" শব্দে অনেকটা সেই অর্থ বুঝাইতেছে।

২ মনুষ্যের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা আচরণীয় বলিয়া উল্লিখিত তাহাই ধর্ম্ম। স্মৃতিশাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম শব্দের এই অর্থ পাওয়া যায়।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে ধর্ম্ম শব্দের অর্থে এই বিরোধাভাস পণ্ডিতেরা এইরূপ মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন যে, উভয় ধর্ম্মই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা ব্যবস্থিত।

৩ স্মৃতিকারদিগের মধ্যে মনুর প্রাধান্য কল্পিত হয়। তিনি তাঁহার সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "ধর্ম্ম" কি? ইহা মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাগদ্বেষপরিশূন্য বিদ্বান্ ও সাধুলোকে যে সমস্ত নিয়ম সমাজে পালন করেন, তাহাই "ধর্ম্ম"। এই অর্থ হইতেই বর্ণাচার, আশ্রমাচার, সদাচার প্রভৃতি ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়।

৪ পুরাণ শাস্ত্রে ধর্ম্মের একার্থ দেখা যায় না। নানা স্থানে ধর্ম্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমে সেই সকল অর্থ কাব্য নাটকাদিতেও প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের এখন যতগুলি লৌকিক প্রয়োগ দেখা যায়, নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

৫ মনোবৃত্তি গুলিকে ধর্ম্ম বলা হয়; যেমন দয়াধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, অহিংসা পরমধর্ম্ম, ক্রোধ অপকৃষ্ট ধর্ম্ম। মনুর মতে যে স্থলে সদাচার ধর্ম্ম নামে কথিত হয়, সেই স্থলেই সদাচার ধর্ম্মের অর্থের সঙ্কোচন ও উৎকর্ষ ঘটিয়া এই অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

৬ ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যও ধর্ম্ম নামে কথিত হয়; যেমন চক্ষুর ধর্ম্ম দর্শন, নাসিকার ধর্ম্ম আঘ্রাণ, মনের ধর্ম্ম চিন্তা ইত্যাদি। বৈদিক অর্থ হইতে এই অর্থের উৎপত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

৭ কর্ত্তব্যের নামও ধর্ম্ম; যেমন পিতার ধর্ম্ম, পুত্রের ধর্ম্ম, পত্নীর ধর্ম্ম, ভৃত্যের ধর্ম্ম ইত্যাদি। ইহাও স্মৃত্যুক্ত 'সদাচার' অর্থ হইতে উদ্ভূত।

৮ গুণের ক্রিয়াকেও ধর্ম্ম বলে; যেমন শীতের ধর্ম্ম সঙ্কোচন, তাপের ধর্ম্ম সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ইহা বৈদিক অর্থ হইতেই উদ্ভূত।

৯ বৃত্ত্যনুসারিণী কার্য্যকেও ধর্ম্ম বলে; যেমন, চৌরধর্ম্ম, দস্যুর ধর্ম্ম, যাজকের ধর্ম্ম, কৃষকের ধর্ম্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম্ম ইত্যাদি। এই অর্থও স্মৃত্যুক্ত বর্ণাচার, আশ্রমাচার ইত্যাদি অর্থ হইতে উদ্ভূত।

১০ দেশভেদে মানবের শ্রেণীগত ও আচারগত ব্যবহারাদির বিশেষত্বকেও ধর্ম্ম বলিয়া থাকে; যেমন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, ইংরাজের ধর্ম্ম, রোমকদিগের ধর্ম্ম ইত্যাদি। ইহাও স্মৃত্যুক্ত আচার অর্থ হইতে উদ্ভূত।

১১ পদার্থের গুণকে ধর্ম্ম বলে; যেমন জীবধর্ম্ম। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি গুণ, যাহা কেবল জীবে বর্ত্তমান, বৃক্ষলতাদিতে নাই, তাহাই বুঝাইতেছে। বস্তুধর্ম্ম স্থানাবরোধকতা, সঙ্কোচনীয়তা, প্রসারণীয়তা প্রভৃতি গুণগুলি কেবল বস্তুতেই বিদ্যমান, ছায়া

রৌদ্র আলোক প্রভৃতি অবস্তুতে নাই, এস্থলে এই সকলই বস্তুধর্ম্ম শব্দে বোধ্য। এইরূপ মনুষ্যত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি বুঝাইতে মনুষ্যধর্ম্ম পশুধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দও প্রযুক্ত হয়।

১২ কাল যুগাদি ভেদে মানবাচারের ভেদকেও ধর্ম্ম বলা হয়; যেমন কালধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, মনুর সময়ের ধর্ম্ম, নোয়ার সময়ের ধর্ম্ম, যুধিষ্ঠিরের সময়ের ধর্ম্ম, অকবরের সময়ের ধর্ম্ম, অনৈতিহাসিক কালের ধর্ম্ম ইত্যাদি।

১৩ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের সমষ্টিকেই ধর্ম্ম বলা হয়; যেমন জাগতিক ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, কৌলিক ধর্ম্ম, দৈহিক ধর্ম্ম ও মানসিক ধর্ম্ম ইত্যাদি।

এই সকল অর্থ ব্যতীত ধর্ম্ম শব্দের যে বিশেষার্থের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তব্য আছে, তাহা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিন্দু-ধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্ম শব্দে যে অর্থ প্রকাশ পায়, সংস্কৃত ভাষায় ঐ শব্দের সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সংস্কৃত ভাষায় উহার যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই অর্থ কিরূপে আসিল, তাহার একটু আলোচনা কর্ত্তব্য। ইংরাজী ভাষার অনেকগুলি শব্দ এখন বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি শব্দের অর্থ, ভাব, বাঙ্গালা ভাষায় তদ্ভাবপ্রকাশক বা অর্থের নিকট সম্বন্ধযুক্ত শব্দে সংক্রমিত হইয়া তত্তৎশব্দের এক এক নূতনার্থ উদ্ভাবন করিয়াছে। ইংরাজী Religion, nation, প্রভৃতি শব্দ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরাজী Religion শব্দে বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী বুঝায়। সংস্কৃতে ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী "আচার" শব্দের অর্থান্তর্গত, সুতরাং ধর্ম্ম শব্দে আচার বুঝাইতে গিয়া ক্রমশঃ অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া আচারের বিভিন্নাংশও "ধর্ম্ম" নামে কথিত হইতে আরম্ভ হয়, এই অবস্থায় বিদেশীয় "রিলিজান্" শব্দের অর্থ "ধর্ম্ম" শব্দে প্রবিষ্ট হয়। ঠিক্ "রিলিজান্" শব্দের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় বা সংস্কৃত ভাষায় না থাকায় অনেকটা নৈকট্যবিশিষ্ট বলিয়া "ধর্ম্ম" শব্দই ক্রমশঃ বহুল ব্যবহারে ঐ ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরাজী রিলিজান্ (Religion) শব্দে ও বাঙ্গালা ধর্ম্ম শব্দে কতটুকু অসঙ্গতি আছে, তাহা এ স্থলে বলিয়া দেওয়া উচিত। রিলিজন্ বলিলে পারলৌকিক বিশ্বাস, ঐশ্বরিক বিশ্বাস, বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী এবং তৎসংসৃষ্ট উৎসব-উপবাস-প্রায়শ্চিত্তাদির যে একীভূত ভাব মনে উদয় হয়, "ধর্ম্ম" শব্দের আচারার্থ হইতেও সে সমস্ত ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু রিলিজান্ দেশাদিভেদে যে সত্য মিথ্যা হইতে পারে, সে ভাব "ধর্ম্ম" শব্দে কোন ক্রমেই প্রকাশ করা যায় না। ঈশ্বরোপাসনার প্রণালী একটী সত্য ও একটী মিথ্যা, ইহা হইতে পারে না। ধর্ম্মের অর্থ যখন 'আচার' হয়, তখন যে আচার আমার পক্ষে আচরণীয়, সে আচার তোমার পক্ষে অনাচরণীয় হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যা হইতে পারে না, এইরূপ অর্থই প্রকাশ করে। আমার Religion সত্য, তোমার Religion মিথ্যা, ইহা বলা যায়, কিন্তু আমার "ধর্ম্ম" সত্য, তোমার "ধর্ম্ম" মিথ্যা, এরূপ বলা যায় না, "ধর্ম্ম" শব্দে সে ভাব একবারেই নাই। ধর্ম্ম এক, বহু হইতে পারে না, কিন্তু রিলিজান কোন দিন এক হইবে না। Religion ও ধর্ম্ম শব্দের এই অর্থে এইরূপ পার্থক্য দেখিয়া এবং ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় পরিস্ফুট করিবার জন্য বহুদিন হইতে অনেকেই অনেক শব্দই আলোচনা করিতেছেন। এই সমস্ত গবেষণায় ফলে সম্প্রতি একটী শব্দ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে আছে ;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে লোকেঽস্মিন্ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" *

অর্থাৎ যে যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেইরূপেই ভজনা করিয়া থাকি। ইহলোকে সকলেই আমার "পথই" অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

গীতার এই শ্লোকটীর "বর্ত্ম" শব্দে "ভজনমার্গ" অর্থ প্রকাশ করিতেছে। শ্রীধরস্বামী টীকায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে "ইন্দ্রাদি বহুদেবোপাসকেরাও তত্তদ্দেবতার উপাসনা দ্বারা ভগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকে।" এক্ষণে শ্রীধরস্বামীর কল্পিত "ইন্দ্রাদিবহুদেবোপাসনা"কে যদি আরও বিস্তৃত অর্থবোধক করিয়া ধরা যায় অর্থাৎ যদি "ইন্দ্রখৃষ্টবুদ্ধাদি" এরূপ অর্থ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও দোষ পড়ে না, কারণ, হিন্দুধর্ম্মে কোন ধর্ম্মকে মিথ্যা বা

---

* এই শ্লোকটীর দ্বিতীয় পংক্তির এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়,—
"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

শ্রীধরস্বামী প্রথম পঙ্ক্তির "যথা" পদের ব্যাখ্যায় "সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং "সর্ব্বশঃ" শব্দের অর্থ "সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকাঃ" ও "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে" শব্দের অর্থ "ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদীনিতি রূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ" লিখিয়াছেন। এই টীকাকারের মতে "বর্ত্ম" শব্দের অর্থও এখানে "ভজনমার্গ"।

অবলম্বী বলিয়া স্বীকার করে না। এতদ্ভিন্ন আরও একটী প্রসিদ্ধ শ্লোকে দেখা যায়,—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অর্থাৎ বেদগুলি পরস্পর বিভিন্ন বিধানদাতা, স্মৃতিগুলিও সেইরূপ, এমন মুনি নাই, যিনি স্বতন্ত্র মতাবলম্বী নহেন এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত (অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য), অতএব মহাজনেরা যেরূপে বা যদ্দ্বারা চলিয়াছেন, তাহাই পন্থা।

এই স্থলে "পন্থা" শব্দের অর্থও উপাসনা-প্রণালী। একটু স্থিরচিত্তে ভাবিলেই বুঝা যায়, যে ইহার অর্থ অনেকটা ইংরাজী Religion শব্দের মত হইতে পারে। গীতার "ধর্ম্ম"কেও "পন্থা" বলিলে হানি হয় না। Religion ও ধর্ম্মে যে প্রভেদ, এই শ্লোকটীতে "ধর্ম্মে" ও "পন্থায়" যেন সেই প্রভেদ সূচিত হইতেছে। শ্লোকটী দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মতত্ত্ব জানা নাই, কোন্‌টা ধর্ম্ম বলিয়া আচরণীয়, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব, কিন্তু মহাজনেরা যে "পন্থা"য় চলিয়া তাহা অপরের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সুপরিজ্ঞাত বলিয়াই যেন ইঙ্গিতে তাহাই অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে। এখন কথা হইতেছে যে শ্লোকোক্ত মহাজন কাহারা? হিন্দুর বিবেচনায় ঋষিরাই মহাজন, সুতরাং ঋষি নামক মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন (অর্থাৎ যে প্রণালীতে উপাসনা করিয়া গিয়াছেন) তাহাই পন্থা। এই হিসাবে যদি খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, জরথুস্ত্র প্রভৃতিকেও মহাজন বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে যে পথে গিয়াছেন বা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এক একটী পন্থা। ইহা বলিলে বা স্বীকার করিয়া লইলে কোন হানিই হয় না; কারণ, যে ধর্ম্মতত্ত্বকে গুহানিহিত (অবোধ্য) জানিয়া তদুদ্ধারের জন্য ঋষিরা যেমন বিভিন্ন পন্থানির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, খৃষ্ট বুদ্ধ মহম্মদ প্রভৃতিও সেই ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য এক একটী পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া এই "পন্থা" শব্দটীকে ইংরাজী Religion শব্দের বাঙ্গালা বা সংস্কৃত প্রতিশব্দ স্থির করিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না। পন্থা শব্দের অন্যার্থ "পথ" বা "উপায়"। যাহা যাহা আছে, তাহা সত্ত্বেও এই অর্থ গ্রহণ করিলেও কোন হানি হইবে না। বাঙ্গালা ভাষায় পন্থা শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ যে একবারে নাই এমন নহে; যাহা আছে, তাহাও যে নূতন প্রয়োগ তাহাও নহে। বাঙ্গালায় "কবীরপন্থী," "নানকপন্থী," "অঘোরপন্থী" এই কয়টী শব্দের প্রয়োগ আছে। কবীর ও নানক কথিত "পন্থা" অবলম্বীরা কবীরপন্থী ও নানকপন্থী এবং অঘোর মতাবলম্বীদিগকে অঘোরপন্থী (বা "অঘোরী") বলে; সুতরাং খৃষ্টপন্থী, মহম্মদ-পন্থী, বুদ্ধপন্থী ইত্যাদি বলিলেও অর্থ হানি হওয়া সম্ভব হয় না। পন্থা শব্দ যেমন গমনার্থসূচক, সেইরূপ আরবীভাষায় ধর্ম্মাচারবোধক "মজ্‌হব্" শব্দ "জহব্" এই গমনার্থ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "মজ্‌হব্" অবলম্বনকারীকে "মজ্‌হবী" বলে। ইহা দ্বারাও "মজ্‌হব্" ও "পন্থা" এক ভাবাত্মক শব্দ এবং মুসলমানেরা এই "মজ্‌হব্" শব্দ দ্বারাই Religion শব্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। (তাঁহারা "মজ্‌হব্" শব্দে তাঁহাদের চারি প্রকার সাম্প্রদায়িক আচারও বুঝাইয়া থাকেন।) বেদেও এক স্থলে পন্থা শব্দে "ভজনমার্গ" বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে;—

"অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।"

এস্থলে পন্থা শব্দের অর্থ সাধারণ গমন পথও বটে এবং ভজনমার্গও বটে।

এখন বক্তব্য এই যে যতদিন এই নূতন অর্থে পন্থা শব্দের বহুল ব্যবহার না হইতেছে, ততদিন Religion বুঝাইতে "ধর্ম্ম" শব্দই প্রযুক্ত হইবে, অতএব Religion শব্দে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা এই ধর্ম্ম শব্দের মধ্যেই লিখিত হইতেছে। //

জগতের যাবদীয় পন্থাতত্ত্ব নিরূপণার্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গবেষণাদ্বারা যে সকল সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর, এস্থলে সেই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ধর্ম্মবিজ্ঞান (Science of Religion) আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অতি অল্পদিন অগ্রসর হইয়াছেন এমন নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই পন্থাগুলির দার্শনিকতা তাঁহাদের মধ্যে প্রচারিত ছিল, কিন্তু তাহা প্রায়ই কল্পনার উপর নির্ভর করিত। কল্পনায় মীমাংসা ব্যতীত তখন এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিবার আয়োজন বা সুবিধা বিশেষ ছিল না; অতি সামান্য সূত্র অবলম্বনে গবেষণাদ্বারা সে কালের পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যে সকল দার্শনিক মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একপ্রকার তাঁহাদের কল্পনারই ফল বলা যাইতে পারে। তাঁহারা গ্রীক, রোমক ও কতিপয় প্রাচ্য জাতির পৌরাণিক দেবদেবীর ইতিহাসাদি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া উহা নিরূপণার্থ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে তাহাও একপ্রকার বৃথা হইয়া গিয়াছে, পৌরাণিক জাল সরাইতে গিয়া তাঁহারা কতকগুলি রূপক,

সুষ্টান্ত ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ও কোনস্থলে কল্পনার বলে কিছু কিছু দার্শনিকতাও স্থির করিয়া গিয়াছেন। সে কালের দার্শনিকতার ন্যায় পন্থাগুলির ঐশ্বরিকতাও প্রচলিত ছিল, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেবল একটী ব্যতীত আর সকলগুলিকেই মিথ্যা অর্থাৎ ঐশ্বরিকতাহীন বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। সে কালের দার্শনিকতা টুকুই প্রাকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু তাহাও এক্ষণে কতকগুলি কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন যে, কতকগুলি কৌশলী ও স্বার্থপরায়ণ যাজকের চক্রান্তেই সে গুলির উৎপত্তি।

অবশেষে গত ১৮শ শতাব্দীতে ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনার্থ ইতিহাস অবলম্বনে যে সুপ্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহা চলে, এবং তাহার ফলে যাহা মীমাংসিত হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেকালে যে সকল সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা কল্পিত এবং সুপ্রণালী-সঙ্গত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে চীন, ভারতীয়, পারসিক ও আরও কতিপয় প্রাচীনজাতির শাস্ত্র গ্রন্থের মূল গ্রন্থ সকল (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম যে ভাষায় সেগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই ভাষায় লিখিত সেই সকল আদিগ্রন্থ) পাঠ করিয়া, মিশরদেশের চিহ্নলিপির (Heirogliphics) পাঠোদ্ধার করিয়া, এবং আসীরীয় ও বাবিলোনীয় কোণাকার লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া এ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ; তাহা হইতে অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জগতের একটী ইতিহাস হইতে পারে এবং এই ইতিহাস ধরিয়া আলোচনা করিলে হয়ত এক সময়ে ধর্ম্মবিজ্ঞান (Science of religion) গঠিত হইতে পারে।

ধর্ম্মের তত্ত্ব কি (what is religion)? ইহা মীমাংসা করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

১ম প্রত্যেক পন্থার ঐতিহাসিক তত্ত্বের তুলনায় আলোচনা ও ২য় মানবের মনস্তত্ত্বালোচনা। এই দুই বিষয়ের আলোচনা হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা অবগত হওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা যে কেবল পণ্ডিতসমাজের একটী কৌতূহল চরিতার্থ হইবে, তাহা নয়। ইহা দ্বারা মানবেতিহাসের একটী প্রধান ও প্রবল শক্তির অর্থাৎ যে শক্তিতে জাতি সকল গঠিত ও বিযুক্ত হয়, রাজ্য সকল গঠিত ও ধ্বংস হয়, অতি ভয়ানক ও বর্ব্বরের আচারাদিও মানব-সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হয়, অতি ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যও আচরণীয় হয়, এবং যে শক্তিতে অতি মহান্ বীরত্বের কার্য্য, আত্মত্যাগের কার্য্য ও ভক্তির কার্য্য করাইয়া থাকে, যে শক্তিতে ভীষণ যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটায় এবং স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তি সংঘটন করে, সেই শক্তির সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইবে।

অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় পন্থাগুলিরও একটী ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস সর্ব্বাগ্রে যতটা জানা যাইতে পারে, ততটা জানা উচিত। কিরূপে তাহারা জন্মিয়াছে ও বিস্তৃত হইয়াছে, কিরূপে তাহাদের উন্নতি ও ধ্বংস হইয়াছে, তাহাদের সৃষ্টির মূলে ব্যক্তিগত জ্ঞানের বা জাতিগত জ্ঞানের কার্য্যকারিতা কতটা ; যদি সম্ভব হয়, তবে কি কি নিয়মের বশে তাহাদের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার নিরূপণ, শিল্প, বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার সহিত তাহাদের কতটা ঘনিষ্ঠতা, রাজ্য ও সমাজের সহিত তাহাদের কতটা সম্পর্ক এবং নীতির সহিত কতটা সংযুক্ত, তাহাদের পরস্পরের সহিত ঐতিহাসিক সম্পর্ক কি অর্থাৎ একটী অপরটী হইতে উদ্ভূত কি না, অথবা কতকগুলি পন্থা কোন একটী বিশেষ পন্থা হইতে উদ্ভূত কি না এবং বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের কি সম্পর্ক, তাহা সমস্তই জানা উচিত। এই আলোচনা হইতে পন্থাগুলির ক্রমবিকাশ নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

ক্রমবিকাশ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে পন্থাগুলির গঠন লইয়া বিচার করা উচিত। প্রত্যেক পন্থারই দুইটী প্রধান উপাদান দেখা যায় ; একটী আনুভবিক (Theoretical) ও অপরটী আনুষ্ঠানিক (Practical)—একটী ধর্ম্মভাব ও অপরটী ধর্ম্মকার্য্য। ধর্ম্মভাবগুলি হয়ত অস্ফুট ধারণা (Vague conceptions), পৌরাণিক কথা (Concrete myths), প্রচলিত রীতি (Precise dogmas) ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত এবং সেগুলি প্রবাদ হইতে বা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সকল ধর্ম্মেই মহাজনোপদেশ (Doctrine) বলিয়া একটা পদার্থ আছে। এই উপদেশগুলিই তত্তৎ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এগুলি যতই মহান্ হউক, এই গুলিই ধর্ম্ম নহে, এই সকল ব্যতীত প্রত্যেক পন্থার কতকগুলি নিয়ম ও আচার আছে, সেগুলির মধ্যেও নৈতিক (Moral) ও আচারিক (Ethical) উচ্চভাব অন্তর্নিবিষ্ট আছে। এই দুয়েরই মধ্যে এমন একটী সম্পর্ক আছে যে, ইহার একটী ভাগ স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কেবল অপর ভাগ লইয়া কোন একটা ধর্ম্মের সত্ত্বা থাকে না। এই দুইটী ভাগ একত্র করিয়া একটী ধর্ম্ম গঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা একটী বিশ্বাসের (Belief) উপর অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গঠনের সময়ে যে সকল উপদেশ ও আচারাদি সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি।

এই সকল বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে তুলনায় আলোচনা ব্যতীত কিছুই হইবার নয়। তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে পন্থাগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে; ১ম ইহার আনুষ্ঠানিক বিভাগ, অর্থাৎ প্রত্যেকের পৌরাণিক, ঔপদেশিক ও আচারিক মূলানুসন্ধান করিয়া যাহার সহিত যাহার যতটা মিল দেখা যায়, তাহাদের পরস্পরের বিচার ও আলোচনা দ্বারা একটা মূল স্থির করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই ক্রমবিকাশ প্রদর্শিত হইতে পারে। এই ক্রমবিকাশ স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে নিয়মে মানবের সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই নিয়মে মানবের আদিম কালে একস্থানে বাস, এক ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি স্বীকার করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাদির সমত্ব বা নৈকট্য এবং আচারাদির সমত্ব বা নৈকট্য নিরূপণ করিয়া সমস্ত পন্থাগুলিকে প্রথমতঃ দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুজর্ম্মণীয় ধর্ম্ম ও সেমিতিক* ধর্ম্ম।

য়ুরোপ ও এসিয়ার যে সকল সভ্যজাতি আর্য্য জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহাদের মধ্যে এক ধর্ম্ম ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর্য্যজাতির মধ্যে যাহারা য়ুরোপবাসী তাহাদের মধ্যে জর্ম্মণজাতি অতি প্রাচীন এবং এসিয়াবাসীর মধ্যে হিন্দুজাতি অতি প্রাচীন, এজন্য উক্ত উভয়জাতির একত্ব সময়ের ধর্ম্মকে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুজর্ম্মণীয় ধর্ম্ম নামে উক্ত হইয়াছে। আর্য্য ভিন্ন যে সকল সভ্যজাতি এসিয়ার পশ্চিম খণ্ডে বাস করে, তাহাদের আদিম অবস্থার ধর্ম্মকে ঐ নিয়মে সমিতিক ধর্ম্ম বলা হয়।

প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম—ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মের বা পন্থার উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ কনফুচির মত, বৌদ্ধমত, জুডার মত, খৃষ্টমত, মহম্মদীয় মত ও অন্যান্য সামান্য সামান্য কতকগুলি মতের সৃষ্টিপ্রভাব ও ধ্বংসের ইতিহাস জানা আছে, তাহাদের উৎপত্তি ও পরস্পরের সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু অনৈতিহাসিক কালে যাহাদের সৃষ্টিপ্রভাব ও ধ্বংসের বিশ্বাসজনক বিষয়াদি সংগৃহীত নাই, তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্দ্ধারণার্থ তাহাদের গল্প ও আচার ব্যবহারাদি তুলনা করা আবশ্যক। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন যে ভাষাগত সাদৃশ্য নিরূপণ দ্বারা যেমন মানবেতিহাসের অনেক জটিল বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে, এ স্থলেও তদবলম্বনে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাতত্ত্ব অবলম্বনে মীমাংসা করিয়াছেন যে প্রাচ্য অন্য জাতীয়গণের (ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসিক আর্য্যগণ, ফ্রিগীয় Phrygion আর্য্যগণ) এবং পাশ্চাত্য আর্য্যগণ (গ্রীক্ রোমক, জর্ম্মণ, নর্সমান Norseman), লেটীয় স্লাভীয় (Letto-slavs) ও কেল্ট (Celts) জাতীয়গণের যে সকল ঈষৎ বিভিন্ন ধর্ম্ম ছিল, তাহা ঐ প্রাচীন আর্য্য বা হিন্দুজর্ম্মণীয় ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। তৎপরে তাহাদের কোনটী হইতে কোন ধর্ম্ম ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী (ক) তালিকায় দ্রষ্টব্য। এই স্থলে একটী কথা একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা হিন্দুর ন্যায় বেদকে অভ্রান্ত বা অপৌরুষেয় বলেন না। তাঁহারা কোন গ্রন্থকেই ঐ ভাবে দেখেন না, সমস্তকেই ঐতিহাসিক চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এমন কি বাইবেলকেও তাঁহারা ঐরূপে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐরূপ দর্শনের মধ্যে হিংসা বা কুটিলতা নাই। ঋগ্বেদকে তাঁহারাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন লোকের যতটা বিশ্বাস আছে, বাস্তবিক ইহা ততটা প্রাচীন নহে। ইহার মধ্যেও প্রাচীনতম কালের বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। সেই প্রাচীনতম কালের ধর্ম্মবিশ্বাসাদি ও আচারাদির সহিত যাজ্ঞিক কালের আচারাদির মিশ্রণ অবস্থায় যাজক, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি দ্বারা ঋগ্বেদ গঠিত হইয়াছে। জরথুস্ত্রের প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলা যায়। প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের রীতিনীতিগুলি অন্য এক আকারে গঠিত হইয়া ঐ পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক ডেমেষ্টেটার (M. Jas. Demesteter) বলেন যে, জরথুস্ত্র নামে একজন বা বহুজন ধর্ম্ম-সংস্কারক প্রাচীন আর্য্য রাজনীতিকে স্ব স্ব মতানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া ঐ রূপে গড়িয়া গিয়াছেন। বৈদিক ও জরথুস্ত্রীয় পন্থার মধ্যে যে একত্ব বা নৈকট্য দেখা যায়, এক সময়ে তাহাই প্রাচ্য আর্য্যগণের সাধারণ ধর্ম্ম ছিল। (ক) তালিকায় সেই ধর্ম্ম "প্রাচ্য আর্য্যধর্ম্ম" নামে উল্লেখ করা গেল। এই প্রাচ্য আর্য্যধর্ম্ম আবার "ইরাণীয়" ও "ভারতীয়" ভেদে দ্বিবিধ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ইরাণীয় হইতে জরথুস্ত্রীয় ও ভারতীয় হইতে বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি। বিশেষ বিবরণ (ক) তালিকায় দেখ।

* য়ুরোপীয় মতে নোয়ার তিন পুত্র ছিল;—হাম, সেম ও জাফেত। হামের বংশধরেরা আফ্রিকায় ও জাফেতের বংশধরেরা পূর্ব্বকালে বাস করে, (এই বংশে আর্য্যগণের উৎপত্তি)। সেমের বংশধরগণ পশ্চিম এসিয়ায় রহিল। এই সেমের নাম হইতে "সেমিতিক" (Semitic) শব্দের উৎপত্তি। "আর্য্য" ভিন্ন অপর সভ্য জাতি বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

সেমিতিক ধর্ম্ম—সেমিতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখনও বিশেষ রূপ আলোচনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কারণ আলোচনার উপযুক্ত তত বেশী আয়োজন এখনও সংগৃহীত হয় নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে আরেমীয়দিগের (Aramæans), মহম্মদীয় ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রাচীন আরবীয়দিগের ও প্রাচীন হিব্রুদিগের যে সকল ধর্ম্ম ছিল, তাহাদের আলোচনা দ্বারা যতদূর সম্ভব, ততটা গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের ন্যায় তাহাদেরও সকলের একটী মূল ছিল, বিশেষতঃ ভাষাগত সাদৃশ্য, আচারগত সাদৃশ্য ও নৈকট্য ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত সেমিতিক ধর্ম্মের মধ্যে কএকটী বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকেই মানব ও ঈশ্বরে রাজা প্রজা বা প্রভু দাস সম্বন্ধ ভাবিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের আনুষ্ঠানিক ভাগ অতি অল্প এবং সকলগুলিই একেশ্বরবাদী। আরবের ও ইস্রায়েল দেশের ধর্ম্মের শেষ কথাই এই একেশ্বরবাদ। সেমিতিক ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ (খ) তালিকায় দ্রষ্টব্য।

আফ্রিকার আদিম ধর্ম্ম—মিশরের প্রাচীন ধর্ম্মপন্থাগুলির বিশ্লেষণ প্রথমে আবশ্যক, কারণ পৃথিবীতে এত পুরাতন ইতিহাস আর কোন জাতিরই রক্ষিত নাই।

মিশরের প্রাচীন পন্থাগুলি সমিতিক বা আর্য্যপন্থার লক্ষণাক্রান্ত নহে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক উপাদান এমনভাবে মিশ্রিত আছে, যে তাহা হইতে অনেকেই অনুমান করেন যে, আর্য্য ও সমিতিক জাতির পার্থক্য সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে যখন তাহারা এক জাতিরূপে অবস্থিত ছিল, তখন সম্ভবতঃ তাহাদের ধর্ম্মপন্থার আকার কতকটা এই ভাবের ছিল। এই বৃহজ্জাতিকে অনেকে ভূমধ্যসাগরোপবর্ত্তী বা ককেশীয় জাতি নামে আখ্যাত করিতে চাহেন। অনেকে আবার এরূপ অনুমান করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে নোয়ার তিন পুত্র হাম, সেম ও জাফেত হইতে যে হমিতিক, সমিতিক ও জাফেতিক নামে তিনটী জাতি কল্পিত হয়, তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া যে কোন সময়ে এক বৃহজ্জাতি একভাবে কোথাও অবস্থান করিত, ইহা স্বীকার করা কেবল কল্পনামাত্র। ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। শেষোক্ত পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, তাহাতে দেখিতে পাই যে মিশরবাসীরা সেকালে 'পুন্ত' (Punt) নামে এক জাতির সহিত বাণিজ্যাদি করিত। বাইবেলে এই জাতি 'ফুৎ' (Phut) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুন্তদিগের সহিত তাহাদিগের ধর্ম্মমত মিলিত, এমন কি পুন্তদিগের দেশকে (পশ্চিম আরবকে) 'পবিত্র ভূমি' (*ta* neter) বলিত। কুশদিগের (Cushites) সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। মিশরের দক্ষিণস্থ আদিম জাতিকে 'কুশ' নামে অভিহিত করা হয়। সেমিতিক জাতির বাসের পূর্ব্বকালবর্ত্তী ইথিওপীয়গণ ও কানাননিবাসী প্রাচীন জাতীয়েরাও এইরূপে মিশরীয়গণের সহিত জাতিতত্ত্বানুসারে বা মৌলিক উৎপত্তি অনুসারে নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। বাইবেলের জেনিসিস্ নামক খণ্ডে ফুৎ ও কুশদিগকেও এই সকল জাতির সহিত এক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চারি জাতির একত্ব বিচার করিয়া ইহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই জন্যই অনুমান করা হয় যে এক সময়ে সমিতিক ধর্ম্মপন্থার ন্যায় ইহাদেরও এক স্বতন্ত্র পন্থা ছিল, আর তাহাকে এক্ষণে 'সমিতিক ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ার ধর্ম্মপন্থাকে আকাদীয় বা সুমেরীয় (Accadian or Sumerian) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাও অনেকাংশে মিশরীয় ধর্ম্মানুরূপ। ইমোশাগ (Imoshag) বা বর্ব্বর (Berbers) দিগের মধ্যে ইস্‌লাম্ প্রচারের পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম ছিল, তাহারও অনেকটা মিশরীয় পন্থার সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই ইমোশাগগণ লিবীয় (Libyons), গেতুলীয় (Gætulions), মরিতেনীয় (Mauritenians) ও নুমিদীয় (Numidians) জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইহা হইতেই গবেষণা দ্বারা বুঝা যায় যে মিশরীয় জাতির অনেকানেক আচার ব্যবহার ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু বাস্তবিক এই সকল জাতি এক সময়ে মিশরীয় জাতির সহিত এক ছিল কিনা বা তদুৎপন্ন কি না অথবা প্রাচীনকালে মিশরীয় জাতির প্রভাবে ইহাদের মধ্যে ঐ সকল বিষয় অনুকরণাদি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা বলা সুকঠিন।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল গবেষণা দ্বারা আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, মিশরীয় ধর্ম্মপন্থার যে সকল ভৌতিক আচার (Magical rites) এবং জৈববাদিক প্রথা (Animistic customs) দেখা যায়, তাহা আফ্রিকার সর্ব্বত্র সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মেই প্রায় সমান। অনেকে এরূপ একত্ব বা সাদৃশ্য দেখিয়া এরূপও অনুমান করেন এবং অনেকে তাহাই সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন যে এক সময়ে যে এসিয়াবাসী ঔপনিবেশিকেরা ঐতিহাসিক কালারম্ভের বহু পূর্ব্বে এই সকল জাতিকে জয় করিয়া

ইহাদের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদিগের দ্বারাই ইহাদিগের মধ্যে এই সকল মহানুভাব প্রচারিত হইয়াছিল। যদি ইহাই হয়, তবে মিশরীয় ধর্ম্ম সাদৃশ্যযুক্ত ধর্ম্মপন্থাগুলি নিগ্রিসীয় ধর্ম্মমত হইতে উদ্ভূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য মৌলিক ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের নানা ভাবে মিল আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা আফ্রিকার যাবতীয় ধর্ম্ম পন্থাকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১ম) কুশীয়মত (Cushites) মিশরের উত্তরপূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী জাতি সকলের মধ্যে প্রচলিত), ২য় খাঁটি নিগ্রিসীয় মত (Nigritian proper), মধ্য ও পাশ্চাত্য আফ্রিকবাসী নিগ্রোগণের মধ্যে প্রচলিত, (৩য়) বাণ্টু বা কাফ্রেরীয় মত (Bantu) কাফ্রিগণের মধ্যে প্রচলিত, এবং ৪র্থ খোই খোইন বা হটেণ্টটীয় মত (Khoi-Khoin) দক্ষিণ আফ্রিকার হটেণ্টট ও বুশমেনদিগের মধ্যে প্রচলিত। এই চারিটী বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবার উপায় এখনও হয় নাই। ১ম বিভাগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখনও বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। ২য় বিভাগের প্রধান লক্ষণ প্রেতরূপী পিতৃপুরুষার্চ্চনা, বৃক্ষার্চ্চনা, পশ্বার্চ্চনা (বিশেষতঃ সর্পার্চ্চনা)। ইহাদের পৌরাণিক গল্প (Mythology) নাই। অতি সামান্য যাহা আছে, তাহা হইতেই পণ্ডিতেরা ইহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের ক্ষীণ ভিত্তিও আছে, এরূপ অনুমান করেন। তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস আছে। প্রায় সকল জাতিই এক প্রধান দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই দেবতার সর্ব্বদা পূজার্চ্চনা করিবার প্রয়োজন হয় না। অনেকের মতে এই প্রধান দেবতাই স্বর্গবাসী, বৃষ্টি বা সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা। চন্দ্রোপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা বহুবিস্তৃত এবং গাভীর প্রতি অত্যধিক ভক্তি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ৩য় বিভাগের মত বা বাণ্টুমত প্রেতোপাসনা (Religion of spirits) মাত্র। যে সকল প্রেতকে কাফ্রিরা অর্চ্চনা করে, তাহারা তাহাদের মৃতপুরুষের প্রেত অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন নহে, কিন্তু সমস্ত প্রেত এক নায়ক প্রেতের (Ruling spirit) অধীন। এই নায়ক প্রেত জাতিভেদে বিভিন্ন ও তত্তৎজাতির মূল আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য। এই প্রেতোপাসনা ও প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। নায়ক-প্রেতের নাম হইতেই এই বিভাগ কল্পিত হয়। এই নায়ক-প্রেতগুলির উপাসনা মূলতঃ চন্দ্রোপাসনা মাত্র। ৪র্থ বিভাগের মত বা খোই-খোইন মতে হটেণ্টটদিগের প্রধান দেবতার নাম তানি বা সুনি-কোয়াব (Tani or tsuni koab) অর্থাৎ "আহতজানু প্রেত" (Wounded-knee) এবং নামাকোয়াদিগের প্রধান দেবতার নাম হিয়েৎসি-এইবিব (Heitsi-eibib) অর্থাৎ কাষ্ঠমুখ-প্রেত (Wooden face)। বাণ্টুদিগের ন্যায় এই দেবতারাও তদুপাসক জাতির আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য। ইহারাও চন্দ্রমূর্ত্তি। অন্ধকারের অধিষ্ঠাতা প্রেতের সহিত ইহাদের অনবরত যুদ্ধ চলে। খোইখোইন মতে জৈবোপাসনা নাই।

মধ্য-এসিয়ার ধর্ম্ম—জাতিতত্ত্ববিদ্গণের মতে চীন, জাপান ও কোরিয়াবাসী সমস্ত তুরাণীয় জাতি, সমস্ত মলয় জাতি, পলিনেসীয় জাতি, আমেরিকার অসভ্য জাতি, উত্তর সাগরোপকূলবর্ত্তী এস্কিমো, পাটাগোনীয়, ফিউজীয় (Fuigians) প্রভৃতি সমস্ত জাতিই এক বৃহৎ জাতির অন্তর্গত। এই বৃহৎ জাতিকে তাঁহারা মঙ্গোলীয় জাতি বলিয়া আখ্যাত করেন। আমেরিকার মৌলিক ধর্ম্মে ও তুরাণীয় মৌলিক ধর্ম্মে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া অধ্যাপক মূলর প্রভৃতি সকলেই ইহাদের নৈকট্য স্বীকার করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বহুদূরবর্ত্তী জাতিসমূহের মধ্যে প্রধান দেবতার নাম প্রায় এক। তুরাণীয় ও জাপানীয় জাতির মধ্যেও দেবতা ও মানবে যে সম্বন্ধ কল্পিত হয়, তাহাদের অপেক্ষা বহুপরিমাণে উন্নত চীনবাসীদের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ কল্পিত হয়। চীনবাসীদিগের প্রধান দেবতা 'সিয়েন' (Sien) সমস্ত দেব ও মানব রাজ্যের সম্রাট্, মানবেরাও তাঁহার প্রজার ন্যায় তাঁহার দণ্ডাধীন। ইহাদের মধ্যেও পিতৃপুরুষের প্রেতের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখা যায় ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ;—ভৌতিক ইন্দ্রজালাদিতে বহু বিস্তৃত দৃঢ়তর বিশ্বাস, ঝাড়, ফুঁক, কবচ, মাদুলী ইত্যাদিতে বিশ্বাস। অধিকাংশ পণ্ডিত ইহাকে 'বিশ্বপ্রেতবাদ' (Shamanism) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মমত ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া চীনে ত্রিবিধমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; ১ম প্রাচীন পন্থা, ২য় কনফুচির মত (Confucianism), ৩য় তাও মত (Taoism)। ইহারা ক্রমে বৌদ্ধমতের প্রভাবে সংক্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জাপানেও ঐরূপ ত্রিবিধ অভিব্যক্তি দেখা যায়; ১ম কমি-নো-মদ্সু (Kami-no-modsu) নামক প্রাচীন পন্থা; জাপান ভাষার ইহার অর্থ "পন্থা" (The way) অর্থাৎ দেবোপাসনাপ্রণালী এবং চীন ভাষায় ইহাকে শিন-তাও (Shintao) বলে, তাহার অর্থ "পন্থা" (The way)। কিন্তু চীনদিগের মতে ইহা-

প্রেতোপাসনা প্রণালী, দেবোপাসনা নহে। মিকাডো নামক শাসকগণ ইহাদের প্রধান। ২য় কনফুচির মত, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন হইতে জাপানে প্রবেশ করে। তৎপরে তৃতীয় বৌদ্ধমত, কোরিয়া হইতে তথায় প্রচলিত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উহা এদেশ হইতে একবারে দূরীভূত হয় এবং আবার খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করে।

তুরাণীয় ধর্ম্মের মধ্যে ফিনিক শাখায় সকল জাতিই যুম (Yum), যুম্মল (Yummal), যুম্বল (Yumbal) ও যুমলা (Yumla) নামে এক প্রধান দেবতাকে অর্চনা করে। লাপ্লণ্ডবাসীদিগের, এস্থোনীয়দিগের ও ফিন্লণ্ডবাসীদের ধর্ম্মমতে, জর্ম্মণ বা স্কান্দিনেভিয়ার ধর্ম্মমতের পৌরাণিক উপাদান যথেষ্ট প্রবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও শেষোক্ত দুই জাতির ধর্ম্মমতই তুরাণীয় ধর্ম্মের পরিষ্কার উদাহরণ। মহম্মদীয় মত গ্রহণের পূর্ব্বে তুরস্ক দেশের আদিম ধর্ম্মও অনেকটা তুরাণীয় লক্ষণাক্রান্ত ছিল। এস্কিমোদিগের ধর্ম্মে আমেরিকার মৌলিক ধর্ম্মের অনেক উপাদান প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাবিরিয়ার বিশ্বপ্রেতবাদে (Shamanism) আমেরিকার উপাদান মিশ্রিত হইয়া এস্কিমোদিগের ধর্ম্মমত সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের প্রেতরাজ্য সমুদ্র, অগ্নি, পর্ব্বত ও বায়ুমণ্ডলে আবদ্ধ। ইহাদের প্রেতনায়ক বা প্রধান দেবতার নাম তরুগর্সুক (Torugarsuk)।

আমেরিকার মৌলিক ধর্ম্মগুলির বিভাগ এইরূপ ;—

১, এস্কিমো-মত, ইহা কানাডা হইতে মেক্সিকো উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত দেশের বিভিন্ন জাতি কিচে-মনিটু (Kitchemanitoo), মিচাবো (Michabo), ওয়াহ্‌কণ্ডা (Wahconda), আণ্ডুয়াগুই (Anduagui) এবং ওকি (Oki) নামে প্রধান দেবতাকে উপাসনা করে। ইনি স্বর্গবাসী বায়ুদেবতা, ইঁহার অধীনে অন্য সমস্ত দেবতা ও সূর্য্য চন্দ্র পর্য্যন্ত আছেন। এই সকল জাতির মধ্যে প্রতি বংশের এক একটী ইষ্টদেবতা থাকে, ঐ দেবতা এক এক বিশেষ বিশেষ পশুমাত্র অর্থাৎ কোন বংশে গোরু, কোন বংশে ছাগল, কোন বংশে গাধা ইত্যাদি।

২, অজতেক-মত (Aztec race)—অজতেক, তলতেক, নাহুয়া প্রভৃতি কতিপয় জাতি এই মতাবলম্বী, ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপ হইতে নিকারাগুয়া পর্য্যন্ত ইহাদের বাস। ইহাদের মতে মেক্সিকোবাসীদিগের উপাসনা-প্রণালীর অনেকগুলি মহানুভাব সংযোজিত হইয়াছে।

৩, আণ্টিলীদিগের প্রাচীন মত, ইহাদের মধ্যে যুকেটানবাসী ময়জাতি (Mayas in Yucatan) ও নাচেজ (Natchez) জাতি প্রধান। এই মতের পৌরাণিক গল্পাবলী (Mythology) বহু বিস্তৃত ও কৌতূহলোদ্দীপক, ইহাদের মধ্যে অনেক মহান্ ভাবও আছে। এখনকার সভ্যতা-বিস্তারের সহিত এই সকল মহানুভাব অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ৪, মুইস্কামত (Muyscas)—এই মতাবলম্বীদিগকে "চিবচা" (Chibchas) বলে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই মত চলিত। নিকারাগুয়াবাসীদের মতই ইহাদের মতের মূলভিত্তি। নিকারাগুয়াবাসীদের প্রধান দেবতা 'কোমাগাজদাদ' (যিনি সমস্ত মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিজ শক্তিদেবতা চন্দ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই) ইহাদের মধ্যে "কোমাগাটা" নামে প্রধান দেবতা হইয়াছেন। ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়া "বোচিকা" নামক দেবতাকে প্রধান আসন দিয়া এখন কোমাগাটাকে তাহার "শত্রু" কল্পনা করিয়া থাকে, চন্দ্রও শত্রুভার্য্যা বলিয়া বোচিকার কার্য্যবিরোধিনী। ইহাদের এই সকল উদ্ভাবনা ও কল্পনা পেরুবাসী ইঙ্কদিগের নিকট গৃহীত নহে।

৫, কুইচুয়া মত (Quichua)—আয়মরা (Aymara) প্রভৃতি জাতীয়েরা এই মতাবলম্বী, পেরুবাসী ইঙ্কদিগের সূর্য্যোপাসনা ইহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা আপনারাই প্রাচীন ধর্ম্মকে সংস্কার করিয়া এখন অনেকটা অধ্যাত্মবাদে (Theism) দাঁড় করাইয়াছে, কিন্তু এখনও একেশ্বরবাদ (Monotheism) অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের ধর্ম্মমতের এই অভিব্যক্তির মূলে কোন রূপ এসিয় বা য়ুরোপীয় প্রভাব নাই। ইহাদের এই ধর্ম্মোন্নতি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক উন্নতি।

৬, যুদ্ধপ্রিয় কারিব ও আরোয়াকদিগের মত,—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। ব্রাসিলবাসীরা 'টুপিগুয়ারোণো' (Tupiguarono) নামে প্রধান দেবতা কল্পনা করে।

তুরাণীয় ধর্ম্মের মলয়-পলিনেসীয় শাখায় সামান্য সামান্য বিভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মলয় মত, পলিনেসীয় মত, মেক্রোনেসীয় মত প্রভৃতি প্রধান। এই সকল মত কতটা মূলতঃ এক, তাহা এখনও সুমীমাংসিত হয় নাই। ১ম, মলয় মত,—মলয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব ইহাতে দেখা যায়, তৎপূর্ব্বের অবস্থা অজ্ঞাত। তৎপরে বৌদ্ধমত, তৎপরে মহম্মদীয় মত, তৎপরে খৃষ্ট মত প্রচারিত হয়। ২য়, মালাগসি (Malagasy) ও (মাদাগস্কর-বাসী হোভাগণের (Hovas) মধ্যে যে সকল রীতি দেখা যায়, তাহাই প্রাচীন পলিনেসীয় ধর্ম্মের প্রতিরূপ। এই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ (Taboo) 'তাবু' বা পবিত্রীকরণ। আচার

বিশেষ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুকে ইহারা চিরপবিত্র করিয়া লয়, একবার কোন বিষয় পবিত্রীকৃত হইলে তাহা আর কোন রূপে অপবিত্র হয় না। মাদাগস্করবাসীদিগের মধ্যে হোবা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সংস্কারের পূর্ব্বে এই প্রথার বিশেষ আদর ছিল। মলয়দ্বীপে ইহাকে 'পামলী' (Pamali) বলে, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ইহাকে 'কুইন্যুণ্ডা' (Kuinyunda) বলে। পলিনেসীয় মতে, প্রধান দেবতার নাম তারোয়া বা তাঙ্গারোয়া (Taaroa or Tangaroa) বলে। ওয় সেঙ্গোসীয় মতে প্রধান দেবতার নাম 'ণ্ডেঙ্গুই' (Ndengui)।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মুণ্ডা, গোণ্ড, সিংহলী প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় আদিম জাতির ধর্ম্মালোচনায় হিন্দুপ্রাধান্যই অধিক দেখা যায়।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মপন্থাগুলির বিবরণ একপ্রকার মোটা-মুটী বিবৃত হইল। এ সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সভ্যজগতে এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বা লুপ্ত যত-গুলি ধর্ম্মপন্থার ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকল গুলিকেই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যে সকল ধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া অধিকতর মহান্ ভাবসমন্বিত হইয়াছে, সেইগুলি একভাগ ও যে গুলিতে ধর্ম্মের মৌলিক অবস্থার ভাব বেশী ও মহান্ ভাবের অপেক্ষাকৃত অভাব সেইগুলি আর একভাগ। প্রথম ভাগকে 'সুগঠিত ধর্ম্ম' (Organized religions) বলা যাইতে পারে; এই শ্রেণীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম), বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও অন্যান্য দুএকটী ক্ষুদ্রধর্ম্মকে গণনা করা যাইতে পারে, আর অপর ভাগকে "অগঠিত ধর্ম্ম" (Inorganized religions) বলে; এই শ্রেণীতে জাপানের আদিম ধর্ম্ম, দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যধর্ম্ম, আরবের প্রাচীন ধর্ম্ম ইত্যাদিকে ও বর্ত্তমানকালের অসভ্যজাতির ধর্ম্মগুলিকে গণনা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত ধর্ম্মেরই গঠন কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের নিয়মান্তর্গত, আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অতি সুগঠিত ধর্ম্মও মূলতঃ কোন এক অগঠিত ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। সমাজের উন্নতির সহিত এই উন্নতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সামাজিক প্রয়োজন অনুসারেই ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের এমন কি বহুকাল-প্রচলিত মূল সূত্রগুলিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বেশী পুরাতন অবস্থার কোন ধর্ম্মের কথা ধরিয়া এ বিচার করা অপেক্ষা ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত দুই একটী সুগঠিত ধর্ম্মের আবির্ভাব বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের চরম প্রভাবের সময় যখন ব্রাহ্মণদিগের প্রাদুর্ভাবে অপরাপর বর্ণ যন্ত্রণা ও অত্যা-চার ভোগ করিতে লাগিল, সেই সময়েই অধিকাংশ মানবের তখনকার মনোভাবের উপযোগী অহিংসামূলক বৌদ্ধমত প্রচারিত হইল। এই মতে বর্ণগত আচার ব্যবহারের পক্ষ-পাতিত্ব টুকু বিশেষরূপে বাদ দিয়া কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নীতি ও তত্ত্বজ্ঞান মাত্র গৃহীত হইয়াছিল। এই ভাবে অনেক ধর্ম্মেরই বিকাশ হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের ভারতীয় শাখার দুইটী ধর্ম্মের কথা বলা হইল। ইরাণীয় শাখাতেও ঐরূপ আছে। যে দ্বৈতবাদ ঋগ্বেদে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মের সংস্কার সময়ে 'জন্দ অবস্তা' গ্রন্থে তাহা গৃহীত হয়। আর্য্য ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া সেমিতিক ধর্ম্মের দিকে চাহিলেও ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের যে সম্পর্ক জুডার প্রাচীন ধর্ম্মের (Judaism) সহিত খৃষ্টীয় মতের ঠিক সেই সম্পর্ক। এসে-নিসের (Essenes) প্রভৃতি যেমন খৃষ্টীয় মতের মূলসূত্রগুলি আরোপ করা হয়, সেইরূপ মিঃ টমাস বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র-গুলিকে জৈন মতের প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। আর্য্যধর্ম্মের মধ্যে এখন বৌদ্ধধর্ম্মের যে দশা, সেমিতিক ধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মেরও সেই দশা। উভয়ই জন্মস্থান হইতে দূরীভূত এবং ভিন্ন দেশবাসী কর্ত্তৃক অবলম্বিত। বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় ৩ শতাব্দী পরে মহারাজ অশোক তম্মতা-বলম্বী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আচার ব্যবহারের বিধিব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ খৃষ্টের ৩২৫ অব্দে রোমকসম্রাট্ কন্‌ষ্টাণ্টাইন খৃষ্টীয় মত-সংগ্রহের জন্য এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই 'নিকীয়-সমিতি' (Council of Nikœa) নামে প্রসিদ্ধ, এই সমিতি হইতেই 'নাইসিন রীতি' (Nicene-creed) বিধি বদ্ধ হয়। অশোকসভের ফলে যেমন বৌদ্ধমতের মহান্ নীতি ও সামাজভাবে জীবননির্ব্বাহ-বিধি-সংগ্রহের সহিত ভিক্ষু শ্রমণাদির পূজা, বুদ্ধচিহ্নাবশেষের অর্চ্চনা, ধর্ম্মযাজকসেবা, জপমালা-ব্যবহার, বৌদ্ধযাজকদিগের শ্রেষ্ঠতাস্বীকার, তাঁহাদের প্রতি দেবতুল্য ভক্তিপ্রদর্শন, প্রধানযাজক লামাকে বুদ্ধের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়, সেই হিসাবে রোমকযাজকদিগের প্রতিষ্ঠিত আড়ম্বর-বহুল খৃষ্টীয় মতের (Latin Church) মধ্য হইতে নববিধির (New Testament) আত্মসাধনার কতিপয় য়ুরোপীয় রাজশক্তির মহাযজ্ঞের জন্ম। জরথুস্ত্রীয় মত যেমন বৈদিক বহু দেববাদের প্রতিষেধক, সেইরূপ আবার মহম্মদীয় মত যর্

শতাব্দীতে প্রচলিত পৌত্তলিক আচারপূর্ণ খৃষ্টীয় মতের প্রতিবেধক।

সুগঠিত ধর্মগুলি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অগঠিত ধর্মগুলি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যায়; তবে অগঠিত সমাজের ইতিহাসের অভাববশতঃ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে হইলে বহু বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে হয়। সমাজ আদিম অবস্থা হইতে যেমন স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করে, সামাজিকগণের মনোভাবও ক্রমশঃ সেইরূপ মহান্ ভাবধারণক্ষম হইয়া উঠিতে থাকে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ সমাজের ধর্মেও নৈতিক ও ব্যবহারিক মহান্ ভাব সকল স্থান পাইতে আরম্ভ করে। এই ক্রম বিকাশের মধ্যেও একস্তর হইতে অন্ত স্তরের মধ্যে বেশ পার্থক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মৌলিক ভাবাপন্ন বর্তমান ধর্মগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনায় ঐরূপ ছয়টী স্তর নির্দ্দেশ করেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সেস-প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে মানব মনে ঈশ্বরের একত্ব-জ্ঞান (Unity of God) জন্মিবার পূর্ব্বেই ধর্মের ঐ ছয়টী স্তরাতিক্রম করে; ঐ ছয় স্তরের পরে মানব-মনে ধর্মের চরোমৎকর্ষ 'একেশ্বরবাদ' অভিব্যক্ত হয়। ডাক্তার সেসের মতে মৌলিক ধর্মের ছয়টী স্তর এইরূপ;—১ম পিতৃপ্রেতোপাসনা (Ancestor-worship), ২য় জড়দেববাদ * (Fetishism), ৩য় পশুদেববাদ (Totemism) ৪র্থ বিশ্বপ্রেতবাদ (Shamanism), ৫ম অদ্বৈতবাদ (Henotheism), ৬ষ্ঠ দ্বৈতবাদ বা বহুদেববাদ (Polytheism)। ডাক্তার সেস এই বিভাগের যেরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই লিখিত হইল। অধ্যাপক ফ্লেডেরার (Prof. Pfliederer) প্রমুখ পণ্ডিতেরা আর এক প্রকার স্তর কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে সর্ব্বপ্রথম আদিম প্রাকৃতিক ভাব (a kind of indistinct chaotic naturism) তৎপরে তাহা হইতে প্রেতবাদ (Spiritism), তাহা হইতে জৈববাদ (Anthropomorphic Polytheism) তৎপরে দেবশ্রেষ্ঠবাদ (Henotheism)। অধ্যাপক সি, পি, টিএল (Prof. C. P. Tiele) প্রমুখ পণ্ডিতেরা যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহাই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনেকে গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম জৈবদেববাদের (Animism) প্রাধান্তবিশিষ্ট বহুপ্রেতদেববিশিষ্ট ঐন্দ্রজালিক ধর্ম, (Polydæmonistic magical religions), দ্বিতীয়, বহু দেবাত্মক জাতীয় ধর্ম (Polytheistic national religions*), ৩য়, আত্মগত ধর্ম (Monistic) বা অধ্যাপক পুইনির (Prof. Puini) মতে (Moneotheistic religions) এবং ৪র্থ সার্ব্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal or world-religions)। ডাক্তার ডি ব্রসেস (Dr. De Brosses) গত শতাব্দীতে জড়দেববাদকেই (Fetishism) আদিম অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু অধ্যাপক মূলর ঠিক নহে বলিয়া বিচার বিতর্কদ্বারা পিতৃপ্রেতোপাসনাকেই উহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

১ম। পিতৃপ্রেতোপাসনা (Ancestor-worship);—মানবের অন্তঃকরণে ধর্ম সম্বন্ধে যে সহজাতবুদ্ধি প্রসুপ্তভাবে থাকে, তাহার প্রথম বিকাশ পিতৃপ্রেতোপাসনায়। অসভ্যাবস্থায় মূঢ় মানব চাক্ষুষদৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া উভয়ের সত্যতা ও স্বত্বা সমান ভাবে উপলব্ধি করিতে থাকে। এই স্বপ্নে তাহারা মৃত আত্মীয় স্বজনকে জীবিতাবস্থার পোষাক-পরিচ্ছদে বিভূষিত দেখিয়া তাহাদের মৃতত্বজ্ঞানসত্বেও বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের মনে মৃত আত্মার অবস্থান, ভ্রমণ, গমন ইত্যাদি কার্য্যের আলোচনায় ক্রমশঃ তাহাদের মনে তাহাদের অলৌকিক প্রভাবের কথা জাগিতে আরম্ভ হয়। এইরূপে মৃত আত্মাতে অলৌকিক প্রভাব সকল যোগ করিয়া অসভ্য মানবের মূঢ় মন তাহাদিগকে জীবিতের সচল, সজ্ঞান, সকাম, সক্রিয় প্রেতরূপে গড়িয়া তুলে। শেষে তাহারা স্বপ্নে উহাদিগকে দর্শনের সহিত তাহাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাদি মিলাইয়া তাহাদের দর্শনদানের সহিত শুভাশুভ নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এই চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ তাহারা ঐ সকল প্রেতের মধ্যে কাহাকে শুভদাতা উপকারী বন্ধু, কাহাকেও বা অশুভদাতা অপকারী শত্রু বলিয়া বুঝিতে থাকে। ক্রমে পরম্পর ঐরূপ ফলাফলের আলোচনা করিয়া প্রেতবিশেষ গুণবিশেষ চিরবদ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে যখন প্রেত, প্রেতের কার্য্য, ক্ষমতা ইত্যাদির উদ্ভাবন কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই সকল অনিষ্টকারী প্রেতের গুণাবলী, প্রভাব ও কার্য্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া ভীত ও আকুলিত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ ঐ সকলের তুষ্টির জন্ত বলি, পূজা, উপহারাদি দিবার কল্পনা করিতে থাকে। তাহারা বুঝে যে যেমন জীবিত ব্যক্তির বিরাগ অসহ বা অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ উপহারাদি দিয়া সকল হইতে পারা যায়, তেমনি ঐ সকল প্রেতকেও উপহারাদি দিয়া তাহাদিগের তুষ্টিবিধান করিতে পারিলে আর তাহাদের হইতে অনিষ্টাশঙ্কা থাকিবে না।

* জড়বাদ (Materialism) নহে।

এই সময় প্রেতের বাসস্থানের নির্ণয় করা আবশ্যক হইল, কারণ স্থান স্থির না হইলে উপহার কোথায় দেওয়া যায়? কাজেই তখনকার বিভিন্ন মানব-মন নিজ নিজ রুচি অনুসারে এক এক প্রেতের জন্য এক এক জড় পদার্থ (বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতিতে) বা এক এক জীবদেহে আবাস কল্পনা করে। এই কল্পনার সময় প্রেতের মৃদুগুণ বা ভীষণ গুণের সহিত কল্পিত বাসস্থান জীবের বা জড়ের ঐরূপ অবস্থার সহিত একটা ঘনিষ্ঠতাও অনুমান করিয়া লইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকাবাসী হুরণ জাতি (Huron) এক জাতীয় ঘুঘুতে (Turtle-dove) মৃত আত্মার বাস কল্পনা করে। জুলুরা এক প্রকার সবুজবর্ণ নিরীহ সর্পদেহে মৃত আত্মার বাস স্থির করিয়া তাহাদিগের নিকট বলি উপহারাদি দিয়া থাকে। পীড়ার যন্ত্রণার ভয়ে, কার্য্যের অসুবিধা ও আহারাদি দ্রব্যের অনাটনের আশঙ্কায় বা তৎ শান্তির জন্য মানব-মনে সর্ব্বপ্রথমে এই পূজার ভাব ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয় এবং যখন তাহাদিগকে এই সকল প্রেতশক্তির অনুগ্রহ বা নিগ্রহের উপর আপনাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে বলিয়া দৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারে অর্থাৎ বুঝিতে অভ্যস্ত হয়, তখনই ঐ অঙ্কুরিত ধর্ম্মভাব (Tendency of worship intending to religion) পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে প্রেতোপাসনায় আদিম উপাসনাবৃত্তির পরিস্ফুরণ করিয়া দেয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধপদ্ধতি এই প্রেতো-পাসনাবস্থার রীতিবিশেষের উন্নত সংস্কার।

২ জড়দেববাদ (Fetishism);—অনেকের মতে পিতৃ-প্রেতোপাসনার পর মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একটু গাঢ় হইয়া উঠিলে, তাহার মনে জড়দেববাদের ভাব জাগরিত হয়। যখন পার্থিব পদার্থে পিতৃপ্রেতের বাস এই বিশ্বাস বেশ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন কালবশে প্রেতের পিতৃত্বটুকু ভুলিতে থাকে। ক্রমে কতকগুলি বস্তুতে উপকারী ও কতকগুলি বস্তুতে অপকারী প্রেতের নিত্যবাস এই ভাব জন্মিয়া যায়। ক্রমে সেই প্রেত ও তাহার অধ্যুসিত পদার্থে অভেদ জ্ঞান জন্মিতে থাকে। কালে এই জ্ঞান পরিণতি প্রাপ্ত হইলে সেই অধ্যুসিত পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার তারতম্যানুসারে তাহাদের পূজার নিত্যত্ব ও গুরুত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই সময়ে তীর ধনু বর্ষা ফলবান্ বৃক্ষাদিতে পূজ্যত্ব আরোপিত হয়; কিন্তু উহা কোন একটী বিশেষ বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে না। পূজিত তীর ধনু প্রভৃতি যতদিন কার্য্যোপযোগী থাকে, ততদিন তাহার পূজা হয়, কার্য্যের অনুপযোগী হইলে আর তাহার পূজা হয় না। ফলবান্ বৃক্ষের ফল হওয়া বন্ধ হইলে বা গাছ মরিয়া গেলে, আর তাহার পূজা হয় না। যাঁহারা এই জড়দেববাদকেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফুরণের প্রথমাবস্থা মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, বস্তুর প্রয়োজনীয়তার তারতম্যা-নুসারে তাহাদের পক্ষে প্রথমে একটা প্রীতি, এই প্রীতি হইতে যত্ন, যত্ন হইতে তাহাদের প্রতি অল্প ভয়বিশিষ্ট এক প্রকার মৃদু অথচ মূঢ় ভক্তি জন্মে, পরে তাহা হইতেই তাহাদের পূজ্যত্ব কল্পিত হয়। পরে এই প্রকারে একটী পূজিত বস্তুর অভাব বা ধ্বংসে আর একটী নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠাকালে, তাহাদের মনে জানিবার ইচ্ছা হয়। তখন তাহারা ভাবিতে শিখে যে, যে বস্তুকে পূজা করিতাম, তাহার পরিবর্ত্তে এই যে বস্তুটী স্বীকার করিয়া লইলাম, উটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু এমন কি ইহাতে আছে এবং তাহাতেও ছিল, যাহার জন্য ইহারা পূজিত হইয়াছে। এই তর্কের মীমাংসায় তাহারা তত্তৎ বস্তুনিহিত শক্তিকে প্রেত রূপে কল্পনা করিতে থাকে, অনাধার শক্তিমাত্র বুঝিবার ক্ষমতা তখন হয় না, কাজেই সাধার শক্তি প্রেতের কল্পনা তাহাদের পক্ষে সহজ হয়। এইরূপে শেষোক্ত মতাবলম্বীরা প্রেতদেববাদকে পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলর এই মতের খণ্ডনার্থ বলেন, উক্ত পূজিত বস্তুর মধ্য হইতে সাধারণ গুণ বাছিয়া লইয়া তাহাতে প্রেতত্ব কল্পনা করা অতি উন্নত অবস্থার কার্য্য। যাহারা বস্তু হইতে বস্তুর গুণ স্বতন্ত্রভাবে বুঝিতে পারে, তাহারা বস্তুতে প্রেত কেন দেবত্বও আরোপ করিতে চাহিবে না, আর পিতৃপুরুষাদির আত্মা বা প্রেতের জ্ঞানের সহজতা অপেক্ষা বস্তুর গুণ-সমষ্টিমূলক প্রেতের কল্পনা করা সহজ নহে। যাহা হউক এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচার এ স্থলে আর অধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ফলে এই জড়দেব-বাদ অবস্থার পূজাপ্রণালী কালবশে নানারূপে সুসংস্কৃত হইয়া উত্তরকালের অপেক্ষাকৃত উন্নত পন্থাগুলির আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন কোন বর্ত্তমান ধর্ম্মে আজও উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। ট্রয়ের পালাডিয়ম, সেমিতিক বেথ্-এল্, এফিসীয় প্রস্তর (যাহা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল), হারামিসের দণ্ড, আপো-লোর তীর, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীসীয় পূজ্যবস্তুগুলি এই আদিম জড়দেববাদের উন্নত সংস্কার। হিন্দুধর্ম্মে পঞ্চবটীপূজা, তুলসী, বট, বিল্ব, নবপত্রিকা প্রভৃতি বৃক্ষপূজা, বিশ্বকর্ম্মা পূজায় শিল্পযন্ত্রাদি পূজা, ষষ্ঠী পূজায় উদূখল মুষল, মন্থান দণ্ড, ঢেঁকী, শিল নোড়া ইত্যাদি পূজা হিন্দুদিগের জড়-

দেবোপাসক অবস্থার অবশেষ। ইন্দ্রের বজ্র, শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র ইত্যাদি কল্পনা ও পূজাও ঐ অবস্থার কথা।

৩ পশুদেববাদ (Totemism) ;—জড়দেববাদের সমকালেই এই ভাবের পরিস্ফুরণ হয়। যে ভাবে পিতৃপ্রেতোপাসনা হইতে জড়ে পূজ্যত্ব অর্পণ করা হয়, ঠিক সেই সময়েই সেইভাবে পশুতেও পূজ্যত্ব অর্পণ করা হয়। পিতৃপ্রেতোপাসনাকালে প্রেতের বাসনির্ণয়ার্থ মানব মনের রুচি, সুবিধা ও কল্পিত ঘনিষ্ঠতা হইতে পিতৃপ্রেতের বাসের জন্ম জীবদেহ বা জড়দেহ নির্দ্দিষ্ট হয়। জড় হইতে জড়দেববাদ ও জীব হইতে পশুদেববাদের উৎপত্তি। পশুদেববাদ বড় সঙ্কীর্ণ। কোন একটী বিশেষ জাতীয় পশু কোন এক বংশীয় মানবের ইষ্টদেবতাস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। যে জাতীয় পশু যে বংশের দেবতা, সেই পশুই সেই বংশের লোকের পক্ষে চিরকাল উপাস্য, অবধ্য ও অখাদ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যে বংশে যে পশু দেবতা, হয়ত সেই পশুর ন্যায় কোন না কোন বিষয়ে সাদৃশ্যবিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিল এবং লোকে তাহাকে সেই নাম দিয়াছিল, ক্রমে সেই নাম তাহার বংশের উপাধিসূচক হইয়া পড়ে এবং কালে যখন এই সত্য ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া গেল, তখন তদ্রূপ উপাধিধারী কোন ব্যক্তি নিজ উপাধির হেতুভূত পশুকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তাহার প্রতি পবিত্রতা আরোপিত করিয়া থাকিবে এবং কালে আরও পরে ধীরে ধীরে তাহাতে দেবত্ব সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আমেরিকার এস্কিমো-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে 'মিচাবো' (Michabo) অর্থাৎ মহাশশক (The great hare) হইতে উৎপন্ন বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। ভারতে ও ময়ুরভঞ্জে, দশপাল্লা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু ক্ষত্রিয় ('উড়িয়া) রাজারা এখনও আপনাদিগকে ময়ুরবংশ প্রসূত বলিয়া স্বীকার ও অতি শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে ময়ুর প্রতিপালন করেন, এমন কি ময়ুর মরিলে রাজা জ্ঞাতিত্ব-কল্পনায় অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাও সেই অতি পুরাকালের পশুদেবপ্রথার ভগ্নাবশেষ। হিন্দুর গোপূজাও বোধ হয় এই পশুদেবোপাসক অবস্থার কোন এক প্রথার উন্নত সংস্কার। দেবদেবীর বাহন-কল্পনা ও তৎপূজা এই পশুদেববাদের উন্নত সংস্করণ।

৪ বিশ্বপ্রেতবাদ (Shamanism) ;—জড়দেববাদ হইতে যখন মানবের দৃষ্টি জড়াতীত প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়াগুলির দিকে পড়িল, তখন তাহাদের প্রভাব দেখিয়া তাহারা আরও মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু তখন প্রাকৃতিক কারণ বুঝিতে বা ধারণা করিতে ক্ষমতা না থাকায়, তাহারা ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তিতেও মহাপ্রভাবশালী প্রেতের কল্পনা করিতে লাগিল।' বায়ু, ঝড় প্রভৃতিতে প্রেতের কল্পনা হইতে তাহারা অল্পে অল্পে অদৃষ্ট বস্তুতেও গুণ-ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে শিখিল এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে প্রেতের সে মৌলিক ভাব কাহারও মনে জাগরূক রহিল না। কালস্রোতে মনের ধারণা-শক্তির বৃদ্ধির সহিত তাহারা অধ্যুসিত বস্তু হইতে প্রেত সকলের স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে লাগিল, বস্তুর গুণ সকল প্রেতেই আরোপিত হইল, কাজেই কালে প্রেতই প্রাকৃতিক শক্তি সকলের নিয়ন্তা ও প্রাকৃতিক ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে গণ্য হইল। জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা প্রেতের এই অবস্থাকে The thing-in-itself বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ সময়ে মানুষের মন প্রেতরাজ্যের মহিমায় এতটা মুগ্ধ হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল যে আর তখন বিশ্বের কোন বিষয়ে প্রেতশূন্যতা দেখিতে পাইত না, কাজেই প্রেতের সংখ্যা অতি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যেক প্রেতের পূজাদি করা দুরূহ হইল, কৃষিকার্য্য, আহারান্বেষণ, সন্তানপালন ইত্যাদিতে ব্যস্ত হইয়া আর তাহারা পূজাদির জন্য ততটা সময় বা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না। অথচ প্রেতসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের হইতে অনিষ্টাশঙ্কাও তাহাদের বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল। এই অভাবে পড়িয়া তাহারা আপনাদের মধ্যে প্রতি পরিবার হইতে এক ব্যক্তিকে (সাধারণতঃ বৃদ্ধদিগকে) এই পূজাদি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিল। ক্রমে ইহারা ঐ সকল ব্যক্তির হস্তে তাহাদের উপাসনাদির ভার দিয়া এরূপ নিশ্চিন্ত হইল যে দুই এক পুরুষ অতীত হইলে ঐ সকল পূজক ব্যতীত আর কেহই প্রেতাদির কোন সংবাদাদি লইত না। পূজকেরা তাহাদিগকে পূজাদি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিত, তাহাই অবিচলিত চিত্তে প্রতিপালন করিত। কালে ইহারাই ঐন্দ্রজালিক, পুরোহিত বা যাজকশ্রেণীতে গণ্য হইল। ইহা হইতেই সামাজিক গৃহপতি প্রথা (Patriarchal society) গঠিত হইল। অনেকে অনুমান করেন, ঋগ্বেদীয় কালের পূর্ব্বে যজ্ঞবিধাতা ঋষি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিও এইরূপে হইয়াছিল। সাইবিরিয়া প্রদেশে ঐ সকল যাজকেরা ও ঐন্দ্রজালিকেরা "শামান" (Shaman) নামে খ্যাত। ডাঃ সেস অনুমান করেন, এই শামান শব্দ বৌদ্ধ-ভিক্ষু-বোধক "শ্রমণ" শব্দজাত। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনাবস্থায় শ্রমণগণ তান্ত্রিক ইন্দ্রজালাদি বিদ্যায় পটুতালাভ করিয়া লোকমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই ব্যাপার হইতেই

ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ও প্রেতোপাসনামূলক ধর্ম্মের অবস্থাকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ইংরাজীতে Shamanism নামকরণ করিয়াছেন।* গ্রীণলণ্ড প্রদেশে এইরূপ যাজক ঐন্দ্রজালিককে "আঙ্গেকক" (Angekok) বলে। হিন্দুদিগের মধ্যে "সাপের ওঝা", 'ভূতের ওঝা"র জন্মও এইরূপে। পঞ্চানন্দ, ঘণ্টাকর্ণ, মহাকাল (মাকাল), শীতলা, মনসা, জরাসুর, বনদেবী (যাঁহার প্রীত্যর্থ 'বনভোজন' সম্পন্ন হয়) প্রভৃতি দেবদেবীর কল্পনা এই ভাব হইতেই জন্মিয়াছে। বৈদিক দেবতা বরুণ, পবন, ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, উষা প্রভৃতিও ধর্ম্মের এই অবস্থায় উৎপন্ন, তবে বেদ-প্রতিপাদিত দেবতাদের একত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনেক পরে কল্পিত।

অধ্যাপক টিএলের বিভাগে যে জৈববাদকে (Animism) প্রথম অবস্থা বলা হইয়াছে, তাহা এই চারি অবস্থার ধর্ম্ম-বিকাশের একত্রীভূত সংজ্ঞা। তাঁহার মতে, এরূপ ভাবে ধর্ম্মের বিকাশ সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করা অসাধ্য। তাঁহার কৃত দ্বিতীয় বিভাগের (Polytheistic national religions) প্রথমাবস্থাও বিশ্বপ্রেতবাদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

৫ দ্বৈতবাদ ও ৬ অদ্বৈতবাদ (Polytheism and Henotheism) এই দুই অবস্থা প্রায় সমসাময়িক। মোক্ষমূলর আগে অদ্বৈতবাদ পরে দ্বৈতবাদ কল্পনা করেন, কিন্তু ডাঃ সেস উভয় অবস্থাই এক সময়েই জাত বলিয়া থাকেন। বিশ্বপ্রেতবাদ হইতে সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মানব-চিন্তা বিভিন্ন প্রেতকে মহিমান্বিত দেখিয়া তাহাদের প্রেতত্ব ভুলিয়া দেবত্ব স্বীকার করিল, সেই সময় দ্বৈতবাদের উৎপত্তি এবং দ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গেই অদ্বৈতবাদের জন্ম। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ ডাঃ সেস বলেন যে, দ্বৈতবাদে (Polytheism) বহুদেবত্ব প্রকাশ্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, আর অদ্বৈতবাদে (Henotheism) বহুদেবত্ব অন্তর্ভূত হইয়া থাকে।† বর্ত্তমান কালে সুগঠিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বিবাদ দেখা যায়, তাহার সহিত এই মৌলিক দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের সম্পর্ক অনেক পৃথক্। মৌলিক দ্বৈতবাদের দেবতারা কেবল প্রাকৃতিক শক্তিসকলের অধিষ্ঠাতৃরূপে গণ্য। তখন অধ্যাত্মভাবের কোন কল্পনা বিকশিত হয় নাই। তাহার পর ক্রমশঃ মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে মানবের কল্পনা এই সকল দেবতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন নানা ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল, তখন মানব-প্রকৃতির এক শক্তি হইতে বিভিন্ন কার্য্য হইতে দেখিয়া তাহার জন্য আর বিভিন্ন দেবতা কল্পনা না করিয়া এক এক দেবতায় নানাবিধ গুণারোপ করিতে লাগিল। এই গুণারোপের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ নামকরণ হইতে লাগিল, সূর্য্য এ্যাপোলো হইলেন, দিবাকর হইলেন, তপন হইলেন; বায়ু এরিস্ হইলেন, পবন হইলেন, গন্ধবহ হইলেন, ইত্যাদি। পরে এক দেবতায় বিভিন্ন গুণারোপ হইতে যখন মানব দেখিল যে কতকগুলি গুণ কতকগুলি দেবতাতে সাধারণ ভাবেই আছে, তখন তাহারা সন্দিগ্ধচিত্তে উভয় দেবতার একত্ব কল্পনা করিতে লাগিল। ক্রমে এই ভাব দুই হইতে বহুতে সংক্রমিত হইল। যখন সন্দেহের ভাব অপনোদিত হইল, তখন মৌলিক অদ্বৈতবাদ জন্মিল। মোক্ষমূলার অদ্বৈতবাদের পূর্ব্বত্ব স্বীকার করিয়া বলেন, বিশ্বপ্রেতবাদের পরই মানবকল্পনা বড়ই অস্পষ্ট ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তখন তাহারা বিভিন্ন প্রেতের বিভিন্ন কার্য্যের ও শক্তির পরিমাণ করিয়া উঠিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে এক কার্য্যের সহিত আর এক প্রেতের সম্বন্ধ ঘটাইয়া ফেলিতে লাগিল। এই গোলমাল যখন পরস্পর সকল প্রেতে সংক্রমিত হইল, তখন তাহারা বহুতে একত্ব বোধ করিতে লাগিল; যে কোন কারণে যে কোন প্রেতের পূজা করিতে লাগিল, শেষে তাহাদের মধ্যে একজনকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে (Chief-god) স্থাপন করিল। ফ্লেডেরার যে মৌলিক অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহাও এইরূপ। বৈদিক বহুদেবত্বের একত্ব অনেকটা এই অবস্থার পরিচায়ক।

এই সময় আর একটী ব্যাপার ঘটিল। সেই প্রাচীনকালের অর্দ্ধবিস্মৃত বা প্রায় বিস্মৃত প্রেততত্ত্বাদি কাল-ধর্ম্মের ক্ষীণস্মৃতির সহিত এই কালের অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন এক বা বহুভাবাত্মক দেবতাদিগের ব্যাপার মিশাইয়া গিয়া কল্পনাচারী যাজকদিগের নানা উপাখ্যান সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সকল গল্প সৃষ্টির প্রধান কারণ উত্তরকালের ধর্ম্মতত্ত্বকেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণ করিতে যাজকদিগের একান্ত চেষ্টা হইয়াছিল, আর সে চেষ্টা না হইলেও নবদেবতাদিগের সহিত প্রাচীনকালের উপাস্য প্রেত-পঙ্‌ক্তী

* বাঙ্গালায় "শ্রামণবাদ" বলিলে ইংরাজী নামের সহিত সাদৃশ্য থাকিত বটে, কিন্তু অর্থ পরিস্ফুট হইত না বলিয়া ভাবার্থ গ্রহণে "বিশ্বপ্রেতবাদ" অর্থাৎ "বিশ্বের সকল বস্তুতে প্রেতবাদের কল্পনা" এই অর্থে নাম দেওয়া হইল।

† The plurality of deities confessed explicitly in *Polytheism* and implied in *Henotheism*.—Sayce's *Introduction to the Science of Language.*

দেবতাদিগের সংঘর্ষে একদলকে নিশ্চয়ই চির-বিসর্জ্জন করিতে হইত। একদলের স্বত্বের সহিত অপরদলের সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া দিতে পারিলে যাজক সম্প্রদায়ের স্বার্থ হানি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক এইরূপে তত্ত্ব-কথা সংশ্লিষ্ট যে সকল গল্প প্রচলিত হইল, তাহা হইতেই আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। এই গুলি প্রতি ধর্ম্মে "পৌরাণিক কথা" (Mythology) নামে আখ্যাত হইল। এই সকল রচনার প্রসাদে দেবতাগণের মধ্যেও পিতাপুত্রাদি সম্বন্ধ নির্ণীত হইল এবং দেবতাদের প্রেতাবস্থায় যাহার যে জীব বাসস্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল, সেই জীব এখন অনেক স্থলে বাহনরূপে কল্পিত হইল। ছাগচর্ম্মের বা লোমের সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণতা হইতে অগ্নির বাহন ছাগ হইলেন। দ্রুতগতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোটক পবনের বাহন হইলেন ইত্যাদি। ইহার পর ক্রমশঃ মানব-মনে ভয়, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশের সহিত দেবতার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইল। এই আদিম দেবরাজ্য সৃষ্টির সহিত গ্রীক ও রোমক দেবতাদিগের উৎপত্তি হইল। হিন্দুর বৈদিক দেবতার ভাব ইহা অপেক্ষাও উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। সে সময়ে মানবের কল্পনা মনুষ্য ও পশু ব্যতীত অপর কোন জীবের আকার ধারণা করিতে পারিত না, কাজেই সমস্ত দেবতা হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যের মনোবৃত্তির ন্যায় মনোবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পিত হইতে লাগিল, তবে ভয় হইতে যে সকল দেবতার মূর্ত্তি কল্পিত হইল, সেই সকল দেবতার ভীষণাকার দিবার জন্য পশু ও নরদেহ মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব আকারের রূপ কল্পনা করিল। ইহা হইতে পশুমুখ নরাকার, নরমুখ সর্পাকার মূর্ত্তি সকল কল্পিত হইল, কখন বা দুই তিনটী ভয়ানক পশুদেহ মিলাইয়া এক অদ্ভুত পশ্বাকার (Dragons) কল্পনা করা হইল। মনুষ্যাকার হইলেও দেবতাদিগকে মানবাপেক্ষা অলৌকিক মৃদু বা ভীষণ শক্তিসম্পন্ন বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের চতুর্হস্ত, দশহস্ত, ত্রিপদ, ত্রিনেত্র, লোলরসনা, দিগ্বসন, মুণ্ডমাল, বিরাট্‌দেহ ইত্যাদি কল্পিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর, সূর্য্যাগ্নিনয়ন, বিষকণ্ঠ ইত্যাদি স্তবস্থায় কল্পনা সেই সময়েই হইয়া থাকিবে। তৎপরে যখন মানব-মনে সৌন্দর্য্যানুভবশক্তি বিকশিত হইল, তখন পরম শ্রদ্ধার আধার ঐ সকল ভীষণমূর্ত্তি দেবদেবীতেও সৌন্দর্য্য যোগ করিয়া দিয়া অট্টহাসির পার্শ্বে স্মেরানন, শুষ্ক মাংসাস্থি-কৈরবের মধ্যেও পীনস্তন, ক্ষীণ কটি ও উজ্জ্বল চক্ষুর মধ্যেও পদ্মপলাশ বর্ণ ইত্যাদি কল্পিত হইল, অলঙ্কার বিচিত্রবসনাদি হইল এবং পূর্ণসৌন্দর্য্যের উপযুক্ত বিষ্ণু, মদন, কার্ত্তিক, রতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মিনার্ভা, ভিনাস্, কিউপিড ইত্যাদি দেবতাও কল্পিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্বে মানবীকরণ।—তাহার পর দেবতার সঙ্গে মানবের সম্পর্কস্থাপন জন্য দেবতার মানবীকরণ করা হইল, অর্থাৎ মানবের প্রয়োজনে দেবতা মানবাদি আকার ধারণ করিয়া মানবের মধ্যে আসিয়া থাকেন ইত্যাদি কল্পনা করা হইল। পরে ঐ কল্পনা আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া মানবকেও দেবতা করিয়া তুলিয়া স্বর্গ নরকের কল্পনা হইল। মানব দেবভাব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে এক সময়ে দেবত্ব লাভ করিয়া দেবলোকে স্থান পাইতে পারে ইত্যাদি ব্যাপার স্বীকৃত হইল। এই ভাব হইতেই হিন্দু সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি এই চারিপ্রকার মুক্তি কল্পনা করিল। ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি প্রাপ্তির কল্পনা করিল। ক্রমে প্রকৃত মানবেই দেবত্ব আরোপিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের রামকৃষ্ণের কথা ও ইতিহাসের বুদ্ধচৈতন্য খৃষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমানদিগের পীর, হিন্দুদিগের পরমহংসাদির, য়ুরোপীয় (Saint ও Martyr)-দিগের কথা এই ভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সত্যপীর, মাণিকপীর, জুম্মা শা, ভোঁসা শা, শা ফরিদ ইত্যাদি কত পীরই হিন্দু মুসলমানের উপাস্য হইয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করে? মিঃ লায়াল বলেন (১৮৭২ খৃঃ অঃ) যে, ইংরাজ-সেনাপতি জেনারল নিকল্‌সন্ দাক্ষিণাত্যবাসী বুঞ্জারানামক অসভ্য জাতির নিকট দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহারা তাঁহার কবরে নিয়মিতরূপে পূজা ও বলি দিয়া থাকে। ইহা কিছু আর বেশীদিনের কথা নহে।

ধর্ম্মের বিভাগের এইরূপ পরিবর্ত্তন যে, সকল জাতিতেই এক সময়ে একবিধ হইয়াছিল, তাহা নহে। যে জাতির সামাজিক উন্নতি যত শীঘ্র হইয়াছিল, সে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিও তত শীঘ্র হইয়াছিল। জেনারল নিকল্‌সনের দেবত্বলাভ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যখন হিন্দু খৃষ্টান বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম অধ্যাত্ম জগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত, তখনও বুঞ্জারাদিগের ধর্ম্ম প্রেতবাদের গণ্ডি হইতে বাহির হইতে পারে নাই।

ধর্ম্মের অভিব্যক্তি বর্ণিত হইল। এক্ষণে অধ্যাপক টিএল বর্ণিত ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। তিনি সমস্ত ধর্ম্মকে প্রাকৃত ও নৈতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাকৃত ধর্ম্ম (Nature-religions) যে কিরূপ তাহা ধর্ম্মের তাত্ত্বিক অংশ সকলের বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত বুঝিবার উপায় নাই। জৈবদেববাদের (animism) প্রাকৃত ধর্ম্মের অবস্থা কি ছিল, তাহা

অনুমানসাপেক্ষ, ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। এ স্থলে জৈবদেববাদ হইতে যে পর্য্যন্ত মানবের রীতি নীতির সহিত ধর্ম্মের আচার ব্যবহার সংমিশ্রিত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত কালকে ধর্ম্মের প্রাকৃত অবস্থার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সকল ধর্ম্মেরই যে এককালে এই অবস্থা ছিল, ইহা উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মের অন্তর্গত জৈবদেববাদের কোন কোন প্রণালীর অবশেষ নিম্নাঙ্গের ধর্ম্মে জৈবদেববাদের বর্ত্তমানতা দেখিয়া বুঝা যায়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকে অনেকেই (Polyzoic stage) বলিয়া অভিহিত করেন। পৌরাণিক গল্পের ভিত্তিভাগ (Original Myths) হইতে এই অবস্থার অতি সূক্ষ্মভাব অনুমিত হইতে পারে। অধ্যাপক টিএল ধর্ম্মের প্রাকৃত অবস্থাকে আবার তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। (১ম) বহু প্রেতদৈবিক ইন্দ্রজালময় অবস্থা (*Polydæmonistic Magical religions)* এ সময়ে জৈবদেববাদের প্রাধান্যই প্রধান লক্ষণ। (২য়) সংস্কৃত ঐন্দ্রজালময় অবস্থা (*Purified Magical religions or Therianthrophic Polytheism*) এ সময়েও জৈবদেববাদের প্রাধান্য থাকে বটে, তবে তাহার মধ্যে পশু ও মানবরূপী দেবতার উৎপত্তি দেখা যায়। (৩য়) প্রাকৃত শক্তিতে অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অর্দ্ধনৈতিক অর্দ্ধপ্রাকৃত দেববাদের অবস্থা (*Religions in which the powers of nature are worshipped as Manlike though superhuman and semi-ethical beings or Anthropomorphic polytheism*)। ইহার মধ্যে প্রথম অবস্থায় আবার তিনটী ভাগ কল্পিত হয়। প্রথমভাগের অবস্থা বড় অপরিস্ফুট। সে সময় যে সকল প্রেতকর্ত্তৃক প্রাকৃতিক অবভাস (Natural phenomena) সকল নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হয় বলিয়া গণ্য হয়, সেই সকলের প্রতিই মানব-মনে শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হইত এবং তন্মধ্যে আবার একটী বিশেষরূপে ক্ষমতাশালী বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহাকেই পরাৎপর বলিয়া ধারণা করিত। দ্বিতীয় ভাগের অবস্থায় ইন্দ্রজালে বিশ্বাস হওয়ায় মানব-মনে নীতি ও অনীতি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। তৃতীয়ভাগে মনের অন্যান্য বৃত্তি মধ্যে ভয়ের আধিক্য ও আধিপত্য হেতু ধর্ম্মের আচার ব্যবহারাদি সমস্তই স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় অবস্থায় যদিও মনুষ্যাকার কল্পিত হইতে আরম্ভ হয়, তথাপি পশ্বাকার দেবতারই প্রাধান্য বেশী, কিন্তু তাহা হইলেও এ সময়ে দেবতার অধ্যাত্মভাব (Spiritual) উপলব্ধ হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাহা পদার্থাদিতে ও জীবদেহে আবদ্ধ। এই সময়ের দেবতাদিগেরই আকার নরকার পশুমুখ বা পশ্বাকার নরমুখ। তখন দেবতা ও প্রেতের পার্থক্য জ্ঞান হওয়াতে প্রেতপূজার হ্রাস ও ঐন্দ্রজালিক আচার ও ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি কমিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রাচীন এবং বর্ত্তমান আচার ব্যবহার একত্র মিশিয়া এক প্রকার অজ্ঞাত কারণজাত আচার ব্যবহার (Mystic rituals) বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। এই অবস্থার সময়েই সুগঠিত ও অগঠিত (organized and unorganized) এই দুইটী ভেদ দেখা যায়।

৩য় অবস্থায় দেবতারা সকলেই মনুষ্যাকার ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তাঁহারাই প্রাকৃতিক শক্তি সকলের নিয়ন্তা, প্রাকৃতিক ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা এবং সু ও কুর জনক। এ সময় তাঁহাদের পূর্ব্বাধার পশুবৃক্ষপ্রস্তরাদি তাঁহাদের বাহন, ভূষণ বা লিঙ্গ (Symbols) হইয়া পড়ে এবং তাহা পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই সমস্ত দেবতারা এই সময়ে সকল রূপ ধারণ করিতে পারেন এবং তদনুসারে নানা গল্প চলিয়া থাকে। এই সময় দেব ও দৈত্যের কল্পনা হইয়া থাকে। প্রাচীন জৈবদেববাদের পিশাচ, ডাকিনী, প্রেত, দৈত্য, Centaurs, Harpies, Satyrs ইত্যাদি যাহাদিগকে আর পৌরাণিক গল্প হইতে বিযুক্ত করিয়া বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিবার উপায় থাকে না, তাহারা দেবতাদের অনুচর বা শত্রু বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। শিবের ভূতনাথত্ব, গণেশের গণাধিপত্ব, কালীর যোগিনী-ডাকিনী-সঙ্গিনীত্ব ও দেবাসুরের শত্রুত্ব কল্পিত এই অবস্থার অন্তর্গত।

নৈতিক ধর্ম্ম (*Ethical religion*)—অনেকে বলেন যে যখন অধিকাংশ ধর্ম্মপন্থা কোন না কোন শাস্ত্রগ্রন্থের বিধি। নিয়মাদির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছে, তখন দু একটির জন্য তাহাদের নৈতিকাদি ভেদ কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? গবেষণাদ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আদিম কালে মানবের মনে ভয়, বিস্ময় ও অজ্ঞতা হইতে যে একটী সুন্দর মহান্ ভাব উৎপন্ন হইয়া কালে শ্রদ্ধা ভক্তি বা (আরও উচ্চাঙ্গের) ঈশ্বরভক্তিতে পরিণত হইয়াছে, সেই ভাবটী যাহাতে সাধারণতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে পারে, ধর্ম্মের এমন সকল সর্ব্বজনীন নিয়মাদি হওয়া উচিত। সত্য, দয়া, মায়া, স্নেহ, উপকার ইত্যাদি সুনীতিগুলি বিশ্বজনীন, ঈশ্বরে ভক্তি প্রদর্শনের নিয়মাদিও সেইরূপ বিশ্বজনীন না হইলে ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা থাকিয়া যাইবে। এখন যতগুলি ধর্ম্মপন্থার বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় পন্থাকে কেবল

প্রাচীন সেমিতিক ধর্ম্ম।

- দক্ষিণ শাখা (প্রাচীন আরবীয় ধর্ম্ম)
  - উত্তর আরবের ধর্ম্ম
  - সেবীয় (Sabæan) বা হিম্যারিতীয় (Hemyaritic) ধর্ম্ম (মেসোপোটেমিয়ার ধর্ম্মের সংস্রব)
    - হানেফিদিগের ধর্ম্ম
      - মহম্মদীয় বা ইস্লাম ধর্ম্ম
- উত্তর শাখা
  - পশ্চিম শাখা
    - ১— হিব্রু ধর্ম্ম
      - প্রাচীন ইস্রায়েল ধর্ম্ম
        - মুসাদ্বারা সংস্কৃত ধর্ম্ম
          - ইস্রাইল্দিগের
          - জুডার ধর্ম্ম
            - সংস্কর্ত্তা (Prophets)-দিগের সংস্কৃত ধর্ম্ম
              - জুডাধর্ম্ম (Judaism)
                - গস্পেলের ধর্ম্ম বা প্রথম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম
      - মোআবিটিক (Moabitic) ও আম্মোনাইটিক (Ammonitic)
    - ২— ক্যানানাইটিক ধর্ম্ম সকল (Canaanitic)
    - ৩— ফিনিসীয়
      - বিব্‌লোসিদের ধর্ম্ম (Gebal) জিবল ধর্ম্ম।
      - টায়ার ও সিডনের ধর্ম্ম।
    - ৪— ক্রীট্ ও ফিলিষ্টাইনের ধর্ম্ম।
    - ৫— এসিয়ামাইনরের সেমিতিক (Semitic) ধর্ম্ম।
    - ৬— আর্ম্মিয়ান (Armæan) ধর্ম্ম সকল।
  - পূর্ব্ব শাখা
    - বাবিলোনীয় ধর্ম্ম (বিদেশীয় ধর্ম্ম সংস্রব)
      - আসিরীয় ধর্ম্ম

এইরূপ বিশ্বজনীন-ধর্ম্ম-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। এ গুলিতে সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিলেই হয়, নীতি ও উদারতার উপরই এ গুলি গঠিত। অধ্যাপক কিউনেন (Prof. Kuenen) ইস্লামকেও আবার ইহার মধ্য হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার মতে ইস্লামে এমন কতকগুলি রীতি নীতি আছে, যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির পক্ষে প্রতিপালন করা সুবিধা হয় না। তাঁহার মতে, ইস্লাম বিশেষাত্মক (Particularistic), বিশ্বাত্মক (Universalistic) নহে। অধ্যাপক রওয়েনহফ্ (Prof. Rauwenhoff) আবার তিনটীর কোনটীকেই 'বিশ্বাত্মক' বলিয়া স্বীকার করেন না। এ মতভেদের মীমাংসা কোন দিন হইবে কিনা কে জানে, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান্ ও ইস্লাম এই তিন মতেই সাম্প্রদায়িকতার প্রতি লক্ষ্য অপরাপর অপেক্ষা অনেক কম। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরে ভক্তিদান, ঈশ্বরের প্রীতিআকর্ষণ, স্বর্গগমনের লোভ ইত্যাদি বিষয়ের অনুশীলন অপেক্ষা মানব-মনের ও মানব-অন্তঃকরণের (Mind and heart) প্রসর বৃদ্ধির ও উন্নতিসাধনের শিক্ষাবিধি দেখা যায়।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া শেষে ঐ তিনটীর মধ্যেও আবার কেবল খৃষ্টীয় মতকেই প্রাধান্ত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি ও তর্কে বিশ্বাস করিতে পারিলে এবং আপন আপন ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভাবকে চঞ্চল করিতে পারিলে এই মীমাংসা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অন্ত ধর্ম্মাবলম্বী তাহা স্বীকার করেন না।

এইস্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রদর্শিত ধর্ম্মপন্থাগুলির গঠন-প্রণালীর বিভাগগুলি তালিকাকারে লিখিত হইতেছে;—

১। প্রাকৃত ধর্ম্ম (Nature-religions)।

(ক) বহুপ্রেতদৈবিক ইন্দ্রজালময় অবস্থা (Polydæmonistic magical religions under the control of animism.) এই অবস্থার অসভ্য বর্ব্বরগণের ধর্ম্মগুলি গণ্য। এই ধর্ম্মগুলির বর্ত্তমান আকারও আবার পূর্ব্বাবস্থার ভগ্নাবশেষ।

(খ) সুগঠিত ইন্দ্রজালময় অবস্থা (Purified or organized magical religions, *i. e.* Therianthropic Polytheism.) ইহা আবার অগঠিত ও সুগঠিত ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল ধর্ম্ম এই অবস্থায় অন্তর্গত তাহা পরে লিখিত হইল।

১। অগঠিত। (Unorganized)	২। সুগঠিত। (Organized)
জাপানবাসীদের প্রাচীনধর্ম্ম 'কামি-নো মদ্‌সু'।	ময়, নাচেজ প্রভৃতি আমেরিকাবাসীদিগের অর্দ্ধোন্নত ধর্ম্ম।
দ্রাবিড়ীয় অনার্য্য ধর্ম্ম।	প্রাচীন চীন-ধর্ম্ম।
ফিন্‌লণ্ড ও এষ্ট্‌দিগের ধর্ম্ম।	প্রাচীন বাবিলোনীয় বা কালদীয় ধর্ম্ম।
প্রাচীন আরবীয় ধর্ম্ম।	মিশরের ধর্ম্ম।
প্রাচীন পিলাস্‌গীয় ধর্ম্ম।	
প্রাচীন ইতালীয় ধর্ম্ম।	
গ্রীক প্রভাবের পূর্ব্বে এট্রুসীয় ধর্ম্ম।	
প্রাচীন স্লাবোনীয় ধর্ম্ম।	

(গ) মনুষ্যাকার অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট অর্দ্ধপ্রাকৃত অর্দ্ধনৈতিক দেববাদের অবস্থা (Worship of man-like but Superhuman and Semi-ethical beings, *i.e.* Anthropomorphological Polytheism) এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ধর্ম্মগুলি গণ্য,—

প্রাচীনতম বৈদিকধর্ম্ম (ভারতবর্ষ)

জরথুস্ত্রীয় মতের পূর্ব্ববর্ত্তী ইরাণীয় ধর্ম্ম (ব্যাক্‌ট্রিয়া, মিদিয়া (মদ্র), পারস্ত।)

বাবিলোনীয় ও আসীরীয় মধ্য ধর্ম্ম।

অন্যান্য উন্নত সেমিতিক ধর্ম্ম (ফিনিকিয়া, কানান, অরমিয়া (আর্ম্মেণিয়া), সেবিয়া (দক্ষিণ আরববাসী) কেল্‌টিক, জর্ম্মণীয়, হেলেনীয় ও গ্রীক-জর্ম্মণের ধর্ম্ম।

২। নৈতিক ধর্ম্ম—

(ক) সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দেববাদের অবস্থা (National nomistic or nomotheistic) এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ধর্ম্মগুলি গণ্য হয়,—তাও (Taoism), কন্‌ফুচীয় (Confucianism), ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম (সর্ব্ববিধ বিভাগ সহ), জৈনমত, মজ্‌দামত (Mazdaism) অর্থাৎ জরথুস্ত্রীয় মত, মুসামত (Mosaism), ও জুডার মত (Judaism)।

(খ) বিশ্বাত্মক (Universalistic) ইস্‌লাম্, বৌদ্ধ, ও খৃষ্টান্ ধর্ম্ম।

[হিন্দু, খৃষ্টান্, বৌদ্ধ, জৈন, মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দে তত্তদ্ধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ধর্ম্ম (পুং ক্লী) ১ ধনু। ২ যম। ৩ সোমপ। ৪ সৎসঙ্গ। ৫ অর্হৎ, জিন। ৬ ন্যায়। ৭ স্বভাব। ৮ আচার। ৯ উপমা। ১০ ক্রতু। ১১ অহিংসা। ১২ উপনিষদ্। ১৩ আত্মা। ১৪ জীব। ১৫ ভাগ্যাখ্য লগ্নভেদ, জাত লগ্ন হইতে নবম স্থানকে ধর্ম্মস্থান

কহে, এই নবম স্থান দেখিয়া বালক কিরূপ ভাগ্যসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক হইবে, তাহা জানিতে পারা যায়। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—

ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি, ভাগ্যোপপত্তি, চরিত্রশুদ্ধি, তীর্থযাত্রা ও প্রণয় এই সকল পুণ্যালয়ে অর্থাৎ নবমস্থানে নিরূপিত হইবে। তন্মধ্যে অন্যান্য স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান চিন্তা করা বিশেষরূপে আবশ্যক, যেহেতু আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বিত্ত এই সকলই ভাগ্যাধীন। গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অন্যান্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে ভাগ্য চিন্তা করিবে। ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিতা ও বংশ সকলই ধন্য। যাহার বিপুল চিত্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই কুলীন, পণ্ডিত, মেধাবী, শাস্ত্রজ্ঞ, বক্তা, সুশ্রী, ভাগ্যশালী ও বহু গুণান্বিত হয় নাই।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে নবমস্থানকে ভাগ্যালয় কহে, ঐ স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তৎস্থানস্থ হয়, কিংবা ঐ স্থানে উক্ত শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য স্বদেশোদ্ভব ভাগ্যফল ভোগ করে। আর যদি ঐ ভাগ্যস্থান অধিপতি ভিন্ন স্বীয় উচ্চগৃহস্থ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে মানব দেশান্তরে ভাগ্যবান্ হয়। কিন্তু ক্রূর গ্রহ এইরূপ হইলে মনুষ্য বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। ভাগ্যেশ্বর যদি বলবান্ হইয়া ভাগ্যস্থানে কিংবা স্বগৃহে বিরাজ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের গ্রহসংস্থান বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ ফল বিবেচনা করিবে।

যাহার জন্মকালে লগ্নস্থ, তৃতীয়স্থ ও পঞ্চমস্থ বলবান্ গ্রহের নবমস্থানে দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রূপবান্ বিলাসশীল ও বহুলাভযুক্ত হয়, যে মনুষ্যের জন্মকালে নবমস্থ গ্রহ স্বগৃহস্থ হইয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালী ও মানস সরোবরের হংসের ন্যায় স্বীয় কুলের ভূষণস্বরূপ হয়। নবমস্থ রবি এবং মঙ্গল যদি পূর্ণেন্দুযুক্ত ও বলবান্ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য স্বীয় বংশের মর্য্যাদানুসারে শুভগ্রহের দশায় রাজমন্ত্রী কিংবা রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্যস্থানে অবস্থিতি করেন এবং ঐ গৃহ তাহার উচ্চস্থান হয়, তাহা হইলে ঐ মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়। শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য বলবান্, বিলাসশীল ও ভূপতি হয়। (জাতকাভরণ)

জন্মকালে সূর্য্য যদি নবমস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য নিরন্তর ভাগ্যহীন হয়। কিন্তু যদি ঐ নবমস্থান সূর্য্যের সম্পূর্ণ উচ্চস্থান হয়, তাহা হইলে মনুষ্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং রাজ্যপদ প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যহীন ও পুণ্যহীন হয়, তবে যদি স্বীয় উচ্চ স্থানে থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য নির্ম্মল ধর্ম্ম সঞ্চয় করে। মতান্তরে সূর্য্য নবম গৃহে থাকিলে মানব সত্যবাদী, উত্তম কেশযুক্ত, কুলজন-হিতকারী, দেবব্রাহ্মণভক্ত, প্রথম বয়সে রোগযুক্ত, যৌবনকালে দৃঢ়তর, বহুধনসম্পন্ন, দীর্ঘজীবী ও উত্তম শরীর হয়। যদি পূর্ণচন্দ্র নবম থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধনসম্পন্ন ও পিতৃযজ্ঞপরায়ণ হয়, কিন্তু যদি নবমে ক্ষীণ চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে উক্ত সমুদায় ফল অল্প পরিমাণে হইবে। মতান্তরে পূর্ণচন্দ্র নবম স্থানে থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধনসম্পন্ন ও কামিনীদিগের সন্তোষজনক হইবে। কিন্তু যদি ঐ নবম গৃহস্থিত চন্দ্র নীচ গৃহস্থিত বা ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী না হইয়া নির্ধন হইবে, এবং মূঢ় ও সৎপথবিরোধী হইয়া উঠিবে। মঙ্গল নবম স্থানে থাকিলে মানব রক্তবস্ত্রব্যবসায়ী, পাশুপতব্রতপরায়ণ ও সৌভাগ্যহীন হইবে। মতান্তরে মঙ্গল নবম গৃহে থাকিলে মনুষ্য রোগযুক্ত, বহুধনজনদ্বারা পূর্ণ, সৌভাগ্যহীন, কুৎসিত বস্ত্রপরিধানকারী, সাধুসমীপে সুবেশসম্পন্ন ও শিল্পবিদ্যাতে অনুরাগযুক্ত হইবে। তাহার নয়ন, কেশ ও শরীর পিঙ্গলবর্ণ হইবে। যদি বুধ নবম গৃহে থাকেন, এবং ঐ নবম গৃহ যদি পাপগৃহ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মন্দভাবে ও বৌদ্ধমতাবলম্বী বা অন্য কোন বিধর্ম্মাক্রান্ত হইবে। কিন্তু যদি ঐ বুধ স্ফুটরশ্মি অর্থাৎ উজ্জ্বল হন, তাহা হইলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, সুবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক হইবে। মতান্তরে যদি নবম গৃহে বুধ থাকেন, এবং যদি ঐ নবম গৃহ শুভ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য স্ত্রীপুত্রসম্পন্ন ও ধনবান্ হইবে। কিন্তু যদি ঐ নবম গৃহ পাপগ্রহের স্থান হয়, তাহা হইলে মনুষ্য দুঃখিতান্তঃকরণ ও বেদবিনিন্দক হইবে। সে ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম বা অন্য কোন অনার্য্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। বৃহস্পতি নবম গৃহে থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যশালী, রাজপ্রিয়, ধনবান্, গুণবান্, দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞপরায়ণ, পরমার্থজ্ঞ, কুলবর্দ্ধন ও প্রচুর কীর্ত্তিশালী হইবে। শুক্র ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুবিধ তীর্থপরিভ্রমণ দ্বারা পবিত্র শরীর এবং দেব ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে। সে ব্যক্তি নিজ ভুজদ্বারাই পরম সৌভাগ্য উপার্জ্জনপূর্ব্বক মহোৎসবে কালযাপন করিবে। শনি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মানব নাস্তিক কর্ম্মদ্বারা ভাগ্য সঞ্চয় করিবে এবং এই ব্যক্তি সর্ব্বদা পিতৃগণবঞ্চক, অধার্ম্মিক ও কুপথগামী হইবে। মতান্তরে শনি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে নাস্তিক, ধর্ম্মহীন, ক্লিষ্ট-

বঞ্চক, নিয়ত পাপনিরত, ধনশূন্য, রোগবিশিষ্ট ও বীর্য্যহীন হয়, এবং তাহার ভার্য্যা পাপকর্ম্মে রত থাকিবে। রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য খল, কুৎসিত বস্ত্রপরিধানকারী ও অত্যন্ত দীন হইবে। সে ব্যক্তি চণ্ডালের ন্যায় কর্ম্ম করিবে, এবং অতিথিদিগের সহিত নিয়ত আমোদ প্রমোদে রত থাকিবে। সে ব্যক্তি শত্রুকুল হইতে নিয়ত ভীত থাকিবে। রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য নীচকর্ম্মে অনুরক্ত, সত্যহীন, শৌচরহিত, সৌভাগ্যহীন ও অতি দীনহীন হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক) ১৭ দ্রুহ্যবংশীয় নৃপতিভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।১৪)

ধর্ম্ম, কুমাউন প্রদেশের অন্তর্গত হিমালয়ের দক্ষিণস্থ একটী জনপদ। ৩০° ৫´ হইতে ৩০° ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা অত্যধিক। এই দেশের মধ্যে লিবং নামক পর্ব্বতশিখর ১৮৯৪২ ফিট্ উচ্চ। উত্তর সীমান্তে ধর্ম্ম-গিরিপথ হূণদেশ নামক জনপদে গিয়া মিলিয়াছে। এই গিরিপথ ১৫০০০ ফিট্ উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থান বন্ধুর উপত্যকামাত্র। এই স্থানেই গঙ্গার উপনদী কালী নদীর উৎপত্তি। কালীর প্রধান উপনদী ধৌলী (ধবলী) নদীও এই প্রদেশেই প্রবাহিত। অধিবাসীরা ভুটিয়া ও তিব্বতীয়, ইহারা মেষপাল লইয়া কুমাউন ও হূণদেশের মধ্যে বাণিজ্য করে। দেশের পরিমাণ ফল প্রায় চারিশত বর্গমাইল।

ধর্ম্মকথক (পুং) ধর্ম্মবক্তা।

ধর্ম্মকথাদরিদ্র (পুং) ধর্ম্মার্থকামানাং দরিদ্রঃ। কলিকালে জাত মানব, কলিকালে মানবগণ ধর্ম্মকথাবিহীন হইয়া থাকে, এইজন্য তাহাদিগকে ধর্ম্মকথাদরিদ্র কহে।

ধর্ম্মকর উপাধ্যায়, 'তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি' নামক স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণেতা।

ধর্ম্মকর্ম্মন্ (ক্লী) ধর্ম্মায় ধর্ম্মস্য বা কর্ম্ম কার্য্যং। ধর্ম্মানুষ্ঠান। ধর্ম্মপ্রতিপাদক কর্ম্মভেদ, যে কার্য্য আচরণ করিলে শুভ হয়, তাহাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম কহে।

"বেদপ্রাণহিতং ধর্ম্মকর্ম্ম তন্মঙ্গলং পরং।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ°)।

বেদবোধিত যে সকল কার্য্য তাহাকে ধর্ম্ম কহে, এবং উহা অতিশয় মঙ্গলজনক।

ধর্ম্মকাম (পুং) ধর্ম্মং কাময়তে ফলসিদ্ধি সন্ধানেন কম-অণ্। কর্ত্তব্য বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্মকারক। "অথ তে যদি ধর্ম্মবিচিকিৎসা বৃত্তি বিচিকিৎসা বা স্যাৎ। তে তত্র ব্রাহ্মণা সম্যক্ দর্শনযুক্তা আযুক্তা অরুক্ষা ধর্ম্মকামা স্যুঃ।" (একাদশীতত্ত্বধৃত শ্রুতি)

ধর্ম্মকায় (পুং) ধর্ম্মায় কায়ো দেহো যস্য। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড)

ধর্ম্মকার (পুং) ধর্ম্মং করোতীতি ধর্ম্ম-কৃ-অণ্। ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা।

ধর্ম্মকার্য্য (ক্লী) ধর্ম্মায় ধর্ম্মস্য বা কার্য্যং। ধর্ম্ম কর্ম্ম।

ধর্ম্মকীর্ত্তি (পুং) ১ বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত এক রাজা। ২ এক জন বিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও প্রাচীন কবি।

ইনি বৌদ্ধসঙ্গতি নামক অলঙ্কারগ্রন্থ, প্রমাণবার্ত্তিক, প্রমাণবিনিশ্চয় ও প্রসন্নপাদ নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, বাদন্যায়, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে এবং সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, ধ্বন্যালোকলোচন নামক গ্রন্থে ইহার রচিত কবিতাবলী উদ্ধৃত আছে।

৩ ধাতুপ্রত্যয়পঞ্জিকা ও ধাতুমঞ্জরী নামক বৈয়াকরণিক গ্রন্থকার।

ধর্ম্মকীল (পুং) ধর্ম্মস্য কীল ইব। শাসন, রাজ্যশাসন।

ধর্ম্মকীলক (পুং) ধর্ম্মকীল সংজ্ঞায়াং কন্। ব্রহ্মশাসন।

ধর্ম্মকুমার সাধু, জৈন গ্রন্থকার। ইনি শীলভদ্রচরিত্র নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্ম্মকুমার সাধু আপন গুরু তালিকায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে নগেন্দ্রগচ্ছের মধ্যে হেমপ্রভসূরি উৎপন্ন হন, তাঁহার শিষ্য বিদ্যাধরপ্রভ। ধর্ম্মকুমার সাধু এই বিদ্যাধরপ্রভের শিষ্য। প্রদ্যুম্ন আচার্য্য ইহার গ্রন্থ সংশোধন করেন। শীলভদ্রচরিত্র 'গনাতিশরযক্ষ' বৎসরে লিখিত হয়।

ধর্ম্মকূপ (পুং) একটী প্রাচীন তীর্থ।

ধর্ম্মকৃৎ (ত্রি) ধর্ম্মং ধর্ম্মসাধনং কর্ম্ম করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্। ১ ধর্ম্মসাধন কর্ম্মকর।

"জ্যোষ্ঠাসু চ বহুমিত্রঃ সন্তুষ্টো ধর্ম্মকৃৎ প্রচুরকোপঃ।" (বৃহৎসং ১০১।১০) ২ বিষ্ণু। (ভারত ২৩।১৪৯।৭৪)

ধর্ম্মকৃত্য (ক্লী) ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান।

ধর্ম্মকেতু (পুং) ধর্ম্মঃ অহিংসারূপকর্ম্ম কেতুর্যস্য। ১ বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাই একমাত্র পরমধর্ম্ম, এই জন্য ধর্ম্মকেতু শব্দে বুদ্ধকে বুঝায়। ২ কাশ্যপবংশীয় সুকেতু নৃপের পুত্র-ভেদ। "সুকেতু স্তনয়স্তাপি ধর্ম্মকেতুরিতি শ্রুতঃ।"

(হরিবংশ ২৯ অ°)

ভাগবত মতে, অলর্কবংশীয় সুকেতুর পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৬)

বিষ্ণুপুরাণের মতে সুকুমারের পুত্র। ৩ একজন ব্যাধ, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মহাদেবের শাপে কালকেতু নামে ইহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

ধর্ম্মকোট, পঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলার জিরা তহ-সীলের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা ৩০° ৫৬´ ৪৫´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৫° ১৬´ ৩০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫০০ হাজার, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

ফিরোজপুর হইতে লুধিয়ানার রাস্তায় ফিরোজপুরের ২৮ ক্রোশ পূর্ব্বে এই নগর অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম কোটালপুর ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দল্লেবালা শিখসমাজের সর্দ্দার তারাসিংহ এখানে ধর্ম্মকোট নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও তদনুসারে নগরের নামও পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। তারাসিংহের গড় এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে পথঘাট পয়ঃনালার অবস্থা ভাল, সকল রাস্তাই পাকা। শস্তের বাণিজ্যই বেশী। অনেক ধনী বণিকের বাস আছে। নিকটে আর সহর না থাকায় লুধিয়ানার পরেই ইহার বাজার খুব বড়। দেশীয়দিগের সরাই আছে। য়ুরোপীয়গণের বাসের ব্যবস্থাও প্রয়োজন মত করা হয়।

ধর্ম্মকোষ (পুং) ধর্ম্মঃ কোষইব, ধর্ম্মস্ত কোষঃ সমূহো বা। ১ ধর্ম্মরূপ রক্ষণীয় বস্তু। ২ ধর্ম্মসমূহ।

"ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামভিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্ত গুপ্তয়ে॥" (মনু ১।৯৯)

ধর্ম্মক্ষেত্র (ক্লী) ধর্ম্মস্ত ক্ষেত্রং। ১ ধর্ম্মার্জ্জনার্থক্ষেত্র, কর্ম্মভূমি, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই একমাত্র ধর্ম্ম উপার্জ্জনের স্থান, এই জন্ত ভারতবর্ষকে ধর্ম্মক্ষেত্র কহে। ২ কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র কহে।

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।" (গীতা ১।১)
'কুরুক্ষেত্রঞ্চ শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং দেবযজনমবিমুক্তং বা।'
(মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা) [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

(পুং) ৩ এক প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

ধর্ম্মগহনাভ্যুদ্গতরাজ (পুং) বুদ্ধের নামান্তর।

ধর্ম্মগুপ্ (ত্রি) ধর্ম্মং গোপায়তি গুপ-কিপ্। ১ ধর্ম্মরক্ষক। ২ বিষ্ণু। "ধর্ম্মগুপ্ ধর্ম্মকৃৎ ধর্ম্মী।" (ভারত ১৩।১৪৯ অঃ)

ধর্ম্মগুপ্ত (পুং) একজন বণিক। ইহার কন্তার নাম দেবস্মিতা। (কথাসরিৎসা°)

২ পাটলিপুত্র নগরবাসী একজন বণিক। ইহার পত্নীর নাম চন্দ্রপ্রভা। তাহার গর্ভে ইহার এক কন্তা জন্মে। ঐ কন্তা সোমপ্রভা নামে প্রসিদ্ধ হয়। (কথাসরিৎসা°)

৩ রামদাসের পুত্র। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি রামায়ণটীকা রচনা করেন।

ধর্ম্মঘট (পুং) ধর্ম্মার্থং দেয়ো ঘটঃ ধর্ম্মায় ঘটঃ সুগন্ধোদকপরিপূর্ণকলসঃ। সৌর বৈশাখমাসে প্রত্যহ দাতব্য সুগন্ধোদকপূরিত কলস। বৈশাখমাসে ধর্ম্মঘটব্রত আচরণ করিতে হয়।

"দদ্যাধর্ম্মঘটাংশ্চাপি সুগন্ধোদকপূরিতান্।" (কাশীখ° ১২)

"বিনিক্রান্তে ততশ্চৈত্রে যদা মেষগতো রবিঃ।
দোষাবিরহিতে কালে চতুর্ব্বর্ষং সমাচরেৎ॥
তত্র নিত্যং ঘটং দদ্যাৎ মাসমেকং স ভোজ্যকং।
চন্দনেন সমালিপ্তং দক্ষিণাদিভিরন্বিতং॥
ব্রতমেতৎ সমাকুর্য্যাৎ যাবৎ বর্ষচতুষ্টয়ং॥" (ভবিষ্যপু°)

চৈত্রমাসগত হইলে সূর্য্য মেষরাশিতে উদিত হইলে অর্থাৎ বৈশাখমাসে দোষাদি রহিত কালে চতুর্ব্বর্ষ আচরণ করিবে, ইহাতে অর্থাৎ ঐ বৈশাখমাসের প্রতিদিন ঘট চন্দনাদি লিপ্ত করিয়া ভোজ্যের সহিত দান করিতে হইবে, এই বিধানে এই ব্রত চারিবৎসর করিতে হইবে। ধর্ম্মঘটব্রতের বিষয় অন্তরূপও লিখিত আছে—

"শীতলেন সুগন্ধেন বারিণা পূরিতং ঘটং।
শুক্লচন্দনদিগ্ধাঙ্গং পুষ্পদামোপশোভিতং॥
দধ্যোদনযুতঃ কুর্য্যাৎ শরাবং তস্ত চোপরি।
উপানচ্ছত্রসংযুক্তং ধর্ম্মাখ্যং কারয়েদ্ঘটং॥" (হেমাদ্রিদানখ°)

শীতল ও সুগন্ধি বারি দ্বারা ঘটপূর্ণ করিয়া এবং ঘটের গলায় শুক্ল চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। ঘটের গায়ে দধ্যক্ত দিয়া তাহার উপর একটী শরাব দিতে হইবে। এই ঘটের সহিত বিনামা ও ছত্রসংযুক্ত করিয়া ধর্ম্মাখ্য ঘট কল্পিত করিয়া দান করিতে হইবে। ধর্ম্মঘটব্রত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রয়োগানুসারে করিতে হইবে।

মহাবিষুবসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিন প্রথমে স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে। সঙ্কল্প 'অদ্যেত্যাদি বৈশাখে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী যমালয়গমননিবারণপূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা অদ্যারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ প্রতিবর্ষীয় মেষস্থরবৌ প্রত্যহং গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকং শ্রীবিষ্ণুপূজা সভোজ্যঘটদানকথাশ্রবণরূপধর্ম্মঘটব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিতে হইবে। যে বৎসর এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বৎসর এইরূপ সঙ্কল্প হইবে, তাহার পর পর বৎসরে নিম্নলিখিত রূপ হইবে। "অদ্যেত্যাদি মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং মৎসঙ্কল্পিতধর্ম্মঘটব্রতকর্ম্মণি যথাবিধি গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকং শ্রীবিষ্ণুপূজা সভোজ্যঘটদানকথা শ্রবণমহং করিষ্যে।" তাহার পর একজন ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া যথাবিধানে সামান্তার্ঘ, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া শালগ্রাম শিলা বা ঘটে পূজা করিতে হইবে। 'বাং হৃদয়ায় নমঃ' এইরূপে অঙ্গন্তাস ও করান্তাস করিয়া নারায়ণের ধ্যান করিতে হইবে। পরে 'ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে

নমঃ' এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইবে। পরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও আবরণ-দেবতায় পূজা করিবে। পরে ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সভোজ্যবারিপূর্ণঘটায় নমঃ' এইরূপে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

'ওঁ ঘটস্থং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতা॥'

এই মন্ত্রে চন্দনানুলেপন করিয়া 'অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ধর্ম্মঘটব্রতকর্ম্মণি ইমং সভোজ্য, বারিপূর্ণঘটমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা-সম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।' এইরূপে উৎসব করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিতে হইবে।

"ওঁ ধর্ম্মস্ত্বং ঘটরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ॥
যথা ত্বং শীতলো নিত্যং সংপূর্ণঃ শীতবারিণা।
তথা মাং সুরশার্দ্দূল শীতলং কুরু ধর্ম্মরাট্॥
এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥
পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাশ্বতী॥"

ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। তাহার পর কথা শুনিতে হইবে। কথা—

"শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং।
চন্দ্রকেতুরিতি খ্যাতো রাজাসীদ্ধার্ম্মিকঃ সুধীঃ॥
সুশীলা তস্য ভার্য্যাসীৎ মালাবত্যাতি বিশ্রুতা।
সা সর্ব্বগুণসংযুক্তা সাধ্বীয়ং দ্রৌপদী যথা॥
একস্মিন্ সময়ে রাজন্ লোমশস্য চ সন্নিধৌ।
সৈষা পুটাঞ্জলির্ভূত্বা লোমশং পরিপৃচ্ছতি॥

মালাবত্যুবাচ।

শৃণু ত্বং মুনিশার্দ্দূল সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ।
যমালয়ং ন গচ্ছামি তদুপায়ং ব্রবীহি মে॥
সমাখ্যাহি ব্রতং দেব সফলং পাপনাশনং।

লোমশ উবাচ।

শৃণু রাজ্ঞি! মহাভাগে যেন তত্র ন গচ্ছতি।
তদুপায়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং হি সমাহিতা॥
জন্ম জন্ম কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
বিষ্ণুস্মরণমাত্রেণ হন্তি পাপং পুরাকৃতং॥
যেন ধর্ম্মপ্রসাদেন তুষ্টো দেবো জনার্দ্দনঃ।
পূজয়েদ্দেবদেবানাং সর্ব্বকামফলপ্রদং॥
সমারোপ্য ততো দেবং চন্দনেন বিলেপিতং।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা॥
অয়নে কোটিগুণিতং লক্ষং বিষ্ণুপদীষু চ।
ষড়শীতিসহস্রন্তু ষড়শীত্যামুদাহৃতং॥
বিষুবে শতসাহস্রং ব্রতং তত্র সমাচরেৎ।

মালাবত্যুবাচ।

মমৈতৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ ব্রতঞ্চ ত্বয়া প্রভো।
কিং বিধানং ফলং কিং বা কৈশ্চ লোকে কৃতং পুরা॥

লোমশ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে পূর্ব্বকালস্য যা কথা।
বিনিষ্ক্রান্তে ততশ্চৈত্রে যদা মেষগতো রবিঃ॥
দোষাদিরহিতে কালে চতুর্ব্বিধং সমাচরেৎ।
তত্র নিত্যং ঘটং দদ্যাৎ মাসমেকং সভোজ্যকং॥
চন্দনেন সমালিপ্তং দক্ষিণাদিভিরন্বিতং।
ব্রতমেতৎ সমাকুর্য্যাৎ যাবৎ বর্ষচতুষ্টয়ং॥
অনেনৈব বিধানেন যা ব্রতঞ্চ সমাচরেৎ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য স্বর্গলোকে মহীয়তে।
দ্রৌপদ্যা চরিতং যত্তৎ শৃণু ত্বং ধ্যানতৎপরা।
দ্রৌপদ্যা তদিদং পূর্ব্বং ন কৃতং ব্রতমুত্তমং॥
মৃতা গতা চ সা সাধ্বী ন লভেত দিবং পুনঃ।
অথ শীঘ্রং সমাগত্য তামূচুর্যমকিঙ্করাঃ।
বিষুবে চ ত্বয়া সাধ্বি ন কৃতং তৎব্রতং কিল॥
ততো মরণকালে স্যাৎ স্বর্গদ্বারং বিরোধিতং।
যমদূতৈঃ সমাসাদ্য গলে পাশো নিবেশিতঃ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

মাভৈষী নীয়তে দেবি ধর্ম্মরাজস্য সন্নিধৌ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ব্রতানি বিবিধানি চ॥
যজ্ঞদানবিধানঞ্চ ত্বয়াং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
কিন্ত্বত্র ন কৃতং পূর্ব্বং মাধবে মাসি সুব্রতে॥
ব্রতং ধর্ম্মঘটং নাম তেন যাসি যমালয়ং।

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যমদূতা মহাত্মানো নয়ন্তু মাং যমালয়ং।
তৎপ্রসাদেন মে শীঘ্রং গলে পাশো বিমুঞ্চতু॥
ততো বিধৃত্য স্বকরে সমানীতা যমান্তিকং।

যম উবাচ।

শৃণু ত্বং দ্রৌপদী সাধ্বি সর্ব্বং ত্বয়া প্রতিষ্ঠিতং।
ন কৃতো দেবদেবস্য ব্রতং ধর্ম্মঘটস্ত্বয়া॥
তথাপি তুষ্টো ভদ্রেহং বরং বৃণু যথেপ্সিতং॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

বরং দদস্ব মে নাথ গচ্ছামি পুনরালয়ং।
কর্ত্তব্যং তদ্বিধানেন ব্রতং তব প্রসাদতঃ॥

যম উবাচ।

ব্রতং ধর্ম্মঘটং দেবি কুরু ত্বয়া নিজালয়ং।
নাগন্তব্যং ত্বয়া দেবি পুনর্ম্মম পুরীং শুভে॥
ততো গতা চ সা চৈব তুষ্টোঽভূদন্তকস্তদা।
ভূয়ো ভূমিগৃহং প্রাপ্য তদেব চ তথা সতী।
সা তত্র তদ্‌ব্রতং চক্রে দানং হোমং যথাবিধি॥
সংপূর্ণে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামাচরৎ সতী।
দদৌ দ্বাদশ বিপ্রেভ্যো দানানি দ্বাদশানি চ॥
চত্বারি জলপাত্রাণি বস্ত্রেণ সহিতানি চ।
দানানি চ ততো দত্বা তৎসংখ্যকঘটা স্তথা॥
আসনানি চ চত্বারি পাদুকসহিতানি চ।
দানানি চ ততো দত্বা তৎসংখ্যকঘটাস্তথা॥
আসনানি চ চত্বারি পাদুকসহিতানি চ।
দক্ষিণাস্ত ততো দত্বা বস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥
তৎব্রতঞ্চ সুসম্পন্নং বিষ্ণুহস্তেঽস্তসত্ততঃ।
এবং কৃত্বা ব্রতং সাধ্বী দ্রৌপদী সুসমাহিতা।
অন্তকালং সমাসাদ্য সা গতা বৈষ্ণবং পুরং॥
ইত্যুক্ত্বা লোমশে নাথ কন্যা মালাবতী তথা।
কৃত্বা চৈব ব্রতং সাধ্বী দেবারাধনপূর্ব্বকং॥
সা নিত্যং গর্গরীং দত্বা সম্ভোজ্য দক্ষিণান্বিতাং।
দেবোদ্দেশেন বিপ্রায় শ্রদ্ধায় প্রত্যপাদয়ৎ॥
এবং যা কুরুতে নারী পুত্রপৌত্রসমন্বিতা।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং শ্রিয়ঞ্চ লভতে সুখং।
অন্তে যাতি পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ॥"

(ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত ধর্ম্মঘটব্রতকথা সমাপ্ত।)

পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইবে। এই ব্রতাচরণ করিলে নারীদিগের নানা প্রকার সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

ধর্ম্মঘ্ন (ত্রি) ধর্ম্মং হন্তি হন-ক। ধর্ম্মনাশক, ধর্ম্মদ্বেষী।

ধর্ম্মঘোষ, ১ জৈনদিগের যুগপ্রধানগণের মধ্যে একজন।

২ একজন জৈনগ্রন্থকার। ইনি "সঙ্ঘাচার" ও "অস্থির্যতি পর্য্যস্তবিন্দুস্তযমকা" নামে খ্যাত ২৮টী স্তুতি রচনা করিয়াছেন। ইনি তপাগচ্ছীয় দেবেন্দ্রের শিষ্য ও সোমপ্রভের গুরু। ১৩০২ দেবেন্দ্র উজ্জয়নী নগরে মহেভ্য জিনচন্দ্রের দুই পুত্র বীরধবল ও ভীমসিংহকে দীক্ষিত করেন। ১৩১৩ সংবতে (কোন মতে ১৩০৪ সম্বতে) বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয়া দেবেন্দ্র সুরিপদ প্রদান করেন ও ইহার ভ্রাতা ভীমসিংহকে ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম দিয়া উপাধ্যায় পদে নিযুক্ত করেন।

১৩২৭ সংবতে মালবে দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইলে বিদ্যানন্দ-সূরি গুরুর পদ লাভ করেন, কিন্তু ত্রয়োদশ দিন পরে বিদ্যাপুরে তাঁহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা ধর্ম্মকীর্ত্তি উপাধ্যায় ধর্ম্মঘোষ নামে সুরিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি সুরিপদ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই ধর্ম্মকীর্ত্তি উপাধ্যায় নামেই "সঙ্ঘাচার" রচনা করেন। ইনি "কালসত্তরি" নামে আরও এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৩ একজন জৈনাচার্য্য, চন্দ্রকুলের অন্তর্গত শীলভদ্র সুরির শিষ্য ও যশোধরের গুরু। ইনি বাদিমদহর নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি জনৈক শাকম্ভরীরাজকে দীক্ষিত করেন। এ সম্বন্ধে প্রশস্তি আছে। পদ্মপ্রভের গুরু বাদিচূড়ামণি ধর্ম্মঘোষ সুরি ও এই ব্যক্তি অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

৪ কোটিকগণের মধ্যে বজ্রশাখাসম্ভূত, চন্দ্রগচ্ছীয় চন্দ্রপ্রভের শিষ্য ও সমুদ্রঘোষের গুরু। ইনি ২০টী শিষ্যকে সুরিপদ প্রদান করেন। ইনি শব্দসিদ্ধি নামে ব্যাকরণকর্ত্তা। ইনি আপন গুরুর গুরু জয়সিংহের আদেশ মত পুর্ণিমাগচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১৪৯ সম্বতে ঐ গচ্ছ স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে, ইহার গুরু চন্দ্রপ্রভই ঐ গচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫ একজন জৈনগ্রন্থকার। অঞ্চলগচ্ছীয় জয়সিংহের শিষ্য ও মহেন্দ্রসূরির গুরু। ১২৬৩ সংবতে ইনি "শত-পদিকা" রচনা করেন এবং ১৩৯৪ সম্বতে মহেন্দ্রশিষ্য উহার এক সরলপাঠ প্রকাশ করেন। ইহার গুরুর নাম আর্য্যরক্ষিত। মেরুতুঙ্গের "শতপাদিকাসারোদ্ধার" নামক গ্রন্থে এক প্রশস্তিতে ধর্ম্মঘোষ মহাপুরের অন্তর্গত মরুদেশে ১২০৮ সম্বতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার পিতার নাম চন্দ্র, মাতার নাম রাজল দেবী। ইনি ১২১৬ সম্বতে ব্রতগ্রহণ, ১২২৪ সম্বতে সুরিপদলাভ ও ১২৬৮ সম্বতে ৬০ বর্ষ বয়সে স্বর্গগমন করেন। ইনিই শাকম্ভরীরাজকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

৬ জনৈক সুরি। নগেন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত হেমপ্রভের শিষ্য ও সোমপ্রভের গুরু।

৭ এক জৈনগ্রন্থকার। ইনি মহর্ষিকুল গ্রন্থ রচনা করেন।

ধর্ম্মচক্র (ক্লী) ধর্ম্মস্য চক্রং ৬তৎ। ১ ধর্ম্মসমূহ।
"ভীষ্মেণ বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্ম্মচক্রমবর্ত্তত।" (ভারত আদি°১০৯অ°)
ধর্ম্মস্য চক্রং যত্র। (ক্লী) ২ বুদ্ধ। (ত্রিকা°) ৩ অস্ত্রবিশেষ।
"ধর্ম্মচক্রং মহাচক্রমজিতং নাম নামতঃ।" (হরিবংশ ২২৬।৭)

ধর্ম্মচক্রভৃৎ (পুং) ধর্ম্মচক্রং ধর্ম্মসজ্ঘং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। জিন।

ধর্ম্মচন্দ্র গণি, এক জৈন গ্রন্থকার। ইনি "সিদ্ধজয়ন্তীচরিত্র" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি মানতুঙ্গের ভাগিনেয়।

ধর্ম্মচরণ (পুং) ধর্ম্মাচরণ।

ধর্ম্মচর্য্যা (স্ত্রী) ধর্ম্মস্য চর্য্যা। ধর্ম্মাচরণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান।

ধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) ধর্ম্মং চরতীতি চর-ণিনি ঙীপ্। জায়া, সহধর্ম্মিণী। "সপত্নীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" পত্নীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, এই জন্য পত্নীকে ধর্ম্মচারিণী কহে।

"জ্যেষ্ঠায়াং ধর্ম্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে।"
(ভারত বনপ° ২৯ অ°)

ধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) ধর্ম্মং তৎসাধনকর্ম্ম চরতি চর-ণিনি। ধর্ম্ম-সাধন কর্ম্মকারক।

"স চেৎ স্বয়ং কর্ম্মসু ধর্ম্মচারিণাং
ত্বমন্তরায়ো ভবতি চ্যুতো বিধিঃ।" (রঘু)

ধর্ম্মচিন্তক (পুং) চিন্তয়তি ইতি চিন্তকঃ ধর্ম্মস্য চিন্তকঃ। ধর্ম্মচিন্তাকারী।

ধর্ম্মচিন্তন (ক্লী) চিন্তি ভাবে ল্যুট্ ধর্ম্মস্য চিন্তনং ৬তৎ। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মবিষয়ক ভাবনা।

ধর্ম্মচিন্তা (স্ত্রী) চিন্তি ভাবে অ, টাপ্। ধর্ম্মস্য চিন্তা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তন, উপাধি।

ধর্ম্মচিন্তি (পুং) শাক্যমুনির নামান্তর।

ধর্ম্মজ (পুং) ধর্ম্মার্থং জায়তে জন-ড। ঔরস প্রথম পুত্র, পুত্র না হইলে পিতৃ ঋণ শোধ হয় না, পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্য ধর্ম্মপত্নীতে প্রথম যে পুত্র হয়, তাহাকে ধর্ম্মজ কহে।

"যস্মিন্ ঋণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
সএব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥" (মনু ৯।১০)

যে জ্যেষ্ঠপুত্রের উৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃ-ঋণ হইতে বিমুক্ত হন, এবং স্বয়ং অনন্তত্ব লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধর্ম্মজ কহে। অপর সকল সন্তান কামজ পুত্র। ধর্ম্মাৎ জায়তে জন-ড। ২ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

"এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্ম্মজং।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধুনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্॥" (ভাগ° ৩।৩।১৭)

[যুধিষ্ঠির দেখ।] ৩ বুদ্ধভেদ। (ক্লী) ৪ দিব্য ভেদ। (ত্রি) ৫ ধর্ম্মতঃ জাতমাত্র। (পুং) ৬ নরনারায়ণ।

ধর্ম্মজন্মন্ (পুং) ধর্ম্মতো জন্ম যস্য। যুধিষ্ঠির।

"বীক্ষ্য ধর্ম্মমথ ধর্ম্মজন্মনা।" (মাঘ)

ধর্ম্মজন্য (ত্রি) ধর্ম্মেণ জন্যঃ ৩তৎ। ধর্ম্মদ্বারা জাত সুখ, ধর্ম্মজন্য সুখ হইয়া থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তজ্জন্য সুখ হয়।

"সুখং তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।" (স্মৃতি)

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (স্ত্রী) জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা, ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মাচরণার জিজ্ঞাসা। বেদবাক্যবিচার, ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বেদবাক্য সকলের বিচাররূপ ধর্ম্মমীমাংসা। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।" (মীমাংসাদর্শন)

ধর্ম্মজীবন (পুং) যাজনপ্রতিগ্রহাদিনা পরস্য ধর্ম্মমুৎপাদ্য জীবতি জীব-ল্যু। ব্রাহ্মণবিশেষ, যে সকল ব্রাহ্মণ যাজ-নাদি দ্বারা পরের ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাহাকে ধর্ম্মজীবন কহে। ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

"যশ্চাপি ধর্ম্মসময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্ম্মজীবনঃ।
দণ্ডেনেব তমপ্যোষেৎ স্বকার্য্যসিদ্ধিবিচ্যুতং॥" (মনু ৯।২৭৩)

'যাজনপ্রতিগ্রহাদিনা পরস্য যাগদানাদি ধর্ম্মং উৎপাদ্য যো জীবতি স ধর্ম্মজীবনঃ ব্রাহ্মণঃ।' (কুল্লূক)

ধর্ম্মজীবনব্রাহ্মণ যদি ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন।

ধর্ম্মজ্ঞ (ত্রি) ধর্ম্মং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ধর্ম্মজ্ঞানবিশিষ্ট, যে ধর্ম্মবিষয় পরিজ্ঞাত আছে, যিনি ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

"ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ হ্রীনিষেবী দৃঢ়ব্রতঃ।" (ভারত বিরাট)

ধর্ম্মঠাকুর, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় হাড়ি, পোদ, ডোম, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নিম্নতম হিন্দু জাতির এক উপাস্য দেবতা। এই দেবতার নাম সাধারণতঃ ধর্ম্মঠাকুর, ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মরায়। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম আছে। ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তির বা প্রতিমার একটা বিশেষ আকারের স্থিরতা নাই, কোথাও তিনি কেবল ঘটে, কোথাও কেবল সিন্দুরমণ্ডিত একখানি পাথরে, কোথাও কোন এক প্রকার প্রতিমায় পূজিত হইয়া থাকে। প্রতিমার আবার নানাভেদ, কোথাও কচ্ছপাকার, কোথাও উননের ঝিঁকের ন্যায় কোণাকার, কোথাও শিবলিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগের ন্যায়, ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার প্রতিমা আছে। ধর্ম্মের নানাস্থানে মন্দির আছে। মন্দির হইলেই যে ধর্ম্মের প্রতিমা থাকিতে হইবে তাহা নহে, কোন কোন মন্দিরে প্রতিমা আছে, কোথাও বা প্রস্তরখণ্ড, কোথাও বা ঘট আছে। অনেক স্থানে আবার ধর্ম্মের মন্দিরও নাই, কোথাও বা বৃক্ষতলে, কোথাও বা পুষ্করিণীতীরে, কোথাও বা কোন মাঠের মধ্যে বিশেষ এক স্থানে ধর্ম্মের ঘটাদি অনাবৃত পড়িয়া থাকে। ধর্ম্মের পূজা নিত্য হয় না, ভক্তের মানসিক থাকিলে বিশেষ দিনে তাহারা ধর্ম্মের স্থানে গিয়া পূজা দিয়া আসে। কোন

কোন স্থানে নিত্যপূজার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ধর্ম্মের প্রতিমাত্মক যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশেই রূপার ও পিতলের টোপ বসান দেখিতে পাওয়া যায়। সিঁদুর যেমন লাগান থাকে, ধর্ম্মের গায়ে এই টোপগুলিও সেই ভাবে কোথাও মোম দিয়া আঁটা ও কোথাও বা পেরেকের ন্যায় পোঁতা থাকে। এইগুলিকে ধর্ম্মের চক্ষু-স্বরূপ কল্পনা করা হয়। ধর্ম্মঠাকুরকে কোথাও বিষ্ণুরূপে তুলসী দিয়া পূজা করে, বলি দেয় না; কোথাও শিবরূপে বিল্বপত্র দিয়া পূজা করে, কিন্তু পঞ্চানন্দের পূজার ন্যায় বলি দেয় না; আবার কোথাও ঐ ভাবে ছাগ, মেষ, এমন কি অনেক স্থলেই মুর্গী ও শূকর বলি দেয়। পূজক ভেদে এইরূপ পূজার ব্যবস্থা হয়। প্রায় সকল স্থানেই অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেই ধর্ম্মের পূজা করে, কোথাও ডুলে, কোথাও বাগ্দী, কোথাও আগুরী, কোথাও কৈবর্ত্ত, কোথাও সদ্গোপ, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডোম বা পোদ। ডোম বা পোদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত-আখ্যাধারী তাহারাই পূজা করে। ধর্ম্মঠাকুর একপ্রকার ইহাদেরই নিজস্ব দেবতা। যেথানে যত নীচজাতি পূজক, সেথানে তত নীচ পশুপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কৈবর্ত্তাদি সেবিত ধর্ম্মস্থানেই বলি নিষিদ্ধ। ধর্ম্মের পূজক নীচজাতি হইলেও ধর্ম্মের সেবক ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই আছে। উচ্চবর্ণ অর্থাৎ যাহাদের পৌরোহিত্যে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, তাহাদের মানসিক পূজা করিতে হইলে ধর্ম্মস্থানে ব্রাহ্মণেই পূজা করিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহাতেও বিভিন্ন নিয়ম আছে। কোথাও একই ধর্ম্মালয়ে একজন নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও একজন নীচজাতীয় পূজক উপস্থিত থাকে। মানতকারীর রুচি অনুসারে হয় ব্রাহ্মণ না হয় নীচজাতীয় পূজকে পূজা করে, আর কোথাও বা মানতকারী নিজেই নিজের পুরোহিত সঙ্গে লইয়া পূজা দিতে গিয়া থাকে। পূজার বিধান ও ক্রম কিন্তু সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবতার পূজার বিধান ও ক্রমের ন্যায়, প্রথমে সঙ্কল্প, তৎপরে আসনাদি শুদ্ধি, পরে স্নান, পরে নৈবেদ্য, ফুলচন্দন বলি ইত্যাদির উৎসর্গ, পরে বাদ্য আরাত্রিক। যে ধর্ম্মালয়ে বলি দিবার নিয়ম নাই, সেথানে নীচজাতীয় সেবকেরা বলি মানস করিলেও বলি দেওয়া হয় না। ধর্ম্মের পূজা প্রায়ই পশ্চিমমুখে বসিয়া করিতে হয় ও ধর্ম্মদেবতা পূর্ব্বমুখে স্থাপিত হন। অনেক স্থলে ধর্ম্মালয় ব্যতীত ধর্ম্মের উদ্দেশে ঘট পাতিয়া ভক্তেরা ইচ্ছামত নানাস্থানে পূজা করে। তৈল সিন্দুর প্রত্যেক মানসকারীকে দিতেই হয়। ধর্ম্মের পূজকেরা অনেকে ধর্ম্মের নিকট চুণ মানসিক করে। এই রূপে যে চুণ পাওয়া যায়, তাহাতে ধর্ম্মের মন্দিরলেপনাদি হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গাজন হয়। ভাদ্র ও বৈশাখের সংক্রান্তির দিন ধর্ম্মের উৎসবের দিন। এই দিন সকল ধর্ম্মাগারে উৎসব হয়। এই সময় নানাস্থান হইতে যাত্রীসমাগম হয়।

যাত্রীরা সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন হবিষ্য বা ফলমূলাদি আহার করিয়া থাকে। পরে সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া ধর্ম্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্ম্মের গান গাইয়া থাকে। গাজনের যাত্রীরা যাহা পূজা দেয়, ধর্ম্মের পণ্ডিত (পূজক) তাহা নাম ও গোত্র উল্লেখে উৎসর্গ করে। ইহার জন্য প্রত্যেকের কাছে দক্ষিণা পায়। গাজনের যাত্রীরা ধর্ম্মের ঘরে কাদার একটা চাপের একটী কাটি পুঁতিয়া তাহাতে তুলা জড়াইয়া ঘৃত দিয়া জ্বালিয়া দেয়। প্রত্যেক যাত্রীকে এইরূপ দীপদান করিতেই হইবে। ইহাও দেবতাকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। ভাদ্রমাসের ও বৈশাখের সংক্রান্তির দিন ব্যতীত ধর্ম্মের মানসিক পূজা শনি কি মঙ্গলবারেও দিতে হয়, তবে অনেকে পূর্ণিমা তিথিতে বা যে কোন মাসের সংক্রান্তিতেও পূজা দিয়া থাকে। ধর্ম্মের মানত করিয়া লোকে চুল রাখে, দাড়ী কি নখ রাখে না। বালক বালিকার চুলও ধর্ম্মের নামে রাখা হয়। অনেক স্থলে মানসকারী সমর্থ হইলে ধর্ম্মের মন্দির হইতে ধর্ম্মের প্রতিমা নিজ বাটীতে আনাইয়া বা ঘট পাতিয়া পূজা দিয়া থাকে,—খুব ধুমধাম করে। ধর্ম্মের গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে "গতি" ও পূজার্থীদিগকে "ভকত" (ভক্ত) বলে। কোথাও ধর্ম্মকে রাঁধিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি বা ঘৃতপক্ক লুচী কচুরী ইত্যাদি ভোগ দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে সন্দেশ, রসকরা, ক্ষীরের মিষ্ঠান্ন প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে। কি বার্ষিকপূজা, কি মহোৎসব, কি মানসিক পূজা সমস্তই দিবসে প্রাতঃকালে সম্পন্ন হয়। পূজক অস্নাত হইলে পূজা করিতে পায় না। ধর্ম্মের যেথানে যেথানে বাঁধা মন্দির আছে, সেথানে পূজকই ধর্ম্মমন্দিরের অধিকারী। তাহারা বংশানুক্রমে ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেক ধর্ম্মালয়ে বেশ আয় হয়। অনেক ধর্ম্মমন্দিরের সেবানির্ব্বাহার্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত জমী জমাও আছে। ইহার উপস্বত্বও পূজকেরা গ্রহণ করে।

ধর্ম্মঠাকুর নীচজাতির মধ্যে প্রভাবশালী হইলেও সকলেই ইহাকে মানিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি জাতীয় গৃহস্থেরাও ইহার মানত করে। তবে ধর্ম্মের নামে সন্ন্যাস উচ্চশ্রেণীর লোকে করেনা বলিলেই একপ্রকার চলে। মুসলমানেরাও ইহাকে

মানিয়া থাকে ও পূজাদি দেয়। ইহাদের পূজাও পণ্ডিতে সম্পন্ন করে। যজমান-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলে বিশেষতঃ যে সকল স্থানে ধর্ম্মের প্রভাব নাই, সে সকল স্থলে ধর্ম্ম-পূজা করিতে সম্মত হন না। উহা ডোম ও পোদের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু যেখানে ধর্ম্মের বিখ্যাত মন্দিরাদি আছে, সে সকল স্থানে আবার অনেক সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ যজমানী ব্রাহ্মণও যজমানের প্রীত্যর্থ ধর্ম্মপূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুমন্দিরে কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত যে কোন প্রতিমাই হউক না কেন, তাহার নিকট বাঙ্গালাদেশে প্রায় অধিকাংশ স্থলে শালগ্রাম শিলা থাকে ও অনেক ব্রাহ্মণের মতে শালগ্রাম শিলা যে বিগ্রহের (মনুষ্য স্থাপিত প্রতিমার) নিকট না থাকে, সে বিগ্রহ ব্রাহ্মণের পূজ্য বা নমস্য নহে, (স্বয়ম্ভুলিঙ্গের বা দেবীপীঠস্থ দেবতার প্রতি এ নিয়ম নাই), কিন্তু ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে শালগ্রামের অবস্থিতি দেখা যায় না, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ-পূজকেরা শাল-গ্রাম লইয়া গিয়া স্বীয় যজমানের পূজা নির্ব্বাহ করেন ও পরে শালগ্রাম লইয়া আসেন।

ধর্ম্মপূজার নিয়ম।—পূজার দিনের তিথি উল্লেখে সংকল্প করা হয়। ঠাকুরকে স্নান করান হয়। তাঁহার পর তুলসী বা বিল্বপত্রাদিদ্বারা (স্থানভেদে যেখানে যেমন নিয়ম তদনুসারে) ধ্যান করিতে হয়, পরে ক্রমানুসারে ধর্ম্মের বীজ মন্ত্রোল্লেখে পঞ্চোপচারে বা ষোড়শোপচারে পূজা হয়।

পূজকভেদে ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মের পূজার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মন্ত্র আছে। যেখানে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব বেশী, সে স্থানে ধাং ধীং ধং এই মন্ত্র ধর্ম্মের বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। যেখানে ধর্ম্মকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেথানে বিষ্ণু-স্নানের সংস্কৃতমন্ত্রই নানা পরি-বর্ত্তিত ও ভ্রমপূর্ণ আকারে ধর্ম্মের স্নানমন্ত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার ধ্যানমন্ত্র কিন্তু স্বতন্ত্র, তাহাও আবার নানা স্থানে নানা রূপ; তন্মধ্যে ঘাটালের নিকট বীরসিংহ গ্রামের ধর্ম্মপণ্ডিত এই মন্ত্র পাঠ করেন,—

"ওঁ যস্যান্তং নাদি মধ্যং ন চ করপদং নাস্তিকায়া নির্নাদং।
নাকারং নাধিরূপং সকলদলগতং ন চ ভয়মরণং।
যস্য যোগিনং সংকল্পহীনং শূন্যমূর্ত্তিনিরঞ্জনায় নমঃ॥"

অপরাপর স্থানের মন্ত্রও প্রায় এইরূপ, তবে মধ্যে মধ্যে অনেক রূপান্তর দেখা যায়।

এই ধ্যানগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি ঘটিত যথেষ্ট ভুল আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে প্রথমে এই ধ্যানের কথা-গুলি বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত ছিল, শেষে ক্রমশঃ সজ্জাতির হাতে পড়িয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়া উঠিতেছে, অথচ ঠিক হইতেছে না। ইহার স্তুতিমন্ত্র, সংস্কৃত পুরাণোক্ত ধর্ম্মস্তুতি হইতে কিছু পরিবর্ত্তিত। যথা—

"শ্বেতবস্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং।
শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্তু তে॥"

ধর্ম্মের প্রণাম-মন্ত্রটী সংস্কৃত পুরাণোক্ত সর্ব্বদেবতার প্রণামে বিষ্ণুপ্রণাম সিদ্ধ হইবার বচন মাত্র—

"আকাশাৎ পতিতো তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেব নমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥"

এই ত গেল সংস্কৃত মন্ত্রাদি। বাঙ্গালা মন্ত্রাদিও নিয়ে লিখিত হইতেছে। ঘনরাম প্রভৃতির মতে, রামাই পণ্ডিত নামে বাইতি* জাতীয় এক ব্যক্তি ধর্ম্মপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার প্রণীত পদ্ধতি অনুসারেই অনেক স্থলে পূজাদি হয়। ধর্ম্মঠাকুরের স্নান ও ধ্যানাদি মন্ত্রের বাঙ্গালা কবিতাগুলির শেষে ইহার নামের ভণিতা আছে।

স্নানের মন্ত্র যথা,—

"ওঁ আরতি ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূাৎ গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সদা স্বয় মনো ভূত্বা ভূঙ্গারৈ স্নাপয়ন্তু তে।
জল লইয়া স্নান করেন ধর্ম্ম আগম জলে।
অখণ্ড তুলসীপত্র দিয়া পদতলে॥
অভিগঙ্গা চূড়ামণি করেন ভকতি।
তুরিতে যে স্নান লেন গোঁসাই যুবতী॥
ঢোলসমুদ্র এল গোঁসাই ক্ষীর নদী।
গঙ্গা যমুনা এল বসন্ন বদরী॥
শোভা ধাত্রীগণ এল হোয়ে এক স্থানে।
স্নান করেন প্রভু ভগবানে॥
স্নান আচলিত গীত পণ্ডিত রামাই গান।
একল রামাই দ্বিজ শয়ন অবধান॥"

এই মন্ত্রটীর প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি কতকগুলি সংস্কৃত পুরাণ-বচন মূর্খের হস্তে পড়িয়া ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। এই টুকু যদিও রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে, তবুও উহা যে পণ্ডিতের খাঁটি বাঙ্গালা মন্ত্রাংশের সহিত একভাবাবিশিষ্ট নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

বাঙ্গালা ধ্যানমন্ত্রটী এইরূপ;—

* সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল মতে, রামাই ব্রাহ্মণজাতীয়।

"স্বর্গ যুগপতি সর্ব্বগুণধাম।
শুন শুন সর্ব্বজন যুগের বিধান॥
যে দিনেতে ভৃঙ্গীভার আছিল মণ্ডলে।
অদ্য বাসুকী নাগের জন্ম সেইকালে॥
যোড় করিয়া নাগে জিজ্ঞাসেন বারতা।
একমুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা॥
নির্ম্মাইলেন প্রেম হংসের বাতাসে।
আসন করিয়া প্রভু মনের হরিষে॥
জলেতে ডুবিল হংস তাহার কারণে।
কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সন্নিধানে॥
গরল মুখের বিন্দু মস্তকের দেশে।
নাগের নিঃশ্বাস কৈল ভাটার জোয়ার।
রাত্রদিন সঞ্চিলেন অনার দরিতার॥
তাহার উপরে হৈয় রুধির প্রকাশ।
দ্বিজ মুরতি কৈল আড়ম্ব কৈলাস॥
যোগেতে মঙ্গল স্থজিলেন ভৃঙ্গীভার।
অনন্ত কোটীদেব কে করে বিচার॥
কে করিতে পারে প্রভু আদ্যের জ্ঞেয়ান।
ঘটে আসি পূজা লও স্বরূপনারাণ॥
হীন নয় জন্ম মোর জাতির নাহি স্থিতি।
লহ লহ জলপুষ্প যুগের অধিপতি॥
গাছের বাকল নহি পত্রে নহি ছায়া।
আগে ভাগে নিরঞ্জন নির্ম্মাইলেন কায়া॥
তাঁহার শুকতে প্রভু করিলেন তার।
বিষ্ণুর কারণে ভ্রমেন নৈরাকার॥
আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার।
তিনরূপ হইলেন ভ্রমিলেন সংসার॥
তবেত ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মুরতি।
দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্ব্বে আইলেন স্থিতি॥
অঙ্গে হাত বুলাইতে স্থজিলেন পার্ব্বতী।
দেখিতে স্থন্দর রূপ মনোহর জ্যোতি॥
টলিল ধর্ম্মের বিন্দু দেবী নিল করে।
ধর্ম্ম সমরিয়া মাতা পুরিল উদরে॥
তিল প্রমাণ হৈয়া গড়িল বসুমতী।
দিনে দিনে পার্ব্বতীর বাড়িল উদর।
চলিতে শকতি নাহি যুড়ে দুই কর।
কে জন্মিল বলিয়া বলেন যজ্ঞেশ্বর॥
ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মার জনম।
ব্রহ্মজ্ঞানে বিষ্ণুর যে দহিছে তখন॥
ক্ষীণ কটি কুপিল কমণ্ডলু লইয়া।
তাহাতে বিষ্ণুর জন্ম হৈল কর্ণমূল দিয়া॥
মনেতে বিচারি তখন ত্রিদশেশ্বর।
জীবত্রি শীতল কৈল তুমিষ্ঠ মহেশ্বর॥
তিনবার জনমিল এইত উদরে।
অপরে মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে॥
ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রামাই গান।
একল রামাই দ্বিজ শয়ন অবধান॥"

এইটী ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রটী ধর্ম্মের মঙ্গল গীতের একাংশমাত্র, তাহা ভণিতা হইতেই বুঝা যায় এবং সংস্কৃত ধ্যানোক্ত কোন কথাই ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর মূর্খ পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া একটীর স্থলে আর একটী ধ্যান মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে, কারণ ঘাঁটালের পণ্ডিতের নিকট একটী মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেকটা সংস্কৃত ধ্যানের অনুরূপ ;—

"স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল না ছিল যে পাতাল।
উৎপত্তি না ছিল না ছিল যমকাল॥
দেবী গুরু শিষ্য কেহ না ছিল।
নীল অনিল ধর্ম্ম যে লভিল॥
ধর্ম্মকে বাপে না দিলেন জন্ম
মায়ে না দিলেন উদরে ঠাঁই।
শূন্যভরে জন্মিলেন অনাদ্য গোসাঞি॥
নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি।
আপনি করিলেন প্রভু আপনার কায়া॥
হস্তপদ স্কন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের হইল।
নয়ন মিলাইয়া তিনি দৃষ্টি মিলাইল॥
দেখিলেন নবখণ্ড ব্রহ্মা অগ্নিময়।
তস্মাদ্দেব নিরঞ্জনায় নম॥"

শেষ চরণটী ছাড়িয়া দিলেও এই মন্ত্রটী অনেকটা ধ্যান-মন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইলে ধ্যানার্থক হইতে পারে। রামাই পণ্ডিতের ধ্যান মন্ত্রটীর মধ্যে "ঘটে আসি পূজা লও স্বরূপ নারাণ" এই চরণ হইতে যেন গোপুরের স্বরূপনারায়ণ ধর্ম্মঠাকুরের সহিত রামাই পণ্ডিতের কোন সংস্রব ছিল, হয়ত ঐই গোপুরের (গবপুরের) নিকটেই তাঁহার বাস ছিল বা গোপুরের তিনি পূজারী ছিলেন; এরূপ অনুমান করা বোধ হয় একান্ত অন্যায় হয় না।

ধর্ম্মঠাকুরের ইতিহাস।—ধর্ম্মঠাকুরের পূজাদির ব্যাপার লিখিত হইল। এখন এই অপৌরাণিক দেবতার পূজা

কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহার একটু ইতিহাস দেওয়া হউক। ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা-প্রকাশক কোন সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। তবে চণ্ডীমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের মঙ্গল গীতও কয়েকখানি আছে।

রামাই পণ্ডিত, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, ঘনরাম, রামচন্দ্র বন্দ্যো, মাণিকচন্দ্র গাঙ্গুলী ও সহদেব চক্রবর্ত্তী এই আট জনের ধর্ম্মমঙ্গলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঘনরাম, রূপরাম ও রামচন্দ্রবিরচিত ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক নায়িকা একই, ঘটনা ও বর্ণনীয় বিষয়ের কোন কোন স্থলে সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

এই মঙ্গল গীতগুলি বৃহৎকায়, তন্মধ্যে দ্বিজ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পাঠে জানা যায় যে, গৌড়পতি ধর্ম্মপালের শ্যালী রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন হইতে এই পূজা প্রচারিত হয়। রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতীকে ধর্ম্মপূজার উপদেশ দেন। মেদিনীপুরে ময়নাগড় নামক স্থানে রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে ময়নাবতী কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া (শালে ভর দিয়া) ধর্ম্মের তপস্যা করিয়া তাঁহারই বরপুত্ররূপে লাউসেনকে গর্ভে ধারণ করেন। লাউসেনই ময়নাগড়ে রাজা হইয়া রামাইএর উপদেশে ধর্ম্মপূজা প্রচার করেন। ঘনরাম পাঠে জানা যায়, রামাই পণ্ডিত হাকন্দপুরাণ মতে ধর্ম্মপূজার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই হাকন্দপুরাণ কি, তাহা জানা যায় নাই। ঘনরামের গ্রন্থে ধর্ম্মের মহিমাকে "বার্ম্মতি" বা "ব্রহ্মতি" বলা হইয়াছে। অনেকে "বারমতি"ও বলেন। ধর্ম্মের গান পূর্ণ এক পালা গাহিতে বার দিন লাগে বা বার দিনের হিসাবে পালা বিভাগ করিয়া রচিত বলিয়া অনেকে "বারমতি" বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঘনরামের উদ্দেশ্য দেখিয়া বোধ হয় যে, কথাটা বাস্তবিক ব্রহ্মতি বা বার্ম্মতি অর্থাৎ ধর্ম্মের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক মহিমাগীত। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মের বাঙ্গালা ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ধর্ম্মকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও পার্ব্বতীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানা যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির একাংশে আছে ;—

"শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ।
অথ শূন্যপুরাণ লিখ্যতে।
নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিন।
রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন॥
নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার না ছিল না ছিল কৈলাস॥
দেবতা দেহারা নাই পূজিবার দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ॥
ঋষি যে তপস্বী নাই ব্রাহিক ব্রাহ্মণ।
পর্ব্বত পাহাড় নাই নাহি স্থাবর জঙ্গম॥
পুণ্য স্থল নাই ছিল নাই গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নাই দেবতা সকল॥
নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার॥
বায় ব্রত না ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীর্থস্থল নাহি ছিল গয়া বারাণসী॥
প্রয়াগ মাধব নাই কি করি বিচার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নাই ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দশদিক্‌পাল নাই মেঘ তারাগণ।
আয়ু মৃত্যু নাই ছিল যমের তাড়ন॥
চারিবেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার।
গুপ্তবেদ করিলেন প্রভু করতার॥
শ্রীধর্ম্ম চরণারবিন্দে করিয়া প্রণতি।
শ্রীযুত রামাই কয় শুনরে ভারতী॥"

এই উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মঠাকুরের প্রকাশক আদিগ্রন্থের হাকন্দপুরাণ কি বলেন জানিনা, কিন্তু শূন্যপুরাণ বলিতেছেন। ধর্ম্মঠাকুর বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার কোন আকারাদি নাই, তিনি মহাশূন্য মধ্যে শূন্যমূর্ত্তিতে অবস্থিত, তিনি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন।

এই ভাব কোন হিন্দুপুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় না। শূন্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি। [বৌদ্ধধর্ম্ম দেখ।]

ঘাটালে এক পণ্ডিতের নিকট হইতে আর একটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ধর্ম্মের মহিমাত্মক স্তুতিমন্ত্র ;—

"ওঁ বোল সহস্র গতি লয়ে
শ্রীরামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করিবারে যান।
সেই পথ দিয়া ঋষি মুনি মার্কণ্ড যান।
ধূপ ধূনার ধর্ম্ম জয় দেখিবারে পান॥
কহেন মার্কণ্ড মুনি, শুন হে কপিল মুনি।
কিসের শুনি জয় জয় কার।
বলে মিথ্যাই আসন চাঁদা,
মিথ্যাই বাজনা বাজে মিথ্যাই ধর্ম্ম উজান।
ধর্ম্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করে মুনি মার্কণ্ড যায়।
অয় বলি বোধ হল ঋষি মুনির গায়॥
অষ্টকুষ্ট ফেলি শূল ব্যাধি মুনি মার্কণ্ড যান।

আদ্যের ধবল দিল মুনির মুখেতে জাঁতিয়ে।
রামাই পণ্ডিত বলে মধুর পুষ্কর্ণী দিবে পিষ্টের জাঙ্গাল।
মধু মাংসে এ ঘর করিবে একাকার।
গতি ভকতের উচ্ছিষ্ট মুনি কুড়ায়ে খাবে।
তবেত মার্কণ্ড মুনি অমরপদ পাবে॥"

ধর্ম্মঠাকুর এইরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ, কিন্তু মধুমাংস-পিষ্টকলোভী। মার্কণ্ডেয় মুনি কুষ্ঠমোচনের জন্য শেষে কি করেন, তাহা আর জানা গেল না। উপরের উদ্ধৃতাংশটী না পদ্য না গদ্য, যেন ঠাকুরমার ছড়া। ইহা প্রাচীন ভাষার লক্ষণ ও প্রাচীন মন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়।

কেবল মার্কণ্ডেয় মুনির উপরেই ধর্ম্মঠাকুরের রাগ পড়ে নাই। এক সময়ে জাজপুরে (রাঢ়দেশে) ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম-ঠাকুরের গতি ভকতের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করেন। তখন ধর্ম্মঠাকুর অন্যান্য দেব দেবী লইয়া খোদা, মহম্মদ, আদম, হবা, গাজী, হাজী, পীর, ফকীর, সেখ, মওলানা রূপে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের দেউল দেহারা (মন্দির ও বিগ্রহাদি) ভাঙ্গিয়া নানারূপে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি মধ্যে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামে অধ্যায়টী পড়িলে এ বিষয় জানা যায়। এই ঘটনাটী সম্ভবতঃ আর কিছু নহে, জাজপুর অঞ্চলে যখন মুসলমান আসে, তখন প্রতিশোধপরায়ণ ধর্ম্মঠাকুরের গতি-ভকতেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিতে পারিয়াছিলেন। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলেও লিখিত আছে, জাজপুরের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মদ্বেষী হওয়ায় ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম লইয়া সকলকে ম্লেচ্ছ করেন।

বাঙ্গালার নানাস্থানে বিস্তর প্রাচীন ধর্ম্মালয় আছে। দক্ষিণ রাঢ়ের কএকটী বিখ্যাত ধর্ম্মঠাকুরের নাম মাণিক-গাঙ্গুলীর পুথি হইতে লিখিত হইল—

বেলডিহায় বাঁকুড়ারায় ও শীতলসিংহ, ফুল্লরে ফতে-সিং, বৈতলে বাঁকুড়ারায়, পাণ্ডুগ্রামে বুড়োধর্ম্ম, শ্যাম-বাজারে দলুরায়, দেপুরে জগৎরায়, গোপালপুরে কাঁকড়া-বিছা, সিয়াসে কালাচাঁদ, ইন্দাসে বাঁকুড়ারায়, গোপুরে স্বরূপ-নারায়ণ, মঙ্গলপুরে রূপনারায়ণ, পশ্চিমপাড়ায় যাত্রাসিদ্ধি, বড়জাগ্রামে মোহনরায়, গুছুড়াগ্রামে শীতলনারায়ণ, আল-গুড়চিয়ায় ক্ষুদিরাম, আকুটিকুল্লায় মান্নার ধর্ম্ম, বন্দিপুরে শ্যাম-রায়, জাড়াগ্রামে কালুরায় (শক্তি মূর্ত্তি-কামিনী সহিত), জাজ-পুরে ধর্ম্মরায়। এতদ্ভিন্ন বোড়াল হইতে যিনি আমরক্তের ঔষধ দেন, তাঁহার নাম ক্ষুদিরায়, মেমারির পশ্চিমে যিনি পিত্তদোষের ঔষধ দেন তাঁহার নাম অচলরায়, ঘেটুগাছিতে ধর্ম্মরাজ, নদীয়া আমালপুরে বুড়োরাজ বা বুড়োসিংহ। উত্তররাঢ়েও এইরূপ নানা গ্রামে ধর্ম্মঠাকুরের নাম, ভেদ বিস্তর। হুগলীতে প্রায় প্রতি গ্রামে ধর্ম্মঠাকুর আছেন।

সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলে এই কয়টী ধর্ম্মঠাকুরের উল্লেখ আছে,—

"গবপুরে বন্দিব স্বরূপনারায়ণ।
আখুটীর ধর্ম্ম বন্দো হয়ে একমন॥
জাড়গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালুরায়।
দিবানিশি কতেক গায়নে গীত গায়॥
পূর্ব্বদ্বারী কোঠা সম্মুখে দামোদর।
দুদিকে তুলসীমঞ্চ দেখিতে সুন্দর॥
বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়াস্থিতি।
অনুপম গুণধাম অনন্ত শকতি॥
ময়নাদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে।
পাইল গোপের সুত তপস্যার ফলে॥
বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়।
দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়ে যায়॥"

ইহার মধ্যে দুএকটির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ময়নাগড়ে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর এখন নিজ ময়না-গড়ে থাকেন না, নিকটে দুই ক্রোশ উত্তরে বৃন্দাবন-চক নামক গ্রামে ইটের প্রাচীর ও খোড়োচালের ঘরে থাকেন। কাঠের দোলচৌকীতে ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের আকার একটী কচ্ছপের মত, রীতিমত শুঁড় ও পা আছে। তল-পেটে সচক্র একটী সর্প খোদিত আছে। পূজকেরা বলে উহা অনন্তমূর্ত্তি, অনন্তের উপর কূর্ম্মরূপী ভগবান্। ইহার ঘট নাই। ইনি বিষ্ণুরূপী, সুতরাং বলি নাই, তুলসী দিয়া পূজা হয়। প্রত্যহ তিথি উল্লেখে সংকল্প করিয়া পূজা হয়। প্রত্যহ ৵৫ সের চাউলের নৈবেদ্য ব্যবস্থা। মানস-কারীরা তাহা দিয়া থাকে। জলমিশ্রিত দুগ্ধ দেওয়া হয় না, কাঁচা দুধ দিতে হয়। পূজকেরা কৈবর্ত্ত, তাহারা স্বশ্রেণীতে সম্মানিত। তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর অঙ্গুরী ধারণ করে। ঠাকুর ঘরের সম্মুখে এক পুষ্করিণী। শুনা যায় এই পুষ্করিণী হইতে ধর্ম্মঠাকুর, এক শঙ্খ ও একখানি পাথর উঠিয়াছিল। শঙ্খ ও পাথর কোথায় তাহা কেহ জানেনা। ময়নাগড়ে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত রঙ্কিনী নামে কালী ও লোকেশ্বর নামে শিবের মন্দির আছে। সেই মন্দিরাদির নিকট ধর্ম্মঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবন-চক হইতে ঠাকুরকে আনা

হয় ও সেইদিনই পূজার পর তাঁহাকে আবার বৃন্দাবন-চকে লইয়া যাওয়া হয়। কেন এ নিয়ম, তাহা কেহ জানেনা।

[লাউসেন, ময়নাগড় প্রভৃতি দেখ।]

ধর্ম্মণ (পুং) ধর্ম্মেণেব ধার্ম্মিকবদিত্যর্থঃ নমতীতি নম-ড। ১ বৃক্ষভেদ, ধামিনিয়া।

"ধম্বনঃ পিচ্ছিলত্বক্ চ ধনুর্বৃক্ষশ্চ ধর্ম্মণঃ॥" (বৈদ্যক রত্নমালা)

২ সর্পবিশেষ, ঢেমনা সাপ।

ধর্ম্মতঃ (অব্য) ধর্ম্ম-তসিল্। ধর্ম্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া। যথা, আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি। ২ ধর্ম্মের নিকটে, ধর্ম্মদ্বারে। যেমন ধর্ম্মতঃ পতিত হইতে হইবে ইত্যাদি।

ধর্ম্মতত্ত্ব (ক্লী) ধর্ম্মস্য তত্ত্বং ৬তৎ। ধর্ম্মরহস্য, ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" (ভারত)

ধর্ম্মতীর্থ (ক্লী) ধর্ম্মকৃতং তীর্থং। তীর্থভেদ।

"ততোগচ্ছেন্মহারাজ ধর্ম্মতীর্থমনুত্তমং।
যত্র ধর্ম্মো মহাভাগ স্তপ্তবাননুত্তমং তপঃ॥
তেন তীর্থং কৃতং পুণ্যং স্বেন নাম্না চ বিশ্রুতং।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধর্ম্মশীলঃ প্রজায়তে।
আসপ্তমং কুলঞ্চৈব পুনীতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

(ভারত বনপ° ৮৪ অ°)

ধর্ম্মতীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠতীর্থ, এই তীর্থে ধর্ম্ম তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তীর্থ ধর্ম্মতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান করিলে ধর্ম্মশীল হয় এবং তাহার সপ্তমকুল পবিত্র হয়।

ধর্ম্মত্ব (ক্লী) ধর্ম্মস্য ভাবঃ ধর্ম্ম-ত্ব। বৃত্তিমত্ব, আধেয়ত্ব। "যথা গগনাদের্বৃত্তিমত্বলক্ষণধর্ম্মত্বাভাবাদিতে" (জগদীশ)।

ধর্ম্মত্রাতা, একজন বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকপ্রণেতা। ইহার পূর্ণ-নাম অর্হৎ বা আর্য্যধর্ম্মত্রাতা। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ ধম্ম-পদের উত্তরদেশীয় পাঠানুসারে "উদানবগ্গ" নামে বুদ্ধোক্তি সংগ্রহ করেন। ইনি বসুমিত্রের মাতুল ও সম্ভবতঃ আর্য্য-দেবের ছাত্র, সুতরাং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "ধর্ম্মপদসূত্র" চীনভাষায় ২২৪ খৃষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছে। তারানাথের মতে, ইনি ব্রাহ্মণ রাহুলের সমকালিক। এই রাহুল বসুমিত্রাদি চারি-জন বৈভাষিক আচার্য্যের সমসাময়িক। ধর্ম্মত্রাতার ভাগি-নেয় বসুমিত্র যদি কনিষ্কের সময়ের সভাপণ্ডিত বসুমিত্র হন, তাহা হইলে ধর্ম্মত্রাতা ৪০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে পারা যায়। [বসুমিত্র দেখ।]

ধর্ম্মদ (পুং) ধর্ম্মং স্বধর্ম্মফলং দদাতি অন্যস্মৈ সংক্রাময়তি দা-ক। ১ অন্যে স্বধর্ম্মফলের সংক্রামক। ২ ধর্ম্মোৎপাদক। "এতদেব ভগাধানং ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্মদং তথা।" (হরিবংশ ১২৪ অ°)

৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শান্তি° ৪৬ অ°)

ধর্ম্মদীপিকা (স্ত্রী) গৌড়প্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থবিশেষ।

ধর্ম্মদান (ক্লী) ধর্ম্মায় দানং। প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া যে দানকরা যায়, তাহাকে ধর্ম্মদান কহে, কেবল ধর্ম্মার্থ দান।

"পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনং।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যৎ ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মদান কহে।

ধর্ম্মদার (পুং) ধর্ম্মার্থং অগ্ন্যাধানাদ্যর্থং দারাঃ। ধর্ম্মপত্নী।

"ধর্ম্মদারান্ বনে ত্যক্ত্বা পরকর্ম্মাকরোৎ প্রভুঃ।"

(কামন্দকীয় নীতিসার)।

ধর্ম্মদাসগণি, এক জৈন গ্রন্থকার। ইহার গ্রন্থের নাম "উপদেশ মালা"। সিদ্ধসাধু এই গ্রন্থের এক টীকা করিয়াছেন। দেবেন্দ্র (সম্বৎ ১৪২৯) ইহার গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং ইনি ১৪২৯ সম্বতের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। ইহার আরও একখানি টীকা আছে। জয়শেখরসূরি এই গ্রন্থের একখানি অবচূরি করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মদুঘা (স্ত্রী) ধর্ম্মান্ দোগ্ধি, আধারস্য কর্ত্তৃত্ববিবক্ষয়া কর্ত্তরি দুহ-ক ঘশ্চান্তাদেশঃ। ধর্ম্মদানস্থান, বহির্ব্বেদী। (শব্দার্থচি°)

ধর্ম্মদেব, নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় একজন রাজা। ইহার পিতা শঙ্করদেব স্বর্গারোহণ করিলে ইনি রাজা হন। ইহার পুত্রের নাম মানদেব।

ধর্ম্মদেশ (পুং) ধর্ম্মসাধনং দেশঃ। সংবর্ত্তোক্ত যজ্ঞীয় দেশ।

"স্বভাবাৎ যত্র চরতি কৃষ্ণসারঃ সদা মৃগঃ।
ধর্ম্মদেশ সবিজ্ঞেয়ঃ দ্বিজানাং ধর্ম্মসাধনঃ॥" (সংবর্ত্ত)

যে স্থলে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার মৃগ সকল বিচরণ করে, সেই স্থলকে ধর্ম্মদেশ কহে, এই ধর্ম্মদেশ দ্বিজদিগের ধর্ম্মসাধনক্ষেত্র।

ধর্ম্মদোষ, গুপ্তসম্রাট্ বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রী। ইহার পিতার নাম দোষকুম্ভ। সুবিখ্যাত অভয়দত্ত ইহার জ্যেষ্ঠতাত। ইহার কৌশলে বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজ্য বড় সুখকর হইয়াছিল। ইনি রাজা ও প্রজার নিকট এত প্রিয় ও মান্য গণ্য ছিলেন যে ইনি রাজোচিত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে আদিষ্ট হন। ইহার কনিষ্ঠভ্রাতা "নির্দ্দোষ" নামধারী দক্ষ একটী বৃহৎ কূপ খনন করাইয়া ছিলেন।

ধর্ম্মদ্রবী (স্ত্রী) ধর্ম্মজনকোদ্রবো যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গঙ্গা।

"বিষ্ণুপাদাগ্রসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব°)

ধর্ম্মদ্রোহিন্ (পুং) ধর্ম্মায় পরস্য ধর্ম্মাচরণায় ক্রুহ্যতি দ্রুহ-ণিনি ৩তৎ। রাক্ষস।

ধর্ম্মদ্বেষিন্ (পুং) ধর্ম্মং দ্বেষ্টি ধর্ম্ম-দ্বিষ-ণিনি। ধর্ম্মদ্বেষ্টা, ধর্ম্মদ্বেষকারী, রাক্ষস।

ধর্ম্মধাতু (পুং) ধর্ম্মং অহিংসারূপং পরমং ধর্ম্মং দধাতি ধা-তুন্। বুদ্ধ। (হেম°)

ধর্ম্মধ্বজ (পুং) মিথিলা নগরের জনক বংশীয় একজন রাজা। ইঁহার বিষয় মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে— সত্যযুগে মিথিলা নগরে ধর্ম্মধ্বজ নামে জনকবংশসম্ভূত সন্ন্যাসধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া সুনিয়মে এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সাধুতার কথা শুনিয়া তাঁহার ন্যায় সাধু হইতে বাঞ্ছা করিতেন। ঐ সময়ে সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একাকিনী সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি একদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডধারী মহাত্মাদিগের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্ম-ধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি যথার্থ মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং আত্মসন্দেহ দূর করিবার জন্য রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ ও অতি মনোহর রূপধারণপূর্ব্বক অস্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে নিমেষ মধ্যে বিদেহ নগরে গমন করিয়া ভিক্ষা গ্রহণের ছলে মিথিলা-পতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা ধর্ম্মধ্বজ তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইনি কে, কাহার কন্যা, ও কোথা হইতে আগমন করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাহার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর সুলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্ম্মবেত্তা কি না? এই সন্দেহ অপনোদন করিবার মানসে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে ও নেত্রদ্বারা তাঁহার নেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই বাহ্যশরীর কার্য্যাক্ষম হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহরাজ সুলভার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া নিজদেহ আশ্রয়পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাহাকে কহিলেন, দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়, তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং কোথায়, বা গমন করিবে? জিজ্ঞাসা না করিয়া কেহই অন্যের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এক্ষণে মৎসন্নিধানে আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। অতঃপর তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান কীর্ত্তন করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু, তাঁহার নিকট হইতেই আমি মোক্ষধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্য জ্ঞান, যোগ ও নিষ্কাম যাগ যজ্ঞাদি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সংশয়বিহীন হইয়াছি। তিনি আমাকে রাজ্যে অব-স্থান করিতে নিষেধ করেন নাই, আমি তাঁহার উপদেশানু-সারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন-পূর্ব্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কালহরণ করিতেছি। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানদ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগা-ভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান প্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক পরম পদ লাভ করিতে পারে। আমি সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত, নিঃসঙ্গ ও সুখ দুঃখাদিবিহীন হইয়াছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মই মনুষ্যগণকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভর্জ্জিত বীজ যেরূপ সলিলসিক্ত ভূমিতে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অনুগ্রহে আমার বিষয়-জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হই-তেছে না। আমি বন্ধন সকলের আয়তনস্বরূপ ধর্ম্মার্থ কামসংকুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্ম্মরূপ প্রস্তরে শাণিত ত্যাগরূপ অসির দ্বারা ঐশ্বর্য্যরূপ পাশ ও স্নেহরূপ বন্ধন ছেদন করিয়াছি। অয়ি শুভে! পূর্ব্বে আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন তোমার বয়ক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ রুদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিদণ্ডধারণের নিতান্ত অন-নুরূপ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিরত যোগীর ত্রিদণ্ড ধারণ করা নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি ত্রিগুণধারিণী হইয়াও যোগ ধর্ম্মরক্ষা করিতেছ না। এখন আমি স্পষ্টই তোমাকে যোগ হইতে পরিভ্রষ্ট বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচার দোষ সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ প্রথমতঃ তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী,

কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ, সুতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রমসঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়তঃ তুমি আমার সগোত্রা কিনা তাহাও আমি জানি না এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় অবগত নহ। তোমার স্বামী যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্য্যা ও অগম্যা। আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসঙ্কর হইবে। এখন তুমি কি কোন কার্য্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতাপ্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছ, ইহাতে তোমার বিলক্ষণ দুরভিসন্ধি লক্ষিত হইতেছে, অতএব তুমি কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদ্‌গতভাব, স্বভাব ও আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর। ধর্ম্মধ্বজ সুলভাকে এইরূপে তিরস্কার করিলে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। অতি সুমধুর স্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ, বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্য, সাংখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদ সমুদায়কেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্য, যাহাদ্বারা গুণ ও দোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাংখ্য, যদ্দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম, পূর্ব্ব পক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয়, এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর ও অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক। আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈন্য, দর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমানবশতঃ আপনাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না, আপনাকে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে তুমি কে, কাহার কন্যা, এবং কোথা হইতেই বা এখানে সমাগত হইয়াছ, বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, এখন আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। যেমন জতু ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করে না, উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারেনা। চক্ষু আপনাকে দেখিতে পায় না, এবং শ্রোত্রও আপনাকে শ্রবণ করিতে পারেনা। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায়, পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারেনা। ঐ সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্যসাধন করিবার জন্য বাহ্যগুণ সমুদায়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটী দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন তিনটী হেতু বিদ্যমান আছে। পদার্থ ও জ্ঞান বিষয়ে মনকেও একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এই একাদশটীকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশগুণ, উহা বিষয়জ্ঞানসময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশগুণ, উহার কার্য্যদ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশগুণ, উহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশগুণ, ঐ বাসনা মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শগুণ, মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশগুণ। সুখ অসুখ, জরা মৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্বযোগ উনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ, এই কাল প্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এতদ্ভিন্ন পঞ্চমহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্র, বল ও বিধি, এই দশটীকেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল। এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিকে, কেহ কেহ পরমাণুকে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আবার কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি, জীব ও অবিদ্যা এই চারিটীকে ঐ সকল গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সকল গুণের সাহায্যে ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমুদয় প্রাণীই শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হয়, শুক্র শোণিতের সহযোগ কলল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্‌বুদ জন্মে, বুদ্‌বুদ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভ মধ্যে শুক্রশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চিহ্নানুসারে উহাকে স্ত্রী বা পুরুষ নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময় উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়।

পরে কৌমারাবস্থা প্রতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। প্রাণীগণের যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আসে না। যেমন প্রদীপ শিখার হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন স্থল হইতেই উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফলতঃ আপনার দেহের সহিত প্রাণীগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অতএব আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা হউক আপনি আমাকে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া নিতান্ত বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই, সুতরাং অন্য শরীর সংস্পর্শ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে। আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখাৎ উপায়, উপনিষদ, উপাসঙ্গ ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদয় মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন। অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি সত্ত্বগুণ বলে আপনার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি আপনি জীবন্মুক্ত হন, তাহা হইলে আমার প্রবেশ-নিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? বনমধ্যে শূন্য গৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মানুসারে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি, ইহাতে আমার দোষ কি, আমি হস্তপদাদি কোন অবয়বদ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই, আপনি মহদ্বংশসম্ভূত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী, অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভামধ্যে কীর্ত্তন করা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মুক্তপুরুষের সহিত মুক্ত প্রকৃতির লিঙ্গদেহের মিলনে ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা কোথায়? হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ডস্থিত দুগ্ধ ও দুগ্ধস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও পরস্পর মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম সমুদয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করে। এক্ষণে আপনাকে আমার স্থূলদেহের পরিচয় প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্যা বা শূদ্রা নহি, আমি আপনার সজাতি ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূত। আপনি রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের নাম শুনিয়া থাকিবেন, আমি তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম সুলভা। গুরুজনেরা আমার উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায় আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে উপদেশ দিয়াছেন, আমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া থাকি, কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিনা। আপনি মোক্ষধর্ম্মসুনিপুণ শুনিয়া আপনার নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ আগমন করিয়াছি। ভিক্ষুক যেমন শূন্যগৃহ দেখিলে তথায় যামিনী যাপন করে, আমিও সেইরূপ আপনার শরীর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অদ্য যামিনী যাপন করিয়া কল্য প্রস্থান করিব। সুলভার এই সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মধ্বজ নিরুত্তর হইয়াছিলেন।

(ভারত শান্তিপর্ব্ব ৩২১ অঃ)

২ কাঞ্চনপুরের অধীশ্বর বলিয়া বেতালপঞ্চবিংশতিতে এই নামে একরাজার উল্লেখ আছে। ইহার শৃঙ্গারবতী, মৃগাঙ্কবতী ও তারাবতী নামে তিন মহিষী ছিল। একদা শৃঙ্গারবতীর গাত্রে উৎপল পতিত হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। মৃগাঙ্কবতীর চন্দ্রকিরণেও শরীরে কষ্ট হইল এবং তারাবতীর গাত্রে দূরস্থিত ধান্য কুটিবার শব্দে বিস্ফোট উৎপন্ন হইয়াছিল।

ধর্ম্মধ্বজিন্ (ত্রি) ধর্ম্মঃ ধর্ম্মচিহ্নং সএবধ্বজোঽস্ত্যস্যেতি ধর্ম্মধ্বজ-ইনি। যে ধর্ম্মের ধ্বজধারণ করে, যে ব্যক্তি বাস্তবিক ধার্ম্মিক নহে, কিন্তু লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ও গণনীয় হইবার নিমিত্ত এরূপ বেশ ভাবভঙ্গী বা কথোপকথন করে, যে লোকে প্রতারিত হইয়া তাহাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করে।

"ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥" (মনু৪।১৯৫)

যে সদালুব্ধ অর্থাৎ যাহার অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, অথচ যে ব্যক্তি ধর্ম্মের ধ্বজা বা চিহ্নাদি ধারণ করিয়া জনসমাজে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেয়, সেই ব্যক্তি ছদ্মবেশধারী, অথচ লোকবঞ্চক, পর হিংসাপরায়ণ এবং সর্ব্বাভিসন্ধক, অর্থাৎ পর গুণ সহনে অসমর্থ হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তাঁহাকে বৈড়ালব্রতিক বা ধর্ম্মধ্বজী কহে। যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহাদের তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয়।

ধর্ম্মন্ (পুং) ধ্রিয়তে ইতি ধৃ-মনিন্। ১ ধর্ম্ম, পুণ্যকর্ম্ম, শুভাদৃষ্টভেদ। "প্রেতিরসিধর্ম্মণে ত্বা ধর্ম্মং জিন্ব।" (তাণ্ড্য ব্রা° ১।৯।১২) 'ধর্ম্মণে ধর্ম্মায়।' (ভাষ্য°) (ত্রি) ২ ধারক।

"পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্ম্মাণং তবিষীং।" (ঋক্ ১।১৮৭।১)
'মহো মহান্তং ধর্ম্মাণং সর্ব্বস্য ধারকং।' (সায়ণ)
[বিশেষ বিবরণ ধর্ম্ম দেখ।]

ধর্ম্মনদ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

ধর্ম্মনন্দন (পুং) নন্দয়তীতি নন্দনঃ ধর্ম্মস্য নন্দনঃ ৬তৎ। ধর্ম্মপুত্র, যুধিষ্ঠির।

ধর্ম্মনন্দিন্ (পুং) এক বৌদ্ধপণ্ডিত, ইনি কতকগুলি বৌদ্ধশাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্ম্মনাথ (পুং) ধর্ম্মস্য নাথঃ ৬তৎ। ১ বিধিসিদ্ধ অভিভাবক। ২ জৈনদিগের ১৫শ তীর্থঙ্কর। রত্নপুরী নগরে বিজয় নামক বিমানারোহণে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম ভানুরাজ ও মাতার নাম সুব্রতা দেবী, ইহার কুলগোত্রনাম ইক্ষ্বাকুকুল। ইনি শুক্লপক্ষের মহাতৃতীয়া তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে কর্কটরাশিতে দেবগণে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৮ মাস ২৪ দিন গর্ভবাস করেন। ইহার চবন তিথি বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া। ইনি ধ্বজলাঞ্ছন, ইহার শরীরের পরিমাণ ৪৫ ধনুঃ, আয়ুষ্কাল দশ লক্ষ বর্ষ, গাত্রবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ, উপাধি রাজা। রত্নপুরেই ইহার দীক্ষা হয়, ইহার দীক্ষার সময় এক সহস্র সাধু ছিলেন। দীক্ষা কার্য্যের জন্য ইনি দুই দিন উপবাস করেন। দধিবর্ণ বৃক্ষ ইহার দীক্ষাবৃক্ষ। শুক্লা মহা ত্রয়োদশীতে ইহার দীক্ষা হয়। দীক্ষার পর ইনি দুই বৎসর কাল ছদ্মস্থ ছিলেন। পরে রত্নপুরেই জ্ঞান তপস্যার জন্য দুইটী উপবাস করিয়া পৌষী শুক্লা পূর্ণিমায় জ্ঞানলাভ করেন। ইহার গণধর সংখ্যা ৪৫, সাধুসংখ্যা ৬৪ হাজার, সাধ্বীসংখ্যা ৬২৪০০, বৈক্রিয়লব্ধিব্রত ৫০০০, বাদীসংখ্যা ২৮০০, অবধি জ্ঞানীসংখ্যা ৩৬০০, কেবলীসংখ্যা ৪৫০০, মনঃপর্য্যায়সংখ্যা ৪৫০০, চতুর্দ্দশপূর্ব্বীর সংখ্যা ৯০০, শ্রাবকসংখ্যা ২০৪০০০, শ্রাবিকাসংখ্যা ৪১৩০০০। ইহার শাসন যক্ষের নাম কিন্নর যক্ষ, শাসন যক্ষিণীর নাম কন্দর্পা, প্রথম গণধরের নাম অরিষ্ট, প্রথম আর্য্যার নাম শিবা। সমেতশিখরে ইহার মোক্ষ হয়। জ্যৈষ্ঠী শুক্লা পঞ্চমীতে মোক্ষলাভ করেন। ইহার অন্তর তিন সাগরোপম। ইহার মোক্ষাসনের নাম কায়োৎসর্গ। ইহার মোক্ষ পরিবার সংখ্যা ১০৮। ইনি মার্জ্জার-যোনি ছিলেন। (জৈনশাস্ত্র)

ধর্ম্মনাভ (পুং) ১ ধর্ম্মনাভিরিব যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। বিষ্ণু। ২ নদীবিশেষ। (হিমবৎখণ্ড ৪৪।৭৬,৭৭ অ°)

ধর্ম্মনেত্র (পুং) ১ যদুবংশীয় হৈহয় নৃপতির পুত্র। (হরিবং৩৩অঃ) ২ পুরুবংশীয় নৃপভেদ। (ভারত আদিপ° ৯৪ অঃ) ৩ পৌরববংশীয় তংসু নৃপতির পুত্রভেদ। (হরিবং ৩২ অঃ)

ধর্ম্মনৈপুণ্যকাম (পুং) ধর্ম্মস্য নৈপুণ্যং অতিশয়ং কাময়তে কম-অণ্। যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে নিপুণতা অভিলাষ করেন, প্রথমে স্বাধ্যায় সম্পন্ন হইয়া পরে অধ্যয়ন জন্য অদৃষ্টবিষয়েচ্ছু।

"নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা॥" (মনু)

'ধর্ম্মনৈপুণ্যকামং প্রত্যয়ং নিত্যানধ্যায়োপদেশো বিদ্যানৈপুণ্যকামস্য কদাচিদধ্যয়নমনুজানাতি। যে শিষ্যাঃ কেচিদ্ গৃহীতবেদপ্রায়া অধ্যয়ননিয়মজন্যা দৃষ্টেচ্ছবস্তে ধর্ম্মনৈপুণ্যকামাঃ' (কুল্লূক)

ধর্ম্মনিষ্ঠ (ত্রি) ধর্ম্মে নিষ্ঠা যস্য। ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মে যাহার আন্তরিক আস্থা আছে, যে সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলে, যে যথাশক্তি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

ধর্ম্মনিষ্ঠা (স্ত্রী) ধর্ম্মস্য ধর্ম্মে বা নিষ্ঠা। ধর্ম্মবিষয়ে আন্তরিক আস্থা, সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলা।

ধর্ম্মনীতি (স্ত্রী) ধর্ম্মস্য নীতিঃ। নীতিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রদ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ জানা যায়, তাহাকে ধর্ম্মনীতি কহে। ধর্ম্মনীতিতে জ্ঞান না থাকিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, এইজন্য যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভিলাষী, তাহাদের ধর্ম্মনীতি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

ধর্ম্মপট্ট (পুং) বিধিবিশিষ্ট লিখিত পত্র, ধর্ম্মাচারবিষয়ক ব্যবস্থাপত্র, রাজবিধিযুক্ত আদেশপত্র।

ধর্ম্মপতি (পুং) রাজবিধির অধিকারী বা শান্তিরক্ষক।

ধর্ম্মপত্তন (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত দেশভেদ, এই দেশ কূর্ম্মবিভাগে দক্ষিণদেশের সন্নিকট। ধর্ম্মপট্টন এইরূপ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বৈদূর্য্যশঙ্খমুক্তাত্রিবারিধরধর্ম্মপট্টনদ্বীপাঃ।" (বৃহৎস° ১৪ অ°)

২ শ্রাবস্তী, ধর্ম্মপুরী। তৎকারণতয়া অস্ত্যস্য অচ্। (ক্লী) ৩ মরিচ।

ধর্ম্মপত্তন (ধর্ম্মাপটম্) ১ মান্দ্রাজের অন্তর্গত মলবার জেলার কোটায়ম্ তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা ধর্ম্মপত্তন নামক নদীর মোহানাস্থিত এক ক্ষুদ্র দ্বীপের ১১° ৪৭´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ৩০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। পরিমাণফল প্রায় ৬ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। ইহা পূর্ব্বে কোলত্তিরি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই স্থান প্রদত্ত হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহা চিরক্কলরাজকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু পর বৎসর আবার ইংরাজের অধীন হয়।

২ মান্দ্রাজের অন্তর্গত মলবার জেলার একটী নদী। তল্লচেরী নগরের দেড় ক্রোশ উত্তরে ইহা সাগরে মিশিয়াছে।

ধর্ম্মপতি (পুং) ধর্ম্মস্য পতি র্যস্মাৎ। ১ বরুণ। "অথ বরুণায় ধর্ম্মপতয়ে, বারুণং যবময়ং চরুং নির্বপতি তদেনং বরুণ এব ধর্ম্মপতি ধর্ম্মস্য পতিং করোতি পরমতা বৈ সা যো ধর্ম্মস্য পতিরসত্তো হি পরমতাং গচ্ছতি" (শতপথব্রা° ৫।৩।৩।৯)। ধর্ম্মঃ পতিরিব যস্য। ২ ধর্ম্মশীল। "বরুণো ধর্ম্মপতীনাম্" (শুক্লযজু° ৯।৩৯) 'বরুণো ধর্ম্মপতীনাং ধর্ম্মেশ্বরাণাং ধর্ম্মশীলানামাধিপত্যে স্বাং সুবতাং' (বেদদীপ)।

ধর্ম্মপত্নী (স্ত্রী) ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মাচরণায় পত্নী। প্রথমা পত্নী, শাস্ত্রানুসারে প্রথমবার বিবাহিতা যে পত্নী, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী কহে।

"প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে॥
ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দ্দোষা যদি সা ভবেৎ॥" (দক্ষ)

প্রথম বিবাহিতা, অথচ দোষশূন্যা যে স্ত্রী তাহাকে ধর্ম্মপত্নী কহে। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীকে কামপত্নী বলা যায়।

"পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপরা।
মধ্যমন্তু ততঃ পিণ্ডমদ্যাৎ সম্যক্ সুতার্থিনী॥" (মনু ৩।২৬২)

পিতৃপূজনতৎপরা পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী যদি বিশিষ্ট পুত্রকামা হন, তাহা হইলে তাহাকে গৃহোক্ত মন্ত্রদ্বারা মধ্যম পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ড ভোজন করাইবে। মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিলে সেই ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, এই সন্তান আয়ুষ্মান্, যশস্বী, মেধাসম্পন্ন, ধনবান্, প্রজাবান্, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট এবং ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

২ ধর্ম্মদেবের পত্নী, দক্ষ প্রজাপতি ধর্ম্মকে দশটী কন্যা দান করিয়াছিলেন।

"নামতো ধর্ম্মপত্ন্যস্তাঃ কীর্ত্ত্যমানা নিবোধ মে।
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা।
বুদ্ধির্লজ্জা মতিশ্চৈব পত্ন্যো ধর্ম্মস্য তা দশ॥"
(ভারত আদিপ° ৬৬ অঃ)

কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী।

ধর্ম্মপত্র (ক্লী) ধর্ম্মসাধনং পত্রং যস্য, ধর্ম্মায় যজ্ঞাদিকার্য্যার্থং পত্রং যস্য। যজ্ঞোড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর গাছ, হোমাদি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হইলে যজ্ঞডুম্বুর দ্বারা হোম করিতে হয়, এই জন্য এই বৃক্ষকে ধর্ম্মপত্র কহে।

ধর্ম্মপথ (পুং) ধর্ম্মস্য পন্থা। ধর্ম্মমার্গ, কর্ত্তব্য পথ, ধর্ম্মনিয়ম, যে নিয়মানুসারে চলিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়।

ধর্ম্মপথিন্ (পুং) ধর্ম্মপথানুসারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

ধর্ম্মপর (ত্রি) ধর্ম্মঃ পরো যস্য। ধর্ম্মাসক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ। ধর্ম্মপ্রধানক, যাহার একমাত্র ধর্ম্মই প্রধান, তাহাকে ধর্ম্মপর বলা যায়।

ধর্ম্মপরায়ণ (ত্রি) ধর্ম্মে পরঃ অয়নো যস্য। যে ধর্ম্মকে পরম পদার্থ বলিয়া জানে, যে সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলে, এবং যথাশক্তি ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কদাচ অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ।

ধর্ম্মপরিণাম (পুং) ধর্ম্মরূপঃ পরিণামঃ। পাতঞ্জলোক্ত চিত্তধর্ম্মীর ব্যুত্থান ও নিরোধ ধর্ম্মের অভিভব ও প্রাদুর্ভাবরূপ পরিণামভেদ। পাতঞ্জলে ধর্ম্মপরিণামের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।"

(পাত° দ° ৩।১৩) প্রত্যেক ভূতেই ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে যে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন প্রকার পরিণাম বিদ্যমান আছে, তাহা চিত্ত-পরিণাম বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। চিত্তের যেরূপ নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা এই ত্রিবিধ পরিণাম আছে, সেই প্রকার পৃথিব্যাদি ভূতেও ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক বস্তুতে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন প্রকার পরিণাম আছে। ধর্ম্মপরিণাম কিরূপ তাহা বলা যাইতেছে। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর পিণ্ডতারূপ ধর্ম্মের অন্যথা হইয়া অন্য এক ঘটাকার ধর্ম্ম আবির্ভূত হওয়ার নাম ধর্ম্ম-পরিণাম। লক্ষণ পরিণাম, অর্থাৎ কালিক পরিণাম। কাল তিন প্রকার অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক বস্তুই অতীতকাল বা অতীতসোপান অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কালে বা বর্ত্তমান সোপানে আইসে এবং বর্ত্তমান সোপান পরিত্যাগ করিয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সোপানে যায়। এতদ্বিধ ত্রৈকালিক পরিণামের নাম লক্ষণ-পরিণাম। বস্তু যখন অতীত সোপানে থাকে, তখন তাঁহার স্বরূপ এক প্রকার থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান সোপানে আসিলে তাহার সে স্বরূপ থাকে না, আর এক প্রকার হইয়া যায়। আবার তাহা যখন ভবিষ্যৎ গর্ভে প্রবেশ করে, তখন আবার তাহাও থাকে না, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এতদনুসারেই আমরা গৃহাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি আবস্থিক ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকে। এতদ্বিধ পরিবর্ত্তনরূপ পরিণামের নাম অবস্থা-পরিণাম। চিৎশক্তি বা পুরুষ ব্যতীত অন্য যে কিছু বস্তু সমস্তই এতদ্বিধ পরিণামত্রয়ের অধীন জানিবে।

ধর্ম্ম-পরিণামে যে ধর্ম্মীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয় আর একটু আলোচনা করা যাউক। "শান্তোদিতা ব্যপদেশ্য ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী।" (পাত° দ° ৩।১৪) যাহা ধর্ম্মের বা

শক্তিবিশেষের আধার তাহার নাম ধর্ম্মী। প্রত্যেক ধর্ম্মী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক দ্রব্যই শান্ত উদিত ও অব্যপদেশ্য এই তিন প্রকার ধর্ম্মসংযুক্ত। এই কথায় একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বস্তুর যে ধর্ম্ম বা শক্তি আপনার কার্য্য শেষ করিয়া অথবা আপন ব্যাপার পূর্ণ করিয়া অস্তমিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মটীর নাম শান্ত ধর্ম্ম। যেরূপ ঘটের ভঙ্গ, এবং বীজের অঙ্কুর ইত্যাদি। বীজ আপনার অঙ্কুররূপ কার্য্য শেষ করিয়াছে, অর্থাৎ সে অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে বীজ ছিল, কিন্তু এখন সে বীজ নাই, এখন সে অঙ্কুর? সুতরাং বীজ উপশান্ত হইয়াছে, নষ্ট হইয়াছে বা পচিয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘট বা ঘটশক্তিও আপনার জলাহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর সে ঘট নাই, সে এখন কতকগুলি খোলা অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র। অতএব অঙ্কুরের শান্তধর্ম্ম বীজ এবং মৃত্তিকাখণ্ডের শান্তধর্ম্ম ঘট। এইরূপ ঘটকালে ঘটকে, বীজকালে বীজকে, মৃত্তিকাখণ্ড কালে মৃত্তিকাখণ্ডকে উদিত বা বর্ত্তমান ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম বর্ত্তমানে তন্মধ্যে অন্য এক প্রকার ধর্ম্ম বা কার্য্যশক্তি লুক্কায়িত থাকে, যাহা থাকাতে সে অন্যথাপন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয়। যাহা তখন অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে, তাহা তখন তাহার অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নামশূন্য ধর্ম্ম, অথবা নির্নামক শক্তি বলিয়া নির্ণয় করিবে। এই অনাগত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম আর কারণের কার্য্যশক্তি তুল্যার্থ জানিবে, অর্থাৎ বস্তুর ভবিষ্যৎ কার্য্যশক্তিই অব্যপদেশ্য নামক ধর্ম্ম। এই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম বা অনাগত কার্য্যশক্তিটী এত সূক্ষ্ম যে তাহা অযোগী অবস্থায় কোনক্রমেই বোধগম্য করা যায় না। মনে কর একটী বটবীজ দেখিলে তখন তাহার উদিত ধর্ম্ম অর্থাৎ বীজ ভাবই চলিতেছে, কিন্তু সেই বীজে যে বৃক্ষ আছে, তাহা কি কেহ জানিতে পারে, কখনই নহে। কেন পারে না? তখন তাহা শক্তিরূপে অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে বলিয়াই জানিতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক জন্য বস্তুই স্ব স্ব জনকের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে, কাল ও আকার প্রভৃতি সহকারী কারণ মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত একভাবেই অবস্থিত থাকে। সুতরাং সমস্তই সমস্তের কারণ ও সমস্তই সমস্তের কার্য্য, একথা অসম্ভব নহে। তুমি যে কোন বস্তুর উল্লেখ করিবে, সে সমস্তই কারণও বটে কার্য্যও বটে। বীজ অঙ্কুরের কারণ বটে, অঙ্কুরও বটে।

দ্বিতীয় কথা এই যে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর আবির্ভাব সম্ভাবনা হয়। বীজ হইতে বেত্রের আবির্ভাব, মৃত্তিকার আবির্ভাব, কদলীর আবির্ভাব, এই ত্রিবিধ আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং অন্তবিধ আবির্ভাব শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিরূপ দেশ, কিরূপ কাল ও কিরূপ ক্রিয়ার সংযোগে কোন ক্রিয়া হইতে যে কখন কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কিরূপ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া কখন কোন শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা কে নিশ্চয় করিতে পারে? ফলে সমস্ত বস্তুতেই সকল শক্তি নিহিত বা অনভিব্যক্তরূপে থাকে। উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত কর্ম্ম বা ক্রিয়া মিলিত হইলেই তৎপ্রভাবে তাহা অভিব্যক্ত হয়, আবির্ভূত বা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। কার্য্যশক্তি অভিব্যক্তির অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য আবির্ভাবের কারণভূত কি? কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বিচিত্রতা। সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বকার্য্যশক্তি থাকিলেও দেশ ভেদে, কাল ভেদে ও ক্রিয়া ভেদে কখন কোথায়ও কিছু হয়, কখন বা কোথায়ও কিছু হয় না। বেত্রবীজ দাবদগ্ধ হইলেই মৃত্তিকা এবং তাহা হইতে কদলীবৃক্ষ আবির্ভূত হয়, অন্যথা অন্যপ্রকার হয়। কুঙ্কুম কাশ্মীরাদি দেশেই হয়, অন্যত্র হয় না, গ্রীষ্মকালেই জন্মে, অন্যকালে জন্মে না। মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় না বলিয়াই মৃগী মৃগ ভিন্ন মনুষ্য প্রসব করে না। কিন্তু যদি তাহাতে মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় ত তদ্গর্ভে মানুষ না হইবার কারণ নাই। সকল দ্রব্যই সর্ব্বশক্তির আশ্রয়, তাহার অভিব্যক্তি দেশ, কাল, আকর ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশকালাদির ব্যভিচার না হইলেই কার্য্যকারণভাব স্থির থাকে, অন্যথা অন্য প্রকার হইয়া পড়ে। সেই অন্য প্রকারকে বা ব্যভিচারোৎপন্ন কার্য্যনিচয়কে লোকে অদ্ভুত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিক প্রকৃত অদ্ভুত নাই। পরিণামের ভিন্নতায় প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতা থাকাই কারণ, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। (পাতঞ্জলদ°)

ধর্ম্মপাঠক (পুং) ধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতি পঠ-ণ্বুল্। মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠকারী, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নশীল ব্যক্তি।

"ত্রৈবিদ্যো হেতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু)

২ রাজবিধি অধিকারী বা শান্তিরক্ষক মন্ত্রীভেদ।

৩ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত।

ধর্ম্মপাল (ত্রি) ধর্ম্মপালয়তি পালি-অণ্। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড। একমাত্র দণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া লোকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। যাহারা অন্যায় কার্য্য করে, তাহারা দণ্ড দ্বারা

শাসিত হয়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে,—ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বে ভগবান্ মনু সর্ব্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ড দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ। দণ্ড প্রধান দেবতা, উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামল, উহার চারি দণ্ড, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু; উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল উর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহপূর্ব্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন ও কাহাকে নিপীড়িত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্য, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ, মনু ও শিবঙ্কর এই সকল নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ। দণ্ডের পত্নী নীতিও ব্রহ্মকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি বহুবিধ আকারসম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহাকে বিনাশ করে না। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ১২১ অঃ)

২ রাজা দশরথের একজন মন্ত্রী। (রামায়ণ ১।৭ অঃ)

ধর্ম্মপাল, গৌড়ের পালবংশীয় প্রথম নৃপতি। ইহার পিতার নাম রাজা গোপাল। ইহার প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি পাওয়া গিয়াছে। [পালরাজবংশ শব্দে বিবরণ দেখ।]

ধর্ম্মপাশ (পুং) ১ ন্যায়বন্ধন, ধর্ম্মবন্ধন। ২ ধর্ম্মের হস্তস্থ পাশাস্ত্র।

ধর্ম্মপীঠ (ক্লী) ১ বারাণসীর নামান্তর। ২ বিধিনিষেধাদি প্রণয়নের স্থান। ৩ ধর্ম্মশাস্ত্রগত ব্যবস্থাপ্রাপ্তি স্থান।

ধর্ম্মপীড়া (স্ত্রী) রাজবিধি বা ধর্ম্মবিধির বিপরীতাচার।

ধর্ম্মপুত্র (পুং) ধর্ম্মস্য পুত্রঃ ৬তৎ। ১ যুধিষ্ঠির। ২ নরনারায়ণ ঋষি, এই অর্থে দ্বিবচনান্ত হইবে।

"তপসো ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ সুশান্তমনসা বুভৌ।" (দেবীভাগ' ৪।৭।১৯)

৩ ধর্ম্মানুসারে কৃত পুত্র, যাহাকে ধর্ম্মানুসারে পুত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মপুত্র কহে। চলিত কথায় ইহাকে পাতান সম্বন্ধ কহে। ধরম বেটা।

"যাবৎ ধূর্জটিধর্ম্মপুত্রপরশুক্ষুণ্ণাখিলক্ষত্রিয়-
শ্রেণীশোণিতপিচ্ছিলাবসুমতী কোহস্তামধাস্তৎ পদং॥"

(মহানাটক ২।২৫) ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ। ৪ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ঔরস পুত্র।

ধর্ম্মপুর (ধরমপুর) অযোধ্যার অন্তর্গত হর্দোই (হরদেব) জেলার একটী গ্রাম। ফতেগড় হইতে ৫।৹ ক্রোশ পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ ও হর্দোইএর মধ্যে এই গ্রামে কুচের সময় প্রথমে আড্ডা ফেলা হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা তিলকসিংহের ভ্রাতা সার্ হরদেববক্স কে সি এস আই নিজ দুর্গে ইংরাজদিগকে আশ্রয় দিয়া ইংরাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

ধর্ম্মপুরাণ (ক্লী) তন্নামখ্যাত পুরাণবিশেষ।

ধর্ম্মপুরী (ধর্ম্মাপুরী) মান্দ্রাজের অন্তর্গত সালেম জেলার একটী তালুক। ইহা পূর্ব্বে বারমহলের অন্তর্গত ছিল। ইহার উত্তরে হোসুর ও কৃষ্ণগিরি তালুক, পশ্চিমে হোসুর ও কোয়ম্বাতোর জেলার ভবানী তালুক, দক্ষিণে থোপুর নদী, পূর্ব্বে কৃষ্ণগিরি এবং উত্তরে উত্তঙ্করাই তালুক। লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। পরিমাণ প্রায় ৯৩৭ বর্গ মাইল। এই জেলার দক্ষিণে থোপুর গিরিপথ। এই গিরিপথ হায়দরআলী ও টিপু সুলতানের যুদ্ধকালে বিশেষ প্রয়োজনীয় পথ হইয়াছিল। দেশ প্রায়ই পর্ব্বতময়। এই তালুকে চেন্নার ও থোপুর এই দুইটী মাত্র নদী। এখানে লৌহখনি আছে। জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। এই তালুকে রাগি, ধান্য, ছোলা প্রভৃতি শস্য জন্মে। এই তালুকের প্রধান সহর ধর্ম্মপুরী ১২° ৯´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৮° ১৩´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় সালেমের ২১ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫০০ হাজার; হিন্দুই অধিক। সহরটী স্বাস্থ্যকর, জল সরবরাহের ভাল বন্দোবস্ত আছে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা অউরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পরে ঐ বৎসরই মহিসুর রাজ্যের অধীন হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উড এই নগর অবরোধ করেন। হায়দরআলী সন্ধির পর আবার এই নগর পাইয়াছিলেন। কিছু দিনের জন্য মান্দ্রাজের গবর্ণর সার্ টমাস্ মনরো এই নগরে বাস করিতেন।

ধর্ম্মপ্রচার (পুং) ধর্ম্মস্য প্রচারঃ। ধর্ম্মবিষয় প্রচার, যাহাতে ধর্ম্ম বিস্তৃতিলাভ করে, তদুদ্দেশে বক্তৃতাদি করা, লোকের নিকট সর্ব্বদা ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশাদি দেওয়া।

ধর্ম্মপ্রচারক (পুং) ধর্ম্মস্য প্রচারকঃ ৬তৎ। যাহারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মপ্রদীপ (পুং) ১ ধর্ম্মালোক। ২ ধর্ম্মজ্ঞ। ৩ ধর্ম্মনিষ্ঠ। ৪ তন্নামক শাস্ত্রগ্রন্থ।

ধর্ম্মপ্রভসূরি, এক জৈন আচার্য্য। ইনি অঞ্চলগচ্ছীয় দেবেন্দ্রসিংহের শিষ্য ও সিংহতিলকের গুরু। ইনি ১৩৩১ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন, ১৩৪১ সম্বতে দীক্ষিত হন এবং ১৩৫৯ সম্বতে সূরিপদ, ১৩৭১ সম্বতে গচ্ছেশপদ ও ১৩৯৩ সম্বতে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বর্গগমন করেন।

ধর্ম্মপ্রভাস (পুং) বুদ্ধের নামান্তর।

ধর্ম্মপ্রমাণ (ত্রি) ধর্ম্মএব প্রমাণং যস্য। ধর্ম্ম যাহার সাক্ষী, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া উক্ত বা অনুষ্ঠিত। ধর্ম্মঃ প্রমাণং যস্মিন্। ২ ধর্ম্মানুসারে, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, ধর্ম্মতঃ।

ধর্ম্মপ্রতিরূপক (পুং) ধর্ম্ম প্রতিরূপমিব করোতি কৈ-ক। মনূক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মাভাস, যে সকল অর্থশালী ব্যক্তি অবশ্যভরণীয় জ্ঞাতিদিগকে প্রতিপালন না করিয়া যশের নিমিত্ত অন্যকে যে দান করে, তাহার সেই দান বিশেষের নাম ধর্ম্মপ্রতিরূপক, ইহাকে ধর্ম্ম কহে না। প্রথমে মধুর বলিয়া বোধ হয় বটে, এরূপ ধর্ম্মাচরণে পরে নরক হইয়া থাকে। এইজন্য এইরূপ দান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখদায়িনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥" (মনু)

'যো বহুধনত্বাৎ দানশক্তঃ সন্ অবশ্যভরণীয়ে পিতৃমাত্রাদিজ্ঞাতিজনে দৌর্গত্যাৎ দুঃখোপেতে সতি যশোঽর্থমন্যেভ্যো দদাতি স তস্য দানবিশেষো ধর্ম্মপ্রতিরূপকো ন তু ধর্ম্মএব মধ্বাপাতো মধুরোপক্রমঃ প্রথমং যশস্করত্বাৎ বিষাস্বাদশ্চান্তে নরকফলত্বাৎ তস্মাদেতন্নকার্য্যং'। (কুল্লূক)

ধর্ম্মপ্রবক্তৃ (পুং) ধর্ম্মং সন্দিগ্ধার্থে অয়ং ধর্ম্ম ইতি প্রবক্তি প্র-বচ-তৃচ্। ধর্ম্মনির্ণায়ক রাজাদিগের ব্যবহারস্থানস্থ সভ্যভেদ। রাজা ব্রাহ্মণকে এই পদে নিযুক্ত করিবেন, উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু কদাপি শূদ্রকে নিয়োগ করিবেন না, শূদ্রকে এই পদে নিযুক্ত করিলে সে রাজা বিনষ্ট হয়।

"জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥
যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মো বিবেচনং।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥" (মনু ৮।২০-২১)

জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত, ও জ্ঞানশূন্য এইরূপ ব্রাহ্মণকেও রাজার ইচ্ছা হইলে আপনার ধর্ম্মপ্রবক্তা পদে ব্রতী করিতে পারেন, কিন্তু (সর্ব্বগুণান্বিত) শূদ্রকে কোনমতে ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারেন না। যে রাজার সম্মুখেই শূদ্র ন্যায়ান্যায়ধর্ম্মবিচার করে, সেই রাজার রাষ্ট্র পঙ্কে পতিত গোর ন্যায় শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মপ্রবচন (পুং) ধর্ম্মং প্রবক্তি প্র-বচ-ল্যু। শাক্যমুনি। (শব্দার্থচি°)

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) ধর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবৃত্তি, যথা ভক্তি, ন্যায়পরতা, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সাধু প্রবৃত্তি।

ধর্ম্মপ্রস্থ (পুং) তীর্থভেদ। এখানে ধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বর্ত্তমান আছেন। এখানে কূপ খননপূর্ব্বক তাহাতে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও মহতী সিদ্ধিলাভ হয়, এইখানে মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম ও ধর্ম্মতীর্থ নামে একটী তীর্থ আছে। (ভারত বনপ° ৮৪ অ°)

ধর্ম্মপ্রিয় (পুং) ধর্ম্মঃ প্রিয় যস্য। একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

ধর্ম্মবতী (স্ত্রী) স্বর্গস্থা নদী। (ব্রহ্মখণ্ড ৫৮।২)

ধর্ম্মবর্দ্ধন (পুং) জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ৩৩।১১৬)

ধর্ম্মবল (পুং) ধর্ম্মস্য বলঃ। ধর্ম্মের বল।

ধর্ম্মবাণিজিক (পুং) ধর্ম্মে বাণিজিক ইব। ফল কামনা করিয়া যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মবাণিজিক কহে। লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার উদ্দেশে আমার অমুক কার্য্য সিদ্ধ হইলে অমুক দেবতাকে এত টাকার পূজা দিব, যাহারা এইরূপ করেন, তাহারা নরাধম, ধর্ম্ম দিয়া তৎফল কামনা সিদ্ধি হইবে এরূপ ইচ্ছায় আদান প্রদানের জন্য ইহার নাম ধর্ম্মবাণিজিক হইয়াছে।

"ধর্ম্মবাণিজিকামূঢ়াঃ ফলকামাঃ নরাধমাঃ।
অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামান্নাপ্নুবন্ত্যত।"
(মলমাসতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

ধর্ম্মবুদ্ধি (স্ত্রী) ধর্ম্মে বুদ্ধিঃ। ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্ম কাহাকে বলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান।

ধর্ম্মভগিনী (স্ত্রী) ১ ধর্ম্মতঃ কৃতা ভগিনী। ২ ধর্ম্মানুসারে কৃতা ভগিনী। ৩ গুরুকন্যা।

ধর্ম্মভয় (পুং) ধর্ম্মস্য ভয়ঃ। ধর্ম্মের ভয়, অধর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ড পাইতে ও পরলোকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া বোধ ও বিশ্বাস।

ধর্ম্মভাণক (পুং) ভারতাদি পাঠক।

ধর্ম্মভিক্ষুক (পুং) মনূক্ত নববিধ ধর্ম্মার্থ ভিক্ষাশীল।

"সান্তানিকং যক্ষ্যমানমধ্বগং সর্ব্ববেদসং।
গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ।
নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্।
নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ॥"
(মনু ১১।১-২)

পুত্রাভিলাষী হইয়া যাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, যাগেচ্ছু, পান্থ, যিনি যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়াছেন, গুরুর নিমিত্ত এবং পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহার অর্থের প্রয়োজন, অধ্যয়নার্থী এবং রোগী এই নয়জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মভিক্ষুক স্নাতক বলিয়া জানিবে। এই কএকজন নির্ধনকে বিদ্যাবত্তা অনুসারে দান করিতে হইবে। এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে যজ্ঞবেদীর মধ্যে বসাইয়া দক্ষিণার সহিত অন্ন প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞবেদীর বহির্ভাগে অন্নপ্রদান করিবে।

ধর্ম্মভীত (ত্রি) ধর্ম্মে ভীতঃ। যাহার ধর্ম্মে ভয় আছে।

ধর্ম্মভীরু (পুং) ধর্ম্মে ভীরুঃ। ধর্ম্মভীত, যাহার মনে সতত ধর্ম্মের ভয় থাকে, অধর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ড পাইতে হয় বলিয়া যাহার ভয় ও বিশ্বাস আছে।

ধর্ম্মভৃৎ (ত্রি) ধর্ম্মং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ধর্ম্মধারক, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল।

"এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ॥"
(ভারত বন° ১২৩ অ°)

ধর্ম্মভৃত (ত্রি) ধর্ম্মো ভৃতো যেন। ১ রক্ষিতধর্ম্মক, যাহারা ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। (পুং) ২ ত্রয়োদশ মনুর পুত্রভেদ।

"ত্রয়োদশস্য পুত্রাস্তে বিজ্ঞেয়াস্তু রুচেঃ সুতাঃ।
চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নয়ো ধর্ম্মভৃতো ধৃতঃ॥"(হরিবংশ ৭অ°)

ধর্ম্মভ্রাতৃ (পুং) ধর্ম্মতঃ কৃতঃ ভ্রাতা। ১ গুরুপুত্রাদি। ২ ব্রাতৃত্ব দ্বারা প্রতিপন্ন একাশ্রমী, যাহাদের সহিত এক আশ্রমে অবস্থান করা যায়, তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রাতা কহে, সহাধ্যায়ী।

"বানপ্রস্থযতিব্রহ্মচারিণামৃকথভাগিনঃ।
ক্রমেণাচার্য্য সচ্ছিষ্য ধর্ম্মভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৪০)

'ধর্ম্মভ্রাতা প্রতিপন্নো ভ্রাতা তীর্থশব্দাশ্রমবাচিত্বাদেকতীর্থ্যোকাশ্রমী ধর্ম্মভ্রাতা চাসাবেকতীর্থী চেত্যর্থঃ' (বীরমিত্রোদয়)

ধর্ম্মমতি (পুং) ধর্ম্মে মতির্যস্য। ১ ধর্ম্মমনা, ধার্ম্মিক। ২ দেবভেদ। ৩ বোধিবৃক্ষভেদ।

ধর্ম্মময় (ত্রি) ধর্ম্ম-ময়ট্। ১ যেথানে অধর্ম্মের সংস্রব নাই। ২ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম।

ধর্ম্মমহামাত্র (পুং) ধর্ম্ম বিষয়ক মন্ত্রী।

ধর্ম্মমিত্র (পুং) এক বৌদ্ধাচার্য্য।

ধর্ম্মমূল (ক্লী) ধর্ম্মস্য মূলং। ধর্ম্মের প্রমাণ। শুভাদৃষ্ট কারণ পুণ্যহেতু।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" (মনু ২।৬)

সমগ্র বেদ, বেদবিদ্গণের স্মৃতি ও তাহাদের রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগাত্মক শীল, সাধুগণের আচার এবং আত্মপ্রসাদ এই সকল ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ।

"ইথং মূলং ফলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ।
দানং বিভবতো দত্বা নরাঃ স্বর্যান্তি ধর্ম্মিণঃ॥
এষ ধর্ম্মো মহাংস্ত্যাগো দানং ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং সদা সত্যং অনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা॥
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতৎ সমাসতঃ॥"
(অগ্নিপুরাণ স্নানবিধি নামাধ্যায়)

হারীতসংহিতার বচনানুসারে এই সকল ধর্ম্মমূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, অপরোপতাপিতা, অনস্নীলতা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মিত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কারুণ্য, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা ও প্রশান্তি এই ত্রয়োদশ বিধ ধর্ম্মের মূল।

"শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজো কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, আপনার এবং আত্মার যাহাতে হিত হয় এইরূপ কর্ম্ম, সম্যক্ সঙ্কল্পজন্য কামনা এই সকল ধর্ম্মের মূল।

ধর্ম্মমুনি, একজন প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য্য। ইনি চন্দ্রকুল ও বিধিপক্ষগচ্ছের অন্তর্গত শিবসিন্ধু সূরির গুরু। ইনি কল্যাণসাগর-রচয়িতা কল্যাণসাগর মুনীন্দ্র উদয়সাগরের গুরুপর্য্যায়ে উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ। উদয়সাগর ১৩০৪ সম্বতে গ্রন্থ রচনা করেন, সুতরাং ইনি ১৩শ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যায়।

ধর্ম্মমেঘ (পুং) ধর্ম্মাং মেহতি বর্ষতি মিহ-অচ্-ঘশ্চান্তাদেশঃ। পাতঞ্জলোক্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। "যদা অয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানে ঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।" (পাত° সূ°) 'যদা অয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপি অকুসীদস্ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে তত্রাপি বিরক্তস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতি ইতি সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে তদা অস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধি র্ভবতি'।
(পাতঞ্জলদ° ১।১৪ সূত্রভাষ্য)

মনোবৃত্তি নিবৃত্তির প্রধান কারণ বৈরাগ্য। বার বার বৈরাগ্য আসিতে আসিতে ক্রমে চিত্তে আর কোন বৃত্তিই উদ্ভূত হয় না। চিত্ত তখন দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে তখন নাই বলিলেও বলা যায়, কেননা তখন সংস্কার অত্যল্প মাত্রই থাকে। যে ছিল, সে গেলেও তাহার সূক্ষ্ম দাগ থাকে, তাহার নাম সংস্কার। তাদৃশ সংস্কারাপন্ন এবং থাকা না থাকার তুল্য নিরবলম্ব চিত্তাবস্থার নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে। সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অত্যন্ত পরিপাক হইলে চিত্ত তখন আপনা আপনিই ভাবচ্যুত হইয়া যায়। সুতরাং তখন সহজেই নিরবলম্বতা ঘটিয়া থাকে। চিত্তকে অবলম্বন শূন্য করিবার প্রধান উপায় অতৃপ্তি। সকল বিষয়ই অতৃপ্তি, অর্থাৎ চিত্তে কোন প্রকার বৃত্তি উঠিতে দিব না, সংপ্রজ্ঞাত বৃত্তিকেও থাকিতে দিব না, এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প। উক্ত প্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প ধারণ করিলে চিত্ত ক্রমেই নিরবলম্ব হইয়া আইসে। সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তি অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ করিলেও যদি তৎকালে অন্য কোন বৃত্তি অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু মনে আইসে, তাহা হইলে তাহাকেও মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। ফল কথা এই যে যখন যে বৃত্তি হইবে, তখনই তাহাকে 'এটাও দূর হউক' এইরূপে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা দূরীকৃত করিতে হইবে। বার বার ঐরূপ করিতে করিতে অভ্যাস ক্রমে দৃঢ় হইয়া আসিবে। অবশেষে সেই দৃঢ়াভ্যাসপ্রভাবে চিত্ত আর কোনও বিষয় গ্রহণ করিবে না। ক্রমে প্রসুপ্তের ন্যায় বা লয়প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। সুতরাং চিত্ত তখন নিশ্চল, নিরবলম্ব ও স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থাই যোগী-দিগের ধর্ম্মমেঘসমাধি বা নির্বীজ সমাধি। [সমাধি দেখ।]

ধর্ম্ময়ু (ত্রি) ধর্ম্ম অত্যর্থে বা° যু। ধর্ম্মবিশিষ্ট, ধার্ম্মিক।

ধর্ম্মযুগ (ক্লী) ধর্ম্ম প্রধানং যুগং মধ্যলো কর্ম্মধা°। সত্যযুগ। "নাত্যর্থং ধার্ম্মিকস্তস্য স হি ধর্ম্মযুগেঽভবৎ।"
(হরিবংশ ১৩ অ°)

ধর্ম্মযুজ্ (ত্রি) ধর্ম্মেণ যুজ্যতে যুজ কর্ম্মণি কিপ্। ১ ধর্ম্মযুক্ত। (ক্লী) ২ ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য।

"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধা দেয়ঞ্চ ধর্ম্মযুক্।
দেশকালো চ দানানামঙ্গান্যেতানি ধর্ম্মযুক্॥" (দেবল)
'ধর্ম্মযুক্ ন্যায়ার্জ্জিতদ্রব্যং' (শুদ্ধিতত্ত্ব°)

ধর্ম্মরক্ষিত, যোনদেশীয় জনৈক স্থবির। ধর্ম্মাশোক্ বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারার্থ যখন নানাদেশে স্থবির প্রেরণ করেন, তখন এই ধর্ম্মরক্ষিত অপরান্তক (গুজরাটের নিকটবর্ত্তী) দেশে প্রেরিত হন। ইনি ঐ দেশে গিয়া বুদ্ধোপদেশ "অগ্নিখণ্ডো-পমন" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। কথিত আছে, ইহার বক্তৃতা শুনিতে প্রত্যহ ৭° হাজার লোক উপস্থিত হইত। পরে এক ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে সহস্রাধিক পরিবার ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যখন মহাস্তূপ স্থাপিত হয়, তখন নানাদেশ হইতে বৌদ্ধযাজকাদি সশিষ্য উপস্থিত হন। সেই সময় প্রধান স্থবির ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট কৌশাম্বীমন্দির হইতে ৩° হাজার যাজক ও উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি মন্দির হইতে ৪° হাজার ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মরত্ন (ক্লী) জীমূতবাহন কৃত স্মৃতিনিবন্ধভেদ।

ধর্ম্মরথ (পুং) সগর নৃপতির পুত্রভেদ। মহাবীর সগর সমস্ত দেশ জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ-সাধন অশ্বমোচন করিলেন। অশ্ব চরিতে চরিতে নানা দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া রসাতলে নীত থক্ষমান মহার্ণব পথে প্রবিষ্ট হইল। সেই স্থলে পুরুষোত্তম কপিলরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। সগরসন্ততিগণ তাঁহার উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে মহর্ষি প্রবুদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। চারিজন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই চারিজনের নাম বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও মহাবীর। এই চারিজনই সগরের বংশধর রহিল। (হরিবংশ ১৪ অ°)

২ অঙ্গবংশীয় দিবিরথের পুত্রভেদ। ইনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

"খনমানোঽঙ্গদো যজ্ঞে তস্মাদ্দিবিরথস্ততঃ।
সুতো ধর্ম্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজঃ॥"
(ভাগবত ৯।২৩।৩)

ধর্ম্মরাজ (পুং) ধর্ম্মেণ রাজতে রাজ-অচ্। ১ জিন। এই মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, এই অহিংসারূপ ধর্ম্মদ্বারা শোভিত হয়, বলিয়া জিন শব্দে ধর্ম্মরাজকে বুঝায়। ধর্ম্মশ্চাসৌ রাজাচেতি, সমাসে টচ্ সমাসান্তঃ। ২ যম,—যম সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া থাকেন, এইজন্য যমকে ধর্ম্মরাজ কহে।
"ধর্ম্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ।" (ভারত ১৬৮ অঃ)
৩ নরপতি, রাজা। ৪ যুধিষ্ঠির।
"অপৃচ্ছৎ ধর্ম্মরাজো হি শরতল্পগতং পুরা।" (হরিবংশ ১৬।৮)
(ত্রি) ৫ ধর্ম্মপ্রধান।

"ধৃত্বা চ তে প্রীতমনাঃ সদাহং
ত্বং বা বরুণো ধর্ম্মরাজো যমো বা॥" (ভারত ১।৫৫।১১)

ধর্ম্মরাজপরীক্ষা (স্ত্রী) ধর্ম্মরাজস্য পরীক্ষা। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পরীক্ষা। ইহার বিষয় বৃহস্পতি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"পত্রদ্বয়ে লেখনীয়ৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সিতাসিতৌ।
জীবদানাদিকৈর্ম্মন্ত্রৈ র্গায়ত্র্যাদৈশ্চ সামভিঃ ॥
আমন্ত্র্য পূজয়েদ্গন্ধৈঃ কুসুমৈশ্চ সিতাসিতৈঃ।
অভ্যুক্ষ্য পঞ্চগব্যেন মৃৎপিণ্ডান্তরিতৌ ততঃ ॥
সমৌ কৃত্বা নবে কুম্ভে স্থাপ্যৌ চানুপলক্ষিতৌ।
ততঃ কুম্ভাৎ পিণ্ডমেকং গৃহ্লীয়াদবিলম্বিতঃ ॥
ধর্ম্মে গৃহীতে শুদ্ধঃ স্যাৎ সংপূজ্যশ্চ পরীক্ষকৈঃ ॥" (বৃহস্পতি)
জীবদানমন্ত্রস্তু শারদায়াং।
পাশাঙ্কুশপুটাশক্তির্ব্বায়ুর্বিন্দুবিভূষিতঃ।
যাদ্যাঃ সপ্ত সকারান্তা ব্যোমসত্যেন্দুসংযুতং ॥
তদন্তে হংসমন্ত্রঃ স্যাৎ ততোঽমুষ্য পদং বদেৎ।
প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহপাশান্ততঃ পদং ॥
অমুষ্যজীব ইহ স্থিত স্ততোঽমুষ্য পদং বদেৎ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যমুষ্যান্তে বাঙ্মনশ্চক্ষুরন্ততঃ ॥
শ্রোত্রঘ্রাণপদে প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং।
তিষ্ঠন্ত্বগ্নিবধূরন্তে প্রাণমন্ত্রোঽয়মীরিতঃ ॥
প্রত্যমুষ্য পদাৎ পূর্ব্বং পাশাদ্যানি প্রয়োজয়েৎ।
প্রয়োগেষু সমাখ্যাতঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিভিঃ ॥" (শারদা)

দুইটী পত্রে শ্বেত কৃষ্ণবর্ণে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অঙ্কিত করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, পরে গায়ত্র্যাদি ও সাম মন্ত্রে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক শ্বেত ও কৃষ্ণ পুষ্পে পূজা করিতে হইবে ও তাহা পঞ্চগব্যযুক্ত করিয়া দুইটী সম মৃৎপিণ্ডের মধ্যে দুইটী সমান নূতন কলসের উপর রাখিয়া পরীক্ষার্থীকে আনয়ন করিবে। পরীক্ষার্থী আদিষ্ট হইবামাত্র একটী পিণ্ড গ্রহণ করিবে। পরীক্ষার্থী যদি ধর্ম্মাঙ্কিত পিণ্ডগ্রহণ করে, তাহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ পাপহীন জানিতে হইবে, অন্যথা অশুদ্ধ জানিতে হইবে। পিতামহ ধর্ম্মরাজপরীক্ষার বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণং।
হন্তৄণাং যাচমানানাং প্রায়শ্চিত্তার্থিনাং নৃণাং ॥
রাজতং কারয়েদ্ধর্ম্মমধর্ম্মং সীসকায়সং।
লিখেৎ ভূর্জ্জে পটে বাপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সিতাসিতৌ ॥
অভ্যুক্ষ্য পঞ্চগব্যেন গন্ধমাল্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
সিতপুষ্পস্তু ধর্ম্মঃ স্যাৎ অধর্ম্মোঽসিতপুষ্পকঃ ॥
এবং বিধায়োপলিখ্য পিণ্ডয়োস্তৌ নিধাপয়েৎ।
গোময়েন মৃদা বাপি পিণ্ডৌ কার্য্যৌ সমৌ ততঃ ॥
মৃদ্ভাণ্ডকে হ্যনুপহতে স্থাপ্যৌ চানুপলক্ষিতৌ।
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥
আবাহয়েত্ততো দেবান্ লোকপালাংশ্চ পূজয়েৎ।
ধর্ম্মাবাহনপূর্ব্বন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রকং লিখেৎ ॥
যদি পাপবিমুক্তোঽহং ধর্ম্মস্ত্বায়াতু মে করং।
অভিযুক্তস্তয়োশ্চৈকং প্রগৃহ্লীতা বিলম্বিতঃ ॥
ধর্ম্মে গৃহীতে শুদ্ধঃ স্যাৎ অধর্ম্মে স তু হীয়তে।
এবং সমাসতঃ প্রোক্তং ধর্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণং ॥" (পিতামহ)

যে সকল ব্যক্তি দণ্ড্য, বা অর্থপ্রার্থী, বা পাতকী কি না, ইহাদের পরীক্ষা করিতে হইলে এইরূপ ধর্ম্মপরীক্ষা করিতে হইবে। প্রথমে রৌপ্যনির্ম্মিত ধর্ম্ম ও সীসক বা লৌহ-নির্ম্মিত অধর্ম্ম প্রস্তুত করিবে। পরে ভূর্জ্জপত্র বা পটে সিতাসিত করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লিখিবে, পরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবে। পঞ্চগব্য ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে। পরে সিতপুষ্প দ্বারা ধর্ম্মপূজা এবং অসিতপুষ্পে অধর্ম্ম পূজা করিয়া গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা দুইটী তুল্য পরিমাণে পিণ্ড করিয়া তাহার মধ্যে ভূর্জ্জপত্র বা পট লিখিত ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থাপিত করিতে হইবে। পরে তাহা মৃত্তিকা পাত্রে করিয়া পবিত্রস্থানে রাখিয়া দিবে। পরে অপরাধীকে সেই স্থলে আনাইয়া লোকপালদিকে আবাহন করিয়া ধর্ম্মের আবাহন-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিবে, যদি আমি নিষ্পাপ হই, তাহা হইলে ধর্ম্ম আমার হস্তকে রক্ষা করিবেন। এইরূপ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মলিখিত ভাণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একটী ভাণ্ড গ্রহণ করিবে। যদি ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিষ্পাপ জানিতে হইবে এবং অধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে দোষী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। এইরূপে বিচারক ধর্ম্মপরীক্ষা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া দণ্ডাদি বিধান করিবেন। নির্দ্দোষ হইলে তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিবেন। পরীক্ষা গ্রহণ স্থলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও সাধুব্যক্তিগণ অবস্থান করিবেন। ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার স্থলে ওঁং আং, হ্রীং ক্রোং' ইত্যাদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব)

ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র, ইহার উপাধি দীক্ষিত। ইনি "বেদান্ত-পরিভাষা" এবং সম্ভবতঃ "অদ্বৈতপরিভাষা" রচনা করেন। বেঙ্কটনাথের নৃসিংহ যতীন্দ্র ইহার গুরু। ইহার পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ।

ধর্ম্মরাজিকা (স্ত্রী) রাজবিধির উপর রাজপ্রশস্তি। (দিব্যাবদান)

ধর্ম্মরাতৃ (ত্রি) ধর্ম্মং রাতি দদাতি রা-তৃচ্। ১ ধর্ম্মদাতা। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ অপ্, জল।]

"আপো দেব্য ঋষীণাং বিশ্বরাজ্ঞ্যো
দিব্যামদন্ত্যোরাঃ শক্করাঃ ধর্ম্মরাজ্ঞ্যঃ।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ)

ধর্ম্মরুচি (পুং) বোধিবৃক্ষাধিষ্ঠাতা দেবতাবিশেষ।

ধর্ম্মলক্ষণ (ক্লী) ধর্ম্মো লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে হনেন লক্ষ করণে ল্যুট্‌। ১ ধর্ম্মপ্রমাপক বেদাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। ২ মীমাংসা। ভাবে ল্যুট্‌ ধর্ম্মস্য লক্ষণং। ৬তৎ। ৩ ধর্ম্মের লক্ষণ। "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' এই জৈমিনিসূত্রোক্ত ধর্ম্মলক্ষণ।

"ধৃতি ক্ষমাদমো২স্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥" (মনু)

৪ ধর্ম্মের সাধন।

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসং ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণং॥" (স্মৃতি)

ধর্ম্মবৎ (ত্রি) ধর্ম্ম বিদ্যতে হস্য, ধর্ম্ম-মতুপ্‌ মস্য বঃ। ধর্ম্মযুক্ত, ধার্ম্মিক। "মিত্রাবরুণবন্ত উত ধর্ম্মবন্তঃ।" (ঋক্‌ ৮।৩৫।১৪)

ধর্ম্মবর্দ্ধন (ত্রি) ১ ধর্ম্মপোষক, ধর্ম্মপ্রতিপাদক। ২ মহাদেব।

ধর্ম্মবর্ম্মন্‌ (ত্রি) ধর্ম্ম বর্ম্মইব যস্য। ১ যাহার ধর্ম্ম বর্ম্মস্বরূপ, ধার্ম্মিক, বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান করিলে যেমন হঠাৎ তাহাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা ধর্ম্মরূপ বর্ম্ম-ধারী তাহাদের কোন প্রকার বাধাবিপত্তিকে কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। (ক্লী) ধর্ম্ম বর্ম্মে চ। ২ ধর্ম্মরক্ষক।

"ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।" (ভাগ° ১।১।৩)

ধর্ম্মবৎসল (ত্রি) ধর্ম্মপ্রিয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

ধর্ম্মবাদ (পুং) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক।

ধর্ম্মবাদিন্‌ (ত্রি) ধর্ম্মং বদতি ধর্ম্ম-বদ-ণিনি। ধর্ম্মবক্তা, যিনি ধর্ম্মোপদেশ দেন।

ধর্ম্মবাসর (পুং) ধর্ম্মস্য বাসরঃ। পূর্ণিমা, এই দিনে পুণ্য কার্য্যাদি সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মবাসর কহে।

ধর্ম্মবাহন (পুং) ধর্ম্মং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্‌-ল্যু, বা ধর্ম্মো বৃষঃ বাহনং যস্য। ১ শিব। (ক্লী) ২ ধর্ম্মের প্রাপণ। ধর্ম্মস্য ধর্ম্মরাজস্য বাহনঃ ৬তৎ। ৩ ধর্ম্মের যান মহিষ।

ধর্ম্মবাহ্য (ত্রি) বিধিবহির্ভূত, ধর্ম্মবহির্ভূত।

ধর্ম্মবিদ্‌ (ত্রি) ধর্ম্মং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্‌। ধর্ম্মজ্ঞ।

"অস্তিতীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।" (মনু)

ধর্ম্মবিদুত্তম (পুং) ধর্ম্মবিৎসু উত্তমঃ। বিষ্ণু।

"ধর্ম্মঃ ধর্ম্মবিদুত্তমঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৫৭)

ধর্ম্মবিত্তম (পুং) অয়মেষামতিশয়েন ধর্ম্মবিদ্‌-তমপ্‌। ১ বিষ্ণু। (ত্রি) ২ ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ধর্ম্মবিদ্যা (স্ত্রী) ধর্ম্মস্য বিদ্যা ৬তৎ। ১ মীমাংসাদি বিদ্যা। ২ ধর্ম্মোপলক্ষিত শাস্ত্র। ততো ঠক্‌। ধর্ম্মবিদ্যিক। ধর্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।

ধর্ম্মবিপ্লব (পুং) ধর্ম্মস্য বিপ্লবঃ ৬তৎ। ধর্ম্মের ব্যতিক্রম, যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময় ভগবান্‌ লোকস্থিতির নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, তাঁহার অবতারে ধর্ম্ম-বিপ্লব নিরাকৃত হয়।

ধর্ম্মবিবর্দ্ধন (পুং) ধর্ম্মাচরণ।

ধর্ম্মবিবেক (পুং) ধর্ম্মস্য বিবেকো যত্র। হলায়ুধকৃত নিবন্ধ-গ্রন্থভেদ।

ধর্ম্মবিবেচন (ক্লী) ধর্ম্মস্য বিবেচনং ৬তৎ। ধর্ম্মনির্ণয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক বিচার।

"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনং।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥" (মনু ৮।২১)।

যে রাজার সম্মুখে শূদ্র স্থায়াস্থায় ধর্ম্ম বিচার করে, সেই রাজার রাষ্ট্র পঙ্কে পতিত গোরুর স্থায় শীঘ্রই অবসন্ন হয়।

ধর্ম্মবীর (পুং) বীররসোক্ত বীরভেদ।

"স চ দানধর্ম্মযুদ্ধদয়য়া চ সমন্বিতঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।২৩৪)

বীররসে চারি প্রকার বীরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, দানবীর, ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর ও দয়াবীর। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির, ইহার উদাহরণ—

"রাজ্যঞ্চ বসুদেহঞ্চ ভার্য্যা ভ্রাতৃসুতাশ্চ যে।
যচ্চ লোকে মমায়ত্তং তদ্ধর্ম্মায় সদোদ্যতং॥" (সাহিত্যদ° ৩পরি°)

যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—রাজ্য, দেহ, ধন, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পুত্র ও যে কিছু আমার অধীন আছে, তাহা এক-মাত্র ধর্ম্মের জন্য উদ্যত রহিয়াছে। [বীররস দেখ।]

ধর্ম্মবৃদ্ধ (ত্রি) ধর্ম্মেণ বৃদ্ধঃ। ১ ধর্ম্মদ্বারা শ্রেষ্ঠ, অতিশয় ধার্ম্মিক। "ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।" (কুমার.)

(পুং) ২ যাদব অক্রূরের ভ্রাতৃভেদ।

"শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চৈব গান্দিন্যাঞ্চ শ্বফল্কতঃ।
অক্রূরপ্রমুখা আসন্‌ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ।
ধর্ম্মবৃদ্ধঃ সুকর্ম্মা চ ক্ষেত্রোঽপক্ষোঽরিমর্দ্দনঃ॥" (ভাগ° ৯।২৪।৯)

ধর্ম্মবৈতংসিক (পুং) ধর্ম্মে বৈতংসিক ইব। যাহারা অন্যায়-রূপে ধনোপার্জ্জন করিয়া লোকের নিকট ধার্ম্মিকতা দেখাই-বার জন্য দান করে।

"ধর্ম্মবৈতংসিকো যস্তু পাপাত্মা পুরুষস্তথা।
দদাতি দানং বিপ্রেভ্যো লোকবিশ্বাসকারণং॥
পাপেন কর্ম্মণা বিপ্রো ধনং লব্ধা নিরঙ্কুশঃ।
রাগমোহাদিবিতোঽশান্তঃ কলুষীং যোনিমাপ্নুয়াৎ॥" (অগ্নিপুরাণ)

যাহারা পাপকর্ম্মদ্বারা ধনলাভ করিয়া লোকবিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করে, তাহাকে ধর্ম্মবৈতংসিক কহে। ইহারা অতিশয় পাপাচারী ও অন্তকালে রাগ ও মোহাদি যুক্ত হইয়া কলুষী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মব্যাধ (পুং) ধর্ম্মপ্রধানো ব্যাধঃ মধ্যলো°। এক ধার্ম্মিক ব্যাধভেদ, ইহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—কোন সময়ে কাশ্মীররাজ বহু ব্রহ্মহত্যা পাপাক্রান্ত হইয়া আপনার পুত্রকে রাজ্য অর্পণপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া সেখানে পুণ্ডরীকাক্ষের পূজায় তৎপর হইতে আরম্ভ করিলেন। একদা তাঁহার শরীর হইতে ভয়ঙ্কর নীলাভ পুরুষ আবির্ভূত হইল। ইনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? সেই পুরুষ বলিল, রাজন্! পূর্ব্বে আপনি দক্ষিণাপথের রাজা ছিলেন। একদা অনবধানতাবশতঃ মৃগবেশধারী এক মুনিকে বধ করিয়াছিলেন, তদবধি ব্রহ্মহত্যা পাপরূপে আমি আপনার শরীরের অভ্যন্তরে ছিলাম। এক্ষণে পুণ্ডরীকাক্ষ-পূজাফলে আপনাকে ত্যাগ করিলাম। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, অদ্যাবধি তুমি ধর্ম্মব্যাধ নামে খ্যাত হও। মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

কৌশিক নামে কোন বেদাধ্যায়ী, তপস্বী ও ধর্ম্মশীল তপোধন ছিলেন। কোন সময়ে তিনি এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষের উপরিভাগে এক বকী সংলীন ছিল। তৎকালে সে ব্রাহ্মণের উপরে পুরীষ বিসর্জ্জন করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অপকার চিন্তা করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই বকী গতপ্রাণা হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। কৌশিক ইহাকে মৃতাবস্থায় পতিত দেখিয়া নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত গ্রামে বহির্গত হইলেন। তিনি গ্রামস্থ পূর্ব্বপরিচিত গৃহস্থ ভবনে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামিনী তাহাকে অবস্থান করিতে বলিলেন। এমন সময় তাহার ভর্ত্তা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইল। তখন সেই পতিব্রতা নারী সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া অনন্য-কর্ম্মা হইয়া পতিশুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অতিথির কথা স্মরণ হইলে, ভিক্ষার্থ দ্রব্য লইয়া তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, আসিয়া ব্রাহ্মণকে জলন্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বিত দেখিলেন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি আমার প্রতি ক্ষমা করুন, দেখুন, ভর্ত্তা আমার পরমদেবতা, তিনিও আপনার মত ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আগমন করায় আমি তাহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার নিকটে ব্রাহ্মণেরা গরীয়ান্ নহে, পতিই একমাত্র গুরুতর হইলেন। তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা কর, মর্ত্ত্য-লোকে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হন না। তুমি কি জাননা, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটে কি কখন শুন নাই যে, ব্রাহ্মণেরা অগ্নি সদৃশ, ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবীকেও দগ্ধ করিতে পারেন। স্ত্রী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বকী নহি। আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন, ক্রুদ্ধ হইয়া এ কোপদৃষ্টিতে আমার কি করিবেন? ব্রাহ্মণদিগের সকল প্রভাব আমি অবগত আছি। আপনি আমার এই ব্যতিক্রম বিষয়ে ক্ষমা করুন। হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত দেবতার মধ্যে ভর্ত্তাই আমার পরম দেবতা, পতি শুশ্রূষার ফলে আপনার ক্রোধে যে বলাকা দগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। ক্রোধ মনুষ্য-দিগের শরীরস্থিত পরম শত্রু। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসার মধ্যে যিনি সত্যকথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আপনি ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত নহেন, যদি আপনার ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে মিথিলাপুরবাসী ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করুন। ঐ ব্যাধ আপনাকে ধর্ম্মের তত্ত্ব উপদেশ করিবে। কৌশিক ক্রোধ পরিহার করিয়া স্ত্রীলোকের মুখে সেই আশ্চর্য্য বাক্য শুনিয়া ও আপনি আপনাকে নিন্দা করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিবার জন্য মিথিলা নগরে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করায় দ্বিজাতিগণ উঁহাকে তাহার বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই তপস্বী ব্যাধ পশু-বধ স্থানে থাকিয়া মৃগমহিষাদির মাংস বিক্রয় করিতেছে। এদিকে সেই ব্যাধ ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে সহসা উত্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিল এবং ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া কহিল, এক ব্রাহ্মণী আপনাকে বলিয়া দিয়াছেন, আপনি মিথিলায় গমন করুন, আমি সে সকল অবগত আছি, আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। কৌশিক ইহার এই বাক্যে অতিশয় বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মব্যাধের সহিত তাহার গৃহে গমন করিলেন এবং ব্যাধকে কহিলেন, তুমি যে কর্ম্ম করিয়া থাক, তাহা আমার বিবেচনায় তোমার উপযুক্ত নহে। তোমার এই ভয়ঙ্কর কর্ম্মে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ব্যাধ কহিল, ইহা আমার পিতৃপিতামহ-আচরিত কুলোচিত ধর্ম্ম। আমি স্বীয় ধর্ম্মেই

বর্ত্তমান আছি, অতএব আপনি আমার জন্য শোক করিবেন না। বিধাতা পূর্ব্বেই আমার যে কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি যত্নসহকারে বৃদ্ধ পিতামাতার শুশ্রূষা করি, সত্য কহি, কাহারও প্রতি অসূয়া করি না। যথাশক্তি দান, দেবতাপূজা, অতিথি-সেবা ও ভৃত্যবর্গকে ভোগ্য দান করিয়া অবশিষ্টদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। সংসারে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই তিনটী লোকের উপজীবিকা। আর দণ্ডনীতি, ত্রয়ী ও বিদ্যা পরলোকের সাধন। শূদ্রে শুশ্রূষাদি কর্ম্ম, বৈশ্যে কৃষি, ক্ষত্রিয়ে সংগ্রাম, এবং ব্রাহ্মণে নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি সর্ব্বদা অন্যের হত বরাহও মহিষাদি বিক্রয় করিয়া থাকি, স্বয়ং কখন বধ এবং মাংসও ভক্ষণ করি না। অহিংসা ও সত্যবাক্য এই দুইটী সর্ব্বপ্রাণীর পরম হিতজনক। অহিংসা পরমধর্ম্ম, ইহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই সাধুদিগের সমুদায় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আচারই সাধুদিগের ধর্ম্ম। বিদ্যা সকলের সমাপন, তীর্থস্নান, ক্ষমা, সত্য, সারল্য ও শৌচ এই সকলেই সাধুদিগের আচারধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। সাধুরা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়ালু, অহিংসানিরত ও দ্বিজগণপ্রিয় হইয়া থাকেন, কখন নিষ্ঠুর বাক্য কহেন না। আমি যে কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা অতি ভয়ঙ্কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দৈব অতি বলবান্. পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য। আমার এই যে দোষ হইতেছে, ইহা পুরা-কৃত পাপের কর্ম্ম। আমি এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত যত্নবান্ আছি। পূর্ব্বে বিধাতাই প্রাণীদিগকে নিহত করেন, ঘাতক কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং আমরাও এ কর্ম্মের নিমিত্তভূত হইয়াছি। পূর্ব্বে রন্তিদেব রাজার রন্ধনাগারে প্রতিদিন দুই সহস্র পশু বধ এবং প্রত্যহ দুই সহস্র গোধন নিহত হইত। কিন্তু তাহার মত ধার্ম্মিক নরপতি আর কেহই ছিলেন না। ইহা আমার স্বধর্ম্ম, এই বিবেচনা করিয়াই আমি একর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছি না, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাতে অধর্ম্মই হইয়া থাকে। প্রত্যুত ইহাই আমার কুলোচিত কর্ম্ম, এইরূপ জানিয়াই এতদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি। ধর্ম্মব্যাধ এইরূপ অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ। কুলোচিত কর্ম্ম ত্যাগ করা অন্যায়, তবে কদাচার ত্যাগ করিয়া সদাচার অবলম্বনে দোষ নাই, পরের প্রশংসা বা নিন্দা সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত, দান-শূদ্রাদি কার্য্য করা আবশ্যক, মিথ্যা বাক্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কষ্টে অভিভূত হওয়া অনুচিত, অজ্ঞানকৃত পাপ অনুতাপে ধ্বংস হয়, লোভ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অবশ্য ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি। শেষে ধর্ম্মব্যাধ বলিল, আপনি আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে সুনিপুণ বেদাধ্যায়ী ও বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আত্মকৃত দোষজন্যই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ধনুর্ব্বেদপরায়ণ কোন রাজা আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁহার সহিত একদিন মৃগয়া করিতে বনগমন করিয়াছিলাম। তথায় আমিও এক ভয়ানক শর নিঃক্ষেপ করিলাম, সেই শরদ্বারা একটী ঋষি হত হইলেন। এই ঋষি মৃগরূপী ছিলেন। আমি সেই স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি করুণ বিলাপ করিয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলেন, 'তুই আমাকে নিরপরাধে মারিলি, এই জন্য শূদ্রযোনিতে ব্যাধ হইয়া জন্মিবি।' আমি এইরূপে ঋষি কর্ত্তৃক অভিসপ্ত হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলাম, মুনে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি না জানিয়াই অদ্য এই অকার্য্য করিয়াছি। এইরূপ অনেক অনুনয় বিনয় করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, শাপ অন্যথা হইবার নহে, ইহা এইরূপই হইবে। আমি এই তোমার প্রতি অনুগ্রহ করি যে তুমি শূদ্রযোনিতে থাকিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইবে, পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবে এবং মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়া জাতিস্মর হইবে। পরে শাপবিমোচন হইলে পুনরায় ব্রাহ্মণ হইবে।"

(ভারত বনপ° ২০৬—২১৫ অ°)

ধর্ম্মব্রতা (স্ত্রী) ধর্ম্মের বিশ্বরূপা পত্নীতে জাত কন্যাভেদ। ইহার বিষয় বায়ুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—বিজ্ঞান-বিশারদ মহাতেজস্বী ধর্ম্ম নামে একজন রাজা ছিলেন, তাহার বিশ্বরূপা নামে এক পত্নী ছিল, কালক্রমে ধর্ম্মের ঔরসে ও তাহার গর্ভে একটী কন্যা হইল; ঐ কন্যার নাম ধর্ম্মব্রতা। ঐ কন্যা পাতিব্রত্যের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। এই সময় মরীচি ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এই নবীন বয়সে কঠোর তপস্যা করিতেছ। ধর্ম্মব্রতা তাহার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা হইবার জন্য তপস্যা করিতেছি। মরীচি এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমিও পতিব্রতার অনু-সন্ধান করিতেছি। তোমার তুল্য পতিব্রতা কেহ নাই এবং আমার মত দ্বিতীয় বরও নাই, অতএব তুমি আমাকে বিবাহ কর। ধর্ম্মব্রতা এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনি আমার পিতা ধর্ম্মের নিকট প্রার্থনা করুন। মরীচি এই কথা

শুনিয়া ধর্ম্মের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্ম প্রচেতা ঋষিকে অবলোকন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা আগমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ঋষি কহিলেন, আমি কন্যার নিমিত্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু তোমার কন্যাকে শ্রেষ্ঠা বিবেচনা করিয়াছি, অতএব আমাকে ঐ কন্যা দান কর। ধর্ম্ম এই প্রার্থনা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত যথাবিধানে মরীচি ঋষিকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। (বায়ুপু°)

ধর্ম্মশরীর (ক্লী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধস্তূপ। ধর্ম্মচিহ্ন।

ধর্ম্মশালা (স্ত্রী) ধর্ম্মার্থং শালা। ১ ধর্ম্মগৃহ, যে গৃহে ধর্ম্মের জন্য অন্নাদি দান হয়, তাহাকে ধর্ম্মশালা কহে। ইহাকে ধর্ম্মসত্রও বলে। ২ বিচারালয়।

ধর্ম্মশালা, কটক হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এই গ্রাম অবস্থিত। রাজ্যের অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে পর্ব্বতের নিম্নে নদীর উপর এক ত্রিকোণাকার ভূমিতে গোকর্ণেশ্বর নামক শিবের মন্দির আছে। মন্দির পূর্ব্বদ্বারী, কোণাকার এবং ইহার সম্মুখে দ্বাদশ স্তম্ভবেষ্টিত নাটমন্দির আছে। মন্দিরটী প্রস্তরঘটিত, কিন্তু তাহার উপর পলস্তারা করা। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তরপ্রতিমা আছে, তন্মধ্যে প্রধানটী সরস্বতী, ইনি চতুর্ভুজা শঙ্খপদ্মধারিণী। এই প্রতিমা নদীগর্ভ হইতে উৎপন্ন। পূজকেরা কিন্তু বলেযে, উহা পর্ব্বতগাত্র হইতে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া স্বপ্নাদেশে স্বপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ধর্ম্মশাসন (ক্লী) শাস ভাবে ল্যুট্ ধর্ম্মস্য শাসনং ৬তৎ। ১ ধর্ম্মের অনুশাসন। করণে ল্যুট্। ২ ধর্ম্মশাস্ত্র।

"শরীরকৃৎ প্রাণদাতা যস্য চান্নানি ভুঞ্জতে।
ক্রমেণৈতে ত্রয়োঽপ্যুক্তাঃ পিতরো ধর্ম্মশাসনে॥"
(ভারত আদিপর্ব্ব ৭২ অ°)

ধর্ম্মশাস্ত্র (ক্লী) শিষ্যতেঽনেন শাস করণে ষ্ট্রন্, ধর্ম্মস্য শাস্ত্রং। ধর্ম্মশাসন, মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থভেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, যাহাতে ধর্ম্ম ব্যবস্থা সকল নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র কহে।

"মনুর্যমো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ দক্ষো বিষ্ণুস্তথাঙ্গিরাঃ।
উশনা বাক্‌পতির্ব্যাস আপস্তম্বোঽথ গৌতমঃ॥
কাত্যায়নো নারদশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পরাশরঃ।
সংবর্ত্তশ্চৈব শঙ্খশ্চ হারীতো লিখিত স্তথা॥
এতৈর্যানি প্রণীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বৈ পুরা॥" (যম)

মনু, যম, বশিষ্ঠ, অত্রি, দক্ষ, বিষ্ণু, অঙ্গিরা, উশনা, বৃহস্পতি, ব্যাস, আপস্তম্ব, গৌতম, কাত্যায়ন, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, সংবর্ত্ত, শঙ্খ, হারীত ও লিখিত। এই সকল ঋষি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র কহে। ইহা আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রধানতঃ এই তিনভাগে বিভক্ত। যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রযোজক এই কয় জনের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫৭)

মলমাস, দায়, সংস্কার, শুদ্ধিনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, একাদশ্যাদি নির্ণয়, তড়াগাদি উৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, ব্রত, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, জ্যোতিষ, বাস্তু, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, ক্ষেত্রমাহাত্ম্যাদি, সামশ্রাদ্ধ, যজুঃশ্রাদ্ধ, শূদ্রকৃত্য, এই সকলের মীমাংসা করিয়া রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাও ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ নামে খ্যাত।

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে।
তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গব্রয়ে ব্রতে॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুসংজ্ঞকে।
দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।
ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"
(রঘুনন্দন)

মূল ধর্ম্মসংহিতাগুলিই ধর্ম্মশাস্ত্র, ঐ সকল সংহিতা হইতে ধর্ম্মব্যবস্থা নির্ণয় করা যখন দুষ্কর হইল, তখন ঐ সংহিতা অবলম্বন করিয়া যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণীত হইল, তাহা হইতেই ধর্ম্মব্যবস্থা সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ স্মৃতি নামে অভিহিত। [স্মৃতি দেখ।]

ধর্ম্মশীল (ত্রি) ধর্ম্মে ধর্ম্মাচরণে শীলং স্বভাবো যস্য। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মপরায়ণ, যে সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলে, এবং কখন অধর্ম্মপথ অবলম্বন করে না।

"ধর্ম্মশীলো বদান্যশ্চ বৃকশ্চ সুমহাধনঃ।" (বিরাটপর্ব্ব)

ধর্ম্মশ্রেষ্ঠিন্ (পুং) জনৈক বৌদ্ধ অর্হৎ।

ধর্ম্মসংশ্রিত (ত্রি) ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু।

ধর্ম্মসংহিতা (স্ত্রী) ধর্ম্মজ্ঞাপিকা সংহিতা, ধর্ম্মঃ সংহিতা নিরূপিতা যত্র বা। ধর্ম্মশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে ধর্ম্ম নিরূপণ আছে, যাহাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মসংহিতা কহে।

ধর্ম্মসঙ্কর (পুং) ধর্ম্মস্য সঙ্করঃ ৬তৎ। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমবায়।

ধর্ম্মসভা (স্ত্রী) ধর্ম্মস্য সভা। ধর্ম্মাধিকরণ, যেথানে পাপ পুণ্যের বিচার হয়। পাপী লোকদিগের দণ্ডবিধানার্থ সমাজ।

ধর্ম্মসহায় (পুং) ধর্ম্মে সহায়ঃ। ধর্ম্ম কার্য্যে সাহায্যকারী, ঋত্বিকাদি।

ধর্ম্মসার (পুং) ধর্ম্মেষু সারঃ। ১ শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্ম। ২ তৎসাধন।

"ধর্ম্মসারমহং বক্ষ্যে সংক্ষেপাৎ শৃণু শঙ্কর।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সূক্ষ্মং সর্ব্বপাপবিনাশনং॥" (গরুড়পু° ২২৫)

এই ধর্ম্মসারের বিষয় গরুড়পুরাণের ২২৫ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

ধর্ম্মসারথি (পুং) ধর্ম্মঃ সারথিরিব যস্য। ধর্ম্মসত্ত্ব-সহায়ক।

"শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাৎ চিত্রকুর্ধর্ম্মসারথিঃ।" (ভাগ° ৯।১৭।৮)

ধর্ম্মসাবর্ণি (পুং) ধর্ম্ম এব সাবর্ণিঃ। একাদশ মনু। এই মন্বন্তরে অবতার ধর্ম্মসেতু; ইন্দ্রের নাম বৈধৃতি; বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ম্মাণরতি নামক দেবগণ, অরুণাদি সপ্তর্ষি, ও সত্যধর্ম্মাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগ° ৮।১৩।১২)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"ভবিষ্য ধর্ম্মপুত্রস্য সাবর্ণস্যান্তরং শৃণু।
বিহঙ্গমাঃ কামগণা নির্ম্মাণরতয়স্তথা॥
ত্রিপ্রকারা ভবিষ্যন্তি একৈকস্ত্রিংশকোগণঃ।
মাসর্ত্তু দিবসা যে তু নির্ম্মাণরতয়স্তু তে॥
বিহঙ্গমা রাত্রয়োঽথ মুহূর্ত্তাঃ কামগোগণঃ॥
ইন্দ্রো বৃষাখ্যো ভবিতা তেষাং প্রখ্যাতবিক্রমাঃ।
হবিষ্মাংশ্চ ধনিষ্ঠশ্চ ঋষিরস্তস্তথারুণিঃ॥
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব বৃষ্ণিশ্চান্যো মহামুনিঃ।
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে তস্মিন্ অগ্নিতেজাশ্চ সপ্তমঃ॥
সর্ব্বানুগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরূদ্বহ।
হেমধন্বা দৃঢ়ায়ুশ্চ বিভানুস্তৎসুতা নৃপাঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪ অ°)

অধুনা ধর্ম্মসাবর্ণির বিষয় শ্রবণ কর। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ম্মাণরতি এই তিন প্রকার দেবগণ আবির্ভূত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিংশৎগণে বিভক্ত হইবেন। তন্মধ্যে মাস, ঋতু ও দিবস ইহারা নির্ম্মাণরতি হইবেন, আর রাত্রি, বিহঙ্গ ও মৌহূর্ত্ত সকল কামগণ হইবেন। প্রখ্যাতবিক্রম বৃষ ইহাদের ইন্দ্র হইবেন। হবিষ্মান্, ধনিষ্ঠ, আরুণি, নিশ্চর, অনঘ, বৃষ্ণি এবং অগ্নিতেজা ইহারা ঐ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি হইবেন। সর্ব্বানুগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরূদ্বহ, হেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু ও বিভানু এই সকল মনুপুত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মসিংহ (পুং) চৌহানরাজ হাম্মীরের প্রধান সেনাপতি। হাম্মীর দিগ্বিজয়ের পর যখন করুরোলী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ধর্ম্মসিংহ অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত একত্র হইয়া মহাসমারোহে রাজাকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে যখন হাম্মীর স্বীয় পুরোহিত বিশ্বরূপের অনুমত্যানুসারে "কোটীযজ্ঞ" নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রণথম্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় আল্লাউদ্দীন্ খিলিজী দিল্লীর সম্রাট্। তিনি হাম্মীরের জয়বার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় ভ্রাতা উলুঘ খাঁকে ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ চৌহানরাজ্য ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন। হাম্মীর তখন যজ্ঞান্ত মুনিব্রত অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন, কাজেই নিজে রণক্ষেত্রে উপস্থিত না হইতে পারিয়া ধর্ম্মসিংহ ও ভীমসিংহকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভীমসিংহ রাজধানী অভিমুখে ফিরিলেন। উলুঘ খাঁ এই সুযোগে গোপনে ভীমসিংহের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মসিংহও তাহা জানিতে পারিলেন না। হিন্দাবৎ গিরিপথের উপর উলুঘ খাঁ হঠাৎ ভীমসিংহকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর স্বদলে ভীমসিংহ হত হইলেন, উলুঘ খাঁও ফিরিয়া দিল্লী গমন করিলেন।

হাম্মীর যজ্ঞ সমাপনান্তে যখন ভীমসিংহের মৃত্যু ও যুদ্ধে পরাজয়ের বিস্তারিত বিবরণ শুনিলেন, তখন ধর্ম্মসিংহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সভার মধ্যে অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন, উলুঘ খাঁ পশ্চাদ্ধাবিত হইল, অথচ তিনি একজন বিচক্ষণ সেনাপতি হইয়া তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারিলেন না। হাম্মীর শুদ্ধ এইরূপ তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ধর্ম্মসিংহের একটী চক্ষু উৎপাটন, মুষ্কদ্বয় ছেদন ও দেশ হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়া, এক দাসীগর্ভজাত ভ্রাতা ভোজদেবকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ভোজদেব অনুরোধ করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড ও মুষ্কচ্ছেদ হইতে ধর্ম্মসিংহকে উদ্ধার করেন।

ধর্ম্মসিংহ এইরূপে লাঞ্ছিত ও এক চক্ষুহীন হইয়া রাজার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন এবং প্রতিহিংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাধা দেবী নামে এক নর্ত্তকী রাজার বিশেষ আদরের ছিল। ধর্ম্মসিংহ এই রাধার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিলেন। রাধা অন্ধ সেনাপতিকে নিজালয়ে লুকাইয়া রাখিয়া রাজসভার প্রতিদিনের সংবাদ প্রদান করিত। একদিন রাধা বিষণ্ণভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ধর্ম্মসিংহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধা

বলিল, আজ ভেদরোগে বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ অশ্বের মৃত্যু হওয়ায় রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছেন; আজ তিনি নৃত্য গীতে মূলেই মনঃসংযোগ করেন নাই। ধর্ম্মসিংহ বলিলেন, তুমি রাজাকে বলিতে পার যে যদি তিনি আমাকে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে, আমি তাঁহাকে তাঁহার নষ্ট অশ্বের দ্বিগুণ সংখ্যক অশ্ব দিব। তৎপরে রাজা ক্রমশঃ রাধার উক্ত রূপ প্রস্তাবে আশ্বাসিত হইয়া ধর্ম্মসিংহকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধর্ম্মসিংহ পদারূঢ় হইয়া রাজার লোভে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া ধন, শস্য, অশ্ব বা অন্য যাহা কিছু গ্রহণোপযোগী তাহাই লইয়া রাজকোষ ভরিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইলেন এবং সেনাপতি ভোজদেবকে তাহার বিভাগের হিসাব নিকাশ করিতে আদেশ দিলেন। ভোজদেব ধর্ম্মসিংহের কূট কৌশল জানিয়া একদিন রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। রাজা কিন্তু বুঝিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া ভোজ রাজাদেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম্মসিংহের আদেশে তাঁহার সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল। ভোজ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও রাজার সঙ্গত্যাগ করিলেন না। রাজা একদিন তাহা লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিলেন। ভোজ সেইদিন রাজ্য ত্যাগ করিয়া কাশী গমন করিলেন। কিন্তু ইহার পর ধর্ম্মসিংহের কি হইল, তাহা নারায়ণচন্দ্র সূরির হামীরকাব্যে উল্লিখিত নাই। সম্ভবতঃ যে সময় সকল যোদ্ধা হামীরের সহিত যুদ্ধে গিয়া আলাউদ্দীনের সহিত শেষ সমরে বিনষ্ট হয়, সেই সময় ধর্ম্মসিংহও প্রাণ দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মসুত (পুং) ধর্ম্মস্য সুতঃ। যুধিষ্ঠির।

ধর্ম্মসূ (স্ত্রী) ধর্ম্মং সুনোতি সু-কিপ্। ১ ধূম্যাট পক্ষী। (ত্রি) ২ ধর্ম্মপ্রেরক। "সোমো রাজা বরুণঃ দেবা ধর্ম্মসুবঃ।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৭।৮।৩)

ধর্ম্মসূত্র (ক্লী) ধর্ম্মঃ সূত্র্যতে হনেন কারণে অচ, ধর্ম্মস্য সূত্রং ৬তৎ। ধর্ম্মনির্ণয়ের জন্য জৈমিনিপ্রণীত ধর্ম্মমীমাংসারূপ গ্রন্থভেদ।

ধর্ম্মসূরি, অনেক অলঙ্কার-শাস্ত্রকার। ইহার গ্রন্থের নাম সাহিত্যরত্নাকর। ইনি রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে স্বরচিত শ্লোকে স্বীয় গ্রন্থের উদাহরণ-মালা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মসেতু (পুং) ধর্ম্মস্য সেতুরিব ধারকত্বাৎ। ধর্ম্মরক্ষক।
"রাজা দশরথো নাম ধর্ম্মসেতুরিবাচলং।" (রামা° ৩।৬২স°)
২ একাদশ মন্বন্তরে আর্য্যকের পুত্র, হরির অংশ ভেদ।
"আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ।
বিধৃতায়াং হরেরংশ স্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি॥" (ভাগ° ৮।১৩।১২)

ধর্ম্মসেন, ১ একজন মহাস্থবির। বারাণসীর নিকট ঋষি-পত্তন (সারনাথ) সঙ্ঘের ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি। ইনি অনুরাধাপুরের রাজা দুষ্টগামিনী কর্ত্তৃক মহাস্তূপ স্থাপনের সময় (প্রায় ১৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ১২ হাজার অনুচরসহ উপস্থিত ছিলেন।
২ জৈন যুগপ্রধানদিগের মধ্যে একতম।
৩ জৈনদিগের দ্বাদশ অঙ্গবিদের মধ্যে একতম।

ধর্ম্মসেনগণি মহত্তর, এক জৈন গ্রন্থকার, বাসুদেব-নিধি গ্রন্থের ২য় ও ৩য় খণ্ড ইঁহার রচিত।

ধর্ম্মস্কন্ধ (পুং) আর্হত মতসিদ্ধ ধর্ম্মাস্তিকায়পদার্থ। [জৈন দেখ।]

ধর্ম্মস্থ (পুং) ধর্ম্মে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ প্রাড়্ বিবাক, বিচারক।
"সাক্ষিণঃ সন্তি মেত্যুক্তা দিশেত্যুক্তো দিশেন্নয়ঃ।
ধর্ম্মস্থঃ কারণৈরেতৈ র্হীনং তমপি নির্দ্দিশেৎ॥" (মনু ৮।৫৭)
'ধর্ম্মস্থঃ প্রাড়্ বিবাকঃ।' (কুল্লূক)
(ত্রি) ২ ধর্ম্মে অবস্থিত মাত্র।

ধর্ম্মস্থল (ক্লী) ধর্ম্মস্য স্থলং। ধর্ম্মস্থান, যে স্থলে ধর্ম্ম কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়, তাহাকে ধর্ম্মস্থল কহে।

ধর্ম্মস্থবির (পুং) ধর্ম্মে স্থবিরঃ বৃদ্ধঃ। ধর্ম্মবৃদ্ধ। ধর্ম্মে দৃঢ়চিত্ত।

ধর্ম্মস্বামিন্ (পুং) ১ বুদ্ধের নামান্তর। ২ কাশ্মীররাজ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা।

ধর্ম্মহন্তৃ (ত্রি) ধর্ম্ম কর্ম্মের বিরোধক।

ধর্ম্মহা, নদীবিশেষ, পিঙ্গলা নদীর তীরবর্ত্তী চণ্ডীপুর নামক স্থানের এক যোজন উত্তরে এই নদী প্রবাহিত। (দেশাবলী)

ধর্ম্মাকর (পুং) ৯৯ সংখ্যক বুদ্ধ। ১ বুদ্ধ লোকেশ্বররাজের জনৈক শিষ্য।

ধর্ম্মাগম (পুং) ধর্ম্মস্য আগমঃ। ধর্ম্মশাস্ত্র।
"ত্রীণি জ্যোতিংষি বর্ণাশ্চ ত্রয়ো ধর্ম্মাগমাস্তথা।" (মার্ক° পু° ২৩।৩৬)

ধর্ম্মাঙ্গ (পুং স্ত্রী) ধর্ম্ম ইব শুভ্রং অঙ্গং যস্য। বক। (নিঘণ্টু) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ধর্ম্মাঙ্গজ (পুং) প্রিয়ঙ্কর নামক রাজার পুত্র।

ধর্ম্মাচার্য্য (পুং) ধর্ম্মে আচার্য্যঃ। ১ ধর্ম্মশিক্ষক, গুরুভেদ, যাহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তাহাকে ধর্ম্মাচার্য্য কহে। ২ ঋগ্বেদীদিগের তর্পণীয় ঋষিভেদ, ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ তর্পণকালে ধর্ম্মাচার্য্য ঋষিকে তর্পণ করিয়া থাকেন।
"সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল সূত্রভাষ্যকারক-ধর্ম্মাচার্য্যা ইত্যুপক্রমে যে চান্তে আচার্য্যান্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তিতি।" (আশ্ব° গৃহ° ৩।৪।৪)

৺নৈমিত্তিকাদি প্রপরোহর, বৈদিক ধর্ম্মাচারের শিক্ষার নিমিত্ত বীজস্বরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

ধর্ম্মনিপুর, অযোধ্যার অন্তর্গত বরৈচ জেলার নানা তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নানা পাড়া পরগণা ও পশ্চিমে কৌরিয়ালা নদী। ইহা পূর্ব্বে খৌরহর রাজের অন্তর্গত ছিল। অযোধ্যার ইংরাজাধিকারের পর ইহা একটী জেলা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত। লোকসংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। শীকারের উপযুক্ত নানা জন্তু এখানকার বনে পাওয়া যায় এবং উত্তর অযোধ্যার নানা স্থান হইতে পশুপাল লইয়া পশুপালকেরা এই বনে চরাইতে আসে।

ধর্ম্মাত্মন্ (ত্রি) ধর্ম্ম আত্মা স্বভাবো যস্য। ধর্ম্মশীল ধার্ম্মিক।
"স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।" (মনু)

ধর্ম্মাদিত্য, বলভীরাজ প্রথম শিলাদিত্যের নামান্তর। ইনি শৈব ছিলেন। [শিলাদিত্য ও বলভী বংশ দেখ।]

২ বঙ্গের একজন রাজা। ইনি গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিতেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম (পুং) ধর্ম্মশ্চ অধর্ম্মশ্চ দ্বন্দ্বসং। পুণ্য ও পাপ। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।" (ভাষাপ°)

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ পরীক্ষণীয়তয়া অত্র স্তঃ অচ্। ২ ধর্ম্মজ রূপ দিব্যভেদ। [ধর্ম্মরাজপরীক্ষা দেখ।]

ধর্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণ (ক্লী) ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষণং ৬তৎ। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিষয়ে পরীক্ষা।

"অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণং।
হন্তৄণাং যাচমানানাং প্রায়শ্চিত্তার্থিনাং নৃণাং॥"
(বীরমিত্রোদয়) [ধর্ম্মরাজপরীক্ষা দেখ।]

ধর্ম্মাধিকরণ (ক্লী) অধিক্রিয়তে ঽস্মিন্নিতি অধি-কৃ-অধিকরণে ল্যুট্ ধর্ম্মস্য অধিকরণং। রাজাদিগের বিচারস্থান, বিচারালয়।

"ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ অর্থশাস্ত্রনিরূপণং।
যত্রাধিক্রিয়তে স্থানে ধর্ম্মাধিকরণং হি তৎ॥"
(বীরমিত্রোদয়ে কাত্যায়ন বচনং)

ধর্ম্মানুসারে যে স্থলে অর্থশাস্ত্রের নিরূপণ হয় অর্থাৎ ব্যবহার সকল মীমাংসিত হয়, তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণ কহে। এই বিচারালয় প্রস্তুত করিবার স্থান সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ আছে।

"দুর্গমধ্যে গৃহং কুর্য্যাৎ জলবৃক্ষান্বিতং পৃথক্।
প্রাক্‌দিশি প্রাঙ্মুখীং তস্য লক্ষণ্যাং কল্পয়েৎ সভাং॥
মাল্যধূপাসনোপেতাং বীজরত্নসমন্বিতাং।" (বীরমিত্রোদয়)

দুর্গমধ্যে বিচারালয় নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এই বিচারালয় পরিখা বা বৃক্ষদ্বারা বেষ্টিত হইবে। পূর্ব্বদিকে ও পূর্ব্ব মুখ করিয়া তাহাতে সভা কল্পিত করিতে হইবে এবং যে স্থলে এই সভা হইবে, সেইস্থল বাস্তুলক্ষণোক্ত বিধি অনুসারে স্থির করিতে হইবে। বিচারক যে আসনে উপবেশন করিয়া বিচার করিবেন, সেই আসন মালা ও রত্নাদি দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে।

"পুরুষান্তরতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রাংশবশ্চাপ্যলোলুপাঃ।
ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্যা জনাহ্বানকরা নরাঃ॥" (মৎস্যপু° ১৮৯ অঃ)

যাহারা পুরুষদিগের হৃদয়ের ভাব অবগত হইতে পারেন এবং কোন বিষয়ে লোভ নাই, এরূপ সকল গুণ সম্পন্ন লোকদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিতে হইবে।

ধর্ম্মাধিকরণ (পুং) ধর্ম্মাধিকরণং আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য ইতি-অচ্। ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিচারক।

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বিপ্রমুখ্যঃকুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অঃ)

যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়কে সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন এবং সকল শাস্ত্রবিশারদ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও কুলীন, ইহারা ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারক হইবেন।

ধর্ম্মাধিকরণিন্ (পুং) ধর্ম্মাধিকরণং বিচার্য্য স্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি, ধর্ম্মাধিকরণ-ইনি। ধর্ম্মাধিকরণবিশিষ্ট, বিচারক, পর্য্যায়—ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধার্ম্মিক, প্রাড়্‌বিবাক, অক্ষদর্শক। (অমর)

ধর্ম্মাধিকার (পুং) ধর্ম্মে অধিকারঃ। ন্যায় ও অন্যায় বিচারের অধিকার, বিচারপতির পদ বা কর্ম্ম।

ধর্ম্মাধিকারিন্ (পুং) ধর্ম্মং ব্যবহারে তন্নির্ণয়ং করোতি অধি-কৃ-ণিনি। প্রাড়্‌বিবাকাদি বিচারক প্রভৃতি।

ধর্ম্মাধিপতি (পুং) প্রধান বিচারপতি, প্রধান ব্যবস্থাপক।

ধর্ম্মাধিষ্ঠান (ক্লী) ধর্ম্মস্য অধিষ্ঠানং। ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ (পুং) ধর্ম্মে ব্যবহারে ধর্ম্মনির্ণয়ে অধ্যক্ষঃ। প্রাড়্‌বিবাকাদি, বিচারক প্রভৃতি।

"কুলশীলগুণোপেতঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো ঽভিধীয়তে॥" (চাণক্য)

২ বিষ্ণু। "লোকাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষঃ ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ কৃতাকৃতঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।২৮)

'ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাক্ষাদীক্ষতে অনুরূপং ফলং দাতুং, তস্মাদ্ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ'। (শাঙ্করভাষ্য)

ধর্ম্মাধ্বন্ (পুং) ধর্ম্মপথ, ন্যায়পথ, বিচারপ্রণালী।

ধর্ম্মাম্বু (পুং) ধর্ম্মকৃতো ঽম্বুঃ কূপঃ। তীর্থভেদ।

ধর্ম্মানুগত (ত্রি) ধর্ম্মং অনুগতঃ। ধর্ম্মনিয়মের অনুগত, ধর্ম্মনিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত, ধর্ম্মযুক্ত।

ধর্ম্মানুযায়িন্ (ত্রি) ধর্ম্মং অনুযাতি যা-ণিনি। ধর্ম্মপথাবলম্ব, যিনি ধর্ম্মপথ অনুসারে চলিয়া থাকেন।

ধর্ম্মাবতার (পুং) ধর্ম্মস্য অবতারঃ। ধর্ম্মের অবতার, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, রাজা। যাঁহারা বিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাবতার কহে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ; যাঁহারা বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা রাজপ্রতিনিধি, তাঁহারা যখন ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া বিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন তাঁহাকে ধর্ম্মাবতার বলা যায়।

ধর্ম্মাভাস (পুং) ধর্ম্ম ইব আভাসতি আ-ভাস-অচ্। শ্রুতি স্মৃতি ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত অসৎ ধর্ম্ম। অপ্রশস্ত ধর্ম্ম।

"শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতো যঃ স ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যশাস্ত্রেষু যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মাভাসঃ স উচ্যতে॥"(দেবীভাগ°)

যাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্ম এবং অন্যশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্মাভাস কহে।

ধর্ম্মাভিষেক (স্ত্রীঃ) শাস্ত্রগত অভিষেকাদি।

ধর্ম্মায়তন (ক্লী) ধর্ম্মের মানস-স্থান।

ধর্ম্মারণ্য (ক্লী) ধর্ম্ম ইতি খ্যাতং যৎ অরণ্যং তীর্থভেদ। বরাহপুরাণে এই তীর্থোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যখন গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেন, তখন ধর্ম্ম প্রপীড়িত হইয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ধর্ম্মকে বলিয়াছিলেন, হে ধর্ম্ম! তুমি এই বন আশ্রয় করাতে ইহা ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইবে।

"স ধর্ম্মঃ পীড়িতঃ সর্ব্বঃ সোমেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
তারাং জিঘৃক্ষতা পত্নীং ভ্রাতুরাঙ্গিরসস্য চ॥
সোঽপ্যাযাস্তীষিতস্তেন বলিনা ক্রূরকর্ম্মণা।
অরণ্যং গহনং ঘোরং প্রবিবেশ তদা প্রভুঃ॥"

ব্রহ্মোবাচ।

"যচ্চারণ্য মিদং ধর্ম্ম ত্বয়া ব্যাপ্তং চিরং প্রভো।
নাম্না ভবিষ্যতি হ্যেতৎ ধর্ম্মারণ্য মিতি প্রভো।" (বরাহপু°)

২ গয়াস্থ তীর্থভেদ।

"প্রথমেঽহ্নি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয় দিবসে ব্রজেৎ।
ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যস্মাৎ যজ্ঞমকারয়ৎ॥" (বায়ুপুরাণ)

গয়ামাহাত্ম্যেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"গয়াঞ্চ রুদ্রতীর্থঞ্চ ধর্ম্মারণ্যং পুরৈর্বৃতং।
তথা দেবনদী পুণ্যা সরশ্চ ব্রহ্মনির্ম্মিতং॥" (গয়ামাহাত্ম্য°)

৩ ধর্ম্মসাধন অরণ্যমাত্র। ৪ কূর্ম্মবিভাগোক্ত মধ্যভাগস্থ দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪ অঃ) রামায়ণে ধর্ম্মারণ্য নামে নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

"সুমতি অমূর্ত্তরজা করিলা স্থাপন।
ধর্ম্মারণ্য নামে পুর চারু দরশন॥" (রামায়ণ আদিকা°)

এই নগর কামরূপের মধ্যে কোন স্থলে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ধর্ম্মার্থীয় (ত্রি) ধর্ম্মসম্পর্কীয়।

ধর্ম্মালীক (ত্রি) ছদ্মবেশী কপটাচারী।

ধর্ম্মালোকমুখ (ক্লী) বৌদ্ধমত জ্ঞানের উপক্রমণ।

ধর্ম্মাশোক (পুং) রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর "ধর্ম্মাশোক" নামে বিখ্যাত হন। [প্রিয়দর্শী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ধর্ম্মাশ্রিত (ক্লী) ধর্ম্মং আশ্রিতঃ ২য়া তৎ। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল।

"দাস্তো বণিক্ কৃপালুঃ প্রিয়বাগ্ ধর্ম্মাশ্রিতং স্বাতৌ।"
(বৃহৎসংহিতা ১০১।৮)

ধর্ম্মাসন (ক্লী) ধর্ম্মায় ব্যবহারকার্য্যসাধনায় যদাসনং। ১ বিচারনির্ণয়ার্থ আসনভেদ। ২ বিচারাসন, বিচারক যাহাতে উপবেশন করিয়া বিচারকার্য্য করেন, তাহাকে ধর্ম্মাসন কহে।

"ধর্ম্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্য্যদর্শনমাচরেৎ॥" (মনু ৮।২৩)

ধর্ম্মাস্তিকায় (পুং) আর্হত মতসিদ্ধ জীব ও অজীব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং পুদ্গলাস্তিকায়ের মধ্যে পদার্থ ভেদ। [জৈন দেখ।]

ধর্ম্মিক (ত্রি) ধর্ম্মোঽস্ত্যস্য ঠন্। ধর্ম্মযুক্ত, ধার্ম্মিক। তস্য কর্ম্মভাবাদৌ ইতি পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্। (ক্লী) ধার্ম্মিক্য, তদ্ভাব বা কর্ম্ম।

ধর্ম্মিন্ (ত্রি) ধর্ম্মোঽস্ত্যস্য ইনি। ১ ধর্ম্মবিশিষ্ট।

"ত্রিগুণমচেতনপ্রসবধর্ম্মি।" (সাংখ্যকা°)

ধর্ম্মাঃ শ্রৌতস্মার্ত্তা কর্ত্তব্যত্বেন সন্ত্যস্য ইতি ইনি। ২ ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল। ধর্ম্মঃ পাল্যত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

"ধর্ম্মগুপ্ ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মী সদসদ্ক্ষরমক্ষরং।" (ভার° ১৩।১৪৯।৬৪)

'ধর্ম্মাধার তয়া ধর্ম্মী' (শঙ্করভাষ্য°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৪ জারা। ৫ আধার। "সুখদুঃখমোহধর্ম্মিণী বুদ্ধি সুখদুঃখমোহধর্ম্মকদ্রব্যজন্য" (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য) ৬ রেণুকা। (রাজনির্ঘণ্ট)

ধর্ম্মিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন ধর্ম্মবান্, ইতি ইষ্ঠন্ মতুপো লোপঃ। ১ অতিশয় ধার্ম্মিক। (পুং) ২ বিষ্ণু।

ধর্ম্মীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ধর্ম্মবান্ ইতি ঈয়সুন্। অতিশয় ধর্ম্মশীল, যে প্রাণপণে ধর্ম্মপথে চলে এবং প্রাণান্তেও অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করে না।

ধর্ম্মেন্দ্র (পুং) ধর্ম্মে ইন্দ্র ইব রক্ষকত্বাৎ। ধর্ম্মরাজ যম।
"পিতৄণামিব ধর্ম্মেন্দ্রো যাদসামিব চাম্বুরাট্।
(ভারত দ্রোণপ' ৬ অঃ)
ধর্ম্মেশ্বর প্রভৃতি শব্দেরও এই অর্থ জানিতে হইবে।

ধর্ম্মেপ্সু (ত্রি) ধর্ম্মং আপ্তুমিচ্ছুঃ আপ-সন্-ধর্ম্মেপ্স ততো সনাশংসেত্যাদিনা উপ্রত্যয়। ধর্ম্ম লাভ করিতে অভিলাষী, অভ্যুদয়কামী।
"ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাংবৃত্তি মনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥" (মনু ১০।১২৭)

ধর্ম্মেয়ু (পুং) পৌরবংশীয় রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ।
"ধর্ম্মেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ দশমো দেববিক্রমঃ।"
(ভারত আদিপর্ব্ব ৯৪ অ')

ধর্ম্মেশ (পুং) ধর্ম্মস্য ঈশঃ ৬তৎ। যম।

ধর্ম্মেশ্বর (পুং) ধর্ম্মস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ যম, ধর্ম্মরাজ। (ক্লী) ২ তীর্থভেদ।

ধর্ম্মোত্তর (ত্রি) ধর্ম্ম উত্তরঃ প্রধানং যস্য। ধর্ম্ম-প্রধান।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য, এক বৌদ্ধ আচার্য্য ও গ্রন্থকার। এদেশে এত দিন ইঁহার নাম ও গ্রন্থাদি বিলুপ্ত ছিল। তিব্বতে "তাঁজুর" (Tandjur) নামক সর্ব্বসাহিত্যসংগ্রহবিষয়ক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে যে সকল গ্রন্থের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিতগণের লিখিত। উক্ত সংগ্রহ গ্রন্থধৃত ৭ খানি ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য নামক ভারতীয় পণ্ডিতের রচিত বলিয়া উল্লিখিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে ভারতে বা তিব্বতেও ঐ ৭ খানির কোন এক খানি গ্রন্থের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভার যত্নে "ন্যায়বিন্দু টীকা" নাম্নী একখানি টীকাগ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। "তাঁজুর" নামক পূর্ব্বোক্ত তিব্বতীয় সংগ্রহ গ্রন্থেও ইঁহার রচিত গ্রন্থসপ্তকের মধ্যে "ন্যায়বিন্দুটীকার" নাম আছে, সুতরাং উভয় গ্রন্থ ও উভয় গ্রন্থকারকে অভেদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই গ্রন্থখানি "ন্যায়বিন্দু" নামক সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থের টীকা। ন্যায়সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের অনেক গ্রন্থই পাওয়া যায়। মূলসূত্রগ্রন্থ "ন্যায়বিন্দু" কাহার রচিত, তাহা টীকা পাঠে বুঝা যায় না। তবে ভাউদাজীর পুস্তকাগারে লঘুধর্ম্মোত্তরসূত্র ও যশলমীর হইতে সংগৃহীত "ধর্ম্মোত্তরবৃত্তি" নামক দুইখানি পুঁথির সহিত ইঁহার কিছু কিছু সম্পর্ক আছে, বলিয়া অনুমিত হয়। লঘুধর্ম্মোত্তরসূত্রখানিতে ও ন্যায়বিন্দু টীকার মূলসূত্রগ্রন্থ "ন্যায়বিন্দু"তে অভেদ বলিয়াই পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। ন্যায়বিন্দুটীকা পাঠে জানা যায় যে, ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য যে সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল সূত্রকে তিনি বুদ্ধের নিজবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই চারি শাখার মধ্যে সৌত্রান্তিক শাখার মতাবলম্বী ছিলেন। "ধর্ম্মোত্তরবৃত্তি" পাঠে জানা যায় যে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের পূর্ব্বে আচার্য্য বিনীতদেব (ভর্তৃহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী ও শ্রীনলন্দাবাসী) পূর্ব্বমীমাংসা অবলম্বনে "প্রমাণ" সম্বন্ধে এক সপ্তাধ্যায়ী টীকা, ও "সমাজভেদপ্রচ্ছন্নচক্র" নামক ১৮শ প্রকার বৌদ্ধ শাখার বিবরণ প্রণয়ন করেন, তৎপরে শান্তভদ্র বা শান্তরুদ্র বা সংঘভদ্র নামক আচার্য্য বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের প্রতিবাদ করিয়া "ন্যায়ানুসারশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা হিউএনসিয়াং চীনভাষায় অনুবাদ করেন ও ইহা চীন ত্রিপিটকের একাংশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তৎপরে বৌদ্ধ কবি ও আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিক, প্রমাণবিনিশ্চয়, প্রসন্নপাদ প্রভৃতি ন্যায় সম্বন্ধীয় গ্রন্থরচনা করেন। এই ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রণীত "বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গতি" গ্রন্থের উল্লেখ সুবন্ধুপ্রণীত "বাসবদত্তা"তে পাওয়া যায়। ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য এইরূপে আচার্য্যপাদগণের অনুসরণে "ন্যায়বিন্দুটীকা" লিখিয়া থাকিবেন।

ধর্ম্মোপদেশ (পুং) ধর্ম্ম উপদিশ্যতে অনেন উপ-দিশ-করণে ঘঞ্। ১ ধর্ম্মশাস্ত্র, মন্বাদি শাস্ত্র।
"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু ১২।১০৬)
ভাবে ঘঞ্, ধর্ম্মস্য উপদেশঃ। ২ ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ।
"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসে চয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥" (মনু)

ধর্ম্মোপদেশক (ত্রি) ধর্ম্মং উপদিশতি উপ-দিশ-ণ্বুল্। ১ ধর্ম্মের উপদেষ্টা। (পুং) ২ গুরু।

ধর্ম্মোপেত (ত্রি) ধর্ম্মে উপেতঃ ৭তৎ। ধর্ম্মযুক্ত, ন্যায্য।

ধর্ম্মোপদেশনা (স্ত্রী) ব্যবহারশাস্ত্রোপদেশ।

ধর্ম্ম্য (ত্রি) ধর্ম্মাদনপেতঃ (ধর্ম্মপথ্যর্থন্যায়াদনপেতে। পা ৪।৪।৯২) ইতি যৎ। ১ ধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী।
"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।" (গীতা)
ধর্ম্মেণ প্রাপ্যঃ (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ। ২ ধর্ম্মলভ্য।
"ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্ম্যং প্রতিগ্রহে।" (মনু)

ধর্ম্মবিবাহ (পুং) ধর্ম্মাঃ ধর্ম্মার্হো বিবাহঃ। ধর্ম্মযুক্ত বিবাহ, এই বিবাহ পঞ্চবিধ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য পঞ্চবিধ বিবাহ ধর্ম্ম্যবিবাহ। যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও যে বিবাহে যে গুণদোষ সমুৎপন্ন হয়, এবং যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে যে গুণাগুণ জন্মে, তাহার বিষয় মনুসংহিতা পাঠে এইরূপ জানা যায়, ছয়টী বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব এই ৬টী বিবাহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম্য অর্থাৎ ধর্ম্মজনক; আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মজনক। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত ঐ কয়েকটী বিবাহ অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ ধর্ম্মজনক।

ধর্ষ (পুং) ধর্ষণমিতি ধৃষ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রাগলভ্য। ২ অমর্ষ। ৩ শক্তিবন্ধন। ৪ সংহতি। ৫ হিংসা। (শব্দচ°)

"যন্তেষ দর্পাদ্ ধর্ষাদ্বাপ্যথ ব্রাহ্মণচাপলাৎ।
প্রস্থিতো ধনুরায়ন্তং বার্য্যতাং সাধুমাগমৎ॥"

(ভারত ১।১৮৯।৭)

ধর্ষক (ত্রি) ধৃষ্ণোতি প্রগল্ভো ভবতীতি ধৃষ-ণ্বুল্। ১ পরিভবকারক। ২ প্রাগল্ভ। ৩ অসহন। ৪ নট, অভিনেতা।

"বিধার্য্য সর্ব্বে গৃহ্যতাং মমৈতে গৃহধর্ষকাঃ।"

(হরিবংশ ১৫৩।২৪)

ধর্ষকারিণী (ত্রি) ধর্ষং কুলদূষণং করোতি কৃ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দূষিতাকন্যা। অসতী স্ত্রী।

ধর্ষকারিন্ (ত্রি) ধর্ষং করোতি কৃ-ণিনি। ১ পরিভবকর্ত্তা। ২ প্রাগল্ভ্যকারক।

ধর্ষণ (ক্লী) ধৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ পরিভব। ২ অসহন। কর্ত্তরি ল্যু। (ত্রি) ৩ ধর্ষকারক। (পুং) ৪ শিব।

"অধর্ষণো ধর্ষণাত্মা যজ্ঞহা কামনাশকঃ।"

(ভারত অনু° ১৭ অঃ)

৬ রতি। ধৃষ-ভাবে যুচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ৭ অবমাননা, অবজ্ঞা।

"শ্রুত্বেমাং ধর্ষণাং তাত! তব তেন দুরাত্মনা।"

(ভারত আদিপর্ব্ব ৪১ অ°)

ধর্ষণাত্মন্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১)

ধর্ষণি (স্ত্রী) কর্ষতীতি কৃষ-অণি, ধাতোরাদেশ্চ ধঃ। (কৃষেরাদেশ্চ ধঃ। উণ্ ২।১০৫)। বন্ধকী, অসতী স্ত্রী।

ধর্ষণী (স্ত্রী) ধর্ষণি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ধর্ষিণী, অসতী নারী।

ধর্ষা, মুসলমান রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগকে "সরকার" বলিত। বর্দ্ধমান অঞ্চল তখন "সরকার সুলেমনাবাদ" (সলিমাবাদ) নামে খ্যাত ছিল। এই সরকারে ৩১টী পরগণা ছিল। ধর্ষা ইহারই অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে। বর্ত্তমান হাবড়া ও শ্রীরামপুর সহরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ এই পরগণার অন্তর্গত ছিল।

ধর্ষণী (স্ত্রী) ধর্ষতি হিনস্তি কুলমিতি ধৃষ-ণিনি ঙীপ্। পুংশ্চলী, অসতী স্ত্রী।

ধর্ষণীয় (ত্রি) ধৃষ্যতে ইতি অনীয়র্। পরিভবনীয়। অসহনীয়। সহজে দমনীয়, আক্রমণীয়।

ধর্ষিত (ক্লী) ধৃষ্যতেঽনেন ধৃষ-ক্ত। ১ রতি, মৈথুন। (ত্রি) ২ কৃতধর্ষণ, পরিভূত।

"আসনেভ্যঃ সমুৎপেতু স্তেজসা তস্য ধর্ষিতাঃ।"

(ভারত ৩।৫৫।১৫)

৩ পরাজিত, অপমানিত, তিরস্কৃত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ অসতী স্ত্রী।

ধর্ষিন্ (ত্রি) ধর্ষতি ইতি ধৃষ-ণিনি। ধর্ষক, ধর্ষণকারী। আক্রমণকারী, পরাভবকারী।

ধল (দেশজ) ধবল। কুষ্ঠভেদ। [কুষ্ঠ দেখ।]

ধলআঁকড়া [ধলগু দেখ।]

ধলকিশোর (দ্বারকেশ্বর, দারুকেশ্বর) পশ্চিম বাঙ্গালার নদবিশেষ। মানভূম জেলার তিলাবনী পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া এই নদী বাঁকুড়া জেলার মধ্যে বাঁকুড়া, অন্দাল, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর, ইন্দাস প্রভৃতির স্থানের নিম্ন দিয়া বহিয়া কোটালপুরের ২ ক্রোশ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখে জাহানাবাদের কিছু দূরে বেরারি গ্রামের নিকট ইহা হুগলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। হুগলী জেলায় ইহার নাম রূপনারায়ণ। হুগলীর মোহানার নিকট এই নদ হুগলী নদীতেই মিশিয়াছে। ইহাতে সময়ে সময়ে হঠাৎ বন্যা আসে। বন্যা হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহাতে বাঁধ, ভেড়ী প্রভৃতি আছে। বাঁকুড়ায় ইহা কেবল বর্ষাকালে নৌকা গমনাগমনের উপযোগী থাকে।

ধলদীঘী, এই নামে দিনাজপুরের মধ্যে এক বৃহৎ দীঘী ও এক গ্রাম আছে। প্রতিবৎসর ১লা ফাল্গুন হইতে এই দীঘীর পাড়ে ৮ দিনব্যাপী এক মেলা হয়। মেলায় প্রায় ২৫ হাজার লোক জমে। দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়।

ধলগু (পুং) দৃঢ়কণ্টকবৃক্ষ, চলিত ধল আকড়া। (Allangium hexapetalum)

ধলনধ্বর, ২৪ পরগণার একটী গ্রাম। এখানে একটী পাগলা গারদ আছে।

ধলহুর, উড়িষ্যার অন্তর্গত এক জনপদ। (দেশাবলী)

ধলিবাশ (দেশজ) বংশভেদ, এক প্রকার বাঁশ।

ধলেট, ব্রহ্মদেশান্তর্গত কৈয়কপৈয়ু জেলায় একটী নদী। ইহা আরাকান পর্ব্বতমালায় উৎপন্ন হইয়া কম্বারমিয়ায় উপসাগরে পড়িতেছে। মোহানা হইতে ১২॥ ক্রোশ দূরে ধলেট গ্রাম পর্য্যন্ত ইহাতে নৌকা যাতায়াত করে। ইহাকে টলকও বলে। ধলেটগ্রামের ঊর্দ্ধে স্রোত বড় বেশী, ছোট ছোট ডিঙ্গী চলে।

ধলেশ্বর, ত্রিপুরার অন্তর্গত আগরতলার ৫ ক্রোশ দূরস্থ এক পর্ব্বত। (দেশাবলী ১২।১২১)

ধলেশ্বরী, বাঙ্গালায় ও আসামে এই নামে অনেকগুলি নদী আছে। ১ যমুনার এক শাখা নদীর নাম ধলেশ্বরী, ইহা ঢাকা জেলায় প্রবাহিত, মেঘনায় পতিত। যমুনার দিকের মোহানা এখন প্রায় ভরাট হইয়া আসিতেছে, কেবল বর্ষাকালে ষ্টীমার চলে। ২ সুর্ম্মা ও কুশিয়ারা নদী-সংযুক্ত প্রবাহের নাম ধলেশ্বরী, ইহাই ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে সীমারূপে প্রবাহিত। ইহা মেঘনায় পড়িয়াছে।

৩ কাছাড়ের এক নদীর নাম ধলেশ্বরী। লুসাইরাজ্যে উৎপন্ন হইয়া হৈলাকান্দীর মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পড়িয়াছে। লুসাই সীমায় এই নদী হইতে কাছাড়ের রাজা এক খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। আসল নদীর উপর এই খাল মুখে শিয়ালটেক বাজার অবস্থিত। ইহার তীরে এক ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ সুরক্ষিত বন আছে। উহা ধলে-জঙ্গল নামে খ্যাত।

ধব (ত্রি) ধবতি, ধুবতি ধুনোতি ধুনাতি বা অচ্। ১ কম্পনকারক। ২ পতি, স্বামী। (পুং) ৩ নর। ৪ ধূর্ত্ত। ৫ স্বনামখ্যাত পশ্চিমদেশীয় বৃক্ষ বিশেষ। হিন্দী ধড়িয়া, ধাড়। কেহ কেহ ধলা আকড়া কহিয়া থাকে।

সংস্কৃত পর্য্যায় শার্কটাখ্য, দৃঢ়তরু, ধুরন্ধর, গৌর, কষায়, মধুরত্বক্, শুক্লবৃক্ষ, পাণ্ডুতরু, ধবল, পাণ্ডুর। ইহার গুণ—কষায়, কটু, কফ ও বায়ুনাশক, পিত্তপ্রকোপক, রুচিকর, দীপন, শীতল, প্রমেহ, অর্শ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফনাশক, মধুর, তুবর এবং তিক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার ফল ঈষন্মধুর। ধু কম্পনে ভাবে অপ্। ৬ কম্পন, বিধুনন।

ধবনি (স্ত্রী) ধু-করণে অনি। ১ অনল। (পারস্করনি°) ধবনি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্।

ধবর (স্ত্রী) সংখ্যা বিশেষ।

ধবল (পুং) ধাবতীতি ধাব-কল, হ্রস্বশ্চ। (ধাবতে র্বাহলকাৎ হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১।১০৮) ১ যববৃক্ষ। ২ চীনকর্পূর। ৩ সিন্দূর। ৪ সিত। ৫ নির্ম্মল। (স্ত্রী) ৬ শ্বেতমরিচ। ৭ রাগভেদ, ভরতমতে হিন্দোলরাগের অষ্টমপুত্র। (সঙ্গীতশাস্ত্র) ৭ বৃষশ্রেষ্ঠ, মহোক্ষ। (ত্রি) ৮ শ্বেতবর্ণযুক্ত।

"নীতা যেন নিশা শশাঙ্কধবলা।" (উজ্জ্বলদ°)

৯ পক্ষিবিশেষ।

"ধবলঃ পাণ্ডুরুদ্দিষ্টো রক্তপিত্তহরো হি সঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সংগ্রাহী বাতশান্তিকৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

১০ ছন্দোভেদ। ১১ অর্জ্জুনবৃক্ষ, আজনগাছ। ১২ কুষ্ঠরোগ।

ধবলগিরি (পুং) ধবলঃ গিরিঃ কর্ম্মধা। স্বনামখ্যাত পর্ব্বত বিশেষ।

ধবলঘাট (ধলঘাটা) সুসঙ্গ দুর্গাপুরের দুই ক্রোশ দূরে কংস নদীর তীরবর্ত্তী গ্রাম। (দেশাবলী)

ধবলত্ব (ক্লী) ধবলস্য ভাবঃ 'ত্বতলোভাবে' ইতি ত্ব। ধাবল্য, ধবলতা।

ধবলপক্ষ (পুং স্ত্রী) ধবলো পক্ষো যস্য। হংস, হাঁস। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "ধবলপক্ষবিহঙ্গমকূজিতৈঃ।" (মাঘ)

(পুং) শুক্লপক্ষ, চান্দ্রমাসঘটক পঞ্চদশতিথ্যাত্মক শুক্লপক্ষ।

ধবলপট্টিনী (স্ত্রী) শ্বেতপাটলিকা, হিন্দীভাষায় শ্বেতপাপড়ী, চলিত কথায় শাদা পারুল।

ধবলপাটলী (স্ত্রী) শ্বেতপাটলিকা।

ধবলভূম, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে পুণ্ড্রদেশান্তর্গত বরাদেশ বর্ণনে এই দেশের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা বরাদেশের প্রান্তবর্ত্তী। বর্ত্তমান নাম ধলভূম। [বরাহভূম দেখ।]

ধবলমৃত্তিকা (স্ত্রী) ধবলা মৃত্তিকা। খটিনী, চলিত কথায় খড়ি।

ধবলযাবনাল (পুং) ধবলঃ যাবনালঃ। যাবনাল বিশেষ, শ্বেতজনার, ভুট্টা। পর্য্যায়—পাণ্ডুর, তারতণ্ডুল, নক্ষত্রকান্তি, বিস্তার, বৃত্ত, মৌক্তিক-তণ্ডুল। ইহার গুণ—গৌল্য, বলকারক, বৃষ্য, রুচিকর, পথ্য; ত্রিদোষ, অর্শ, গুল্ম ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

ধবলশ্রী, রাগিণীবিশেষ। এই রাগিণী পঞ্চম ও গান্ধার বর্জ্জিত স্বরগ্রাম।

নি ধ ০ ম ০ ঋ সা :: (সঙ্গীত রত্না°)

ধবলহাটী, দেশাবলীধৃত যশোহরান্তর্গত একটী গ্রাম।

ধবলা, ১ ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডোক্ত পুণ্ড্রদেশান্তর্গত বরাদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রধান আটটি নগরের মধ্যে একটী নগর। (ব্র° খ° ৫।২৮)

২ সুসঙ্গ দুর্গাপুরের পূর্ব্ববাহিনী একটী নদী। (দেশাবলী)

৩ সারনাথ হইতে প্রাপ্ত এক শিলালিপি পাঠে জানা

যায় যে কাশ্মীররাজ বালাদিত্যপুত্র প্রকটাদিত্যের জননীর নাম রাণী ধবলা। মিঃ ফ্লিট অনুমান করেন, মিহিরকুলোদ্ভূত মহারাজ বালাদিত্য এই বালাদিত্য হইতে পারেন। শিলালিপিখানিও অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে উৎকীর্ণ। ৪ নদীভেদ।

ধবলা (স্ত্রী) ধাবতীতি ধা-কল হ্রস্বশ্চ অনুদাত্তত্বাভাবাৎ ন ঙীষ্। শুক্লবর্ণ গাভী, শাদা গোরু। ২ বৃন্দাবনস্থ পর্ব্বত বিশেষ। "সাঙরি শিখরে নাম ধবলা পর্ব্বত।
শ্রীমতী হিন্দোলা দুলে সহসখীযূথ॥" (ভক্তমাল)

ধবলাগিরি, হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গ। ইহা নেপাল রাজ্যে ২৯০১১´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮১° ৫৯´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ২৬৮২৬ ফিট্ উচ্চ।

ধবলাঙ্ক (ক্লী) অতিধৃতি ছন্দোভেদ। ধবল সংখ্যক অঙ্ক।

ধবলিত (ত্রি) ধবলোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। শুভ্রীভূত, যাহা শ্বেতবর্ণ করা হইয়াছে।

ধবলিমন্ (পুং) ধবলস্য ভাবঃ ইমনিচ্। শ্বেতত্ব, শুভ্রত্ব।
'অধিগতধবলিম্নঃ শূলপাণে রভিখ্যাং' (মাঘ)
(স্ত্রী) ধবল স্পর্শাদিত্বাৎ ঙীষ্। শুক্লবর্ণগাভি।
'মহোক্ষে চাথ ধবলী সৌরভ্যাং সমুদাহৃতা।' (বিশ্ব)

ধবলীকৃত (ত্রি) অধবলঃ ধবলঃ কৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বি, ততো দীর্ঘঃ। যাহাকে ধবল করা গিয়াছে, ধবলিত।

ধবলীভূত (ত্রি) যাহা ধবল হইয়াছে, শুক্লীভূত।

ধবলেশ্বর, গোদাবরী জেলায় রাজমহেন্দ্রী তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। ইহা ১৬° ৫৬´ ৩৫´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮১° ৪৮´ ৫৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে দশহাজার, তন্মধ্যে দশহাজার হিন্দু। এই সহরের নিম্নে রাজমহেন্দ্রীর ২ ক্রোশ দক্ষিণে গোদাবরী নদীতে ১২ ফিট্ উচ্চ ১৬৫০ গজ দীর্ঘ আনিকট আছে। এই আনিকট পিচিকা নামক গোদাবরী নদীর মোহানাস্থ দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। এখানে এখন ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়রের দল বল ও পূর্ত্ত-বিভাগের কারখানা আছে। খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ইলোরের নবাবের সহিত রাজমহেন্দ্রীর সীতাপতিগণের যুদ্ধকালে এই সহরেই উভয়দলের সৈন্যগণ পারাপার হইত। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর খালাদি দিয়া এই নগরের সহিত উপকূলের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ধবলেশ্বর, ১ ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বঙ্গদেশান্তর্বর্ত্তী বরদদেশের অন্তর্গত একটী নদী। ইহার তীরে বল্লাল নগর অবস্থিত।
(ব্র. খ. ১৯৷৩২)
২ একাম্রকাননের এক সীমা। [একাম্রকানন দেখ।]

ধবলোৎপল (ক্লী) ধবলং উৎপলং কর্ম্মধা। কুমুদ, শুঁদীনাল।

ধবাণক (পুং) ধুনোতি কম্পয়তি বৃক্ষাদীনিতি ধূ-আণক (আণকো লূধূশিঙ্ঘিধাঞ্ভ্যঃ। উণ্ ৩৷৮৩) বায়ু।

ধবিতব্য (ত্রি) ধূ-তব্য। ব্যজনোপযুক্ত।

ধবিত্র (ক্লী) ধূয়তেঽনেন ধূ-ইত্র (অর্ত্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ। পা ৩৷২৷১৮৪) মৃগচর্ম্ম-রচিত ব্যজন, পাখা। (ত্রি) ২ অপনয়ন কারক।

ধাই (দেশজ) উপমাতা, ধাত্রী, স্তন্যদায়িনী।

ধাইতে (দেশজ) দ্রুত চলিতে, অনুসরণ করিতে।

ধাইতেলা (দেশজ) নবজাত শিশুকে ধাত্রীকর্ত্তৃক তৈলাদি মাখান। ধাত্রীর ন্যায় অতিরিক্ত অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।

ধাইফুল (দেশজ) ধাতকীপুষ্প। [ধাতকী দেখ।]

ধাউড়ে (দেশজ) দ্রুতগামী।

ধাউড়্যা (দেশজ) দূত; দৌড়িয়া যাহারা সংবাদাদি আনয়ন করে।

ধাউয়া (দেশজ) দ্রুতগমন। পশ্চাদ্ধাবন।

ধাউলিয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Corvus Dhandy)

ধাউষ (দেশজ) কাগজের বৃহদাকার ঘুড়ি।

ধাওন (দেশজ) দ্রুতগমন, ধাবন।

ধাঁ (দেশজ) হঠাৎ, অতি দ্রুত।

ধাঁদলানি (দেশজ) দৃষ্টিভ্রম জন্মান।

ধাঁদা (দেশজ) দৃষ্টিভ্রম, সন্দেহ।

ধাক (ত্রি) দধাতীতি ধা-ক (কুদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ ক। উণ্ ৩৷৪০) ১ বৃষ। ২ আহার। ৩ অন্ন। ৪ স্তম্ভ। ৫ আধার।

ধাকা (দেশজ) ১ বাজীর টাকা। ২ সেলাইয়ের সূতা।

ধাক্কা (দেশজ) ঠেলিয়া দেওয়া, আঘাত।

ধাটী (স্ত্রী) ধট্যতে হিংসতেঽত্র ঘট হিংসায়াং আধারে অপ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ঘস্য ধঃ। ১ অভ্যাক্রন্দন, শত্রুসম্মুখ গমন। পর্য্যায়—প্রপাত, অভ্যাসাদন। (হেমচ°)

ধাড়া (দেশজ) ১ তৌলযন্ত্র, দাঁড়ীপাল্লা। ২ পাল্লার ভার ঠিক করিবার জন্য ইষ্টকাদি দ্বারা ভারকেন্দ্র সমান করা, কয়তা করা।

ধাড়ালেপা (দেশজ) গৃহাদির ভগ্ন স্থানে লেপদানাদি।

ধাড়ী (দেশজ) ১ বহুপ্রসূতা স্ত্রী জন্তু, যাহার অনেক সন্তান হইয়াছে। ২ প্রধান, দলের প্রধান বা গায়কের মধ্যে যিনি প্রধান থাকেন তাহাকে ধাড়ী কহে।

ধাণক (পুং) দধাতীতি ধা-আণক (আণকো লূধূশিঙ্ঘিধাঞ্ভ্যঃ। উণ্ ৩৷৮৩) দীনারভাগ, পরিমাণভেদ।

ধাতক (পুং) ধাতুং করোতি পিচ্ টিলোপঃ ণ্বুল্। পুষ্কর-দ্বীপাধিপতি বীতিহোত্রের জনৈক পুত্র। (ভাগ° ৫।২০।২২)

ধাতকী (স্ত্রী) ধাতক পিপ্পল্যাদিত্বাৎ ঙীষ্। পুষ্প বিশেষ, ধাইফুল। সংস্কৃত পর্য্যায়—বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধানী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্ব্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী, কুঞ্জরা, মদ্যবাসিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সংঘপুষ্পী, লোধ্রপুষ্পিণী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা, মদ্যপুষ্পা, ধাতৃপুষ্পী, ধাতুপুষ্পী, ধাতৃপুষ্পিকা, ধাত্রী, ধাতুপুষ্পিকা। (শব্দর°)

এই বৃক্ষের নানা স্থানে নানা রূপ নাম দেখা যায় ;—

বাঙ্গালা—ধাই, ধাঁই, ধাওয়াই, ধাও, ধাদকী, ধাইতি, ধান, ধাউরা। হিন্দী—দাওয়াই, থাওয়াই, গাম্বা, ধৌলা, ধৌরা, ধাই, ধা। কোল—ইচা, ধোয়ি। সাঁওতাল—ইচাক। নেপাল—দাহিরী, লালদাইয়ে, ধাগেয়াকাও। লেপচা—চুঙ্-কিয়েক-ন্দুম। উড়িয়া—ধাতিকো, হারয়ারী। ভূমিজ—দাদকি। কুর্ক—খিস্রি, ধি। মধ্যপ্রদেশ—ধুবি, সুরতারি, ধাইতি, ধোত্তরা। অযোধ্যা—ধেওতি। কুমাওন—ধার্‌লা, ধাই, ধওরা। কাঙ্গরা—ধাই, গুলদোর। গোঁড়—পিতিয়া, পেতি-সুরালি। ভীল—ধাত্তি। কাশ্মীর—থাই, থাওয়াই। পঞ্জাব—ধাস, ধৌর, ধা, সুর্দ্দ, ধাহাই, ধাওয়াই, তৌ। (ফুলের নাম) গুল ধাওয়াই, গুলবাহার। পুস্ত (আফগান)—দাতকী। সিন্ধু—ধাই। বোম্বাই—ধৌরী, হয়াস্তি, ধাবরি, ধাবসী। মান্দ্রাজ—ফুলসত্তি, ধাজাতিচি। গুজরাট—ধবদীনা। তেলগু—আরগী, সেরিঞ্জি, গন্দাইসিকা, গাজী, গোদারি ধাতকী। ইংরাজী—*Woodfordia floribunda* এতদ্ভিন্ন, *Wood-fordia Tomentosa, Woodfordia fructicosa, Grislea tomentosa, Grislea Punctata, Lythrum Fruticosam* নামেও ইহা ইংরাজী উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রে অভিহিত হয়।

ইহার বৃক্ষ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রশাখা ও কণ্টকবিশিষ্ট। ইহাতে গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট বেগুনি রঙ্গের ফুল হয়। হিমালয় পর্ব্বতে ৫ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে, গ্রোমের নির্জল বনমধ্য অবধি ভারতের সর্ব্বত্র ইহা জন্মে।

গঁদ—মিঃ ব্যালফর বলেন রাজপুতনার মধ্যে মিবার ও হীরাবতীতে ধাইফুল হইতে গঁদ সংগ্রহ করে। উহা তদ্দেশে "ধোকা গঁদ" নামে খ্যাত। ইহা জল অপেক্ষা লঘু। কাপড় রং করিবার সময়ে যে অংশে রং লাগাইতে হইবে না, সেই অংশে এই গঁদ লাগাইয়া দেয়। ইহার মণ ১০৲ টাকা।

রং—ইহার ফুল হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল রং হয় এবং এই ফুল আচ গাছের রং (আল রং) প্রস্তুত করিবার সময়ে ব্যবহৃত হয়। পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ইহার ফুল হয়। এই সময়ে কুঁড়ি তুলিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। কোন কোন স্থানে শরৎকালে ইহার পাতাও তুলিয়া শুকাইয়া রাখে। ইহা ভারতের বুনো গাছ, সুতরাং পাতা বা ফুল-সংগ্রহে শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত কোন অর্থ-ব্যয় নাই।

বাঙ্গালায় ইহা হইতে স্বতন্ত্র রং প্রস্তুত বড় করে না। আল্‌রঙে মিশাইবার জন্য ইহার ফুল জলে সিদ্ধ করে অথবা মানভূম অঞ্চলে ঠাণ্ডাজলে ভিজাইয়া রাখে, কোথাও বা গরমজলে ভিজাইয়া রাখে। তাহার পরে এই জলে ফট্‌কিরি বা চূণ ও ফট্‌কিরি ফেলিয়া দিয়া তাহাতে রং করিবার বস্ত্র ভিজাইয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ করিয়া লয়।

ঔষধ—শুষ্কফুল বৈদ্যক মতে উত্তেজক ও সঙ্কোচক। রক্তস্রাব ও উদরাময়াদিতে কবিরাজেরা ইহা বহুল ব্যবহার করেন। ২ ড্রাম ফুলের গুঁড়া দধির সহিত সেবন করিলে আমাশয় ও মধুর সহিত ব্যবহারে রক্তসাধিক্য বন্ধ হয়। ঘায়ের উপর শুষ্ক গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে, পচন নিবারণ করিয়া মাংসকণিকা বৃদ্ধি করে। কোঙ্কণ প্রদেশে পিত্তাধিক্যে রোগীর মুখগহ্বর তিলতৈলে ভরিয়া দিয়া মাথার তালুতে ধাইপাতার রস ঘসিয়া দিতে থাকে। ইহাতে পিত্ত কাটিয়া মুখ মধ্যস্থ তৈলে মিশ্রিত হইয়া তৈলকে ঈষৎ পীতবর্ণ করিয়া তুলে, তখন সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার খাঁটি তৈল মুখে দিয়া মাথায় পাতার রস দিতে থাকে। এই-রূপে যতক্ষণ তৈলে পিত্তসংক্রমণ নিবারিত না হয়, ততক্ষণ ঐরূপে তৈলের কুলকুচা দেওয়া হয়। ডাক্তার ডাইমক ইহা দেখিয়াছেন। উত্তরভারতে ইহা সঙ্কোচক, উত্তেজক ও শীতলগুণবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য ও স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় দিতেও হানি বোধ করে না। ছোট নাগপুরে প্রদররোগে ইহার পাতাসিদ্ধ জলপান করিতে দেয়।

বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, মদকরী ; বিষদোষ, অতীসার, বিসর্প, ব্রণ ও রক্তপিত্তনাশক। (রাজবল্লভ)

খাদ্য—বাঙ্গালায় ইহার পাতা ভিজাইয়া একপ্রকার শীতল সরবৎ করে। মধ্য প্রদেশে ফুল খায়। কাঙ্গড়ায় মদ্য প্রস্তুত করিতে ইহার গাছের কোন কোন অংশ ব্যবহৃত হয়। ইহার কাষ্ঠ বড় ভারি, জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

ধাতক্যাদিলেহ (পুং) চক্রদত্তোক্ত লেহভেদ।

"ধাতকী বিল্বধন্যাকলোধ্রেন্দ্রযববালকৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারকাম্তিজিৎ॥" (চক্রদত্ত)

ধাতকী, বিল্ব, ধনে, লোধ্র, ইন্দ্রযব ও বালা এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বালকদিগের জ্বর ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

ধাতু (পুং) ধীয়তে সর্ব্ব মস্মিন্নিতি বা ধা-তুন্ (সিতনিগমীতি। উণ্ ১।৭০) ১ পরমাত্মা। "সএষ চিদ্ধাতুঃ" (শ্রুতিঃ)। ২ শরীরধারক বস্তু, বাত, পিত্ত ও কফ।

"শরীরদূষণাদ্দোষা মলিনীকরণান্মলাঃ।
ধরণাদ্ধাতবস্তেস্যুর্বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ॥" (বৈদ্যক)

বাত, পিত্ত ও কফ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ধাতু কহে।

"রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ।
সপ্তদুষ্যাঃ মলামূত্রশকৃৎস্বেদাদয়োঽপি চ॥" (বাভট সূ, ১মঅঃ)

রস, অসৃক্ অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী শরীরস্থিত ধাতু। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে। যাহা কিছু আহার করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় অর্থাৎ সেই আহার কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়, লবণ ও মধুর এই ছয় প্রকার রস এবং দুইপ্রকার বা অষ্ট প্রকার বীর্য্যবিশিষ্ট এবং বহুবিধ গুণযুক্ত। ইহার সম্যক্ পরিপাকদ্বারা তেজের নিদান স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম যে সার জন্মে, সেই সারই রস নামে কথিত হয়। ইহার স্থান হৃদয়। হৃদয় হইতে সেই রস দশটী ঊর্দ্ধগামিনী রসরক্তবাহিনী ধমনীপথে প্রবেশপূর্ব্বক অধোভাগে এবং চারিটী তির্য্যক্-গামিনী ধমনীপথে প্রবেশপূর্ব্বক উভয় পার্শ্বভাগে গমন করে। অদৃষ্টহেতু ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কারণ দেখা যায় না, সেই ক্রিয়া দ্বারা ঐ রস ধমনীপথে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শরীরকে অহরহ তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ ও জীবমান করিতেছে। ক্ষয় বৃদ্ধি এবং বিকার অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ হইতেছে, বৃদ্ধি হইতেছে এবং ব্রণাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, এই কারণে সর্ব্ব শরীরগামী সেই রসের গতি অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। প্রাণিগণের দেহস্থ অব্যাপন্ন রস অর্থাৎ যে রসে কোন প্রকার বিকৃতি ভাব নাই, সুপ্রসন্ন তেজঃ কর্তৃক (অর্থাৎ যে সময়ে পিত্তের কার্য্য শরীরে স্বাভাবিক রূপ হইতে থাকে) সেইকালে তৎপ্রভাবে রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে কথিত হয়। এই রস হইতে যে রক্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের শরীরে রজঃ নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্যান্য আচার্য্যেরা কহিয়া থাকেন যে জীবরক্ত পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ যে পঞ্চভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের রক্তে আছে। মাংসগন্ধবিশিষ্টতা, তারল্য, রক্তবর্ণত্ব, ক্ষরণশীলতা এবং লঘুতা শোণিতের এই গুণগুলিকেই পঞ্চভূতের গুণ বলা যায়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র এইরূপ পরম্পরাক্রমে সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্নপান দ্বারা যে রস জন্মে, তাহাই এই সকল ধাতুর পোষণকর্ত্তা। পুরুষ অর্থাৎ দেহী এই রস হইতেই সম্ভূত হয়। রস ধাতুপ্রতি অর্থ বুঝায়। এই রসধাতু তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা করিয়া এক এক ধাতুতে অবস্থান করে।

এইরূপে সেই রস এক মাসে শুক্র ধাতুতে পরিণত হয়। স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে অষ্টাদশ সহস্র নবতি (১৮০৯০) কলায় এই রস ধাতুকে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক ধাতুতে ৩০১৫ অংশ করিয়া ৬টী ধাতুতে ১৮০৯০ কলা অবস্থিতি করে এবং রসধাতু ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া ত্রিংশৎ দিবস পরে শুক্র-ধাতু হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, আহার জনিত ও শরীরে প্রতিদিন যে রস হয়, সেই রস পাঁচদিবসে পরিপাক হইয়া ষষ্ঠদিবসে রক্ত ধাতুতে গমন করে এবং সেই পাঁচদিবস মধ্যে নূতন রস সঞ্চিত হইয়া পরিপাক হইতে থাকে। রক্ত ও পাঁচদিবসে পরিপাক হইয়া মাংস জন্মায়। এইরূপ ক্রমশঃ ত্রিশ দিনের পর অন্নরস হইতে শুক্র ধাতু জন্মে। শুক্র জন্মিবার পাঁচ দিনের পূর্ব্বে যে ধাতু জন্মে, শুক্র জন্মিয়া সেই ধাতুতেই অবস্থান করে। ধাতুর যে অংশকে অন্য ধাতুতে গমন করিতে হয়, তাহাই ইহার পরতন্ত্র অংশ, এবং যে অংশ আপনাতে থাকে, তাহাই ইহার স্বতন্ত্র অংশ। এইরূপ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে ১৮০৯০ অংশ রস অবধি মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতুতে অবস্থিতি করে। এই সকল ধাতু রস হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীরকে ধারণ করে, একারণ তাহা-দিগকে ধাতু কহে। এই সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি শোণিতের ক্ষয়বৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। [বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে পর পর ধাতু সকলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব যে সকল ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে হ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ কহে। আয়ুর্ব্বেদে এই ওজঃ ধাতুকেই বল বলিয়া কথিত হইয়াছে, শরীরে ওজঃ ধাতু থাকিলে মাংস দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, সকল কার্য্যে উৎসাহ থাকে, স্বর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্ন ভাবে থাকে, বাহ্য এবং অন্তরস্থ সকল ইন্দ্রিয় অবাধে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে। শরীরস্থিত ওজঃ সোমগুণবিশিষ্ট, ইহা শরীর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে এবং ইহাদ্বারা প্রাণরক্ষা হয়। প্রাণীদিগের দেহের সকল অবয়বে ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃসৃত হয়, তাহাই ওজঃ। মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক, একাগ্র

চিন্তা ও শ্রমপ্রভৃতিদ্বারা ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হয়। ওজঃ ক্ষয় হইলে প্রাণীগণের তেজেরও ক্ষয় হয়। ওজঃ ক্ষয় হইলে সন্ধি স্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং ক্রিয়ার নিরোধ, শরীরের স্তব্ধতা, ভার, বায়ু জন্য শোথ, কর্ণের মূঢ়তা, গ্লানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বলের তিন প্রকার দোষ—ব্যাপৎ, বিস্রংসা এবং ক্ষয়। বলের বিস্রংসা হইলে শরীরের শিথিলতা, অবসন্নতা, শ্রান্তি, বায়ুপিত্তকফের বিকৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য স্বভাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে না হওয়া অথবা না পারা প্রভৃতি লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বল ব্যাপন্ন হইলে শরীরের ভার, স্তব্ধতা ও গ্লানি, শারীরিক বর্ণের বিভিন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং বায়ু জন্য শোপ হইয়া থাকে। বলের ক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞানতা এই সকল লক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

সকল ধাতুর অন্তরে যে স্নেহ ঘৃত ও তৈলাদির ন্যায় পিচ্ছিল পদার্থ থাকে, ধাতুর পরিপাক কালে সেই সকল স্নেহ পদার্থ হইতে শরীরের তেজঃস্বরূপ বসা নামক ধাতু জন্মে। বসা ধাতু স্ত্রীলোকদিগের শরীরে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহাদ্বারা শরীরের কোমলতা, সৌন্দর্য্য, উৎসাহ, দৃষ্টি, স্থিতি, পরিপাকশক্তি, কান্তি ও দীপ্তি জন্মে এবং শরীরের রোম অল্প ও শরীর কোমল হয়। কষায়, তিক্ত, শীতল, রুক্ষ অথবা মলমূত্ররোধক পদার্থ সেবন করিলে অথবা স্ত্রীসংসর্গ, ব্যায়াম বা ব্যাধি কর্ত্তৃক কৃশ হইলে এই বসা ধাতু বিকৃত হয়। বসা ধাতু বিকৃত হইয়া বা অপ্রসন্ন ভাবে থাকিলে ত্বকের পারুষ্য, বর্ণের বিভিন্নতা, গাত্রবেদনা বা কামড়ানি অথবা শরীর প্রভাশূন্য হইয়া থাকে। বসা ধাতু ব্যাপন্ন হইলে শরীরের কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, শরীর হইতে বা অণ্ড হইতে তির্য্যক্‌ভাবে ধাতুক্ষরণাদি ঘটিয়া থাকে এবং ক্ষয় হইলে দৃষ্টির, অগ্নির বা বলের হানি, বায়ুর প্রকোপ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। বসা ধাতুর বিকৃতি হইলে পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থাতেই স্নেহপান ও তাহা শরীরে মর্দ্দন, লেপন বা পরিসেচন করা এবং স্নিগ্ধ অথচ লঘু এরূপ দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। ধাতুক্ষয় হইলে যে প্রকার আহারদ্বারা তাহার পূরণ হয়, তাহাই করা বিধেয়। যাহাতে শরীরে অন্নরস সঞ্চারিত হইয়া সকল ধাতু সমান ভাবে থাকে, সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। শরীরের সকল ধাতু সমানভাবে জন্মিলে শরীর স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাবে থাকে এবং কার্য্যসমর্থ হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিতে পারে এবং বলবান্ হয়। স্থূল এবং কৃশ এই উভয় প্রকার শরীরই নিন্দনীয়। মধ্যম শরীরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধাতু সকল সমানভাবে থাকিলেই শরীর মধ্যম হয়।

[বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৩ সকল নামের প্রকৃতিভূত ভূপ্রভৃতি। "ধাতুর্নাম ক্রিয়াবাচকো গণাদিপঠিতঃ শব্দবিশেষঃ"। (শব্দার্থরত্ন) ক্রিয়াবাচক গণাদি পঠিত শব্দ বিশেষের নাম ধাতু। ক্রিয়ার বাচক প্রকৃতির নাম ধাতু। যত কিছু শব্দ দেখা যায়, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এইজন্য ধাতুকে শব্দযোনি কহে। ধাতুর উত্তর দশটী বিভক্তি হয়।

বিভক্তির তালিকা—

বিভক্তির সংখ্যা	পাণিনি মতে নাম	মুগ্ধবোধ মতে নাম	অর্থ	কোন্ কালবোধক
১	লট্	কী	বর্ত্তমান	বর্ত্তমান
২	লোট্	গী	অনুজ্ঞা	
৩	বিধিলিঙ্	ধী	বিধি	
৪	আশীর্লিঙ্	টী	আশীর্ব্বাদ	
৫	লৃট্	তী	অনদ্যতন ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যৎ বোধক
৬	লুট্	ডী	অদ্যতন ভবিষ্যৎ	
৭	লৃঙ্	থী	ধাত্বর্থের অনিষ্পত্তি	
৮	লিট্	ঠী		
৯	লুঙ্	চী	পরোক্ষ অতীত	অতীত বোধক
			হ্যস্তন অতীত	
১০	লঙ্	ঘী	অদ্যতন অতীত	

এই দশটী ব্যতীত বেদে লেট্ নামে আর এক প্রকার বিভক্তির ব্যবহার আছে। এই সকল বিভক্তি পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভক্তিতে এই দুই ভাগে নয় করিয়া অষ্টাদশ আকার হয়, সেই নয় আকারের তিন তিনটী যথাক্রমে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধাতুর সকল বিভক্তিতে ১৮০টী করিয়া রূপ হয়। ইহার কতকগুলি কেবল আত্মনেপদী, কতকগুলি পরস্মৈপদী এবং কতকগুলি উভয়পদী অর্থাৎ সেই সকল ধাতুর

উত্তম আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ হইয়া থাকে। আবার কোন কোন ধাতুতে একবিভক্তি যোগ করিয়া একাধিক পদ অধিক পদ হইয়া থাকে।

বিভক্তির আকৃতি।

লৃট্ ও লট্। পরস্মৈপদ।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তিপ্	সিপ্	মিপ্
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্।

আত্মনেপদ।

তে	সে	এ
আতে	আথে	বহে
অন্তে	ধ্বে	মহে

লোট্। পরস্মৈপদ

তুপ্	হি	আনিপ্
তাম্	তম্	আবপ্
অন্তু	ত	আমপ্।

আত্মনেপদ।

তাম্	স্ব	ঐপ্
আতাম্	আথাম্	আবহৈপ্
অন্তাম্	ধ্বম্	আমহৈপ্।

লিঙ্। পরস্মৈপদ।

যাস্	যাস্	যাম্
যাতাং	যাতম্	যাব
যুস্	যাত	যাম।

আত্মনেপদ।

ঈত	ঈথাস্	ঈয়
ঈয়াতাং	ঈয়াথাং	ঈবহি
ঈরন্	ঈধ্বং	ঈমহি।

লুঙ্-লঙ্ ও লৃঙ। পরস্মৈপদ।

দিপ্	সিপ্	পম্
তাম্	তম্	ব
অন্	ত	ম।

আত্মনেপদ।

ত	থাস্	ই
আতাম্	আথাম্	বহি
অন্ত	ধ্বম্	মহি।

লিট্। পরস্মৈপদ।

ণল্	থল্	ণল্
অতুস্	অথুস্	ব
উস্	অ	ম।

আত্মনেপদ।

এ	সে	এ
আতে	আথে	বহে
ইরে	ধ্বে	মহে।

লুট্। পরস্মৈপদ।

তা	তাসি	তাস্মি
তারৌ	তাস্থস্	তাস্বস্
তারস্	তাস্থ	তাস্মস্।

আত্মনেপদ।

তা	তাসে	তাহে
তারৌ	তাসাতে	তাস্বহে
তারস্	তাধ্বে	তাস্মহে

আশীর্লিঙ্, পরস্মৈপদ।

যাৎ	যাস্	যাসম্
যাস্তাং	যাস্তং	যাস্ব
যাসুস্	যাস্ত	যাস্ম।

আত্মনেপদ।

সীষ্ট	সীষ্টাস্	সীয়
সীয়াস্তাং	সীয়াস্তাং	সীবহি
সীরণ্	সীধ্বং	সীমহিঙ্।

কোন কোন মতে, আশীর্লিঙ্ এই বিভক্তিকে লোঙ্ কহিয়া থাকে। ধাতু সকল দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। সেই এক এক শ্রেণীর নাম গণ। পাণিনি প্রথমতঃ অষ্টাদশ বিভক্তির নির্দেশ করিয়াছেন—

পরস্মৈপদ।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তিপ্	সিপ্	মিপ্
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	ঝি	থ	মস্।

আত্মনেপদ।

ত	থাস্	ইট্
আতাম্	আথাং	বহি
ঝ	ধ্বম্	মহিঙ্।

এই অষ্টাদশ বিভক্তির স্থানে ক্রমে ক্রমে ১৮০ একশত অশীতি বিভক্তির আদেশবিধান করিয়াছেন। কিন্তু

বোপদেবপ্রভৃতি বৈয়াকরণেরা পাণিনির অনুবর্ত্তী না হইয়া এককালে এক শত অশীতি বিভক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম বিভক্তি তিপের আদি অক্ষর তি, শেষ বিভক্তি মহিঙের অন্ত অক্ষর ঙ এই আদি ও অন্ত্যবর্ণ লইয়া বৈয়াকরণেরা ধাতু বিভক্তির তিঙ্ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধাতুর অন্তে তিঙের যোগ হইলে পদ নিষ্পন্ন হয়; এই নিমিত্ত ধাতু নিষ্পন্ন পদকে তিঙন্ত কহে।

"ভ্বাদ্যদাদী জুহোত্যাদি র্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদি চুরাদয়ঃ॥"

ভুবাদি, অদাদি, জুহোত্যাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি এই দশটী গণ। এই সকল ধাতুর কতকগুলি সকর্ম্মক ও কতকগুলি অকর্ম্মক। যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্মপদ আবশ্যক করেনা, সেই গুলি অকর্ম্মক ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়া। এই অকর্ম্মক ধাতুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্তা লজ্জা স্থিতি জাগরণং বৃদ্ধিক্ষয়ভয়জীবিতমরণং।
শয়নক্রীড়ারুচিদীপ্ত্যর্থা নৈতে ধাতবঃ কর্ম্মণি প্রোক্তাঃ॥"

অন্যচ্চ।

"সত্তাজীবনদর্পভীতিশয়নক্রীড়ানিবাসক্ষয়া
হ্যব্যক্তধ্বাননভোগতিস্থিতিজরা লজ্জাপ্রমাদোদয়ে।
উন্মাদে চ পলায়নভ্রমণয়োঃ খ্যাতৌ ক্ষয়ে খোটনে
মোহে ধাবনযুদ্ধশুদ্ধিদহনে শান্তৌ প্লুতৌ সজ্জনে
সীতৌ জাগরশেষবক্রগমনোৎসাহে মৃতৌ সংশয়ে
গ্লানৌ মন্দগতৌ চ নৃত্যপতনে চেষ্টা ক্রুধো রোদনে।
বৃদ্ধৌ হাবকৃতৌ চ সিদ্ধিবিরতৌ হর্ষোপবেশে বলে
কম্পোদ্বেগনিমেষসঙ্গযতনস্বেদে ধবো হ্যকর্ম্মকাঃ॥"

সত্তা, জীবন, দর্প, ভয়, শয়ন, ক্রীড়া, নিবাস, ক্ষয়, অব্যক্তধ্বনি, নভোগতি, স্থিতি, জরা, লজ্জা, প্রমাদ, উন্মাদ, পলায়ন, ভ্রমণ, খ্যাতি, ক্ষয়, খোটন, মোহ, ধাবন, যুদ্ধ, শুদ্ধি, বক্রগমন, উৎসাহ, মৃত্যু, সংশয়, গ্লানি, মন্দগতি, নৃত্য, পতন, চেষ্টা, ক্রোধ, রোদন, বৃদ্ধি, হাবকৃতি, সিদ্ধিবিরতি, হর্ষ, উপবেশন, বল, কম্প, উদ্বেগ, নিমেষ, সঙ্গ ও যত্ন এই সকল অর্থ বুঝাইলে ধাতু সকল অকর্ম্মক হয়। এই সকল অর্থ ভিন্ন হইলে সকর্ম্মক হইয়া থাকে। এই সকর্ম্মক ধাতুর মধ্যে কতকগুলি ধাতু আবার দ্বিকর্ম্মক, অর্থাৎ সেই সকল ধাতুর দুইটী করিয়া কর্ম্ম থাকে।

দুহ, যাচ, পচ, দণ্ড, রুধ, প্রচ্ছ, চি, ব্রূ, শাস, জি, মন্থ, মুষ, নী, হৃ, কৃষ, বহ প্রভৃতি ধাতু দ্বিকর্ম্মক। দ্বিকর্ম্মক ধাতুর উল্লিখিত দুইটী কর্ম্মের মধ্যে একটী মুখ্য অর্থাৎ প্রধান এবং অপরটী গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান। ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কর্ম্মকে অবলম্বন করা হয়, তাহাই মুখ্য কর্ম্ম এবং ক্রিয়ার সহিত যাহার দূর অন্বয় লক্ষিত হয়, তাহাই গৌণ কর্ম্ম। গৌণ কর্ম্মটী বক্তার ইচ্ছানুসারে অন্যকারকেও ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি, বৃক্ষাৎ, পুষ্পং গৃহং নয়তি গৃহে বা। এই দুই স্থলে বৃক্ষ ও গৃহ বক্তার ইচ্ছানুসারে অন্যকারক অর্থাৎ পঞ্চমী বা সপ্তমী হইতে পারে, তাহাতে দোষাবহ হয় না। দ্বিকর্ম্মক ধাতুর দুইটী কর্ম্ম মাত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ধাতুগুলি কার্য্যবোধক, এই জন্য উহাদের এক একটীকে এক একটী ক্রিয়া বলা যায়। ক্রিয়ার তিন বাচ্য—কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। ইহা ভিন্ন কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যও দেখা যায়। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তার প্রথমা, কর্ম্মে দ্বিতীয়া এবং ক্রিয়া কর্ত্তানুযায়ী হইবে, কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা, কর্ত্তায় তৃতীয়া এবং ক্রিয়া কর্ম্মানুযায়ী হইবে। ভাব-বাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ক্রিয়া আত্মনেপদী। নিত্য এক বচনান্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তায় যে কোন বচন থাকুক না কেন, ক্রিয়া এক বচনান্ত হইবে এবং কেবল ধাতুর অর্থ-মাত্রই প্রকাশ করিবে। কর্ম্মবাচ্যে দুহাদি দ্বিকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োগে গৌণ কর্ম্মে প্রথমা হয় এবং কৃষ, নী, হৃ ও বহ ধাতুর প্রয়োগে প্রধান কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়।

"উক্তং তিঙাদিনির্দ্দিষ্টং মুখ্যং কর্ম্ম দ্বিকর্ম্মণাং।
অপ্রধানং দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্ত্তা চ কর্ম্ম যৎ॥"

তিঙাদি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রথমা, দ্বিকর্ম্মক ধাতুর মুখ্য কর্ম্মে দুহাদি ধাতুর অপ্রধান কর্ম্মে এবং ণিচ্ প্রত্যয় করিলে যে কর্ত্তা কর্ম্মভূত হয়, সেই কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। ধাতুর রূপ করিতে হইলে ব্যাকরণের প্রায় তিঙন্ত প্রকরণের সকল সূত্রগুলির সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই স্থলে তাহার বিবরণ লেখা অসম্ভব, তথাচ সংক্ষিপ্তভাবে অত্যাবশ্যক কতকগুলি নিয়ম দেওয়া হইল।

বিভক্তির অকার ও একার পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হয়, যথা বদ-অন্তি বদন্তি, রম-এ রমে। বিভক্তির ম ও ব পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের স্থানে আকার হয়, বদ-মি বদামি। অকারের পরস্থিত বিধিলিঙের যুস্ স্থানে ইয়ুস্ ও যাম্ ভাগ স্থানে ইয়ম্ হয়, তদ্ভিন্ন সমুদয় যা ভাগ স্থানে ই হয়। যথা বদ-যুস্ বদেয়ুঃ, বদ-যাম্ বদেয়ং, বদ যাৎ বদেৎ, বদ-যাতম্ বদেতম্। অকারের এবং উ ও নু এই দুই আগমের পরস্থিত হি বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু নু যদি অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে হি বিভক্তির লোপ হয় না। বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়

চতুর্থবর্ণ অথবা শ, ষ, স, হ এই সকল বর্ণের পরস্থিত হি স্থানে ধি হয়। অকার ভিন্ন বর্ণের পরস্থিত অন্ত অন্তাং অন্তে এই তিন বিভক্তির অন্ত স্থানে অৎ হয় অর্থাৎ যে নকার থাকে, তাহার লোপ হয়। ধাতু অভ্যস্ত হইলে অন্তি ও অন্ত বিভক্তির ও নকারের লোপ হয়। অভ্যস্ত ধাতুর পরস্থিত লঙের অন্ স্থানে উস্ হয়। ঐ উস্ পরে থাকিলে অন্ত্যস্বরের গুণ হয়। লুঙ্ লঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তি পরে থাকিলে ধাতুর আদিতে অকার হয়। মা ও মাস্ম শব্দ যোগ হইলে হয় না। লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে ধাতুর আদিস্থিত ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ স্থানে আর্ হয়। মা ও মাস্ম শব্দের যোগ থাকিলে হয় না।

ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত হইলে লঙের দিপ ও সিপ বিভক্তি লোপ হয়। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ধাতুর অন্তস্থিত ই ঈ স্থানে ইয় ও উ ঊ স্থানে উব্ হয়। ইহাতে যদি গুণ বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে হয় না। যদি ধাতু একাধিক স্বর বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ই ঈ স্থানে য হয়, অভ্যস্ত করিয়া একাধিক স্বরবিশিষ্ট হইলেও হয়। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগস্থিত ই ঈ স্থানে ইয় এবং উ ঊ স্থানে উব্ হয়।

চ, ছ, জ, শ, য, হ, ও ঘ এই সকল বর্ণের পর স থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ক্ষ হয়। ছ অথবা তালব্য শকারের পর ত থাকিলে ষ্ট হয়, থ থাকিলে ষ্ঠ হয়। ছ, শ, ষ এই তিনের পর ধ থাকিলে ছ শ ষ স্থানে ড হয়, ধ স্থানে ঢ হয়। ত অথবা থ পরে থাকিলে চ ও জ স্থানে ক হয়, আর ধ পরে গ হয়। মৃজ্ সৃজ্ যজ্ এই তিন ধাতুর জকারের পর ত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ষ্ট হয়। থ থাকিলে ষ্ঠ হয়। আর যদি ধ থাকে, জ স্থানে ড, ধ স্থানে ঢ় হয়।

ত, থ ও ধ পরে থাকিলে হ কারের লোপ হয়, আর ত থ ও ধ স্থানে ঢ় হয়। লুপ্ত হকারের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়, কিন্তু সহ ও বহ ধাতুর লুপ্ত হকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ওকার হয়। দহ, দিহ ও দুহ প্রভৃতির হকারের পর ত থ অথবা ধ পরে থাকিলে উভয়ে মিলিয়া গ্ধ হয়। ইহাতে একটু বিশেষ এই, ধাতুর হকারের পর ত থ ও ধ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া গ্ধ হয়। মুহ্ প্রভৃতির হকারের পরে ত থ অথবা ধ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া গ্ধ হয় অথবা হকারের লোপ হয় এবং ত থ ও ধ স্থানে ঢ় হয় আর লুপ্ত হকারের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। বিভক্তির স অথবা ধ পরে থাকিলে অথবা বিভক্তির লোপ হইলে দহ বুধ প্রভৃতি ধাতুর আদিস্থিত তৃতীয় বর্ণ স্থানে চতুর্থ বর্ণ হয়। বিভক্তির ধ পরে থাকিলে দন্ত্য স স্থানে স হয় অথবা সকারের লোপ হয়। অ আ ভিন্ন স্বরের পরবর্ত্তী হইলে লিট্ লুঙ্ আশীলিঙ এই তিন বিভক্তির ধ স্থানে ঢ হয়। ধকারের পর ত থ অথবা ধ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়। ভকারের পর ত থ অথবা ধ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ব্ধ হয়। ত থ অথবা স পরে থাকিলে দ স্থানে ৎ হয়। দন্ত্য স পরে থাকিলে ধ স্থানে ৎ ও ভ স্থানে প হয়। লট্ লোট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ ভিন্ন বিভক্তির স পরে থাকিলে ধাতুর অন্তস্থিত স স্থানে ৎ হয়। পদের অন্তস্থিত র ও স স্থানে বিসর্গ হয়। পদের অন্তস্থিত বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়। পদের অন্তস্থিত চ ও প স্থানে ক হয়, কেবল মৃজ্ ধাতুর জ স্থানে ট্ হয়। পদের অন্তস্থিত ছ, শ, ষ ও হ স্থানে ট ও ড হয়, দকারাদি ধাতুর পদের অন্তস্থিত হ স্থানে ক হয়। এক বর্গীয় তিনবর্ণ একত্র হইলে মধ্যবর্ণের লোপ হয়। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ ভিন্ন বিভক্তিতে একারান্ত, ঐকারান্ত ও ওকারান্ত ধাতু আকারান্ত হয়।

গণভেদে ধাতুর রূপাদি ভিন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার বিবরণ কিছু প্রদত্ত হইল।

তুদাদিগণ।

লট্ লোট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে তুদাদি গণীয় ধাতুর উত্তর অ হয়। লট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ইষ ধাতু স্থানে ইচ্ছ, প্রচ্ছ ধাতু স্থানে পৃচ্ছ, মস্জ ধাতু স্থানে মজ্জ, এবং ভ্রস্জ্ ধাতুর স্থানে ভৃজ্জ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে হ্রস্ব ঋকারান্ত ধাতুর অন্তস্থিত ঋ স্থানে রিয় এবং দীর্ঘ ৠকারান্ত ধাতুর ৠ স্থানে ইর্ হয়।

তুদাদিগণীয় ধাতুর মধ্যে মুচাদিগণে লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে নুম্ হয়, অর্থাৎ মুচ ধাতু স্থানে মুঞ্চ্, সিচ ধাতু স্থানে সিঞ্চ্, লিপ ধাতু স্থানে লিম্প, লুপ ধাতুস্থানে লুম্প, কৃত্ ধাতু স্থানে কৃন্ত এবং বিদধাতু স্থানে বিন্দ হয়।

ভ্বাদি।

লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ হয়, অ অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়, অন্ত্যবর্ণের সমীপ বর্ণকে উপধা কহে। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে সন্জ স্বন্জ ও দন্শ ধাতুর নকারের লোপ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে গমধাতু স্থানে গচ্ছ, দৃশ্ধাতু স্থানে পশ্য, ক্রম্ধাতু স্থানে ক্রাম্, সদধাতু স্থানে সীদ্, ষ্ঠিবধাতু স্থানে ষ্ঠীব্, স্থাধাতু স্থানে তিষ্ঠ,

দান্ ও যমধাতু স্থানে যচ্ছ, পাধাতু স্থানে পিব, ঘ্রাধাতু স্থানে জিঘ্র, ধ্মাধাতু স্থানে ধম্, ও ম্নাধাতু স্থানে মন্ আদেশ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে আ উপসর্গের যোগে চমধাতু স্থানে চাম এবং গুহ ধাতু স্থানে গূহ্ হয়।

দিবাদিগণ।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর য হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে দিবধাতু স্থানে দীব ও সিব ধাতু স্থানে সীব হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে জনধাতু স্থানে জা ও ব্যধ স্থানে বিধ্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে দীর্ঘ ৠকারান্ত ধাতুর ৠকারের স্থানে ঈর্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে শম্, শ্রম্, ভ্রম্, তম্, ক্ষম্, দম্, ক্লম্ ও মদ্ ধাতুর অকার স্থানে আকার হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ওকারান্ত ধাতুর ওকারের লোপ হয়।

স্বাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর নু আগম হয়। তিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমব, ঐপ্, আবহৈপ্, আমহৈপ্, দিপ্, পম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে নু স্থানে নো হয়। যদি নু ব্যঞ্জন বর্ণে মিলিত না হয়, তাহা হইলে বিকল্পে উকারের লোপ হয়। যদি নু হলবর্ণের সহিত মিলিত থাকে, আনি, আব, আম, ঐ, আবহৈ, আমহৈ, অম্ এই কয় ভিন্ন বিভক্তির স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নু স্থানে নুব হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে শ্রুধাতু স্থানে শৃ এবং বিধ্ স্থানে ধি হয়।

তনাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে তনাদি গণীয় ধাতুর উত্তর উ আগম হয়। উ অন্ত্যবর্ণ মিলিত তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবহৈপ্, আমহৈপ্, দিপ্, সিপ্, পম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে উ স্থানে ও হয়। যদি উ সংযুক্ত বর্ণে মিলিত না হয়, তাহা হইলে বিকল্পে উর লোপ হয়।

তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবহৈপ্, আমহৈপ্, দিপ্, সিপ্, পম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে কৃ ধাতু স্থানে কর আর তদ্ভিন্ন বিভক্তিতে কুর হয়। বিভক্তির মিপ্ ভিন্ন ম, য, র পরে থাকিলে কৃ ধাতুর পরস্থিত উকারের লোপ হয়।

ক্র্যাদি।

লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ক্র্যাদি গণীয় ধাতুর উত্তর না আগম হয়। অন্ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নার আকারের লোপ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে না স্থানে নী হয়। হি বিভক্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত না স্থানে নী হয়। হি বিভক্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত না স্থানে আন হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ এবং জ্ঞা ধাতু স্থানে জা হয়। লটাদি চারি বিভক্তিতে দীর্ঘ উকারান্ত ধাতুর অন্তস্থিত দীর্ঘ উকার হ্রস্ব হয়। এই সকল বিভক্তিতে ধাতুর উপধা নকারের লোপ হয়।

রুধাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে রুধাদি গণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বরের পর ন আগম হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ, আবহৈপ্, আমহৈপ্, দিপ্, মিপ্, ও পম্, এই কয় বিভক্তিতে নকারের পর অকার হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে হিন্স ধাতু সিপ্ এই সকল বিভক্তি স্থানে হিস্ হয়। তিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্ পরে থাকিলে তৃহ ধাতুর ন স্থানে নে হয়।

অদাদি।

অদ ধাতুর পরস্থিত লঙের দিপ্ স্থানে অৎ এবং সিপ স্থানে অস্ হয়। আকারান্ত ধাতুর পরস্থিত লঙের অন্ স্থানে বিকল্পে উস্ হয়। ঐ উস্ পরে থাকিলে আকারের লোপ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবহৈপ্, দিপ্, সিপ্ ও পম্ এই কয় বিভক্তিতে অদাদি গণীয় ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। দ্বিষ্ ধাতুর লঙের অন্ স্থানে বিকল্পে উস্ হয়। লট্, লোট্, লঙ্ এই তিনের ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি, লঙের দিপ্ ও সিপ্ ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে রুদ, স্বপ, শ্বস্, অন ও জক্ষ ধাতুর উত্তর ই হয়। রুদ প্রভৃতি ধাতুর লঙের দিপ স্থানে ঈৎ ও অৎ এবং সিপ স্থানে ঈস্ ও অস্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে জক্ষ, জাগৃ, দরিদ্রা, চকাস্ এই পাঁচ ধাতুর অভ্যস্ত সংজ্ঞা হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্, ভিন্ন ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে দরিদ্রা ধাতুর আকার স্থানে ই হয়। আস্ত, অস্ত ও অন্ বিভক্তিতে ম ও মধ্যম পুরুষের এক বচনের ধাতুর অন্তস্থিত স স্থানে ৎ হয়। তিপ্ সিপ্ মিপ্ তুপ্ দিপ্ সিপ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে শাস্ ধাতু স্থানে শিস্ হয়। হি বিভক্তির সহিত শাস ধাতু স্থানে শাধি হয়। লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে শী ধাতু স্থানে শে হয়। অন্তে, অন্তাং ও অন্ত বিভক্তিতে শী ধাতু স্থানে শে হয়। লোটের ঐপ্, আবহৈপ্, আমহৈপ্ বিভক্তিতে সূ ধাতুর গুণ হয় না। অস্তি

ও অস্ত বিভক্তিতে ই ধাতু স্থানে য় হয়। লটের পরস্মৈপদে বিদ ধাতুর রূপ লিটের ন্যায় হয়। লোট্ বিভক্তিতে বিদ্ ধাতু স্থানে বিদাঙ্ক হয় এবং রূপ কৃ ধাতুর মতন হইয়া থাকে। বিদ ধাতুর লঙের অন্ স্থানে বিকল্পে উস্ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ এই ছয় বিভক্তিতে ধাতুর অন্তস্থিত উকারের বৃদ্ধি হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ এই সকল বিভক্তিতে স্তু, রু, তু এই তিন ধাতুর উত্তর বিকল্পে ঈ হয়। ঐ ঈকার পরে উকারের গুণ হয় এবং ব্রূ ধাতুর উত্তর ঈ হয়, এই ঈ পরে গুণ হয়। তি, তস্, অন্তি, সি, থস্ এই পাঁচ বিভক্তি সহিত ব্রূ ধাতু স্থানে যথাক্রমে আহ, আহতুঃ আহুঃ, আথ, আহতুঃ এই পাঁচ পদ হয়। ই ধাতু প্রয়োগ করিতে হইলে অধি উপসর্গ পূর্ব্বক করিতে হয়। লট্ লোট্ ও লঙের স ও ধ পরে থাকিলে ঈশ ধাতুর উত্তর ই হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবহৈপ্, আমহৈপ্, দিপ্, সিপ্ ও অম্ এই সকল বিভক্তিতে বশ স্থানে উশ্ এবং ত, থ, ধ ও স পরে থাকিলে চক্ষ ধাতু স্থানে চষ হয়।

পাণিনি, কলাপ, ও সুপদ্ম ইকে ইট্, মুগ্ধবোধ ইম্ ও সংক্ষিপ্তসার ইঙ্ কহিয়া থাকেন। এই প্রত্যয়ের কেবল ইকার থাকে।

ই বিধান।

লুট্ লৃট্ লৃঙ্ বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর ই হয়। আশীর্লিঙের আত্মনেপদে ধাতুর উত্তর ই হয়, অনিট্ ধাতুর উত্তর হয় না। লিটের থ, ব, ম, সে, ধ্বে, বহে, মহে বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর ই হয়। ধর প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বিকল্পে ই হয়। ইষ, রিষ, রুষ, লুভ, সহ ধাতুর উত্তর লুট্ বিভক্তিতে বিকল্পে ই হয়। কৃত, চৃত, জৃত, ছৃদ, নৃত ধাতুর উত্তর লুট্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে এবং আশীর্লিঙের আত্মনেপদে বিকল্পে ই হয়।

কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয় না। সেই সকল ধাতুকে অনিট্ ধাতু কহে। আকারান্ত আদি ক্রমে নিম্নে অনিট্ ধাতু সকল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আকারান্ত দরিদ্রা ধাতু ভিন্ন সমুদয় ধাতু অনিট ইকারান্ত—শ্রি ও শ্বি ভিন্ন সমুদয়। ঈকারান্ত ডী, শী, দীধী, বেবী ভিন্ন সমুদয় উকারান্ত—যু, রু, নু, স্নু, ক্ষু, ঊর্নু ভিন্ন সমুদয়। ঋকারান্ত—বৃ ও জাগৃ ভিন্ন সমুদয় ধাতু অনিট্, কান্ত—শক ধাতু, চান্ত—পচ্, মুচ্, রিচ্, বচ্, বিচ্, সিচ ভিন্ন সমুদয় চান্ত ধাতু অনিট্। ছকারান্ত প্রচ্ছ ধাতু, জকারান্ত ত্যজ, নিজ, ভজ, ভন্জ, ভুজ, ভ্রস্জ, মস্জ, যুজ, যজ, রুজ, রন্জ, রুজ, বিজ, সন্জ, সৃজ, স্বন্জ।

দান্ত—অদ্ ক্ষুদ্ খিদ্ ছিদ তুদ নুদ পদ ভিদ বিদ বিন্দ শদ সদ স্কন্দ স্বিদ হদ। ধান্ত—ক্রুধ ক্ষুধ বুধ বন্ধ যুধ রাধ ব্যাধ শুধ সাধ সিদ। নান্ত—মন ও হন। পান্ত—আপ ক্ষিপ ছুপ যপ তপ তিপ তৃপ ত্রপ দৃপ লিপ লুপ বপ শপ স্বপ। ভান্ত—যভ্ রভ লভ। মান্ত—গম্ যম্ রম্ নম্। শান্ত—ক্রুশ লিশ দন্শ দিশ দৃশ মৃশ বিশ রিশ স্পৃশ। ষান্ত—কৃষ তুষ ত্বিষ দুষ দ্বিষ পিষ মুষ মৃষ বিষ শিষ শুষ শ্লিষ। সান্ত—ঘস বস। হান্ত—দহ দিহ দুহ নহ মিহ রুহ লিহ বহ এই সকল ভিন্ন সমুদয় ধাতু অনিট্। বিশেষ নিয়ম—লিট বিভক্তিতে ক্র শ্রু স্রু স্তু দ্রু ভৃ সৃ ভিন্ন অনিট্ ধাতুর উত্তর ই হয়। লিটের থ বিভক্তিতে দৃশ সৃজ স্বরান্ত ও অকারযুক্ত ধাতুর বিকল্পে ই হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, ব্যে ধাতু ও অদ ধাতুর উত্তর নিত্য ই হয়। লুটের ও লৃটের পরস্মৈপদে বিহিত স পরে সু ও স্ত ধাতুর উত্তর ই হয়। লৃঙের ও আশীর্লিঙের আত্মনেপদে সংযোগাদি হ্রস্ব ঋকারান্ত ধাতুর উত্তর বিকল্পে ই হয়। লৃট্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে হন ধাতু ও ঋকারান্ত ধাতুর উত্তর ই হয়।

লুট্ লৃট্ ও লৃঙ্।

লুট্ লৃট্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। লুট্ লৃট্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ই দীর্ঘ হয়। লুট্ লৃট্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে দীর্ঘ ঋকারান্ত ধাতুর উত্তর বিহিত ই বিকল্পে দীর্ঘ হয়। লুট্ লৃট্ লৃঙ্ বিভক্তিতে বিহিত ই পরে থাকিলে দরিদ্রধাতুর আকারের লোপ হয়। লুটাদি বিভক্তিতে দৃশ ও সৃজ ধাতুর ঋ স্থানে র হয় এবং কৃষ তৃপ দৃপ মৃষ সৃপ স্পৃশ এই কয় ধাতুর ঋ স্থানে বিকল্পে র হয়। লৃঙ্ বিভক্তিতে অধিপূর্ব্বক ই ধাতু স্থানে বিকল্পে গী হয়। গীর ঈকারের গুণ হয় না।

আশীর্লিঙ্।

আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে দা পা মা গা সা হা এই সকল ধাতুর আকার স্থানে একার হয়। সংযুক্ত বর্ণাদি আকারান্ত ধাতুর আকার স্থানে বিকল্পে একার হয়। আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে ধাতুর অন্তস্থিত হ্রস্ব ইকার ও হ্রস্ব উকার দীর্ঘ হয়। আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে ধাতুর অন্তস্থিত হ্রস্ব ঋ স্থানে রি হয়। যে সকল হ্রস্ব ঋকারান্ত ধাতুর আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকে। আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে তাহাদের এবং ঋধাতুর ঋ স্থানে অর্ হয়। আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে ধাতুর অন্তস্থিত দীর্ঘ ঋ স্থানে ঈর হয়। ঋকার প বর্গের পরস্থিত হইলে ঊর্ হয়। গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ, প্রচ্ছ ধাতু স্থানে পৃচ্ছ, ব্যধ ধাতু স্থানে বিধ এবং যজ ধাতু স্থানে ইজ হয়।

আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে বচ, বদ, বপ, বস, বহ, স্বপ এই সকল ধাতুর অকার সহিত ব স্থানে উ হয়।

আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে হ্বে ধাতু স্থানে হু হয়। আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে ধাতুর উপধানকারের লোপ হয় এবং শাস্ ধাতু স্থানে শিষ্ হয়। আশীর্লিঙের আত্মনেপদে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়, গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ই দীর্ঘ হয়। আশীর্লিঙের আত্মনেপদে অনিট্ ধাতুর অন্তস্থিত ঋকারের গুণ হয় না। আশীর্লিঙের আত্মনেপদে অনিট্ ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয় না।

লিট্।

লিট্ বিভক্তি করিলে ধাতু অভ্যস্ত হয়। অভ্যস্ত করিলে পূর্ব্বভাগের আদিস্বরের পর যে অংশ থাকে, তাহার লোপ হয়। পরস্মৈপদে প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে ধাতুর উপধা অকারের অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। পরস্মৈপদে প্রথম ও উত্তম পুরুষের এক বচনে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। পরস্মৈপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে অন্ত্যস্বরের ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে বর্গের দ্বিতীয়বর্ণ থাকিলে প্রথম বর্ণ ও চতুর্থবর্ণ থাকিলে তৃতীয় বর্ণ হয় এবং পূর্ব্বভাগস্থিত ক ও খ স্থানে চ, গ ও ঘ স্থানে জ হয়। অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগস্থিত ঋ, ৠ স্থানে অর্ হয়। অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে হ থাকিলে তাহার স্থানে জ হয়, অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্ণের লোপ হয়। অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে স্ক, স্খ, শ্চ, ষ্ঠ, স্ত, স্থ, স্প, স্ফ থাকিলে আদি বর্ণের লোপ হয়। আকারান্ত ধাতুর পরবর্ত্তী লিটের পরস্মৈপদের প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচন স্থানে ঔ হয়।

লিট্ বিভক্তিতে আকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয়, কিন্তু ই বিধান হইলেও হইয়া থাকে। লিট্ বিভক্তি পরে থাকিলে ভূ ধাতু স্থানে বভূব হয়। লিট্ বিভক্তিতে চি ধাতুর পরভাগ স্থানে কি, জি ধাতুর পরভাগ স্থানে গি ও হি ধাতুর পরভাগ স্থানে ঘি হয়। পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের একবচন ভিন্ন লিট্ বিভক্তিতে ধাতুর অন্তস্থিত দীর্ঘ ৠ স্থানে অর্ হয়। যে সকল হ্রস্বঋকারান্ত ধাতুর আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, পরস্মৈপদে প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচন ভিন্ন লিট্ বিভক্তিতে ধাতুর উপধান-কারের বিকল্পে লোপ হয়। স্বাদিগণীয় অশ্ ধাতু, হ্রস্ব ঋকারাদি ধাতু এবং যে সকল অকারাদি ধাতুর অন্তে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের পূর্ব্বভাগ স্থানে আন্ হয়। লিট্ বিভক্তিতে হ্বে ধাতু স্থানে দি হয়। লিট্ বিভক্তিতে অধ্যয়নার্থ ই ধাতু স্থানে গা হয়। যে সকল ধাতুর আদিতে এবং অন্তে অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে এবং মধ্যে অকার থাকে, লিট্ বিভক্তিতে সে সকল ধাতুর পূর্ব্বভাগের লোপ হয় এবং পর ভাগের অকার স্থানে একার হয়। পরস্মৈপদের প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে অভ্যস্ত তৃ, ফল্, ভজ্ ও ত্রপ্ ধাতু স্থানে যথাক্রমে তের, ফেল, ভেজ ও ত্রেপ হয়। পরস্মৈপদের প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে অভ্যস্ত ভ্রম্, রাজ্ ও বম্ ধাতু স্থানে যথাক্রমে বিকল্পে ভ্রেম, রেজ্ ও বেম্ হয়। পরস্মৈপদের প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে গম্, খন্, ঘস্ ও হন্ ধাতুর পরভাগে অকারের লোপ হয়। কিন্তু পরস্মৈপদের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে হন ধাতুর পরভাগের হ স্থানে ঘ হয়। লিটের থ পরে থাকিলে দৃশ ও সৃজ ধাতুর পরভাগের ঋ স্থানে র হয়। ই হইলে হয় না। কৃষ, তৃপ্, দৃপ্, মৃশ্, স্পৃ এই কয় ধাতুর বিকল্পে র হয়। লিট্ বিভক্তিতে ব্যথ্ ধাতুর পূর্ব্বভাগ স্থানে বি এবং গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ হয়, পরস্মৈপদের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে হ্বে ধাতু স্থানে হু হয় ও বচ্, বদ্, বপ্, বস্, বহ্ ও স্বপ্ এই সকল ধাতুর পূর্ব্বভাগের ব ও অ স্থানে উ হয়, আর পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন বিভক্তিতে ব ও অ স্থানে উ এবং যজ্ ধাতুর য ও অ স্থানে ই হয়। লিট্ বিভক্তিতে অয়্, দয়্ ও আস্ ধাতুর উত্তর আম্ হয়। আমের উত্তর ভূ, কৃ, অস্ এই তিন ধাতুর প্রয়োগ হয় ও লিটের কার্য্য হইয়া থাকে। যে সকল ধাতুর আদিতে আকার ভিন্ন গুরুস্বর থাকে, লিট্ বিভক্তিতে তাহাদের উত্তর আম্ ও ভূ প্রভৃতির অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লিট্ বিভক্তিতে হু, ভী, হ্রী ও ভৃ ধাতুর উত্তর বিকল্পে আম ও ভূ প্রভৃতির প্রয়োগ হয়, আম পরে ধাতুর গুণ ও অভ্যাস হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে আমের উত্তর প্রযুজ্যমান কৃ ও অস্ ধাতু পরস্মৈপদীই থাকে। পরস্মৈপদী ধাতুতে পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ধাতুতে আত্মনেপদী, আর উভয়পদী ধাতুতে উভয়পদী হয়। লিট্ বিভক্তিতে জাগৃ, দরিদ্রা, কাশ্, কাস্, উষ্ এই কএকটী ধাতুর উত্তর বিকল্পে আম ও ভূ প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ হয়। আম পরে ধাতুর অন্ত্য ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচন ভিন্ন লিট্ বিভক্তিতে জাগৃ ধাতুর ঋ স্থানে অর্ হয়। লুট্ লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর স হয়। দিপ্ সিপ্ এই দুই বিভক্তিতে সকারের পর ঈ হয়। ই ঈ

এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সকারের লোপ হয়। সকারের পরস্থিত অন্ স্থানে উস্ হয়। স পরে থাকিলে পরস্মৈপদে ধাতুর উপধা অকার স্থানে বিকল্পে আকার হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, মান্ত, যান্ত, ক্ষণ, শ্বস, বধ বা একারেৎ ধাতুর হয় না। স পরে থাকিলে পরস্মৈপদে বদ প্রভৃতি ধাতুর অকার স্থানে নিত্য আকার হয় এবং ধাতুর অন্তস্থিত স্বরের বৃদ্ধি হয়। লুঙের পরস্মৈপদে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। লুঙের আত্মনেপদে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। লুঙের পরস্মৈপদে ভূ ধাতুর উত্তর যে স হয়, তাহার লোপ হইয়া থাকে এবং অন্ ও অম্ বিভক্তিতে বন্ ও বম্ হয়।

স পরে থাকিলে পরস্মৈপদে অনিট্ ধাতুর অন্ত্য ও উপধা লঘুস্বরের বৃদ্ধি হয়। স পরে থাকিলে আত্মনেপদে অনিট্ ধাতুর অন্তস্থিত ঋ ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয় না। ত, থ, ধ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স ও হ্রস্বস্বরের পরস্থিত সকারের লোপ হয়। পরস্মৈপদে নম, যম, রম ও আকারান্ত ধাতুর দিপ্ ও সিপ্ ভিন্ন বিভক্তিতে সকারের পূর্ব্বে স ও ই হয়। লুঙের পরস্মৈপদে দা, ধা, স্থা এই কয় ধাতুর উত্তর স লোপ হয় এবং আত্মনেপদে আকার স্থানে ইকার হয়। লুঙের অন্স্থানস্থিত উস্ বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে ই ধাতু স্থানে গা হয়। পরস্মৈপদে ই স্থানীয় গা ও পা ধাতুর স লোপ হয়। ঘ্রা, ধে, ছো, শো, সো ধাতুর পরস্মৈপদে বিকল্পে স লোপ হয়। স লোপ হইলে দা ধাতুর সদৃশ রূপ হয় না, হইলে জ্ঞা ধাতুর সদৃশ হইয়া থাকে। লুঙ্ বিভক্তিতে অধ্যয়নার্থ ই ধাতু স্থানে বিকল্পে গী হয়, গীর ঈকারের গুণ হয় না। লুঙ্ বিভক্তিতে পুষাদি দ্যুতাদি ধাতুর উত্তর স না হইয়া অ হয়। কিন্তু আত্মনেপদে হইবে না। লুঙ্ বিভক্তিতে বচ্ ধাতুস্থানে বোচ্, পত ধাতু স্থানে পপ্ত ও অস্ ধাতুস্থানে অস্থ এবং নশ্ ধাতুস্থানে নেশ্ হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে দ্রু, শ্রি, স্রু ধাতু অভ্যস্ত এবং সমুদয় অভ্যস্ত কার্য্য হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে ভিদাদি ধাতুর উত্তর বিকল্পে অ হয়। অ পরে থাকিলে দৃশ্ ধাতু স্থানে দর্শ এবং অভিন্ন পক্ষে দ্রাশ্ হয়। লুঙ্ পরে দিশাদি ধাতুর উত্তর স হয়, কিন্তু স নিমিত্তক গুণ ও ই প্রভৃতি কার্য্য হয় না। জন, বুধ, পুর ও দীপ ধাতুর লুঙের আত্মনেপদের ত স্থানে বিকল্পে ই হয় এবং ঐ ই পরে বুধ ধাতু স্থানে বোধ হয়।

হ্বাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে হ্বাদিগণীয় ধাতু অভ্যস্ত হয় এবং লিট্ প্রকরণে অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের যে সকল কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্তই হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবহৈপ্ আমহৈপ্, দিপ্, সিপ্ ও পম্ এই কয় বিভক্তিতে হ্বাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। অন্তি ও অন্ত বিভক্তি পরে থাকিলে হু ধাতুর উকার স্থানে ব্ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, সিপ্ ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে দা ও ধা ধাতুর আকারের লোপ হয়। পরভাগের আকার লোপ হইলে এবং ত, থ, স ও ধ পরে থাকিলে ধা ধাতুর পূর্ব্বভাগের ধ স্থানে দ হয় না। কিন্তু ত, থ, ধ, স পরে থাকিলে পরভাগের ধ স্থানে ৎ হয়। লোটের হি বিভক্তিতে অভ্যস্ত দা ধাতু স্থানে দে এবং ধা ধাতু স্থানে ধে হয়। অগুণ স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হা ধাতুর আকারের লোপ হয়। অগুণ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে হা ধাতুর আকার স্থানে ই এবং ঈ হয়। হা ধাতুর লোটের হি বিভক্তিতে জহাহি, জহীহি, জহিহি এই তিনটী পদ হইয়া থাকে। হা ও মা ধাতুর পূর্ব্বভাগের আকার স্থানে ইকার হয়, অগুণ স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উত্তরভাগের আকার লোপ হয়। অগুণ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে উত্তরভাগের আকার স্থানে ঈ হয়। লট্, লোট্, লঙ, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে নিজ, বিজ ও বিষ ধাতুর পূর্ব্বভাগের ই স্থানে এ হয়। আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবহৈপ্, আমহৈপ্, পম্ এই সকল বিভক্তিতে নিজ, বিজ্, বিষ্ ধাতুর পরভাগের গুণ হয় না।

ধাতুর উত্তর ণিচ্, যঙ্, সন্ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রত্যয় হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে ণিজন্ত, যঙন্ত, বা সনন্ত ধাতু কহে। ইহাদেরও কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ণিজন্ত।

প্রেরণ অর্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়। ণিচের ইকার থাকে। ণিচ্ প্রত্যয় করিলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। ণিচ্ হইলে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। ধাতুর উত্তর ণিচ্ হইলে ঐ ধাতু ণিজন্ত ধাতু বলিয়া গণনীয় হয়; ইহার উত্তর পুনরায় সকল ধাতুর কার্য্য হইবে। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ণিজন্ত ধাতু ভ্বাদিগণীয় ধাতুর তুল্য। ণিচ্ প্রত্যয় করিলে অমন্ত ও ঘটাদি ধাতুর অন্ত্যস্বরের উপধা অকারের বৃদ্ধি হয় না। ণিচ্ প্রত্যয় হইলে জৄ ও জাগৃ ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ হয় এবং হন ধাতু স্থানে ঘাত, দুষ ধাতু স্থানে দূষ ও অধ্যয়নার্থক ই ধাতু স্থানে আপ হয়। চিত্তবিরাগ অর্থাৎ

চিত্তের অপ্রসন্নতা বুঝাইলে দুষ ধাতু স্থানে বিকল্পে দূষ হয়। ণিচ্ প্রত্যয় হইলে শদ্ ধাতুর দ্ স্থানে ত হয়; রুহ ধাতুর হ স্থানে বিকল্পে প হয় ও স্ফুর ধাতুর উকার স্থানে বিকল্পে আকার হয়। ণিচ্ প্রত্যয় হইলে প্রী ও ধূ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ন হয়, ঋ, হ্রী ও আকারান্ত ধাতুর উত্তর প হয় এবং ঐ প পরে ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ হয়। পানার্থ পা ধাতুর উত্তর য, রক্ষার্থ পা ধাতুর উত্তর ল হয়। যদি কর্ত্তা অন্য নিরপেক্ষ হইয়া ভয় ও বিস্ময় জন্মায়, তাহা হইলে ণিচ্ প্রত্যয় পরে ভী ধাতু স্থানে ভীষ ও স্মি ধাতু স্থানে স্মাপ এবং আত্মনেপদ হয়। ণিচ্ প্রত্যয় পরে মৃগয়া অর্থে রনজ ধাতুর ন লোপ হয়, ই ধাতুস্থানে গম হয়। জ্ঞানার্থ ই-ধাতু হইলে হয় না।

আশীর্লিঙের পরস্মৈপদে ণিজন্ত ধাতুর ই লোপ হয়।

লিট্ বিভক্তিতে ণিজন্ত ধাতুর উত্তর আম্ হয় এবং আমের উত্তর ভূ, কৃ, ও অস এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে।

লুঙ্ বিভক্তিতে ণিজন্ত ধাতুর উত্তর অ হয়। অ হইলে ণিজন্ত ধাতু অভ্যস্ত হয় এবং লিট্ প্রকরণোক্ত যাবতীয় অভ্যস্তকার্য্য প্রাপ্ত হয়। অ পরে থাকিলে ণিজন্ত ধাতুর পরভাগের অন্তস্থিত ইকারের লোপ হয় ও ণিজন্ত ধাতুর পর ধাতুর পরভাগের উপধা গুরু স্বর লঘু হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে ণিজন্ত ধাতুর পূর্ব্ব ভাগের লঘু স্বর গুরু হয় ও ণিজন্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের অকার স্থানে ঈ হয়। পর বর্ণ গুরু স্বর-যুক্ত হইলে ঈ হয় না। সংযুক্তবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্ব ই হয়। স্মৃ, দৃ ও ত্বর ধাতুর ই হয় না। ণিজন্ত ভ্রাজ, দীপ প্রভৃতি ধাতুর পরভাগের উপধা গুরুস্বর বিকল্পে লঘু হয়। ঋকারোপধ অর্থাৎ যে সকল ধাতুর উপধা ঋকার এই সকল ধাতু ণিজন্ত হইলে লুঙ্ বিভক্তিতে বিকল্পে ধাতুর আকৃতি প্রাপ্ত হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে ণিজন্ত স্বপ ধাতুস্থানে সুপি এবং ধা ধাতুর আকার স্থানে ইকার ও অভ্যস্ত পায়ি ধাতু স্থানে পীপ্য হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে ণিজন্ত শ্রু, স্রু, দ্রু, প্রু, প্লু ও চ্যু ধাতুর পূর্ব্বভাগের অকার স্থানে ই এবং উ হয়।

চুরাদি।

চুরাদি গণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হয় এবং ণিজন্ত ধাতুর কার্য্য প্রাপ্ত হয়। ণিচ্ করিলে ধাতুর অন্তস্থিত অকারের লোপ হয়, পরে আর গুণ বৃদ্ধি হয় না। লুঙ্ বিভক্তিতে অকারান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের লঘুস্বর গুরু হয় না, এবং অকার স্থানে ই অথবা ঈ হয় না। কেবল কথ ও গণ ধাতুর পূর্ব্বভাগের অকার স্থানে বিকল্পে ঈ হয়।

সনন্ত ধাতু।

ইচ্ছা অর্থে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সনের স থাকে। সন্ প্রত্যয় পরে ধাতুর উত্তর ই হয়। অনিট্ ধাতুর উত্তর হয় না। সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু অভ্যস্ত হয় ও যাবতীয় অভ্যস্ত কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ধাতুর পূর্ব্ব ভাগের অকার স্থানে ইকার হয়। ধাতু যে পদী, সন্ প্রত্যয় হইলে সেই পদীই থাকে। ণিজন্তের ন্যায় সনন্তও স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া গণ্য ও সমুদয় ধাতুকার্য্য প্রাপ্ত হয় এবং লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে ভ্বাদিগণীয় ধাতুর তুল্য হয়। রুদ্, বিদ্ ও মুষ্ ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয় না এবং গ্রহ ধাতুর উত্তর ইট্ হয় না। সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ, স্বপ ধাতু স্থানে সুপ ও প্রচ্ছ ধাতু স্থানে পৃচ্ছ হয় এবং প্রচ্ছ ও গম ধাতুর উত্তর ইট্ ও জিধাতু স্থানে গি হয়। সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হন্ ধাতুর পরভাগের অকার স্থানে আকার, ই স্থানে ঘ এবং ধাতুর অন্তস্থিত ঋবর্ণস্থানে ঈর্ হয়। ঋ বর্ণ ওষ্ঠ্যবর্ণের পর থাকিলে উর্ হয়। সন্ প্রত্যয়ান্ত অভ্যস্ত দাধাতু স্থানে দিৎস, ধা ধাতু স্থানে ধিৎস, আপ ধাতু স্থানে ঈপ্স, মা ধাতু স্থানে মিৎস, লভ ধাতু স্থানে লিপ্স ও রভ ধাতু স্থানে রিপ্স হয়। লিট্ বিভক্তিতে সনন্ত ধাতুর উত্তর আম ও ভূ, অস্ ও কৃ ধাতু অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। কিৎ, তিজ, গুপ, বধ ও মান ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয় এবং বধ ও মান ধাতুর পূর্ব্বভাগের অকার ও আকার স্থানে ঈকার হয়।

যঙন্ত ধাতু।

এক স্বরযুক্ত আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে যঙ্ হয়। যঙের য থাকে। যঙন্ত ধাতু আত্মনেপদী হয়। ণিজন্ত সনন্তের ন্যায় যঙন্তও স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া গণ্য এবং সমুদয় ধাতুকার্য্য প্রাপ্ত হইবে। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে হ্বাদিগণীয় ধাতুর তুল্য। যঙ্ প্রত্যয় করিলে যাবতীয় অভ্যস্ত কার্য্য প্রাপ্ত হয়। যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের গুণ হয়। যঙ্ হইলে নান্ত, মান্ত ও লান্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগের স্বরবর্ণের পর ং হয়। ঋকারোপধ ধাতুর পূর্ব্বভাগের রী হয়। ঋকারান্ত ধাতুর ঋ স্থানে ঋ্ম হয়। লুট্, লৃঙ্ ও আশীর্লিঙের বিভক্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত যঙের লোপ হয়।

নাম ধাতু।

শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় হয়। ঐ সকল প্রত্যয় হইলে শব্দ ধাতুর রূপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে নাম ধাতু কহে। সমুদয় নাম-ধাতু ভ্বাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর

কাম্য ও পরস্মৈপদ হয়, কিন্তু অন্য সংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে হয় না। যথা আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি, আপনার পুত্র ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে 'কাম্য' প্রত্যয় হইল। এই স্থলে পুত্র শব্দের উত্তর কাম্য প্রত্যয় করিয়া 'পুত্রকাম্য' ধাতু হইল। আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ক্যচ্ ও পরস্মৈপদ হয়। ক্যচের য থাকে। ক্যচ্ প্রত্যয় করিলে শব্দের অন্তস্থিত অকার বা আকার স্থানে ঈ হয় এবং হ্রস্বস্বর থাকিলে দীর্ঘ হয়। বুভুক্ষা অর্থে অশন শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। অশনশব্দের অন্ত্য অকার স্থানে আকার হয়। পিপাসা অর্থে উদক শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয় এবং উদক শব্দ স্থানে উদন হয়। নমস্, তপস্ ও বরিবস্ শব্দের উত্তর করণ অর্থে ক্যচ্ হয়। আচরণ অর্থে কর্ম্মবাচক উপমানের উত্তর ক্যচ্ হয় এবং অন্তস্থানে যদি ঋ থাকে, তাহা হইলে ঋ স্থানে রী হয়। আচরণ অর্থে উপমানকর্ত্তার উত্তর ক্যঙ্ ও আত্মনেপদ হয়। ক্যঙের য থাকে। ক্যঙ্ পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, অন্তস্থিত নকার ও সকারের বিকল্পে লোপ হয় ও অন্তস্থিত ঋ স্থানে রী হয়। করণ অর্থে শব্দ, বৈর ও কলহ শব্দের উত্তর ক্যঙ্ হয়। অনুভব অর্থে সুখ, দুঃখ ও কৃচ্ছ্র শব্দের উত্তর ক্যঙ্ হয়। উদ্বমন অর্থে বাষ্প, ফেন, ধূম ও উষ্মন্ শব্দের উত্তর ক্যঙ্ হয়। উদ্গারপূর্ব্বক চর্ব্বণ অর্থে রোমন্থ শব্দের উত্তর ক্যঙ্ হয়। ভৃশ, শীঘ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, সুমনস্, দুর্ম্মনস্, উন্মনস্ এই সকল শব্দের উত্তর অভূততদ্ভাব অর্থাৎ বস্তু বা ব্যক্তি যে ভাবাপন্ন না থাকে, সেই ভাবাপন্ন হওয়া এই অর্থে ক্যঙ্ হয়। আচরণ অর্থে কর্ত্তৃবাচক উপমানের উত্তর বিপ্ হয়; বিপের কিছুই থাকে না। করণ অর্থে শব্দের উত্তর ণিচ্ হয় এবং ণিজন্ত প্রকরণে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এই স্থলেও সেই সকল কার্য্য হইবে। ণিচ্ করিলে পৃথু, মৃদু ও দৃঢ় শব্দের ঋ স্থানে র ও অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। ণিচ্ করিলে স্থূলশব্দ স্থানে স্থব, দূরশব্দ স্থানে দব, অন্তিক শব্দ স্থানে নেদ, এবং বহুল শব্দ স্থানে বংহ হয়।

কোন্ কোন্ ধাতু আত্মনেপদী বা পরস্মৈপদী তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

পরস্মৈপদ-বিধান।

বি, আ ও পরিপূর্ব্বক রম্ ধাতু পরস্মৈপদ হয়। উপপূর্ব্বক রম ধাতু বিকল্পে পরস্মৈপদ হয়। অনু ও পরা পূর্ব্বক কৃ ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। অভি, প্রতি, অতি পূর্ব্বক ক্ষিপ ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। প্রপূর্ব্বক বহ ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। লিট্, লুট্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে বৃধাতুর পরস্মৈপদ হয়। ণিজন্ত বুধ, নশ, জন্ ও অধ্যয়নার্থ ই ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। ণিজন্ত প্রু, দ্রু ও স্রু ধাতুর পরস্মৈপদ হয়। যদি অণিজন্তকালে প্রাণী কর্ত্তা থাকে, তাহা হইলে অকর্ম্মক ণিজন্ত ধাতু পরস্মৈপদ হয়।

আত্মনেপদ-বিধান।

নি পূর্ব্বক বিশধাতু আত্মনেপদ হয়। বি, পরি, অব পূর্ব্বক ক্রী ধাতুর আত্মনেপদ হয়। আ পূর্ব্বক দা ধাতুর আত্মনেপদ হয়, কিন্তু বিস্তার অর্থে হয় না। আ, অনু ও পরি পূর্ব্বক ক্রীড় ধাতুর আত্মনেপদ হয়। পক্ষী অথবা চতুষ্পদ জন্তু কর্ত্তা হইলে, এবং হর্ষপ্রকাশ, আহারান্বেষণ ও বাসগ্রহণেচ্ছা অর্থ বুঝাইলে অপপূর্ব্বক কৃ আত্মনেপদ ও আদিতে সকারের আগম হয়। আপূর্ব্বক প্রচ্ছ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। প্র, বি, অব ও সম্পূর্ব্বক ধা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। উৎপূর্ব্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়, কিন্তু উত্থান অর্থে হয় না। দেবপূজা, মিলন, মৈত্রীকরণ ও পথ এই সকল অর্থে উপ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। লাভেচ্ছা বুঝাইলে উপ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর বিকল্পে আত্মনেপদ হয়। উপ পূর্ব্বক অকর্ম্মক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। আ পূর্ব্বক অকর্ম্মক হন ও যম ধাতুর আত্মনেপদ হয়। সম্ পূর্ব্বক অকর্ম্মক গম্ ও শ্রু ধাতুর আত্মনেপদ হয়। স্পর্দ্ধা অর্থে আ পূর্ব্বক হ্বে ধাতুর আত্মনেপদ হয়। বৃদ্ধি, উৎসাহ ও অপ্রতিবদ্ধ অর্থ বুঝাইলে ক্রম ধাতুর আত্মনেপদ হয়। গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থের ঊর্দ্ধগমন বুঝাইলে আ পূর্ব্বক ক্রম ধাতুর আত্মনেপদ হয়। জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য পদার্থের ঊর্দ্ধগমন বুঝাইলে হয় না। পদবিক্ষেপ অর্থে বিপূর্ব্বক ক্রম ধাতুর আত্মনেপদ হয়। আরম্ভ অর্থে প্র ও উপ পূর্ব্বক ক্রম ধাতুর আত্মনেপদ হয়। উপসর্গহীন ক্রম ধাতুর বিকল্পে আত্মনেপদ হয়। অপহ্নব অর্থে জ্ঞা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। সম ও প্রতিপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। স্মরণ অর্থে হয় না। উপসর্গহীন জ্ঞা ধাতুর বিকল্পে আত্মনেপদ হয়। প্রতিজ্ঞা অর্থে সম্ পূর্ব্বক গৃ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। উৎ পূর্ব্বক সকর্ম্মক চর্ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। তৃতীয়ান্ত পদের যোগে সম্ পূর্ব্বক চর ধাতুর আত্মনেপদ হয়। বিবন্ধ অর্থ বুঝাইলে উপপূর্ব্বক যম-ধাতুর আত্মনেপদ হয়। উপসর্গ পূর্ব্বক যুজ্ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। রক্ষা ভিন্ন অন্য অর্থে ভুজ্ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। যদি কর্ত্তা স্বপ্রয়োজনোদ্দেশে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে উভয়পদী ধাতু ও ণিজন্ত ধাতুর কেবল আত্মনেপদ হয়। সনন্ত জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ ও দৃশ্ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। অনুপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর উত্তর হয় না।

ঙ্ ধাতুর প্রতি ও আ পূর্ব্বক হয় না। যে সকল ধাতুর ঙ্ ঙিৎ যায়, সেই সকল ধাতু আত্মনেপদী এবং যে সকল ধাতুর ঞ্ ঞিৎ যায়, সেই সকল ধাতু উভয়পদী।

লকারার্থ নির্ণয়।

বর্ত্তমানকালে ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি হয়। অতীত কালে ধাতুর উত্তর লিট্, লঙ্ ও লুঙ্ হয়। ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর লুট্ ও লৃট্ হয়। স্ম শব্দের যোগে অতীতকালে লট্ হয়। মা শব্দের যোগে সর্ব্বকালে বিকল্পে লুঙ্ হয়। মাস্মশব্দের যোগে সর্ব্বকালে লঙ্ ও লুঙ্ বিভক্তি হয়।

যাবৎ ও পুরাশব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে লট্ হয়। কদা ও কর্হিশব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লট্ হয়। কথং শব্দের যোগে সর্ব্বকালে লট্ ও বিধিলিঙ্ হয়। যদা ও যদি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিধিলিঙ্ হয়। আশীর্ব্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ্ ও লোট্ হয়। আশীর্ব্বাদ অর্থে লোটের তু ও হি স্থানে বিকল্পে তাৎ হয়। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ হয়। বিধি দ্বিবিধ প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনা। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দানের নাম প্রবর্ত্তনা, অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তনের নাম নিবর্ত্তনা। অনুজ্ঞা, নিয়োগ, নিমন্ত্রণ, অনুরোধ, প্রার্থনা ও জিজ্ঞাসা এই সকল অর্থে বিধিলিঙ্ ও লোট্ হয়। ক্রিয়াদ্বয়ের কার্য্য কারণ ভাব বোধ হইলে উভয় ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকালে বিধিলিঙ্ হয়। সমর্থনা অর্থে ধাতুর উত্তর লোট্ হয়। ইচ্ছার্থ ধাতুর যোগে বিধিলিঙ্ ও লোট্ হয়।

ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বুঝাইলে অতীতকালে ধাতুর লৃঙ্ হয়। সে যদি আসিত তাহা হইলে আমি যাইতাম, এইরূপ স্থলেই লৃঙ্ বিভক্তি হয়। পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থ বুঝাইলে সর্ব্বধাতুর উত্তর সর্ব্বকালে সর্ব্বপুরুষে ও সর্ব্ববিভক্তিতে লোটের হি, ত, স্ব, ধ্বং এই কয় বিভক্তি হইয়া থাকে।

কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতু আত্মনেপদী হয়। সুতরাং কেবল আত্মনেপদীর বিভক্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মপদে যে পুরুষ ও যে বচন থাকে, ক্রিয়াপদেরও সেই পুরুষ ও সেই বচন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মপদ অস্মদ্ হইলে ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি হয়। যুষ্মদ্ হইলে মধ্যম পুরুষের ও তদ্ভিন্ন হইলে প্রথম পুরুষের বিভক্তি হয়। এইরূপ কর্ম্মপদে একবচন থাকিলে ক্রিয়াপদে একবচন, দ্বিবচন থাকিলে দ্বিবচন, এবং বহুবচন থাকিলে বহুবচন হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার কেবল প্রথম পুরুষের একবচন হয়। কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে সর্ব্ব-গণীয় ধাতুর উত্তর য হয়। য পরে থাকিলে শী ধাতু স্থানে শয় হয়। য পরে থাকিলে দা, ধা, মা, গা, স্থা, পা, সা ও হা ধাতুর আকার স্থানে ঈ হয়। আশীর্লিঙ্ স্থলে পরস্মৈপদে যে সকল কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, ভাব ও কর্ম্মবাচ্য স্থলেও সেই সকল ক্রিয়া হইবে। য পরে ণিজন্ত ধাতুর অন্তস্থিত ইকারের লোপ হয়। লুট্, লুঙ্, লৃঙ্ ও আশীর্লিঙ্ এই চারি বিভক্তি স্বরান্ত গ্রহ, দৃশ ও হন ধাতুর উত্তর পক্ষান্তরে ই হয়। এই সকল বিভক্তিতে ই পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। ই পরে থাকিলে উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়।

ই পরে থাকিলে হন ধাতুর হ স্থানে ঘ হয়। এই সকল বিভক্তিতে ই পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর য হয়। কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে লুঙের ত বিভক্তি স্থানে ই হয়। ই পরে থাকিলে অন্ত্যস্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয় এবং উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। স্বরান্ত গ্রহ, দৃশ ও হন ধাতুর লুঙের ত ভিন্ন বিভক্তিতে লুট্ প্রভৃতির ন্যায় কার্য্য হয়। ক্রিয়া পদ সাধিতে হইলে যে সকল সূত্রাদির আবশ্যক, তাহার সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ দেওয়া হইল। পরে অকারাদিক্রমে ধাতু ও ধাত্বর্থ লিখিত হইতেছে।

অংশ—বিভাজন। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী। লট্ অংশয়তি, অংশয়তে। লোট্—অংশয়তু, অংশয়তাং। বিধিলিঙ্—অংশয়েৎ, অংশয়েত। লঙ্—আংশয়ৎ, আংশয়ত। লুঙ্—আংশিশৎ, আংশিশত। ক্ত—অংশিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অংশাপয়তি এইরূপ পদ হইবে।

অংস—বিভাগ। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী। লট্—অংসয়তি, অংসয়তে। লোট্—অংসয়তু, অংসয়তাং। লঙ্—আংসয়ৎ, আংসয়ত। লুঙ্—আংসিসৎ, আংসিসত। অংসাপয়তি।

বি+অংস=বিশ্লেষকরণ, প্রচ্যাবন।

"ব্যংসয়ামাস তৎসৈন্যং।" (ভারত)

এই স্থলে "ব্যংসয়ামাস" বি উপসর্গের যোগে বিশ্লেষকরণ অর্থ হইল।

অংহ—ভাসন। চুরাদি, উভয়পদী। লট্ অংহয়তি, অংহয়তে। লোট্—অংহয়তু, অংহয়তাং। লঙ্—আংহয়ৎ, আংহয়ত। বিধিলিঙ্ অংহয়েৎ, অংহয়েত। লুঙ্—আঞ্জিহৎ, আঞ্জিহত।

অংহ—গতি। ভ্বাদি, আত্মনেপদী। লট্ অংহতে। লোট্ অংহতাং। লঙ্—আংহত। বিধিলিঙ্—অংহেত। লুঙ—আংহিষ্ট।

অক—বক্রগতি, কুটিলগতি। ভ্বাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। লট্—অকতি। লোট্—অকতু। লঙ্—আকৎ। বিধিলিঙ্—

অকেৎ। লিট্—আক। লুট্—অকিতা। লুঙ্—আকীৎ, আকিষ্টাং। ণিচ্—অকয়তি। অকধাতু ঘটাদির মধ্যে বলিয়া 'আকয়তি' এইরূপ হইবে না। "ঘটাদেণৌ হ্রস্বশ্চ" এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব হইবে।

অক্ষ—অক্ষ্ অক্ষ ধাতু। ভ্বাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। এই ধাতুর বিকল্পে ইট্ বিধান হয়।

অর্থ—১ ব্যাপ্তি। ২ সংহতি। লট্—অক্ষতি, অক্ষোতি। লোট্—অক্ষতু, অক্ষোতু। লঙ্—আক্ষৎ, আক্ষোৎ। লিট্—আনক্ষ, আনক্ষতুঃ। আনক্ষিত, আনষ্ট। লুট্—অক্ষিতা, অষ্টা। লৃট্—অক্ষিষ্যতি, অক্ষ্যতি। লুঙ্—আক্ষীৎ, আক্ষিষ্টাং, আষ্টাং, আক্ষিষুঃ, আক্ষুঃ। যে স্থলে ইট্ হইবে না, সেই স্থলে বৃদ্ধি হইবে। সন্ অচিক্ষিষতি, অচিক্ষতি। ণিচ্—অক্ষয়তি। অচিক্ষৎ। ক্ত্বাচ্—অক্ষিত্বা, অষ্টা। ক্ত—অষ্ট। ক্তিন্—অষ্টি। শতৃ—অক্ষ্বৎ। সম্+অক্ষ=প্রাপ্তি।

অগ—অগি·অগ ধাতু। ভ্বাদিগণীয়—পরস্মৈপদী। অর্থ—গতি। লট্—অঙ্গতি। লোট্—অঙ্গতু। বিধিলঙ্—অঙ্গেৎ। লঙ্—আঙ্গৎ। লিট্—আনঙ্গ। লুঙ্—আঙ্গীৎ।

অগ—বক্রগতি। ভ্বাদিগণীয়—পরস্মৈপদী, অকর্ম্মক। লট্—অগতি। লোট্—অগতু। বিধিলিঙ্—অগেৎ। লঙ্—আগৎ। লুঙ—আগীৎ। লিট্—আগ। লুট্—অগিতা। ণিচ্—অগয়তি। অগধাতু ঘটাদিগণ হেতু ণিচ্ পরে হ্রস্ব হয়। হ্রস্ব না হইলে "আগয়তি" এইরূপ পদ হইত।

অঘ—অঘি অঘধাতু। ভ্বাদিগণীয়, আত্মনেপদী। অর্থ—১ গতি গমনারম্ভ। ২ আক্ষেপ, নিন্দা। ৩ আরম্ভ। লট্—অঙ্ঘতে। লোট্—অঙ্ঘতাং। বিধিলিঙ্—অঙ্ঘেত। লঙ্—আঙ্ঘত। লুঙ্—আঙ্ঘিষ্ট। লিট্—আনঘে। লুট্—অঙ্ঘিতা।

অঘ—পাপকরণ। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী। লট্—অঘয়তি, অঘয়তে। লোট্—অঘয়তু, অঘয়তাং। লঙ্—আঘয়ৎ, আঘয়ত। বিধিলিঙ্—অঘয়েৎ, অঘয়েত। লুঙ্—আজিঘৎ, আজিঘত।

অঙ্ক—ভ্বাদিগণীয়, আত্মনেপদী। অর্থ ১ অঙ্কন, চিহ্নীকরণ। ২ গতি। লট্—অঙ্কতে। লোট্—অঙ্কতাং। লঙ্—অঙ্কত। বিধিলিঙ্—অঙ্কেত। লুট্—অঙ্কিতা। লুঙ্—আঙ্কিষ্ট। সন্ অঞ্চিকিষতে।

অঙ্ক—১ গতি। ২ লক্ষণ। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈপদী। লট্—অঙ্কয়তি, অঙ্কাপয়তি। লোট্—অঙ্কয়তু, অঙ্কাপয়তু। লঙ্—আঙ্কয়ৎ, আঙ্কাপয়ৎ। লুঙ্—আঞ্চিকৎ। লিট্—অঙ্কয়ামাস।

অঙ্গ—চিহ্নযুক্তকরণ। অদন্ত চুরাদি, উভয়পদী, সকর্ম্মক, সেট। লট—অঙ্গয়তি, অঙ্গয়তে। লোট—অঙ্গয়তু, অঙ্গয়তাং। লঙ্—আঙ্গয়ৎ, আঙ্গয়ত। লুঙ্—আঞ্জিগৎ, আঞ্জিগত। মতান্তরে অঙ্গাপয়তি, অঙ্গাপয়তে ইত্যাদি।

অজ—১ গতি। ২ ক্ষেপণ। ভ্বাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। লট্—অজতি। লোট্—অজতু। বিধিলিঙ্ অজেৎ। লঙ্ আজৎ। লিট্ বিবায়, বিবয়। বিব্যিব। লুট্ বেতা, অজিতা। লৃট্ বেষ্যতি, অজিষ্যতি। আশীলিঙ্ বীয়াৎ। লুঙ্ অবৈষীৎ, অবৈষ্টাং, অবৈষুঃ। বিকল্প পক্ষে আজীৎ। আজিষ্টাং। আজিষুঃ। সন্ বিবীষতি। যঙ্ বেবীয়তে। এই ধাতুর যঙ্ লুক্ হয় না। অস্য যঙ্ লুক্ নাস্তি। (পাণিনি) ণিচ্ বায়য়তি।

অচ—১ অবিস্পষ্ট কথন। ২ গতি। ভ্বাদিগণীয়, উভয়পদী সকর্ম্মক, সেট। লট্ অচতি, অচতে। লোট্ অচতু, অচতাং। বিধিলিঙ্ অচেৎ, অচেত। লঙ্ আচৎ, আচত। লুঙ্ আচীৎ, আচিষ্ট। ক্ত—অক্ত, ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট হয়। ক্ত্বাচ্ অচিক্ত্বা, অক্ত্বা।

অচ—অনচু অচ ধাতু ১ গতি। ২ পূজা। ৩ অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদিগণীয়, উভয়পদী। লট্ অঞ্চতি, অঞ্চতে। লোট্ অঞ্চতু, অঞ্চতাং। বিধিলিঙ্ অঞ্চেৎ, অঞ্চেত। অচু-অচ ধাতু লট্ অচতি, অচতে। লিট্ আনঞ্চ, আনঞ্চে। লুট্ অঞ্চিতা। লৃট্ অঞ্চিষ্যতি, অঞ্চিষ্যতে। আশীর্লিঙ্ অঞ্চ্যাৎ। গতি অর্থে অচ ধাতু—অচ্যাৎ। লুঙ্ আঞ্চীৎ, আঞ্চিষ্টাং, আঞ্চিষুঃ। আঞ্চিষ্ট। আঞ্চিষাতাং। আঞ্চিষত। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে অচাতে। অচি অচ ধতু অঞ্চ্যতে। সন্ অঞ্চিচিষতি, অঞ্চিচিষতে। ক্ত অক্ত। পূজা অর্থে অচ্ ধাতু·ক্ত অঞ্চিত। অচি অচ ধাতু বর্ত্তমানে ক্ত অঞ্চিত। অনচু অচ ধাতু ক্ত্বাচ অঞ্চিত্বা, অক্ত্বা। অচি অচ ধাতু অঞ্চিত্বা। প্র+অনচু—প্রকর্ষ। ২ পূর্ব্বদিক্‌কালবৃত্তি। পরা+অনচু=প্রতিগতি। আভিমুখ্যাভাব। পশ্চাদ্ভাব। বহির্ভাব। অপ+অনচু= অপসরণ। সম্+সুন্দর গমন, যথোচিত গমন। অনু+পশ্চাদ্গতি। উদ্+উর্দ্ধগমন উত্তরদিগ্‌বৃত্তি। পরি+সমস্তাদ্গতি। প্রতি+প্রতীপগতি পশ্চাদ্গতি পশ্চাদ্বর্ত্তিত্ব। নি+ ন্যূনীভাব। অব+অধোগতি দক্ষিণদিগ্‌বৃত্তি।

অচ—অচি·অচ ধাতু ১ গতি। ২ পূজা। উভয়পদী, সকর্ম্মক, সেট্। লট্ অঞ্চতি, অঞ্চতে। লুঙ্ আঞ্চিষ্ট, আঞ্চীৎ। ক্ত্বাচ পরে বিকল্পে ইট্ হয়। ক্ত্বাচ অঙ্‌ক্ত্বা, অঞ্চিত্বা।

"অঞ্চতে প্রত্যহং মোহো যস্মান্ন্যঞ্চন্তি চারয়।" (কবিরহস্য)

অঞ্জ—১ গতি। ২ ক্ষেপণ। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী। সকর্ম্মক সেট্। লট্ অঞ্জয়তি, অঞ্জয়তে। লোট্ অঞ্জয়তু, অঞ্জয়তাং। বিধিলিঙ্ অঞ্জয়েৎ, অঞ্জয়েত। লঙ্ আঞ্জয়ৎ। আঞ্জয়ৎ। লুঙ্ অঞ্জিজৎ, আঞ্জিজত।

অঞ্জ—অনজ্ অঞ্জধাতু—১ ব্যক্তি, প্রকাশ। ২ মর্ষণ। ৩ ম্রক্ষণ। ৪ কান্তি। ৫ গতি। রুধাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। লট্ অনক্তি, অঙ্‌ক্তঃ, অঞ্জন্তি। লোট্ অনক্তু। হি—অঙ্‌গ্ধি। অনজানি। লিঙ্ অঞ্জ্যাৎ। লঙ্ আনক্, আঙ্‌ক্তাং, আঞ্জন। লিট্ আনঞ্জ, আনঞ্জিথ, আনঙ্‌ক্থ। লুট্ অঞ্জিতা, অঙ্‌ক্তা। লৃট্ অঞ্জিষ্যতি, অঙ্‌ক্ষ্যতি। লুঙ্ আঞ্জীৎ, আঞ্জিষ্টাং, আঞ্জিষুঃ। সন্ অঞ্জিজিষতি। ণিচ্ অঞ্জয়তি। লুঙ্ আঞ্জিজৎ।

অট—গতি। ভ্বাদিগণীয়, অকর্ম্মক, পরস্মৈপদী, সেট্। লট্ অটতি। লোট্ অটতু। বিধিলিঙ্ অটেৎ। লঙ্ আটৎ। লিট্ আট। লুট্ অটিতা। লৃট্ অটিষ্যতি। লুঙ্ আটীৎ, আটিষ্টাং, আটিষুঃ। সন্ অটিটিষতি। যঙ্ অটাট্যতে। ণিচ্ আটয়তি। লুঙ্ আটিটৎ। পরি+অট=পর্য্যটন।

অট—অটি অট ধাতু গতি। ভ্বাদিগণীয়, আত্মনেপদী, সকর্ম্মক, সেট্। লট্ অণ্টতে, লোট অণ্টতাং=লঙ্ আণ্টত। বিধিলিঙ অণ্টেত। লুঙ্ আণ্টিষ্ট। লিট্ আনণ্টে। লুট্ অণ্টিতা। সন্-অণ্টিটিষতে।

অট্ট—১ অতিক্রম। ২ বধ, হিংসা। ভ্বাদিগণীয়, আত্মনেপদী, সকর্ম্মক, সেট্। লট্ অট্টতে। লোট্ অট্টতাং। বিধিলিঙ্ অট্টেত। লঙ্ আট্টত। লিট্ আনট্টে। লুঙ্ আট্টিষ্ট। লুট্ অট্টিতা। সন্ অটিটিষতে, অট্টিটিষতে।

অট্ট—অনাদর। চুরাদিগণীয়, পরস্মৈপদী, অকর্ম্মক, সেট্। লট্ অট্টয়তি। লোট্ অট্টয়তু। লঙ্ আট্টয়ৎ। লুঙ্ আটিট্টৎ।

অঠ—গতি। ভ্বাদিগণীয়, পরস্মৈপদী, সকর্ম্মক, সেট্। লট্ অঠতি। লোট্ অঠতু। লঙ্ আঠৎ। লিট্ আঠ। লুঙ্ আঠীৎ।

অঠ—আঠ=অঠ ধাতু গতি। ভ্বাদি, সক, আত্ম, সেট্। লট্ অণ্ঠতে, লিট্ আনণ্ঠে। লঙ্ আণ্ঠত। লুঙ্ আণ্ঠিষ্ট।

অড—উদ্যম। ভ্বাদি, পর, সক, সেট। লট্ অড়তি। লিট্ আড়, আড়তুঃ। লুট্ অড়িতা। লুঙ আড়ীৎ।

অড—ব্যাপ্তি। স্বাদি°, পর°, অক°, সেট্। লট্ অড়্ণোতি। লুঙ্ আড়ীৎ। স্বাদিগণীয় অড়ধাতু কেবল বেদে প্রয়োগ হইয়া থাকে। বৈদিক্‌গ্রন্থ ভিন্ন অন্য স্থলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না।

অড্ড—১ অভিযোগ। ২ সমাধান, নির্ব্বাহ। ভ্বাদি, পর°, সক, সেট্। লট্ অড্ডতি। লোট্ অড্ডতু। লঙ্ আড্ডৎ। লিট্ আনড্ড। লুট্ অড্ডিতা। লুঙ্ আড্ডীৎ। সন্ অড্ডিডিষতি অড্ডিড্ডিষতি। ণিচ্ অড্ডয়তি। লুঙ্ আড্ডিড্ডৎ।

অণ—শব্দ। ভ্বাদি, পর, অক°, সেট্। লট্ অণিতি। লোট্ অণিতু লঙ্ আণিৎ, আণৎ। লিট্ আণ। লুট্ অণিতা। লুঙ্ আণীৎ। সন্ অণিণিষতি। ণিচ্ আণয়তি।

অণ—জীবন। দিবাদি, আত্ম°, অক°, সেট্। লট্ অণ্যতে। লোট্ অণ্যতাং। লঙ্ আণ্যত। লুঙ্ আনিষ্ট।

অত—বন্ধন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অততি। লোট্ অততু। বিধিলিঙ্ অতেৎ। লঙ্ অতৎ। লিট্ আত। লুট্ অতিতা। লুঙ্ আতীৎ।

অত—অতি অতধাতু বন্ধন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট। লট্ অন্ততি। লোট্ অন্ততু। বিধিলিঙ্ অন্তেৎ। লঙ্ আন্তৎ। লুঙ্ আন্তীৎ। অতি, অদি, ইতি, বিদি, এই ৫টী ধাতু কাশ্যপাদির মতে তিঙ্ বিষয় নহে।

অত—প্রাপণ, সাতত্য, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অততি। লৃট্ অতিষ্যতি। লুট্ অতিতা। লিট্ আত, আততুঃ। লুঙ্ আতীৎ, আতিষ্টাং। ক্ত অতিত।

অদ—অদি অদধাতু বন্ধন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ অন্দতি, লোট্ অন্দতু। বিধিলিঙ্ আন্দৎ। লঙ্ আন্দৎ। লুঙ্ আন্দীৎ।

অদ—ভক্ষণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক°, অনিট্। লট্ অত্তি, অত্তঃ অদন্তি। লোট্ অত্তু। লোট্‌হি অদ্ধি। বিধিলিঙ্ অদ্যাৎ। লঙ্ আদৎ। লিট্ পরে অদধাতু স্থানে ঘস্ হয়। লিট্ জঘাস, জক্ষতুঃ। বিকল্প পক্ষে আদ, আদতুঃ। থ জঘসিথ, আদিথ। লুট্ অত্তা। লৃট্ অৎস্যতি। লুঙ্ পরে অদ ধাতু স্থানে ঘস্ হয়। লুঙ্ অঘসৎ। সন্ জিঘৎসতি। ণিচ্ আদয়তি। ক্ত্বা, জগ্ধা, ক্ত জগ্ধ। ঘঞ্ ঘাস। নি-অদ-ঘঞ্ নিঘস, খাদ।

অন—জীবন, প্রাণন। অদাদি, পরস্মৈ, অক°, সেট্। লট্ অনিতি, অনিতঃ, অনন্তি। লোট্ হি অনিহি। বিধিলিঙ্ অন্যাৎ। লঙ্ আনীৎ, আনৎ। লিট্ আন। লুট্ অনিতা। লৃট্ অনিষ্যতি। লুঙ্ আনীৎ, আনিষ্টাং, আনিষুঃ। ণিচ্ আনয়তি। লুঙ্ আনিনৎ। প্র+অন=প্রাগ্‌গতি শ্বাসত্যাগ, জীবন। প্রাণ। অপ+অন=অধোগতি আপনে। উদ্+অন=উর্দ্ধগতি উদান। বি+অ+অন=বিষগ্‌গতি ব্যান। সম্+আ+অন=সমন্তাদ্গতি, সমান। "যদ্বৈপ্রাণিতি স প্রাণঃ যদপানিতি সোঽপানঃ" (শ্রুতি)।

"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।" (অমর)।

অন—জীবন। দিবাদি আত্মনে, অক°, সেট্। লট্ অন্যতে। লোট্ অন্যতাং। লঙ্ আন্যত। বিধিলিঙ্ অন্যেত। লুঙ্ আনিষ্ট। লুট্ অনিতা। লুট্ অনিষ্যতে। লিট্ আনে।

অন্ধ—১ দৃষ্টিবিহীনতা, দৃষ্টির অভাব। ২ উপসংহার। অদন্ত চুরাদি, উভয়পদী, অক°, সেট্। লট্ অন্ধয়তি, অন্ধয়তে। লোট্ অন্ধয়তু, অন্ধয়তাং। লুঙ্ আন্দিধৎ, আন্দিধত।

অভ্র—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক°, সেট্। লট্ অভ্রতি। লোট্

অভ্রতু। বিধিলিঙ্ অভ্রেৎ। লঙ্ আভ্রৎ। লিট্ আমভ্র। লুট্ অভ্রিতা। লুঙ্ আভ্রীৎ। সন্ অবিভ্রিষতি। ণিচ্ অভ্রয়তি। লুঙ্ আবিভ্রৎ।

অম—গতি। ২ শব্দ। ৩ সম্ভক্তি, সেবা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সকর্ম্মক, সেট্। যে স্থলে শব্দ অর্থ হইবে, সেই স্থলে অকর্ম্মক। লট্ অমতি। লোট্ অমতু। বিধিলিঙ্ অমেৎ। লঙ্ আমৎ। লিট্ আম। লুট্ অমিতা। লৃট্ অমিষ্যতি। লুঙ্ আমীৎ। আমিষ্টাং। ণিচ্ আময়তি।

অম—রোগ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। অমধাতু পীড়ন অর্থে সকর্ম্মক। লট্ অময়তি, অময়তে। লোট্, অময়তু, অময়তাং। বিধিলিঙ্ অময়েৎ, অময়েত। লুঙ্ আমিমৎ, আমিমত।

অম্ব—গতি। শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অম্বতি। লোট্ অম্বতু। বিধিলিঙ্ অম্বেৎ। লঙ্ আম্বৎ। লিট্ আনম্ব। লুঙ্ আম্বীৎ।

অম্ব—অবি অম্বধাতু শব্দ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ অম্বতে। লোট্ অম্বতাং বিধিলিঙ্ অম্বেত। লঙ্ আম্বত। লুট্ অম্বিতা। লুঙ্ আম্বিষ্ট।

অয়—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট। লট্ অয়তে। লোট্ অয়তাং। বিধিলিঙ্ অয়েত। লঙ্ আয়ত। লিট্ অয়াংচক্রে। লুট্ অয়িতা। লৃট্ অয়িষ্যতে। আশীর্লিঙ্ অয়িষীঢ়ং, অয়িষীধ্বং। লুঙ্ আয়িষ্ট, আয়িষাতাং, আয়িষত। আয়িঢ, আয়িধ্বং। সন্ অয়িয়িষতে। ণিচ্ আয়য়তি। প্র+পরা+অয়=পলায়ন। এই ধাতুর পরস্মৈপদে প্রয়োগ দেখা যায়। লট্ উদয়তি। লুঙ্ আয়ীৎ।

"শুচোদয়ন্ দীধিতি মুকৃথশাসঃ" (শুক্ল যজুঃ ১৯।৬৯)

"উদয়তি বিততোর্দ্ধরশ্মি" (মাঘঃ)।

অর্ক—১ তাপ। ২ স্তুতি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অর্কয়তি, অর্কয়তে। লোট্ অর্কয়তু, অর্কয়তাং। বিধিলিঙ্ অর্কয়েৎ, অর্কয়েত। লঙ্ আর্কয়ৎ, আর্কয়ত। লিট্ অর্কয়ামাস। লুঙ্ আর্চিকৎ, আর্চিকত।

অর্ঘ—১ মূল্য। ২ ক্রয়। ৩ হিংসা। ৪ পূজন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট। লট্ অর্ঘতি। লোট্ অর্ঘতু। বিধিলিঙ্ অর্ঘেৎ। লঙ্ আর্ঘৎ। লিট্ আনর্ঘ। লুঙ আর্ঘীৎ।

অর্চ্চ—পূজন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। বোপদেবের মতে উভয়পদী। লট্ অর্চ্চতি। বোপদেবমতে অর্চ্চতে। লোট অর্চ্চতু বিধিলিঙ্ অর্চ্চেৎ। লঙ্ আর্চ্চৎ। লুট্ অর্চ্চিতা। লিট্ আনর্চ্চ। লৃট্ অর্চ্চিষ্যতি। লুঙ্ আর্চ্চীৎ, আর্চ্চিষ্টাং, আর্চ্চিষুঃ। সন্ অর্চ্চিচিষতি। ণিচ্ অর্চ্চয়তি।

অর্চ্চ—পূজন। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অর্চ্চয়তি, অর্চ্চয়তে। লোট অর্চ্চয়তু, অর্চ্চয়তাং। লঙ্ আর্চ্চয়ৎ, আর্চ্চয়ত। লিট্ অর্চ্চয়াংচকার চক্রে। লুট্ অর্চ্চয়িতা। লুঙ্ আর্চ্চিচৎ। আর্চ্চিচত। লৃট্ অর্চ্চয়িষ্যতি, অর্চ্চয়িষ্যতে। লৃঙ্ আর্চ্চয়িষ্যৎ, আর্চ্চয়িষ্যত। বিধিলিঙ্ অর্চ্চয়েৎ, অর্চ্চয়েত। সন্ অর্চ্চিচয়িষতি, অর্চ্চিচয়িষতে। অর্চ্চ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হয় না।

অর্জ্জ—অর্জ্জন, উপার্জ্জন, প্রতিযত্ন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অর্জ্জতি। লোট্ অর্জ্জতু। বিধিলিঙ্ অর্জ্জেৎ। লঙ্ আর্জ্জৎ। লিট্ আনর্জ্জ। লুট্ অর্জ্জিতা। লুঙ্ আর্জ্জীৎ, অর্জ্জিষ্টাং, অর্জ্জিষুঃ। সন্ অর্জ্জিজিষতি।

অর্জ্জ—উপার্জ্জন। ২ প্রতিযত্ন সংস্কার। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অর্জ্জয়তি অর্জ্জয়তে। লোট্ অর্জ্জয়ৎ, অর্জ্জয়তাং। বিধিলিঙ্ অর্জ্জয়েৎ, অর্জ্জয়েৎ। লঙ্ আর্জ্জয়ৎ, আর্জ্জয়ত। লিট্ অর্জ্জয়াংচকার চক্রে। লুট্ অর্জ্জয়িতা। আশীর্লিঙ্ অর্জ্জ্যাৎ, অর্জ্জয়িষীষ্ট। লৃট্ অর্জ্জয়িষ্যতি, অর্জ্জয়িষ্যতে। লুঙ্ আর্জ্জিজৎ, আর্জ্জিজত। লৃঙ্ অর্জ্জিষ্যৎ, আর্জ্জয়িষ্যত। সন্ অর্জ্জিজয়িষতি, অর্জ্জিজয়িষতে।

অর্থ—যাচন। অদন্তচুরাদি, আত্মনে, দ্বিক‍ং, সেট্। লট্ অর্থয়তে। লোট্ অর্থয়তাং। বিধিলিঙ্ অর্থয়েত। লঙ্ আর্থয়ত। লুট্ অর্থয়িতা। লিট্ অর্থয়াঞ্চকার চক্রে আশীর্লিঙ্ অর্থয়িষীষ্ট। লুঙ্ আর্ত্তিথত। কর্ম্মণি বাচ্যে লট্ অর্থ্যতে, লুঙ্ আর্থি। প্র+অর্থ=প্রার্থনা। অভি+অর্থ সম্মানন। লট্ অভ্যর্থয়তে সম্মানয়তীত্যর্থঃ। অর্থ শব্দের উত্তর ণিচ্ করিয়া অর্থি ণিচ্ পরে আপ্ আগম অর্থাপি ধাতু লট্ অর্থাপয়তি। মতান্তরে আত্মনেপদী অর্থাপয়তে। অর্থি ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হয় না।

অর্দ্দ—পীড়ন। ভ্বাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ অর্দ্দতি অর্দ্দতে। লোট্ অর্দ্দতু, অর্দ্দতাং। বিধিলিঙ্ অর্দ্দেৎ, অর্দ্দেত। লঙ্ আর্দ্দৎ, আর্দ্দত। লিট্ আনর্দ্দ, আনর্দ্দে। লুট্ অর্দ্দিতা। লৃট্ অর্দ্দিষ্যতি, অর্দ্দিষ্যতে। আশীলিঙ্ অর্দ্দ্যাৎ, অর্দ্দিষীষ্ট। লুঙ্ আর্দ্দীৎ, আর্দ্দিষ্ট। সন্ অর্দ্দিদিষতি, অর্দ্দিদিষতে। লুঙ্ আর্দিদিষীৎ, আর্দ্দিদিষিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে অর্দ্দ্যতে, আর্দ্দি, আর্দ্দিষাতাং। ণিচ্ অর্দ্দয়তি, অর্দ্দয়তে। লুঙ্ আর্দ্দিদৎ, আর্দ্দিদত। অতি-অর্দ্দ অতিশয় পীড়ন। অভি-অর্দ্দ অভিমুখে পীড়ন। অভি+অর্দ্দ সামীপ্য সন্নিকর্ষ। যথা অভ্যর্ণ। "কালোভ্যর্ণজলাগমঃ।" (সাহিত্যদ") যে স্থলে সমীপ অর্থ না বুঝাইবে, সেই স্থলে অভ্যর্দ্দিত এইরূপ পদ হইবে। নির্+নিস্ অর্দ্দ ভৃশ পীড়ন। বি+অর্দ্দ বিশেষ পীড়ন, অতিশয় পীড়ন। সম্-অর্দ্দ=সমর্ণ। নী-অর্দ্দ=ন্নর্ণ। বি-অর্দ্দ=ব্যর্ণ।

অর্দ—১ যাচন। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অর্দ্দতি। [অর্দ দেখ।]

"শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি।" (রঘু)

অর্দ—বধ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অর্দ্দয়তি, অর্দ্দয়তে। লোট্ অর্দ্দয়তু, অর্দ্দয়তাং। বিধিলিঙ্ অর্দ্দয়েৎ, অর্দ্দয়েত। লঙ্ আর্দ্দয়ৎ, আর্দ্দয়ত। লুঙ্ আর্দ্দিদৎ, আর্দ্দিদত।

"যেনার্দ্দিদৎ দৈত্যপুরং পিনাকী।" (ভট্টি)

প্রতি+অর্দ=প্রতিরূপ পীড়ন। সম+অর্দ=সম্যক্ পীড়ন।

অর্ব—১ গতি। ২ হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অর্ব্বতি। লোট্ অর্ব্বতু। লঙ্ আর্ব্বৎ। বিধিলিঙ্ অর্ব্বেৎ। লিট্ আনর্ব্ব। লুট্ অর্ব্বিতা। লুঙ্ আর্ব্বীৎ।

অর্হ—পূজন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অর্হয়তি, অর্হয়তে। লোট্ অর্হয়তু, অর্হয়তাং। লঙ্ আর্হয়ৎ, আর্হয়ত। বিধিলিঙ্ অর্হয়েৎ, অর্হয়েত। লিট্ অর্হয়াংচকার চক্রে। লুট্ অর্হয়িতা। লুঙ্ আর্জিহৎ, আর্জিহত। আশীর্লিঙ্ অর্হ্যাৎ, অর্হয়িষীষ্ট। লৃট্ অর্হয়িষ্যতি, অর্হয়িষ্যতে। লুঙ্ আর্হয়িষ্যৎ, আর্হয়িষ্যত। কর্ম্মবাচ্যে অর্হ্যতে, লুঙ্ আর্হি। সন্ অর্জিহিষতি।

অর্হ—যোগ্যতা, সমর্থীভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ অর্হতি। লোট্ অর্হতু। বিধিলিঙ্ অর্হেৎ। লঙ্ আর্হৎ। লিট্ আনর্হ। লুট্ অর্হিতা। লৃট্ অর্হিষ্যতি। লুঙ্ আর্হীৎ, আর্হিষ্টাং, আর্হিষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে অর্হ্যতে। লুঙ্ আর্হি। প্রাপ্তি-যোগ্যতার্থ ও গতি অর্থ বুঝাইলে এই ধাতু সকর্ম্মক হয়।

"গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবন্মানমর্হতি।" (মনু)

কোন কোন স্থলে অর্হ ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগ দেখা যায়।

"রাবণো নার্হতে পূজাং।" (রামায়ণ)

অল—১ অলঙ্করণ, ভূষণ। ২ নিবারণ। ৩ পর্য্যাপ্তি, সামর্থ্য। ভ্বাদি, উভয়পদী, সকর্ম্মক, সেট্। কিন্তু পর্য্যাপ্তি অর্থে অকর্ম্মক। লট্ অলতি, অলতে। লোট্ অলতু, অলতাং। লঙ্ আলৎ, আলত। বিধিলিঙ্ অলেৎ, অলেত। লিট্ আল, আলে। লুট্ অলিতা। লুঙ্ আলীৎ, আলিষ্টাং, আলিষুঃ। আলিষ্ট, আলিষাতাং, আলিষত। সন্ অলিলিষতি। ণিচ্ অলয়তি। কর্ম্মবাচ্যে অল্যতে। লুঙ্ আলি।

অব—১ রক্ষণ। ২ গতি। ৩ শোভা। ৪ প্রীতি। ৫ তৃপ্তি। ৬ ইচ্ছানাশ। ৭ অবগম। ৮ প্রবেশ। ৯ শ্রবণ। ১০ ঐশ্বর্য্য-স্বামিত্ব সামর্থ্য। ১১ যাচন। ১২ করণ। ১৩ অনুষ্ঠান। ১৪ ইচ্ছা। ১৫ দীপ্তি। ১৬ প্রাপ্তি। ১৭ আলিঙ্গন। ১৮ হনন। ১৯ আদান। ২০ ত্যাগ। ২১ বৃদ্ধি। ভ্বাদিগণীয়, পরস্মৈপদী, সেট্। অবতি। লোট্ অবতু। লঙ্ আবৎ। বিধিলিঙ্ অবেৎ। লিট্ আব। লুট্ অবিতা। লৃট্ অবিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ অব্যাৎ। লুঙ্ আবীৎ। কর্ম্মবাচ্যে, অব্যতে। লুঙ্ আবি। ণিচ্ আবয়তি, আবয়তে। লুঙ্ আবিবৎ, আবিবত। অব—ক্বিপ্=উ। অব—ক্তিন্=উতি।

অবধীর—অবজ্ঞা। অদন্ত—চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অবধীরয়তি, অবধীরয়তে। লোট্ অবধীরয়তু, অবধীরয়তাং। লুঙ্ আববধীরৎ, আববধীরত।

অশ—১ ব্যাপ্তি, প্রাপ্তি, পূরণ আচ্ছাদন। ২ সংঘাত, রাশীকরণ। স্বাদিগণীয়, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ অশ্নুতে, অশ্নুবাতে, অশ্নুবতে। লোট্ অশ্নুতাং, অশ্নুবাতাং, অশ্নুবতাং। বিধিলিঙ্—অশ্নুবীত, অশ্নুবীয়াতাং, অশ্নুবীরন্। লঙ্—আশ্নুত, আশ্নুবাতাং, আশ্নুবত। লুঙ্—আশিষ্ট, আষ্ট, আশিষাতাং, আক্ষাতাং, আশিষত, আক্ষত। লিট্—আনাশ, আনশাতে, আনশিরে। লুট্ অশিতা, অষ্টা। কর্ম্মবাচ্যে—অশ্যতে। লুঙ্—আশি, আশিষাতাং, আশিষত। ণিচ্ করিলে অশ ধাতুর আত্মনেপদ হয় না। ণিচ্ আশয়তি। লুঙ্ আশিশৎ। সন্ অশিশিষতে।

"প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্ব্যানশে দিশঃ।" (রঘু)

অশ—ভোজন। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্—অশ্নাতি, অশ্নীত, অশ্নন্তি। লোট্ অশ্নাতু, অশ্নীতাং, অশ্নন্তু। অশান, অশ্নীতং, অশ্নীত। বিধিলিঙ্ অশ্নীয়াৎ। লঙ্—আশ্নাৎ, আশ্নীতাং, আশ্নন্। লুঙ্—আশীৎ, আশিষ্টাং, আশিষুঃ। লিট্ আশ। লুট্ অশিতা। লৃট্ অশিষ্যতি। কর্ম্মবাচ্যে অশ্যতে। লুঙ্ আশি। ণিচ্ আশয়তি। লুঙ্ আশিশৎ। সন্ অশিশিষতি।

"ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ।" (মনু)

যঙ্ অশাশ্যতে। উপ+অশ=উপভোগ, প্রাপ্তি। "স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াৎ" (রাম°) প্র+অশ=ভোজন। ১ গতি ২ দীপ্তি। ৩ আদান।

অষ—ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অষতি, অষতে। [ভ্বাদি, অস্ দেখ।]

অস্—১ দীপ্তি। ২ গতি। ৩ আদান। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। যে স্থলে অশ ধাতুর দীপ্তি অর্থ বোধ হইবে, সেই স্থলে অকর্ম্মক হইবে। লট্ অসতি, অসতে। লোট্ অসতু, অসতাং। বিধিলিঙ্ অসেৎ, অসেত। লঙ্ আসৎ, আসত। লিট্ আস, আসে। লুট্ অসিতা। লুঙ্ আসীৎ, আসিষ্ট।

ণিচ্ আসয়তি। সন্ অসিসিষতি। যঙ্ অসাস্যতে। অভি+অস=অভ্যাস। নি+অস্=নিক্ষেপ। সং+নি+অস্=সংন্যাস। "বেদান্তং শ্রুত্বা সংন্যসেৎ" (মনু ৬।৪৬) বি+নি+অস্=বিন্যাস।

অস্—সত্তা, বিদ্যমানতা। অদাদি, অক, পরস্মৈ, সেট্। লট্—অস্তি, স্তঃ, সন্তি। লট্ সি—অসি। লোট্ অস্তু, স্তাং, সন্তু। লোট্ হি—এধি। বিধিলিঙ্ স্যাৎ, স্যাতাং, স্যুঃ। লঙ্ আসীৎ, আস্তাং, আসন্। লিট্, লুট্, লৃট্ ও লুঙ্ বিভক্তিতে অস ধাতুর ভূ ধাতুর মত রূপ হইয়া থাকে। লিট্ বভূব। লুট্ ভবিতা। লৃট্—ভবিষ্যতি। লুঙ্—অভূৎ। সন্ বুভূষতি। যঙ্ বোভূয়তে।

অস্—ক্ষেপ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অস্যতি। লোট্ অস্যতু। বিধিলিঙ্ অস্যেৎ। লঙ্—আস্যৎ। লুট—অসিতা। লৃট্—অসিষ্যতি। লিট্ আস। লুঙ্ আস্থৎ, আস্থতাং, আস্থন্। কর্ম্মবাচ্যে, অস্যতে। লুঙ্ আসি। ণিচ্ আসয়তি। সন্ অসিসিষতি। যঙ্ অসাস্যতে। অস্ ধাতু উপসর্গপূর্ব্বক হইলে উভয়পদী হয়। অতি+অস্=অতিদূরক্ষেপণ। বি+অভি+অস্=বৈপরীত্য দ্বারা স্থাপন।

"ব্যত্যস্তপানিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ॥" (মনু)

অধি+অস্=আরোপ, অবস্তুতে সেই বস্তুর জ্ঞান। অপ+অস্=দূরীকরণ।

"কিমিত্যপাস্তাভরণানি যৌবনে।" (কুমার)

অভি+অস্—অভ্যাবৃত্তি, অভ্যাস। অব+অস্=অবক্ষেপ। উদ্+অস্=ঊর্দ্ধোৎক্ষেপণ। 'পুচ্ছমুদস্যতি' (পাণিনি) পরি+উদ্+অস্=ভিন্নতাবোধন।

"প্রাধান্যং হি বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।

পর্য্যুদাসঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥" (মীমাংসা)

বি+উদ্+অস্=নিবারণ। উপ+অস্=সমীপস্থাপন। নি+অস্=অর্পণ "ন মদ্বিধো ন্যস্যতি ভারমগ্র্যং" (ভট্টি) উপ+নি=বাচারম্ভণ। সম+নি+অস্=ত্যাগ।

"নার্হসংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।" (গীতা)

নিস্+নির্+অস্=নিষ্ঠীবন। দূরীকরণ। পরা+অস্=নিরাকরণ। 'এতেন খণ্ডনকারমতমপি পরাস্তং।' (চিন্তামণি)

পরি+অস=পরাবর্ত্তনদ্বারাস্থাপন। অর্পণ। বি+পরি+অস্=বৈপরীত্য। পরিবর্ত্তন। ভ্রান্তিজ্ঞান। প্র+অস্=প্রক্ষেপ। অনু+প্র+অস্=এক প্রকার নিবেশন। প্রতি+অস্ প্রতিরূপ ক্ষেপণ। বি+অস্=বিশেষরূপে নিবেশন। বি+নি+অস্=সংক্ষেপ।

অসু—উপতাপ। অসুং করোতি, কাণ্ডাদিত্বাৎ যক্। অসূয়—উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ অসূয়তি, অসূয়তে। বিধিলিঙ্ অসূয়েৎ, অসূয়েত। লোট্ অসূয়তু, অসূয়তাং। লঙ্ আসূয়ৎ, আসূয়ত। লুঙ্ আসূয়ীৎ, আসূয়িষ্ট। লিট্ অসূয়াংবভূব, চকার, চক্রে। ভাববাচ্যে অসূয্যতে। লুঙ্ অসূয়ি। কৃদন্ত—অসূয়নীয়। অসূয়ক। অসূয়ী। অসূয় ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হয় না। অসূয়িতুং। অসূয়িতব্য ইত্যাদি।

অহ—অহি অহধাতু=গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ অংহতে। লোট্—অংহতাং। লঙ্ আংহত। বিধিলিঙ্ অংহেত। লিট্ আনংহে। লুট্ অহিংতা। লৃট্—অংহিষ্যতে। লুঙ্ আংহিষ্ট, আংহিষাতাং। সন্ অঞ্জিহিষতে। ণিচ্ অংহয়তি। লুঙ্—আঞ্জিহৎ।

অহ—দীপ্তি। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী, অক, সেট্। লৃট্—অংহয়তি, অংহয়তে। লোট্ অংহয়তু, অংহয়তাং। লঙ্ আংহয়ৎ, আংহয়ত। লুট্ অংহয়িতা। লিট্ অংহয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ আঞ্জিহৎ, আঞ্জিহত। লৃট্—অংহয়িষ্যতি অংহয়িষ্যতে।

অহ—ব্যাপ্তি। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ অহ্নোতি। লোট্ অহ্নোতু। লিট্ আহ। লুঙ্ আহীৎ।

আচ্ছ—আচ্ছি আচ্ছ ধাতু=১ আয়াম, দৈর্ঘ্য, দীর্ঘবিস্তার। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ আচ্ছতি। লোট্ আচ্ছতু। লঙ্ আচ্ছৎ। বিধিলিঙ্ আচ্ছেৎ। লিট্ আনাচ্ছ। ন্যাসকারের মতে আনাচ্ছ হইবে না, আচ্ছ হইবে। লুঙ্ আঞ্জীৎ, আঞ্জিষ্টাং, আঞ্জিষুঃ। সন্ আঞ্জিছিষতি। লুট্ আঞ্জিতা। কর্ম্মবাচ্যে আঞ্চ্যতে। লুঙ্ আঞ্চি। ণিচ্ করিলে এই ধাতু উভয়পদী হইবে। ণিচ্ আঞ্চয়তি, অঞ্চয়তে। লুঙ্ আঞ্চিছৎ, আঞ্চিছত।

আপ—আপ্ আপধাতু=প্রাপ্তি। স্বাদি, পরস্মৈ, সকর্ম্মক, অনিট্। লট্, আপ্নোতি, আপ্নুতঃ, আপ্নুবন্তি। লোট্ আপ্নোতু। বিধিলিঙ্ আপ্নুয়াৎ। লুঙ্ আপৎ। লুট্ আপ্তা। লঙ্ আপ্নোৎ, আপ্নুতাং, আপ্নুবন্। লঙ্ পম্-আপ্নবম্। লিট্ আপ। লৃট্ আপ্স্যতি। সন্ ঈপ্সতি। ণিচ্ করিলে উভয়পদী হয়। ণিচ্—আপয়তি, আপয়তে। লুঙ্ আপিপৎ, আপিপত। কর্ম্মবাচ্যে আপ্যতে। লুঙ্ আপি।

"পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি।" (শকুন্তলা)

প্র+আপ=প্রকর্ষ দ্বারা প্রাপ্তি। সং+আপ=সম্পূর্ণতা। অব+আপ=প্রাপ্তি। "তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং।"

(কুমারস°)

পরি+আপ=প্রচুরত্ব।

"অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং॥" (গীতা)

অনু+আ+আপ=পশ্চাৎ প্রাপ্তি। বি+আপ=বিশেষ দ্বারা আপ্তি।

"ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।" (ভাষাপ°)

আপ—প্রাপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ আপয়তি, আপয়তে। লোট্ আপয়তু, আপয়তাং। লঙ্ আপয়ৎ, আপয়ত। লুঙ্ আপিপৎ, আপিপত। কর্ম্মবাচ্যে আপ্যতে। লুঙ্ আপি। সন্ অপিপিষতি, অপিপিষতে।

ই—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈপদী, সক, অনিট্। লট্ অয়তি। লোট্ অয়তু। বিধিলিঙ্ অয়েৎ। লঙ্ আয়ৎ। লুঙ্ ঐষীৎ। লিট্ ইয়ায়, ইয়তুঃ, ইয়ুঃ। ইয়য়িথ ইয়েথ। ইয়ায় ইয়য়। লুট্—এতা। আশীর্লিঙ্ ঈয়াৎ। উদ্+ই=উদয়। "উদয়তিস্ম তদদ্ভুতমালিভিঃ।" নৈষধ।

ই—গতি। অদাদিগণীয়, পরস্মৈপদী, সক, অনিট্। লট্ এতি ইতঃ, যন্তি। বিধিলিঙ্ ইয়াৎ। লোট্ এতু। লোট্ হি ইহি। লিঙ্ ইয়াৎ। লঙ্ ঐৎ, ঐতাং, আয়ন্। লিট্ ইয়ায়, ইয়তুঃ, ইয়ুঃ। ইয়য়িথ, ইয়েথ। ইয়ায়, ইয়য়। লুট্ এতা। লৃট্ এষ্যতি। লৃঙ্ ঐষ্যৎ। আশীর্লিঙ্ ঈয়াৎ। কিন্তু উপসর্গ পূর্ব্বক হইলে ইকার দীর্ঘ হয় না। যথা—অন্বিয়াৎ। লুঙ্ অগাৎ, অগাতাং অগুঃ। কর্ম্মবাচ্যে ঈয়তে। লঙ্ ঐয়ত। লুট্ এতা, আয়িতা। লৃট্ এষ্যতে, আয়িষ্যতে। লোঙ্ এষীষ্ট, আয়িসীষ্ট। লুঙ্ অগায়ি, অগাসত, অগায়িষত। সন্ জিগমিষতি। বোধন অর্থে ই ধাতু স্থানে গা আদেশ হইবে না। সন্ প্রতীষিষতি। ণিচ্ গময়তি। বোধন অর্থে প্রত্যায়য়তি। অতি+ই=অত্যয় অতিক্রম।

"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা॥" (রঘু)

অনু+ই=অনুগমন। অপ+ই=অপগম। বি+অপ=ব্যপগম, নিবৃত্তি। অভি+ই=প্রাপ্তি। অব+ই=জ্ঞান। আ+ই=আগমন। প্রাপ্তি। উদ্+ই=উদয়। উদ্গমন। উদ্ভব। উদ্যোগ।

"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।" (শকু°)

উপ+ই=অভিগমন। প্রাপ্তি। অভি+উপ+ই=উপস্থিতি। স্বীকার।

"যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।" (মহানাটক)

প্রতি+ই=প্রতীতি। প্রতিগমন। "প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশং।" (রঘু) ই=ইক্ ই ধাতু=স্মরণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। ইক ধাতু—নিত্য অধির সহিত যোগ হইয়া থাকে। কেবল এই ইক্ ধাতুর প্রয়োগ হয় না। অধির সহিত যোগ হইয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। লট্ অধ্যেতি, অধীতঃ, অধীয়ন্তি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অধিযন্তি এইরূপ হইবে। আর সমুদয়রূপ অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ই ধাতুর মত হইবে।

ই—ইঙ্ ই ধাতু=অধ্যয়ন। সক, অদাদি, আত্মনেপদী, অনিট্। ইঙ্ ধাতু নিত্য অধির সহিত যোগ হইয়া থাকে, কেবল ইঙ্ ধাতুর প্রয়োগ হয় না। লট্ অধীতে, অধীয়াতে, অধীয়তে। লোট্ অধীতাং। লিঙ্ অধীয়ীত। লঙ্ অধ্যৈত, অধ্যৈয়াতাং, অধ্যৈয়ত। অধ্যৈয়ি, অধ্যৈবহি। লিট্ অধিজগে, অধিজগিরে। লুট্ অধ্যেতা। লৃট্ অধ্যেষ্যতে। লৃঙ্ অধ্যৈষ্যত, অধ্যগীষ্যত। আশীর্লিঙ্ অধ্যেষীষ্ট, অধ্যেষীঢ়ং। লুঙ্ অধ্যৈষ্ট, অধ্যগীষ্ট। অধ্যৈষাতাং, অধ্যগীষাতাং। অধ্যৈষত, অধ্যগীষত। অধ্যৈষঢ্বং, অধ্যগীঢ্বং। কর্ম্মবাচ্যে অধীয়তে। লুঙ্ অধ্যগায়ি, আধ্যায়ি। অধ্যগায়িষাতাং অধ্যগীষাতাং, অধ্যায়িষাতাং, অধ্যৈষাতাং। লুট্ অধ্যায়িতা অধ্যেতা। আশীর্লিঙ্, অধ্যেষীষ্ট, অধ্যায়িষীষ্ট। লৃঙ্ অধ্যায়িষ্যতে, অধ্যেষ্যতে। লৃঙ্ অধ্যগায়িষ্যত, অধ্যগীষ্যত। অধ্যায়িষ্যত, অধ্যৈষ্যত সন্—অধিজিগাংসতে। লুঙ্ অধ্যজিগাংসিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে অধিজিগাংস্যতে। লুঙ্ অধ্যজিগাংসি ণিচ্ সনন্ত লট্ অধ্যাপিপয়িষতি, অধিজিগাপয়িষতি। অধি-ই ধাতু ণিচ্ করিলে পরস্মৈপদী হয়। ণিচ্ অধ্যাপয়তি লুঙ্ অধ্যাপিপৎ, অধ্যজীগপৎ। অধি ইঙ্ কৃদন্ত। অধ্যয়নীয়, অধ্যায়, অধ্যয়ন, অধ্যেতা, অধীতি। অধ্যেতুং। অধ্যেতব্য, অধ্যেয়, অধীত্য। অধীয়মানঃ, অধ্যেষ্যমানঃ। ণিচ্ করিয়া অধ্যাপনীয়, অধ্যাপক। অধ্যাপি ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় হয় না। সনন্ত করিয়া অধিজিগাংসনীয়, অধিজিগাংসিতা, অধিজিগাংসিতুং। অধিজিগাংস্যমান, অধিজিগাংসিষ্যমান।

ইষ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইষতি। লোট্ ইষতু। বিধিলিঙ্ ইষেৎ। লঙ্ ঐষৎ। লিট্ ইয়েষ, ঈষতুঃ। লৃট্ এষিষ্যতি। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষিষ্টাং, ঐষিষুঃ। লৃঙ্ ঐষিষ্যৎ। ণিচ্ এষিষ্যতি। সন্ এচিষিষতি।

ইখ—ইখি ইখ ধাতু=গমন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইঙ্খতি। লোট্ ইঙ্খতু। বিধিলিঙ্ ইখেৎ। লঙ্ ঐঙ্খৎ। লুঙ্ ঐঙ্খীৎ, ঐঙ্খিষ্টাং, ঐঙ্খিষুঃ। লিট্ ইঙ্খাংবভূব।

ইগ—ইগি ইগ ধাতু=গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইঙ্গতি। লোট্ ইঙ্গতু। বিধিলিঙ্ ইঙ্গেৎ। লিট্ ইঙ্গাংচকার। লুঙ্ ঐঙ্গীৎ, ঐঙ্গিষ্টাং, ঐঙ্গিষুঃ। "ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং যচ্চেঙ্গং যচ্চনেঙ্গতি।" (ভারত বনপর্ব্ব ৪২ অ°)

এই ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগও দেখা যায়। যথা—

"যথা দীপোনিবাতস্থো নেঙ্গতে সোমপাস্মৃতা।" (গীতা)

ণিচ্ ইঙ্গয়তি। উদ+ইগ=প্রেরণ। "শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়" (ঋক্ ৪।৫৭।৫৭ সম্+ইগ=সম্যক্ চালন।

"পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ।" (ঋক্ ৪।৭।৭)

ইঙ্—অধ্যয়ন। অদাদি, আত্মনে, সক, অনিট্।

[রূপাদি ই ধাতুতে দেখ।]

ইট—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈপদী, সক, সেট্। লট্ এটতি। লোট্ এটতু। বিধিলিঙ্ এটেৎ। লিট্ ইয়েট, ঈটতুঃ, ঈটুঃ। লুঙ্ ঐটীৎ, ঐটিষ্টাং, ঐটিষুঃ। লঙ্ ঐটৎ। লুট্ এটিতা। লৃট্ এটিষ্যতি। কর্ম্মবাচ্য ইট্যতে। লুঙ্ আটি।

"ত্বং ত্যষিটতো রথমিন্দ্র প্রাবঃ সুতাবন্তং।" (ঋক্ ১০।১৪৯।১)

ইণ—গতি। এই ধাতুর ণকার ইৎ যায়। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। [এই ধাতুর রূপ অদাদি ই ধাতু দেখ।] অতি+ই=অতিক্রম।

"অথ চেৎ পঞ্চমীং রাত্রিমতীত্য পরতোভবেৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

অভি+অতি+ই=আভিমুখ্যে অতিক্রম। "যোঽস্য স্বর্গো লোকোঽর্জিতো ভবেৎ তমভ্যত্যেতি।" (শত॰ ব্রা॰)

বি+অতি+ই=বিশেষ দ্বারা অতিক্রম। অধি+ই=চিন্তন। গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ ও জ্ঞান অর্থ হইয়া থাকে। এইজন্য অধিপূর্ব্বক ই ধাতুর জ্ঞান ও লাভ অর্থ হইবে। অনু+ই=অনুগমন এই অর্থে ই ধাতু সকর্ম্মক। "আদিত্যাং বা অন্তং যান্তমন্তেদেবা অন্বয়ন্তি" (শত॰ ব্রা॰ ১১।৬।২।৪)

সম+অনু+ই=সমাগমন। "তত্তু সমন্বয়াৎ" (পাত॰ যোগসূত্র) অন্তর্+ই=অন্তর্গতি অন্তরায়। অপ+ই=অপ গমন অপসরণ। এই অর্থে সকর্ম্মক। "ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা" (স্মৃতি)

অপি+ই=প্রাপ্তি এই অর্থে অকর্ম্মক। "পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতী মপিযন্তি" (শুক্লযজু॰)

অভি+ই=আভিমুখ্যে গমন। এই অর্থে সকর্ম্মক। অভি+উপ+ই আভিমুখ্য দ্বারা প্রাপ্তি। এই অর্থে সকর্ম্মক।

"যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।" (উদ্ভট)

অব+ই=অবগম জ্ঞান। এই অর্থে সকর্ম্মক। "অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং" (কুমারস॰) অবগতি এই অর্থে অকর্ম্মক। অনু+অব+সন্তত সম্বন্ধ। বি+অব+ই=ব্যবধান। "গার্হপত্যাহবনয়ো ন ব্যপেয়াৎ" (কাত্যা॰ ১।৮ ২৩) যে স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ বুঝাইবে সেই স্থলে ব্যবায় অর্থাৎ সুরত এই অর্থ হইবে। "অনুমত্যা ব্যবেয়াৎ" (স্মৃতি) সম্+অব=সম্যক্ সম্বন্ধ।

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।" (গীতা ১।১)

আ+ই=আগমন। এই অর্থে সকর্ম্মক। অভি+আ+ই=অভ্যাগমন। আভিমুখ্যে গতি।

"গঙ্গামভ্যেহি সততং প্রাপ্স্যসে সিদ্ধিমুত্তমাং।"

(ভারত অনু॰ ২৬ অ॰)

উদ্+আ+ই=উদ্‌গমন। উপ+আ+ই=সমীপগমন, প্রতি+আ+ই=প্রত্যাগমন। "নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যয়ন্তি" (শত॰ ব্রা॰ ১৪।৮।৬।৩) উদ+ই=উদ্‌গতি। এই অর্থে অকর্ম্মক।

"উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্যভ্যো য এবং বেদ।"

(ছান্দোগ্য উ॰)

অভি+উদ+ই=আভিমুখ্যদ্বারা উদ্গতি। প্রতি+উদ+ই=প্রত্যুদযানদ্বারা গতি। সম্+উদ+ই=সম্যগুদয়। উপ+ই=সমীপাগমনপ্রাপ্তি। "উপেযুষাং মোক্ষপথং মনীষীণাং" (মাঘ) দুর্-ই=দুর্গম। নির্+ই=নির্গমন। পরা+ই=প্রেতভাব প্রাপ্তি। পলায়ন। 'যঃ পরৈতি সজীবতি পরৈতি পলায়তি।' প্রতিপত্তি।

"নৈবশ্রেয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ পরৈতি।" (ভারত বন ৫ অঃ)

পরি+ই=ব্যাপ্তি। এই অর্থে সকর্ম্মক। অনু+পরি+ই=পরিপাটীরূপে অনুগমন। আ+পরি+ই=আভিমুখ্য দ্বারা ব্যাপ্তি। বি+পরি+ই=ব্যুৎক্রম প্রাপ্তি। প্র+ই=পরলোক গতি। এই অকর্ম্মক। "প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' (কঠোপনি॰) অভি+প্র+ই=অভিলাষ। প্রতি ই=প্রতিগমন। "রাজ্ঞঃ প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশং।" (রঘু) সম্+প্রতি+ই=সম্যক্ জ্ঞান। নিশ্চয়। সম্যক্‌বিশ্বাস।

বি+ই=বিগম। সম্+ই=সঙ্গম মিলন। এই অর্থে অকর্ম্মক। অভি+সম্+=আভিমুখ্যদ্বারা সম্যগ্‌গতি। এই অর্থে সকর্ম্মক। "তং আত্মভিসয়ন্তি দেবাঃ" (অথর্ব্ব॰ ১১।৫।২)

ইদ—[ইন্দ দেখ।]

ইন্—গতি। তনাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্—ইনোতি, ইনুতঃ, ইন্বন্তি। লোট্—ইনোতু। বিধিলিঙ্ ইনুয়াৎ। লঙ্ ঐনাৎ। লুঙ্ ঐনীৎ, ঐনিষ্টাং, ঐনিষুঃ। কেহ কেহ বলেন, নিরুক্তে ইন্বন্তি কেবল বহুবচনান্ত প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ভ্বাদিগণীয় ইন্বধাতু করিলে ইন্বন্তি একবচনে হইতে পারে। ইন্ব ধাতু হইলে রূপ এইরূপ হইবে। লট্ ইন্বতি। লোট্ ইন্বতু। লঙ্ ঐন্বৎ। লুঙ্ ঐন্বীৎ। লিট্ ইন্বামাস। "ঋঘায়মাণ ইন্বসি" (ঋক্ ১।১৭৬।১)

ইন—বিনাশ। তুদাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। লট্ ইনতি। লোট্ ইনতু। লঙ্ ঐনৎ। লুঙ্—ঐনীৎ। "যঃ প্রেণত্যাত্মনো হিতং" (কবির॰ ১৮)এই ধাতুর প্রয়োগ কোন স্থলে দেখা যায় না।

ইন্দ—ইদি ইদ ধাতু=ঐশ্বর্য্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অকর্ম্মক, সেট্। লট্ ইন্দতি। লোট্ ইন্দতু। বিধিলিঙ্ ইন্দেৎ। লঙ্ ঐন্দৎ। লুঙ্ ঐন্দীৎ, ঐন্দিষ্টাং, ঐন্দিষুঃ। লিট্ ইন্দাংবভূব। সন্ ইন্দিদিষতি। ণিচ্ ইন্দয়তি, কর্ম্মবাচ্যে ইন্দ্যতে। লুঙ্ আন্দি।

ইন্ধ—দীপ্তি। রুধাদি, আত্মনে, অক, সেট্। এই ধাতু নিষ্ঠাতে অনিট্ হইয়া থাকে। লট্ ইন্ধে, ইন্ধাতে, ইন্ধতে। "যং ত্বাং জনায় ইন্ধতে" (ঋক্ ৮।৪।৩) বিধিলিঙ্—ইন্ধীত, ইন্ধে। লঙ্ ঐন্ধ, ঐন্ধাতাং, ঐন্ধত। লোট্ ইন্ধাং, ইন্ধাতাং, ইন্ধতাং, স্ব—ইন্‌ৎস্ব। লিট্ ইন্ধাংচক্রে। লুট্ ইন্ধিতা। লৃঙ্ ইন্ধিষ্যতে। লুঙ্ ঐন্ধিষ্ট, ঐন্ধিষ্টাং, ঐন্ধিষত। সন্ ইন্দিধিষতে। ণিচ্ ইন্ধয়তি। লুঙ্ ঐন্দিধৎ। ভাববাচ্যে ইধ্যতে। লুঙ্ ঐন্ধি। সম্-ইন্ধ=হবন। "অসমিধ্য চ পাবকং" (মনু ২।১৮৭)

ইব—ইবি ইবধাতু=১ ব্যাপ্তি, গতি। ২ প্রীণন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইন্বতি। লোট্ ইন্বতু। লঙ্ ঐন্বৎ। লিট্ ইন্বাংচকার। লুট্ ইন্বিতা। লুঙ্ ঐন্বীৎ, ঐন্বিষ্টাং, অন্বিষুঃ। লৃট্ ইন্বিষ্যতি।

ইর—ঈর্ষা। ইর—'কণ্ড্বাদিভ্যোযক্' ইতি যক্। ইর্য্যনামধাতু উভয়পদী। লট্ ইর্য্যতি, ইর্য্যতে। লোট্ ইর্য্যতু, ইর্য্যতাং। লঙ্ ঐর্য্যৎ, ঐর্য্যত। লুঙ্ ঐর্য্যীৎ, ঐর্য্যিষ্ট।

ইরজ—ঈর্ষা। ইরজ কণ্ড্বাদিত্বাদ্ যক্, ইরজ্য নামধাতু=পরস্মৈপদী। লট্ ইরজ্যতি। লোট্ ইরজ্যতু। বিধিলিঙ্ ইরজ্যেৎ। লঙ্ ঐরজ্যৎ। লুঙ্ ঐরজীৎ। ঐরজিষ্টাং ঐরজিষুঃ। (ঋক্ ১০।১৪০।৪, ৭।২৩।২, ১।১৫১।৬)

ইরস্—ঈর্ষা। ইরস্ কণ্ড্বাদিত্বাদ্ যক্। ইরস্য নামধাতু=পরস্মৈপদী। লট্ ইরস্যতি। লোট্ ইরস্যতু। বিধিলিঙ্ ইরস্যেৎ। লঙ্ ঐরস্যৎ। লুঙ্—ঐরস্যীৎ। "যস্মা ইরস্যসীদং" (ঋক্ ১০।৮৬।৩)

ইল—১ শয়ন, স্বপ্ন। ২ রতি। তুদাদি, পরস্মৈ, সেট্। ইল ধাতু শয়ন অর্থে অকর্ম্মক এবং গতি অর্থে সকর্ম্মক। লট্ ইলতি। লোট্ ইলতু। বিধিলিঙ্ ইলেৎ। লঙ্ ঐলৎ। লিট্—ইয়েল, ইলতুঃ। লুট্ এলিতা। লৃট্ এলিষ্যতি। লুঙ্ ঐলীৎ, ঐলিষ্টাং, ঐলিষুঃ। সন্ এলিলিষতি। কর্ম্মবাচ্যে ইল্যতে। লুঙ্ ঐলি।

ইল—ক্ষেপণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ এলয়তি, এলয়তে। লোট্ এলয়তু, এলয়তাং। বিধিলিঙ্ এলয়েৎ, এলয়েত। লঙ্ ঐলয়ৎ, ঐলয়ত। লুঙ্ এলিলৎ, এলিলত।

"কথং বাতমেলয়তি কথং বা রমতে পুনঃ।"(অথর্ব্ব ১০।৭।৩১)

ইব—ইবি ইবধাতু=১ ব্যাপ্তি। ২ প্রীণন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। [রূপাদি ইবধাতুতে দেখ।]

ইষ—গমন। দিবাদিগণীয়, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইষ্যতি। লোট্ ইষ্যতু। লঙ্ ঐষ্যৎ। বিধিলিঙ্ ইষ্যেৎ। লিট্ ইয়েষ। লুট্ এষিতা। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষিষ্টাং, ঐষিষুঃ। অনু ইষ=অন্বেষণ। গবেষণ।

"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" (কুমার)

প্র+ইষ=প্রেরণ। পরি+ইষ=সৎকার পূর্ব্বক নিয়োজন। কর্ম্মবাচ্য ইষ্যতে। লুঙ্ ঐষি।

ইষ—বাঞ্ছা। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইচ্ছতু। বিধিলিঙ্ ইচ্ছেৎ। লঙ্ ঐচ্ছৎ। লিট্ ইয়েষ, ঈষতুঃ, ঈষুঃ, ইয়েষিথ। লুট্ এষিতা, এষ্টা। আশীর্লিঙ্ ইষ্টাৎ। লৃট্ এষিষ্যতি। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষিষ্টা, ঐষিষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে ইষ্যতে। লুঙ্ ঐষি। সন্ এষিষিষতি। ণিচ্ এষয়তি। লুঙ্ ঐষিৎ। কৃদন্ত এষিতা, এষ্টা। এষ্টব্য, এষিতব্য ইত্যাদি।

"কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় কিমর্থমনুসংজ্বরেৎ।" (শ্রুতি)

অনু+ইষ=অন্বেষণ। "হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামঃ যমন্বেষ্টা" (ছান্দোগ্য উ°)

"বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী।" (শকুন্তলা)

প্রতি+ইষ=প্রতিগ্রহ। ইচ্ছা। "ততঃ প্রতীচ্ছ প্রহরেতিবাদিনী" নৈষধ। স্বার্থে ণিচ্ করিলে বৈদিক প্রয়োগে নিপাত হেতু গুণ হইবে না।

"ইচ্ছংস্তদাস্তরায়েবমদস্ত ইষয়েম জ্যোতিঃ।" (ঋক্ ১।১৮৩।৯)

'ইষয়েম ইচ্ছামঃ' (সায়ণ)

এই স্থলে স্বার্থে ণিচ্ করিয়া গুণ হইলে 'এষয়েমঃ' এইরূপ হইতে পারিত, কিন্তু গুণ না হইয়া 'ইষয়েম' বৈদিক প্রয়োগে এইরূপ হইল। পরি+ইষ=অন্বেষণ।

"ভগবন্তং বা অহমেভি রাত্রিভ্যঃ পর্য্যৈষিষং।" (ছান্দোগ্য উ°)

অভি+ইষ=সম্যগিচ্ছা।

ইষ—গতি। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ এষতি, এষতে। লোট্ এষতু, এষতাং। বিধিলিঙ্ এষেৎ, এষেত। লঙ্ ঐষৎ, ঐষত। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষিষ্টাং, ঐষিষুঃ। ঐষিষ্ট, ঐষিষ্টাং, ঐষিষত। লিট্ ইয়েষ, ইয়েষে। লুট্ এষিতা। লৃট্ এষিষ্যতি, এষিষ্যতে। সন্ এষিষিষতি, এষিষিষতে। ণিচ্ এষয়তি। কর্ম্মবাচ্যে ইষ্যতে। লুঙ্ ঐষি।

ইষ—আভীক্ষ্ণ্য পুনঃ পুনঃ করণ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ইষ্ণাতি, ইষ্ণীতঃ, ইষ্ণন্তি। লোট্ ইষ্ণাতু, হি ইষাণ। বিধিলিঙ্ ইষ্ণীয়াৎ। লঙ্ ঐষ্ণাৎ, ঐষ্ণীতাং। লিট্ ইয়েষ। লুট্ এষিতা। বার্ত্তিককারের মতে এষিতা, এষ্টা, এই দুই পদ হইবে। অর্থাৎ বার্ত্তিককার ই বিধান বিকল্পে করিয়া থাকেন। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষিষ্টাং, ঐষিষুঃ।

"ইচ্ছন্তি ব্রাহ্মণৈঃ সজ্জমবিশ্যন্তি সতাং গতিং ।
ইক্ষন্তি ধর্ম্মকার্য্যেষু স সদোন্নতিমীশতে ॥" (কবিক° ৩৬)

বৈদিকগণীয় ইষধাতু প্রেরণ ও ইচ্ছা অর্থেও ব্যবহার দেখা যায়।

"ভিনদ্গিরিং শবসা বজ্রমিষ্ণন্ ।" (ঋক্ ৪।১৭।৩)

'ইষ্ণন্ প্রেরয়ন্' (সায়ণ)

এই স্থলে প্রেরণ অর্থ হইল ।

"পূর্ব্বীবিষশ্চরতি মধ্ব ইষ্ণন্ ।" (ঋক্ ১।১৮।৬)

'ইষ্ণন্ ইচ্ছন্ ।' (সায়ণ)

এই স্থলে ইচ্ছার্থ হইল । ইচ্ছা ও প্রেরণ এই দুই অর্থ কেবল বৈদিক উদাহরণে দেখা যায় । সাধারণ স্থলে প্রায় প্রয়োগ নাই । সন্ এষিষিষতি । ণিচ্ এষয়তি ।

ঈ—গতি । ভ্বাদি, পরস্মৈ, অনিট্ । লট্ অয়তি । লোট্ অয়তু । বিধিলিঙ্ অয়েৎ । লিট্ অয়াংচকার । লুট্ এতা । লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষ্টাং, ঐষুঃ ।

ঈ—১ গতি । ২ ইচ্ছা । ৩ ব্যাপ্তি । ৪ ক্ষেপণ । ৫ ভোজন । ৬ গর্ভগ্রহণ । সক, কেবল গর্ভগ্রহণ অর্থে অকর্ম্মক । অদাদি, পরস্মৈ, অনিট্ । লট্ এতি, ঈতঃ, ইয়ন্তি । লোট্ এতু, ঈতাং, ইয়ন্তু । বিধিলিঙ্ ঈয়াৎ । লঙ্ ঐৎ । লুঙ্ ঐষীৎ । লিট্ অয়াংচকার । লুট্ এতা । লুঙ্ ঐষ্যৎ । লৃট্ এষ্যতি । এই ধাতুর কেহ কেহ আত্মনেপদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন ।

"নহি তরণিরুদীতে" (কবিক° টীকা দুর্গাদাস)

ঈ—ঈঙ্ ঈধাতু=গতি । দিবাদি, আত্মনে, সক, অনিট্ । লট্ ঈয়তে । লোট্ ঈয়তাং । লঙ্ ঐয়ৎ । লিট্ অয়াংচক্রে । লুট্ এতা । লুঙ্ ঐষ্ট । লৃট্—এষ্যতে । "পদ্মৈরধীত বধূমুখদ্যুতঃ" (মাঘ) মল্লিনাথ এই শ্লোকে টীকায় 'ঈঙ্' ধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ।

ঈ—যাচন । আত্মনে, অদাদি, অনিট্, দ্বিকর্ম্মক । লট্ ঈতে । লোট্ ঈতাং । বিধিলিঙ্ ঈয়ীত । লঙ্ ঐত । লিট্ ইয়ে । লুঙ্ ঐষ্ট । "আবো দেবাস ঈমহে বামং প্রত্যধ্বরে ।" (শুক্লযজু° ৪।৫) "অজস্রং ধর্ম্মমীমহে" (শুক্লযজু ২৬।৬)

ঈক্ষ—১ দর্শন । ২ পর্য্যালোচন । ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্ । লট্ ঈক্ষতে । লোট্ ঈক্ষতাং । বিধিলিঙ্ ঈক্ষেত । লঙ্ ঐক্ষত । লুঙ্ ঐক্ষিষ্ট, ঐক্ষিষাতাং, ঐক্ষিষত । লিট্ ঈক্ষাংচক্রে । লুট্ ঈক্ষিতা । লৃট্ ঈক্ষিষ্যতে । ণিচ—ঈক্ষয়তি ঈক্ষয়তে । লুঙ্ ঐচিক্ষৎ, ঐচিক্ষত । সন্ ইচিক্ষিষতে ।

কর্ম্মবাচ্যে—ঈক্ষ্যতে । লুঙ্ ঐক্ষি । "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (শ্রুতি) "ঈক্ষতের্নাশব্দং" (বেদান্তসূ°) । অধি+ঈক্ষ=বিবেচন । অনু+ঈক্ষ=অনুচিন্তন । "তামন্বীক্ষত ইয়ং বৈ" (শতপথব্রা° ৬।৩।৪।৫) অপ+ঈক্ষ=আকাঙ্ক্ষা । অনুরোধ । অবধি নিয়ম । "অপেক্ষতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাং ।" (কুমার)

"কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্ ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ ।"
(কিরাত)

বি+অপ+ঈক্ষ=বিশেষদ্বারা অপেক্ষা ।

"ন ব্যপৈক্ষত সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ।" (রঘু)

অব+ঈক্ষ=চাক্ষুষদর্শন । সম্যক্ পর্য্যালোচনা ।

"যোৎস্যমানানবেক্ষ্যেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।" (গীতা)

অনু+অব+ঈক্ষ=পর্য্যালোচন, অনুসন্ধান ।

"সূক্ষ্মতাং চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ ।" (মনু)

অভি+অব+ঈক্ষ=ভোজনার্থ ঈক্ষণ । "যজমানস্ত পশুবত্যবেক্ষতে" (শত° ব্রা° ১১।১।৫।১১) 'অভ্যবেক্ষতে অভ্যবহর্ত্তুং পশ্যতি ।' (ভাষ্য) পরি+অব+ঈক্ষ=সমস্তাদ্দর্শন ।

"ততো বাচস্পতির্যজ্ঞে তংমনঃ পর্য্যবেক্ষতে ॥"
(ভারত আশ° ২১ অ°)

প্রতি+অব=প্রতিক্রম করিয়া পর্য্যালোচনাদ্বারা দেখা ।

"অথেমাং প্রত্যবেক্ষমাণো জপতি ।"(শত° ব্রা° ৪।৩।৪০।২০)

সম্+অব+ঈক্ষ=সম্যক্ দর্শন । সম্যক্ পর্য্যালোচন ।

"যদি দৃষ্টং বলং সর্ব্বং বয়ঞ্চ সর্ব্বমেক্ষিতাঃ ।" (ভার° ১।২৫অ°)

"সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা ।" (মনু)

আ+ঈক্ষ=সম্যক্ দর্শন । উদ+ঈক্ষ=উর্দ্ধ দর্শন ।

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী ।" (মনু)

উপ+ঈক্ষ=হেয়ত্ব জ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ ।

"নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরং ।" (মনু)

সম্+উপ+ঈক্ষ=সম্যগুপেক্ষা ।

"শত্রুপক্ষং সমাধাতুং যো মোহাৎ সমুপেক্ষতে ।"
(ভারত সভাপ°)

নিস্+নির+ঈক্ষ=নিঃশেষরূপে দর্শন । শপথকরণ ।

"যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।" (গীতা)

পরি+ঈক্ষ=তত্ত্বানুসন্ধান ।

"নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ।" (গীতা)

প্র+ঈক্ষ=প্রকর্ষ দ্বারা দর্শন ।

"যৎ কিঞ্চিদ্ দশবর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী ।" (মনু)

অভি+প্র+ঈক্ষ=আভিমুখ্যে দর্শন । উৎ+প্র+ঈক্ষ=উৎপ্রেক্ষা । উদ্ভাবন ।

"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

সম্+প্র+ঈক্ষ=সম্যক্ দর্শন।

"যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করং॥" (মনু)

অভি+সম্+প্র+ঈক্ষ=আভিমুখ্য দ্বারা সম্যক্‌দর্শন। প্রতি+ঈক্ষ=অনুরোধ অপেক্ষা পূজন।

"সংবৎসরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।" (মনু)

সম্+প্রতি+ঈক্ষ=সম্যক্‌প্রতীক্ষা। বি+ঈক্ষ=বিশেষরূপে দর্শন। অনু+বি+ঈক্ষ=সন্ততবীক্ষণ। পশ্চাদ্‌বীক্ষণ। অভি+বি+ঈক্ষ=আভিমুখ্যে বীক্ষণ। উদ+বি+ঈক্ষ=উর্দ্ধবীক্ষণ। সম্+উদ্+বি+ঈক্ষ=সমন্তাৎ উৎবীক্ষণ।

প্রতি+বি+ঈক্ষ=প্রতিদর্শন। সম্+বি+ঈক্ষ=সম্যগবীক্ষণ। সম্+ঈক্ষ=সম্যক্ দর্শন। পর্য্যালোচনা করিয়া দর্শন।

"তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয় সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।" (গীতা)

প্র+সম্+ঈক্ষ=প্রকর্ষদ্বারা সম্যক্ দর্শন।

"সহসর্ব্বাঃ সমুৎপন্নাঃ প্রসমীক্ষ্যাপদো ভৃশং।" (মনু)

ঈখ—ঈখি ঈখ ধাতু=গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক; সেট্। লট্ ঈঙ্খতি। লোট্ ঈঙ্খতু। বিধিলিঙ্ ঈঙ্খেৎ। লঙ্ ঐঙ্খৎ। লিট্ ঈঙ্খাংচকার। লুঙ্ ঐঙ্খীৎ, ঐঙ্খিষ্টাং, ঐঙ্খিষুঃ। লুট্ ঈঙ্খিতা। লৃট্ ঈঙ্খিষ্যতি। লৃঙ্ ঐঙ্খিষ্যৎ। ণিচ্ ঈঙ্খয়তি।

"য ঈঙ্খয়ন্তি পর্ব্বতাস্তিরসমুদ্র মর্ণবং।" (ঋক্ ১।১৯।৭)

ঈগ—গতি। ঈগি ঈগধাতু। রূপাদি ইগ ধাতুর মত হইবে, কেবল ইগ ধাতুর ই কার হ্রস্ব, এই মাত্র প্রভেদ।

[ইগ ধাতু দেখ।]

ঈজ—১ গতি। ২ নিন্দা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঈজতে। লোট্ ঈজতাং। বিধিলিঙ্ ঈজেত। লঙ্ ঐজত। লুঙ্ ঐজিষ্ট, ঐজিষ্টাং; ঐজিষত। লিট্ ঈজাং চক্রে। লুট্ ঈজিতা। লৃট্ ঈজিষ্যতে। লৃঙ্ ঐজিষ্যত।

ঈঞ্জ—১ গতি। ২ নিন্দা। ঈজি ঈজধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঈঞ্জতে। লোট্ ঈঞ্জতাং। লঙ্ ঐঞ্জত। বিধিলিঙ্ ঈঞ্জেত। লুঙ্ ঐঞ্জিষ্ট। লিট্ ঈঞ্জাংচক্রে। পাণিনিতে এই ধাতুর উল্লেখ দেখা যায় না। কবিকল্পদ্রুমে এই ধাতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঈড়—স্তুতি। অদাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঈট্টে, ঈড়াতে, ঈড়তে। ঈড়িষে, ঈড়িধ্বে। লোট্ ঈট্টাং। ঈড়িষ।

"ইট্টে ত্রিপিষ্টপস্থানে যদ্‌গুণাংশ্চারণব্রজঃ।
স্বয়ং পুলকিত ঈষদ্বিড়োজা ঈড়য়ত্যপি॥" (কবিক° ১৫৯)

লিট্ ঈড়াংচক্রে। লুট্ ঈড়িতা। লৃট্ ঈড়িষ্যতে। লুঙ্ ঐড়িষ্ট, ঐড়িষ্টাং, ঐড়িষত। সন্ ঈডিড়িষতে। ণিচ্ ঈড়য়তি, ঈড়য়তে। লুঙ্ ঐডিড়ৎ, ঐডিড়ত। কর্ম্মবাচ্যে—ঈড্যতে। লুঙ্ ঐড়ি।

ঈন্ত—ঈতি ঈত ধাতু=বন্ধন। ভ্বাদি, পরস্মৈ। লট্ ঈন্ততি। লোট্ ঈন্ততু। লঙ্ ঐন্তৎ। লুঙ্ ঐন্তীৎ। লিট্ ঈন্তাং চকার। কর্ম্মবাচ্যে ইন্ত্যতে। লুঙ্ ঐন্তি।

ঈর—গতি। প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। পক্ষে ভ্বাদি। লট্ ঈরয়ন্তি, ঈরয়ন্তে। লোট্ ঈরয়তু, ঈরয়তাং। বিধিলিঙ্ ঈরয়েৎ, ঈরয়েত। লুঙ্ ঐরিরৎ, ঐরিরত। ভ্বাদিগণীয় হইলে এইরূপ রূপ হইবে এবং পরস্মৈপদী হইবে। লট্ ঈরতি। লোট্ ঈরতু। লঙ্ ঐরৎ। বিধিলিঙ্ ঈরেৎ। লুঙ্ ঐরীৎ। লিট্ ঈরয়াংবভূব। ঈরাংবভূব। উদ+ঈর=উৎক্ষেপণ। উচ্চারণ। কথন।

"উদরীরয়ামাসুরিবোন্মদানাং।" (রঘু)

অভি+উদ+ঈর=আভিমুখ্যে উচ্চারণ।

"আস্তীকস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বাচস্তিস্রো হ্যুদৈরয়ৎ।"

(ভারত ১।২১৭২ অঃ)

সন্+উদ+ঈর=সম্যগুচ্চারণ। সমুন্মীলন। প্র+ঈর=প্রেরণ। সম্+ঈর=সম্যক্ প্রেরণ। সম্যগুচ্চারণ। সম্যগ্‌গতি।

"তাভিরাভরণৈঃ পদ্মস্রাসিতাভিঃ সমীরিতঃ।"

(ভারত বনপর্ব্ব ১২১৮ অঃ)

ঈর—গতি। ২ কম্পন। অদাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঈর্ত্তে, ঈরাতে, ঈরতে।

"ঈর্ত্তেযৎ কীর্ত্তিরেভ্রং পুরমনবরতং প্রেরয়ত্যস্তরা যং ধর্ম্মে প্রেরতিশ্রীর" (কবিক° ১৮)

লঙ্ ঐর্ত্ত, ঐরাতং, ঐরত। লুঙ্ ঐরিষ্ট, ঐরিষ্টাং, ঐরিষত। সন্ ঈরিরিষতে।

"অশ্বো রাজসি ঈরতাং।" (ঋক্ ৪।৮।৭)

ঈর্ক্ষ্য—ঈক্ষ, অপরের বৃদ্ধ্যসহিষ্ণুতা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঈর্ক্ষ্যতি। লোট্ ঈর্ক্ষ্যতু। বিধিলিঙ্ ইর্ক্ষ্যেৎ। লুঙ্ ঐর্ক্ষ্যীৎ, ঐর্ক্ষ্যিষ্টাং, ঐর্ক্ষিষুঃ। লিট্ ইর্ক্ষ্যাংবভূব। লুট্ ঈর্ক্ষ্যিতা। লৃট্ ঈর্ক্ষ্যিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ ঈর্ক্ষ্যাৎ। লৃঙ্ ঐর্ক্ষ্যিষ্যৎ।

ঈর্ষ্য—পরগুণাসহন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঈর্ষ্যতি। লোট্ ঈর্ষ্যতু। বিধিলিঙ্ ঈর্ষ্যেৎ। লঙ্ ঐর্ষ্যৎ। লিট্ ঈর্ষ্যাংবভূব। লুট্ ঈর্ষ্যিতা। লৃট্ ঈর্ষিষ্যতি। লুঙ্ ঐর্ষ্যীৎ, ঐর্ষিষ্টাং, ঐর্ষ্যিষুঃ। ণিচ্ ঈর্ষ্যয়তি, ঈর্ষ্যয়ন্তে। লুঙ্ ঐর্ষিষৎ, ঐর্ষিষৎ, ঐর্ষ্যিষত, ঐর্ষিষ্যত। সন্ ঈর্ষ্যিষিষতি।

"তস্মাভিক্ষুর্দারাণাং ক্রমশেষু নের্ষিতব্যং।" (প্রবোধচন্দ্রোদয়)

ঈশ—ঐশ্বর্য্য। অদা, আত্মনেপদী, সক, সেট্। লট্ ঈষ্টে ঈশাতে, ঈশতে। ঈশিষে। ঈড়িধ্বে। লোট্ ঈষ্টাং। লঙ্ ঐষ্ট। বিধিলিঙ্ ঈশীত। লিট্ ঈশাংচক্রে। লুট্ ঈশিতা। লুঙ্ ঐশিষ্ট, ঐশিষাতাং, ঐশিষত। আশীর্লিঙ্ ঈশিষীষ্ট। লৃট্ ঈশিষ্যতে। লৃঙ্ ঐশিষ্যত। "পুরুষো বৈ পশূনামৈষ্ট-স্তস্মাৎ পশূনামীষ্টে" (শত° ব্রা° ৪।৫।৫।৭) ঈশ ধাতুযোগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে।

বৈদিক প্রয়োগে কোন কোন স্থলে লিট্ বিভক্তিতে আম্ হয় না।

"সহস্র এবাং পিতরশ্চ নেশিরে।" (ঋক্ ১০।৫৬।৭)

এই স্থলে 'ঈশাংচক্রিরে' এইরূপ পদ হইত, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'ঈশিরে' এইরূপ হইল।

ঈষ—উঞ্ছবৃত্তি। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঈষতি। লোট্ ঈষতু। বিধিলিঙ্ ঈষেৎ। লঙ্ ঐষৎ। লিট্ ঈষাংবভূব। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষিষ্টাং, ঐষিষুঃ। লুট্ ঈষিতা। কর্ম্মবাচ্যে ঈষ্যতে। লুঙ্ ঐষি।

"বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিঃ।" (তৈত্তিরীয়স°)

ঈষ—১ দান। ২ ঈক্ষণ। ৩ সর্পণ গতি। ৪ হিংসন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঈষতে। "যঃ সদোন্নতিমীষতে" (কবিক° ৩৬) লোট্ ঈষতাং। লঙ্ ঐষত। লুঙ্ ঐষিষ্ট, ঐষিষাতাং, ঐষিষত। লিট্ ঈষাংবভূবে। লুট্ ঈষিতা। আশীর্লিঙ্ ঈষিষীষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে ঈষ্যতে। লুঙ্ ঐষি।

"অস্মাদহং তবিষাদীষমাণঃ।" (ঋক্ ১।১৭১।৪)

ঈহ—চেষ্টা। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ঈহতে। লোট্ ঈহতাং। বিধিলিঙ্ ঈহেত। লঙ্ ঐহত। লুঙ্ ঐহিষ্ট, ঐহিষাতাং, ঐহিষত। ঐহিঢ্বং, ঐহিধ্বং। লিট্ ঈহাংচক্রে। লৃট্ ঈহিষ্যতে। লৃঙ্ ঐহিষ্যত। লুট্ ঈহিতা। সন্ ঈজিহিষতে। ণিচ্ ঈহয়তি। লুঙ্ ঐজিহৎ। কর্ম্মবাচ্যে ঈহ্যতে। লুঙ্ ঐহি। এই ধাতু ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা পরত্ব বুঝাইলে সকর্ম্মক হইবে। "তস্যারাধন মীহতে।" (গীতা)

উ—উঙ্ উ+ধাতু=শব্দ। ভ্বাদি, অক, আত্মনে, অনিট্। লট্ অবতে উবে। লোট্ অবতাং। বিধিলিঙ্ উবেৎ। লুঙ্ ঔষ্ট, ঔষ্টাং ঔষত। লুট্ ওতা। আশীর্লিঙ্ ওষীষ্ট। লৃট্ ওষ্যতে। লৃঙ্ ঔষ্যত। সন্ উষিষতে। ণিচ্ আবয়তি। "উবে অম্ব সুলাভিকে যথেবাঙ্গং ভবিষ্যতি।" (ঋক্ ১০।৮৬।৭)

উক্ষ—১ সেচন, আর্দ্রীকরণ। ২ বর্ষণ। লট্ উক্ষতি। লোট্ উক্ষতু। বিধিলিঙ্ উক্ষেৎ। লঙ্ ঔক্ষৎ। লুঙ্ ঔক্ষীৎ, ঔক্ষিষ্টাং, ঔক্ষিষুঃ। লুট্ উক্ষিতা। লৃট্ উক্ষিষ্যতি। লিট্ উক্ষাংচকার। লৃঙ্ ঔক্ষিষ্যৎ। কর্ম্মবাচ্য—উক্ষ্যতে। লুঙ্ ঔক্ষি। "উক্ষাংপ্রচক্রুর্নগরস্য মার্গান্।" (ভট্টি)

"ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চ্চতে।" (ঋক্ ১।৮৭।২)

অভি+উক্ষ=অবতানপানি দ্বারা সেচন।

"উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং পরিকীর্ত্তিতং।
ন্যঞ্চতা চাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাঽবোক্ষণং স্মৃতং॥"
(ছন্দোগপ°)

"অথাদ্ভিরভ্যুক্ষতি।" (শত° ব্রা° ২।১।১।৩)

অব+উক্ষ=তির্য্যক্ পাণিদ্বারা সেচন।

"তিরশ্চাবোক্ষণং স্মৃতং" (চন্দোগ°)

আ+উ=ঈষৎ সেচন বা সমন্তাৎ সেচন।

উদ্+উক্ষ=ঊর্দ্ধদেশ হইতে সেচন।

"কিং তৃতীয়মেতাং দিশমুদোক্ষীঃ।" (শত° ব্রা° ১১।৫।৩।৭)

উপ+উক্ষ=সমীপে সেচন। নিস্+উক্ষ=নিঃশেষরূপে সেচন।

"যৎক্রচ্যৈব আনীয় নিরৌক্ষিষং।" (শত° ব্রা° ১।১।৫।৭)

পরি+উক্ষ=বেষ্টনাকারে সমস্তাৎ সেচন। প্র+উক্ষ=উত্তানহস্ত দ্বারা সেচন।

"উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং পরিকীর্ত্তিতং।" (ছন্দোগপ°)

সম্+প্র+উক্ষ=সম্যক্ প্রোক্ষণ।

"প্রাণানায়ম্য সংপ্রোক্ষেত্তৃচেনাব্দেবতেন তু।" (স্মৃতি)

বি+উক্ষ=বিশেষরূপে সেচন। অভি+বি+উক্ষ=আভিমুখ্যে বিশেষরূপে সেচন।

"তত্তস্মাদুতথৈব সংসৃজ্যাং যথাগ্নিং যথাগ্নিং নাভিব্যুক্ষেৎ।" (শতপথব্রা° ১।৩।১।১০)

সম্+উক্ষ=সম্যক্ সেচন। "সমুক্ষিতং সুতং সোমং।" (ঋক্ ৩।৬০।৫)

উখ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ওখতি। লোট্ ওখতু। লঙ্ ঔখৎ। বিধিলিঙ্ ওখেৎ। লিট্ উবোখ, উখতুঃ। লুট্ ওখিতা। লুঙ্ ঔখীৎ, ঔখিষ্টাং, ঔখিষুঃ। আশীর্লিঙ্ উখ্যাৎ। লৃট্ ওখিষ্যতি। লৃঙ্ ঔখিষ্যৎ। কর্ম্মবাচ্যে—উখ্যতে। লুঙ্ ঔখি। ণিচ্ ওখয়তি। লুঙ্ ঔচিখৎ।

উখ—গতি। উখি উখ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উঙ্খতি। লোট্ উঙ্খতু। লঙ্ ঔঙ্খৎ। বিধিলিঙ্ উঙ্খেৎ। লুঙ্ ঔঙ্খীৎ, ঔঙ্খিষ্টাং, ঔঙ্খিষুঃ। লিট্ উঙ্খাংবভূব। লুট্ উঙ্খিতা। আশীর্লিঙ্ উঙ্খ্যাৎ। লৃট্ উঙ্খিষ্যতি। লৃঙ্ ঔঙ্খিষ্যৎ। সন্ ওচিখিষতি।

উচ—১ সমবায়। ২ সঙ্গম। ৩। মিশ্রণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্যতি। লোট্ উচ্যতু। বিধিলিঙ্ উচ্যেৎ।

লঙ্ ঔচ্যৎ। লুঙ্ ঔচৎ। উচ ধাতু পুষাদিগণ এই জন্ম লুঙ্ পরৈস্ম অঙ্ হইবে। লিট্ উবোচ। লুট্ ওচিতা। আশীর্লিঙ্ উচ্যাৎ। লৃট্ ওচিষ্যতি। লৃঙ্ ঔচিষ্যৎ।

"উবোচিত হি মঘবন্ দেষ্ণং" (ঋক্ ৭।৩৬।৩)

উঞ্ছ—কণশ আদান, ধান্তকণার গ্রহণ। উঞ্চী উঞ্ছ-ধাতু। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উঞ্ছতি। লোট্ উঞ্ছতু। বিধিলিঙ্ উঞ্ছেৎ। লুঙ্ ঔঞ্ছীৎ, ঔঞ্ছিষ্টাং, ঔঞ্ছিষুঃ। লিট্ উঞ্ছাংবভূব। লুট্ উঞ্ছিতা। আশীর্লিঙ্ উঞ্ছ্যাৎ। লৃট্ উঞ্ছিষ্যতি। লৃঙ্ ঔঞ্ছিষ্যৎ। প্র+উঞ্ছ=মার্জ্জন। প্রায় এই ধাতুর বি-পূর্ব্বক প্রয়োগ দেখা যায়।

উচ্ছ—১ বন্ধ। ২ সমাপন। ৩ বিরাম। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্ছতি। লোট্ উচ্ছতু। বিধিলিঙ্ উচ্ছেৎ। লঙ্ ঔচ্ছৎ। লুঙ্ ঔচ্ছীৎ, ঔচ্ছিষ্টাং, ঔচ্ছিষুঃ। লিট্ উচ্ছাংবভূব। লুট্ উচ্ছিতা। আশীর্লিঙ্ উচ্ছ্যাৎ। লৃট্ উচ্ছিষ্যতি। লৃঙ্ ঔচ্ছিষ্যৎ। ণিচ্—উচ্ছয়তি, উচ্ছয়তে। লুঙ্ ঔতিচ্ছৎ, ঔচিচ্ছৎ, ঔচিচ্ছত। সন্ উতিচ্ছিষতি, উচিচ্ছিষতি। উচ্ছী উচ্ছ ধাতু নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত ক্তবতু প্রত্যয় পরে ইট্ হইবে না। উচ্ছ—ক্ত উষ্ট।

উজ্ঝ—ত্যাগ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উজ্ঝতি। লোট্ উজ্ঝতু। বিধিলিঙ্ উজ্ঝেৎ। লঙ্ ঔজ্ঝৎ। লিট্ উজ্ঝাংবভূব। লুঙ্ ঔজ্ঝীৎ, ঔজ্ঝিষ্টাং, ঔজ্ঝিষুঃ। লিট্ উজ্ঝিতা। আশীর্লিঙ্ উজ্ঝ্যাৎ। লৃট্ উজ্ঝিষ্যতি। লৃঙ্ ঔজ্ঝিষ্যৎ।

"সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্ঝিতবৃক্ষকং।" (রঘু)

প্র+উজ্ঝ=প্রকর্ষ দ্বারা ত্যাগ।

"লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ।" (হিতো°)

সম্+উজ্ঝ=সম্যক্ জ্ঞান।

উট—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ওটতি। লোট্ ওটতু। বিধিলিঙ্ ওটেৎ। লঙ্ ঔটৎ। লুঙ্ ঔটীৎ, ঔটিষ্টাং, ঔটিষুঃ। লিট্ উবোট, উটতুঃ। লুট্ ওটিতা। আশীর্লিঙ উট্যাৎ। লৃট্ ওটিষ্যতি। লৃঙ্ ঔটিষ্যৎ।

উড়—সংহতি। সৌত্র ধাতু, ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ওড়তি। লোট্ ওড়তু। বিধিলিঙ্ ওড়েৎ। লঙ্ ঔড়ৎ। লুঙ্ ঔড়ীৎ। লিট্ উবোড়, উড়তুঃ। লুট্ ওড়িতা। আশীর্লিঙ্ উড়্যাৎ। লৃট্ ওড়িষ্যতি। লৃঙ্ ঔড়িষ্যৎ।

উধ্রস্—উঞ্ছ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ উধ্রস্নাতি। লোট্ উধ্রস্নাতু। লঙ্ ঔধ্রস্নাৎ। বিধিলিঙ্ উধ্রস্নীয়াৎ। লুঙ্ ঔধ্রাসীৎ। চুরাদিগণীয়ও এই ধাতু দেখা যায়। চুরাদিগণীয় হইলে এইরূপ রূপ হইবে। লট্ উধ্রাসয়তি, উধ্রাসয়তে। লুঙ্ ঔদিধ্রিসৎ, ঔদিধ্রিসত। লিট্ উধ্রাসাংবভূব।

উন্দ—উন্দী উন্দ ধাতু—ক্লেদন আর্দ্রীভাব। রুধাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উনত্তি, উন্তঃ, উন্দন্তি। লোট্ উনত্তু। আশীর্লিঙ্ বিধিলিঙ্ উন্দ্যাৎ। লঙ্ ঔনৎ। লিট্ উন্দাংচকার। লুট্ উন্দিতা। লৃট্ উন্দিষ্যতি। লুঙ্ ঔন্দীৎ, ঔন্দিষ্টাং, ঔন্দিষুঃ। সন্ উন্দিদিষতি। ণিচ্ উন্দয়তি। লুঙ্ ঔন্দিদৎ।

"শিরস্ত্রিরুন্দতি অদিতিঃ কেশান্ উন্দন্ত বর্চ্চসঃ।

(আশ্ব° গৃ° ১।১৭।৭১)

উব্জ—আর্জ্জব, ঋজুতা। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উব্জতি। লোট্ উব্জতু। বিধিলিঙ্ উব্জেৎ। লঙ্ ঔব্জৎ। লুঙ্ ঔব্জীৎ। লিট্ উব্জাংচকার। লুট্ উব্জিতা। লৃট্ উব্জিষ্যতি। সন্ উব্জিজিষতি। ণিচ্ উব্জয়তি। লুঙ্ ঔব্জিজৎ। নি+উব্জ=কৌটিল্য, উলটান।

উভ—পূর্ত্তি, পূরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উভতি। লোট্ উভতু। বিধিলিঙ্ উভেৎ। লঙ্ ঔভৎ। লুঙ্ ঔভীৎ লিট্ উবোভ।

উম্ভ—পূরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উম্ভতি। লোট্ উম্ভতু। লঙ্ ঔম্ভৎ। বিধিলিঙ্ উম্ভেৎ। লুঙ্ ঔম্ভীৎ। লিট্ উম্ভাংচকার। লুট্ উম্ভিতা।

বেদে এই ধাতুর গণব্যত্যয় দেখা যায়—যথা উভ্নাতি।

উর্জ—জীবন। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ উর্জ্জয়তি, উর্জ্জয়তে। লোট্ উর্জ্জয়তু, উর্জ্জয়তাং। বিধিলিঙ্ উর্জ্জয়েৎ, উর্জ্জয়েত। লঙ্ ঔর্জ্জয়ৎ, ঔর্জ্জয়ত। লুঙ্ ঔর্জ্জিজৎ, ঔর্জ্জিজত। লিট্ উর্জ্জয়াংবভূব। তুদাদিগণীয় একটী উর্জ্জ ধাতু আছে।

ইহার রূপ লট্ উর্জ্জতি। লোট্ উর্জ্জতু। বিধিলিঙ্ উর্জ্জেৎ। লঙ্ ঔর্জ্জৎ। লুঙ্ ঔর্জ্জীৎ।

উর্জ্জ ধাতু একটী দীর্ঘ উকারান্ত আছে, 'ঊর্জ্জ' তাহার রূপ এইরূপই হইবে, কেবল উর উকার দীর্ঘ ঊকার এই মাত্র প্রভেদ। এইজন্য আর পৃথক্‌রূপ দেওয়া গেল না।

উর্দ—১ পরিমাণ। ২ ক্রীড়া। ৩ আস্বাদ। ভ্বাদি, আত্মনে, অকর্ম্মক, সেট্। লট্ উর্দ্দতে। লোট্ উর্দ্দতাং। লঙ্ ঔর্দ্দত। লিট্ উর্দ্দাংচক্রে। লুট্ উর্দ্দিতা। লৃট্ উর্দ্দিষ্যতে। লুঙ্ ঔর্দ্দিষ্ট, ঔর্দ্দিষাতাং, ঔর্দ্দিষত। সন্ উর্দ্দিদিষতে। ণিচ্ উর্দ্দয়তি। লুঙ্ ঔর্দ্দিদৎ। দীর্ঘ ঊকারান্ত ঊর্দধাতুর রূপ এই প্রকার হইবে। কেবল আদি উকার দীর্ঘ ঊকার হইবে।

উর্ব্ব—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উর্ব্বতি। লোট্ উর্ব্বতু। লঙ্ ঔর্ব্বৎ। বিধিলিঙ্ ঔর্ব্বেৎ। লুঙ্

ঔর্ব্বীৎ। লিট্ ঊর্ব্বাংচকার। দীর্ঘ উকারান্ত উর্ব্ব ধাতুর রূপও এই প্রকার হইবে।

উল—দাহ। সৌত্র ধাতু, ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উলতি। লোট্ উলতু। বিধিলিঙ্ উলেৎ। লঙ্ ঔলৎ। লুঙ্ ঔলীৎ।

উষ—১ দাহ। ২ বধ, হনন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ওষতি। লোট্ ওষতু। লঙ্ ঔষৎ। বিধিলিঙ্ উষেৎ। লিট্ ওষাংচকার, উবোষ। ওষাংচক্রতুঃ, উষতুঃ, উবোষিথ। লুট্ ওষিতা। লৃট্ ওষিষ্যতি। লুঙ্ ঔষীৎ, ঔষিষ্টাং, ঔষিষুঃ। সন্ ওষিষিতি। ণিচ্ ওষয়তি।

"দণ্ডেনৈষ তমপ্যোষেৎ স্বকাদ্‌ধর্ম্মাদ্ধি বিচ্যুতং।" (মনু)

উষি উষ ধাতুরও রূপ এই প্রকার হইবে, কেবল উদিৎ হেতু বিকল্পে ইট্ হইয়া উষিত্বা, উষ্ট্বা এইরূপ পদ হইবে।

অভি+উষ=সর্ব্বপ্রকারে দাহ।

"যোঽভ্যুষ্ট মিশ্রইব।" (শত° ব্রা° ১১।২।৭।২৩)

'অভিত ওষণং অভ্যুষ্টং সর্ব্বতো দাহঃ।' (ভাষ্য)

অব+উষ=অধঃ সন্তাপ দ্বারা দাহ। উদ্+উষ=অতিশয় দাহ। "মা মোদোষিষ্টং মামা হিংসিষ্টং।"

(শত° ব্রা° ১৪।১।১২৫)

উপ+উষ=সমীপে দাহ। উপবাস।

"অগ্নিনাবা কক্ষমুপোষেৎ।" (শত° ব্রা° ১২।৫।১।১৩)

প্রতি+উষ=প্রতি দাহ।

"সম্বং অগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষঃ যাতুধান্যঃ।" (ঋক্ ১০।১১৮।৮)

প্রত্যেক দাহ। "প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ" (শুক্ল যজু° ১।৭)

'প্রত্যুষ্টং প্রত্যেকং দগ্ধং' (বেদদীপ)

উহ—অর্দ্দন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। উহির্ উহ ধাতু। লট্ ওহতি। লোট্ ওহতু। লঙ্ ঔহৎ। বিধিলিঙ্ উহেৎ। লিট্ উবোহ। লুট্ ওহিতা। লুঙ্ ঔহীৎ। অপ+উহ=অপসারণ। "তানপৌহীৎ নিশাচরঃ।" (ভট্টি)

ঊন—পরিহাণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ঊনয়তি, ঊনয়তে। লোট্ ঊনয়তু, ঊনয়তাং। লঙ্ ঔনয়ৎ, ঔনয়ত। লুঙ্ ঔনিনৎ, ঔনিনত। বিকল্পে ঔনয়ীৎ, ঔনয়িষ্ট। ঊনঃ, ঊনিতঃ।

"মাস্বায়তোজরিতুর্ম্মামূনয়ীঃ।" (ঋক্ ১।৫৩।৩)

ঊয়—তন্তু-সন্তান, সীবন। ঊয়ী, ঊয় ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঊয়তে। লোট্ ঊয়তাং। লঙ্ ঔয়ত।

"ভক্তিচিত্রাণি বস্ত্রাণি বূয়ন্তে যত্র কৌতুকাৎ।" (কবিক° ২১৩)

লিট্ ঊয়াংচক্রে। লুট্ ঊয়িতা। লৃট্ ঊয়িষ্যতে। সন্ ঊয়িয়িষতে। এই ধাতু ঈদিত বলিয়া নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত, ক্তবতু পরেইট্ হইবে না। উতঃ, উতবান্

ঊর্ণু=ঊর্ণুঞ্ ঊর্ণু ধাতু=আচ্ছাদন। অদাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ঊর্ণৌতি, ঊর্ণোতি, ঊর্ণুতঃ, ঊর্ণুবন্তি। ঊর্ণুতে। বিধিলিঙ্ ঊর্ণুয়াৎ, ঊর্ণুবীত। লোট্ ঊর্ণৌতু, ঊর্ণোতু। ঊর্ণুহি, ঊর্ণুতাং। লঙ্ ঔর্ণোৎ, ঔর্ণৌৎ। লুঙ্ ঔর্ণবীৎ, ঔর্ণাবীৎ, ঔর্ণুবীৎ। ঔর্ণবিষ্টাং, ঔর্ণাবিষ্টাং, ঔর্ণুবিষ্টাং। ঔর্ণবিষ্ট, ঔর্ণুবিষ্ট। লিট্ ঊর্ণুনাব। ঊর্ণুনুবিথ, ঊর্ণুনবিথ। ঊর্ণুনুবে। লুট্ ঊর্ণবিতা, ঊর্ণুবিতা। আশীর্লিঙ্ ঊর্ণুয়াৎ। ঊর্ণবিষীষ্ট, ঊর্ণুবিষীষ্ট। সন্ ঊর্ণুনূষতি, ঊর্ণুনবিষতি, ঊর্ণুনবিষতে। ঊর্ণুনুবিষতি, ঊর্ণুনুবিষতে। যঙ্ ঊর্ণোনূয়তে, ঊর্ণোনবীতি, ঊর্ণোনোতি। ণিচ্ ঊর্ণাবয়তি। লুঙ্ ঔর্ণুনুবৎ। অপ+ঊর্ণ=অপসৃতাবরণ।

"অপীবৃতা অপোর্ণুবন্তো অস্থঃ।" (ঋক্ ১।১৯০।৬)

'অপোর্ণুবন্তঃ অপগতনিরসনবন্তঃ।' (সায়ণ)

অভি+ঊর্ণ=আভিমুখ্যে আচ্ছাদন।

"অভ্যূর্ণোতি যন্নগ্নং ভিষক্তি।" (ঋক্ ৮।৭৯।২)

আ+ঊর্ণ=সম্যক্ আচ্ছাদন।

"ইন্দ্রং সোমৈরোর্ণুত জূর্ণবস্ত্রৈঃ।" (ঋক্ ২।১৪।৩)

প্র+ঊর্ণ=প্রচ্ছাদন। বি+ঊর্ণ=প্রকাশন।

"সবিতঃ বূর্ণুষে হমুচীনা" (ঋক্ ৪।৫৪।২)

'বূর্ণুষে প্রকাশয়তি।' (সায়ণ)

ঊষ—রোগ, পীড়া। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঊষতি লোট্ ঊষতু। বিধিলিঙ্ ঊষেৎ। লঙ্ ঔষৎ। লুঙ্ ঔষীৎ। লিট্ ঊষাংচকার। লুট্ ঊষিতা। লৃট্ ঊষিষ্যতি।

ঊহ—বিতর্ক। অধ্যাহার। সম্ভাবন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঊহতে। লোট্ ঊহতাং। বিধিলিঙ্ ঊহেত। লঙ্ ঔহত, লুঙ্ ঔহিষ্ট, ঔহিষাতাং, ঔহিষত। লিট্ ঊহাংচক্রে। লুট্ ঊহিতা। লৃট্ ঊহিষ্যতে। আশীর্লিঙ্ ঊহিষীষ্ট। কর্ম্মবাচ্য—ঊহ্যতে। লুঙ্ ঔহি। সন্ ঊজিহিষতে। ণিচ্ ঊহয়তি। লুঙ্ ঔজিহৎ। ঊহ ধাতু উপসর্গ পূর্ব্বক হইলে বিকল্পে আত্মনেপদ হয়। যদি পরে ঊহ ধাতুর ঊকার হ্রস্ব হইবে। যথা—সমুহ্যাৎ, সমুহ ইত্যাদি। অভি+ঊহ=একদেশ স্থিতের তদ্বিপরীত দেশ প্রেরণ। "দ্রোণকলস মভ্যূহ" (কাত্যা° ৯।২।১৬) 'অভ্যূহ প্রাক্তমেব প্রতীচ্যাং প্রের্য্য।' (কর্ক)। অধি+ঊহ=অজন।

"যথা ধুরমধ্যূহে দেবং তদ্বৎ পূর্ব্বমাধায়মাধায়যত্যধ্যূহ হি ধুবং যুঞ্জন্তি।" (শতপথ ব্রা° ১।৪।৪।১২)

অপ+ঊহ=নিরসন, দূরীকরণ।

"এতৈদ্ব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।" (মনু)

অপ+বি+উহ=নিবারণ। অভি+উহ=আচ্ছাদন। উৎ+উহ=উৎকর্ষণ। প্রতি+উদ+উহ=প্রক্ষেপণ। বি+উদ+উহ=অস্বে বিবর্দ্ধন। উপ+উহ=অধস্তাৎ প্রবেশন। নির্+উহ=নিষ্কাশিত করিয়া গ্রহণ, পৃথক্করণ। পরি+উহ=পরিত; খাতপূরণ।

"অগ্নিমাত্রে সংভূণে বোপদধাতি পর্য্যূহতি চ।"

(কাত্যা° ৮৫।২৫)

'পর্য্যূহতি পাংশুভিরন্তরালং পরিতঃ পূরয়তি।' (কর্ক)

প্র+উহা=দেশান্তর নয়ন।

"প্রোহ দ্রোণকলসং।" (কাত্যাঃ ৯।৫।১৪)

প্রতি+উহ=উপরিস্থাপন। বি+উহ=বিপরীতভাবে প্রেরণ।

"প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্যতাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।" (মনু)

প্রতি+প্র+বি+উহ=প্রতিরূপ ব্যূহকরণ।

"বার্হস্পত্যবিধিং কৃত্বা প্রতিব্যূহ নিশাচরং।"

(ভারত বন ৩৮৪ অঃ)

সম্+উহ+সমবেত ভবন। সংহনন। সম্যক্ প্রাপণ। উপ+সম্+উহ=সমন্তাৎ পরিমার্জ্জন।

"বেদিং পরিসমুহ্য" (কাত্যা° ২।৬।১২)

'পরিসমুহ্যসম্মার্জ্য' (কর্ক)

ঋ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঋচ্ছতি। লোট্ ঋচ্ছতু। লঙ্ আর্চ্ছৎ। বিধিলিঙ্ ঋচ্ছেৎ। লিট্ আর, আরতুঃ। অরিথ। লুট্ অর্ত্তা। লৃট্ অরিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ অর্য্যাৎ। লুঙ্ আর্ষীৎ, আরৎ। আর্ষ্টাং, আরতাং। আরন্, আর্ষুঃ। ণিচ্ অর্পয়তি, অর্পয়তে। লুঙ্ আর্পিপৎ, আর্পিপত। লিট্ অর্পয়াং বভূব। সন্ অরিরিষতি। লুঙ্ অরিরিষীৎ। লিট্—অরিরিষাং বভূব। যঙ্ অরার্য্যতে। সং পূর্ব্বক ঋ ধাতু—সঙ্গম অর্থ হইলে আত্মনেপদ হয়, এবং অকর্ম্মক হইয়া থাকে। যথা—সমৃচ্ছতে।

"সারমান বরারোহা বনমারসা।" (উদ্ভট)

সমারত। সমার্ত্ত। সমারতাং সমার্ষাতাং। সমারে। সমর্ত্তাসে। সমৃষীষ্ট।

কর্ম্মবাচ্য—অর্য্যতে, লুঙ্ আরি। কৃদন্ত-অরণীয়, অরণ, আর, অর্ত্তা, ঋত, ঋতি, অর্ত্তুং, ঋত্বা, অমৃত্য, আর্য, ঋচ্ছন্, অর্য্যমান, অরিষ্টন্ ইত্যাদি।

অভি+ঋষ=আভিমুখ্যে গতি।

"কৃণ্বন্তি বরিবো গবে অভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিং।" (ঋক্ ৯।৬২।৩)

নি+পরি+সম্+ঋষ=গত্যর্থ ধাতুর অর্থ।

"গুহা করিক্রং যাতা বীর্য্যেণ ন্যৃষ্টং।" (ঋক্ ৪।৮০।১০)

'ন্যৃষ্টং নিতরাং প্রাপ্তং' (সায়ণ)

ঋ—গতি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঋণাতি, ঋণীতঃ, ঋণন্তি। লোট্ ঋণাতু। বিধিলিঙ্ ঋণীয়াৎ। লঙ্ আর্ণৎ আর্ণীতাং, আর্ণন্।

"যস্ত কীর্ত্তি ঋণাতি ফণিনাংপুরং।" (কবিক° ৪৫)

ঋ—গতি, প্রাপণ। জুহোত্যাদিগণীয়, পর, সক, অনিট্। লট্ ইয়র্ত্তি, ইযৃতঃ, ইয়্রতি। লোট্ ইয়র্ত্তু, হি-ইয়ৃহি, আনি-ইয়রাণি। লিঙ্ ইয়ৃয়াৎ। লঙ্ ঐয়ঃ, ঐয়ৃতাং, ঐয়রুঃ। লুঙ্ আরৎ, আর্ষীৎ। লুঙ্ পরে ঋ ধাতুর উত্তর অঙ্ হয় এই অঙ্ প্রত্যয় করিয়া 'আরৎ' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু কেহ কেহ বলেন ভ্বাদিগণীয় ঋ ধাতুর উত্তর অঙ্ হইবে জুহোত্যাদিগণীয় ঋ ধাতুর হইবে না। তাহাদের মতে 'আর্ষীৎ' এইরূপ পদ হইবে, আর সকল রূপ ভ্বাদিগণীয় ঋ ধাতুর মত হইবে।

ঋ—হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঋণোতু। হি ঋণু। বিধিলিঙ্ ঋণুয়াৎ। লঙ্ আর্ণৎ। লুঙ্ আর্ষীৎ। অন্তরূপ ভ্বাদিগণীয় ঋ ধাতুর সদৃশ হইবে। শতৃ=ঋন্বৎ। ক্ত ঋণ। "ঋণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথাচ যৎ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য°)

ঋচ—স্তুতি। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঋচতি। লোট্ ঋচতু। লঙ্ আর্চৎ। বিধিলিঙ্ ঋচেৎ। লুঙ্ আর্চীৎ। লিট্ আনর্চ। কর্ম্মবাচ্যে ঋচ্যতে। লুঙ্ আর্চি।

"যাভ্যাং গায়ত্রমৃচ্যতে" (ঋক্ ৮।৩৮।১০)

ঋচ্ছ—১ মোহ। ২ গতি। ৩ ইন্দ্রিয়প্রলয়। ৪ মূর্ত্তি, কাঠিন্য। তুদাদি, সক, পরস্মৈ, সেট্। লট্ ঋচ্ছতি। লোট্ ঋচ্ছতু। বিধিলিঙ্ ঋচ্ছেৎ। লঙ্ আর্চ্ছৎ। লিট্ আনর্চ্ছ, আনর্চ্ছতুঃ। লুট্ ঋচ্ছিতা। লুঙ্ আর্চ্ছীৎ। সন্ ঋচিচ্ছিষতি। ণিচ্ ঋচ্ছয়তি। ঋচ্ছধাতু উপসর্গ পূর্ব্বক হইলে ঋচ্ছ ধাতুর ঋকারের বৃদ্ধি হয় যথা—প্র+ঋচ্ছতি=প্রার্চ্ছতি ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন ঋচ্ছ ধাতু একটী ভ্বাদি গণীয় আছে। ভ্বাদি গণীয় হইলে এইরূপ রূপ হইবে। লট্ অর্চ্ছতি। ইত্যাদি।

ঋজ—১ গতি। ২ স্থিতি। ৩ অর্জ্জন। ৪ উপার্জ্জন। উর্জ্জন, বলাধান। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। স্থিতি অর্থে অকর্ম্মক। লট্ অর্জতে। লোট্ অর্জতাং। লিট্ আনৃজে। লুট্ অর্জিতা। লৃট্ অর্জিষ্যতে। লুঙ্ আর্জিষ্ট, আর্জিষাতাং, আর্জিষত। সন্ অর্জিজিষতে। ণিচ্ অর্জয়তি।

ঋঞ্জ—ঋজি ঋঞ্জ ধাতু=ভর্জন, পাকবিশেষ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঋঞ্জতে। লোট্ ঋঞ্জতাং। লিট্ ঋঞ্জাংচক্রে, আনৃঞ্জে। লুট্ ঋঞ্জিতা। লুঙ্ আর্ঞ্জিষ্ট। সন্

ঋজিজিষতে। ণিচ্ ঋজ্জয়তি।

ঋণ—ঋণু ঋণ ধাতু—গতি। তুদাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ অর্ণোতি, অর্ণুতে। ঋণোতি, ঋণুতে। লিট্ আনর্ণ, আনৃণে। লুট্ অর্ণিতা। লৃট্ অর্ণিষ্যতি, অর্ণিষ্যতে। লুঙ্ আর্ণীৎ, আর্ণীষ্টাং। আর্ণিষ্ট, আর্ত। সন্ অর্ণিনিষতি। অর্ণিনিষতে। লুঙ্ আরীৎ। লুট্ অরিতা। লিট্ অরাং চকার। লৃট্ অরিষ্যতি, অরীষ্যতি। ক্ত ঈর্ণ, উদীর্ণ।

ঋৎ—সৌত্র ধাতু=১ স্পর্দ্ধা। ২ ঐশ্বর্য্য। ৩ দয়া। ৪ গতি। ৫ নিন্দা। সক, সেট্। এই ধাতুর সার্ব্বধাতুর পরে ঈয়ঙ্ আদেশ হয়, এই ঈয়ঙ্ আদেশ হইলে আত্মনেপদী হয়, আর্দ্ধ ধাতুক পরে ইয়ঙ্ বিকল্পে হয়। যে স্থলে ঈয়ঙ্ আদেশ হয় না, সেই স্থলে আত্মনেপদ হইবে না, পরস্মৈপদ হইবে।

লট্ ঋতীয়তে। লোট্ ঋতীয়তাং। বিধিলিঙ্ ঋতীয়ীত। লঙ্ আর্ত্তীয়ত। লিট্ ঋতীয়াংচক্রে। ঈয়ঙ্ হইলে অনর্ত্ত, আনৃততুঃ। লুট্ অর্ত্তিতাসি। ঋতীয়ামাসে। লৃট্ অর্ত্তিষ্যতি, ঋতীয়িষ্যতে। লুঙ্ আর্ত্তীৎ, আর্ত্তীয়িষ্ট। ঋত্তিত্বা, অর্ত্তিত্বা।

"যদ্বে সেনায়াঞ্চ সামিতৌচর্ত্তীয়ন্তে।" (ঋক্ ৮।৬১।১৬)

ঋতীয়—নাম ধাতু। ঋতমিচ্ছতি—ঋতীয়তি। লোট্ ঋতীয়তু। লঙ্ আর্ত্তীয়ৎ। লিট্ ঋতীয়াংবভূব। কোন কোন স্থলে ঈকার না হইয়া আকার হইবে। লট্ ঋতায়তি।

"দেবা ঋতায়তে ইমে" (ঋক্ ৪।৮।৩)

'ঋতায়তে যজ্ঞমিচ্ছতে' (সায়ণ)

ঋধ—ঋধু ঋধ ধাতু—বৃদ্ধি। দিবাদি, স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। দিবাদি, লট্—ঋধ্যতি। লোট্ ঋধ্যতু। বিধিলিঙ্ ঋধ্যাৎ। লঙ্ আর্দ্ধ্যৎ। স্বাদি, লট্ ঋধ্নোতি, ঋধ্নুবন্তি। বিধিলিঙ্ ঋধ্নুয়াৎ। লোট্ ঋধ্নোতু, হি ঋধ্নুহি। লঙ্ আর্ধ্নোৎ।

"ঋধ্নোতি ধীঃ সদা যস্য ঋধ্যতি শ্রীশ্চ ভূতলে।" (কবিক° ২৪৬)

লিট্ আনর্দ্ধ, আনৃধতুঃ। লুট্ অর্দ্ধিতা। লৃট্ আর্দ্ধিষ্যতি। লুঙ্ আর্দ্ধৎ। স্বাদিগণীয় ধাতু আর্দ্ধীৎ। আর্দ্ধিষ্টাং। সন্ অর্দ্দিধিষতি। ণিচ্ অর্দ্ধয়তি। লুঙ্ আর্দ্দিধৎ। অধি+ঋধ=অধিক বৃদ্ধি।

"যদস্মিন্নিদং সর্ব্বমধ্যার্দ্ধোন্তেনাধ্যদ্ধঃ।" (শত° ব্রা° ১৪।৬।১০)

আ+ঋধ=সমৃদ্ধি। উপ+ঋধ=উপগম। বি+ঋধ=ঋদ্ধিবিগম। সম্+ঋধ=ঋদ্ধির আধিক্য।

"শত্রুপক্ষং সমৃধ্যন্তং যো মোহাৎ সমুপেক্ষতে॥"

(ভারত বনপর্ব্ব ৭৪ অ°)

ঋনক—হিংসা। তুদাদি, সক, পরস্মৈ, সেট্। এই ধাতু মুচাদিগণের মধ্যে। লট্ ঋনক্তি। লোট্ ঋনক্তু। বিধিলিঙ্ ঋনকেৎ। লুঙ্ আনর্কীৎ, আর্কীৎ। লিট্ ঋনকাংবভূব, আনর্ক। লুট্ অর্কিতা। লৃট্ অর্কিষ্যতি।

ঋফ—১ দান। ২ হিংসা। ৩ নিন্দা। ৪ যুদ্ধ। ৫ শ্লাঘা। তুদাদি, সক, পরস্মৈ, সেট্। শ্লাঘা অর্থে অকর্ম্মক। লট্ ঋফতি। লোট্ ঋফতু। বিধিলিঙ্ ঋফেৎ। লঙ্ আর্ফৎ। লুঙ্ আর্ফীৎ। লিট্ আনর্ফ, আনৃফতুঃ।

ঋষ—১ গতি। ২ বধ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঋষতি। লোট্ ঋষতু। বিধিলিঙ্ ঋষেৎ। লঙ্ আর্ষৎ। লিট্ আনর্ষ, আনৃষতুঃ। লুট্ অর্ষিষ্যতা। আশীর্লিঙ্ ঋষ্যাৎ। লৃট্ অর্ষিষ্যতি।

"শৃঙ্গাভ্যাং রক্ষ ঋষত্যবর্ত্তং।" (অথর্ব্ব ৯।৪।১৭)

এজ—এজৃ—এজ ধাতু কম্পন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ এজতে। লোট্ এজতাং। লঙ্ ঐজত।

"এজতে রাজচিহ্নৈর্যঃ এজয়ত্যখিলং জগৎ।" (কবিক° ৬৯)

লিট্ এজাংচক্রে। লুট্ এজিতা। লুঙ্ ঐজিষ্ট। সন্ এজিজিষতে। ণিচ্ এজয়তি। লুঙ্ ঐজিজৎ। বৈদিক প্রত্যয়ে গণব্যত্যয় দৃষ্ট হয়।

"সুখেন বৃদ্ধিরেজতি" (ঋক্ ১।১০।২)

অপ+এজ=অপগমন।

"অপেজতং শূরোঅস্তেব শত্রূন্" (ঋক্ ৬।৬৪।৩)

'শত্রূন্ অপেজতে অপগময়তি' (সায়ণ)

উদ্+এজ=ঊর্দ্ধগতি।

"উদেজয়ান্ ভূতগণান্ ন্যষেধীৎ।" (ভট্টি)

প্র+এজ=প্রকর্ষ চলন। সম্+এজ=সঙ্গতি।

এজ—দীপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ এজতি। লোট্ এজতু। লঙ্ ঐজৎ। লুঙ্ ঐজীৎ। লিট্ এজাংবভূব।

এঠ—বাধন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ এঠতে। লোট্ এঠতাং। লঙ্ ঐঠত। লিট্ এঠাংচক্রে। লুট্ এঠিতা। লুঙ্ ঐঠিষ্ট। সন্ এটিঠিষতে। ণিচ্ এঠয়তি। লুঙ্ ঐটিঠৎ।

এধ—বৃদ্ধি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ এধতে। লোট্ এধতাং। লঙ্ ঐধত। লিট্ এধাংচক্রে। লুট্ এধিতা। লৃট্ এধিষ্যতে। লুঙ্ ঐধিষ্ট, ঐধিষাতাং, ঐধিষত। সন্ ঐধিষতে। ণিচ্ এধয়তি। লুঙ্ ঐদিধৎ।

"হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে॥" (মনু)

এষ—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ এষতে। লোট্ এষতাং। লঙ্ ঐষৎ। লুঙ্ ঐষিষ্ট। লিট্ এষাংচক্রে। লুট্

ঐষিতা। লুট্ এষিষ্যতে। সন্ এষিষিষতি। ণিচ্ এষয়তি। লুঙ্ ঐষিষৎ।

ওখ—১ শোষণ স্নেহরাহিত্য। ২ ভূষণ। ৩ সামর্থ্য। ৪ নিবারণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ওখতি। লোট্ ওখতু। বিধিলিঙ্ ওখেৎ। লঙ্ ঔখৎ। লিট্ ওখাংচকার। লুট্ ওখিতা। লুঙ্ ঔখীৎ। সন্ ওচিখিষতি। ণিচ্ ওখয়তি লুঙ্ ঔচিখৎ।

ওজ—বল। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ওজয়তি, ওজয়তে। লোট্ ওজয়তু, ওজয়তাং। লঙ্ ঔজয়ৎ, ঔজয়ত। লিট্ ওজয়াংচকার চক্রে। লুট্ ওজিতা। লুঙ্ ঔজিজৎ, ঔজিজত।

ওণ—ওণৃ ওণ ধাতু=অপনয়ন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ওণতি। লোট্ ওণতু। বিধিলিঙ্ ওণেৎ। লঙ্ ঔণৎ। লিট্—ওণাংচকার। লুট্ ওণিতা। লুঙ্ ঔণীৎ। সন্ ওণিণিষতি। ণিচ্ ওণয়তি। লুঙ্ ঔণিণৎ।

ওলঞ্জ—ওলাজ ওলজ ধাতু=উৎক্ষেপ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ওলঞ্জতি। লোট্ ওলঞ্জতু। লঙ্ ঔলঞ্জৎ। লিট্ ওলঞ্জাংচকার। লুঙ্ ঔলঞ্জীৎ। লুট্ ওলঞ্জিতা। ণিচ্ ওলঞ্জয়তি।

ওলণ্ড—ওলড়ি ওলড় ধাতু=ক্ষেপ। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষে ভ্বাদি। লট্ ওলণ্ডয়তি। লোট্ ওলণ্ডয়তু। লঙ্ ঔলণ্ডয়ৎ। লিট্ ওলণ্ডয়াংবভুব। লুঙ্ ঔলিলণ্ডৎ। ভ্বাদিপক্ষে লট্ ওলণ্ডতি। লোট্ ওলণ্ডতু। লিট্ ওলণ্ডাংচকার। লুঙ্ ঔলণ্ডীৎ।

কক্—১ ইচ্ছা। ২ চাঞ্চল্য। ৩ গর্ব্ব। অক, ভ্বাদি, আত্মনে, সেট্। ইচ্ছার্থে সক। লট্ ককতে। লোট্ ককতাং। বিধিলিঙ্ ককেত। লঙ্ অককত। লিট্ চককে। লুট্ ককিতা। লুঙ্ অচকিষ্ট। ণিচ্ কাকয়তি। লুঙ্ অচিকৎ। সন্ চিকিষতি।

কক—ককি কক ধাতু। ১ গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কঙ্কতে। লোট্ কঙ্কতাং। লঙ্ অকঙ্কত। লিট্ চকঙ্কে। লুঙ্ অকঙ্কিষ্ট।

কক—হাস। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ককতি। লোট্ ককতু। বিধিলিঙ্ ককেৎ। লঙ্ অককৎ। লিট্ চকক। লুঙ্ অককীৎ।

কখ—কখে কখ ধাতু=হাস। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কখতি। লোট্ কখতু। লঙ্ অকখৎ। বিধিলিঙ্ কখেৎ। লিট্ চকাখ। লুঙ্ অকখীৎ। ণিচ্ কখয়তি। পাণিনি এই ধাতুকে এদিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু বোপদেব এই ধাতুকে এদিৎ বলিয়াছেন, এদিৎ অনুসারে রূপ হইলে অকখীৎ হইবে, কিন্তু পাণিনি মতে অকাখীৎ এই পদ হইবে।

কগ—গমনাদি নানা অর্থ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্, এবং অর্থ বিশেষে অকর্ম্মক, বোপদেব মতে এদিৎ। লট্ কগতি। লোট্ কগতু। বিধিলিঙ্ কগেৎ। লঙ্ অকগৎ। লুঙ্ এদিৎপক্ষে অকগীৎ। অকাগীৎ। লিট্ চকাগ। চকাগতুঃ। লুট্ কগিতা।

কচ—রব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কচতি। লোট্ কচতু। লঙ্ অচকৎ। লিট্ চকাচ। লুঙ্ অচকীৎ, অচাকীৎ।

কচ—১ বন্ধ। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, সেট্, বন্ধ অর্থে সক, দীপ্তি অর্থে অক°। লট্ কচতে। লোট্ কচতাং। লঙ্ অকচত। লিট্ চকচে। লুঙ্ অকচিষ্ট। লুট্ কচিতা।

"চচাম মধুমাধ্বীকং স্বক্‌শ্চাচকচে বরং।" (ভট্টি ১৪।৯৪)

কচ—কচি কচ ধাতু=১ বন্ধ। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, বন্ধ অর্থে সক, দীপ্তি অর্থে অক°। লট্ কঞ্চতি। লোট্ কঞ্চতু। লঙ্ অকঞ্চৎ। লিট্ চকঞ্চ। লুঙ্ অকঞ্চীৎ।

কজ—মদ, কোন কোন পণ্ডিতের মতে গজ মদ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কজতি। লোট্ কজতু। লঙ্ অকজৎ। লুঙ্ অকজীৎ। লিট্ চকাজ।

কজ—রোহ। সৌত্র ধাতু। কজি কজ ধাতু পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কঞ্জতি। লোট্ কঞ্জতু। লঙ্ অকঞ্জৎ। লুঙ্ অকঞ্জীৎ।

কঞ্চ—১ দীপ্তি। ২ বন্ধন। ভ্বাদি, আত্মনে, দীপ্তি অর্থে অক, বন্ধন অর্থে সক। লট্ কঞ্চতে। লোট্ কঞ্চতাং। লিট্ চকঞ্চে। লুঙ্ অকঞ্চিষ্ট। লুট্ কঞ্চিতা।

কট—১ গতি। ২ বর্ষণ। ৩ আবরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কটতি। লোট্ কটতু। বিধিলিঙ্ কটেৎ। লঙ্ অকটৎ। লুঙ্ অকটীৎ, অকাটীৎ। লিট্ চকাট, চকটতুঃ। লুট্ কটিতা। প্র+কট=প্রকাশ। ণিচ্ প্রকটয়তি।

কট—কটি কট ধাতু=গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কণ্টতি। লোট্ কণ্টতু। লঙ্ অকণ্টৎ। বিধিলিঙ্ কণ্টেৎ। লিট্ চকণ্ট। লুঙ্ অকণ্টীৎ। লুট্ কণ্টিতা।

কঠ—কৃচ্ছ্রজীবন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কঠতি। লোট্ কঠতু। লঙ্ অকঠৎ। লুঙ্ অকাঠীৎ, অকঠীৎ। লিট্ চকাঠ। লুট্ কঠিতা। লৃট্ কঠিষ্যতি।

কঠ—আধ্যান, উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক স্মরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কণ্ঠয়তি, কণ্ঠয়তে। লোট্

কণ্ঠয়তু, কণ্ঠয়তাং। লিট্ কণ্ঠায়াংবভূব, বভূবে। লুঙ্ অচকণ্ঠৎ, অচকণ্ঠত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ কণ্ঠতি। লোট্ কণ্ঠতু। লঙ্ অকণ্ঠৎ। লুঙ্ অকণ্ঠীৎ।

কণ্ঠ—কঠি কঠ ধাতু। আধ্যান, উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক স্মরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। প্রায় এই ধাতুর উৎপূর্ব্বক প্রয়োগ দেখা যায়। লট্ কণ্ঠতে। লোট্ কণ্ঠতাং। লিট্ চকণ্ঠে। লুট্ কণ্ঠিতা। লৃট্ কণ্ঠিষ্যতে। লুঙ্ অকণ্ঠিষ্ট।

"নোৎকণ্ঠতে পরদ্রব্যে নোৎকণ্ঠতি পরস্ত্রিয়ং।

যস্তোৎকণ্ঠয়তি শ্লাঘ্যো ধর্ম্মএব মনঃ সদা॥" (কবিক° ৮৯)

কড়—১ ভক্ষণ। ২ মদ। তুদাদি, পরস্মৈ, সেট্। ভক্ষণ অর্থে সক, মদার্থে অক°। লট্ কড়তি। লোট্ কড়তু। লঙ্ অকড়ৎ। বিধিলিঙ্ কড়েৎ। লুঙ্ অকড়ীৎ। অকাড়ীৎ। লিট্ চকাড়।

কড়—দর্প। কড়ি কড় ধাতু। ভ্বাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কণ্ডতি, কণ্ডতে। লোট্ কণ্ডতু, কণ্ডতাং। লিট্ চকণ্ড, চকণ্ডে। লুঙ্ অকণ্ডীৎ, অকণ্ডিষ্ট। কেহ কেহ কণ্ড ধাতু বিতুষীকরণ অর্থাৎ কাঁড়ান এই অর্থ করেন। যথা 'কণ্ডতি তণ্ডুলং'।

কড়—১ বিতুষীকরণার্থ ব্যাপার, কাঁড়ান। ২ রক্ষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কণ্ডয়তি, কণ্ডয়তে। লোট্ কণ্ডয়তু, কণ্ডয়তাং। লিট্ কণ্ডয়াংচকার, কণ্ডয়াংচক্রে। লুঙ্ অচকণ্ডৎ, অচকণ্ডৎ।

"স্বর্গঙ্গা মুশলেন শালয় ইব ত্বৎকীর্ত্তয়ঃ কণ্ডিতাঃ।"

(মহানা° ৬।৬০)

কড্ড—কর্কশতা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কড্ডতি। লোট্ কড্ডতু। লঙ্ অকড্ডৎ। লিট্ চকড্ড। লুঙ্ অকড্ডীৎ।

কণ—শব্দ, আর্ত্তনাদ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কণতি। লোট্ কণতু। লঙ্ অকণৎ। লিট্ চকাণ, চকণতুঃ। লুঙ্ অকণীৎ। লুট্ কণিতা। লৃট্ কণিষ্যতি। সন্ চিকণিষতি। ণিচ্ কাণয়তি। লুঙ্ অচীকণৎ, অচকাণৎ।

কণ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কণতি। লুঙ্ অকাণীৎ। ণিচ্ কণয়তি, কণয়তে। [অন্যরূপ কণ দেখ।]

কণ—নিমীলন। চুরাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কাণয়তি কাণয়তে। লোট্ কাণয়তু, কাণয়তাং। লিট্ কাণয়াংবভূব। লুঙ্ অচীকণৎ, অচীকাণৎ।

কণ্ডূ—গাত্রবিঘর্ষণ। কণ্ডূং করোতি স্বার্থে কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্। নাম ধাতু। উভয়পদী, সেট্। লট্ কণ্ডূয়তি, কণ্ডূয়তে। লোট্ কণ্ডূয়তু, কণ্ডূয়তাং। লুঙ্ অকণ্ডূয়ীৎ, অকণ্ডূয়িষ্ট। লিট্ কণ্ডূয়াংচকার চক্রে। লঙ্ অকণ্ডূয়ৎ, অকণ্ডূয়ত।

"ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ।" (মনু°)

কথায়—নাম ধাতু = কথা তৎকরণে ক্যঙ্। আত্মনে, সক, সেট্। কথাংকরোতি, কথায়তে। লুঙ্ অকথায়িষ্ট। লিট্ কথায়াংচক্রে।

কত্র—শৈথিল্য। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কত্রয়তি, কত্রয়তি, কর্ত্তয়তি। লুঙ্ অচকত্রৎ। লিট্ কত্রাংবভূব।

কত্থ—শ্লাঘা, আত্মগুণাবিষ্করণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কত্থতে। লোট্ কত্থতাং। লঙ্ অকত্থত।

"যঃ স্বপ্নেনাপি নাত্মীয়ং গুণং কুত্রাপি কত্থতে।

কথয়ত্যাদিরাজানাং চরিতানি সহস্রশঃ॥" (কবিক° ২২৭)

লিট্ চকত্থে। লুট্ কত্থিতা। লৃট্ কত্থিষ্যতে। লুঙ্ অকত্থিষ্ট।

"গর্জ্জিতেন বৃথা কিংতে কত্থিতেন চ মানুষ।

কৃত্বৈতৎ কর্ম্মণাসর্ব্বং কত্থেথা মাচিরং কৃথাঃ॥"

(ভারত ১।১৫৩ অ°)

এই ধাতু প্রলাপ অর্থে সকর্ম্মক।

"কত্থন্ত উগ্রপুরুষং নিরতং শ্মশানে।" (ভাগ° ৮।৭।২৭)

'কত্থন্ত প্রলপন্ত।' (শ্রীধর)

বি + কত্থ = বিকত্থন।

কথ—বাক্যরচনা, কথন। অদন্তচুরাদি উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কথয়তি, কথয়তে। বিধিলিঙ্ কথয়েৎ, কথয়েত। লোট্ কথয়তু, কথয়তাং। লঙ্ অকথয়ৎ, অকথয়ত। লুঙ্ অচীকথৎ, অচীকথত। অচকথৎ, অচকথত। লিট্ কথয়াংচকার, চক্রে।

"প্রত্যেকং কথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ।" (মনু)

কর্ম্মবাচ্যে, কথ্যতে। লুঙ্ অকথি। সন্ চিকথয়িষতি, চিকথয়িষতে। লুঙ্ অচিকথয়িষীৎ, অচিকথয়িষিষ্ট। অনু + কথ = অনুবাদ।

কদ—কদি কদধাতু = ১ আহ্বান। ২ রোদন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কন্দতি। লোট্ কন্দতু। বিধিলিঙ্ কন্দেৎ। লঙ্ অকন্দৎ। লুঙ্ অকন্দীৎ। লিট্ চকন্দ। লুট্ কন্দিতা।

কন্—১ দীপ্তি। ২ কান্তি। ৩ গতি। লট্ কনতি। লোট্ কনতু। লঙ্ অকনৎ। লিট্ চকান, চকনতুঃ। লুট্ কনিতা। লৃট্ কনিষ্যতি। লুঙ্ অকনীৎ, অকানীৎ।

কন্দ—১ বৈক্লব্য, বিবশতা। ২ বৈকল্য। লট্ কন্দতে। লোট্ কন্দতাং। লঙ্ অকন্দত। লুঙ্ অকন্দিষ্ট। লুট্ কন্দিতা। লিট্ চকন্দে।

কষ—১ ঘর্ষণ, শুক্লাদিকরণ। ২ স্তুতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কষতি। লোট্ কষতু। লুঙ্ অকষীৎ। লিট্ চকাষ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ধাতু আত্মনেপদী। লট্ কষতে। লুঙ্ অকষিষ্ট। ণিচ্ কষয়তি। লুঙ্ অচকাষৎ।

কম—কমু কমধাতু=১ কান্তি। ২ অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। কম ণিঙ্। লট্ কাময়তে। লোট্ কাময়তাং। বিধিলিঙ্ কাময়েত। লঙ্ অকাময়ত। লুঙ্ অচীকমত অচকমত। লিট্ কাময়াংচক্রে। চকমে। লুট্ কমিতা, কাময়িতা। লৃট্ কাময়িষ্যতে, কমিষ্যতে। সন্ চিকাময়িষতে, চিকমিষতে। যঙ্ চঙ্কম্যতে। ণিচ্ কাময়তি। স্থানে স্থানে কমধাতু পরস্মৈপদ প্রয়োগ দেখা যায় তাহা আর্ষ প্রয়োগ।

"অকামোঽপি বলাৎ কামং দর্শনাদেব কাময়েৎ।" (রামা°)

অনু+কম=কামনানুরূপ কামনা। অভি+কম=আভিমুখ্যে কামনা। নি+কম=নিঃশেষ কামনা।

"নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা" (কুমার)

প্র+কম=প্রকর্ষ দ্বারা কামনা।

কপ—চলন। সৌত্র ধাতু। পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কপতি। লুঙ্ অকপীৎ, অকাপীৎ। লিট্ চকাপ।

কম্প—চলন। কপি কপ ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কম্পতে। লোট্ কম্পতাং। বিধিলিঙ্ কম্পেত। লঙ্ অকম্পত। লুঙ্ অকম্পিষ্ট। লিট্—চকম্পে। লুট্ কম্পিতা। লৃট্ কম্পিষ্যতে। ভাববাচ্যে—কম্প্যতে। লুঙ্ অকম্পি। ণিচ্ করিলে আত্মনেপদ হয় না। ণিচ্ কম্পয়তি। লুঙ্ অচিকম্পৎ। লিট্ কম্পয়াংচকার। সন্ চিকম্পিষতে। যঙ্ চঙ্কম্পতে।

"চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ।" (রঘু)

অনু+কম্প=দয়াদ্বারা অনুগ্রহ।

"প্রকম্পনেনানুচকম্পিরে সুরাঃ।" (মাঘ)

আ+কম্প=ঈষচ্চলন। "অনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধিঃ।" (রঘু)

উদ্+কম্প=ঊর্দ্ধতঃ চালন। বি+কম্প=বিশেষরূপে চলন। সম্+কম্প=সম্যক্‌চলন।

"যস্তজ্যাতলনির্ঘোষাৎ সমকম্পন্ত শত্রবঃ।"

(ভারত বিরাটপ° ২০ অ°)

কম্ব—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কম্বতি। লোট্ কম্বতু। লঙ্ অকম্বৎ। লিট্ চকম্ব। লুঙ্ অকম্বীৎ। খর্ব, গর্ব, ষর্ব, চর্ব ধাতুর রূপ এই প্রকার হইবে।

কর্জ্জ—পীড়া। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্—কর্জ্জতি। লোট্ চকর্জ্জ। লুট্ কর্জ্জিতা। লুঙ্ অকর্জ্জীৎ।

কর্ণ—ভেদন, ছিদ্র। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কর্ণয়তি, কর্ণয়তে। লোট্ কর্ণয়তু, কর্ণয়তাং। লিট্ কর্ণয়াংচকার, চক্রে। লুট্ কর্ণয়িতা। লুঙ্ অচকর্ণৎ, অচকর্ণত। কর্ম্মবাচ্যে—কর্ণ্যতে। লুঙ্ অকর্ণি। আ+কর্ণ=শ্রবণ।

"আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্।" (ভট্টি)

কর্দ্দ—১ কুৎসিতরব। ২ উদরশব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কর্দ্দতি। লোট্ কর্দ্দতু। লিট্ চকর্দ্দ। লুঙ্ অকর্দ্দীৎ। লুট্ কর্দ্দিতা। ভাববাচ্যে কর্দ্দ্যতে। লুঙ্ অকর্দ্দি। সন্ চিকর্দ্দিষতি। ণিচ্ কর্দ্দয়তি। ২ দর্প। এই ধাতু দর্প অর্থে অক।

কর্ব্ব—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কর্ব্বতি। লোট্ কর্ব্বতু। লুঙ্ অকর্ব্বীৎ। লুট্ কর্ব্বিতা। লিট্ চকর্ব্ব। কর্ম্মবাচ্যে—কর্ব্ব্যতে। লুঙ্ অকর্ব্বি। সন্ চিকর্ব্বিষতি। ণিচ্ কর্ব্বয়তি।

কল—১ সংখ্যা। ২ শব্দ। ভ্বাদি, আত্মনে, সংখ্যার্থে সক, শব্দার্থে অক, সেট্। লট্ কলতে। লোট্ কলতাং। লিট্ চকলে। লুট্ কলিতা। লুঙ্ অকলিষ্ট।

"নিষ্কল্যন্তে সুধাং যস্য নাম্নীলপঙ্কষা গিরঃ
উৎকালয়তি যেযশঃ।" (কবি ৭০)

কল—১ গতি। ২ সংখ্যা। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কলয়তি, কলয়তে। লোট্ কলয়তু, কলয়তাং। লিট্ কলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচকলৎ, অচকলত। লুট্ কলয়িতা।

"গরলমিব কলয়তি মলয়শরীরং।" (গীতগো° ১।১৪)

হল ও কল ধাতু কামধেনু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে কোন অর্থে এই ধাতু প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অব+কল=অবগম। বি+অব+বিযোজন। আ+কল=বন্ধন।

"মুক্তাবলীরাকলয়াংচকার।" (মাঘ)

প্রতি+আ+কল=প্রতিবোধ। উৎ+কল=উৎক্ষেপ করিয়া গ্রহণ। সম্+কল=এক সংখ্যাপাদনরূপ যোগ।

"সঙ্কলনব্যবকলনয়োঃ যোগসূত্রং।" (লীলা°)

পরি+কল=জ্ঞান।

কল—নোদন, প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কালয়তি, কালয়তে। লোট্ কালয়তু, কালয়তাং। লিট্ কালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীকলৎ, অচকলত। লুট্ কালয়িতা।

"গবাং শতসহস্রাণি ত্রিগর্ত্তাঃ কালয়ন্তি তে।"

(ভারত বিরাট ১০০।৭)

কল্ল—১ কূজন। ২ অশব্দ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কল্লতে। লোট্ কল্লতাং। লিট্ চকল্লে। লুঙ্ অকল্লিষ্ট। লুট্ কল্লিতা।

কশ—১ শব্দ। ২ গতি। ৩ শাসন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। শব্দ অর্থে অকর্ম্মক। লট্ কশতি। লোট্ কশতু। লিট্ চকাশ। লুঙ্ অকশীৎ, অকাশীৎ। লুট্ কশিতা। ণিচ্ কাশয়তি। সন্ চিকশিষতে। যঙলুক্ করিলে ধাতু পরস্মৈপদী হয়, কিন্তু কশ ধাতুর যঙলুঙ্ করিলে উভয়পদী হইবে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

কষ—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্—কষতি। লোট্ কষতু। লিট্ চকাষ। লুট্ কষিতা। লুঙ্ অকাষীৎ, অকষীৎ। ণিচ্ কাষয়তি। সন্ চিকষিষতে। কর্ম্মবাচ্যে কষ্যতে। লুঙ্ অকষি। নিমূল ও সমূল শব্দের উত্তর যে কষ ধাতু, তাহার উত্তর নমুল্ প্রত্যয় হয়, এবং কষাদির অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে যথা—নিমূলকাষং কষতি, সমূলকাষং কষতি।

কস—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কসতি। লোট্ কসতু। লিট্ চকাস, চকসতুঃ। লুট্ কসিতা। লুঙ্ অকসীৎ, অকাসীৎ। সন্ চিকসিষতি। যঙ্ চনীকস্যতে। যঙ্লুক্—চনীকাস্ত। ণিচ্ কাসয়তি। লুঙ্ অচীকসৎ। উদ্+কস=ঊর্দ্ধগতি। নিস্+নির্+কস=অপগতি। বি+কস=প্রকাশ। অনু+বি+অনুরূপ বিকাশ। সম্+কস=সম্যক্‌গতি।

কস—১ শাতন। ২ গতি। কসি কসধাতু—অদাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কংস্তে, কংসাতে, কংসতে। লিট্ চকংসে। লৃট্ কংসিষ্যতে। লুঙ্ অকংসিষ্ট, অকংসিষাতাং, অকংসিষত।

কক্ষ—কাঙ্ক্ষি কাঙ্ক্ষধাতু=আকাঙ্ক্ষা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কাঙ্ক্ষতি। লোট্ কাঙ্ক্ষতু। লঙ্ অকাঙ্ক্ষৎ। লুঙ্ অকাঙ্ক্ষীৎ। লিট্ চকাঙ্ক্ষ। লুট্ কাঙ্ক্ষিতা। এই ধাতু প্রায়ই আপূর্ব্বক প্রয়োগ্ হইয়া থাকে। কর্ম্মবাচ্যে-কাঙ্ক্ষ্যতে। লুঙ্ অকাঙ্ক্ষি। সন্ চিকাঙ্ক্ষিষতি। যঙ্ চাকাঙ্ক্ষ্যতে। যঙ্লুক্ চাকাংষ্টি। ণিচ্ কাঙ্ক্ষয়তি, কাঙ্ক্ষয়তে। লুঙ্ অচকাঙ্ক্ষৎ, অচকাঙ্ক্ষত। কেহ কেহ এই ধাতু আত্মনে পদ ইচ্ছা করেন।

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ।" (গীতা)।

অনু+কাঙ্ক্ষ=আনুলোম্যদ্বারা প্রার্থন। অভি+কাঙ্ক্ষ=আভিমুখ্যদ্বারা প্রার্থন। আ+কাঙ্ক্ষ=সম্যক্ প্রার্থন। প্রতি+আ=কাঙ্ক্ষ=প্রত্যাশা। প্রতি+কাঙ্ক্ষ=প্রতিরূপতা দ্বারা অভিলাষ।

"ত্বামেব প্রতিকাঙ্ক্ষন্তে পর্য্যন্যমিব কর্ষকাঃ।" (রামা°)।

কাচ—১ দীপ্তি। ২ বন্ধন। কাচি কাচ ধাতু। ভ্বাদি, দীপ্তি অর্থে অক, বন্ধন অর্থে সক, আত্মনে, সেট্। লুট্ কাঞ্চতে। লোট্ কাঞ্চতাং। লুঙ্ অকাঞ্চষ্ট। লিট্ চকাঞ্চে। লুট্ কাঞ্চিতা।

কাশ—দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কাশতে। লোট্ কাশতাং। লিট্ কাশাংচক্রে চকাশে। লুট্ কাশিতা। লৃট্ কাশিষ্যতে। লুঙ্ অকাশিষ্ট। সন্ চিকাশিষতে। যঙ্ চাকাশ্যতে, যঙ্ লুক্ চাকাস্তি। ণিচ্ কাশয়তি। লুঙ্ অচকাশৎ।

"নংনম্যমানাঃফলদিৎসেয়েব চকাশিরে তত্র লতা বিলোলাঃ।"

(ভট্টি ২।২৫)।

অনু+কাশ=অনুরূপদীপ্তি। অভি+কাশ=সর্ব্বতঃ প্রকাশ। অব+কাশ=অবকাশ। আ+কাশ=সমন্তাৎ স্থিতি। অভিজ্ঞাপন।

"সংপ্রত্যুয়ং পুরুষমাকাশ্য" (শত° ব্রা° ৭।৪।১।৪৩)।

'আকাশ্য অভিজ্ঞাপ্য' (ভাষ্য)।

উদ্=কাশ=ঊর্দ্ধগতি। ঊর্দ্ধপ্রকাশ। নি+কাশ=তুল্যত্ব। সম্+নি=কাশ=নিষ্কাশন। নিঃ+কাশ=নিঃসারণ।

"মাত্রা নিষ্কাশয়েদেষা পুনঃ সন্ধানকাঙ্ক্ষয়া।" (সা° দ°)।

প্র+কাশপ্রকৃষ্ট দীপ্তি। প্রতি+কাশ=প্রতিরূপ প্রকাশ। সারূপ্য। বি+কাশ=মুকুলীভাবাপনোদনদ্বারা প্রকাশ। সম্+কাশ=সম্যক্ প্রকাশ।

"প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সহস্রং সঞ্চকাশিরে।" (রামায়ণ)।

কাশ—দীপ্তি। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কাশ্যতে। লোট্ কাশ্যতাং। লুঙ্ অকাশিষ্ট। লিট্ চকাশে, কাশাংচক্রে।

কিট—১ গতি। ২ ভয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্, গতি অর্থে সক, ভয় অর্থে অকং। লট্ কেটতি। লোট্ কেটতু। লিট্ কিকেট। লুঙ্ অকেটীৎ।

কিত—১ সংশয়। ২ রোগাপনয় ব্যাধিপ্রতীকারণ, রোগনির্ণয়। ৩ নিগ্রহ। ৪ অপনয়ন। ৫ নাশন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। কিত ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয়। লট্ চিকিৎসতি। লোট্ চিকিৎসতু। লিট্ চিকিৎসাংচকার। লুঙ্ অচিকিৎসীৎ।

কিত—১ নিবাস। ২ ইচ্ছা। ভ্বাদি, পরস্মৈপদী, নিবাসার্থে অক, ইচ্ছার্থে অক। লট্ কেততি। লুঙ্ অকেতীৎ।

কিত—১ নিবাস। ২ ইচ্ছা। চুরাদিগণীয়, পরস্মৈ। লট্ কেতয়তি। লোট্ কেতয়তু। লুঙ্ অচিকিতৎ।

কিত—জ্ঞান। জুহোত্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চিকিত্তি লুঙ্ অকেতীৎ।

"যং নো অচিকেৎ চিত্রভানো।" (ঋক্ ১০।৫১।৩)

কিল—১ শুক্লীভাব। ২ ক্রীড়ন। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কিলতি। লোট্ কিলতু। লুঙ্ অকেলীৎ। লিট্ চিকেল।

কিল—প্রেরণে। চুরাদি, সক, সেট্। লট্ কেলয়তি। লোট্ কেলয়তু। লুঙ্ অচীকিলৎ।

কিষ্ক—চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কিষ্কয়তে। লোট্ কিষ্কয়তাং। লিট্ কিষ্কয়াংচক্রে। লুঙ্ অচিকিষ্কত।

কীট—১ বন্ধ। ২ বর্ণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কীটয়তি, কীটয়তে। লোট্ কীটয়তু, কীটয়তাং। লিট্ কীটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীকিটৎ, অচীকিটত।

কীল—বন্ধন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কীলতি। লোট্ কীলতু। লিট্ চিকীল। লুঙ্ অকীলীৎ। লুট্ কীলিতা।

কু—১ শব্দ। ২ বর্ণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ কবতে। লোট্ কবতাং। লিট্ চুকুবে।

"শোকার্ত্তো কৌতি কবতে ন ভয়াচ্চ কশ্চিৎ
যন্মণ্ডলে জনপদঃ কবতে চ শুক্তং।" (কবিক° ২০)

লুঙ্ অকোষ্ট। লুট্ কোতা। সন্ চুকুষতি, চুকুষতে। যঙ্ চোকূয়তে। যঙ্ লুক্ চোকবীতি। ণিচ্ কাবয়তি। লুঙ্ অচুকবৎ।

কু—কুঙ্ কু ধাতু। ১ শব্দ। ২ আর্ত্তনাদ। তুদাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ কুবতে। লোট্ কুবতাং। লিট্ চুকুবে। লুট্ কুতা। লুঙ্ অকুত, অকুষাতাং, অকুষত। যঙ্ চোকূয়তে।

কু—শব্দ। অদাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ কৌতি। কবীতি। লোট্ কৌতু, কবীতু। লিট্ চুকাব। লুঙ্ অকৌষীৎ।

কুক—আদান। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কোকতে। লোট্ কোকতাং। লিট্ চুকুকে। চুকুকিষে। লুঙ্—অকোকিষ্ট। লুট্ কোকিতা। সন্ চুকুকিষতে, চুকোকিষতে। ণিচ্ কোকয়তি। লুঙ্ অচুকুকৎ।

কুচ—তার, উচ্চশব্দ। ২ চিক্কণতা। ৩ সম্পর্ক। ৪ কৌটিল্য। ৫ প্রতিষ্টম্ভ। ৬ বিলেখন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্—কোচতি। লোট্ কোচতু। লিট্ চুকোচ। লুঙ্ অকোচীৎ। লুট্ কোচিতা।

"তস্মিন্ সমুদিতে রাজ্ঞি জনঃ সঙ্কোচতি ক্ষিতৌ।"
(কবিক° ১৪০)

কুচ—সঙ্কোচ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুচতি। লোট্ কুচতু। বিধিলিঙ্ কুচেৎ। লুঙ্ অকুচীৎ। লিট্ চুকোচ। লুট্ কুচিতা।

"সঙ্কুচত্যরিনারীণাং মুখং পঙ্কেরুহদ্যুতিঃ।" (কবিক° ১৪০)

কুজ—স্তেয়, অপহরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কোজতি। লোট্ কোজতু। লিট্ চুকোজ। লুঙ্ অকোজীৎ। লুট্ কোজিতা।

কুঞ্চ—১ কৌটিল্য। ২ অল্পীভাব, অল্পীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুঞ্চতি। লোট্ কুঞ্চতু। লিট্ চুকুঞ্চ। লুট্ কুঞ্চিতা। লৃট্ কুঞ্চিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ কুচ্যাৎ। লুঙ্ অকুঞ্চীৎ। সন্ চকুঞ্চিষতি। যঙ্ চোকুচ্যতে। ণিচ্ কুঞ্চয়তি। ক্রুঞ্চ ধাতুর ও এই প্রকার রূপ হইবে। কেবল, ক্রুঞ্চ বা কুঞ্চ এই মাত্র প্রভেদ।

কুঞ্জ—অব্যক্ত শব্দ, কূজন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কুঞ্জতি। লোট্ কুঞ্জতু। লিট্ চুকুঞ্জ। লুঙ্ অকুঞ্জীৎ।

কুট—কৌটিল্য, বক্রীকরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুটতি। লোট্ কুটতু। লিট্ চুকোট, চুকুটতু, চুকুটুঃ। লুট্ কুটিতা। লুঙ্ অকুটীৎ। সন্ চুকুটিষতি। যঙ্ চোকুট্যতে। যঙ্ লুক্ চোকোট্টি। ণিচ্ কোটয়তি। লুঙ্ অচুকুটৎ। সম+কুট—নিবৃত্তি।

"সঙ্কুটন্তি ভয়াক্রান্তাঃ শত্রবো যস্য দর্শনাৎ।" (কবিক° ২৩৪)

উদ্+কুট—ঐ স্থিতি। বি+কুট—কুৎসন।

কুট—প্রতাপন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কোটয়তে। লোট্ কোটয়তাং। লিট্ কোটয়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকুটত।

কুণ্ট—কুণ্টি—কুট ধাতু—বৈকল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কুণ্টতি। লোট্ কুণ্টতু। লিট্ চুকুণ্ট। লুট্ কুণ্টিতা। লুঙ্ অকুণ্টীৎ।

কুট—কুট্টন। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কুট্যতি। লোট্ কুট্যতু। লিট্ চুকোট। লুট্ কুটিতা। লুঙ্ অকোটীৎ।

"ভক্ষয়তি শ্বমাংসানি প্রকুট্য বিধিবত্তয়া॥"
(ভারত আদি ২৩৪২ শ্লোক)

কুটীয়—নাম ধাতু। পরস্মৈ, অক, সেট্। কুটীর ন্যায় আচরণকারী। কুট্যামিবাচরতি ক্যঙ্ কুটীয় ধাতু লট্ কুটীয়তি। লোট্ কুটীয়তু। লুঙ্ অকুটীয়ীৎ।

'কুটীয়তি প্রাসাদে' (পাণিনি)

কুটুম্ব—ধারণ, পোষণ, পালন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্, লট্ কুটুম্বয়তে। লোট্ কুটুম্বয়তাং। লিট্ কুটুম্বয়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকুটুম্বত।

কুট্ট—১ ছেদন। ২ ভৎর্সন। ৩ পূরণ। চুরাদি, উভয়পদী,

সক, সেট্। লট্ কুট্টয়তি, কুট্টয়তে। লোট্ কুট্টয়তু, কুট্টয়তাং। লিট্ কুট্টয়াংচকার, চক্রে। লুট্ কুট্টয়িতা। লুঙ্ অচুকুট্টৎ, অচুকুট্টত।

কুট্ট—প্রতাপন। অদন্তচুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কুট্টয়তে। লুঙ্ অচুকুট্টত।

কুঠ—ছেদন। সৌত্র ধাতু, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কোঠতি, লোট্ কোঠতু। লুঙ্ অকোঠীৎ। লিট্ চুকোঠ।

কুঠ—১ বিকলতা। ২ আলস্য। ৩ মোচন। কুঠি কুঠ ধাতু ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। আলস্য অর্থে অক, মোচন অর্থে সক। লট্ কুণ্ঠতি। লোট্ কুণ্ঠতু। লিট্ চুকুণ্ঠ। লুট্ কুণ্ঠিতা। লুঙ্ অকুণ্ঠীৎ।

কুড়—১ ভক্ষণ। ২ বাল্যচাপল্য। তুদাদি, পরস্মৈ, অদন অর্থে সক, বাল্য অর্থে অক। লট্ কুড়তি। লোট্ কুড়তু। লিট্ চুকোড়। লুট্ কুড়িতা। লুঙ্ অকুড়ীৎ।

কুড়—কুড়ি কুড় ধাতু। রক্ষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক্, সেট্। লট্ কুণ্ডয়তি, কুণ্ডয়তে। লিট্ কুণ্ডয়াং চকার চক্রে। লুঙ্ অচুকুণ্ডৎ, অচুকুণ্ডত।

কুণ—১ আভাষণ। ২ মন্ত্রণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কুণয়তি, কুণয়তে। লোট্ কুণয়তু, কুণয়তাং। লিট্ কুণয়াং চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকুণৎ, অচুকুণত।

কুণ—১ উপকরণ। ২ শব্দ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুণতি। লোট্ কুণতু। লিট্ চুকোণ। লুঙ্ অকোণীৎ। লুট্ কুণিতা।

কুণ্ঠ—গতিপ্রতিঘাত। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুণ্ঠতি লোট্ কুণ্ঠতু। লিট্ চুকুণ্ঠ। লুট্ কণ্ঠিতা। লুঙ্ অকুণ্ঠীৎ। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী। লট্ কুণ্ঠয়তি। লুঙ্ অচুকুণ্ঠৎ।

কুত—আস্তরণ। সৌত্রধাতু। পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কোততি। লোট্ কোততু। লুঙ্ অকোতীৎ। লিট্ চুকোত। লুট্ কোতিতা।

কুৎস—নিন্দন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কুৎসয়তে। লোট্ কুৎসয়তাং। লিট্ কুৎসয়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকুৎসত। বোপদেব এই ধাতু উভয়পদী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যো ন কুৎসয়তে কুৎসাং নতু কুৎসতি নির্ধনং।" (কবিক°২৪৯)

হলায়ুধমতে এই ধাতু ভ্বাদিগণীয়।

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং।" (মনু)

কুথ—পূতিগন্ধ। দিবা, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুথ্যতি। লোট্ কুথ্যতু। লিট্ চুকোথ, চুকুথতুঃ। লুট্ কোথিতা। লৃট্ কোথিষ্যতি। লুঙ্ অকোথীৎ। ণিচ্ কোথি—নিধনন। লট্ কোথয়তি। "অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ" (সুশ্রুত)

কুদ—মিথ্যোক্তি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কোদয়তি, কোদয়তে, লোট্ কোদয়তু, কোদয়তাং। লিট্ কোদয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অচুকুদৎ, অচুকুদত।

কুন্থ—১ হিংসা। ২ সংক্লেষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। ক্র্যাদি, পরস্মৈ। লট্ কুন্থতি। কুথ্নাতি। কুথ্নীতঃ কুথ্নন্তি।

"ন কুথ্নাতি বুভুক্ষার্ত্তঃ শীতার্ত্তশ্চ ন কুন্থতি।

যস্য রাষ্ট্রে ধনাঢ্যোবা মৃতঃ কোঽপি ন কুথ্যতি॥" (কবিক° ১২৪)

লিঙ্ কুথ্নীয়াৎ। লঙ্ অকুথ্নাৎ। লিট্ চুকুন্থ, চুকোথ লুট্ কুন্থিতা। কোথিতা। লুঙ্ অকুন্থীৎ।

কুন্দ্র—মিথ্যোক্তি। কুদ্রি কুদ্র ধাতু, চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কুন্দ্রয়তি, কুন্দ্রয়তে। লোট্ কুন্দ্রয়তু, কুন্দ্রয়তাং। লিট্ কুন্দ্রয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অচুকুন্দ্রৎ, অচুকুন্দ্রত।

কুন্চ—অনাদর। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুঞ্চতি। লুঙ্ অকুঞ্চীৎ। লিট্ চুকুঞ্চ।

কুপ—আচ্ছাদন। কুপি কুপধাতু চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুম্পয়তি, কুম্পয়তে। ভ্বাদি পক্ষে কুম্পতি। লোট্ কুম্পয়তু, কুম্পয়তাং। কুম্পতু। লুঙ্ অচুকুম্পৎ, অচুকুম্পত। অকুম্পীৎ। লিট্ চুকুম্প। কুম্পয়াংচকার চক্রে।

কুপ—দ্যুতি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কোপয়তি, কোপয়তে। লোট্ কোপয়তু, কোপয়তাং। লিট্ কোপয়াং চকার চক্রে। লুঙ্ অচুকুপৎ, অচুকুপত।

"প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ কুপিতত্বচঃ।" (ভাগ°)

কুপ—রোষ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুপ্যতি। লোট্ কুপ্যতু।

"যো ন কুপ্যতি বিপ্রায় কুপ্যতে চ মহাপ্রভুঃ।

প্রকোপয়ত্যসৌ রাজা যত্নেন সদৃশোজনঃ॥" (কবি° ১৫৯)

লিট্ চুকোপ। লৃট্ কোপিষ্যতি। লুঙ্ অকুপৎ। অকুপতাং। যেস্থলে কুপ ধাতু ইদিৎ হইবে না, সেই স্থলে অকোপীৎ এইরূপ পদ হইবে।

সন্ চুকুপিষতি, চুকোপিষতি। যঙ্ চোকুপ্যতে, যঙ্ লুক্ চোকোপ্তি। অতি+প্র+কুপ—অতিশয়কোপ। কুপ ধাতু প্রয়োগে কর্ম্মের সম্প্রদানতা হইবে। অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি হইবে। যথা—বিপ্রায় কুপ্যতি ইত্যাদি।

কুমার—কেলি। অদন্ত চুরাদি। উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কুমারয়তি। লোট্ কুমারয়তু। লুঙ্ অচুকুমারৎ, অচুকুমারত। লিট্ কুমারয়াংচকার চক্রে। কেহ কেহ এই ধাতুকে কুমাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু র ও ল এই দুয়ের ঐক্যতা করিলে আর কোন গোল থাকে না।

কুম্ব—কুবি=কুবধাতু, আচ্ছাদন। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষেভ্বাদি। লট্ কুম্বয়তি, ভ্বাদি পক্ষে কুম্বতি। লিট্ কুম্বয়াংচকার। চুকুম্ব। লুঙ্ অচুকুম্বৎ। অকুম্বীৎ।

কুর—শব্দ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কুরতি। লোট্ কুরতু। লিট্ চুকোর। লুট্ কোরিতা। আশী-লিঙ্ কুর্য্যাৎ। লুঙ্ অকোরীৎ। ণিচ্ কুরয়তি। লুঙ্ অচূকুরৎ।

কুর্দ্দ—ক্রীড়া। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কুর্দ্দতে। লোট্ কুর্দ্দতাং। লিট্ চুকুর্দ্দে। লুট্ কুর্দ্দিতা। লুঙ্ অকুর্দ্দিষ্ট। লৃট্ কুর্দ্দিষ্যতে। কুর্দ্দ ধাতু দীর্ঘ উকারও আছে। 'কূর্দ্দ' এইরূপ ধাতু সকলে ইচ্ছা করেন না। দীর্ঘ উকার কূর্দ্দ ধাতুর রূপ কূর্দ্দতে এইরূপ হইবে। ঘুর্দ্দ ও গুর্দ্দ ধাতুর এই প্রকার রূপ হইবে।

কুল—১ সংঘাত, রাশীকরণ। ২ বন্ধুভাব, মৈত্রীকরণ। লট্ কোলতি। লোট্ কোলতু। লিট্ চুকোল। লুট্ কোলিতা। লুঙ্ অকোলীৎ। সম্+কুল—সঙ্কীর্ণতা।

কুশ—শ্লেষ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুশ্যতি। লোট্ কুশ্যতু। লিট্ চুকোশ। লুঙ্ অকুশৎ, অকোশীৎ।

কুশ—দ্যুতি। কুশি কুশধাতু। চুরাদি, পক্ষেভ্বাদি, অক, সেট্। লট্ কুংশয়তি। লোট্ কুংশয়তু। ভ্বাদি পক্ষে কুংশতি। কুংশতু। লিট্ কুংশয়াংচকার। চুকুংশ। লুঙ্ অচুকুংশৎ। ভ্বাদি পক্ষে অকুংশীৎ।

কুষ—নিষ্কর্ষ। বহিষ্করণ, নিঃসারণ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুষ্ণাতি। লোট্ কুষ্ণাতু। হি কুষাণ। লিঙ্ কুষ্ণীয়াৎ। লিট্ চুকোষ। লুট্ কোষিতা। লৃট্ কোষিষ্যতি। লুঙ্ অকোষীৎ, অকোষিষ্টাং, অকোষিষুঃ। কর্ম্মকবাচ্য কুষ্যতি। সন্ চুকোষিষতি। চুকুষিষতি। যঙ্ চোকুষ্যতে। যঙ্ লুক্ চোকোষ্টি। ণিচ্ কোষয়তি। অনু+কুষ=সাদৃশ্য রূপে বহির্নিঃসারণ। অভি+কুষ—আভিমুখ্যে নিঃসারণ। অব+কুষ—অধোনিঃসারণ। নির্+কুষ—নিষ্কাসন।

"আদায় পরিঘং তস্থৌ বলান্নিষ্কুষিতঃ ক্রমঃ।" (ভট্টি)

কুস—শ্লেষ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুস্যতি। লোট্ কুস্যতু। লিট্ চুকোস। লুঙ্ অকুসৎ, অকোসীৎ।

কুংস—দীপ্তি। কুসি=কুস ধাতু। চুরাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষেভ্বাদি। লট্ কুংসয়তি। লোট্ কুংসয়তু। ভ্বাদি পক্ষে কুংসতি। লুঙ্ অচুকুংসৎ। অকুংসীৎ।

কুস্ম—১ বুদ্ধিপূর্ব্বক দর্শন। ২ কুৎসিৎ হাস্য। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্, হাস্যার্থে অক°। লট্ কুস্ময়তে। লোট্ কুস্ময়তাং। লিট্ কুস্ময়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকুস্মত। 'কুস্ময়তে জনঃ, কুস্ময়তে বুদ্ধ্যা পশ্যতি।' (দুর্গাদাস) কেহ কেহ বলেন, কুস্ম ধাতু নহে, কুশব্দ পূর্ব্বক স্মিধাতুর এইরূপ রূপ হইবে। অথবা কুস্ম। এই প্রাতিপদিকের উত্তর ণিচ্ করিয়া তাহার পর এইরূপ হইয়াছে।

কুহ—বিস্মাপন। অদন্ত চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কুহয়তে। লোট্ কুহয়তাং। লিট্ কুহয়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকুহত।

কূ—আর্ত্তস্বর। তুদাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কুবতে। লোট্ কুবতাং। লিট্ চুকুবে। লুঙ্ অকুবিষ্ট।

কূ—শব্দ। ক্র্যাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কুণাতি, কুণীতে। লিট্ চুকোব, চুকুবে। লুঙ্ অকবীৎ, অকবিষ্ট।

"শ্রুতিপুটপরিচেয়ং ক্রৌঞ্চচক্রং কুণাতি।" (কবি° ১৭)

কূজ—অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কূজতি। লোট্ কূজতু। লিট্ চুকূজ। লুট্ কূজিতা। লুঙ্ অকূজীৎ। সন্ চুকূজিষতি। যঙ্ চোকূজ্যতে। যঙ্ লুক্ চোকোক্তি। ণিচ্ কূজয়তি।

"কোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।" (গীতগো° ১।২৮)

কূট—১ অপবাদ। ২ দানাভাব। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কূটয়তে। লোট্ কূটয়তাং। লিট্ কূটয়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকূটৎ।

কূট—১ দাহ। ২ মন্ত্রণ। ৩ প্রচ্ছাদন। ৪ অবসাদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কূটয়তে, কূটয়তি। লিট্ কূটায়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকূটৎ, অচুকূটত।

"যঃ কূটয়তি শত্রূণাং দৃষ্ট্বা গজঘটারণে" (কবিক° ২৩৪)

মৈত্রেয় মতে এই ধাতুর রূপ লটে 'কোটয়তে' হইবে।

কূড়—১ সান্দ্রতা, ঘনীভাব। ২ ভক্ষণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সান্দ্রতা অর্থে অক, ভক্ষণার্থে সক°। লট্ কূড়তি। লিট্ চুকূড়। লুঙ্ অকূড়ীৎ। লুট্ কূড়িতা।

কূণ—১ আভাষণ। ২ মন্ত্রণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কূণয়তি, কূণয়তে। লিট্ কূণয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অচুকূণৎ, অচুকূণত।

কূণ—সঙ্কোচ। চুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কূণয়তে। লিট্ কূণয়াংচক্রে। লুঙ্ অচুকূণত।

কূপ—দৌর্বল্য। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কূপয়তি। লোট্ কূপয়তু। লিট্ কূপয়াংচকার। লুঙ্ অচুকূপৎ।

কূর্দ্দ—ক্রীড়া। [কুর্দ্দ দেখ।]

কূল—আবৃত্তি, আবরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কূলতি। লোট্ কূলতু। লিট্ চুকূল। লুঙ্ অকূলীৎ।

"যশ্চামুং প্রতিকূলতি" (কবিক° ৮৭)

কৃ—কৃঞ্ কৃধাতু=করণ। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ করতি, করতে। লোট্ করতু, করতাং। লিট্ চকার, চক্রে। লুঙ্ অকার্ষীৎ, অকৃত। ভ্বাদিগণীয় এই ধাতুর পাণিনিতে উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য কেহ কেহ বলেন এই ধাতু পাণিনীয় নহে।

কৃ—কৃঞ্ কৃধাতু=হিংসা। স্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কৃণোতি, কৃণুতে। লোট্ কৃণোতু, কৃণুতাং। লিট্ চকার, চক্রে। লুঙ্ অকার্ষীৎ, অকৃত।

"যুদ্ধে কৃণোতি শত্রূণাং বারণান্।" (কবিক° ১৩৭)

নির্+কৃ—ভঞ্জন।

কৃ—ডুকৃঞ্ কৃধাতু=করণ, বিধান, অনুষ্ঠান। তনাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ করোতি, কুরুতঃ, কুর্ব্বন্তি। কুরুতে, কুর্ব্বাতে, কুর্ব্বতে। লোট্ করোতু, কুরু, করবাণি। কুরুতাং। লঙ্ অকরোৎ, অকুরুতাং, অকুর্ব্বন্। অকুরুত, অকুর্ব্বাতাং, অকুর্ব্বত। বিধিলিঙ্ কুর্য্যাৎ, কুর্ব্বীত। লিট্ চকার, চক্রতুঃ চক্রুঃ, চক্রে, চক্রাতে, চক্রিরে। লুঙ্ অকার্ষীৎ, অকার্ষ্টাং, অকার্ষুঃ। অকৃত, অকৃষাতাং, অকৃষত, অকৃথাঃ, অকৃঢ্বং। লুট্ কর্ত্তা। লৃট্ করিষ্যতি, করিষ্যতে। আশীর্লিঙ, ক্রিয়াৎ, কৃষীষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে লট্ ক্রিয়তে। লুট্ কারিতা। লৃট্ করিষ্যতে। লুঙ্ অকারি। সন্ চিকীর্ষতি, চিকীর্ষতে। যঙ্ চেক্রীয়তে। যঙ্লুক্ চর্করীতি চরীকরোতি। চরীকরীতি। চর্কর্ত্তি। চরিকর্ত্তি, চরীকর্ত্তি। ণিচ্ কারয়তি, কারয়তে। লুঙ্ অচীকরৎ, অচীকরত। কৃদন্ত—কুর্ব্বন্, কুর্ব্বাণ, কৃত্য, কার্য্য, কর্ত্তব্য, করণীয়, কৃৎ, কৃত, কার, করণ, কৃত্বা, কৃত্বা, কর্ত্তুং, উচ্চৈঃকার, প্রিয়ঙ্কর, অলঙ্করিষ্ণু, কুম্ভকার, সুখকর, কারক, কর্ত্তা, কারু, কর্ম্ম, কৃত্যা, ক্রিয়া ইত্যাদি।

অধি+কৃ—অধিকার আরম্ভ এই অর্থে সকর্ম্মক।

"অধিচক্রে লয়ং হরিঃ।" (ভট্টি ৮।২০)

অনু+কৃ—সদৃশীকরণ, অনুকরণ।

"শৈলাধিপস্যানুচকার লক্ষ্মীং।" (ভট্টি ২।৮)

অবা+কৃৎ—অপকার, অনিষ্টাচরণ।

"বিপোসাজমপক্রিয়া।" (মাঘ)

অপ+আ+কৃ—নিবারণ। আ+কৃ—আকার, অবয়বসংস্থান। উদ্+আ+কৃ—উৎকালন।

"সৌম্যোদজ সোমশ্রবাঃ ইতি তাহোদা চকার।" (বৃহদা° উপ°)

উপ+কৃ—উপকার।

"উপকৃতং বহুতত্র কিমুচ্যতে" (সাহিত্যদ°)।

সংস্কার, এই অর্থে কৃ ধাতুর উপ পূর্ব্বক সুড়াগম হইবে। যথা 'উপস্করোতি'। উপ+আ+কৃ—আরম্ভ। ২ পশ্বাদি সংস্কার।

"শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।" (মনু)।

দুর+কৃ=দুষ্টাচরণ। পি+কৃ—পরাভব। নিস্+নির্+কৃ—শুদ্ধি। এই অর্থে অকর্ম্মক। নির্+আ+কৃ—নিবারণ। পরা+কৃ—নিরাকরণ। পরি+কৃ—পরিষ্কার। প্র+কৃ—প্রস্তাব। আরম্ভ। প্রতি+কৃ—প্রতিকার, অনিষ্টনিবারণ, প্রতিকূলাচরণ। বি+কৃ—বিভাগ, বিকার। 'স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুত' (ছান্দো° উ°)। 'ব্যকুরুত ব্যভজৎ' (ভাষ্য)। বি+আ+কৃ—প্রকাশন।

"শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ॥"

(বেদাঙ্গোক্তি)।

বি+প্র+কৃ—উপদ্রব। সম্+কৃ—সংস্কার।

কৃড়—ঘনত্ব, সান্দ্রতা। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কৃড়তি। লোট্ কৃড়তু। লিট্ চকড়। লুট্ কুড়িতা। লুঙ্ অকড়ীৎ।

কৃত—ছেদন। তুদাদি, পরস্মৈ সক, সেট্। লট্ কৃন্ততি।

"কৃন্তত্যরিশিরাংসি সঃ" (কবিক° ১২২)।

লোট্ কৃন্ততু। লিট্ চকর্ত্ত, চকৃততুঃ। লুট্ কর্ত্তিতা। লৃট্ কর্ত্তিষ্যতি, কর্ৎস্যতি। লুঙ্ অকর্ত্তীৎ, অকর্ত্তিষ্টাং, অকর্ত্তিষুঃ। সন্ চিকর্ত্তিষতি, চিকৃৎসতি। যঙ্ চরীকৃত্যতে, যঙ্লুক্, চরীকর্ত্তি, চর্কর্ত্তি, চর্করীতি। ণিচ্ কর্ত্তয়তি। লুঙ্ অচকর্ত্তৎ, অচীকৃৎ। অব+কৃত—ছেদন। উৎ+কৃত—উৎকর্ত্তন। নিষ্কোষণ। নি+কৃত—কুৎসিতবর্ত্তন। নির+কৃত—উৎকর্ত্তন।

"অলাবুমধ্যান্নিকৃত্য বীজং" (মহানাটক)

কৃত—বেষ্টন। রুধাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কৃণত্তি, কৃন্তঃ, কৃন্তন্তি। "যং কৃণত্তি গুণগ্রামঃ" (কবিক° ১২২)

লঙ্ অকৃণৎ। লুঙ্ অকর্ত্তীৎ। অন্য বিভক্তিতে রূপ তুদাদিগণীয় কৃত ধাতুর ন্যায়।

কৃত—সংশব্দ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কীর্ত্তয়তি, কীর্ত্তয়তে। লিট্ কীর্ত্তয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিকীর্ত্তৎ, অচিকীর্ত্তত।

"কীর্ত্তয়ন্তি চ গোষ্ঠীষু যদ্গুণানজরোগণাঃ।" (কবিক° ১২২)।

কৃপ—১ হিংসা। ২ করণ। ৩ গমন। লট্ কৃণোতি, কৃণুতঃ, কৃণ্বন্তি। বিধিলিঙ্ কৃণুয়াৎ। লিট্ চর্কিষ, চকৃষতুঃ। লুট্ কৃষিতা। লুঙ্ অকৃষীৎ।

কৃপ—দুর্বলতা। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কৃপয়তি, কৃপয়তে। "নাসৌ কৃপয়তি প্রভুঃ" (কবি° ২৩৫) লিট্ কৃপয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অচিকৃপৎ, অচিকৃপত।

কৃপ—দ্যুতি, চিত্রীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। কল্পয়তি, কল্পয়তে। ভ্বাদি পক্ষে কল্পতি। লুঙ্ অচীকল্পৎ, অচীকল্পত। ভ্বাদি পক্ষে অকল্পীৎ।

কৃশ—তনুকরণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কৃশ্যতি। লোট্ কৃশ্যতু। লিট্ চকর্শ। লুট্ কর্শিতা। লৃট্ কর্শিষ্যতি। লুঙ্ অকৃশৎ, অকর্শীৎ। ক্ত—কৃশ। ণিচ্ কর্শয়তি, কর্শয়তে। লুঙ্ অচীকৃশৎ, অচীকৃশত। অচকর্শৎ, অচকর্শত।

কৃষ—বিলেখন। আকর্ষণ। তুদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ কৃষতি, কৃষতে।

"সুখং কৃষতি শালেয়মিক্ষুক্ষেত্রঞ্চ কর্ষতি।" (কবি° ১৮২)

লিট্ চকর্ষ, চকৃষে। লুঙ্ অকৃক্ষৎ, অকৃক্ষত। লৃট্ ক্রক্ষ্যতি,-তে।

কৃষ—বিলেখন। আকর্ষণ। প্রাপণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ কর্ষতি। বিধিলিঙ্ কর্ষেৎ। লোট্ কর্ষতু। লঙ্ অকর্ষৎ। লুঙ্ অক্রাক্ষীৎ, অকার্ক্ষীৎ, অকৃক্ষৎ। অক্রাষ্টাং, অকার্ষ্টাং, অকৃক্ষতাং। অকার্ক্ষুঃ, অক্রাক্ষুঃ, অকৃক্ষন্। অকৃষ্ট, অকৃক্ষাতাং, অকৃক্ষত। কর্ম্মবাচ্যে কৃষ্যতে। লুঙ্ অকর্ষি। সন্ চিকৃক্ষতি, চিকৃক্ষতে। যঙ্ চরীকৃষ্যতে, চরীকর্ষ্টি, চরীক্রষ্টি। ণিচ্ কর্ষয়তি। লুঙ্ অচকর্ষৎ, অচীকৃষৎ। অনু+কৃষ—অনুষঙ্গ, পূর্ব্বস্থিতপদাদির উত্তর বাক্যে যোজনের নিমিত্ত অনুসন্ধান। অপ+কৃষ—হীনতাকরণ। অপ+আ+কৃষ—নিবর্ত্তন।

"তমশক্যমপাক্রষ্টুং নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ" (রঘু)।

অভি+কৃষ—আভিমুখ্যে কর্ষণ। অব+কৃষ—অধঃস্থিত হইয়া কর্ষণ। আ+কৃষ—আকর্ষণ। উদ্+কৃষ—অতিশায়ন, প্রাধান্যপ্রাপণ, আকর্ষণ। নির্+কৃষ—নিস্মারণ। নিশ্চয়। প্র+কৃষ—অতিশয় কর্ষণ।

"ইদং তু মম দীনস্য মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি।" (রাম° সুন্দ° ১।১)

সম্+কৃষ—সম্যক্ কর্ষণ। সম্+আ+কৃষ—সম্যক্‌রূপে দূর পর্য্যন্ত নয়ন।

কৄ—বিক্ষেপ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কিরতি। লিট্ চকার, চকরতুঃ। চকরিথ। লুট্ করিতা, করীতা। আশীর্লিঙ্ কীর্য্যাৎ। লৃট্ করিষ্যতি, করীষ্যতি। লুঙ্ অকারীৎ, অকারিষ্টাং, অকারিষুঃ। সন্ চিকরিষতি। যঙ্ চেকীর্য্যতে। যঙ্ লুক্ চাকর্ত্তি। ণিচ্ কারয়তি। অনু+কৄ—পশ্চাৎ ক্ষেপ। অপ+কৄ—হর্ষ বাস ও ভক্ষণের জন্য খনন। অব+কৄ—অধঃক্ষেপণ। দূরতঃ ক্ষেপণ। আ+কৄ—সমন্তাৎ ক্ষেপণ, বিস্তার। উদ্+কৄ—উৎখনন, চলিত কথা গাড়া। সম্+উদ্+কৄ—ছেদন। বিদারণ। হিংসা। পরা+কৄ—সম্যক্ ক্ষেপ, ব্যাপ্তি। প্র+কৄ—প্রক্ষেপ। নানাজাতীয়ের সম্মিলন। প্রতি+কৄ—হিংসা। বি+কৄ—বিক্ষেপ। সম+কৄ—মিশ্রণ।

কৄ=কৄঞ্+কৄধাতু—হিংসন। ক্র্যাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কৃণাতি, কৃণীতে। লিড়াদির রূপ কৄ ধাতুর ন্যায় হইবে।

কৃণাতি তুরগান্ রণে।" (কবিক° ৪৪)।

কৄ-বিজ্ঞান। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কারয়তে। লিট্ কারয়াংচক্রে। লুঙ্ অচীকরত।

কৄত—সংশব্দ। সংশব্দ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কীর্ত্তয়তি, কীর্ত্তয়তে। লিট্ কীর্ত্তয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচকীর্ত্তৎ, অচকীর্ত্তত।

"কীর্ত্তয়ন্তি চ গোষ্ঠীষু যদ্‌গুণানস্মরোগণাঃ।" (কবিক° ১২২)

কৢপ=কৃপূ কৢপ ধাতু—সামর্থ্য। যোগ্যতা। পর্য্যাপ্তি। সম্পত্তি, উৎপত্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লুঙ্, লুট্, লৃট্ ও লৃঙ্ এই কয় বিভক্তিতে উভয়পদী। কল্পতে।

"যোঽর্থিনামীপ্সিতপ্রাপ্ত্যৈ কল্পতে কল্পবৃক্ষবৎ।

ন কল্পয়তি মিথ্যার্থং শিরঃ কল্পতি বিদ্বিষাং॥" (কবি° ৮৩)

লিট্ চকৢপে। লুট্ কল্প্তা। কল্প্তাসি। কল্পিতা। লৃট্ কল্পস্যতি, কল্পিষ্যতি। লৃঙ্ অকল্পস্যৎ, অকল্পিষ্যত। আশীর্লিঙ্ কল্পিষীষ্ট, কৢপ্সীষ্ট। লুঙ্ অকৢপৎ, অকল্পিষ্ট, অকৢপ্ত। অকল্পিষাতাং, অকৢপ্সাতাং। অকল্পিষত, অকৢপ্সত। সন্ চিকল্পিষতে। চিকৢপ্সতি। যঙ্ চলীকৢপ্যতে। যঙ্‌লুক্ চলীকল্প্তি। ণিচ্—কল্পয়তি। কৃপ—চুরাদি, পরস্মৈ। ১ মিশ্রণ। ২ চিত্রীকরণ। ৩ কল্পন। লট্ কল্পয়তি, কল্পতি। অব+কৢপ—সম্ভাবনা। উপ+কৢপ—বিন্যাস। পরি+কৢপ—করণ। নিশ্চয়। প্র+কৢপ—অনুষ্ঠান। আয়োজন। নিরূপণ। বি+কৢপ—বিকল্প। সংশয়। সম্+কৢপ—সংকল্প, আমি ইহা করিব, এই প্রকার মানস ব্যাপার ভেদ।

কেত—১ মন্ত্রণ। ২ নিঃশ্রাবণ, যথোচিতভাষণ। ৩ নিমন্ত্রণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কেতয়তি, কেতয়তে। লিট্ কেতয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিকেতৎ, অচিকেতত। সম্+কেত—ইচ্ছাভেদ, শব্দের অর্থবোধক ব্যাপার।

"সঙ্কেতো গৃহ্যতে জাতৌ গুণদ্রব্যক্রিয়াসু চ।" (কাব্যপ্র°)

"কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।" (অমর)

কেল—চাল। ভ্বাদি, পরস্মৈ সক, সেট্। লট্ কেলতি। লিট্ চিকেল। লুঙ্ অকেলীৎ। খেল, চেল ও বেল ধাতুর এইরূপ রূপ হইবে।

কেলা—বিলাস। কেলা কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্ কেলায় ধাতু আত্মনেপদী, অক, সেট্। লট্ কেলয়তে। লিট্ কেলায়াংচক্রে। লুঙ্ অকেলায়িষ্ট।

কেব—সেবন। কেবৃ কেবধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কেবতে। লিট্ চিকেবে। লুঙ্ অকেবিষ্ট। ণিচ্ কেবয়তি। লুঙ্ অচিকেবৎ। ক্লেব, খেব, কেব ধাতুরও এইপ্রকার রূপ হইবে।

কৈ—শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ কায়তি। লিট্ চকৌ। লুট্ কাতা। লৃট্ কাস্যতি। লুঙ্ অকাসীৎ। অকাসিষ্টাং।

ক্রথ—বধ। চুরাদি, উভয়পদী। পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রথয়তি, ক্রথয়তে। লিট্ ক্রথয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিক্রথৎ, অচিক্রথত। ভ্বাদি পক্ষে, লট্ ক্রথতি। লিট্ চক্রাথ। লুঙ্ অক্রথীৎ।

ক্রস—ক্রসু ক্রসধাতু। ১ কৌটিল্য। ২ দীপ্তি। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রস্যতি। লিট্ চক্রাস। চক্রসতুঃ। লৃট্ ক্রসিষ্যতি। লুঙ্ অক্রসীৎ, অক্রাসীৎ। ণিচ্ ক্রসয়তি ঘটাদি বলিয়া হ্রস্ব হইল। লুঙ্ অচিক্রসৎ।

ক্রস—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রসয়তি,—তে। লিট্ ক্রসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিক্রসৎ,—ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ক্রসতি। লিট্ চক্রাস। লুঙ্ অক্রাসীৎ, অক্রসীৎ।

ক্রূয়—ক্রূয়ী ক্রূয় ধাতু। ১ দুর্গন্ধ। ২ আর্দ্রীভাব। ৩ শব্দ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রূয়তে। লিট্ চুক্রুয়ে। লুট্ ক্রূয়িতা। লুঙ্ অক্রূয়িষ্ট। ণিচ্ ক্রোপয়তি,-তে। লুঙ্ অচুক্রূপৎ,-ত।

ক্রংস—প্রকাশন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রংসতি। লিট্ চক্রাংশ। লুঙ্ অক্রংসীৎ।

ক্রথ—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রথতি। লিট্ চক্রাথ। লুঙ্ অক্রথীৎ, অক্রাথীৎ। ণিচ্ ক্রাথয়তি।

ক্রন্দ—রোদন। ২ বৈকল্য। ৩ আহ্বান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, আহ্বানার্থে অক, সেট্। লট্ ক্রন্দতি। লিট্ চক্রন্দ। লুঙ্ অক্রন্দীৎ।

"ক্রন্দতাক্রজনৈর্বাগ্ভিঃ ক্রন্দয়ন্তি রিপুস্ত্রিয়ঃ।" (কবি° ৭২)

সন্ চিক্রন্দিষতি। যঙ্ চাক্রন্দ্যতে। যঙ্লুক্ চাক্রন্তি। ণিচ্ ক্রন্দয়তি। অনু+ক্রন্দ—ক্রন্দনের দ্বারা অনুগমন। অভি+ক্রন্দ—অভিমুখে শত্রু প্রভৃতির আহ্বান।

"অভিক্রন্দন্ বৃষায়সে" (ঋক্ ১০।২১।৮)

'অভিক্রন্দন্ আভিমুখ্যেন যুদ্ধার্থং শত্রূনাহ্বন্' (সায়ণ)

২ অভিমুখে শব্দকরণ। আ+ক্রন্দ—আহ্বানপূর্ব্বক রোদন। সম্+আ+ক্রন্দ—সম্যক্ আহ্বান পূর্ব্বক ক্রন্দন। নি+ক্রন্দ—যথানামশব্দোচ্চারণ। প্র+ক্রন্দ—স্তবন। (ঋক্ ৫।৫৭।১)। বি+ক্রন্দ—বিশেষ রূপে ক্রন্দন। সম্+ক্রন্দ—সম্যক্ ক্রন্দন।

ক্রদ—বৈকল্য। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রদতে। লিট্ চক্রদে। লুঙ্ অক্রদিষ্ট। ণিচ্ ক্রদয়তি, যঙ্ করিয়া বৈদিক প্রয়োগে কনিক্রদ্যতে। যঙ্ লুক্ কনিক্রত্তি, কনিক্রদীত্তি।

ক্রপ—কৃপা, দয়া। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রপতে। লিট্ চক্রপে। লুট্ ক্রপিতা। লুঙ্ অক্রপিষ্ট। ণিচ্ ক্রপয়তি। লুঙ্ অচিক্রপৎ।

ক্রম=ক্রমু ক্রম ধাতু পাদবিক্ষেপ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রম্যতি, ক্রামতি। বিধিলিঙ্ ক্রম্যেৎ, ক্রামেৎ। লোট্ ক্রম্যতু, ক্রামতু। লুঙ্ অক্রমীৎ। লিট্ চক্রাম। লুট্ ক্রমিতা। লৃট্ ক্রমিষ্যতি। কর্ম্মবাচ্যে ক্রম্যতে। লুঙ্ অক্রমি, অক্রামি। অপ্রতিবন্ধ, উৎসাহ, স্ফীততা এই সকল অর্থ বুঝাইলে আত্মনেপদী হয়। লট্ ক্রম্যতে, ক্রমতে। লিট্ চক্রমে। লুঙ্ অক্রাংস্ত, অক্রংসাতাং, অক্রংসত।

'ব্যাকরণাধ্যয়নায় ক্রমতে'।

"অস্মিন্ ক্রমন্তে শাস্ত্রাণি স্ফীতানি ভবন্তি" (পাণিনি ১।৩।৩৮)

সন্ চিক্রমিষতি, চিক্রংসতে। যঙ্ চঙ্ক্রম্যতে। যঙ্লুক্ চঙ্ক্রন্তি। ণিচ্ ক্রময়তি। লুঙ্ অচিক্রমৎ। কেহ কেহ বলেন, লট্ বিভক্তিতে 'ক্রময়তি' এইরূপ হইবে। 'অরামস্মিন্ সংক্রাময়' (মহাভা°) এই স্থলে সংক্রাময়, অকারের বৃদ্ধি হইল। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে ক্রম ধাতুর উত্তর ইট্ হইবে না।

অতি+ক্রম—অতিক্রমণ, উল্লঙ্ঘন।

"স নদীঃ পর্ব্বতাংশ্চাপি সলিলানি সরাংসি চ।
অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খেচরন্নিব॥" (ভারত)

অভি+অতি+ক্রম—অভিমুখে অতিক্রমণ। বি+অতি+ক্রম—অভিমুখে অতিক্রমণ। বি+অতি+ক্রম—বিপরীত ভাবে ক্রমণ। সম্+অতি+ক্রম—সম্যক্ অতিক্রমণ। অধি+ক্রম—অধিকরূপে ক্রমণ। অনু+ক্রম—পরিপাটী রূপে ক্রমণ। অপ+ক্রম—অপসরণ। অভি+ক্রম—অভিমুখে গমন। অব+ক্রম—অপসরণ। হিংসন। অনু+অব+ক্রম—অনুগমন। প্রবেশ। আ+ক্রম বলপূর্ব্বক আক্রমন। উৎ+ক্রম—উদয়। অনু+উদ্+ক্রম—উৎক্রমণানুসরণ। বি+উদ্+ক্রম—বিপরীতভাবে ও বিশেষরূপে লঙ্ঘন। উপ+

ক্রম—আরম্ভ। নি+ক্রম—অত্যন্ত ক্রমণ। অবশ্য ক্রমণ। অনু+নি+ক্রম—অনুক্রমণ। নির্+ক্রম—নিঃসরণ। অভি+নির্+ক্রম—অভিমুখে নিঃসরণ। বি+নির্+ক্রম—বিশেষ রূপে নিঃসরণ। পরা+ক্রম—বলের দ্বারা আক্রমণ।

পরি+ক্রম—ভ্রমণ। সম্+পরি+ক্রম—সম্যক্ বেষ্টনাকারে গমন, পর্যটন। প্র+ক্রম—আরম্ভ। আরম্ভ অর্থে প্রপূর্ব্বক ক্রম ধাতু আত্মনেপদ হয়।

"প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্ঝিতক্রমঃ।" (রঘু)

বি+ক্রম—পাদ বিহরণ। এই অর্থে বিপূর্ব্বক আত্মনেপদ হয়। অধি+বি+ক্রম—অধিকরূপে পরাক্রম। নির্+বি+ক্রম—বিশেষদ্বারা নিঃসরণ।

সম্+ক্রম—একস্থানে অবস্থিতের অন্য স্থানে সঞ্চরণ। অনু+সম্+ক্রম—আনুরূপ্য বা আনুপূর্ব্ব দ্বারা সংক্রমণ। উপ+সম+ক্রম—সামীপ্যে সংক্রমণ। প্রতি+সম্+ক্রম—প্রতিকূল সংক্রমণ।

ক্রী=ডুক্রীঞ্ ক্রী+ধাতু—ক্রয়। দ্রব্যবিনিময়। ক্র্যাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ ক্রীণাতি, ক্রীণীতঃ, ক্রীণন্তি। ক্রীণীতে। বিধিলিঙ্ ক্রীণীয়াৎ। লঙ্ অক্রীণাৎ। অক্রীণীত। লিট্ চিক্রায়। চিক্রয়িথ। চিক্রেয়ে। লুট্ ক্রেতা। লৃট্ ক্রেষ্যতি। লুঙ্ অক্রৈষীৎ, অক্রৈষ্টাং, অক্রৈষুঃ। অক্রেষ্ট, অক্রেষাতাং। অক্রেষত। সন্ চিক্রেষতি,—তে। যঙ্ চেক্রীয়তে। যঙ্‌লুক্ চেক্রয়ীতি, চেক্রেতি। ণিচ্ ক্রাপয়তি। লুঙ্ অচিক্রপৎ। অপ+ক্রী—মূল্যাদি দান দ্বারা বশনয়ন। অভি+ক্রী—অভিলক্ষ্য করিয়া বিক্রয়। সংস্কারবিশেষ। অব+ক্রী—ধনাদি দ্বারা বশনয়ন। আ+ক্রী—ঈষৎ বিক্রয়। উপ+ক্রী—সমীপে ক্রয়। নিস্+নির্+ক্রী—বিক্রয়, ক্রয়ানুরূপ মূল্য দান। পরি+ক্রী—নিয়তকাল ভৃতি দ্বারা স্বীকার। বি+ক্রী—বিক্রয়। সম্+ক্রী—সম্যক্‌ক্রয়।

ক্রীড়—খেলন। বিহার, ক্রীড়া। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রীড়তি। লিট্ চিক্রীড়। লুট্ ক্রীড়িতা। লৃট্ ক্রীড়িষ্যতি। লুঙ্ অক্রীড়ীৎ। সন্ চিক্রীড়িষতি। যঙ্ চেক্রীড়্যতে। যঙ্‌লুক্ চেক্রেটি। ণিচ্ ক্রীড়য়তি। লুঙ্ অচিক্রীড়ৎ।

ক্রুড়—নিমজ্জন। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রুড়তি। লিট্ চুক্রোড়। লুঙ্ অক্রুড়ীৎ। লুট্ ক্রুড়িতা।

ক্রুথ—হিংসন। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রুথ্নাতি। লিট্ চুক্রোথ। লুঙ্ অক্রোথীৎ।

ক্রুধ—কোপ। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, উপসর্গ পূর্ব্বক হইলে সক, অনিট্। লট্ ক্রুধ্যতি। লিট্ চুক্রোধ, চুক্রুধতুঃ। লুট্ ক্রোদ্ধা। লৃট্ ক্রোৎস্যতি। লুঙ্ অক্রুধৎ। সন্ চুক্রুৎসতি। যঙ্ চোক্রুধ্যতে। যঙ্‌লুক্ চোক্রোদ্ধি। ণিচ্ ক্রোধয়তি। লুঙ্ অচুক্রুধৎ।

ক্রুশ—১ ক্লেশ। ২ শ্লেষণ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রুশ্নাতি। লিট্ চুক্রুশ। লুট্ ক্রুশিতা। লুঙ্ অক্রুশীৎ।

ক্রুশ—১ রোদন। ২ আহ্বান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অনিট্, সক। রোদন অর্থে অক°। লট্ ক্রোশতি। লিট্ চুক্রোশ। লুট্ ক্রোষ্টা। লৃট্ ক্রোক্ষ্যতি। লুঙ্ অক্রুক্ষৎ। সন্ চুক্রুক্ষতি। যঙ্ চোক্রুশ্যতে। যঙ্‌লুক্ চোক্রুশীতি, চোক্রোষ্টি। ণিচ্ ক্রোশয়তি। লুঙ্ অচুক্রুশৎ। অনু+ক্রুশ—দয়া। অনুরোদন। আ+ক্রুশ—অতিশয় কথন। উদ্+ক্রুশ—উচ্চ স্বরে আহ্বান, উচ্চস্বরে রোদন।

ক্রূড়—[ক্রুড় দেখ।]

ক্লথ—বধ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ ক্লথয়তি, ক্লথয়তে। লিট্ ক্লথয়াঞ্চকার,—চক্রে। লুঙ্ অচিক্লথৎ, অচিক্লথত। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ক্লথতি। লিট্ চক্লাথ। লুঙ্ অক্লাথীৎ, অক্লথীৎ।

ক্লদ—বৈকল্য। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্লদ্যতে লিট্ চক্লদে। লুঙ্ অক্লদিষ্ট। ণিচ্ ক্লদয়তি—তে। লুঙ্ অচিক্লদৎ,—ত।

ক্লদ—রোদন। ক্লদি ক্লদ ধাতু ভ্বাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ক্লন্দতি,—তে। লিট্ চক্লন্দ,—ন্দে। লুঙ্ অক্লন্দীৎ অক্লন্দিষ্ট।

ক্লপ—অব্যক্তবাক্য। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ক্লপয়তি,—তে। লিট্ ক্লপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিক্লপৎ, অচিক্লপত।

ক্লম—গ্লানি। শ্রম, অসামর্থ্য। মূর্চ্ছা। লট্ ক্লাম্যতি।

"কায়ঃ ক্লাম্যতি নাক্রন্দে যস্য প্রহরতো রিপূন্।
ক্লাম্যন্তি রিপুসেনাশ্চ প্লবমানা দিশো দশ॥" (কবি° ২২৬)

লিট্ চক্লাম। লুট্ ক্লমিতা। লুঙ্ অক্লমীৎ।

ক্লম—গ্লানি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্লমতি। লিট্ চক্লাম। লুঙ্ অক্লমৎ।

ক্লব—ভয়। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্লব্যতে। লিট্ চক্লবে। লুঙ্ অক্লবিষ্ট। ণিচ্ ক্লবয়তি।

ক্লিদ—আর্দ্রীভাব। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, বেট্। লট্ ক্লিদ্যতি।

"অজস্রমশ্রুভিস্তাসাং ক্লিদ্যন্তি নয়নানি চ।" (কবি° ১৩১)

লিট্ চিক্লেদ। লুট্ ক্লেত্তা, ক্লেদিতা। লৃট্ ক্লেৎস্যতি, ক্লেদিষ্যতি। লুঙ্ অক্লিদৎ, অক্লেদীৎ, অক্লৈৎসীৎ। সন্ চিক্লেদিষতি, চিক্লিদিষতি, চিক্লিৎসতি। যঙ্ চেক্লিদ্যতে। যঙ্‌লুক্ চেক্লেত্তি। ণিচ্ ক্লেদয়তি। লুঙ্ অচিক্লিদৎ।

ক্লিদ—রোদন। ক্লিদি ক্লিদ ধাতু, ভ্বাদি, উভয়পদী, অক্, সেট্। লট্ ক্লিন্দতি—তে। লিট্ চিক্লিন্দ, চিক্লিন্দে। লুঙ্ অক্লিন্দীৎ, অক্লিন্দিষ্ট। ক্লিন্দ ধাতুর শোকার্থ হইলে আত্মনেপদ হয় এবং সকর্ম্মক হইয়া থাকে।

ক্লিশ—উপতাপ। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। বোপদেবের মতে উভয়পদী। ক্লিশ্যতি,—তে। লুঙ্ অক্লেশিষ্ট।

ক্লিশ—বাধন। ক্লিশূ=ক্লিশ—ধাতু—ক্র্যাদি, সক, বেট্। লট্ ক্লিশ্নাতি, ক্লিশ্নীতঃ, ক্লিশ্নন্তি।

"নেন্দ্রিয়াণি বিরুদ্ধেষু ক্লিশ্নাতি বিষয়েষু সঃ।" (কবি° ৯৩)

লিট্ চিক্লেশ। লুট্ ক্লেশিতা, ক্লেষ্টা। লৃট্ ক্লেশিষ্যতি, ক্লেক্ষ্যতি। লুঙ্ অক্লেশীৎ, অক্লিক্ষৎ, অক্লেশিষ্টাং, অক্লিক্ষতাং, অক্লেশিষুঃ, অক্লিক্ষন্। সন্ চিক্লিশিষতি, চিক্লেশিষতি। চিক্লিক্ষতি। যঙ্ চেক্লিশ্যতে। যঙ্লুক্ চেক্লিষ্টি।

ক্লীব—বিকলতা। অপ্রাগলভ্য। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্লীবতে। লিট্ চিক্লীবে। লুট্ ক্লীবিতা। লুঙ্ অক্লীবিষ্ট।

ক্লু—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ ক্লবতে। লিট্ চুক্লুবে। লুঙ্ অক্লোষ্ট।

ক্লেশ—অস্ফুট কথন। বাধন, পীড়ন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ক্লেশতে। লিট্ চিক্লেশে। লুট্ ক্লেশিতা। লুঙ্ অক্লেশিষ্ট।

ক্বণ—অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্বণতি। লিট্ চক্বাণ। লুট্ ক্বণিতা। লুঙ্ অক্বণীৎ। ণিচ্ ক্বণয়তি।

"নিক্বাণো নিক্বণঃ ক্বাণঃ ক্বণঃ ক্বণনমিত্যপি।
বীণায়াঃ ক্বণিতে প্রাদেঃ প্রক্বাণপ্রক্বণাদয়ঃ॥" (অমর)

ক্বথ—নিষ্পচন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্বথতি। লিট্ চক্বাথ। লুট্ ক্বথিতা। লৃট্ ক্বথিষ্যতি। লুঙ্ অক্বথীৎ। ণিচ্ ক্বাথয়তি। হিংসা অর্থে ক্বথয়তি।

"জলাশয়েষু তপ্তেষু ক্বথমানেষু বহ্নিনা।" (ভারত ১।২১৬ অ°)

ক্বেল—১ কম্প। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, কম্প অর্থে অক° সেট্। লট্ ক্বেলতি। লিট্ চিক্বেল। লুঙ্ অক্বেলীৎ। লুট্ ক্বেলিতা। ণিচ্ ক্বেলয়তি। লুঙ্ অচিক্বেলৎ।

ক্ষজ—কৃচ্ছ্রজীবন। ক্ষজি ক্ষজ ধাতু চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ক্ষঞ্জয়তি,—তে। লিট্ ক্ষঞ্জয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচক্ষঞ্জৎ, অচক্ষঞ্জত। লুট্ ক্ষঞ্জয়িতা।

ক্ষজ—বধ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্ষজতে। লিট্ চক্ষজে। লুঙ্ অক্ষজিষ্ট। লুট্ ক্ষজিতা। ণিচ্ ক্ষজয়তি-তে। লুঙ্ অচিক্ষজৎ-ত।

ক্ষজ—১ গতি। ২ দান। ক্ষজি-ক্ষজ ধাতু ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ক্ষঞ্জতে। লিট্ চক্ষঞ্জে। লুট্ ক্ষঞ্জিতা। লুঙ্ অক্ষঞ্জিষ্ট। সন্ চিক্ষঞ্জিষতে। যঙ্ চাক্ষঞ্জ্যতে। ণিচ্ ক্ষঞ্জয়তি। লুঙ্ অচক্ষঞ্জৎ। কর্ম্মবাচ্যে লুঙ্ অক্ষঞ্জি, অক্ষাঞ্জি।

ক্ষণ—বধ। হিংসা। তনাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ক্ষণোতি। ক্ষণুতে। লিট্ চক্ষাণ, চক্ষণে। লুট্ ক্ষণিতা। লৃট্ ক্ষণিষ্যতি-তে। লুঙ্ অক্ষণীৎ, অক্ষণিষ্ট, অক্ষত। অক্ষণিষ্ঠাঃ অক্ষথাঃ। সন্ চিক্ষণিষতি—তে। যঙ্ চঙ্ক্ষণ্যতে। যঙ্লুক্ চঙ্ক্ষণ্টি। ধাতুপারায়ণের মতে যঙ্লুক্ করিলে চঙ্ক্ষন্তি হইবে। ণিচ্ ক্ষাণয়তি। লুঙ্ অচিক্ষণৎ।

ক্ষদ—সম্ভৃতি। পেষণ। ভক্ষণ। সৌত্র ধাতু, ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ক্ষদতে। লিট্ চক্ষদে। লুঙ্ অক্ষদিষ্ট।

"তস্মৈ বৃতং সুরাং মধ্বন্নমন্নং ক্ষদামহে" (অথর্ব্ব° ১০।৬।৫)

ক্ষপ—ক্ষেপ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ক্ষপয়তি-তে। লিট্ ক্ষপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিক্ষপৎ-ত।

"অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ত্যক্ত্বা ক্ষপয়েয়ুস্ত্র্যহং ততঃ।" (মনু ৭।৫৯)

ক্ষপ—সহন। ক্ষপি ক্ষপধাতু চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ক্ষম্পয়তি-তে। লিট্ ক্ষম্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচক্ষম্পৎ-ত। কর্ম্মবাচ্যে লুঙ্ অক্ষম্পি, অক্ষাম্পি।

ক্ষম—সহন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, বেট্। লট্ ক্ষমতে। লিট্ চক্ষমে।

"ক্ষমতে যো দরিদ্রাণাং দুষ্টান্ ন ক্ষমতি প্রভুঃ।
ন ক্ষাম্যতি ক্ষিতীশানামপরাধকাণামপি॥" (কবি° ১৬৭)

লুঙ্ অক্ষমিষ্ট, অক্ষংস্ত। লুট্ ক্ষমিতা, ক্ষন্তা।

ক্ষম—সহন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষাম্যতি। লিট্ চক্ষাম। লুঙ্ অক্ষমৎ, অক্ষমীৎ। লুট্ ক্ষমিতা। লৃট্ ক্ষমিষ্যতি। সন্ চিক্ষমিষতি-তে। চিক্ষংসতি-তে। যঙ্ চঙ্ক্ষম্যতে। যঙ্লুক্ চঙ্ক্ষন্তি। ণিচ্ ক্ষময়তি। লুঙ্ অচিক্ষমৎ।

ক্ষর—১ সঞ্চলন। ২ ক্ষরণ। ৩ মোচন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্ষরতি। লিট্ চক্ষার। লুট্ ক্ষরিতা। লৃট্ ক্ষরিষ্যন্তি। লুঙ্ অক্ষারীৎ। অক্ষারিষ্টাং, অক্ষারিষুঃ। সন্ চিক্ষারিষতি। যঙ চাক্ষর্য্যতে। যঙ্লুক্ চাক্ষর্ত্তি। ণিচ্ ক্ষারয়তি।

"অক্ষারাণি শরাস্ত্রাণি তস্মিন্ রক্তপয়োধরাঃ।" (ভট্টি ৯.৮)

ক্ষল—১ শোধন। ২ সঙ্কলন। ৩ সঞ্চয়। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। ক্ষালয়তি-তে। লিট্ ক্ষালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিক্ষলৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ক্ষলতি। লিট্ চক্ষাল। লুঙ্ অক্ষালীৎ। প্র+ক্ষল—প্রক্ষালন।

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দুরাদস্পর্শনং বরং।" (মনু)

বি+ক্ষল—বিক্ষালিত।

ক্ষি—১ ক্ষয়। ২ ঐশ্বর্য্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। ক্ষয় অর্থে অক। লট্ ক্ষয়তি। লিট্ চিক্ষায়। লুট্ ক্ষেতা। লুঙ্ অক্ষৈষীৎ। ভাব, দৈন্য ও আক্রোশ বুঝাইলে নিষ্ঠা তকারের বিকল্পে ন হয়। যথা ক্ষিত, ক্ষীণ। কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে লট্ ক্ষীয়তে।

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" (কঠোপ°)।

"শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥" (রঘু)।

ক্ষি—হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ক্ষিণোতি। লঙ্ অক্ষিণোৎ। লিট্ চিক্ষায়। লুট্ ক্ষেতা। লৃট্ ক্ষেষ্যতি। লুঙ্ অক্ষৈষীৎ, অক্ষৈষ্টাং, অক্ষৈষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে ক্ষীয়তে। সন্ চিক্ষীষতি। যঙ্ চেক্ষীয়তে। যঙ্ লুক্ চেক্ষয়ীতি, চেক্ষতি। ণিচ্ ক্ষায়য়তি।

"ন তদ্যশঃ শস্ত্রভৃতাং ক্ষিণোতি।" (রঘু ২।৪৩)

ক্ষি—হিংসা। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ক্ষিণাতি। লিট্ চিক্ষায়। লুঙ্ অক্ষৈষীৎ।

"ক্ষিণাতি দুরতিং দৃষ্ট্বা ক্ষিণোত্যর্থৈশ্চ দুঃস্থিতান্।"
(কবি° ১১০)

ক্ষি—১ বাস। ২ গতি। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্; বাস অর্থে অক°। লট্ ক্ষিয়তি। লিট্ চিক্ষায়। লুঙ্ অক্ষৈষীৎ।

"অন্তরীক্ষং পৃথিবীং ক্ষিয়ন্তি।" (তৈত্তি° উপ°)

ক্ষিণ—হিংসা। তনাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ক্ষিণোতি, ক্ষিণুতে। লিট্ চিক্ষেণ। লুট্ ক্ষেণিতা। লুঙ্ অক্ষেণীৎ। অক্ষিত, অক্ষেণিষ্ট।

ক্ষিপ—প্রেরণ, ক্ষেপণ। তুদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ ক্ষিপতি-তে। লিট্ চিক্ষেপ, চিক্ষিপে। লুঙ্ অক্ষৈপ্সীৎ, অক্ষিপ্ত। লুট্ ক্ষেপ্তা। লৃট্ ক্ষেপ্স্যতি।

"ক্ষিপতি প্রতিপক্ষাণাং হৃদয়ে যো ভয়ং ধ্রুবং।
ক্ষিপ্যতি শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ নিষ্কং পুষ্কলমালয়ে॥" (কবি° ১৯৩)

অতি+ক্ষিপ—অত্যন্তক্ষেপ। অধি+ক্ষিপ—তিরস্কার, নিন্দা। ভর্ৎসনা।

"তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা।" (মনু)

অব+ক্ষিপ—অধঃক্ষেপণ। আ+ক্ষিপ—আকর্ষণ।

"আক্ষিপ্য কেশান্ বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাণ্ডবান্।"
(ভারত বিরাট)

পরি+আ+ক্ষিপ—আকর্ষণ করিয়া বন্ধন। উ+ক্ষিপ—ঊর্দ্ধক্ষেপণ। নি+ক্ষিপ—নিতরাং ক্ষেপণ। নিস্+ক্ষিপ—নিঃশেষরূপে ক্ষেপ। পরি+ক্ষিপ—পরিতঃ ক্ষেপ। প্র+ক্ষিপ—প্রকর্ষদ্বারা ক্ষেপ। প্রতি+ক্ষিপ—প্রতিরূপ ক্ষেপ। অধিক্ষেপ। নিবারণ। প্রেরণ। বি+ক্ষিপ—বিশেষরূপে ক্ষেপ।

"লয়ে সংবোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।" (বেদান্তসার)

ক্ষিপ—প্রেরণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ক্ষিপ্যতি। লিট্ চিক্ষেপ। লুঙ্ অক্ষৈপ্সীৎ, অক্ষৈপ্তাং অক্ষৈপ্সুঃ। সন্ চিক্ষিপ্সতি-তে। যঙ্ চেক্ষিপ্যতে। যঙ্লুক্ চেক্ষেপ্তি। ণিচ্ ক্ষেপয়তি। লুঙ্ অচিক্ষিপৎ। উপসর্গপূর্ব্বক তুদাদি ক্ষিপ ধাতুর ন্যায় অর্থাদি হইবে।

ক্ষিব—নিরসন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষেবতি। লিট্ চিক্ষেব। লুঙ্ অক্ষেবীৎ। লুট্ ক্ষেবিতা। ভট্টমল্ল নিরসন শব্দের ফুৎকার অর্থ করেন এবং অন্য কেহ মুখে শ্লেষ্মাদির বমনের ন্যায় নিরসন কহিয়া থাকেন।

ক্ষিব—নিরসন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষিব্যতি। লিট্ চিক্ষেব। লুঙ্ অক্ষেবীৎ।

ক্ষী—হিংসা। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ ক্ষয়তি-তে। লিট্ চিক্ষায়, চিক্ষিয়ে। লুঙ্ অক্ষৈষীৎ, অক্ষেষ্ট।

ক্ষীঙ্—হিংসা। দিবাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ ক্ষীয়তে। লিট্ চিক্ষিয়ে। লুঙ্ অক্ষেষ্ট।

ক্ষীজ—অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্ষীজতি। লিট্ চিক্ষীজ। লুঙ্ অক্ষীজিৎ।

ক্ষীব—মদ, গর্ব্ব। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্ষীবতে। লিট্ চিক্ষিবে। লুঙ্ অক্ষেবিষ্ট।

ক্ষীব—নিরসন, নিষ্ঠীবন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষীবতি। লিট্ চিক্ষীব। লুঙ্ অক্ষেবীৎ।

ক্ষু—ক্ষুতি, হাঁচি শব্দ। অদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্ষৌতি, ক্ষুতঃ, ক্ষুবন্তি। লিট্ চুক্ষাব। লুট্ ক্ষবিতা। লৃট্ ক্ষবিষ্যতি। লুঙ্ অক্ষাবীৎ।

"রাত্রৌ মরি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।" (চৌরপঞ্চা°)

অব+ক্ষু—অধঃস্থিতব্যক্তির ক্ষবথুর দ্বারা দূষণ।

"পতিতান্নমবক্ষুতং।" (মনু)

'অবক্ষুতং উপরিকৃতক্ষুতং।' (কুল্লূক)

ক্ষুদ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষোদতি। লিট্ চুক্ষোদ। লুঙ্ অক্ষোদীৎ। লুট্ ক্ষোদিতা।

"ক্ষোদস্ত আপো বিণতে বনানি।" (ঋক্ ৫।৫৮।৬)

ক্ষুদ—পেষণ, চূর্ণন, মর্দ্দন। রুধাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ ক্ষুণত্তি, ক্ষুন্তঃ, ক্ষুন্দন্তি। ক্ষুন্তে, ক্ষুন্দাতে, ক্ষুন্দতে। লঙ্ অক্ষুণৎ। অক্ষুন্ত। লিট্ চুক্ষোদ, চুক্ষুদে। লুঙ্ অক্ষুদৎ, অক্ষৌৎসীৎ। অক্ষুত্ত, অক্ষুৎসাতাং। সন্ চুক্ষুৎসতি-তে। যঙ্ চোক্ষুদ্যতে। যঙ্লুক্ চোক্ষোত্তি। ণিচ্ ক্ষোদয়তি। লুঙ্ অচুক্ষদৎ। ক্ষুদধাতু উপসর্গপূর্ব্বক হইলে সেই সেই উপসর্গের অর্থের সহিত প্রেষণ অর্থ বুঝাইবে।

ক্ষুধ—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ক্ষুধ্যতি। লিট্ চুক্ষোধ। চুক্ষুধতুঃ। লুট্ ক্ষোদ্ধা। লৃট্ ক্ষোৎস্যতি। লুঙ্ অক্ষুধৎ, অক্ষুধতাং। সন্ চুক্ষুৎসতি-তে। যঙ্ চোক্ষুধ্যতে। চোক্ষোত্তি। ণিচ্ ক্ষোধয়তি। লুঙ্ অচুক্ষুধৎ।

ক্ষুপ—মদ। সৌত্রধাতু, ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্ষোপতি। লিট্ চুক্ষোপ। লুঙ্ অক্ষোপীৎ।

ক্ষুভ—সঞ্চালন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ক্ষুভ্যতি। লিট্ চুক্ষুভে। লুঙ্ অক্ষুভৎ। অক্ষোভিষ্ট।

"যঃ ক্ষুভ্যতি রিপুষ্বেব ক্ষোভতে নানুজীবিষু।
মনাগপি মনো যস্য ন ক্ষুভ্নাতি মহাহবে॥" (কবি° ৫৬)

ক্ষুভ—ক্ষোভ। অঙ্গসঞ্চালন। দিবাদি, পক্ষে ক্র্যাদি, অক, সেট্। লট্ ক্ষুভ্যতি। ক্র্যাদি পক্ষে ক্ষুভ্নাতি, ক্ষুভ্নীতঃ, ক্ষুভ্নন্তি। লিট্ চুক্ষোভ। লুট্ ক্ষোভিতা। লৃট্ ক্ষোভিষ্যতি। লুঙ্ অক্ষোভীৎ, অক্ষোভিষ্টাং, অক্ষোভিষুঃ। সন্ চুক্ষুভিষতি-তে। চুক্ষোভিষতি-তে। যঙ্ চোক্ষুভ্যতে। যঙ্লুক্ চোক্ষোব্ধি। ণিচ্ ক্ষোভয়তি। লুঙ্ অচুক্ষুভৎ। প্র+ক্ষুভ—সঞ্চালন। বি+ক্ষুভ—ণিচ্ বিলোড়ন।

ক্ষুর—বিলেখন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষুরতি। লিট্ চুক্ষোর। লুঙ্ অক্ষোরীৎ। লুট্ ক্ষোরিতা। লৃট্ ক্ষোরিষ্যতি।

ক্ষেব—সেবন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। ক্ষিবতি। লিট্ চিক্ষেব। লুঙ্ অক্ষেবীৎ।

ক্ষৈ—ক্ষয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ ক্ষায়তি। লিট্ চক্ষৌ। লুট্ ক্ষাতা। লৃট্ ক্ষাস্যতি। লুঙ্ অক্ষাসীৎ।

ক্ষ্ণু—তেজন। অদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষ্ণৌতি, ক্ষ্ণুতঃ, ক্ষ্ণুবতি। লিট্ চুক্ষ্ণাব। লুট্ ক্ষ্ণবিতা। লুঙ্ অক্ষ্ণাবীৎ।

ক্ষ্মায়—বিধুনন। কম্পন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্ষ্মায়তে। লিট্ চক্ষ্মায়ে। লুঙ্ অক্ষ্মায়িষ্ট। লুট্ ক্ষ্মায়িতা। সন্ চিক্ষ্মায়িষতে। যঙ্ চাক্ষ্মায্যতে। যঙ্লুক্ চাক্ষ্মাতি। ণিচ্ ক্ষ্মাপয়তি। লুঙ্ অচিক্ষ্মপৎ।

ক্ষ্মীল—নিমেষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্ষ্মীলতি। লিট্ চিক্ষ্মীল। লুঙ্ অক্ষ্মীলীৎ।

ক্ষ্বিড়—স্নেহ মোক্ষ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। মোক্ষ অর্থে সক। লট্ ক্ষ্বেড়তে। লিট্ চিক্ষ্বিড়ে। লুঙ্ অক্ষ্বিড়, অক্ষ্বেড়িষ্ট।

ক্ষ্বিদ—১ মোচন। ২ স্নেহ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, স্নেহ অর্থে অক। লট্ ক্ষ্বেদতে। লিট্ চিক্ষ্বিদে। লুঙ্ অক্ষ্বিদৎ, অক্ষ্বেদিষ্ট।

ক্ষ্বিদ—১ কূজন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষ্বিদ্যতি। লিট্ চিক্ষ্বেদ। লুঙ্ অক্ষ্বেদীৎ।

ক্ষ্বেল—সঞ্চালন। গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্ষ্বেলতি। লিট্ চিক্ষ্বেল। লুঙ্ অক্ষ্বেলীৎ।

"যে তু বিষ্টভ্য গাত্রাণি ক্ষ্বেলন্তি চ হসন্তি চ।" (রামা° ৬.২ স°)

খকৃখ—হাস। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খকৃখতি। লিট্ চখকৃখ। লুঙ্ অখকৃখীৎ।

খচ—১ পূতি। ২ উৎপত্তি। ৩ অতিক্রান্তোৎপত্তি। উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। খচ্ঞাতি। খচ্ঞীতঃ। খচ্ঞন্তি। লিট্ চখাচ। চখচতুঃ। লুট্ খচিতা। লুঙ্ অখচীৎ, অখাচীৎ।

খচ—বন্ধন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খচয়তি-তে। লিট্ খচয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচখচৎ-ত।

"শকুন্তনীড়খচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং।" (শকু°)

উৎ+সহ+খচ—বন্ধন।

খজ—মন্থ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খজতি। লিট্ চখাজ। লুঙ্ অখাজীৎ, অখজীৎ।

খঞ্জ—খঞ্জি খজধাতু। পঙ্গুতা, গতিবৈকল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খঞ্জতি। লিট্ চখঞ্জ। লুট্ খঞ্জিতা। লুঙ্ অখঞ্জীৎ।

খট—আকাঙ্ক্ষা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খটতি। লিট্ চখাট। লুঙ্ অখাটীৎ। অখটীৎ।

খট্ট—বৃতি, সংবরণ, গোপন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খট্টয়তি-তে। লিট্ খট্টয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অচখট্টৎ-ত।

খড়—১ মন্থন। ২ ভঞ্জন। খড়ি খড়ধাতু ভ্বাদি, সক, সেট্। লট্ খণ্ডতে। লুঙ্ অখণ্ডিষ্ট।

খদ—১ স্থৈর্য্য। ২ হিংসা। ৩ ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খদতি। লিট্ চখাদ। লুট্ খদিতা। লুঙ্ অখদীৎ, অখাদীৎ।

খন—খনু খনধাতু। খনন, অবদারণ। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খনতি-তে। লিট্ চখান, চখ্নে। লুট্ খনিতা। লৃট্ খনিষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ খায়াৎ। লুঙ্ অখনীৎ, অখানীৎ। অখনিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে খায়তে, খন্যতে। লুঙ্ অখানি। সন্ চিখনিষতি-তে। যঙ্ চাখায়তে।

চুখন্যতে। যঙ্‌লুক্ চখন্তি। ণিচ্ খানয়তি। লুঙ্ অচীখনৎ। অভি+খন—আভিমুখ্যে সর্ব্বতঃ খনন। অব+খন—অধঃখনন। আ+খন—চারিদিকে খনন। উদ্+খন—উৎপাটন। নি+খন—নিধান। নিস্+নির্+খন—নিক্রামণ। পরি+খন—পরিতঃখনন। বি+খন—বিশেষরূপে খনন।

"ভূমিং বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু।" (অথর্ব্ব ১২।১।৩৫)

খৰ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খবতি। লিট্ চখব। লুট্ খবিতা। লুঙ্ অখবীৎ।

খর্জ—১ পূজন। ২ ব্যথা। ৩ মার্জ্জন। ৪ কণ্ডূয়ন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্; ব্যথা অর্থে অক॰। লট্ খর্জতি। লিট্ চখর্জ্জ। লুট্ খর্জ্জিতা। লুঙ্ অখর্জ্জীৎ॥

খর্দ—দংশন হিংসনাদি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খর্দতি। লিট্ চখর্দ্দ। লুট্ খর্দ্দিতা। লুঙ্ অখর্দ্দীৎ।

খর্ব্ব—১ গতি। ২ দর্প। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খর্ব্বতি। লিট্ চখর্ব্ব। লুট্ খর্ব্বিতা। লুঙ্ অখর্ব্বীৎ।

খল—চলন। স্খলন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খলতি। লিট্ চখাল। লুট্ খলিতা। লুঙ্ অখালীৎ।

খব—১ ভূতপ্রাদুর্ভাব অতিক্রান্তোৎপত্তি। সম্পত্ত্যুৎপত্তি। ২ পবিত্রীভাব। লট্ খৌনাতি, খৌনীতঃ, খৌনন্তি। লোট্—হি—খৌনীহি। লিট্ চখাব। লুট্ খবিতা। লুঙ্ অখবীৎ, অখাবীৎ।

খষ—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খষতি। লিট্ চখাষ। লুট্ খষিতা। লুঙ্ অখাষীৎ, অখষীৎ।

খাদ—ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খাদতি। লিট্ চখাদ। লুট্ খাদিতা। লুঙ্ অখাদীৎ। ণিচ্ খাদয়তি। লুঙ্ অচখাদৎ।

"দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।" (মনু) সন্ চিখাদিষতি। যঙ্ চাখাদ্যতে। যঙ্‌লুক্ চাখাত্তি।

খিট—ভয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খেটতি। লিট্ চিখেট। লুট্ খেটিতা। লুঙ্ অখেটীৎ।

"বিনাপরাধমারণ্যাৎ ন খেটতি মৃগানসৌ।" (কবি॰ ১৫৫)

খিদ—পরিতাপ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ খিন্দতি। লিট্ চিখেদ। লুট্ খেত্তা। লুঙ্ অখৈৎসীৎ।

খিদ—দৈন্য। দিবাদি, পক্ষে রুধাদিগণীয় আত্মনেপদী, অক, ভয় অর্থে সক অনিট্। লট্ খিদ্যতে। রুধাদি লট্ খিন্তে খিন্দতে। লিট্ চিখিদে। লুট্ খেত্তা। লৃট্ খেৎস্যতি-তে। লুঙ্ অখৈৎসীৎ, অখৈত্তাং, অখৈৎসুঃ। অখিত্ত। অখিৎসাতাং অখিৎসত। সন্ চিখিৎসতি-তে। যঙ্ চেখিদ্যতে। যঙ্‌লুক্ চেখেত্তি। ণিচ্ খেদয়তি। লুঙ্ অচখেদৎ। আ+খিদ—প্রকর্ষদ্বারা খেদন। উৎ+খিদ—উৎপাটন। পরি+খিদ—সমন্তাৎখেদ। সম্+খিদ—সম্যক্ তাপ।

খিল—কণশ আদান। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খিলতি। লিট্ চিখেল। লুট্ খেলিতা। লুঙ্ অখেলীৎ।

খু—ধ্বনি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ খবতে। লিট্ চুখুবে। লুট্ খোতা। লুঙ্ অখোষ্ট।

খুজ—স্তেয়, চৌর্য্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খোজতি। লিট্ চুখোজ। লুট্ খোজিতা। লুঙ্ অখোজীৎ।

খুড়—খুড়ি খুড় ধাতু—খঞ্জ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ খুণ্ডতে। লিট্ চুখুণ্ডে। লুট্ খোণ্ডিতা। লুঙ্ অখুণ্ডিষ্ট।

খুড়—ভেদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খোড়য়তি-তে। লিট্ খোড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুখুড়ৎ-ত।

খুড়—বিলেখন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খুণ্ডয়তি-তে। লিট্ খুণ্ডয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুখুণ্ডৎ-ত।

খুদ—খেদন। সক, পরস্মৈ, অনিট্। লট্ খোদতি। লিট্ চুখোদ। লুঙ্ অখোদীৎ।

খুর—বিলেখন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ খুরতি। লিট্ চুখোর। লুট্ খোরিতা। লুঙ্ অখোরীৎ।

খুর্দ—ক্রীড়া। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ খুর্দতে। লিট্ চুখুর্দ্দে। লুঙ্ অখুর্দ্দিষ্ট।

খেট—ভোজন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খেটয়তি-তে। লিট্ খেটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিখেটৎ-ত।

খেড়—ভক্ষণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খেড়য়তি-তে। লুঙ্ অচখেড়ৎ, অচখেড়ত।

খেল—১ চলন। ২ গতি। ৩ ক্রীড়া। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। ক্রীড়া অর্থে অক। লট্ খেলতি। লিট্ চিখেল। লুঙ্ অখেলীৎ।

"খেলন্তি সজ্জনা নিত্যং খেলয়ন্তে চ যোষিতঃ।" (কবি॰ ৬৪) ণিচ্ খেলয়তি। লুঙ্ অচিখেলৎ।

খেলা—বিলাস। কণ্ড্বাদি॰ যক্। পরস্মৈ, অক, সেট্। খেলায় ধাতু—লট্ খেলায়তি। লিট্ খেলায়াংচকার। লুঙ্ অখেলায়ীৎ।

"খেলায়ন্নিশং নাপি সঙ্কুঃক্লুপ্তা রতিং বসেৎ।" (ভট্টি)

খেব—সেবন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ খেবতে। লিট্ চিখেবে। লুঙ্ অখেবিষ্ট। ণিচ্ খেবয়তি-তে। লুঙ্ অচিখেবৎ-ত।

খৈ—১ স্থৈর্য্য। ২ হিংসা। ৩ খনন। ৪ খেদ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, স্থৈর্য্যার্থে অক, সেট্। লট্ খায়তি। লিট্ চখৌ। লুট্ খাতা। লুঙ্ অখাসীৎ।

খোট—ক্ষেপ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খোটয়তি-তে। লিট্ খোটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুখোটৎ-ত।

খোট—গতিপ্রতিঘাত। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খোটিতো, লুঙ্ অখোটীৎ।
খোড়—ক্ষেপ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ খোড়য়তি-তে। লিট্ খোড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অখোড়ৎ-ত।
খোড়—গতিপ্রতিঘাত। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খোড়তি। লিট্ চুখোড়। লুঙ্ অখোড়ীৎ।
খোর—গতিবৈকল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খোরতি। লিট্ চুখোর। লুঙ্ অখোরীৎ। ণিচ্ খোরয়তি-তে। লুঙ্ অচুখোরৎ-ত।
খোল—গতিবৈকল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ খোলতি। লিট্ চুখোল। লুঙ্ অখোলীৎ। ণিচ্ খোলয়তি-তে। লুঙ্ অচুখোলৎ-ত।
খ্যা—১ প্রসিদ্ধি। ২ দীপ্তি। ৩ কথন। ৪ প্রকাশন। ৫ জ্ঞান। অদাদি, পরস্মৈ, অনিট্, সক, প্রসিদ্ধি ও দীপ্তি অর্থে অক°। লট্ খ্যাতি। লোট্ খ্যাতু। বিধিলিঙ্ খ্যায়াৎ। লঙ্ অখ্যাৎ লিড়াদি আর্দ্ধধাতুকবিভক্তিতে 'চক্ষিঞঃ খ্যাঞঃ' এই সূত্রানুসারে খ্যাঞ্ আদেশ করিলে উভয়পদী হয়। লিট্ চখ্যৌ, চখ্যে।

লুট্ খ্যাতা। লৃট্ খ্যাস্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ খ্যায়াৎ খেয়াৎ। খ্যাসীষ্ট। লুঙ্ অখ্যৎ, অখ্যত। কর্ম্মবাচ্যে খ্যায়তে। লুঙ্ অখ্যায়ি। সন্ চিখ্যাসতি-তে। যঙ্ চাখ্যায়তে। যঙ্লুক্ চাখ্যাতি, চাখ্যেতি, ণিচ্ খ্যাপয়তি। লুঙ্ অচিখ্যপৎ। অতি+খ্যা—অতিক্রম করিয়া কথন। অনু+খ্যা—অনুকর্ষণ। অনু+আ+খ্যা—তাৎপর্য্যাবধারণার্থ ব্যাখ্যান। অভি+খ্যা—আভিমুখ্যে দর্শন।

"অভিখ্যায় তং তিগিতেন বিধ্য।" (ঋক্ ২।৩০।৯)

'অভিখ্যায় সংবীক্ষ্য' (সায়ণ)

অব+খ্যা—অবাক্ প্রেক্ষণ। আ+খ্যা—কথন। উদ্+আ+খ্যা—উদাহরণ। উপ+আ—খ্যা—পুরাবৃত্তকথন। প্রতি+আ+খ্যা—নিবারণ। বি+আ+খ্যা—বিবরণ। অনু+বি+আ—খ্যা—কথিতের পুন ব্যাখ্যান। উপ+বি+আ+খ্যা—উপাসনাদি বিভূতি-ফলকথন। পরি+খ্যা—পরিতঃ বা সর্ব্বতঃ খ্যাতি। সম্+পরি+খ্যা—সর্ব্বতঃ খ্যাতি। প্র+খ্যা—প্রকর্ষ দ্বারা কথন। বি+খ্যা—বিশেষদ্বারা খ্যাতি। সম্+খ্যা—সম্যক্ কথন।

"দশ পিতামহান্ সোমপান্ সংখ্যায়।" (শত° ব্রা° ৪।৩।৩)

গজ—১ মদ। ২ স্বন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গজতি। লিট্ জগাজ। লুট্ গজিতা। লুঙ্ অগাজীৎ, অগজীৎ।
গঞ্জ—শব্দ, স্বন। গজি গঞ্জ ধাতু ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গঞ্জতি। লিট্ জগঞ্জ। লুট্ গঞ্জিতা। লুঙ্ অগঞ্জীৎ।
গজ—স্বন। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ গজয়তি-তে। লিট্ গজয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগজৎ-ত।
গড়—সেচন। ক্ষরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গড়তি। লিট্ জগাড়। লুঙ্ অগড়ীৎ, অগাড়ীৎ। লুট্ গড়িতা। ণিচ্ গড়য়তি-তে। লুঙ্ অচীগড়ৎ-ত।
গণ—সংখ্যান। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গণয়তি-তে। লিট্ গণয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীগণৎ, অজগণত।

"লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।" (কুমার ৬।৮৪)

অব+গণ—অবজ্ঞা। বি+গণ—বিশেষরূপে সংখ্যান।

"অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াত্মনঃ।" (রঘু ১।৮৭)

গণ্ড—গড়ি গড় ধাতু। গণ্ডব্যাপার, গণ্ডকম্পন, চুম্বনাদি। লট্ গণ্ডতি। লিট্ জগণ্ড। লুঙ্ অগণ্ডীৎ।
গদ—কথন, অব্যক্তভাষণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গদতি। লিট্ জগাদ। লুট্ গদিতা। লৃট্ গদিষ্যতি। লুঙ্ অগদীৎ, অগাদীৎ। কর্ম্মবাচ্যে গদ্যতে। লুঙ্ অগাদি। সন্ জিগদিষতি। যঙ্ জাগদ্যতে। যঙ্লুক্ জাগদতি। ণিচ্ গাদয়তি। লুঙ্ অজীগদৎ। প্রতি+গদ—প্রত্যুত্তরকথন। বি+গদ—বিরুদ্ধোক্তি।

"নহি নিষ্বাৎ শ্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে বিগদিতং বচঃ।"

(রামা° অযো° ৩৫ স°)

গদ—মেঘধ্বনি। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ গদয়তি-তে। লিট্ গদায়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগদৎ-ত।
গন্ধ—অর্দ্দন। ১ হিংসা। ২ গতি। ৩ ভূষণ। চুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গন্ধয়তে। লিট্ গন্ধয়াংচক্রে। লুঙ্ অজিগন্ধত।
গম—গম্-গম ধাতু—১ গমন। ২ প্রাপ্তি। ৩ জ্ঞান। 'সর্ব্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থা জ্ঞানার্থাশ্চ' সকলগত্যর্থ ধাতু প্রাপ্ত্যর্থ ও জ্ঞানার্থ হইয়া থাকে। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অনিট্। লট্ গচ্ছতি লিট্ জগাম। জগ্মতুঃ জগমিথ, জগন্থ। লুট্ গন্তা। লৃট্ গমিষ্যতি। লুঙ্ অগমৎ। অগমতাং। সন্ জিগমিষতি। যঙ্ জঙ্গমাতে। যঙ্লুক্ জঙ্গন্তি। ণিচ্ গময়তি। লুঙ্ অজীগমৎ।

অভি+গম—অভিমুখে গতি। অতি+গম—অতিক্রম করিয়া অথবা উৎকর্ষণ করিয়া গতি।

বি+অভি+গম—বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া গতি। অধি+গম—প্রাপ্তি। সম্+অধি—সম্যক্ প্রাপ্তি। অনু+

গন্—প্রাপ্তি। পশ্চাদ্গমন। অনুকরণ। অন্তর+গম—ব্যবধান। গতি। মধ্য গতি। অপ+গম—অপায়। অপি+গম—সংস্কারাদিদ্বারা প্রবেশ। অভি+গম—অভিমুখে গতি। অব+গম—বোধ। আ+গম—পশ্চাদ্দেশবিভাগপূর্ব্বক গতি। অধি+আ+গম—প্রাপ্তি। অনু+আ+গম—অনুকৃতি। সমাক্গতি, পশ্চাদ্গতি, প্রত্যাগতি। অভি+আ+গম—অভিমুখে গতি। উপ+আ+গম—সমীপাগতি। প্রতি+আ+গম—পরাবর্ত্তন করিয়া আগমন। উদ+গম—উর্দ্ধগতি। উত্থান। বি+গম—বিশেষরূপে গতি। বিচ্ছেদ। বিগম। সম্+গম—সঙ্গ। অভি+আ+গম—অভিমুখে আগমন। প্রতি+উদ+গম—প্রতিলক্ষ্য করিয়া উত্থান। উপ+গম—সমীপগমন। অভি+উপ+গম—প্রতিজ্ঞা। স্বীকার। নি+গম—নিয়মপূর্ব্বক গতি। নির্+গম—নিক্রমণ। পরা+গম—পরাবর্ত্তন করিয়া গমন। পরাগতি। পরি+গম—পরিতঃ গতি। প্রতি+গম—বৈপরীত্য দ্বারা গতি। সম্+গম—সঙ্গ সম্পূর্ব্বক গম ধাতু আত্মনেপদ হয়।

গম্ব—১ গতি। ২ হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গম্বতি। লিট্ জগম্ব। লুঙ্ অগম্বীৎ।

গর্জ্জ—গর্জ্জন উর্জ্জাহেতুক শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গর্জ্জতি।

"যৎপ্রজানামুপর্য্যুচ্চৈঃ পর্য্যন্তোঽপি ন গর্জ্জতি।
গর্জ্জয়ন্তি কথঞ্চান্যৈর্ভিদ্যমানাস্তু তস্করাঃ॥" (কবি° ২২০)।

লিট্ জগর্জ্জ। লুট্ গর্জ্জিতা। লুঙ্ অগর্জ্জীৎ।

"গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।" (দেবীমা°)।

অনু+গর্জ্জ—অনুরূপ গর্জ্জন। অভি+গর্জ্জ—অভিলক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন। প্রতি+গর্জ্জ—প্রতিরূপ গর্জ্জন।

গর্জ্জ—রব। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ গর্জ্জয়তি-তে। লিট্ গর্জ্জায়াংচকার, চক্রে। লুট্ গর্জ্জিতা। লুঙ্ অজগর্জ্জৎ-ত। সন্ জিগর্জ্জিষতি-তে। যঙ্ জাগর্জ্জ্যতে। যঙ্লুক্ জাগর্জ্জি।

গর্জ্জ—রব। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গর্জ্জয়তি-তে। গর্জ্জতি। লিট্ গর্জ্জয়াংচকার চক্রে। জগর্জ্জ। লুঙ্ অজগর্জ্জৎ-ত। অগর্জ্জীৎ। সন্ জিগর্জ্জিষতি। যঙ্ জাগর্জ্জ্যতে।

গর্জ্জ—লিপ্সা। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গর্জ্জয়তি-তে। লিট্—গর্জ্জায়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগর্জ্জৎ-ত।

গর্ব—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গর্বতি। লিট্ জগর্ব্ব। লুট্ গর্ব্বিতা। লুঙ্ অগর্ব্বীৎ।

গর্ব্ব—দর্প। অদন্তচুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গর্ব্বয়তে। লিট্ গর্ব্বয়াংচক্রে। লুঙ্ অজগর্ব্বত।

"বিদ্যাধনসমৃদ্ধোঽপি যো ন গর্ব্বয়তে প্রভুঃ।" (কবি°৭১)

গর্হ—নিন্দা। কুৎসা। চুরাদি, আত্মনেপদী, পক্ষে ভ্বাদি, সক, সেট্। লট্ গর্হয়তে। গর্হতে। লিট্ গর্হয়াংচক্রে। জগর্হে। লুঙ্ অজগর্হত। অগর্হিষ্ট।

"ন তথা গর্হতে শ্বানং শৃগালং নাপি গর্হতি।
গর্হয়ত্যভ্যুপেতার্থত্যাগিনং স নরং যথা॥" (কবি° ১০৮)।

সন্ জিগর্হিষতে। যঙ্ জাগর্হ্যতে। যঙ্ লুক্ জাগর্ঢ়ি।

গল—১ ভক্ষণ। ২ স্রাব, ক্ষরণ। ৩ পতন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্ ক্ষরণ অর্থে অক°। লট্ গলতি। লুঙ্ অগালীৎ। লিট্ জগাল। লুট্ গলিতা। সন্ জিগলিষতি। যঙ্ জাগল্যতে।

গল—ক্ষারণ, গালান। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গালয়তে। লিট্ গালয়াংচক্রে। লুঙ্ অজীগলত। অব+গল—ভ্রংশ। নির্+গল—নিঃসরণ। নিষ্কর্ষ। বি+গল—ভ্রংশ।

গল্ভ—ধৃষ্টতা, প্রগল্ভতা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গল্ভতে। লিট্ জগল্ভে। লুঙ্ অগল্ভিষ্ট। লুট্ গল্ভিতা।

"আজৌ প্রগল্ভতে দোর্ভ্যাং দ্বিষাং বিঘট্টয়ন্ ঘটাঃ।"
(কবি° ১৫২)

গল্ভ ণ্যর্থে ণ্যঙ্ করিয়া গল্ভায়তে। লুঙ্ অগল্ভায়িষ্ট।

গবেষ—অন্বেষণ, অনুসন্ধান। অদন্তচুরাদি। আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গবেষয়তে। লিট্ গবেষয়াংচক্রে। লুঙ্ অজগবেষত। বোপদেব এই ধাতু পরস্মৈপদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"গবেষয়তি সৎক্রিয়াং।" (কবিক° ২৪৭)

গহ—গহন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গহয়তি-তে। লিট্ গহয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অজগহৎ-ত।

"গহয়তি শাস্ত্রং জড়ধীঃ।" (দুর্গাদাস)

গা—গাঙ্ গাধাতু।—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ গাতে। এই ধাতু হরদত্ত প্রভৃতির মতে অদাদিগণীয়। লট্ গাতে। অন্তে গাতে। ভ্বাদিগণীয় ধাতুর অন্তে বিভক্তিতে গান্তে হইবে। এ, গৈ। বিধিলিঙ্ গেত। লঙ্ অগাত। ই-অগে। লিট্ জগে। লুট্ গাতা। লুঙ্ অগস্ত, অগাসাতাং, অগাসত। সন্ জিগাসতে। যঙ্ জাগায়তে। যঙ্লুক্ জাগাতি, জাগেতি। ণিচ্ গাপয়তি। লুঙ্ অজীগপৎ।

গাত্র—শৈথিল্য। অদন্তচুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গাত্রয়তে। লিট্ গাত্রয়াংচকার। লুঙ্ অজগাত্রত। লুট্ গাত্রয়িতা।

গাধ—১ প্রতিষ্ঠা। ২ লিপ্সা, বাঞ্ছা। ৩ গ্রন্থন, রচনা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। প্রতিষ্ঠা অর্থে অক°। লট্ গাধতে।

"গাধতে নার্থমন্ততঃ" (কবিক° ২৬৮)।

লিট্ জগাধে। লুট্ গাধিতা। লুঙ্ অগাধিষ্ট, অগাধিষাতাং, অগাধিষত। ণিচ্ গাধয়তি। লুঙ্ অজগাধৎ।

গাহ—বিলোড়ন। প্রবেশ। প্রাপ্তি। সেবা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, বেট্। লট্ গাহতে।

"গাহতে শাস্ত্রমত্যর্থং।" (কবিক° ২৬৮)

লিট্ জগাহে। জগাহিষে, জগাক্ষে। জগাহিধ্বে, জগাঢ়ে, জগাহিধ্বে। লুট্ গাহিতা, গাঢ়া। লৃট্ গাহিষ্যতে, গাক্ষ্যতে। আশীর্লিঙ্ গাহিষীষ্ট, গাক্ষীষ্ট। লুঙ্ অগাহিষ্ট, অগাহিষাতাং, অগাহিষত। অগাঢ়, অগাক্ষাতাং, অগাক্ষত। সন্ জিগাহিষতে, জিগাক্ষতে। যঙ্ জাগাহ্যতে। যঙ্-লুক্ জাগাঢ়ি। ণিচ্ গাহয়তি। লুঙ্ অজীগহৎ। অব+গাহ—অবগাহন, প্রবেশ।

"পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য" । (কুমার ১।১)

বি+গাহ—অবগাহন। নিমজ্জন। স্নান। প্রবেশ। বিলোড়ন। গতি। সম্+গাহ—বিলোড়ন। আক্রান্তি।

গু—গুঙ্, গুধাতু শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ গবতে। লিট্ জুগুবে। লুট্ গোতা। লুঙ্ অগোষ্ট। সন্ জুগূষতে। যঙ্ জোগূয়তে। যঙ্লুক্ জোগোতি। ণিচ্ গাবয়তি। লুঙ্ অজুগবৎ। ক্ত-গুত।

গু—মলত্যাগ, পুরীষোৎসর্গ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ গুবতি। লিট্ জুগাব। জুগুবিথ, জুগুথ। লুট্ গুতা। লৃট্ গুষ্যতি। লুঙ্ অগুবীৎ, অগুতাং, অগুবুঃ। ক্ত-গূন।

গুজ—শব্দ, কূজন। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গুজতি। লিট্ জুগোজ। লুট্ গুজিতা। লুঙ্ অগুজীৎ।

গুজ—কূজন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গোজতি। লিট্ জুগোজ। লুঙ্ অগোজীৎ।

গুঞ্জ—গুজি গুজ ধাতু অব্যক্ত শব্দ, কূজন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গুঞ্জতি। লিট্ জুগুঞ্জ।

"ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং।" (ভট্টি ২।১৯)

লুট্ গুঞ্জিতা। লুঙ্ অগুঞ্জীৎ।

গুঠ—বেষ্টন। গুঠি গুঠ ধাতু। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ গুণ্ঠয়তি-তে। লিট্ গুণ্ঠয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অজুগুণ্ঠৎ-ত।

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥" (সর্ব্বদর্শনস°)

গুণ্ড—গুড়ি গুড় ধাতু। ১ বেষ্টন। ২ রক্ষণ। ৩ চূর্ণন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গুণ্ডয়তি-তে। লিট্ গুণ্ডয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুগুণ্ডৎ-ত।

গুড়—১ রক্ষণ। ২ ব্যাঘাত। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গুড়তি। লিট্ জুগোড়। লুঙ্ অগুড়ীৎ। লুট্ গুড়িতা।

গুণ—১ আমন্ত্রণ। ২ অভ্যাস। ৩ গুণন, পূরণ। অদন্ত-চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গুণয়তি-তে। লিট্ গুণয়াংচকার, চক্রে। লুট্ গুণয়িতা। লুঙ্ অজুগুণৎ-ত। মল্লিনাথ গুণ ধাতুর আম্রেড়ন এই অর্থ করিয়া থাকেন।

গুদ—ক্রীড়া, খেলা। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গোদতে। লিট্ জুগুদে। লুট্ গোদিতা। লুঙ্ অগোদিষ্ট।

গুধ—১ ক্রীড়া। ২ পরিবেষ্টন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্, পক্ষে লট্ গুধ্নাতি।

"যোঽস্মৈ গুধ্নাতি তদ্দুর্গং তৎক্ষণাদেব গুধ্যতি।" (কবি° ২৬৮)

লিট্ জুগুধে। লুট্ গোধিতা। লৃট্ গোধিষ্যতে। লুঙ্ অগোধিষ্ট।

গুধ—বেষ্টন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গুধ্যতি। লিট্ জুগোধ। লুঙ্ অগোধীৎ।

গুন্দ্র—গুদ্রি গুন্দ্রধাতু। মিথ্যোক্তি। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গুন্দ্রয়তি। লিট্ গুন্দ্রয়াংচকার। লুঙ্ অজুগুন্দ্রৎ।

গুপ—গুপূ গুপধাতু। রক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, বেট্ সার্ব্বধাতুক বিভক্তি পরে গুপ ধাতুস্থানে নিত্য আয় আদেশ এবং আর্দ্ধধাতুক পরে বিকল্পে হইবে। লট্ গোপায়তি। লিট্ গোপায়াংচকার, জুগোপ। জুগোপিথ, জুগোপ্থ। লুট্ গোপ্তা, গোপিতা, গোপায়িতা। লৃট্ গোপ্স্যতি, গোপিষ্যতি, গোপায়িষ্যতি। আশীর্লিঙ্ গুপ্যাৎ, গোপায্যাৎ। লুঙ্ অগৌপ্সীৎ, অগৌপ্তাং, অগৌপ্সুঃ। অগোপীৎ, অগোপিষ্টাং, অগোপিষুঃ। অগোপায়ীৎ, অগোপায়িষ্টাং, অগোপায়িষুঃ।

"অগোপিষ্টাং পুরীং লঙ্কামগৌপ্তাং রক্ষসাং বলং।" (ভট্টি ১৫।১১৩)

সন্ জুগুপ্সতি, জুগুপিষতি, জুগোপিষতি, জুগোপায়িষতি। যঙ্ জোগুপ্যতে। যঙ্লুক্ জোগোপ্তি। ণিচ্ গোপয়তি। লুঙ্ অজুগুপৎ।

"গোপায়তি ক্ষিতিমিমাং চতুরব্ধিসীমাং
শ্রীমানধর্ম্মবচনাচ্চ জুগুপ্সতে যঃ।
বিত্তং ন গোপয়তি যস্য বনীয়কেভ্যো
ধীরো ন গুপ্যতি মহত্যপি কার্য্যজাতে॥" (কবির° ৬)

গুপ—গোপন, অপহ্নব। নিন্দা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। নিন্দা অর্থে অক, অনিট্। গুপ ধাতুর নিন্দা অর্থে সন্ হয়। গোপন অর্থে ণিচ্ হইবে। লট্ জুগুপ্সতে। লিট্ জুগুপ্সাংচক্রে। লুট্ জুগুপ্সিতা। লৃট্ জুগুপ্সিষ্যতে। লুঙ্ অজুগুপ্সিষ্ট, অজুগুপ্সিষাতাং, অজুগুপ্সিষত। সন্ জুগুপ্সিষতে। গোপন অর্থে গুপধাতুর ণিচ্ হইবে, সেই স্থলে 'গোপয়তি। গোপতে' এইরূপ হইবে।

"কিং কাঞ্চীং বিজহাসি কঙ্কণরণৎকারঞ্চ কিং গোপসে।" (গীতগো' ৬।২)

এই ধাতুর পরস্মৈপদ প্রয়োগও দেখা যায়।

"অত্র ক্রিয়াপদং গুপ্তং বুধৈরপি ন বুধ্যতে।" (বিদগ্ধমুখম')

গুপ—ব্যাকুলতা। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গুপ্যতি। লিট্ জুগোপ। লুট্ গোপিতা। লুঙ্ অগুপৎ, অগুপতাং।

গুপ—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, অক্, সেট্। লট্ গোপয়তি-তে। লিট্ গোপয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অজুগুপৎ-ত।

গুফ—গ্রন্থন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গুফতি। লিট্ জুগোফ। লুঙ্ অগোফীৎ।

গুম্ফ—গ্রন্থন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গুম্ফতি। লিট্ জুগুম্ফ। লুট্ গুম্ফিতা। লুঙ্ অগুম্ফীৎ।

গুর—গুরী গুর ধাতু উদ্যমন। তুদাদি, আত্মনে, অক্, সেট্। লট্ গুরতে।

"যুক্তে হপি যো নোদ্‌গুরতে স্বধর্ম্মান্।" (কবির' ৫১)

লিট্ জুগুরে। লুট্ গুরিতা। লৃট্ গুরিষ্যতে। লুঙ্ অগুরিষ্ট। অব+গুর—তাড়নার্থ দণ্ডাদির উদ্যমন। উদ্+গুর—উৎক্ষেপ।

গুর্দ—কূর্দন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গুর্দতে। লিট্ জুগুর্দে। লুঙ্ অগুর্দিষ্ট।

গুর্দ—১ বিনাশ। ২ কূর্দন। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ গুর্দয়তি-তে। লিট্ গুর্দয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুগুর্দৎ-ত।

গুর্ব—উদ্যম, তাড়নের অভিপ্রায়ে দণ্ডাদির উর্দ্ধীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গুর্ব্বতি। লিট্ জুগুর্ব্ব। লুঙ্ অগুর্ব্বীৎ। লুট্ গুর্ব্বিতা।

গুহ—সংবরণ। আচ্ছাদন। গোপন। অপহ্নব। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গূহতি-তে। লিট্ জুগোহ। জুগূহিথ, জুগোঢ়, জুগূহিবে, জুঘুক্ষে। লুট্ গুহিতা, গোঢ়া। লৃট্ গুহিষ্যতি-তে। ঘোক্ষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ গুহ্যাৎ। গুহিষীষ্ট, ঘুক্ষীষ্ট। লুঙ্ অগূহীৎ, অগুহিষ্টাং, অগুহিষুঃ।

যে স্থলে ইট্ হইবে না সেই স্থলে কস হইবে। অঘুক্ষৎ। অগূহিষ্ট, অগুহিষাতাং অগুহিষত। অগূঢ়, অঘুক্ষত। অঘুক্ষাতাং, অঘুক্ষন্ত। অগুহিষহি, অগুহ্বহি, অঘুক্ষাবহি। সন্ জুঘুক্ষতি-তে। যঙ্ জোগুহ্যতে, যঙ্‌লুক্ জোগোঢ়ি। ণিচ্ গূহয়তি। লুঙ্ অজূগুহৎ। অপ+গুহ—অপনয়ন। অব+গুহ—সম্যক্ সংবরণ। উদ+গুহ—উৎক্ষেপ করিয়া সংবরণ। উপ+গুহ—আলিঙ্গন। নি+গু—অতিশয় সংবরণ।

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং।" (শ্বেতা' উপ')

গৃ—মলত্যাগ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গুবতি। লিট্ জুগাব। লুঙ্ অগুবীৎ।

গূর—গূরী গুর ধাতু। ১ হিংসা। ২ গতি। দিবাদি, আত্মনে, সক্, সেট। লট্ গূর্য্যতে। লিট্ জুগুরে। লুট্ গুরিতা। লুঙ্ অগূরিষ্ট।

"ভয়েষু নোদ্‌গূরয়তে হস্ত্রমাহবে।
যা গূর্য্যতে শ্রীরপি যস্য সম্মুখং॥" (কবি' ৫১)

উৎ+গূর—উৎক্ষেপ। অব+গূর—অবগোরণ, তাড়নোদ্যম।

"অবগূর্য্যত্বব্দশতং সহস্রমভিহত্য চ।" (মনু ১১।২০৬)

গূর—উদ্যম। চুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্—গূরয়তে। লিট্ গূরয়াংচক্রে। লুঙ্ অজুগুরত।

গূর্দ—ক্রীড়া। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গূর্দতে। লিট্ জুগূর্দে। লুঙ্ অগূর্দিষ্ট।

গূর্দ—স্তুতি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ গূর্দয়তি-তে। লুঙ্ অজুগূর্দৎ-ত। "গূর্দয়তি স্তুতিকর্ম্মা" (নিঘণ্টু)

গৃ—সেক। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লিট্ জগার, জগ্রতুঃ। লুট্ গর্ত্তা। লৃট্ গরিষ্যতি। বিধিলিঙ্ গ্রিয়াৎ। লুঙ্ অগার্ষীৎ। সন্ জিগীর্ষতি। যঙ্ জেগ্রীয়তে। যঙ্‌লুক্ জর্গর্ত্তি। ণিচ্ গারয়তি। লুঙ্ অজীগরৎ।

গৃজ—ধ্বনি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গর্জ্জতি। লিট্ জগর্জ্জ। লুট্ গর্জ্জিতা। লুঙ্—অগর্জ্জীৎ।

গৃঞ্জ—গৃঞ্জি গৃঞ্জধাতু—ধ্বনি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গৃঞ্জতি। লিট্ জগৃঞ্জ। লুঙ্ অগৃঞ্জীৎ।

গৃধ—গৃধু গৃধ ধাতু, লিপ্সা। আকাঙ্ক্ষা। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গৃধ্যতি।

"ন গৃধ্যতি পরদ্রব্যং।" (কবির' ২৪৪)

লিট্ জগর্ধ। লুট্ গর্ধিতা। লৃট্ গর্ধিষ্যতি। লুঙ্ অগৃধৎ। সন্ জিগর্ধিষতি। যঙ্ জরীগৃধ্যতে। যঙ্‌লুক্ জরীগর্দ্ধি। ণিচ্ গর্দ্ধয়তি। প্রলম্ভন অর্থে গর্দ্ধয়তে।

গৃহ—১ গর্হণ। ২ গ্রহণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গর্হতে। লিট্ জগৃহে; জগৃহিষে, জঘৃক্ষে। জগৃহিধ্বে, জগৃহিঢ্বে, জঘৃঢ়ে। লুট্ গর্হিতা, গর্ঢা। লৃট্ গর্হিষ্যতে,

ঘর্ম্মাতে। আশীর্লিঙ্ গর্হিষীষ্ট, ঘৃক্ষীষ্ট। লুঙ্ অগর্হিষ্ট, অঘৃক্ষত। কবিরহস্য মতে এই ধাতু অদন্ত চুরাদি।

"দ্বিষাং গৃহয়তে শিরঃ।" (কবির° ৩৩)

লট্ গৃহয়তে। লিট্ গৃহয়াংচকার। লুঙ্ অজগৃহত।

গৃ—বিজ্ঞাপন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গারয়তে। লিট্ গারয়াংচক্রে। লুঙ্ অজীগরত।

গৄ—শব্দ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গৃণাতি, গৃণীতঃ, গৃণন্তি। "গৃণাতি সুভগং বচঃ।" (কবির° ১৫৮)

লিট্ জগার। জগরিথ, জগলিথ। লুট্ গরিতা, গলিতা, গরীতা। লুঙ্ অগারীৎ, অগালীৎ। অগারিষ্টাং, অগারিষুঃ। অনুপূর্ব্বক গৃ ধাতুর যোগে শংসন-বিষয় হর্ষানুকূল ব্যাপাররূপ উৎসাহ বিষয়ে এবং ইহার যোগে পূর্ব্ব ব্যাপারের যে কর্ত্তা তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা—"অধ্বর্য্যুঃ হোত্রে অনুগৃণাতি, হোতা প্রথমং শংসতি তমধ্বর্য্যুঃ প্রোৎসাহয়তি।" (পাণিনি)

গৄ—নিগরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গিরতি, গিলতি। লিট্-জগার। লুঙ্ অগারীৎ। সন্ জিগরিষতি। গৃ-ধাতু ভাব ও গর্হ অর্থে যঙ্ হইয়া থাকে। যঙ্ জেগিল্যতে। যঙ্লুক্ জাগর্ত্তি। অনু+গৃ-আত্মনেপদী, নীচৈঃকথন। উদ্+গৃ—বমন। সম+গৃ—প্রতিজ্ঞা। আত্মনেপদী। "বহূনি দেশাংশ্চ নিবর্ত্তয়িষ্যন্ রামং নৃপঃ সংগিরমাণ এব।" (ভট্টি ৩।৮)

গেদ—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গেদতে। লিট্ জিগেদে। লুঙ্ অগেদিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অজিগেদৎ।

গেপ—গেপৃ গেপধাতু। ১ কম্পন। ২ গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গেপতে। লিট্ জিগেপে। লুঙ্ অগেপিষ্ট।

গেব—সেবন। ভ্বাদি আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গেবতে। লিট্ জিগেবে। লুঙ্ অগেবিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অজিগেবত।

গেষ—অন্বেষণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গেষতে। লিট্ জিগেষে। লুঙ্ অগেষিষ্ট।

গৈ—শব্দ, গান, কীর্ত্তন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ গায়তি। লিট্ জগৌ।

"জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং।" (ভাগ°)

লুট্ গাতা। লৃট্ গাস্যতি। আশীর্লিঙ্ গেয়াৎ। লুঙ্ অগাসীৎ, অগাসিষ্টাং, আগাসিষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে গীয়তে। লুঙ্ অগায়ি। সন্ জিগাসতি। যঙ্ জেগীয়তে। যঙ্লুক্ জাগাতি, জাগীতি। ণিচ্ গাপয়তি। লুঙ্ অজীগপৎ।

অনু+গৈ—পশ্চাদ্গান। অভি+গৈ—অভিমুখে ও চারিদিকে গান। অব+গৈ—নিন্দন। উৎ+গৈ—উচ্চস্বরে গান। উপ+গৈ—সমীপে গান। নি+গৈ—নিম্নস্বরদ্বারা গান। পরি+গৈ—চারিদিকে গান। প্র+গৈ—প্রকর্ষদ্বারা গান। বি+গৈ—নিন্দন। সম্+গৈ—সম্যক্ গান।

গোম—লেপন। অদন্তচুরাদি। উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গোময়তি-তে। লিট্ গোময়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুগোমৎ-ত।

গ্রথ—গ্রথি গ্রথ ধাতু—১ কৌটিল্য, বক্রীভাব। ২ কুটিলীকরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গ্রন্থতে। লিট্ জগ্রন্থে। লুট্ গ্রন্থিতা। লুঙ্ অগ্রন্থিষ্ট।

গ্রন্থ—সন্দর্ভ, রচনা, গ্রন্থন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গ্রন্থয়তি-তে। লিট্ গ্রন্থয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগ্রন্থত।

গ্রন্থ—সন্দর্ভ, রচনা। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গ্রথ্নাতি গ্রথ্নীতঃ, গ্রথ্নন্তি। বিধিলিঙ্ গ্রথ্নীয়াৎ। লিট্ জগ্রন্থ। লুট্ গ্রন্থিতা। লৃট্ গ্রন্থিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ গ্রথ্যাৎ। লুঙ্ অগ্রন্থীৎ। সন্ জিগ্রন্থিষতি। যঙ্ জাগ্রথ্যতে। যঙ্লুক্ জাগ্রন্থি। ণিচ্ গ্রন্থয়তি। লুঙ্ অজগ্রন্থৎ।

"গাথাং গ্রন্থয়তি প্রসন্নললিতাং শ্লোকঞ্চ যো গ্রন্থতি।
শ্লাঘ্যংগ্রাথয়তি স্ফুটার্থমধুরং।
গ্রথতি যঃশ্লিষ্টাক্ষরং নাটকং।" (কবির° ১২)

উদ্+গ্রন্থ—উত্তোলন করিয়া গ্রন্থন।

"লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈঃ।" (রঘু)

গ্রস—ভক্ষণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গ্রসতে। লিট্ জগ্রসে। লৃট্ গ্রসিষ্যতে। লুঙ্ অগ্রসিষ্ট। সন্ জিগ্রসিষতে। যঙ্ জাগ্রস্যতে। যঙ্লুক্ জাগ্রস্তি। ণিচ্ গ্রাসয়তি।

গ্রস—ভক্ষণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গ্রাসয়তি-তে। লিট্ গ্রাসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজিগ্রসৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে গ্রসতি। লিট্ জগ্রাস। লুঙ্ অগ্রাসীৎ, অগ্রসীৎ।

"ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন।" (মনু)

গ্রহ—গ্রহণ। স্বীকার। ধারণ। প্রাপ্তি। অবলম্বন। আশ্রয়। উপাদান। ক্র্যাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গৃহ্লাতি, গৃহ্নীতে। বিধিলিঙ্ গৃহ্নীয়াৎ, গৃহ্নীত।

"শরচ্ছ্রৌদ্রং ন গৃহ্নীয়াৎ গৃহ্নীয়াৎ মার্গপৌষয়োঃ।" (বৈদ্যক)

লোট্ হি গৃহাণ। লঙ্ অগৃহ্লাৎ, অগৃহ্নীত। লিট্ জগ্রাহ, জগৃহে। লুট্ গ্রহীতা। লুঙ্ অগ্রহীৎ, অগ্রহীষ্টাং, অগ্রহীষুঃ। অগ্রহীষ্ট, অগ্রহীষাতাং, অগ্রহীষত। কর্ম্মবাচ্যে লট্ গৃহ্যতে। লুট্ গ্রহীতা, গ্রাহীতা। লৃট্ গ্রহীষ্যতে, গ্রাহিষ্যতে। আশীর্লিঙ্ গ্রহীষীষ্ট, গ্রাহীষীষ্ট। লুঙ্ অগ্রাহি। অগ্রহীষত, অগ্রাহীষত।

"নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ।" (মনু ৮।২৬)

সন্ জিঘৃক্ষতি-তে। যঙ্ জরীগৃহ্যতে। যঙ্লুক্ জাগ্রাঢ়ি। কাহারও কাহারও মতে জরীগড়ি, জরীগৃহীতি। ণিচ্ গ্রাহয়তি। লুঙ্ অজিগ্রহৎ।

"অজিগ্রহত্তং জনকো ধনুস্তৎ।" (ভট্টি ২।৪২)

অতি+গ্রহ—অতিক্রম করিয়া বর্ত্তন। অনু+গ্রহ—আনুকূল্যকরণ।

"বয়মপ্যনুগৃহ্ণীমঃ দ্বিধা কৃত্বাবরূথিনীং।"

(ভারত বিরাট ৯৯৬ শ্লোক)

সম্+অনু+গ্রহ—বন্ধনাদিদ্বারা আনুকূল্য। অব+গ্রহ—অনাদর। নিগ্রহ। প্রতিরোধ। নিয়ম।

"বৃষ্টির্বর্ষং তদ্বিঘাতেঽবগ্রহাবগ্রহৌ সমৌ।" (অমর)

"বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাং।" (রঘু)

অপি+গ্রহ—পিধান। আচ্ছাদন। অভি+গ্রহ—অভিমুখে গ্রহণ। বি+অব+গ্রহ—অবনতি। আ+গ্রহ—অভিমুখে আকর্ষণ। আ+সম্+গ্রহ—অভিমুখে সংগ্রহ। উদ্+গ্রহ—উত্তোলন করিয়া গ্রহণ। উপ+উদ্—গ্রহ—সমীপে গ্রহণ। নি+গ্রহ—বলপূর্ব্বক নিরোধ।

"অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি।" (যাজ্ঞঃ)

প্রতি+নি+গ্রহ—প্রতিরূপতাদ্বারা গ্রহণ। বি+নি+গ্রহ—বিশেষরূপে নিগ্রহ।

"শিরঃসু বিনিগৃহ্যৈতান্ বোধয়ামাস পাণ্ডবঃ।"

(ভারত ১।১২৮ অঃ)

নিস্+গ্রহ—নিঃশেষরূপে গ্রহণ। নিগ্রহ। পরি+গ্রহ—পরিতঃ গ্রহণ। স্বীকার। প্র+গ্রহ—প্রকর্ষদ্বারা গ্রহণ। স্বীকার। প্রতি+গ্রহ—প্রকর্ষদ্বারা গ্রহণ। প্রতি+গ্রহ—দত্তবস্তুর গ্রহণ। স্বীকার মাত্র। প্রতিরূপভাবে শাস্ত্রাদিগ্রহণ। বি+গ্রহ—বিরোধ। রোধন। সম্+গ্রহ—সঞ্চয়। সংগ্রহ।

গ্রহ—গ্রহণ, আদান। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গ্রাহয়তি-তে। লিট্ গ্রাহয়াংচকার, চক্রে। লুট্ গ্রহীতা, গ্রাঢ়া। লুঙ্ অজিগ্রহৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে গ্রহতি। লুঙ্ অগ্রহীৎ, অগ্রাক্ষীৎ।

গ্রাম—আমন্ত্রণ। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈপদী, সক, সেট্। লট্ গ্রাময়তি। লিট্ গ্রাময়াংচকার। লুঙ্ অজগ্রামৎ।

গুচ—গ্রুচু গ্রুচ ধাতু—১ চৌর্য্য। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গ্রোচতি। লিট্ জুগ্রোচ। লুঙ্ অগ্রুচৎ, অগ্রোচীৎ। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে ইট্ হইবে না। ক্ত গ্রুক্ত।

গ্লস—ভক্ষণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গ্লসতে। লিট্ জগ্লসে। লুঙ্ অগ্লসিষ্ট।

গ্লহ—আদান। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, সক, বেট্। লট্ গ্লাহয়তি-তে। লিট্ গ্লাহয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অজিগ্লহৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে গ্লহতি। লুঙ্ অগ্লহীৎ, অগ্লাক্ষীৎ। গ্লহধাতু অনেকস্থলে আত্মনেপদ দেখা যায় ঐ সকল প্রয়োগ আর্ষ।

"শকুনে! হন্ত দিব্যামো গ্লহমানাঃ পরস্পরং।"

(ভারত সভা° ৫৯ অঃ)

গ্লুচ—১ চৌর্য্য। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গ্লোচতি। লিট্ জুগ্লোচ। লুঙ্ অগ্লুচৎ, অগ্লোচীৎ।

গ্লুঞ্চ—গ্লুন্চু গ্লুঞ্চ ধাতু। ১ চৌর্য্য। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গ্লুঞ্চতি। লিট্ জুগ্লুঞ্চ। লুট্ গ্লুঞ্চিতা। লুঙ্ অগ্লুচৎ, অগ্লুঞ্চীৎ।

গ্লেপ—১ দৈন্য। ২ গতি। ৩ কম্পন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। দৈন্যার্থে অক°। লট্ গ্লেপতে। লিট্ জিগ্লেপে। লুঙ্ অগ্লেপিষ্ট। ঋদিৎ অজিগ্লেপৎ-ত।

গ্লেব—সেবন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ গ্লেবতে। লিট্ জিগ্লেবে। লুঙ্ অগ্লেবিষ্ট। ঋদিৎ অজিগ্লেবৎ-ত।

গ্লেষ—অন্বেষণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গ্লেষতে। লিট্ জিগ্লেষে। লুঙ্ অগ্লেষিষ্ট।

ঋদিৎ অজিগ্লেষৎ-ত। "গ্লেষতে যঃ সতাং মার্গং।" (হলায়ুধ)

গ্লৈ—ক্লম। হর্ষক্ষয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ গ্লায়তি। লিট্ জগ্লৌ। লুট্ গ্লাতা। লৃট্ গ্লাস্যতি। আশীর্লিঙ্ গ্লেয়াৎ, গ্লায়াৎ। লুঙ্ অগ্লাসীৎ, অগ্লাসিষ্টাং, অগ্লাসিষুঃ। সন্ জিগ্লাসতি। যঙ্ জাগ্লায়তে। যঙ্লুক্ জাগ্লেতি, জাগ্লাতি। ণিচ্ গ্লাপয়তি, গ্লপয়তি। উপসর্গ পূর্ব্বক প্রগ্লাপয়তি।

ঘগ্‌ঘ—হসন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঘগ্‌ঘতি। লিট্ জগ্‌ঘাস। লুঙ্ অঘগ্‌ঘীৎ।

ঘট—চেষ্টা। যত্ন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ঘটতে।

"তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ ঘটতেঽস্য নিয়ন্তৃতা।" (পঞ্চদশী ৬।১০৬)

লিট্ জঘটে। লুট্ ঘটিতা। লৃট্ ঘটিষ্যতে। লুঙ্ অঘটিষ্ট, অঘটিষাতাং, অঘটিষত। সন্ জিঘটিষতে। যঙ্ জাঘটাতে। যঙ্লুক্ জাঘট্টি। ণিচ্ ঘটয়তি। লুঙ্ অজীঘটৎ। উদ্+ঘট—আবরণ নিবারণ। প্র+ঘট—প্রারম্ভ। বি+ঘট—বিযুক্তি।

"কার্য্যমুদ্দ্যাতি তং কাপি মধ্যে বিজঘটে যতঃ।" (হিতো°)

সম্+ঘট—সম্যক্ শেষ। সংযোগ।

ঘট—১ হিংসা। ২ সংঘাত। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্।

সঙ্ঘাতার্থে অক। লট্ ঘাটয়তি-তে। লিট্ ঘাটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীঘটৎ-ত। উদ্+ঘট—নিরাবরণ।

ঘট—দ্যুতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঘাটয়তি-তে। ভ্বাদি পক্ষে ঘটতি। লুঙ্ অজীঘটৎ-ত। অঘটীৎ।

ঘট ঘটি ঘট ধাতু—শব্দকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ঘটয়তি-তে। লিট্ ঘটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজঘটৎ-ত।

ঘট্ট—চালন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঘট্টতে। লিট্ জঘট্টে। লুঙ্ অঘট্টিষ্ট।

ঘট্ট—চালন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ঘট্টয়তি-তে। লিট্ ঘট্টয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অজঘট্টৎ-ত।

ঘণ—দীপ্তি। তনাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ঘণোতি, ঘণুতে। লিট্ জঘণে, জঘাণ। লুঙ্ অঘাণীৎ, অঘণীৎ। অঘণিষ্ট।

ঘম্ব—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘম্বতি। লিট্ জঘম্ব। লুঙ্ অঘম্বীৎ।

ঘর্ব—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘর্ব্বতি। লিট্ জঘর্ব্ব। লুঙ্ অঘর্ব্বীৎ।

ঘংষ—ক্ষরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঘংষতে। লিট্ জঘংষে। লুঙ্ অঘংষিষ্ট।

ঘস—হসন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঘসতি। লিট্ জঘাস। লুঙ্ অঘাসীৎ।

ঘস্—ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘসতি। লোট্ ঘসতু। বিধিলিঙ্ ঘসেৎ। লঙ্ অঘসৎ। লিটে এই ধাতুর প্রয়োগ নাই, সেই স্থলে অদ ধাতু স্থানে ঘস্ আদেশ হইবে। লিট্ জঘাস। লুট্ ঘস্তা। লৃট্ ঘৎস্যতি। লৃঙ্ অঘৎস্যৎ। লুঙ্ অঘসৎ।

ঘংস—ক্ষরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ঘংসতে। লিট্ জঘংসে। লুঙ্ অঘংসিষ্ট।

ঘিণ—গ্রহণ। ঘিণি ঘিণ ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঘিণতে। লিট্ জিঘিণে। লুঙ্ অঘিণিষ্ট।

ঘু—ধ্বনি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ ঘবতে। লিট্ জুঘুবে। লুঙ্ অঘোষ্ট।

ঘুট—আবর্ত্তন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঘোটতে। লিট্ জুঘুটে। লুঙ্ অঘোটিষ্ট।

ঘুট—প্রতিঘাত। পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘুটতি। লিট্ জঘোট। লুট্ ঘোটিতা। লৃট্ ঘুটিষ্যতি। লুঙ্ অঘুটীৎ। লৃদিৎ হইলে অঘুটৎ।

"যস্ত ব্যাঘোটতে দন্তো নাকৃতার্থঃ কুতশ্চন।
ব্যাঘুটন্তি বিপক্ষাশ্চ যৎসম্মুখমুপাগতাঃ॥" (কবির° ১৪৬)

ঘুড়—ব্যাঘাত। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘুড়তি। লিট্ জুঘোড়। লুঙ্ অঘুড়ীৎ। লুট্ ঘুড়িতা।

ঘুণ—গ্রহণ। ঘুণি ঘুণ ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঘোণতে। লিট্ জুঘুণে। লুঙ্ অঘুণিষ্ট।

ঘুণ—ভ্রমণ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঘুণতি। লিট্ জুঘোণ। লুঙ্ অঘোণীৎ। লুট্ ঘুণিতা।

ঘুর—১ ধ্বনি। ২ ভীমবচন। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঘুরতি। লিট্ জুঘোর। লুঙ্ অঘোরীৎ। লুট্ ঘোরিতা।

ঘুষ—বধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘোষতি।

"নাবশ্যং ঘোষতি বারি যস্ত কশ্চিদুপদ্রবং।
ঘোষয়ন্তি পুনঃ সর্ব্বে দীর্ঘমায়ুর্যদাশ্রিতাঃ॥" (কবি° ১৪১)

লিট্ জুঘোষ। লুট্ ঘোষিতা। লৃট্ ঘোষিষ্যতি। লুঙ্ অঘুষৎ, অঘোষীৎ।

ঘুষ—স্তুতি। আবিষ্করণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘোষয়তি-তে। লিট্ ঘোষয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুঘুষৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে ঘোষতি। লিট্ জুঘোষ। লুঙ্ অঘোষীৎ, অঘুষৎ। আ+ঘুষ—সতত ঘোষণ। কেহ কেহ সতত ক্রন্দন এই অর্থ করেন। উদ্+ঘুষ—উর্দ্ধ আবিষ্করণ।

ঘুংষ—কান্তিকরণ, অলঙ্করণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ঘুংষতে। লিট্ জুঘুংষে। লুঙ্ অঘুংষিষ্ট।

ঘূর—হিংসা। জীর্ণতা। দিবাদি, আত্মনে, সক, সেট্, জীর্ণতা অর্থে অক। লট্ ঘূর্য্যতে। লিট্ জুঘূরে। লুঙ্ অঘূরিষ্ট লুট্ ঘূরিতা।

ঘূর্ণ—ভ্রমণ। তুদাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ঘূর্ণতি-তে। লিট্ জুঘূর্ণ, জুঘূর্ণে।

"ঘূর্ণন্তে শাত্রবস্তাপি যদ্‌গুণশ্রবণাচ্ছিরঃ।
মিত্রোদাসীনভূতানাং ঘূর্ণতীতি কিমদ্ভুতং॥" (কবির° ২৩১)

লুট্ ঘূর্ণিতা। লৃট্ ঘূর্ণিষ্যতি-তে। লুঙ্ অঘূর্ণীৎ, অঘূর্ণিষ্ট। আ+ঘূর্ণ—চক্রবৎ ভ্রমণ।

"ঘূর্ণয়ন্ মদিরাস্বাদমদপাটলিতদ্যুতী।" (মাঘ ২স°)

ঘৃ—সেক। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঘরতি। লিট্ জঘার। লুঙ্ অঘার্ষীৎ।

ঘৃ—সেক। ছাদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ঘারয়তি-তে। লিট্ ঘারয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীঘরৎ-ত। আ+ঘৃ—সমন্তাৎ সেক। আচার।

ঘৃ—ভাস। সেক। জুহোত্যাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। ভাস অর্থে অক। লট্ জিঘর্ত্তি। লুঙ্ অঘার্ষীৎ। এই ধাতু বৈদিক, অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ ভিন্ন কোন স্থলে এই ধাতুর উল্লেখ দেখা যায় না।

ঘৃণ—দীপ্তি। ঘৃণু ঘৃণ ধাতু। তনাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। ঘর্ণোতি, ঘৃণোতি। ঘর্ণুতে, ঘৃণুতে। লিট্ জঘর্ণ, জঘৃণে। লুঙ্ অঘর্ণীৎ। অঘর্ণিষ্ট।

ঘৃণ—গ্রহণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঘৃণতে। লিট্ জঘৃণে। লুঙ্ অঘৃণিষ্ট।

ঘৃষ—ঘৃষু ঘৃষ ধাতু। সংঘর্ষ। ঘর্ষণ। স্পর্দ্ধা, হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘর্ষতি।

"ঘর্ষতি চন্দনং লোকঃ" (দুর্গাদাস)

লিট্ জঘর্ষ, জঘৃ ধাতু। লুট্ ঘর্ষিতা। লুঙ্ অঘর্ষীৎ। উদ্+ঘৃষ—ঊর্দ্ধঘর্ষণ।

"চূড়ামণিভিরুদঘৃষ্টপাদপীঠং" (রঘু ১৭।১৮)

ঘোর—গতিচাতুর্য্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঘোরতি। লিট্ জুঘোর। লুঙ্ অঘোরীৎ।

ঘ্রা—আঘ্রাণ, গন্ধগ্রহণ। ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ অর্থে সক৹। লট্ জিঘ্রতি।

"দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ ন জিঘ্রন্তি গতায়ুষঃ।" (স্মৃতি)

লিট্ জঘ্রৌ। জঘ্রিথ, জঘ্রাথ। জঘ্রিব। লুট্ ঘ্রাতা। লৃট্ ঘ্রাস্যতি। আশীর্লিঙ্ ঘ্রায়াৎ। লুঙ্ অঘ্রাৎ, আঘ্রাতাং, অঘ্রুঃ। অঘ্রাসীৎ, অঘ্রাসিষ্টাং, অঘ্রাসিষুঃ। সন্ জিঘ্রাসতি। যঙ্ জেঘ্রীয়তে। যঙ্লুক্ জাঘ্রেতি, জাঘ্রাতি। ণিচ্ ঘ্রাপয়তি। লুঙ্ অজিঘ্রপৎ। ক্ত—ঘ্রাণ, ঘ্রাত। অব+আ+উপ+ঘ্রা—আঘ্রাণ।

"অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্" (মনু ৩।২১৮)

ঙু—ঙুঙ্—ঙু ধাতু। শব্দ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ ঙবতে। লিট্ ঞুঙুবে। লুট্ ঙোতা। লুঙ্ অঙোষ্ট। সন্ ঞুঙূষতে। যঙ্ ঞোঙূয়তে।

চক—১ তৃপ্তি। ২ প্রতিঘাত। ভ্বাদি, আত্মনেপদী, বোপদেব মতে উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চকতি-তে। লিট্ চকাক, চেকে। লুট্ চকিতা। লুঙ্ অচকীৎ, অচকিষ্ট। ণিচ্ (তৃপ্তি অর্থে) চকয়তি। প্রতিঘাত অর্থে, চাকয়তি। লুঙ্ অচীচকৎ। ক্ত-চকিত।

চকাস্—চকাসৃ চকাস ধাতু দীপ্তি। অদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চকাস্তি, চকাস্তঃ চকাসতি। বিধিলিঙ্ চকাস্যাৎ। লোট্ হি চকাধি। কেহ কেহ চকাদ্ধি এইরূপ পদ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। লঙ্ অচকাৎ, অচকাদ্। লিট্ চকাসাংচকার। লুট্ চকাসিতা। লৃট্ চকাসিষ্যতি। লুঙ্ অচকাসীৎ। অচকাসিষ্টাং, অচকাসিষুঃ। সন্ চিচকাসিষতি। ণিচ্ চকাসয়তি। লুঙ্ অচীচকাসৎ। মুগ্ধবোধ মতে অচচকাসৎ।

চক্ক—ব্যথন। চুরাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চক্কয়তি। লিট্ চক্কয়াংচকার। লুঙ্ অচচক্কৎ।

চক্ষ—১ কথন। ২ ত্যাগ। চক্ষিঙ্ চক্ষ ধাতু। অদাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ চষ্টে, চক্ষাতে, চক্ষতে। চক্ষেঃ, চড্‌ঢ্বে। বিধিলিঙ্ চক্ষীত। লঙ্ অচষ্ট। অচক্ষাঃ। অচড্‌ঢ্বং। লিট্ চখ্যৌ, চক্শৌ। চক্ষে, চক্শে। চচক্ষে। লুট্ খ্যাতা, ক্শাতা। লৃট্ খ্যাস্যতি-তে। ক্শাস্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ খ্যায়াৎ, ক্শায়াৎ, ক্শেয়াৎ। লুঙ্ অখ্যৎ। অক্শাসীৎ। অখ্যতাং, অক্শাসিষ্টাং। অখ্যন্, অক্শাসিষুঃ। অখ্যত, অক্শাস্ত। কর্ম্মবাচ্যে খ্যায়তে। ক্শায়তে। অনু+চক্ষ—পশ্চাদুক্তি। অভি+চক্ষ—অভিমুখে দর্শন। অব+চক্ষ—অধোদর্শন। আ—চক্ষ—আখ্যান।

"স বায়ণজতাং তাভ্যাং বাচমাচষ্ট মৈথিলীং।" (রঘু)

অনু+আ+চক্ষ—অন্বাখ্যান। অভি+আ+অভিমুখে আখ্যান। উদ্+আ+চক্ষ—উদাহরণ। প্রতি+আ+চক্ষ—উদাহরণ। প্রতি+আ+চক্ষ—প্রত্যাখ্যান। নিরাকরণ। বি+আ+চক্ষ—ব্যাখ্যান। সম্+আ+চক্ষ—সম্যক্ আখ্যান। পরি+চক্ষ—পরিতঃ কথন। বিখ্যাতি।

"বেদপ্রদানাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে।" (মনু)

প্র+চক্ষ—প্রকর্ষদ্বারা কথন, বিখ্যাতি।

"তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।" (মনু)

প্রতি+চক্ষ—প্রত্যুত্তরোক্তি, প্রতিরূপোক্তি। বি+চক্ষ—বিশেষরূপে কথন। বিখ্যাতি।

"বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরাঃ যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা।

(ভাগ৹ ৩।১১।১৭)

সম্+চক্ষ—সম্যক্ কথন।

"মেরোরপান্তরে পার্শ্বে পূর্ব্বং সংচক্ষ সঞ্জয়।"

(ভারত ভী৹ ৭ অ৹)

চষ—বধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চষোতি। লিট্ চচাষ। লুঙ্ অচাষীৎ, অচষীৎ। কেহ কেহ এই ধাতুকে বৈদিক বলিয়া থাকেন।

চঞ্চ—চঞ্চু চঞ্চ ধাতু গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চঞ্চতি। লিট্ চচঞ্চ। লুট্ চঞ্চিতা। বিধিলিঙ্ চঞ্চ্যাৎ। লুঙ্ অচঞ্চীৎ।

"চঞ্চদ্ভুজভ্রমিতচণ্ডগদা—।" (বেণী সংহার)

চট—চটে চট ধাতু। ১ বর্ষণ। ২ আবরণ। ৩ ভেদ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চটতি। লিট্ চচাট। লুঙ্ অচটীৎ, অচাটীৎ। লুট্ চটিতা।

চট—১ বধ। ২ ভেদ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চাটয়তি-তে। লিট্ চাটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচটৎ-ত। উদ্+চট্—ভেদন বধ। উত্ত্রাসন। স্থানান্তরানয়ন।

"উচ্চাটনীয়ঃ করতালিকানাং দানাদিদানীং ভবতীভিরেষঃ।" (নৈষধ ৩.৭)

চড়—কোপ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ চণ্ডতে। লিট্ চচণ্ডে। লুঙ্ অচণ্ডিষ্ট।

চড়—কোপ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চণ্ডয়তি-তে। লিট্ চণ্ডয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচচণ্ডৎ-ত।

চণ—১ শব্দ। ২ দান। ৩ গতি। ৪ হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চণতি। লিট্ চচাণ। লুঙ্ অচাণীৎ, অচণীৎ। সন্ চিচণিষতি। যঙ্ চঞ্চণ্যতে। যঙ্লুক্ চঞ্চণ্টি। ণিচ্ চণয়তি। লুঙ্ অচীচণৎ, অচচণৎ। চণক।

চত—যাচন। ভ্বাদি, উভয়পদী, দ্বিক, সেট্। লট্ চততি-তে। লিট্ চচাত, চেতে। লুট্ চতিতা। লৃট্ চতিষ্যতি-তে। লুঙ্ অচতীৎ, অচতিষ্ট। বৈদিক প্রয়োগ স্থলে এই ধাতু অনিট্ দেখা যায়।

'চত্তো হতশ্চত্তাস্থুতঃ।' (ঋক্ ১০।১৫৫।২)

চদ—যাচন। ভ্বাদি, উভয়পদী, দ্বিক, সেট্। লট্ চদতি-তে। লিট্-চচাদ, চেদে। লুঙ্ অচদীৎ, অচদিষ্ট। লুট্ চদিতা।

চদ—চদি চদ ধাতু। ১ আহ্লাদ। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চন্দতি। লিট্ চচন্দ। লুঙ্ অচন্দীৎ। লুট্ চন্দিতা।

চন—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চনতি। লিট্ চচান। লুঙ্ অচনীৎ, অচানীৎ।

চপ—চূর্ণীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চপয়তি-তে। লিট্ চপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচপৎ-ত। লুট্ চপিতা। কেহ কেহ চি ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ করিয়া 'চপি' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চপ—সান্ত্বন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চপতি। লিট্ চচাপ। লুঙ্ অচপীৎ, অচাপীৎ। লুট্ চপিতা। লৃট্ চপিষ্যতি।

চপ—গতি। চপি চপধাতু। চুরাদি, উভয়পদী সক, সেট্। লট্ চম্পয়তি-তে। লিট্ চম্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচচম্পৎ-ত।

চম—ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চমতি। লিট্ চচাম। লুট্ চমিতা। লৃট্ চমিষ্যতি। লুঙ্ অচমীৎ। সন্ চিচমিষতি। যঙ্ চঞ্চম্যতে। যঙ্লুক্ চঞ্চন্তি। ণিচ্ চাময়তি। লুঙ্ অচচামৎ। আ+চম—আচমন। লট্ আচামতি।

"আচান্তঃ পুনরাচামেৎ।" (স্মৃতি)

চম্প—গতি। চুরাদি, পরস্মৈপদী, পক্ষে ভ্বাদি, সক, সেট্। লট্ চম্পয়তি। লিট্ চম্পয়াংচকার। লুঙ্ অচচম্পৎ। ভ্বাদি পক্ষে। চম্পতি। চচম্প। লুঙ্ অচম্পীৎ।

চম্ব—১ হিংসা। ২ গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ চম্বতি। লিট্ চচম্ব। লুঙ্ অচম্বীৎ। লুট্ চম্বিতা। লৃট্ চম্বিষ্যতি।

চয়—ধাতু—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ চয়তে। লিট্ চেয়ে। লুঙ্ অচয়িষ্ট। লুট্ চয়িতা।

চর—১ গতি, ভ্রমণ। ২ ভক্ষণ। ৩ আচরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চরতি। লিট্ চচার। চেরতুঃ। লুট্ চরিতা। লৃট্ চরিষ্যতি। লুঙ্ অচারীৎ, অচারিষ্টাং, অচারিষুঃ। সন্ চিচরিষতি। ভাবগর্হা অর্থে চর ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়। যঙ্ চঞ্চূর্য্যতে। যঙ্লুক্ চঞ্চূর্ত্তি। ণিচ্ চারয়তি। লুঙ্ অচীচরৎ। অতি+চর—অতিক্রম করিয়া গমন। বি+অতি+চর—ব্যতিক্রম।

"ত্বামহং ন ব্যতিচরে মনসাপি কদাচন।
(রামা° লঙ্কা ১০১ স°)

অধি+চর—অধিকরূপে চরণ। অনু+চর—অনুগমন। পশ্চাদ্গমন। সাদৃশ্যকরণ। অপ+চর—অপকার, অনিষ্টসম্পাদন।

"পিতৃদেবর্ষিভৃত্যাশ্চ ন চাপচরিতা ময়া।" (মার্ক° পু°)

অভি+চর—অভিমুখে চরণ। অতিক্রম। ব্যভিচার। অনিষ্টসম্পাদন।

"পতিং যানাভিচরতি মনোবাক্‌দেহসংযতা।" (মনু)

বি+চর—বিশেষরূপে অতিক্রম। অব+চর—সমন্তাৎচরণ।

"দূর্ব্বাং পুনর্ণবাং চৈব লেপে সাধ্ববচারয়েৎ।" (সুশ্রুত)

আ+চর—অনুষ্ঠান। প্রতিপাল্যত্বাদিদ্বারা সদৃশীকরণ।

"প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।" (চাণক্য)

অধি+আ+চর—অধিকরূপে প্রাচরণ।

"শয্যাসনে হধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।" (মনু)

অনু+আ+চর—অনুগমন—সম্+উদ+চর—সম্যক্ আচরণ। উপ+আ+চর—উপাসন। সম্+আ+চর—সম্যক্ আচার। উদ্+চর—উল্লঙ্ঘন করিয়া গতি, এই অর্থে সকর্ম্মক এবং আত্মনেপদী।

"ধর্ম্মমুচ্চরতে, ধর্ম্মং উল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতীতি।" (পাণিনি)

উপরিষ্টাদ্‌গতি, এই অর্থে অকর্ম্মক এবং পরস্মৈপদী।
"ধূপ উচ্চরতি, উপরিষ্টাদ্গচ্ছতি।" (পাণিনি)
বি+উদ্+চর—সম্যক্ উত্থিতি। উপ+চর—উপাসন।
"গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।" (কুমারস°)
দুর্+চর—দুষ্টাচরণ। নিস্+চর—নির্গমন। পরি+চর—পরিতঃ গমন।
"আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ।"
(রামা° অযোধ্যাকা° ৩৫ ১৪)
প্র+চর—প্রকাশ্যরূপে গতি, প্রচার। সম্+প্র+চর—সম্যক্ প্রকাশ। বি+চর—বিশেষরূপে গতি সম্+চর—সম্যক্ গতি।
"নৈব বাতাঃ প্রতাপন্তে ন মেঘাঃ সঞ্চরন্তি চ।" (হরিবং)
করণ বিভক্তি সহিত হইলে সম্ পূর্ব্বক চর ধাতুর আত্মনে পদ হয়। যথা—'রথেন সঞ্চরতে।' (পাণিনি)
চর—১ সংশয়। ২ অসংশয়। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চারয়তি-তে। লিট্ চারয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচরৎ, অচচরৎ।
চর্চ—অধ্যয়ন, অনুশীলন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চর্চয়তি-তে। লিট্ চর্চয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচচর্চৎ-ত।
চর্চ—১ উক্তি। ২ভর্ৎসন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চর্চতি। লিট্ চচর্চ। লুঙ্ অচর্চীৎ।
"চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরঃ।" (গীতগো°)
চর্ব্ব—১ গতি। ২ ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চর্ব্বতি। লিট্ চচর্ব্ব। লুঙ্ অচর্ব্বীৎ। লুট্ চর্ব্বিতা।
চল—১ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চলতি। লিট্ চচাল। চেলতুঃ। লুট্ চলিতা। লৃট্ চলিষ্যতি। লুঙ্ অচালীৎ, অচালিষ্টাং, অচালিষুঃ। সন্ চিচলিষতি। যঙ্ চাচল্যতে। যঙ্লুক্ চাচল্তি। ণিচ্ চালয়তি। কম্পন অর্থে—চলয়তি। উৎ+চল—উর্দ্ধগমন। উৎক্রমণ করিয়া গতি। বি+চল—বিশেষরূপে গতি।
চল—বিলাস। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চলতি। লিট্ চচাল। লুঙ্ অচালীৎ।
চষ—১ ভক্ষণ। ২ বধ। ভ্বাদি, উভয়পদী সক, সেট্। লট্ চষতি-তে। লিট্ চচাষ, চেষে। লুঙ্ অচাষীৎ, অচষীৎ। অচষিষ্ট। বধার্থে পরস্মৈপদী।
চহ—পরিকল্কন, শঠতা, প্রতারণা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চহতি। লিট্ চচাহ। লুঙ্ অচহীৎ।
চহ—প্রতারণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চহয়তি-তে। লিট্ চহয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচচহৎ-ত।

চহ—প্রতারণ। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্ ঘটাদি। লট্ চহয়তি। লুঙ্ অচীচহৎ-ত।
চায়—চায়ৃ চায় ধাতু। ১ পূজা। অর্চ্চনা। চাক্ষুষজ্ঞান। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চায়তি-তে। লিট্ চচায়, চচায়ে। লুট্ চায়িতা। লুঙ্ অচায়ীৎ, অচায়িষ্ট। সন্ চিচায়িষতি-তে। যঙ্ চেকীয়তে। যঙ্লুক্ চেকয়ীতি, চেকেতি। ঋদিৎ চায় ধাতু লুঙ্ অচচায়ৎ-ত।
"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।" (কঠোপনি°)
চি—চিঞ্ চি ধাতু—আকর্ষণ দ্বারা আদান, বিভাগপূর্ব্বক আদান। চয়ন, রাশীকরণ। স্বাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, উভয়পদী, দ্বিক° অনিট্। লট্ চিনোতি, চিনুতে। লোট্ চিনোতু, চিনুতাং। হি চিনু। লুঙ্ অচৈষীৎ, অচেষ্ট। লিট্ চিকায়, চিচায়, চিক্যে, চিচ্যে। লঙ্ অচিনোৎ, অচিনুতাং, অচিন্বন্। লুট্ চেতা। লৃট্ চেষ্যতি। আশীর্লিঙ্ চীয়াৎ। ভ্বাদি পক্ষে চয়তি-তে। লোট্ চয়তু, চয়তাং। কর্ম্মবাচ্যে, চীয়তে। লুট্ চায়িতা। লৃট্ চায়িষ্যতে। আশীর্লিঙ্ চায়িষীষ্ট। লুঙ্ অচায়ি। অচায়িষত। সন্ চিকীষতি-তে। চিচীষতি-তে। যঙ্ চেচীয়তে। যঙ্লুক্ চেচয়ীতি, চেচেতি।
চি—চয়ন। বিভাগপূর্ব্বক আদান। চুরাদি, উভয়পদী, দ্বিক, অনিট্। পক্ষে ভ্বাদি। লট্ চাপয়তি-তে। চায়য়তি-তে। কেহ কেহ এই ধাতু ঘটাদির মধ্যে ধরিয়া 'ঘটাদেণৌ হ্রস্বশ্চ' এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব করিয়া থাকেন। সেই মতে চয়য়তি-তে। চপয়তি-তে। লিট্ চায়য়াংচকার, চক্রে। চাপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচপৎ-ত। অচীচয়ৎ-ত।
"রাজহংস তব সৈব শুভ্রতা চীয়তে নচ নচাপচীয়তে।"
(কাব্য প্র°)
অধি+চি—অধিকরূপে চয়ন। অনু+চি—পশ্চাৎচয়ন। অপ+চি—হীনতাসম্পাদন। অব+চি—অধঃস্থিত হইয়া চয়ন। অব+আ+চি—সম্যক্ আচয়ন। আ+চি—সম্যক্ চয়ন। অনু+আ+চি—অন্বাচয়। সম্+আ+চি—সমাহার।
"যদা তু বায়সাং রাশিঃ সভামধ্যে সমাচিতঃ।"
(ভারত সভাপর্ব্ব)
উৎ+চি—ঊর্দ্ধ হইতে চয়ন। উত্তোলন করিয়া আদান। অভি+উদ্+চি—সমুচ্চয়। সম্+উদ্+চি—সমুচ্চয়। উপ+চি—বৃদ্ধি, এই অর্থে অক°। নি+চি—নিঃশেষরূপে চয়ন। সমুচ্চয়।
"স্বদেশে নিচিতা দোষা অস্মিন্ কোপমাগতাঃ।" (সুশ্রুত)
পরি+চি—পরিচয়, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন।

"মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।" (মেঘদূত)
প্র+চি—প্রকর্ষদ্বারা চয়ন। সমাহার। বি+চি—বিশেষরূপে চয়ন। সম্+চি—সম্যক্ চয়ন। সমাহার।
"সঞ্চিন্বন্তি সদাযুক্তা জাতিরূপঞ্চ মৌক্তিকং।" (হরিবংশ)
চিক্ক—পীড়ন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চিক্কয়তি-তে। লিট্ চিক্কয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিচিক্কৎ-ত। লুট্ চিক্কয়িতা।
চিট—প্রেষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্ পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ। লট্ চেটয়তি-তে। লিট্ চেটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচিটৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে চেটতি। লিট্ চিচেট। লুঙ্ অচেটীৎ। লুট্ চেটিতা।
চিত—চিতী চিত ধাতু—জ্ঞান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চেততি। লিট্ চিচেত। লুঙ্ অচেতীৎ।
"অবিজ্ঞানিদ্রয়াক্রান্তে জগত্যেকঃ স চেততি।" (কবি ১২৬)
লুট্ চেতিতা। লৃট্ চেতিষ্যতি। সন্ চিচিতিষতি। চিচেতিষতি। যঙ্ চেচিত্যতে। যঙ্লুক্ চেচেত্তি।
চিত—জ্ঞান। চুরাদি, আত্মনেপদী, সক, সেট্। লট্ চেতয়তি-তে। লিট্ চেতয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচিতৎ-ত।
"ধিয়া চেতয়তে সর্ব্বং পরস্য হৃদয়েস্থিতং।" (কবি° ১২৬)
"কিন্নু সুপ্তোঽস্মি জাগর্ম্মি চেতয়ামি ন চেতয়ে।" (ভারত স্বর্গা° ২ অ°)
চিত্র—১ চিত্রীকরণ, আলেখ্যকরণ। ২ ক্ষণিকেক্ষণ। কদাচিদ্দর্শন। ৩ অদ্ভুত দর্শন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চিত্রয়তি-তে। লিট্ চিত্রয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিচিত্রৎ-ত। চিত্রাপয়তি।
"চিত্রৈশ্চিত্রয়তি ব্যোম।" (কবি ১৫৩)
"বাগদেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা।" (গীতগো° ১।২)
চিন্ত—চিতি চিন্ত ধাতু। ১ স্মৃতি। ২ চিন্তা। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চিন্তয়তি-তে। লিট্ চিন্তয়াংচকার, চক্রে। লুট্ চিন্তয়িতা। লৃট্ চিন্তয়িষ্যতি-তে।
"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা।" (নীতিশতক° ১)
"তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।" (মনু)
পরি+বি+সম্+চিন্ত—অত্যন্ত চিন্তা।
"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা।" (শকু° ৪।১৮)
চিল—বসন, আচ্ছাদন। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চিলতি। লিট্ চিচেল। লুট্ চেলিতা। লুঙ্ অচেলীৎ।
চিল্ল—১ শৈথিল্য। ২ ভাবকরণ, হাবকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চিল্লতি। লিট্ চিচিল্ল। লুট্ চিল্লিতা। লুঙ্ অচিল্লীৎ।

চীক—মর্ষণ। আমর্শন। স্পর্শ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চীকয়তি-তে। লিট্ চীকয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচীকৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে চীকতি। লিট্ চিচীক। লুঙ্ অচেকীৎ।
"চন্দ্রাবতীতরঙ্গাগ্রাশ্চীকয়ন্তি চ যদ্বপুঃ।" (হলায়ুধ)
ভটমল্লস্তু মর্ষণে ইতি মূর্দ্ধণ্যাবমধ্যং পঠিত্বা ক্ষমার্থমাহ।" (দুর্গাদাস)
চীব—গ্রহণ। স্বসংবৃতি। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চীবতি-তে। লুঙ্ অচীবীৎ, অচীবিষ্ট। লিট্ চিচীব, চিচীবে। ঋদিৎ হইলে অচিচীবৎ-ত।
চীব—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চীবয়তি-তে। লিট্ চীবয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিচীবৎ-ত। লুট্ চীবয়িতা।
চীভ—প্রশংসা। চীভৃ চীভ ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ চীভতে। লিট্ চিচীভে। লুঙ্ অচীভিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অচিচীভৎ-ত। লুট্ চীভিতা।
চীয়—১ আদান। ২ সংবরণ। চীয়্ চীয় ধাতু। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চীয়তি-তে। লিট্ চিচীয়, চিচীয়ে। লুঙ্ অচেয়ীৎ। অচীয়িষ্ট। ঋদিৎ হইলে অচিচীয়ৎ-ত।
চুক্ক—পীড়ন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চুক্কয়তি-তে। লিট্ চুক্কয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচুক্কৎ-ত। লুট্ চুক্কিতা।
চুচ্য—১ স্নান। ২ মন্থন। ৩ পীড়ন। ৪ সুরাদি সম্পাদন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চুচ্যতি। লিট্ চুচুচ্য। লুঙ্ অচুচ্যৎ। লুট্ চুচ্যিতা।
চুট—অল্পীভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চোটতি। লিট্ চুচোট। লুঙ্ অচোটীৎ। ভ্বাদিপক্ষে চোটিতা।
চুট—ছেদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্ পক্ষে তুদাদি, কুটাদি, পরস্মৈ। লট্ চোটয়তি-তে। লিট্ চোটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচুটৎ-ত। লুট্ চুটয়িতা। তুদাদি পক্ষে লট্ চুটতি। লুঙ্ অচোটীৎ।
চুট্ট—অল্পীভাব। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চুট্টয়তি-তে। লিট্ চুট্টয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচুট্টৎ-ত।
চুড়—সংবরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চুড়তি। লিট্ চুচোড়। লুঙ্ অচুড়ীৎ। লুট্ চুড়িতা।
চুড়—চুড়ি চুড় ধাতু। অল্পীভাব। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চুণ্ডয়তি-তে। লিট্ চুণ্ডয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচুণ্ডৎ-ত।
চুড়—চুড়ি চুড় ধাতু—অল্পীভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্।

লট্ চুণ্ডতি। লিট্ চুচুণ্ড। লুঙ্ অচুণ্ডীৎ। লুট্ চুণ্ডিতা। লৃট্ চুণ্ডিষ্যতি।

চুণ—ছেদন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চুণতি। লিট্ চুচোণ। লুট্ চুণিতা। লুঙ্ অচুণীৎ। লৃট্ চুণিষ্যতি।

চুত—চুতির্ চুত ধাতু। ক্ষরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চোততি। লিট্ চুচোত। লুট্ চোতিতা। লুঙ্ অচুতৎ, অচোতীৎ।

চুদ—প্রেরণ। ক্ষেপণ। চালন। নিয়োগ। প্রশ্ন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। চোদয়তি-তে। লিট্ চোদয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচুদৎ-ত। প্র+চুদ—প্রেরণ। কথন।

চুপ—মন্দগমন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চোপতি। লিট্ চুচোপ। লুট্ চোচিতা। লুঙ্ অচোপীৎ। লৃট্ চোপিষ্যতি।

"কিং স্বিৎস্বপ্নং ন মিষতি কিং স্বিৎজাগ্রন্ন চোপতি।"

(ভারত বন ১২৩ অ°)

চুম্ব—চুম্বন। মুখসংযোগ ভেদ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চুম্বয়তি-তে। লিট্ চুম্বয়াংচকার, চক্রে। লুট্ চুম্বয়িতা। লুঙ্ অচুচুম্বৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্ চুম্বতি। লিট্ চুচুম্ব। লুট্ চুম্বিতা। লুঙ্ অচুম্বীৎ, অচুম্বিষ্টাং, অচুম্বিষুঃ।

"প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে।" (কুমার স° ৩।৩৮)

কদাচিৎ আত্মনেপদ প্রয়োগ দেখা যায়। কেহ কেহ 'চুচুম্বে' এই স্থলে চুচুম্ব এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চুর—স্তেয়, চৌর্য্য। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লিট্—চোরয়তি-তে। লিট্ চোরয়াংচকার, চক্রে। লুট্ চোরয়িতা। লুঙ্ অচুচুরৎ-ত। কর্ত্তৃগামী ফল বুঝাইলে আত্মনেপদ হয়। লট্ চোরয়তে। ভ্বাদিপক্ষে লট্ চোরতি। লিট্ চুচোর। লুট্ চোরিতা। লুঙ্ অচোরীৎ।

"অচুচুর চন্দ্রমসোঽভিরামতাং।" (মাঘ ১।১৬)

চুল—উন্নতি, সমুচ্ছ্রয়। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চোলয়তি-তে। লিট্ চোলয়ামাস, মাসে। লুট্ চোলয়িতা। লুঙ্ অচুচুলৎ-ত।

চুল্ল—১ অভিপ্রায়সূচন। ২ হাবকরণ, বিলাস। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চুল্লতি। লিট্ চুচুল্ল। লুট্ চুল্লিতা। লুঙ্ অচুল্লীৎ।

"চুল্লন্তি চারুনয়নাশ্চ সহ প্রিয়েণ।" (কবির° ৪৭)

চুণ—সঙ্কোচ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চুণয়তি-তে। লিট্ চুণয়াংচকার, চক্রে। লুট্ চুণয়িতা। লুঙ্ অচুচুণৎ-ত।

চুর—চূরী চুর ধাতু। দাহ। দিবাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ চূর্য্যতে। লিট্ চুচুরে। লুঙ্ অচুরিষ্ট। লুট্ চুরিতা।

চূর্ণ—১ পেষণ, চূর্ণীকরণ। ২ প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চূর্ণয়তি-তে। লিট্ চূর্ণয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচূর্ণৎ-ত। লুট্ চূর্ণয়িতা।

চূষ—পান, (চোষা) ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চূষতি। লিট্ চুচূষ। লুঙ্ অচূষীৎ। লুট্ চূষিতা। লৃট্ চূষিষ্যতি।

চৃত—চৃতী চৃত ধাতু। ১ হিংসা। ২ গ্রন্থন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চৃততি। লিট্ চচর্ত্ত। চচৃততুঃ। লুট্ চর্ত্তিতা। লৃট্ চর্ত্তিষ্যতি, চর্ৎস্যতি। লুঙ্ অচর্ত্তীৎ, অচর্ত্তিষ্টাং, অচর্ত্তিষুঃ। সন্ চিচর্ত্তিষতি, চিচৃৎসতি। যঙ্ চরীচৃত্যতে। যঙ্ চরীচর্ত্তি। ণিচ্ চর্ত্তয়তি। লুঙ্ অচীচৃতৎ, অচচর্ত্তৎ।

চৃত—সন্দীপন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চর্ত্তয়তি-তে। লিট্ চর্ত্তয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচৃতৎ-ত। অচচর্ত্তৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে চর্ত্ততি। লিট্ চচর্ত্ত। লুঙ্ অচর্ত্তীৎ। লুট্ চর্ত্তিতা।

চৃপ—সন্দীপন। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। পক্ষে ভ্বাদি। চর্পয়তি-তে। লিট্ চর্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচচর্পৎ-ত। অচীচৃপৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে চর্পতি। লিট্ চচর্প। লুঙ্ অচর্পীৎ।

চেল—১ লৌল্য। ২ গতি। ৩ কম্প। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লৌল্যার্থে অক°। লট্ চেলতি। লিট্ চিচেল। লুঙ্ অচেলীৎ। ণ্যদিৎ অচিচেলৎ।

চেল্ল—চালন। গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চেল্লতি। লিট্ চিচেল্ল। লুঙ্ অচিল্লীৎ।

চেষ্ট—চেষ্টা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ চেষ্টতে।

"যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।" (মনু ১।৫২)

লিট্ চিচেষ্টে। লুট্ চেষ্টিতা। লুঙ্ অচেষ্টিষ্ট, অচেষ্টিষাতাং, অচেষ্টিষত। ণিচ্ চেষ্টয়তি। লুঙ্ অচিচেষ্টৎ। বি+চেষ্ট—পরিস্পন্দন।

চ্যু—চ্যুঙ্ চ্যু ধাতু। ১ গমন। ২ পতন। ভ্রংশ, ক্ষরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ চ্যবতে। লিট্ চুচ্যুবে। লুট্ চ্যোতা। লৃট্ চ্যোষ্যতে। লুঙ্ অচ্যোষ্ট, অচ্যোষাতাং, অচ্যোষত। সন্ চুচ্যূষতে। যঙ্ চোচ্যূয়তে। যঙ্লুক্ চোচ্যবীতি। ণিচ্ চ্যাবয়তি। লুঙ্ অচিচ্যবৎ। অচুচ্যবৎ। সন্ চিচ্যাবয়িষতি, চুচ্যাবয়িষতি। প্র+চ্যু—ভ্রংশন।

চ্যু—১ সহন। ২ হসন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। হসন অর্থে অক°। লট্ চ্যাবয়তি-তে। লিট্ চ্যাবয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুচ্যাবৎ-ত। অচিচ্যবৎ-ত। লুট্ চ্যাবয়িতা।

চ্যুত—চ্যুতির্ চ্যুত ধাতু। ক্ষরণ। আসেচন। ঈষদাদ্রীকরণ।

সর্ব্বতঃ আস্রাবীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ চ্যোততি। লিট্ চুচ্যোত। চুচ্যুততুঃ। লুট্ চ্যোতিতা। লৃট্ চ্যোতিষ্যতি। লুঙ্ অচ্যুতৎ, অচ্যোতীৎ। অচ্যুততাং, অচ্যোতিষ্টাং। অচ্যুতন্, অচ্যোতিষুঃ। সন্ চুচোতিষতি, চুচ্যুতিষতি। যঙ্ চোচ্যুত্যতে। যঙ্লুক্ চোচোত্তি। ণিচ্ চ্যোতয়তি। লুঙ্ অচুচ্যুতৎ।

চুস—১ হান, ত্যাগ। ২ সহন। ৩ হসন। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চ্যোসয়তি-তে। লুঙ্ অচুচুসৎ-ত। লৃট্ চ্যোসয়িষ্যতি-তে।

ছদ—সংবৃতি, অপবারণ। আচ্ছাদন। গোপন। অদন্ত-চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ছদয়তি-তে। লিট্ ছদয়ামাস, মাসে। লুঙ্ অচিচ্ছদৎ-ত।

"ছদয়তি সুরলোকং যো গুণৈর্বঙ্ক যুদ্ধে
সুরযুবতিবিমুক্তা শ্ছাদয়ন্তি প্রজশ্চ।" (কবি° ১৬)

ছদ—সংবৃতি। চুরাদি, পক্ষে ভ্বাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ ছাদয়তি-তে।

লিট্ ছাদয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিচ্ছদৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে বলাধান ও জীবন অর্থে পরস্মৈ, অক, সেট্, অপবারণ অর্থে উভয়পদী, সক, সেট্। ছদতি-তে। লিট্ চচ্ছাদ, চচ্ছদে। লুঙ্ অচ্ছদীৎ, অচ্ছদিষ্ট। লুট্ ছদিতা। লৃট্ ছদিষ্যতি। অব+আ+প্র+ছদ—আচ্ছাদন। সংবরণ। সম্+ছদ—আচ্ছাদন।

ছন্দ—ছদি ছদ—ধাতু। সংবরণ। গোপন। আচ্ছাদন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ সক, সেট্। লট্ ছন্দয়তি-তে। লিট্ ছন্দয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচ ছন্দৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে ছন্দতি-তে। লিট্ চচ্ছন্দ। লুট্ ছন্দিতা। লুঙ্ অচ্ছন্দীৎ অচ্ছন্দিষ্ট-তে। লৃট্ ছন্দিষ্যতি।

ছম—ছমু ছম ধাতু। ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ছমতি। লিট্ চচ্ছাম। লুঙ্ অচ্ছমীৎ। লুট্ ছমিতা। লৃট্ ছমিষ্যতি।

ছম্প—ছপি—ছপধাতু। গতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ছম্পয়তি-তে। লিট্ ছম্পয়ামাস, মাসে। লুঙ্ অচচ্ছম্পৎ-ত। লুট্ ছম্পয়িতা। ভ্বাদি পক্ষে ছম্পতি। লিট্ চচ্ছম্প। লুঙ্ অচ্ছম্পীৎ।

ছর্দ—বমন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ছর্দ্দয়তি-তে। লিট্ ছর্দ্দয়াংবভূব, বভূবে। লুঙ্ অচচ্ছর্দ্দৎ-ত। লুট্ ছর্দ্দয়িতা।

ছল—ণিজন্ত নাম ধাতু, ছল কৃতৌ ণিচ্ ছলনা। পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ছলয়তি। লিট্ ছলয়াংচকার, চক্রে। লুট্ ছলয়িতা। লুঙ্ অচচ্ছলৎ। লৃট্ ছলিষ্যতি।

"ছলয়তি বিক্রমণে অদ্ভুত বামনঃ।" (গীতগো°)

ছষ—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ছষতি-তে। লিট্ চচ্ছাষ, চচ্ছষে। লুঙ্ অচ্ছষীৎ, অচ্ছষিষ্ট। লুট্ ছষিতা।

ছিদ—ছিদির্ ছিদ-ধাতু। ছেদন। দ্বৈধীকরণ। রুধাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ছিনত্তি, ছিন্তঃ, ছিন্দন্তি। ছিন্তে, ছিন্দাতে, ছিন্দতে। বিধিলিঙ্ ছিন্দ্যাৎ, ছিন্দীত। লোট্ হি, ছিন্ধি। লঙ্ অচ্ছিনৎ, অচ্ছিন্তাং, অচ্ছিন্দন্। অচ্ছিনঃ, অচ্ছিনৎ। অচ্ছিন্ত। লিট্ চিচ্ছেদ, চিচ্ছিদে। লুট্ ছেত্তা। লৃট্ ছেৎস্যতি-তে। লুঙ্ অচ্ছিদৎ, অচ্ছৈৎসীৎ। অচ্ছৈত্তাঃ, অচ্ছৈৎসুঃ। অচ্ছিত্ত, অচ্ছিৎসাতাং। অচ্ছিৎসত। কর্ম্ম-বাচ্যে ছিদ্যতে। লুঙ্ অচ্ছেদি। সন্ চিচ্ছিৎসতি-তে। যঙ্ চেচ্ছিদ্যতে। যঙ্লুক্ চেচ্ছেত্তি। ণিচ্ ছেদয়তি। লুঙ্ অচিচ্ছিদৎ। অপ+ছিদ অপকর্ষণ করিয়া ছেদন। অব+ছিদ—বিভাগ ভেদ, এই বিভাগ দুই প্রকার, দৈশিক এবং কালিক। বি+অব+ছিদ—ব্যাবর্ত্তন। নিরাসন। ব্যবচ্ছেদ। আ+ছিদ—আকর্ষণ করিয়া হরণ। সম্যক্ ছেদ। উদ্+ছিদ—সমূলনাশন।

"কিংবা রিপুংস্তবগুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনত্তি।" (রঘু)

পরি+ছিদ—ইয়ত্তা দ্বারা বিভাগ, পরিচ্ছেদ। বি+ছিদ—বিভাগ, ভেদ। সম্+ছিদ—উচ্ছেদ।

ছিদ্র—ভেদন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ছিদ্রয়তি-তে। লিট্ ছিদ্রয়াংচকার, চক্রে। লুট্ ছিদ্রয়িতা। লুঙ্ অচিচ্ছিদ্রৎ-ত।

ছুট—ছেদন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে তুদাদি, পরস্মৈ, কুটাদি, সক, সেট্। লট্ ছোটয়তি-তে। লিট্ ছোটয়াংচকার, চক্রে। লুট্ ছোটয়িতা। লুঙ্ অচুচ্ছুটৎ-ত। তুদাদি পক্ষে, ছুটতি। লিট্ চুচ্ছোট। লুট্ ছুটিতা। লুঙ্ অচ্ছুটীৎ।

ছুড়—ছাদন। তুদাদি, পরস্মৈ, কুটাদি, সক, সেট্। লট্ ছুড়তি। লিট্ চুচ্ছোড়। লুট্ ছুড়িতা। লুঙ্ অচ্ছুড়ীৎ। লৃট্ ছুড়িষ্যতি।

ছুড়—পিধান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ছোড়তি। লিট্ চুচ্ছোড়। লুঙ্ অচ্ছোড়ীৎ। লুট্ ছোড়িতা।

ছুপ—স্পর্শ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ছুপতি। লিট্ চুচ্ছোপ। লুট্ ছোপ্তা। লুঙ্ অচ্ছোপ্সীৎ। লৃট্ ছোপ্স্যতি।

ছুর—ছেদন। লেপন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ছুরতি। লিট্ চুচ্ছোর। লুট্ ছুরিতা। আশীর্লিঙ্ ছূর্য্যাৎ। লুঙ্ অচ্ছুরীৎ।

"অগরু ছুরিতং হৃদয়ং।" (গীতগো° ১১।২৯)

ছৃদ—১ দীপ্তি। ২ সেবন। ৩ ক্রীড়ন। ৪ বমন। রুধাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। সেবন ও দীপ্তি অর্থে অক°। লট্ ছৃণত্তি। ছন্তে। বিধিলিঙ্ ছৃন্দ্যাৎ, ছৃন্দীত। লঙ্ অচ্ছৃণৎ অচ্ছৃন্তঃ। লিট্ চচ্ছর্দ। চচ্ছৃদে। চচ্ছৃদিষে, চচ্ছৃৎসে। লুট্ ছর্দিতা। লৃট্ ছৎর্স্যতি-তে। ছর্দিষ্যতি-তে। লঙ্ অচ্ছৃদৎ, অচ্ছর্দীৎ। অচ্ছর্দিষ্ট। সন্ চিচ্ছর্দিষতি-তে। চিচ্ছৎর্সতি-তে। যঙ্ চরীচ্ছৃদ্যতে। যঙ্লুক্ চরীচ্ছর্ত্তি।

ছৃদ—সন্দীপন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ছর্দয়তি। লুঙ্ অচচ্ছর্দৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে ছর্দতি। লিট্ চচ্ছর্দ। লুট্ ছর্দিতা। লুঙ্ অচ্ছর্দীৎ।

ছৃপ—যাচন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, দ্বিক, সেট্। লট্ ছর্পয়তি-তে। লিট্ ছর্পয়াংচকার, চক্রে। লুট্ ছর্পয়িতা। লুঙ্ অচিচ্ছৃপৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ ছর্পতি। লিট্ চচ্ছর্প। লুট্ ছর্পিতা। লুঙ্ অচ্ছর্পীৎ।

ছেদ—ছেদন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ছেদয়তি-তে। লিট্ ছেদয়াংচকার, চক্রে। লুট্ ছেদয়িতা। লুঙ্ অচিচ্ছেদৎ-ত। লৃট্ ছেদিষ্যতি-তে।

ছো—ছেদন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ছ্যতি। লিট্ চচ্ছৌ। চচ্ছতুঃ। লুট্ ছাতা। লৃট্ ছাস্যতি। আশীর্লিঙ্ ছায়াৎ। লুঙ্ অছাৎ, অছাসীৎ। ণিচ্ ছায়য়তি। যঙ্ চাচ্ছায়তে। ক্ত-ছাত, ছিত।

ছ্যু—গতি। চ্যুঙ্ চ্যুধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ চ্যবতে। লিট্ চুচ্যুবে। লুঙ্ অচ্যোষ্ট। লুট্ চ্যোতা। লৃট্ চ্যোস্যতি।

জক্ষ—১ ভক্ষণ। ২ হসন। অদাদি, পরস্মৈ, সক, হসন অর্থে অক, সেট্। লট্ জক্ষিতি। জক্ষিতঃ। জক্ষতি। বিধিলিঙ্ জক্ষ্যাৎ। লঙ্ অজক্ষৎ, অজক্ষীৎ। লিট্ জজক্ষ। জজক্ষুঃ। লুট্ জক্ষিতা। লৃট্ জক্ষিষ্যতি। লুঙ্ অজক্ষীৎ, অজক্ষিষ্টাং, অজক্ষিষুঃ। সন্ জিজক্ষিষতি। যঙ্ জাজক্ষ্যতে। ণিচ্ জক্ষয়তি। লুঙ্ অজজক্ষৎ।

জঙ্ক্ষ—জক্ষি জক্ষ ধাতু। ১ গতি। ২ দান। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ জঙ্ক্ষতে। লিট্ জজঙ্ক্ষে। লুঙ্ অজঙ্ক্ষিষ্ট। অজঙ্ক্ষি, অজাঙ্ক্ষি।

জজ—যুদ্ধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জজতি। লিট্ জজাজ। জেজতুঃ। লুঙ্ অজজীৎ, অজাজীৎ। লুট্ জজিতা। লৃট্ জজিষ্যতি।

জঞ্জ—জজি জজ ধাতু। যুদ্ধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জঞ্জতি। লিট্ জজঞ্জ। লুঙ্ অজঞ্জীৎ। লুট্ জঞ্জিতা।

জঞ্ঝ—শব্দকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্, বৈদিক ধাতু। লট্ জঞ্ঝতি। লিট্ জজঞ্ঝ। লুঙ্ অজঞ্ঝীৎ।

"মরুতো জঞ্ঝতীরিব।" (ঋক্ ৫।৫২।৬)

'জঞ্ঝতীঃ শব্দকারিণ্যঃ।' (সায়ণ)

"জঞ্ঝতীরাপো ভবন্তি শব্দকারিণ্যঃ।" (নিরুক্ত ৬।১৬)

জট—সংঘাত, সংহতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জটতি। লিট্ জজাট। লুট্ জটিতা। লুঙ্ অজটীৎ। লৃট্ জটিষ্যতি। পরস্পর সংলগ্ন থাকার নাম জট। যথা—'কেশঃ জটতি।' (দুর্গা°)

জন—জনী জন ধাতু। প্রাদুর্ভাব। উৎপত্তি। জনন। স্ফুটীভাব। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জায়তে। লিট্ জজ্ঞে। লুট্ জনিতা। লৃট্ জনিষ্যতে। লুঙ্ অজনি, অজনিষ্ট, অজনিষাতাং, অজনিষত। ভাববাচ্যে, জায়তে, জন্যতে। লুঙ্ অজনি। সন্ জিজনিষতে। যঙ্ জাজায়তে জঞ্জন্যতে। যঙ্লুক্ জঞ্জন্তি। ণিচ্ জনয়তি। লুঙ্ অজীজনৎ।

"যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।" (স্মৃতি)

'লোভো জনয়তে তৃষাং'। (হিতো°)

ণিচ্ করিলে আত্মনে পদ ও হয়। অতি+জন—অতিক্রম করিয়া জনন, এই অর্থে সক°, অধি+জন—অধিকরূপে জনন, আধিপত্য দ্বারা জনন।

"ব্রাহ্মণো জায়মানোঽপি পৃথিব্যামধিজায়তে।" (মনু)

অনু+জন—পশ্চাৎ জনন, এই অর্থে অকর্ম্মক।

"পুত্রিকায়াং কৃতায়াঞ্চ যদি পুত্রোঽনুজায়তে।" (মনু)

পশ্চাৎ উৎপত্তি দ্বারা সদৃশীকরণ। সম্+অনু+জন—সম্যক্ অনুজনন।

"পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ।"

(রামা° অযো° ৩৪।২৬)

অভি+জন—অভিলক্ষ্য করিয়া জনন। সম্যক্ জনন।

"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" (গীতা)

প্রতি+জন—প্রতিরূপ জনন।

"প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।" (প্রশ্নোপ°)

বি+জন—বিশেষরূপে জনন। বিরুদ্ধ জনন। বিকার। গর্ভমোচন।

"পতিনা রহিতা তস্মাৎ পুত্রং দেবী ব্যজায়ত।"

(রামা° আদি° ৭০ স°)

জপ—১ জপ। পাঠ, কথন, উচ্চারণ। ২ মানস, হৃদুচ্চার। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জপতি।

"জিহ্বোষ্ঠাদিব্যাপাররহিতং শব্দার্থয়োশ্চিন্তনং জপঃ।"

(দুর্গাদাস)

জিহ্বা ও ওষ্ঠাদির কোন কার্য্য হইবে না, অথচ শব্দার্থের চিন্তা হইবে, এইরূপ যে মানস ব্যাপার, তাহার নাম জপ। লিট্ জজাপ। জেপতুঃ। লুট্ জপিতা। লৃট্ জপিষ্যতি। লুঙ্ অজাপীৎ, অজপীৎ, অজপিষ্টাং, অজপিষুঃ। সন্ জিজপিষতি। ভাবগর্হা অর্থে জপধাতুর উত্তর যঙ্ হয়। যঙ্ জঞ্জপ্যতে। যঙ্লুক্ জঞ্জপ্তি। ণিচ্ জাপয়তি। লুঙ্ অজীজপৎ। অভি+জপ—অভিমুখে জপ। সম্যক্ কথন।

"চকার রক্ষাং কৌশল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ্যত।"

(রামা॰ অযো॰ ২৬।৩॰)

উপ+জপ—ভেদ।

"কর্ত্তারং কুরুরাজস্ত শনৈঃ কর্ণমুপাজপৎ।"

(ভারত বিরাটপর্ব্ব)

জভ—মৈথুন, রমণ। বিপরীতরমণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জভতি। লিট্ জজাভ, জেভতুঃ। লুট্ জভিতা। লুঙ্ অজাভীৎ।

জভ—জভি জভধাতু। মৈথুন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জম্ভতি। লিট্ জজম্ভ। লুট্ জম্ভিতা। লুঙ্ অজম্ভীৎ।

"তা ইমা জম্ভিতুং পাপা উপক্রামন্তি মাং প্রভো।"

(ভাগ॰ ৬।২০।২৭)

'জম্ভিতুং মৈথুনেন ধর্ষয়িতুং।' (শ্রীধর)

ভাবগর্হা অর্থে জভধাতুর যঙ্ হয়। যঙ্ জঞ্জভ্যতে। যঙ্লুক্ জঞ্জব্ধি।

জম—ভক্ষণ। জমু জম ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জমতি। লিট্ জজাম। লুঙ্ অজমীৎ। এই ধাতু—গত্যর্থেও ব্যবহার আছে।

জম্ভ—জভী জভ ধাতু। জৃম্ভণ, গাত্রবিনাম। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ জম্ভতে। লিট্ জজম্ভে। লুট্ জম্ভিতা। লুঙ্ অজম্ভিষ্ট। সন্ জিজম্ভিষতে। যঙ্ জঞ্জভ্যতে। ণিচ্ জম্ভয়তি।

জভ—নাশ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জম্ভয়তি-তে। লিট্ জম্ভয়াংচকার, চক্রে। লুট্ জম্ভয়িতা। লুঙ্ অজজম্ভৎ-ত।

জর্চ—১ উক্তি। ২ ভর্ৎসন। তর্জ্জন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জর্চতি। লিট্ জজর্চ। লুঙ্ অজর্চীৎ। লুট্ জর্চিতা।

জর্ৎস—১ ভর্ৎসন। ২ উক্তি। ৩ রক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জর্ৎসতি। লিট্ জজর্ৎস। লুঙ্ অজর্ৎসীৎ। লুট্ জর্ৎসিতা।

জল—১ তীক্ষ্ণীভবন। তৈক্ষ্ণ্য। ২ জীবন। ৩ আচ্ছাদন। ৪ ঘাতন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জলতি। লিট্ জজাল। জেলতুঃ। লুট্ জলিতা। লুঙ্ অজালীৎ। সন্ জিজলিষতি।

জল—আচ্ছাদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জালয়তি-তে। লিট্ জালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীজলৎ-ত। লুট্ জালয়িতা। লৃট্ জালয়িষ্যতি।

জল্প—জল্পন। বাগ্বিশেষোক্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জল্পতি। লিট্ জজল্প। লুট্ জল্পিতা। লুঙ্ অজল্পীৎ। লৃট্ জল্পিষ্যতি।

অনু+জল্প—কথনোত্তরকথন। পশ্চাৎকথন। তুল্যরূ কথন। অভি+জল্প—অভিমুখে কথন। প্রতি+জল্প—প্রত্যুত্তর কথন। প্রতিরূপ কথন।

"প্রতিজল্পন্তি সদা তুত্তমপুরুষাঃ।" (ভারত সভাপ॰ ৭০ অ॰)

বি+অতি+জল্প—অন্যোন্যকথন।

জষ—হিংসা, বধ। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জষতি-তে। লিট্ জজাষ, জেষে। জেষতুঃ। লুঙ্ অজাষীৎ, অজষীৎ। লুট্ জষিতা।

জস—মোক্ষণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জস্যতি। লিট্ জজাস। জেসতুঃ। লুঙ্ অজসৎ, অজাসীৎ। লুট্ জসিতা লৃট্ জসিষ্যতি।

জস—১ বধ, হিংসা। ২ অনাদর। চুরাদি, উভয়পদী, সক সেট্। লট্ জাসয়তি-তে। লিট্ জাসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীজসৎ-ত।

"নিজৌজসোজ্জাসয়িতুং জগদ্দ্রুহাং।" (মাঘ ১।৩৭)

জস—গতি। (নিঘণ্টু) ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জসতি। লিট্ জজাস। লুট্ জসিতা। লুঙ্ অজসীৎ, অজাসীৎ। লৃট্ জসিষ্যতি।

জস্র—জসি জস ধাতু। ১ রক্ষণ। ২ মোক্ষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জংসয়তি-তে। লিট্ জংসয়াংচকার, চক্রে। লুট্ জংসয়িতা। লুঙ্ অজজংসৎ-ত। লৃট্ জংসিষ্যতি-তে।

জাগৃ—নিদ্রাক্ষয়, জাগরণ। অদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জাগর্ত্তি, জাগৃতঃ, জাগ্রতি।

"দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি।" (মনু ৭।১৮)

লিঙ্ জাগৃয়াৎ। লঙ্ অজাগঃ, অজাগৃতাং, অজাগরুঃ। লিট্ জাগরামাস, জজাগার। জাগরামাসতুঃ, জজাগরতুঃ। জজাগরিথ। লুট্ জাগরিতা। লৃট্ জাগরিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ জাগর্য্যাৎ। লুঙ্ অজাগরীৎ, অজাগরিষ্টাং, অজাগরিষুঃ। ভাববাচ্যে জাগর্য্যতে। লুঙ্ অজাগারি। সন্ জিজাগরিষতি। ণিচ্ জাগরয়তি।

"সা নিশা সর্ব্বভূতানাং যস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনে॥" (গীতা)
প্র+জাগৃ—নিদ্রাক্ষয়। অবধান।

জি—১ জয়, উৎকর্ষপ্রাপ্তি। ২ অভিভব, ন্যূনীকরণ। ৩ স্বীকরণ। ৪ অতিক্রম। ৫ বশক্রিয়া। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ জয়তি। লোট্ জয়তু। জয়তি। জিধাতুর লোট্ তুপ্ করিলে প্রায় সকল স্থলেই 'জয়তি' এইরূপ পদ হয়, জয়তু এইরূপ পদ প্রয়োগ দেখা যায় না। 'জেষ্যস্তো-য়ন্তুইৎ' (পদ্মনাভ) কিন্তু 'তুপ' স্থানে তাতঙ্ আদেশ দেখা যায়।

'কোঽপি জয়তাৎ বাগগোচরঃ।' (দুর্গাদাস)

লিট্ জিগায়। জিগ্যাতুঃ। জিগয়িথ, জিগেথ।

"গর্জ্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা।"(কুমার ১৫৩)

লুট্ জেতা। লৃট্ জেষ্যতি। আশীর্লিঙ্ জীয়াৎ। লুঙ্ অজৈষীৎ অজৈষ্টাং, অজৈষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে জীয়তে। লুঙ্ অজায়ি। সন্ জিগীষতি। যঙ্ জেজীয়তে। যঙ্লুক্ জেজ-য়ীতি। জেজেতি। ণিচ্ জাপয়তি। লুঙ্ অজীজপৎ। অতি+জি—অতিশয় জয়। বি+অতি+জি—পরস্পর জয়। আত্মনেপদী। অধি+জি—আধিক্য দ্বারা জয়। অনু+জি—অনুরূপ জয়। পশ্চাদ্ জয়। অভি+জি—অভিমুখে জয়। অব+জি—অধরীকরিয়া জয়। পরা+জি—পরাক্রম পূর্ব্বক জয়। আত্মনেপদী। গ্লানি। 'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে, গ্লায়তীত্যর্থ' (পাণিনি) প্রতি+জি—প্রতিরূপ জয়।

বি+জি—বিশেষরূপে জয়। আত্মনেপদী।

জিব—জিবি জিব ধাতু। প্রীণন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জিন্বতি। লিট্ জিজিন্ব। লুঙ্ অজিন্বীৎ। লুট্ জিন্বিতা। লৃট্ জিন্বিষ্যতি। বৈদিক প্রয়োগে এই ধাতুর কোন কোন স্থলে আত্মনেপদ দেখা যায়।

"স জিন্বতে জঠরেষু প্রজজ্ঞীরন্।" (ঋক্ ৩.২।১১)

'জিন্বতে, বর্দ্ধতে।' (সায়ণ)

চুরাদি, পরস্মৈ। লট্ জিন্বয়তি। লিট্ জিন্বয়াং-চকার। লুঙ্ অজিজিন্বৎ। লুট্ জিন্বয়িতা।

জিম—ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জেমতি। লিট্ জিজেম। লুঙ্ অজেমীৎ। লুট্ জেমিতা। লৃট্ জেমিষ্যতি।

জিষ—সেচন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জেষতি। লিট্ জিজেষ। লুঙ্ অজেষীৎ। লুট্ জেষিতা। লৃট্ জেষিষ্যতি।

জীব—প্রাণধারণ। জীবন। জীবিকানির্ব্বাহ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জীবতি। লিট্ জিজীব। লুট্ জীবিতা। লুঙ্ অজীবীৎ, অজীবিষ্টাং, অজীবিষুঃ। সন্ জিজীবিষতি। যঙ্ জেজীব্যতে। যঙ্লুক্ জেজীবীতি। ণিচ্ জীবয়তি। লুঙ্ অজীজিবৎ। অতি+জীব—অতিক্রম করিয়া জীবন। এই অর্থে সক°। আ+জীব—বৃত্তিকরণ। উপভোগ, এই অর্থে সক°। উদ্+জীব—উচ্ছ্বাসন। (অক°) প্রতি+উদ্+জীব—প্রতিরূপোজ্জীবন।

উপ—জীব—আশ্রয় করিয়া জীবিকা ধারণ।

জু—গতি, বেগগতি। রংহ। সৌত্র ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ জবতি। লিট্ জুজাব। লুট্ জোতা। লুঙ্ অজৌসীৎ। ণিচ্ জাবয়তি। লিট্ জাবয়াংচকার। লুঙ্ অজীজবৎ। সন্ জিজাবয়িষতি। এই ধাতু ঋগ্বেদভাষ্যে সৌত্র ধাতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিঘণ্টুতে এই ধাতু পরস্মৈ পদী ও গত্যর্থ এই বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈদিক প্রয়োগে স্থানে ২ গণব্যত্যয় ও দেখা যায়।

"বৃষ্টিং যে বিশ্বে মরুতো জুনন্তি।" (ঋক্ ৫।৫৮।৩)

জু—গতি। সৌত্র ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ জবতে। লিট্ জুজুবে। লুঙ্ অজোষ্ট।

"যদ্ধি মনসো জবতে তদ্বাচা বদতি।" (তৈত্তি° সং ৪।১৭।১২)

জুঙ্গ—জুগি জুগধাতু। ত্যাগ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জুঙ্গতি। লিট্ জুজুঙ্গ। লুঙ্ অজুঙ্গীৎ। কর্ম্মবাচ্যে জুঙ্গ্যতে লুঙ্ অজুঙ্গি।

জুঞ্চ—জুচি জুচ—ধাতু। দীপ্তি। চুরাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জুঞ্চয়তি। লিট্ জুঞ্চয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজুঞ্চৎ।

জুড়—প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জোড়-য়তি-তে। লিট্ জোড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজূজুড়ৎ-ত।

জুড়—বন্ধ, জোড়া নেওয়া। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জুড়তি। লিট্ জুজোড়।

"তামুচ্ছৃঙ্খলতাপন্নান্ শৃঙ্খলেন জুড়ত্যসৌ।" (কবির° ১১৩)

লুঙ্ অজুড়ীৎ, অজোড়ীৎ। লুট্ জুড়িতা।

"দস্যং জোড়য়তি দ্বিট্সু বলং তেষাঞ্চ জোড়তি।" (কবির° ১১৩)

জুত—দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জোততে। লিট্ জুজুতে। লুঙ্ অজোতিষ্ট, ঋদিৎ হইলে অজজোতৎ।

জুন—গতি। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জুনতি। লিট্ জুজোন। লুঙ্ অজোনীৎ। লুট্ জুনিতা। লৃট্ জুনিষ্যতি।

জুর্ব—জুর্বী জুর্ব ধাতু। বধ, হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জুর্বতি। লিট্ জুজুর্ব। লুঙ্ অজুর্ব্বীৎ। লুট্ জুর্ব্বিতা।

জুল—পেষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জোল-

য়ন্তি-ন্তে। লিট্ জোলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজুলৎ-ত।

জুষ—১ তৃপ্তি। ২ তর্ক। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, তৃপ্তি অর্থে অক' সেট্। লট্ জোষয়তি-তে। লিট্ জোষয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজুষৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে জোষতি। লিট্ জুজোষ। লুঙ্ অজোষীৎ।

জুষ—১ হর্ষ। প্রীতি। ২ সেবন, ভজন, আশ্রয়। তুদাদি, আত্মনে, সক, হর্ষ অর্থে অক' সেট্। লট্ জুষতে। লিট্ জুজুষে। লুঙ্ অজোষিষ্ট। লুট্ জোষিতা। সন্ জুজুষিষতে, জুজোষিষতে। যঙ্ জোজুষ্যতে। যঙ্লুক্ জোজোষ্টি। ণিচ্ জোষয়তি। লুঙ্ অজুজুষৎ।

"অজোহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে।" (শ্বেতাশ্বতরোপনি')

আর্ষপ্রয়োগে গণব্যত্যয় দেখা যায়।

জূ—গতি। সৌত্র ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জবতি। লিট্ জুজাব। লুঙ্ অজাবীৎ।

জূর—জূরী জূর ধাতু। ১ হিংসা, বধ। ২ বয়োহানি। দিবাদি, আত্মনে, সক, বয়োহানি অর্থে অক'। লট্ জূর্য্যতে। লিট্ জুজূরে। লুট্ জূরিতা। লুঙ্ অজূরিষ্ট।

জূষ—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জূষতি-তে। লিট্ জুজূষ, জুজূষে। লুঙ্ অজূষীৎ, অজূষিষ্ট।

জৃ—স্তকার। তিরস্কার। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ জরতি। লিট্ জজার। লুট্ জর্ত্তা। লুঙ্ অজার্ষীৎ।

জৃম্ভ—জৃভি জৃভ ধাতু। গাত্রবিনাম, গাত্রভঙ্গ, জৃম্ভণ, হাই-তোলা। প্রকাশ। প্রাদুর্ভাব। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জৃম্ভতে। লিট্ জজৃম্ভে। লুট্ জৃম্ভিতা। লুঙ্ অজৃম্ভিষ্ট।

"ভার্য্যাং নেক্ষেত চাশ্নতীং, ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা।"

(মনু ৪।৪৩)

উদ্+জৃম্ভ—বিকাশ।

"ব্যালং বালমৃণালতন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে।"

(নীতিশতক ৯০)

বি+জৃম্ভ—জৃম্ভণ। ব্যাপ্তি।

জৃম্ভ—জৃভি জৃভ ধাতু। জৃম্ভণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জর্ভতে। লিট্ জজৃম্ভে। লুঙ্ অজর্ভিষ্ট।

জৄ—জরা। বয়োহানি। জীর্ণীভাব। পরিপাক। বিলয়। ক্ষয়। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষে ক্র্যাদি, পরস্মৈ। লট্ জীর্য্যতি। "কায়ো ন জীর্য্যতি জৃণাতি ন যস্য শক্তিঃ।"

(কবির' ৯)

লিট্ জজার। জজরতুঃ। জেরতুঃ। লুট্ জরীতা, জরিতা। লৃট্ জরিষ্যতি, জরীষ্যতি। আশীর্লিঙ্ জীর্য্যাৎ। ক্র্যাদি পক্ষে লট্ জৃণাতি। দিবাদি, লুঙ্ অজারীৎ, অজরৎ, ক্র্যাদি, অজারীৎ অজারিষ্টাং, অজারিষুঃ। সন্ জিজরিষতি, জিজীর্ষতি। যঙ্ জেজীর্য্যতে। যঙ্লুক্ জাজর্ত্তি।

জৄ—জরা। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ জরয়তি-তে। লিট্ জরয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীজরৎ-ত।

জেষ—জেষৃ জেষ ধাতু। গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ জেষতে। লিট্ জিজেষে। লুঙ্ অজেষিষ্ট। ঋদিৎ অজিজেষৎ।

জেহ—যত্ন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জেহতে। লিট্ জিজেহে। লুঙ্ অজেহিষ্ট। ঋদিৎ অজিজেহৎ। নিরুক্তে এই ধাতুর গতি অর্থ দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে ব্যাপ্ত্যর্থও পরিলক্ষিত হয়।

জৈ—ক্ষয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ জায়তি। লিট্ জজৌ। লুট্ জাতা। লুঙ্ অজাসীৎ।

জ্ঞপ—১ জ্ঞান। ২ জ্ঞাপন। ৩ মারণ। ৪ আলোক। ৫ নিশান ৬ তোষণ। ৭ স্তুতি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্, ঘটাদি গণ। লট্ জ্ঞপয়তি-তে। লিট্ জ্ঞপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজিজ্ঞপৎ-ত। সন্ জ্ঞীপ্সতি। জিজ্ঞপয়িষতি। ক্ত-জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত।

জ্ঞা—জ্ঞান, বোধ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। অনুপসর্গ হইলে আত্মনেপদী। (পাণিনি ১।৩।৭৬) লট্ জানাতি। জানীতে। বিধিলিঙ্ জানীয়াৎ। জানীত। লঙ্—অজানাৎ অজানীত, অজানত। লিট্ জজ্ঞৌ। জজ্ঞতুঃ। জজ্ঞিথ, জজ্ঞাথ। জজ্ঞে। লুট্ জ্ঞাতা। লৃট্ জ্ঞাস্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ জ্ঞায়াৎ, জ্ঞেয়াৎ। জ্ঞাসীষ্ট। লুঙ্ অজ্ঞাসীৎ। অজ্ঞাসিষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে, জ্ঞায়তে। জজ্ঞে। জ্ঞাতা, জ্ঞায়িতা। জ্ঞাস্যতে, জ্ঞায়িষ্যতে। লুঙ্ অজ্ঞায়ি, অজ্ঞায়িষত। সন্ জিজ্ঞাসতে। যঙ্ জাজ্ঞায়তে। যঙ্লুক জাজ্ঞেতি। ণিচ্ প্রেরণ অর্থে জ্ঞাপয়তি।

"আজ্ঞাপয়তি যো ভৃত্যান্ যজ্ঞে সংজ্ঞপয়ত্যজান্।

ভূপাশ্চ ভক্তিনম্রাভি র্বাগ্‌ভি র্বিজ্ঞাপয়ন্তি যং॥" (কবির' ৬৯)

জ্ঞাধাতু ণিচ্ করিয়া, মারণ, তোষণ, চাক্ষুষজ্ঞান, তোষণ, তীক্ষ্ণীকরণ, এই সকল অর্থ যে স্থলে বুঝাইবে, সেই স্থলে 'জ্ঞপয়তি' এইরূপ রূপ হইবে, এতদ্ভিন্নার্থ স্থলে 'জ্ঞাপয়তি' হইবে।

অনু+জ্ঞা—অনুমতি।

'তং দেবাসো অনুজানন্তু কামং।' (তৈত্তি' সং)

অপ+জ্ঞা—নিহ্নব। আত্মনেপদী।

"আত্মানমপজানানঃ শশমাত্রোঽনয়দ্দিনং।" (ভট্টি)

অভি+জ্ঞা—সম্যক্ জ্ঞান।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" (গীতা)

প্রতি+অভি+জ্ঞা—পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর চক্ষুরাদিসন্নিকর্ষজ পূর্ব্বসংস্কারদ্বারা উৎপন্ন স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানভেদ।

"তং ত্বং প্রত্যভিজানীহি স্বপ্নে যং দৃষ্টবত্যসি।"

(হরিবংশ ১৭৬ অঃ)

সম্+অভি+জ্ঞা—প্রত্যভিজ্ঞান। অব+জ্ঞা—অনাদর, হীনতাজ্ঞান। আ+জ্ঞা—সম্যক্ জ্ঞান। নিয়োগ। উপ+জ্ঞা—আদ্যজ্ঞান, প্রথমজ্ঞান। নির্+নিস্+জ্ঞা—নিশ্চয়াত্মক-জ্ঞান। পরি+জ্ঞা—পরিতঃ জ্ঞান। প্র+জ্ঞা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রতি+জ্ঞা—প্রতিজ্ঞা। আত্মনেপদী। বি+জ্ঞা—বিশেষরূপে জ্ঞান। সম্+জ্ঞা—সম্যক্ জ্ঞান। সংজ্ঞা। চৈতন্য। আত্মনেপদী।

"সংজানানান্ পরিহরন্ রাবণানুচরান্ বহূন্।" (ভট্টি)

জ্যা—জরা। বয়োহানি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ জিনাতি, জিনীতঃ, জিনন্তি। বিধিলিঙ্ জিনীয়াৎ। লঙ্ অজিনাৎ। লিট্ জিজ্যৌ। জিজ্যতুঃ। জিজ্যিথ, জিজ্যাথ। লুট্ জ্যাতা। লৃট্ জ্যাস্যতি। আশীর্লিঙ্ জীয়াৎ। লুঙ্ অজ্যাসীৎ, অজ্যাসিষ্টাং, অজ্যাসিষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে জীয়তে। সন্ জিজ্যাসতি। যঙ্ জেজীয়তে। যঙ্লুক্ জাজ্যাতি। জাজ্যেতি। ণিচ্ জ্যাপয়তি।

জ্যু—গতি। জ্যুঙ্ জ্যু ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ জ্যবতে। লিট্ জুজ্যুবে। লুঙ্ অজ্যোষ্ট। লুট্ জ্যোতা। লৃট্ জ্যোষ্যতে।

জ্যুত—দীপ্তি। জ্যুতির্ জ্যুত ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ জ্যোততি। লিট্ জুজ্যোত। লুঙ্ অজ্যোতীৎ, অজ্যুতৎ।

জ্যুত—দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জ্যোততে। লিট্ জুজ্যুতে। লুঙ্ অজ্যোতিষ্ট। ঋদিৎ—অজুজ্যোতৎ-ত।

জ্যো—জোঙ্ জ্যো ধাতু। ১ নিয়ম। ২ উপনয়। ৩ ব্রতোপদেশ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ জ্যবতে। লিট্ জুজ্যে। লুঙ্ অজ্যাস্ত।

জ্রি—অভিভব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ জ্রয়তি। লিট্ জিজ্রায়। জিজ্রিয়তুঃ। লুট্ জ্রেতা। লুঙ্ অজ্রৈষীৎ।

জ্রী—বয়োহানি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ জ্রায়য়তি-তে। লিট্ জ্রায়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজিজ্রয়ৎ-ত। ক্র্যাদিপক্ষে জ্রিণাতি। লুঙ্ অজ্রৈষীৎ।

জ্বর—রোগ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জ্বরতি। লিট্ জজ্বার। লুট্ জ্বরিতা। লুঙ্ অজ্বারীৎ। সন্ জিজ্বরিষতি। যঙ্ জাজ্বর্য্যতে। যঙ্লুক্ জাজূর্ত্তি। ণিচ্ জ্বরয়তি। লুঙ্ অজিজ্বরৎ। ক্ত—জূর্ণ। ক্বিপ্ জূঃ। সম্+জ্বর—সন্তাপ।

জ্বল—১ দীপ্তি। ২ চলন। কম্প। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জ্বলতি। লিট্ জজ্বাল। লুট্ জ্বলিতা। লৃট্ জ্বলিষ্যতি। লুঙ্ অজ্বালীৎ, অজ্বালিষ্টাং, অজ্বালিষুঃ। সন্ জিজ্বলিষতি। যঙ্ জাজ্বল্যতে। যঙ্লুক্ জাজ্বলতি। ণিচ্ জ্বলয়তি, জ্বালয়তি। লুঙ্ অজিজ্বলৎ।

ঝট—সংহতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঝটতি। লিট্ জঝাট। লুঙ্ অঝটীৎ, অঝাটীৎ। লুট্ ঝটিতা। লৃট্ ঝটিষ্যতি।

ঝম—ভক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝমতি। লিট্ জঝাম। লুট্ ঝমিতা। লুঙ্ অঝমীৎ।

ঝর্চ—১ উক্তি। ২ ভর্ৎসন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝর্চতি। লিট্ জঝর্চ। লুঙ্ অঝর্চীৎ। লুট্ ঝর্চিতা। লৃট্ ঝর্চিষ্যতি।

ঝর্ছ—১ উক্তি। ২ ভর্ৎসন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝর্ছতি। লিট্ জঝর্ছ। লুঙ্ অঝর্ছীৎ।

ঝর্ঝ—১ উক্তি। ২ ভর্ৎসন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝর্ঝতি। লুঙ্ অঝর্ঝীৎ। লিট্ জঝর্ঝ। লুট্ ঝর্ঝিতা।

ঝষ—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝষতি। লিট্ জঝাষ। লুঙ্ অঝাষীৎ, অঝষীৎ। লুট্ ঝষিতা।

ঝষ—গ্রহণ। পিধান। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ঝষতি-তে। লিট্ জঝাষ, জঝষে। লুঙ্ অঝষীৎ, অঝাষীৎ। অঝষিষ্ট।

ঝৄ—বয়োহানি। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঝীর্য্যতি। লিট্ জঝার। লুঙ্ অঝারীৎ।

ঝ্যু—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ ঝ্যবতে। লিট্ জুঝ্যুবে। লুঙ্ অঝ্যোষ্ট।

টঙ্ক—টকি টক ধাতু। বন্ধন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ টঙ্কয়তি-তে। লিট্ টঙ্কয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অটটঙ্কৎ-ত।

"নাকৃষ্টং নচ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।"

(মহানাটক)

টল—বিপ্লব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ টলতি। লিট্ টটাল, টেলতুঃ। লুঙ্ অটালীৎ। লুট্ টলিতা। লৃট্ টলিষ্যতি।

টিক—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ টেকতে। লিট্ টিটিকে। লুঙ্ অটেকিষ্ট। ঋদিৎ অটিটেকৎ-ত।

টীক—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট। লট্ টেকতে। লুঙ্ অটীকিষ্ট, ঋদিৎ অটীটিকৎ-ত।

টুল—বিপ্লব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ টুলতি। লিট্ টুট্টাল। লুঙ্ অটুালীৎ।

ডপ—সংঘাত। রাশীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ডাপয়তি-তে। ডপতে। লিট্ ডাপয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অডীডপৎ-ত। অডপিষ্ট।

ডম্প—সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্ পক্ষে ভ্বাদি, আত্মনে। লট্ ডম্পয়তি-তে। লিট্ ডম্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডডম্পৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে ডম্পতে। লুঙ্ অডম্পিষ্ট।

ডম্ব—লোকন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ডম্বয়তি। লিট্ ডম্বয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডডম্বৎ-ত।

ডম্ভ—সজ্ঘ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ডম্ভয়তি-তে। ডম্ভতে। লিট্ ডম্ভয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডডম্ভৎ-ত। অডম্ভিষ্ট।

ডিপ—সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি আত্মনেপদী, অক, সেট্। লট্ ডেপয়তি-তে। লিট্ ডেপয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অডীডিপৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে-ডেপতে। লুঙ্ অডেপিষ্ট। লুট্ ডেপিতা।

ডিপ—প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী। পক্ষে তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। [চুরাদিগণীয়রূপ ডিপ দেখ।] তুদাদি লট্ ডিপতি। লিট্ ডিডেপ। লুঙ্ অডিপীৎ। লুট্ ডিপিতা।

"ডিপন্তি যস্য মাতঙ্গা ডিপ্যন্তি চ তুরঙ্গমাঃ।
ডেপয়ন্তি মনুষ্যাশ্চ যুদ্ধে নিয়োময়তাং ভুবং॥" (কবির° ৯৬)

ডিপ—ক্ষেপণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ডিপ্যতি। লিট্ ডিডেপ। লুট্ ডেপিতা। লুঙ্ অডিপৎ।

ডিম্ব—সংঘ। প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ডিম্বয়তি-তে। লিট্ ডিম্বয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডিডিম্বৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে ডিম্বতি। লিট্ ডিডিম্ব। লুঙ্ অডিম্বীৎ।

ডিম্ভ—হিংসা। সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ডিম্ভয়তি-তে। লিট ডিম্ভয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডিডিম্ভৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে ডিম্ভতি। লিট্ ডিডিম্ভ। লুঙ্ অডিম্ভীৎ।

ডিম—হিংসন। সৌত্র ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ডেমতি। লিট্ ডিডেম। লুঙ্ অডেমীৎ।

ডী—ডীঙ্ ডী ধাতু। নভোগতি, উড্ডয়ন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। গতি অর্থে আত্মনে, দিবাদি, সক°। (নিঘণ্টু) লট্ ডয়তে। দিবাদি পক্ষে ডীয়তে। লিট্ ডিড্যে। লুট ডয়িতা। লৃট্ ডয়িষ্যতে। লুঙ্ অডয়িষ্ট, অডয়িষাতাং, অডয়িষত। সন্ ডিডয়িষতে। যঙ্ ডেডীয়তে। যঙ্লুক্ ডেডবীতি। ণিচ্ ডায়য়তি। লুঙ্ অডীডয়ৎ। ক্ত-ডীন। গোয়ীচন্দ্র মতে ডায়ত। উদ্+ডী—উড্ডয়ন।

"উড্ডীয়ন্তে শরা যস্য কোটিশঃ সমরাঙ্গণে।
ভয়ানামরিসৈন্যানামুড্ডয়ন্তে রজাংসি চ॥" (কবির° ১৪২)

ডুল—মিশ্রীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ডুালয়তি-তে। লিট্ ডুালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডিডুলৎ-ত।

ঢুণ্ঢ—অন্বেষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঢুণ্ঢতি। লিট্ ডুঢুণ্ঢ। লুঙ্ অঢুণ্ঢীৎ।

ঢৌক—প্রেরণ। গতি। ঢৌকৃ ঢৌক ধাতু। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ঢৌকতে। লিট্ ডুঢৌকে।

"যাস্তং বনে রাত্রিচরী ডুঢৌকে।" (ভট্টি ২।২৩)

লুট্ ঢৌকিতা। লৃট্ ঢৌকিষ্যতে। লুঙ্ অঢৌকিষ্ট, অঢৌকিষাতাং, অঢৌকিষত। সন্ ডুঢৌকিষতে। যঙ্ ডোঢৌক্যতে। ণিচ্ ঢৌকয়তি। লুঙ্ অডুঢৌকৎ। উপ+ঢৌক—উপঢৌকন।

ণখ—গতি। ভ্বাদিগণীয়, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নখতি, প্রণখতি। লিট্ ননাখ। নেখতুঃ। লুঙ্ অনখীৎ, অনাখীৎ।

গণপাঠে নাদিধাতু সকলের মূর্দ্ধণ্য ণ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং প্রয়োগস্থলে দন্ত্য ন হয়, গণপাঠে মূর্দ্ধণ্য ণকার আছে বলিয়া এই মূর্দ্ধণ্য ণকার স্থলে নাদিধাতু সকল দেওয়া হইল। কিন্তু প্রয়োগকালে দন্ত্যনকার হইবে, কিন্তু যে স্থলে ণত্ববিধান হইতে পারে, সেই স্থলে ণত্ব হইবে। যথা ণখ ধাতু লট্ নখতি, এই স্থলে দন্ত্যনকার হইল। কিন্তু প্র+নখ—লট্ 'প্রণখতি' এই স্থলে ণত্ব প্রাপ্তি আছে বলিয়া মূর্দ্ধণ্য ণকার হইল। এইরূপ নাদিধাতুর সকল স্থলেই জানিতে হইবে।

ণট—১ নৃত্য। নটকার্য্য। ২ হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নটতি। লিট্ ননাট। নেটতুঃ। লুঙ্ অনাটীৎ, অনটীৎ। প্র+নট—প্রণটতি।

"নটন্তি নাটকে যস্য চরিতং ভরতাদয়ঃ।" (কবি° ১৭৮)

নৃত্তি, নতি ও গতি অর্থে ণিচ্ নটয়তি। প্র+নট—প্রণটয়তি। অন্যত্র নাটয়তি।

"বৃক্ষসেচনং নাটয়তি।" (শকু° ১।৮০)

ণড—ভ্রংশ। চুরাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নাড়য়তি। লিট্ নাড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অনীনড়ৎ।

ণদ—অব্যক্ত শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নদতি। প্র+নদ—প্রণদতি। লিট্ ননাদ, নেদতুঃ। লুঙ্ অনাদীৎ,

অনদীৎ। নিমিত্ত থাকিলে নদ ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন ণত্ব হইবে। প্র+নি+নদ—প্রণিনদতি, পরিণিনদতি। সন্ নিনদিষতি। যঙ্ নানদ্যতে। যঙ্লুক নানত্তি। ণিচ্ নাদয়তি। লুঙ্ অনীনদৎ। অনু+নদ—নাদদ্বারা অনুকরণ। অভি+নদ—অভিমুখে শব্দকরণ। উদ্+নদ—উচ্চশব্দকরণ। প্রতি+নদ—প্রতিশব্দদ্বারা অনুকরণ।

ণদ—ভাস। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ নাদয়তি-তে। লুঙ্ অনীনদৎ-ত।

ণভ—হিংসা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ নভতে। প্রণভতে। লিট্ নেভে। লুঙ্ অনভৎ, অনভিষ্ট। বৈদিক প্রয়োগে এই ধাতুর কোন কোন স্থলে 'নুম্' হয়।

"উন্নম্ভয় পৃথিবীং ভিন্ধীদং দিব্যং নভঃ।"

(তৈত্তি° সং ২।৪৮)

ণভ—হিংসা। দিবাদি, পক্ষে ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নভ্যতি। প্রণভ্যতি। ক্র্যাদি পক্ষে নভ্নাতি। প্রণভ্নাতি। লিট্ ননাভ। লুঙ্ অনাভীৎ, অনভীৎ। লুট্ নভিতা। দিবাদি, লুঙ্ অনভৎ।

ণম—১ নতি। নম্রীভাব। নমস্করণ। ২ শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। শব্দ অর্থে অক°। লট্ নমতি। প্রণমতি।

"ভক্ত্যা নমতি যো দেবান্।" (কবির° ১৫৩)

লিট্ ননাম। নেমতুঃ। নেমিথ, ননন্থ। লুট্ নন্তা। লৃট্ নংস্যতি। লুঙ্ অনংসীৎ। অনংসিষ্টাং, অনংসিষুঃ। ভাবও কর্ম্মবাচ্যে নম্যতে। লুঙ্ অনামি। কর্ম্মকর্ত্তায় নমতে। লুঙ্ অনংস্ত। 'অনংস্ত দণ্ডঃ স্বয়মেব।' (পাণিনি ৩।১।৮৯) সন্ নিনংসতি। ণিচ্ নময়তি। নাময়তি। উপসর্গপূর্ব্বক প্রণময়তি। লুঙ্ অনীনমৎ। অভি+নম—আভিমুখ্যে নমন। অব+নম—অধোনমন, নীচে নোয়া।

"স্বয়্যাদাতুং জলমবনতে।" (মেঘদূত) অক°। উদ্+নম—উর্দ্ধগতি। উচ্চভবন। উত্থান।

"উন্নম্যোন্নম্য তত্রৈব দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
হৃদয়েষু বিলীয়ন্তে বিধবাস্ত্রীস্তনাবিব॥" (পঞ্চতন্ত্র)

অভি+উদ্+নম—আভিমুখ্যে উন্নতি।

"অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভিঃ" (কুমার)

উপ+নম—প্রাপ্তি। স্বয়ং উপস্থিতি। (অক°)

পরি+নম—তুল্যরূপসত্তাদ্বারা বস্তুর অন্যথা ভবন, অর্থাৎ অন্যরূপ হওয়া। যথা,—দুগ্ধপরিণাম দধি ইত্যাদি।

'পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে।'

(সাংখ্যতত্ত্ব কৌ°)

পরিপাক। প্র+নম—প্রকর্ষ দ্বারা নমন, প্রণাম।

"উরসা শিরসা দৃষ্ট্যা বচসা মনসা তথা।
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং প্রণামো ইষ্টাঙ্গ ইষ্যতে॥"

(নৃসিংহপুরাণ)

প্রতি+নম—প্রতীপনতি। বি+নম—বিশেষরূপে নতি। বি+পরি+নম—ভাবের বিকারভেদ। (অক° আত্মনেপদী) "জায়তে হস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে নশ্যতীতি" ষট্ ভাববিকারাঃ ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণিঃ।

সম্+নম—সম্যক্ নতি।

ণয়—১ গতি। ২ রক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নয়তি। প্রণয়তি। লিট্ ননায়, নেয়তুঃ। লুঙ্ অনয়ীৎ।

ণর্দ্দ—শব্দ। গর্জ্জন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নর্দ্দতি। প্রণর্দ্দতি। লিট্ ননর্দ্দ। লুঙ্ অনর্দ্দীৎ।

"দুঃশাসনস্য রুধিরং যদা পাস্যতি পাণ্ডবঃ।
আনর্দ্দং নর্দ্দতঃ সম্যক্ তদা সূত্যং ভবিষ্যতি॥"

(ভারত উ° ১৪০ অঃ)

ণল—বন্ধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নলতি। প্রণলতি। লিট্ ননাল। নেলতুঃ। লুঙ্ অনালীৎ।

ণশ—১ অদর্শন। ২ ধ্বংস। ক্ষয়। মরণ। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নশ্যতি। প্রণশ্যতি। লিট্ ননাশ, নেশতুঃ। নেশিথ, ননংষ্ট। নেশিব, নেশ্ব। লুট্ নশিতা, নংষ্টা। লৃট্ নশিষ্যতি, নঙ্ক্ষ্যতি। লৃঙ্ অনশিষ্যৎ, অনঙ্ক্ষ্যৎ। আশীর্লিঙ্ নশ্যাৎ। লুঙ্ অনশৎ, অনেশৎ। পক্ষে—অনেশৎ। সন্ নিনশিষতি। নিনঙ্ক্ষতি। যঙ্ নানশ্যতে, যঙ্লুক্ নানংষ্টি। ণিচ্ নাশয়তি। লুঙ্ অনীনশৎ।

"আঃ পাপ! স্বয়ং নষ্টঃ পরানপি নাশয়িতুমিচ্ছসি।"

(প্রবোধচন্দ্রোদয়)

প্র+বি+নশ—বিনাশ। নশ ধাতুর যে স্থলে ষত্ব হয়, সেইখানে ণত্ব হয় না। যথা—'প্রনষ্ট' এই স্থলে ষত্ব হইয়াছে বলিয়া ণত্ব হইল না। কিন্তু প্রণশ্যতি, প্রণাশ ইত্যাদি স্থলে ণত্ব হইবে।

ণস—কৌটিল্য। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ নসতে। প্রণসতে। লিট্ নেসে। লুঙ্ অনসিষ্ট। লুট্ নসিতা। লৃট্ নসিষ্যতে।

ণহ—বন্ধন। দিবাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ নহ্যতি-তে। প্রণহ্যতি-তে। লিট্ ননাহ। নেহতুঃ। নেহিথ। ননদ্ধ। নেহে। লুট্ নদ্ধা। লৃট্ নৎস্যতি-তে। লুঙ্ অনাৎসীৎ, অনাদ্ধাং, অনাৎসুঃ। অনদ্ধ। অনৎসাতাং। সন্ নিনৎসতি-তে। যঙ্ নানহ্যতে। যঙ্লুক্ নানদ্ধি। ণিচ্ নাহয়তি। লুঙ্ অনীনহৎ। অপি+নহ—ধারণ। অপির

অকারের বিকল্পে লোপ হয়। পিনহ্যতি, অপিনহ্যতি। বিশেষরূপে বন্ধন।

"পিনদ্ধাং ধূমজালেন প্রভামিব বিভাবসোঃ।"

(ভারত বনপ° ৬৮ অ°)

অব+নহ—সমন্তাৎ বন্ধন।

"চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ।" (মনু)

আ+নহ—সম্যক্ বন্ধন। পরি+আ+নহ—পরিতঃ বন্ধন। সম্+উদ্+নহ—সম্যক্ বন্ধন। পাণ্ডিত্যাভিমান, গর্ব। "অতন্ত্রিষু সমুন্নদ্ধৌ পণ্ডিতম্মন্যগর্ব্বিতৌ।" (অমর)

"অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা।

বিচরত্যসমুন্নদ্ধো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥" (ভার° উ°৩২ অ°)

উপ+নহ—উপরি বন্ধন। কিপ্ প্রত্যয় পরে এই উপসর্গের অকার দীর্ঘ হয়। যথা—উপানহ। নি+নহ—নিবন্ধন। পরি+নহ—পরিতঃ বন্ধন।

"নতাং বধ্রী পরিণহেচ্ছতচর্ম্মা মহাতনুং।"

(ভারত আদি° ২৯ অ°)

বিস্তার। 'পরিণাহো বিশালতা।' (অমর) সম্+নহ—সম্যক্ বন্ধন। কবচাদি ধারণ।

"কবচেন মহার্হেণ সমনহ্যৎ বৃহন্নলাং।"

(ভারত বিরাট,প° ৩৭ অ°)

ণাস—ধ্বনি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ নাসতে। প্রণাসতে। লিট্ ননাসে। লুঙ্ অনাসিষ্ট। লুট্ নাসিতা। লৃট্ নাসিষ্যতে।

ণিক্ষ—চুম্বন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নিক্ষতি। প্রণিক্ষতি।

"নিক্ষতি স্তনকক্ষোরুকপোলাক্ষিগলাদিকং।" (কবির°১৯৯)

লুট্ নিক্ষিতা। লৃট্ নিক্ষিষ্যতি। লুঙ্ অনীক্ষিৎ। আর্ষপ্রয়োগে পদ ও গণব্যত্যয় হইয়া থাকে। বি+নিক্ষ—নাশন। "শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে।" (ঋক্ ৫।২।৯)

'বিনিক্ষে নাশয়ে' (সায়ণ)

এই স্থলে বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া আত্মনেপদ হইল।

ণিজ—ণিজির্ ণিজ ধাতু। শোধন। ১ শৌচ, নির্ম্মলীকরণ। ২ পোষণ। হ্বাদি, উভয়পদী, অক, অনিট্। শোধন অর্থে সক°। লট্ নেনেক্তি। প্রণেনেক্তি। নেনিক্তঃ, নেনিজতি। নেনিক্তে।

"যৎপাদৌ মৌলিরত্নাংশুজালৈর্নেনেক্তি রাজকং।"(কবি°১৩০)

লোট্ নেনেক্তু। নেনেগ্ধি। নেনিজানি। বিধিলিঙ্ নেনিজ্যাৎ। নেনিজীত। লঙ্ অনেনেক্, অনেনিক্তাং, অনেনিজুঃ। অনেনিজং। অনেনিক্ত। লিট্ নিনেজ। নিনিজে। লুট্ নেক্তা। লৃট্ নেক্ষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ নিজ্যাৎ। নিক্ষীষ্ট। লুঙ্ অনিজৎ, অনৈক্ষীৎ। অনিক্তাং, অনৈক্তাং। অনিক্ত, অনিক্ষাতাং। সন্ নিনিক্ষতি-তে। যঙ্ নেনিজ্যতে। যঙ্লুক্ নেনিজীতি। ণিচ্ নেজয়তি। লুঙ্ অনীনিজৎ। অব+নিজ—অবনেজন। প্রক্ষালন। নির্+নিজ-নির্ণিজন, শোধন।

"অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে॥" (মনু ৭।১২৭)

ণিদ—সন্নিধান। নিন্দন। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। সন্নিধান অর্থে অক°। লট্ নেদতি-তে। প্রণেদতি-তে। লিট্ নিনেদ, নিনিদে। লুঙ্ অনেদীৎ, অনেদিষ্ট। লুট্ নেদিতা। লৃট্ নেদিষ্যতি-তে।

ণিদ—কুৎসন। ণিদি ণিদ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নিন্দতি। প্রণিন্দতি।

"তং নিন্দন্তি পরীবাদং পরস্য বিদধাতি যঃ।" (কবি° ১৫০)

লিট্ নিনিন্দ। লুট্ নিন্দিতা। লৃট্ নিন্দিষ্যতি। লুঙ্ অনিন্দীৎ, অনিন্দিষ্টাং। কর্ম্মবাচ্যে নিন্দ্যতে। লুঙ্ অনিন্দি। সন্ নিনিন্দিষতি। যঙ্ নেনিন্দ্যতে। যঙ্লুক্ নেনেন্তি। ণিচ্ নিন্দয়তি। লুঙ্ অনিনিন্দৎ।

'কৃৎস্বণাণত্বং' ইতি পাণিনি। 'সর্ব্বত্র ণাণত্বং' (মুগ্ধবোধ)

কৃৎপ্রত্যয় পরে বিকল্পে ণত্ব হইবে এবং মুগ্ধবোধ মতে সকল স্থলে ণত্ব হইবে না।

"ন নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দতি কিন্তু বিধেয়ং স্তৌতি।"(মীমাংসা)

ণিল—দুর্ব্বোধ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নিলতি, প্রণিলতি। লিট্ নিনেল। লুট্ নেলিতা। লুঙ্ অনেলীৎ। লৃট্ নেলিষ্যতি।

ণিব—সেক। ণিবি ণিব ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্—নিম্বতি। প্রণিম্বতি। লিট্ নিনিম্ব। লুঙ্ অনিম্বীৎ। লুট্ নিম্বিতা।

ণিশ—সমাধি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নেশতি। প্রণেশতি। লিট্ নিনেশ। লুঙ্ অনেশীৎ। লুট্ নেশিতা। লৃট্ নেশিষ্যতি।

ণিষ—সেক। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নেষতি। প্রণেষতি। লিট্ নিনেষ। লুঙ্ অনেষীৎ। লুট্ নেষিতা। লৃট্ নেষিষ্যতি।

ণিংস্—চুম্বন। ণিসি ণিস ধাতু। অদাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ নিংস্তে। প্রণিংস্তে। নিংসাতে, নিংসতে।

"মুখং নিংস্তে মুখং স্ত্রীণাং।" (কবির° ১৯৯)

লিট্ নিনিংসে। লুট্ নিংসিতা। লুঙ্ অনিংসিষ্ট। আভরণকার এই ধাতু 'শ'কারান্ত নির্দ্দেশ করেন, ইহা

তাহার ভ্রম। কারণ পাণিনিতে এই ধাতু দন্ত্যসকারান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

নী—ণীঞ্‌ নীধাতু। প্রাপণ। নয়ন। ভ্বাদি, উভয়পদী, দ্বিক, অনিট্‌। লট্‌ নয়তি-তে। প্রণয়তি-তে।

"নয়স্তে যদ্‌গুণাঃ সর্ব্বং যন্তায়য়তি দিম্মুখং।" (কবির° ২৭১)

সম্মানন ও জ্ঞান অর্থে নী—ধাতুর আত্মনেপদ হয়। (সম্মাননে) শাস্ত্রে নয়তে। (জ্ঞানে) তত্ত্বং নয়তে। লিট্‌ নিনায়। নিনয়িথ, নিনেথ। নিন্যিব। নিন্যে। লুট্‌ নেতা। লৃট্‌ নেষ্যতি-তে। লুঙ্‌ অনৈষীৎ, অনৈষ্টাং, অনৈষুঃ। অনেষ্ট, অনেষাতাং, অনেষত। কর্ম্মবাচ্যে নীয়তে। লুঙ্‌ অনায়ি। সন্‌ নিনীষতি-তে। যঙ্‌ নেনীয়তে। যঙ্‌লুক্‌ নেনেতি। নেনয়ীতি। ণিচ্‌ নায়য়তি। লুঙ্‌ অনীনয়ৎ। কর্ম্মবাচ্যে নীধাতুর প্রধান কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হইবে। যথা—'অজা গ্রামং নীয়তে।' এই স্থলে 'অজা' এই প্রধান কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হইল। অতি+নী—অতিক্রম করিয়া নয়ন। 'ন স্বর্গং লোকমতিনয়েৎ' (ছান্দোগ্যউ°) বি+অতি+নী—অপবাহন।

"ব্যতিনীয় কালমুপসদাং চতুর্থং।" (আশ্ব° শ্রৌত° ১২।৮।৩৫)

'ব্যতিনীয় অপোহ্য' । (নারায়ণ)

অনু+নী—স্বাভীষ্টপ্রবেশননিমিত্ত সান্ত্ববাক্যাদিপ্রয়োগ। অনুনয়।

"অনুনীতা ত্বমস্মাভিশ্চিরং নাস্বেন মৈথিলী।"

(রামা° সু° ২৫ অঃ)

অপ+নী—অপহরণ। অন্যত্র নয়ন। অভি+নী—অভিনয়। অনুকরণ। আভিমুখ্যে নয়ন।

"দৃষ্ট্বা শরং জ্যামভিনীয়মানং।" (ভারত বনপ° ৭৬৯ শ্লোক)

অব+নী—অধোনয়ন। আ+নী—দূরস্থিতের সমীপ-প্রাপণ।

"পুত্রীয়তা তেন বরাঙ্গনাভি-
রানায়ি বিদ্বান্‌ ক্রতুষু ক্রিয়াবান্‌।" (ভট্টি)

অভি+আ+নী—আভিমুখ্যে নয়ন। পরি+আ+নী—পরিতঃ আনয়ন। প্রতি+আ+নী—প্রতিকূলতাদ্বারা আনয়ন। গতব্যক্তির পুনরানয়ন।

"প্রত্যানেষ্যতি শক্রভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ং।" (কুমারস°)

উদ্‌+নী—ঊর্দ্ধনয়ন। উদ্ভাবন। লিঙ্গদর্শন দ্বারা অনুমান। উৎক্ষেপ অর্থে নী ধাতু আত্মনেপদ হয়। যথা—

"উন্নয়তে উৎক্ষিপতি।" (পাণিনি)

উপ+নী+উপস্থাপন।

"মহত্যা সেনয়া রাজা দময়ন্তীমুপানয়ৎ।" (ভারত বনপ°)

দ্বিজদিগের অসাধারণ সংস্কার বিশেষ, উপনয়ন। উপ-নয়ন অর্থে উপপূর্ব্বক নী ধাতুর আত্মনেপদ হয়।

"আচার্য্যঃ শিষ্যমুপনয়তে।" (পাণিনি)

"উপনীয় দদৎ বেদানাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।" (স্মৃতি)

ভৃতিদানদ্বারা সমীপ প্রাপণ। এই অর্থে আত্মনেপদ হয়

"কর্ম্মকরানুপনয়তে ভৃতিদানেন স্বসমীপং প্রাপয়তি।" (পাণিনি)

নি+নী—উৎসর্জন।

"উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।" (মনু)

নির্‌+নী—নিশ্চয়, অবধারণ। পরা+নী—পুনরানয়ন, গতব্যক্তির পুনঃ স্বস্থানপ্রাপণ। পরি+নী—পরিতোনয়ন। প্রদক্ষিণীকরণ।

"তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্নিং।" (কুমার)

বিবাহরূপ সংস্কারভেদ। পরিণয়। বি+নী—ক্ষেপ। উপসম্পত্তি। প্রবেশন। বিধান।

"প্রণীতঃ সংস্কৃতাগ্নৌ না যজ্ঞপাত্রান্তরে স্ত্রিয়াং।
ত্রিষু ক্ষিপ্তোপসম্পন্নবিহিতেষু প্রবেশিতে॥" (মেদিনী)

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।" (মুগ্ধবোধ)

অগ্নিসংস্কারভেদ। প্রণয়। প্রতি+নী—পুনঃ প্রাপণ, যে স্থান হইতে গমন করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেইস্থলে আসা। বি+নী—অপসারণ।

"ভারমেনং বিনেষ্যামি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাং।"

(ভারত ভীষ্মপ° ৫০ অঃ)

আনুকূল্যার্থ অনুনয়। বিনয়। ঋণাদির নির্যাতন। এই অর্থে আত্মনেপদ হয়।

'করং বিনয়তে রাজ্ঞে দেয়ং ভাগং পরিশোধয়তি।' (পাণিনি)

ব্যয়। বিনিযোগ। এই অর্থেও আত্মনেপদ হয়। সম্‌+নী+সংযোজন। সংস্কারভেদ।

নীল—নীলতাকরণ। নীলবর্ণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ নীলতি। প্রণীলতি। লিট্‌ নিনীল। লুঙ্‌ অনীলীৎ। লুট্‌ নীলিতা।

নীব—স্থৌল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। নীবতি। প্রণীবতি। লিট্‌ নিনীব। লৃট্‌ নীবিষ্যতি। লুঙ্‌ অনীবীৎ। লুট্‌ নীবিতা।

ণু—স্তুতি। অদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ নৌতি। প্রণৌতি। নুতঃ, নুবন্তি। বিধিলিঙ্‌ নুয়াৎ। লঙ্‌ অনৌৎ, অনুতাং। লিট্‌ নুনাব। নুনুবতুঃ। লুট্‌ নবিতা। নোতা। লুঙ্‌ অনাবীৎ, অনৌষীৎ। সন্‌ নুনূষতি। যঙ্‌ নোনূয়তে। যঙ্‌লুক্‌ নোনোতি। ণিচ্‌ নাবয়তি। লুঙ্‌ অনুনবৎ। ণিচ্‌-সন্‌ নুনাবয়িষতি। আ+ণু—সম্যক্‌ স্তবন। এই অর্থে আত্মনেপদ হয়। প্র+ণু—প্রকর্ষদ্বারা স্তবন।

"এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণৌতি।" (ছান্দোগ্য উপ°)

ণু—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। (নিঘণ্টু) লট্ নবতে। লুঙ্ অনোষ্ট।

"অভীনবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।" (ঋক্ ৯।১০।১)

'অভীনবন্তে অভিগচ্ছন্তি।' (সায়ণ)

ণুদ—প্রেরণ। ক্ষেপণ। নিরাস, অপসারণ। তুদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ নুদতি-তে। প্রণুদতি-তে।

"মন্দং মন্দং নুদতি পবনঃ" (মেঘদূত)

লিট্ নুনোদ, নুনুদে। লুট্ নোত্তা। লৃট্ নোৎস্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ নুদ্যাৎ। নুৎসীষ্ট। লুঙ্ অনৌৎসীৎ, অনৌত্তাং, অনৌৎসুঃ। অনুত্ত, অনুৎসাতাং, অনুৎসত। সন্ নুনুৎসতি-তে। যঙ্ নোনুদ্যতে। যঙ্লুক্ নোনোত্তি। ণিচ্ নোদয়তি। লুঙ্ অনূনুদৎ। ক্ত-নুত্ত, নুন্ন। অপ+ণুদ—অপসারণ। অপনোদন।

"অভিদ্রবার্জ্জুন ক্ষিপ্রং কুরূন্ দ্রোণদাপ্যানুদ।"

(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১৯০ অঃ)

পরা+ণুদ—অপসারণ। প্র+ণুদ—প্রকর্ষদ্বারা নোদন, চালন। অপসারণ।

"ততোঽন্ধকারং প্রণুদন্নুদতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ।"(ভার° বনপ° ৩৩ অঃ)

বি+ণুদ—বিশেষরূপে নোদন, প্রেরণ। ণিজন্তের দুঃখাদি দ্বারা অপসারণ।

"লক্ষ্মীর্বিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী" (রঘু)

ণূ—স্তুতি। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নুবতি। প্রণুবতি।

"নুবতি ত্রিষু লোকেষু ষড়্গুণান্ প্রযতো জনঃ।" (কবির° ৪২)

লিট্ নুনাব। লুট্ নুবিতা। লুঙ্ অনুবীৎ। বররুচি এই ধাতু হ্রস্ব উকারান্ত বলিয়া থাকেন।

ণেদ—সন্নিধান। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ নেদতি-তে। প্রণেদতি-তে। লিট্ নিনেদ, নিনিদে। লুঙ্ অনেদীৎ, অনেদিষ্ট।

ণেষ—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ নেষতি। প্রণেষতে। লিট্ নিনিষে। লুঙ্ অনেষিষ্ট।

এই সকল ধাতুর গণপাঠে মূর্দ্ধণ্য ণকার নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া এই স্থলে দেওয়া হইল। প্রয়োগ স্থলে দন্ত্যনকার হইয়াছে। নিমিত্ত বশতঃ যে স্থলে ণত্ব হইবে, সেই স্থলে মূর্দ্ধণ্য ণকার হইবে।

তক—১ হাস্য। ২ সহন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। হাসার্থে অক°। লট্ তকতি। লিট্ ততাক, তেকতুঃ। লুঙ্ অতাকীৎ, অতকীৎ। লুট্ তকিতা। লৃট্ তকিষ্যতি। এই ধাতু নিরুক্তে গতকর্ম্ম অর্থে কথিত হইয়াছে।

তঙ্ক—তকি তঙ্ক ধাতু। কৃচ্ছ্রজীবন। দৌস্থ্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ সক, সেট্। লট্ তঙ্কতি। লিট্ ততঙ্ক। লুট্ তঙ্কিতা। লুঙ্ অতঙ্কীৎ। লৃট্ তঙ্কিষ্যতি।

তক্ষ—তক্ষূ তক্ষ ধাতু। তনূকরণ। কৃশীকরণ। তক্ষণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, পক্ষে স্বাদি, সক, বেট্। লট্ তক্ষতি। স্বাদিপক্ষে তক্ষ্ণোতি। লিট্ ততক্ষ। ততক্ষতুঃ। ততক্ষিথ, ততষ্ঠ। লুট্ তক্ষিতা, তষ্টা। লৃট্ তক্ষিষ্যতি, তক্ষ্যতি। লুঙ্ অতক্ষীৎ, অতাক্ষীৎ। অতক্ষিষ্টাং। অতক্ষিষুঃ, অতাক্ষুঃ। সন্ তিতক্ষিষতি। তিতক্ষতি। যঙ্ তাতক্ষ্যতে। যঙ্লুক্ তাতষ্টি। ণিচ্ তক্ষয়তি। লুঙ্ অততক্ষৎ। নির্+সম্+তক্ষ—ভর্ৎসন। ব্যথন।

"মর্ম্মচ্ছিদা নো বচসা নিরতক্ষন্নরাতয়ঃ।" (ভারবি ১১।৪৯)

তক্ষ—ত্বক্‌গ্রহণ। সংবরণ। পরিগ্রহ। আচ্ছাদন। ত্বচন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তক্ষতি। লিট্ ততক্ষ। লুট্ তক্ষিতা। লুঙ্ অতক্ষীৎ, অতাক্ষীৎ। লৃট্ তক্ষিষ্যতি।

তঙ্গ—তগি তগ ধাতু। ১ গতি। ২ স্খলন। ৩ কম্প। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। গতি অর্থে সক°। লট্ তঙ্গতি। লিট্ ততঙ্গ। লুট্ তঙ্গিতা। লুঙ্ অতঙ্গীৎ।

তঞ্চ—তনচু তঞ্চ ধাতু। সঙ্কোচ। রুধাদি, পরস্মৈ, সক, বেট্। লট্ তনক্তি। তঙ্‌ক্তঃ। তঞ্চন্তি। তনচ্মি, তনশ্মি। লঙ্ অতনক্। লিট্ ততঞ্চ। লুট্ তঙ্‌ক্তা, তঞ্চিতা। লৃট্ তঙ্ক্ষ্যতি, তঞ্চিষ্যতি। লুঙ্ অতাঙ্ক্ষীক্ষৎ। অতাঙ্‌ক্ত। অতাঙ্ক্ষুঃ। অতঞ্চীৎ, অতঞ্চিষ্টাং অতঞ্চিষুঃ। সন্ তিতঙ্ক্ষতি; তিতঞ্চিষতি। যঙ্ তাতচ্যতে। যঙ্লুক্ তাতাঙ্ক্ত। ণিচ্ তঞ্চয়তি।

তট—উচ্ছ্রায়। উচ্চীভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ তটতি। লিট্ ততাট। তেটতুঃ। লুট্ তটিতা। লুঙ্ অতাটীৎ। লৃট্ তটিষ্যতি।

তট—আহনন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তাটয়তি-তে। লিট্ তাটয়াংচকার, চক্রে। লুট্ তাটয়িতা। লুঙ্ অতীতটৎ-ত। লৃট্ তাটয়িষ্যতি।

তড়—আঘাত। তাড়ন। দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তাড়য়তি-তে। লিট্ তাড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতড়ৎ-ত। অততাড়ৎ।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।" (চাণক্য)

তণ্ড—তড়ি তড় ধাতু। আঘাত। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তণ্ডতে। লিট্ ততণ্ডে। লুঙ্ অতণ্ডিষ্ট। লুট্ তণ্ডিতা। লৃট্ তণ্ডিষ্যতে।

তন—তনু—তন ধাতু। বিস্তার। ব্যাপ্তি। প্রসারণ। তনাদি-

গণীয়, উভয়, সক, সেট্। লট্ তনোতি, তনুতঃ, তন্বন্তি। তনুথঃ, তনুথ। তনুতে, তন্বাতে, তন্বতে। লোট্—হি তনু। তনবানি। বিধিলিঙ্ তনুয়াৎ, তন্বীত। লঙ্ অতনোৎ। অতনুতাং, অতন্বন্। অতনবম্। অতনুত, অতন্বাতাং, অতন্বত। লিট্ ততান। তেনতুঃ। তেনিথ। তেনে। লুট্ তনিতা। লৃট্ তনিষ্যতি-তে। লুঙ্ অতনীৎ, অতানীৎ। অতানিষ্টাং, অতানিষুঃ। অতত, অতনিষ্ট। অতনিষাতাং অতনিষত। অতথাঃ, অতনিষ্ঠাঃ। কর্ম্মবাচ্যে তায়তে, তন্যতে। লুঙ্ অতানি। সন্ তিতনিষতি-তে। তিতাংসতি-তে। তিতংসতি-তে। যঙ্ তন্তন্যতে। যঙ্লুক্ তন্তন্তি। অতি+তন—অতিশয় বিস্তার, বি+অতি+তন—অন্যোন্যবিস্তার, এই অর্থে আত্মনেপদ হয়।

"বিয়তি ব্যত্যতন্বাতাং মূর্ত্তী হরিপয়োনিধী।" (ভট্টি ৮।৩)

অধি+তন—আরোপ করিয়া বিস্তার। অনু+তন—সন্ততবিস্তার। পশ্চাদ্‌বিস্তার।

"পরিপাল্যানুতন্বানেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।"

(ভারত শান্তিপর্ব্ব ১৩৩ অঃ)

অপ+তন—অধোবিস্তার। অব+তন—সম্যক বিস্তার। আ+তন—দীর্ঘতাদ্বারা বিস্তার। বি+আ+তন—বিশেষরূপে বিস্তার। উদ্+তন—ঊর্দ্ধতঃ বিস্তার। প্র+তন্—প্রকর্ষরূপে বিস্তার।

"তদূরীকৃত্য কৃতিভি র্বাচস্পত্যং প্রতায়তে।" (মাঘ)

বি+তন—বিশেষরূপে বিস্তার। সম্+তন—সমাক্ বিস্তার।

তন—উপকার। আঘাত। হিংসাবর্জ্জন। শ্রদ্ধা। সুনীতি। শব্দ। উপতাপ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। তানয়তি-তে। লিট্ তানয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতনৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে তনতি। লিট্ ততান। লুঙ্ অতনীৎ, অতানীৎ।

"বিতানয়তি যঃ কীর্ত্তিং বিতনত্যমলং যশঃ।

বিতনোতি চ স স্ত্রীণাং হৃদয়ে মন্মথব্যথাং॥" (কবি ৯৩)

বেদে এই ধাতুর গণব্যত্যয় দেখা যায় এবং সেই স্থলে দিবাদিগণীয় প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা—

"ঘোষা ঘোষাদিন্দ্রায় তন্যতি ব্রুবাণঃ।" (ঋক্ ৬।৩৮।২)

'তন্যতি শব্দং করোতি।' (সায়ণ)

তন্ত্র—১ অবসাদ। ২ মোহ। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তন্ত্রয়তি। লিট্ তন্ত্রয়াংচকার। লুঙ্ অততন্ত্রৎ। কেহ কেহ এই ধাতুকে সৌত্রধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তপ—উপতাপ। ঐশ্বর্য্য। দিবাদি, আত্মনে, সক, অনিট্, উপতাপ অর্থে সক। লট্ তপ্যতে।

'অয়ং ধাতুরৈশ্বর্য্যে বা তঙ্শ্যানৌ লভেতে। অন্যদা তু শব্বিকরণপরস্মৈপদী।' (সি° কৌ°)

"তপত্যাদিত্যবদ্যাশ্চ তপ্যতে যঃ পরন্তপঃ।

তপতে রিপুরাষ্ট্রঞ্চ তাপয়ত্যহিতং সতাং॥" (কবির° ২৯)

লুঙ্ অতপ্ত। লিট্ তেপে। লুট্ তপ্তা। লৃট্ তপ্স্যতে। অব+তপ—অধস্তাপ। আ+তপ—সম্যকৃতাপ। অনু+তপ—সন্তততাপ, অনুশোচন।

"বনং প্রস্থাপ্য দুষ্টাত্মা নান্বতপ্যত দুর্ম্মতিঃ।" (বনপ° ২৭ অ°)

তপ—দাহ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তাপয়তি-তে। লিট্ তাপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতপৎ-ত।

"সংপ্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।"

(উদ্ভট)

অব+তপ—অধোভাগে তাপন।

তপ—দাহ। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তপতি-তে। লিট্ ততাপ। তেপে। লুঙ্ অতাপ্সীৎ, অতাপ্তাং, অতাপ্সুঃ। অতপ্ত, অতপ্সাতাং, অতপ্সত। অতাপীৎ, অতপীৎ, অতপিষ্ট। ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে তপ্যতে। লুঙ্ অতপ্ত। কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে অতপ্ত। সন্ তিতপ্সতি-তে। যঙ্ তাতপ্যতে। যঙ্লুক্ তাতপ্তি। অভি+তপ—পর্য্যালোচন।

"পৃথিবীমন্তরিক্ষং দিবং তাল্লোঁকানভ্যতপৎ।" (ঐত° ব্রা°)

'অভ্যতপৎ পর্য্যালোচিতবান্' (ভাষ্য)

উদ্+তপ—দীপ্তি। অক°, এই অর্থে আত্মনেপদী। স্বাঙ্গকর্ম্মকত্বে আত্মনেপদী, সক°।

'উত্তপতে দীপ্যতে।' (পাণিনি)

যে স্থলে স্বাঙ্গকর্ম্ম না হইবে অর্থাৎ নিজের অঙ্গ কর্ম্ম না হইবে সেই স্থলে পরস্মৈপদ হইবে।

'উত্তপতি সুবর্ণং বিলাপয়তীত্যর্থঃ।' (পাণিনি)

'সুবর্ণং' এই স্থলে স্বীয় অঙ্গকর্ম্ম হয় নাই, এই জন্য আত্মনেপদ হইল না। উপ+তপ—পীড়াজন্য তাপ।

"আহিতাগ্নিশ্চেদুপতপেৎ।" (আশ্ব° গৃ° ৪।১।৪)

'উপতপেৎ ব্যাধিভিরুপপীড্যেত।' (ভাষ্য)

নির্+তপ—নিতরাং তাপ। নিস্+তপ—নিঃশেষরূপে তাপ। পৌনঃপুন্যতাপ। নিস্ পূর্ব্বক তপধাতুর ষত্ব হইবে। যথা—নিষ্টপতি।

"যস্ত সূর্য্যেণ নিষ্টপ্তং গাঙ্গেয়ং পিবতে জলং।"(ভারত আনু° প°)

প্র+তপ—প্রকর্ষদ্বারা তাপ। বিক্রমহেতুক তাপ। সম্+তপ—সমাক্ তাপ।

"দত্বাপি চ ধনং কালে সন্তপত্যুপকারিণে।"

(ভারত শান্তিপ° ১৬৪ অঃ)

তম—তমু তম ধাতু। ১ আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা। ২ গ্লানি। ক্লান্তভাব। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। খেদে অক'। লট্ তাম্যতি।

"ন চ দুঃখেন তাম্যতি।" (কবির' ২৪৬)

লিট্ ততাম। তেমতুঃ। লুট্ তমিতা। লৃট্ তমিষ্যতি। লুঙ্ অতমৎ। অতামীৎ। ণিচ্ তময়তি। লুঙ্ অতমি, অতামি। ক্ত-তান্ত। উদ্+তম—উৎকর্ষ দ্বারা খেদ।

"গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।" (কুমার)

পরি+তম—অতিশয় খেদ।

"সংতপ্তবক্ষাঃ সোঽত্যর্থং দূনয়াৎ পরিতাম্যতি।" (সুশ্রুত)

তম্ব—১ গতি। ২ হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তম্বতি। লিট্ ততম্ব। লুট্ তম্বিতা। লৃট্ তম্বিষ্যতি। লুঙ্ অতম্বীৎ। ণিচ্ তম্বয়তি। লুঙ্ অততম্বৎ।

তয়—১ গতি। ২ রক্ষণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তয়তে। লিট্ তেয়ে। লুট্ তয়িতা। লুঙ্ অতয়িষ্ট। লৃট্ তয়িষ্যতে।

তর্ক—১ দীপ্তি। ২ বিতর্ক, উহ। ৩ জ্ঞান। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্ দীপ্তি অর্থে অক'। লট্ তর্কয়তি-তে।

"বৃক্ষসেচনাদত্রভবতীং পরিশ্রান্তাং তর্কয়ামি।" (শকুন্তলা)

লিট্ তর্কয়াংচকার, চক্রে। লুট্ তর্কয়িতা। লুঙ্ অততর্কৎ-ত। ক্ত—তর্কিত। বি+তর্ক—উৎপ্রেক্ষা।

'তন্নূনং মৃত্যুমাপ্স্যতি, ইতি বিতর্কয়ামি।' (পঞ্চতন্ত্র)

তর্জ্জ—ভর্ৎসন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তর্জ্জতি। লিট্ ততর্জ্জ। লুট্ তর্জ্জিতা। লুঙ্ অতর্জ্জীৎ, অতর্জ্জিষ্টাং, অতর্জ্জিষুঃ। সন্ তিতর্জ্জিষতি। যঙ্ তাতর্জ্জ্যতে। যঙ্লুক্ তাতর্ক্তি।

তর্জ্জ—ভর্ৎসন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তর্জ্জয়তে। লিট্ তর্জ্জয়াংচক্রে। লুঙ্ অততর্জ্জত।

"তর্জতে যো হি ভূপালান্ ন তর্জ্জয়তি সজ্জনান্।" (কবি'২৫৬)

আর্ষপ্রয়োগস্থলে পদব্যত্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"বালং পুনর্গাত্রসুখং গৃহ্ণীয়াৎ নচৈনং তর্জ্জয়েৎ।" (সুশ্রুত)

তর্দ্দ—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তর্দ্দতি। লিট্ ততর্দ্দ। লুট্ তর্দ্দিতা। লুঙ্ অতর্দ্দীৎ। লৃট্ তর্দ্দিষ্যতি।

তর্ব্ব—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তর্বতি। লিট্ ততর্ব। লুট্ তর্বিতা। লুঙ্ অতর্বীৎ। লৃট্ তর্বিষ্যতি।

তল—প্রতিষ্ঠা। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক' সেট্। লট্ তালয়তি-তে। লিট্ তালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতলৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে তলতি। লিট্ ততাল, তেলতুঃ। লুঙ্ অতালীৎ।

তস—উৎক্ষেপ। বস্তুহানি। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তস্যতি। লিট্ ততাস। লুট্ তসিতা। লুঙ্ অতসৎ, অতাসীৎ, অতসীৎ। লৃট্ তসিষ্যতি। ক্ত-তস্ত।

তংস—তসি তস ধাতু। অলঙ্করণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তংসয়তি-তে। লিট্ তংসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অততংসৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে তংসতি। লিট্ ততংস। লুঙ্ অতংসীৎ। কেহ কেহ ভ্বাদি তংস ধাতুর আত্মনেপদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে লট্ তংসতে। লিট্ ততংসে। লুঙ্ অতংসিষ্ট।

তায়—১ পালন। ২ বিস্তার। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তায়তে। "তায়তে স্বকুলব্রতং।" (কবির' ৪০)

লিট্ ততায়ে। লুট্ তায়িতা। লৃট্ তায়িষ্যতে। লুঙ্ অতায়িষ্ট। অতায়ি, অতায়িষাতাং, অতায়িষত। ণিচ্ তায়য়তি। লুঙ্ অততায়ৎ।

তিক—গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তেকতে। লিট্ তিতিকে। লুট্ তেকিতা। লুঙ্ অতেকিষ্ট।

তিক—১ আস্কন্দ। গতিবিশেষ। ২ হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তিক্নোতি। লিট্ তিতেক। লুঙ্ অতেকীৎ।

তিগ—১ হিংসা। ২ আস্কন্দ। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তিগ্নোতি। লিট্ তিতেগ। লুঙ্ অতেগীৎ। লুট্ তেগিতা। লৃট্ তেগিষ্যতি।

"অগ্নিং জম্ভৈস্তিগিতৈরত্তি।" (ঋক্ ১।১৪৩।৭৫)

'তিগিতৈ র্নিশিতৈঃ'। (সায়ণ)

তিঘ—ঘাতন। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তিঘ্নোতি। লিট্ তিতেঘ। লুঙ্ অতেঘীৎ।

তিজ—তীক্ষ্ণীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তেজয়তি-তে। লিট্ তেজয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতিজৎ-ত। উদ্+তিজ—উত্তেজন, প্রেরণ। উদ্দীপন। ব্যগ্রকরণ।

তিজ—১ নিশান, তীক্ষ্ণীকরণ। ২ ক্ষম। ৩ সহন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। ক্ষমা অর্থে সন্। নিশান অর্থে সন্ হইবে না। লট্ তিতিক্ষতে। লিট্ তিতিক্ষাংচক্রে। লুট্ তিতিক্ষিতা। লুঙ্ অতিতিক্ষিষ্ট। নিশানার্থে তেজতে। লুঙ্ অতেজিষ্ট।

"আগমাপায়িনো নিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।" (গীতা)

তিপ—ক্ষরণ। চ্যুতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তেপতে। লিট্ তিতিপে। লুট্ তেপ্তা। ক্ষীরস্বামী এই

ধাতু সেট্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু মুগ্ধবোধমতে এই ধাতু বেট্‌। লুঙ্‌ অতিপ্ত। অতেপিষ্ট। অতিপ্সাতাং। লৃট্‌ তেপ্স্যতে।

তিম—আর্দ্রীভাব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ তেমতি। লিট্‌ তিতেম। লুঙ্‌ অতেমীৎ। লুট্‌ তেমিতা। লৃট্‌ তেমিষ্যতি।

তিম—আর্দ্রীকরণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তিম্যতি। লিট্‌ তিতেম। লুঙ্‌ অতেমীৎ।

"তিমিতাশ্চাভবন্‌ সর্ব্বে তত্র তে হরিযূথপাঃ।"

(রামা° সুন্দরা°)

তিল—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তেলতি। লিট্‌ তিতেল। লুঙ্‌ অতেলীৎ।

তিল—স্নেহ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্‌। লট্‌ তিলতি। লিট্‌ তিতেল। লুঙ্‌ অতেলীৎ।

তিল—স্নেহ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্‌। লট্‌ তেলয়তি-তে। লিট্‌ তেলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অতীতিলৎ-ত।

"তেতিল্যতে শিশুজনো ধনিনাং গৃহেষু
তিল্লন্তি যৌবনমদেন রতে যুবানঃ।" (কবির° ৪৭)

তীক—গতি। তীকৃ=তীক ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্‌। লট্‌ তীকতে। লিট্‌ তিতীকে। লুঙ্‌ অতীকিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অতীতিকৎ-ত।

তীব—স্থৌল্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তীবতি। লিট্‌ তিতীব। লুঙ্‌ অতীবীৎ।

তু—১ গতি। ২ বৃদ্ধি। পূর্ত্তি। ৩ হিংসা। ৪ জীবন। বৃত্তি। অদাদি, পরস্মৈ, সক। বৃত্তি অর্থে অক° অনিট্‌। লট্‌ তৌতি। তবীতি। তুতঃ, তুবীতঃ, তুবন্তি। লিট্‌ তুতাব। লুট্‌ তোতা। লৃট্‌ তোষ্যতি। লুঙ্‌ অতৌষীৎ।

তুজ—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তোজতি। লিট্‌ তুতোজ। লুট্‌ তোজিতা। লৃট্‌ তোজিষ্যতি। লুঙ্‌ অতোজীৎ। বৈদিক প্রয়োগে এই ধাতুর অভ্যাসের স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—

"আবাং লোকে তনয়ে তূতুজানাঃ।" (ঋক্‌ ৭।৭৬।৫)

তুঞ্জ—তুজি তুজ ধাতু। ১ প্রাপণ। ২ হিংসা। ৩ বল। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, বল অর্থে অক° সেট্‌। লট্‌ তুঞ্জতি। লিট্‌ তুতুঞ্জ। লুট্‌ তুঞ্জিতা। লুঙ্‌ অতুঞ্জীৎ। লৃট্‌ তুঞ্জিষ্যতি।

তুঞ্জ—তুজি তুজ ধাতু। ১ হিংসা। ২ বল। ৩ দান। ৪ বাস। ৫ দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, দীপ্তি অর্থে অক° সেট্‌। লট্‌ তুঞ্জয়তি-তে। লিট্‌ তুঞ্জয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অতুতুঞ্জৎ-ত।

তুট—কলহ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ তুটতি। লিট্‌ তুতোট। লুট্‌ তুটিতা। লুঙ্‌ অতুটীৎ। লৃট্‌ তুটিষ্যতি।

তুড়—তুড়্‌ তুড় ধাতু। ভেদ। দ্বিধাকরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, পক্ষে ভ্বাদি, সেট্‌। লট্‌ তুড়তি। লিট্‌ তুতুড়। লুঙ্‌ অতুড়ীৎ। লুট্‌ তুড়িতা। ভ্বাদি পক্ষে তোড়তি। লুট্‌ তোড়িতা। লুঙ্‌ অতোড়ীৎ। ঋদিৎ হইলে অতুতোড়ৎ-ত।

তুড্ড—অনাদর। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তুড্ডতি। লিট্‌ তুতুড্ড। লুঙ্‌ অতুড্ডীৎ।

তুণ—কুটিলীকরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তুণতি। লিট্‌ তুতোণ। লুঙ্‌ অতোণীৎ।

তুণ্ড—তুড়ি তুড় ধাতু। নিষ্পীড়ন। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ তুণ্ডতে। লিট্‌ তুতুণ্ডে। লুঙ্‌ অতোণ্ডিষ্ট। লুট্‌ তুণ্ডিতা।

তুত্থ—১ স্তুতি। ২ আবরণ। অদন্তচুরাদি, উভয়, সক, সেট্‌। লট্‌ তুত্থয়তি-তে। মুগ্ধবোধমতে তুত্থাপয়তি। লিট্‌ তুত্থয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অতুতুত্থৎ-ত।

তুদ—ব্যথন। তাড়ন। তুদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্‌। লট্‌ তুদতি-তে। লিট্‌ তুতোদ। তুতোদিথ। তুতুদে। লুট্‌ তোত্তা। লৃট্‌ তোৎস্যতি-তে। লুঙ্‌ অতৌৎসীৎ, অতৌত্তাং, অতৌৎসুঃ। অতুত্ত, অতুৎসাতাং, অতুৎসত। সন্‌ তুতুৎসতি-তে। যঙ্‌ তোতুদ্যতে। যঙ্লুক তোতোত্তি। ণিচ্‌ তোদয়তি। লুঙ্‌ অতূতুদৎ।

তুন্প—বধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তুম্পতি। লিট্‌ তুতুম্প। লুট্‌ তুম্পিতা। লুঙ্‌ অতুম্পীৎ। লৃট্‌ তুম্পিষ্যতি।

তুন্ফ—বধ। ক্লেশ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, ক্লেশ অর্থে অক°। লট্‌ তুফতি, তুম্ফতি। লিট্‌ তুতুম্ফ, তুতুফ। লুঙ্‌ অতুম্ফীৎ, অতুফীৎ।

তুপ—১ বধ, হিংসা। ২ ক্লেশ। ভ্বাদি, পক্ষে তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তোপতি। লিট্‌ তুতোপ। লুঙ্‌ অতোপীৎ। লুট্‌ তোপিতা। লৃট্‌ তোপিষ্যতি। তুদাদি পক্ষে তুপতি। লুঙ্‌ অতুপীৎ।

তুফ—বধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তোফতি। লিট্‌ তুতোফ। লুট্‌ তোফিতা। লুঙ্‌ অতোফীৎ। লৃট্‌ তোফিষ্যতি।

তুব—তুবি তুব ধাতু। অর্দ্দন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ তুম্বয়তি-তে। লিট্‌ তুম্বয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অতুতুম্বৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে তুম্বতি। লিট্‌ তুতুম্ব। লুঙ্‌ অতুম্বীৎ। লৃট্‌ তুম্বিষ্যতি।

তুভ—হিংসা। দিবাদি, ক্র্যাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ভ্বাদি আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তুভ্যতি। ক্র্যাদি পক্ষে তুভ্নাতি, তুভ্নীতঃ, তুভ্নন্তি। ভ্বাদি পক্ষে তোভতে। লিট্ তুতোভ। তুতুভে। লুট্ তোভিতা। লুঙ্ অতুভৎ। অতোভিষ্ট। ক্র্যাদি পক্ষে অতোভীৎ।

তুম—প্রেরণ। আহনন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তোমতি। লিট্ তুতোম। লুঙ্ অতোমীৎ। লুট্ তোমিতা। লৃট্ তোমিষ্যতি।

তুর—ত্বরণ। জুহোত্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তুতোর্ত্তি। লিট্ তুতোর। লুঙ্ অতোরীৎ। এই ধাতু বৈদিক, অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ স্থলে এই ধাতুর উল্লেখ আছে, অন্য স্থলে নাই এবং এই ধাতুর পদব্যত্যয় ও গণব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

যথা—"অর্কো বা যত্তুরতে।" (তৈত্তি° স° ২।২।১২।৪)

তুর্ব্ব—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তুর্ব্বতি। লিট্ তুতুর্ব্ব। লুট্ তুর্ব্বিতা। লুঙ্ অতুর্ব্বীৎ। ক্ত-তূর্ণ। কিপ্-তূঃ, তুরৌ। "তুর্ব্বণে সহস্তশ্রেষ্ঠমশ্বিনো রবঃ।" (ঋক্ ৮।৯।১৩) 'তুর্বণে হিংসনে' (সায়ণ)।

তুল—উন্মান, পরিমাণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, সক, সেট্। লট্ তোলয়তি-তে।

"যস্তোলয়তি দারিদ্র্যকর্দ্দমে পতিতান্ নরান্।" (কবির° ২০৪)

লিট্ তোলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতুতুলৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে তোলতি। লিট্ তুতোল। লুঙ্ অতোলীৎ। লুট্ তোলিতা। তুলা শব্দের উত্তর ণিচ্ করিয়া তুলি ধাতু লট্ তুলয়তি।

"তুলয়তিস্ম বিলোচনতারকাঃ।" (মাঘ)

উৎ+তুল—উত্তোলন, ঊর্দ্ধনয়ন।

তুশ—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তোশতে। লিট্ তুতুশে। লুঙ্ অতোশিষ্ট। লুট্ তোশিতা। লৃট্ তোশিষ্যতি।

"ইন্দুরিন্দ্রায় তোশতে নিতোশতে" (ঋক্ ৯।১০।১২২)

'তোশতে, হন্যতে অভিভূয়তে, নিতোশতে নিতরাং অভিভূয়তে। তোশতির্বধকর্ম্মা।' (সায়ণ)

তুষ—প্রীতি, তুষ্টি, আনন্দভেদ। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ তুষ্যতি। লিট্ তুতোষ।

"তুষ্যন্তি ব্রাহ্মণা নিত্যং।" (কবির° ১৪৮)

লুট্ তোষ্টা। লৃট্ তোক্ষ্যতি। লুঙ্ অতুষৎ। সন্ তুতুক্ষতি। যঙ্ তোতুষ্যতে। যঙ্লুক্ তোতোষ্টি। ণিচ্ তোষয়তি। লুঙ্ অতুতুষৎ। প্র+পরি+তুষ—পরিতোষ। সম্+তুষ—সন্তোষ।

তুস—ধ্বনি, শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তোসতি। লিট্ তুতোস। লুঙ্ অতোসীৎ। লুট্ তোসিতা। লৃট্ তোসিষ্যতি।

তুহ—অর্দ্দন। তুহির্ তুহ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তোহতি। লিট্ তুতোহ। লুঙ্ অতুহৎ, অতোহীৎ। লুট্ তোহিতা। লৃট্ তোহিষ্যতি।

তুড়—অনাদর। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তুড়তি। লিট্ তুতুড়। লুঙ্ অতুড়ীৎ। ণিচ্ তুড়য়তি। লুঙ্ অতুতুড়ৎ-ত।

তূণ—সঙ্কোচ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তূর্ণয়তি-তে। লিট্ তূণয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতুতূণৎ-ত।

তূণ—প্রেরণ। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তূণয়তে। লিট্ তূণয়াংচক্রে। লুঙ্ অতুতূণৎ-ত।

তূর—হিংসা। বেগ। দিবাদি, আত্মনে, সক, বেগার্থে অক, সেট্। লট্ তূর্য্যতে।

"তূর্য্যতে ন ক্বচিৎ কার্য্যে" (কবির° ২৫৫)

লিট্ তুতুরে। লুঙ্ অতুরিষ্ট। লুট্ তূরিতা। লৃট্ তূরিষ্যতি।

তূল—পূরণ। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তূলয়তে। লিট্ তূলয়াংচক্রে। লুঙ্ অতুতূলত।

তূল—ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ। নিষ্কাশন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তূলতি। লিট্ তুতূল। লুঙ্ অতূলীৎ।

তূল—পরিমাণ। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তূলয়তি। লিট্ তূলয়াংচকার। লুঙ্ অতুতূলৎ।

"তুলয়ত্যপি দেবেন্দ্রং সংগ্রামে ভুজবিক্রমাৎ।" (কবির° ২০৪)

তূষ—তুষ্টি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তূষতি। লিট্ তুতূষ। লুঙ্ অতূষীৎ। লুট্ তূষিতা।

"তূষন্তি কুলদেবতাঃ।" (কবির°)

তৃক্ষ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তৃক্ষতি। লিট্ ততৃক্ষ। লুট্ তৃক্ষিতা। লুঙ্ অতৃক্ষীৎ। লৃট্ তৃক্ষিষ্যতি।

তৃণ—তৃণু তৃণধাতু। ভক্ষণ। তনাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তৃণোতি, তর্ণোতি। তৃণুতে, তর্ণুতে। লিট্ ততর্ণ, ততৃণে। লুঙ্ অতর্ণীৎ, অতর্ণিষ্ট।

"তৃণোতি শাত্রবং যুদ্ধে" (কবির° ৭৪)।

"হরিণী তৃণুতে তৃণং" (অনর্ঘ ৩৫)।

তৃদ—১ হিংসা। ২ অনাদর। রুধাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ তৃণত্তি, তৃন্তে। লোট্ হি তৃন্ধি। লিঙ্ তৃন্দ্যাৎ, তৃন্দীত। লঙ্ অতৃণৎ, অতৃন্তাং, অতৃন্দন্। অতৃণদং। অতৃন্ত। লিট্ ততর্দ। ততৃদে। ততৃদিষে, ততৃৎসে। লুট্ তর্দিতা। লৃট্ তর্দ্দিষ্যতি-তে। তৎস্যতি-তে। লুঙ্ অতর্দ্দিষ্যৎ-ত। অতৎস্যৎ-ত। লুঙ্ অতৃদৎ, অতর্দীৎ। অতর্দ্দিষ্টাং, অতর্দ্দিষুঃ। অতর্দ্দিষ্ট। সন্ তিতর্দ্দিষতি তে। যঙ্ তরীতৃদ্যতে। যঙ্লুক্

তরীতর্ত্তি। সন্ তিতৃৎসতি। ণিচ্ তর্দয়তি। লুঙ্ অতীতৃদৎ। বি+তৃদ—তাড়ন।

তৃপ—প্রীণন। তর্পণ। তৃপ্তি। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, বেট্। লট্ তৃপ্যতি। লঙ্ অতৃপ্যৎ। লিট্ ততর্প। ততৃপতুঃ। ততর্পিথ, তত্রপথ। ততর্পথ। ততৃপিব, ততৃপ। লুট্ তর্পিতা, তর্প্তা, ত্রপ্তা। লৃট্ তর্পিষ্যতি, ত্রপ্স্যতি, তর্প্স্যতি। লুঙ্ অতর্পীৎ। অতর্পিষ্টাং, অতার্প্তাং, অত্রাপ্তাং, অতৃপতাং। সন্ তিতর্পিসতি। তিতৃপ্সতি। যঙ্ তরীতৃপ্যতে। যঙ্লুক্ তরীতর্প্তি। ণিচ্ তর্পয়তি। লুঙ্ অতীতৃপৎ।

তৃপ—প্রীণন। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তৃপ্নোতি, তৃপ্নুতঃ, তৃপ্নুবন্তি। লিঙ্ তৃপ্নুয়াৎ। লঙ্ অতৃপ্নোৎ। লিট্ ততর্প। লুঙ্ অতর্পীৎ। লুট্ তর্পিতা। লৃট্ তর্পিষ্যতি।

তৃপ—সন্দীপন। প্রীণন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তর্পয়তি-তে। লিট্ তর্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অততর্পৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ তর্পতি, লিট্ ততর্প। লুঙ্ অতর্পীৎ।

"হবিষা যোঽগ্নিত্রয়ং তর্পতি,
দেবাংস্তর্পয়তি প্রিয়োপকারৈঃ।" (কবির° ১০)

তৃপ—প্রীণন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তৃপতি। লিট্ ততর্প। লুঙ্ অতর্পীৎ।

তৃম্ফ—প্রীণন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তৃম্ফতি। লিট্ ততর্ফ। লুঙ্ অতর্ফীৎ। দুর্গাদাস এই ধাতু মুচাদিগণের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া 'তৃম্ফতি' এইরূপ পদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পাণিন্যুক্ত মুচাদিগণের মধ্যে এইরূপ ধাতুর উল্লেখ নাই, এই জন্য তৃফতি পদ নির্দ্দেশ করা গেল এবং উজ্জ্বলদত্তও তৃফতি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুর্গাদাসের মতে তৃম্ফতি। লুঙ্ অতৃম্ফীৎ। লিট্ ততৃম্ফ।

তৃষ—তৃষ্ণা, পিপাসা। আকাঙ্ক্ষা। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তৃষ্যতি। লিট্ ততর্ষ, ততৃষতুঃ। লুট্ তর্ষিতা। লৃট্ তর্ষিষ্যতি। লুঙ্ অতৃষৎ, অতর্ষীৎ। সন্ তিতর্ষিষতি। যঙ্ তরীতৃষ্যতে। ণিচ্ তর্ষয়তি। লুঙ্ অতীতৃষৎ। অনু+তৃষ—অভিলাষ।

তৃহ—তৃহূ তৃহ ধাতু। তুদাদিগণীয়, পরস্মৈ, পক্ষে রুধাদি, অক, সেট্। লট্ তৃহতি। রুধাদি পক্ষে তৃণেঢ়ি, তৃণ্ঢঃ, তৃংহন্তি। তৃণেক্ষি। লোট্ তৃণেঢ়ু। তৃণ্ঢি। তৃণহানি। লিঙ্ তৃংহ্যাৎ। লঙ্ অতৃণেট্, অতৃণ্ঢাং, অতৃংহন্। অতৃণহং। লিট্ ততর্হ। ততৃহতুঃ। ততর্হিথ, ততর্হ। লুট্ তর্হিতা, তর্ঢা। রুধাদি তর্হিতা। লৃট্ তর্হিষ্যতি, তর্ক্ষ্যতি। লুঙ্ অতৃক্ষৎ, অতর্হীৎ। সন্ তিতর্হিষতি, তিতৃক্ষতি। যঙ্ তরীতৃহ্যতে। যঙ্লুক্ তরীতর্ঢ়ি।

তৃহ—হিংসা। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ তর্হয়তি-তে। লিট্ তর্হয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অততর্হৎ-ত। অতীতৃহৎ-ত।

তৃংহ—তৃনহূ, বা তৃহূ ধাতু। হিংসা। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তৃংহতি। লিট্ ততৃংহ। লুট্ তৃংহিতা, তৃণ্ঢা। তৃংহিষ্যতি, তৃঙ্ক্ষ্যতি। আশীর্লিঙ্ তৃহ্যাৎ। লুঙ্ অতৃংহীৎ। অতার্ঙ্ক্ষীৎ। অতৃংহিষ্টাং, অতার্ষ্টাং, অতৃংহিষুঃ, অতার্ঙ্ক্ষুঃ। সন্ তিতৃঙ্ক্ষতি, তিতৃংহিষতি।

তৄ—১ প্লবন, জলোপরিস্থিতি। তরণ। অতিক্রমণ, উত্তরণ। ২ অভিভব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তরতি। লিট্ ততার, তেরতুঃ। তেরিথ। লুট্ তরিতা, তরীতা। লৃট্ তরীষ্যতি, তরিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ তীর্য্যাৎ। লুঙ্ অতারীৎ, অতারিষ্টাং, অতারিষুঃ। সন্ তিতরিষতি, তিতরীষতি। যঙ্ তেতীর্য্যতে। যঙ্লুক্ তাতর্ত্তি। ণিচ্ তারয়তি। লুঙ্ অতীতরৎ। তুম্-তরীতুং, তরিতুং, তর্ত্তুং। ক্ত—তীর্ণ। অতি+তৄ—অতিক্রম করিয়া গমন।

"ন যস্য কশ্চাতিতর্ত্তি মায়াং।" (ভাগ° ৮।৫।৩০)

বি+অতি+তৄ—বিশেষরূপে অতিক্রম।

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি ব্যতিতরিষ্যতি।" (গীতা)

অভি+তৄ—উল্লঙ্ঘন।

"কথং নাভ্যতরামস্তাং পাণ্ডবানামনীকিনীং।"

(ভারত দ্রোণপ° ২৮০ অ°)

অব+তৄ—অবনমন। অবতার।

"অথোরুদেশাদবতার্য্য পাদং।" (কুমার)

উদ+তৄ—উদ্ধার। এই অর্থে অক°। উল্লঙ্ঘন। এই অর্থে অক°। নিস্+তৄ—নিঃশেষরূপে তরণ। বি+তৄ দান।

'তড়িল্লেখালক্ষ্মীর্বিতরতি বলিরিয়ং।' (কিরাত)

সম্+তৄ—সমাকৃতরণ, সাঁতার দেওয়া।

"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যতি।" (গীতগোবিন্দ)

তেজ—নিশান। পালন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তেজতি। লিট্ তিতেজ। লুঙ্ অতেজীৎ। লুট্ তেজিতা।

তেপ—১ কম্প। ২ চ্যুতি, ক্ষরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তেপতে। লিট্ তিতেপে।

"তেপন্তে যস্য বক্ত্রেন্দো র্লাবণ্যামৃতবিন্দবঃ।" (কবির° ১৬৫)

লুট্ তেপিতা। লুঙ্ অতেপিষ্ট, ঋদিৎ হইলে অতিতেপৎ-ত।

তেব—ক্রীড়ন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ তেবতে। লিট্ তিতেবে। লুট্ তেবিতা। লুঙ্ অতেবিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অতিতেবৎ-ত। ভট্টমল্ল এই ধাতুর রোদন অর্থ করিয়া থাকেন।

তোড়—অনাদর। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তোড়তি। লিট্ তুতোড়। লুঙ্ অতোড়ীৎ। ণিচ্ তোড়য়তি। লুঙ্ অতুতোড়ৎ-ত।

ত্যজ—হানি। ত্যাগ, দান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ত্যজতি। বিধিলিঙ্ ত্যজেৎ।

"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।" (চাণক্য°)

লুট্ ত্যক্তা। লৃট্ ত্যক্ষ্যতি। লুঙ্ অত্যাক্ষীৎ, অত্যাক্তাং। অত্যাক্ষুঃ। সন্ তিত্যক্ষতি। যঙ্ তাত্যজ্যতে। যঙ্লুক্ তাত্যক্তি। ণিচ্ ত্যাজয়তি। পরি+ত্যজ—পরিত্যাগ।

ত্রক—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রকতে। লিট্ তত্রকে। লুঙ্ অত্রকিষ্ট।

ত্রথ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রথতি। লিট্ তত্রাথ। লুঙ্ অত্রথীৎ, অত্রাথীৎ।

ত্রন্থ—ত্রথি ত্রথ ধাতু। গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রন্থতি। লিট্ তত্রন্থ। লুঙ্ অত্রন্থীৎ।

ত্রঙ্গ—ত্রগি ত্রগ ধাতু। গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রঙ্গতি। লিট্ তত্রঙ্গ। লুঙ্ অত্রঙ্গীৎ। লুট্ ত্রঙ্গিতা। লৃট্ ত্রঙ্গিষ্যতি।

ত্রন্দ—ত্রদি ত্রদ ধাতু। চেষ্টা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রন্দতি। লিট্ তত্রন্দ। লুঙ্ অত্রন্দীৎ। লুট্ ত্রন্দিতা। লৃট্ ত্রন্দিষ্যতি।

ত্রপ—লজ্জা। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, বেট্। লট্ ত্রপতে। লিট্ ত্রেপে। ত্রেপাতে। লুট্ ত্রপিতা, ত্রপ্তা। আশীর্লিঙ্ ত্রপিষীষ্ট, ত্রপ্সীষ্ট। লুঙ্ অত্রপিষ্ট, অত্রপ্ত। অত্রপিষাতাং, অত্রপিষ্ট, অত্রপ্ত। ত্রপিষাতাং, অত্রপ্সাতাং। অত্রপিষত, অত্রপ্সত। সন্ তিত্রপিষতে, তিত্রপ্সতে। যঙ্ তাত্রপ্যতে। যঙ্লুক্ তাত্রপতি। ণিচ্ ত্রপয়তি, ত্রাপয়তি। লুঙ্ অতত্রপৎ। অপ+ত্রপ—অপত্রপা, লজ্জা।

'লজ্জা সাপত্রপান্যতঃ।' (অমর)

ত্রস—ত্রসী ত্রস ধাতু। উদ্বেগ, ত্রাস, ভয়। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষে ভ্বাদি। লট্ ত্রস্যতি। ভ্বাদি পক্ষে ত্রসতি।

"ত্রস্যন্তি শত্রবো যস্মাৎ ত্রসন্তি পরদারগাঃ।" (কবির° ১০৬)

লিট্ তত্রাস। তত্রসতুঃ, ত্রেসতুঃ। তত্রসিথ, ত্রেসিথ। লুট্ ত্রসিতা। লৃট্ ত্রসিষ্যতি। লুঙ্ অত্রাসীৎ, অত্রসীৎ। সন্ তিত্রসিষতি। যঙ্ তাত্রস্যতে। যঙ্লুক্ তাত্রস্তি। ণিচ্ ত্রাসয়তি। লুঙ্ অতিত্রসৎ।

ত্রস—গতি। গ্রহ। নিষেধ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ ত্রসয়তি-তে। লিট্ ত্রসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতিত্রসৎ-ত।

ত্রংস—ত্রসি ত্রস ধাতু। ভাস, দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ত্রংসয়তি-তে। লিট্ ত্রংসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতত্রংসৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে ত্রংসতি। লিট্ তত্রংস। লুঙ্ অত্রংসীৎ।

ত্রা—রক্ষণ, পালন। অদাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ ত্রাতে। লিট্ তত্রাতে। লুঙ্ অত্রাতে।

"কান্তারে ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ যঃ পরিত্রাতি কৌশিকঃ।"

(ভারত° অনু: ১৩ অ)

এই স্থলে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া গণব্যত্যয় হইয়াছে।

ত্রুট—ছেদন। ভেদ। দিবাদি, পরস্মৈ, পক্ষে তুদাদি, অক, সেট্। লট্ ত্রুট্যতি। ভ্বাদি পক্ষে ত্রুটতি।

"ত্রুট্যন্তি সর্ব্বসন্দেহাংস্তুটন্তি গ্রন্থয়ো হৃদি।" (কবির° ৩৮)

লিট্ তুত্রোট। তুত্রুটতুঃ। লুট্ ত্রুটিতা। লুঙ্ অত্রুটীৎ। বি+ত্রুট—বিরুদ্ধীকরণ।

ত্রুট—ছেদন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ত্রোটয়তে। লিট্ ত্রোটয়াংচক্রে। লুঙ্ অতুত্রুটত।

ত্রুপ—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রোপতি। লিট্ তুত্রোপ। লুঙ্ অত্রোপীৎ।

ত্রুম্প—হিংসা, বধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রুম্পতি। লিট্ তুত্রুম্প। লুঙ্ অত্রুম্পীৎ।

ত্রুফ—হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রোফতি। লিট্ তুত্রোফ। লুঙ্ অত্রোফীৎ।

ত্রুম্ফ—বধ, হিংসা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রুম্ফতি। লিট্ তুত্রুম্ফ। লুঙ্ অত্রুম্ফাৎ। লুট্ ত্রুম্ফিতা। লৃট্ ত্রুম্ফিষ্যতি।

ত্রৈ—ত্রৈঙ্ ত্রৈ ধাতু। পালন। ত্রাণ। রক্ষণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ ত্রায়তে।

"পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।" (মনু ৯।১৩৯)

লিট্ তত্রে। লুট্ ত্রাতা। লৃট্ ত্রাস্যতে। লুঙ্ অত্রাস্ত, অত্রাসাতাং, অত্রাসত। পরি+ত্রৈ—পরিত্রাণ। রক্ষণ।

ত্রৌক—ত্রৌকৃ ত্রৌক ধাতু। চুরাদি, পক্ষে ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ত্রৌকয়তে। লিট্ ত্রৌকয়াংচক্রে। লুঙ্ অতুত্রৌকত। ভ্বাদিপক্ষে ত্রৌকতে। লিট্ তুত্রৌকে। লুট্ ত্রৌকিতা। লুঙ্ অত্রৌকিষ্ট। সন্ তুত্রৌকিষতে। যঙ্ তোত্রৌক্যতে। ণিচ্ ত্রৌকয়তি।

ত্বক্ষ—ত্বক্ষূ ত্বক্ষ ধাতু। তক্ষণ। তনুকরণ। কৃশীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্বক্ষতি। লিট্ তত্বক্ষ। লুট্ ত্বক্ষিতা। ত্বষ্টা। লৃট্ ত্বক্ষিষ্যতি, ত্বক্ষ্যতি। লুঙ্ অত্বাক্ষীৎ, অত্বক্ষীৎ।

"প্রত্বক্ষাণো অতিবিশ্বামহাংসি।" (ঋক্ ১০।৪৪।১)

'প্রত্বক্ষাণঃ প্রকর্ষেণ তনূকুর্ব্বন্' (সায়ণ)

ত্বচ—সংবরণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্বচতি। লিট্ তত্বাচ। লুট্ ত্বচিতা। লুঙ্ অত্বচীৎ, অত্বাচীৎ। লৃট্ ত্বচিষ্যতি।

ত্বঞ্চ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্বঞ্চতি। লিট্ তত্বঞ্চ। লুট্ ত্বঞ্চিতা। লুঙ্ অত্বঞ্চীৎ। লৃট্ ত্বঞ্চিষ্যতি।

ত্বঞ্চ—সঙ্কোচ। রুধাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ত্বনক্তি। লিট্ তত্বঞ্চ। লুঙ্ অত্বঞ্চীৎ, অত্বাঙ্‌ক্ষীৎ। ক্ত্বাচ্ পরে বিকল্পে ইট্ হয় অন্যস্থলে সেট্।

ত্বর—বেগ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ত্বরতে।

"ত্বরতে ধর্ম্মএব যঃ।" (কবির° ২৫৫)

লিট্ তত্বরে। লুট্ ত্বরিতা। লুঙ্ অত্বরিষ্ট। সন্ তিত্বরিষতে। যঙ্ তাত্বর্য্যতে। যঙ্‌লুক্ তাতুর্ত্তি। ণিচ্ ত্বরয়তি। লুঙ্ অতত্বরৎ। ক্ত-তূর্ণ, ত্বরিত।

ত্বিষ—দীপ্তি। উজ্জ্বলীভাব। ভ্বাদি, উভয়পদী, অক, অনিট্। লট্ ত্বিষতি-তে। লিট্ তিত্বেষ, তিত্বিষে। লুট্ ত্বেষ্টা। লৃট্ ত্বেক্ষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ ত্বিষ্যাৎ, ত্বিক্ষীষ্ট। লুঙ্ অত্বিক্ষৎ-ত। সন্ তিত্বিক্ষতি-তে। যঙ্ তেত্বিষ্যতে। যঙ্‌লুক্ তেত্বেষ্টি। ণিচ্ ত্বেষয়তি। লুঙ্ অতিত্বিষৎ। অব+ত্বিষ—নিবাস। দান। দীপ্তি। (দুর্গাদাস) প্রদীপের মতে দান ও নিরসন।

ৎসর—ছদ্মগতি। কপট গমন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ৎসরতি। লঙ্ অৎসরৎ। লিট্ তৎসার। তৎসরতুঃ। লুট্ ৎসরিতা। লুঙ্ অৎসারীৎ, অৎসারিষ্টাং, অৎসারিষুঃ।

থুড়—সংবরণ। আচ্ছাদন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ থুড়তি। লিট্ তুথোড়। লুট্ থুড়িতা। লুঙ্ অথুড়ীৎ। লৃট্ থুড়িষ্যতি।

থুর্ব্ব—থুর্ব্বী থুর্ব্ব ধাতু। হনন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ থুর্ব্বতি। লিট্ তুথুর্ব্ব। লুট্ থুর্ব্বিতা। লুঙ্ অথুর্ব্বীৎ। লৃট্ থুর্ব্বিষ্যতি। ণিচ্ থুর্ব্বয়তি।

দক্ষ—১ বৃদ্ধি। ২ বেগ, শীঘ্রকরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দক্ষতে।

"দক্ষতে সর্ব্বকার্য্যেষু কুলং দক্ষয়তে দ্বিষাং।" (কবির° ২৬৬)

লিট্ দদক্ষে। লুট্ দক্ষিতা। লুঙ্ অদক্ষিষ্ট। ণিচ্ দক্ষয়তি। লুঙ্ অদদক্ষৎ। কর্ম্মবাচ্যে অদক্ষি, অদাক্ষি, গতি ও হিংসা অর্থেও এই দক্ষ ধাতু প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দঘ—১ ঘাতন। ২ পালন। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দঘ্নোতি। লিট্ দদাঘ, দেঘতুঃ। লুঙ্ অদাঘীৎ, অদঘীৎ। এই ধাতু ছান্দস। নিঘণ্টুতে গতি অর্থে এই ধাতু দিবাদিগণীয়। দঘ্যতি।

"পশ্চা স দঘ্যা যো অঘস্য।" (ঋক্ ১।১২।৩।৫)

'দঘ্যাঃ গচ্ছতু' (সায়ণ)

দন্ভ—দম্বি দব ধাতু। ১ ত্যাগ। ২ পালন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দন্ভতি। লিট্ দদন্ভ। লুট্ দন্ভিতা। লুঙ্ অদন্ভীৎ।

দণ্ড—দণ্ডপাতন, দমন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দণ্ডয়তি-তে। লিট্ দণ্ডয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদদণ্ডৎ-ত।

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।" (মনু)

দদ—দান। ধৃতি, ধারণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দদতে।

"দদতে দ্রবিণং ভূরি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদৈব যঃ।" (কবির° ১৭৫)

লিট্ দদদে। লুট্ দদিতা। লুঙ্ অদদিষ্ট।

দধ—১ ধারণ। ২ দান। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দধতে।

"দধতে যঃ সদাচারং" (কবির° ১৭৪)

লিট্ দধে। লুট্ দধিতা। লুঙ্ অদধিষ্ট।

দন্ভ—দন্ভু দন্ভ ধাতু। দম্ভ, পরবঞ্চনহেতু ব্যাপার। গর্ব্ব। স্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দভ্নোতি। লিট্ দদম্ভ, দদম্ভতুঃ। দেভতুঃ। লুট্ দম্ভিতা। লৃট্ দম্ভিষ্যতি। বিধিলিঙ্ দভ্যাৎ। লুঙ্ অদম্ভীৎ, অদম্ভিষ্টাং। সন্ দিদম্ভিষতি। ধিপ্সতি, ধীপ্সতি। যঙ্ দাদভ্যতে। যঙ্‌লুক্ দাদম্ধি। ণিচ্ দম্ভয়তি। লুঙ্ অদদম্ভৎ।

দন্ভ—সংঘাত। চুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দম্ভয়তে। লিট্ দম্ভয়াংচক্রে। লুঙ্ অদদম্ভত। লুট্ দম্ভয়িতা।

দম্ভ—দম্ভি দম্ভ ধাতু। প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দম্ভয়তি-তে। লুঙ্ অদদম্ভৎ-ত। দাম্ভয়তি। লুঙ্ অদদাম্ভৎ।

দম—দমু দম ধাতু। উপশম। শান্তীভাব। শান্তীকরণ। শাসন। দমন। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দাম্যতি, লিট্ দদাম। দেমতুঃ। লুট্ দমিতা। লুঙ্ অদমীৎ, অদমৎ। ণিচ্ দময়তি। ণিচ্ ক্ত-দান্ত, দমিত।

দয়—১ দান। ২ গমন। ৩ রক্ষণ। ৪ হিংসা। ৫ আদান, গ্রহণ। ৬ দয়া, অনুকম্পা। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দয়তে। লিট্ দয়াংচক্রে। লুট্ দয়িতা। লৃট্ দয়িষ্যতে। লুঙ্ অদয়িষ্ট, অদয়িষাতাং, অদয়িষত।

"ন গজা নরজা দয়িতা দয়িতা।" (ভট্টি ১০।৭)

দরিদ্রা—দুর্গতি। ক্লেশাবস্থান, অকিঞ্চনীভাব। অদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দরিদ্রাতি। দরিদ্রিতঃ। দরিদ্রতি। লিঙ্

দরিদ্রিয়াৎ। লঙ্ অদরিদ্রাৎ, অদরিদ্রিতাং, অদরিদ্রুঃ। লিট্ দরিদ্রাংচকার। দদরিদ্রৌ, দদরিদ্র। দদরিদ্রতুঃ। লুট্ দরিদ্রিতা। লৃট্ দরিদ্রিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ দরিদ্র্যাৎ। লুঙ্ অদরিদ্রীৎ, অদরিদ্রাসীৎ, অদরিদ্রিষ্টাং, অদরিদ্রাসিষ্টাং অদরিদ্রিষুঃ, অদরিদ্রাষিষুঃ। ভাবে অদরিদ্রি, অদরিদ্রায়ি। সন্ দিদরিদ্রিষতি। দিদরিদ্রাসতি। ণিচ্ দরিদ্রয়তি। ক্ত-দরিদ্রিত। অচ্ দরিদ্র। কসু দদরিদ্র্বান্, দদরিদ্রাবান্।

দল—ভেদ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দলতি। লিট্ দদাল। দেলতুঃ। লুট্ দলিতা। লৃট্ দলিষ্যতি। লুঙ্ অদালীৎ, অদালিষ্টাং, অদালিষুঃ।

দল—ভেদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দালয়তি-তে। লিট্ দালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীদলৎ-ত।

"দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগে।" (গীতগো°)

দব—দবি দব ধাতু। গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দবতি। লিট্ দদব। লুঙ্ অদবীৎ। লুট্ দবিতা। লৃট্ দবিষ্যতি।

দংশ—দন্শ। দংশন, দণ্ডব্যাপার। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দশতি।

"বিম্বাধরং দশসি চেৎ ভ্রমর! প্রিয়ায়াঃ।" (শকু° ৬।১৪৫)

লিট্ দদংশ, দদংশতুঃ, দদশতুঃ। দদংশিথ, দদংষ্ঠ। লুট্ দংষ্টা। লৃট্ দঙ্ক্ষ্যতি। আশীর্লিঙ্ দশ্যাৎ। লুঙ্ অদাঙ্ক্ষীৎ, অদাঙ্ষ্টাং, অদাঙ্ক্ষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে দশ্যতে। লুঙ্ অদংশি। দংশ ধাতুর ভাবগর্হা অর্থে যঙ্ হয়। যঙ্ দন্দশ্যতে। যঙ্‌লুক্ দন্দষ্টি, দংদংষ্টি, দংদশীতি।

দংশ—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ দংশয়তি-তে। লিট্ দংশয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদদংশৎ-ত।

দংশ—দংশন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দংশয়তে। লিট্ দংশয়াংচক্রে। লুঙ্ অদদংশত।

"নাহির্দংশয়তে কঞ্চিৎ বিদ্যয়া গরুড়াঙ্কয়া।" (কবির° ২০৫)

দস—উৎক্ষেপ। অপক্ষয়। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দস্যতি। লিট্ দদাস। লুট্ দসিতা। লুঙ্ অদসৎ, অদসীৎ, অদাসীৎ।

"তেষাং দিশো হৃদসন্।" (তৈত্তি° স°)

দস—দর্শন। দংসন। দসি দস ধাতু। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দংসয়তে। লিট্ দংসয়াংচক্রে। লুঙ্ অদদংসত।

দহ—দাহ, ভস্মীকরণ। সন্তাপ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দহতি। লিট্ দদাহ। দেহতুঃ। দেহিথ, দদগ্ধ। লুট্ দগ্ধা। লৃট্ ধক্ষ্যতি। লুঙ্ অধাক্ষীৎ। অদাগ্ধাং। অধাক্ষুঃ। কর্ম্মবাচ্যে দহ্যতে। লুঙ অদাহি। সন্ দিধক্ষতি। দহধাতুর ভাবগর্হা অর্থে যঙ্ হয়। যঙ্ দন্দহ্যতে। যঙ্‌লুক্ দন্দগ্ধি। ণিচ্ দাহয়তি। লুঙ্ অদীদহৎ।

দংহ—দহি দহ ধাতু। ১ দীপ্তি। ২ দাহ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, দাহ অর্থে সক° সেট্। দংহয়তি-তে। লিট্ দংহয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদদংহৎ-ত।

দা—দান। জুহোত্যাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দদাতি দত্তঃ, দদতি। দত্তে, দদতে। বিধিলিঙ্ দদ্যাৎ। দদীত। লোট্ হি-দেহি। লোট্ স্ব-দৎস্ব। লঙ্ অদদাৎ, অদত্তাং, অদদুঃ। লিট্ দদৌ দদিথ, দদাথ। দদে। লুট্ দাতা। লৃট্ দাস্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ দেয়াৎ। দাসীষ্ট। লুঙ্ অদাৎ, অদাতাং, অদুঃ। অদিত, অদিষাং, অদিষত। কর্ম্মবাচ্যে দীয়তে। লিট্ দদে। লুট্ দায়িতা। লৃট্ দায়িষ্যতে। আশীর্লিঙ্ দায়িষীষ্ট। লুঙ্ অদায়ি। অদায়িষত। সন্ দিৎসতি-তে। যঙ্ দেদীয়তে। যঙ্‌লুক্ দাদেতি। দাদাতি। ণিচ্ দাপয়তি। লুঙ্ অদীদপৎ। আ+দা—আদান, গ্রহণ, স্বীকরণ। আত্মনেপদী।

"শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।" (মনু)।

অপ+আ+দা—অপেক্ষা করিয়া গ্রহণ।

"মৃৎপিণ্ডমপাদায় মহাবীরং করোতি" (শতব্রা° ১৪।১।২।১৭)।

উপ+আ+দা—সামীপ্যদ্বারা গ্রহণ।

"উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী" (রঘু)

পরি+আ+দা—পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ। প্রতি+আ+দা—প্রতিগ্রহণ, দত্তবস্তুর পুনর্গ্রহণ। বি+আ+দা—অঙ্গাদিপ্রসারণ। এই অর্থে আত্মনেপদী। স্বীয় অঙ্গের প্রসারণ বুঝাইলে পরস্মৈপদ হয়।

"নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং" (গীতা)

পরি+দা—উপরি স্থাপন। প্র+দা—বিধানাদিদ্বারা অথবা প্রকর্ষরূপে দান।

"নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে স্থিতং।
হীনং পুরুষকারেণ প্রদদ্যাৎ পাল এবতু॥" (মনু)

অনু+প্র+দা—পশ্চাৎ প্রদান। প্রতি+প্র+দা—প্রত্যর্পণ। সম্+প্র+দা—সৎকারপূর্ব্বক প্রদান, সম্প্রদান। সাধুদিগের আচারভেদ সম্প্রদায়। প্রতি+দা—প্রতিরূপ দান, প্রত্যর্পণ।

"সত্যঙ্কারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ।" (যাজ্ঞ°)

দা—দাণ্ দা ধাতু। দান। বিতরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ যচ্ছতি। লুঙ্ অদাৎ। লিট্ দদৌ। দদতুঃ।

দা—দাপ্ দাধাতু। ছেদন। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দাতি।

"দাতি দারিদ্র্যমথিনাং" (কবির° ২৪)।

লিঙ্ দায়াৎ। লুঙ্ অদাসীৎ। কর্ম্মবাচ্যে দায়তে। সন্ দিদাসতি যঙ্ দাদায়তে। ক্ত-দাত, দিত। দিতি।

দান—১ আর্জ্জব। ঋজুভাব। ঋজুকরণ। ২ খণ্ডন, নাশন। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। এই ধাতু সন্ করিয়া ব্যবহার হয়। ভট্টোজিদীক্ষিত ও বোপদেবের মতে আর্জ্জব অর্থে সন্ হয়। ক্রমদীশ্বর ও পদ্মনাভমতে স্বার্থে সন্। লট্ দীদাংসতি-তে। লুঙ্ অদীদাংসীৎ। অদীদাংসিষ্ট। ছেদন অর্থ বুঝাইলে দানতি-তে। অদানীৎ, অদানিষ্ট। পদার্থ বুঝাইলে দানয়তি।

দায়—দান। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দায়তে।

"দীনানাং দায়তে নিত্যং" (কবির° ৮৪)।

লুঙ্ অদায়িষ্ট। অদায়িঢ়্বং, অদায়িধ্বং। ণিচ্ ঋদিৎ হইলে লুঙ্ অদদায়ৎ-ত।

দাশ—হিংসন। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দাশ্নোতি। লিট্ দদাশ। লুঙ্ অদাশীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

"যস্তে দাশ্নোতি নম উক্তিভিঃ" (ঋক্ ৮।৪।৬)।

দাশ—দান। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দাশতি-তে। লিট্ দদাশ, দদশে। লুঙ্ অদাশীৎ, অদাশিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অদিদাশৎ-ত।

দাশ—দান। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দাশয়তি-তে। লিট্ দাশয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদিদাশৎ-ত।

"সধা এতেভ্যস্তৎ পুরোঽদাশয়ং তস্মাৎ পুরোডাশঃ।" (শত° ব্রা° ১।৬।২।৫)।

দাস—দান। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দাসতি-তে। লুঙ্ অদাসীৎ, অদাসিষ্ট। ঋদিৎ অদদাসৎ-ত। এই ধাতু হনন অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায়।

যথা—"যো নঃ কদাচিদপি দাসতি দ্রুহঃ" (ঋক্ ৭।১০৪।৭)

'দাসতি হন্তি' (সায়ণ)।

এই দাস ধাতু স্বাদিগণীয়ও দেখা যায়, তাহার রূপ স্বাদি দাশ ধাতুর তুল্য হইবে।

দিম্ব—দিবি দিম্ব ধাতু। প্রীণন। প্রীতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ সক, সেট্। লট্ দিম্বতি। লিট্ দিদিম্ব। লুট্ দিম্বিতা। লুঙ্ অদিম্বীৎ।

দিম্ভ—দিভি দিম্ভ ধাতু। নোদন, প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দিম্ভয়তি-তে। লিট্ দিম্ভয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদিদিম্ভৎ-ত।

দিম্প—দিপি দিপ ধাতু। সংঘাত। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দিম্পয়তি-তে। লিট্ দিম্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদিদিম্পৎ-ত।

দিব—দিবু দিব ধাতু। ১ ক্রীড়া। ২ বিজয়েচ্ছা। ৩ ব্যবহার। ক্রয়বিক্রয়াদি। ৪ দীপ্তি। ৫ স্তুতি। ৬ হর্ষ। ৭ মদ। ৮ স্বপ্ন, নিদ্রা। ৯ কান্তি, ইচ্ছা। ১০ গতি। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দীব্যতি। লঙ্ অদীব্যৎ।

"প্রাণিদ্যূতৈশ্চ দীব্যন্তি" (কবির° ৮৪)

লিট্ দিদেব। দিদিবতুঃ। লুট্ দেবিতা। লৃট্ দেবিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ দীব্যাৎ। লুঙ্ অদেবীৎ। অদেবিষ্টাং, অদেবিষুঃ। সন্ দিদেবিষতি, দুদ্যূষতি। যঙ্ দেদীব্যতে। যঙ্লুক্ দেদেবীতি, দেদেতি, দেদ্যোতি। ণিচ্ দেবয়তি। লুঙ্ অদীদিবৎ। ক্ত্বাচ্ দেবিত্বা, দ্যূত্বা। দ্যূন।

দিব—দিবু দিব ধাতু। ১ মর্দ্দন। ২ অর্দ্দন, পীড়ন। ৩ যাচন। ৪ গতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দেবয়তি-তে। লিট্ দেবয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদিদেবৎ-ত।

দিব—পরিকূজন। অর্দ্দন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্—দেবয়তে। লিট্ দেবয়াংচক্রে। লুঙ্ অদিদেবত।

"পরিদেবয়তে কশ্চিৎ তস্য রাষ্ট্রে ন দুঃখিতঃ।" (কবির°৬০)

দিশ্—অতিসর্জ্জন। দান। আজ্ঞা। আদেশ। নির্দ্দেশ। কথন। তুদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ দিশতি-তে। লিট্ দিদেশ, দিদিশে। লুট্ দেষ্টা। লৃট্ দেক্ষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ দিশ্যাৎ। দিক্ষীষ্ট। লুঙ্ অদিক্ষৎ, অদিক্ষত। সন্ দিদিক্ষতি-তে। যঙ্ দেদিশ্যতে। যঙ্লুক্ দেদেষ্টি। ণিচ্ দেশয়তি। লুঙ্ অদীদিশৎ। অতি+দিশ—স্বীয় বিষয় উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যবিষয় উপদেশ, অতিদেশ।

"যদা কালোপপাতে তদ্দৈবতে তদ্দৈবতং হুত্বা তস্যা অতিদিশ্যানেন জুহুয়াৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।২৪)। উপদেশ।

"ইত্যর্চ্চিতঃ স ভগবান্ অতিদিশ্যাত্মনঃ পদং।" (ভাগ° ৪।৯।২৮)

অনু+দিশ—পশ্চাৎ কথন।

"যজ্ঞং দেবেভ্যঃ অনুদিশতি" (তৈত্তি° সং ১।৫।৪।৩)

অপ+দিশ্—ছলন। যথার্থাপহ্নব।

বি+অপ+দিশ—সংজ্ঞাভেদ।

"ঈশ্বর ইতি ব্যপদিশ্যতে" (বেদান্তসার)

অভি+দিশ—অভিমুখ করিয়া উপদেশ।

আ+দিশ—আজ্ঞা। উপদেশ।

"আদিক্ষদাদীপ্তকৃশানুকল্পং" (ভট্টি)।

অনু+আ+দিশ—পশ্চাদাদেশ, উপদেশ।

"কিমহমেতং জলধরসময়ং ন প্রত্যাদিশামি।"

(বিক্রমোর্ব্বশী)।

বি+আ+দিশ—বিশেষরূপে আদেশ।

"সমীরণপ্রেরয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য" (কুমারস°)।

সম্+আ+দিশ—সম্যক্ আদেশ। উদ্+দিশ—স্বরূপ কথন। উপ+দিশ—অনুশাসন, উপদেশ।

"উপদিশন্তি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি।" (সাহিত্যদ°)।

প্রতি+উপ+দিশ—উপদেশের প্রতিরূপ উপদেশ। নির্+দিশ—নির্ণয় করিয়া কথন। উচ্চারণ। প্রতি+নির্+দিশ—প্রকৃতানুরূপ নির্দেশ। প্রতি+দিশ—প্রতিরূপদেশন। সম্+দিশ—সম্যক্ কথন।

"অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীং।" (কুমার)

দিহ—১ উপচয়। বৃদ্ধি। ২ লেপন। অদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ দেগ্ধি, দিগ্ধঃ, দিহন্তি। ধেক্ষি। দিগ্ধে। হি—দিগ্ধি। স্ব—ধিক্ষ। লিঙ্ দিহ্যাৎ। দিহীত। লঙ্ অধেক্, অদিগ্ধাং, অদিহন্। অদিগ্ধ। অদিহাতাং। লিট্ দিদেহ। দিদিহে। লুট্ দেগ্ধা। লৃট্ ধেক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অধিক্ষৎ, অদিগ্ধ, অধিক্ষত। সন্ দিধিক্ষতি। যঙ্ দেদিহ্যতে, যঙ্লুক্ দেদেগ্ধি। ণিচ্ দেহয়তি। লুঙ্ অদীদিহৎ। সম্+দিহ—সন্দেহ, সংশয়।

দী—ক্ষয়। দীনভাব। দীঙ্ দী ধাতু। দিবাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ দীয়তে।

"দীয়ন্তে প্রত্যহং যস্য দুরিতানি।" (কবির° ৮৪)

লিট্ দীদীয়ে। লুট্ দাতা। লৃট্ দাস্যতে। লুঙ্ অদাস্ত। সন্ দিদীষতে। দিদাসতে। যঙ্ দেদীয়তে। যঙ্লুক্ দেদয়ীতি, দেদেতি। ণিচ্ দায়য়তি।

দীক্ষ—১ মুণ্ডন। ২ যজন। ৩ উপনয়ন। ৪ নিয়ম গ্রহণ। ব্রতানুষ্ঠান। অভিষেক। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দীক্ষতে। লিট্ দিদীক্ষে। লুট্ দীক্ষিতা। লুঙ্ অদীক্ষিষ্ট।

"দীক্ষস্ব সহ রামেণ ত্বরিতং তুরগাধ্বরে।" (ভট্টি)

বৈদিক প্রয়োগে অনেকস্থলে পদ ও গণব্যত্যয় দেখা যায়।

দীধী-দীধীঙ্ দীধী ধাতু। ১ দীপ্তি। ২ ক্রীড়া, দেবন। অদাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দীধীতে, দীধ্যাতে, দীধ্যতে। লিট্ দীধ্যাঞ্চক্রে, দীধ্যে। লুট্ দীধিতা। লৃট্ দীধিষ্যতে। লুঙ্ অদীধিষ্ট।

দীপ—দীপী দীপ ধাতু। ১ দীপ্তি, জ্বলন, শোভা। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দীপ্যতে। লিট্ দিদীপে। লুট্ দীপিতা। লৃট্ দীপিষ্যতে। লুঙ্ অদীপি। অদীপিষ্ট। অদীপিষাতাং, অদীপিষত। সন্ দিদীপিষতে। যঙ্ দেদীপ্যতে। যঙ্লুক্ দেদীপ্তি। ণিচ্ দীপয়তি। লুঙ্ অদীদিপৎ। আ+দীপ—জ্বলন। মঙ্গলালেপন। উদ্+দীপ—উদ্দীপন। প্রকাশন। উজ্জ্বলন। উত্তেজন। উপ+প্র+দীপ—জ্বলন, দাহ। সম্+দীপ—সন্দীপন। উদ্দীপন।

"সলিলমিব ইবায়োঃ সম্প্রদীপ্তেন্ধনস্য।" (দীপিকা)

দু—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ দবতি। লিট্ দুদাব। লুঙ্ অদৌষীৎ। ক্ত—দূনঃ।

"পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস!" (নৈষধ)

দু—উপতাপ। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দুনোতি। লঙ্ অদুনোৎ, অদুনুতাং, অদুন্বন্। লিট্ দুদাব। দুদুবতুঃ। দুদবিথ, দুদোথ। লুট্ দোতা। দবিতা। আশীর্লিঙ্ দূয়াৎ। লুঙ্ অদাবীৎ। সন্ দুদূষতি। যঙ্ দোদূয়তে। যঙ্লুক্ দোদোতি। ণিচ্ দাবয়তি। লুঙ্ অদূদবৎ। ক্ত-দূত। দবথু, দাব, দব।

দুঃখ—দুঃখকরণ। কণ্ডা° পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দুঃখ্যতি। লুঙ্ অদুঃখীৎ।

দুঃখ—দুঃখকরণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ দুঃখয়তি-তে। লিট্ দুঃখয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদুদুঃখৎ-ত। দুঃখাপয়তি।

দুধ—হিংসা। প্রেরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দোধতি। লিট্ দুদোধ। লুঙ্ অদোধীৎ।

"নেশত্তমো দুধিতং রোচত।" (ঋক্ ৪।১।১৭)

"দুধিঃ প্রেরণকর্ম্মা" (সায়ণ)

দুর্ব—বধ, হিংসা। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দুর্বতি। লিট্ দুদুর্ব। লুঙ্ অদুর্বীৎ।

দুল—উৎক্ষেপ, দোলান। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ দোলয়তি-তে। লিট্ দোলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদূদুলৎ।

"দোলয়ত্যরিবর্গস্য জীবিতাশাঞ্চ যঃ সদা।" (কবি° ১২০)

"নারীপদদ্বয়ং স্থাপ্য কান্তস্তোরুদ্বয়োপরি।
কটিং চেদ্দোলয়ামাশু বন্ধঃ কন্দর্পশৃঙ্খলঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

দুষ—বৈকৃত্য। অশুদ্ধীভাব, দোষ। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ দুষ্যতি। লিট্ দুদোষ। দুদুষতুঃ। লুট্ দোষ্টা। লৃট্ দোক্ষ্যতি। লুঙ্ অদুষৎ। অদুক্ষৎ। সন্ দুদুক্ষতি। যঙ্ দোদুষ্যতে। যঙ্লুক্ দোদোষ্টি। ণিচ্ দূষয়তি। দোষয়তি। অভি+দুষ—অভিঘাত। প্র+দুষ—ব্যভিচার।

"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।" (গীত° ১৪০)

দুহ—দুহির্ দুহ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দোহতি। লিট্ দুদোহ। লুট্ দোহিতা। লুঙ্ অদোহীৎ, অদুহৎ।

দুহ—দুহির্ দুহ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দোহতি। লিট্ দুদোহ। লুট্ দোহিতা। লুঙ্ অদোহীৎ, অদুহৎ।

দুহ—দোহন। প্রপূরণ। ব্যক্তীকরণ। অদাদি, উভয়পদী, দ্বিক° অনিট্। লট্ দোগ্ধি। দুগ্ধঃ, দুহন্তি। দুগ্ধে, দুহাতে, দুহতে। ধুক্ষে। ধুগ্ধ্বে। লোট্ দোগ্ধু। দুগ্ধি। দোহানি। ধুক্ষ। ধুগ্ধ্বং, দোহৈ। বিধিলিঙ্ দুহ্যাৎ। দুহীত। লঙ্ অধোক্। অদুগ্ধ। লিট্ দুদোহ। দুদুহে। লুট্ দোগ্ধা। লৃট্ ধোক্ষ্যতি। লুঙ্ অধুক্ষৎ। অদুগ্ধ, অধুক্ষত। অধুক্ষাতাং, অধুক্ষন্ত। কর্ম্মবাচ্যে দুহ্যতে। লুঙ্ অদোহি। সন্ দুধুক্ষতি-তে। যঙ্ দোদুহ্যতে। যঙ্লুক্ দোদোগ্ধি। ণিচ্ দোহয়তি। লুঙ্ অদূদুহৎ।

দূ—দূঙ্ দূধাতু। উপতাপ, খেদ। আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দূয়তে। লিট্ দুদুবে। লুঙ্ অদবিষ্ট। লুট্ দবিতা। ক্ত দূন।
"ন দূয়ে সাত্বতীসূনুর্যন্মহ্যমপরাধ্যতি।" (মাঘ)

দৃ দৃঙ্ দৃধাতু। আদর। তুদাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ দ্রিয়তে। প্রায় এই ধাতু 'আঙ্' পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"যঃ সদাদ্রিয়তে ধর্ম্মং" (কবির° ৭৩)

লিট্ দদ্রে। দদ্রিষে। লুট্ দর্ত্তা। লৃট্ দরিষ্যতে। আশীর্লিঙ্ দৃষীষ্ট। লুঙ্ অদৃত। অদৃষাতাং। সন্ দিদরিষতে। যঙ্ দ্রেদ্রীয়তে। যঙ্লুক্ দদর্ত্তি। ণিচ্ দারয়তি। লুঙ্ অদীদরৎ।

দৃ—বধ, হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ক্র্যাদি, সক, অনিট্। লট্ দৃণোতি। ক্র্যাদিপক্ষে দৃণাতি। লিট্ দদার। লুঙ্ অদার্ষীৎ। ণিচ্ দারয়তি। ভয় অর্থে কেহ কেহ ইহাকে ঘটাদির মধ্যে বলিয়া থাকেন। দরয়তি।

দৃপ—১ হর্ষ। ২ মোহন। ৩ গর্ব। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, বেট্। লট্ দৃপ্যতি। লিট্ দদর্প। দদৃপতুঃ। দদর্পথ, দদ্রপথ। দদর্পথ। দর্পিতা। দর্প্তা। দ্রপ্তা। লৃট্ দর্পিষ্যতি, দ্রপ্স্যতি, দর্প্স্যতি। অদর্পীৎ, অদ্রাপ্সীৎ, অদার্প্সীৎ, অদৃপৎ। সন্ দিদর্পিষতি। দিদৃপ্সতি। যঙ্ দরীদৃপ্যতে। যঙ্লুক্ দর্দাপ্তি। ণিচ্ দর্পয়তি। লুঙ্ অদীদৃপৎ।

দৃপ—বাধন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দৃপতি। লিট্ দদর্প। লুঙ্ অদর্পীৎ।

দৃপ—সন্দীপন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দর্পয়তি-তে। লিট্ দর্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীদৃপৎ-ত, অদদর্পৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে দর্পতি। লিট্ দদর্প। লুঙ্ অদর্পীৎ।

দৃন্ফ—ক্লেশ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দৃম্ফতি। লুঙ্ অদৃম্ফীৎ। লিট্ দদৃম্ফ।

দৃভ—গ্রথন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে তুদাদি, উভয়পদী, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দর্ভয়তি-তে। লিট্ দর্ভয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীদৃভৎ-ত। অদদর্ভৎ-ত। তুদাদি পক্ষে লট্ দৃভতি। লিট্ দদর্ভ। লুঙ্ অদর্ভীৎ।

দৃশ—প্রেক্ষণ, দর্শন। জ্ঞান। সাক্ষাৎকার। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ পশ্যতি। লিট্ দদর্শ। দদৃশতুঃ। দদ্রষ্ঠ। লুট্ দ্রষ্টা। লৃট্ দ্রক্ষ্যতি। আশীর্লিঙ্ দৃশ্যাৎ। লুঙ্ অদ্রাক্ষীৎ, অদর্শৎ। অদ্রাষ্টাং, অদর্শতাং, অদ্রাক্ষুঃ, অদর্শন্। কর্ম্মবাচ্যে দৃশ্যতে। লিট্ দদৃশে। লুট্ দর্শিতা, দ্রষ্টা। লৃট্ দর্শিষ্যতে, দ্রক্ষ্যতে। লোঙ্ দর্শিষীষ্ট, দৃক্ষীষ্ট। লুঙ্ অদর্শি। সন্ দিদৃক্ষতে। যঙ্ দরীদৃশ্যতে। যঙ্লুক্ দরীদর্ষ্টি। ণিচ্ দর্শয়তি। লুঙ্ অদীদৃশৎ, অদদর্শৎ।

অনু+দৃশ—অনুরূপ দর্শন।
"রথে বিলগ্নাবিব চন্দ্রসূর্য্যৌ ঘনান্তরেণানুদদর্শ লোকঃ।"
(ভারত বিরাট)

অভি+দৃশ—অভিমুখে বা চারিদিকে দর্শন। অব+দৃশ—নীচতারূপে দর্শন।
"যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থে নাবদৃশ্যতে। (ভাগ°৩।২৭।১২)

আ+দৃশ—আভিমুখ্যে বা চারিদিকে দর্শন। উদ্+দৃশ—নীচস্থের উচ্চদিকে দৃষ্টি, উৎপ্রেক্ষণ। উপ+দৃশ্—সামীপ্যদ্বারা দর্শন।
"চতুষ্পদ্ ব্যবহারোঽয়ং বিবাদেষূপদর্শিতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

নি+দৃশ—দৃষ্টান্তরূপে বা সম্মুখে দর্শন। পরা+দৃশ—বিপরীতদর্শন।
"ধূমমগ্নিং পরাদৃশ্যামিত্রহৃৎস্বাদধতাং ভয়ং।" (অথর্ব্ব ৮।৮।২)

পরি+দৃশ—পরিতঃ এবং সমস্তাৎ দর্শন। প্র+দৃশ—সম্যক্ দর্শন।
"মনসৈব প্রদীপেন মহানাত্মা প্রদৃশ্যতে॥"
(ভারত আশ্ব° ১৯ অ°)

একদেশ দর্শন। প্রতি+দৃশ—তুল্যরূপ দর্শন।
"নিমিত্তলক্ষণং জ্ঞানং শাকুনং স্বপ্নদর্শনং।
অবশ্যং সর্ব্বদুঃখেষু নরাণাং প্রতিদৃশ্যতে॥" (রামা° অযো°)

বি+দৃশ—বিশেষরূপ দর্শন। সম্+দৃশ—সম্যক্ দর্শন।
"সংদ্রক্ষ্যন্তি নরাশ্চান্যে স্বরূপেণ বিনাশনং।" (ভারত)

দৃহ—বৃদ্ধি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষে দৃহি দৃংহ ধাতু। লট্ দর্হতি। ইদিৎ পক্ষে দৃংহতি। লিট্ দদর্হ। লুঙ্ অদর্হীৎ, অদৃংহীৎ।

"তমেতৈস্তোমৈঃ সপ্তদশৈরদৃংহন্" (তাণ্ড্য' ব্রা' ৪।৫।৯)

দৃ—ভয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দরতি। লিট্ দদার। লুঙ্ অদারীৎ। ণিচ্ ঘটাদি, দরয়তি।

দৄ—বিদারণ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষে ক্র্যাদি। লট্—দীর্য্যতি। ক্র্যাদি পক্ষে দৃণাতি।

"দৃণাতি চ রিপূন্ রণে।

দরন্তি জগদীশাশ্চ যস্য দিগ্‌বিজয়োদ্যমে।" (কবির' ৭৩)

লিট্ দদার, দদরতুঃ, দদ্রতুঃ। লুট্ দরীতা, দরিতা। লৃট্ দরিষ্যতি, দরীষ্যতি। লুঙ্—অদারীৎ, অদারিষ্টাং, অদারিষুঃ। যঙ্ দেদীর্য্যতে। যঙ্লুক্ দাদর্ত্তি। সন্ দিদরিষতি, দিদীর্ষতি। ণিচ্ দারয়তি। লুঙ্ অদদরৎ। অব+দৄ—অবদারণ। খনন। বি+দৄ—বিদার।

"স্তনং বিদদার কাকঃ" (অনর্ঘ' ১২২)।

দে—দেঙ্ দে ধাতু। পালন। ভ্বাদি, আত্মনে, অনিট্। লট্ দয়তে। লিট্ দদে। লুট্ দাতা। লৃট্ দাস্যতে। আশীর্লিঙ্ দাসীষ্ট। লুঙ্ অদিত। অদিষাতাং, অদিষত। অদিথাঃ। সন্ দিৎসতে। যঙ্ দেদীয়তে। যঙ্লুক্ দাদেতি। ণিচ্ দাপয়তি। কর্ম্মবাচ্যে দীয়তে।

দে—দেবৃ দেব ধাতু। ১ দেবন, ক্রীড়া। ২ রোদন। ৩ দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দেবতে।

"দেবতে কন্দকৈর্নিতাং" (কবির' ৬০)

লিট্ দিদেবে। লুট্ দেবিতা। লুঙ্ অদেবিষ্ট। অদেবিষাতাং। ণিচ্ দেবয়তি। লুঙ্ অদিদেবৎ। পরি+দেব—পরিদেবন, বিলাপ।

"বিলাপঃ পরিদেবনং" (অমর)

"খরদূষণয়োর্ভ্রাত্রোঃ পর্য্যদেবিষ্ট সা পুরঃ" (ভট্টি)

দৈ—দৈপ দৈ ধাতু। শোধন, শুদ্ধীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ দায়তি।

"যোঽবদায়তি কীর্ত্তিঞ্চ" (কবির' ১৭)

লিট্ দদৌ। লুট্ দাতা। লৃট্ দাস্যতি। আশীর্লিঙ্ দায়াৎ। লুঙ্ অদাসীৎ। সন্—দিদাসতি। যঙ্ দাদায়তে। যঙ্লুক্ দাদাতি। ণিচ্ দাপয়তি। লুঙ্ অদীদপৎ। অব+দৈ—শুক্লীভাব।

দো—ছেদন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দ্যতি। লিট্ দদৌ। লুট্ দাতা। আশীর্লিঙ্ দেয়াৎ। লুঙ্ অদাৎ। কর্ম্মবাচ্যে দীয়তে। সন্ দিৎসতি।

"শিরোঽবদাতি বিদ্বিষাং।" (কবির' ২৪)

দ্যু—অভিগমন। অভিসর্পণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দ্যৌতি। লিট্ দুদ্যাব। লুট্ দ্যোতা। লুঙ্ অদ্যৌষীৎ।

"গুহায়ানিরগাৎ বালী সিংহো মৃগমিব দ্যুবন্।" (ভট্টি)।

দ্যুৎ—দীপ্তি, প্রকাশ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দ্যোততে। লিট্ দিদ্যুতে। লুট্ দ্যোতিতা। লৃট্ দ্যোতিষ্যতে। আশীর্লিঙ্ দ্যোতিষীষ্ট। লুঙ্ অদ্যুতৎ, অদ্যোতিষ্ট। সন্ দিদ্যুতিষতে, দিদ্যোতিষতে। যঙ্ দেদ্যুত্যতে। যঙ্লুক্ দিদ্যোত্তি। ণিচ্ দ্যোতয়তি। লুঙ্ অদিদ্যুতৎ।

"গোপনীয়ং কমপ্যর্থং দ্যোতয়িত্বা কথঞ্চন।" (সাহিত্যদ' ১০ পরি')। উদ্+দ্যুৎ—ঔজ্জ্বল্য। বি+দ্যুৎ—শোভা।

"ব্যদ্যোতিষ্ট সভাবেদ্যামসৌ নরশিখিত্রয়ী।"

(মাঘ ২।২)

দ্যৈ—ন্যক্‌করণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দ্যায়তি। লিট্ দদ্যৌ। লুট্ দ্যাতা। লুঙ্ অদ্যাসীৎ।

দ্রম—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দ্রমতি। লিট্ দদ্রাম। লুট্ দ্রমিতা। লুঙ্ অদ্রমীৎ।

দ্রা—১ পলায়ন। ২ নিদ্রা। নিদ্রা অর্থে প্রায়ই নি পূর্ব্বক প্রয়োগ হইয়া থাকে। অদাদি, অক' অনিট্। লট্ দ্রাতি। লিট্ দদ্রৌ। দদ্রতুঃ। লুট্ দ্রাতা। আশীর্লিঙ্ দ্রায়াৎ, দ্রেয়াৎ। লুঙ্ অদ্রাসীৎ, অদ্রাসিষ্টাং। সন্ দিদ্রাসতি। লুঙ্ অদিদ্রপৎ। ক্ত-দ্রাণ যঙ্ দাদ্রায়তে। যঙ্লুক্ দাদ্রাতি, দাদ্রেতি। ণিচ্ দ্রাপয়তি। অপ+দ্রা—অপসরণ।

প্র+দ্রা—প্রকৃষ্টরূপে পলায়ন। নি+দ্রা—নিদ্রা, মেধ্যানাড়ীসংযোগরূপ নিদ্রা।

"তদা নিদদ্রাবুপপল্বলং খগঃ" (নৈষধ)

দ্রাঙ্ক্ষ—দ্রাক্ষি দ্রাঙ্ক্ষধাতু। ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ ঘোরশব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দ্রাঙ্ক্ষতি। লিট্ দদ্রাঙ্ক্ষ। লুঙ্ অদ্রাঙ্ক্ষীৎ।

দ্রাঘ—দ্রাঘৃ দ্রাঘ ধাতু। ১ শোধন। ২ ভূষণ। ৩ সামর্থ্য। ৪ নিবারণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দ্রাঘতি। লিট্ দদ্রাঘ। লুঙ্ অদ্রাঘীৎ। ণিচ্ দ্রাঘয়তি। লুঙ্ অদদ্রাঘৎ—ত।

দ্রাঘ—দ্রাঘৃ দ্রাঘ ধাতু। ১ সামর্থ্য। ২ আয়াম, দীর্ঘীকরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দ্রাঘতে। লিট্ দদ্রাঘে।

"দ্রাঘতে বপুরত্যর্থং যদ্‌বিয়োগে মৃগীদৃশাং।"

(কবির' ১০৯)

লুট্ দ্রাঘিতা। লুঙ্ অদ্রাঘিষ্ট। ণিচ্ দ্রাঘয়তি। লুঙ্ অদদ্রঘৎ—ত।

দ্রাড়—বিভেদ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লিট্ দ্রাড়তে। লিট্ দদ্রাড়ে। লুঙ্ অদ্রাড়িষ্ট।

দ্রাহ—দ্রাহৃ দ্রাহ ধাতু। ১ জাগরণ। ২ নিঃক্ষেপ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দ্রাহতে।

'দ্রাহতে চ নিশাগমে।'

লিট্ দদ্রাহে। লুট্ দ্রাহিতা। লুঙ্ অদ্রাহিষ্ট। ণিচ্ দ্রাহয়তি। লুঙ্ অদদ্রাহৎ—ত।

দ্রু—১ গতি। ২ দ্রবীভাব। ৩ পলায়ন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দ্রবতি। লিট্ দুদ্রাব। দুদ্রুবতুঃ। দুদ্রোথ। লুট্ দ্রোতা। লৃট্ দ্রোষ্যতি। আশীর্লিঙ্ দ্রূয়াৎ। লুঙ্ অদুদ্রুবৎ। সন্ দুদ্রূষতি। যঙ্ দোদ্রূয়তে। যঙ্লুক্ দোদ্রোতি। ণিচ্ দ্রাবয়তি। লুঙ্ অদুদ্রবৎ। সন্ দিদ্রাবয়িষতি। দুদ্রাবয়িষতি। অনু+দ্রু—অনুসরণ। উপ+দ্রু—উপদ্রব। প্র+বি+দ্রু—পলায়ন।

দ্রু—অনুতাপ। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দ্রুণোতি। লুঙ্ অদ্রোষীৎ। লিট্ দুদ্রাব।

"স ভস্মসাৎ চকারারীন্ দুদ্রাব চ কৃতান্তবৎ ॥" (ভট্টি)।

দ্রুড়—মজ্জন। তুদাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ভ্বাদি, সক। লট্ দ্রুড়তি। ভ্বাদি পক্ষে দ্রোড়তি। লুট্ দ্রুড়িতা। লিট্ দুদ্রোড়। লুঙ্ অদ্রোড়ীৎ।

দ্রুণ—১ হিংসা। ২ গতি। ৩ কৌটিল্য। তুদাদি। পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দ্রুণতি।

"দ্রুণতি প্রকৃতো যস্য দিক্ষুখেষু রিপুব্রজঃ।" (কবির° ২৪০)

লিট্ দুদ্রোণ। লুট্ দ্রুণিতা। লুঙ্ অদ্রুণীৎ। লৃট্ দ্রুণিষ্যতি।

দ্রুহ—অনিষ্টচিন্তন। জিংঘাসা, অপকার। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, বেট্। লট্ দ্রুহ্যতি। লিট্ দুদ্রোহ। দুদ্রুহতুঃ। দুদ্রোহ, দুদ্রোহিথ। লুট্ দ্রোগ্ধা, দ্রোঢ়া, দ্রোহিতা। লৃট্ ধ্রোক্ষ্যতি, দ্রোহিষ্যতি। লুঙ্ অদ্রুহৎ। সন্ দুদ্রোহিষতি, দুদ্রুহিষতি। দুধ্রুক্ষতি। যঙ্ দোদ্রুহ্যতে। যঙ্লুক্ দোদ্রোগ্ধি, দোদ্রোঢ়ি। ণিচ্ দ্রোহয়তি। লুঙ্ অদুদ্রুহৎ। অভি+দ্রুহ—নিন্দা, অপকার। বি+দ্রুহ—বিদ্রোহ।

দ্রূ—দ্রুঙ্ দ্রূধাতু। গতি। হিংসা। স্বাদি, পক্ষে ক্র্যাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। দ্রূণোতি। দ্রূণুতে। ক্র্যাদি পক্ষে দ্রূণাতি, দ্রূণীতে। লুট্ দুদ্রাব, দুদ্রুবে। লুঙ্ অদ্রাবীৎ। অদ্রবিষ্ট। লুট্ দ্রবিতা।

দ্রেক—দ্রেক্ দ্রেক ধাতু। ১ শব্দ। ২ উৎসাহ। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দ্রেকতে। লিট্ দিদ্রেকে। লুঙ্ দ্রেকিতা। লুঙ্ অদ্রেকিষ্ট। ণিচ্ দ্রেকয়তি। লুঙ্ অদিদ্রেকৎ-ত।

দ্রৈ—স্বপ্ন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক° সেট্। লট দ্রায়তি। লিট্ দদ্রৌ। লুঙ্ অদ্রাসীৎ।

দ্বিষ—বৈর। অপ্রীতি, দ্বেষ। নিন্দা। বিরোধ। অদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ দ্বেষ্টি। দ্বিষ্টঃ, দ্বিষন্তি। দ্বেক্ষি। দ্বিষ্টে। লোট্ হি-দ্বিড়্ঢি। লিঙ্ দ্বিষ্যাৎ। দ্বিষীত। লঙ্ অদ্বেট্, অদ্বিষ্টাং, অদ্বিষুঃ অদ্বিষ্ট। লিট্ দিদ্বেষ। দিদ্বেষিথ। দিদ্বিষে, দিদ্বিষিষে। লুট্ দ্বেষ্টা। লৃট্ দ্বেক্ষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ দ্বিষ্যাৎ, দ্বিক্ষীষ্ট। লুঙ্ অদ্বিক্ষৎ-ত। সন্ দিদ্বিক্ষতি-তে। যঙ্ দেদ্বিষ্যতে। যঙ্লুক্ দেদ্বেষ্টি। ণিচ্ দ্বেষয়তি। লুঙ্ অদিদ্বিষৎ-ত।

'সংবৎসরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।" (মনু)

বি+দ্বিষ—বিদ্বেষ, বিরাগ।

ধৃ—১ আচ্ছাদন। ২ অনাদর। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্বরতি। লিট্ দধ্বার। দধ্বরতুঃ। লৃট্ ধ্বরিষ্যতি। লুঙ্ অধ্বার্ষীৎ। অধ্বার্ষ্টাং।

ধক্ক—নাশন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধক্কয়তি-তে। লিট্ ধক্কয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদধক্কৎ-ত।

ধণ—শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধণতি। লিট দধাণ। লুট্ ধণিতা। লুঙ্ অধাণীৎ, অধণীৎ।

ধন—ধান্যোৎপাদন। জুহোত্যাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ দধন্তি। লিট্ দধান। লুঙ্ অধানীৎ, অধনীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

ধন্ব—ধবি ধব ধাতু। গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধন্বতি। লিট্ দধন্ব। লুঙ্ অধন্বীৎ। লুট্ ধন্বিতা।

ধা—১ ধারণ। ২ পোষণ। ৩ দান। জুহোত্যাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ দধাতি, ধত্তঃ, দধতি। ধত্তে, দধাতে, দধতে।

"দধতে শাসনং যস্য শিরসা চ নরেশ্বরাঃ।" (কবির° ১৭৪)

লোট্ হি—ধেহি। স্ব—ধৎস্ব। লিঙ্ দধ্যাৎ। লঙ্ অদধাৎ, অধত্তাং, অদধুঃ। অধত্ত, অদধত। লিট্ দধৌ। দধিথ। দধাথ, দধিব, দধে। লুট্ দধৌ। দধিথ। দধাথ। দধিব। দধে। লুট্ ধাতা। লৃট্ ধাস্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ ধেয়াৎ। ধাসীষ্ট। লুঙ্ অধাৎ, অধাতাং, অধুঃ। অধিত, অধিষাতাং, অধিষত। কর্ম্মবাচ্যে ধীয়তে। লিট্ দধে। লুট ধায়িতা। লৃট্ ধায়িষ্যতে। আশীর্লিঙ্ ধায়িষীষ্ট। লুঙ্ অধায়ি। অধায়িষত। সন্ ধিৎসতি-তে। যঙ্ দেধীয়তে। যঙ্লুক দাধেতি, দাধাতি। ণিচ্ ধাপয়তি। লুঙ্ অদীধপৎ। অতি+ধা—অতিক্রম করিয়া ধারণ, অতিশয় ধারণ।

"আয়ুধর্ত্তে অতিহিতং পরাচৈঃ।" (অথর্ব্ব ৭।৫৩।৩)

অধি+ধা—অধিকরূপে ধারণ। অনু+ধা—পশ্চাৎ ধারণ। অন্তর+ধা—আচ্ছাদন। বস্তন্তরের দ্বারা ব্যবধান। তিরোধান। অপি+ধা—তিরোধান। আচ্ছাদন। অপির অকার বিকল্পে লোপ হয়।

'পিধানমপিধানং।' (অমর)

অভি+ধা—কথন।

"সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং সোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ।"
(কাব্য প্রকাশ)

প্রতি + অভি + ধা—প্রত্যুত্তর কথন।

"ময়া চ প্রত্যভিহিতং দেবকার্য্যার্থদর্শনাৎ।"
(ভারত উ° ১৯ অ°)

অব + ধা—মনঃসংযোগবিশেষ। অভিনিবেশ। অধঃ-স্থাপন। পাতন।

"যাংতে কৃত্যাং কূপে অবদধুঃ।" (ঋক্ ১।১৩৫।১৭)

বি + অব + ধা—আচ্ছাদন। অপবারণ।

"প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহং।" (রঘু)

'অন্তর্দ্ধা ব্যবধা পুংসি অন্তর্দ্ধিরপবারণং।' (অমর)

আ + ধা—আরোহ। আরোপণ। স্থাপন।

"জ্যেষ্ঠায়াং চর্ম্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে।"
(ভারত বনপর্ব্ব ২৯২ অ°)

অতি + আ + ধা—মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া ধারণ।

"যদিস্ত্যাদিহ গোবিন্দো নৈতদত্যাহিতং ভবেৎ।"
(হরিবংশ ১৭১ অ°)

অনু + আ + ধা—পশ্চাদাধান। উপ + আ—ধা। ১ ধর্ম্ম-চিন্তা। ২ সামীপ্যে আধান। ৩ অগ্ন্যুৎপাত। ৪ সংযোজন।

"তস্য নিষ্ক উপাহিত আস।" (শত° ব্রা° ১১।৪।১।১)

নির্ + আ + ধা—নিরাকরণ।

"যঃ ক্রব্যাদং নিরাদধৎ" (অথর্ব্ব° ১২।২।৩৯)

পরি + আ + ধা—পরিতঃ স্থাপন। বি + আ + ধা—বিশেষরূপ পীড়া।

"যস্যাত্মনা প্রজয়া বা ব্যাধীয়েত।" (শ্রুতি)

সম্ + আ + ধা—প্রথম আক্ষিপ্ত দোষের নিরাকরণ। সিদ্ধান্ত উক্তি দ্বারা দোষ সমাধান।

'সমাহিতঃ সমাবিস্থে' (মেদিনী)

সম্যক্প্রকারে চিত্তের ঈশ্বরাদিতে সংস্থাপন। সমাধি।

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।" (গীতা)

সম্যক্ আরোপণ।

"সোঽহং ভারং সমাধাস্যে ত্বয়ি ত্বং বোঢ়ুমর্হসি।"
(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১১ অঃ)

আবিস্ + ধা—আবির্ভাব। প্রকাশন। উপ + ধা—সামীপ্যরূপে স্থাপন।

"ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি" (রঘু)

তিরস্ + ধা—অন্তর্ধান। প্রচ্ছাদন।

"ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে।" (কুমার)

নি + ধা—স্থাপন।

"যস্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।" (মনু)

প্র + নি + ধা—একাগ্ররূপ মনঃস্থাপন।

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" (পাত° সূ°)

প্রতি + নি + ধা—প্রতিনিধি। সম্ + নি + ধা—সম্যক্ নিধান।

"দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।" (মনু)

নৈকট্য সম্বন্ধ।

"সমবেশং ন কুর্ব্বীত নোচ্চৈঃ সন্নিহিতো হসেৎ।" (মনু)

নৈকট্য স্থাপন।

"স চাহং সহ-সখ্যা ধনমিত্রেণ তত্র সংন্যধিমি।" (দশকুমার)

পরি + ধা—বেষ্টন। আচ্ছাদন।

"দৃষ্টিং পরিদধে কৃষ্ণে রোহিণেয়ে চ দারুণাং।"
(হরিবংশ ৭১ অঃ)

বি + পরি + ধা—পরিবর্ত্তন দ্বারা আচ্ছাদন।

"আচান্তঃ পুনরাচামেৎ বাসো বিপরিধায় চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

পুরস্ + ধা—অগ্রতঃ স্থাপন। পুরোহিত।

"তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ।" (কুমার)

প্র + ধা—প্রকর্ষরূপে ধারণ। প্রতি + ধা—প্রক্ষেপ।

"তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতিধেহিরেমে।" (ঋক্ ১০।৮৭।১২)

প্রতিকার জন্য বিধান। প্রতিবিধান।

"দুষ্টদৈবতমাশায় বজ্রো ধ্যানসমাধিনা।
সর্ব্বত্রাক্ষতবিক্ষেপাৎ শান্তিকং প্রতিধাস্যতি॥" (শতরুদ্র°)

বি + ধা—করণ। বিধান।

"তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।" (গীতা)

কর্ত্তব্যতারূপে উপদেশ। অনু + বি + ধা—তুল্যরূপ আবরণ। পশ্চাৎকরণ।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।" (মনু)

প্রতি + বি + ধা—প্রতিরূপাচরণ। প্রতীকার। শ্রদ্ + ধা—আদর। বিশ্বাস। সম্ + ধা—সম্যক্ বিধান। যোজন। শ্লেষণ। অভিসন্ধি। অতি + সম্ + ধা—অতিশয়শক্ত্যাদি দ্বারা ব্যথন। সংযোজন।

"ত্বয়া চন্দ্রমসাচাতিবিশ্বসনীয়াভ্যামভিসন্ধীয়তে কামিজনসার্থঃ।" (শকুন্তলা)

অনু + সম্ + ধা—অনুসন্ধান। বিচারজন্য জ্ঞানভেদ।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু)

অভি + সম্ + ধা—তাৎপর্য্য। অভিলাষভেদ।

"অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপিচৈব যৎ।" (গীতা)

প্রতি + সম্ + ধা—প্রতিরূপ সন্ধান।

"প্রতিসন্ধ্যায় চাস্ত্রাণি তে হন্তোহন্তস্ত বিশাম্পতে।"
(ভারত ভীষ্মপ° ৭৫ অঃ)

ধাব—ধাবু ধাব ধাতু। ১ জব, বেগগতি। ২ মার্জন। শুদ্ধীকরণ। ভ্বাদি, উভয়পদী, জব ও শুদ্ধি অর্থে অক, শুদ্ধীকরণ ও সংমার্জ্জন অর্থে সক, সেট্। লট্ ধাবতি-তে।

"যস্ত রোষারুণা দৃষ্টি র্ধাবতে যত্র শাত্রবে।
পাশপাণি স্তত স্তস্মিন্ যমদূতো হপি ধাবতি॥"(কবির° ১২৮)

লিট্ দধাব, দধাবে। লুট্ ধাবিতা। লুঙ্ অধাবীৎ। অধাবিষ্ট। সন্—দিধাবিষতি-তে। যঙ্ দাধাব্যতে। ণিচ্ ধাবয়তি। লুঙ্ অদীধবৎ-ত। দুর্গাদাস বলিয়া থাকেন এই ধাতুর জব অর্থে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু পদ্মনাভ গতি অর্থে 'ধাবিত' এইরূপ পদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনু+ধাব—অনুধাবন। পশ্চাদ্ধাবন। অনুসন্ধান। অপ+ধাব—পলায়ন। অভি+ধাব—অভিমুখগতি। বি+নির্+মার্জ্জন।

ধি—ধৃতি। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ধিয়তি। লিট্ দিধায়। লুট্ ধেতা। লুঙ্ অধৈষীৎ।

ধিক্ষ—সন্দীপন। ক্লেশ। জীবন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সন্দীপন অর্থে সক, সেট্। লট্ ধিক্ষতে। লিট্ দিধিক্ষে। লুঙ্ অধিক্ষিষ্ট।

ধিব—ধিবি ধিব ধাতু। ১ প্রীণন। ২ গতি। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষে ভ্বাদি। লট্ ধিনোতি। লিট্ দিধিন্ব। লুঙ্ অধিন্বীৎ। লুট্ ধিন্বিতা। লৃট্ ধিন্বিষ্যতি। ভ্বাদি পক্ষে ধিন্বতি।

ধিষ-রব। জুহোত্যাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দিধেষ্টি। লিট্ দিধেষ। লুঙ্ অধেষীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

"ধিষা যদি ধিষণ্যন্তঃ সরণ্যান্ অদন্তো" (ঋক্ ৪।২১।৬)

ধী—ধীঙ্ ধী ধাতু। অনাদর। আরাধন। দিবাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ ধীয়তে। লিট্ দিধ্যে। লুট্ ধেতা। লৃট্ ধেষ্যতে। লুঙ্ অধেষ্ট। ক্ত-ধীন।

"সত্যং পরং ধীমহি" (ভাগ° ১।১।১)

ধু—ধুঞ্ ধু ধাতু। স্বাদি, উভয়পদী, পক্ষে ক্র্যাদি, সক, সেট্, লট্। ধুনোতি, ধুনুতে। ধুনীতে। লিট্ দুধাব। দুধুবে। লুট্ ধোতা। লুঙ্ অধৌষীৎ। অধোষ্ট।

ধুক্ষ—১ সন্দীপন। ২ ক্লেশন। ৩ জীবন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ধুক্ষতে। লিট্ দুধুক্ষে। লুট্ ধুক্ষিতা। লুঙ্ অধুক্ষিষ্ট। সন্ দুধুক্ষিষতে। যঙ্ দোধুক্ষ্যতে। যঙ্-লুক্ দোধুষ্টি। ণিচ্ ধুক্ষয়তি। লুঙ্ অদুধুক্ষৎ। সম্+ধুক্ষ—সন্দীপন।

ধুর্ব—হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধূর্বতি। লিট্ দুধূর্ব। লুঙ্ অধূর্বীৎ।

ধূ—ধূঙ্ ধূ ধাতু। কম্পন। স্বাদি, ক্র্যাদি, ভ্বাদি, তুদাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ভ্বাদি ধবতি-তে। লিট্ দুধাব, দুধুবে। লুট্ ধবিতা। লুঙ্-অধাবীৎ। তুদাদি, লট্ ধুবতি। লুট্ ধুবিতা। লুঙ্ অধুবীৎ। স্বাদি, লট্ ধূনোতি, ধূনুতে। ক্র্যাদি লট্ ধুনাতি, ধুনীতে।

ধুনোতি চম্পকবনানি ধুনোত্যশোকং
চূতং ধুনাতি ধুবতি স্ফুটিতাতিমুক্তং।
বায়ুর্বিধূনয়তি চম্পকপুষ্পরেণূন্
যৎকাননে ধবতি চন্দনমঞ্জরীঞ্চ॥" (কবির° ৮)

লিট্ দুধাব। দুধুবে। লুট্ ধোতা, ধবিতা। লৃট্ ধোষ্যতি-তে। ধবিষ্যতি-তে। লুঙ্ অধাবীৎ, অধাবিষ্টাং, অধাবিষুঃ। অধোষ্ট, অধাবিষ্ট। সন্ দুধূষতি-তে। যঙ্ দোধূয়তে। যঙ্লুক্ দোধোতি। ণিচ্ ধূনয়তি। অব+ধূ—নিরাশ। আ+ধূ—ঈষৎকম্প। উদ্+ধূ—উৎক্ষেপ। নির্+বি+ধূ—নিরাস। ক্ষয়।

"বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং।" (স্মৃতি)

ধূ—কম্পন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধূনয়তি-তে। লিট্ ধূনয়াংচকার, চক্রে। লঙ্ অদূধুনৎ-ত।

ধূপ—সন্তাপন। সন্তপ্তীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধূপায়তি-তে। লিট্ ধূপায়াংচকার, চক্রে। লুট্ ধূপায়িতা, ধূপিতা। লুঙ্ অধূপায়ীৎ, অধূপীৎ।

"ধূপায়তীব পটলৈর্নবনীরদানাং" (মাঘ)

ধূপ—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ধূপয়তি-তে। লিট্ ধূপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদূধুপৎ-ত।

ধূর—১ বধ। ২ গতি। ধূরী ধূর ধাতু। দিবাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ধূর্য্যতে। লিট্ দুধূরে। লুট্ ধূরিতা। লুঙ্ অধূরিষ্ট।

ধূর্ব—ধূর্বী ধূর্ব ধাতু। হনন। ভ্বাদি, পরস্মৈ সক, সেট্। লট্ ধূর্বতি। লিট্ দুধূর্ব্ব। লুঙ্ অধূর্বীৎ।

ধূশ—(ষ), (স)—শোভন। কান্তিকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধূশয়তি-তে। লিট্ ধূশয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদূধুশৎ-ত।

ধৃ—স্থিতি। ধৃতি। ভ্বাদি, উভয়পদী, স্থিতি অর্থে অক, ধৃতি অর্থে সক, অনিট্। লট্ ধরতি-তে। লিট্ দধার, দধ্রে। লুট্ ধর্ত্তা। লুঙ্ অধার্ষীৎ। অধৃত।

ধৃ—ধৃঙ্ ধৃ ধাতু। ১ পতন। ২ অবধ্বংসন। ভ্বাদি, আত্মনে, পক্ষে তুদাদি, অনিট্। লট্ ধরতে। তুদাদি পক্ষে ধ্রিয়তে।

"ধরতে যো ধ্রুবং ধর্ম্ম্যাং বীর্য্যাং ধারয়তি ধ্রুবং।
ধ্রিয়তে যত্র ধীঃ সম্যক্ ধ্রিয়তি শ্রীশ্চ শাশ্বতীঃ॥" (কবির° ৩৫)

লিট্ দধার, দধ্রে। লুঙ্ অধার্ষীৎ, অধার্ষ্টাং, অধার্ষুঃ। অধৃত, অধৃষাতাং, অধৃষত। কর্ম্মবাচ্যে ধ্রিয়তে। লুঙ্ অধারি। সন্ দিধীর্ষতি-তে। যঙ্ দেধ্রীয়তে। ণিচ্ ধারয়তি-তে। লঙ্ অদীধরৎ—ত।

উদ্+ধৃ—উত্তোলন করিয়া ধারণ। উদ্ধার।

ধৃ—ধারণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধারয়তি-তে। লিট্ ধারয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীধরৎ-ত।

"বৈণবীং ধারয়েদ্‌যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুং।" (মনু)

ধৃজ—গতি। ধ্রিজি ধ্রজ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধৃজতি। লিট্ দধৃজ। লুঙ্ অধৃজীৎ। কেহ কেহ এই ধাতু ইদিৎ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে লট্ ধর্জ্জতি। লিট্ দধর্জ্জ। লুঙ্ অধর্জ্জীৎ।

"হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিনাকধৃক্।" (স্মৃতি)

ধৃষ—১ সংহতি। ২ হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ভ্বাদি, সংহতি অর্থে অক° হিংসা অর্থে সক° সেট্। লট্ ধৃষ্ণোতি।

"ন ধৃষ্ণোতি গুরোরগ্রে ন ধর্ষতি নিজাঃ প্রজাঃ।
তমেব ধর্ষয়ত্যেকং।" (কবির° ৮৭)

লঙ্ অধৃষ্ণোৎ। লিট্ দধর্ষ, দধৃষতুঃ। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ধর্ষতি। লুট্ ধর্ষিতা। লৃট্ ধর্ষিষ্যতি। লুঙ্ অধর্ষীৎ, অধর্ষিষ্টাং, অধর্ষিষুঃ। সন্ দিধর্ষিষতি। যঙ্ দরীধৃষ্যতে। যঙ্লুক্ দরীধর্ষ্টি। ণিচ্ ধর্ষয়তি। লুঙ্ অদধর্ষৎ, অদীধৃষৎ।

ধৃষ—ক্রোধ। অভিভব। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধর্ষয়তি-তে। লিট্ ধর্ষয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীধৃষৎ-ত। অদধর্ষৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ধর্ষতি। লুঙ্ অধর্ষীৎ।

ধৄ—বয়োহানি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধৃণাতি। লিট্ দধার, দধরতুঃ। লুট্ ধরিতা, ধরীতা। লুঙ্ অধারীৎ।

ধে—ধেট্ ধে ধাতু। পান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ধয়তি। লিট্ দধৌ। লুট্ ধাতা। লৃট্ ধাস্যতি, আশীর্লিঙ্ ধেয়াৎ। লুঙ্ অধাৎ, অধাসীৎ। অদধৎ, অধাতাং, অধাসিষ্টাং, অদধতাং। কর্ম্মবাচ্যে ধীয়তে। লুঙ্ অধায়ি। সন্ ধিৎসতি। যঙ্ দেধীয়তে। যঙ্লুক্ দাধেতি। দাধাতি। ণিচ্ ধাপয়তি। সম্+ধে—সন্ধি।

"ন সন্ধয়তি কেনাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী নৃপঃ।" (কবির° ১৩২)

ধেক—দর্শন। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধেকয়তি। লিট্ ধেকয়াংচকার। লুঙ্ অদধেকৎ।

ধোর—১ গতি। ২ চাতুর্য্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, গতি অর্থে সক° চাতুর্য্য অর্থে অক° সেট্। লট্ ধোরতি।

"ধোরস্ত্যাধোরণাক্রান্তা বিনীতা যস্য বারণাঃ।"
(কবির°,১৩৯)

লিট্ দুধোর। লুঙ্ অধোরীৎ। ণিচ্ ধোরয়তি। লুঙ্ অদুধোরৎ।

ধ্মা—১ শঙ্খাদিবাদন। ২ অগ্নিসংযোগ। ৩ শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ ধমতি। লিট্ দধ্মৌ। দধ্মতুঃ। লুট্ ধ্মাতা। লৃট্ ধ্মাস্যতি। আশীর্লিঙ্ ধ্মেয়াৎ, ধ্মায়াৎ। লুঙ্ অধ্মাসীৎ। অধ্মাসিষ্টাং। কর্ম্মবাচ্যে ধ্মায়তে। লুঙ্ অধ্মায়ি। সন্ দিধ্মাসতি। যঙ্ দেধ্মীয়তে। যঙ্লুক্ দাধ্মেতি, দাধ্মাতি। ণিচ্ ধ্মাপয়তি। লুঙ্ অদিধ্মপৎ। ক্ত—ধ্মাত। আ+ধ্মা—শব্দ। দাহ। স্ফীতি।

ধ্যৈ—চিন্তা। ধ্যান। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ধ্যায়তি, লিট্ দধ্যৌ। দধ্যতুঃ। লুট্ ধ্যাতা। লৃট্ ধ্যাস্যতি। আশীর্লিঙ্ ধ্যেয়াৎ, ধ্যায়াৎ। লুঙ্ অধ্যাসীৎ, অধ্যাসিষ্টাং। সন্ দিধ্যাসতি। যঙ্ দাধ্যায়তে। যঙ্লুক্ দাধ্যাতি। ণিচ্ ধ্যাপয়তি। লুঙ্ অদিধ্যপৎ। অনু+ধ্যৈ—অনুস্মরণ। চিন্তা। অনুগ্রহ। অভি+ধ্যৈ—চিন্তা। সঙ্কল্প। পরধনলিপ্সা। নি+ধ্যৈ—স্মরণ-দর্শন।

"নির্বর্ণনন্তু নির্ধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণং।" (অমর)

ধ্রজ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্রজতি। লিট্ দধ্রাজ। লুঙ্ অধ্রাজীৎ, অধ্রজীৎ। কেহ কেহ এই ধাতু ইদিৎ বলেন। তাহাদের মতে ধ্রঞ্জতি। লিট্ দধ্রঞ্জ। লুঙ্ অধ্রঞ্জীৎ। কর্ম্মবাচ্যে ধ্রজ্যতে। ধ্রঞ্জ্যতে।

ধ্রণ—শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ধ্রণতি। লিট্ দধ্রাণ। লুঙ্ অধ্রণীৎ, অধ্রাণীৎ।

ধ্রস—উঞ্ছবৃত্তি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, পক্ষে চুরাদি, অক, সেট্। লট্ ধ্রস্নাতি। লিট্ দধ্রাস। লুঙ্ অধ্রসীৎ, অধ্রাসীৎ। চুরাদি পক্ষে ধ্রাসয়তি। লিট্ ধ্রাসয়াংচকার। লুঙ্ অদধ্রাসৎ।

ধ্রা—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্রাতি। লিট্ দধ্রৌ। লুঙ্ অধ্রাসীৎ।

ধ্রাক্ষ—ধ্রাক্ষি ধ্রাক্ষ ধাতু। ঘোর রব। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্রাঙ্ক্ষতি। লিট্ দধ্রাঙ্ক্ষ। লুঙ্ অধ্রাঙ্ক্ষীৎ। কর্ম্মবাচ্যে ধ্রাঙ্ক্ষ্যতে।

ধ্রাখ—১ শোধন। ২ শক্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্রাখতি। লিট্ দধ্রাখ। লুঙ্ অধ্রাখীৎ। ঋদিৎ হইলে অদধ্রাখৎ-ত।

ধ্রাখ—শক্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ধ্রাঘতে। লিট্ দধ্রাঘে। লুঙ্ অধ্রঘিষ্ট। ঋদিৎ হইলে অদধ্রাঘৎ-ত।

ধ্রাড়—খিভেদ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ধ্রাড়তে। লিট্ দধ্রাড়ে। লুঙ্ অধ্রাড়িষ্ট।

ধ্রিজ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্রেজতি। লিট্ দিধ্রেজ। লুঙ্ অধ্রেজীৎ।

ধ্রু—১ স্থৈর্য্য। ২ সর্পণ গতি। তুদাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ভ্বাদি, ধৈর্য্য অর্থে অক° গতি অর্থে সক°। লট্ ধ্রুবতি। ভ্বাদি পক্ষে ধ্রবতি। লিট্ দধ্রাব। দুধ্রোব। দুধ্রুবতুঃ। লুট্ ধ্রোতা। ধ্রবিতা। লৃট্ ধ্রোষ্যতি, ধ্রবিষ্যতি। লুঙ্ অধ্রৌষীৎ। অধ্রাবীৎ। তুদাদি পক্ষে ধ্রুতা। ধ্রবিতা। লৃট্ ধ্রষ্যতি, ধ্রবিষ্যতি। লুঙ্ অধ্রবীৎ, অধ্রুবীৎ। অধ্রুষ্টাং, অধ্রুবিষ্টাং।

ধ্রে—তৃপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ ধ্রায়তি। লিট্ দধ্রৌ। লুঙ্ অধ্রাসীৎ।

ধ্বজ—গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্বজতি। লিট্ দধ্বাজ। লুঙ্ অধ্বজীৎ, অধ্বাজীৎ। কেহ কেহ এই ধাতু ইদিৎ বলিয়া থাকেন তাহাদের মতে লট্ ধ্বঞ্জতি। লিট্ দধ্বঞ্জ। লুঙ্ অধ্বঞ্জীৎ।

ধ্বণ—[ধ্বন দেখ।]

ধ্বন—শব্দ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ধ্বনতি।

"ধ্বনন্তি যদ্গুণান্ মর্ত্ত্যা ধ্বনয়ন্তি চ খেচরাঃ।" (কবির°২৫৫)

লিট্ দধ্বান। লুট্ ধ্বনিতা। লৃট্ ধ্বনিষ্যতি। লুঙ্ অধ্বনীৎ, অধ্বানীৎ। সন্ দিধ্বনিষতি। যঙ্ দন্ধ্বন্যতে। যঙ্লুক্ দন্ধ্বন্তি। ণিচ্ ধ্বনয়তি।

ধ্বন—শব্দ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধ্বনয়তি। লিট্ ধ্বনয়াংচকার। লুঙ্ অদিধ্বনৎ।

ধ্বংস—১ ধ্বংস, অধঃপতন। ২ গমন। ভ্বাদি, আত্মনে, অক°, গতি অর্থে সক° সেট্। লট্ ধ্বংসতে। লিট্ দধ্বংসে। লুট্ ধ্বংসিতা। লৃট্ ধ্বংসিষ্যতে। লুঙ্ অধ্বংসৎ, অধ্বংসিষ্ট। সন্ দিধ্বংসিষতে। যঙ্ দনীধ্বস্যতে। যঙ্লুক্ দনীধ্বস্তি। ণিচ্ ধ্বংসয়তি। লুঙ্ অদধ্বংসৎ।

ধ্বৃ—কুটিলীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ধ্বরতি। লিট্ দধ্বার। লুট্ ধ্বর্ত্তা। লুঙ্ অধ্বরীৎ।

ধাতু—প্রাচীনকালে আকরিক পদার্থ মাত্রকেই ধাতু বলিত। ইংরাজীতে Mineral বলিলে সচরাচর যাহা বুঝায়, ধাতু বলিলেই বোধ করি এইরূপ "অশ্মবিকৃতি" বুঝাইত।

"সুবর্ণ-রূপ্য-মাণিক্য-হরিতাল-মনঃশিলাঃ।
গৈরিকাঞ্জন-কাসীস-সীস-লোহাঃ সহিঙ্গুলাঃ।
গন্ধকোহভ্রক মিত্যাদ্যা ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥"

ইত্যাদি বচনে এই রূপই বোধ হয়। ক্রমশঃ ধাতু শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে এবং কতিপয় বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট খনিজ দ্রব্য ঐ নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। ধাতুর সংখ্যা কখনও সাত, কখনও আট, কখনও বা নয়, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, রঙ্গ, যশদ (দস্তা), সীস, লৌহ, এই সপ্ত ধাতু। পারদসমেত লইয়া ধাতুর সংখ্যা আট। কাঁসা ও পিতল যোগ করিয়া নয়। কাঁসা ও পিতল যে অন্যান্য ধাতু মিশাইলে উৎপন্ন হয়, তাহার নির্ণয় হইলে ধাতুর তালিকা হইতে তাহাদের নাম সরাইয়া উপধাতু নামে আর এক শ্রেণীর পদার্থ মধ্যে উহাদিগকে নিবেশিত করা হয়। উপধাতু বলিলে কাংস্য, পিত্তলাদির মত মিশ্রধাতু বুঝাইত। ইহাদের ইংরাজী নাম alloy.

ধাতুর ব্যবহারের সহিত মানবজাতির সভ্যতার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। অতি প্রাচীনকালে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিত না। তাহার কারণ এই যে অধিকাংশ ধাতুই বিশুদ্ধ ও ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রমে ও বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বনে আকরিক পদার্থ হইতে বাহির করিয়া শোধন করিয়া লইলে তবে ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে শিলাখণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। শিলাখণ্ড মাজিয়া ঘষিয়া অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। ক্রমে ব্রঞ্জাদি উপধাতু আবিষ্কৃত হয় ও ক্রমশঃ লৌহ ও অপরাপর ধাতু আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

লৌহ আবিষ্কারের পর হইতে মনুষ্যজাতির সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। লৌহ নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বহু পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া অন্যান্য ধাতুর অপেক্ষা মূল্যেও কম। বর্ত্তমানকালে সমুদয় ধাতুর মধ্যে লৌহেরই প্রাধান্য; কিন্তু এই প্রাধান্য চিরকালই অব্যাহত থাকিবে তাহা বলা যায় না। Aluminium নামক ধাতু বোধ হয় লোহার অপেক্ষাও অধিক কাজে লাগিতে পারে; পৃথিবীতে লৌহের অপেক্ষাও প্রচুরতর পরিমাণে এই ধাতু বর্ত্তমান। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই ধাতু বিশুদ্ধ আকারে বাহির করা কষ্টসাধ্য; এই জন্য এখনও ইহার মূল্য লোহার তুলনায় অনেক অধিক।

উল্লিখিত আটটী বিশুদ্ধ ধাতুর মধ্যে কোনটী কখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ করা কঠিন।

সকল ধাতু সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ কোন ধাতু কোন প্রদেশে কোনটী অন্য প্রদেশে প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবেক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

অষ্টধাতুর মধ্যে তাম্র বহুদিন হইতে প্রচলিত এবং পিত্তলেরও আবিষ্কার প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। তাম্রের সহিত পিত্তলের একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রাচীন গ্রীকেরা জানিতেন। কিন্তু পিত্তল একটা উপধাতু মাত্র, ইহার মধ্যে তাম্র ও আর একটা স্বতন্ত্র ধাতু দস্তা বর্ত্তমান আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আবিষ্কার। য়ুরোপীয় রাসায়নিকদের মধ্যে বেসিল বালেন্তাইনের গ্রন্থে দস্তার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তৎপরে পারাসেল্‌সস্‌ দস্তাকে ধাতুর তালিকায় নিবেশিত করেন। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দস্তার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। পোর্ত্তুগীজেরা এই ধাতু ভারতবর্ষে প্রথম আনয়ন করেন, তৎপরে উহা বৈদ্যকশাস্ত্রে গৃহীত হয়।

প্রাচীনকালে পরিচিত ধাতু পদার্থগুলি তাহাদের গুরুত্ব, ঔজ্জ্বল্য, ঘাতসহত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা পণ্ডিতদের যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেকে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে ঐ সকল পদার্থ মনুষ্য জাতির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিত, বিভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন পদার্থ সকল মনুষ্য শরীরে নানাবিধ ফল উৎপাদন করিয়া বৈদ্যক শাস্ত্রেও ব্যবহৃত হইতেছিল। পণ্ডিতেরা বিবিধ কাল্পনিক ধর্ম্ম ও কাল্পনিক সম্পর্ক ধাতুগণের উপর আরোপ করিতেন। য়ুরোপে এককালে সাতটি বিশুদ্ধ ধাতু ও সাতটি গ্রহ পণ্ডিতদের পরিচিত ছিল। এক এক গ্রহের সহিত এক এক ধাতুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রহপতি সূর্য্যের সহিত ধাতুপতি সুবর্ণের, কোমলকান্তি চন্দ্রের সহিত রৌপ্যের, তাম্রবর্ণ মঙ্গলের সহিত তাম্রের, চঞ্চলপ্রকৃতি দেবদূত বুধের (মার্কুরির) সহিত পারদের, ইত্যাদি।

"হরিতালং হরেবীর্য্যং লক্ষ্মীবীর্য্যং মনঃশিলা,
পারদং শিববীর্য্যং স্যাৎ গন্ধকং পার্ব্বতীরজঃ।"

ইত্যাদি বাক্যেও এইরূপ কাল্পনিক সম্বন্ধারোপের চেষ্টা দেখা যায়। বিষ্ণু কোন অসুরকে বধ করিলেন, নিহত অসুরের মাংস হইতে তাম্র, শোণিত হইতে স্বর্ণ, অস্থি হইতে রৌপ্য উৎপন্ন হইল, ইত্যাদি নানাবিধ উপাখ্যান পুরাণাদি গ্রন্থে কীর্ত্তিত আছে। অদ্যাপি তান্ত্রিক মতাবলম্বী ও সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোকে এইরূপ উপাখ্যানাদির সাহায্যে সাধারণের কল্পনাবৃত্তি চালিত করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। বিশুদ্ধ ধাতু জীর্ণ হইয়া শরীর মধ্যে প্রবেশলাভ করে না, এই জন্য ধাতুকে সাধারণতঃ ভস্ম করিয়া লইতে হয়; অথবা জারণমারণাদি প্রক্রিয়া দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয়। তাম্র, সীস ও পারদ হইতে উৎপন্ন পদার্থ সাধারণতঃ মনুষ্য শরীরে বিষের কার্য্য করে। উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে ইহারা বিবিধ রোগের প্রশমনে সমর্থ হয়।

উল্লিখিত আটটি বিশুদ্ধ ধাতুব্যতীত আন্টিমনি, বিসমথ, আর্সেনিক প্রভৃতি কতিপয় ধাতু অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পরিচিত বিশুদ্ধ ধাতুর সংখ্যা এগার বারটির অধিক ছিল না। সেই সময়ে বিখ্যাত সার হম্‌ফ্রী ডেবী তাড়িতপ্রবাহ সাহায্যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ক্ষার পদার্থ হইতে অনেকগুলি নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন।

তার পর এই প্রণালী ও অন্যান্য প্রণালী অবলম্বনে অনেকগুলি নূতন ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে। আবিষ্কারের তারিখ বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেওয়া সম্ভবপর নহে। কৌতূহলী ব্যক্তি অন্যত্র তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বুনসেন ও কির্কফ (Bunsen and Kirchhoff) আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা নূতন ধাতু-পদার্থ আবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করেন। তাহার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি নূতন ধাতু এই অদ্ভুত উপায়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রণালীর অসাধারণ ক্ষমতা। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে সর নর্মান লকিয়ার সূর্য্যের আলোক পরীক্ষা করিয়া সূর্য্যের মধ্যে এক নূতন ধাতুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন ও সূর্য্যের গ্রীক নামানুসারে তাহার হিলিয়ম্ (Helium) নামকরণ করেন, সে সময়ে পৃথিবীতে ঐ ধাতুর অস্তিত্ব কেহ জানিত না। সম্প্রতি দুই বৎসর মাত্র উহার পার্থিব অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পরিচিত মূলপদার্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর। তন্মধ্যে পোনেরটি বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলিকে ধাতুর মধ্যে গণনা করা যায়।

শ্রেণী বিভাগ—মূল পদার্থগুলিকে দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর ইংরাজি নাম metal ও non-metal or metalloid প্রথম শ্রেণীকে আমরা ধাতু ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অপধাতু বলিব। অপধাতুর সংখ্যা পোনেরটি মাত্র। আর্সেনিক ও উদজানকে ধাতুর মধ্যে গণ্য করিলে অপধাতুর সংখ্যা তেরটিমাত্র দাঁড়ায়। নিম্নের তালিকায় ধাতুগণের নাম ও পারমাণবিক গুরুত্ব atomic weight দেওয়া গেল। এই তালিকাভুক্ত ধাতু ব্যতীত আরও ধাতু পৃথিবীতে বা অন্য জ্যোতিষ্কে বিদ্যমান থাকিতে পারে। তাহাদের আবিষ্কার কালসাপেক্ষ।

তালিকায় প্রদত্ত ধাতুগণের নামকরণ সম্বন্ধে একটা কথা

বলা আবশ্যক। স্বর্ণাদি কতিপয় ধাতুর দেশীয় সংস্কৃত নাম প্রচলিত আছে। নবাবিষ্কৃত ধাতুসকলের ইংরাজি নাম বা লাটিন নাম বাঙ্গালায় অনুবাদের কোনরূপ বন্দোবস্ত হয় নাই। সাধারণের সম্মত অনুবাদের প্রথা গৃহীত হইবার পূর্ব্বে বৈদেশিক নামগুলিই অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

এই জন্ত এই তালিকায় আমরা নামগুলি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলাম। লাটিন নামের শেষে um বা ium স্থানে আমরা সাধারণতঃ 'ক' ব্যবহার করিলাম ; আর বাঙ্গালায় উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ দুই এক জায়গায় উচ্চারণের একটু আধটু ব্যতিক্রম করা গেল। কিন্তু এই সামান্ত পরিবর্ত্তনে নাম চিনিয়া লইবার কোন অসুবিধা ঘটিবে না।

১। (ক)	লিথক (Lithium)	৭
	সর্জ্জক (Sodium, natrum)	২৩
	পটাশক (Potassium, kalium)	৩৯
	রুবীদক (Rubidium)	৮৫
	কীশক (Caesium)	১৩৩
(খ)	তাম্র (Copper, cuprum)	৬৩
	রৌপ্য (Silver, argentum)	১০৮
২।	স্বর্ণ (Gold, aurum)	১৯৭
(ক)	বেরিলক (Beryllium)	৯
	মগ্নীশক (Magnesium)	২৪
	কালক (Calcium)	৪০
	স্ত্রংশক (Strontium)	৮৭.৩
	বেরক (Barium)	১৩৭
(খ)	যশদ, দস্তা (Zincum)	৬৫
	কদমক (Cadmium)	১১২
	পারদ (Mercury, hydrargyrum)	২০০
৩। (ক)	স্কন্দক (Scandium)	৪৪
	ইত্রিক (Yttrium)	৮৯.৬
	লন্থনক (Lanthanum)	১৩৮.৫
	ইত্তর্বিক (Ytterbium)	১৭৩
	থোরক (Thorium)	২৩২
(খ)	অলুমীনক (Aluminium)	২৭
	গলক (Gallium)	৭০
	ইন্দুক (Indium)	১১৩
	থল্লক (Thallium)	২০৩.৭
৪। (ক)	তিতানক (Titanium)	৪৮
	সির্কনক (Zirconium)	৯০.৪
	সীরক (Cerium)	১৪১.২
(খ)	জর্মণক (Germanium)	৭২
	রঙ্গ (Stannum, tin)	১১৮
	সীসক (Lead, plumbum)	২০৭
৫। (ক)	বনদক (Vanadium)	৫১.১
	নবক (Niobium)	৯৩.৭
(খ)	আর্সেনিক (Arsenicum)	৭৫
	আস্তিমনি (Stibium, antimony)	১২০
	বিসমথ (Bismuth)	২০৭.৫
৬।	ক্রোমক (Chromium)	৫২
	মোলিদক (Molybdenum)	৯৬
	তুঙ্গস্তক (Tungsten)	১৮৪
	বরুণক (Uranium)	২৩৯.৮
৭।	মঙ্গনক (Manganese)	৫৫
৮। (ক)	লৌহ (Ferrum, Iron)	৫৬
	কোবাল্ট (Cobalt)	৫৯
	নিকেল (Nickel)	৫৯
(খ)	রুথীনক (Ruthenium)	১০৩.৫
	হ্রদক (Rhodium)	১০৪
	পল্লদক (Palladium)	১০৬
	অশ্মক (Osmium)	১৯১
	ইরিদক (Iridium)	১৯২.৫
	প্লাতিনক (Platium)	১৯৫
(গ)	হেলিক (Helium)	৪(?)

ক্ষার, ভস্ম, লবণ।—বৈদ্যক শাস্ত্রে ও অন্যত্র উক্ত নামে প্রসিদ্ধ কতকগুলি পদার্থের নাম পাওয়া যায়। ধাতুদের সহিত উহাদের সম্বন্ধ-বিচার আবশ্যক। কাঠ, পাতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে চলিত ভাষায় ভস্ম বলে। এই সকল ভস্ম প্রায় ক্ষারগুণযুক্ত। বিশেষ উদ্ভিজ্জ-ভস্মে ক্ষারগুণ বিশেষ মাত্রায় দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে বিবিধ ধাতুকে ভস্মে পরিণত করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। আমাদের খাদ্য লবণ ব্যতীত সোরা, সাজিমাটি প্রভৃতি পদার্থকেও লবণ বলিয়া অভিহিত দেখা যায়। ফলে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত ক্ষার, ভস্ম ও লবণ এই তিনটী শব্দের নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ বাহির করা দুরূহ। অনেক সময়ে একই পদার্থ তিন নামেই উক্ত হইয়া থাকে।

লৌহ, সীস, তাম্রপ্রভৃতি দ্রব্য উত্তপ্ত ও দ্রব অবস্থায় বায়ুস্থিত অম্লজানের (Oxygen) সহিত যোগে বিকৃত

হয়। এই বিকারের পরিণামে উৎপন্ন পদার্থের সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম Oxide, সংস্কৃতে ইহাদিগকে ভস্ম বলিত ও ইংরাজীতে Calx বলিত।

ধাতু পদার্থের এইরূপে ভস্মীকরণ অম্লজান বায়ুর যোগে ঘটিয়া থাকে। রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী লাবোয়শির (Lavoisier) এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন। বৈদ্যশাস্ত্রে বা প্রচলিত ভাষায় যে সমুদয় পদার্থ ভস্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহারা সকলেই Oxide নহে; আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রে উহাদের অনেককে লবণের মধ্যে গণ্য করিবে।

আধুনিক রসায়নে ক্ষার (base) ও লবণ (salt) এই দুই শব্দ নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অম্লনামে আর এক শ্রেণীর পদার্থের রসায়ন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। চুণ একটা ক্ষার পদার্থ ও লেবুর রস একটা অম্ল পদার্থ। উহারা কতকটা বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। উভয়ের এক একটা বিশেষরূপ আস্বাদন আছে। কাগজে জবা-ফুলের রস মাখাইলে নীল রঙ্ হয়। এক ফোঁটা লেবুর রস দিলে ঐ নীল রক্তবর্ণে পরিণত হয়। আবার চুণের জল দিলে ঐ রক্তবর্ণ নীল বর্ণে পরিণত হয়। ক্ষার ও অম্ল কতক পরিমাণে বিপরীত বা বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত। অম্ল পদার্থে ক্ষার মিশাইলে অম্লের অম্লত্ব ও ক্ষারের ক্ষারত্ব নষ্ট হয়। উভয় দ্রব্য মিলিয়া যে না-ক্ষার না-অম্ল নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার পারিভাষিক নাম 'লবণ'।

সোডা, পটাশ প্রভৃতি পদার্থ চুণের অপেক্ষাও তীব্র ক্ষারধর্ম্মযুক্ত। গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric acid), মহা-দ্রাবক বা যবক্ষারদ্রাবক (Nitric acid) প্রভৃতি তীব্র অম্ল-ধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু একে অন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করে। যবদ্রাবক (Nitric acid) পটাশে মিশাইলে সোরা (Nitre) তৈয়ার হয়। সুতরাং সোরা একটি লবণ মাত্র।

সাধারণ নিয়ম এই। ধাতু দ্রব্য অম্লজান যোগে দগ্ধ হইয়া যে (Oxide) পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম ক্ষার। গন্ধক, প্রস্ফুরক (Phosphorus), অঙ্গার প্রভৃতি অপধাতু অম্লজান যোগে যে পদার্থে পরিণত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম অম্ল। ক্ষার ও অম্ল উভয়যোগে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়—তাহাদের সাধারণ নাম লবণ (Salt)।

তাম্রচূর্ণ বায়ু মধ্যে উত্তপ্ত করিলে উহা যে ভস্মে পরিণত হয়, তাহা এই পরিভাষানুসারে ক্ষার। উহার ইংরাজি নাম Cupric oxide, উহাতে খানিকটা গন্ধকদ্রাবক ঢালিলে দ্রাবকের তীব্র অম্ল গুণ নষ্ট হইবে। পরিণামে যে পদার্থ হইবে, উহা তুঁথ, নীলাঞ্জন বা তুঁতে (Cupric sulphate বা Blue vitriol) নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং অবলম্বিত পরি-ভাষা মতে তুঁতে লবণের মধ্যে গণ্য হইবে। খানিকটা তুঁতে জলে গলাইয়া তাহাতে লৌহখণ্ড নিক্ষেপ করিলে, এই লৌহের গায়ে তামা জমিতে থাকে। লোহা ক্রমে ক্ষয় পায় ও তাম্রের স্থান গ্রহণ করিয়া গন্ধক-দ্রাবকের সহিত মিশিয়া আর একটা লবণের উৎপাদন করে; এই লবণটা হীরাকস (কাসীস green vitriol, ferrous Sulphate) হইতে অভিন্ন।

তুঁতে, হীরাকস প্রভৃতি যে অর্থে লবণ, ঐ অর্থে আরও অগণ্য পদার্থকে লবণ-শ্রেণী মধ্যে নিবেশিত করা যাইতে পারে। অম্লজান-যোগে উৎপন্ন Oxide মাত্রকে যদি ভস্ম বলা যায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ ধাতুজ ভস্মকে ক্ষার ও অপধাতুজ ভস্মকে অম্ল বলা যাইতে পারে এবং লবণ মাত্রের এক অংশ ক্ষার ও অন্য অংশ অম্ল। এই অর্থে ভস্ম মাত্র দেখিতে ছাইয়ের মত হইবে না; এমন কি অনেক বায়বীয় পদার্থ ভস্ম আখ্যা পাইবে। এমন কি উপরে ক্ষার ধর্ম্ম ও অম্ল ধর্ম্ম-নিরূপণের জন্য যে আস্বাদাদি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাও চলিবে না। কয়লা পোড়াইলে যে অদৃশ্য বায়ু উৎপন্ন হয়, গন্ধক পোড়াইলে যে ধূঁয়ার মত তীব্র-গন্ধী পদার্থ জন্মে, এমন কি কঠিন বালুকা পর্য্যন্ত এই পারিভাষিক অর্থে ভস্মের মধ্যে গণ্য হইবে। বায়ু মধ্যে সীসা দ্রব করিলে যে মল বা ভস্ম পড়িয়া যায়, লোহার গায়ে যে মরীচা পড়ে, এই সকল ক্ষার মধ্যে গণ্য হইবে। আর সোরা (nitre) সর্জ্জিকক্ষার (সাজি, মাটি, Comon washing soda), তুঁতে (blue vitriol), হীরাকস (green vitriol), ফট্‌কিরি (alum), খড়ি (chalk), মার্ব্বেল, সফেদা (white lead), ডাক্তারদের ব্যবহৃত কষ্টিক (lunar caustic), অস্থি-ভস্ম (bone-ash), এমন কি মাটি, কাচ, অভ্র, প্রস্তর, সাবান প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য লবণ-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবে।

ফলে অম্লজানের সহিত প্রায় যাবতীয় ধাতু ও অপধাতুর রাসায়নিক মিলন ঘটে এবং কাল সহকারে প্রায় সমুদয় পার্থিব ধাতু ও অপধাতু বায়ুস্থিত অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া বিবিধ ক্ষার ও বিবিধ অম্লের উৎপাদন করিয়াছে। এই সমুদয় ক্ষার ও অম্ল পদার্থও আবার কালসহকারে পরস্পর সমবায়ে নানাবিধ লাবণিক দ্রব্যের উৎপাদন করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ নির্ম্মাণ ও তাহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

অম্লজান ব্যতীত গন্ধক, ক্লোরীন প্রভৃতি অপধাতুর সহিত বিবিধ ধাতু পদার্থের সমবায়ে নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ফলে স্বর্ণ, প্লাতিনক প্রভৃতি কতিপয় ধাতু ভিন্ন অন্যান্য সমুদয় ধাতু আকর মধ্যে অন্যান্য যৌগিক পদার্থের মধ্যে বিকৃত অবস্থায় অবস্থান করে। বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। ভূপৃষ্ঠে যে সকল খনিজ আকরিকের বা যৌগিক পদার্থের মধ্যে ধাতু বর্ত্তমান, বিবিধ উপায়ে বিশ্লেষণ দ্বারা তন্মধ্য হইতে ধাতুকে নিষ্কাশন করিয়া লইতে হয়।

ধাতু-নিকাশনের বিবিধ প্রণালী।—(১) ক্ষার, অম্ল বা লাবণিক ধাতব পদার্থকে জলে বা উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া তন্মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চালাইলে সেই পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়। তাড়িত প্রবাহোৎপাদক ব্যাটারির দুই প্রান্ত হইতে দুই গাছি তার আনিয়া সেই দ্রব পদার্থে ডুবাইয়া রাখিলে, একটা তারের নিমগ্ন প্রান্তে বিশুদ্ধ ধাতু জমিতে থাকে। আজকাল গিল্টি করিবার জন্য এই উপায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ হম্ফরী ডেবী এই উপায় অবলম্বনে পটাসক, সর্জ্জক প্রভৃতি অনেকগুলি ধাতু নূতন আবিষ্কার করেন এবং ঐ সকল ধাতুর অল্পপরিমাণে নিষ্কাশনের জন্য ঐ প্রণালী এখনও অবলম্বিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ফরাসী রসায়নবিৎ মোয়াসাঁ (Moissan) একরূপ তাড়িত চুল্লী (electric furnace) নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ঐ যন্ত্রে প্রবল তাড়িত-প্রবাহ ও প্রবল উত্তাপ যোগে অলুমীন প্রভৃতি ধাতুও অল্প সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

(২) উপরে বলা গিয়াছে, তুঁতে জলে দ্রব করিয়া তাহাতে লোহা ফেলিয়া দিলে লোহার গায়ে তামা জমিতে থাকে। লোহাটা ক্রমে ক্ষয় পায়। এইরূপে তাম্রজ লবণ হইতে তাম্র বাহির করা যায়। লোহার বদলে যেমন তামা বাহির হয়, এইরূপ দস্তার বদলে সীসা, তামার বদলে রূপা ইত্যাদি ক্রমে এক ধাতুর বদলে অন্য ধাতু বিশুদ্ধ অবস্থায় বাহির করা যাইতে পারে।

(৩) স্বর্ণ, প্লাতিনক প্রভৃতি কতিপয় ধাতু অন্য পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে না; উহাদিগকে প্রায় খাঁটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়; তবে বিশেষ সাবধান হইয়া ময়লা মাটি সরাইয়া বাছিয়া লইতে হয়। স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা প্রচুর পরিমাণ বালি মাটি ও অন্য দ্রব্যের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। জলে ধুইয়া লইলে হাল্কা ময়লা অপসারিত হয়, গুরুভার স্বর্ণ-কণিকাগুলি নীচে পড়িয়া যায়।

পারদের সহিত স্বর্ণাদির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যে মৃৎস্তূপ মধ্যে স্বর্ণরেণু আছে, তাহাতে পারদ মাখাইলে স্বর্ণ পারদে সংযুক্ত হয়। পরে উত্তাপ দ্বারা পারদকে তাড়াইয়া দিলে বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া যায়।

(৪) লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি যে সকল ধাতু প্রভূত পরিমাণে সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাদিগকে আকরিক হইতে বাহির করিবার সাধারণ প্রণালী এক্ষণে বলা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর পক্ষে আকরিকের অবস্থাভেদে ও প্রাদেশিক সুবিধাভেদে এই সাধারণ প্রণালীর বিবিধ রূপান্তর প্রচলিত আছে কিন্তু মূলতঃ এইরূপে এই প্রণালী বুঝান যাইতে পারে। সমগ্র প্রণালী মধ্যে তিনটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া পর পর ব্যবহার করিতে হয়।

প্রথম।—আকরিককে চূর্ণ করিয়া প্রথমে বায়ু সহযোগে প্রবল উত্তাপ প্রয়োগে পোড়াইতে বা ঝলসাইতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে গন্ধক, প্রভৃতি পদার্থ দগ্ধ হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায়। ধাতু কার্বনেট্, নাইট্রেট বা তদ্বিধ অবস্থায় থাকিলে তাহার বাষ্পীয় ভাগ উত্তাপযোগে বাহির হইয়া যায়।

মোটের উপর।—শেষ পর্য্যন্ত ধাতুর Oxide বা অম্লজান-যুক্ত ভস্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইংরাজিতে এই প্রক্রিয়াকে Roasting or Calcination বলে।

দ্বিতীয়।—এইবার সেই ধাতুভস্ম বা Oxide এর সহিত কয়লা (অঙ্গার বা পাথর কয়লা) মিশাইয়া পুনশ্চ উত্তাপ-প্রয়োগ করিতে হয়। কয়লা সেই ভস্ম হইতে অম্লজানকে টানিয়া লইয়া নিজে বায়বীয় অবস্থায় উদ্গত হয়। বিশুদ্ধ ধাতু অম্লজান বিমুক্ত হইয়া অবশিষ্ট থাকে। এই প্রক্রিয়ার নাম Reduction or Snelting.

তৃতীয়।—অম্লজান দূরীকরণের পরও এক ধাতু সহিত অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত থাকিতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক উপায়ে এই সকল ধাতুকে তফাত করিয়া ফেলিতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন সাধারণ নিয়ম দেওয়া চলে না। এই প্রক্রিয়ার নাম Purification.

এই তিন প্রক্রিয়া সমাহিত হইলে ধাতু বিশুদ্ধ ও ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধাতুর পক্ষে বিশেষ বিশেষ নিয়ম তত্তদ্বিষয়ক রাসায়নিক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ধাতু পদার্থের লক্ষণ।—ধাতুর বিশিষ্টতা কি? ধাতু ও অপধাতু মধ্যে পার্থক্য কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। প্রাচীনকালে যে কয়টা ধাতু পরিচিত ছিল, তাহাদের কতিপয় বিশিষ্ট ধর্ম্ম ছিল। অন্যান্য পদার্থে সেই সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের অভাব ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, রঙ্গ, লৌহ, পারদ, এই কয়েকটি ধাতুই গুরুভারবিশিষ্ট, বিশেষ ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ও চাকচিক্যবিশিষ্ট, সকলেই (পারদ অবশ্য সংহত ও কঠিন অবস্থায়) ঘাতসহ; উহাদিগকে পিটিলে পাত হয়, টানিলে তার হয়, বাজাইলে একপ্রকার বিশেষ রূপ শব্দ উঠে। ইত্যাদি ধর্ম্ম ধাতবত্বের নির্ণায়ক ছিল। কিন্তু এক্ষণে পরিমিত ধাতুর সংখ্যা এত অধিক ও তাহারা এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত, যে এইরূপ ধাতু পদার্থের বিশেষ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। পটাশক, সর্জ্জক প্রভৃতি ধাতু জল অপেক্ষা লঘু; আন্টিমনি, বিসমথ প্রভৃতি তেমন ঘাতসহ নহে এবং তেলূরক (Tellurium) নামক অপধাতু, গ্রাফাইট নামক অঙ্গার, (যাহা দ্বারা পেন্‌সিল তৈয়ার হয়) এই সকল পদার্থ ধাতু না হইলেও ধাতুর মত চাকচিক্যশালী। প্রকৃতপক্ষে ধাতু ও অপধাতু এই দুইটি নামের পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়াই কঠিন। কতকগুলি পদার্থ আছে, যথা—আর্সেনিক, আন্টিমনি, তেলূরক ইত্যাদি। ইহারা কতকগুলি গুণে ধাতুর শ্রেণীতে, আবার অন্যগুণে অপধাতুর শ্রেণীতে পড়িতে পারে। নিম্নে কতিপয় স্থূল ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতেছে; অধিকাংশ ধাতুতেই এই ধর্ম্মগুলি আছে; তবে নিয়মের ব্যভিচারের উদাহরণও বহুল বর্ত্তমান।

(১) ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ অপধাতুর অপেক্ষা অধিক। জলের তুলনায় প্লাতিনকের গুরুত্ব ২১, স্বর্ণের ১৯, পারদের ১৩·৫, সীসকের ১১ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে পটাশক, সর্জ্জক, লিথক প্রভৃতি জলের অপেক্ষা লঘু।

(২) অত্যন্ত উষ্ণ না হইলে ধাতু পদার্থ দ্রবীভূত ও বাষ্পীভূত হয় না। ধাতুর মধ্যে এক পারদ সহজে তরল এবং নবাবিষ্কৃত হেলিক বায়বীয়। অম্লজানাদি অপধাতু সহজ অবস্থায় বায়বীয় ও ব্রোমীন তরল অবস্থায় থাকে। গন্ধক, আয়োদীন, আর্সেনিক সহজেই বাষ্পীভূত হয়। পক্ষান্তরে অঙ্গার, শিলিক, বোরক প্রভৃতি অতিপয় অপধাতু সহজে দ্রবীভূত বা বাষ্পীভূত হয় না।

(৩) তাপ ও তাড়িত পরিচালনের ক্ষমতা ধাতু পদার্থের অত্যন্ত অধিক। অপধাতু সাধারণতঃ অপরিচালক।

অপধাতুর মধ্যে গ্রাফাইট অঙ্গার, তেলূরক প্রভৃতির পরিচালন ক্ষমতা কিছু অধিক।

(৪) ঘাতসহতা, তান্তবতা, প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম ধাতু পদার্থে বর্ত্তমান। এজন্য উহাদিগকে পিটিয়া ও টানিয়া তার করা চলে।

অপধাতুর মধ্যে যে গুলি সহজে কঠিন অবস্থায় থাকে, (যেমন অঙ্গার গন্ধক ইত্যাদি) তাহারা সাধারণতঃ ভঙ্গপ্রবণ।

(৫) ধাতু পদার্থের পৃষ্ঠদেশে একরূপ ঔজ্জ্বল্য বা চাক্‌চিক্য দেখা যায়; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি ধাতু পদার্থে এই গুণ বিশেষরূপ বর্ত্তমান, এই জন্য ঐ সকল দ্রব্য ভাল করিয়া পালিশ করা চলে; এই কারণে ধাতুপদার্থে দর্পণ নির্ম্মিত হয়, ও ধাতু পদার্থ অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। তেলূরক, গ্রাফাইট্, কঠিনাবস্থ আয়োদীন প্রভৃতিতে এই ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎপরিমাণে দেখা যায়।

(৬) ধাতু দ্রব্য সাধারণতঃ আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন; আলোক উহাকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অম্লজানাদি বায়বীয় অপধাতু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ; গন্ধকাদির ভিতর দিয়া আলোক কিছু কিছু যাইতে পারে। পক্ষান্তরে অঙ্গার অপধাতু হইলেও একবারে স্বচ্ছতাহীন। যাহাদের তাড়িত-পরিচালন-ক্ষমতা অধিক, এই তত্ত্ব সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে।

(৭) ধাতু পদার্থে আঘাত করিলে একটা মিষ্ট শব্দ পাওয়া যায়। অপধাতু নির্ম্মিত পদার্থে এই গুণের অভাব।

(৮) ধাতু পদার্থে অম্লজান যোগে ক্ষার উৎপন্ন হয়; অম্লজান যোগে অপধাতু অম্ল উৎপাদন করে। ক্ষার ও অম্ল একত্র যোগে লবণ জন্মায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। ধাতুর oxide ক্ষারজনক (basic) অপধাতু oxide অম্লোৎপাদক (acid forming); সাধারণ নিয়ম এইরূপ হইলেও ইহারও ব্যভিচার আছে। অনেক গুলি ধাতুর একাধিক oxide আছে; একই ধাতু বিভিন্ন পরিমাণে অম্লজান গ্রহণ করিয়া থাকে; যথা ক্রোমক মঙ্গকে লৌহ, রঙ্গ, সুবর্ণ, প্লাতিনম ইত্যাদি। এই সকল ধাতুর বিভিন্ন oxide এর মধ্যে, যাহাতে অম্লজানের মাত্রা কম, তাহারহি ক্ষার-জনক, যাহাতে অম্লজানের মাত্রা অধিক, তাহারা অম্লোৎপাদক, তাহারা অল্প তীব্র ক্ষার পদার্থের সহিত সমবায়ে লবণ উৎপাদন করিয়া থাকে।

(৯) দ্রবীভূত লবণের মধ্যে ব্যাটারির দুই প্রান্ত সংলগ্ন দুইটি তার নিমগ্ন করিলে লবণটা বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। উপরে বলা গিয়াছে, লবণ মানের একভাগ ধাতু ঘটিত অন্য ভাগ অপধাতু ঘটিত। যে তারটি ব্যাটারির দস্তার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই তারের গায়ে ধাতু ঘটিত

ভাগ জমিতে থাকে। আর যে তারটি ব্যাটারির অঙ্গার বা প্লাতিনকের সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই তারের গায়ে অপধাতু-ঘটিত ভাগ জমিতে থাকে। ধন-তাড়িতের প্রবাহ অঙ্গার বা প্লাতিনক হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া তরল দ্রব্যের মধ্য দিয়া ব্যাটারির দস্তার অভিমুখে চলে। প্রবাহ দ্বারা তরল দ্রব্যটা বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে, ও উহার ধাতু-ভাগ তাড়িত প্রবাহের অভিমুখে চলিয়া দস্তা-সংলগ্ন তারে জমে ও অপধাতু ভাগ তাড়িত প্রবাহে প্রতিকূল মুখে চলিয়া অন্য তারে জমিয়া থাকে।

(১০) একটা সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ সূত্রাকার বা রেখাকার ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোক লইয়া গিয়া সেই আলো একখানা তিন কোণা কাচের কলম (prism) দিয়া লইয়া গেলে আলোকের রাস্তা ঘুরিয়া যায় এবং এই রাস্তায় একখানা কাগজ ধরিলে কাগজে হরেক রঙে চিত্রিত একটা আলোর ফিতা দেখা যায়। এই ফিতার এক প্রান্ত রক্তবর্ণ, অন্যপ্রান্ত বেগুনি (violet) বর্ণে রঞ্জিত। মধ্যস্থলে পীত, হরিত, নীল প্রভৃতি অসংখ্য বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সূর্য্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষিত হইয়া বিবিধ বর্ণের আলোক উৎপাদন করে। এই প্রক্রিয়ার নাম আলোক-বিশ্লেষণ এবং তৎসাধনোপযোগী যন্ত্রকে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র (spectroscope) বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের আলোক বা তদ্বিধ দীপ্তিমান পদার্থ নিঃসৃত আলোকে যত বর্ণের বিকাশ দেখা যায়, অন্য আলোকে তাহা না পাওয়া যাইতেও পারে। প্রদীপের পলিতায় একটু নুন দিলে দীপ-শিখা উজ্জ্বল পীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই পীত আলোক যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে কেবল একটি মাত্র উজ্জ্বল পীত বর্ণের রেখা দেখা যায়। নুনের মধ্যে সর্জ্জক ধাতু বর্ত্তমান। সর্জ্জক ধাতু দীপ্তিযুক্ত হইলেই এই এক বর্ণাত্মক আলোক প্রদান করে। সর্জ্জক ধাতুর বদলে পটাশক, লিথক প্রভৃতি ধাতুর প্রদীপ্ত অবস্থায় আলোক পরীক্ষা করিলে কতিপয় মাত্র রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের আলোকে যেমন অসংখ্য বিবিধ বর্ণ পাওয়া যায়, ইহাদের পক্ষে তেমন নহে। সাধারণ নিয়ম এই ধাতু পদার্থ প্রদীপ্ত অবস্থায় কতিপয় মাত্র রেখা দেয়; অপধাতু প্রদত্ত রেখার সংখ্যা অনেক বেশী; সূর্য্যের আলোকে রেখার সংখ্যা গণনাতীত। এইরূপে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের বিবিধ বর্ণের রেখার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থটি ধাতু কি অপধাতু তাহার বিচার চলিতে পারে।

উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, প্রকৃতপক্ষে ধাতুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করা চলে না। পদার্থগুলিকে সচরাচর যে ধাতু ও অপধাতু এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহার পদ্ধতি ঠিক ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত হইবে না। প্রাকৃত পদার্থনিচয়ের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গিয়া সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। জন্তু ও উদ্ভিদ্ এই উভয়বিধ শ্রেণীতে জীবগণ বিভক্ত। আপাততঃ মনে হইতে পারে, কোন জীব জন্তু কি উদ্ভিদ্ ইহা স্থির করা বড়ই সহজ। কিন্তু এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণী বা জীব অনেক আছে, তাহারা জন্তু কি উদ্ভিদ্ তাহা ঠিক্ করিয়া বলা চলে না, জান্তব ও ঔদ্ভিদ উভয়বিধ ধর্ম্মই তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। এখানেও কতকটা সেইরূপ।

যবক্ষান বা যবক্ষারজান (Nitrogen) প্রস্ফুরক, আর্সে-নিক, আন্তিমনি, বিসমথ, এই পাঁচটি মূল পদার্থ রসায়ন শাস্ত্রে এক শ্রেণীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাদের পরস্পর মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, অন্যান্য মূল পদার্থের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধও অনেক বিষয়ে একরূপ। যে যৌগিক পদার্থে ইহারা বর্ত্তমান তাহাদেরও মধ্যে নানা বিষয়ে পরস্পর সাদৃশ্য আছে।

যবজান হইতে আরম্ভ করিয়া বিসমথ পর্য্যন্ত পর পর তুলনা করিতে গেলে স্পষ্ট দেখা যায়, রাসায়নিক গুণ ও ধর্ম্ম ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অথচ যবজান একটা স্বচ্ছ স্বাদহীন বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ; উহা হইতে তীব্র অম্ল ধর্ম্মবিশিষ্ট মহাদ্রাবক উৎপন্ন হয়; উহাতে ধাতুর লক্ষণ কিছুই বর্ত্তমান নাই। আবার অন্যদিকে বিসমথ কঠিন, শ্বেতবর্ণ চাকচিক্যময়, ঘাতসহ, ধাতু পদার্থ; উহাকে অম্লজানে দগ্ধ করিলে যে ভস্ম উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষার ধর্ম্ম-যুক্ত, উহা অন্যান্য অম্লপদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া লাবণিক পদার্থ প্রস্তুত করে। এই সকল কারণে বিসমথকে ধাতুর শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রস্ফুরককে যবজানের মত অপধাতু ও আন্তিমনিকে বিসমথের মত ধাতুর মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী আর্সেনিককে ধাতু বলা যাইবে কি অপধাতু বলা যাইবে, তাহা লইয়া যথেষ্ট বিতণ্ডা চলিতে পারে। আর্সেনিক অনেক বিষয়ে প্রস্ফু-রকের মত, এই হিসাবে ইহা অপধাতু, আবার অনেক বিষয়ে আন্তিমনির মত, এই হিসাবে ইহা ধাতু। এই উদাহরণেই বক্তব্য কথা স্পষ্ট হইবে।

ধাতুগণের শ্রেণীবিভাগ।—মূল পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া যে গোলযোগ ঘটে, ধাতুগণের শ্রেণীবিভাগেও ঠিক সেই গোল উপস্থিত হয়। লিথক, সর্জ্জক, পটাশক, রুবীদক, কৌশক, এই কয়েকটি ধাতুর মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এত অধিক,

ও অন্যান্য ধাতুর সহিত ইহাদের সাধারণ বৈসাদৃশ্যও এত খানি, যে ইহাদিগকে একটা স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত শ্রেণীতে ফেলিতে কোন ভয় হয় না। কিন্তু অন্যান্য ধাতুর বেলায় আর এমন সুলক্ষণযুক্ত শ্রেণী-নির্দ্দেশ ঘটে না। কোন একটা ধাতুকে ধরিলেই দেখা যায়, কোন গুণে এক শ্রেণীতে অন্য গুণে আর এক শ্রেণীতে স্থান পাইবার তাহার অধিকার আছে। কাজেই কোন্ শ্রেণীতে তাহাকে স্থান দেওয়া যাইবে, সে বিষয়ে মীমাংসা কঠিন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পণ্ডিত, এইরূপ স্বাভাবিক মর্ম্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্নরূপ মীমাংসায় উপনীত হয়েন।

জল বা তদ্বিধ উদজানবিশিষ্ট পদার্থে সর্জ্জক ধাতু ফেলিলে দেখা যায়, উদজান বাহির হইয়া থাকে ও সর্জ্জক ধাতু উদজানের স্থান পরিগ্রহ করিয়া নূতন পদার্থের উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে দেখা যায়, উদজানের একটা পরমাণুর স্থানে সর্জ্জকের ঠিক্ একটা পরমাণু বসিয়া যায়। সর্জ্জকের একটা পরমাণু উদজানের একটা মাত্র পরমাণুকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করে। অন্যান্য ধাতু লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে এই উদজানের পরমাণু-অপসারণের ক্ষমতা সকলের সমান নহে। পটাশ ধাতুর এক পরমাণু সর্জ্জকেরই মত উদজানের এক পরমাণুর স্থান লয়, কিন্তু দস্তার এক পরমাণু উদজানের দুইটা, অলুমীনের এক পরমাণু উদজানের তিনটা; এইরূপ অন্যান্য ধাতু বিভিন্ন সংখ্যাক্রমে উদজানের পরমাণুর স্থান গ্রহণ করিতে পারে। কোন্ ধাতুর পরমাণু উদজানের কয়টা পরমাণুর সমকক্ষ, এই ব্যাপারটা দেখিয়া ধাতুগণের এক হিসাবে শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ শ্রেণীবিভাগেও নানাবিধ দোষ ঘটে। হয়ত এমন দুইটা ধাতু একই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে মিল নাই, এমন কি মোটের উপর তাহারা বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে নিবেশিত হইবারই উপযুক্ত।

মেন্দেলজেফ (Mendeljeff)-নামা বিখ্যাত রুষ পণ্ডিত সকল ধর্ম্ম ও সকল গুণ উপেক্ষা করিয়া কেবল পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) অনুসারে—মূল পদার্থ সমুদয়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে এইরূপে যে শ্রেণীবিভাগ হয়, তাহাই অন্যান্য প্রণালীমত বিভাগের অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত ও দোষ বর্জ্জিত। আমরা উপরে যে ধাতুগণের তালিকা দিয়াছি, তাহা সেই মেন্দেলজেফের প্রণালী-সঙ্গত। এই প্রণালীমতে সমুদয় রূঢ় বা মূল পদার্থ আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কোন একটা শ্রেণীর মধ্যে যে সকল পদার্থের নাম স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে স্থূল সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে।

এই প্রণালীও যে সর্ব্বথা দোষশূন্য তাহা বলা যায় না। একটা উদাহরণেই বুঝা যাইবে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে লিথক, সর্জ্জক, পটাসক, রুবীদক, কীশক স্থান পাইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সেই শ্রেণীর মধ্যেই আবার তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণেরও স্থান-লাভ ঘটিয়াছে। অথচ এই শেষ তিন ধাতুর সহিত প্রথম পাঁচটি ধাতুর প্রায় কোন বিষয়েই মিল নাই। উহারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ধর্ম্মাক্রান্ত। স্বর্ণের সঙ্গে বরং প্লাতিনকের মিল আছে, তাম্রের সঙ্গে বরং পারদের মিল আছে, কিন্তু সর্জ্জক বা পটাশকের সহিত স্বর্ণ ও তাম্রের সাদৃশ্য আছে, এক রকম গায়ের জোরে বলিতে হয়। অথচ মেন্দেলজেফের প্রণালীতে সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত। এই পার্থক্য দেখাইবার জন্য আমরা এক শ্রেণীর মধ্যেও আবার ক, খ, ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা উপবিভাগ কল্পনা করিয়াছি। এক শ্রেণীর মধ্যেই দুই বা ততোধিক উপবিভাগ নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে।

ধাতুগণের বিশেষ বিবরণ।—১। (ক) লিথক, সর্জ্জক, পটাশক, রুবীদক, কীশক। কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মে এই ধাতু গুলিকে একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারা যায়। ইহাদের সহিত অম্লজান ও ক্লোরীণাদি অপধাতুর সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, যে ইহাদিগকে কুত্রাপি অসংযুক্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই এ সকল অপধাতুর যোগে বর্ত্তমান থাকে এবং সেই যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধাতুর নিষ্কাশনও বড় সহজ নহে। সার্ হম্‌ফ্রী ডেবী প্রথমে তাড়িত-প্রবাহ সাহায্যে ইহাদের নিষ্কাশন-প্রণালী উদ্ভাবিত করেন, ইহা উপরেই বলা গিয়াছে। সর্জ্জক ও পটাশক এই দুই ধাতু বিবিধ পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ পোড়াইলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে যথেষ্ট পটাশক বর্ত্তমান। সোরার মধ্যে পটাশক বর্ত্তমান। আমাদের আহার্য্য লবণ, সাজিমাটি প্রভৃতি পদার্থের উপাদান সর্জ্জক। লিথক, রুবীদক ও কীশক এই তিনটী ধাতু পৃথিবীতে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

অম্লজানের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ এত প্রবল, যে ইহাদিগকে বায়ুর মধ্যে রাখা চলে না। এমন কি বিশুদ্ধ ধাতু বায়ুস্পর্শ মাত্র অম্লজানের সহিত মিলিত হইতে

থাকে। জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ জল বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ধাতু জলের অম্লজানের সহিত যুক্ত হয়, আর জলের উদজানভাগ পৃথক্ হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই সময়ে এত তাপ উৎপন্ন হয়, যে উদজানটা হয়ত জ্বলিয়া উঠে। অম্লজানের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ জন্ম এই সকল ধাতুকে বায়ুশূন্ত স্থানে রাখিতে হয়, অথবা কেরোসীন তেলের ন্যায় যে সকল পদার্থে অম্লজান নাই, তাহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। অম্লজান যোগে যে Oxide তৈয়ার হয়, তাহা জলে দ্রবীভূত হইয়া তীব্র ক্ষারধর্ম্মযুক্ত পদার্থ উৎপাদন করে।

উক্ত কয়েকটি ধাতু জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং জলে ভাসে; অল্প উত্তাপে গলে ও বাষ্পীভূত হয় এবং অত্যন্ত কোমলতাহেতু ছুরী দ্বারা অনায়াসে কাটা যায়। যে সকল লাবণিক পদার্থে এই কয়েকটি ধাতু বর্ত্তমান তাহারা প্রায় সকলেই তাপযোগে দ্রবীভূত হয় এবং জলে ফেলিলে গলিয়া যায়।

এই সকল ধাতু দীপশিখাকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকে। ধাতু অথবা যে কোন লবণে ঐ ধাতু বর্ত্তমান, তাহা দীপশিখা মধ্যে ধরিলে দীপশিখা উজ্জ্বলবর্ণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। লিথক লোহিতবর্ণে, সর্জ্জক পীতবর্ণে, পটাশক, রুবীদক ও কীশক এই তিন পদার্থ নীলাভ বর্ণে দীপশিখাকে রঞ্জিত করিয়া থাকে।

আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্র দিয়া এই সকল পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোক পরীক্ষা করিলে কতিপয় মাত্র ক্ষীণ উজ্জ্বল রেখা দেখা যায়। সেই রেখাগুলির বর্ণ ও বিন্যাসপ্রণালী দেখিয়া কোন্ ধাতু হইতে সেই রেখা আসিতেছে, তাহা অক্লেশে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপে আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রে আলোক পরীক্ষা দ্বারাই রুবীদক ও কীসক ধাতুর অস্তিত্ব বুনসেন (Bunsen) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

লিথক হইতে কীসক পর্য্যন্ত ধাতুদের নাম পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে পর পর দেওয়া গিয়াছে, ধাতুগণের ধর্ম্ম আলোচনা করিলেও দেখা যায়, লিথক সর্ব্বাপেক্ষা নিস্তেজ ও কীশক সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। পারমাণবিক গুরুত্বও যেমন বাড়িতেছে, রাসায়নিক ধর্ম্মগুলির প্রাবল্য ও তীব্রতাও তত‌ই বাড়িয়া যাইতেছে।

যে সকল সুপরিচিত প্রাকৃতিক পদার্থে এই শ্রেণীর অন্তর্গত ধাতু বর্ত্তমান, তাহাদের দুই একটীর কথা বলা আবশ্যক।

লবণ যাহা খাদ্য দ্রব্য মধ্যে গণ্য, সর্জ্জকের সহিত ক্লোরিনের যোগে উৎপন্ন, বিজ্ঞানসঙ্গত নাম Sodic chloride, সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সিন্ধুতটবর্ত্তী প্রদেশে ও অন্যত্র আকরিক লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়।

সাজিমাটি—সর্জ্জিকাক্ষার—কার্ব্বনেট্ অফ সোডা (Carbonate of soda) সাবান তৈয়ার, কাচ তৈয়ার ও সোডা ওয়াটার প্রভৃতি পানীয় প্রস্তুত করিবার জন্ম এই পদার্থ আজকাল প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হয়। তজ্জন্য বড় বড় কারখানা আছে।

সোহাগা—Borax, Borate of soda স্বর্ণকারেরা ব্যবহার করে।

উদ্ভিজ্জ ক্ষার—(কাঠ, পাতা পোড়াইলে যে পাংশু অবশিষ্ট থাকে) পটাশ কার্বনেট্ (Potassic carbonate) ইহার প্রধান উপাদান।

সোরা—Nitre or potassic nitrate—প্রাণিজ পদার্থ পচিয়া আমোনিয়া জন্মে, আমোনিয়া ক্ষুদ্র জীবাণু বিশেষ কর্ত্তৃকই যবক্ষারক (মহাদ্রাবক) জলে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জ ক্ষার পদার্থ এই নাইট্রিক্ এসিড যোগে সোরায় রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ বহুদিন আর্দ্রভূমিতে বায়ুমধ্যে পড়িয়া থাকিলে সোরা উৎপন্ন হয়। ইহা বারুদ তৈয়ারির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

১। (খ) তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ,—এই কয়েকটি ধাতুর সহিত (ক) শ্রেণীভুক্ত উল্লিখিত লিথকাদি পাঁচ ধাতুর সাদৃশ্য নিতান্তই কম। অম্লজানের সহিত ইহাদের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই, কাজেই ইহাদিগকে অনেক সময়ে বিশুদ্ধ বা প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

তাম্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, রৌপ্য উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, স্বর্ণ উজ্জ্বল পীতবর্ণ—অম্লজানাদির সহিত সম্বন্ধ অল্প বলিয়া এই ঔজ্জ্বল্য শীঘ্র নষ্ট হয় না। আরও ইহাদিগকে পিটিয়া সূক্ষ্মপাত ও টানিয়া সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা চলে। এই সকল কারণে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে ও অলঙ্কার-নির্ম্মাণাদি বিবিধ কার্য্যে এই তিনটি ধাতু ব্যবহৃত হয়।

তাম্র ও রৌপ্য মহাদ্রাবকে শীঘ্র গলিয়া যায়, স্বর্ণকে মহাদ্রাবকেও গলাইতে পারে না। ইহারা তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক। তাড়িত-যন্ত্র নির্ম্মাণে এইজন্ম তাম্রের ও তামার তারের ব্যবহার। রূপা পালিশ করিলে শুভ্র আলোক যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই জন্ম রৌপ্যে উৎকৃষ্ট দর্পণ প্রস্তুত হয়। রৌপ্য ও স্বর্ণ অপেক্ষাকৃত কোমল, একটু তাম্র মিশাইলে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়।

আকরিক তাম্র সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। অম্লজান যোগে অবস্থান করিলে উহাকে কয়লার সহিত উত্তপ্ত করিতে হয়। কয়লা অম্লজান ভাগ টানিয়া লয়। গন্ধকের সহিত যুক্ত থাকিলে আকরিককে পোড়াইলে গন্ধক পুড়িয়া যায়। অম্লজান যোগে দগ্ধ হইয়া ভস্মে (oxide) পরিণত হয়। পরে আবার কয়লা দিয়া উত্তাপ-যোগে এই ভস্ম হইতে বিশুদ্ধ তাম্র নিষ্কাশিত হয়। গন্ধক-যুক্ত আকরিক তাম্রের সহিত অনেক সময় লৌহ বর্ত্তমান থাকে। এই লৌহটাকে দূর করিবার জন্ম কতকটা প্রয়াস পাইতে হয়। বালুকাযোগে উত্তাপে দ্রবীভূত করিলে লৌহটা বালুকার সহিত মিলিয়া একটা হাল্কা লৌহ রূপে পরিণত হইয়া তফাত হয়।

গন্ধক-দ্রাবকের কারখানার যে আকরিক পোড়ান যায়, তাহাতে তাম্র গন্ধকের সহিত যুক্ত অবস্থায় থাকে। এই তাম্রকে লবণ দিয়া গলাইয়া যেদ্রব্য জন্মে, তাহা জলে গলাইয়া তন্মধ্যে লৌহখণ্ড ফেলিয়া দিলে লৌহখণ্ডের গায়ে তাম্র জমিতে থাকে।

রৌপ্য অবিশুদ্ধ আকরিক হইতে বাহির করিবার নানা-বিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থলে পারদ প্রয়োগে রৌপ্যকে টানিয়া আনা যায়। সীসের সহিত রৌপ্য মিশ্রিত থাকিলে সেই মিশ্র ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া আস্তে আস্তে শীতল হইতে দিলে কতকটা সীসা দানা (Crystal) বাঁধিয়া তফাত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপে সমু-দয় সীস তাড়ান চলে না। দ্রবীভূত মিশ্র ধাতুতে বায়ুর প্রবাহ লাগিলে সীসক অম্লজানযোগে ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়।

কোথাও রৌপ্যসহ লাবণিক পদার্থকে জলে গলাইয়া সেই জলে তাম্রখণ্ড ফেলিয়া দিলে তাম্রের গায়ে রৌপ্য জমিয়া যায়।

স্বর্ণ প্রায় সকল সময়েই খাঁটি বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। তবে অল্প পরিমাণ স্বর্ণের সঙ্গে এত বালি ও মাটি মিশ্রিত থাকে, যে বাহির করিতে যাহা কষ্ট। তবে স্বর্ণ খুব ভারী জিনিষ; ময়লা মাটি সহজেই ধুইয়া ফেলা চলে।

তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থায় বিবিধ প্রয়োজনে লাগে। পিতল কাঁসা প্রভৃতি উপধাতুর প্রধান উপাদান তাম্র।

তুঁতে, তুথ, নীলাঞ্জন—Cupric sulphate গন্ধক-দ্রাবকে তামা গলাইয়া তৈয়ার করা যাইতে পারে। গন্ধক-যুক্ত আকরিক তাম্র বায়ুতে দগ্ধ করিয়াও প্রস্তুত হয়।

কষ্টিক (Lunar caustic, silver nitrate) ডাক্তারেরা চর্ম্মের উপর প্রলেপের জন্ম ব্যবহার করেন। রৌপ্যকে মহাদ্রাবকে গলাইলে পাওয়া যায়। এই পদার্থও ইহা হইতে প্রস্তুত অন্যান্য রৌপ্যজ পদার্থ আলোকযোগে বিকৃত হয়। এই জন্ম ফটোগ্রাফিতে বা আলোকচিত্র-বিদ্যায় ইহাদের ব্যবহার।

২। (ক) বেরিলক মগ্নীশক, কালক, স্ত্রংশক, বেরক—এই কয়েকটি ধাতু অনেকাংশে সদৃশ ধর্ম্মযুক্ত। তবে শেষ তিনটির মধ্যে যতটা পরস্পর সাদৃশ্য আছে, প্রথম দুই-টার সহিত অপরের ততটা নাই। মোটের উপর ইহারা ১ (ক) শ্রেণীর অন্তর্গত লিথকাদি ধাতুর সহিত অনেক বিষয়ে সমধর্ম্মা। অম্লজানের সহিত ইহাদেরও যথেষ্ট সম্বন্ধ। তবে ১ (ক) শ্রেণীর মত সম্বন্ধ প্রবল নহে। ইহাদিগকেও বিশুদ্ধ অবস্থায় কোথাও পাওয়া যায় না, কষ্টে তাড়িত প্রবাহাদির সাহায্যে বাহির করিতে হয়। শেষ তিনটী ধাতুকে বায়ুমধ্যে রাখা চলে না, রাখিলে অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। জলে ফেলিলে আস্তে আস্তে জলকে বিশ্লেষণ করে ও জলের অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া উদ-জানকে তফাত করিয়া দেয়। অম্লজানযোগে যে ভস্ম জন্মে, তাহা জলে দ্রব করিলে ক্ষার ধর্ম্মযুক্ত দেখা যায়। তবে ইহাদের ক্ষার-ধর্ম্ম পটাশাদি ক্ষারের মত তীব্র নহে।

বেরক দীপশিখায় হরিৎ বর্ণ হয়। স্ত্রংসক গাঢ় লোহিত বর্ণ দেয়। বারুদ বা তদ্বিধ পদার্থের সহিত বেরক ও স্ত্রংসকযুক্ত পদার্থ মিলিত করিয়া সবুজ রঙের ও লাল রঙের আলোর মসলা তৈয়ার করে। কালকে ও দীপশিখাকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে, তবে এই লোহিত তত গাঢ় নহে। মগ্নীশকের তার পোড়াইলে উজ্জ্বল তীব্র শুভ্র আলোক পাওয়া যায়। রাত্রিকালে অন্ধকারে ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্ম এই আলোকের ব্যবহার হইতে পারে।

পাঁচটি ধাতুর মধ্যে মগ্নীশক বিশেষতঃ কালক ধাতুতেই প্রচুর পরিমাণে পার্থিব পদার্থ বিদ্যমান। আর তিনটী অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য। মগ্নীশকযুক্ত লাবণিক পদার্থের মধ্যে এপ্‌সম্ সল্ট (Magnesium sulphate) চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত হয়।

কালক ধাতু চূর্ণ ও চূর্ণজ পদার্থের উপাদান। চূর্ণ—(calcium hydronide) খড়ি, মার্ব্বেল প্রস্তর—calcium carbonate (কার্বনেট অব্ লাইম্)। তদ্ভিন্ন শঙ্খ, শম্বুক, কড়ি, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্য এই একই পদার্থে নির্ম্মিত। বাঙ্গালাদেশে অনেক জায়গায় মৃত্তিকা মধ্যে

ঘুটিং পাওয়া যায়, তাহারও এই প্রধান উপাদান। ইহা কার্ব্বনেট উত্তাপে গরম করিলে অঙ্গারকাম্ল (Carbonic acid) বাহির হইয়া যায়, (Calcic oxide বা) কালক ধাতুর ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। জলে ফেলিয়া দিলে ইহা জলোদ্গম সহকারে চূণে পরিণত হয়। চূণ অধিক দিন বায়ুমধ্যে পড়িয়া থাকিলে ধীরে ধীরে অঙ্গারকাম্ল বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রাণীর অস্থি মধ্যে ফসফেট্‌ অব্‌ লাইম (Calcic phosphate) প্রচুর বর্ত্তমান থাকে। অস্থি-ভস্ম হইতে চূণজ অংশ পৃথক্‌ করিয়া প্রস্ফুরক বাহির করা হয়।

চূণ ক্লোরিন্‌ বায়ু সংযোগে chloride of lime or bleaching powder তৈয়ার হয়।

চূণ গন্ধকদ্রাবকে যুক্ত হইয়া Epsom ও plaster of paris (Calcic sulphate) উৎপাদন করে। ছাঁচ লইবার জন্য এই পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

২। (খ) যশদ, কদমক, পারদ। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে (ক) বিভাগের যেমন সম্বন্ধ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক) এর সহিত (খ) এর কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। আবার ২ (ক) শ্রেণীর মধ্যে বেরিলক, কোন কোন বিষয়ে (খ) বিভাগের যশদ ও কদমকের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। যশদ ও কদমকের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে, পারদের সহিত এতদুভয়ের আবার ততটা সাদৃশ্য নাই। যশদ ও কদমক উভয় ধাতু গন্ধকদ্রাবক ও ক্লোরিন দ্রাবকে দ্রবীভূত হইয়া উদজান বাহির করিয়া দেয়। পারদ তাহা করে না। বস্তুতঃ পারদ সহজে কোন দ্রাবকের উপর কাজ করে না। পারদ সচরাচর তরল অবস্থায় থাকে। তাপ-প্রয়োগে এই তিন ধাতুকে বাষ্পীভূত করা যায়।

যশদ ও কদমক উত্তপ্ত করিলে কতকটা মগ্নীশকের মত উজ্জ্বল আলোক সহকারে পুড়িতে থাকে। পারদ উত্তাপ পাইলে ধীরে ধীরে অম্লজান গ্রহণ করে; আবার আরও অধিক উত্তাপে সেই অম্লজান পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধাতুতে পরিণত হয়।

দস্তা ও পারদ উভয় ধাতুই নানা প্রয়োজনে লাগে। দস্তা তামার সহিত সংযোগে পিত্তল হয়। দস্তার পাত নানা কার্য্যে লাগে। তাড়িত-প্রবাহোৎপাদক ব্যাটারি তৈয়ারি করিবার জন্য দস্তার আজকাল বহু পরিমাণে খরচ হইয়া থাকে। লোহার পাত বা তার দস্তাদ্রবে ডুবাইয়া লইলে উহাতে শীঘ্র মরিচা ধরে না। পারদ দর্পণ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নির্ম্মাণে পারদের ব্যবহার আছে।

আকরিক দস্তা পোড়াইলে oxide বা ভস্ম পাওয়া যায়। কয়লা মিশাইয়া তাপপ্রয়োগে বিশুদ্ধ দস্তা বাহির হয়। আকরিক দস্তার সহিত সচরাচর কদমকও কিয়ৎ-পরিমাণে পাওয়া যায়। পারদ অনেক জায়গায় বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। পারদ গন্ধকের সহিত যুক্ত থাকিলে উহাকে পোড়াইলে গন্ধক পুড়িয়া যায়। পারদ বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্পীভূত পারদকে পাত্র মধ্যে জমাইয়া লইতে হয়।

হিঙ্গুল, সিন্দূর গন্ধকের সহিত পারদ-যোগে উৎপন্ন।

কালোমেল (Calomel), করোসিব সবলিমেট এই উভয় পদার্থ ক্লোরিনের সহিত পারদ-যোগে উৎপন্ন। ডাক্তারিতে এই উভয়ের ব্যবহার আছে।

৩। (ক) স্কন্দক, ইত্রিক, লন্থনক, ইত্তর্ব্বিক।

(খ) অলুমীন, গলক, ইন্দুক, থল্লক।

অলুমীন ভিন্ন এই শ্রেণীর অন্যান্য ধাতুগুলি অতি সামান্য পরিমাণে বর্ত্তমান। থল্লক কোন কোন বিষয়ে পটাশ প্রভৃতির মত, অনেক বিষয়ে সীসকের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। থল্লক-নিঃসৃত আলোক আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রে দেখিলে একটি মাত্র উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ রেখা দেখা যায়। গলক ও ইন্দুকের এই দুই ধাতু আলোক-পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অলুমীন ধাতু বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। অলু-মীন অম্লজানযোগে যে ভস্ম উৎপাদন করে, তাহাকে অলুমীনা বলে। অলুমীনা বালির সহিত যুক্ত হইয়া যে সিলিকেট পদার্থ হয়, তাহা মৃত্তিকা মাত্রের প্রধান উপাদান। বিশুদ্ধ চীনামাটি (Porcelain) প্রায় খাঁটি অলুমীন সিলিকেট, বালি যেমন অলুমীনের সহিত যুক্ত হইয়া সিলিকেট প্রস্তুত করে, সেইরূপ অন্যান্য ধাতু ভস্মের সহিত যুক্ত হইয়া অপরাপর সিলিকেট প্রস্তুত করিয়া থাকে। অলুমীনা সিলিকেট অন্যান্য ধাতু পদার্থে উৎপন্ন সিলিকেট সহিত যুক্ত হইয়া বিবিধ প্রস্তরের উৎপাদন করে। চুণী প্রভৃতি কয়েকটী মূল্যবান্‌ রত্নের প্রধান উপাদান অলুমীন।

অলুমীন নানাবিষয়ে উপকারী ধাতু। বর্ণ শুভ্র চাক-চিক্যময়। কতকটা টিনের মত। টানিলে সূক্ষ্ম তার ও পিটিলে সূক্ষ্ম পাত হয়। অনেক ধাতুর অপেক্ষা ভার সহিতে সমর্থ। কখন জলের অম্লজান ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, কাজেই লোহার মত মরিচা ধরে না। এই সকল গুণে অলুমীন লোহের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবার লোহের তুলনায় ইহা অতিশয় হাল্কা। জল অপেক্ষা ইহা আড়াই গুণ মাত্র ভারী। দস্তায় বিশুদ্ধ

অলুমীন তৈয়ার হইলে ইহা অনেক জায়গায় লৌহের স্থান গ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইহা পার্থিব পদার্থে লৌহের অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিশুদ্ধ অলুমীন নিষ্কাশন করা কঠিন ব্যাপার। আজ কাল তাড়িত-চুল্লীর সাহায্যে প্রবল তাড়িত-প্রবাহদ্বারা অলুমীন নিষ্কাশিত হইতেছে।

Ruby, chrysoberyl, sapphire প্রভৃতি বহুমূল্য মণি প্রায় বিশুদ্ধ অলুমীনা মাত্র। অন্যান্য ধাতু অল্পমাত্রায় বর্ত্তমান থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপাদন করে। অলুমীন-সলফেট সহিত পটাশ সলফেট যোগে ফট্‌কিরি হয়। অলুমীন-সিলিকেট অন্যান্য সিলেকেটের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকা উৎপাদন করে।

৪। (ক) তিতানক, শির্কণক, সীরক, থোরক।

(খ) জর্ম্মণক, রঙ্গ, সীসক।

রঙ্গ ও সীসা ভিন্ন অন্য কয়েকটি ধাতু অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। উহাদের নামমাত্রই যথেষ্ট।

রঙ্গের ইংরাজী নাম টিন। উহার Oxide বা ভস্ম হইতে অঙ্গার-সাহায্যে প্রবল উত্তাপ-প্রয়োগে বিশুদ্ধ টিন বাহির করিতে হয়।

টিন চাকচিক্যশালী শুভ্র ধাতু। পাত ও তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সহজে অম্লজান গ্রহণ করে না, এইজন্য ইহার ঔজ্জ্বল্য শীঘ্র নষ্ট হয় না। লোহার পাতে গলিত টিন ঢালাইয়া যে পাত হয়, সচরাচর উহাদের টিন বলে। বাক্স ক্যানিস্তার প্রভৃতি এই পাতে নির্ম্মিত হয়।

সীসক আকরিক অবস্থায় প্রায় গন্ধকের সহিত থাকে। বায়ুমধ্যে পোড়াইলে গন্ধক কতকটা পুড়িয়া যায় ও সীসা ভস্মে (Oxide) পরিণত হয়। এই সীস-ভস্ম আর খানিকটা গন্ধক-যুক্ত সীসের সঙ্গে একত্র উত্তপ্ত করিলে সমুদয় গন্ধকটাই পুড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ সীসক অবশিষ্ট থাকে।

সীসক খুব কোমল ধাতু। কাগজে আঁচড় দিলে কাল দাগ পড়িয়া যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের তুলনায় এগার। অম্লজান গ্রহণ করায় সীসকের ঔজ্জ্বল্য শীঘ্র নষ্ট হয়। বায়ুর সংস্পর্শে তাপ দিয়া জ্বালাইলে সীস শীঘ্র ভস্মে পরিণত হয়। নগর মধ্যে বাড়ী বাড়ী জল দিবার জন্য সীসার নল প্রস্তুত হয়। বন্দুকের গুলি ও ছাপার হরপ তৈয়ার করিবার জন্যও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার।

মেটে-সিন্দুর সীস ভস্মের প্রকার ভেদ। সফেদা সীসের কার্বনেট্। সীসযুক্ত পদার্থ শরীরে বিষের কাজ করে।

৫। (ক) বনদক, নবক, তন্তলক।

(খ) আর্সেনিক্, আন্তিমনি, বিসমথ।

(ক) শ্রেণীর ধাতু কয়টির নামমাত্রই যথেষ্ট।

(খ) শ্রেণীর ধাতুর সহিত যবক্ষান ও প্রস্ফুরকের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। ধাতুর মধ্যে ইহাদের অনেকটা বিষয়ে অপধাতুর লক্ষণ বর্ত্তমান। আর্সেনিক ও আন্তিমনি ভঙ্গুর, পিটিলে পাত হয় না। উত্তাপযোগে তীব্র বাষ্পীভূত হয় ও উবিয়া যায়। আর্সেনিক সংযুক্ত পদার্থমাত্র তীব্র বিষ। আর্সেনিক যবক্ষানে পোড়াইলে সেঁকো বিষ জন্মে। গন্ধকযোগে আর্সেনিক হইতে হরিতাল ও মনঃশিলা প্রস্তুত হয়। আন্তিমনি গন্ধকযোগে রসাঞ্জন প্রস্তুত করে। আন্তিমনির সহিত আর্সেনিকের সাদৃশ্য এত অধিক যে উভয়ের মধ্যে অনেক সময় ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষ সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

৬। (ক) ক্রোমক, মোলিদক, তুঙ্গস্তক, বরুণক, কোনটিই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ক্রোমকযুক্ত পদার্থমাত্রই উজ্জ্বল বর্ণের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭। মঙ্গনক—এই ধাতুযুক্ত পদার্থ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ভঙ্গুর, শীঘ্র অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই সকল কারণে বিশুদ্ধ ধাতুর কোন ব্যবহার নাই। মঙ্গনকযুক্ত পদার্থেরও বর্ণ সচরাচর উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

৮। (ক) লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট।

এই তিন ধাতু অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যবিশিষ্ট। কোন কোন বিষয়ে ইহাদের পূর্ব্বোক্ত ক্রোমক ও মঙ্গনকের সহিতও সাদৃশ্য আছে। সকল ধাতুর মধ্যে লৌহে চৌম্বক ধর্ম্ম প্রবল পরিমাণে সংক্রামক হইতে পারে। নিকেল ও কোবাল্টও এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে লৌহের মত।

সকল স্থানে লৌহের মত কার্য্যকর ধাতু আর নাই। এই জন্য উহা প্রচুর পরিমাণে নিষ্কাশিত ও অপহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ লৌহের ব্যবহার একবারে নাই বলিলেই চলে। যে সকল লৌহ ব্যবহারে লাগে, তাহাতে অঙ্গার ও অন্যান্য অপধাতু বর্ত্তমান থাকে। পেটা লোহা, যাহাকে ঘাতসহত্বগুণে পিটিয়া পাত করা চলে, তাহাতে অঙ্গারের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। ঢালাই লোহা ভঙ্গপ্রবণ, উহাকে পিটিয়া গড়ন চলে না, তবে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে গলে, এইজন্য গড়নের কাজে ইহার আদর।

ইহাতে অপরাপরের ভাগ অনেক বেশী। অনেক স্থলে প্রায় এক আনা ভাগ অঙ্গার থাকে। অঙ্গারের ভাগ বিবেচনা করিলে ইস্পাত ঢালাই ও পেটা লোহার মাঝামাঝি। ইস্পাত খুব স্থিতিস্থাপক ও অত্যন্ত দৃঢ়।

লৌহ আকরিক অবস্থায় অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে। অম্লজানযোগে লৌহের ভস্ম, গন্ধকযোগে সলফাইড, এতদ্ভিন্ন কার্বনেট, সিলিকেট প্রভৃতি নানা অবস্থায় লৌহ পাওয়া যায়। গন্ধকাদি ভাগ পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। অম্লজানযুক্ত লৌহভস্ম অঙ্গার সহ দ্রবীভূত করিলে অম্লজান বাহির হইয়া যায়। দ্রবীভূত বিশুদ্ধ লৌহ ক্রমে ক্রমে বিবিধ পরিমাণে অঙ্গার গ্রহণ করিয়া তৎসহ মিশ্রিত হইয়া ঢালাই লোহা, পেটাই লোহা, ইস্পাত প্রভৃতিতে পরিণত হয়। বিস্তারিত প্রণালী এই প্রস্তাবে দেওয়া চলে না।

গৈরিক (গিরিমাটি) নামক পদার্থের প্রধান উপাদান লৌহ। যে মৃত্তিকায় গৈরিক বা লৌহজ পদার্থ কিছু বর্ত্তমান থাকে, তাহার রক্তাভ বর্ণ হয়। এ দেশে ছোটনাগপুর অঞ্চলে লৌহজ প্রস্তর আছে এবং ছোটনাগপুর হইতে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের জলের রক্তাভ বর্ণ লোহার অস্তিত্বে ঘটে।

লৌহের প্রধান দোষ শীঘ্র ইহা অম্লজান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষয় পায় ও ইহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। রঙ্ করিয়া বা অন্য ধাতুর আবরণ দিয়া ইহাকে রক্ষা করিতে হয়। হীরাকস লৌহের সলফেট।

ক্রোমক ও মঙ্গনকের মত কোবাল্ট বিচিত্র বর্ণের পদার্থ উৎপন্ন করে। নিকেল ও লৌহেও এই গুণ কতকটা বর্ত্তমান। নিকেলের উপর উত্তম পালিশ চলে ও শুষ্ক বায়ু ইহার ঔজ্জ্বল্য সহজে নষ্ট করে না। নিকেলের সহিত তামা ও কিছু দস্তা মিশাইয়া জর্ম্মণ রৌপ্য (German silver) তৈয়ার হয়।

৮। (খ) রুবীদক, হ্রদক, পল্লদক, অশ্মক, ইরিদক, প্লাতিনক, এ কয়েকটি ধাতু অনেকাংশে সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট প্লাতিনক আজকাল সুপরিচিত এবং প্লাতিনকে যে যে ধর্ম্ম বর্ত্তমান, অন্যগুলিতেও প্রায় সমস্তই দেখা যায়। অম্লজান ও অন্যান্য দ্রাবক দ্রব্য স্বর্ণের মত ইহাদিগকেও আক্রমণ করিতে সক্ষম। মহাদ্রাবক (nitric acid) সহিত ক্লোরিন্ দ্রাবক (hydrochloric acid) মিশ্রিত করিলে উগ্র দ্রাবক প্রযুক্ত হয়, তাহা স্বর্ণকে ও প্লাতিনককে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাও এই শ্রেণীর সমুদয় ধাতুকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। অম্লজানাদির সহিত সম্বন্ধ অধিক না থাকায় স্বর্ণের ন্যায় ইহাদিগকেও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। আকরিক প্লাতিনকের মধ্যে অন্যান্যগুলিও কিছু কিছু মিশ্রিত থাকে। সেই মিশ্রিত অবস্থা হইতে তফাত করিয়া লওয়া কতকটা আয়াসসাধ্য।

প্লাতিনক শুভ্র বর্ণের চাকচিক্যবিশিষ্ট ধাতু। প্লাতিনক হইতে সূক্ষ্ম তার ও সূক্ষ্ম পাত পাওয়া যায়। ইহার ঔজ্জ্বল্য কিছুতেই নষ্ট হয় না। অত্যন্ত অধিক উষ্ণ না হইলে ইহা গলে না। এই সকল কারণে প্লাতিনক অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়; গন্ধক দ্রাবক গরম করিবার জন্য প্লাতিনকের পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িত প্রবাহোৎপাদক ব্যাটারিতে প্লাতিনক পাতের ব্যবহার হয়। তদ্ব্যতীত প্লাতিনকের পাত তার ও তন্নির্ম্মিত পাত্রাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রচলিত ধাতুর মধ্যে মূল্য বিষয়ে ইহা সোণারই নীচে।

(গ) হেলিক।—কয়েক বৎসর হইল আর নর্ম্মাণ লকিয়ার যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের আলোক-বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে এক উজ্জ্বল পীত বর্ণের আলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন, সেই আলোক অন্য কোন পরিচিত পদার্থ হইতে পাওয়া যাইত না। সেই সময়ে লকিয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সূর্য্যমণ্ডলে এমন কোন ধাতু পদার্থ বর্ত্তমান আছে, যাহা পৃথিবীতে এখনও পাওয়া যায় নাই। সূর্য্যের গ্রীকনাম হেলি (helios), তদনুসারে পৃথিবীতে অজ্ঞাত এই সৌর ধাতুর Helium নাম দেওয়া হয়। অল্প দিন হইল (১৮৯৫) আর্গন নামক বায়ুর আবিষ্কারের পর অধ্যাপক রামসে (Ramsay) এক রকম আকরিক দ্রব্য মধ্যে আর্গনের অন্বেষণ করিতেছিলেন। সেই আকরিক উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে যে বায়বীয় পদার্থ উদ্ভূত হইল, তাহাকে দীপ্তিমান্ করিয়া তন্নিঃসৃত আলোক পরীক্ষা করিয়া রামসে দেখিলেন, এই আলোক সৌর-ধাতু Helium প্রদত্ত আলোক হইতে অভিন্ন। তৎপরে আরও কতিপয় আকরিক হইতে বায়বীয় ধাতু-পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। আলোক পরীক্ষা দ্বারা এই পদার্থকে ধাতু ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া স্থির করা যায়। অদ্যাপি ইহাকে তরল বা কঠিন অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় নাই। উপরে যতগুলি ধাতুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এক পারদ তরল পদার্থ, আর সকলেই কঠিন। এই বায়বীয় ধাতু পদার্থ এ পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল না। এই বায়ু আবার অত্যন্ত লঘু গুণযুক্ত। ইহা উদজানের অপেক্ষা দুই গুণ মাত্র ভারী। এই বায়ু একটি স্বতন্ত্র মূল পদার্থ, বা একাধিক মৌলিক বায়ুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাতে এখনও সংশয় আছে।

হেলিকের রাসায়নিক ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা এখনও অনভিজ্ঞ। সম্ভবতঃ ইহা ধাতুর তালিকার অষ্টম শ্রেণীতেই স্থান পাইবে।

উদজানের ধাতবতা—উদজান বায়ু জলের অন্যতর উপাদান। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ পার্থিব পদার্থে ইহা বর্ত্তমান। উদজান সচরাচর বায়বীয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়। বায়ুর মধ্যেও আবার এমন লঘু পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। উদজানকে অপধাতুর মধ্যে গণনা করাই পদ্ধতি আছে। কিন্তু কয়েকটি কারণে সন্দেহ হয়, উদজান বায়বীয় পদার্থ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ধাতু-পদার্থ। রাসায়নিক ধর্ম্ম আলোচনা করিলে অপধাতুর অপেক্ষা ধাতুর সহিতই ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়।

একটা ধাতু যত সহজে একটা অপধাতুর সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে মিলিত হয়; অন্য ধাতুর সহিত তত সহজে মিলিত হয় না। এই একটা সাধারণ নিয়ম—উদজান প্রায় সকল অপধাতুর সহিত মিলিয়া যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, কিন্তু ধাতু দ্রব্যের সহিত উদজানের রাসায়নিক সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। কোন তরল যৌগিক পদার্থ মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চাপাইলে উহার ধাতুভাগটা একমুখে গিয়া একটা তারে জমে, অপধাতু ভাগ বিপরীত মুখে চলিয়া অন্য তারে জমে।

যৌগিক পদার্থে উদজান বর্ত্তমান থাকিলে দেখা যায় যে উহাও অপধাতুর অবলম্বিত পথে না চলিয়া ধাতুর অবলম্বিত পথেই চলিয়া থাকে। উদজানকে যদি ধাতু পদার্থ মধ্যেই গণ্য করা যায়, তাহা হইলে হেলিককে লইয়া অন্ততঃ দুইটী বায়বীয় ধাতুর সহিত আমাদের পরিচয় হইল।

ধাতুক (পুং) শৈলজ, মেট্যা তৈল।

ধাতুকার (পুং) ১ ধাতুময় দেহ। ২ পূর্ব্বরচিত বৌদ্ধশাস্ত্রের নাম।

ধাতুকাসীস (ক্লী) ধাতুরূপং কাসীসং। কাসীস, উপধাতু ভেদ। পর্য্যায়—

"কাসীসং ধাতুকাসীসং হরিতং তচ্চ লোহিতং।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

ধাতুকুশল (ত্রি) ধাতুষু কুশলঃ। ধাতুক্রিয়াবিষয়ে দক্ষ, ধাতুজ্ঞ, ধাতুতত্ত্বজ্ঞ।

ধাতুক্ষয় (পুং) ধাতুনাং ক্ষয়ো যত্র। কাসরোগ, এই রোগ হইলে ধাতু ক্ষীণ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে ধাতুক্ষয় কহে।

ধাতুগর্ভ (পুং) দাগোপ, বুদ্ধ বা পবিত্রচেতা বৌদ্ধগণের অস্থি রক্ষা করিবার আধার, দেহগোপ।

ধাতুগোপ (পুং) ধাতুগর্ভ, দাঘোব, দাগোপ।

ধাতুগ্রাহিন্ (পুং) ধাতু-গ্রহ-গিনি। যে মৃত্তিকা তাম্রের সহিত মিশ্রিত হইলে পিত্তল হয়।

ধাতুঘ্ন (ক্লী) ধাতুং স্বর্ণাদিকং হন্তি হন-টক্। ধাতুনাশনশীল, কাঞ্জিক পারদাদি ধাতুকে বিনষ্ট করে, এই জন্য ইহাকে ধাতুঘ্ন কহে।

ধাতুদ্রাবক (পুং) ধাতুং দ্রাবয়তি দ্রু-ণিচ্ ণ্বুল্। ধাতুদ্রবকারক, সোহাগা। ইহা দিলে সুবর্ণ প্রভৃতি গলিয়া যায়। এই জন্য ইহাকে ধাতুদ্রাবক কহে।

ধাতুনাশন (ক্লী) ধাতুং স্বর্ণাদিকং নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ল্যু। কাঞ্জিক, কাঞ্জি, আমানি।

ধাতুপ (পুং) ধাতুং অস্থিমজ্জামাংসোৎপাদকপদার্থবিশেষং পাতি রক্ষতীতি পা-ক। রসরূপ প্রথম ধাতু, রস।

"আহারস্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ।
পুষ্ণাতি তদনুস্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

রস ধমনী দ্বারা গমন করিয়া স্বীয় গুণে সকল ধাতুকে পোষণ করিয়া থাকে।

"রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ।
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥
কেদারেষু যথা কুল্যাং পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ।
তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ॥" (ভাবপ্র°)

রস সমান বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে গমন করে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়া সকল ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ধাতুপাঠ (পুং) ধাতুনাং পাঠো যত্র, ধাতবঃ পঠ্যন্তে অত্র বা আধারে ঘঞ্। পাণিন্যাদি প্রণীত অর্থাববোধক গ্রন্থভেদ।

"ধাতবঃ পঠিতাঃ পাঠসূত্রলোকাগমস্থিতাঃ।" (কবিকল্পদ্রুম)

ধাতুপারায়ণ (পুং) ধাতুনাং পারায়ণং যত্র। ধাতু প্রতিপাদক গ্রন্থভেদ।

ধাতুপুষ্পিকা (স্ত্রী) ধাতুরিব পুষ্পং যস্যাঃ জাতৌ ঙীষ্ স্বার্থে কন্, পূর্ব্ব হ্রস্বঃ। ধাতুপুষ্পিকা, ধাইফুল।

ধাতুপুষ্পী (স্ত্রী) ধাতুরিব পুষ্পং যস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্ ধাতকী। [ধাতকী দেখ।]

ধাতুভৃৎ (পুং) ধাতুং গৈরিকাদিকং উপধাতুং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্, তুক্ চ। পর্ব্বত।

ধাতুমল (পুং) ধাতুনাং মলঃ ৬তৎ। ধাতুর মল। ধাতু সকল পরিপাক হইলে জায়মান কেশাদি।

"কফপিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোম চ।
নেত্রবিট্‌ত্বক্ষুষঃ স্নেহো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ।
নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলঞ্চ রসজং মলং॥" (ভাবপ্র°)

কফ, পিত্ত, কর্ণাদি স্রোতোমল, ঘর্ম্ম, নখ ও রোম, নেত্র, বিট্‌ ও চক্ষুস্নেহ (লাবণ্য) ইহারা যথাক্রমে ধাতু-সমূহের

অর্থাৎ রসাদি মজ্জা পর্য্যন্ত ধাতুর মল। কেহ কেহ বলেন যে, চক্ষু, জিহ্বা এবং গণ্ডদেশগত জলও রসজনিত মল। শুক্র পরিপাক হইলে তাহার মলোৎপত্তি হয় না। কেননা, যেমন সুবর্ণ সহস্রবার অগ্নিদগ্ধ করিলে তাহাতে মল থাকে না, তদ্রূপ আহারজাত রস পুনঃ পুনঃ পরিপাক হওয়ায় তাহাতে মল থাকে না। (ভাবপ্র°)

ধাতুমাক্ষিক (ক্লী) ধাতুরূপং মাক্ষিকং। মাক্ষিক, উপধাতু ভেদ।

"মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষিকং তাপ্যং তাপ্যুত্থসংজ্ঞকং ॥"

(বৈদ্যকরত্নমালা) [মাক্ষিক দেখ।]

ধাতুমারিণী (স্ত্রী) ধাতুং মারয়তি মৃ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। সর্জিকা, সোহাগা।

ধাতুরাজক (ক্লী) ধাতুষু রাজতে ইতি রাজ-ণ্বুল্ বা ধাতুনাং রাজা, সমাসান্ত টচ্, ততঃ স্বার্থে কন্। শুক্র, রেতঃ। শুক্র সকল ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এইজন্য ইহাকে ধাতুরাজক কহে।

ধাতুবল্লভ (ক্লী) ধাতুষু বল্লভঃ। টঙ্কণ। [টঙ্কণ দেখ।]

ধাতুবাদিন্ (পুং) ধাতুং বদতি, উপায়ান্তরেণ কর্ত্তুং কথয়তি বদ-ণিনি। কারন্ধমী, কৌশলভেদে রসায়নাদি-দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্যাদিকর।

ধাতুবিষ (স্ত্রী) ধাতুজল, সীসা।

ধাতুবৈরিন্ (পুং) ধাতুনাং বৈরীব, দূষকত্বাৎ। গন্ধক। (শব্দচ°)

ধাতুশেখর (ক্লী) ধাতুনামুপধাতুনাং শেখরমিব, শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কাসীস, উপধাতুভেদ।

ধাতুশেখর (ক্লী), সীসক।

ধাতুসংজ্ঞ (ক্লী) সীসক।

ধাতুসেন, মহাবংশধৃত জনৈক মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধ রাজা। রাজা মিত্রসেনকে হত্যা করিয়া যখন (৪৩৪ খৃষ্টাব্দে) তামিল সর্দ্দার পাণ্ডু সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে মৌর্য্যবংশীয়েরা প্রাণরক্ষার্থ অনুরাধাপুর প্রদেশে পলায়ন করিয়া মহাবালুক নদীর অপর তীরে গিয়া বাস করেন। তামিলগণ নদীর অন্যতীর অর্থাৎ অনুরাধাপুর প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকে।

যে সকল মৌর্য্যবংশীয় নদীর পারে পলাইয়া গিয়া বাস করেন। ধাতুসেন নামে তাঁহাদের মধ্যে একজন ভূম্যধিকারী ছিলেন, তিনি নন্দীবাপী নামক স্থানে বাসস্থাপন করেন। ধাতা নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল তিনি অম্বিলিয়াগ নামক গ্রামে বাস করিতেন। ধাতার দুই পুত্র হয়; জ্যেষ্ঠ ধাতুসেন, কনিষ্ঠ শীলতিষ্য বোধি। ইহাদের মাতুল মহানাম ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া অনুরাধাপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। মন্ত্রী দীর্ঘসন্ধান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তিনি বাস করিতেন। ধাতুসেনও মাতুলের অধীনে একজন যাজক হইয়াছিলেন। এক দিবস এক বৃক্ষতলে ধাতুসেন যখন নিবিষ্টচিত্তে স্তব পাঠ করিতেছিলেন, তখন এক পসলা বৃষ্টি হয়। ধাতুসেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি তদ্গত চিত্তে স্তবই পড়িতে ছিলেন। এই সময় এক সর্প তাঁহার মস্তক ও পুস্তক ব্যাপিয়া ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার মাতুল ও অন্য একজন যাজক ইহা দেখিতে পান। যাজক হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহার মস্তকে কতকগুলা ধূলা নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতেও ধাতুসেন বিচলিত হন নাই। মাতুল ভাগিনেয়ের এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, এ যুবক কালে রাজা হইবে। আমাকে ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। তৎপরে তিনি তাহাকে বিহার মধ্যে লইয়া গিয়া উপদেশ দিলেন, 'প্রিয়দর্শন! দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আপনার উন্নতি সাধন কর, কখন অবহেলা করিও না।' এই উপদেশেই তিনি রাজোচিত সকল বিদ্যায় শিক্ষিত এবং পটুতা লাভ করেন।

তামিল-সর্দ্দার রাজা পাণ্ডুর কাছে এই সংবাদ গেল। তিনি ধাতুসেনকে ধরিবার জন্য রাত্রিতে গুপ্তচর পাঠাইলেন। স্থবির (ধাতুসেনের মাতুল) তাহা জানিতে পারিয়া ভাগিনেয়কে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন করিলেন। যখন তাঁহারা যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, গুপ্তচরও ঠিক সেই সময় আসিয়া চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু ধাতুসেন ও তাঁহার মাতুল কৌশলে শত্রুগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাঁহারা শত্রু কবল হইতে পলাইয়া দক্ষিণ মুখে গণনামক বৃহৎ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতে তখন প্রবল বন্যা। তাঁহারা স্রোতের খরবেগ দেখিয়া পার হইতে পারিলেন না। স্থবির তখন নদীকে সম্বোধনে বলিলেন, 'নদী তুমি যেমন আমাদের গতিরোধ করিলে তদ্রূপ তুমি এই স্থানে বৃহৎ হ্রদাকারে বিস্তৃত হইয়া তাহাদেরও (শত্রুরও) পথ রোধ কর।' তাহার পর উভয়ে জলে নামিয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। এক নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় লইয়া তাঁহারা সে দিবস রহিলেন। সে দিন আহারার্থে পায়সান্ন জুটিল। স্থবির অগ্রভাগ করিয়া ভাগিনেয়কে দিলেন, কিন্তু ভাগিনেয় স্থবিরের পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ করা অনুচিত বলিয়া পাত্র হইতে ভূমিতে ঢালিয়া আহার করিলেন। ইহা হইতেও স্থবির ভাগিনেয়ের মহানুভবতা বুঝিতে পারিলেন।

ওদিকে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া তামিলরাজ পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র ফরীন্দ্র রাজা হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোট ফরীন্দ্র রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হন। এই দুই রাজার রাজত্বকালে (খৃষ্টাব্দ ৪৫৫) ধাতুসেন বল সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ধাতুসেন সপক্ষ পালন ও বিপক্ষ বিনাশ করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। ষোলবর্ষ রাজত্ব করিয়া ফরীন্দ্রের মৃত্যু হয়। ছোট ফরীন্দ্র রাজা হন, কিন্তু দুইমাসের মধ্যে ধাতুসেনের যুদ্ধে তিনিও বিনষ্ট হন। ইহার মৃত্যু হইলে তামিল জাতীয় দাত্রের তিন বৎসর রাজত্ব করেন। পরে তিনিও ধাতুসেন কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে তামিল পিত্রের রাজা হন। ইনি রাজা হইয়া ধাতুসেনের যুদ্ধে সাত মাস পরেই গতায়ু হন। তামিলবংশ এইখানেই শেষ হয় এবং ধাতুসেন সিংহলে সিংহাসন লাভ করেন।

ধাতুসেন রাজা হইয়া ভ্রাতৃসাহায্যে তামিলগণকে একবারে দমন করিয়া ফেলিলেন, দেশের মধ্যে ২৪টী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, সুশাসনে প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধন করিলেন এবং বিদেশীয়গণের হস্তে লাঞ্ছিত ধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধন করিলেন। যে সকল সম্ভ্রান্তলোক তামিলদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, রাজা ধাতুসেন "ইহারা আমাকেও রক্ষা করে নাই বা ধর্ম্মরক্ষা করে নাই" এই যুক্তিতে তাঁহাদের ধনরত্ন হরণ করিলেন। রোহণ হইতে পলাতক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আবার ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট সম্মানিত হইলেন। ধাতুসেন মহাবালুকা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলহীন শস্যক্ষেত্রে জল-সঞ্চালনের উপায় করিয়াছিলেন ও শ্রেষ্ঠ যাজকগণকে শালীধান্যের জন্য এই সকল ক্ষেত্র দান করিলেন। তিনি আতুরাশ্রম স্থাপন করেন। গণ নদী ও কালবাপী-দীর্ঘিকার তিনি বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সৈন্য পাঠাইয়া বোধিবৃক্ষের মন্দির ও মহাবিহার উদ্ধার করেন, ধর্ম্মাশোকের ন্যায় যাজকদিগকে চতুর্ব্বিধ দানাদিদ্বারা উপযুক্ত সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক পিটকত্রয়-সম্বন্ধে এক মহাসভা আহ্বান করেন। এ ছাড়া "স্থবিরবাড়া" নামক যাজক-সমাজের জন্য ১৮টি বিহার নির্ম্মাণ এবং সেই সকল বিহারের নিকট ১৮টি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ অষ্টাদশ জলাশয় ও বিহারের নাম—কালবাপী, কোটাপাশ, দক্ষিণাগিরি, বর্দ্ধনম্, পুণ্যাবলোক, ভল্লাটক, পাশনাশন, মঙ্গলেত্রপাবীতি, ধাতুসেন, পূর্ব্বদিকে কম্ববীতি, অন্তরামগিরি, অট্টাল প্রদেশে ধাতুসেন, কণ্ডপীঠিকপর্ব্বতে কণ্ডপীঠিক, রোহণ প্রদেশে দয়াগ্রাম, শালবাণ ও বিভীষণ-বিহার এবং নানা স্থানে নিজ নাম বিহারে ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটী ২৫ হস্ত ময়ূর-পরিবেণ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ২০ হস্ত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। মহাপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল, তিনি তাহার সংস্কার করেন। তিনি প্রধান তিনটী স্তূপের উপর ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বোধিবৃক্ষে জল দিবার উদ্দেশে বোধিবৃক্ষস্নান নামে দেবানাম্ প্রিয়তিষ্যের ন্যায় এক উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্থলে তিনি সচল পিত্তলময়ী ষোড়শ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই অবধি সিংহল-রাজগণ প্রতি দ্বাদশ বৎসরে বোধিবৃক্ষস্নান-উৎসব নির্ব্বাহ করাইতেন।

অম্বমালক বিহারে মহামহীন্দ্র স্থবিরের দেহ দাহ করা হইয়াছিল, রাজা ধাতুসেন সেই স্থানে প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত স্থবিরের এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করান। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় তিনি এক মেলা করিয়া দীপবংশ পাঠ করান এবং প্রচারার্থে উহার সহস্রখণ্ড পুস্তক বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে সমাগত যাজকগণকে শর্করা দান করা হইয়াছিল। তিনি অভয়গিরি-বিহারের জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমার জন্য এক স্বতন্ত্র কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বুদ্ধদাস এই প্রতিমার যে রত্নময় চক্ষু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা অপহৃত হওয়াতে রাজা ধাতুসেন স্বীয় চূড়ামণি (রাজমুকুটের মণি) দ্বারা পুনরায় চক্ষু-নির্ম্মাণ এবং কতকগুলি চুণীদ্বারা প্রতিমার কেশভাগ সজ্জিত এবং স্বর্ণসূত্র দ্বারা সম্মুখস্থ কেশগুচ্ছ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রানিট প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধপ্রতিমার ও উপসম্ভবের প্রতিমার মস্তকের চতুঃপার্শ্বে ছটা নির্ম্মাণের জন্য ধাতুসেন তাঁহার মুকুটের অনেকগুলি রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন, বোধিবৃক্ষের দক্ষিণে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাজোপযুক্ত বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে এক যোজন পর্য্যন্ত রক্ষী-সন্নিবেশ করেন। তিনি বিহারগুলি ধাতুনামক একরূপ বর্ণে চিত্রিত করাইয়াছিলেন এবং বোধিবৃক্ষের বিহার গালার রঙ্গে চিত্রিত করাইয়াছিলেন। তিনি রামস্তূপের এবং দন্তমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করান। "দন্তধাতু" রক্ষার জন্য তিনি মণিখচিত স্বর্ণপুষ্পময় এক কৌটা অর্পণ করেন। তিনটী প্রধান চৈত্যে স্বর্ণছত্র ও কাচের "চূষতন" নির্ম্মাণ করান। অধার্ম্মিক মহাসেনকর্ত্তৃক মহাবিহার ধ্বংস হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মরুচিসম্প্রদায় চৈত্যপর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, ধাতুসেন তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে চৈত্যপর্ব্বতের অবস্থান বিহার তাহাদিগকে প্রদান করেন।

রাজা ধাতুসেনের দুই পুত্র হয়, কশ্যপ ও মৌদ্গল্যায়ন। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা মনোরমা নাম্নী এক কন্যা ছিল। স্বীয় ভাগিনেয়কে এই কন্যা দান করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি করেন। এই ব্যক্তি নিরপরাধে মাতার উত্তেজনায় রাজকুমারীর উরুদেশে কশাঘাত করে। রাজা রক্তাপ্লুত বসন দর্শনে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ঐ ব্যক্তির জননীকে উলঙ্গাবস্থায় জীবন্ত দগ্ধ করেন। রাজজামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমার কশ্যপের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করেন। রাজকুমার কশ্যপ দুষ্টলোকের বলে বলীয়ান্ হইয়া রাজপুরুষগণকে বিনাশ করিয়া ছত্রদণ্ড গ্রহণ করিলেন। রাজকুমার মৌদ্গল্যায়ন সৈন্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) যাত্রা করেন। রাজজামাতা রাজা কশ্যপকে রাজ্যের গুপ্তধনাগারের সংবাদ জানিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন; বলিলেন, 'তোমার পিতা তাহা তোমার কনিষ্ঠের জন্য রাখিয়াছেন।' রাজা কশ্যপ তৎক্ষণাৎ বন্দী পিতাকে ধনাদি দেখাইয়া দিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা ধাতুসেন সমস্ত বুঝিয়া নীরব রহিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে রাজা অতিক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ দূত পাঠাইলেন। শেষে বন্দী রাজা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে কালবাপী-সরোবরে লইয়া চল, আমি ধনাগার দেখাইয়া দিব।' রাজা কশ্যপ প্রলুব্ধ হইয়া পিতার জন্য এক ভগ্নচক্র শকট পাঠাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ রাজাও সেই শকটে কালবাপী যাত্রা করিলেন। শকটচালক মুড়ি খাইতেছিল, সে রাজাকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া, তাহার অংশ দিল। রাজাও প্রীতমনে ভোজন করিয়া মৌদ্গল্যায়নের নামে এক পত্র ও তাহাকে দ্বারনায়কের পদ প্রদান করিলেন। কালবাপী-বিহারের স্থবির রাজাগমন শুনিয়া তাঁহার জন্য গোপনে মাষকলাই, অন্ন ও মাংস রন্ধন করাইলেন। তৎপরে রাজা আসিলে উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। যাজক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা তৎপরে আহারাদি করিয়া কালবাপী-সরোবরে অবগাহনার্থ নামিলেন এবং জল পান করিয়া রাজানুচরবর্গকে বলিলেন, "বন্ধুগণ ইহাই আমার ধনসম্পত্তি।" রাজানুচরেরা ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া রাজধানীতে গেল এবং রাজাকে জানাইল। রাজা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'এ বৃদ্ধ যতদিন বাঁচিবে, ততদিন কেবল কনিষ্ঠপুত্রের জন্য ধনসঞ্চয় করিবে এবং আমার বিরুদ্ধে দেশের লোককে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিবে, অতএব ইহাকে মারিয়া ফেল।' এই বলিয়া কশ্যপ রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কারাগারে পিতার সমুখে গিয়া সদর্পে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রাজা বুঝিলেন, পুত্র তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছে। তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'রাজাধিরাজ, মৌদ্গল্যায়ন আমার যতটা স্নেহের পাত্র, তুমিও ততটা স্নেহের অধিকারী।' নব্য রাজা হাসিলেন এবং পিতাকে অনাবৃত বক্ষে কশাঘাত করিতে আদেশ দিলেন, পরে জীবিতাবস্থায় লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর প্রাচীর গাঁথাইয়া দিলেন, কেবল প্রাচীরগর্ভ হইতে বৃদ্ধ রাজার মুখমণ্ডল বাহির হইয়া রহিল। দুরাত্মা কশ্যপ তাহাও কর্দ্দম লেপিত করিয়া দিলেন। ১৮শ বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজা ধাতুসেন এইরূপে (৪৭৭ খৃষ্টাব্দে) পুত্রহস্তে নিহত হইলেন।

ধাতুসেন, সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। রাজা ধাতুসেন এখানে স্বনামে বিহার ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

ধাতুহন (পুং) গন্ধক।

ধাতূপল (পুং) ধাতুঃ উপধাতুরূপঃ উপলঃ। কঠিনিকা, খড়ি। (হারাবলী)

ধাতৃ (ত্রি) ধা-তৃচ্। ১ ধারক। ২ পোষক। (পুং) ৩ ব্রহ্ম।

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" (সন্ধ্যামন্ত্র)

৪ বিষ্ণু। "অনাদিনিধনো ধাতা।" (বিষ্ণুস°)

৫ আত্মা। ৬ বায়ুভেদ। ৭ আদিত্যভেদ। ৮ ব্রহ্মার পুত্রভেদ।

"দ্বৌ পুত্রৌ ব্রহ্মণস্বগ্র্যৌ যয়োস্তিষ্ঠতি লক্ষণং।
লোকে ধাতা বিধাতা চ যৌ স্থিতৌ মনুনা সহ॥"
(ভারত আদি° ৬৬ অ°)

৯ ভৃগুপুত্রভেদ।

"ভৃগুঃ খ্যাত্যাং মহাভাগ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ।
ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাং॥" (ভাগ° ৪।১।২৫)

১০ প্রজাসর্গকারক সপ্তর্ষি।

"সর্গশেষপ্রণয়নাদ্বিশ্বযোনেরনন্তরং।
পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥" (কুমার)

ধাতৃপুত্র (পুং) ধাতুঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার।

ধাতৃপুষ্পিকা (স্ত্রী) ধাতৃপুষ্পী, স্বার্থে কন্, পূর্ব্ব হ্রস্ব, কপ টাপি অত ইত্বং। ধাতকী, ধাইফুল।

ধাতৃপুষ্পিকা (স্ত্রী) ধাতৃ পুষ্টিকর্ত্তৃ পুষ্পং যস্যাঃ ঙীপ্। ধাতকী।

ধাত্র (ক্লী) ধীয়তে অন্নাদ্যত্র ধা-অধিকরণে ষ্ট্রন্। ভাজন, পাত্র। ধাতা ব্রহ্মা আদিত্যো বা দেবতা অস্য অণ্। (ত্রি) আদিত্যদেবতাক বা ব্রহ্মদেবতাক দ্বাদশকপালসংস্কৃত

পুরোডাশাদি। "স যঃ স-ধাতারমেব স ধাত্রঃ দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশঃ দ্বাদশকপালো দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্ধাতা।" (শতপথব্রা° ৯।৫।১।৩৮)

ধাত্রী (স্ত্রী) ধীয়তে পীয়তে ধা ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) টিত্বাৎ ঙীষ্। বা দধাতি ধরতি ধা-তৃচ্ ঙীপ্। ১ মাতা।

"পুনর্ধাত্রীং পুনর্গর্ভমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥" (যাজ্ঞব°৩।৮২)

অষ্টম মাসিক গর্ভের ওজঃ মাতার অর্থাৎ গর্ভধারিণীর এবং গর্ভের প্রতি বারম্বার প্রধাবিত হয়। তজ্জন্য অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ বালকের প্রায়শঃই মৃত্যু হয়।

২ উপমাতা, ধাই। ইহার লক্ষণাদির বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

ধাত্রীলক্ষণ—বালককে স্তন্যপান করাইবার জন্য যদি ধাত্রী রাখিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার দোষগুণ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিতরূপ ধাত্রী নিয়োগ করিবে। স্বজাতি, মধ্যমবয়স্কা, অর্থাৎ যুবতী, সুশীলা, সর্ব্বদা লজ্জাবনত-মুখী, শুদ্ধদুগ্ধা অর্থাৎ যাহার স্তন্য বাতাদিদোষে দূষিত নহে, প্রচুর দুগ্ধযুক্তা, জীববৎসা, অর্থাৎ মৃতবৎসা না হয়, দয়াশীলা, স্বাধীনা, অল্পসন্তুষ্টা, সদাচারাদিযুক্তা, সদ্বংশজাতা এবং যে ধাত্রী ঐ শিশুকে নিজ পুত্র সদৃশ জ্ঞান করিয়া স্তন্যদাত্রী হয়, কোন ছলক্রমে পরিত্যাগ না করে, এরূপ স্ত্রীই ধাত্রীর উপযুক্ত।

নিষিদ্ধা ধাত্রীর লক্ষণ—শোকাকুলা, ক্ষুধিতা, পরিশ্রান্তা, ব্যাধিযুক্তা, অতিশয় ঢেঙ্গা অথবা অতি খর্ব্বা, অত্যন্তস্থূলাঙ্গী বা অতি কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বরপীড়িতা এবং যাহার স্তনদ্বয় লম্বা ও অতিশয় উচ্চ, (ইহার তাৎপর্য্য অতিশয় উচ্চ স্তন চুষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয় এবং লম্বা স্তন হইলে বালকের নাসিকা মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়,) অজীর্ণভোজিনী, অপথ্যসেবিনী, ঘৃণিত কার্য্যে আসক্তা, দুঃখান্বিতা ও চঞ্চলচিত্তা, এই সকল দোষযুক্তা স্ত্রীর স্তন্যপান করিলে বালক রোগাতুর হয়। বালকের মাতা বা ধাত্রী স্তনপান করাইতে হইলে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনোপরি প্রশস্তাঙ্গী ও পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে, পরে শিশুকে উত্তরমুখী করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া দুগ্ধ পান করাইবে।*

দধাতি ধারয়তি সর্ব্বমিতি ধা-তৃচ্ ঙীপ্। ৩ ক্ষিতি। ৪ গায়ত্রীস্বরূপিণী ভগবতী।

"ধাত্রী ধনুর্ধরা ধেনুর্ধারিণী ধর্ম্মচারিণী।" (দেবীভাগ° ১২।৬।৭৮)

৫ গঙ্গা। ৬ আমলকী বৃক্ষ। আমলকী হরীতকীর ন্যায় তুল্য গুণদায়ক। কেবল আমলকী রক্তপিত্ত ও প্রমেহনাশক এবং অতিশয় পুষ্টিকারক ও রসায়ন। আমলকী অম্লরস দ্বারা, বায়ু মধুর রস ও শীতলতা দ্বারা, পিত্ত এবং কষায়রস ও রুক্ষ-গুণদ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং আমলকী ত্রিদোষনাশক। ইহার মজ্জার গুণও এইরূপ। (ভাবপ্র°)

[আমলকী ও হরীতকী দেখ।]

ধাত্রীর উৎপত্তি-বিবরণ—পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। জলন্ধরপত্নী বৃন্দার মরণে বিষ্ণু মোহাচ্ছন্ন হইলে দেবগণ মহাদেবের বাক্যে শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবী তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ত্রিধা হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বর্ত্তমান। সেই তিন গুণ আমার লক্ষ্মী, গৌরী ও স্বধারূপ। সেই গুণত্রয়ের আরাধনা কর, সফল মনোরথ হইবে।' দেবগণ তাহাই করিলেন। গুণত্রয় দেবগণকে তিনটী বীজ প্রদান করিয়া বলিলেন, এই বীজত্রয় যেখানে বিষ্ণু এখন আছেন, সেইখানে বপন কর। সেই তিন বীজে তিন বনস্পতি জন্মিল। ঐ বৃক্ষত্রয়ই ধাত্রী (আমলকী), মালতী ও তুলসী। স্বধা হইতে ধাত্রী, লক্ষ্মী হইতে মালতী এবং গৌরী হইতে তুলসীর উৎপত্তি হয় এবং এই তিন বৃক্ষ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুর মোহমোচন হয়।

ধাত্রী-মাহাত্ম্য—মাতা যেরূপ সন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন, ধাত্রীও সেইরূপ মনুষ্যদিগের উপর কৃপা করিয়া থাকেন।

যাহারা ধাত্রী-স্নান করিয়া থাকেন, তাহাদের সকল বিঘ্ন বিদূরিত হয় এবং সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল লাভ হয়। যাহারা ধাত্রীফলদ্বারা কেশ রঞ্জিত করিয়া থাকে, তাহাদের কলি জন্য কোন দোষ থাকে না এবং অন্তকালে বিষ্ণুপদপ্রাপ্ত হয়। ইহা ভক্ষণ করিলেও বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে।

"ন গঙ্গা ন গয়া পুণ্যা ন কাশী ন চ পুষ্করং।
একৈব চ যথা পুণ্যা ধাত্রী মাধববাসরে॥

* "পীতায় যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরং।
সুবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ কুর্য্যাদ্ধাত্রীং তদেদৃশীং॥
সবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধক্ষীরাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাং॥
স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাং।
কৈতবে নাপরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশং শিশৌ॥
নিষিদ্ধাং ধাত্রীমাহ।
শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তা চ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা।
অত্যুচ্চা নিতরাং নীচা স্থূলাতীব ভূশংকৃশা॥
গর্ভিণী জ্বরিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা।
অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যবিবর্জ্জিতা॥
আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যে তু দুঃখার্ত্তা চঞ্চলাপি চ।
এতাসাং স্তন্যপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ॥" (ভাবপ্র°)

কার্ত্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র ধাত্রীস্নানং সমাচরেৎ।
যস্তু তজ্জলমশ্নীয়াৎ সোঽশ্বমেধমবাপ্নুয়াৎ॥”
(পদ্মপু° উত্তরখ° ১২৭ অ°)

হরিবাসর দিনে এক ধাত্রীবৃক্ষ সকল তীর্থাপেক্ষা পুণ্য-সাধক। এই দিন, কাশী, গয়া ও পুষ্কর ইহার তুল্য নহে এবং যাহারা কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীস্নান করিয়া থাকে, তাহারা অশ্বমেধ ফল লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ধাত্রীফল স্মরণ করে, তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং প্রতি-দিন যে সকল লোক নাম স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদের মন, বাক্য ও কর্ম্মসম্ভব সকল পাতক বিনষ্ট হয়। অষ্টমী, নবমী, অমাবস্যা, রবিবার ও সংক্রান্তি এই সকল দিনে যাহারা ধাত্রী স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদের গৃহে ধাত্রী সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন। তাহার গৃহে প্রেত, কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষসের অধিকার থাকে না।

“ধাত্রীফলান্যমাবস্যামষ্টমীনবমীষু চ।
রবিবারে চ সংক্রান্তৌ সংস্মরেৎ মুনিপুঙ্গব॥
যস্য গেহে মুনিশ্রেষ্ঠ ধাত্রী তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্য গেহে ন গচ্ছন্তি প্রেতকুষ্মাণ্ডরাক্ষসাঃ॥”
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ১২৭ অঃ)

যাহারা ধাত্রীবৃক্ষের ছায়াতে পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পিতৃগণ ইহাতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মস্তক, হস্ত, মুখ ও কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে যাহারা ধাত্রীফল-ধারণ করে, তাহারা মহামহিম-শালী ও পুণ্যাত্মা হয়।

“মূর্দ্ধি পাণৌ মুখে কণ্ঠে দেহে চ মুনিসত্তম।
ধত্তে ধাত্রীফলং যস্তু স মহাত্মা স পুণ্যভাক্॥
ধাত্রীফলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলবিভূষিতঃ।
ধাত্রীফলকৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ॥
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে।
প্রিয়ো ভবতি বিষ্ণোঃ স মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥
ধাত্রীফলানি যো নিত্যং বহতে করসংপুটে।
তস্য নারায়ণো দেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি॥
ধাত্রীফলং ন ভোক্তব্যং কদাচিৎ করসংপুটাৎ।
য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগানন্তে যো মুক্তিমিচ্ছতি॥”
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ১২৭ অ°)

যাহারা ধাত্রীফল সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে এবং ধাত্রীফল দ্বারা বিভূষিত হইবে ও ধাত্রীফল আহার করিবে, তাহারা নারায়ণতুল্য হইবে। যাহারা করপুটে প্রতিনিয়ত ধাত্রীফল ধারণ করে, নারায়ণ তাহাদিগকে একটী বর প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল লোক অন্তকালে মুক্তি ও বিপুল ভোগ ইচ্ছা করেন, তাহারা যেন করসম্পুটে ধাত্রীফল ভক্ষণ না করেন। যে সকল বৈষ্ণব ধাত্রী-ফলমালা হৃদয়ে ধারণ না করেন, তাহারা বৈষ্ণবপদবাচ্য নহেন। তুলসীমালার ন্যায় ধাত্রীমালা কদাচিৎ পরিত্যাজ্য নহে। ধাত্রীমালা যতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের কণ্ঠে লম্বমানা থাকে, ততদিন বিষ্ণু তাহা-দিগের হৃদয়স্থ হইয়া অবস্থান করেন এবং যতদিন ধাত্রীমালা ধারণ করা যায়, তত যুগসহস্র মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থান করে। ধাত্রী সর্ব্বাঙ্গস্বরূপা। এই জন্য যত্ন সহকারে এই বৃক্ষ আরোপণীয়, সেব্য ও সেচনীয়। যাহারা এই ধাত্রী-মাহাত্ম্য যত্ন সহকারে শ্রবণ করে, তাহারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকে। (পদ্মপু° উত্তরখ° ১২৭ অঃ)

ক্রিয়াযোগসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।— তুলসীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে যে দেবতা অবস্থান করেন, শুভ বা অশুভ যে কোন কার্য্য ধাত্রীবৃক্ষতলে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। নূতন পত্র দ্বারা হরিপূজা করিলে পাপনাশ হয়। যে স্থলে ধাত্রী ও তুলসী বৃক্ষ নাই, সেই স্থান অপবিত্র। ধাত্রী ও তুলসীহীন স্থল অলক্ষ্মী ও কলির বসতি স্থান। ধাত্রীমালা ধারণ করিয়া যদি দৈব-যোগে শ্মশান স্থলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার গঙ্গাতে মৃত্যু হইলে যে ফল লাভ হয়, তাহাই হইয়া থাকে। ধাত্রী ও তুলসীমূলকর্দ্দম প্রতিদিন গ্রহণ করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং প্রতিদিন পুণ্য লাভ করে। যদি কেহ ধাত্রীবৃক্ষে আঘাত করে, তাহা হইলে সেই আঘাত হরির অঙ্গে লাগিয়া থাকে। ধাত্রী সর্ব্বদেবস্বরূপিণী এবং কেশবপ্রিয়া, ইহার গুণমাহাত্ম্যাদি ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন। (ক্রিয়াযোগসার ২৩ অঃ)

“ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণোস্তুলসী ফলং।
তং ম্লেচ্ছদেশং জানীয়াৎ যত্র নায়াস্তি বৈষ্ণবাঃ।” (একাদশীতত্ত্ব)

যে স্থলে তুলসীপত্র এবং সফলা ধাত্রী নাই, সেইস্থল ম্লেচ্ছদেশ, এইরূপ স্থলে বৈষ্ণবগণ আগমন করেন না। হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

“পিতা পিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যে চ গোত্রিণঃ।
বৃক্ষযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ॥
রৌরবে নরকে যে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে।
বিযোনিঞ্চ গতা যে চ যে চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ॥
পিশাচত্বং গতা যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ।
তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ॥
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ধাত্রীমূলনিষেচনাৎ।

ইতি ধাত্রীং চাভিবিচ্য বারানষ্টোত্তরং শতং ॥
তাঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য কুর্যাজ্জাগরণং ব্রতী ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৩ বিলাস)

পিতা ও পিতামহাদি এবং যে সকল সগোত্র অপুত্রক, যাহারা বৃক্ষযোনি ও কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা রৌরবাদি ঘোরতর নরকে অবস্থান করে ও যাহারা পিশাচাদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলে ধাত্রীমূলে দত্ত পয়দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুক। অষ্টোত্তর শতবার বৃক্ষকে অভিষেক করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিবে।

ধাত্রীপত্র (ক্লী) ধাত্রীপত্রমিব পত্রং যস্য। ১ তালীশপত্র। "তালীশং মুক্তপত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতং।" (ভাবপ্র°) ২ আমলকীপত্র।

ধাত্রীপুত্র (পুং) ধাত্র্যাঃ উপমাতুঃ পুত্রঃ। ১ নট। ২ উপমাতৃপুত্র।

ধাত্রীবিদ্যা—ধাত্রী-বিষয়ক বিদ্যা (Mid-wifery)। যদ্দ্বারা প্রসবাদির জ্ঞান ও প্রসূতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি নিরূপিত হয়, তাহাকে ধাত্রীবিদ্যা বলা যায়। যাঁহারা এই বিষয়ে পারদর্শিনী হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ধাত্রী (Midwife), চলিত কথায় ইহাদিগকে 'দাই' বা 'ধাই' বলে। ইহাদিগের প্রধানতঃ প্রসব-বিষয়ক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য প্রথমে প্রসবের বিষয় ও তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

যে কার্য্য দ্বারা জরায়ু হইতে ভ্রূণ, তৎসংলগ্ন ফুল (Placenta) ও আচ্ছাদনী ঝিল্লির (Fœtal membrane) সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া নিরপেক্ষভাবে জীবন-রক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রসব বলা যায়। দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের নানাবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং আয়ুর্ব্বেদাদিতেও এইরূপ লিখিত আছে, গর্ভবতী নারী নবম, দশম, একাদশ কিংবা দ্বাদশ মাসে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সন্তান-প্রসব করিয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ নবম মাসের মধ্যে বা দ্বাদশ মাসের ঊর্দ্ধে প্রসব হইলে তাহা প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ বা বিকৃত গর্ভ বলিয়া অভিহিত হয়। প্রায় সকল স্থলেই নবম বা দশম মাসই প্রসবের নির্দ্দিষ্ট সময়। একাদশ মাসে কদাচিৎ প্রসব হইতে দেখা যায়। প্রসব স্থলে প্রথমে গুর্ব্বিণী আসন্নপ্রসবা কি না তাহা জানিতে হইবে। যখন গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন বিমুক্ত হয় এবং জঘনে অর্থাৎ নিতম্বের সম্মুখভাগে বেদনা উপস্থিত হয়, তখন গুর্ব্বিণীকে আসন্নপ্রসবা জানিতে হইবে। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর মুহুর্মুহুঃ কটী ও পূর্ব্বদেশে বেদনার সহিত মল ও মূত্রের বেগ উপস্থিত হয়। গুর্ব্বিণীকে আসন্নপ্রসবা জানিতে পারিলে অর্থাৎ প্রসবকাল উপস্থিত হইলে গুর্ব্বিণীর গাত্রে তৈল মর্দ্দন করাইয়া উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ঈষদুষ্ণ যবাগূ অল্প মাত্রায় ঘৃতের সহিত পান করাইয়া দিবে। পরে আসন্নপ্রসবা নারী কোমল অথচ বিস্তৃত শয্যাতে ধীরে ধীরে উরুদ্বয় প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। তাহার পর ভয়বিহীনা, প্রসবকরাণে সুশিক্ষিতা, হিতাকাঙ্ক্ষিণী, প্রাচীনা অর্থাৎ যে অনেক প্রসব করাইয়াছে ও অনেক প্রসব দেখিয়াছে, এইরূপ চারিটী কামিনীর নখচ্ছেদনপূর্ব্বক গর্ভিণীর পরিচারিকাকার্য্যে নিযুক্ত করাইবে। ইহাদিগের মধ্যে একজন গুর্ব্বিণীর যোনিদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে তৈল মর্দ্দন করিবে এবং গুর্ব্বিণী কুন্থন করিতে থাকিবে, কিন্তু প্রসব-বেদনা না হইলে কুন্থন করিবে না। গুর্ব্বিণী যদি অসময়ে কুন্থন করে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মূক, বধির, শ্বাস, কাস প্রভৃতি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয় এবং গুর্ব্বিণীর দেহও শিথিলভাবাপন্ন হয়, এইজন্য সাবধান হইয়া কোঁথ দিবে। প্রথমতঃ অল্প অল্প, তৎপরে কিঞ্চিৎ বলের সহিত কুন্থন করিবে। পরে গর্ভস্থ শিশু যোনির দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলে যাবৎ পর্য্যন্ত জরায়ুর অর্থাৎ গর্ভাবরণ-চর্ম্মমণ্ডলীর সহিত শিশু ভূমিষ্ঠ না হয়, তাবৎকাল স্বকীয় শক্তি অনুসারে অত্যন্ত কুন্থন করিবে। পরে প্রবল সূতি-মারুত দ্বারা ধনু হইতে ত্যক্ত তীরের ন্যায় গর্ভস্থ ভ্রূণ আপনিই ভূমিষ্ঠ হয়।

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যথাবিধি কুলাচার এবং স্ত্রী আচার প্রভৃতি যাহা যাহা ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতেও ইহার কারণ এইরূপ লিখিত আছে নবম বা দশম মাস প্রসবের নির্দ্দিষ্ট সময়। অতএব নবম মাসে প্রশস্ত দিবসে গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রবেশ করাইবে। এই গৃহ পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণদিকে হইবে। গৃহ দীর্ঘে ৮ হাত, ও প্রস্থে চারি হাত হইবে। ইহা রক্ষা ও মঙ্গলসম্পন্ন হওয়া উচিত। এই গৃহনির্ম্মাণবিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই চারি প্রকার কাষ্ঠের সূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করিবে। এই আগারের ভিত্তি লেপন করিতে হইবে। গুর্ব্বিণীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে এবং উরুদ্বয় বেদনাবিশিষ্ট হইলে প্রসবকাল উপস্থিত জানিবে। কটী এবং পৃষ্ঠদেশের চতুর্দ্দিকে বেদনা, মুহুর্মুহু মলমূত্রের প্রবৃত্তি এবং অপত্যপথে যাতনা বোধ হয়।

প্রসবকালে মঙ্গল কার্য্য ও স্বস্তিবাচন করিতে হইবে। শিশু সকল পুংলিঙ্গনামের ফল হস্তে করিয়া প্রসূতির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদক পরিসেচনপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে যবের মণ্ড কণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইবে।

তাহার পর মৃদু, কোমল ও বিস্তৃত শয্যার উপাধানে শিরোস্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করাইয়া উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বসাইবে। প্রসব-কার্য্যে কুশলা পরিণতবয়স্কা চারিটী স্ত্রীলোক প্রসূতির পরিচর্য্যা করিবে। পরে ইহারা সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া অনুলোমভাবে অর্থাৎ উপর হইতে নিম্নে তৈল মর্দ্দন করাইবে। তখন গর্ভিণী 'অলা অলা' করিয়া কুন্থন করিতে থাকিবে। পরে গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে ও কটি, কুচকি, বস্তি ও শিরোদেশে শূলবিশিষ্ট হইলে ক্রমে বেশী কোঁথ দিবে, তাহার পর গর্ভ যোনিমূলে সমাগত হইলে অধিকতর কুন্থন করিবে। অকালে কুন্থন করিলে বধির, মূক, ব্যস্তহনু অর্থাৎ গালের অস্থি বাঁকা এবং মস্তকের অস্থি বাঁকা অথবা কাশ, শ্বাস, শোষ প্রভৃতি রোগবিশিষ্ট কিংবা কুব্জ বা বিকটাকার হয়। সন্তান বিপরীতভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরল ভাবে আনিয়া প্রসব করাইবে। গর্ভসঙ্গ হইলে অর্থাৎ গর্ভ নিঃসৃত না হইলে কৃষ্ণসর্পের খোলস, অথবা ময়নাবৃক্ষ দ্বারা প্রসবদ্বারে ধূমপ্রয়োগ করিবে, কিংবা হিরণ্যপুষ্পের মূল, সুবর্চ্চল লবণ বা গুলঞ্চ ও গর্ভিণীর হস্তে ও পদে ধারণ করিবে। প্রসব হইলে জাত বালকের জরায়ুনাড়ী মধু, ঘৃত ও সৈন্ধবের দ্বারা বিশোধিত করিবে। মূর্দ্ধিদেশে ঘৃতাক্ত বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিবে। পরে সূত্র দ্বারা নাভি (নাড়ীর অষ্টাঙ্গুল) পরিমাণ বন্ধন করিয়া ছেদন করিবে ও সেই সূত্রের কিয়দংশ কুমারের গ্রীবাদেশে বন্ধন করিয়া দিবে। পরে জাতবালককে শীতল জলে আশ্বাসিত করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক মধু, ঘৃত, অনন্তমূল ও ব্রাহ্মীরসের সহিত সুবর্ণচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। পরে বসাতৈল মাখাইয়া ক্ষীরবৃক্ষের কাথে সকল গন্ধদ্রব্যবিশিষ্ট জলে অথবা রৌপ্য ও স্বর্ণের সহিত জল তপ্ত করিয়া সেই জলে অথবা ঈষদুষ্ণ কপিত্থ-পত্রের কাথে দোষ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নান করাইবে।

তিন বা চারি রাত্রির পর হৃদয়স্থ ধমনীর পথ পরিষ্কৃত হইলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। অনন্তর প্রথম দিনে অনন্তমূলমিশ্রিত ঘৃত ও মধু প্রাতি মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পান করাইবে। দ্বিতীয় দিবসে লক্ষণার কাথ ও তৃতীয় দিবসে ঘৃত পান করাইবে। তাহার পর স্বীয় করতল-পরিমিত ঘৃত ও মধু দিবসে দুইবার পান করাইবে। তাহার পর প্রসূতিকে বেড়েলার তৈল মর্দ্দন করাইয়া বায়ুশান্তিকর ঔষধ পান করিতে দিবে। কোন প্রকার দোষ থাকিলে সেই দিবস অর্থাৎ পঞ্চম দিবসে পিপ্পলীমূল, গজপিপ্পলী, চিত্রক ও শৃঙ্গবের এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ গুড়োদকের সহিত পান করাইবে। এইরূপ নিয়ম দুই বা তিন দিন, অথবা যাবৎ দূষিত শোণিত সংশোধিত না হয়, তাবৎ অবলম্বন করিবে। তাহার পর শোণিত সংশোধিত হইলে বিদারি গন্ধাদির কাথ ও ঘৃত অথবা দুগ্ধের সহিত যবের মণ্ড ত্রিরাত্র পান করাইবে। তাহার পর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া যবকোল ও কুলখ কলাইয়ের কাথের সহিত ও মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এইরূপে অর্দ্ধমাস গতে শরীর সংশোধিত হইয়া সূতিকা হইতে উত্তীর্ণ হইলে আহারাদির নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ কেহ পুনর্ব্বার আর্ত্তব নিঃসরণ হওয়া পর্য্যন্ত সূতিকাবস্থা বলেন। (সুশ্রুত)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে গর্ভস্থ জীব ভূমিষ্ঠ হয়। মহাত্মা 'বফন্ এই কার্য্যটী বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল পতনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। হার্ভি এবং বর্ডেক বলিয়া থাকেন, পূর্ণ মাস গত হইলে জরায়ু ভ্রূণ-ধারণে অসমর্থ হইয়া উহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ফলতঃ প্রাকৃতিক প্রসবসময়, দশম ঋতু কালের সহিত ঐক্য হয় বলিয়া ডাক্তার টাইলর স্মিথ বহু অনুসন্ধানের পর এই স্থির করিয়াছেন যে, ডিম্বকোষের স্পান্দচেতনিক স্নায়ুকর্তৃক প্রসব ও ঋতু এই দুই কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন উক্ত দ্বিবিধ স্নায়ুর বিকৃত ক্রিয়ায় ধনুষ্টঙ্কার রোগ জন্মে, সেইরূপ পূর্ণ গর্ভকালে ডিম্বকোষের চৈতনিক স্নায়ু কসেরুমজ্জার মধ্য দিয়া জরায়ুর স্পন্দিক স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া উহার মাংসপেশীর সঙ্কোচক ক্রিয়া উপস্থিত করায় তাহাতেই ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হয়।

স্বাভাবিক প্রসব। এই প্রসবের সংজ্ঞা স্থির করিতে পারিলে বিকৃত ও সঙ্কর প্রসবের সহিত ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করা সহজ হইয়া উঠে। প্রসব-কার্য্যের তিনটী অঙ্গ যথা, ১ ভ্রূণবহিষ্করণশক্তি। ২ ভ্রূণের নির্গমপথ। ৩ ভ্রূণ-শরীর। যদি এই তিন অঙ্গের ন্যূনাধিক ২৪ ঘণ্টা মধ্যে সন্তান মস্তক অগ্রে করিয়া বস্তিকোটরে প্রবেশপূর্ব্বক ফুলের সহিত সহজে প্রসূত হয়, তাহাকে স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহা বিকৃত বা অস্বাভাবিক প্রসব। ঐ বিকৃত প্রসব উল্লিখিত তিন অঙ্গের পরস্পরানুপযোগিতা

ভেদে তিন উপশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক উপশ্রেণীর দুই বা তিন বিভাগ। এমনও কয়েক প্রকার প্রসব আছে যে, কোন অনপেক্ষ ঘটনার সহিত যোগ থাকায় তাহা উক্ত দুই শ্রেণীতেই ভুক্ত করা যায় না, তাহাকে সঙ্কর-প্রসব বলা যায়। উপরোক্ত নিয়মানুসারে সমুদয় প্রসব নিম্নলিখিত শ্রেণী, উপশ্রেণী ও বর্গে বিভাগ করা গেল।

১ম শ্রেণী। স্বাভাবিক প্রসব।

২য় শ্রেণী। বিকৃত বা অস্বাভাবিক প্রসব

(১) উপশ্রেণী। বহিষ্করণ শক্তি সম্বন্ধে

১ বর্গ। দীর্ঘসূত্রী প্রসব।

২ বর্গ। শক্তিহীন প্রসব।

(২) উপশ্রেণী। নির্গম পথ সম্বন্ধে—

১ বর্গ। রোধক প্রসব।

২ বর্গ। বিকৃত বস্তিকোটরীয় প্রসব।

(৩) উপশ্রেণী। ভ্রূণ শরীর সম্বন্ধে—

১ বর্গ। বস্তিকোটরে অসঙ্গত ভাবে ভ্রূণের মস্তক, অথবা হস্ত পদাদির অগ্রে প্রবেশ।

২ বর্গ। যমজ, বহুভ্রূণ বা অদ্ভুত ভ্রূণ প্রসব।

৩য় শ্রেণী। সঙ্কর-প্রসব।

১ বর্গ। অগ্রে নাড়ীর বহিষ্কৃতি।

২ বর্গ। আবদ্ধফুল।

৩ বর্গ। অপরিমিত শোণিতপাত।

৪ বর্গ। মূর্চ্ছারোগ।

৫ বর্গ। বিদারণ।

৬ বর্গ। জরায়ুর বিলোমক্রিয়া।

৭ বর্গ। অকস্মাৎ মৃত্যু।

কোন কোন দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হস্তকৃত (Manual) এবং যন্ত্রসাধ্য প্রসবভেদে উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীকে বিভক্ত করেন। কিন্তু ঈদৃশ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল বলিয়া বোধ হয় না। এজন্ত যন্ত্রসাধ্য প্রসব বিবরণ যতদূর সম্ভব লিখিত হইল।

প্রথম প্রবেশোদ্যমে স্থিতি (Presentation)। নিম্নলিখিত কএক প্রকারে ভ্রূণাংশ বস্তিকোটরের মধ্যে প্রবেশ করে।

১ম, মস্তকের অগ্রে প্রবেশ (Head-presentation)। ২য়, নিতম্ব বঙ্ক্ষণ, বা কটির অগ্রে প্রবেশ। ৩য়, চরণ বা জানুর অগ্রে প্রবেশ। ৪র্থ, স্কন্ধ, কনুই বা হস্তের অগ্রে প্রবেশ।

জরায়ু বা বস্তিকোটরের মধ্যে ভ্রূণের অগ্রগামী অবয়ব নিরূপণ করা অতি আবশ্যক। এজন্ত প্রত্যেক প্রকার নির্গমনের লক্ষণ নীচে বলা যাইতেছে।

মস্তকের কাঠিন্য, করোটি-অস্থির সীবনী সন্ধি, অস্থিশূন্য অগ্রকপাল ও পশ্চাৎ কপাল প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে মস্তকের যে অগ্রে প্রবেশ, তাহা জানা যায়। নিতম্বের স্থূলতা, কোমলতা, মধ্যস্থিত খাত, শুহ্য ও ভগদ্বার, অণ্ডকোষ ইত্যাদি অঙ্গুলি দ্বারা অনুভব করিয়া বস্তিকোটরে নিতম্বের অগ্রে প্রবেশ নির্ণয় করিবে। শিশু অগ্রে প্রবিষ্ট হইলে উহার সগোল আকৃতি এবং ফিমর অস্থির পর্ব্বপ্রবর্দ্ধন এ উভয় দ্বারা নিরূপিত হয়। পদ যদি অগ্রে নির্গত হয়, তবে উহার দীর্ঘতা এবং উহার ও জঙ্ঘার মিলিত স্থানের সমকোণ, পদাঙ্গুলির সমদীর্ঘতা এবং গুল্ফের অপ্রশস্ততা প্রভৃতিই তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়।

কনুইর কূর্পর প্রবর্দ্ধন, জানুর কণ্ডাইল্ অপেক্ষা অপ্রশস্ত ও সরু হওয়ায় এই দুইয়ের প্রভেদ করা সহজ। হস্তাঙ্গুলির অসমদীর্ঘতা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্থক্য দ্বারা হস্ত নিরূপিত হয়।

শিরের স্থাপনা (Position)—প্রসবকালে ভ্রূণ-মস্তক যে চতুর্ব্বিধপ্রকারে বস্তিকোটরে প্রবেশ ও অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে শিরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পজিযন্ বা স্থাপনা বলা যায় অর্থাৎ শিশু মস্তকের অগ্র ও পশ্চাৎ ফন্টেনেল্ বস্তিকোটরের অণ্ডাকৃতিচ্ছিদ্রে এবং ত্রিকাস্থি ও কট্যস্থিযুক্ত অচল সন্ধিতে যে যে প্রকারে সংস্পৃষ্ট হইয়া বস্তিকোটরে প্রবেশ করে, তাহাকেই শিরের স্থাপনা বলা যায়।

প্রসবাবস্থা। (Stage of labour)—সমুদয় প্রসব কার্য্যটী সহজে বুঝিবার নিমিত্ত চারি অবস্থায় বিভাগ করা যায়। যথা—প্রকৃত প্রসবের ১।২ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে জরায়ু বস্তিকোটরের প্রবেশদ্বারে চাপিয়া পড়াতে প্রসূতির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু শিরাতে রক্ত যাতায়াতের ব্যাঘাত হওয়ায় পূর্ব্বে অর্শরোগ থাকিলে তাহার বৃদ্ধি পায়। পদে অধিক শোথ লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্র কোষের উপর চাপা পড়াতে মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব করিতে হয় এবং সরল অন্ত্রে চাপা পড়াতে বার বার ভেদ হয়। এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া যখন ভ্রূণের নির্গমদ্বার পিচ্ছিল ও প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন প্রসববেদনা আরম্ভের কেবল কয়েক ঘটিকা বিলম্ব থাকে। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত অবস্থাকে প্রসবের প্রাসঙ্গিক অবস্থা বলা যায়। বাস্তবিক প্রসবারম্ভ হইতে জরায়ু গ্রীবাদ্বার দিয়া ভ্রূণ মস্তক বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম প্রসবাবস্থা, বস্তিকোটরে শিশুর প্রবেশ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়

অবস্থা এবং তৎপর হইতে জরায়ু-কুসুম বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত তৃতীয় অবস্থা।

বস্তিকোটরে ভ্রূণ-মস্তকের প্রবেশ ও নির্গমক্রম এই বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বে প্রসবের তিন অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

১ম ভ্রূণ-বহিষ্করণ-শক্তি।—জরায়ুর মাংসপেশীর ক্রিয়াই গর্ভস্থ সন্তান-বহিষ্করণের মুখ্য উপায়। কেননা যখন প্রসূতি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত বা অচেতন অবস্থায় মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকে, তখনও কখন কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। ঐ পেশী স্তরে স্তরে জরায়ুকে আচ্ছাদন করে এবং উহার অধিকাংশ সূত্র (fibre) জরায়ু-গ্রীবার একপার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়া উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় উক্ত গ্রীবার বিপরীত পার্শ্বেই সংলগ্ন হয়। প্রসবের প্রাক্কালে এই সকল সূত্রের নিষ্পীড়ক সঙ্কোচক ক্রিয়াতে জরায়ু গ্রীবাদ্বার যে কিঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, তাহাও প্রসূতি অনুভব করিতে পারে না। এ কারণ প্রসব-বেদনা আরম্ভ হওয়া মাত্র হস্ত দ্বারা জরায়ুর গ্রীবা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহা কিঞ্চিৎ প্রসারিত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া প্রবল হওয়াতে প্রসূতি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিলেই উহাকে প্রসববেদনা বলা যায়। ঐ ক্রিয়া যত প্রবল হইতে থাকে, ততই বেদনা অসহ্য হইয়া পড়ে।

কটিদেশ হইতে ব্যথা উঠিয়া সমুদয় উদর ব্যাপিয়া উরুদ্বয়ে উপস্থিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, যেন কোন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে উদর কর্ত্তিত হইতেছে, এ কারণ ইহাকে ছেদক ব্যথা (Coting pain) বলা যায়। ঈদৃশ বেদনা প্রথম অবস্থায় হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় যে ব্যথা বোধ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যথার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ না হইলেও তদ্রূপ বা ততোধিক অসহ্য বোধ হয়। এই সময়ে বস্তিদেশীয় মাংসপেশীর ক্রিয়াও জরায়ু ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া ভ্রূণকে অধোমুখে চাপিতে থাকে, এজন্য দ্বিতীয় অবস্থায় প্রসূতির বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্থনবেগ না দিয়া থাকিতে পারে না। ইহাতেই এই ব্যথাকে সবেগ-ব্যথা বলা যায়। প্রথমোক্ত ব্যথাতে প্রসূতির অতিশয় কষ্ট হয়, এই জন্য ক্রন্দন করে, কিন্তু শেষোক্ত ব্যথার সময় কোঁথ পাড়িতে হয় বলিয়া ক্রন্দন সংবরণ করিয়া রাখে এবং ব্যথার বিরতি হইলেই আবার প্রসূতি রোদন করে। ফলতঃ ব্যথার সঙ্গে রোদন করিতেছে, কি বেগ দিতেছে জানিতে পারিলে প্রায় প্রসবের অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

প্রসব সময়ে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যাতনা উপস্থিত হয়, তাহার তিনটী কারণ আছে, যথা—(১) জরায়ু গ্রীবার নিম্নভাগ প্রসারিত হওয়া, (২) যোনি প্রভৃতি বিস্তার হওয়া, (৩) জরায়ুর মাংসপেশী দ্বারা উহার স্নায়ু চাপা পড়া। শ্রমহীনা স্ত্রীসকল প্রসবকার্য্যে যেরূপ যাতনা ভোগ করে, শ্রমশীলা স্ত্রীগণ প্রসবকালে সেরূপ বেদনা অনুভব করে না। জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রারম্ভে অল্প অল্প বেদনা বোধ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষে অসহনীয় হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়া শীঘ্রই কমতা প্রাপ্ত হয়। প্রসব-কার্য্য-সম্পাদনার্থ এইরূপ যে কয়েকবার ব্যথা উপস্থিত হয়, তাহা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর দীর্ঘকালস্থায়ী ও সমধিক যাতনা-দায়ক হইয়া উঠে। অবশেষে জরায়ুর এমন এক সঙ্কোচন-ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যথা উপস্থিত হয়, যে তাহাতে গর্ভস্থ ভ্রূণ একেবারে বহির্গত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ঐ বেদনা মধ্যে মধ্যে বিরত থাকে। যতই প্রসবের চরমাবস্থা সন্নিকট হয়, ততই বিরামকাল স্বল্পতর হইয়া আইসে। ডাক্তার জ্যাক্‌কোম্ব বলেন যে প্রসববেদনার বিরামকাল যে পরিমাণে কমিয়া যায়, উহার স্থায়িত্বকাল সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই প্রসূতি উৎকট ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ফুল বাহির করিবার জন্য পৃথক্ সঙ্কোচন-ক্রিয়া আবশ্যক হইলে তাহাও উল্লিখিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ব্যথার ফল এই যে, উহা প্রথম ভ্রূণ মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া শেষে নিম্নদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাপিয়া দেয়। ব্যথার সময় জরায়ুর উপর হাত দিয়া দেখিলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুগোল ও সুদৃঢ় বোধ হয় এবং সম্মুখদিকে উচ্চ হইয়া উঠিতে দেখা যায়। আবার ব্যথার বিরাম সময়ে জরায়ু শিথিলভাব ধারণ করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ টান থাকে, জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়াই প্রথম অবস্থা সমাধান করে। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ভ্রূণ-মস্তক জরায়ু হইতে বাহির হইয়া বস্তিকোটরে প্রবেশের উদ্যম করে, তখন প্রসূতি কোঁথ পাড়িয়া উদর ও বস্তিদেশের মাংসপেশী দ্বারা ভ্রূণকে বস্তিকোটর মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। এই কোঁথপাড়া প্রথমতঃ ইচ্ছাধীন হইলেও পরে ব্যথার সহিত উহা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। যখন ভ্রূণ-মস্তক বস্তিকোটর হইতে বাহির হইয়া যোনি মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ঐ যোনির সঙ্কোচন-ক্রিয়া দ্বারাও তাড়িত হইয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়।

জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া প্রসূতির ইচ্ছাধীন না হইলেও

কখন কখন স্পষ্টরূপে মানসিক অবস্থার অধীন হইতে দেখা যায়। যথা—ক্রোধ, ত্রাস, বিস্ময় ইত্যাদিতে যেমন প্রসব বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তেমনি স্বভাবতঃ যে ব্যথা হয় তাহাও ঐরূপ কারণে অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রসব সময়ে প্রসূতি সূতিকাগৃহে হঠাৎ প্রবেশ করিলে কখন কখন বেদনা বন্ধ হইয়া যায়, প্রসবকার্য্য মানসিক অবস্থার অধীন থাকার ইহাও এক দৃষ্টান্ত।

২য় নির্গমপথ।—এখন বস্তিকোটরীয় প্রবেশ-দ্বারের (Inlet) তিন ব্যাসের বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক। যথা—অগ্র পশ্চাৎ ব্যাস ৪ কি ৪½ ইঞ্চি, অনুপ্রস্থ ৫½ ইঞ্চি, তির্য্যক্ ব্যাস ৪½ কি ৫ ইঞ্চি। এই তিন ব্যাসের যে অনুপাত তাহা কোটর মধ্যে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার নির্গম দ্বারে (Outlet) ঠিক বিপরীত হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্তর্দ্বারের খর্ব্বতম ব্যাস দীর্ঘতম ও বহির্দ্বারের দীর্ঘতম ব্যাস খর্ব্বতম হইয়া পড়ে।

যথা—উহার অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস ৫ ইঞ্চি ও অনুপ্রস্থ ব্যাস ৪½ ইঞ্চি হয়। নির্গমদ্বার মাংসপেশী প্রভৃতি কোমল পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকাতে পূর্ব্বোক্ত অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস হইতে ½ ইঞ্চি এবং অনুপ্রস্থ ব্যাস হইতে ½ বাদ দিলে অবশিষ্ট অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস ½ ইঞ্চি, অনুপ্রস্থ ব্যাস ৩½ ইঞ্চি থাকে।

বস্তিকোটরের প্রবেশ ও নির্গমদ্বারে কয়েকটী মেরুরেখা কল্পনা করিলে কোটর মধ্যে ইহাদের সংযোগ-স্থানে যে স্থূল কোণের সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আরও স্মরণ রাখা উচিত যে বস্তিকোটর ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে বিস্তীর্ণ হয়। কিন্তু নিম্নভাগ সম্মুখে কিঞ্চিৎ ঝোঁক দিয়া থাকে।

বস্তিকোটরের মধ্য দিয়া ভ্রূণ-মস্তক নির্গমন-কালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোটরাবস্থানের ফল স্পষ্টরূপে জানা যায়। জরায়ুর মাংসপেশী দ্বারা ভ্রূণ-মস্তক অধোদিকে তাড়িত হওয়াতে উহা যতই ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে, ততই ঘুরিয়া গিয়া মস্তকের এবং বস্তিকোটরের প্রত্যেক দীর্ঘ ও খর্ব্ব ব্যাস পরস্পরোপযোগী হইয়া পড়ে এবং এই প্রকার ঘুরিয়া যায় বলিয়া জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয় এবং ভ্রূণ-মস্তক বস্তিকোটরের সকল দিকেই সর্ব্বতোভাবে সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভ্রূণশির-নির্গমন কালে এইরূপ বাধা পায়। প্রথমতঃ জরায়ুর নিম্নভাগ বা গ্রীবা উহাকে রুদ্ধ করে। প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে জরায়ুর নিম্নভাগ শিথিল ও তাহার রন্ধ্র কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয়। প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইলে Amnion ঝিল্লী তন্মধ্যস্থ কিয়দংশ জল সহ উক্ত রন্ধ্র দিয়া ঝুলিয়া পড়ে। ইহাকেই জলকোষ বলা যায়। পরে জরায়ু যতই সঙ্কুচিত হইতে থাকে, ঐ জলকোষ ততই নিম্নদিকে তাড়িত হইয়া বৃদ্ধি পায় ও তৎকর্ত্তৃক জরায়ুর গ্রীবাদ্বয় চাপা পড়িয়া ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকে। শেষে জলকোষ ফাটিয়া গেলে জরায়ু যেমন ভ্রূণ-মস্তক জরায়ু গ্রীবার নিম্নবহির্ভাগে চাপিয়া দেয়, ততই উক্ত বহির্ভাগকেও ভ্রূণ-মস্তকের বহিস্তল দিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক প্রসারিত করে। জলকোষ দ্বারা ঐ বহির্ভাগে প্রসারিত হইবার সময় প্রসূতি তেমন কষ্ট পায় না। কিন্তু যখন কেবল ভ্রূণ-মস্তক দ্বারা তাহা তদ্রূপ প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রসূতির অসহ্য যাতনা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যথার সময় ভ্রূণ-মস্তক অল্প ঘুরিয়া অধোমুখে কিঞ্চিৎ অপসৃত ও উহার বিরাম কালে আবার ঊর্দ্ধদিকে ঈষৎ উত্থিত হয়, কিন্তু যে পরিমাণে নীচে নামিয়া পড়ে, সে পরিমাণে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় না। এইরূপ বারবার ঘূর্ণিত ভাবে ঊর্দ্ধাধঃ প্রকারে কুর্দ্দন-ক্রিয়া দ্বারা ভ্রূণ-মস্তক বস্তিকোটরের বহির্গমদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায় তৃতীয় বাধা প্রাপ্ত হয়। এ স্থানে প্রথমতঃ মাংসপেশী ও বন্ধনী প্রভৃতি দ্বারা ক্ষণকাল অবরুদ্ধ হইয়া পরে গুহ্যদেশ কর্ত্তৃক প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয়। এস্থান প্রসারিত হইতে কিছু বিলম্ব হয়, এবং তাহাতে প্রসূতির অতিশয় কষ্ট হয়। কিন্তু ভ্রূণমস্তক পূর্ব্বমত কুর্দ্দন-ক্রিয়া দ্বারা অবশেষে ঐ কষ্ট অতিক্রম করিয়া যোনিদ্বারে সমাগত হয়। এস্থানেও কিছুকাল বিলম্বে যোনি যথোচিত প্রসারিত হইলে ভ্রূণ মস্তক বহির্গত হইয়া পড়ে।

প্রথম প্রসবে যোনি হইতে ভ্রূণ-মস্তক বহির্গত হইবার সময় ভগদ্বারের পশ্চাৎপ্রান্তবর্ত্তি ফোর্সেটের (Fowrchette) আচ্ছাদক মিউকস্ মেমব্রেন্ উল্টিয়া পড়িয়া কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে, এবং কখন কখন উক্ত ঝিল্লীর মধ্যভাগ ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে গুহ্যদেশের চর্ম্ম কিছুমাত্র বিদীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রথম বার প্রসবে যত কষ্ট হয়, পরে তত হয় না। সেইরূপ যে স্ত্রী অধিক বয়সে প্রথম গর্ভধারণ করে, তাহারও দ্বিতীয় অবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

স্বাভাবিক প্রসবে ভ্রূণ-মস্তক জরায়ু-গ্রীবার নিম্ন বহির্ভাগ হইতে বাহির হইতে যত সময় আবশ্যক করে, তাহার অর্দ্ধ বা তৃতীয়াংশ সময়ে বস্তিকোটর প্রবেশ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া যায় অর্থাৎ কোন স্ত্রীর যদি ১২ ঘণ্টাতে সন্তান প্রসূত হয়, তবে তাহার প্রথম অবস্থার অন্তে ৮।৯ ঘণ্টা আবশ্যক, কিন্তু প্রসব দীর্ঘসূত্রী হইলে এই সমমিতির ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে উল্টিয়া গিয়া প্রথম অবস্থা

হইতে দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে।

প্রসবের পূর্ব্বে ভ্রূণ-মস্তকের অবস্থা নিরূপণ করা অতি আবশ্যক। ডাক্তার নিজিলী বলেন, প্রসবারম্ভে যদি ভ্রূণশরীরের সঞ্চালন-ক্রিয়া গর্ভবতীর তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক অনুভূত হয়, তবে ভ্রূণমস্তক প্রথম বা চতুর্থ পজিষণে এবং বাম পার্শ্বে অধিক বোধ হইলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পজিষণে অবস্থিতি করে। কিন্তু এই লক্ষণে প্রথম পজিষণ হইতে চতুর্থ পজিষণ এবং দ্বিতীয় পজিষণ হইতে তৃতীয় পজিষণ প্রভেদ করা যায় না।

ভ্রূণ-মস্তক অগ্রে বস্তিকোটরে প্রবেশ করা নিশ্চয় জানিতে পারিলে উক্ত নিজিলী সাহেবের মতে ভ্রূণ-হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুক্ শব্দ দ্বারাও ভ্রূণমস্তকের পজিষণ স্থির করা যাইতে পারে, অর্থাৎ উক্ত শব্দ বাম কটিদেশে শুনা গেলে প্রথম পজিষণ, এবং দক্ষিণ কটিদেশে শুনা গেলে দ্বিতীয় পজিসনে মস্তক থাকার খুব সম্ভাবনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর উহা কোটর মধ্যে কোন্ পজিষণে প্রবেশ করিয়া বহির্গত হইয়াছে, তাহা মস্তকের রক্তগর্ভ অর্ব্বুদ দেখিয়া সহজে নিরূপণ করা যায়। ভ্রূণ বহির্গত হইবার সময় প্রথমে জরায়ুর নিম্ন ও যোনি এই উভয় দ্বারা উহার মস্তকের অগ্রগামী ভাগ চাপা পড়িয়া উহাতে অধিক রক্ত সঞ্চিত হওয়াতে স্ফীত হইয়া উঠে। তাহাতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয়ক রক্তগর্ভ অর্ব্বুদের ক্রমিক সৃষ্টি হয়। যে প্রসবে ভ্রূণ, মস্তক অগ্রে করিয়া জরায়ু হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সেইরূপে বস্তিকোটরে প্রবেশ করে, কোন অনপেক্ষ ঘটনা উপস্থিত হয় না, প্রসূতি নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় জরায়ুর বহিষ্করণ-শক্তি দ্বারা ন্যূনাধিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত সন্তান প্রসব করে, এবং যাহাতে প্রত্যেক প্রসবাবস্থা সমমিত কালে শেষ হয়, তাহাকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। উপরে যে স্বাভাবিক প্রসবের কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সকল প্রসবের পক্ষে নহে। এমন কি দুইটী প্রসবও এক সমকালব্যাপী দেখা যায় না। সকল স্ত্রীরই প্রথম প্রসবে কিছু কালবিলম্ব হয়। সমমিত কালের বিষয় যে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ এই স্বাভাবিক প্রসবে প্রথম প্রসবাবস্থার তৃতীয় বা চতুর্থাংশ সময়ে সচরাচর দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা শেষ হয়। ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ প্রথম প্রসবাবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রসব ক্রিয়া দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ কালব্যাপী হইলে স্বাভাবিক প্রসব বলা যাইতে পারে না। যথা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে প্রসব হয়, তাহার প্রথম অবস্থায় ১৬।১৮ ঘটিকা স্থায়ী না হইয়া ২।৩ ঘণ্টাতেই শেষ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় রীতিমত ৪।৬ ঘটিকা মধ্যে শেষ না হইয়া ১২।২০ ঘণ্টা থাকিয়া যায়। ঈদৃশ প্রসব বিকৃত প্রসব শ্রেণীতে গণ্য।

প্রসবের আভাসিক লক্ষণ, জরায়ুর নিম্নে গমন এবং উদরের পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়তন, (অষ্টম মাস অপেক্ষা নবম মাসে গর্ভিণীর উদর ছোট দেখায়), এই লক্ষণটী প্রসবের একপক্ষ পূর্ব্ব হইতে এমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, গর্ভিণী স্বয়ংও তাহা অনুভব করিতে পারে। উক্ত সময়ে লাইকার্ এম্‌নিয়াইর কিয়দংশ শুষ্ক হইয়া যাওয়া উহার প্রথম কারণ এবং জরায়ু অধোগামী হইয়া উহার নিম্নের প্রান্তভাগ বস্তিকোটরের প্রবেশদ্বারে যুক্ত হওয়া দ্বিতীয় কারণ, এবং জরায়ুর মাংসপেশীর সূত্র সকল শিথিল হওয়াতে উহার অধোভাগ অনুপ্রস্থ ভাবে প্রসারিত হয়, তাহাতে উহার ঊর্দ্ধায়তন খর্ব্ব হইয়া পড়ে, ইহাই তৃতীয় লক্ষণ। এ সময়ে জরায়ু উদরের সম্মুখ দিয়া ঠেলিয়া উঠে। যাহাদের বারংবার গর্ভ হওয়াতে উদরের চর্ম্ম ও মাংসপেশী ঢিল হইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন স্ত্রীর উদর এত ঠেলিয়া উঠে যে, পেটী বন্ধনী ব্যতীত তাহাদের কষ্ট নিবারণ হয় না।

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব-করণেচ্ছা। জরায়ু নিম্নে ও সম্মুখে মূত্রাধারের উপর চাপিয়া পড়াতে উহাতে অধিক মূত্র সঞ্চিত হইতে পারে না। এজন্য প্রসবোন্মুখী স্ত্রী মুহুর্মুহু প্রস্রাব না করিয়া থাকিতে পারে না। গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে গর্ভিণী যে বারংবার মূত্রত্যাগ করে, তাহারও ইহা মূল কারণ। এই লক্ষণের দ্বিতীয় কারণ এই যে, জরায়ু ও মূত্রদ্বার পরস্পর সহানুভাবক যন্ত্র হওয়াতে গর্ভের শেষ মাসে প্রথমে জরায়ু পরে মূত্রাধারেও তাড়স জন্মে, তাহাতেই বারংবার প্রস্রাব করিতে হয়।

অন্ত্রে শূল।—যে কারণে বারংবার মূত্রত্যাগ করিতে হয়, আবার সেই কারণেই সরল অন্ত্রে শূলগ্রহণী পীড়া হইয়া থাকে। কখন কখন আমাশয় রোগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বাহ্যের পীড়া হইলেও মল নির্গত হয় না, এমত অবস্থায় কোন উপায়ে কোষ্ঠ শুদ্ধি রাখিতে পারিলেই কষ্টের অনেক লাঘব হয়।

জরায়ুর পীড়াহীন সঙ্কোচন-ক্রিয়া। গর্ভের শেষ মাসে বিশেষতঃ প্রসবারম্ভের ২।১ দিন পূর্ব্বাবধি উদরের অধোভাগে থাকিয়া থাকিয়া এক প্রকার মোচড়ানী প্রভৃতি অনুভব করে। গর্ভস্থ ভ্রূণ সঞ্চলন-কালে অথবা অকাল গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে জরায়ুর এইরূপ আংশিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, একারণ প্রসব-বেদনা আরম্ভ হওয়ামাত্র পরীক্ষা করিলে সার্ভিক্স ইউটেরাই কিঞ্চিৎ প্রসারিত পাওয়া যায়।

যোনি হইতে ক্লেদনিঃসরণ।—স্বাভাবিক প্রসব-বেদনার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। যোনিরন্ধ্র ঐ ক্লেদ দ্বারা পিচ্ছিল ও তৈলাক্তবৎ হওয়াতে ভ্রূণ-বহির্গমনের সহজ পথ প্রস্তুত হয়, এই পদার্থ প্রথমতঃ গাঢ় থাকে, পরে প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইলে পাতলা হইয়া যায়। ইহা কাহারও অল্প বা কাহারও অধিক পরিমাণে জন্মে, ইহা দেখিতে বর্ণহীন, কিন্তু প্রসব-বেদনা আরম্ভের পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়।

এই পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে তিনটী গর্ভের শেষ অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, চতুর্থটীতে আসন্নপ্রসব অনুভূত হয়, পঞ্চমটী প্রকাশ পাইলে অতি শীঘ্র প্রসব হওয়ার বিষয় নিশ্চয় জানা যায়। প্রসবকাল উপস্থিত হওয়ার আরও কয়েকটী সামান্য লক্ষণ আছে,—যথাক্রমে পদদ্বয়ের স্ফীততা, উরু ও জঙ্ঘাতে খেচনি, মনের প্রফুল্লতা, সাহস, ক্ষুধাবৃদ্ধি, শ্বাসকৃচ্ছ্রের হ্রাস, গতিতে স্ফূর্ত্তি ও সুগমতা অনুভব প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অতিশ্রম, ক্লান্তি, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের বিষম সঞ্চালন-ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা কখন কখন গর্ভিণীর কৃত্রিম প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক প্রসব-বেদনা হইতে সহজে প্রভেদ করা যায়। যথা, কৃত্রিম বেদনা জরায়ুর উপরিভাগ (Fundus) হইতে আরম্ভ হইয়া উহার অল্প ভাগ মাত্র ব্যাপ্ত হয় ও অনিয়মিত বিরামের পর পুনঃউপস্থিত হইয়া থাকে। যোনি হইতে ক্লেদ নির্গত বা জরায়ু মুখ প্রসারিত হয় না এবং তন্মধ্য দিয়া জলকোষও ঝুলিয়া পড়ে না। প্রসূতির বোধ হয় যেন বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমে সম্মুখ দিকে সমস্ত উদর ব্যাপিয়া পড়ে; ইহাতে নিয়মিত বিরামকালের পর বেদনা ক্রমিক শীঘ্র প্রবলরূপে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময় জরায়ুমুখ প্রসারিত হয় এবং ইহার মধ্য দিয়া জলকোষ ঝুলিয়া পড়ে। কখন কখন কৃত্রিম ব্যথাও প্রকৃত ব্যথাতে পরিণত হয়। এজন্য কৃত্রিম ব্যথা নিবারণ করা আবশ্যক।

১ম অবস্থা। ইহাতে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ ব্যথা উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যথা প্রথমতঃ ব্যথা অল্প অল্প অনুভূত হয় এবং ক্রমে প্রবল ও সুদীর্ঘ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইতে থাকে। তাহাতে প্রত্যেক ব্যথার বিরাম কালও ক্রমে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। প্রত্যেক ছেদক ব্যথা আরম্ভ হওয়া মাত্র প্রসূতি সহ্য করিতে না পারিলে নানা প্রকার আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে এবং এক স্থানে থাকিতে ভাল বাসে না। কখন শয়ন, কখন উপবেশন, কখন বা ইতস্ততঃ গমনাগমন করে, সতত একান্ত-ব্যস্ত ও ম্লান হয়, কিন্তু প্রসব-কার্য্য যতই শেষ হইয়া আইসে, এই সকল কষ্টদায়ক লক্ষণ প্রসূতি ততই ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে। কোন কোন স্ত্রী গর্ভের শেষ মাসে ম্লান ও হতাশ হইয়া প্রসবারম্ভে সাহসিক ও সমুৎসুক হয়। ফলতঃ গর্ভের শেষ মাসে ও প্রসবের প্রথম অবস্থায় প্রসূতির মন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা আরম্ভ হওয়া মাত্র সমধিক যাতনা উপস্থিত হওয়াতে তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং প্রসবকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয়, প্রসূতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক যথাসাধ্য চেষ্টা পায়। যখন ভ্রূণ মস্তক অচ্ ইউটেরাইর মধ্য দিয়া বাহির হইতে থাকে, তখন প্রসূতির অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হয়। এই কম্প হিমপ্রযুক্ত হয় না, বরং তৎকালে শরীর উষ্ণই থাকে। ইহার প্রকৃত কারণ জরায়ুর একটা প্রচণ্ড সঙ্কোচন-ক্রিয়া। এই সময়ে কোন কোন স্ত্রীর ক্ষণিক প্রলাপ ও ক্ষিপ্ততা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল স্ত্রীরই তৎকালে বমনেচ্ছা বা বমন হইয়া থাকে, তাহাতে পেটের অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য সকল বাহির হওয়াতে অচ্ ইউটেরাই (জরায়ু গ্রীবার নিম্ন বহির্ভাগ) শিথিল হইয়া পড়ে। প্রথম প্রসবাবস্থা শেষ হইবার সময় প্রসূতির কুন্থন বেগ আরম্ভ হয়। সেই সময়ে যোনির ক্লেদের সঙ্গে রক্তের ছিট্ অধিক পরিমাণে দেখা যায় ও জলকোষ ফাটাইয়া গিয়া সমুদয় লাইকর এম্নিয়াই পড়িয়া যায়। তৎপরের ব্যথাতেই অচ্ ইউটেরাই হইতে ভ্রূণ-মস্তক বহির্গত হইয়া বস্তিকোটরে প্রবেশোন্মুখ হয়।

দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা।—এই সময়ে ব্যথা শীঘ্র শীঘ্র আক্রমণ করাতে তন্মধ্যস্থিত বিরামকাল ক্রমে খর্ব্ব হইয়া যায়, এবং ব্যথাও প্রবল ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। স্বভাবতঃ কোঁথ পাড়িতে হয় বলিয়া প্রসূতি ব্যথার সময় রোদন ক্ষান্ত করিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকে, পরে ব্যথার অনেক হ্রাস হইলে ক্ষণকাল পূর্ব্বমত বিলাপ করে। ব্যথার সময় কোঁথ-পাড়া ও তৎপরে রোদন করা এই দুই লক্ষণ দ্বারাই দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা নির্ণয় করা যায়। ব্যথা উপস্থিত হইবামাত্র প্রসূতি শ্বাসবদ্ধ করিয়া সন্নিকটস্থ কোন অচল বা স্থাপিত বস্তু ধারণ-পূর্ব্বক কোঁথ পাড়িতে থাকে, ও জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার সাহায্যার্থে শরীরের প্রায় সমুদায় মাংসপেশীকে নিযুক্ত করে, শ্বাস বদ্ধ হওয়াতে রক্ত পরিচালনার ব্যাঘাত জন্মে ও তাহাতে ত্বকের শিরা সকল রক্তে পরিপূর্ণ হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ আস্য ও চক্ষু রক্তিমাকার হয়, কপাল ও কানপাটী ও গলার শিরা সকল রক্তে পূর্ণ হওয়াতে স্ফীত হইয়া উঠে, শরীর উষ্ণ হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হয়। নাড়ীও প্রত্যেক ব্যথার সঙ্গে দ্রুত-গতি হইয়া পড়ে, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, উহা প্রতি মিনিটে ৯০।১২০ বার স্পন্দন করে।

কাহারও বার বার বমন হইতে দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় কোন কোন স্ত্রীর যে বমি হয়, তাহা কেবল সহানুভাবক স্নায়ুর উত্তেজনাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, বমন দ্বারা জ্রূণ নির্গমন পথ যে শিথিল ও প্রশস্ত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময়ে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইলে যে বমন হয়, সচরাচর তাহার ক্ষণকাল পরে শরীর উষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগতি, জিহ্বা মলিন ও কাঁটা কাঁটা হইয়া জ্বর বোধ হয়। এই সময়ে বস্তিদেশ হাত দিয়া চাপিলে জরায়ুতে ব্যথা জন্মে।

যখন দ্বিতীয় অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়া পড়ে, তখন প্রসূতি ক্লান্ত হয় এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়াতে তাহার আলস্য ও নিদ্রাবেশ হয়। কখন কখন ব্যথার বিরাম সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ঈদৃশ নিদ্রাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই, বরং তাহাতে শ্রম-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ যদি এই ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া না হইত, তাহা হইলে প্রসূতির গুহ্যদেশ ও যোনি যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গুহ্যদেশ ও ভগদ্বার যথাযোগ্য প্রসারিত হইলে জরায়ুর দ্বিগুণ সঙ্কোচন-ক্রিয়া উপস্থিত হয়, অর্থাৎ একটী সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত না হইতে হইতে আর একটী আসিয়া পড়ে, তাহাতে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রান্ত হইয়া অসহনীয় যাতনার সময় জ্রূণ মস্তক হঠাৎ যোনি হইতে বিনির্গত হয়। ক্ষণবিলম্বে পুনর্ব্বার এক ব্যথা উপস্থিত হইয়া শরীর তাড়িত ও সেই সঙ্গে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে যাতনার শান্তি হওয়াতে প্রসূতি অনির্ব্বচনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য অনুভব করে। এই সময়ে প্রসূতির উদরোপরি হস্ত দিয়া দেখিলে জরায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত বোধ হয় এবং উদরের চর্ম্ম লোহিত দেখা যায়।

৩য় অবস্থা।—এই সময় জরায়ুকুসুম পৃথক্ হইয়া নির্গত হয়। কোন কোন প্রসূতির যে ব্যথাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে ঐ কুসুমও পড়িয়া যায়। কিন্তু সচরাচর জরায়ু বা যোনি মধ্যে উহা সমুদয় থাকিয়া যায়, অথবা বহির্গত হইলেও কিয়দংশ আবদ্ধ থাকে। পরে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়াতেই হউক বা তৎসঙ্গে সঙ্গে অথবা অল্প অল্প করিয়া আকর্ষণ করাতেই হউক ফুল একেবারে বাহির হইয়া পড়ে।

সন্তান প্রসব হওয়াতে, যত বিলম্ব হয় এবং তাহাতে প্রসূতি যতই ক্লান্ত হইতে থাকে, গর্ভকুসুম-বহিষ্কারক ব্যথাও সেই পরিমাণে বিলম্বে হইয়া থাকে। সচরাচর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২০।৩০ মিনিট পরেই ফুল নির্গত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রসবে ঊর্দ্ধসংখ্যা ১।২ ঘণ্টা মধ্যে ফুল ভূমিষ্ঠ হওয়া উচিত। তদপেক্ষা বিলম্ব হইলে উহা সঙ্করপ্রসব শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

স্বাভাবিক প্রসবে সাহায্যের আবশ্যক হয় বলিয়া পূর্ব্বে সকলেরই সংস্কার ছিল, কিন্তু অধুনা প্রসবতত্ত্বের অনেক উন্নতি ও অনেক বিষয় আবিষ্কার হওয়ায় উক্ত সংস্কারের অমূলতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই প্রসব বিষয়ে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে, সুতরাং স্বাভাবিক প্রসব স্থলে ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। দিবাভাগে প্রসূতি সুদীর্ঘকাল শয়িত থাকিলে ক্লান্ত ও অধৈর্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া প্রথম অবস্থায় ক্রমাগত প্রসব-শয্যায় থাকা অবিধি। সুতরাং কখন উপবেশন, কখনও ইতস্ততঃ পদচালন এবং কখনও বা সামান্য গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম অবস্থায় প্রসূতিকে আহারাদি করিতে দেওয়ায় হানি নাই, বরং তাহাতে আমাশয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে বিশেষ ফলদায়ক হয়। এই অবস্থার শেষে ধাত্রীরা প্রসবোপযোগী শয্যা প্রস্তুত করিবে, যথা তোষকের উপর বজ্রুণ রাখিবার স্থানে মৃদু চর্ম্ম অথবা এক প্রকার তৈলাদ্র-আচ্ছাদন পাতিয়া তদুপরি এক খান কম্বল, তাহার উপর একখান আচ্ছাদন এবং সর্ব্বোপরিভাগে এক খান বস্ত্র ৪।৫ ভাঁজ করিয়া নিতম্ব স্থানে পাতিত করিবে। পরে প্রসূতিকে তদুপরি শায়িত রাখিবে, পরে তাহার পরিধেয় বস্ত্র এককালে খুলিয়া ফেলিয়া অথবা উপরে টানিয়া তুলিয়া একখানি বড় চাদর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে। প্রসূতি শয্যায় বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিবে। বজ্রুণ শয্যার প্রান্তে নিয়া উরুদ্বয় বস্তির উপর দ্বিভাজ করিয়া থাকিবে। এদেশে প্রসবকালে প্রসূতিরা সচরাচর উপবিষ্টা থাকে, পূর্ব্বকালে য়ুরোপেও এই প্রথা ছিল, চীনদেশে ও ইংলণ্ডের কর্ণওয়ালস্ নামক প্রদেশে প্রসূতিরা হাটু গাড়িয়া বসে। ফ্রান্স ও জর্ম্মণির অনেক স্থানে উত্তান ভাবে শুইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল অবস্থাপেক্ষা বামপার্শ্বে শয়ন করাই শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থাতে উভয় জানু মধ্যে একটী বালিশ রাখিতে অনেকে উপদেশ দিয়া থাকেন। ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে কুন্থনক্রিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া প্রসূতির অবলম্বনার্থ একখান চাদর কএক পাক দিয়া উহার এক প্রান্ত নিকটস্থ কোন স্তম্ভে আবদ্ধ রাখিবে, অপর প্রান্ত প্রসূতির হস্তে দিবে, অথবা তৎপরিবর্ত্তে কাহারও হস্ত আশ্রয় করিতে পারিলে কুন্থনক্রিয়ার অনেক সুবিধা হয়।

ভ্রূণ-মস্তক গুহ্যদেশে চাপিয়া পড়ার পূর্ব্বে প্রসূতির মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বসিতে কোন হানি নাই।

সচরাচর দ্বিতীয় অবস্থার আরম্ভে জলকোষ ফাটিয়া যায়, কিন্তু এমনিয়ন্ অত্যন্ত সুদৃঢ় হইলে ভ্রূণ-মস্তক বস্তি-কোটরে প্রবেশ করিলেও এবং কখন কখন তথা হইতে নির্গত হইবার সময় পর্য্যন্তও উহা বিদীর্ণ হয় না, ইহাতে ভ্রূণ-মস্তক কোটর মধ্য দিয়া তাড়িত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। এইরূপ অবস্থায় জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার সময় যখন জলকোষ স্ফীত ও সটান হয়, তখন এক অঙ্গুলি দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়া দিলেই, সচরাচর লাইকর এম্নিয়াই পড়িয়া যায়। এই সময় প্রসূতির গ্রীষ্ম বোধ হইলে শয্যা হইতে কম্বলাদি উষ্ণ বস্ত্র টানিয়া ফেলিয়া শীতল বায়ু সেবন করাইবে। ক্ষুধা হইলে দুগ্ধাদিও দেওয়া যাইতে পারে।

ভ্রূণ মস্তক গুহ্যদেশ চাপিয়া পড়িলে উক্ত স্থান হঠাৎ বিদীর্ণ না হয়, অথচ উহা সম্মুখদিকে চালিত হয়, এজন্য ধাত্রী একখান রুমাল ৩।৪ ভাঁজ করিয়া তদ্দ্বারা ব্যথার সময় গুহ্যদেশ চাপিয়া না রাখিয়া ভ্রূণ-মস্তক সম্মুখদিকে অল্পে অল্পে ঠেলিয়া দিবে। মস্তক যখন ভগদ্বারে সমাগত হয়, তখন যোনিদ্বারে পশ্চাদ্ভাগের চর্ম্ম উপর হইতে টানিয়া না লইয়া বরং সম্মুখদিকে আরও ঠেলিয়া দিবে, নচেৎ গুহ্যদেশ হঠাৎ বিদীর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। এ সময় ধাত্রী আপন দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলি প্রসূতির মলদ্বারে ঢুকাইয়া ভ্রূণের মস্তক বাহির ও সম্মুখদিকে প্রত্যেক বেদনার সঙ্গে সঙ্গে ঠেলিয়া দিলে গুহ্যদেশ (পেরিনিয়ম্) রক্ষিত ও ভ্রূণ শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হয়।

মস্তক বাহির হইবার পর স্কন্ধ-বহির্গতির বিলম্ব দেখিলে ধাত্রী এক কি দুই অঙ্গুলি শিশুর কক্ষদ্বয়ে লাগাইয়া আকর্ষণ করিবে এবং সহকারিণী ধাত্রী কি অন্য যে কেহ নিকটে থাকে, সে প্রসূতির উদরোপরি হাত লাগাইয়া তদ্দ্বারা জরায়ুকে চাপিয়া ধরিবে। ইহাতে দুইটী ফলের উৎপত্তি হয়, যথা—ভ্রূণের অবশিষ্টাঙ্গ বাহির হওয়ার পর ফুলও তৎসঙ্গে নির্গত হইবার সম্ভাবনা এবং জরায়ু হইতে অধিক শোণিত স্রাব হইতে পারে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহার মুখে অঙ্গুলি দিয়া ক্লেদ তুলিয়া ফেলিবে। তখন সন্তান নীরোগ হইলে ক্রন্দন করিয়া উঠে। তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস উত্তমরূপে বহিতে দেখিলে অগ্রে নাড়ী ছেদন করিবে। পরে ফ্লানেল প্রভৃতি গরম কাপড় জড়াইয়া শিশুকে ধাত্রীর নিকট অর্পণ করিবে। এদিকে ধাত্রী প্রসূতির উদরোপরি হস্ত দিয়া পেটে আর সন্তান আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া সন্তান না থাকা সাব্যস্ত হইলে তখনই পেটী বন্ধনী দিয়া বস্তিদেশ কিছু আঁটিয়া বাঁধিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, অপরিমিত রক্তস্রাব না হইলে পেটী-বন্ধনী ব্যবহার অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলে জরায়ুকে সঙ্কুচিত ও অচলভাবে এক স্থানে রাখা যায়। উদরের লোহিত-চর্ম্ম ও পেশী শীঘ্রই পূর্ব্বমত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এদেশীয় বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের যুবতীগণেরও ঝোলা পেট দেখা যায়, ইহার কারণ তাহারা প্রসব হওয়ার পর পেটীবন্ধনী ব্যবহার করে না।

দেশীয় ধাত্রীরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ ফুল টানিয়া বাহির করে। তাহাদের বিশ্বাস যে তদ্রূপ না করিলে ফুল শেষে বাহির করা যায় না। ইহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরে প্রসূতির শারীরিক অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহা কেবল প্রসব-কালীন আয়াসের উপর আরোপ করা যায় না, মলমূত্রাদি সম্বন্ধে অনেক ব্যত্যয় দেখা যায়, নূতন রসনিঃসারক যন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। জননেন্দ্রিয় স্নায়ু রক্তপরিচালক যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অবস্থা।—হঠাৎ চক্ষু, মস্তিষ্ক, ফুস্ফুসের শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত-পরিচালক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, মলমূত্রাদি শারীরিক অসার রসের ভাবান্তর, অবসন্নতা, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়। তাহা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রসবজনিত অবস্থান্তরের ফল মাত্র। শরীরের রক্তপরিচালনা ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের অবস্থান্তর ইহার কারণ কেবল প্রসবকালীন শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পীড়া।

জননেন্দ্রিয়ের অবস্থা।—সঙ্কোচক ক্রিয়া দ্বারা জরায়ু ক্রমে এত ছোট হইয়া যায় যে, প্রসবের পরক্ষণেই উহার আয়তন সদ্যোজাত শিশুর মস্তকের সমতুল্য হইয়া পড়ে। ইহাতে জরায়ুকোটরও ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও লুপ্ত হয়। তথা হইতে আর রক্তস্রাব হইতে পারে না। উহার ধমনী সকলের আয়তন ক্রমে হ্রাস হয়। পরে জরায়ু ক্রমে আরও সঙ্কুচিত হইয়া ৮।৯ দিনের মধ্যে বস্তিকোটরে সমাবেশ হইবার উপযুক্ত হয়। আর এক সপ্তাহের পর জরায়ু পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অর্থাৎ গর্ভের পূর্ব্বতন অবস্থার ন্যায় হইয়া থাকে।

প্রসবান্তে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়াজনিত ব্যথা।—ক্ষমিলা অর্থাৎ বহু প্রসূতিদিগের এই ব্যথা বড় কষ্টদায়ক হয়, প্রথম প্রসূতির তত নহে। সচরাচর এই ব্যথা প্রসবের

আধ ঘণ্টা পরেই হয়, এবং ৩০।৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

স্তনদুগ্ধ।—প্রথম প্রসূতির স্তনে যে দুগ্ধ সঞ্চার হয়, তাহা প্রথমতঃ জলবৎ থাকে। ইহার বর্ণ ঈষৎ পীত। ইহা পান করা মাত্র নবপ্রসূত শিশুর মলীভূত পিত্ত অন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া যায়। এইজন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র প্রসূতির স্তন পান করাইবে। যে হেতু ইহা পান করাইলে এরণ্ডতৈল দ্বারা শিশুর আর অন্ত্র পরিষ্কার করার আবশ্যকতা থাকে না। প্রসবের ২৪ ঘণ্টা পরে স্তনদ্বয়ে তাড়স জন্মিয়া উহা স্ফীত হয়, তৎপরে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া থাকে। পরে যতবার প্রসব হয়, তাহাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই সচরাচর পানোপযুক্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হইতে পারে।

সূতিকাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর পীড়া উপশমার্থ ঔষধের বড় আবশ্যকতা নাই, রোগীকে নির্জ্জন ও বিরল অন্ধকার স্থানে শারীরিক বিশ্রাম ও মানসিক শান্তিতে রাখা কর্ত্তব্য। প্রসূতি কিছু স্বাস্থ্যলাভ করিলে উষ্ণজল দুগ্ধ ও সুরামিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ দুইবার যোনি প্রক্ষালন করিবে। তাহাতে দুইটী ফল জন্মে, যথা প্রথমতঃ তৎস্থানের ব্যথা ও জ্বালা নিবারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যোনি ঝটিতি সঙ্কুচিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রসূতি শয়ান থাকার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাতে জরায়ু প্রকৃত স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তস্রাবও ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়।

দীর্ঘসূত্রী প্রসব।—ইহাতে মস্তক অগ্রে রাখিয়া ভ্রূণ বস্তিকোটরে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় অনেক বিলম্ব হইলেও শেষে হস্ত বা যন্ত্রের সাহায্য বিনা আপন হইতেই প্রসব হইয়া পড়ে, জরায়ুকুসুমও যথাকালে নির্গত হয়। অর্থাৎ প্রসব যদি ৬০ ঘণ্টাতে শেষ হয়, তন্মধ্যে অচ্‌ইউটেরাই প্রসারিত হইতে ৫৮।৫৯ ঘণ্টা লাগে, এবং ১।২ ঘণ্টার মধ্য ভ্রূণ বস্তিকোটর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ফলতঃ প্রথম প্রসূতিরই প্রায় এ প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

শক্তিহীন প্রসব।—বস্তিকোটর প্রকৃতরূপে প্রশস্ত থাকিলেও দ্বিতীয় অবস্থার জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার হ্রাস বা সম্পূর্ণ অভাব হইলে প্রসবে অনেক বিলম্ব হয়, তাহাতে ভয়ানক ও গুরুতর লক্ষণের আবির্ভাব হইলে, ঝটিতি প্রসব সমাধা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

রোধক প্রসব।—দ্বিতীয় অবস্থায় জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া যথোচিত থাকা সত্ত্বেও বস্তিকোটরে কোন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া ভ্রূণ-মস্তক এক কালেই অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত শক্তিহীন প্রসবের যাবতীয় অনিষ্টকর লক্ষণ ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে।

শক্তিহীন প্রসবে জরায়ুর ক্রিয়ার হ্রাস বা অভাব হওয়াতে দ্বিতীয় অবস্থা সুদীর্ঘকালস্থায়ী হয়, কিন্তু রোধক প্রসবে জরায়ুর ক্রিয়ার কোন ব্যত্যয় থাকে না, প্রসূতির বস্তিকোটর ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানের কোন বিকৃত ভাব হইয়া দ্বিতীয় অবস্থায় ভ্রূণ মস্তক অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক জন্মে। রোধক ও শক্তিহীন প্রসবের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও লক্ষণের বড় প্রভেদ করা যায় না, কেবল একটী মাত্র প্রভেদ এই যে, শক্তিবিহীন প্রসবে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার হ্রাস অথবা অভাব দেখা যায়, রোধক প্রসবে উক্ত ক্রিয়া সমভাবে থাকিয়া যায়। কোন কোন রোধক প্রসবে অল্প প্রতিবন্ধক থাকা প্রযুক্ত জরায়ু স্বীয় প্রচণ্ড সঙ্কোচন-ক্রিয়া দ্বারা তাহা অতিক্রম করে, কিন্তু প্রতিবন্ধক প্রবল হইলে ধাত্রীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। কএকটী প্রতিবন্ধক এমন ভয়ানক যে তাহাতে বস্তিকোটর মধ্য দিয়া সজীব, নির্জীব বা ভগ্নাঙ্গ ভ্রূণও কোন মতেই প্রসব করান যায় না।

বিকৃত-বস্তিকোটরীয় প্রসব।—বস্তিকোটরের বক্রতাতে দ্বিতীয় অবস্থায় বিলম্ব ঘটায় তজ্জন্য কখন কখন যন্ত্র দ্বারা প্রসব করাইতে হয়, কখনও বা তাহাতেও প্রসব করান অসাধ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমে শক্তিহীন প্রসবের সমুদয় লক্ষণ আরও ভয়ানকরূপে প্রকাশ পায়। অধিক কাল প্রসব বেদনা থাকিলে সর্ব্বশেষে শক্তিহীন প্রসবের যাবতীয় কুলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং যদিও ভ্রূণ মস্তক অচ্‌ ইউটেরাই মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি দ্বিতীয় অবস্থার সবেগ ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্র অনিষ্ট ঘটায়। স্বভাবতঃ প্রসব হইলে অথবা যন্ত্র দ্বারা করাইলে শেষে যোনি প্রভৃতি স্থানে প্রদাহ রোগ জন্মিয়া তত্রস্থ দৈহিক পদার্থ গলিত হইয়া যায়, এবং ঝটিতি তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে মূত্রাধার বা সরল অন্ত্রবিদ্ধ হইয়া যোনির সহিত সংযুক্ত হয়। এ দিকে ভ্রূণ-মস্তক স্থানে স্থানে আহত হওয়াতে অধিক সংখ্যক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট হয়। কাহারও করোটিভগ্ন, কাহারও মস্তকের ত্বকে ভয়ানক প্রদাহ ও তজ্জনিত অনিষ্টকর ফল জন্মে।

অকালপ্রসব।—মাতা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণরক্ষা করাই এই প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। অল্পদিন গত হইল এই প্রকার প্রসবের প্রস্তাব হইয়া তাহার কর্ত্তব্যতা স্থির হয়। ডাক্তার

যেকলে প্রথমে একজনের প্রসব করান, তৎপরে ডাক্তার কেলী একজনের তিনবার অকাল প্রসব করান, তাহার দুইবারের সন্তান রক্ষা পায়। গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণকাল পর্য্যন্ত জঠরে থাকিলে উহা জীবিত অবস্থায় প্রসব করান যে অসাধ্য ইহা পূর্ব্বে নির্ণয় করিতে পারিলে অকালে প্রসব করানই শ্রেয়ঃ। অকাল-প্রসবে প্রসূতির প্রায়ই কোনরূপ বিঘ্ন হয় না, কেবল সন্তান শতকরা ৫০ জন বিনষ্ট হয়।

কোন কোন স্ত্রীর বার বার গর্ভ হইয়া পূর্ণ কালের কিছু পূর্ব্বে কোন বিশেষ স্পষ্ট কারণ বিনা অকস্মাৎ ভয়ানক কম্প হইয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রাণ বিয়োগ হয় এবং কয়েক দিন পরে মৃত সন্তান প্রসূত হয়। ঈদৃশাবস্থায় অকালপ্রসব করান দরকার। ডাক্তার ডেন্‌মেন্ এরূপ স্থলে স্ত্রীর অকালপ্রসব করাইয়া সন্তান রক্ষা করিয়াছিলেন।

গর্ভসম্বন্ধীয় কোন কোন পীড়াতে অকালপ্রসব করান আবশ্যক করে। কোন কোন গর্ভিণীর এত বমন হয় যে, আহারীয় দ্রব্য কিছুই উদরে থাকিতে পারে না, এবং কোন ঔষধেও তাহার উপশম হয় না। ইহাতে গর্ভিণী অস্থি-চর্ম্মাবশেষ ও ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়। ইহাদের অকালপ্রসব করান আবশ্যক।

কোন কোন স্ত্রীর পদদ্বয়ে শোথ জন্মিয়া উহা ক্রমিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, শেষে জলোদরীও হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় অকাল প্রসব বিধেয়।

গর্ভাবস্থায় ভয়ানক রক্তপাত হইলে গর্ভপাত বা অকাল প্রসব করান আবশ্যক হইয়া পড়ে। ফলতঃ ঈদৃশ ঘটনাতে প্রায় গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া থাকে।

অকালপ্রসবে গর্ভিণীর পেট বিমর্দ্দন করিলে ও তাহাকে উষ্ণ জলে বসাইলে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। অচ্ ইউটেরাইর চতুর্দ্দিক্ হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত এম্‌নিয়ন ঝিল্লি উহা হইতে ছাড়াইয়া দিলে প্রসব বেদনা আপনা হইতেই আরম্ভ হয়। ফলতঃ স্বাভাবিক প্রসব বেদনাতে এম্‌নিয়ন্ ঝিল্লি এইরূপ বিযুক্ত হইয়া থাকে। আরও নানাপ্রকার প্রসব বেদনার উপায় লিখিত আছে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

ধাত্রেয়িকা (স্ত্রী) ধাত্রেয়ী স্বার্থে কন্ টাপ্, পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। ধাত্রী, ধাই, উপমাতা।

"পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

ধাত্রেয়ী (স্ত্রী) ধাত্র্যা অপত্যং স্ত্রী স্বার্থে ঢক্, বা ঙীপ্। ১ ধাত্রীর স্ত্রীঅপত্য। ২ ধাত্রী।

"দূতী সখী নটী দাসী ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিনী।" (সাহিত্যদ॰)

ধাত্র্যাদি (পুং) ধাত্রী আদি যস্য। মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ধাত্রী, (আমলকী), দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যর॰)

ইহা লঘু ও বৃহৎ দুই প্রকার দেখা যায়। বৃহৎ ধাত্র্যাদির প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ধাত্রী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও হরীতকী প্রত্যেকে ২ মাষা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ—চিনি অর্দ্ধতোলা। এই কাথ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারণ হয়। (ভৈষজ্যর॰ মূত্রকৃচ্ছ্রাধি॰)

ধাদর, পশ্চিম ভারতের একটী নদী। বিন্ধ্যশ্রেণীর পশ্চিম পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা উত্তরপূর্ব্ব মুখে ৩৫ মাইল হইয়া ভিলাপুরের নিকট আসিয়াছে। এই ভিলাপুরে ইহার উপর একটী প্রস্তর সেতু আছে। ইহার একটু নিম্নে দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বিশ্বামিত্রী নদী আসিয়া মিলিয়াছে। ধাদর আরও ৩৫ মাইল বহিয়া কাম্বে উপ-সাগরে পড়িতেছে।

ধান (ক্লী) ধা-ভাবে ল্যুট্। ১ ধারণ। ২ পোষণ। আধারে ল্যুট্। ৩ ধারণাধার, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যথা—রাজধানী, মৎস্যধানী।

ধানক (ক্লী) ধন্যাক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ধন্যাক, ধনিয়া।

"শ্লেষ্মাতিসারবাতোক্তং বিশেষাদামপাচনং।
কর্ত্তব্যমনুবন্ধস্য পিবেৎ পক্বাগ্নিদীপনং॥
বিল্বকর্কটিকামুস্তপ্রাণদা বিশ্বভেষজং।
বচাবিড়ঙ্গভূতীকধানকামরদারু বা॥"

(বাভট চিকিৎসিত স্থান ৯ অ॰)

২ এক রতির ৪ ভাগের এক ভাগ মুদ্রাবিশেষ।

ধান্‌গড়, (ধাঙড়, ধাঙ্গড়।) আসল ছোটনাগপুর নিবাসী এক জাতীয় কৃষক। ইহাদের অধিকাংশ আপাততঃ মজুরী করে। ইহারা ভারতের অনার্য্য অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য। ইহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইলে নিয়োগের সময়ে ইহাদিগকে ৪।৬ টাকা দিতে হয়, মাসের মাহিনা ইহারা অর্থে লয় না, শস্য লইয়া থাকে। বৎসর শেষে একখানি কাপড় পায়। লোহার্ডাগা চা-বাগানে ইহারা মজুরী করে। এখানে ইহারা নিয়োগের সময় ৯৲ টাকা, তাহার পর তিন কিস্তীতে আর ৯৲ টাকা, এক খানি কম্বল ও একটি ছাতা পায়।

কর্ণেল ড্যালটন অনুমান করেন, ডাং বা ধাং শব্দে ইহাদের ভাষায় পর্ব্বত বুঝায়, সুতরাং ধাঙ্গড় অর্থে পার্ব্বত্যলোক। কিন্তু ছোট নাগপুর করদ-মহলে কি পার্ব্বত্য কি সমতলস্থ উভয়বিধ ধাঙ্গড়গণের মধ্যে "ধাঙ্গড়ানী" শব্দে তজ্জাতীয় যুবক যুবতীকে বুঝায়, সুতরাং মিঃ ওলড্হাম বলেন যে, উহা জাতিবোধক নাম নহে। বর্দ্ধমানের জাতিতত্ত্বে তিনি লিখিয়াছেন যে, মালিজাতীয় পাহাড়ীয়ারা যুদ্ধ করিতে পটু, এরূপ বয়স্ককে ধাঙ্গড় বলে। মালিজাতীয়েরা ওরাওঁজাতির এক শাখা, তদৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, ওরাওঁ ভাষায় ধাঙ্গড় অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক লোক। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শস্য দ্বারা ইহারা বেতন গ্রহণ করে বলিয়া "ধানগর" (ধানগ্রহ, ধান্যগ্রাহী) শব্দ হইতে ধাঙ্গড় হইয়াছে। ছোট নাগপুরে রবি শস্যের উৎপাদন বেশী হয় না।

ধাঙ্গড়েরা অগ্রহায়ণের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত কৃষি-কার্য্য করিবার জন্য দেশ ছাড়িয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় ইহারা বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। ইহারা বাঙ্গালার অন্যত্র ধাঙ্গড় নামে কথিত হইলেও, ইহাদের দেশে ইহাদিগকে অন্য বাঙ্গালীরা "বুনা" (বন্য) বলিয়া থাকে। কেবল ধাঙ্গড়দিগকেই যে বুনা বলে, তাহা নহে। অধিকাংশ এই শ্রেণীর অসভ্য জাতিই সামান্যতঃ বুনা নামে অভিহিত হয়।

ধানগায়েন, বাঙ্গালার অন্তর্গত হাজারীবাগ জেলার একটী গিরিপথ। সহরঘাটীর প্রাচীন রাস্তা এই পথের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন আর এ রাস্তায় গাড়ী চলিবার সুবিধা নাই, সংস্কারাভাবে হাঁটিয়া চলিবার পক্ষেও দুর্গম হওয়ায়, এ পথ ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হইতেছে।

ধানগাঁও, মধ্যভারতের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার অধিপতিরা 'ঠাকুর' উপাধিধারী। এখানকার ঠাকুর সিন্ধিয়া রাজ্য হইতে ১৪৮০৲ টাকা ও হোলকরের নিকট হইতে ৫৬৲ টাকা বার্ষিক পাইয়া থাকেন। বৃটীশরাজকে বার্ষিক এক হাজার টাকা কর দিতে হয়।

ধানসরা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী খাল। হাজরা হইতে যমুনানদী পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত, ইহার দৈর্ঘ্য অর্দ্ধক্রোশ। ইহার অপর নাম হসেনাবাদ-কাটা-খাল। যমুনানদী দিয়া সুন্দরবন যাইতে হইলে প্রথমেই এই খালে প্রবেশ করিতে হয়।

ধানা (স্ত্রী) ধীয়ন্তে ইতি ধা-ন (ধাপবস্যজ্যতিভ্যো নঃ। উণ্ ৩।৬) ততঃ টাপ্। ধান্যাক। পর্য্যায়—

"ধান্যকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা।
কুনটী ধেনুকাচ্ছত্রা কুস্তম্বুরুবিতুন্নকং॥" (ভাবপ্র°)

ধান্যক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তম্বুরু, বিতুন্নক। অভিনব। অঙ্কুর। ভিন্ন। চূর্ণসক্তু। (মেদিনী ও হেম°) ভৃষ্টযব।

"প্রসেতা যথা বিমুচেহ শোনা দিবে দিবে সদৃশী রদ্ধিধানাঃ।" (ঋক্ ৩।৩৫।৩)

'হে সদৃশীরেকরূপান্ ধানা ভৃষ্টযবান্ দিবে দিবে প্রতিদিবসমদ্ধি ভক্ষয়।' (সায়ণ)

"ধানাঃ স্যুর্দুর্জ্জরা রুক্ষাস্তৃট্প্রদা গুরবশ্চ তাঃ।
তথা মেদঃকফচ্ছর্দ্দিনাশিকাঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (রাজনি°)

ধানাচূর্ণ (স্ত্রী) ধানানাং চূর্ণং ৬তৎ। সক্তু। ভৃষ্ট যবচূর্ণ।

ধানান্তর্ব্বৎ (পুং) একজন গন্ধর্ব্ব।

ধানাবৎ (ত্রি) ধানা বিদ্যতে২স্য মতুপ্ মস্য ব। ধানের সহিত বিদ্যমান।

ধানাসোম (পুং) ধান্য সহ সোম। (বৈ)

ধানিকা (স্ত্রী) ধানী স্বার্থে ক-টাপ্। ধানী।

ধানিখোলা, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলাস্থ একটী প্রধান নগর। ইহা ২৪° ৩৯´ ১০´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০° ২৪´ ১১´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই নগর সদর নসিরাবাদ সহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে সাতুয়া নামে একটী ক্ষুদ্র নদীর উপর অবস্থিত।

ধানী (স্ত্রী) ধীয়তে ধার্য্যতে২ত্র ধা আধারে ল্যুট্, টিত্বাৎ ঙীপ্। ১ আধার, যথা—রাজধানী। ২ পীলুবৃক্ষ। (রাজনি°)

ধানুর্দণ্ডিক (পুং) ধনুর্দণ্ড ইব, তেন জীবতি বেতনাদিত্বাৎ ঠক্। ধানুষ্ক, যাহারা ধনু দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ধানুষ্ক (পুং) ধনুঃ প্রহরণমস্যেতি ধনুঃ ঠক্ প্রহরণং। (পা ৪।৪।৫৭) বা ধনুষা জীবতি ইতি ঠক্। (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ধনুর্দ্ধর, ধনুরূপজীবী, যাহারা ধনুদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

"অশ্বে হস্বে দশ ধানুষ্কা ধানুষ্কে দশ চর্ম্মিণঃ।
এবং বূঢ়াস্ত্বনীকানি ভীষ্মেণ তব ভারত॥" (ভারত ৬।২০।১৭)

ধানুষ্কা (স্ত্রী) ধনুরিব অবয়বোঽস্যাঃ ইতি ঠক্, টাপ্ চ। অপামার্গ বৃক্ষ। [অপামার্গ দেখ।]

ধানুষ্কারি, লতা ভেদ।

ধানুষ্য (পুং) ধনুষি সাধুরিতি ধনুষ্-ষ্যঞ্। বংশ, বাঁশ।

ধানেয় (স্ত্রী) ধানাএব স্বার্থে ঢক্। ধন্যাক।

ধানেয়ক (স্ত্রী) ধানেয় স্বার্থে কন্। ধন্যাক।

ধান্কা (স্ত্রী) ১ পৃথ্বিকা, এলাইচ। (শব্দচ°) (দেশজ) ২ ভ্রম। ৩ রাঢ়ীয় কুলীনদিগের দোষ বিশেষ। [মেল দেখ।]

ধান্য (ক্লী) ধানে পোষণে সাধু যৎ। সতুষব্রীহ্যাদি, চলিত কথায় ধান।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।" (স্মৃতি)

ক্ষেত্রস্থিত পদার্থকে শস্য এবং সতুষ দ্রব্যকে ধান্য কহে। এই কথানুসারে ক্ষেত্রজাত পদার্থমাত্রই ধান্যশব্দবাচ্য, কিন্তু ধান্য শব্দ প্রয়োগ করিলে যাহাতে তণ্ডুল হয়, সাধারণ লোকে তাহাকেই ধান্য কহিয়া থাকে। পর্য্যায়—ভোগ্য, ভোজ্য, ভোগার্হ, অন্ন, অন্য, জীবসাধন, শুম্বকরি, ব্রীহি।

ইতিহাস। কতকাল হইতে ধান্য মানব সমাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া নানামত। কেহ বলেন, ভারতবর্ষ ধান্যের জন্মভূমি, কেহ বলেন ব্রহ্মদেশ, আবার কেহ বলেন মধ্য-এসিয়া। কেহ বলেন, ভারত হইতে অতি পূর্ব্বকালে ধান্য আরব, মিসর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। আবার কেহ বলেন, তাহা নহে। যখন পারসিক ও ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য এসিয়ায় একত্র বাস করিতেন, সেই সময় হইতেই ধান্যের সহিত তাঁহাদের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। যখন তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা ধান্যের ব্যবহারও ছাড়িতে পারেন নাই। বরং ধান্য-ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে মধ্য এসিয়াবাসী আর্য্যগণের সহিতই অতি পূর্ব্বকালে সুদূর গ্রীস প্রভৃতি দেশে ধান্যের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

আমরা বলি ভারতবর্ষই ধান্যের প্রকৃত জন্মভূমি। কত যুগযুগান্তর গিয়াছে, অতি প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবাসীর ধান্যের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি, ধান্য যেরূপ সর্ব্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গণ্য, উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় আর্য্যগণের ধান্যই যেরূপ প্রধানতম খাদ্য, আবহমান কাল-প্রচলিত যেরূপ অটল বিশ্বাস, জগতের আর কোথায়ও এমন নাই।

কেহ কেহ বলেন, ঋক্‌সংহিতার প্রচলন-কালে আর্য্যগণ ধান্য ব্যবহার করিতেন না, যবই তাঁহাদের প্রধান খাদ্যরূপে গণ্য ছিল। তাই কি প্রকৃত? ঋগ্বৈদিক আর্য্যগণ কি ধান্যের সম্বন্ধ রাখিতেন না? এরূপ বলিবার কারণ কি? ঋক্‌সংহিতায় বহু স্থলে 'ধানা' ও 'ধান্য' শব্দের প্রয়োগ আছে। দুই এক স্থান সায়ণাচার্য্য স্বকৃতভাষ্যে ধানা শব্দের 'ভৃষ্ট যব' অর্থাৎ ভাজা যব এই রূপ অর্থ করিয়াছেন। যবানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়াই স্থির করিয়াছেন, প্রাচীনতম আর্য্যগণ ধান্য জানিতেন না, ভারতবর্ষে আসিয়া এখানে ধান্যের চলন দেখিয়া ধান্য ব্যবহার করিতে শিখেন। সায়ণ ধানা শব্দের অর্থ ভাজা যব করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধান্যের অর্থ ধান্যই রাখিয়াছেন। ঋক্‌সংহিতার যে মন্ত্রে ধান্য শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"যস্তে সূনো সহসো গীর্ভিরুক্থৈ
র্যজ্ঞৈর্মর্ত্তো নিশিতিং বৈদ্যানট্।
বিশ্বং স দেব প্রতি বারমগ্নে
ধত্তে ধান্যং পত্যতে বসব্যৈঃ।" (ঋক্ ৬।১৩।৪)

হে বলের পুত্র! তোমার তীক্ষ্ণতা যে মর্ত্ত্য (মনুষ্য) স্তুতি ও যজ্ঞ দ্বারা বেদীতে (যজ্ঞভূমিতে) পায়, হে দ্যোতমান অগ্নি! সে সমস্ত ধান্য প্রতিধারণ করে ও ধনসম্পন্ন হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, 'ব্রীহি' শব্দ দ্বারাই বৈদিক আর্য্যগণ ধান্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যখন অথর্ব্ববেদে ব্রীহি শব্দের উল্লেখ আছে, তখন আর্য্যেরা অন্ততঃ খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে কৃষিজাত ধান্যের ব্যবহার জানিতেন (১)। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ ২৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে চীনাধিপতি চিন্-নুঙং ধান্যবপনের পুণ্যাহরূপ এক উৎসব প্রচলন করেন (২)।

ব্রীহি শব্দের উল্লেখ অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ববর্ত্তী তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়সংহিতায় পাইয়াছি। যথা—

১ "যবং গ্রীষ্মায়ৌষধী বর্ষাভ্যো ব্রীহীন্ শরদে মাষতিলৌ হেমন্তশিশিরাভ্যাং" (তৈত্তিরীয়সং ৭।২।১০।২)

২ "ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।" (বাজসনেয়সংহিতা ১৮.১২)

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ঋক্ সংহিতায় ধান্য শব্দের প্রয়োগ আছে, সায়ণাচার্য্য সে স্থলে ভৃষ্ট যব অর্থ করেন নাই, ধান্যই অর্থ করিয়াছেন। ঋক্‌সংহিতা ব্যতীত অথর্ব্ববেদ (৩।২৪।২—৪, ৫।২৯।৭, ৬।৫০।১), শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ (১১।৮), ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ (৫।৫), শতপথব্রাহ্মণ (১৪।৯।৩।২২), কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র (২২।১১।১), অথর্ব্ববেদের কৌশিকসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ধান্য শব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণাচার্য্য, কর্ক, দারিল প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ধান্যের সর্ব্বজন-প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

সকল প্রকার ধান্য বুঝাইবার জন্য ঋক্‌সংহিতাকার কেবল ধান্য শব্দ উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যাগযজ্ঞাদিতে সকল প্রকার ধান্যের প্রয়োজন হইত না। যজ্ঞাদিতে ব্রীহি ধানের ব্যবহার ছিল, তাই আমরা যজ্ঞাদির ব্যবস্থামূলক যজুর্ব্বেদ ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণাদিতে "ব্রীহি"

(১) Dr. Watt's Economic Products of India, Vol. V. p. 512.
(২) Do p. 512.

শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই প্রকার ব্রীহির উল্লেখ আছে।

"ব্রীহীনাহরেচ্ছুক্লাংশ্চ কৃষ্ণান্।" (তৈত্তিরীয় সং ২।৩।১৩)

ডাক্তার অপার্টপ্রমুখ কতিপয় পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, দ্রাবিড়ে ধান্যের নাম অরীষি। এই অরীষি হইতে গ্রীক ওরীজা (Oryza) নাম হইয়াছে (১)। তাঁহারা মনে করেন, দাক্ষিণাত্য হইতেই ধান্য গ্রীস প্রভৃতি গিয়াছিল। আবার ইয়ুল্ ও ডাক্তার বুর্ণেল-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, অরীষি হইতে গ্রীক্ ওরীজা নাম হয় নাই। দাক্ষিণাত্য ধানের চাষের আদি স্থান হইতে পারে। তেলিঙ্গারা এক প্রকার স্বভাবজাত ধান্যকে 'নিবারি' বলে। উত্তর সরকার প্রদেশে এই নিবার আপনাপনি অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ডাক্তার রক্‌বরা অনুমান করেন, ইহাই দাক্ষিণাত্যের আদি শস্য। আরবী ভাষায় ধান্যকে অল্-রুজ্জ্ (বা অর্-রুজ্জ্) কহে, এই শব্দ অধিক সম্ভব দ্রাবিড় শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। স্পানিয়ার্ড্‌গণ আরবী হইতে তাহাদের অর্-রোজ নাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষা হইতে গ্রীক্ "ওরীজা" নাম আসে নাই। আলেক্‌সান্দরের দিগ্বিজয়ের সময় হইতেই গ্রীসের লোকেরা ধান্যের পরিচয় পায়। থিওফ্রেস্তাস্ সর্ব্বপ্রথম ওরীজা * শব্দের উল্লেখ করেন। তিনিও আলেক্‌সান্দরের জীবদ্দশাতেই প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার ব্যবহৃত ওরীজা (২) শব্দ অক্‌সস্‌তীর বা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে লব্ধ।

সংস্কৃত 'ব্রীহি' ও গ্রীক 'ওরীজা' শব্দে যেমন নিকট সম্বন্ধ, ধান্যবাচক আর কোন সংস্কৃত শব্দের সহিত তেমন সাদৃশ্য নাই। (আফগানস্থানের) পুস্ত ভাষায় ধান্যকে ব্রীজ্‌জহ্ (বহুবচনে ব্রীজ্‌হো) বলে। ব্রীহি হইতে ব্রীজ্‌হো হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। (অন্তবকার ও ফার্সী ওয়াওয়ের উচ্চারণ অনুসারে উচ্চারিত ভাষায় প্রয়োগ করিলে ব্রীজহে অয়রিজ্‌হে হয়। কাবুল, ওয়াজীরি প্রদেশে এবং কাশ্মীরের কৃষকদিগের মধ্যে এখনও ধান্যের বৃজ্জা উচ্চারণ অনুসারে (ওয়রিজ্জা) নাম প্রচলিত। এরূপে দেখা হইতেছে ব্রীহি হইতে ব্রীজ্জা বা ওয়রীজ্জা এবং তাহা হইতে গ্রীক ওরীজা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শব্দশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে কাহারও মত—যে সময় প্রাচীনতম আর্য্যজাতি মধ্য এসিয়ায় বাস করিতেন, তৎকালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা হইতে ব্রীহি ও ব্রীজ্জ্ হ্বা উভয় শব্দ বাহির হইয়াছে। এরূপ স্থলে ভারতীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ ওরীজা লইয়াছে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ডাক্তার ওয়াট্‌সাহেব লিখিয়াছেন, স্বভাবজাত ধান্যের আদি জন্মভূমি খুঁজিতে গেলে দক্ষিণ ভারত হইতে কোচীন-চীন পর্য্যন্ত মোটামুটী ধরিয়া লইতে হয়। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে উক্ত স্থান হইতে পূর্ব্বে চীনদেশে এবং তাহারও পর ক্রমশঃ উত্তর ও পশ্চিমভারত, পারস্য ও আরব, অবশেষে ইজিপ্ট ও য়ুরোপে ধানের চাষ আরম্ভ (১) হয়। অবশেষে তিনি আরও বলেন, চীনদিগের মত সুসভ্য জাতিই সম্ভবতঃ ধান্যের কৃষিযোগ্যতা (সর্ব্বপ্রথমে) উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, স্বভাবজাত বন্য ধান্যে সন্তুষ্ট নিম্নভারতের গিরিশৃঙ্গবাসী অসভ্যজাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। চীনেরাই কি ধানের মর্ম্ম প্রথম বুঝিয়াছিল? ধান্যের আদি স্থানের লোকেরা কি চীনের পূর্ব্বে ধান্যের এরূপ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদে 'ধান্য' শব্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্বৈদিক আর্য্যগণ ধান্যের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিয়া ছিলেন, তাই ধান্য ও ধন একত্র ব্যবহার করেন। অধ্যাপক বাল-গঙ্গাধর তিলক ও জর্ম্মণ পণ্ডিত জেকোবি উভয়েই গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে খৃষ্টজন্মের দশ হাজার বর্ষের পূর্ব্বেও বৈদিক আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে জগতের আদি গ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় যখন ধান্যের ব্যবহার পাওয়া যাইতেছে, তখন কি আমরা বলিতে পারিনা, খৃষ্টজন্মের ১০০০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ ধান্যের ব্যবহার জানিতেন। তখন চীনদেশে সভ্যতার সূত্রপাত হয় নাই। এরূপ স্থলে ভারতবাসী সুসভ্য বৈদিক আর্য্যগণ দ্বারাই যে ধান্যের চাষ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। চীনদিগের বহু পূর্ব্বে সুসভ্য মিসরবাসিগণ ধান্যের কৃষিপ্রণালী সম্যক্‌রূপ অবগত ছিলেন, ৫০০০ বর্ষের প্রাচীন মিসরের একটী সমাধিস্থলে ধান মাড়াই ও ধান ঝাড়াইএর যে চিত্র আছে, পরপৃষ্ঠায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) Dr. Oppert's Original Inhabitants of India, p. 12.

(২) গ্রীক ওরীজা হইতে ইতালীয় রিসো (riso), ফরাসী রিজ (riz), এবং ইংরাজী রিস্ বা রাইস্ (rice) শব্দ যথাক্রমে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

* সফোক্লিসের গ্রন্থে ওরিঞ্জস্ (Orinzus) নামে ধান্যের উল্লেখ আছে। জর্ম্মণবাসী হেন্ সাহেবের মতে, ওরিঞ্জস্ শব্দ ওরিঞ্জু শব্দের পারসীক ও আরমানিক রূপ। সাধারণতঃ বিরিঞ্জী বা বিরিঞ্জা নামে খ্যাত।

(Victor Hehn's Culturpflanzen und Hausthiere, Art. Reis)

(১) Dr. Watt's Economic Products of India Vol. V. p. 518

মিসরের একটী ৫০০০ বর্ষের পুরাতন সমাধি-স্তম্ভে খোদিত চিত্র।

এখন যেরূপ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে গোরু দিয়া ধান মাড়াই হয়, ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে মিসরেও এরূপ প্রণালী ছিল, ঐ ছবি খানি দেখিলেই জানিতে পারিবে। যদি প্রাচীন মিসরবাসী ধান্যের মহোপকারিতা জানিতে পারিয়া ভারত হইতে লইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখানকার কৃষি-প্রণালী যে মিসরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

আমরা বেদে উদুখল মুসল দ্বারা ধান ভানিয়া ব্যবহারের উল্লেখ পাইয়াছি। ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে মিসরবাসীরাও সেইরূপ উদুখল মুষলে ধান ভানিয়া ব্যবহার করিত। থিবসের প্রাচীনতম চিত্রে তাহার পরিচয় আছে (১)।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে ধান্য ভারতবাসীর প্রধান ধন-স্বরূপ গণ্য ছিল। মনুসংহিতা হইতে আমরা ধান্য সম্বন্ধে এই রূপ পরিচয় পাই।—

যে বৈশ্যের ধান্যধন অধিক, সেই অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (২।১৫৫)। ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণ-কার্য্যের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য (৭।১৩০)। ধান্য কর্জ্জ দিলে তাহার পাঁচগুণ লইতে পারে, অধিক লইতে পারিবে না (৮।১৫১)। ক্ষেত্রস্থ ধান্য অপহরণ করিলে পাঁচকুচা রূপা এবং বাছাই করা ধান্য অপহরণ করিলে দ্রব্যস্বামীর সম্পর্কীয় স্থলে ৫০ পণ এবং অসম্পর্কীয় স্থলে ১০০পণ দণ্ড হইবে (৮।৩৩০-৩)। ব্রাহ্মণেরা আশ্রিত শূদ্রকে ধান্যের পুলাক বা ক্ষুদ খাইতে দিতেন (১০।১২৫)। ভারতবাসীর নিকট ধান যেরূপ গণ্য ও এখানে যেমন রাজা অংশ লইতেন, খৃষ্টজন্মের ২৩৫৬ বর্ষ পূর্ব্বে চীনেও এরূপ প্রথা ছিল (২)।

(১) See Wilkinson's Ancient Egyptians, (New Ed), Vol. II p. 166.

(২) এই সময়ের ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, "To the distance of 500 li (80 miles) from the Royal city was the land of feudal tenure; for first hundred li, the revenue consisted of the entire plant of the grain; for the second hundred li, they had to pay the grain and half of the straw; for the third hundred li, they had to bring the grain in the ear, while all these rendered feudal service; for the fourth hundred li they paid the grain in the husk and for the fifth hundred li they brought the rice cleaned". (Medhurst's Ancient China)

মানবের আহার্য্য যত প্রকার শস্য আছে, তন্মধ্যে ধান্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অল্প বিস্তর ধান্যের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ধান্যই প্রধান আহার্য্য। মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশেও ধান্য ভিন্ন চলে না।

ধান্যের খোলা ছাড়াইয়া যে বীজ বা শস্য পাওয়া যায়, তাহাকে সংস্কৃতে তণ্ডুল বলে। এই তণ্ডুল ও ধান্যের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম আছে, নিম্নে কতকগুলি উল্লিখিত হইল—

ধান্যের নাম।	তণ্ডুলের নাম।	ভাষা বা দেশের নাম।
ধান্য, ব্রীহি	তণ্ডুল	সংস্কৃত।
ধান	চাবল, চাউর, চাল	হিন্দী।
ধান	চাউল, চাল	বাঙ্গালা
ধান	চাউল, রাখনা	উড়িয়া।
উকিবা	কিবা	খসিয়া।
উরি, উড়ি ...	... ...	সাঁওতাল।
মী ...	... ...	গারো।
দেইন, ভানি		কাশ্মীর, পেশাবর।
ধান, তৈ, শালিয়ান	...	ঝঙ্গ।
শালী ...	...	হাজারা।
শোল ...	...	পেশাবর, পঞ্জাব।

গারি, শাল	...	রাজপুতানা।
শারি	...	সিন্ধু।
„	তণ্ডুল	মারবার।
„	তাণ্ডাল	মহারাষ্ট্র।
অরীধি, শালী	নেলি, নেলু	তামিল।
বুদলু, উরলু	ব্রিহীম	তেলগু।
আক্কি	...	কর্ণাটী।
অরি	...	মলয়ালম্।
সাব	চান, ৎসান	ব্রহ্ম।
হাল, অরুই	...	সিংহল।
মোজ, কো	...	জাপান।
লুয়া	...	কোচীন-চীন।
তাউ	মী	চীন।
পাডী	ব্রস্	মলয়।
ব্রস	হালা	যবদ্বীপ।
প্যাডী (Paddy)		ইংলণ্ড।
অররুজ (Arruzz)		স্পেন।
ব্রিঞ্জ (Brinj)	...	আর্ম্মেনিয়া।
অরুস্, রুস, রুজ্	...	মিশর।
বিরঞ্জ	...	পারস্য।
ব্রিজ্হা	...	পস্তু (কাবুলী, ওয়াজিরী)।

বন্য ধান্য,—

নীবার	সংস্কৃত।	লেহী,	অযোধ্যা।
নেওয়ার	হিন্দী।	পশাই তিন্নি	অযোধ্যা।
নেবারী	তেলগু।	হামা	কাশ্মীর।
		উড়ি, দেধান	বাঙ্গালা।

তণ্ডুল জল দিয়া অগ্নিতে পাক করিলে আহার্য্য হয়। এই আহার্য্যের নাম সংস্কৃতে "অন্ন", তেলগুতে "ভাত্তা", মলয়ে "নাস্সি," ব্রহ্মে "তামনি," বাঙ্গালা ও উত্তরভারতের প্রায় সর্ব্বত্র "ভাত" বলে।

যাহার বিস্তৃত কৃষি নাই বা আপনাপনি অযত্নে জন্মে, সেই সকল ধান্যজাতীয় তৃণকে বন্য ধান্য নামে উল্লেখ করা হয়। সংস্কৃতে নীবার ও শ্যামা এই দুই প্রকার শস্যের নাম পাওয়া যায়। নীবার ধান্য "নেওয়ার", "নেবারী" ইত্যাদি শব্দে ভাষায় চলিত, আর শ্যামা ধান্য সম্ভবতঃ কাশ্মীরে "হামা" নামে খ্যাত। বাঙ্গালায় যাহা উড়ি বা দেধান নামে খ্যাত, তাহা শ্যামা কি নীবার তাহা স্থির হয় নাই। অযোধ্যা প্রদেশে "মুঞ্জী" নামে এক প্রকার বন্য ধান্য পাওয়া যায়, ইহা সংস্কৃত "মুঞ্জ" এবং কথিত ভাষায় "মুঁজ" নামক তৃণের শস্য কিনা, তাহাও পরীক্ষিত হয় নাই। উত্তর ভারতে বন্য ধান্যকে প্রায় সর্ব্বত্র "উড়ি" ও দক্ষিণ ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র "নেবারী" বলে।

কৃষিজাত ধান্যই সাধারণতঃ "ধান্য" বা ধান নামে উল্লিখিত হয়। এই ধান্যকেই তামিল ভাষায় "শালি" বলে। সংস্কৃতেও "শালি" শব্দের প্রয়োগ আছে। সংস্কৃত "শালি" শব্দে—ব্রীহিভেদ, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় "শালি" শব্দে কৃষিজাত ধান্য (Cultivated rice) এবং "নীবার" শব্দে বন্য ধান্য (Wild rice) বলিলে চলিতে পারে। আসাম হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শালী ধান্য অর্থে হৈমন্তিক বা আমন ধান্যকেই বুঝাইয়া থাকে। কৃষিজাত ধান্যের মধ্যে হৈমন্তিক ধান্যই অপর্য্যাপ্ত জন্মে বলিয়া বোধ হয়, শালি শব্দে কেবল উহাকেই বুঝাইয়া থাকে। এই কৃষিজাত ধান্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Oryza sativa.

বন্য ধান্য—ধানের চাষ ভারতের সর্ব্বত্র হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের জলাভূমিতে ধান স্বভাবতই বন্য ভাবে জন্মে। ভারতের মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, চট্টগ্রাম হইতে আরাকান এবং কোচীন চীন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এইরূপ বন্য ধান্য বহুল জন্মে, এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে এই গ্রীষ্মমণ্ডলই ধান্যের আদি জন্মভূমি, এই স্থান হইতেই ইহা ক্রমশঃ উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। বন্য ধান্য উক্ত স্থান ভিন্ন যে আর কোথাও হয় না, এমন নহে। নীলগিরি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যভারত, রাজপুতানার আবু পর্ব্বত, ছোট নাগপুর, আসাম, বেলুচিস্থান, আফগানস্থান, পারস্য প্রভৃতি স্থানে বন্য ধান্য বন্যভাবেই জন্মে। কোন কোন উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বন্য ধান্য ও কৃষিজাত ধান্যকে একবারে স্বতন্ত্রশ্রেণীস্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাক্তার ওয়াট্ বহুবিধ বন্য ধান্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই চারি শ্রেণীর সহিত কৃষিজাত ধান্যের অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে—

(১) Oryza rufipogon—আলিগড়, শাহারণপুর প্রভৃতি হইতে এই বন্য ধান্যের নমুনা সংগৃহীত ও পরীক্ষিত হয়। ডাঃ ওয়াট্ উদ্ভিজ্জ-শাস্ত্রানুযায়ী লক্ষণাদি মিলাইয়া স্থির করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ ইহাই প্রায় সকল প্রকার রক্তবর্ণ চাউলের উৎপাদক ধান্যের আদিমাবস্থা। বাহ্যাকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, ইহার চাষে জল অল্প প্রয়োজন হয়। ডাঃ ওয়াট্ আরও বলেন যে, কৃষিগুণে এই শস্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি হইয়াই বোধ হয় শাদা দানা "ছোটম আমন" উৎপন্ন

হইয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিলের ধারে এই বন্ত ধান্ত স্বভাবতঃই জন্মিতে দেখা যায়।

(২) Oryza coarctata—এই শ্রেণীর বন্ত অবস্থা হইতে কৃষিগুণে গভীর জলজাত ধান্তের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতেই কয়েকশ্রেণীর মোটা খস্‌খসে "বড়ান আমন" জন্মিয়াছে। ইহার মলিন বর্ণের শস্ত হয়।

(৩) Oryza bengalensis, ডাঃ ওয়াট্ এই শ্রেণীতে বাঙ্গালার অন্ত স্থানের সকল প্রকার বন্ত ধান্ত গণনা করিয়াছেন। ইহা ঝিল ও দীঘীর পাড়ে আপনা আপনি জন্মে। ভারতের সর্ব্বত্র "উড়ি" ও "ঝরা" নামে যত প্রকার ধান্ত, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণী হইতেই কৃষিপ্রভাবে কয়েক প্রকার আউশও আমনের ন্তায় ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহার দানা কৃষিজাত শস্তের ন্তায় পরিপক্ক, পরিপুষ্ট ও সমান আকারের হয়। ইহা বন্ত হইলেও ইহার ধান পাকিলে কাটিয়া লয় এবং আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থলে উড়িধান জলার মধ্য হইতে বিস্তৃত হইয়া কর্ষিত আমন ধান্তের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং ক্ষেত্রের উপ্তধান্তের ক্ষতি করে। ইহার জড় মারিবার উপায় নাই বলিলেই হয়, কারণ ইহা পাকিবামাত্র ঝরিয়া পড়ে বলিয়া উড়িধান অনেক স্থলে "ঝরধান" নামে খ্যাত।

(৪) Oryza abuensis—ইহা সম্ভবতঃ ধান্তের অতি আদিম অবস্থার নমুনা। ইহার এখন যে আকার পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র আকারের শস্ত আরও পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহা হইতেই বাঙ্গালার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট "ছোটন আমন" ও "রোয়া" ধান্ত কৃষিপ্রভাবে উৎপাদিত হইয়াছে। ইহাতে জলের বড় বেশী প্রয়োজন হয় না। পাহাড়ের উপর ও উচ্চভূমিতে যে সকল উৎকৃষ্ট রোয়া ধান্ত জন্মে, তাহা এই ধান্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার ধান্ত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। সামান্ততঃ ইহাই কালোধান নামে খ্যাত।

এই সকল বন্য ধান্ত হইতে অধিকাংশ আউশ, আমন এবং রোয়াধান্তের উৎপত্তি কল্পিত হইল বটে, কিন্তু বোরো বা রাইদা ধান্যের আদিমাবস্থা ইহার কোনটিতেই লক্ষিত হয় নাই। সুগন্ধি ধান্য ও আঠাবিশিষ্ট ধান্য সকলেরও প্রাচীনাবস্থা এই কয়শ্রেণীতে নাই, সুতরাং তাহাদের মূল বন্যাবস্থার ধান্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলা যায়।

কৃষিজাত ধান্য।—কৃষিজাত ধান্যসমূহের উদ্ভিজ্জ তত্ত্বানুসারে শ্রেণীভেদ করা বড় দুরূহ। কৃষির সময় ভেদেই ইহার শ্রেণীভেদ করা সুবিধা। কতক ধান্য বপনের সময় হইতে অল্পদিনেই অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়, ইহাই বাঙ্গালার আউশ বা আশু ধান্য। অপর প্রকার ধান্য বপনের সময় হইতে আশু ধান্য অপেক্ষা অধিক দিনে পাকে, ইহাই বাঙ্গালায় আমন। আশুধান্যের মধ্যে এমন এক শ্রেণী আছে, যাহা বপনের সময় হইতে ৬০ দিনে পাকিয়া কাটিবার উপযুক্ত হয়। সংস্কৃতে এই ধান্যের নাম ষষ্টিক, চলিত কথায় ষাট ধান। আমনই ধান্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর জন্মে। আমনের মধ্যে আটপ্রকার ধান্যের মুখে শুঁয়া থাকে না এবং ভাঙ্গিলে শ্বেতবর্ণের চাউল পাওয়া যায়। আশু ধান্যের মধ্যে এক প্রকার শুঁয়াবিশিষ্ট ধানের চাউল শাদা হয়, আর একপ্রকার শুঁয়াহীন ধানেরও চাউল শাদা হয়, চারি প্রকার শুঁয়াবিশিষ্ট ধানের চাউল লাল বা অন্ত বর্ণের হয়। চারি প্রকার আউশ ধানের খোসা বা তুঁষ রঙ্গিন এবং দুই প্রকার ধানের তুঁষ শাদা বা ঈষৎ পীতাভ। আমন ধান্তের মধ্যে চারি প্রকার ধানের তুঁষ রঙ্গিন এবং চারি প্রকারের তুঁষ শ্বেতবর্ণ। শুঁয়াহীনত্ব ও তুঁষ বা চাউলের বর্ণ হিসাবেই ধান্তের অল্পাধিক শ্রেণী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। অনেকেই শুঁয়াহীনত্ব ও বর্ণহীনত্বকে অধিক চাষের প্রভাবজাত ফল বলিয়া বিবেচনা করেন।

ধান্তের জমী।—ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে চাউলই প্রধান আহার্য্য, মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশেও তাহাই, এজন্ত এই তিন দেশে ধান্তের চাষই প্রধান। ভারতবর্ষে বাঙ্গালাব্যতীত অন্য প্রদেশে প্রায় এতটা জমীতে ধান্তের চাষ হয়—

মান্দ্রাজ	৬২৮৫৮০৬	একার।
বোম্বাই (সিন্ধুসহ)	২২০৩৯১৯৮	"
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ...	৪৩৩৮৯২৩	"
অযোধ্যা	২৪৪৮২৩৮	"
মধ্যপ্রদেশ	৩৭৮৫৫৬৬	"
উত্তরব্রহ্ম	১৬২৫৯৩৬	"
দক্ষিণব্রহ্ম	৪০৬৭৬০৬	"
আসাম	১২৬২৬৯১	"
পঞ্জাব	৫৬৫	"
অজমীর-মেরবারা	৭৫৮	"
কুর্গ	৭৪৪৯৯	"
মেকর	১৯৮৪০	"
মানপুর (মধ্যভারত) ...	৯০	"

মোট ২৬৮১০৮০৬ একার বা ৮০৪৩২৪১৮ বিঘা।

বাঙ্গালা প্রদেশের এতটা আনুমানিক জমীর পরিমাণ ধরিবার কোন উপায় নাই। কেবল আমন ধান্যের জমীর কয়েকটা পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ৯৯৮৮৪১৬০ বিঘা হইবে। মোটের উপর বাঙ্গালার ধানী জমী সমগ্র ভারতবর্ষের ধানী-জমীর প্রায় দ্বিগুণ হইবে।

বাঙ্গালায় ধানের চাষ।—বাঙ্গালায় ধানের চাষ অতি বিস্তৃত। এ প্রদেশে বহুবিধ ফলও জন্মে। গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কেবল বাঙ্গালা দেশজাত চারিহাজার প্রকার ধান্য উপস্থিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের ধান্যের শ্রেণিগত পার্থক্য হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে বোধ হয় দশ হাজার প্রকার। সকল ধান্যেরই যে বহুবিস্তৃত আবাদ হইয়া থাকে তাহা নহে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা হইতে বিভিন্ন প্রকারের ধানের নমুনা সংগৃহীত হইতে পারে। এই সমস্ত ধানের বিভিন্ন নাম আছে। নামভেদে এই সকল শ্রেণীভেদ একমাত্র অভিজ্ঞ কৃষক ব্যতীত আর কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই। কৃষকেরা বলে যে এক এক জমীর এমন গুণ আছে, সেই সেই জমী-ভিন্ন ঐ সকল ধান অন্য কোন জমিতে জন্মিতে পারে না বা জন্মিলে সেই জমীর ফসলের ন্যায় ফসল হয় না। এমনও এক এক ধান আছে, যে তাহা চিরকাল এক স্থানের একখণ্ড বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রের বাহিরে এক হাত দূরে অন্যক্ষেত্রে লাগাইলে আর তেমন ফসল হয় না। য়ুরোপীয় উদ্ভিজ্জ তত্ত্বানুসারে এই সকল শ্রেণীর পার্থক্য নির্দ্দেশ করা দুরূহ, এমন কি কোন রূপেই হয় না। এ বিষয়ে য়ুরোপীয় কৃষিতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা হয়ত একাকৃতি একগুণ একবর্ণ-বিশিষ্ট জানিয়া যে সকল ধান্যকে একশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া স্বচ্ছন্দে গণনা করিবেন, বাঙ্গালার একজন সামান্য কৃষক তাহার অপূর্ব্ব সংস্কারবলে সেই সকল ধান্যের পাঁচ ছয় প্রকার বিভিন্ন শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিবে যে ইহার এইরূপ কৃষি-প্রণালী, এইরূপ ধাতুর জমী ইহাতে প্রয়োজন ইত্যাদি। কোন কৃষক য়ুরোপীয় প্রণালীতে ধানের শ্রেণীবিভাগ দেখিলে চম্‌কাইয়া উঠে এবং বলে এরূপ বিভিন্ন ধাতুর জমীতে বিভিন্ন প্রকারে কৃষিজাত ধান্যকে যদি এক শ্রেণীর ধান বলা হয়, তাহা হইলে চাষ বাস সব মাটি হইয়া যাইবে। মিঃ বি ক্লার্ক একজন অতি বিচক্ষণ শস্যতত্ত্ববিৎ। তিনি বলেন, আমন ও উড়ি ধানের চারা দেখিয়া বাঙ্গালার চাষারা যে কি সংস্কারে তাহাদের প্রভেদ করিতে পারে, তাহা আমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে উড়িধানের গাছের রং আকার জন্মিবার ধরণের মধ্যে অবশ্যই কোন সূক্ষ্মপার্থক্য ঠিক একপ্রকার আছে, কিন্তু চাষাদিগের এমন অদ্ভুত জ্ঞান দেখা গিয়াছে যে তাহারা ঠিক একপ্রকার দ্বিবিধ ধান্যের দুই মুঠা শুষ্ক ধান্য হাতে লইয়াই বলিয়া দিতে পারে যে, তাহাদের কিরূপ বিভিন্ন ধাতুর জমীতে আবাদ হইতে পারে বা তাহার জন্য কি কি প্রণালীর কৃষি আবশ্যক।

ধান্যের রং, আকার, গঠন প্রভৃতি অবলম্বনে অনেকে অনেক প্রকারে শ্রেণী বিভাগ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কেহই সুসিদ্ধ হন নাই। অবশেষে কোন ধান কখন জন্মে, সেই সময় ধরিয়া একটা শ্রেণী বিভাগ করিত হইয়াছে। ইহাতেই অনেকটা মোটামুটি সফল হইতে পারা গিয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ধান্য সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হয়, তাহা হইতেই নিম্নলিখিত বিবরণ গৃহীত হইল।

প্রথমতঃ ধান্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—১ম আউশ (আশু) বা ভাদ্র ফসল। ইহার আবাদ চৈত্র বৈশাখের বৃষ্টির পরেই হয়। ইহা উচ্চ বেলেমাটিতে বুনিতে হয়। বীজ ছিটাইয়া বা ছড়াইয়া বুনিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত জমী নিড়াইতে হয়। শরৎকালের প্রথমেই ইহা কাটিবার উপযুক্ত হয়। আউশ ধানই বাঙ্গালীর সকল প্রকার ধান অপেক্ষা দরে সুলভ এবং সমস্ত উৎপন্ন ধানের মধ্যে আউশধান্যই একষষ্ঠাংশ।

(২য়) আমন বা হৈমন্তিক ফসল—ইহা আউশ অপেক্ষা কিছু বিলম্বে জন্মে। আমন দ্বিবিধ বড়ান আমন ও ছোটন আমন। বড়ান আমন কিছু মোটা থস্‌থসে, গভীর জল না পাইলে হয় না। বিলে বীজ ছিটাইয়া বুনে, প্রায় ইহা তুলিয়া রুইবার আবশ্যক হয় না। ইহা অগ্রহায়ণে পাকে। ছোটন আমন আমনের মধ্যে শীঘ্র পাকে এবং উৎকৃষ্ট। ইহা প্রথমে এক স্থানে বুনিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া পরে চারা যখন ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হয়, তখন তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে। স্থান ভেদে রোপা, রোয়া, শাল প্রভৃতি নানাবিধ ছোটন আমন আছে। শ্রেণী ভেদে ইহা আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বুনা চলে এবং প্রায় পরিপুষ্ট আউশ ক্ষেত্রে রুইয়া দেয়। শরতে আউশ কাটিয়া লইলে আমন বাড়িতে থাকে এবং হেমন্তের আরম্ভ হইতেই পাকিতে আরম্ভ হয়। উৎকৃষ্ট ছোটন আমন আপনা আপনিই বর্দ্ধিত হয়, বিশেষ পাটের আবশ্যক করে না। আমন ও আউশ মিশাইয়া বুনিলে ক্ষেত্রে আর নিড়াইবার বড় আবশ্যক হয় না, আমন অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে। ক্ষেত্রের জল এক দিনে যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন, তাজা আমনের চারা জলের উপর জাগিয়া

থাকিবেই। দেখা-গিয়াছে, ২৪ ঘণ্টায় একটা আমনের চারা জলবৃদ্ধির সহিত ৯।১০ ইঞ্চি বাড়িয়া উঠিয়াছে। অতি বৃষ্টিতে যদি আমন তিন দিন কাল জলে ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলেই একবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমনের ইহাই ভয়; ডুব জলই আমনের শত্রু। আমনই প্রধান ফসল। ইহা কাটিয়া লইবার পর সমস্ত শীত ঋতু অর্থাৎ ফাল্গুনের অর্দ্ধাংশ কাল পর্য্যন্ত জমী ফেলিয়া রাখে। তাহার পর আবার আউশের জন্ত প্রস্তুত করে। কোন কোন উর্ব্বরা জমীতে তিল সর্ষপ কলাই আদি রবি শস্ত জন্মাইয়া থাকে।

(৩য়) বোরো ফসল। গ্রীষ্মকালের ধান্তগুলি এই ফসলের সময় জন্মে। হেমন্তের শেষাংশ হইতে শীতের শেষাংশ পর্য্যন্ত ইহার বুনন চলে। ইহা বুনিয়া চারা ধরিয়া বা ছিটাইয়া রুইতে পারা যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ইহার ফসল ঘরে উঠে। এই ফসলে মোটা ও কঠিন দানার চাউল জন্মে। গরীবেরা এই ফসলের চাউলেই আহার করে। ইহা অতি শীঘ্র পাকে। একশ্রেণী ষাটি বা ষাটু ধান ৬০ দিনে জন্মিয়া থাকে। আউশের মধ্যেও এক শ্রেণী ষাট ধান আছে। বোরো ফসল অধিক আবাদ হয় না। ইহা চর বা নামাল জমীতে হয়, ১০ ফুট গভীর জলে ও প্রবল স্রোতের মধ্যেও ইহা জন্মিয়া থাকে। গরীবের পক্ষে এই ফসল বড়ই প্রয়োজনীয়। এই ফসল উঠিলে অন্ত ভাল ধানের বাজার নরম হইয়া পড়ে। রাইদা বা ভাসানারাঙ্গা নামে একপ্রকার বিশেষ বোরো ধান জন্মে। অন্তান্ত বোরো ধানের সহিত ইহা এক ক্ষেত্রে বুনিয়া থাকে এবং সেই সকল বোরো কাটিয়া লইবার সময় ইহার শুকনা বা পাকা পাতা ছড়াইয়া দেয়। ইহা বৎসরব্যাপী ফসল, ১০।১১ মাসের কম পাকে না। বাঙ্গালায় সামান্যতঃ পাঁচটি ধান্য ফসল এক বৎসরে জন্মে। আউশ ও আমনের উপযুক্ত মিশ্রিত জমীর অধিকারী এক ব্যক্তি প্রতি বৎসরে ইচ্ছা করিলে পাঁচটী, চারিটী বা তিনটী ফসল তুলিতে পারে ;—

(১) আউশ	ফসল উঠিতে	শরৎকালের প্রথম।
(২) ছোটন আমন	"	হেমন্তকালের প্রথম।
(৩) বড়ান আমন	"	শীতকালের প্রথম।
(৪) বোরো	"	গ্রীষ্মকালের প্রথম।
(৫) রাইদা	"	শরতের শেষাংশ।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই দুইটী ফসল খুব প্রচুর জন্মে। তৃতীয় ফসল অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এক জেলার বোরো আমন, আউশ আর এক জেলার বোরো আউশ আমনের ধান্তের সহিত এক নহে। এক জেলায় যেরূপ মাটিতে আউশ বা আমন জন্মে, অন্ত জেলায় সে রূপ মাটিতে সে আউশ বা আমন জন্মে না। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানমূলক কৃষিকার্য্যে ইহার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই, কিন্তু বাঙ্গালী চাষা তাহা অতি সহজে ধরিয়া দিতে পারে।

বাঙ্গালার কতকগুলি চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ইহার মধ্যে বেনামুলী, কামিনী, বাসমতী (বাঁশমতী) ও রাঁধুনী পাগলা চাউল বিশেষ বিখ্যাত। বাঙ্গালা ব্যতীত উড়িষ্যা ও বোম্বাই-এর থানা প্রদেশেও সুগন্ধি চাউল জন্মে। শিষ সরু লম্বা দানার ছোট আমন চাউল ভদ্রলোকে ব্যবহার করে এবং মোটা লাল দানার চাউল নিম্নশ্রেণীর লোক ব্যবহার করে। বিহারী মোটা দানার চাউল সামান্যতঃ পাটনায়ে চাউল নামে খ্যাত।

দুর্ভিক্ষ-বিবরণী ও অন্তান্ত সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া মোটামুটী জানা যায় যে, একবৎসরে বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ ১২৪৮৫৫২৮০ বিঘা জমীতে ধান জন্মিয়া থাকে।

ধান্যের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে। ধান্ত পাঁচ প্রকার—শালিধান্ত, ব্রীহিধান্য, শুকধান্ত, শিম্বীধান্ত এবং ক্ষুদ্র ধান্ত। ইহার মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতিকে শালিধান্ত। ইহার মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতিকে ব্রীহিধান্ত, যব প্রভৃতিকে শূকধান্ত, মুগ প্রভৃতিকে শিম্বীধান্য এবং কাঙ্গনি ধান্ত প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ধান্ত বা তৃণ ধান্ত বলা যায়।

শালিধান্তের লক্ষণ ও গুণ।—যে সকল হৈমন্তিক ধান্ত কণ্ডন অর্থাৎ ছাটন ব্যতীত ও শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শালিধান্ত কহে।

শালি-ধান্তের নাম—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন ও লোধ্রপুষ্পক প্রভৃতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক প্রকার শালিধান্ত আছে। তাহার মধ্যে যথাসম্ভব গুণাদি দেওয়া হইল।

শালিধান্ত সকলের গুণ—মধুর, কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্ত ও অল্পতাকারক, লঘুপাকী, রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক।

দগ্ধভূমিজাত শালি ধান্ত—কষায়রস, লঘুপাকী, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ, এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্ত বপন করিলে যে ধান্ত উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বতাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্ত উৎপন্ন হয়, তাহা ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায়, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কটুবিপাক।

বাপিত ধান্য অর্থাৎ একবার উৎপাটন করিয়া যাহা বপন করা যায়, তাহা মধুর, কষায় রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিত ধান্য অর্থাৎ অবুনা ধান্য। যে ধান্য আপনা হইতে জন্মে। তাহাকে অবাপিত ধান্য কহে, এই জন্য বাপিত ধান্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণযুক্ত।

রোপিত ধান্য অভিনব অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক। পুরাতন হইলে লঘু হয়। অতিরোপ্য ধান্য অর্থাৎ রোয়াধানকে উৎপাটনপূর্ব্বক পুনরায় রোপণ করিলে তাহাতে যে ধান্য জন্মে, তাহা রোয়া ধান্য অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত এবং লঘুপাকী।

ছিন্নরূঢ়া শালিধান্য—শীতবীর্য্য, রূক্ষ, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, মলরোধক, ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, কষায়রস এবং লঘু।

রক্তশালির গুণ—শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালি ধান্যই শ্রেষ্ঠ, উহা বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি রক্তশালি অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

ব্রীহি ধান্যের লক্ষণ ও গুণ—বর্ষাকালসম্ভব ধান্য মধ্যে যাহা (ছাটিলে) শ্বেতবর্ণ হয় এবং উদরস্থ হইলে কালবিলম্বে পরিপাক হয়, তাহাদিগকে ব্রীহি ধান্য কহে।

কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, জতুমুখ প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্রীহি ধান্য আছে। যে ধান্যের তুষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পারুলপুষ্পতুল্য তাহাকে পাটলব্রীহি, যে ধান্যের আকৃতি কুক্কুট ডিম্বের মত, তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক, যে ধান্যের শূয়া ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম শালামুখ এবং যাহার মুখের বর্ণ লাক্ষার তুল্য, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে।

ব্রীহিধান্য—মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী, মলরোধক, ষষ্টিক ধান্য সদৃশ। ব্রীহি ধান্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণব্রীহি শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য ব্রীহি উহা অপেক্ষা হীনগুণযুক্ত।

ষষ্টিক ধান্যের নাম, লক্ষণ ও গুণ।—যাহার অন্ন উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়, তাহাকে ষষ্টিক ধান্য কহে। ষষ্টিক, শণপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক ও মহাষষ্টিক প্রভৃতি বহুবিধ ষষ্টিকধান্য আছে। ইহাদিগকে কেহ কেহ ব্রীহিধান্যও কহিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রীহিধান্যের লক্ষণ উহাতে লক্ষিত হয়। ষষ্টিক ধান্য সকল—মধুর রস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শালি ধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

ষষ্টিক ধান্য-সমূহের মধ্যে ষষ্টিকাখ্য ধান্যই শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত, উহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদু বীর্য্য, ধারক, বলকারক, জ্বরনাশক এবং রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত। অপরাপর ষষ্টিক ধান্য উহা অপেক্ষা অল্প গুণান্বিত।

শূকধান্য।—যব, শিতশূক, নিঃশূক, অতিযব, তোকা এবং স্বল্প যব, এই কয়েক প্রকার শূক ধান্যের ভেদ। শূক ধান্যের মধ্যে যব শ্রেষ্ঠ।

যবের গুণ—কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, লেখন গুণযুক্ত, মৃদু, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় হিতকারক, রূক্ষ, মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, অত্যন্ত বায়ু ও মলবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং কণ্ঠগত রোগ, চর্ম্মগত রোগ, কফ, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও পিপাসানাশক। এই যব অপেক্ষা অতিযব হীনগুণযুক্ত।

গোধুম শূকধান্যের অন্তর্গত। ইহা অপর নাম সুমন। গোধুম তিন প্রকার—এক প্রকার মহাগোধুম, যাহা বড় গোধুমা বলিয়া প্রসিদ্ধ, উহা প্রশ্চিম প্রদেশে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মধুলীনামক, ইহা কিঞ্চিৎ ছোট, ইহা মধ্য প্রদেশে জন্মে। অন্য প্রকারের নাম নন্দীমুখ। ইহা শূয়াবিহীন দীর্ঘাকৃতি। [যব দেখ।]

মহা গোধুম—মধুর রস, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণের হিতকারক, রুচিজনক এবং শরীরের স্থিরতাসম্পাদক। গোধুমের কফজনকশক্তি নূতন গোধুমে, পুরাতন গোধুমে নহে। মধুলী গোধুম শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, মধুররস, লঘু ও শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক এবং সুপথ্য। নন্দীমুখ গোধুম ইহার ন্যায় তুল্য গুণদায়ক।

[বিশেষ বিবরণ গোধুম দেখ।]

শিম্বী ধান্য—শমীজ, শিম্বীজ, সূর্য্য ও বৈদল এই কয়েকটী শিম্বী ধান্যের নাম। ইহার গুণ—মধুর, কষায়রস, রূক্ষ, কটু, বিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক এবং শীতবীর্য্য। ইহার মধ্যে মুগ ও মসুর ভিন্ন অপর সমস্ত বৈদলই আধ্মান-কারক। মুগ ও মসুর একেবারে যে আধ্মানকারক তাহা নহে, তবে অন্যান্য বৈদল অপেক্ষা কম, ইহা জানিতে হইবে।

মুগ, মাষ, নিষ্পাব, মুকুষ্ট, মসুর, আঢ়কী (অড়হর), কলায়, খেসারী, কুলথ, তিল, তিসি, রাই প্রভৃতি শিম্বী ধান্যের অন্তর্গত। [ইহাদিগের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ক্ষুদ্র ধান্য—ক্ষুদ্র ধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য এই তিনটী

একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্র ধান্য ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদ-শোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক। ক্ষুদ্র ধান্যের মধ্যে যে সকল প্রকার ভেদ আছে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কঙ্গুধান্য—কঙ্গু ও প্রিয়ঙ্গু এক পর্য্যায়ক শব্দ। উহা কৃষ্ণ, রক্ত, শুক্ল ও পীতবর্ণ ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পীতবর্ণ কঙ্গু শ্রেষ্ঠ। গুণ—ভগ্নসন্ধানকারক, বায়ুবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় গুণকর।

চীনাক ধান্য—কাঙ্গনি ধান্যের প্রভেদ মাত্র। উহা কাঙ্গনির তুল্য গুণদায়ক।

শ্যামাক ধান্য—শোষক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

কোদ্রব ধান্য—কোদ্রবক ও কোরদূষ এই দুইটী কোদো ধান্যের নাম। বনকোদ্রবকে উদ্দাল বলে। ইহার গুণ—বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও কফনাশক। বনকোদ্রব উষ্ণবীর্য্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক।

চারুক ধান্য—অপর নাম সরবীজ। গুণ—মধুর, কষায় রস, রুক্ষ, রক্তপিত্তনাশক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, এবং বায়ুর প্রকোপকারক।

বংশ-বীজ—রুক্ষ, কষায়রস, কটু, বিপাক, মূত্ররোধক, কফনাশক, বায়ু ও পিত্তকারক এবং সারক।

কুসুম্ভ বীজ—বরটা ও বরটিকা এই দুইটী কুসুম্ভবীজের পর্য্যায়। গুণ—মধুর, কষায় রস, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তঘ্ন, কফনাশক, শীতবীর্য্য, গুরু, অবৃষ্য ও বায়ুনাশক।

গবেধুকা (গরহেড়ুয়া) ইহার গুণ—কটু, মধুর রস, কৃশতাকারক এবং কফনাশক।

নীবার অপর নাম প্রসাধিকা ও তৃণান্ন। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক। যবনাল শীতবীর্য্য, মধুর, কষায় রস, লোহিত, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, অবৃষ্য, রুক্ষ, ক্লেদজনক এবং লঘু।

নূতন ধান্য সকল মধুররস, গুরু এবং কফকারক। সংবৎসরোথিত ধান্য লঘুতাপ্রযুক্ত হিতজনক। ধান্য এক বৎসরের পুরাতন হইলে ক্রমে গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু বীর্য্য পরিত্যাগ করে না। অত্যধিক পুরাতন হইলে ক্রমে ক্রমে স্বীয় বীর্য্য পরিত্যাগ করিতে থাকে। ইহার মধ্যে যব, গোধূম, তিল, ও মাষকলাই নূতন হইলে হিত ও গুণকারক। পুরাতন হইলে অর্থাৎ দুই বৎসর অতীত হইলে বিরস ও রুক্ষ হইয়া থাকে। উপরি কথিত যব, গোধূম প্রভৃতি নূতন অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে হিতকারক। পথ্যভোজীর পক্ষে নহে। (ভাবপ্রঃ)।

সুশ্রুতে ধান্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—লোহিত, শালি, কর্দ্দম, পাণ্ডু সুগন্ধ, শকুনাহৃত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, কাঞ্চন, মহিষ-মস্তক, হায়ন, দূষক, মহাদূষক প্রভৃতি শালিধান্য। শালিধান্য মধুর, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বলকর, পিত্তঘ্ন, অল্পবায়ু এবং কফকর, স্নিগ্ধ, মলের অল্পতাকারক ও মলরোধক। সকল প্রকার শালিধান্যের মধ্যে লোহিত ধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা দোষঘ্ন, শুক্র, ও মূত্রবৃদ্ধিকর, চক্ষু ও স্বরের পক্ষে হিতকর, বর্ণকর, বলকর, হৃদ্য, শ্রান্তিনাশক, ব্রণের পক্ষে হিতকর এবং সকল প্রকার দোষ নাশক। অপরাপর শালি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্প গুণশালী।

ষষ্টি, কাঙ্গুক, মুকুন্দ, পীত, প্রমোদ, কাকলকা, কসনপুষ্প, মহাষষ্টিক, চূর্ণ, কুরব ও কেদার প্রভৃতি ষাট্‌ধান্য। ইহারা রসে ও পাকে মধুর, বাতপিত্তের শান্তিকর, গুণে প্রায় শালি ধান্যের তুল্য। ইহা পুষ্টিকর, কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর। ইহাদিগের মধ্যে ষাট্‌ ধান্যই প্রধান। ষাট্‌ধান্য পশ্চাৎ কষায়রসবিশিষ্ট, লঘু, মৃদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, শরীরের স্থৈর্য্য ও বলবর্দ্ধনকর। বিপাকে মধুর, সংগ্রাহী এবং লোহিত ধান্যের তুল্য। অপর সকল ষাট্‌ধান্য উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অল্পগুণবিশিষ্ট।

কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, নন্দীমুখ, গবাক্ষক, ত্বরিতক, কুক্কুটাণ্ড, পারাবত, পাটল প্রভৃতি ব্রীহিধান্য, অর্থাৎ আশুধান্য। ব্রীহিধান্য কষায়, মধুর, পাকে মধুর, চক্ষুঃ রোগকারী ও ষাট্‌ধান্যের ন্যায় তুল্য গুণকারী ও মলসংগ্রাহক। ব্রীহি ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ। ইহা পশ্চাৎ কষায় রসবিশিষ্ট ও লঘু। অপর সকল ব্রীহি উত্তরোত্তর অল্প গুণকারী। যে সকল শালিধান্য দগ্ধ ভূমিতে জন্মে, তাহারা লঘুপাক, কষায়, মলমূত্রের সংগ্রাহী, রুক্ষ এবং শ্লেষ্মনাশক। উচ্চভূমিজাত ধান্য ঈষৎ তিক্ত, মধুর, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, কষায় ও পশ্চাৎ কটু। কেদারধান্য মধুর, বৃষ্য, বলকর, পিত্তনাশক, ঈষৎ কষায়, অল্প মলকারী, গুরুপাক, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক।

রোপ্যাতিরোপ্যধান্য (রোয়াধান)—লঘুপাক, অতিশয় গুণকারী, অদাহী, দোষনাশক, বলকর এবং মূত্রবর্দ্ধক। যে সকল শালিধান্যের অন্তরে অঙ্কুর থাকে, তাহারা রুক্ষ, মলবর্দ্ধনকর, শ্লেষ্মজনক।

কুধান্য—কোরদূষক (ছোটমটর), শ্যামা, নীবার, শান্তনু, তুবর, আঢ়কী, কোদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নান্দীমুখী,

কুরুবিন্দ, গবেধুকা, বরুক, উপপর্ণী, মুকুন্দ, বেনুযব প্রভৃতি ক্ষুধান্যবর্গ। ইহারা উষ্ণ, মধুর, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মঘ্ন, মূত্ররোধক, ও বায়ুপিত্তের প্রকোপকর। তাহাদিগের মধ্যে কোদ্রব, নীবার, শ্যামা ও শান্তনু—কষায়, মধুর ও শীত পিত্তের শান্তিকর। (সুশ্রুত) [ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ তণ্ডুল্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই দেশে বিভিন্ন ধান্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যতদূর সংগ্রহ করা গেল, তাহার নাম দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে আমন ধান্যের নাম লিখিত হইল।

আমনের নাম।	আকৃতি।
আগুনালুনঝুরি	মাঝারি, মোটা ও শ্বেতবর্ণ।
আঁধার মাণিক	বেঁটে ও লাল।
আমন কেলে	কাল ও মোটা।
আমলকী	ছোট্না, সাদা ও সরু।
আলতরপ	হুলযুক্ত, রাঙ্গা ও ছোটনা।
আলাদ কুমার	লাল, কাল, মাঝারি ও ছোটনা।
আশ্বিনে বয়রা	কৃষ্ণবর্ণ ও সরু।
আসকেলে	হুল্‌যুক্ত ও দুইধার কাল।
ইচরঝরী	লম্বা, সরু, লাল ও সাদা শূকযুক্ত।
ইছামতী	লাল ও সরু।
উকুনে মধু	ছোট ও সাদা।
উড়িষ্যাপোষ	মোটা ও মেটেরং।
উড়েবয়রা	কাল, হুল্‌যুক্ত, বড়ান।
ওড়কোচো	মোটা, ঈষৎ লাল।
কইজুড়ী	সাদা, (এই ধান্য বরিশালে জন্মে।)
কচো, কলামোচা	লম্বা, সাদা। (পৌষে কাটা হয়।)
কনকচুর	সরু, লম্বা, পীতবর্ণশূকযুক্ত। (এই ধানে খই হয়।)
কাঁওড়া দিঘা	চেপ্টা, কাল মিশ্রিত লালরং।
কাচড়াদাম	বেঁটে, সাদা, মুখ কাল, (এই ধান আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাকে।)
কালজীরা	ছোট, কাল। (অতি সদ্‌গন্ধযুক্ত।)
কার্ত্তিকশালি	মোটা, পীতবর্ণ ও গন্ধযুক্ত।
কালমেসী	মধ্যম, কৃষ্ণবর্ণ।
কালাপাঠা	মধ্যম, কৃষ্ণবর্ণ, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
কালামোন বা বেতো	মাঝারি, ঈষৎ লাল, শূকযুক্ত, (ইহা বৈশাখমাসে রোপিত হয়।)
কোমরা	গা কাল ও মুখ লাল।
কটক কয়েজালী	সাদা, বেঁটে, অল্প লাল ও শূকযুক্ত।
কনান	লম্বা, সাদা, সরু।
করীমশালি	লম্বা, সাদা ও সরু।
কল্‌কাটী	মোটা, পীতাভ।
কলাড্যামা	বেঁটে, সাদা, (এই ধান্য মাঘমাসে কাটে। ইহা বরিশালে জন্মে।)
কল্মা, কল্মাশালি	লম্বা, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
কাঁচকলম	সাদা।
কাটমা	লম্বা, সাদা।
কামিনী (কামিনী সরু)	সরু, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
কামিনী	উজ্জ্বল, লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ।
কার্ত্তিক খ্যাপা	সাদা, হুলযুক্ত, মাঝারি।
কার্ত্তিকশাল	বড়ান, হল্‌দে রং, সরু, রোয়া।
কালথল্‌সে	মাঝারি, মোটা, বড়ান।
কালা	কাল, হুল্‌যুক্ত।
কালাকার্ত্তিক	মাঝারী, গা সাদা, পাশ কাল।
কালাদীঘে	ছোটনা, কাল, বেঁটে, হুলযুক্ত।
কাবাসেড়াং	মাঝারি, সাদা, দুইধার লাল।
কুমড়াগোড়	বেঁটে, সাদা।
কৃষ্ণশালি	কালরং।
কৃষ্ণসূত্র	সাদা, লম্বা, সরু, আগা বেঁকা।
কেউটেশাল	লাল, সরু, লম্বা।
কেঁকো	লম্বা, সাদা, হুলযুক্ত।
কোতোমণি	বড়ান, সাদা, সরু।
খঞ্জী	লম্বা, সাদা, দুইধার লাল।
খড়ী	সরু, ঈষৎলাল, শূকযুক্ত।
খয়নী	ছোট্না, বেঁটে, লাল শূকযুক্ত।
খর্শেল	বেঁটে, সুবর্ণবর্ণ, শূকযুক্ত।
খারশালি (কৃষ্ণ বা শ্বেত)	ছোটনা, মোটা, শূকযুক্ত।
খাসা	গন্ধযুক্ত, মোটা। (রাঢ়ে জন্মে।)
খেসে	মোটা, সাদা, ছোটনা।
খেও কাঁদি	ছোটনা, সাদা, ছোট, হুলযুক্ত।
খৈয়ামটর	চেপ্টা, হলদে রং, অথবা সাদা।
খোয়ে	বেঁটে ও কাল।
গঙ্গাজল	লম্বা, সাদা, অল্প হুল।
গঙ্গাসাগর	বড়ান, সরু, হলদে রং।
গচাগাবুরা	বেঁটে, মোটা, সাদা, অল্প হুল্।
গজারগেড়ে	সাদা।
গন্ধকস্তুরী	গোল, পুরু, কাল রং।
গন্ধমালতী	ছোট, সাদা, গন্ধযুক্ত।

গাঁড়ামৰ্দ্দন — অল্প লম্বা ও অল্প সাদা।
গুড়গুড়ি — ছোটনা, মাঝারি, সাদা।
গুড়ি মারিচ — মোটা, মুখলাল, পশ্চাৎ অল্প সাদা।
গোকুলশাল — সাদা, সরু।
গোটরাগাবুরা — বেঁটে, সাদা।
গোপালভোগ — সরু, সাদা।
ঘৃতশাল — সরু, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
ঘোড়বাল — সাদা হুলযুক্ত, সরু।
চরো — বেঁটে, সাদা।
চরোহুলুই — বেঁটে, সাদা, হুলযুক্ত ছোট্‌না।
চাকলা — বেঁটে, সাদা।
চামরমণি — বেঁটে, সাদা, হুলযুক্ত, সদ্‌গন্ধযুক্ত। (এই ধান্য বৰ্দ্ধমান প্রদেশে জন্মে।)
চাঁপাকোড় — মাঝারি, লম্বা।
চিরটী — লম্বা, লাল। (বাগের হাটু প্রভৃতি স্থানে এই ধান্য জন্মে।)
চীনীশঙ্কর — মাঝারি, (রাঢ়দেশে জন্মে।)
চোঙ্গাই — বেঁটে, সাদা।
ছত্রভোগ — বেঁটে, হল্‌দে, হুলযুক্ত।
ছিরটীবালাম — লম্বা, সরু, অল্প সাদা।
ছোটকোমরা — বেঁটে, কোমরা ধানের তুল্য।
জয়লা — লম্বা, হল্‌দে, হুলযুক্ত।
জলেশ্বরী — লম্বা, সাদা, হুলযুক্ত।
জামালনাড়ু — মোটা, সাদা।
জাবড়ী — লম্বা, সাদা। লালরংও দেখা যায়।
জুড়ে — লম্বা, মোটা, সাদা, হুলযুক্ত।
জোমালা — বড়ান, গোল, সাদা।
ঝিঙ্গেশালি — মোটা, লম্বা, অল্প গন্ধ।
ঝুল — মোটা, সাদা, হুলযুক্ত।
ঝোর — লম্বা, কাল।
ট্যাপাশোল — সাদা, সরু।
ডহরনাগরা — লম্বা, সাদা, কেহ ২ ইহাকে সরু নাগরা কহে। (বৰ্দ্ধমানে জন্মে।)
ডাক্‌সই — সরু, লম্বা, লাল।
ডুবরাজ — সাদা, বেঁটে।
ডাঙ্গাভুরি — ছোট্‌না, সাদা।
ঢাকাই — বেঁটে, সাদা। (বৰ্দ্ধমানে জন্মে।)
ঢেঁপো — মাঝারি, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত। (বৰ্দ্ধমান জেলায় জন্মে।)
তালজলা — বেঁটে, অল্প লাল।
তিলকাবর — রোয়া, কাল, সরু, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
তুলসীমঞ্জরী — ছোটনা, রোয়া, ছোট, বেঁটে।
তুলসীশালী — সাদা, সরু, ছোট্‌না।
তুলাশালি — সাদা, গন্ধযুক্ত।
দলকচু — বড়ান, লম্বা, সাদা। (বাখরগঞ্জ অঞ্চলে জন্মে।)
দাউদ্‌খানি — সরু, লম্বা, সাদা, অতিশয় সদ্‌গন্ধযুক্ত।
দিঘা — বেঁটে, সাদা, হুল্ আছে।
দিঘে — মোটা, সাদা, হুল্ আছে।
দুদ্‌কল্‌মা — মাঝারি, সাদা। (বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে জন্মে।)
দুদ্‌ভাউলে — মোটা, সাদা।
দুদ্‌মনোর — লম্বা, সাদা।
দুদ্‌লুচী — লম্বা, সাদা, (বাখরগঞ্জ অঞ্চলে জন্মে।)
দুদ্‌সর — সাদা, সরু, বেঁটে সাদা।
দুদেলোনা — সরু, সাদা।
দুর্গাভোগ — সরু, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
দুলুই — বেঁটে, সাদা, হুলযুক্ত, বড়ান।
দেশীদিঘা — চেপ্টা, লাল মিশ্রিত সাদা।
দোনারগুড় — মাঝারি, (রাঢ়ে জন্মে।)
দোহোড়ো — বেটে, মেটেরং।
ধলী — সাদা, লাল, বীজ সাদা। (এই ধানকে ভেঁটে ধান বলে।)
ধানশ্ৰী — সূক্ষ্ম, সরু, সাদা, কিঞ্চিৎ লাল।
নলচ — বড়ান, সাদা।
নলবীর — লম্বা, সাদা, (এই ধান বরিশাল অঞ্চলে জন্মে।)
নাগরশালি — সাদা, রোয়া, বড়ান, (এই ধান্য রাঢ়দেশে জন্মে।)
নিনামা — লম্বা, সাদা, শূকযুক্ত।
নেড়াপুতি — বেঁটে, কাল, (এই ধান বেশী জলে হয়।)
নেডো — মোটা, (ইহাও অধিক জলে হয়।)
ন্যাংলাসা — বেঁটে, পশ্চাতে কাল, হুলযুক্ত। (বরিশালে জন্মে।)
ন্যাপা — চেপ্টা, সাদা, হুলযুক্ত।

পরমান্নশাল	সরু, গোল, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
পর্ব্বতজীরে	ছোট্‌না, রাঙ্গা, সরু।
পর্ব্বতবালী	অতি সরু। (দক্ষিণ দেশে জন্মে।)
পক্ষরাজ	বেঁটে, কাল পক্ষযুক্ত।
পাটনাই	লম্বা, সাদা। (দক্ষিণ দেশে হয়।)
পাৎসাভোগ	সূক্ষ্ম, ঈষৎ লম্বা, সাদা, (টেবল রাইস্।)
পানতারাস	লম্বা, সাদা, (বেশী জলে হয়।)
পিত্তরাজ	হুল্‌যুক্ত, বড়ান্‌, লাল, সরু।
পিত্তশাল	ছোট্‌না, মোটা।
পুটে ট্যাপো	সাদা, মোটা, ছোটনা।
পুদী	বেঁটে, সাদা।
পুরুবী	মাঝারি।
পেনেটী	লম্বা, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
পেশোয়ারী	লম্বা, সাদা।
পোড়াবিল্লী	কাল, মাঝারি।
ফুল্‌ আমনা	সাদা, সরু, মাথায় হুলযুক্ত।
বড়দিঘে	হলদে, মাঝারি, বড়ান।
বড়বিম্বা	মাঝারি, ঈষৎ লাল।
বন কোমরা	মোটা, লম্বা,কাল ও ঈষৎ লাল।
বনবোঁটা	লম্বা, মোটা, বীজ সাদা, (এই ধান্য বর্দ্ধমান অঞ্চলে জন্মে।)
বয়ারনাদা	বেঁটে, মসেরং, হুল্‌যুক্ত।
বয়ালদেড়ো	সাদা, মোটা, বেঁটে।
বরণ	মোটা, সাদা।
বলরামভোগ	লম্বা, সাদা।
বাঁকতুলসী	লম্বা, সরু, সাদা, হুল্‌যুক্ত।
বাঁকচুর	ঈষৎ লম্বা, সাদা। (বর্দ্ধমান অঞ্চলে জন্মে।)
বাঁকুই	ঈষৎ লম্বা, সাদা।
বাঁসবীর	বেঁটে, সাদা, (বরিশালে জন্মে।)
বাঁসীরাজ	লম্বা,কাল। (খুলনা জেলায় জন্মে।)
বাঁসফুল, বাঁসমতী	বেঁটে,সরু,সাদা,সদ্‌গন্ধ, হুল্‌যুক্ত।
বাগা	বড়ান, সাদা, হুল্‌যুক্ত।
বাঘা	চেপ্টা, কাল, হুল্‌যুক্ত।
বাঙ্‌খুরলাটা	মোটা, সাদা।
বাদাইসন্ধ্যামণি,	পীতাভ, মাঝারি।
বায়দা	বিলে, কালা ও রাঙ্গা এই তিন প্রকার, হুল্‌যুক্ত।
বালাম	লম্বা, সাদা, (প্রধানতঃ বরিশাল অঞ্চলে হয়। যশোর প্রভৃতি স্থানে একরূপ বালাম হয়, তাহাকে ভাট্‌লা বলে।)
বাস্তাভোগ	সাদা।
বিম্বী	ছোট, সাদা।
বিরিঙ্গী	লম্বা, সাদা।
বিলজলী	অধিক জলে হয়, (কেহ জলেশ্বরী, কেহ বা আউশ বা বোরো কহে।)
বীরপালা	বেঁটে, সাদা, (পূর্ব্বদেশে জন্মে।)
বুক্‌ড়ী	মোটা।
বেগুনবীচি	ছোট, সাদা।
বেনাফুল	লম্বা, সরু, সাদা, সদ্‌গন্ধযুক্ত।
বেতী	লম্বা, কাল, হুল্‌যুক্ত।
বেতো	ক্ষুদ্র, সরু, সাদা।
বোন্‌কোমরা	ছোটনা, সাদা, মুখ কাল।
বোনগোটী	মোটা, সাদা।
বোয়ালদাড়	লম্বা, মোটা, সরু, হুল্‌যুক্ত।
ব্যাতো	মোটা, সাদা।
ব্রীয়াণ্টী	বেঁটে, মসেরং, হুল্‌যুক্ত।
ভাউলে	মোটা, সাদা, (এই ধান্য যশোহর জেলায় জন্মে।)
ভাওয়ালিয়া দীঘা	ঈষৎলাল, হুল্‌যুক্ত।
ভাঁটলাই বালাম	লম্বা, সাদা, (যশোহর প্রভৃতি স্থানে হয়।)
ভুঁটে আদম	বেঁটে, লাল, (এই ধান বরিশাল প্রভৃতি স্থানে হয়।)
ভেঁটেল	বেঁটে, কাল, মোটা।
ভেঁটেলমেঘী	মেঘীধানের সমান।
ভৈরবজটা	বেঁটে, সাদা, (এই ধান বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
ভোগনস্কর	লম্বা, লাল।
ভোজনকর্পূর	পুরু, হলদে রং।
ভোটশালি	সাদা,গন্ধযুক্ত, (বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
মইসকাঁন্দি	পুরু, সাদা, হুল্‌যুক্ত, (বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
মঙ্গলপাটা	মাঝারি, কিছু লাল।
মস্‌কান্‌	বড়ান, সাদা, কাল।

মস্দল	কাল, মোটা, বড়ান।
মহিপাল	ঈষৎলম্বা, সাদা।
মাথাইমবোর	সাদা।
মাচরাঙ্গা	মেটেরং, মোটা।
মাটুচাল	চেপ্টা, মেটেরং।
মাণিককল্মা	সাদা, বেঁটে।
মাণিকরাজ	লম্বা, সরু, লাল, (বিলে জন্মে।)
মালভোগ	লম্বা, পুরু, অতি সুগন্ধযুক্ত।
মুক্তাহার	মাঝারি, ধূসর রং, (এই ধানে উত্তম খৈ হয়।)
মুগী	মাঝারি, (উত্তরদেশে হয়।)
মেকীগজাল	বড়ান, মাঝারি, খৈ।
মেঘী	বেঁটে, কিঞ্চিৎ জলদ রং।
মেঘলাল	বেঁটে, সাদা।
মেয়ারমেদিনী	ক্ষুদ্র, মোটা, লাল ও সাদা।
মেরফল	বেঁটে, সাদা।
মৈাট	লম্বা, অল্প রাঙ্গা।
মোটা	বেঁটে, সাদা।
মৌলতা (মউয়া)	লম্বা, সরু।
রাইমুগী	লম্বা।
রাজানলচ	ক্ষুদ্র, লম্বা, লাল, হুল্ আছে।
রাজাবাজারী	লাল, মোটা, মাঝারি, (হুল্ আছে এবং খৈ হয়।)
রাঙ্গাভালকচু	মোটা, হলদে।
রাজঝিঙ্গে শালি	বেঁটে, সাদা, গন্ধযুক্ত।
রাজপাল	ছোটনা, সাদা, মোটা, হুলযুক্ত।
রাজভোগ	সরু, সাদা, অতি সদ্গন্ধযুক্ত।
রাজামণ্ডপ	লাল, বেঁটে, বড়ান।
রাজমোড়ল	বেঁটে, লাল, (উড়িষ্যায় জন্মে।)
রাধুনী পাগলা	সরু, সাদা, অতি সদ্গন্ধযুক্ত।
রামশালি	লম্বা, সাদা, ঈষৎ গন্ধযুক্ত।
রায়দা	লম্বা, রাঙ্গা, হুলযুক্ত।
রাবণা	লম্বা, হুলযুক্ত, (উড়িষ্যায় জন্মে।)
রাস্পাৎ	মোটা, লম্বা, অল্প লাল।
রোয়াকালিয়া	কাল, লম্বা, মাঝারি।
লক্সা	লম্বা, মেটেরং ও কাল হুল।
লক্ষণা	বড়ান, সরু।
লক্ষ্মীকলম্	বেঁটে, কাল।
লক্ষ্মীদীঘে	মাঝারি, সাদা, হুলযুক্ত।
লক্ষ্মীদে	বড়ান, দলকচু অপেক্ষা লাল।
লক্ষ্মীহিদে	সাদা, সরু, ছোটনা।
লতামনোয়	লম্বা, সাদা।
লতাশালি	লম্বা, লাল, লম্বা হুল্।
লবিশালি	বেঁটে, সাদা।
লালকালাই	লাল, মাঝারি, ছোটনা।
লুনুঝুরী	লাল, মাঝারি, দুই ধার সাদা।
শালিকনকচুর	বেঁটে, সোণার রং, গন্ধযুক্ত।
শালিকেলে	বেঁটে, সাদা, (বর্দ্ধমানে জন্মে।)
শিশুমতী	লাল, সরু, লম্বা।
সমুদ্রফেণা	অতি ক্ষুদ্র, সাদা।
সরবতে	সাদা, মোটা, (রাঢ়দেশে জন্মে।)
সর্করখোরা	ক্ষুদ্র, লম্বা।
সাবাগ্	লম্বা, সাদা, হুলযুক্ত।
সীতাভোগ	লম্বা, সরু, সাদা।
সুপথ্যভোগ	অল্প লম্বা, সদ্গন্ধ।
সুরভি	সদ্গন্ধযুক্ত, মোটা।
সূর্য্যমণি	বেঁটে, লাল, মুখ কাল।
সোণাদীঘে	ছোটনা, হলদে, হুলযুক্ত (কাওড়া দীঘার সদৃশ।)
স্বর্ণলতা	মোটা, সাদা।
হরেশ্বরী	বেঁটে, সাদা।
হরেগাছি	ছোটনা, কাল।
হলদেগৌরা	মোটা, সোণার রং।
ক্ষীরকোল	বেঁটে, সরু, সাদা, গন্ধযুক্ত।
ক্ষুদেমাগুরা	কাল, মাঝারি, গন্ধযুক্ত।
ক্ষ্যাপাঝিঙ্গেশালি	মোটা, লম্বা।

এই ২৭৮ প্রকার ছাড়া আরও আমন ধান আছে।

[আম শব্দ দেখ।]

আউস ধানের বিবরণ—

আউস দলকচু	সাদা, চেপ্টা।
আউসনাগরা	লম্বা, সরু, সাদা।
আগুনবান্	মাঝারি, মোটা, রাঙ্গা।
আদাশাল	মাথা বাঁকা, সরু, লম্বা।
আলতালক্ষ্মী	লম্বা, কাল।
কটেনাগ্রা	গোল, সাদা।
কপিলেরাশি	লম্বা, সাদা।
কপিলেশ্বর	লম্বা, সরু, সাদা, হুলযুক্ত।
করচামুড়ী	সাদা, কাল, মোটা, বেঁটে।

কাদাচার	সাদা, মোটা।
কানাইবাঁসি	লম্বা, ঈষৎ লাল।
কালমাণিক	মাঝারি, সাদা।
কালসোণা	কাল, পুরু।
কুমরিয়া	সাদা, চেপ্টা।
কুমরেশরাজী	লম্বা, সরু, সাদা।
কেলে	স্থূল, বেঁটে, কাল।
কেলে বকুরী	মাঝারি, দুই পাশ কাল।
কৈজুরী	সরু, বেঁটে, কাল।
কৈতরমুখী	সূক্ষ্ম, সরু।
কোকিলমণি	সরু, ঘি কাঞ্চনের মত।
কোতোমণি	সাদা, সরু।
খাপা	গোল, সাদা।
খুথনী	মোটা, বেঁটে।
খেজুরকাঁদী	কাল, মোটা।
খেজুরছড়ি	লম্বা, মোটা।
খোকনমণি	ছোট, সাদা, লম্বা।
গড়ে	লম্বা, সাদা।
গড়েজামরে	মাঝারি।
গড়েশ্বর	পুরু, সাদা, মোটা।
গুয়াছড়ি	সূক্ষ্ম, লম্বা, কাল হুল্।
গোপালভোগ	সাদা, সরু, লম্বা।
ঘি কাঞ্চন	ধনুকাকার, সাদা, পাশ কাল।
ঘৃতকলা	মাঝারি, সাদা।
চড়ুইনখো	খুব সরু, সাদা।
চড়ুই লক্ষীকাজল.	মাঝারি, লম্বা, মাথার কাল বিন্দু।
চিরতা	সরু, লম্বা, সাদা।
চীনেট্যাঙ্গর	সাদা, মোটা।
চোঙ্গড়ী	চেপ্টা, কটা রং।
চ্যাগা	মোটা।
চাঙ্গো	লাল, মাঝারি, হুলযুক্ত।
ছোটমল্লিক	চেপ্টা, সাদা।
জলী	লম্বা, সাদা।
জুড়ে	বেঁটে, মোটা, সাদা।
ঝাঁদলাজোড়	মোটা, লম্বা।
ঢ্যাঙ্গা	লম্বা, সাদা।
দাদখানি	সরু, সাদা।
দুদ ব্যাসালী	মোটা, সাদা, অল্প হুল্, (যশোহর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
ধনেখালি	সরু।
নড়ুই	সাদা, লাল, মোটা।
নলচ	লম্বা, সরু, কাল মিশ্রিত সাদা।
নারকাটী	মেটে রং, মাঝারি।
নায়ল	পুরু, সরু, হলদে, গবেশ্বরীর মত।
নেয়ালী	মাঝারি, সাদা, অল্প হুলযুক্ত। (ইহা বর্দ্ধমান প্রদেশে হয়।)
পদ্মমুদো	লম্বা, মোটা, পদ্মের মত আভাযুক্ত।
পরাজী	সরু, লম্বা, কাল, হুলযুক্ত।
পর্ব্বতজীরে	কাল, সরু।
পল্লবগোড়	সাদা, মাঝারি, মাথা বাঁকা।
পক্ষিরাজ	সরু, কাল, দুই পাশ লাল।
পাঁজড়া	মোটা, ঈষৎলাল।
পিত্তশূল	লম্বা, সরু, সাদা।
পিপড়ি কালিয়া	মাঝারি, লম্বা, লাল।
ফুলকাট	সাদা, সরু।
ফ্যাপরিকেলে	মোটা, বেঁটে, কাল।
বড় বোয়ালে	মাঝারি, সাদা, (এই ধান যশোর প্রভৃতি স্থানে হয়।)
বলরামপাশি	সূক্ষ্ম, লম্বা, সাদা।
বলু	চেপ্টা কাদারং।
বলুন	সরু, সাদা, হুলযুক্ত।
বাঁকুই	পুরু, সাদা।
বাঁশমুগরী, বাইশলক্ষী	পুরু, লম্বা, সাদা, (যশোর প্রভৃতি স্থানে হয়।)
বাঁসলা	লম্বা, সরু, সাদা।
বৃহতী রামশাল	সাদা, লম্বা, সরু।
বেগুন	ছোট, সাদা।
বেণাফুল	সরু, সাদা, (ইহাকে আউশ বেণা কহে।)
বোয়ালে	সাদা, লম্বা, মোটা।
ভাতমুখো	গোল, সাদা, হুলযুক্ত।
ভাদমা	সাদা, লম্বা।
ভেতো	মোটা।
মইষদল	মোটা, লম্বা, কাল।
মাচরাজা	লম্বা, লাল।
মাণিকমণ্ড	পুরু, ঈষৎ সাদা।
মাণিকমুখো	বেঁটে, মোটা, রাঙ্গা, মাথায় কাল।

মুদো	মোটা, লম্বা, সাদা।
মেক্সিগজাল	মোটা, ঈষৎকাল, (ইহাতে খৈ হয়।)
মেরফল	কাল, বেঁটে।
মেঘলাল	সরু, লম্বা, লাল, সাদা।
মৈশোষে	বেঁটে, সাদা, (বরিশালে জন্মে।)
মোহনবাঁসী	সাদা, লম্বা।
রসুলভোগ	সরু, লম্বা।
রাজমোহন	ছোট, সাদা, চেপ্টা।
লতামৌ	ঈষৎ পীতাভ, সুগন্ধ, মাঝারি।
লতাশাল	লাল, (ইহা বর্দ্ধমান অঞ্চলে হয়।)
লক্ষ্মীকাজল	সরু, লাল, কালমুখ ও হুল্‌যুক্ত।
লক্ষ্মীজটা	মোটা, সাদা।
লাটেরকোণা	মেটেরং, মাঝারি।
লীলাবতী	সাদা, ছোট।
লোহাচুর	লম্বা, লাল, মাঝারি।
লোহাশলা	লম্বা, লাল, মাঝারি।
শলুই	মাঝারি, সাদা।
শাণিকেলে	কাল, মাঝারি।
শশাবেলে	সাদা, সরু, মাথা বাঁকা।
শালপাথরা	লাল, সরু।
ষাইট্ বোয়ালিয়া	মাঝারি, কাল, ৬০ দিনে হয়।
সমুদ্রফেণা	সাদা, মাঝারি।
সন্ধ্যামণি	চেপ্টা, ঈষৎলাল।
সরুজামরে	মাঝারি, হুল্‌যুক্ত।
সিন্দুরকোটা	লাল, মাঝারি।
সীতাহার	সাদা, লম্বা, সরু, মাথা বাঁকা।
সুলতান চাঁপা	চাঁপাফুলের রং, সরু, লম্বা।
সূর্য্যমণি	লম্বা, সরু, লাল।
সোণার তার	সরু, সাদা।
হনুমানজটা	সরু, লম্বা, সাদা।
হরেমুদ	মোটা, ছোট, হুল্‌যুক্ত, মেটে রং।
হরিমকর	ঈষৎ লম্বা, লাল।
হাপাসকাঁদী	সরু, সাদা।
হলিয়ামণ্ডল	চেপ্টা, কটা, হুল্‌যুক্ত।
হুলমাদল	মোটা, হুল্‌যুক্ত, সাদা ও লাল মিশ্রিত।
হেস্তেভাদমা	মাঝারি।
ক্ষুদে মলজী	ছোট, সাদা।

এই ১১৮ প্রকার আউশ ধানের নাম লিখিত হইল।

ষেটে ধান।	
ষাইট বোয়ালে।	
ষাট কেলে।	
বোরো ধান	ঝেটেবোরা, সরু, সাদা, ইহাকে মুছাকালিও কহে। ইচ্ছামতী, গড়েশ্বর, নাকুল নামও আছে।
কালা বোরো সাদা বোরো	বেঁটে, লম্বা, হুল্ আছে। (এই ধান বৈশাখ মাসে কাটে।)

তৃণধান্য।

ভুরো	সাগুদানা সদৃশ একরূপ ঘাসের বীজ। (ইহা বৈশাখে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বপিত, এবং আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে কাটিতে হয়।)
চীনা	(ইহা অগ্রহায়ণ মাসে বোনে ও চৈত্র মাসে কাটে।)
জীরাচীন	(বৈশাখ মাসে বোনে, এবং আষাঢ় মাসে পাকে।)
কাঙ্গনী	কাস্তন, (বৈশাখ মাসে বোনে।)
শ্যামা	ইহা একরূপ ধান, এই ধান আউশ ধানের সঙ্গে হয়।
কোদো	কাঙ্গুনী সদৃশ।
উড়ি	ঝরা ধানের পর জন্মে।
গড়গড়ে	বিলাদি, কিংবা গোবরের সারে জন্মে, আমন ধানের সঙ্গেও হয়। বীজ এক দিক্ লম্বা, বড় কঠিন।

এ ছাড়া আরও সহস্র প্রকার ধান্য আছে। জৈ, যব, গম, দেধান, জোয়ার, জনার বা ভুট্টা এই সকল শূক ধান্য বাচ্য।

শমীধান্য।—মুগ, বনমুগ, ঘোড়ামুগ, কৃষ্ণমুগ, সোণামুগ, হরিমুগ; মাষকলায়, ঠিকারাকলায়, কালীকলায়, কুলথ কলায়; ছোলা, সাদা ছোলা, পাটনাই ছোলা, মসূরী, পাটনাই মসূরী, অড়হর, টুমুর, চৈতে অড়হর, রক্ত অড়হর, সাদা অড়হর, মটর, সাদা মটর, পায়রা মটর, ভুড়ো মটর, ঝুমঝুমী, রাজা, বেঁকী মটর, নন্দমটর; মসিনা, কৃষ্ণতিল, কাটতিল, সাদা তিল, শূয়র শুঁজা, এই সকল শমী ধান্য। [মুগাদি দ্রষ্টব্য।]

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ধান্যের বিষয় এই রূপ লিখিত আছে—

"একাদশ্যাং বিশেষণ ত্বন্নমাত্রং পরিত্যজেৎ।
ফলং মূলং জলাদীনি কিঞ্চিদ্ভক্ষং প্রকল্পয়েৎ॥

অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং পিষ্টিজে ভুবি জায়তে।
ধান্যানি বিবিধানীহ জগত্যাং শৃণু যত্নতঃ ॥
শ্যামামাষমসূরাশ্চ ধান্যকোদ্রবসর্ষপাঃ।
মকুষ্টো রাজমাষাশ্চ তুবরো জুমরস্তথা ॥
যবগোধূমমুদ্গাশ্চ তিলকঙ্গুকুলত্থকাঃ ॥
গবেধুকাশ্চ নীবারা আঢ়কশ্চ কলায়কাঃ।
মাণ্ডূকো বল্লকো রঙ্কঃ কীচকো বড়কস্তথা।
তিলকাশ্চণকাস্তাশ্চ ধান্যানি কথিতানি বৈ ॥
এতদ্ধান্যসমুদ্ভুতমন্নং ভবতি শোভনে।
অন্নত্যাগে ব্রতে ভক্ষ্যমেতদেব বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (পাদ্মোত্তরখণ্ড)

একাদশীর দিনে অন্ন পরিবর্জনীয়। অসমর্থ পক্ষে ফলমূলাদি কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিবে। অন্ন ধান্য হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ধান্য নানা প্রকার—শ্যামা, মাষ, মসুর, কোদ্রব, সর্ষপ, মকুষ্ট, রাজমাষ, তুবর, জুমর, যব, গোধূম, মুদ্গ, তিল, কঙ্গু, কুলথ, গবেধুক, নীবার, আঢ়ক, কলায়ক, মাণ্ডুক, বল্লক, রঙ্ক, কীচক, বড়ক, তিলক, চণক প্রভৃতি ধান্য বলিয়া অভিহিত হয়। এই সকল দ্রব্য হইতে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাকে অন্ন কহে। অন্নত্যাগ বলিলে এই সকল দ্রব্যও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ধান্য পরিমাণ।

"পলদ্বয়ন্তু প্রসৃতং দ্বিগুণং কুড়বং মতং।
চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থঃ প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কঃ ॥
আঢ়কৈস্তৈশ্চতুর্ভিশ্চ দ্রোণস্তু কথিতো বুধৈঃ।
কুম্ভো দ্রোণদ্বয়ং সূর্পঃ খারী দ্রোণাস্তু ষোড়শ ॥"
(ভবিষ্যপুরাণ)

দুই পলে এক প্রসৃত, তাহার দুই গুণে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে এক দ্রোণ, দুই দ্রোণে এক কুম্ভ, ১৬ দ্রোণে এক খারী।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ লিখিত আছে—
"পলঞ্চ কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কো দ্রোণ এব চ।
ধান্যমানেষু বোদ্ধব্যাঃ ক্রমশোঽমী চতুর্গুণাঃ ॥
দ্রোণৈঃ ষোড়শভিঃ খারী বিংশত্যা কুম্ভ উচ্যতে ॥
কুম্ভৈস্তু দশভির্বাধো ধান্যসংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

পল, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, দ্রোণ এই সকল ধান্যের পরিমাণ। চারি পলে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে এক দ্রোণ। ১৬ দ্রোণে এক খারী, ২০ খারীতে এক কুম্ভ।

বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—
পলদ্বয়ন্তু প্রসৃতং মুষ্টিরেকং পলং স্মৃতং।
অষ্টমুষ্টি র্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়ো হষ্টৌ তু পুষ্কলং ॥
পুষ্কলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুরাঢ়কো ভবেদ্দ্রোণ ইত্যেতৎ মানলক্ষণং ॥"

এক মুষ্টিতে পল, দুইপলে প্রসৃত, অষ্ট মুষ্টিতে এককুঞ্চি, আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে এক দ্রোণ, ইহা ধান্যের পরিমাণ-লক্ষণ।

ধান্যের ব্যবহার।—আহার্য্য রূপে ব্যবহার ব্যতীত ধান্যের আরও নানাবিধ ব্যবহার আছে।

রং। পঞ্জাবে শ্বেত বা পীতাভ ধান্যের তুঁষ হইতে মৃদু পীতাভ পাটল বর্ণের রং প্রস্তুত হয়। লাহোর হইতে মিঃ টমাস ওয়ার্ড্‌ল্ ইহার নমুনা পাইয়া ছিলেন। উষ্ণ জলে গুলিয়া এই রং পীতবর্ণের শেড্ রূপে ব্যবহার হইতে পারে।

অংশু। ইহার বিচালী বা খড় (বিশেষতঃ ডাঁটা ও শিকড়) হইতে কাগজ প্রস্তুতোপযোগী উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, এই বিবেচনায় নানাবিধ পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভাল ফল হয় নাই, কিন্তু ছিন্নবস্ত্র খণ্ডের সহিত মিশাইয়া লইলে ইহাতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তজ্জন্য হলণ্ড বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে ইহার বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

ঔষধ। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ধান্য বহুবিধ ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। চাউলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া আদা, মরিচ, ও অন্যান্য মশলা দিয়া একপ্রকার পাচক প্রস্তুত করা হয়, ইহা দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে পুষ্টি ও রুচিকর আহার। কটাহে বালী গরম করিয়া তাহাতে ধান্য ভাজিয়া লইলে তুঁষটি ছাড়িয়া গিয়া চাউলটি ফুলিয়া উঠে, ইহার নাম লাজা বা খই, লঘু আহাররূপে ও অজীর্ণ রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তণ্ডুল বা চাউল বালির খোলায় ভাজিয়া লইলে মুড়ী হয়, ইহাও লঘু পথ্য এবং অন্নের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য। ধান ভিজাইয়া অল্প ভাজিতে হয় এবং ঢেঁকিতে পিটিয়া চেপ্টা করিয়া তুঁষ ফেলিয়া দিলে চিঁড়া প্রস্তুত হয়। দধি-সংযোগে চিঁড়া আমাশয়ের অতি উপকারী। চাউল-ভিজা জল অনেক ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। নেবুর রস যোগে অন্ন সকলপ্রকার উদর-পীড়ার পক্ষে অতি উপকারী পথ্য। চিনি-সংযুক্ত অন্নে অল্প পরিমাণ রেচকতা দেখা যায়। মসিনার পুল্‌টিসের পরিবর্ত্তে ডাঃ ওয়ারিং চাউলের পুল্‌টিসের ব্যবস্থা করিয়া উপকার লাভ করিয়াছেন। সার্জ্জন মেজর ডাঃ জয়াকর বলেন, বার্লিসিদ্ধ জল অপেক্ষা চাউলের মণ্ড

অধিক উপকারী। দমকা দাস্ত সারিবার পক্ষে কাঞ্জি খুব ভাল। ডাঃ ভগবানদাস বিসূচিকা ও আমাশয়ে ধারক রূপে ভাতের মণ্ড ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে মাটির অবস্থানুসারে কৃষির ব্যবস্থাও নানা প্রকার, তবে সচরাচর যে প্রকারে ধান্যের চাষ সম্পন্ন হয়, তাহাই লিখিব।

আমনের চাষ।

বাঙ্গালার নানা স্থানে আমন প্রচুর জন্মে। ঝিল বা বিলের ধারে যেখানে আটাল কাদা, নামাল জমি এবং বর্ষায় যেখানে ৪ হাত হইতে ১০ হাত পর্য্যন্ত জল জমে, এরূপ জমিই আমনের সম্পূর্ণ উপযোগী। ধান পাকিলে অনেক স্থানে সমস্ত গাছ না কাটিয়া কেবল পল বা ধান্যযুক্ত অগ্রভাগ কাটিয়া লয়, খড়ের নাড়া অর্থাৎ ধান্যহীন নিম্নাংশ পড়িয়া থাকে। এই খড় গবাদির খাদ্যোপযোগী নহে। প্রধানতঃ এই খড় জ্বালাইয়া দেয়। পুড়িবার পর যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, কৃষকেরা বলে, সেই ভস্মের সারেই ক্ষেত্র উর্ব্বরা হয়। তখন (প্রায়ই অগ্রহায়ণ মাসে) ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টির মুখে ফেলিয়া রাখে। তৎপরে চৈত্রমাসে ক্ষেতের ঢিল পাট্‌কেল বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়। এই সময় দুই এক পসলা বৃষ্টির দরকার। এখন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কৃষাণ ক্ষেতে লাঙ্গল ও মই দিয়া বীজ বপনের উপযুক্ত করে। বৈশাখমাসেই প্রায় একার্য্যটা হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১৫ সের বীজ ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু আর্দ্র নামাল জমিতে যেখানে জল জমিতে আরম্ভ করে, সেখানে আর বৈশাখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না, সেখানে শীঘ্র শীঘ্রই মাটি তৈয়ার করিয়া বীজ বুনিতে হয়। এরূপ জমিতে মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমেই রায়ঁদা অথবা বোরা ধানের বীজ বপন করে। এই ধান কিন্তু অপর আমনের সহিত অগ্রহায়ণ পৌষমাসেই পাকিয়া থাকে। কাজেই এ ধান প্রায় ১০ মাস কাল ক্ষেত্রের উপর থাকে।

আমন ধান বুনিবার ৪।৫ দিন পরেই শীষ গজাইয়া উঠে। এই সময় ক্ষেতে দুইবার মই দেয়। তৎপরে গাছ যখন ৪।৫ ইঞ্চি বড় হইয়া উঠে, তখন বাঁসই দেওয়া হয়। এ সময় দেখিলেই মনে হয় যেন গাছগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সতেজে বাড়িতে থাকে। তারপর ধান পাকিবার সময় পর্য্যন্ত চাষারা আর কিছু করে না। ধান পাকিয়া কাটিবার উপযুক্ত হইবার সময় কোন কোন স্থানে চাষারা নিড়ান দেয়, কিন্তু সকল স্থানে নিড়ান দিবার প্রথা প্রচলিত নাই। সুন্দরবনের বাদা ও নিম্ন বঙ্গ ভিন্ন বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে ধান্য কাটিয়া লইবার উপযুক্ত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু বিলম্বে ধান পাকে।

রোয়া আমনের চাষ।

রোয়া ধানের চাষ উচ্চ জমিতেও হইতে পারে। এই জমি বর্ষাকালে কোথাও বা ডুবিয়া যায়, কোথাও বা এক কালে ডুবে না। পূর্ব্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গলে এক প্রকার রোয়া ধান জন্মে, তাহা 'শালধান' নামে খ্যাত। আর সর্ব্বত্রই এই ধান 'রোয়া' নামে প্রচলিত।

প্রথমতঃ বীজ তৈয়ার করিবার জন্য চাষা বাড়ীর কাছে বা মাঠের এক কোণে কতকটা জমি প্রস্তুত করে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে, বৃষ্টি পড়িলেই জমিটুকুতে ৪।৫ বার করিয়া লাঙ্গল দেওয়া হয়, পরে লেপ দিয়া জমি সমান করিয়া লওয়া হয়। যে বীজ ঐ জমিতে ফেলিতে হইবে তাহা ওজন করিয়া মাটির পাত্রে এক দিবস ভিজাইয়া রাখিতে হয়; পরে বীজের জল ফেলিয়া দিয়া ঘরের কোণে পাতালতা মাদুর প্রভৃতি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে দুই তিন দিন থাকিলেই বীজে অঙ্কুর বাহির হয়, তখন সেই প্রস্তুত জমিতে এই বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। গাছ যখন পোনে এক হাত বা এক হাত লম্বা হয়, তখন তাহাকে মাঠে লইয়া রোয়া কর্ত্তব্য।

ঐ সকল গাছ উঠাইয়া যেখানে রুইতে হইবে, সে জমিতে দুই তিনবার লাঙ্গল দিতে হইবে। লাঙ্গল দিবার সময় বৃষ্টি হইলেই মঙ্গল, নচেৎ যে কোন উপায়ে হউক, জমি নরম করিতে হইবে। জমি তৈয়ার হইলে ঐ চারাগুলি উঠাইয়া আনিয়া একেবারে তিন চারিটি করিয়া লইয়া আধ হাত ব্যবধানে দিতে হয়। শ্রাবণমাসের মাঝামাঝি এই রোপণকার্য্য শেষ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকে। যত সত্বর সম্ভব ধান কাটা শেষ করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ বরাহ বাঁদর বা অন্যান্য জন্তুতে বিলক্ষণ ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা। দিয়ারা জমিতে দুইবার লাঙ্গল দিতে হয়, বৃষ্টি হউক বা না হউক, খেঁসারি কাটিয়া লইলেই তাহাতে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। এই জমিতে এক সময় দুই প্রকার শস্য উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এদিকে একটু সকাল করিয়া ঐ জমিতে পাট বা বাইটা আউশ দেওয়া হয়। শ্রাবণের প্রথমে পাট বা আউশ কাটিয়া লইয়াই জমিতে লাঙ্গল দিয়া আমন রোপণ করা হয়। তবে এরূপে আমন বড় ভাল ফলে না।

আউশের চাষ।

সকল প্রকার আউশের মধ্যে ধোরাইলা ও বাইটা

আউশ বেলে মাটিতে ভাল জন্মে। যাইটা আউশ বপনের যাট্‌দিনের মধ্যে পাকে বলিয়া ইহার নাম যাইটা হইয়াছে। যে জমিতে এক হাতের উপর জল জমে, সে জমিতে আউশ জন্মে না, কেননা আউশ আদৌ ২॥০ হাত মাত্র বড় হয়, আর অন্য ধানগাছের মত জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না বলিয়া জল জমিলে গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

যে জমিতে আউশ জন্মে, সে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল হয়। বর্ষাকালে আউশ বা পাট হয় ও শীতকালে মটর বা সর্ষপ জন্মে। রবিশস্য গৃহজাত হইলেই সত্বর জমিতে লাঙ্গল দিয়া আউশ দিতে হয়। বিশেষতঃ চর জমিতে যত সত্বর হয় এ কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। কেননা বর্ষায় নদীর জল পড়িলেই চরের বীজ সব নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। নদীর জল বাড়িয়া গেলে কখন কখন কৃষককে কাঁচা গাছই কাটিয়া আনিয়া গোরুর খোরাক করিতে হয়। কখন বা জল এত সত্বর বাড়িয়া উঠে যে সবই নষ্ট হইয়া যায়। কৃষক অপরিপক্ক শস্য লইয়া গোরুর আহার্য্য করিবার অবকাশও পায় না।

আউশ বপনের পর গাছ বাহির হইলেই জমিতে মই দিতে হয়। গাছ বাহির হইবার এক সপ্তাহ পরে গাছ ৪।৫ আঙ্গুল বড় হইলেই জমিতে বাঁসই দিতে হয়। তারপর ক্রমাগত নিড়ান দিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। আষাঢ় হইতে ভাদ্রের প্রথম পর্য্যন্ত ধান কাটিবার সময়। যেখানে যত সত্বর বীজ উপ্ত হয়, তথায় তত শীঘ্র পাকে। মেঘনানদীর চরে বৈশাখের শেষেই আউশ বপন করা হয়; আবার উত্তর মাণিকগঞ্জের ভূমিতে বৈশাখ মাসের প্রথমে বপন করিলেও চলে। কাজেই মেঘনানদীর চরের ধান আষাঢ় মাসেই পাকে, আর মাণিকগঞ্জের ধান ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে পাকে না। যে জমিতে আউশ জন্মে, পাটও সেই জমিতে উত্তম ফলে, এজন্য এখন পাটের চাষ বেশী হওয়ায় আউশের চাষ কম পড়িতেছে। এই ধানের চাষ হ্রাস হওয়ায় কেবল মনুষ্যের আহার্য্যের স্বল্পতা হইতেছে তাহা নয়, গোবাদির আহার্য্যও স্বল্প হইয়া যাইতেছে। এটি সুলক্ষণ নয়।

আমন ও আউশের একত্র চাষ।

বঙ্গে কোন কোন স্থানে আমন ও আউশ একত্র বপন করে। এরূপ করিবার কারণ এই, যদি একটা ফসল নষ্ট হয়, তাহা হইলে কৃষক অপর ফসল পাইতে পারে। কিন্তু অতি সুবৎসর হইলেও এরূপ স্থলে অর্দ্ধেকের বেশী ধান্য পাওয়া যায় না, বড় জোর বার আনা আমন পাওয়া যাইতে পারে।

উক্ত দ্বিবিধ ধানের জমি এইরূপে সচরাচর তৈয়ার হয়। গতবর্ষের বিচালী রাশি করিয়া পোড়াইয়া তৎপরে জমিতে লাঙ্গল দিয়া থাকে। জমি বেশী শুষ্ক থাকিলে লাঙ্গল দেওয়ার পর মই দিতে হয়, নচেৎ আর মই দিতে হয় না। এ কার্য্যটা প্রায় মাঘ মাসেই হয়। তৎপরে জমির অবস্থানুসারে ২।১০ দিন পরে আবার আড় দিকে লাঙ্গল দিয়া দুই বার মই দিতে হয়। ৩।৪ বার লাঙ্গল দিবার পর (চৈত্র মাসে) বীজ বুনিয়া ফেলে। এক বিঘা জমিতে ৴১২ সের আউশের সঙ্গে ৴৬ সের আমন মিশাইয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া বপন করে। পরে লাঙ্গল দিয়া আবার দুইবার মই দেয়।

একবার লাঙ্গল দিবার পরই ২।৩ দিন মধ্যে বীজের শীষ দেখা যায়। তখনও উত্তনি অর্থাৎ দুইবার মই দিতে হয়। তারপর ৫।৬ দিন পরে বতার অর্থাৎ মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাতে মাটির ভিতর যে বীজ চাপা থাকে, সে সব বেশ সতেজে ঠেলিয়া উঠে। তাহার পর যখন গাছ গজাইয়া উঠে, ক্ষেত্র শ্যামলবর্ণ ধারণ করে, তখন আবার একবার মই দিতে হয়, এই কার্য্যের নাম জাওরাই। জাওরাইর পর বাঁসই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বর্ষাকালে ক্ষেতে যখন ঝরা (বন্য ধান্য) গজায়, তখন বংশখণ্ড দিয়া তাহা মারিয়া

ফেলিতে হয়, নচেৎ অল্পদিন মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া অনিষ্ট করে। এইরূপে চাষে যে আমন জন্মে, তাহা অগ্রহায়ণ মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়।

বোরোর চাষ।

পূর্ব্ববঙ্গে বোরোধান বিশেষ প্রচলিত। মধুপুর জঙ্গলের ঝিল ও নদীর ধারে, মেঘনানদী ও তাহার শাখা নদীর জলের চরে বা কূলে এবং পদ্মানদীর কোন কোন চরে বোরো ধান সমধিক পরিমাণে জন্মে।

তৃণগুল্মাদি পচিয়া কর্দ্দমাক্ত হইলে সেই ভিজাভিজা মাটিতে বোরো ধান ভাল জন্মে। বালু জমিতে বোরো ধান মন্দ হয় না। বোরো ধান রোপণ করিতে হয়। যে প্রণালীতে রোয়া আমন লাগাইতে হয়, ইহার প্রণালী সেইরূপ। প্রথমতঃ বীজ তৈয়ার করিবার জন্ম জমি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ ছড়াইতে হয়। বীজ জমিতে ছড়াইবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে অঙ্কুর না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। বীজ ছড়াইয়া দিলে ৫।৬ দিন পরেই চারা হয়। জমিতে জল না যাইলে কৃত্রিম উপায়ে জল দিতে হয়। চারা আধ হাত বড় হইলেই রোপণের যোগ্য হয়, তবে যেখানে প্লাবনের ভয় থাকে, সেই স্থানে এক হাত বড় না হইলে চারা রোপণ করা ঠিক নয়। চারা তৈয়ার করিবার জন্য জমিতে কার্ত্তিকমাসে বীজ ছড়াইতে হয়, সাধারণতঃ পৌষমাসে সেগুলি রোপণের যোগ্য হয়। যে জমিতে এগুলি রোপণ করিতে হয়, সে ক্ষেত্রও আর্দ্র হওয়া উচিত। যদি কঠিন জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জমি ৪।৫ বার লাঙ্গল দিয়া লইতে হয়। যদি সে জমিতে নদীর জল না উঠে, তবে মাঝে মাঝে সে ক্ষেত্রে দুনি দিয়া (অর্থাৎ ডোঙ্গা করিয়া) জল দিতে হয়। মীরপুরে কৃষকেরা প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ক্ষেত্রে জল সেচন করে।

বোরোধান বৈশাখমাসে পাকে। প্রতি বিঘায় পাঁচ হইতে বার মণ পর্য্যন্ত বোরোধান ফলিয়া থাকে। কোন ধান এত অধিক জন্মে না; বিশেষতঃ এ ধান অতি অল্প আয়াসেই জন্মে। এই জন্যই বোরোধানের জমির মূল্য অধিক। চারা তৈয়ার করিবার জমি প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, কেননা, বালি থাকিলে বা জমি হইতে শীঘ্র জল সরিয়া না গেলে, সে জমি চারা তৈয়ার করিবার উপযুক্ত হয় না। কাজেই সেরূপ জমি মিলা কিছু দুর্ঘট। সেরূপ জমি পাওয়া গেলে অনেকে এক সঙ্গে সেখানে চারা দেয়, তারপর সেখান হইতে চারা লইয়া গিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে রোপণ করে।

লেপিধানের চাষ।

পদ্মার কোন কোন চরে জমি এত আল্‌গা ও বালুময়, যে মানুষ তাহার উপর দাঁড়াইলে তাহাতে প্রোথিত হইয়া যায়। সে জমি ভাটার সময় দেখা যায় বটে, কিন্তু জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যায়। কৃষকেরা সে জমিতেও ধান রোপণ করিয়া থাকে। ইহাতে পরিশ্রম কিছুই নাই, জমিতে লাঙ্গল দিতে হয় না, নিড়েন দিতে হয় না, কেবল বীজ ছড়াইয়া দিয়া উপরে মাটির লেপ দিতে হয়। তবে, কৃষককে কলার ভেলায়, নয় বাঁশের উপর বসিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। জোয়ারের সময় জমি জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু ঐ লেপ দেওয়ার জন্ম বীজ ধুইয়া যায় না। রোপণ করিবার পূর্ব্বে বোরোধানের ন্যায় ইহারও বীজ তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। সেই জন্যই কেহ কেহ বলেন, লেপি-ধান বোরোধানের প্রকারান্তর মাত্র। কেহ বলেন, ইহা বোরো নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার ধান। তবে, বোরোও যেমন লেপি হইতে পারে, বাইটা আউশেও তেমনই লেপি হয়। তবে বোরো অগ্রহায়ণ মাসে ও বাইটা পৌষমাসে রোপণ করিতে হয়। উভয়েরই পাকিবার সময় কিন্তু বৈশাখ মাস।

পরে প্রতি বিঘায় ধানের উৎপত্তির একটা তালিকা দিলাম।

আমন					
(ক) শালধান	...	৩	হইতে	১০	মণ
(খ) রোয়া	...	৩	"	৭	"
(গ) সাধারণ	...	৪	"	৬	"
বোরো					
(ক) সাধারণ	...	৫	"	১২	"
(খ) লেপি	...	৪	"	৬	"

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ আমন ধানই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে আউশ ধান্যও তুল্যরূপ আবশ্যক। তবে বেহারের উত্তরাংশে আউশের নাম কেহ জানেনা। বোরোধান পূর্ব্ব বঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়।

সুন্দর বনে চাষ।

সুন্দরবনে ধানের চাষ করিতে হইলে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ বনমধ্যে বৃক্ষাদি এত ঘনসন্নিবিষ্ট, লতাগুল্মে এত বিজড়িত, যে তাহা পরিষ্কৃত করা বা উচ্ছিন্ন করা বহু আয়াসসাধ্য। জঙ্গল পরিষ্কৃত না করিলে সে বনে প্রবেশ করা একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঘ্রের এত উপদ্রব যে কখন কখন সুন্দরবনে আবাদ করিতে গিয়া অনেককে প্রাণ-ভয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়। তৃতীয়তঃ

জঙ্গল রীতিমত পরিষ্কৃত করিয়া যদি বৎসরমাত্র জমি ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে আবার আগাছা, পূর্ব্বের মত জঙ্গল বা নলের বন জন্মাইয়া থাকে। এ সকল সমাহিত হইলেও সুন্দরবনের আবাদে বাঁধ বাঁধিবার বিস্তর খরচ পড়ে। সুন্দরবন নদী ও খালে পরিপূর্ণ, সেই জন্ম নদীর ও খালের পাড় সাধারণ জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কাজেই বর্ষার সময় নদী, খাল প্রভৃতির কূল ভরিয়া জল নিম্ন জমিতে পড়ে এবং সেই জল বাহির হইয়া পথ না পাইয়া প্রকাণ্ড জলা করিয়া রাখে। ঐ জল আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্ম বাঁধ বাঁধিবার আবশ্যক হয়।

গবর্মেণ্টের নিকট যে ব্যক্তি জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়, তাহার খরচাতেই আবাদ হইয়া থাকে। জমি খানিক পরিষ্কৃত হইলেই তাহাতে প্রজা বসান হয়। প্রথমেই তাহাদিগের দ্বারা আবাদ হয় বলিয়া তাহারা আবাদকারী প্রজা নাম গ্রহণ করে। দুই প্রকারে প্রজারা সুন্দরবনে আবাদ করিয়া থাকে। কোন কোন প্রজা অন্যত্র বাস করে ও সুন্দরবনে আসিয়া চাষ আবাদ করে। আবার কেহ এখানে ঘরবাড়ী করিয়া চাষ বাস করে। সুন্দরবনের জমি অতিশয় উর্ব্বরা। শস্যোৎপাদন করিতে হইলে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, কাজেই এক প্রজা অনেক জমি রাখিতে পারে। চাষের সুবিধার জন্ম প্রজা ৩।৪ ক্রোশ অন্তর এক একটা কুঁড়েঘর করিয়া রাখে, যখন যে দিকে চাষ করে, তখন সেই দিকের কুঁড়েঘরে কয়দিন থাকে। সেদিকের চাষ শেষ হইয়া গেলে আবার অন্যদিগের কুঁড়েঘরে গিয়া সেদিকের চাষ করে। এইরূপে চাষের সুবিধা হয় বলিয়াই আর অল্প পরিশ্রমে ফসল হয় বলিয়াই এক এক প্রজা অনেক জমি রাখিতে পারে, আর সেইজন্যই সুন্দরবনে প্রজার সংখ্যা অতি অল্প। যে যে দিকে বাস করে, সে সেই দিকের সকল জমিই খাজনা করিয়া লয়, কাজেই অন্য প্রজার তাহার নিকটে গিয়া বসতি করিলে, তাহার চাষের সুবিধা হয় না; এজন্য সুন্দরবনে গ্রাম প্রবর্ত্তিত হয় না। ৭।৮ খানি কুঁড়ে-ঘর মাত্র লইয়া কএকজন লোক বাস করে, যদি গ্রাম বলিতে হয়, তাহাকেই বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকারের প্রজা সুন্দরবনে চাষ আবাদ করে। তাহারা অন্য স্থানে বাস করে। চাষের সময় সুন্দরবনে আসে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহারা বাড়ীর নিকটে চাষ আবাদ করে; তথাকার চাষ শেষ হইলে লাঙ্গল, গোরু, আহার্য্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে সুন্দরবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় ছোট একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিনমাস কাল থাকিয়া চাষ করে, ও যখন কার্য্য শেষ হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করে। তাহারা দেশে যে চাষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখন তৎপ্রতি মনোযোগী হয়। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে সেই ধান কাটিয়া গৃহে রাখিয়া তখন আবার সুন্দরবনে যাত্রা করে। ধান কাটিবার সময় অধিক লোকের আবশ্যক, কাজেই তাহারা এবার সুন্দরবনে যাইবার সময় কতকগুলা দাওয়াল সঙ্গে লইয়া যায়। মাঘ মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়। এই সময়ে ধান কিনিবার জন্য বেপারি আসে, খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারের লোক আসিয়া থাকে। প্রজা ধান বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা দেয় ও অবশিষ্ট অর্থ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সুন্দরবনের ধান কাটিবার প্রথা স্বতন্ত্র, মাঘ মাসের শেষে ধান কাটা হয়। এখানে বিচালি কোন কাজেই লাগে না বলিয়া শীষের নীচেই কাটিয়া লওয়া হয়, বিচালি লওয়া হয় না। ধান কাটিয়া লইয়া বিচালিতে আগুণ লাগাইয়া দেওয়া হয়, বিচালি সব পুড়িয়া জমির সারবত্তা বৃদ্ধি হয়।

ধান কাটা হইলে তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে। যে প্রজা নিজ ব্যয়ে চাষ করে, সে নিজেই ধান বিক্রয়ার্থ হাটে লইয়া বা খরিদ্দার বা ব্যাপারীকে বাড়ীতে বসিয়াই বিক্রয় করে। আর যাহারা মহাজনের বা জমিদারের নিকট দাদন লইয়া চাষ করে, তাহারা ধান বিক্রয় করে না, জমিদার বা মহাজনের লোক আসিয়া বিক্রয় করে ও তাহাদের প্রাপ্য তাহারা লইয়া বাকি টাকা প্রজাকে দিয়া যায়। যদি নিকটে হাট থাকে, তাহা হইলে ধান হাটেই বিক্রীত হয়। আর নিকটে হাট না থাকিলে খরিদ্দার বা ব্যাপারী আসিয়া ধান কিনিয়া লইয়া যায়।

সুন্দরবনের সীমানায় অনেকগুলি হাট আছে, তন্মধ্যে চাঁদখালি, পাইকাগাছা, সুরখালি, গৌরাম্বা, রামপাল ও মরেলগঞ্জের হাটেই ধানের ক্রয় বিক্রয় বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। ধানের ব্যবসা সাধারণতঃ নৌকাযোগেই চলিয়া থাকে। সুন্দরবন নদীবহুল প্রদেশ বিধায় নৌকা ভিন্ন অন্য যানে ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি চলাচলের সুবিধা নাই।

যথাসময়ে জলবায়ুর সাহায্য ছাড়া ধান্তের আরও নানা বিপদ আছে। নানাপ্রকার পোকায় সময় সময় ধান্তের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। পণারি নামে এক প্রকার পোকা হয়, ইহারা গাছের কাঁচা পাতা খাইয়া ফেলে। আর এক রকম কাল পোকা আছে, ইহারা ধানের শীষ কাটিয়া দেয়। ইহাতে সময় সময় প্রকৃত অনিষ্ট হয়।

কার্ত্তিক মাস ভোর আদৌ বৃষ্টি না হইলে কীটের দ্বারা ধানের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। আবার কার্ত্তিক মাসে ঝড় ঝাপটেও ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। এতগুলি বিপদ্ আপদ্ এড়াইয়া তবে ধান ঘরে আসে। ধান কাটিয়া ঘরে আনা হইলে পলগুলি গৃহ প্রাঙ্গণে বিছাইয়া গোরু দ্বারা মাড়াইয়া লয়। গোরু মাড়িয়া গেলে বিচালী হইতে ধানগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। এইরূপে ধান মাড়া হইলে ধান ঝাড়িয়া লইতে হয়। কারণ তখনও ধান্যের সহিত বিস্তর চিটা ময়লা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এই জন্য মাড়ার পর তুলিবার সময় কুলার বাতাসে ধানের আবর্জ্জনাগুলি উড়াইয়া দিয়া ছালায় ভরিয়া রাখে।

চাউল করিবার পূর্ব্বে ধান রৌদ্রে শুকাইতে হয়। বেশ শুক্না হইলে ও তাত মরিয়া গেলে ঢেঁকিতে লইয়া গিয়া কুটিতে থাকে। যথারীতি ঢেঁকিতে ছাঁটাই হইলে কুলায় তুলিয়া ঝাড়িয়া লয়। তাহাতে ধানের তুষ ক্ষুদ পৃথক্ হইয়া পড়ে, ভাল চাউল বাছিয়া লওয়া যায়। আতপ চাউল এইরূপে প্রস্তুত হয়। এরূপ প্রণালীতে আশানুরূপ চাউল পাওয়া যায় না। এজন্য অধিকাংশ স্থলে ধান্য সিদ্ধ করিয়া পরে রৌদ্রে যথারীতি শুকাইয়া কুটিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হয়। ধান সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহা সিদ্ধ-চাউল নামে খ্যাত। কৃষকের ঘরে ধান সিদ্ধ হয় বলিয়া হিন্দুর চক্ষে এই চাউল অশুদ্ধ, ইহাতে কোন শাস্ত্রীয় কার্য্য হয় না। এ দেশের বিধবারাও এই জন্য সিদ্ধ চাউল আহার করেন না।

মিসর দেশের সমাধিস্তম্ভে অঙ্কিত পাঁচ হাজার বর্ষের চিত্রে ধান কাটা, ধান মাড়া, ধান ঝাড়া অথবা ধান কাটার যে চিত্র দেখা যায়, এখনও ভারত, ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে সেইরূপ ভাবেই অথবা তাহারই কিছু উন্নতভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে *।

এখন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে ধান মাড়া, ধান ঝাড়া, ও ধান ছাঁটাই করিবার নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৈহিক বল অপেক্ষা ঐ সকল যন্ত্র দ্বারা অনায়াসে ও প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকগণের নিকট ঐ সকল যন্ত্র তেমন আদৃত নহে †।

ধান্য হিন্দুদিগের দেবতারূপে পূজনীয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী। নূতন ধান্য হইলে ধান্যকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিতে হয়। ধান্যবপন কিংবা ধান্যচ্ছেদন করিতে হইলে শুভদিন দেখিয়া করিতে হয়। অদিনে ধান্যবপনাদি করিলে তাহাতে ফল হয় না। কৃত্যতত্ত্বে হলবাহন ও বীজবপনাদির বিধি এইরূপ লিখিত আছে;—

প্রথমে ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া হলচালনা করিতে হইবে। অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, স্বাতি, মূলা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্র হলকার্য্যে উত্তম; অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র মধ্যম, এতদ্ভিন্ন নক্ষত্র সকল হলচালনে নিষিদ্ধ। রিক্তা, ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী ও দ্বাদশী তিথি এবং মঙ্গল ও শনিবার ভিন্ন অন্য সকল বারই কৃষিকর্ম্মে প্রশস্ত। চন্দ্র ও তারা শুভ হইলে এবং বৃষ, মিথুন, কন্যা ও মীন লগ্নে হলপ্রবাহ করিবে। ইহাতে যথাবিধি সংকল্প প্রভৃতি করিয়া ক্ষেত্রের ঈশান কোণে হস্তপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া তাহা জলে পূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রজাপতি, সূর্য্যাদিনবগ্রহ ও পৃথিবীকে পূজা করিয়া পৃথিবীকে এই মন্ত্রে ক্ষীর দ্বারা অর্ঘ্য দিতে হইবে;—

"ওঁম্ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরিশায়িনি।
বসামাহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে॥"

তাহার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রচেতা, পর্জ্জন্য, শেষ, চন্দ্র, অর্ক, বহ্নি, বলদেব, সীতা, হল, পৃথু, বৃষ, বায়ু, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, স্বর্গ ও গগন ইহাদিগকে পূজা করিয়া ক্ষেত্রপাল অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তাহার পর আম্র পল্লব, ওদন, পায়স ও দধি গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত বুজাইয়া দিতে হইবে। তদনন্তর হৃষ্ট বৃষদ্বয় সেই স্থলে আনয়ন করিয়া নবনীত বা ঘৃত দিয়া বৃষের মুখপার্শ্ব লেপন করিতে দিবে। হলের ফালে প্রক্ষেপ করিয়া তাহা স্বর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এই সময় বলি, ইন্দ্র, পৃথু, রাম, ইন্দু, পরাশর ও বলভদ্রকে স্মরণ করিতে হয়। পরে হলদ্বারা একটী বা তিনটী রেখা করিবে। পরে হলবাহক প্রণত হইয়া হলচালনা করিবে। এই সময় বৃষদিগের যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শস্যহানি এবং নর্দ্দন অথবা মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিলে চতুর্গুণ শস্য হইয়া থাকে। এই সময় এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়,—

"ওঁ ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পে ফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিমেধাং শুভে কুরু॥
রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষকাশ্চ ভবন্ত্বগ্র্যা ধান্যেন চ ধনেন চ॥"

---

* H. B. Proctor's Rice, its History, culture &c, এই গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলায় কিরূপ ধান্যের চাষ হয়, এ সম্বন্ধে Dr. Watt's Dictionary of the Economic Products of India vol. V., art. Oryza sativa দ্রষ্টব্য।

এইরূপে হলপ্রবাহ করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত হইলে বীজ বপনের আবশ্যক। এই সময় বীজ বপন করিতে হয়। ইহাতেও শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে—বীজ-বপনে হলপ্রবাহোক্ত কার্য্যই প্রশস্ত, কেবল ধান্য-রোপণে পার্থক্য দেখা যায়। ইহাতে রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, বিশাখা, মূলা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ও বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ, কুম্ভ, স্বীয় জন্মলগ্ন, মিথুন, কন্যা, তুলা ও ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ লগ্ন প্রশস্ত। হলপ্রবাহোক্ত বার ও তিথি ও ইহার বিষয় জানিতে হইবে। এতদুক্ত শুভদিনে প্রাতঃকালে যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে পূজা করিতে হইবে।

তাহার পর পূর্ব্বমুখী হইয়া ইন্দ্রকে ধ্যান করিয়া সুবর্ণ জলসংযুক্ত করিয়া তিন মুঠা বীজ ধান্য বপন করিবে এবং 'ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

এইরূপে ধান্য বপন করিতে হইবে, তাহার পর এই ধান্য পরিপক্ক হইলে ইহা ছেদন করিতে হয়।

কার্ত্তিক এবং পৌষ মাস ভিন্ন অপর সকল মাসে ধান্য-ছেদন বিধেয়। কিন্তু মতান্তরে পৌষ মাসে শুভবারে পুষ্যা-নক্ষত্রে এবং রিক্তা ভিন্ন তিথিতে ও ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্র-পদ, হস্তা, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্র এবং বৃষ, বৃশ্চিক, শুভচন্দ্র তারাযুক্ত, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ, মকর, কুম্ভ ও স্বজন্মলগ্নে ধান্য ছেদন প্রশস্ত। এতদুক্ত শুভদিনে প্রাতঃকালে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যথাবিধি সংকল্প করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পূজাদি করিতে হইবে। তদনন্তর ঈশানকোণস্থ ধান্য মধ্য হইতে আড়াই মুষ্টি পরিমিত ধান্য ছেদন করিতে হইবে। পরে শস্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষেত্রে বাহকদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। প্রথমে ধান্য ছেদন, পরে এই ধান্যগৃহে আনিয়া ধান্যরক্ষা অর্থাৎ ধান্য স্থাপন করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাও আলোচিত হইয়াছে।

ধান্যস্থাপন—যেখানে ধান্য রক্ষিত হয়, তাহাকে গোলা-ঘর কহে, সম্ভবতঃ এই গৃহ গোলাকৃত বলিয়া ইহার গোলা-ঘর নাম হইয়াছে, ইহার সংস্কৃত নাম ধান্যগৃহ, ইহাতেই ধান্য-স্থাপন করিতে হয়। ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, মঘা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে, অভাবপক্ষে আর্দ্রা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, মঘা, উত্তরাত্রয়, সোম, বুধ, গুরু ও শুক্রবারে, কুম্ভ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও মীন লগ্নে, চন্দ্র ও তারা শুদ্ধ হইলে ধান্যস্থাপন প্রশস্ত। ধান্যগৃহে 'ওঁম্ ধনদায় সর্ব্বলোকহিতায় চ। দেহি মে ধান্যং স্বাহা। ওঁং ঈহাটৈ নমঃ। ঈহা দেবি লোকবিব-র্দ্ধিনি কামরূপিণি দেহি মে ধান্যং' ইহা লিখিয়া ধান্যাগারে রাখিয়া পরে ধান্যছেদন করিবে। বুধবারে ধান্যগৃহ হইতে ধান্য পাড়িতে নাই। কেহ কেহ বলেন, আচার প্রযুক্ত বুধবারেও ধান্য পাড়িতে নাই। (কৃত্যতত্ত্ব)

কোন কোন স্থানে এইরূপ চলিত নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, ধান্যাগারে ধান্য স্থাপন করিয়া পরে লক্ষ্মীপূজা না করিয়া ধান্য পাড়িতে নাই। ১লা বৈশাখ বৎসরের প্রথম দিনে গোলাঘরে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে ধান্য পাড়িতে হয়।

আর্য্যদের যে সকল নিয়ম আছে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই ধর্ম্মানুশাসনে অনুশাসিত। কিন্তু আজ কাল এই সকল নিয়ম সর্ব্বত্র প্রতিপালিত দেখা যায় না।

দুর্গোৎসবে নবপত্রিকার মধ্যে ধান্য একটী, নবপত্রিকা-বাসিনী দুর্গার ধান্য একটী অঙ্গ। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা দিন নবপত্রিকা পূজা প্রচলিত আছে। ইহাতে ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে।

ধান্য শব্দের অপর অর্থ—২ চারি তিল পরিমাণ। (শুভঙ্করী) ৩ ধন্যাক, ধনিয়া। (বৈদ্যকরত্ন°) ৪ পরিপেল বৃক্ষ।

ধান্যক (ক্লী) ধান্যমিব প্রতিকৃতিঃ ততঃ কন্ (ইবে প্রতি-কৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ধন্যাক।

"ধান্যকঞ্চাজগন্ধা চ সুমুখাশ্চেতি রোচনাঃ।
সুগন্ধা নাতিকটুকা দোষানুৎক্লেশয়ন্তি তু॥"
(চরক সূত্র° ২৭ অঃ)

ধান্যমেব স্বার্থে কন্। ২ ধান্য। (পুং) ৩ ক্ষত্রিয় নৃপতি-বিশেষ।

"রাজন্যাবিচ্ছিটকুলোদ্ভূতাবুদয়ধান্যকৌ।" (রাজতর° ৮।১০৮৫)

ধান্যকোষ্ঠক (ক্লী) ধান্যায় ধান্যরক্ষণায় যৎ কোষ্ঠকং গৃহং। ধান্যরক্ষার্থ গৃহ, গোলাঘর, যে গৃহে ধান্য রক্ষা করা হয়, তাহাকে ধান্যকোষ্ঠক কহে।

ধান্যগোক্ষুরকঘৃত (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত ঘৃতৌষধিভেদ।

"ধান্যগোক্ষুরককাথকল্কযুক্তং ঘৃতং হিতং।
মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দারুণে॥" (ভাবপ্র°)

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ⁄৪ সের। কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর মিলিত ⁄১ সের। কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর মিলিত সাড়ে বার সের, জল এক মণ চব্বিশ সের, শেষ ⁄১৬ সের। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, মূত্র-কৃচ্ছ্র, ও শুক্রদোষ ভয়ঙ্কর হইলেও তাহা আরোগ্য হয়।

ধান্যচমস (পুং) চম্যতে, ভক্ষ্যতে, চম-অসন্, ধান্যং ছিন্ন-ধান্যমেব চমসঃ। চিপিটক। (ত্রিকাণ্ড)

ধান্যাতিবিল (ত্রি) ধান্যবহুল। (শতপথ ৫।৪।৮।১১)

ধান্যত্বচ্ (স্ত্রী) ধান্যস্য ত্বক্। ধানের খোসা, তুষ। (অমর)

ধান্যধেনু (স্ত্রী) ধান্যনির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থ ধান্যনির্ম্মিত ধেনু। এক প্রকার দান, ধান্য দ্বারা ধেনু প্রস্তুত করিয়া দান। ইহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বিষুবে চায়নে বাপি কার্ত্তিক্যাম্ভ বিশেষতঃ।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি ধান্যধেনুবিধিং পরং ॥
যাং দত্ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ শশাঙ্ক ইব রাহুতঃ।
দশ ধেনুপ্রদানেন যৎফলং রাজসত্তম ॥
তৎসর্ব্বমেবমাপ্নোতি ব্রীহিধেনুপ্রদো নরঃ।"

(বরাহপু°)

বিষুবসংক্রান্তি, বা কার্ত্তিক মাসে এই ধান্যধেনু দান করিতে হইবে। এই দানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে, এই ধান্যধেনু দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। দশটী ধেনু দান করিলে যে ফল হয়, যাহারা ধান্যধেনু দান করে, তাহাদের সেই ফল হয়।

তাহার পর কৃষ্ণাজিন প্রস্তুত করিয়া বৎস কল্পনা করিবে। ভূমি গোময়ানুলিপ্ত করিয়া তাহাতে শোভন বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক ধেনু কল্পনা করিতে হইবে, এই ধেনু বেদি মধ্যে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। চারি দ্রোণ পরিমিত ধান্য দ্বারা যে ধেনু কল্পিত হয়, তাহাকে উত্তম ধেনু এবং দুই দ্রোণ পরিমাণে যাহা হয়, তাহাকে মধ্যম কহে। এই ধান্যধেনু বিষয়ে বিত্ত শাঠ্য করিতে নাই। ধেনুর চতুর্থাংশ পরিমাণ দ্বারা বৎস করিতে হইবে। এই কল্পিত ধান্যধেনুর সুবর্ণ দ্বারা শৃঙ্গ এবং রজত দ্বারা রৌপ্য নির্ম্মাণ করিবে।

পালান সুবর্ণ দ্বারা, ঘ্রাণ অগুরু চন্দন এবং দন্তসকল মুক্তাফলময়, মুখ ঘৃত বা মধুময়, প্রশস্তপত্রে শ্রবণ, ইক্ষুযষ্টি দ্বারা পাদ, ক্ষৌমময় পুচ্ছ ও ইহার সহিত নানাবিধ ফল এবং রত্ন গর্ভ করিয়া ও পাদুকা, উপানহ, ছত্র ভাজনাদির সহিত মিলিত করিয়া পুণ্যকালে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দান করিবে। যাহারা এই ধেনু দান করেন, তাহারা সকল প্রকার পুণ্যলাভ করিয়া থাকেন এবং ইহলোকে সকল সৌভাগ্য, আয়ুঃ, আরোগ্য প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। অন্তকালে অর্কবর্ণবিমানে আরোহণ করিয়া অপ্সরা কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।

ধান্যপঞ্চক (ক্লী) ধান্যানাং পঞ্চকং ৬তৎ। ভাবপ্রকাশোক্ত পাঁচ প্রকার ধান্য।

"শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কং।
শিম্বীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকং।" (ভাবপ্র°)

শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বীধান্য ও ক্ষুদ্র ধান্য এই পাঁচ প্রকার ধান্যকে ধান্যপঞ্চক কহে।

২ অতিসার রোগের পাচনবিশেষ।

"ধান্যপঞ্চকবিল্বাম্রং নাগরৈঃ পাচিতং জলং।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং নিত্যসেবিতং ॥" (ভাবমিশ্র)

পাঁচ প্রকার ধান্য, বিল্ব, আম্র ও নাগর দ্বারা জল পাচিত করিতে হইবে, পরে এই পাচিত জল ভক্ষণ করিলে আম, শূল ও অতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

৩ পাচন ঔষধভেদ। ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। এই পাচন সেবনে আমবেদনা ও বদ্ধ আম নষ্ট হইয়া দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার নাম ধান্যপঞ্চক। পৈত্তিক অতিসারে ধান্যপঞ্চকের অন্ত শুণ্ঠী ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ৪ দ্রব্যের পূর্ব্ববৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহার নাম ধান্যচতুষ্ক। (ভৈষজ্যর°)

ধান্যপটোল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী— ধনে ১ তোলা ও পটোলপত্র ১ তোলা কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিবে, ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি, কফনাশ, বায়ু ও পিত্তের অধোনিঃসরণ, আমদোষের পরিপাক ও জ্বরনাশ হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধি°)

ধান্যপতি (পুং) ধান্যানাং পতিঃ ৬তৎ। ১ ব্রীহি। ২ যব।

ধান্যপানক (ক্লী) পানকবিশেষ, চলিত কথায় ধনেবাটার পানা।

"শিলায়াং সাধুসংপিষ্টং ধান্যকং বস্ত্রগালিতং।
শর্করোদকসংযুক্তং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতং ॥"
"নূতনে মৃণ্ময়ে পাত্রে স্থিতং পিত্তহরং পরং ॥" (ভাবপ্র°)

ধনে শিলাতলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। পরে তাহাতে ঈষৎ পরিমাণে কর্পূর প্রভৃতি দিবে। ইহার সহিত শর্করা ও জল দিয়া নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহা পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়।

ধান্যভক্ষক (পুং) গৃহকর্ত্তা পক্ষী, বাবুই পাখী।

ধান্যমঞ্জরী (স্ত্রী) ধান্যানাং মঞ্জরী ৬তৎ। ধান্যের শীষ।

ধান্যমাতৃ (ত্রি) ধান্যং মাতি মা-তৃচ্। ধান্যমাপক, যাহারা ধান্য মাপ করে।

ধান্যমায় (পুং) ধান্যং মাতি মা-অণ্। (আশ্বলা° শ্রৌ° ৩।২।২) ততো যুক্। ১ ধান্যপরিমাপক। ২ ধান্যবিক্রেতা।

ধান্যমাষ (পুং) দ্বিতণ্ডুল পরিমাণ, দুই যব পরিমাণ।

ধান্যমুখ (পুং) ব্রীহিমুখশস্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত)

ধান্যমূল (ক্লী) কাঞ্জিক, কাঁজি।

ধান্যযূষ (পুং) ধান্যস্য ধনিকায়াঃ যূষঃ। ধনের কাথ।

ধান্যযোনি (পুং) কাঞ্জিক, কাঁজি।

ধান্যরাজ (পুং) ধান্যানাং রাজা ততঃ টচ্ সমাসান্তঃ। যব। (রাজনি°)

ধান্যবর্গ (পুং) ধান্যানাং বর্গঃ ৬তৎ। ধান্যসমূহ, ধান্যপঞ্চক, পাঁচ রকমের ধান।

ধান্যবর্নি (পুং) ধান্যস্য বনিঃ রাশিঃ। ধান্যরাশি।

ধান্যবর্দ্ধন (ক্লী) ধান্যস্য বর্দ্ধনং বৃদ্ধির্যস্মাৎ। বার্দ্ধুষ্য, বৃদ্ধিভেদ, ধানের বাড়ি। ধান বাড়ি দিলে ধান্য বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য ধান্যে বাড়ি দেওয়ার নাম ধান্যবর্দ্ধন।

ধান্যবাহন, চম্পারণ্যপ্রদেশের জনৈক রাজা। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে কথিত হইয়াছে, সূর্য্যচন্দ্রবংশ ধ্বংস হইলে চম্পাপুরীতে রাজপুতবংশীয় অঘুরাজী নামে এক রাজা হন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র। এই রামচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ধান্যবাহন রাজা হন। ইনি মহাবলী, ধর্ম্মাত্মা ও কুলশ্রেষ্ঠ ছিলেন। (ব্রহ্মখণ্ড ৪০।১৮)

ধান্যবীজ (ক্লী) ১ ধানের বীজ। ২ ধন্যাক, ধনে।

ধান্যবীর (পুং) ধান্যেষু বীরঃ বলাধায়কত্বাৎ। ১ মাষ। (রাজনি°)

ধান্যশর্করা (স্ত্রী) ঔষধভেদ। রাত্রিতে দুই তোলা ধনে ১২ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল চিনির সহিত সেবন করিলে অতি প্রগাঢ় অন্তর্দাহের উপশম হয়। (ভৈষজ্যর°)

ধান্যশীর্ষক (ক্লী) ধান্যস্য শীর্ষকং ৬তৎ। ধান্যমঞ্জরী, ধানের শীষ্।

ধান্যশুণ্ঠী (স্ত্রী) ঔষধভেদ, ধনে ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, কুটিয়া অর্দ্ধ সের্ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে, ইহাতে বড় শ্লেষ্মার প্রকোপও উপশান্ত হয়। জ্বরাতিসারে প্রথম ধান্যশুণ্ঠী ব্যবস্থেয়। (ভৈষজ্যর°)

ধান্যশৈল (পুং) ধান্যদানার্থকল্পিতঃ শৈলঃ। দানার্থ ধান্য নির্ম্মিত পর্ব্বত, দান করিবার জন্য ধান্য দ্বারা কল্পিত পাহাড়। ইহার বিষয় হেমাদ্রির দানখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রথমো ধান্যশৈলঃ স্যাদ্দ্বিতীয়ো লবণাচলঃ।
গুড়াচলস্তৃতীয়স্তু চতুর্থো হেমপর্ব্বতঃ॥
পঞ্চমস্তিলশৈলঃ স্যাৎ ষষ্ঠঃ কার্পাসপর্ব্বতঃ।
সপ্তমো ঘৃতশৈলশ্চ রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ॥" (হেমাদ্রি)

প্রথম ধান্যশৈল, দ্বিতীয় লবণশৈল ইত্যাদি।

"বক্ষ্যে বিধানমেতেষাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে॥
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ায়ামুপরাগে শশিক্ষয়ে।
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু দ্বাদশ্যামথবা পুনঃ॥
শুক্লায়াং পঞ্চদশ্যাং বা পুণ্যর্ক্ষে বা বিধানতঃ॥
ধান্যশৈলাদয়ো দেয়া যথাশাস্ত্রং বিধানতঃ।
তীর্থে বায়তনে বাপি গোষ্ঠে বা ভবনাঙ্গনে।
মণ্ডপং কারয়েদ্ভক্ত্যা চতুরস্রমুদঙ্মুখং॥
প্রাগুদক্প্লবনং তদ্বৎ প্রাঙ্মুখঞ্চ বিধানতঃ।
গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমাবাস্তীর্য্য বৈ কুশান্॥
তন্মধ্যে পর্ব্বতং কুর্য্যাদ্বিষ্কম্ভপর্ব্বতান্বিতং।
ধান্যদ্রোণসহস্রেণ ভবেদ্গিরিরিহোত্তমঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চশতিকঃ কনিষ্ঠঃ স্যাৎত্রিভিঃ শতৈঃ॥"

ইহার বিধান এইরূপ। অয়নবিষুব সংক্রান্তি, পুণ্যকাল, ব্যতীপাত, দিনক্ষয়, শুক্লপক্ষের তৃতীয়া-তিথি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে, বিবাহ উৎসব যজ্ঞাদিতে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং শুভ নক্ষত্রাদিতে যথাবিধানে এই ধেনু দান করিবে। তীর্থস্থলে বা গৃহে, অথবা গৃহাঙ্গনে, এই ধান্যশৈল দান করিতে হয়। এক হাজার দ্রোণ পরিমিত ধান্য দ্বারা যে শৈল কল্পিত হয়, তাহাই উত্তম ধান্যশৈল; পঞ্চশতিক দ্বারা মধ্যম, তিন শত দ্বারা অধম।

দানবিধি।—এই ধেনু দান করিবার পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হইবে। পর দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা ধান্যপর্ব্বতদানমহং করিষ্যে।' এইরূপে সংকল্প করিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পরে যথাবিধানে ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিতে হইবে। যথা 'অদ্য অমুকস্মিন্ দেশে অমুকস্মিন্ কালে ধান্যপর্ব্বতদানমহং করিষ্যে তত্র তদঙ্গভূতহোমাদিকে অমুকামুকবেদাধ্যায়িনং ঋত্বিজং ত্বামহং বৃণে' এইরূপে বরণ করিবে। পরে ঋত্বিক্ 'বৃতোঽস্মি' বলিলে তাহার পর আচার্য্যকে বরণ করিবে। যে স্থলে এই পর্ব্বত প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই স্থল গোময়লিপ্ত করিয়া তাহাতে কুশা আস্তরণ করিয়া সহস্র দ্রোণ-পরিমিত ধান্য স্থাপন করিবে। ইহার মধ্যস্থলে মেরু করিতে হইবে, ইহাতে মহাব্রীহি, রাজারশালি প্রভৃতি রাখিবে। দক্ষিণ দিকে মন্দার, উত্তরে পারিজাত, মধ্য দেশে কল্পতরু, পূর্ব্বদিকে হরিচন্দন ও পশ্চিম দিকে সন্তান বৃক্ষ কল্পিত করিবে। রজতনির্ম্মিত শৃঙ্গে হীরক, গারুত্মত মণি, মরকত, পদ্মরাগ ও মুক্তাফলাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

ইক্ষু দ্বারা বংশ, ঘৃত দ্বারা উদক, চিত্র দ্বারা কর্ব্বুর ও

বিচিত্র বস্ত্র সকল দ্বারা বেষ্টনমূহ করিতে হইবে। ধান্যপর্ব্বত যথাবিধি প্রস্তুত করিলে ও নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। যথা মন্ত্র—

"ত্বং সর্ব্বদেবগণধামনিধে! বিরুদ্ধ-
মস্মদ্গৃহে ত্বপ্যমরপর্ব্বত! নাশয়াশু।
ক্ষেমং বিধৎস্ব কুরু শান্তিমনুত্তমাং নঃ
সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি॥
ত্বমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দিবাকরঃ।
মূর্ত্তামূর্ত্তপরং বীজমতঃ পাহি সনাতনঃ॥
যস্মাত্ত্বং লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেশ্চ মন্দিরং।
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
যস্মাদশূন্যমমরৈর্নারীভিশ্চ সমং তথা।
তস্মান্মামুদ্ধরাশেষদুঃখসংসারসাগরাৎ॥"

এই মন্ত্রে আবাহন করিবে। পরে মন্দরকে পূজা করিবে ও যথাবিধি হোমাদি সম্পন্ন করিয়া দান করিবে।

দান-মন্ত্র—

"অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন বর্ত্ততে॥
অন্নমেব যতো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
ধান্যপর্ব্বতরূপেণ পাহি তস্মান্নমো নমঃ॥"

পরে যজমান যথাবিধি আচার্য্যদিগকে পূজা করিয়া এবং তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়া দান করিবে। এই দিন দাতা ক্ষার-লবণ বর্জন করিবেন। এই বিধি অনুসারে যিনি ধান্যশৈল দান করেন, তিনি অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা সেবিত হন, কর্ম্মক্ষয়ে ভূতলে আসিয়া রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

(মৎস্যপু°)

ধান্যসার (পুং) ধানস্য সারঃ। তণ্ডুল।

ধান্যা (স্ত্রী) ধন্যাক পৃষো° সাধু। ধনিয়া।

ধান্যাক (ক্লী) ধন্যাক স্বার্থে অণ্, ধান্যং অকতি অক-অণ্। ধনে।

"ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতং॥
জ্বরঘ্নং রোচনং গ্রাহি স্বাদুপাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাসকাসার্শঃকৃমিপ্রণুৎ॥" (ভাবপ্র°)

ধান্যাকৃৎ (পুং) যে ধান্যের চাষ করে, কৃষক।

ধান্যাদ (ত্রি) ধান্যভোজী।

ধান্যাদিপানক (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ঔষধ বিশেষ। ধনেচূর্ণ ও চিনি তণ্ডুলধৌত জলের সহিত পান করাইলে পিত্তজ কাশ ও শ্বাস নষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

ধান্যাদিহিম (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ধনে, আমলকী, বাসক, কিস্‌মিস্ এবং ক্ষেত্রপাপড়া, ইহা দ্বারা শীত কষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, পিপাসা এবং শোষ রোগ নাশ হয়। (ভাবপ্র°)

ধান্যাভ্র (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত অভ্রমারণোপযোগী বস্তুভেদ।

"পাদাংশশালিসংযুক্তমভ্রং বদ্ধ্বা তু কম্বলে।
ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করৈঃ॥
কম্বলাদ্গালিতং সূক্ষ্মং বালুকারহিতঞ্চ তৎ।
তদ্ধান্যাভ্রমিতিপ্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে॥" (ভাবপ্র°)

অভ্র চতুর্থাংশ শালিধান্যের সহিত একখানা কম্বলে বাঁধিয়া তিন দিন জলে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে উহা ক্লিন্ন হইলে হস্তদ্বারা মাড়িয়া ঐ কম্বল হইতে গালিত হইয়া বালুকার ন্যায় যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্র বহির্গত হইবে, ইহার নাম ধান্যাভ্র। ইহাদ্বারা অভ্রের মারণ সিদ্ধ হয়।

ধান্যাম্ল (ক্লী) ধান্যবিকারাৎ জাতং অম্লং। কাঞ্জিক, কাঞ্জি।

"ধান্যাম্লং শালিচূর্ণোত্থং কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ।
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘুদীপনং॥
অরুচৌ বাতরোগেষু সর্ব্বেষাস্থাপনে হিতং।" (ভাবপ্র°)

শালিচূর্ণ এবং কোদ্রবাদি দ্বারা সন্ধানে যে অম্লরসযুক্ত তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধান্যাম্ল কহে। ধান্যাম্ল ধান্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অতিশয় প্রীতিজনক, ইহা লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, এবং অরুচি রোগে, সকল প্রকার বাতে ও আস্থাপনে হিতজনক।

"ধান্যাম্লং ভেদি তীক্ষ্ণোষ্ণং পিত্তকৃৎ স্পর্শশীতলং।
শ্রমক্লমহরং রুচ্যং দীপনং বস্তিশোধনং।
শস্তমাস্থাপনে হৃদ্যং লঘু বাতকফাপহং॥"

(বাভট সূত্রস্থান ৫ অঃ)

"প্রস্থং ষষ্টিকধান্যস্য নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
আধারভাণ্ডসংরুদ্ধভূমিগর্ত্তে নিধাপয়েৎ॥
পক্ষাদথ সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।
ততো জাতরসংযোজ্যং ধান্যাম্লং সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

(আত্রেয়সংহিতা)

এক প্রস্থ ষষ্টিক ধান্য দ্বিগুণ জলের সহিত একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে, পরে আধার-ভাণ্ড রুদ্ধ করিয়া ভূমিগর্ত্তে স্থাপিত করিবে। একপক্ষ পরে তাহা তুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এইরূপে ধান্যাম্ল হয়। ইহা সকল কার্য্যে প্রযোজ্য।

ধান্যাম্লক (ক্লী) ধানের কাঁজি।

"নানাধান্যৈর্যথা প্রাপ্তৈস্তণ্ডুলৈর্ব্বা জলান্বিতৈঃ।
মৃদ্ভাণ্ডং পূরিতং রক্ষেৎ যাবদম্লত্বমাপ্নুয়াৎ॥

তন্মধ্যে ভৃঙ্গরা মুণ্ডী বিষ্ণুক্রান্তা পুনর্ণবা।
মীনাক্ষী চৈব সর্পাক্ষী সহদেবী শতাবরী ॥
ত্রিফলা গিরিকর্ণী চ হংসপাদী চ চিত্রকং।
সমূলং কুট্টয়িত্বা তু যথালভ্যং বিনিঃক্ষিপেৎ ॥
পূর্ব্বাক্তোভাণ্ডমধ্যে তু ধান্যাম্লকমিদং স্মৃতং।
স্বেদনাদিষু সর্ব্বত্র রসরাজস্য যোজয়েৎ ॥" (ভাবপ্র°)

নানাবিধ ধান্যতুষাদির সহিত জল মিশ্রিত করিয়া মৃদ্‌ভাণ্ডে পূর্ণ করিবে, ভৃঙ্গরাজ সঙ্গে, মুণ্ডী, বিষ্ণুক্রান্তা, পুনর্ণবা, মীনাক্ষী, সর্পাক্ষী, সহদেবী, শতাবরী, ত্রিফলা, গিরিকর্ণী, হংসপাদী ও চিত্রক এই গুলি সমূলে কুটিয়া তাহার মধ্যে দিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহা অম্ল না হয়, ততদিন তাহা রক্ষা করিতে হইবে। এই রূপ করিলে ধান্যাম্লক প্রস্তুত হয়। এই ধান্যাম্লক রসস্বেদ বিষয়ে সকল স্থলেই প্রযোজ্য।

ধান্যায়ন (পুং স্ত্রী) ধান্যস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদি° ফক্। ধন্যের গোত্রাপত্য।

ধান্যারি (পুং স্ত্রী) ধান্যস্য অরিঃ ৬তৎ। ধান্যশত্রু, মূষিক, ইন্দুর।

ধান্যার্থিন্ (ত্রি) ধান্যং অর্থয়তে ধান্য অস্ত্যর্থে ণিনি। ধান্যরূপ অর্থবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ধান্যাস্থি (ক্লী) ধান্যস্য অস্থি ৬তৎ। তুষ।

ধান্যোত্তম (পুং) ধান্যেষু উত্তমঃ। শালিধান্য। আমন ধান, এই ধান্য শ্রেষ্ঠ, এই জন্য ইহাকে ধান্যোত্তম কহে।

ধান্ব (পুং) ধন্বদেশে ভবঃ অণ্ বোপধস্বেঽপি বেদে নিপাতনাৎ টিলোপঃ। ধন্বদেশোদ্ভব।

"অসিতো ধান্বো রাজেত্যাহ।" (শতপথব্রা° ১৩।৪।১৪)

লৌকিক প্রত্যয়ে ধান্বন এইরূপ হইবে।

"উদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষমৈরিণং ধান্বনং তথা।" (কামন্দকী)

ধান্বন (ক্লী) ধন্বন বৃক্ষফল।

ধান্বন্তর্য্য (ত্রি) ধন্বন্তরি দেবতা অস্য বাহুলকাৎ ণ্যং। ধন্বন্তরি-দেবতাক হোমাদি, যে হোমাদিতে ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবতা প্রধান, তাহাকে ধান্বন্তর্য্য কহে।

"অগ্নীষোমং বৈশ্বদেবং ধান্বন্তর্য্যমনন্তরং।
প্রজানাং পতয়ে চৈব পৃথক্ হোমো বিধীয়তে ॥"
(ভারত আনু° ৯৭ অঃ)

ধান্বপত (ত্রি) ধন্বপতি সম্বন্ধীয়।

ধাপ (দেশজ) জলজ তৃণের চাব্‌ড়া। খাল বিলের জল মরিবার সময় জলজ তৃণের গোড়া শুকাইয়া গেলে তাহা পরস্পর জড়াইয়া গিয়া এক একটা চেপ্টা তাল বাঁধিয়া স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, ইহাকেই ধাপ বলে। জলচর পক্ষীরা ইহার উপর বেড়াইতে পারে। সময়ে সময়ে এই ধাপের চারিদিকে বাখারী বা নলের কাটি পুঁতিয়া ধীবরেরা খালে বা বিলের মধ্যে এক এক স্থানে আটকাইয়া রাখে, ইহার নীচে মৎস্য জমিয়া থাকে। ধীবরেরা পরে চারিদিকে জাল দিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়া সেই ধাপ তুলিয়া ফেলে এবং এক স্থান হইতেই বিস্তর মাছ সংগ্রহ করে থাকে। ২৪ পরগণা, যশোর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ধীবরেরা এই প্রথায় যথেষ্ট মৎস্য ধরিয়া থাকে।

২ সিঁড়ি দিয়া উঠিবার প্রত্যেক পদবিক্ষেপ স্থান।

ধাপা, বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণার মধ্যে একটি বৃহৎ লবণাক্ত বিল "ধাপা" নামে খ্যাত। ভারতের রাজধানী কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে অতি নিকটে এই বিল অবস্থিত। ইহার চারি দিকে নানা খাল ও নদী আছে। এইস্থানে নানাবিধ শস্য, তরকারী ও তৃণ জন্মে। ধীবরেরা এখানকার ভেড়ির নীচে মৎস্য ধারণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। এই বিলের মধ্যে এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক সহরের যাবতীয় মল ও ময়লা নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ নিক্ষেপ করায় আজ কয়েক বৎসরে ইহার একাংশ ভরিয়া উঠিয়াছে। সে জমিতে মিউনিসিপ্যালিটির অনেক আয় আছে।

ধাপেবারা, মধ্যপ্রদেশে নাগপুর জেলার একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন সহর। চন্দ্রভাগা নামক এক নদীর উভয় তীরে ইহা বিস্তৃত। নাগপুরের ১০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, অক্ষা° ২১° ১৮´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪ হাজার, তন্মধ্যে ৩৫০০ হিন্দু। এখানকার বস্ত্রশিল্প বিখ্যাত ও বহুপ্রাচীন। এখানে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পিণ্ডারীদিগের আক্রমণ হইতে নগরবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়।

ধাম (পুং) ধা বাহুলকাৎ মন্। গণদেবভেদ।

"দেবাঃ সাধ্যা স্তথা বিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্যা গন্ধর্বাপ্সরোগণাঃ ॥" (ভারত ৩।২৬অঃ)

২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৬)

৩ কুমারিকাখণ্ড চম্পক গোত্রীয় একজন রাজা, চম্পকের পুত্র। (সহ্যাদ্রি° ১।৩১।৩৯)

ধামক (পুং) মানক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। মাষক পরিমাণ, এক মাষা।

ধামকেশিন্ (পুং) ধাম জ্যোতীরূপঃ কেশোঽস্যাস্ত ইনি। জ্যোতির্ম্ময় কিরণযুক্ত সূর্য্য।

"দিবাকরঃ সপ্তসপ্তির্ধামকেশী বিরোচনঃ।" (ভারত ৩।৩অঃ)

ধামগুজারি (দেশজ) দৌরাত্ম্যকারী, ধূমধামকারী।

ধামচ্ছদ (পুং) ধামানি ছাদয়তি ছাদি-কিপ্ হ্রস্বঃ। ন্যূনতার পূরক, অতিরিক্তের সমীকারক।

"ধামচ্ছদগ্নিরিন্দ্রঃ" (শুক্ল যজু° ১৮।৭৬)

ধামড়া, বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা বেলিয়া নারায়ণপুর ও দেওচা গ্রামের মধ্যপথে অবস্থিত। এখানে খনি হইতে লৌহ তুলিয়া কাঁচা ঢালাই করাইবার ৪টি কারখানা আছে। যাহারা এই সকল কারখানার কাজ করে, তন্মধ্যে যাহারা প্রথমেই খনিজ পদার্থটিকে অগ্নিতে প্রদান করিয়া কাঁচা লোহার তাল প্রস্তুত করে, তাহারা কেবল মুসলমান জাতীয় এবং তৎপরে যাহারা পুনঃ পুনঃ গলাইয়া উহাকে পাকা করে, তাহারা কেবল হিন্দু। এক একটা কারখানা হইতে প্রতি সপ্তাহে ২০ হইতে ২৫ মণ পাকা লোহা প্রস্তুত হয়।

ধামতারি, মধ্যপ্রদেশের মধ্যে রায়পুর জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধান সহর। ইহাই ধামতারি তহশীলের সদর সহর ২০° ৪২´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮১° ৩৫´ ৩০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় রায়পুরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বস্তারের রাস্তা এই নগরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। গম, চাউল, তুলা ও তৈলকর শস্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট ইক্ষু হয়, ছত্রিশ গড়ের আর কোথায় সেরূপ হয় না। এখানে গালার কাজও যথেষ্ট, বৎসরে প্রায় ২ হইতে ২॥ হাজার বলদের বোঝাই গালা চালান হয়।

ধামধা (পুং) পালক, রক্ষক, সৃষ্টিকর্ত্তা। [বৈ]

ধামন্ (ক্লী) দধাতি গৃহস্থাদিকং ধীয়তে দ্রব্যজাতমস্মিন্নিতি বা, ধা-মনিন্। (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪।) ১ গৃহ।

"ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য॥" (মেঘদূত ৩৫)

২ গেহ। ৩ দেহ। ৪ ত্বিষ্। ৫ প্রভাব। ৬ রশ্মি। ৭ স্থান। ৮ জন্ম।

৯ বিষ্ণু। ১০ তেজঃ। ১১ নামোপলক্ষিত।

"গুরু র্গুরুতমো ধাম সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।৩৬।)

ধামনগর, ১ বালেশ্বর জেলার একটি পরগণা ও গ্রাম। চুড়াকুটি ও ভামপুর এই পরগণার প্রধান গ্রাম। ভদ্রক উপবিভাগের মধ্যে ধাম-নগরে একটি থানা আছে।

২, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর উপবিভাগের একটি গ্রাম। এখানে জমিদার উপাধিবিশিষ্ট এক ঘর প্রাচীন জমীদার আছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ একজন মুসলমান কর্তৃক অপমানিত হইয়া পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, গাছটী এই জলমধ্যস্থ এক মন্দিরের উপরে জন্মিয়াছে।

ধামনার, রাজপুতনার অন্তর্গত নিমচ নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ধামনার নামক পর্ব্বতমালা অবস্থিত। ধামনার গ্রাম ঝালরাপাটন হইতে ২৫ দক্ষিণপশ্চিমে ও চণ্ডিবাস গ্রামের এক ক্রোশ পূর্ব্বে। এখানকার পর্ব্বতে খোদিত গিরিগুহা আছে। এই সকল গুহার মধ্যে হিন্দুকীর্ত্তি এবং বৌদ্ধকীর্ত্তি উভয়ই বর্ত্তমান। পর্ব্বতের উপরি ভাগ প্রায় সমতল, কেবল দক্ষিণে ২০।৩০ ফিট্ উচ্চ এক শিখর, এই শিখরেই বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে। কীর্ত্তি একটি নহে। পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি গুহা কাটাইয়া তন্মধ্যে নানাবিধ অট্টালিকাদি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে গণনা করিলে ঐ উচ্চ চূড়ায় প্রধান ১৪টি গুহা আছে—

তন্মধ্যে ১ম গুহার একটি বারাণ্ডা ও তাহার পশ্চাতে ৮×৭ ফিট্ করিয়া দুইটী ঘর। এখানে উঠিবার জন্য পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে বন্ধুর সোপান আছে।

২য় গুহায় একটি বারাণ্ডা, উহা ২৭½ ফিট্ লম্বা, ১০ ফিট্ চওড়া। ইহারও পশ্চাতে ৯×৭½ ফিট্ করিয়া দুটি ঘর, তাহার পশ্চিমে আরও একটি ৯×৬ ফিট্ ঘর আছে।

৩য় গুহায় সমতল এক হারা ছাদবিশিষ্ট ১২ ফিট্ একটি ঘর আছে। ইহার অভ্যন্তরে ৫½ ফিট্ বেধবিশিষ্ট একটি টোপ।

৪র্থ গুহায় একটি ক্ষুদ্র টোপবিশিষ্ট চৈত্যগুহা। ইহা দৈর্ঘ্যে ২০ ফিট্, প্রস্থে ১০½ ফিট্। ঘরের কোণগুলি গোল এবং ছাদ খিলানের ন্যায়। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে ৬০ ফিট্ দৈর্ঘ্য আর একটি গুহা ছিল, তাহার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গৃহপ্রবেশ সংরুদ্ধ করিয়াছে। তৎপরে ৫ গুহায়—একটি ৬০×১০ ফিট্ বারাণ্ডা, তাহার পশ্চাতে ১৬×৮ ফিট্ এক ঘর। ইহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ঘর। ইহার পশ্চিমদিকে পর্ব্বতগাত্রে একটি অর্দ্ধাঙ্গ স্তূপ খোদিত আছে।

৬ষ্ঠ গুহাকে স্থানীয় লোকেরা "বড়া কাছারী" বলে। ইহা এক বৃহৎ গুহা, ইহার মধ্যস্থলে সমতল ছাদবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২০ ফিট্—এক দরবার গৃহ। ছাদ চারিটী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। উভয় পার্শ্বে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৭ ফিট্ করিয়া তিন তিনটী ঘর, সম্মুখে এক নাটমন্দির ও তাহার পশ্চাতে এক চৈত্যগুহা। বৃহৎ দরবার গৃহটি সম্মুখদ্বার এবং দুইটী ক্ষুদ্র জানালা দ্বারা উত্তমরূপে আলোকিত হয়, কিন্তু অন্য ঘরগুলি অন্ধকার।

নাটমন্দিরের সম্মুখে ছুইটি চৌকা থাম এবং তাহার গায়ে ছুইটি আধ-গোলা থাম। নাটমন্দিরের উভয় পার্শ্বে কাটের কাটরার মত পাথরের কাটরা দিয়া আবদ্ধ।

৭ম গুহায় একটি ৮×৭ ফিট্ ঘর। ইহার সম্মুখের উচ্চতা আরও বেশী। ৮ম গুহার নাম "ছোটা কাছারী", ইহাতে একটি ২৩½×১৫ ফিট্ চৈত্যগুহা আছে। ইহার মধ্যে ১৬½ ফিট্ উচ্চ এক টোপ আছে। টোপের মূলদেশ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৯½ ফিট্, ইহার সম্মুখেও বড়া কাছারীর ন্যায় নাটমন্দির আছে। ইহার সহিত ছুইটি ক্ষুদ্র ঘরও আছে।

৯ম গুহায় ৪টি ক্ষুদ্র ঘর। পর্ব্বত গাত্রে এক অর্দ্ধাঙ্গ টোপ আছে। তিনটি ঘর ৮×৬ ফিট্, কিন্তু চতুর্থ গৃহটি ১১ ফিট্ লম্বা। এই ঘরের মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বে এক বৃহৎ প্রস্তরময় শয্যা আছে। তাহার উভয় ধারে পাথরের বালিসও আছে।

১০ম গুহার নাম "রাজলোক" "কনীকি মকান" বা "কমনীয় মহল"। ইহা ঠিক বড় কাছারির মত, কেবল দরবার গৃহটি ২৫×২৩ ফিট্।

১১শ গুহার নাম "ভীমকা বাজার", এতবড় গুহা ধামনারে আর নাই। ইহাতে এক দীর্ঘ চৈত্যগুহা, নাটমন্দির ও এতদুভয়ের চতুষ্পার্শ্বে এক প্রদক্ষিণা আছে। এই প্রদক্ষিণার তিনদিকে স্তম্ভগুচ্ছের উপর বারাণ্ডা এবং তৎপশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশ্রেণী ও ইহার মধ্যে ছুইটিতে ছুইটি ক্ষুদ্র চৈত্য আছে। চৈত্যগুহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিহার দেখিবার জিনিস। এই গুহার দৈর্ঘ্য ১১৫ ফিট্ এবং প্রস্থ ৮০ ফিট্। সম্মুখস্থ চৈত্যগৃহের গম্বুজ পড়িয়া গিয়া দৈর্ঘ্য কমিয়া ৯০ ফিট্ হইয়া পড়িয়াছে। গুহাদ্বারে ছুইটি ৫ ফিট্ বেধবিশিষ্ট টোপ আছে। প্রদক্ষিণা-পথটি ৬।৭ ফিট্ দীর্ঘ। পশ্চিমাংশে ৯টি অর্দ্ধ প্রস্তুত স্তম্ভাংশ পড়িয়া আছে। বারাণ্ডাটি বরাবর ৮ ফিট্ চওড়া। ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৭ ফিট্। উত্তর দিকের মধ্য গৃহটি ১৭×১৩ ফিট্। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ছুইটি চৈত্যগুহা। পূর্ব্ব গুহার চৈত্যের সম্মুখে এক উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। ১২শ গুহা, একটি চৈত্য-মন্দির। মধ্যস্থ টোপটি দীর্ঘ ও উহাই ছাদের অবলম্বন স্বরূপ ছাদলগ্ন। ইহার সরল গঠন হইতে এই টোপের নাম "হাতীকা মেথ" (হাতীর খোঁটা) এবং তদনুসারে এই গুহার নাম "হাতীবন্দী" (হস্তিশালা) হইয়াছে। ইহার দ্বারের দৈর্ঘ্য (১৬½ ফিট্) দেখিয়া তাহা কতকটা যথার্থ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এই গৃহটি ২×২৫ ফিট্। ছাদ সমতল, টোপের উপর দিয়া একখানি পাথরের কড়ি ঘরের সমস্ত দীর্ঘতা ব্যাপিয়া আছে, এবং ছাদটি তদবলম্বনে সংরক্ষিত। ইহার সম্মুখে ২৫ ফিট্ বিস্তৃত সমতল পরিষ্কার অনাবৃত স্থান, তৎপরে সোপানশ্রেণী নামিয়া গিয়াছে।

ধামনিকা (স্ত্রী) ধামন্যেব স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ধমনী। (রত্নমালা)

ধামনিধি (পুং) ধামানি কিরণানি নিধীয়ন্তে হত্র নি-ধা-কি। সূর্য্য।

ধামনী (স্ত্রী) ধমন্যেব ধমনী-স্বার্থে অণ্, ততো ঙীষ্। ধমনী।

ধামপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিজনোর জেলায় ধামপুর তহসীলের প্রধান নগর। এই নগর অক্ষা° ২৯° ১৮´৪৩´´ উত্তর এবং ৭৮° ৩২´৪৭´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বিজনোর নগরের ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে হরিদ্বারের পথের উপর এই সহর। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। এখানে কামার ও কাঁসারীর কারবারই অধিক। সহরের সর্ব্বত্রই লৌহ ও পিত্তলজাত দ্রব্যের দোকান। লৌহের তালা চাবি, বাক্সের কল এবং পিত্তলের বাতিদান, কাঁসার বাসন, শাঁক, ঘণ্টা, পেটা ঘড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। একপ্রকার বন্দুকও প্রস্তুত হইয়া থাকে। একজন বন্দুকওয়ালা উক্ত বন্দুকের নমুনা পাঠাইয়া পারিস প্রদর্শনী হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৭৫০ ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) পারিতোষিক পাইয়াছিল। এখানে সপ্তাহে ছুইবার হাট ও প্রতিমাসে একটা মেলা হয়। সহরের দক্ষিণ দিকে একটি বড় সরাই আছে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রোহিলারা এই স্থানে মোগল সেনাদিগকে পরাস্ত করে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীনায়ক আমীর খাঁ ইহা লুঠ করে ও সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ধামরা ১ উড়িষ্যার একটি নদী। উড়িষ্যার মাতাই, খরশুয়া, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদী-চতুষ্টয় মিলিত হইয়া এই নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এ নদীতে সকল সময়েই সর্ব্বপ্রকার নৌকা যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু মোহানার নিকট এক বালির চড়া পড়িয়া নৌকাদি যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ ভয়জনক হইয়াছে। কটক ও বালেশ্বর জেলার মধ্যে এই নদীই সীমাস্বরূপ। ২ কটক জেলার এই নদীর উপর ধামড়া বন্দর, ইহা ২০° ৪৭´ ৪০´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৬° ৫৫´৫৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বৈতরণীর উপর চাঁদবালী এবং ব্রাহ্মণীর উপর হাঁসুয়া, পটামুণ্ডী এবং খরশুয়া নদীর উপর আউল নামক স্থান পর্য্যন্ত এই বন্দরের সীমা। এই স্থানে সমুদ্রগামী জাহাজও আশ্রয় লয় ও রপ্তানী চাউল লইয়া যায়।

ধামভাজ্ (পুং) ধাম যজ্ঞস্থানং ভজতে ভজ-ণ্বি। যজ্ঞস্থানভাগী দেবতা।

"ধামভাজো দেবাঃ পাথোভাগ্ বনস্পতিঃ।

ধাম বৈ দেবা যজ্ঞস্তাভজস্ত পাথঃ পিতরঃ।"(শাংখ্যায়নব্রা°১০।৬)

ধামশস্ (অব্য) ধাম্নি ধাম্নি ইত্যর্থে শস্। স্থানে স্থানে।

"তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫।)

ধামা (দেশজ) বেত্রনির্ম্মিত ঝুড়ি।

ধামার্গব (পুং) ধাম্নো মার্গং পন্থানং বাতীতি বা গতৌ ক। অপামার্গ। ইহা রক্ত অপামার্গ, যেহেতু ভাবপ্রকাশে ইহার পর্য্যায় স্থলে এইরূপ লিখিত আছে—

"রক্তো হস্তো বসিরো বৃত্তফলো ধামার্গবো হপি চ।

প্রত্যক্‌পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥" (ভাবপ্র°)

২ ঘোষকলতা, চলিত কথায় ঘোষাল লতা। ৩ পীতঘোষা। ৪ রাজকোষাতকী, ধাতকী, ধুঁদুল, হিন্দী ঘিয়া তোরই। ৫ মহাকোষাতকী, হিন্দী নেয়ুয়া।

ধামি, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনস্থ একটি পার্ব্বত্যরাজ্য। সিমলার ৫।৬ ক্রোশ পশ্চিমে এই রাজ্য অবস্থিত। যখন সাহেবুদ্দীন্ ঘোরী ভারতজয় করিতে আসেন, সেই সময় অম্বালাজেলার রায়পুর হইতে এক রাজপুত পলায়ন করিয়া এই প্রদেশ জয় করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ধামির অধিপতিরা "রাণা" উপাধিধারী ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার বংশোদ্ভব। কিছুদিন এই রাজ্য বিলাসপুর রাজ্যের করদ হইয়াছিল। ইংরাজরাজ গুর্খাযুদ্ধের সময় (১৮০৩-১৮১৫) ইহাকে বিলাসপুরের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। রাজ্যের পরিমাণ ২৭ বর্গমাইল মাত্র। লোক সংখ্যা ৩৫০০। ইংরাজরাজকে ধামিররাণা বার্ষিক ১২০৲ টাকা রাজস্ব দেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বর্ত্তমান রাণা ফতেসিংহের পিতা অনেক সাহায্য করায় তিনি যাবজ্জীবন অর্দ্ধেক কর ছাড় পাইয়াছিলেন। শস্ত অল্প পরিমাণ জন্মে। অহিফেণ এই স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

ধামেক, কাশীর নিকটবর্ত্তী বনস্থান। ইহার প্রাচীন নাম মৃগদাব। এইস্থানে বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম স্বমত প্রচার করেন। অশোক তাঁহার স্মরণার্থ এখানে এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। ধামেকের স্তম্ভটী সাধারণতঃ সারনাথস্তম্ভ নামে খ্যাত। [সারনাথ দেখ।]

ধামোনি, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৪° ১২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৪৯´ পূঃ; সাগর সহর হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। মণ্ডলার সর্দ্দার বংশের সুরথ শা নামক এক ব্যক্তি ধামোনি রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উর্চ্ছা রাজ্যের বুন্দেলা-সর্দ্দার রাজা বীরসিংহদেব উহা অধিকার করিয়া দুর্গ ও নগরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। ইহার সময় বর্ত্তমান সাগর ও দামো জেলার অধিকাংশ স্থান এই রাজ্যভুক্ত ও ইহা তাঁহার রাজধানী হয়। এই সময় এই রাজ্যে ২৫৫৮ খানি গ্রাম ছিল, শেষে পন্নের রাজা উমরাওসিংহ অধিকার করেন, কিন্তু কয়েকমাস পরেই নাগপুর-রাজ উহা কাড়িয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অপা সাহেবের পলায়নের পর জেনারল মার্শাল ইংরাজরাজের পক্ষ হইতে ইহা অধিকার করেন। তদবধি ইহা এখনও ইংরাজাধীন আছে। ইহার সীমা কমাইয়া এখন কেবল ৩৩ খানি গ্রাম লইয়া ধামোনি তহসীল গঠিত হইয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ প্রাসাদে মস্‌জিদাদির ভগ্নাবশেষ ও এক দীর্ঘ সরোবর আছে। ধসান নদীর উপত্যকায় বুন্দেলখণ্ডের অভিমুখে ঘাটপর্ব্বতের উপর দুর্গটি অবস্থিত। সরোবরটি সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে, ইহার জল ভাল।

ধায় (ত্রি) দধাতি ধারয়তীতি ধা-ণ। (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪৫।) ধারণকর্ত্তা।

"দদৈহ্ঃখস্ত মাদৃগ্ভ্যো ধায়ৈরামোদমুত্তমং।" (ভট্টি ৬।৭৯)

ধায়স্ (ত্রি) দধাতীতি ধা-অসুন্ বাহুলকাৎ যুক্। (বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ১ ধারণকর্ত্তা। ২ পোষণকর্ত্তা।

"ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বস্য ধায়াঃ।" (শুক্ল যজু° ১৩।১৮)

ধায়ু (ত্রি) ধা-উন্, বাহু° যুক্। ধারক। "যস্মৈ ধায়ু রদধাঃ" (ঋক্ ৩।৩০।৭)

ধায্য (পুং) ধীয়তে আশ্রিয়তে মঙ্গলার্থমিতি ধা-কর্ম্মণি ণ্যৎ ততো যুক্। পুরোহিত।

ধায্যা (স্ত্রী) ধীয়তে সমিদনয়া ধা-করণে ণ্যৎ। অগ্নিসমিন্ধনার্থ ঋক্, অগ্নি প্রজ্বালনের মন্ত্র, সামধেনী।

ধার (ক্লী) ধারায়া ইদং ধারা-অণ্ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০।) বর্ষোদ্ভবজল।

"ধারাভিঃ পতিতং তোয়ং গৃহীতং স্ফীতবাসসা।

শিলায়াং বসুধায়াং বা ধৌতায়াং পতিতঞ্চ তৎ॥

সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে স্ফাটিকে কাচনির্ম্মিতে।

ভাজনে মৃণ্ময়ে বাপি স্থাপিতং ধারমুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

যে বৃষ্টির জল ধারাবাহী হইয়া স্ফীত বস্ত্রে বা সুধৌত প্রস্তর অথবা ভূমিতে পতিত হয়, তাহা সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্ফটিক ও কাচনির্ম্মিতপাত্রে অথবা মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া রাখিলে তাহাকে ধার অর্থাৎ ধারাভব জল কহে। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, অব্যক্তরস, লঘু, সৌম্য, রসায়ন, বলকারক, তৃপ্তিকর, আহ্লাদজনক, প্রাণধারক, পাচক

বৃদ্ধিজনক, এবং মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, দাহ, শ্রান্তি, ক্লান্তি ও পিপাসা-নাশক। এই জল প্রাবৃট্‌কালে বিশেষ হিতকর। এই ধার জল দুই প্রকার—গাঙ্গ ও সামুদ্র। সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে মেঘাভ্যন্তরস্থ দিগ্‌গজগণ আকাশগঙ্গাসম্বন্ধি জল গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ষণ করে, উহাকে গাঙ্গজল বলা যায়। মেঘগণ প্রায় আশ্বিনমাসে গাঙ্গজল বর্ষণ করে। এই জল সকল প্রকার হিতজনক। চরক মুনির এই মত। সুবর্ণ, রৌপ্য, অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন উপরি বৃষ্টির জল পতিত হইলে যদি ঐ অন্ন ক্লিন্ন বা বিবর্ণ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গাঙ্গজল বলে। গাঙ্গজলের বিপরীত লক্ষণ হইলে তাহাকে সামুদ্রজল কহে। সামুদ্রজল ক্ষারসংযুক্ত, লবণরস, শুক্রনাশক, দৃষ্টির হানিকারক, বলাপহারক, আমগন্ধি, দোষপ্রদায়ক, এবং তীক্ষ্ণ, ইহা সকল কার্য্যেই অহিতজনক। সামুদ্রজল আশ্বিন মাসে গাঙ্গজলের তুল্য উপকারী। কারণ অগস্ত্যোদয়ের পর যে সামুদ্রজল হয়, তাহা নির্ব্বিষ, মধুররস, শুক্রজনক, এবং দোষপ্রদায়ক নহে। (ভাবপ্রকাশ) [জল দেখ।]

ধার (পুং) ধৃ-ণিচ্-ঘঞ্। ১ গ্রাবান্তর। ২ ঋণ। ৩ মেঘের জল-বর্ষণ। ৪ প্রান্ত। ৫ গম্ভীর। (শব্দর°)

ধারক (পুং) ধরতি জলাদিকমিতি ধৃ-ণ্বুল্। কলস। ইহার উৎপত্তিপ্রভৃতির বিবরণ দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"উৎপত্তিং লক্ষণং মানং কথয়ামি মহামুনে।
ধারকাঃ কলসাশ্চৈব যেন লোকে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অমৃতে মথ্যমানে তু সর্ব্বদেবৈঃ সদানবৈঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিং॥
উৎপন্নমমৃতং তত্র মহাবীর্য্যপরাক্রমং।
তস্যায়ং ধারণার্থায় কলসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
কলাং কলাং গৃহীত্বা বৈ দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোঽয়ং সুরৈর্যস্মাৎ কলসস্তেন উচ্যতে॥" (দেবীপু°)

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে মহামুনে! ধারক অর্থাৎ কলসের উৎপত্তি, লক্ষণ এবং পরিমাণ কীর্ত্তন করিতেছি। ধারণশীল কলস যে কারণে হয়, তাহাও বলিতেছি। সকল দেবতারা দানবগণের সহিত মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া এবং বাসুকিকে নেত্র (রজ্জু) করিয়া অমৃত মন্থন করেন। এই মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হয়। অমৃত ধারণের জন্যই কলসের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কলা কলা গ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'কলস'। কলসের মুখে ব্রহ্মা, গ্রীবায় মহেশ্বর, মূলে বিষ্ণু এবং মধ্যে মাতৃগণ অবস্থিত। অবশিষ্ট সকল দেবতা কলসের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকেন। কলসগর্ভে সপ্ত-সাগর এবং সপ্তদ্বীপ অবস্থিত। গ্রহ, নক্ষত্র, হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, রোহিত, মাল্যবান্ এবং সূর্য্যকান্ত এই সব কুলপর্ব্বত। গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ঐরাবতী, শতদ্রু, বৈতরণী প্রভৃতি নদী এবং সকল তীর্থ, তৎসমস্তই কলসে অবস্থিত। সকল দেবতা এই এক কলসে বিরাজিত থাকেন। গোক্ষ্য, অপগোক্ষ্য, মরুত, সুমহান্, ভদ্র, বিরজ, তমুদ্ভব, ইন্দ্রিয়োপেত এবং বিজয় এই নয়টী কলসের নাম।

বিজয় নামক নবম কলসের অধিদেবতা শিব। প্রথম কলসের অধিদেবতা পৃথিবী, দ্বিতীয়ের জল, তৃতীয়ের পবন, চতুর্থের অগ্নি, পঞ্চমের যজমান, ষষ্ঠের আকাশ, সপ্তমের চন্দ্র, অষ্টমের সূর্য্য। ইন্দ্রের এই অষ্টমূর্ত্তি দেবী উৎপাদন করেন এবং শিব কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই শিবের অষ্ট-মূর্ত্তি হইয়াছে। প্রথম কলস পূর্ব্বদিকে, দ্বিতীয় কলস পশ্চিমদিকে, তৃতীয় কলস বায়ুকোণে, চতুর্থ কলস অগ্নি-কোণে, পঞ্চমকলস নৈর্ঋত কোণে, ষষ্ঠকলস ঈশান কোণে, সপ্তম কলস উত্তরদিকে এবং অষ্টম কলস দক্ষিণ-দিকে স্থাপনীয়। কলসের মুখে ব্রহ্মা, গ্রীবায় বিষ্ণু, মধ্যে মাতৃগণ, ইন্দ্রাদিদেবগণ ও নাগগণ কলসে অবস্থিত। কলসগর্ভে সমুদ্র, সপ্তদ্বীপা মেদিনী, লক্ষ্মী, উমা, গন্ধর্ব্ব-গণ, ঋষিগণ ও আধার স্বরূপ পঞ্চভূত অবস্থিত। নদী, সরোবর, তড়াগ, বাপী, কূপ বা সমুদ্রের পবিত্র তোয়পূর্ণ সুখাবহ প্রসিদ্ধ কলসমণ্ডলের পার্শ্বে উজ্জ্বলরূপে অবস্থিত।

এই নব কলস সকল মঙ্গলযুক্ত, অভিষেক কার্য্যে সতত গ্রাহ্য। যাত্রাকালে, বিবাহকালে, প্রতিষ্ঠায় ও যজ্ঞে সকল অভীষ্টসাধক এই নব কলস স্থাপনীয়। মৃতাপত্যা, বন্ধ্যা, মৃঢ়-গর্ভা, অগর্ভা, দুর্ভাগা এবং রোগার্ত্তা রমণীদিগকে পুষ্পমণ্ডলে স্নান করাইবে।

গ্রহ ও মাতৃগণকে ধারণ এবং মহাঘোর কষ্ট দূর করেন বলিয়া সাধুগণ ইহার নাম ধারক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথিব্যাদির এক এক কলা গ্রহণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া ইহা-দের নাম কলস। ইহা স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, বা মৃণ্ময় হইবে। ইহা স্থূলতায় পঞ্চাঙ্গুল, উচ্চতায় ষোড়শ অঙ্গুল এবং মুখ অষ্টাঙ্গুল হওয়া আবশ্যক।

অষ্টমূর্ত্তিশিব পদ্মে, এবং অষ্টমূর্ত্তি শিবপ্রমথগণ কর্ণিকাতে অবস্থিত। প্রমথগণই পদ্মদল, পদ্মদল নাগ-সমীপস্থ, নাগগণই কলস। কলসগণ গ্রহ, লোকপাল ও দিক্‌সমূহ, ঐ সকল অসীম শক্তিশালী সর্ব্বপাপনাশক

অলক্ষণীয় গ্রহাদিকর্ত্তৃক এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। (দেবীপুরাণ)। (ত্রি) ২ ধারণ-কর্ত্তা।

"অপ্রিয়াণ্যপি পথ্যানি যে বদন্তি নৃণামিহ।
ত এব সুহৃদঃ প্রোক্তা অন্যে স্যু র্নামধারকাঃ॥"(পঞ্চতন্ত্র ২।১৭৫)।

৩ অধমর্ণ।

ধারকা (স্ত্রী) ধারক টাপ্ বেদে অতো ন ইত্বং। যোনি। "নিগল্গলীতি ধারকা" (শুক্লযজু° ২৩।২২) 'ধরতি লিঙ্গং ধারকা যোনিঃ' (মহীধর)

ধারণ (ক্লী) ধৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ বিধারণ, গ্রহণ। অবলম্বন। যথা যষ্টিধারণ। ২ পরিধান। যথা বস্ত্রধারণ। ৩ সেবন, রক্ষণ। যথা ঔষধ ধারণ। ৪ নিবারণ, সংবরণ। যথা বেগধারণ। ৫ বহন। ৬ স্থাপন।

"তৈক্ষ্ণ্যাচ্চ নির্হরেদাশু কফং গণ্ডূষধারণাৎ।"(সুশ্রুত১।৪৬অঃ)

(পুং) ৭ কশ্যপপুত্র নাগবিশেষ।

"বিরজাধারণশ্চৈব সুবাহুর্মুখরো জয়ঃ।"
(ভারত ১।৩৫।৫৪)

ধারণক (পুং) ১ ঋণী, অধমর্ণ। ২ যে ধারণ করে।

ধারণ গাঁও, খান্দেশ জেলার এরণদোল উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২০´২০´´ পূঃ, জলগাঁও রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

এখানে সদর কাছারী, ভীলসৈন্যগণের আড্ডা, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। এখানে কার্পাস ও তৈলকর শস্যাদির বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। পূর্ব্বে এখানকার কাগজ ও বস্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখন আর কাগজ প্রস্তুত হয় না। তবে মোটা কাপড়ের কার্য্য এখনও বেশ প্রচলিত আছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের যত্নে একটী তুলার কল প্রতিষ্ঠিত হয় ও একজন য়ুরোপীয়ের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল কার্য্য চলে, কিন্তু এখানকার কলে তেমন খরচা সঙ্কুলান না হওয়ায় অল্প দিন পরেই তুলিয়া দেওয়া হয়।

মরাঠাদিগের আধিপত্য কালে এখানে ভীলদিগের খুব উৎপাত ছিল। তৎকালে কএকবার এই নগরে রক্তের নদী বহিয়াছিল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজেরা কুঠি স্থাপন করেন। পর বর্ষে শিবাজী এই নগর লুট করিতে আসেন। তৎপরে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী আর একবার লুটিয়া যান। তৎকালে এই অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানই বাণিজ্যপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

উক্ত ঘটনার পর শম্ভাজী আসিয়া আর একবার এই নগর লুট করিয়া পোড়াইয়া দিয়া যান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন হয়। ১৮২৫ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজী সেনাপতি আউটরাম এখানে থাকিয়া ভীল-সৈন্য গঠন করেন। তাঁহার নামে খ্যাত এখানকার বাঙ্গলা দেখিবার জিনিষ।

এখন এই নগরে ৬টা বিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০৭২, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১১৫৭১, মুসলমান ৩০১৮, জৈন ২৫০।

ধারণযন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রোক্ত পূজাঙ্গ যন্ত্রভেদ।

ধারণা (স্ত্রী) ধার্য্যতে যা সা ধৃ-ণিচ্ যুচ্-টাপ্। ১ বুদ্ধি।

"ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ।
ধারণা প্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহঙ্কার এব চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৭৩)

২ ন্যায্য পথস্থিতি। পর্য্যায়—সংস্থা, মর্য্যাদা, স্থিতি। (অমর)

"ন লঙ্ঘয়েৎ বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।
ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বরূপমিতি ধারণা॥" (মনু ৪।৩৮)

৩ যোগাঙ্গ বিশেষ। অদ্বিতীয় বস্তু বিষয়ে অন্তরিন্দ্রিয় ধারণের নাম ধারণা। (বেদান্তসার)

ধ্যেয় বস্তুবিষয়ে চিত্তের স্থির বন্ধন।

"তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা॥"
(বিষ্ণুপু° ৬।৭।৭৪)

পরব্রহ্মে মনের সংস্থিতি, মনের ধৈর্য্যসংস্থাপন।

"ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসো ধৃতিঃ।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ॥" (গারুড়পু° ৪৯অঃ)

ব্রহ্মবিষয়ে আত্মচিন্তার নাম ধ্যান, এবং মনের ধৃতি ধৈর্য্যসংস্থাপন, অর্থাৎ কোন দিকে বিচলিত না হইয়া, কেবল ব্রহ্ম-বিষয়ে মনঃ সমাধান করার নাম ধারণা। ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—

"ধারণা মনসো ধ্যেয়ে সংস্থিতি র্ধ্যানবদ্বিধা।
মূর্ত্তামূর্ত্তহরিধ্যানমনোধারণতো হরিঃ॥
যদ্বাহ্যাবস্থিতং লক্ষ্যং তস্মান্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ কালং প্রদেশেষু ধারণা মনসি স্থিতিঃ॥
কালাবধিপরিচ্ছিন্নং দেহে সংস্থাপিনং মনঃ।
ন প্রচ্যাবতি যল্লক্ষ্যাদ্ধারণা সাভিধীয়তে॥"(অগ্নিপু° ৩৭৪অঃ।)

ধ্যেয় বস্তুতে মনের যে সংস্থিতি তাহার নাম ধারণা, মন কোন দিকে বিচলিত হইবে না, কেবল ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই ধারণা বলা যায়। বাহ্যদিকে কোন প্রকার লক্ষ থাকিবে না, চিত্ত কেবল একলক্ষে অভিনিবিষ্ট থাকিবে, নির্ব্বাত প্রদেশে দীপ যেমন বিচলিত হয় না, স্থির থাকে, সেইরূপ চিত্ত কোন দিকে বিক্ষিপ্ত

ন্যা হইয়া একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে অবস্থিতি থাকিবে, তাহাকেই ধারণা কহে। যে ধারণাভ্যাসযুক্তাত্মা, অর্থাৎ যাহার চিত্ত এইরূপ স্থির হইয়াছে, তাহার অন্তকালে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেকব্যক্তির ধারণা অভ্যাস করা আবশ্যক। (অগ্নিপু° ৩৭৫)

"প্রাণায়ামদ্বিষট্কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ।
প্রত্যাহারদ্বাদশভির্ধারণা পরিকীর্ত্তিতা ॥
প্রত্যাহারেণ সম্পন্নঃ ধারণামথ চাভ্যসেৎ।
হৃদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণং যৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥
মনসো নিশ্চলত্বেন ধারণা সোঽভিধীয়তে ॥" (কালীত° ৪২অঃ)

ইহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,— যোগফলের প্রথম অঙ্গ ধারণা।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (পাত° ৩।১)

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া কোন এক যোগাসনে ঋজুভাবে অর্থাৎ অভুগ্ন ভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইন্দ্রিয়দিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় রূপাদি হইতে বা স্ব স্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া টানিয়া সমর্পণ কর অর্থাৎ চিত্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেও। অনন্তর তাদৃশ চিত্তকে নাসাগ্রে ভ্রূমধ্যে হৃৎপদ্মমধ্যে কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে না হয়, ভূত ভৌতিক কিংবা কোন সুন্দরতম মূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যবস্তুতে ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে প্রচ্যুত হইতে না পারে। এরূপে চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই ধারণা যোগ আরম্ভ হইবে।

ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা স্থায়ী হইলে ধ্যানে পরিণত হয়। ঈশ্বর অথবা যাহা কিছু অভিমত বস্তু তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, পরে চিত্তের চারিদিকের বৃত্তিগুলি সেই সকল বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই অভিমত বস্তু বা ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট করিবে। যখন ইন্দ্রিয়গণ আর কোন দিকে বিচলিত হইবে না, একমাত্র ধ্যেয়বস্তুতে স্থির থাকিবে, তখনই প্রকৃত ধারণা যোগ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ ধারণা যোগ সিদ্ধ হইলে ধ্যান হয়। সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে ধ্যান আখ্যা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিত ভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান বলিয়া অভিহিত হয়। ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক দশায় অন্য জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, ধ্যান-জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণ রূপে ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয়। ধ্যেয় স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপ শূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ধারণা ধ্যান ও সমাধি যোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও চরমাবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে, সমাধিই যোগের চরম ফল, এই সমাধি লাভ করিতে হইলে প্রথমে ধারণা, তাহার পর ধ্যান শিক্ষা করাই চাই। এই ধ্যান হইতেই শেষে সমাধি লাভ হয়।

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিন প্রকার মানস-ব্যাপার অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া করার নাম সংযম। সংযম শব্দের উল্লেখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ কথাই হইতেছে। উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসাদির ন্যায় স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিলে তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক অর্থাৎ সমাধিক নৈর্ম্মল্যজনিত প্রকাশ বা শক্তিবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়। সংযম তাহার জয়, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞানামক জ্ঞানের আলোক এই সকল কথার মধ্যে অনেক তথ্য রহিয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়, প্রকৃত বিষয় যোগীরা ভিন্ন কেহ অবগত নহেন, এবং অন্যের জানাও সম্ভব নহে। তবে অনুমান-শক্তির সাহায্যে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন যোগ ভাষার সংযম আর আধুনিক ইংরাজী ভাষার Concentration or will-force প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের দ্যোতক।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পতঞ্জলি বলিলেন, অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাকে সমাধি। এই প্রক্রিয়াত্রিতয়ের মূলে উত্তেজক ও বুদ্ধিপরিষ্কার-কারক ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান আছে। যোগীরা শিক্ষা দ্বারা ও অভ্যাসের দ্বারা ঐ তিন প্রক্রিয়াকে জয় অর্থাৎ স্বায়ত্তীকৃত করিয়া থাকেন। স্বায়ত্তীকরণ শব্দে উহাকে স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায় আয়ত্ত করা। মনুষ্যের শ্বাস, প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক

বা স্বাত্মীকৃত, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতে যেমন কোনরূপ প্রযত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, উল্লিখিত সংযম কার্য্যটী যদি সেইরূপ স্বাত্মীকৃত হয়, অর্থাৎ উহাকে যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজে ও বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা হইলেই জানিতে হইবে সংযম জয় হইয়াছে। এতদ্বিধ সংযমজয়ী যোগীদিগের সংকল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাহারা যখন যাহা সংকল্প করেন, সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাহারা তৎক্ষণাৎ সুসাধিত করিয়া থাকেন। সংযমের বলে কেবল জ্ঞান বিকাশ হয়, অন্য কিছু হয় না, এরূপ নহে। উহা দ্বারা সকল সঙ্কল্পই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞান-বিকাশ হইলে অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তি বাড়ে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজয় প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমস্তই একমাত্র সংযমের প্রভাবে অজ্ঞাত শক্তিতেই সাধিত হইয়া থাকে। সিদ্ধিলাভের প্রতি একমাত্র সংযমই মূল, এই সংযম ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাপেক্ষ। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকারই পূর্ণ হয়। (পাতঞ্জলদর্শন)

দ্বাদশ বার প্রাণায়াম করিলে তাহাকে প্রত্যাহার কহে, এইরূপ দ্বাদশ প্রত্যাহার করিলে ধারণা হয়, অর্থাৎ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত স্থির হয়, চিত্তের বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা তিরোহিত হয়, তখন ধারণা হইবে, এইজন্য প্রত্যাহার ভালরূপ অভ্যাস হইলে তাহার পর ধারণা অভ্যাস করিবে। প্রাণায়াম ভালরূপ অভ্যাস না হইলে ধারণা হয় না। এইজন্য ধারণা অভ্যাস করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। হৃদয়ে পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে ধারণ এবং মনের নিশ্চলত্বহেতু ধারণা কহা যায়।

"হরিতালনিভাং ভূমিং সালঙ্কারাং সুমেধসং।
চতুষ্কোণাং হৃদি ধ্যায়েদেষা স্যাৎ ক্ষিতিধারণা ॥" (কাশীখ°)

হরিতালসদৃশী অলঙ্কৃতা ভূমি হৃদয়ে ধ্যান করিবে, এই রূপ ধ্যান করিলে ক্ষিতি-ধারণা হয়। বিষ্ণুশক্তিসমন্বিত অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ জল হৃদয়ে ধ্যান করিলে জলধারণা হয়। ইন্দ্রগোপতুল্য ত্রিকোণ রেফসংযুক্ত রুদ্রকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত তেজঃ ধ্যান করিবে, তাহা হইলে বহ্নিধারণা হয়। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে বায়ুতত্ত্ব ধ্যান করিবে, ইহাতে বায়ুধারণা হয়। এই পঞ্চভূত ধারণা করিতে পারিলে পঞ্চভূত জয় করা যায়। ইহার পাঁচটী নাম স্তম্ভনী, প্লাবনী, শোধনী, ভ্রামনী ও শমনী।

"স্তম্ভনী প্লাবনী চৈব শোধনী ভ্রামনী তথা।
শমনী চ ভবত্যেতা ভূতানাং পঞ্চধারণা ॥" (কাশীখ°)

৪ বৃহৎসংহিতোক্ত জলসূচক বায়ুবিশেষ-ধারণাত্মক যোগ ভেদ। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী প্রভৃতি চারিদিন বায়ু দ্বারা গর্ভধারণা জ্ঞান করিবার দিবস। উহা মৃদু শুভ বায়ু যুক্ত হইলে বা স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্নাকাশ হইলে প্রশস্ত জানিবে। তাহাতে স্বাতি নক্ষত্র চতুষ্টয়ে বৃষ্টি হইলে ক্রমে শ্রাবণাদি মাস সকলে পরিস্রুত হইবে বলিয়া খ্যাত। ইহাই ধারণা নামে প্রসিদ্ধ। যদি ঐ দিন সকল একরূপ হয়, তাহা হইলে শুভ, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলে মঙ্গলপ্রদ হয় না, প্রত্যুত তস্করভয়প্রদ হয়। এই বিষয়ে বশিষ্ঠ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—পরিচ্ছন্ন চন্দ্রসূর্য্যযুক্ত ধারণাসকল শুভপ্রদ হয়, যখন শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎসকল শুভদিকের প্রতি উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তখন শস্যের বৃদ্ধি হয়, এইরূপ বলিয়া থাকেন। (বৃহৎসংহিতা ২২ অ°।)

ধারণাবৎ (ত্রি) ১ মেধাশালী। ২ ধারণারূপ।

ধারণী (স্ত্রী) ধার্য্যতে শরীরমনয়া, ধৃ-ণিচ্ ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ স্থৈর্য্য। "শারীরিকধারণীশিথিলাৎ।" (দশকুমারচরিত) ২ নাড়িকা। ৩ শ্রেণী।

ধারণী, হিন্দুগণের তন্ত্রোক্ত কবচ যেমন, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ধারণীও প্রায় সেইরূপ। অভীষ্টসিদ্ধি, উপদেবতাগণের দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি এবং দীর্ঘজীবন-লাভের উদ্দেশ্যে অঙ্গে ধারণ করে, সেইজন্য ইহাকে ধারণী বলা যায়। বৌদ্ধগণের ধারণীতে অধিকাংশ স্থলে শাক্যবুদ্ধ উপদেষ্টা এবং আনন্দ বা বজ্রপাণি শ্রোতা।

নেপালে, তিব্বতে ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধারণীর যথেষ্ট প্রচলন আছে।

হিন্দুগণের মধ্যে রামকবচ, তারাকবচ প্রভৃতি যেমন কবচাদি প্রচলিত, বৌদ্ধগণের মধ্যে মহাবৈরোচন, মহামঞ্জুশ্রী, প্রত্যাঙ্গিরা প্রভৃতি বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধশক্তিগণের ধারণী চলিত আছে। নেপালী বৌদ্ধগণের ধারণীসংগ্রহ নামক পুস্তকে এই সমস্ত ধারণীর বিবরণ পাওয়া যায়। শতসাহস্রিকাপ্রজ্ঞা-পারমিতার ৯ম অধ্যায়ে ধারণীর বিষয় বর্ণিত আছে।

ধারণীমতি (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

ধারণীয় (ত্রি) ধারি কর্ম্মণি অনীয়চ্। ১ ধার্য্য। ২ ধরণীকন্দ।

ধারণীয়যন্ত্র (ক্লী) ধার্য্যতে ধারি-কর্ম্মণি অনীয়চ্। ধারণীয়, ধারণীয়ং যন্ত্রং। ধার্য্য দেবতাদিগের যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্র পূজা যন্ত্র হইতে পৃথক্। যন্ত্রলেখন দ্রব্যাদি।

"কাশ্মীররোচনা লাক্ষা মৃগেভমদচন্দনৈঃ।
বিলিখেদ্ধেমলেখন্যা যন্ত্রাণ্যেতানি দৈশিকঃ ॥"(সারদাতি°২৪প°)

কাশ্মীর, রোচনা, লাক্ষা, মৃগমদ, হস্তীমদ ও চন্দন দিয়া হেমলেখনী দ্বারা এই যন্ত্র লিখিত হইবে। সিদ্ধিদ যন্ত্র—

"ভূমিস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টং দগ্ধং নির্ম্মাল্যসঙ্গতং।
বিশীর্ণং লঙ্ঘিতং মন্ত্রী যন্ত্রং জাতু ন ধারয়েৎ॥"
(মন্ত্রমহোদধি ১৯ তরঙ্গ)

যে যন্ত্র ভূমিস্পৃষ্ট হয় এবং যাহা শবস্পৃষ্ট, দগ্ধ, নির্ম্মাল্য-সঙ্গত, বিশীর্ণ ও লঙ্ঘিত অর্থাৎ একজন যাহা লঙ্ঘন করিয়াছে, এইরূপ যন্ত্র ধারণ করিতে নাই।

ধারয় (ত্রি) ধারি-ণ। ধারক।
"ধারয়ৈঃ কুসুমোর্ম্মীণাং।" (ভট্টি)

ধারয়ৎকবি (ত্রি) ১ কবিদিগের ধারণকারী। ২ জলশালী।

ধারয়ৎক্ষিতি (ত্রি) যে যজ্ঞের জন্য জমি ধারণ করে বা প্রস্তুত করে।

ধারয়দ্বৎ (ত্রি) আদিত্যের একটী নামান্তর।

ধারয়িতৃ (ত্রি) ধারি-তৃচ্। ধারণকর্ত্তা।
"ত্বংহি ধারয়িতা শ্রেষ্ঠ কুরূণাং দ্বিজসত্তম।" (ভারত উ° ৯৪ অ°)
স্ত্রিয়াং ঙীপ্ ধারয়িত্রী পৃথিবী।

ধারয়িতব্য (ত্রি) ধারণযোগ্য, সহনীয়।

ধারয়িষ্ণু (ত্রি) ধৃ-ণিচ্ বেদে নিপাতনাৎ ইষ্ণুচ্। ধারণশীল। লৌকিক প্রয়োগেও কোন স্থলে ইষ্ণুচ্ হয়।
"দৃষদঃ ধারয়িষ্ণবঃ।" (পাণিনি)
"শাস্ত্রং প্রজ্ঞা ধৃতির্দাক্ষ্যং প্রাগল্‌ভ্যং ধারয়িষ্ণুতা।
উৎসাহো বাগ্মিতা দার্ঢ্যমাপৎক্লেশসহিষ্ণুতা॥" (কামন্দক)

ধারয়ু (ত্রি) ধারমভিষবমিচ্ছতি ক্যচ্ বেদে নিপাতনাৎ ন দীর্ঘঃ তত উ। ১ অভিষবণকাম।
"ত্বং সোমাথি ধারয়ু মন্দ্রঃ।" (ঋক্ ৯।৬৭।১)
'ধারয়ুরভিষবকামঃ' (সায়ণ) ২ ধারাবান্।

ধারবাক (ত্রি) ধারি কর্ম্মণি অচ্ ধারো ধার্য্যো বাকঃ স্তোত্রং যেন। স্তোত্রধারক ঋত্বিকাদি।
"ধারবাকেষ্বৃজুগাথ।" (ঋক্ ৫।৪৪।৫)

ধারবার [ধারোয়ার দেখ।]

ধারা (স্ত্রী) ধার্য্যতে অশ্বা যয়া ধৃ-ণিচ্ অঙ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অশ্বদিগের পাঁচ প্রকার গতি, যথা—আস্কন্দিত, ধৌরিতক, রেচিত, বল্গিত ও প্লুত এই পাঁচ প্রকার গতির নাম ধারা।
"অশ্বানান্তু গতির্ধারা বিভিন্না সা চ পঞ্চধা।
আস্কন্দিতং ধৌরিতকং রেচিতং বল্গিতং প্লুতং॥" (বৈজয়ন্তী)
[অশ্ব দেখ।]
"উৎপপাত ততো ধারা বারিণী বিমলা শুভা।"
(ভারত ৬।১১৮।২৪)

৫ দ্রব্যের প্রপাত।
"যথা দ্বাদশবর্ষাণি বসোর্দ্ধারাহুতং হবিঃ।" (ভারত ১।২২৪।৫৯)

৬ খড়্গাদির নিশিত মুখ।
"ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)
৭ উৎকর্ষ। ৮ রথচক্র।
"আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।" (রঘু ১৩।১৫)
৯ যশঃ। ১০ অতিবৃষ্টি। ১১ সমূহ। ১২ ঘনাসারবর্ষণ। ১৩ সদৃশ। ১৪ প্রবাহ।
"সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতং।
তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৮০)
১৫ দক্ষিণদেশস্থ পুরীবিশেষ। (বিক্রমচরিত)
১৬ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়।
"প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ!।
ধারাং নাম মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বপাপপ্রমোচনীং॥
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ন শোচতি নরাধিপ।" (ভারত ৩।৮৩।২৩)
১৭ বাক্।
(দেশজ) ১ ধারক। ২ রীতি। ৩ তরল বস্তুর প্রবাহ। ৪ চৌধুরী বা চতুর্ধুরীণ। ৫ হিন্দু মন্দিরের দেবাসনের নিম্নস্থ স্তম্ভপুত্তলিকাদি।

ধারা, (ধার) মধ্য ভারতে ভোপাবর এজেন্সি বা ভীলরাজ্য গুলির মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য। ইহার উত্তরে রৎলাম রাজ্য, পূর্ব্বে সিন্ধিয়ার অধীনস্থ বাড়নগর, উজ্জয়িনী, দিকমান এবং ইন্দোর; দক্ষিণে নর্ম্মদানদী, পশ্চিমে ঝবুয়া রাজ্য ও সিন্ধিয়ার অধিকৃত আমঝোরা জেলা। ইহাতে ৭টি পরগণা আছে, ধার, বুদনাবর, নলচা, ধরমপুরি, কুক্ষি, টিক্‌রি এবং নিসানপুর।

এই রাজ্যে কতকগুলি রাজপুতাধিকৃত সামন্ত রাজ্য আছে। ইহারা ইংরাজ-রাজের চিহ্নিত ও রক্ষণাবেক্ষণের অধীন যথা, মূলতান, কচ্ছি, বরোদা, ধোত্রিয়া, বড়বাল, ভক্তগড়, কোড়, কাটোদিয়া, মঙ্গলিয়া, ধরশিখেরা, বাইরশিয়া, মুরবাড়িয়া ও পামা, এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ভূমিঞা, ভীল ও ভীলালা সর্দ্দার আছেন, তাঁহারা অধিকাংশই ধরমপুরি ও নলচা পরগণায়। মোটা বরখেরা, ছোটবরখেরা, নিমখেরা, কালীবাউরি, গড়ী জামনিয়া ও রাজগড়ে থাকেন। প্রাচীন সর্দ্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী, ইহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজতুল্য। ভূমিঞা ও ভীল সর্দ্দারেরা ইহাদের অপেক্ষা জমিদারী সম্বন্ধে অল্পক্ষমতাবিশিষ্ট। ঠাকুরদিগের স্ব স্ব জমীদারীতে তাঁহারা প্রাণদণ্ড ভিন্ন অন্য সকল

প্রকার দণ্ড দিবার অধিকারী। সকল স্থানের প্রজাই ধাররাজ্যের নিকট বিচারার্থী হইতে পারে।

ধাররাজ্যের মধ্যে চমলা নামে একটিমাত্র নদীর মত নদী আছে, উহা চম্বলের একটী উপনদী। চম্বল নদী ধারপরগণার পূর্ব্ব কোণ দিয়া প্রবাহিত। খাল নামক স্থানে নর্ম্মদা নদীর উপর একটি সাঁকো আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে মৌন, করুম ও বাঙ্গনি প্রধান। গ্রীষ্মে এগুলি শুকাইয়া যায়, বর্ষায় ভরিয়া উঠে। নর্ম্মদা উপত্যকায় বিন্ধ্য পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ১৬ হইতে ১৭ শত ফিট্। ইহার মধ্যে গিরিপথ আছে। তন্মধ্যে গোলপুর ও বারুদপুর গিরিপথ ভিন্ন আর সকল গুলিই দুর্গম ও শকট চলাচলের অনুপযুক্ত। পার্ব্বত্যপ্রদেশে সর্ব্বত্র লৌহখনি আছে, কিন্তু কোথাও তাহার কার্য্য হয় না। বিন্ধ্যের উপরিস্থ প্রদেশ নাতিশীতোষ্ণ, দিবসাপেক্ষা রাত্রিতে শৈত্য অধিক। এখানে গ্রীষ্মঋতুও অল্পদিন থাকে। ঘাট পর্ব্বতের নিম্নে গ্রীষ্ম সময়ে সময়ে বড়বেশী হয়। বর্ষার পরই প্রকোপ দেখা দেয়। এখানে সকল প্রকার শস্যই জন্মে। ছোলা ও গম যাহা জন্মে, তাহার এক তৃতীয়াংশ রপ্তানী হইয়া যায়। তুলা, ইক্ষু, তামাকু, হরিদ্রা, তিল ও অহিফেণ বেশী উৎপন্ন হয়।

ইতিহাস। ধারার বর্ত্তমান রাজবংশ পরমার (পুআর) রাজপুত। ইহারা বিক্রমাদিত্য বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। প্রাচীন প্রবাদানুসারে উজ্জয়িনী ও ধারা একই রাজ্য ছিল। প্রাচীন রাজগণের মধ্যে ভোজ বিশেষ বিখ্যাত। ইনিই উজ্জয়নী হইতে রাজধানী ধারা নগরে স্থানান্তরিত করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজপুত অভ্যুদয়ের সময়ে পুআরগণের ক্ষমতা হ্রাস হয় এবং এখানকার রাজবংশ পুণায় গিয়া বাস করেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লির প্রতিনিধি দিলাওয়ান খাঁ এদেশে আসেন। ইনি ধারা নগরীর হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তাহার উপকরণ লইয়া মুসলমান মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করেন। দিলাওয়ান্ খাঁর পুত্র শাসনকর্ত্তা হইয়া ধারা হইতে মাণ্ডুতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। তদবধি ধারার গর্ব্ব চলিয়া যায় এবং মারাট্টা অভ্যুদয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ইহা মোগল রাজত্বের একটি নগণ্য রাজ্য হইয়া থাকে।

শিবাজীর অভ্যুদয়ে পুণাস্থ ধারা-রাজবংশীয়গণ তাঁহার সেনাপতিবর্গের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও পেশবা প্রাচীন ধারারাজবংশীয় আনন্দরাও নামক এক ব্যক্তিকে ধাররাজ্য প্রদান করেন। বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা তাঁহা হইতেই হয়। মালবপ্রদেশ ইংরাজাধীনে আসিবার পূর্ব্বে হোলকার ও সিন্ধিয়ার অত্যাচারে ধাররাজ্য নষ্টপ্রায় হইয়া উঠে। প্রথম রাজা আনন্দরাও হইতে অধস্তন পঞ্চম কুমার রামচন্দ্র এই সময় নাবালক, তাঁহার মাতা মীনাবাই (২য় আনন্দরাওএর মহিষী) বুদ্ধি কৌশলে কেবল রাজ্য রক্ষা করেন। শেষে রামচন্দ্রের দত্তক পুত্র যশোবন্তরাও রাজা হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দরাও নাবালক ছিলেন, তিনিই রাজা হন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের গোলমালে ইংরাজরাজ তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা ভার গ্রহণ করেন। তৎপরে বাইরসিয়া জেলাটি বাদ দিয়া সমস্ত রাজ্য পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন ও ঐ জেলাটি ভূপালের বেগমকে দান করেন। [পরমার শব্দে ধারার প্রাচীন রাজগণের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

ধারা রাজ্যের বর্ত্তমান পরিমাণ ১৭৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ধাররাজ্য ইংরাজরক্ষণাধীনে আসিয়াছে। ধাররাজের ২৭৬ জন অশ্বারোহী, ৮০০ শত পদাতি, ২ কামান ও ২১ জন গোলন্দাজ আছে। ইহার সম্মানার্থ ১৫টি তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ধার-নগর এই রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ২৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ২৫° ৪´ পূঃ মধ্যে বরোদা হইতে মাউ যাইবার রাস্তার উপরে অবস্থিত। মাউ হইতে ইহার দূরত্ব ১৬ ক্রোশ। সহরটী দৈর্ঘ্যে ১½ মাইল প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল। ইহার চতুর্দ্দিক্ মৃণ্ময়প্রাচীরবেষ্টিত। এই সহরে অনেকগুলি মনোহর অট্টালিকা আছে, লাল পাথরে নির্ম্মিত দুইটি বৃহৎ মস্‌জিদ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। লালপাথর নির্ম্মিত একটী দুর্গ আছে, তাহা সহরের বাহিরে অবস্থিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাপতি জেনেরাল ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে এই দুর্গে থাকিয়া সিপাহী দমনে নিযুক্ত ছিলেন।

ধারাকদম্ব (পুং) ধারা কালোপলক্ষিতঃ কদম্বঃ বর্ষাকালে জাতত্বাদস্য তথাত্বং। কদম্ববৃক্ষ বিশেষ। পর্য্যায়—কেলিমদ, প্রাবৃষ্য, পুলকী, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, প্রিয়ক, নীপ, প্রাবৃষেণ্য কদম্বক, ধারাকদম্বক। (ত্রিকা°)

ধারাকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলায় ঋষিকুল্যা নদীতীরে আস্কা নামক স্থানের ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এই ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত। ইহাতে ১৮৮ খানি গ্রাম আছে। রাজ্যটি জুহদামুটা, কুনান্যোগোকোমুটা ও সহস্রাজমুটা নামে ৩ ভাগে বিভক্ত। জুয়াদ, বড়গোছা ও অর্গলা নামক পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি লইয়া ধারাকোট প্রাচীন

খিদসিংহী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১২শ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় গজপতিবংশীয় নৃপতিগণের অধীনে ঐ রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে খিদসিংহী রাজবংশ রাজ্যটিকে আপনাদিগের মধ্যে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া লন। এই বিভাগের পর হইতেই ধারাকোট স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল।

ধারাগৃহ (ক্লী) জলধারাযুক্তং গৃহং। ফোয়ারা ঘর, জলযন্ত্রযুক্ত গৃহ। "ধারাগৃহেষ্বাতপমৃদ্ধিমস্তঃ" (রঘু।)

ধারাঙ্কুর (পুং) ধারায়া অঙ্কুর ইব। ১ শীকর। ২ ঘনোপল। ৩ নাশীর।

ধারাঙ্গ (পুং) ধারা উৎকর্ষএব অঙ্গং যস্ত। ১ তীর্থবিশেষ। ধারাম্বিতমঙ্গমস্ত। ২ খড়্গ।

ধারাট (পুং) ধারাভিঃ বৃষ্ট্যর্থং অটতি ইতি অট-অচ। ১ চাতক। ধারাং অটতি বর্ষণীয়ত্বেন প্রাপ্নোতীতি। ২ মেঘ। ধারাং গতিং অটতি। ৩ তুরঙ্গ। ৪ মত্তহস্তী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

ধারাধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, ধারায়াঃ ধরঃ। ১ মেঘ।
"রে ধারাধরধীরনীরনিকরৈরেষা রসা নীরসা।
শেষা পুষ্করোৎকরৈরতিথরৈরাপূরিভুরি ত্বয়া॥"
(উত্তরচাতকাষ্টক ৪।) ২ খড়্গ।

ধারাধিরূঢ় (ত্রি) সমুচ্চপদে আরূঢ়, শেষ সীমায় অধিষ্ঠিত।

ধারান্তরচর (ত্রি) ধারার মধ্যে ভ্রমণকারী, মেঘের আড়ে যে উড়িয়া বেড়ায়।

ধারাপাত (পুং) ধারায়াঃ পাতঃ ৬তৎ। ১ জলধারা পতন।
"ধারাপাতৈস্তমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্ মুখানি।" (মেঘদূত)
২ (দেশজ) অঙ্কবিষয়ক প্রথম পুস্তক, যাহাতে বালকদিগের প্রথম শিক্ষোপযোগী অঙ্কাদি সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহাকে ধারাপাত কহে।

ধারাপুরম্, ১ মান্দ্রাজ প্রদেশের কোয়ম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ প্রায় ৮৩৫ বর্গ মাইল। এই তালুকের অধিকাংশ জমিই শুষ্ক, কেবল ৭১১৭ একার জমিতে জল-সরবরাহের বন্দোবস্ত আছে। তালুকের শতকরা ৭৭ ভাগ লাল বালুমাটি। এখানে অমরাবতী, উপ্লার ও নোয়েল নদী প্রবাহিত। অমরাবতীর মাঝে মাঝে জলসরবরাহের জন্য ৬টী আনিকট আছে।

এখানে বন জঙ্গল বা পাহাড় নাই। অধিবাসিগণ কৃষিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কলায়, মটর, তামাক, সর্ষপ ও কার্পাস এখানকার উৎপন্ন শস্য। এই তালুকের অন্তর্গত শিবনমলয় ও নওরোয়ে নামক স্থানে দেবমূর্ত্তি দেখিতে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার আবহাওয়া ভাল।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১০° ৪৪´৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩৪´২৮´´ পূঃ। কোয়ম্বাতোর নগর হইতে ২৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অমরাবতী নদীর বামকূলে অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ, এখানে ভোজরাজের রাজধানী ছিল। ১৬৬৭ এবং ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজ মদুরারাজের নিকট হইতে দুইবার কাড়িয়া লয়েন। যখন হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের সমর চলে, তৎকালে এখানে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে এই স্থান কখন মুসলমান, কখন বা ইংরাজগণের হস্তগত ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গের প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কিছুদিন এখানে জেলার সদর কাছারী ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। এখন তালুকের সদর থানা, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। প্রতি সপ্তাহের হাটে ঘৃত, ধান্য, লঙ্কা, তামাক, কলাই ও ছোলার ব্যবসা হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে বাসন ও বিলাতী কাপড় লওয়া হয়। লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। তন্মধ্যে হিন্দুই প্রায় ছয় হাজার।

ধারাপূপ (ক্লী) ধারাখ্যঃ অপূপঃ। অপূপভেদ।
"ঘৃতমিশ্রা কণিক্যা যা দুগ্ধেনালোড়িতা তু সা।
ধারাখ্যাপূপকং সাজ্যে পক্বং খণ্ডেন যোজয়েৎ॥
ধারাপূপং সুমধুরং বৃষ্যং পিত্তহরং পরং।
সুস্নিগ্ধং রোচনং হৃদ্যমতার্থং বাতনাশনং॥" (ভাবপ্র°)
কণিক্যা (ময়দা) ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধে আলোড়নপূর্ব্বক ঘৃতে পাক করিবে, পরে খণ্ড (খাড়গুড়) তাহার সহিত যোগ করিবে। এইরূপ করিলে ধারাপূপ হয়। ইহার গুণ সুমধুর, বলকারক, পিত্তনাশক, সুস্নিগ্ধ, রুচিকর, হৃদ্য ও বাতনাশক। (ভাবপ্র°)

ধারাফল (পুং) ধারাফলে যস্ত। মদনবৃক্ষ। (রাজনি°)

ধারাযন্ত্র (পুং) ধারয়া জলধারায়াঃ প্রস্রবার্থং যন্ত্রং। ফোয়ারা, জলপ্রস্রবযন্ত্রভেদ।
"ধারাযন্ত্রজলাভিষেককলুষে ধৌতাঞ্জনে লোচনে।"
(অমরুশতক)

ধারাল (ত্রি) ধারা অস্ত্যস্য সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। ধারাযুক্ত-খড়্গাদি, শাণিত অস্ত্রাদি।

ধারাবৎ (ত্রি) ১ ধারবিশিষ্ট। ২ জলবৎ।

ধারাবনি (পুং) ধারায়াঃ বৃষ্টেঃ অবনিঃ পৃথ্বীব, অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। বায়ু। (কেহ কেহ বলেন, 'পরবল্লিঙ্গং' পরবৎ লিঙ্গ হয়, এই নিয়মানুসারে স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ

'অবনি' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এই জন্ত এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তবে যে স্থলে পুংলিঙ্গ দেখা যায়, তাহা প্রামাদিক।)

ধারাধর (পুং) ধারয়া জলধারয়া আবৃণোত্যাকাশং বৃ-অচ্। মেঘ। "ধারাধরা মরুতো ধৃষ্ণ্বোজসঃ।" (ঋক্ ২।৩৪।১)

ধারাবর্ষ (পুং) ধারয়া সন্তত্যা অবিচ্ছেদেন বর্ষঃ। অবিচ্ছেদরূপে বর্ষণ। "অধারাবর্ষদুর্দিনং।" (রঘু)

ধারাবর্ষ, ১ এই নামে কএক জন রাষ্ট্রকূটরাজের নাম দৃষ্ট হয়। [রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।]

২ মালবের একজন রাজা। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রাজত্ব করিতেন। [পরমার রাজবংশ ও মালব শব্দ দেখ।]

ধারাবাহিন্ (ত্রি) ধারয়া সন্তত্যা বহতি বহ-ণিনি। অবিচ্ছেদরূপে জায়মান। স্বার্থে কন্।

"কিঞ্চ সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকবুদ্ধিস্থলে ন জ্ঞানভেদঃ।"

(বেদান্তপ°)

ধারাবিষ (পুং) ধারা এব বিষমিব যস্ত প্রাণনাশকত্বাৎ। খড়্গ।

ধারাশ্রু (স্ত্রী) অশ্রুপ্রবাহ।

ধারাসম্পাত (পুং) ধারাণাং সম্ সম্যক্ পাতো যত্র। মহাবৃষ্টি। পর্য্যায়—ধারা, সম্পাত, আসার।

'ধারাসম্পাত আসারস্ত্রিত্বয়ঞ্চাপি কুত্রচিৎ।' (শব্দরত্না°)

ধারাস্নুহী (স্ত্রী) ধারাযুক্তা স্নুহী মধ্যলো°। ত্রিধারাস্নুহী, তেকাটাসিজ।

ধারিন্ (পুং) ধৃ-ণিনি। ১ পীলুবৃক্ষ। ২ ধারণকর্তা। ৩ অধমর্ণ। ৪ গ্রন্থার্থধারণাযুক্ত।

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।" (মনু)

ধারিণী (স্ত্রী) ধারিন্-ঙীপ্। ১ ধরণী। ২ শাল্মলীবৃক্ষ। ৩ চতুর্দ্দশ দেবযোষিদ্‌গণ।

"শচী বনস্পতী গার্গী ধূম্রোর্ণা রুচিরাকৃতিঃ।
সিনীবালী কুহূ রাকা তথা চানুমতিঃ শুভা॥
আয়তির্নিয়তিঃ প্রজ্ঞা ঐলবিলা চ নামতঃ।
এতাশ্চতুর্দ্দশ প্রোক্তা ধারিণ্যো দেবযোষিতঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

৪ ধারণকর্ত্রী। ৫ আধার স্বরূপ।

"সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।
সর্ব্বস্ত জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা॥" (বিষ্ণুপু° ১।১৩।৯১)

ধারু (ত্রি) ধয়তি পিবতীতি ধে-রু (দাধেট্‌সিশদসদো রুঃ। পা ৩।২।১৫৯।) পানকর্ত্তা।

"বৎসো ধারুরিব মাতরং তং প্রত্যগুপপদ্যতাং।"

(অথর্ব্বসং ৪।১৮।২)

ধারুপুর, অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম, মাণিকপুর হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। খাকসাহ এই গ্রাম পত্তন করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার তালুকদার ইংরাজদিগকে আশ্রয় দান করিয়া অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিল। এখানে লক্ষাধিক টাকার ব্যবসা হয়। লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এখানে গবর্ণমেণ্ট-স্কুল ও প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

ধারোয়ার, (ধারবার, ধার্বাড়) বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তর সীমা বেলগাম্ ও কলাদগি, পূর্ব্বে হায়দরাবাদ ও তুঙ্গভদ্রা নদী, দক্ষিণে মহিসুর রাজ্য এবং পশ্চিমে উত্তর কানাড়া। অক্ষা° ১৪° ১৫´ হইতে ১৫° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭´ হইতে ৭৬´ ৫৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১১৬ মাইল ও প্রস্থে ৭৭ মাইল।

জমির গঠন, মৃত্তিকার অবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি অনুসারে এই জেলা দুই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বেলগাম্ ও হরিহর রাস্তাকে দুই ভাগের মধ্যরেখা স্বরূপ কল্পনা করা চলে। ঐ রাস্তার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে নবলগুন্দ, রোন, এবং গড়গ উপবিভাগের বিস্তীর্ণ কালা জমি;—এখানে প্রভূত কার্পাস উৎপন্ন হয়। এই জমির দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে কপড় গিরিমালা, তৎপরে করজগি উপবিভাগ পর্য্যন্ত কাল জমি গিয়া তৎপরে ঢেউ-খেলান লাল জমি আরম্ভ হইয়া মহিসুর রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জলার পশ্চিমাংশে মালপ্রভা নদীর তীর হইতে মহিসুরের সীমান্ত পর্য্যন্ত অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই সকল গিরিমালার মধ্যে মধ্যে শাক সব্জী ও ছোট ছোট ঝোপ দেখা যায়, মধ্যে মধ্যে চৌরস উপত্যকা ও পাহাড়ের নামাল জায়গায় একমাত্র কৃষি হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশের শেষ সীমা অধিক গিরিদরীবেষ্টিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত। এই অংশেই গবর্মেণ্টের রক্ষিত বনবিভাগ দৃষ্ট হয়। ধারবারের দক্ষিণাংশে হাঙ্গল ও কোড় উপবিভাগেও ঐরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে উর্ব্বরা উপত্যকা সকল শোভিত। এই অংশে অতি ছোট ছোট জলাশয় আছে, তাহাতে বৃষ্টির পর ৩।৪ মাসের অধিককাল প্রায় জল থাকে না। ধারবারে তেমন বড় নদী নাই। এখানে যে সাতটী প্রধান স্রোতস্বতী আছে, তাহার মধ্যে মালপ্রভা, বেদিহল্লা, তুঙ্গভদ্রা, বরদা, ধর্ম্মা, ও কুমুদ্বতী এই ৬টী দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে এবং গঙ্গাবালী বা বৃদ্ধিনালা কেবল পশ্চিম মুখে আরবোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সাতটী

নদীতেই বাণিজ্য নৌকাদি যাতায়াতের সুবিধা নাই, কেবল হাজল তালুকের মধ্যে প্রবাহিত ধর্মানদী হইতে কতকগুলি খাল কাটিয়া শস্যক্ষেত্রে জল দিবার সুবিধা করা আছে, হিন্দুরাজগণের সময়ে ঐ সকল খাল কাটা হয়। ঐ সকল খালের সাহায্যে অনেকগুলি জলাশয়েও জল সরবরাহ হইয়া থাকে। মালপ্রভা ও বরদার জল সুস্বাদু। তুঙ্গভদ্রার জল তদপেক্ষা সুস্বাদু হইলেও ভারী।

জেলার পশ্চিমাংশে পাহাড়ের নিকট বেশ বৃষ্টি হয়, তাহাতে অনেক জলাশয়ও বারমাস বেশ ভরতি থাকে, কিন্তু জেলার মধ্য ও পশ্চিম অংশে তেমন জলের সুবিধা নাই। যদিও প্রত্যেক গ্রামেই পুষ্করিণী বা জলাশয়াদি আছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অনেক স্থানেই পানীয় জলের অভাব ঘটে। যেবার অধিক বর্ষা হয়, সে বারও এখানকার মাটির গুণে চৈত্র মাসের মধ্যেই জল শুকাইয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বড় জলকষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় লোকদিগকে ৭।৮ ক্রোশ দূর হইতে জল আনিতে হইয়াছিল, এমন কি অনেকে তাহাদের গবাদি লইয়া তুঙ্গভদ্রা ও মালপ্রভার কূলে পলাইয়া আসিয়াছিল। এখানকার কূপ হইতেও সহজে জল পাওয়া যায় না, ৬০।৬৫ হাত না খুঁড়িলে জল মেলে না। তারপর যে জল পাওয়া যায়, তাহা নোণা। জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশে কতকগুলি পাহাড় দৃষ্ট হয়, সেগুলি ৩০০ ফিটের বেশী উচ্চ হইবে না। এককালে সমতল হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল পাহাড়ের পাথরও এক রকম নয়, কোথাও নানা রঙের কোয়ার্জ, কোথাও হর্ণব্লেণ্ড, দানাদার, শ্লেট, কোথাও বা অভ্রময়। মঙ্গনক (Manganese) যথেষ্ট পাওয়া যায়, কোথাও কেবল বালুপাথর। কপড় গিরিমালা হইতে দোনী নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাহির হইয়াছে। এই নদীর মধ্যে বালী কাঁকর হইতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ, পূর্ব্বে যথেষ্ট সোণা পাওয়া যাইত। এখনও ডম্বল নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে সোণা দৃষ্ট হয়। এখানকার জলগার নামক জাতি বন্যার পরেই স্বর্ণরেণু আহরণ করিয়া বেড়ায়।

জেলার পশ্চিমাংশে পূর্ব্বে যথেষ্ট আকরিক লৌহ গালাই করা হইত। গত ৫০ বর্ষ ধরিয়া এখানকার বৃহৎ বৃক্ষসমূহ নষ্ট হওয়ায় ও কাঠ অপ্রতুল হওয়ায়, এখন আর এ ব্যবসায় পূর্ব্ববৎ নাই। এখানে যে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু বিদেশ হইতে যে সকল লৌহ আসে, তাহা দরে সস্তা বলিয়া এখানকার উৎকৃষ্ট লৌহের তেমন কাট্‌তি নাই।

এই জেলায় ব্যাঘ্র, নেকড়ে, হায়না, ভল্লুক, ভলুক, খ্যাঁকশিয়াল, শৃগাল, বন্য বরাহ, হরিণ, কৃষ্ণসার প্রভৃতি পশু দেখা যায়। জলে নানাজাতীয় মাছের অভাব নাই।

এই জেলা ১১টী তালুক বা উপবিভাগে এবং ৩টী পেটা বা পরগণায় বিভক্ত। ধারবার, হুবলি, গড়গ, নবলগুন্দ, বঙ্কাপুর, রোণ, রাণিবেন্নুর, কোড়, হাঙ্গল, করজগি ও কলঘাটগি এই ৭টা তালুক। একজন কালেক্টর এবং তাঁহার অধীনস্থ ৫ জন সহকারী দ্বারা এই জেলার রাজস্ব সংগ্রহাদি সম্পন্ন হয়।

এখানে চারিটী আদালত আছে, তন্মধ্যে জেলার জজ আদালত প্রধান। ৩০ জন রাজপুরুষ দ্বারা এখানকার ফৌজদারী বিচারাদি সম্পন্ন হয়। রাজস্ব আদায় ২৬৬৫৪০০৲। জেলার মধ্যে মিউনিসিপালিটী হইয়াছে।

এখানকার জল বায়ু কি দেশীয় কি য়ুরোপীয় সকলকার পক্ষে অতি উপযোগী। কোন কোন য়ুরোপীয় বলেন যে, বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে এমন জায়গা আর নাই। অগ্রহায়ণ পৌষে অতিশয় শিশির পড়ে। মাঘের শেষ হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম হয়, তৎপরে বর্ষা আরম্ভ। বর্ষাকালে প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতে থাকে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ব্বদিক্ হইতে খুব জোরে বাতাস বহে, অন্য সময় পশ্চিম, দক্ষিণপশ্চিম বা দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে বাতাস বয়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এখানকার উষ্ণতা ৯৩° (F), বর্ষার সময় ৮৩° এবং শীতকালে ৮৪°। বর্ষে গড়পড়তা প্রায় ৩৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। কেবল হুবলি উপবিভাগে অনেক কম, ২৫ ইঞ্চির বেশী নয়।

এখানে প্রায় নয়লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেরাড়, লিঙ্গায়ত, জঙ্গম, তেলি, সোণার, মেস্ত্রী, চমার, শিম্পি, ধোবী, হজ্জাম (নাপিত), কুনবী, কোলি, কোষ্টী, কুম্ভার, লোহার, মালি, মাঙ, মহার, ধাঙ্গড়, পঞ্চমশালী, সুতার ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বঞ্জার, লম্বনী, গোল্লার, অস্তবিচক্রিয় প্রভৃতি কতিপয় অস্থায়ী ভ্রমণশীল জাতি দেখা যায়। মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে পাঠান, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতির বাস। এখানে তিনটী খৃষ্টীয় সমাজ আছে, প্রথমটী বাসিল-জর্ম্মণ মিসনের অধীন, দ্বিতীয়টী বোম্বাইএর রোমান কাথলিক বিশপের অধীন এবং অপরটি গোয়ার আর্চ-বিশপের অধীন। এখানকার দেশীয় খৃষ্টানেরা ঐ তিনটীর কোনটীর মত মানিয়া চলে। তবে ইহাদের অবস্থা ভাল নহে।

এখানে কণাড়ী ভাষা প্রচলিত, তবে কাণাড়ার মত এখানকার চলিত ভাষা তেমন খাঁটি নহে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে

মরাঠী ভাষা অনেকেই বুঝিতে পারে। হিন্দুস্থানী অতি অল্প লোকেই বুঝে।

মেলা।—প্রতিবর্ষে এই জেলায় তিনটী মেলা হয়। একটী বঙ্কাপুর উপবিভাগের অন্তর্গত হুলগূর গ্রামে মাঘ মাসে একজন মুসলমান পীরের স্মরণার্থ, এই মেলায় প্রায় তিন হাজার যাত্রী হয়। ফাল্গুন মাসে নবলগুন্দ উপবিভাগের অধীন যমনুর নামক স্থানে একজন মুসলমান ফকিরের স্মরণার্থ, এখানে প্রায় ২৬ হাজার যাত্রী হয়। ৩য়টী আশ্বিন মাসে, রাণিবেন্নূর উপবিভাগের অধীন গুড়গুদ্দাপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ দেবতা মলহার মার্ত্তণ্ড স্বামীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, এ সময়ও প্রায় ৯ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। এ ছাড়া ছোট খাট মেলা অনেক হয়।

এখানকার গ্রামবাসীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—এক দল গবর্মেণ্ট-সংক্রান্ত ও অপর দল নিজ গ্রামস্থ। গবর্মেণ্ট-সংক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে ১ম পাটেল (গ্রামের মণ্ডল), কুলকর্ণি, শেটসন্দি (Policeman) ও তলয়ার, বড়্কী, মহার প্রভৃতি পাইক ও চাকর। গ্রামস্থ লোকের মধ্যে ১ম জোষী (জ্যোতিষী), তৎপরে জঙ্গম বা আয়া, সুতার, লোহার, কুম্ভার, সোণার, হজাম (নাপিত), বৈদ্য (চিকিৎসক), ধোর (চর্ম্মকার), মঠপতি (গোয়ালা) ও মহার (মেহ্তর) আছে। হিন্দুসমাজে পূজাদির জন্য ব্রাহ্মণ পূজারি ও মুসলমান সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য কাজি ও মোল্লা আছে। ক্ষুদ্র গ্রামে অর্থাৎ যেখানে অতি অল্প লোকের বাস, তথায় প্রায় জোষী, সোণার, বৈদ্য ও হজাম থাকে না। হাঙ্গল, করজগি ও কোড় উপবিভাগে নীর-মনেগার নামে এক নিম্নশ্রেণীর লোক আছে, ইহারা কূপতড়াগাদি খননকার্য্য করিয়া বেড়ায়।

ধারবায়ের অনেক জমি গবর্মেণ্টের খাসে আছে, তাহাকে খালসা জমি কহে। প্রজারা গবর্মেণ্ট হইতে এই জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

এখানকার 'রেগার' বা তুলার জমিই অধিক মূল্যবান্। বর্ষে এখানে দুইবার ফসল হয়, প্রথমে খরীফ, তৎপরে রবি। খরীফ শস্য আষাঢ়ে বোনে, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে পাকে। কার্পাস ছাড়া অন্য রবিফসল আশ্বিনে বোনে এবং মাঘ ফাল্গুনে কাটে। শ্রাবণমাসে কার্পাস বোনে এবং ফাল্গুন কি চৈত্রে তোলে।

এই জেলায় ১৪টী প্রধান নগর—১ ধারবার, ২ হুবলি, ৩ রাণিবেন্নূর, ৪ গড়গ, ৫ নরগুন্দ, ৬ নবলগুন্দ, ৭ মূলগুন্দ, ৮ শাহজনর বা বঙ্কাপুর, ৯ হাবেরি, ১০ নরেগল, ১১ হাঙ্গল, ১২ কুর্ত্তকোটী, ১৩ ব্যাড়গি, ১৪ মুন্দরগি।

ইতিহাস।—পূর্ব্বকালে এখানকার বাদামী নামক স্থানে চালুক্যরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়া তাঁহাদের অধীনে নানা স্থানে গঙ্গ, রট্ট, সেন্দ্রক প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সময়ে সময়ে এই স্থান রাষ্ট্রকূটরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই জেলায় নানা স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি তাম্রফলকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এখানকার প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অনেকটা পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণের অভ্যুদয়কালে এই স্থান বিজয়নগরের সামীল হইয়াছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে, তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর-রাজগণের গৌরবরবি অস্তমিত হইলে ধারবার জেলা বিজাপুরের মুসলমান অধিপের শাসনাধীন হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর অধীন মরাঠাগণ এই জেলা লুটতরাজ করিয়াছিল। এই সময় হইতে প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রথমে সাতারার মরাঠারাজের এবং পরে পুণার পেশবার অধিকারে ছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী ধারবার অধিকার করেন। কিন্তু পাঁচবর্ষ না যাইতে যাইতে বৃটীশ সৈন্যের সহযোগে মহারাষ্ট্রগণ আবার ধারবারদুর্গ ও ধারবার নগর অধিকার করেন। তৎপরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রগণের সুশাসনে এই জেলা শান্তিসুখ ভোগ করিয়াছিল। ঐ বর্ষে পেশবার অধঃপতন ঘটিলে এই জেলা বৃটীশ-রাজের অধীন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সামিল হইল।

ধারবারে প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন যথেষ্ট আছে। পত্তড়কলের পাপনাথের মন্দির প্রাচীন হিন্দুশিল্পের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই জেলার বাদামী নামক স্থানে প্রতীচ্য চালুক্যরাজগণের আদি রাজধানী ছিল। [চালুক্য দেখ।] এই বাদামীতেও অনেক প্রত্নকীর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এখানে পাহাড় কাটিয়া যে সকল হিন্দুদেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়*। ধারবারের একটী দীপদানের চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। উড়িষ্যাও এইরূপ দীপদণ্ডী আছে, কিন্তু এত উচ্চ বৃহৎ স্তম্ভাকার প্রস্তরের স্বতন্ত্র দীপদান আর কোথাও নাই। এই দীপদণ্ডী উৎকৃষ্ট প্রস্তরে নির্ম্মিত, ইহার উপরে আলো জ্বালিয়া দিলে বহুদূর

* Architectural History of Dharwar and Mysore, 1866; Dr. Burgess' Report on the Belgam and Kaladgi Districts 1874; and Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture, p. 457—453.

দেশ হইতেও দেখা যায়। পূর্ব্বে অনেক সাধুচেতা এই দীপদানের আলো দেখিয়া পরে আহার করিতেন।
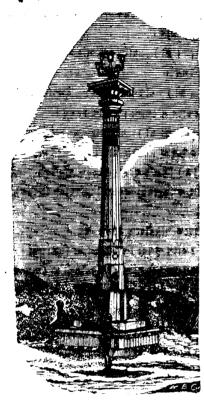
ধারবারের দীপদান।

২ ধারবার জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩´ ২০´´ পূঃ। সহরতলী লইয়া মোট ভূপরিমাণ ৩ বর্গমাইল। নতোন্নত জমির উপর এথানকার দুর্গটী অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সর্ব্বশেষ শাখা এই নগরের পশ্চিম দিক্ দিয়া গিয়াছে। নগর ও দুর্গের চারিদিকে উচ্চ ভূমি ও বৃক্ষাদি থাকায় পূর্ব্বদিক্ হইতে কিছুমাত্র দেখা যায় না। সর্ব্বোচ্চ ভূভাগে এথানকার কালেক্টরের কাছারী আছে, এই কাছারী হইতে সমস্ত সহর ও সহরতলী দেখা যায়। কাছারীর নিম্নে উলবি-বসাপার এক সুন্দর মন্দির আছে, তাহার কিছু দূরে মাইলারগুড় পাহাড়, পূর্ব্বে এই গিরিই ধারবার দুর্গের সিংহদ্বার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। দুর্গের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রায় ১ ক্রোশ জুড়িয়া ছাউনি আছে।

কতদিন হইল ধারবার নগর ও দুর্গ নির্ম্মিত হয়, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় সোমেশ্বর-মন্দিরে কোটেশ্বরের উৎপত্তি-বিষয়ক স্থলপুরাণ আছে, তাহাতেও ধারবারের কোন উল্লেখ নাই। প্রবাদ এইরূপ, আনগুণ্ডিরাজ রামরাজের অধীনে তাঁহার বনবিভাগ-রক্ষণের জন্য ধারররাও নামে এক কর্ম্মচারী ছিলেন; ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তিনিই এথানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল সম্রাট্ এই দুর্গ আক্রমণ করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র বীরগণ এই দুর্গ দখল করিয়া লন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলীর করায়ত্ত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক পরশুরাম ভাও মরাঠা ও কতিপয় বৃটীশ সেনা লইয়া পুনরায় ধারবার অধিকার করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার অধিকার ভুক্ত সমুদয় জনপদের সহিত ধাররারও বৃটীশ শাসনাধীন হইল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এথানকার ব্রাহ্মণ ও লিঙ্গায়তগণের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল; তাহাতে উভয় পক্ষে অনেক লোক নিহত হয়। শেষে বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই গোলমাল থামাইয়া ফেলেন।

ধারবার দুর্গটী সুকৌশলে নির্ম্মিত ও সুদৃঢ়। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বাবধি এই দুর্গের অবস্থা বেশ ছিল, তৎপরে ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এথন ভগ্নাবস্থা।

সহর ৭টী মহলে বিভক্ত। এথানে উচ্চ দ্বিতল বাড়ী বেশী নাই। সহরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাইলারগুড় পাহাড়ের উপর একটী জৈন-ধরণের সুন্দর ও প্রাচীন পূর্ব্বদ্বারী দেবমন্দির আছে। এই মন্দিরের সমুদয় অংশই কড়িবরগা পর্য্যন্ত পাথরে নির্ম্মিত ও মনোহর শিল্পকার্য্যসংযুক্ত। মন্দিরের একটী বৃহৎ স্তম্ভে পারস্য ভাষায় খোদিত লিপিও আছে। তৎপাঠে জানা যায়,—এই দেবমন্দিরটী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে।

এথানে ব্রাহ্মণ ও লিঙ্গায়তেরাই প্রধান। বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই উকীল, জমিদার অথবা সৌকার (অর্থাৎ মহাজন)। লিঙ্গায়তরা সকলেই প্রায় কারবারী, ইহারা কার্পাস, বড় বড় কাঠ ও শস্যাদির ব্যবসা একরূপ একচেটিয়া করিয়াছে। দুই একজন মুসলমান ধনীও আছে। অল্পদিন হইল কএক জন পার্শী ও মাড়বারী আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা প্রধানতঃ বিলাতী জিনিষের ব্যবসা করিয়া থাকে।

এথন আর ধারবারে কোন দেশীয় শিল্পজাত নাই। তবে এথানকার কারাগারে যে কার্পেট, সতরঞ্চ ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহা মন্দ নয়।

এথানে পূর্ব্বে বড়ই জলের অসুবিধা ছিল। যে সকল কূপ আছে, তাহার জল লবণাক্ত। তবে মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্ত হওয়া পর্য্যন্ত এথন আর পানীয়ের অভাব নাই। দুইটী বৃহৎ জলাশয় হইতে নগরে জল সরবরাহ হয়।

ধারোষ্ণ (ক্লী) ধারয়াবাং দোহনপ্রপাতে উষ্ণং। দোহন জন্য উষ্ণধারে পতিত দুগ্ধ। এই ধারোষ্ণ দুগ্ধ অতিশয় উপকারী।

"ধারোষ্ণমমৃতং পয়ো ভ্রমহরং নিদ্রাকরং কান্তিদং।
বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিবর্দ্ধনমতিস্বাদু ত্রিদোষাপহং॥" (রাজনি°)

ইহা অমৃত সদৃশ, ভ্রমহর, নিদ্রাকারক, কান্তিপ্রদ, বলকর, বৃংহণ, অগ্নিবর্দ্ধক, অতিস্বাদু ও ত্রিদোষনাশক। গোদুগ্ধই ধারোষ্ণ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মাহিষ দুগ্ধ ধারোষ্ণ উপকারক নহে, ধারাশীতই শ্রেষ্ঠ।

"ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষং।" (ভাবপ্র°)

ধার্ত্তরাজ্ঞ (পুং স্ত্রী) ধৃতরাজ্ঞো ঽপত্যং অণ্ উপধালোপঃ। ধৃতরাজের অপত্য।

ধার্ত্তরাষ্ট্র (পুং স্ত্রী) ১ ধৃতরাষ্ট্রের অপত্য দুর্য্যোধনাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দুঃশলা।

(পুং) ৩ ধৃতরাষ্ট্রসর্পবংশোদ্ভব নাগভেদ। ধৃতরাষ্ট্রে সুরাষ্ট্রদেশে ভবঃ অণ্। ৪ কৃষ্ণবর্ণচঞ্চুচরণযুক্ত হংস, গেঁড়িহাস।

"সংপক্কা মধুরগিরঃ প্রসাধিতাশা মদোদ্ধতারম্ভাঃ।
নিপতন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ কালবশান্মেদিনীপৃষ্ঠে॥"
(বেণীসংহার ১ অঙ্ক)

ধার্ত্তরাষ্ট্রপদী (স্ত্রী) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পাদ ইব পাদো মূলং যস্যাঃ ঙীষ্, ততোপভাবঃ। হংসপদীলতা।

ধার্ত্তরাষ্ট্রি (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের অপত্য।

ধার্ত্তেয় (পুং স্ত্রী) ধৃতায়াঃ অপত্যং ঢক্। ধৃতার অপত্য।

ধার্ম্ম (ত্রি) ধর্ম্মস্যেদং অণ্। ১ ধর্ম্মসম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রাচুর্য্যে অণ্। ২ ধর্ম্মময়।

"যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্ম্মস্তেজোময়োমৃতময়ঃ পুরুষঃ।"
(শতপথ ব্রা° ১৪।৫।৫।১১)

ধার্ম্মপত (ত্রি) ধর্ম্মপতেরপত্যাদি অশ্বপত্যাদিত্বাদণ্। ১ ধর্ম্মপতি সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ধার্ম্মপত্তন (ত্রি) তত্র ভবঃ অণ্। ১ ধর্ম্মপত্তনভব। ২ কীলক।

ধার্ম্মায়ণ (পুং স্ত্রী) ধর্ম্মস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। ধর্ম্মের গোত্রাপত্য। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

ধার্ম্মিক (ত্রি) ধর্ম্মং চরতীতি ঠক্। (ধর্ম্মং চরতি। পা ৪।৪।৪) যদ্বা ধর্ম্মমধীতে বেদ বা ঠক্। ১ ধর্ম্মশীল। ধর্ম্মসেবক।

"বিভাগশীলো যো নিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ।
দেবতা তিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ স তু ধার্ম্মিকঃ॥" (দক্ষ)

যিনি বিভাগশীল, সর্ব্বদা ক্ষমাযুক্ত, দয়াপ্রবণ, দেবতা ও অতিথিভক্ত, এইরূপ যে গৃহস্থ, তিনি ধার্ম্মিকপদবাচ্য। যে সকল লোক ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, তাহাদিগকে ধার্ম্মিক কহে। ধর্ম্মশব্দে ধর্ম্মের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম লক্ষণোক্ত ধর্ম্মাচরণকারীই ধার্ম্মিক।

ধার্ম্মিকতা (স্ত্রী) ধার্ম্মিকস্য ভাবঃ তল্, ততো টাপ্। ধার্ম্মিকের ভাব।

ধার্ম্মিক্য (ক্লী) ধার্ম্মিকপুরোহিতাদিত্বাৎ ভাবে যক্। ধর্ম্মানুশীলন।

ধার্ম্মিণ (ক্লী) ধর্ম্মিণাং সমূহঃ। 'ইনণ্যনপত্যে' ইতি ইনঃ প্রকৃতিভাবে ন লোপঃ। ধার্ম্মিকসমূহ।

ধার্ম্মিণেয় (পুং স্ত্রী) ধর্ম্মিণ্যাঃ অপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্। ধর্ম্মিণীর অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ধার্য্য (ত্রি) ধ্রিয়তে ইতি ধৃ-ণ্যৎ। ধারণীয়।

"ধার্য্যঃ কথঙ্কারমহং ভবত্যা বিয়দ্বিহারী বসুধৈকগত্যা।"
(নৈষধ)

ধ্রিয়তে পরিধীয়তে ইতি। বস্ত্র।

"বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতামহঃ।
অসম্বার্য্যং ধৃতবতী পুত্রো বেদমিবাসতী॥" (ভাগবত ৯।১৮।১৪)

ধার্য্যত্ব (ক্লী) ধার্য্যস্য ভাবঃ ধার্য্য-ত্ব। ধার্য্যের ভাব।

ধার্ষ্ট (ত্রি) ধৃষ্ট-অণ্। ধৃষ্টের ভাব।

ধার্ষ্টদ্যুম্ন (পুং) ধৃষ্টদ্যুম্নের অপত্য।

ধার্ষ্ট্য (ক্লী) ধৃষ্টস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ষ্যঞ্। প্রাগল্ভতা, নির্লজ্জত্ব।

"ধার্ষ্ট্যমেতত্তয়োর্বিপ্র মত্তো যত্ করগ্রহঃ।
অহো ধার্ষ্ট্যমহো ধার্ষ্ট্যং তয়োঃ ক্ষত্রিয়বীরয়োঃ॥"
(হরিবংশ ৩০৬ অ°)

ধার্ষ্ণক (ক্লী) ধৃষ্ণু নৃপতির পুত্রভেদ।

"ধৃষ্ণোস্তু ধার্ষ্ণকং ক্ষত্রং রণে ধৃষ্টং বভূব হ।" (হরিব° ১০অ°)

ধাবক (ত্রি) ধাবতি শীঘ্রং গচ্ছতি ধাব-ণ্বুল্। ১ ধাবনকর্ত্তা, শীঘ্রগমনকর্ত্তা। ধাবতি বস্ত্রাদিকং মার্ষ্টি ধাব-ণ্বুল্। ২ বস্ত্রাদি প্রক্ষালক, রজক, ধোবী।

ধাবক, সংস্কৃত অলঙ্কার ও নাটকে এই নামটী চলিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতবিৎ বহু পণ্ডিতেরই বিশ্বাস, ধাবক একজন আলঙ্কারিক ছিলেন। সাহিত্যসার প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে ধাবকের নাম পাওয়া যায়। সাহিত্যসারে লিখিত আছে— ধাবক অতি দরিদ্র ছিলেন, তিনি মন্ত্রসিদ্ধিগুণে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া ১০০ সর্গে 'নৈষধ চরিত' রচনা করেন ও তজ্জন্য হর্ষরাজের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ নিষ্কর জমি লাভ করেন। কাব্যপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্।"

অর্থাৎ শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবকাদির ন্যায় ধনপ্রাপ্তি।

কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—

"প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।"

অর্থাৎ প্রথিতযশা ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের গ্রন্থ কি বহুমান পাইতে পারে?

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে কাব্যপ্রকাশ ও কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র রচিত হইবার পূর্ব্বে ধাবক নামে একজন কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে, এই ধাবক কবিই শ্রীহর্ষের নাম দিয়া নাগানন্দ নাটক ও রত্নাবলী নাটিকা রচনা করেন।

অধ্যাপক বুহলার প্রভৃতি ধাবক নামটী উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। বুহলার বলেন, "কাশ্মীর হইতে সারদা অক্ষরে লিখিত যে কাব্যপ্রকাশের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধাবক স্থানে 'বাণ' পাঠ দৃষ্ট হয়। সারদাক্ষরের ধাবক ও বাণ শব্দ সহজেই এক বলিয়া বোধ হয়।"* অধ্যাপক মোক্ষমূলরের বিশ্বাস এইরূপে নাগানন্দও বাণের পরিবর্ত্তে ধাবকের নামে প্রযুক্ত হইয়াছে †।

কিন্তু আমরা এই নামটী এককালে উড়াইয়া দিতে পারি না। যখন অধিকাংশ প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ এই ধাবকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; মাহেশ্বর, নাগেশভট্ট, বৈদ্যনাথ, জয়রাম প্রভৃতি কাব্যপ্রকাশের প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই যখন ধাবক নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এই নামটী বাণের পরিবর্ত্তে যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা ঠিক বোধ হয় না। কালিদাসের গ্রন্থেও যখন এ নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। কিন্তু এই ধাবক শ্রীহর্ষের সময়ে ছিলেন কি না, তৎপক্ষেও সন্দেহ। যদি তিনি শ্রীহর্ষের সমসাময়িক ছিলেন, তবে শ্রীহর্ষের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কালিদাসের গ্রন্থে ধাবকের নাম আসিল কোথা হইতে? হইতে পারে, ধাবক শ্রীহর্ষনামা কোন প্রাচীনতম রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আলঙ্কারিকগণ ধাবকের পরিচয় ও কালিদাসের পরবর্ত্তী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষদেবের বিদ্যোৎসাহিতা ও পণ্ডিতবর্গের আশ্রয়দাতৃত্বের পরিচয় পাইয়া হর্ষের আনুকূল্যে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা ধাবকের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক ধাবক কবি ও আলঙ্কারিক, এ ছাড়া আর কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

* Dr. Bühler in Indian Antiquary, Vol., II. p. 127, and Hall's Vāsavadattā, pref p. 15.

† Max Müller's India, what can it teach us, p. 331.

ধাবন (ক্লী) ধাব ভাবে ল্যুট্। ১ শীঘ্র গমন। ২ প্রক্ষালন। ৩ শুদ্ধি।

"উচ্ছিষ্টং নৈব ভুঞ্জীয়াৎ ন কুর্য্যাৎ পাদধাবনং॥"

(ভারত ৩।৬৫ অ°)

"পাকং গতে ব্রণে বাপি গম্ভীরে সরুজে ইথবা।
সরক্তে শোধনং কার্য্যাং ধাবনন্ত ভিষগ্বরৈঃ॥"

(হারীত চিকিৎসিতস্থান ৩৫ অ°)

ধাবনি (স্ত্রী) ধাব বাহুলকাৎ অনি। ১ পৃশ্নিপর্ণী। পর্য্যায়— পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, গুহা। (ভাবপ্র°) ২ কণ্টকারী। (রাজনি°)

ধাবনিকা (স্ত্রী) ধাবনিরিব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬।) বা স্বার্থে কন্। কণ্টকারিকা। (রত্নমালা)

ধাবনী (স্ত্রী) ধাবনি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ পৃশ্নিপর্ণী। ২ কণ্টকারী। ৩ ধাতকী। (রাজনি°)

ধাসস্ (পুং) ধা-অসুন্ (বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০।) পর্ব্বত। (উজ্জ্বলদত্ত।)

ধাসি (পুং) ধারয়তি প্রাণান্ ধা-অসি। ১ অন্ন।

"সন্তশ্চিত্রা দুহুহে ভূরি ধাসেঃ" (ঋক্ ৩।৫৭।১।)

২ ধারণকারী। ৩ গৃহ, বাস।

ধিক্ (অব্য) ধক নাশনে ধা-ধারণে বা বাহুলকাৎ ডিকন্। ১ অপকার শব্দ দ্বারা ভয়োৎপাদন। ২ নির্ভৎসন। ৩ নিন্দা। ধিক্‌শব্দ নিন্দাবিষয়বাচক হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

"ধিক্ ধিক্ শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা।"

(সাহিত্যদর্পণ।)

ধিক্ শব্দ যে স্থলে নিন্দনীয়পরত্ব হইবে, সেই স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হইয়া প্রথমা বিভক্তি হইবে। যথা—

"ধিঙ্‌মাতা মম কৈকয়ী যয়া পাপমিদং কৃতং।"

(রামা° ২।৮২ অ°)

ধিক্কার (পুং) ধিক্ ইত্যস্য কারঃ করণং। ধিক্। পর্য্যায়— নীকার, অবহেলা, অবমানন, ক্ষেপ, নিকার, অনাদর। (শব্দর°)

"লোকধিকারসন্দিগ্ধং দহিষ্যামঃ স্বতেজসা।"(ভাগ° ৪।১৪।১৩)

ধিক্‌কৃত (ত্রি) ধিক্ কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। নির্ভৎসিত, যাহাকে ধিক্কার করা হইয়াছে। পর্য্যায় অপধ্বস্ত।

"বয়ং কিম্পুরুষাখ্যস্তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্‌কৃতঃ সাধুভিঃ সদা॥" (ভাগ° ৭।৮।৫৩)

তোমাকে ধিক্ এই প্রকার শব্দ যাহার প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকে ধিক্‌কৃত কহে। 'ধিগস্ত্বমিতি কৃতঃ শব্দিতঃ ধিক্‌কৃতঃ' (ভরত) পর্য্যায় অবধীন।

ধিক্‌ক্রিয়া (স্ত্রী) ধিগিত্যুচ্চারণমেব ক্রিয়া। নিন্দা। (হেম)

ধিগ্দণ্ড (পুং) ধিগিতি দণ্ডঃ। নির্ভৎসনরূপ দণ্ড, তিরস্কাররূপ দণ্ড।

"বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাৎ ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরং॥" (মনু)

ধিগ্বণ (পুং) মনুক্ত সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ।

"ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।

আভীরো হম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥" (মনু ১০।১৫)

'শূদ্রেণ বৈশ্যায়ামুৎপন্না আয়োগবী তস্যাং ব্রাহ্মণাদ্ধিগ্বণো জায়তে।' (কল্লূক।)

শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম আয়োগব। ব্রাহ্মণের ঔরসে আয়োগবীর গর্ভে যে জাতি হয়, তাহাকে ধিগ্বণ কহে। এই জাতি চর্ম্মকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বোধ হয়, চর্ম্মকার বা চামার এই ধিগ্বণ জাতির অন্তর্গত।

"ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনং।" (মনু।)

ধিগ্বণদিগের চর্ম্মকার্য্য এবং বেণ জাতির ভাণ্ডবাদনই উপজীবিকা।

ধিত (ত্রি) ধা-ক্ত ছান্দসো ন হিঃ। ১ হিত, নিহিত। ছান্দস প্রয়োগ বলিয়া ধা ধাতুর স্থানে হি আদেশ হইল না।

"শ্রুষ্টীবানং ধিতাবানং" (ঋক্ ৩।২৭।২।) ২ ধৃত।

ধিতি (স্ত্রী) ধি ধৃতৌ ক্তিন্। ধারণ।

ধিপ্সু (ত্রি) দন্ভ—সন্ তত উ। দম্ভ করিতে ইচ্ছুক। বঞ্চনা করিতে অভিলাষী।

"ভূয়স্তং ধিপ্সুমাহূয় রাজপুত্রং দিদণ্ডিষুঃ॥" (ভট্টি)

ধিয়ংজিন্ব (ত্রি) কর্ম্ম বা বুদ্ধির প্রীণয়িতা। (ঋক্ ১।১৮২।১।)

ধিয়সান (ত্রি) ধি ধারণে বেদে বাহুলকাৎ অসানচ্, কিচ্চ। ধারক।

"সমং ন ইন্দ্র ধিয়সানঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।২।)

'ধিয়সানঃ ধারয়ন্' (সায়ণ।)

ধিয়াম্পতি (পুং) ধিয়াং বুদ্ধীনাং পতিঃ অলুক্ সমাসান্তঃ। ১ পূর্ব্বজিন বিশেষ। ইনি মঞ্জুঘোষ নামে খ্যাত। ২ আত্মা। ৩ বৃহস্পতি। (ত্রিকা°)

ধিয়ায়ৎ (ত্রি) ই কান্তৌ শতৃ যন্ অলুক্ সমাসঃ। কর্ম্মাভিলাষী, কর্ম্ম-ইচ্ছুক।

"এষ পুত্র ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে।" (ঋক্ ৯।১৬।১২।)

'ধিয়ায়তে কর্ম্মণ ইচ্ছতে দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়ায়াঃ ছান্দসো-হলুক্' (সায়ণ।)

ধিয়ায়ু (ত্রি) ধি ধারণে ধীয়তে জায়তে অনয়া ধি-বাহুলকাৎ করণে ক, ধিয়া তাং প্রজ্ঞামাত্মনঃ ইচ্ছতি ক্যচ্, ততঃ ছান্দস উ। আপনার প্রজ্ঞাকামনীক।

"বিপ্রাসো বা ধিয়ায়বঃ" (ঋক্ ১।৮।৬।)

ধিয়াবসু (ত্রি) ধিয়া কর্ম্মণা বসু যস্মাৎ বেদে অলুক্ সমাসঃ। কর্ম্ম দ্বারা বসু নিমিত্ত দেবভেদ। সরস্বতী স্বরূপ দেবতাই ধিয়াবসু।

"যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসু" (ঋক্ ১।৩।১০)

'কর্ম্মহেতুধননিমিত্তভূতায়া বাগ্দেবতায়া শুখাবিধং ধননিমিত্তত্বং বাগ্বৈ ধিয়াবসুঃ শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতং' (সায়ণ)

ধিষণ (পুং) ধৃষ্ণোতি প্রাগল্ভং দদাতি ধৃষ-ক্যু (ধৃষে ধিষ চ সংজ্ঞায়াং। উণ্ ২।৮২।) বৃহস্পতি।

ধিষণা (স্ত্রি) ধৃষ্ণোত্যনয়া ধৃষ-ক্যু ধিষাদেশশ্চ। ১ বুদ্ধি। ২ স্তুতি।

"তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহত্তব শুষ্ম মুত ক্রতুং বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যং" (ঋক্ ৮।১৫।৭।) 'ধিষণা স্তুতি' (সায়ণ)।

৩ বাক্। (ঋক্ ৩।৪৯।৪।)

৪ প্রস্তর। (ঋক্ ৯।৫৯।২।)

৫ ধারয়িত্রী। ৬ দ্যাবাপৃথিবী, এই অর্থে দ্বিবচনান্ত।

"যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্বতষ্টং ঘনং বৃত্রাণাং জনয়ন্ত দেবাঃ" (ঋক্ ৩।৪৯।১।)

'ধিষণে দেবমনুষ্যাদীনাং ধারয়িত্র্যৌ। যদ্বা প্রগল্ভে সমর্থে স্বাশ্রিতান্ রক্ষিতমিতি ধিষণে দ্যাবাপৃথিব্যৌ' (সায়ণ।)

৭ পৃথিবী। ৮ স্থান। ৯ হবির্দ্ধানের পত্নী।

"হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণা জনয়ৎ সুতান্।

প্রাচীনবর্হিষং সাঙ্গং যমং শুক্রং বলং শুভং॥" (মাৎস্য ৪।৪৫।)

ধিষণাধিপ (পুং) ধিষণায়াঃ অধিপঃ ৬তৎ। ১ বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য।

ধিষণ্য, ধিষবণামিচ্ছতি ক্যচ্ ছান্দসদীর্ঘাভাবে হলোপঃ আপনার স্তুতি ইচ্ছুক। অক° পরস্মৈ, সেট্। লট্ ধিষণ্যতি, লুঙ্ অধিষণ্যীৎ।

ধিষ্ট্য (ক্লী) ধিষ্ণ্য নিপাতনাৎ ণস্য টঃ। ১ স্থান। ২ গৃহ। ৩ নক্ষত্র। ৪ অগ্নি। (অমর।) ৫ শক্তি (মেদিনী।) (পুং) ধৃষ্ণোতি প্রগল্ভো ভবতি ধৃষ-ণ্য নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অগ্নি। ২ শুক্রাচার্য্য।

ধিষ্ণ্য (ক্লী) ধৃষ্ণোতি প্রগল্ভো ভবতীতি ধৃষ—ণ্য (সানসিবর্ণসিপর্ণসীতি। উণ্ ৪।১০৭) নিপাতনাৎ ঋকারস্য চ ইকারঃ। ১ স্থান।

"দৌর্য়ক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।

তদ্ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্য মাপো২স্য তালু রস এব জিহ্বা॥"

(ভাগবত ২।১।৩০।)

'পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যং ব্রহ্মপদং' (শ্রীধরস্বামী।)

২ গৃহ। (ভারত ১৩।৩।১০।) ৩ নক্ষত্র। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত- ১১।২১।) ৪ অগ্নি। (অথর্ব্ববেদ ২।৩৫।১।) ৫ শক্তি। ৬ উল্কাভেদ। (বৃহৎসংহিতা ৩৩।১।) ৭ প্রাণাভিমানী দেব।

"অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাস্যচ্ছা দেবাঁ উচিষে ধিষ্ণ্যা যে" (ঋক্ ৩।২২।৩)

'ধিষ্ণ্যাঃ প্রাণাভিমানিনো দেবাঃ' (সায়ণ)

৮ স্থানার্হ। ৯ স্তুত্য, স্তুতির যোগ্য।

ধী (স্ত্রী) ধ্যৈ চিন্তনে ক্বিপ্ ততোসম্প্রসারণং। ১ বুদ্ধি জ্ঞান।

"প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্ত্তসে।" (কুমারস°)

২ মানসবৃত্তিভেদ।

"তত্রাত্মানং ধিয়া নশ্যেদাভাসাত্তু ঘটঃ" (বেদান্ত)

নৈয়ায়িকদিগের মতে ইহা আত্মবৃত্তি, অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম।

"বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥" (ভাষাপরি°)

বৈদান্তিকগণ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা মনোবৃত্তি বলিয়া থাকেন এবং শ্রুতিপ্রমাণ দিয়া থাকেন।

"কামঃ সংকল্পঃ বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা হশ্রদ্ধা ধৃতি রধৃতি হ্রীর্ধী র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।" (শ্রুতি।)

[বিশেষ বিবরণ বুদ্ধি দেখ।] ৩ মনঃ। ৪ কর্ম্ম।

"উধঃ স ধিয়া মুদঞ্চনঃ" (ঋক্ ৫।১১।১৬।) 'ধিয়াং কর্ম্মণাং' (সায়ণ)

ধীগুণ (পুং) ধিয়াঃ গুণঃ ৬তৎ। বুদ্ধির গুণ, কামন্দকী বর্ণিত বুদ্ধির অষ্টগুণ।

"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহাপোহার্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ॥" (কামন্দকী)

শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহার্থ, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই ৮টী ধীগুণ অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্ম্ম।

ধীত (ত্রি) ধে-ক্ত। ১ পীত। ধী-ক্ত, ধীন। ধী-ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিলে লৌকিক স্থলে ধীন, এবং বৈদিক প্রয়োগ ধীত হইবে। ২ অনাদৃত। ৩ আরাধিত।

ধীতি (স্ত্রী) ধে-ক্তিন্। ১ পান। ২ পিপাসা। ৩ অনাদর। ৪ আরাধনা। ৫ অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু) "তমীং হিম্বন্তি দশ ত্রিশঃ" (ঋক্ ১।১৪৪।৫) 'ধীতয়ো দশসংখ্যাকাঃ অঙ্গুলয়ঃ' (সায়ণ)।

ধীদা (স্ত্রী) ধিয়ং দদাতীতি দা-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কন্যা। ২ মনীষা। (ত্রি) ৩ বুদ্ধিদায়ক।

ধীন্দ্রিয় (ক্লী) ধীজনকং ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, নেত্র, শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ। (অমর ১।৫।৮)

ধীমৎ (পুং) ধীঃ বিদ্যতে হস্য, অস্ত্যর্থে ধী-মতুপ্। ১ বৃহস্পতি। (ত্রি) ২ পণ্ডিত, বুদ্ধিযুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

"তত্র কর্ম্ম বিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ॥" (মনু ১।১০২।)

২ নরপুত্র বিরাজের পুত্র (বিষ্ণুপু° ২।৩৯)। ৩ উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্র। (ভারত ১।৭৫।২৪।)

ধীমতি (স্ত্রী) ধীমৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বুদ্ধিমতী।

ধীমাল (ধেমাল বা মৌলিক) দার্জ্জিলিং ও নেপালের তরাইবাসী এক জাতি। কেহ কেহ ইহাদিগকে লোহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। কাহারও বিশ্বাস ইহারা কোচজাতিরই একশাখা। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সবই প্রায় কোচজাতির মত। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের কাহারও অবস্থা ভাল হইলেই সে রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। এইরূপ পদলাভ করিবার সময় অনেক খরচ করিতে হয়। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

এই জাতির সংখ্যা ক্রমশই বিলুপ্ত হইতেছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে হজসন্ সাহেব এই জাতির সংখ্যা ১৫০০০ নির্ণয় করেন, তৎপরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় ৮৭৩ এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ৬৬২ দেখা যায়। এরূপ সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ আর কিছুই নহে, ধীমাল এই নামে পরিচয়-গোপন ও জাত্যন্তরপরিগ্রহ। জাতির মধ্যে এখন আর কেহ আপনাকে 'ধীমাল' বলিয়া পরিচয় দেয় না, মৌলিক বলিয়া পরিচয় দেয়। কেবল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বিদেশীয়েরাই ধীমাল নামে অভিহিত করে।

লিম্বুজাতির মধ্যে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে—কোচ, ধীমাল ও মেচ এই জাতির আদিপুরুষেরা তিন ভাই স্বর্গ হইতে কাশীধামে অবতরণ করেন। এখান হইতে তাহারা তিন জনে উত্তরাভিমুখে যাইতে যাইতে 'খচর' (খশ?) দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। (ব্রহ্মপুত্র ও কৌশিকী নদীর অন্তর্বর্ত্তী ভূভাগ খচর দেশ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।) কনিষ্ঠ সহোদর এখানেই রহিয়া গেল। তাহা হইতেই কালক্রমে কোচ, ধীমাল ও মেচ এই তিন জাতির উৎপত্তি হইল। আর দুই ভাই সমুচ্চ গিরিপ্রদেশে গমন করিল, এই দুই ভাই হইতে নেপালের খম্বু ও লিম্বুজাতির জন্ম হইল। আবার কেহ বলেন, কোন নেপালী সামাজিক নিয়ম রক্ষা না করায় দেশ হইতে তাড়িত হইয়া খচর দেশে চলিয়া আসে এবং এখানকার রমণীকে বিবাহ করে, তাহা হইতেই মেচ ও ধীমাল জাতির উৎপত্তি। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ধীমালেরা কোচ বা মেচের সহিত কোন সংস্রব স্বীকার করে না।

ধীমালেরা প্রধানতঃ ৩টী শ্রেণীতে বিভক্ত—অগিয়া, দাঙ্গেয়

ও চুজিয়া। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইবার পক্ষে বিশেষ বাঁধা বাঁধি নাই। তবে অম্বিয়ারাই আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, এই জন্য স্বশ্রেণী মধ্যেই বিবাহ করে। তবে এখন ইহারাও পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ ও মাতৃপক্ষে তিন পুরুষ সম্বন্ধ বাদে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। এ ছাড়া চোঙ্গা, দৌবা, কৌবা ও রাঙ্গা এই চারি ঘর আছে। স্বঘরে কেহ বিবাহ করিতে পারে না।

ইহাদের বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। তবে ইহাদের মধ্যে দুই এক জন সঙ্গতিপন্ন লোক বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেছে। অধিকাংশস্থলেই পুরুষের ১৬ হইতে ২০ বর্ষের মধ্যে এবং মেয়ের ১২ হইতে ১৬ বর্ষের মধ্যে বিবাহ হয়। যুবকগণ প্রায় আপনাদের বিবাহের সম্বন্ধ আপনারাই করিয়া লয়। বিবাহের পূর্ব্বে সহবাস করিবারও বাধা নাই। যে কন্যার উপর ভালবাসা জন্মে, তাহাকে লইয়া প্রণয়ী প্রায় পলাইয়া আসে। তখন উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষীয়েরা বিবাহের বন্দোবস্ত করে। অনেক স্থলেই কন্যা ভাবীপতির গৃহে গিয়া তাহার সহিত বসবাস করে। বিবাহের সময় বরকে পণ দিতে হয়। পণ দিবার একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কন্যা যদি শ্বশুরগৃহে গিয়া ভাল কাজ কর্ম্ম দেখাইতে পারে ও সকলের চক্ষে ভাল লাগে, তাহা হইলে বিবাহের সময় তাহার পিতা বেশী পণ পাইয়া থাকে। আর যদি কন্যা গৃহকার্য্যে উপযুক্ত না হয় ও বরের ভাল না লাগে, তবে কিছুদিন সহবাসের পরও আবার তাহাকে পিতৃগৃহে চলিয়া আসিতে হয়। সে অপর একজনকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু সে বিবাহ বিধবাবিবাহের মত সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পূর্ব্বে অনেক নারী বহুদিন স্বামীর গৃহে বাস করে। তাহাতে সে সমাজে নিন্দনীয় হয় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যে স্বামীর সহিত সহবাস করিবার দুই চারিবর্ষ পরে উভয়পক্ষে সঙ্গতি ও সুবিধা বুঝিয়া তবে বৈবাহিক অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন হয়। এরূপ স্থলে যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন সেই কন্যার হাতের জলশুদ্ধ হয় না। এরূপ রমণীর কোন সামাজিক ভোজাদিতে অন্নস্পর্শ করিবার অধিকার নাই। বিবাহের পর সে সকল অধিকার পায়। ৬০।৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে বিবাহের তেমন একটা বাঁধা বাঁধি ছিল না। এখন ইহারা উচ্চ হিন্দু প্রথার অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বিবাহাদি সমাধা করে। সপ্তপদীগমন ও সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। নাপিতে ক্ষৌর করে ও স্বজাতীয় একজন গুরু আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। একটু সমারোহব্যাপারে বর্ণব্রাহ্মণ আসিয়াও পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকে। বিবাহান্তে আত্মীয় কুটুম্বেরা দম্পতির মাথায় ধান, দুর্ব্বা ও চন্দন নিক্ষেপ করে।

বিধবারা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু এ বিবাহ পিতৃগৃহে হওয়া কর্ত্তব্য। বিধবাবিবাহেও প্রথম বিবাহের নিষেধাদি পালন করিতে হয়। যদি কোন পুরুষ কোন রমণীকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পতিকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিবাহে দত্ত পণের সমস্ত টাকা এবং পঞ্চায়তের নির্দ্দিষ্ট টাকা দণ্ড দিতে হয়।

ইহারা পঞ্চায়তের অনুশাসন মানিয়া চলে। প্রথমে পুত্রগণ সমভাগে পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে সহোদর, সহোদরের পর পত্নী, তাহার পর কন্যা সম্পত্তির অধিকারী হয়।

পূর্ব্বে ইহারা পার্ব্বতীয় বন দেবতার পূজা করিত। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইহাদের অনেক মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর কেহ পূর্ব্ব প্রথা মানিতে প্রস্তুত নহে। এখন সকলেই গোঁড়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত। এখন বালগোপাল, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শালগ্রাম ও তুলসী ইহাদের প্রধান উপাস্য। দার্জ্জিলিঙ্গের তরায়ে ইহাদের উপাস্য দেবগণের ছোট ছোট মন্দির দেখা যায়। মন্দিরে প্রায় বালগোপাল, তাঁহার দুইপার্শ্বে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। দেবালয়ের সম্মুখে তুলসী-মঞ্চ। গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের মত ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সর্ব্বদা হরিনামের ঝুলি ব্যবহার করে। এ ছাড়া কালী, বিষহরি, মনসা, বুড়া ঠাকুর, মহামায়া প্রভৃতির অর্চ্চনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। হজসন সাহেবের বর্ণনায় জানা যায়, ৪০।৫০ পূর্ব্বে এ সকল কোন কোন দেবতাই ইহাদের উপাস্য বলিয়া গণ্য ছিল না। ইহারা বালগোপালকে ছাওয়ালঠাকুর বলিয়া পূজা করে। দুধ, কলা ও অন্ন দ্বারা গোপাল ও চৈতন্যের পূজা দেয়। আবার কালী ও বিষহরির সম্মুখে ছাগ, মহিষ, কপোত, হংস প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে।

বামন নামে রাজবংশী জাতীয় এক শ্রেণীর লোক ইহাদের পৌরোহিত্য করে। তবে সময়ে সময়ে বর্ণ ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে।

রাজবংশীদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে ধীমালের ঘরে বিবাহ করিতে পারে। এরূপ স্থলে প্রায় তাহার জাতি যায়। রাজবংশীগণ তাহাকে সমাজে লইতে চায় না।

৪০ বর্ষ পূর্ব্বে ধীমালেরা শব গোর দিত। কিন্তু এখন এ প্রথা ছাড়িয়াছে। শবদাহপ্রথাই এখন চলিয়া গিয়াছে।

অগ্নিয়া ধীমালেরাই সমাজের মধ্যে প্রথম শবদাহ করে বলিয়া সম্মানিত। কেহ মরিলে তাহার পুত্রাদি প্রায় দশ দিনে শ্রাদ্ধ করে। কেহ বা ইচ্ছামত ৩ দিনে, ৭ দিনে অথবা ১৩ দিনেই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে ইহারা পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করে।

ইহারা গোমাংস অথবা সর্পাদি আহার করে না, কিন্তু মুরগী, বরাহ, জোঠী ও সকল প্রকার মৎস্য খাইয়া থাকে। রাজবংশীরা ইহাদের জলগ্রহণ করে ও এক হুকায় তামাক খায়, কিন্তু অপর সকল জাতিই ইহাদিগকে অশুচি জ্ঞান করে। এদিকে ধীমালেরাও মেচ, পাহাড়ীয়া অথবা মুসলমানদিগের হাতের জল স্পর্শ করে না। রাজবংশী অথবা অপর যে কোন উচ্চ হিন্দুর ঘরে অন্ন খাইতে আপত্তি নাই।

কৃষি, মৎস্যধারণ ও গোচারণ ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। কেহ কেহ চা-বাগানে কুলির কাজ করে। পূর্ব্বে ইহারা ঝুম-প্রণালীতেই চাষ বাস করিত। কিন্তু এখন অনেকেই লাঙ্গল ধরিয়াছে।

এই জাতি প্রায় এক স্থানে বাস করে না।

ধীর (ক্লী) ধিয়ং রাতীতি রা-ক। ১ কুঙ্কুম। পর্য্যায় ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক, শোণিতাভিধ। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ধীর (পুং) ধিয়ং রাতি দদাতি গৃহ্লাতীতি বা রা-ক। ১ ঋষভৌষধি। ২ বলিরাজ। (শব্দর°)

ধীর (ত্রি) ধিয়ং ঈরয়তীতি ঈর-অণ্ বা রা-ক। ১ ধৈর্য্যান্বিত। অচঞ্চল। ২ স্বৈর। ৩ বলযুক্ত। ৪ পণ্ডিত। ৫ মন্দ। ৬ বিনীত। (পুং) ৭ চিদাভাসদ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরক চিদাত্মা। ৮ মনোহর। "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।" (গীতগোবিন্দ।) ৯ গম্ভীর।

"অবোচদেনং গগনস্পৃশা রঘুঃ
স্বরেণ ধীরেণ নিবর্ত্তয়ন্নিব।" (রঘু)

ধীরগোবিন্দশর্ম্মা, আথর্ব্বণরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।

ধীরতা (স্ত্রী) ধীর-ভাবে তল্। ১ অচাঞ্চল্য। ২ ধৈর্য্য। ৩ পাণ্ডিত্য।

"প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।" (মেঘদূত) ৪ নায়কগুণভেদ।

ধীরত্ব (ক্লী) ধীরস্য ভাবঃ। ধীরতা।

"প্রাগল্ভ্যৌদার্য্যমাধুর্য্যশোভাধীরত্বকান্তয়ঃ।
দীপ্তিশ্চাযত্নজা ভাবহাবহেলাঃ ত্রিয়োঽঙ্গজাঃ॥"(হেম° ৩।১৭২)

ধীরদেব, উ° প° প্রদেশের বালিয়া জেলার একজন বিখ্যাত অধিপতি। ইনি প্রায় ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হলদীগ্রামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুর্গ এখন গঙ্গার গর্ভশায়ী।

ধীরপত্রী (স্ত্রী) ধীরং মনোহরং পত্রং যস্যাঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ধরণীকন্দ। (ত্রি) ২ মনোহর পত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ধীরপ্রশান্ত (পুং) নায়কভেদ।

"সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ।"
(সাহিত্যদ°)

যে স্থলে নায়ক বহু গুণযুক্ত ব্রাহ্মণাদি সেই স্থলে ধীরপ্রশান্ত হইবে। যেরূপ মালতীমাধব গ্রন্থে মাধব ধীরপ্রশান্তনায়ক।

ধীরললিত (পুং) ১ নায়কভেদ।

"নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ।"
(সাহিত্যদ°)

যিনি চিন্তারহিত, মৃদু এবং সর্ব্বদা কলাপরায়ণ, এইরূপ গুণযুক্ত হইলে তাহাকে ধীরললিতনায়ক কহে। রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে বৎসরাজাদি ধীরললিতনায়ক। ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬ করিয়া অক্ষর থাকিবে। ১।৪।৬।১০।১২।১৪।১৬ অক্ষর গুরু এবং অন্যবর্ণ লঘু হইবে।

"সংকথিতা ভরৌ নরনগাশ্চ ধীরললিতা।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ধীরসিংহ, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থবর্ণিত একজন রাজা। চন্দ্রসেনের পুত্র। ইনি গোমতী নদীতীরবর্ত্তী ধরহার নামক গ্রামে রাজত্ব করেন। (৫৬।১১২-১১৯)

২ বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহের পুত্র। যখন মানসিংহ সসৈন্যে বর্দ্ধমানে উপনীত হন, সেই সময় ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। (ক্ষিতীশব°)

ধীরস্কন্ধ (পুং) ধীরঃ অচঞ্চলঃ ভারসহ ইতি যাবৎ স্কন্ধো যস্য। মহিষ। (হেম°)

ধীরহাম্বির, বিষ্ণুপুরের রাজা প্রসিদ্ধ বীরহাম্বিরের পুত্র। ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী, প্রায় সমসাময়িক লোক। ইহার কৃত বহু পদাবলী পাওয়া যায়। ইনি "সারাবলী" নামে একখানি অতি উপাদেয় (ঐতিহাসিক ও ভক্তিবিষয়ক) বৈষ্ণব গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন, এই গ্রন্থে অনেক ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত আছে, ধীরহাম্বিরের রাজ্যে একাদশী দিবসে আট বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক সকলকেই উপবাসী থাকিতে হইত। ঐ দিবসে সকলেই হরিনাম করিতে বাধ্য ছিল, না করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইত।

হরিনাম-প্রচারের জন্য রাজা রাজ্যমধ্যে, আর একটী ব্যবস্থা করেন। প্রতি গৃহস্থকেই একটি তোতা ময়না কি অপর কোন পাখী পোষিতে হইত। এই গৃহস্থ এই পাখীকে

"রাধাকৃষ্ণ" বা "গৌর নিতাই" বোলি শিখাইত, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হরিনাম উচ্চারণের ফল পাইত। এই উপায়ে অল্প দিনেই বিষ্ণুপুরে স্বর্গের শোভা আবির্ভূত হইয়াছিল; কথিত আছে, তাঁহার সময়ে চৌর্য্যাদি বিষ্ণুপুর হইতে একবারে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল।

ধীরা (স্ত্রী) ধীর-টাপ্। ১ কাকোলী। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী। ৩ গুড়চী। ৪ নায়িকাভেদ।

মধ্যা ও প্রগল্ভা নায়িকার ধীরাদি ভেদ—

"মানকালে মধ্যা প্রগল্ভার তিন ভেদ।
ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভয় নাই ভয় তার মূল।
ক্রোধ হলে একভাব ক্রন্দন আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজাসুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥"

মধ্যা ধীরা নায়িকা—

"আজি প্রভু দড় দড় বেশ বনায়্যাছ বড়
শ্বেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা নয়ন হয়েছে রাঙ্গা
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই যাইবার নাহি ঠাঁই,
কুমুদের চাঁদে যেন তেন মন হয়েছে॥
অপরাধ ক্ষমা কর নূতন চন্দন পর
এই লও নবমালা বাসী মালা পরেছ॥"

মধ্যা অধীরা নায়িকা—

"সোহাগ করিয়া নৃত্য বলহ আমায় ভৃত্য
আজি দেখ একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।
অধরে কজ্জল দাগ নয়নে তাম্বূল রাগ
অলক্তাক্ত ভাল ভাগ কার কাছে পাওহে॥
মোরে প্রাণ বলে ডাক অন্যের নিকটে থাক
বুঝিলাম মন রাখ মনকলা খাও হে।
তোমা দেখে হয় ভীতি কঠিন তোমার রীতি
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে॥"

মধ্যা ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণ—

"তুমি মোর প্রাণপতি কখন করিলা রতি
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেঁই নাই মনে হে।
বুকে দেখি নখ চিহ্ন অধর দশনে ভিন্ন
ভালে আলতার দাগ রক্তিম নয়ন হে।
শ্রম রাখ মুখধোও ক্ষণেক শয্যায় শোও
ছুয়্যা শুদ্ধ কর মালা তাম্বূল চন্দনে হে।
কত জান ভারি ভুরি দেখিতে দেখিতে চুরি
হরি হরি নমস্কার তোমা হেন জনে হে॥"

প্রগল্ভা ধীরা নায়িকা—

"কাজের সময় যত কথা হয়
এবে কোথা রয় মনে না থাকে।
কেমন ধরম কেমন করম
কেমন মরম কহিব কাকে॥
ধিক্ বিধাতায় এ হেন আমায়
দিয়াছি তোমায় ইহার পাকে।
দেখি যে চঞ্চল ছোঁবে কি অঞ্চল
এ কাজে কি ফল কে তোমা ডাকে॥"

প্রগল্ভা অধীরা নায়িকা—

"কোন ফুলে বঁধু পান কর্য্যা মধু
হয়্যা আলে যাদু পোড়াতে মোরে।
আল্‌তা কজ্জল সিন্দুর উজ্জ্বল
জাগিয়া বিকল নয়ন ঘোরে॥
এতেক বলিয়া ক্রোধেতে জ্বলিয়া
কমল ফেলিয়া মারিল জোরে।
কাঁদয়ে নাগর গুণের সাগর
কোথায় আদর থাকয়ে চোরে॥"

প্রগল্ভা ধীরাধীরা—

"জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন
আমার তেমন সকল বটে।
সব কাজে সম ফলে তর তম
কিসে আমি কম বুঝিনে ঘটে॥
বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী
তেই সে না পারি তোমার হটে।
বৃক্ষ মূলে হানি শিরে ঢাল পানী
চরণ দুখানি নৌকার তটে॥"

জ্যেষ্ঠাদি ভেদ—

"এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফীরা॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা।
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা॥"

ধীরা জ্যেষ্ঠা নায়িকা—

"শ্রীম বুঝি ধীর ক্রোধ হয়ে গেল শোধ বোধ
মন্দ করে উপরোধ ধীরে ধীরে কহিছে।

যদি পায়্যা থাকে দোষ   তবু যুক্ত নহে রোষ
হাস্তে কর পরিতোষ কামানলে দহিছে।
রক্ত পদ্ম দুটী পায়   ভ্রমর নূপুর তায়
নিত্য নানারস খায় আজি তাই রয়েছি।
আকুল আমার প্রাণ   তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মনে পরিমাণ নহিছে॥"

ধীরা কনিষ্ঠা নায়িকা—

"ধীর দেখি স্থির মান   করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পায়্যা দোষ   কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব।
কেহ বুঝি কহিয়াছে   গিয়াছিনু কার কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।
আরম্ভিয়া ছিলা ক্রোধ   না করিলা উপরোধ
এতদূরে শোধ বোধ কত সাধ্যা মরিব॥

অধীরা জ্যেষ্ঠা নায়িকা—

"যদ্যপি অধীরা হয়্যা   গালি দিলা কটু কয়্যা
তবু থাকিলাম সয়্যা না সয়্যা কি করিব।
তুমি প্রাণ তুমি ধন   তোমা বিনা অন্যজন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব॥
রুষ্ট হলে কটু কও   তুষ্ট হলে কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সঁচ্ছা   না জানি বিস্তর প্যাঁচা
প্রাণেশ্বরী প্রাণে বাঁচা নহে আজি মরিব॥"

অধীরা কনিষ্ঠা নায়িকা—

"বিনা দোষে দেও গালি   মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চুণ কালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়্যাছি তোমার প্রভু   কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কভু কত গালি খাইব॥
বিনয়ে না মানি বোধ   যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এতদূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা হইব।
তোমার যেমন কর্ম্ম,   আমার তেমন কর্ম্ম,
ইশাদ থাকিও ধর্ম্ম কার্য্য কালে পাইব॥"

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা নায়িকা—

"এক বাক্যে বুঝি রাগ   আর বাক্যে অনুরাগ
হৃদয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিয়া।
কি করিলে হও তুষ্ট   কি করিলে হও রুষ্ট
অদৃষ্ট হইল দুষ্ট কিসে যাবে সারিয়া॥
যদি অপরাধী হই   নিতান্ত করিয়া কই
তোমা বিনা কারো নই দুখে লও তরিয়া।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান   তুমি মান অপমান
তোমা বিনা নাহি আন দেখিনু বিচারিয়া॥"

ধীরাধীরা কনিষ্ঠা—

"এক বাক্যে দেখি রোষ   আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড় দায় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে   বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়্যা রবে আমায় কি বহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়া   ভ্রমরে খেদায়্যা দিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই ফলিল।
রতির সময় নউক   আমার যে হয় হউক
ক্রোধটী তোমার রউক যাইবার হইল॥"
(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

ধীরাজ, প্রধান রাজা, অধিরাজ।

ধীরাধীরা (স্ত্রী) নায়িকাভেদ। [ধীরা দেখ।]

ধীরাবী (স্ত্রী) ধীরং অবতি অব প্রীণনে অণ্ ঙীপ্। শিংশপা বৃক্ষ।

ধীরেন্দ্রপঞ্চীভূষণ, নিত্য-কর্ম্মলতা নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম ধর্ম্মেশ্বর।

ধীরোদাত্ত (পুং) সাহিত্যদর্পণোক্ত নায়কভেদ।

"অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ॥"

যাহারা আপনার শ্লাঘা করে না, অতি বলশালী এবং যাহারা হর্ষ বা শোকাদিতে অভিভূত হয় না, বিনীত, যাহার অহঙ্কার কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, যাহা স্বীকার করে তাহা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এই সকল গুণযুক্ত লোক ধীরোদাত্ত নায়ক পদবাচ্য। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নায়কের অন্তর্ভুক্ত।

ধীরোদ্ধত (পুং) সাহিত্যদর্পণোক্ত নায়কবিশেষ।

"মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহঙ্কারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈ র্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥" (সাহিত্যদ°)

মায়াপটু, প্রচণ্ড, চঞ্চল, অহঙ্কারদর্পাদিযুক্ত, আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ, এই সকল গুণযুক্ত নায়ককে ধীরগণ ধীরোদ্ধত নায়ক বলিয়া থাকেন। ভীমসেন প্রভৃতি এই নায়কের অন্তর্গত। ২ ধৈর্য্যান্বিত অথচ উদ্ধত।

"ধীরোদ্ধতঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ।" (সাহিত্যদ°)

ধীরোর, কাশী ও গোরখপুর অঞ্চলের এক জাতীয় আহীর। তন্মধ্যস্থ অকবাস নামক গ্রামস্থ গ্রহে ইহারা দোয়াবের আহীর বলিয়া খ্যাত।

ধীরোষ্ণিন্ (পুং) বিশ্বদেবভেদ।
"শৈলাভঃ পরমক্রোধো ধীরোষ্ণী ভূপতিস্তথা।"
(ভারত অনু° ৯১ অ°)

ধীর্য্য (ত্রি) ধীরে ভবঃ 'ভবেচ্ছন্দসীতি' ইতি যৎ। কাতর। "পাক্যা চিদ্বসবো ধীর্য্যাঃ।" (ঋক্ ২।২৭।১১) 'ধীর্য্যাঃ কাতরাঃ।' (সায়ণ)

ধীলটি (স্ত্রী) ধিয়া বুদ্ধ্যা লটতি বালোক্ত্যা মোচয়তীতি ধী-লট-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) দুহিতা। (হারাবলী)

ধীবৎ (ত্রি) ধীর্বিদ্যতে২স্য, ধী মতুপ্ মস্য ব। বুদ্ধিযুক্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন। "ধীবতো ধীবতঃ সখা।" (ঋক্ ৬।৫৫।৩।)

ধীবন্ (পুং স্ত্রী) ধ্যায়তীতি ধ্যৈ-কনিপ্, সম্প্রসারণঞ্চ। (ধাপ্যোঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ৪।১১৫) ধীবর, কৈবর্ত্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ধীবরভার্য্যা। [বিশেষ বিবরণ কৈবর্ত্ত দেখ।]

ধীবর (পুং) দধাতি মৎস্যানিতি ধা-ষ্বরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (ছিত্বরছত্বরধীবরপীবরেতি। উণ্ ৩।১) কৈবর্ত্ত, ইহারা জাল ব্যবসায়ী, এইজন্য ইহাদিগকে জেলে কহে।
"যতো হি নিম্নং ভবতি নয়ন্তি হি ততো জলং।
যতশ্ছিদ্রং ততশ্চাপি নয়ন্তে ধীবরা জলং॥"(ভার° ২।২০।১৭।)
২ জনপদ বিশেষ ও সেই জনপদের অধিবাসী।
"ধীবরান্ ঋষিকাংশ্চৈব তথা নীলমুখানপি।"(মৎস্যপু° ১২১।৫২)
স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। [জালিয়া ও কৈবর্ত্ত দেখ।]

ধীবরক (পুং) ধীবর, জালিয়া।

ধীবরী (স্ত্রী) ধীবর-ঙীষ্। ১ ধীবরপত্নী, কৈবর্ত্তী। ২ মৎস্য-বেধিনী। (উণাদিকোষ)

ধীশক্তি (স্ত্রী) ধিয়ঃ শক্তিঃ ৬তৎ। বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধিগুণ। পর্য্যায়—নিক্রম। বুদ্ধির ৮টী শক্তি। [ধীগুণ দেখ।]

ধীসখ (পুং) ধিয়ঃ সখা সহায়ঃ 'রাজাহসখিভ্যষ্টচ্' ইতি টচ্ সমাসান্তঃ। মন্ত্রী।

ধীসচিব (পুং) ধিয়ি বুদ্ধৌ মন্ত্রণাদৌ সচিবঃ সহায়ঃ। মন্ত্রী, মন্ত্রণানিপুণ।

ধীহরা (স্ত্রী) একজাতীয় মিষ্ট কাঁঠাল।

ধু (স্ত্রী) ধু-কম্পনে ভাবে-কু। কম্পন। (একাক্ষরকোষ।)

ধুঁধুল (দেশজ) একপ্রকার লতা ও তাহার ফল। ইহার সংস্কৃত নাম রাজকোষাতকী বা দীর্ঘপটোলিকা, হিন্দী ঘিআতরুই বা পুরুলা, আসামী ভাতকাকরেল বা ভাটকেরেলা, নেপালী পলো, উত্তরপশ্চিমে ঘিআতরুই, পঞ্জাবী ঘী গন্দোলী, বোম্বাই প্রদেশে ঘোষালী বা পরোসী, গুজরাতী তুরিয়া, তেলগু গুত্তিবীরা বা নুনেবীরা, ব্রহ্মে থ-বোৎ। (Luffa aegyptiaca.)

ভারতবর্ষ এই লতার জন্মভূমি। পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান সকল স্থানেই জন্মিতে পারে। ভারতে প্রায় বর্ষাকালেই প্রধানতঃ এই গাছ জন্মে। একটু ভাল জমি হইলে শীঘ্র এই গাছ বাড়িয়া উঠে। এ সময় মাচায় তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। একটু যত্ন করিলে বারমাসেই এই ফল পাওয়া যায়।

ধুঁধুলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। ইহার বীজের গুণ—রেচক ও বমনকারক। ফল নানা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, কটু, বিষ্টম্ভী, গুরু, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রুচি ও ভেদকারক, মধুর এবং শীতল। (রাজবল্লভ) শুক্না ধুঁধুলের আঁশে এক প্রকার মার্জ্জনী তৈয়ার হয়।

আর এক প্রকার ধুঁধুল আছে, তাহাকে তিত-ধুঁধুল বলে। সংস্কৃত নাম কোষাতকী। বাঙ্গালার স্থানভেদে নামান্তর তিতো-তরুই, হিন্দীতে করবি-তরুই, মরাঠী কোদুদোড়কা, তামিল পে-পির্কম্ ও তৈলঙ্গে অড়বীবীরা বা চেদুবীরা কহে। তিত-ধুঁধুলও ভারতের সর্ব্বত্র জন্মে। এই লতার সর্ব্বাংশই তিক্ত। ফলও অনেকাংশে তিক্ত বলিয়া ইহার নাম তিতোধুঁধুল হইয়াছে। এই তিত-ধুঁধুল-পাতার রস গবাদির নালী ঘায়ে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। কামলা রোগে বোম্বাই অঞ্চলে ইহার নস্য দেয়। আমাশয়ে ইহার বীজ বিশেষ উপকারী। ইহার শুষ্ক বীজের গুণ বমনকারক।

[কোশাতকী শব্দে অপরাপর গুণাগুণ দ্রষ্টব্য।]

ধুঁয়া (দেশজ) ধূম।

ধুকড়ী (দেশজ) মোটা মলিন ছিন্ন বস্ত্র।

ধুকনী (দেশজ) হাঁফ ছাড়া, কাঁপনি।

ধুকৃধুক্ (দেশজ) হৃদ্‌কম্পবান।

ধুকৃধুকনি (দেশজ) কোন বিষয়ের জন্য চিন্তা। উদ্বেগ।

ধুকৃধুকী (দেশজ) ১ উদ্বেগ, চিন্তা। ২ কণ্ঠাভরণের অংশ বিশেষ।

ধুক্ষ্ক (পুং) ধুক্ষ অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পক্ষীভেদ। অজাদেরাকৃতিগণত্বাৎ স্ত্রিয়াং টাপ্।
"দিশাং কঙ্কোধুক্ষ্কাগেয়ী" (শুক্লযজু° ২৪।৩১)

ধুত (ত্রি) ধু-ক্ত। ১ ত্যক্ত। ২ বিধুত। (মেদিনী)

ধুতি (দেশজ) পরিধেয় বস্ত্র।

ধুতুরা (দেশজ) ধুস্তূর।

ধুধু (দেশজ) ১ অতিশয় অগ্নিপ্রজ্বলন। ২ বিস্তীর্ণ মাঠ-সম্বন্ধীয়।

ধুন (ত্রি) ধুনয়তি ধুনি অচ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কম্পন।

"ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং" (ঋক্ ৪।৫০।২।)

ধুনখরা (দেশজ) তুলা-পরিষ্কারক যন্ত্রবিশেষ।

ধুনচি (দেশজ) তুলাপরিষ্কারক যন্ত্রবিশেষ।

ধুনন (দেশজ) তুলা বা কার্পাসের বীজ উদ্ধার করণ, ফোড়ন বা পরিষ্কার করণ।

ধুনাচি (দেশজ) ধূনা জ্বালিবার পাত্র।

ধুনি (স্ত্রী) ধুনোতি বেতসাদিনদীজাতবৃক্ষানিতি, ধু-কম্পনে বহুবচনাৎ নি সচ কিৎ। ১ নদী।

"দিবে দিবে ধুনয়ো যন্ত্যর্থং"(ঋক্ ২.৩০।২) 'ধুনয়া নদ্যঃ' (সায়ণ)

(পুং) ২ অসুরভেদ।

"স্বপ্নেনাভুপ্যা চুমুরিং ধুনিঞ্চ" (ঋক্ ২।১৫।৯।)

'চুমুরিং ধুনিং এতন্নামাসুরঃ।' (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ কম্পক। (পুং) ৪ জলপ্রতিরোধক অসুরভেদ।

(ঋক্ ১।১৭৪।৩)

ধূনয়তি কম্পয়তি শত্রূনিতি। ৫ মরুৎবিশেষ।

"উগ্রশ্চ ভীমশ্চ ধ্বান্তশ্চ ধুনিশ্চ" (বাজসনেয়সং ৩৯।৭)

(ত্রি) ৬ কম্পয়িতা।

"হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেহি র্ধুনির্বাত ইব" (ঋক্ ১।৭৯।১)

ধুনী (স্ত্রী) ধুনি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। নদী।

"সত্বং বিচক্ষ্য মৃগচেষ্টিত মাত্মনোহন্ত

শ্চিত্তং নিযচ্ছ হৃদি কর্ণ ধুনীঞ্চ চিত্তে" (ভাগবত ৫।২৯।৫০)

ধুনীনাথ (পুং) ধুন্যাঃ নাথঃ ৬তৎ। সমুদ্র। (রাজনি°)

ধুনুরি (দেশজ) যে তুলাধোনে, অথবা তুলা পরিষ্কার প্রভৃতি করিয়া লেপ তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহাকে ধুনুরি কহে। এদেশে যে সকল ধুনুরি দেখা যায়, তাহারা মুসলমান জাতীয়, ইহাদের জীবিকা তুলাধোনা। তুলা প্রভৃতি ধুনন করে বলিয়া বোধ হয় ইহাদের নাম ধুনারি হইয়াছে।

ধুন্দুল (দেশজ) ধুঁদুল ফল, ঝিঙ্গাজাতীয় ফল বিশেষ। [ধুঁদুল দেখ।]

ধুন্ধু (পুং) ১ মধুরাক্ষসের পুত্র। হরিবংশে ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

মহারাজ বৃহদশ্ব পুত্রদিগের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে সেই স্থলে উতঙ্ক নামে এক বিপ্রর্ষি উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে প্রজারক্ষা হইবে না, রাজাদের প্রজারক্ষাই পরম ধর্ম্ম, আপনি এই রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন। আমার আশ্রমের অনতিদূরে এক সুবিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি আছে। উহা দেখিলে আপাতত সমুদ্র বলিয়া বোধ হয়। ঐ স্থানে ধুন্ধু নামে এক পরাক্রান্ত রাক্ষস ছিল, ঐ রাক্ষস প্রসিদ্ধ মধুরাক্ষসের পুত্র। ঐ রাক্ষস বালুকারাশির মধ্য হইতে লুক্কায়িত থাকিয়াই উহার অভ্যন্তরে লোকবিনাশ-কামনায় অতি কঠোর তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে শয়ান রহিয়াছে। সংবৎসর পরে যখন সে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তৎকালে শৈল অরণ্য প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে। তৎকালে তাহার সেই ভয়ানক নিশ্বাস বায়ুতে পৃথিবীর সমস্ত ধূলি ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে এবং সাত দিন অনবরত ভূমিকম্প হইতে থাকে। ইহাতে ধূম ও অঙ্গার সহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল অতি ভীষণ রূপে বার বার উত্থিত হইতে থাকে। তখন জীবগণের দুরবস্থার পরিসীমা থাকে না, আপনিই একমাত্র উহাকে বধ করিতে সমর্থ। দেবতারাও ইহাকে বধ করিতে সমর্থ নহে। ইহার ভয়ে আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া জগৎকে সুস্থ করুন। হে মহারাজ! আমি পূর্ব্ব যুগে বিষ্ণুর নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছি যে, ইহাকে যে বধ করিবে, আমি তাহার তেজ বর্দ্ধিত করিব। অল্প তেজীয়ান্ কোন ব্যক্তি যদি দিব্য শতবর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও এই রাক্ষসকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না।" মহর্ষি উতঙ্ক রাজর্ষি বৃহদশ্বের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, আমি বিধিপূর্ব্বক শরাসনাদি পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছি। পুনরায় আমার আর পরিত্যক্ত অস্ত্র গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। আমার পুত্র কুবলয়াশ্বই এই ধুন্ধুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া কুবলয়াশ্বকে ধুন্ধু বিনাশের নিমিত্ত আদেশ দিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। পরে কুবলয়াশ্ব শত পুত্রের সহিত উতঙ্ককে সঙ্গে লইয়া ধুন্ধু বিনাশার্থ যাত্রা করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুও লোকহিতকামনায় কুবলয়াশ্বের শরীরে প্রবেশ করিলেন। স্বর্গে দেবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। কুবলয়াশ্ব তখন পুত্রের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বালুকাপূর্ণ স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহারা দেখিতে পাইলেন, ধুন্ধু বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়া পশ্চিমদিকে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ধুন্ধু ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের সলিলরাশি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ধুন্ধুর মুখবিবর হইতে প্রবল জলস্রোত বহিতে লাগিল। কুবলয়াশ্বের শত পুত্রের মধ্যে ৯৭ জন বিনষ্ট হইল, রাজা কুবলয়াশ্ব এইরূপে পুত্রগণের বিনাশ অবলোকন করিয়া ধুন্ধুকে আক্রমণ করিলেন।

যোগবলে প্রথমে বারিবেগ প্রশমন করিয়া পরে বহ্নি উপশমন করিলেন, এবং অবশেষে তাহাকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে জগৎ শান্তভাব ধারণ করিল, আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি উতঙ্কও কুবলয়াশ্বকে বরপ্রদান করিলেন। সেই বরপ্রসাদে রাজার বিত্তরাশি অক্ষয় হইল। যে সকল পুত্র এই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন।

(হরিবংশ ১১ অ°, বনপর্ব্ব° ২০০।২০২, অ°)

ধুন্ধুমার (পুং) ধুন্ধুং মারয়তি মারি-অণ্। রাজভেদ।

মহারাজ বৃহদশ্বের পুত্র, ইহার প্রকৃত নাম কুবলয়াশ্ব, ইনি ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ ধুন্ধু প্রসিদ্ধ মধুকৈটভের পুত্র। ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভকে অনেক প্রয়াস করিয়া যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। [ধুন্ধু দেখ।] হরিবংশের ১১ অধ্যায় ও বনপর্ব্বে ২০০ এবং ২০১ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

২ শক্রগোপ। ৩ গৃহধূম। ৪ পলালিক। (মেদিনী)

ধুরন্ধর (পুং) ধুরং ধরতীতি ধৃ-খচ্ মুম্। বা ধুরাং ধারয়তি খচ্, খচি হ্রস্বঃ। ভারবাহক বৃষাদি, লাঙ্গলাদি ভারবাহী। পর্য্যায়—ধূর্ব্বহ, ধুর্য্য, ধৌরেয়, ধুরীণ। (অমর)

"ধুরন্ধরো ধুরীণশ্চ ধৌরেয়ধুর্য্যধূর্ব্বহাঃ।
যত্র কাম্যরথস্থাপি লাঙ্গলস্থাপি বা ধুরং।
বহত্যেকধুরীণঃ স্যাৎ তথা চৈকধুরোঽপি চ।
স তু সর্ব্বধুরীণঃ স্যাৎ সর্ব্বা বহতি যো ধুরঃ॥"

(শব্দরত্নাবলী)

২ আদিত্য নৃপের মন্ত্রী। ইনি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও অতিশয় বীর ছিলেন। ইনি কৌশল করিয়া আদিত্য নৃপতিকে বধ করেন এবং নিজেই রাজ্যগ্রহণ ও রাজোপাধি লাভ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। (রাজাবলী ২ পরি°)

৩ রাক্ষসবিশেষ, ইনি প্রহস্তের সচিব ছিলেন।

(রামায়ণ ৬।৩২।৩৫।)

(ত্রি) ৪ ধূর্ব্বহক মাত্র, ভারবাহী মাত্র।

"ধুরন্ধরং বলবন্তং যুবানং প্রাপ্নোতি লোকান্ দশ ধেনুদস্ত॥"

(ভারত ৩।১৮৬।১০।)

৫ শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

"ধন্যা তু সন্ততং তৈস্ত কৌরবানাং ধুরন্ধর।"

(ভারত ১৩।১৩৭।৩১)

ধুরা (স্ত্রী) ধুর শব্দে টাপ্। ভার, ধুর্।

ধুরীণ (ত্রি) ধুরং বহতি ইতি-খ। (খঃ সর্ব্বধুরাৎ। পা ৪।৪।৭৮) ১ ভারবাহক পশু। ২ শ্রেষ্ঠ।

ধুরীয় (পুং) ধুরমর্হতি ইতি ছ। ১ বৃষ, অনড়ুহ।

(ত্রি) ২ ভারযোগ্য।

ধুর্য্য (ত্রি) ধুরং বহতীতি ধুর্ যৎ। (ধুরো যড্ঢকৌ। পা ৪।৪।৭৭।) ইতি যৎ। ততঃ (ন ভকুর্চ্ছুরাং। পা ৮।২।৭৯) ইতি ন দীর্ঘঃ। ধুরন্ধর।

"তামেকতস্তব বিভর্ত্তি গুরুর্বিনিদ্র-
স্তস্যা ভবানপরধুর্য্যপদাবলম্বী।" (রঘু ৫।৬৬।)

২ শ্রেষ্ঠ। ৩ ধূর্বহ বৃষাদি। ৪ ভারবাহক।

(পুং) ৫ বৃষভ। ৬ ঋষভৌষধি। ৭ বিষ্ণু।

ধূর্ব্বহ (ত্রি) বহতীতি বহ অচ্ ধুরোবহঃ। ১ ভারবাহক।

২ ভারবাহক পশু। ৩ কর্ম্মিষ্ঠ, কার্য্যক্ষমব্যক্তি।

ধুল (দেশজ) ১ ভূমির পরিমাণ বিশেষ। এক কাঠার ২০ ভাগের এক ভাগ। ২ ধূলি।

ধুবক (ত্রি) ধু-কুন্। গর্ভমোচক।

ধুবকা (স্ত্রী) এই নামে বিখ্যাত গীতিভেদ। চলিত ধুয়া।

ধুবকিন্ (ত্রি) ধুবক প্রেক্ষাদিত্বাৎ ইন্। ধুবক সন্নিহিত দেশাদি।

ধুবকিয় (ত্রি) ধুবক পিচ্ছাদিত্বাৎ অস্ত্যর্থে ইলচ্। ধুবকযুক্ত।

ধুবড়ী, আসামের গোয়ালপাড়া জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ২´ পূঃ। যেখানে ব্রহ্মপুত্র আসাম উপত্যকা ত্যাগ করিয়া গঙ্গাভিমুখে প্রবেশ করিতেছে, সেইখানে ব্রহ্মপুত্রের ডানধারে এই নগর অবস্থিত।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে জেলার সদর হইয়াছে। এখানে টেলিগ্রাফ-তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যালয়, উত্তরবঙ্গ ষ্টেট্ রেলওয়ের ষ্টেসন, আসাম-ষ্টিমারের আড্ডা, এতদ্ভিন্ন বহু কারবারীর দোকানাদি আছে।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার।

ধুবন (পুং) ধুবতীতি ধু-ক্যুন্। (ভূ সূত্রসূজিত্যাশ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮০।) ১ অগ্নি।

"যে যজ্ঞে ধুবনং তন্বতে।" (শতপথ° ব্রা° ১৩।২।৮।৫।)

(ত্রি) ২ চালক মাত্র।

"অয়মঙ্কতি পঙ্কশয়াস্তচয়ো নবনীপবনীধুবনঃ।"

(সাহিত্যদ° টীকা)

ধুবিত্র (স্ত্রী) ধূয়তে হনেনেতি ধু-ইত্র। ১ অগ্নিজ্বালনের জন্য মৃগচর্ম্মাদি রচিত যাজ্ঞিকদিগের ব্যজন। ২ তালব্যজন।

ধুস্তুর (পুং) ধুস্তূর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধুস্তূর।

ধুস্তূর (পুং) ধুনোতি কম্পয়তি চিত্তং সেবনেন ধু-উর। (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) 'ধুনোতেঃ

স্তুচ' ইতি উজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা স্তুট্। ধুতুরাগাছ। পর্য্যায়—উন্মত্ত, কিতব, ধূর্ত্ত, কনকাহ্বয়, মাতুল, মদন, ধত্তূর, শঠ, মাতুলক, শ্যাম, শিবশেখর, খর্জ্জুঘ্ন, কাহলাপুষ্প, খল, কণ্টফল, মোহন, কলভ, মত্ত, শৈব, দেবিকা, তূরী, মহামোহ, শিবপ্রিয়, ধুস্তূর, ধুস্তর। (শব্দরত্নাবলী)

ইহার গুণ—কষায়, মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু, কটু, মদ, বর্ণ, অগ্নি ও বাতকারক। জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, শ্লেষ্মা, কণ্ডূ, কৃমি ও বিষনাশক। ত্বগ্‌দোষ, খর্জ্জূ ও ভ্রমনাশক, মূর্চ্ছা-কারক, অগ্নি ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজবল্লভ।) [ধুস্তূর দেখ।]

২ উপবিষ-বিশেষ।

"অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তথৈব কালহারিকা।
করবীরকধুস্তূরৌ পঞ্চ চোপবিষাণি তৎ॥"

অন্যচ্চ—

"অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলীকরবীরকং।
গুঞ্জাহিফেনধুস্তূরৌ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥"

(ভৈষজ্যধন্বন্তরি—বিষাধিকার)

ধূঁয়া (ধূম্র শব্দজ) ধূম।

ধূঁয়াপথ (দেশজ) ধূম-নির্গমনের পথ।

ধূঃপতি (পুং) ধুরঃ পতিঃ ৬তৎ। ভারপতি, ভারসহ। বিকল্পে সন্ধির বিধানানুসারে ধূষ্পতি, ধূর্পতি, ধূঁপতিপদও হইবে।

ধূক (পুং) ধূনোতি কম্পয়তি ধূ-কন্। (অজিয়ূ ধূনীভ্যো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৪৭) ১ বায়ু। ২ ধূর্ত্ত। ৩ কাল। (সংক্ষিপ্তসার)

ধূত (ত্রি) ধূ-ক্ত। ১ কম্পিত।

"ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা।" (মেঘদূত ৩৫)

২ ভর্ৎসিত। ৩ ত্যক্ত। ৪ তর্কিত।

ধূতপাপ (পুং) ধূতঃ পরিত্যক্তং পাপং যেন, বহুব্রী°। ১ ত্যক্ত-পাপ, যিনি পাপরহিত হইয়াছেন।

ধূতপাপা (স্ত্রী) ধূতপাপ-টাপ্। বেদশিরা ব্রাহ্মণের ঔরসে শুচি নামে এক অপ্সরার গর্ভজাতা কন্যা। ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এইরূপ পাওয়া যায়—

পুরাকালে ভৃগুবংশীয় বেদশিরা নামে তপঃপরায়ণ এক মুনি ছিলেন, ইনি নির্জন স্থানে তপস্যায় রত ছিলেন। সেই সময় শুচি নামে অপ্সরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বেদশিরা এই নির্জন প্রদেশে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী শুচিকে অবলোকন করিয়া কামশরে পীড়িত হন। তখন মুনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া ইহাতে সঙ্গত হন এবং পরে ইহাকে বলেন, তোমার এই গর্ভে একটী কন্যা হইবে, যত দিন সন্তান না হয়, ততদিন তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। শুচি উপযুক্তকালে একটী কন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গে গমন করিল। বেদশিরা ইহার নাম ধূতপাপা রাখিলেন এবং যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। তাহার পর বেদশিরা শুচিকে তপশ্চরণের জন্য আদেশ করিলে, ধূত-পাপাও পিতৃ-আদেশে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ইহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তাহা শুনিয়া ধূতপাপা বলিয়াছিল, "ব্রহ্মন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, যেন সকল পবিত্র বস্তু হইতে আমি অতি পবিত্র হই।"

"পিতামহ বরো মহ্যং যদি দেয়ো বরপ্রদ।
অর্চ্চেভ্যঃ পাবনেভ্যো হি কুরুমামতিপাবনীং॥"

পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, অয়ি ধূতপাপে! এই পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে প্রধান হইবে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে সাড়ে তিন কোটী তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থই তোমার তনুতে ও প্রতিলোম-কূপে অবস্থিত থাকিবে। এইরূপে বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধূতপাপাও তপঃসিদ্ধ ফললাভ করিয়া পিতৃসমীপে আগমন করিল। এখানে সে পিতৃগৃহে বিচরণ করিতে লাগিল। এমন সময় ধর্ম্ম নামে এক মুনি ইহাকে এইরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া ইহার নিকট আসিয়া কহিলেন, আমি তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া কামশরে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর। উত্তরে ধূতপাপা বলিয়াছিল, পিতাই কন্যাদানের একমাত্র কর্ত্তা, যদি আপনার বিবাহের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পিতাকে বলিয়া এই কার্য্যসম্পন্ন করুন। ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন, কেন তুমি আমাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ কর। এইবারও ধূতপাপা তাহাকে সানুনয়ে বলিয়াছিল, পিতা দান না করিলে অন্যায়রূপে কখনও বিবাহ করিতে পারিব না। ধর্ম্ম তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট রতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধূতপাপা তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিল, "তুমি অতিশয় জড় ও জলাধার নদ হইয়া অবস্থান কর।" ধর্ম্মও ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া ধূতপাপাকে বলিলেন, "তুমি যেমন আমাকে শাপ প্রদান করিলে, সেইরূপ তুমিও শিলারূপে অবস্থান কর। আমি এই শাপ দিলাম।" ধূতপাপা ভীত হইয়া সত্বর পিতার নিকটে গমন করিয়া শাপবিবরণ জ্ঞাপন করিল। বেদশিরা তপঃপ্রভাবে অভিশাপকারীকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পারিয়া বলিলেন, "পুত্রি, শাপ অন্যথা হইবে না। তথাচ ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি আমার

তপঃপ্রভাবে সকল সুশোভন করিয়া দিব। তুমি বারাণসী ধামে চন্দ্রকান্ত নামে শিলাহত, পরে চন্দ্রোদয় হইলে তোমার তনু দ্রবীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইবে, তোমার নাম ধূতপাপাই থাকিবে এবং ধর্ম্মও এই স্থানে ধর্ম্মনদ নামে খ্যাত হইবে, ইনিই তোমার ভর্ত্তা হইবেন।" এই ধূতপাপা অতিশয় পাবনী। (কাশীখণ্ড ৫১ অ°)

মহাভারতে এই নামে এক মহানদীর উল্লেখ আছে—

"করীষিণীং চিত্রবহাং চিত্রসেনাঞ্চ নিম্নগাং।
গোমতীং ধূতপাপাঞ্চ গণ্ডকীঞ্চ মহানদীং॥"

(ভারত ভীষ্ম ৯ অ°।)

ধূতপাপেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

ধূতি (স্ত্রী) ধূ-ক্তিন্। ১ বিধূনন। ২ হটযোগাঙ্গভেদ। [হটযোগ দেখ।]

ধূন (ত্রি) ধূ-ক্ত। (ম্বাদিভ্যঃ। পা ৮।২।৪৪) ইতি সূত্রেণ নিষ্ঠা তস্য নকারঃ। কম্পিত।

ধূনক (পুং) অগ্নিং ধূনয়তি সংধুক্ষয়তি ইতি ধূ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ অগ্নিবল্লভ, শালবৃক্ষনির্য্যাস, ধূনা। (ত্রি) ২ চালক।

ধূনন (ক্লী) ধূ-ণিচ্-ল্যুট্। কম্পন, কাঁপন, চালন।

"কুর্ব্বাণা ভক্তিশীলশ্রীনিষেধং মূর্দ্ধধূননৈঃ।" (রাজত° ৬।১২)

ধূনা (দেশজ) শালনির্যাস, যে সকল স্থলে দুর্গন্ধ হয়, ইহা পোড়াইলে তাহা নষ্ট হয়। হিন্দুদিগের প্রত্যেক পূজাতে ধূনা পোড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কেবল মনসাপূজায় নাই।

ধূনি (স্ত্রী) ধূ-ক্তিন্ অত্র বাদিত্বাৎ নি। কম্পন। (মুগ্ধবোধ)

ধূপ (পুং) ধূপয়তি স্বীয়গন্ধেন সন্তোষ্য রাজতি ইতি ধূপ-অচ্। গন্ধদ্রব্যবিশেষোত্থ ধূম ও তদ্বর্ত্তি। পর্য্যায়—গন্ধপিশাচিকা। (হেম°) কালিকাপুরাণে ইহার এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"এবং সা কথিতো দীপো ধূপঞ্চ শৃণুতং সুতৌ।
নাসাক্ষিরন্ধ্রসুখদঃ সুগন্ধোঽতিমনোহরঃ॥
দহ্যমানস্য কাষ্ঠস্য প্রথতস্তেতরস্য বা।
পরাগস্যাথবা ধূমো নিস্তাপো যস্য জায়তে।
স ধূপ ইতি বিজ্ঞেয়ো দেবানাং তুষ্টিদায়কঃ॥" ইত্যাদি।

(কালিকাপু° ৬৯ অ°)

নাসিকা ও অক্ষিরন্ধ্রের প্রীতিদায়ক অতি গন্ধযুক্ত, মনোহর দহনশীল কাষ্ঠের অথবা অপর কোন রূপ চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপশূন্য ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাকে ধূপ কহে। এই ধূপ দেবতাদিগের প্রীতিপ্রদ। এই ধূপ তুষাগ্নির ন্যায় প্রধূপিত করিলে তাহা কল্যদায়ক হয় না।

শ্রীচন্দন, সরল, শাল, কৃষ্ণাগুরু, উশীর, সুরথ, কুন্দী, রক্তবিক্রম, শীতশাল, পরিমল, বিমর্দ্দীকা, অসন, নমেরু, দেবদারু, বিল্বশাখা, দাড়িম্ব, সন্তান, পারিজাত, হরিচন্দন, বসন্ত, এই সকল বৃক্ষের ধূপ প্রীতিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূত্রের সহিত অরাল, শ্রীবাস, পট্টবাস, কর্পূর, শ্রীকর, পরাগ, শ্রীহর, অমল, সর্ব্বৌষধিরজ, জাতিবারাহচূর্ণ এবং ইহার কণা ও জায়ফলের চূর্ণ করিলেও ইহাদিগকে ধূপ বলা যায়। যক্ষধূপ, বৃক্ষধূপ, শ্রীপিণ্ড, নির্জ্জর, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলকণ্ঠ এবং পরস্পরযুক্ত নির্যাস, ধূপের এই কয়েকটী ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের অগ্নির ধূমদ্বারা দেবতাদিগকে ধূপিত করিতে হইবে, যেহেতু এই সকল দ্রব্য অতি সুগন্ধ এবং পবিত্র, ইহাদের গন্ধে সকলেই প্রীত হন। নির্যাস (আটা), পরাগ, কাষ্ঠ, গন্ধ ও কৃত্রিম এই পাঁচ প্রকার ধূপ দেবতাদিগের প্রীতিপ্রদ। এই পাঁচ প্রকার ধূপের মধ্যে যক্ষধূপ মাধবের উদ্দেশে প্রদান করিতে নাই, ইহা মাধবের অপ্রীতিকর। রক্তবিক্রম, সুরথ ও কুন্দী ইহা মহামায়াকে দিবে না। কিন্তু যক্ষধূপ, পত্রিবাহ, পিত্তধূপ, সুগোলক, কৃষ্ণাগুরু ও কর্পূর এই সকলের ধূপ মহামায়ার প্রিয়। মহামায়াকে বৃক্ষধূপ দ্বারা পূজা করাই প্রশস্ত। মেদ ও মজ্জাযুক্ত ধূপ গ্রহণীয় নহে। যে ধূপ আঘ্রাত, বা যাচিত, সেই সকল ধূপ দ্বারা দেবপূজা করা নিষিদ্ধ। যদি কেহ এইরূপ ধূপ দান করে, তবে তাহার নরক হইয়া থাকে। মৃত্তিকাসনে অথবা ঘটে রাখিয়া ধূপ দান করিতে নাই, ইহা ভিন্ন যে কোন আধারে রাখিয়া ধূপ দান করিতে হইবে। রক্তবিক্রম, শাল, সুরথ, সুবল, সন্তানক, নমেরু ও কালাগুরু, এই কয় বৃক্ষজাত ধূপ কামেশ্বরী দেবীর প্রিয়। (কালিকাপু° ৬৯ অ°)

প্রথমতঃ নির্যাস অর্থাৎ আটা, যেমন ধূনা। ২য় চূর্ণ, জায়ফলচূর্ণ প্রভৃতি। ৩য় গন্ধ, যেরূপ কস্তূরিকা প্রভৃতি। ৪র্থ কাষ্ঠ, যেরূপ কালাগুরু প্রভৃতি। ৫ম কৃত্রিম, অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া দ্বারা নির্ব্বৃত্ত হয়, যাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে ৫।১০ অথবা ততোধিক দ্রব্য প্রয়োজন হয়, তাহাকে কৃত্রিম কহে। যথা—ষড়ঙ্গধূপ, দশাঙ্গধূপ প্রভৃতি।

এই পঞ্চবিধ ধূপই দেবপূজায় প্রশস্ত। এদেশে ৫ প্রকার ধূপের বিধান থাকিলেও আমাদের এদেশে কৃত্রিম ধূপের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রত্যেক পূজাদি মাঙ্গলিক কার্য্যমাত্রেই ধূনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাও ধূপের অন্তর্গত। ধূপের নামনিরুক্তি স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ধূতাশেষমহাদোষপূতিগন্ধঃ প্রভাবতঃ।
পরমানন্দজননাৎ ধূপ ইত্যভিধীয়তে॥" (আহ্নিকত°)

নিজের প্রভাব অনুসারে অশেষ দোষ সকল ও পূতিগন্ধ বিনাশ করিয়া থাকে এবং অতিশয় আনন্দ উৎপাদন করে, অর্থাৎ দুর্গন্ধ নাশ করিয়া সেই স্থান সদ্গন্ধে আমোদিত করে, এই জন্য ইহার নাম ধূপ হইয়াছে। আহ্নিকতত্ত্বে ধূপবিধান স্থলে এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—

"রুহিকাখ্যং কনং দারু সিহ্লকং সাগুরুং সিতং।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ॥"

তথাচ—

"পুষ্পং ধূপঞ্চ গন্ধঞ্চ উপচারাংস্তথা পরান্।
জিঘ্রন্ নিবেদ্য দেবেভ্যো নরো নরকমাপ্নুয়াৎ॥
ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা।
যথা তথাধারগতং কৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ॥
ধূপদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি ধূপদঃ সর্ব্বমশ্নুতে।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মাংসী, মহিষাখ্য গুগ্গুলু, দারু, সিহ্লক, অগুরু, কর্পূর, শর্করা, নখী ও জায়ফল এই সকল দ্রব্যচূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। পুষ্প, ধূপ, উপচার ও গন্ধ যদি ঘ্রাণ লইয়া নিবেদন করা হয়, তাহা হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধূপ ভূমিতে অথবা আসনে বা ঘটে দিতে নাই, ইহা ভিন্ন যে কোন আধারে ধূপ দান করিবে। যাহারা ধূপ প্রদান করেন, তাহারা সকল লাভ করিয়া থাকেন।

কেশবপূজায় ষোড়শাঙ্গধূপ—

"মুস্তকং গুগ্গুলুঃ কুষ্ঠং কর্পূরং মলয়োদ্ভবং।
দেবদারু জটামাংসী জাতীকোষঞ্চ বালকং॥
মুরামাংসী হ্যগুরুকং স্বগুণীরঞ্চ কেশরং।
এলা তথা তেজপত্রং সর্ব্বমেতৎ ঘৃতাক্তকং॥
ধূপোঽয়ং ষোড়শাঙ্গস্যাৎ গোবিন্দপ্রীতিকারকঃ।"(পাদ্মো° খ°)

মুস্তক, গুগ্গুলু, কুষ্ঠ, কর্পূর, মলয়োদ্ভব, দেবদারু, জটামাংসী, জাতীকোষ, বালক, মুরামাংসী, অগুরু, স্বগুণীর, কেশর, এলাচ ও তেজপত্র এই ষোড়শ পদার্থ একত্র করিয়া গুঁড়াইয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাকে ষোড়শাঙ্গধূপ কহে। এই ধূপ গোবিন্দের অতিশয় প্রীতিদায়ক।

দ্বাদশাঙ্গ ধূপ—

"গুগ্গুলুশ্চন্দনং পত্রং কুষ্ঠকাগুরুকুঙ্কুমং।
জাতীকোষঞ্চ কর্পূরং জটামাংসী চ বালকং॥
স্বগুণীরঞ্চ ধূপোঽসৌ দ্বাদশাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
(পদ্মপু° উত্তরখ°)

গুগ্গুলু, চন্দন, পত্র, কুষ্ঠ, অগুরু, কুঙ্কুম, জাতীকোষ, কর্পূর, জটামাংসী, বালক ও স্বগুণীর, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে দ্বাদশাঙ্গ ধূপ হয়। ইহা বিষ্ণুপূজনে প্রশস্ত।

দশাঙ্গ-ধূপ—

"কর্পূরং কুষ্ঠমগুরু গুগ্গুলুর্ম্মলয়োদ্ভবং।
কেশরং বালকং পত্রং স্বগুজাতীকোষমুস্তকং॥
সর্ব্বমেতৎ ঘৃতযুতং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে।" (পদ্মপু°)

কর্পূর, কুষ্ঠ, অগুরু, গুগ্গুলু, মলয়োদ্ভব, কেশর, বালক, তেজপত্র, স্বগুণীর ও জাতীকোষ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে দশাঙ্গ ধূপ হয়।

অষ্টাঙ্গ-ধূপ—

"গুগ্গুল্বগুরুকং তেজপত্রং মলয়সম্ভবং।
কর্পূরং বালকং কুষ্ঠং নূতনং কুঙ্কুমং তথা॥
অষ্টাঙ্গঃ কথিতো ধূপো গোবিন্দপ্রীতিদঃ শুভঃ।" (পদ্মপু°)

গুগ্গুলু, অগুরু, তেজপত্র, মলয়সম্ভব, কর্পূর, বালক, কুষ্ঠ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য ঘৃত যুক্ত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে অষ্টাঙ্গ ধূপ হয়।

পঞ্চাঙ্গ-ধূপ—

"চন্দনং কুঙ্কুমং নূত্নং কর্পূরং গুগ্গুলোঽগুরুং।
ধূপোঽয়ং ঘৃতসংযুক্তঃ পঞ্চাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥" (পদ্মপু° উত্তরখ°)

চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, গুগ্গুল ও অগুরু এই পাঁচ প্রকার দ্রব্য ঘৃতসংযুক্ত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে পঞ্চাঙ্গধূপ হয়।

"ঐক্ষবং শালনির্য্যাসং পদ্মকং সরলঞ্চ তু।
বচা মধুরিকা-তৈলং গন্ধকাষ্ঠং কলম্বকং॥
গন্ধকং টঙ্কণং তালং হিঙ্গুলঞ্চ মনঃশিলা।
কঙ্কোলমুষরং দার্ব্বী গন্ধমাত্রী রসাঞ্জনং॥
অষ্টবর্গঃ শটী-মেথী-সিলাজিদ্গন্ধচন্দনং।
কুন্দুরুরেণুকং রাস্নাজমোদাশতপুষ্পিকা॥
হরিদ্রাজীরকং রক্তক্ষীরঞ্চ রক্তচন্দনং।
কর্চ্চূরকং মরুবকং যবানী গ্রন্থিকং তথা॥
শৈলজং ধাতকীপুষ্পং নখী মোচরসাদিকং।
মুকুন্দধূপে দেবর্ষে সর্ব্বমেতৎ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (পদ্মপু° উত্তরখ°)

ইক্ষুনির্ম্মিত দ্রব্য, শালনির্য্যাস, পদ্মকাষ্ঠ, সরল কাষ্ঠ, বচ, মধুরিকাতৈল, গন্ধকাষ্ঠ, কলম্ব, গন্ধক, টঙ্কণ, হরিতাল, হিঙ্গুল, মনঃশিলা, কঙ্কোল, উষর, দার্ব্বী, গন্ধমাত্রী, রসাঞ্জন, অষ্টবর্গ, শটী, মেথী, শিলাজিৎ, গন্ধচন্দন, কুন্দুরু, রেণুক, রাস্না, অজমোদা, শতপুষ্পিকা, হরিদ্রা, জীরক, রক্তচন্দন, কর্চ্চূর, মরুবক, যবানী, গ্রন্থিক, শৈলজ, ধাতকীপুষ্প, নখী ও মোচরসাদি মুকুন্দধূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তন্ত্রসারে ধূপবিধি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

"গুগ্‌গুল্বগুরুকোশীরশর্করামধুচন্দনৈঃ।
ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈর্দেবস্য দেশিকঃ॥" (শারদাতন্ত্র)

গুগ্‌গুলু, অগুরু, উশীর, শর্করা, মধু ও চন্দন এই সকল দ্রব্য ঘৃতাক্ত করিয়া ধূপ করিতে হইবে।

অন্য তন্ত্রে বিভিন্ন ধূপের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্‌গুল্বগুরুচন্দনম্।
ষড়ঙ্গং ধূপমেতত্তু সর্ব্বদেবপ্রিয়ং সদা॥"

সিত, আজ্য, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরু ও চন্দন এই ৬ দ্রব্যে যে ধূপ প্রস্তুত করা যায়, তাহা তন্ত্রমতে ষড়ঙ্গধূপ, এই ষড়ঙ্গ ধূপ সকল দেবতাদিগের প্রিয়। দশাঙ্গ ও ষোড়শাঙ্গ ধূপেরও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

ষোড়শাঙ্গধূপ—

"গুগ্‌গুলুং সরলং দারু পত্রং মলয়সম্ভবম্।
হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ্জরসং ঘনম্॥
হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্।
ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি॥" (তন্ত্র)

গুগ্‌গুলু, অগুরু, সরল, দারুপত্র, মলয়সম্ভব, হ্রীবের, কুষ্ঠ, গুড়, সর্জ্জরস, ঘন, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলজ, এই সকল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত ধূপ প্রস্তুত করিলেও তন্ত্রোক্ত ষোড়শাঙ্গ ধূপ হয়। এই ধূপ দৈব ও পিতৃকর্ম্মে প্রশস্ত।

দশাঙ্গ ধূপ—

"মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরুশৈলজম্।
সরলং সিহ্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গোধূপ ইষ্যতে॥" (তন্ত্র)

মধু, মুস্ত, ঘৃত, গন্ধ, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহ্লক ও সিদ্ধার্থ এই দশবিধ দ্রব্য দ্বারা এই ধূপ প্রস্তুত হয়, এই জন্য ইহার নাম দশাঙ্গধূপ।

দেবতাকে ধূপ নিবেদন করিয়া দিতে হয়। 'ফট্‌' এই মন্ত্রে ধূপকে প্রোক্ষিত করিয়া 'নমঃ' এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দান করিবে। ধূপ, দীপ এবং ভোগ দেবতার অগ্রভাগে দিতে হয়।

"ধূপদীপো সুভোজ্যঞ্চ দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

ধূপহীন পূজা করিলে অর্থাৎ পূজা করিয়া ধূপ দান না করিলে উদ্বেগ হয়।

"জলহীনে তু দুর্ভিক্ষং গন্ধহীনে ত্বভাগ্যতাং।
ধূপহীনে তথোদ্বেগং বস্ত্রহীনে ধনক্ষয়ং॥" (ভবিষ্যোত্তরে)

শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে একটু ধূপের বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"চন্দনাগুরুণী চোভে তথৈবোশীরপদ্মকং।
তুরুষ্কং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব ঘৃতাক্তং যুগপদ্দহেৎ।"
'উশীরং বীরণমূলং তুরুষ্কং সিহ্লকং।' (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

চন্দন, অগুরু, উশীর, পদ্মক, তুরুষ্ক ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য ঘৃতাক্ত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে, এই ধূপ শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।

গন্ধমাল্যাদি দান না করিয়া ধূপ দান করিতে নাই, যদি কেহ এইরূপ দেয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কুণপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

রোগনাশক ধূপ।—ইহার বিষয় বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

কুলগাছের মূল ও শিকড়ের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, বামুনহাটী ও হিঙ্গুল এই সকল জিনিস সমভাগে লইয়া মাড়িয়া ইহা দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া উপদংশ রোগে প্রয়োগ করিলে উপদংশজনিত ক্ষত শুষ্ক হয়।

অন্যবিধ—পারা, হরিতাল, মনছাল, মুদ্রাশঙ্খ, তুঁতিয়া, ফট্‌কিরী, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সোহাগা, মরিচ, শ্বেত আকন্দের ছাল, এই সকল বস্তু প্রত্যেকে এক তোলা, হিঙ্গুল দেড় তোলা, এই সমুদয় জিনিস চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিবে, এই ধূপ উপদংশরোগনাশক। (ভৈষজ্যর°)

অষ্টাঙ্গধূপ।—গুগ্‌গুলু, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সর্ষপ ও ঘৃত এই সকল জিনিস একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিবে, এই ধূপ দিলে বিষম জ্বর নিবৃত্ত হয়।

অপরাজিতাধূপ।—গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধূনা, নিম্বপত্র, আকন্দপত্র, অগুরু ও দেবদারু, এই সমুদায় জিনিস একত্র মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়।

মাহেশ্বরধূপ।—হিঙ্গুল, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গো-অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কটুকী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, পাকাটী, ধান্যের তুষ, ছাগলের নাদি, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তীদন্ত, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদূখলে কুটিয়া মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূপিত করিবে। এই সকল বস্তু মৃৎপাত্রে রাখিয়া অগ্নি দিবে, অথচ ঐ সকল দ্রব্য না জ্বলিয়া ধূম হইবে। এই ধূপ ঐকাহিক প্রভৃতি জ্বর সকল বিনষ্ট করে। যে গৃহে এই ধূপ প্রদান করা যায়, তথায় সর্প, পিশাচ, রাক্ষস, কিছুই থাকিতে পারে না। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জ্বরাধিকার)

নিম্বপত্র, বচ, হিঙ্গু, সাপের খোলস ও সর্ষপ এই সকল

দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে ডাকিনী প্রভৃতি বিদূরিত ও ভূতোন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ—কাপাসবীজ ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিব-নির্ম্মালা, মদনফল, গুড়ত্বক্, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, মনুষ্যের কেশ, সাপের খোলস, গোরুর শৃঙ্গ, হস্তির দন্ত, হিঙ্গু, মরিচ এই সকল জিনিষের ধূপ প্রদান করিলে নানাবিধ ভূতোন্মাদ ও জ্বররোগ নাশ হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উন্মাদাধিকার)।

গরুড়পুরাণে রোগনাশক ধূপের বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

"কূর্ম্মমৎস্যাখুমহিষগোশৃগালাশ্ববানরাঃ।
বিড়ালবর্হিকাকাশ্চ বরাহোলূককুক্কুটাঃ॥
হংস এষাঞ্চ বিন্মূত্রং মাংসং বা রোমশোণিতং।
ধূপং দদ্যাৎ জ্বরার্ত্তস্য উন্মত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে॥
এতান্যৌষধজাতানি ধূপিতানি মহেশ্বর।
নিঘ্নন্তি রোগজাতানি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥" (গরুড়পুরাণ)

কূর্ম্ম, মৎস্য, আখু, মহিষ, গো, শৃগাল, অশ্ব, বানর, বিড়াল, বর্হী, কাক, বরাহ, উলূক, কুক্কুট ও হংস ইহাদিগের বিষ্ঠা, মূত্র, মাংস, রোম অথবা শোণিত এই সকল দ্বারা প্রধূপিত করিলে জ্বরনাশ হয় এবং উন্মত্ততা প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

"কার্পাসাস্থিভুজঙ্গস্য যথা নির্ম্মোচনং ভবেৎ।
সর্পনির্ম্মোচনো ধূপঃ প্রশস্তঃ সততং গৃহে॥" (মৎস্যপু° ১৯২ অঃ)

কার্পাস ও ভুজঙ্গের অস্থির ধূপ প্রদান করিলে সেই স্থান হইতে সর্প বিমোচিত হয়।

ধূপকাল (দেশজ) গ্রীষ্মকাল।

ধূপন (পুং) ধূপয়তি সংধুক্ষয়তি অগ্নিমিতি ধূপ-ল্যু। শালবৃক্ষ-নির্যাস, ধুনা, পর্য্যায়—শালবেষ্ট, সর্জ্জরস, বহ্নিবল্লভ। (শব্দমালা)

"পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেষারম্ভণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ॥" (মনু ৭।২১৯।)

(ক্লী) ধূপ-ল্যুট্। ২ ধূপাদি দ্বারা সন্ধুক্ষণ। ৩ ধূপ।

ধূপপাত্র (ক্লী) ধূপস্য পাত্রং ৬তৎ। ধূপাধার পাত্রভেদ, ধুনুচী ধূপভাজন।

"ধূপভাজনমস্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্য হৃদাণুনা।" (তন্ত্রসার)

ধূপমুদ্রা (স্ত্রী) ধূপ প্রদানার্থং মুদ্রা। দেবপূজাঙ্গ ধূপদানের নিমিত্ত দর্শনীয় মুদ্রাভেদ।

ধূপবাস (পুং) ধূপেন বাসঃ—সুগন্ধীকরণং। স্নানের পর ধূপের উষ্মাতে আর্দ্রীভাব মোচন দ্বারা সুগন্ধীকরণ, স্নান করিয়া তাহার পর ধূপের ধূম গায় লাগাইলে সুগন্ধ হয়, এই জন্য পূর্ব্বে ধূপবাস গ্রহণ করিত।

"স্নানার্দ্রমুক্তেষ্বনু ধূপবাসং।" (রঘু)

ধূপবৃক্ষ (পুং) ধূপসাধনং বৃক্ষঃ মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা°। সরল-বৃক্ষ। স্বার্থে-ক।

ধূপাগুরু (ক্লী) ধূপায় সন্ধুক্ষণায় যদগুরু। দাহাগুরু, দাহ্য অগুরুভেদ।

ধূপাঙ্গ (পুং) ধূপসাধনং অঙ্গং যস্য। শ্রীবেষ্ট। (রাজনি°)

ধূপায়িত (ত্রি) ধূপ্যতে স্মইতি ধূপ সন্তাপে ইতি আয়, ধূপায়-ক্ত। ১ সন্তপ্ত, অধ্বাদি দ্বারা শ্রান্ত। ২ দত্তধূপ গৃহাদি।

"প্রদীপপরিদীপিতে বিবিধধূপধূপায়িতে।" (তন্ত্রপ্রমোদ)

ধূপার্হ (ক্লী) ধূপায় অর্হ্যতে পূজ্যতে ইতি অর্হ-পূজায়াং ঘঞ্। ১ কৃষ্ণাগুরু। ধূপমর্হতি অর্হ-অণ্। (ত্রি) ধূপদান যোগ্য।

ধূপিত (ত্রি) ধূপ্যতে স্ম ইতি-ধূপ-ক্ত। ১ সন্তপ্ত। ২ অধ্বাদি-দ্বারা শ্রান্ত। ৩ সন্তাপিত।

"ততো গন্ধপবিত্রঞ্চ গৃহীত্বা ধূপিতং বুধঃ।
ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভক্ত্যা সংপ্রার্থয়েদিদং॥"
(হরিভক্তিবিলাস)

৪ ধূপ "যবাদিনা দোহদধূপিতোদ্রুমঃ।" (বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ)

ধূবকি, নেপালরাজ্যে উৎপন্ন বৃক্ষবিশেষ। ইহার শাখা তথায় মশালের ন্যায় জ্বালান হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে যে সৌগন্ধযুক্ত নির্যাস বহির্গত হয়, তাহা পূজাদিতে এবং ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাষ্ঠে গৃহাদির বর্গা তৈয়ারী হইয়া থাকে। অপর নাম—বেচিয়াকোরী, শলা, সুরেন্দ্রুল।

ধূম (পুং) ধূনোতি ধূয়তে বা ধূ-মক্। (ইষিযুধীন্ধীতি। উণ্ ১।১৪৪) আর্দ্রেন্ধনপ্রভব, ধূয়া, পর্য্যায়—মরুদ্বাহ, খতমাল, শিখিধ্বজ, অগ্নিবাহ, তরী। (ত্রিকাণ্ড) ইহার গুণ—বাতপিত্তবৃদ্ধিকারক। (রাজবল্লভ)

"হবিঃশমীপল্লবলাজগন্ধী পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ।"
(রঘু ৭।২৬)

২ উদ্গারজ বায়ুবিশেষ, চোঁয়া ঢেকুর, জঠরাগ্নি মান্দ্য হইলে অন্ন ভালরূপ পরিপাক হয় না, অতএব জঠরানলের দীপ্তির অভাব হেতু যেন ধূম উদ্গার হয়, এইরূপ লোক প্রসিদ্ধি আছে। ৩ সুশ্রুতোক্ত ধূমপান। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধূম পাঁচ রকম—প্রায়োগিক, স্নেহন, বৈরেচন, কাসঘ্ন, ও বামনীয়।

তগর ও কুষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া এলাদিগণের অপর আর সকল দ্রব্য পরিষ্কাররূপে পেষণ করিয়া কল্ক প্রস্তুত করিতে হইবে। বার আঙ্গুল শরকাণ্ডের আট আঙ্গুল ক্ষৌমবস্ত্রে বেষ্টন করিয়া তাহাতে কল্কের লেপ দিতে হইবে। এইরূপ বর্ত্তি সহকারে ধূমপ্রয়োগ করাকে প্রায়োগিক বলা যায়।

তৈলাক্ত ফলের সার, মধূচ্ছিষ্ট, সর্জ্জরস, গুগ্‌গুল প্রভৃতির সহিত ঘৃত বা তৈল মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যে ধূম প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে স্নেহন বলে।

শিরোবিরেচন বস্তুর বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে তাহাকে বৈরেচন কহে। বৃহতী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, কাসমর্দ্দ, হিঙ্গু, ইঙ্গুদীত্বক্‌, মনঃশিলা, গুলঞ্চ, কর্কটশৃঙ্গী, প্রভৃতি কাসনাশক বস্তুর বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাসঘ্ন কহে।

স্নায়ু, চর্ম্ম, খুর, শৃঙ্গ, কর্কটাস্থি, শুষ্কমৎস্য, বল্লূর, কৃমি, এই সকলের দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে তাহাকে বামনীয় কহে।

বস্তি প্রয়োগের নল যে সকল দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, ধূমের নলও সেই সকল দ্রব্যে প্রশস্ত।

ধূম প্রয়োগের নলের অগ্রভাগের বিশালতা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় এবং মূলের পথ কলায় পরিমিত। অর্থাৎ তাহার মধ্য দিয়া একটী কলায় অনায়াসে যাইতে পারে, এইরূপ হওয়া আবশ্যক। ধূম প্রয়োগ স্থলে বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিবার জন্য নলের ছিদ্রের দীর্ঘতা প্রায়োগিকে ৪৮, স্নেহনে ৩২, বৈরেচনে ২৪ এবং কাসঘ্ন ও বামনীয়ে ১৬ অঙ্গুলি হইবে। শেষোক্ত দুই প্রকার নলের ছিদ্র কুলের অস্থির ন্যায়।

ব্রণ ধূপনার্থ—নলের পরিণাহ কলায়ের ন্যায় এবং ছিদ্র-পথ কুলত্থ পরিমিত হওয়া আবশ্যক। ধূম প্রয়োগ বলিলে ধূমপান বুঝিতে হইবে, যখন ধূম সেবন করিতে হয়, তখন স্বচ্ছন্দভাবে প্রফুল্লচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। দৃষ্টি অধোভাগে নিক্ষিপ্ত ও চিত্ত স্থির করা একান্ত আবশ্যক। স্নেহাক্ত বর্ত্তির অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিয়া নলের ছিদ্র মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া ধূমপান করিতে হইবে। প্রথমে ধূম মুখদ্বারা পান করিবে, পরে নাসিকা দিয়া পান করিতে হইবে। মুখ বা নাসিকা যাহা দ্বারা ধূম পান করা যায়, তাহার দ্বারাই ধূম নির্গত করা আবশ্যক। মুখদ্বারা গ্রহণ করিয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ প্রতিলোম ক্রিয়া কর্ত্তৃক দর্শনশক্তির ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ প্রায়োগিকে নাসিকা দ্বারা স্নেহনে মুখ ও নাসিকা এই উভয় দ্বারা বৈরেচনে কেবল নাসিকা আর অপর দুই প্রকার মুখ দ্বারা পান করিবে। প্রায়োগিকে বর্ত্তি ছায়াতে শুকাইয়া অঙ্গারে দীপ্তকরতঃ ধূম পান করিবে। স্নেহন ও বৈরেচনে ও এই নিয়ম। অঙ্গার নির্ধূম হইলে তাহাকে ধূমের দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া অপর শরাব আচ্ছাদিত করিবে। সেই আচ্ছাদনের শরাবে ছিদ্র করিবে। সেই ছিদ্রে নলের মুখ সংযোজিত করিয়া কাসঘ্ন ও বামনীয় ধূমপান করিবে। যাবৎ দেহ নির্দ্দোষ না হয়, তাবৎ ধূমপান করা উচিত।

শোক, পরিশ্রম, ক্রোধ, ভীতি, উষ্ণতা, রক্ত, পিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, তালুশোষ, বমন, মস্তকে অভিঘাত, উদগার, উপবাস, তিমিররোগ, প্রমেহ, উদরাধ্মান, ঊর্দ্ধবাত, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, বিরিক্ত, আস্থাপিত, জাগরিত, গর্ভিণী, রুক্ষ, ক্ষীণ, উরক্ষত এই সকল রোগ বা অবস্থা হইলে মধু, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য, মদ্য বা যবের মণ্ড পান করিলে অথবা দেহে অল্প ব্যথা থাকিলে ধূম সেবন করা উচিত নহে। ধূম অকালে পান করিলে ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এবং জিহ্বার উপঘাত হয়। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ধূম নিম্নলিখিত দ্বাদশ কালে পান করা বিধেয়।

ধূম পানের দ্বাদশ কাল।—ক্ষুত, দন্তপ্রক্ষালন, নস্য, স্নান, দিবানিদ্রা, মৈথুন, বমন, মূত্রপুরীষত্যাগ, ক্রোধ ও শস্ত্রকর্ম্ম এই সকলের মধ্যে মূত্র পুরীষত্যাগ, ক্ষবথু, ক্রোধ ও মৈথুন এই সকলের অন্তে স্নৈহিক ধূম প্রযোজ্য। স্নান, বমন ও দিবানিদ্রার পর বৈরেচন ধূম হিতকর। দন্তপ্রক্ষালন, নস্য-প্রয়োগ, স্নান, ভোজন ও শাস্ত্র কর্ম্মের অন্তে প্রায়োগিক ধূম বিধেয়। স্নেহধূমে স্নেহ ও উপলেপ প্রযুক্ত বায়ুর শান্তিকর হয়। বৈরেচন—রুক্ষতা, তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতাপ্রযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রায়োগিক ধূম পূর্ব্ব দুইপ্রকার কারণের দ্বারা শ্লেষ্মা উৎক্লিষ্ট করিয়া নির্গত করে।

ধূমপানের ফল—ধূম পান করিলে ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনঃ প্রসন্ন হয়, কেশ ও শ্মশ্রু দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধী ও পরিষ্কার হয়। কাস, শ্বাস, অরুচি, মুখের উপলেপ, স্বরভঙ্গ, মুখের আস্রাব, বমনেচ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, শিরো-রোগ, কর্ণশূল, চক্ষুঃশূল, ও বাত শ্লেষ্মা জন্য মুখরোগ ধূম পান করিলে ঘটে না।

ধূমপানে যোগ ও অতিযোগের ফল জানা আবশ্যক। উপযুক্তপরিমাণে ধূম প্রয়োগ করা হইলে রোগ শান্ত হইয়া থাকে। পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে রোগের অশান্তি তালুশোষ, গলশোষ, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ, কর্ণরোগ, দৃষ্টিহানি, নাসিকারোগ ও দৌর্ব্বল্য এই সকল উপদ্রব ঘটে। প্রায়োগিক ধূমপানে মুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্য্যায় ক্রমে তিন তিনবার অথবা তিন চারিবার করিয়া ধূমপান করিবে।

স্নৈহিকে যাবৎ অশ্রুপ্রবৃত্তি না হয়, তাবৎ ধূমপান বিধেয়। বৈরেচনিকে যতক্ষণ দোষ দৃষ্ট না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত ধূমপান করা যায়, ইহার অতিরিক্ত হইলে দোষের দুইয়া থাকে। তিল, তণ্ডুল ও যবের মণ্ড পান করিয়া পরে বামনীয়

ধূমপান করা বিধেয়। কাসয় ধূপ প্রাণের সহিত পান করিবে। ব্রণে ধূম প্রয়োগ করিতে হইলে শরীরে ছিদ্র করিয়া তাহাতে নল সংযোগপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ধূমের দ্বারা ব্রণের বেদনা শান্তি, নির্ম্মলতা, ও আস্রাব শান্তি সম্পাদিত হয়। ধূমের এই সংক্ষিপ্ত বিধি। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান)।

৩ ধূমকেতু। ৪ উল্কাপাত। ৫ ঋষিভেদ। ৬ দেশভেদ।

ধূমকেতন (পুং) ধূমঃ কেতনং ধ্বজচিহ্নং যস্য, অগ্নি।

"নিপ্রভশ্চ রিপুরাস ভূভৃতাং ধূমশেষ ইব ধূমকেতনঃ॥"

(রঘু ১১।৮১)

২ কেতুগ্রহ।

ধূমকেতু (পুং) ধূমঃ কেতুঃ চিহ্নং যস্য। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে অথবা প্রত্যূষের অনতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে নভোমণ্ডলে যে এক শ্রেণীর দীর্ঘপুচ্ছ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাহারাই ধূমকেতু শব্দবাচ্য। ইহাদের প্রকৃত তথ্য আজিও সম্পূর্ণরূপে জানা নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ধূমকেতু সম্বন্ধে লোক মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ইহাদের উদয়ে লোকে রাজ্যবিপ্লব, ছত্রভঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বহুবিধ অমঙ্গল আশঙ্কা করিত। 'অপশকুন' বলিয়া ধূমকেতুর যে নামান্তর প্রচলিত আছে, তাহাই এই সমস্ত বিশ্বাসের পরিচায়ক। এইরূপ সংস্কার যে কেবল এদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নহে, সমস্ত সভ্যদেশেরই প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কালক্রমে বিজ্ঞানালোচনার ফলে যদিও এই সমস্ত ভ্রান্তিবিলাস লোক সাধারণের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ধূমকেতু সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের প্রধান জ্যোতির্বিদ্‌গণের অবলম্বিত মতের সারাংশ প্রদত্ত হইল।

এই অসাধারণ জ্যোতিষ্কশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলিমাত্র আমাদের সৌরজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট, অবশিষ্টগুলির সহিত এই সৌরজগতের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এই গুলি নভোমণ্ডলের যে অংশে সৌরজগৎ অবস্থিত, সেই অংশ দিয়া চলিয়া যায় মাত্র এবং সেইজন্যই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ধূমকেতুগণের মধ্যে কতকগুলি দূরবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে গুলি যন্ত্রসাহায্য ব্যতিরেকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেগুলি শীর্ষ ও পুচ্ছ দুই অংশে বিভক্ত। শীর্ষের মধ্যস্থল একটী উজ্জ্বল তারকাবৎ, এই অংশকে "গর্ভ" (nucleus) বলে। এই অংশের চারিদিকে অপেক্ষাকৃত অল্প জ্যোতির্বিশিষ্ট একটী নীহারিকাবরণ থাকে। গর্ভসমন্বিত এই নীহারিকা মণ্ডলের নাম শীর্ষ। পুচ্ছাংশও এইরূপ নীহারিকার দ্বারা গঠিত; ইহা রেখাক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু শীর্ষদেশ অপেক্ষা এই অংশের উজ্জ্বলতা অনেক পরিমাণে অল্প। ধূমকেতুর আকৃতি সকল সময়ে একরূপ দেখা যায় না। কতকগুলির একটী পুচ্ছ থাকে, কতকগুলির দুইটী, কাহারও বা তদপেক্ষাও অধিক, কাহারও আবার আদৌ পুচ্ছ থাকে না। এইরূপ পুচ্ছবিহীন কেতুগুলির মধ্যে কতকগুলির 'গর্ভ' গর্ভাবরণ নীহারিকামণ্ডলের অভ্যন্তরে সুস্তোলভাবে অবস্থিত নহে; কতকগুলির আদৌ কোন গর্ভ থাকে না, কেবল একটী নীহারিকামণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে সৌরজগতের সুসম্বদ্ধ এবং সুপ্রণালী-পরিচালিত গ্রহগণের সহিত ধূমকেতুগণের বিস্তর পার্থক্য আছে। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিজ্ঞানচর্চ্চার বলে ধূমকেতু সম্বন্ধীয় কুসংস্কাররাশি সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। তবে ধূমকেতু সকল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত কতকগুলি সুমহতী নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তন করে, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত এবং ভবিষ্যতে ইহারা যে অনেক জ্যোতিষিক রহস্যোদ্ঘাটনের নিমিত্ত স্বরূপ হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ধূমকেতুর সংখ্যা কত? ইহার উত্তর এই যে, ধূমকেতুর সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিৎ কেপলার বলিয়া গিয়াছেন, সমুদ্রে মৎস্য-সংখ্যা যেরূপ অপর্য্যাপ্ত, ব্যোমমার্গে ধূমকেতুর সংখ্যাও সেইরূপ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সময়ে সময়ে সৌরজগতের সন্নিকৃষ্ট হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া থাকে। খৃষ্ট জন্মের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৯৭২টী কেতু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১১৮টী মাত্র পুনরায় সৌরজগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; অবশিষ্টগুলি আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ধূমকেতুর 'কক্ষা' বা গগনমণ্ডলপরিভ্রমণমার্গ একবিধ নহে। কোনটী বৃত্তাভাস (elipse), কোনটী ক্ষেপণী (parabola), কোনটী বা 'হাইপারবোলা' (hyperbola) পথে গগনমার্গে বিচরণ করে। যদিও বস্তুতঃ ইহাদের গতিবিধি কোন প্রকার নিয়মপ্রণালীর অন্তর্ভূত বলিয়া বিবেচনা হয় না, তথাপি ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, ইহাদের সমস্ত গতিবিধি অন্ততঃ কেতুগণের সৌরজগতের সন্নিহিতাবস্থান সময়ে মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা নিয়মিত হয়। এতদ্ভিন্ন ধূমকেতুসম্বন্ধীয় কোনও

বিশেষ তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশ্বপতির কোন আশ্চর্য্য নিয়মাবলীর অধীন হইয়া এই অগণিত ধূমকেতুরাশি অহোরাত্র অনন্ত গগনপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কে বলিতে পারে?

ধূমকেতুর আলোক কোথা হইতে আইসে? এবিষয়েও জ্যোতির্বিদ্‌গণ এক মত নহেন। কাহারও মতে এবিষয়ে কেতু সকল সৌরজগতের গ্রহগণের সদৃশ; সূর্য্যালোক ইহাদের উপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহাকে জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রদান করে। অনেকের মতে আবার ধূমকেতুগণ স্বপ্রভ; কোন গূঢ় অন্তর্নিহিতশক্তিবলে তাহাদের শরীরে এই আলোক উদ্ভূত হইয়া থাকে। এ বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই সমস্ত জ্যোতিষ্ক এক একটী নীহারিকা-পিণ্ডমাত্র। কিন্তু ইহাদের পরমাণু সকলের মধ্যে সংহতি (cohesion) অতি অল্প। এই পরমাণু সকল যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে না। সুতরাং এইরূপই অনুমান করিতে হয় যে, কেতুশরীরস্থ প্রত্যেক বিভিন্ন পরমাণু-সমষ্টি (molecule) রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমান একটী স্বতন্ত্র সচল বস্তুবিশেষ। কিছু কাল পূর্ব্বে একবার "বিয়েনার ধূমকেতুকে" যে দুইটী স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতে দেখা গিয়াছিল, তাহা কেতুগণের পরমাণুসমষ্টিসমূহের মধ্যে সংহতির অভাবেরই পরিচায়ক মাত্র এবং "পেরিহেলিয়নে" (perihelion) উপস্থিত হইলে কেতুশরীর যে অত্যাশ্চর্য্যরূপে সঙ্কুচিত হয়, তাহাও এই কারণবশতই ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ধূমকেতুগণের সান্দ্রত্ব (density) অতি সামান্য; এ কারণ, ইহারা সৌরজগতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর জ্যোতিষ্কগণের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলেও এই সকল জ্যোতিষ্ক কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। কেতুশরীরস্থ পরমাণুসমষ্টির আকুঞ্চন এবং সম্প্রসারণ বিষয়ে এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলেও কিরূপে ইহাদের পুচ্ছোদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি দুর্ভেদ্য-রহস্যজালে আবৃত রহিয়াছে। এবিষয়ে বিভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সমস্ত মতের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা অগ্রে ধূমকেতু সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ বিষয় এবং ইহাদিগের আকৃতির পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া পরে এবিষয়ের দুই একটী মতের উল্লেখ করিব।

ধূমকেতুগণ যে কত দিন দৃষ্টিপথে বর্ত্তমান থাকে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। কোন কোন কেতু কয়েক রাত্রি মাত্র, কোন কোনটী আবার বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত নয়নগোচর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২।৩ মাসের অধিক দেখা যায় না। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে পনসের আবিষ্কৃত এবং ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তেবও কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই দুইটী কেতু বৎসরাবধি দৃষ্টিগোচর ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত ধূমকেতু দেখা যায়, ততদিন উহার নীহারাবরণের বারংবার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। কেতু যতই সূর্য্যের সন্নিকৃষ্ট হয়, ততই উহার খর্ব্বতার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যতই সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যায়, ততই ইহার আকৃতি পুনরায় দীর্ঘ হইতে থাকে। এন্‌কের ধূমকেতুর অনেকবার এইরূপ আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিৎ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে তাপের ন্যূনাধিক্যই এই আকার পরিবর্ত্তনের কারণ। ধূমকেতু যতই সূর্য্যমণ্ডলের নিকট হইতে থাকে, ততই উহার নীহারাবরণ তাপাধিক্যবশতঃ স্বচ্ছ অদৃশ্য দ্রব পদার্থ হইয়া পড়ে এবং যতই সূর্য্যমণ্ডল হইতে দূরে যায়, ততই উত্তাপের হ্রাসবশতঃ বাষ্পরাশি ঘন হইয়া অভ্রবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

অতঃপর পুচ্ছোদ্ভব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। উদয়কালে ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রায় থাকে না, যদি থাকে, তবে তাহা অতি ক্ষুদ্র। ক্রমশঃ এই পুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কখন কখনও বিশ কোটী মাইলেরও অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। কি প্রকারে এই পুচ্ছের উদ্ভব হইয়া থাকে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জগতে মতভেদের কথা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে সমস্ত উপকরণে ধূমকেতু গঠিত তাহাদের মধ্যে এক বা ততোধিক দ্রব্য লইয়া উহার পুচ্ছ নির্ম্মিত হয়। সূর্য্যের সন্নিকট হইলে উত্তাপাধিক্যে পুচ্ছোপকরণ দ্রব হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়, এবং সূর্য্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। যতদিন কেতুটী সূর্য্য সমীপে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত নূতন নূতন উপাদান প্রতিনিয়ত দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং পুচ্ছের কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ধূমকেতুর পুচ্ছোদ্ভব সম্বন্ধে একটী মতের উল্লেখ করা গেল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

ধূমকেতুর সহিত আমাদের এই পৃথিবীর কোন সময়ে সঙ্ঘর্ষণ হইতে পারে কি না? ধূমকেতু সকলের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এবং যেরূপ ভাবে ইহারা গগনপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহা হইতে এরূপ অনুমান একান্তই সম্ভবপর

হইতে পারে যে কোন না কোন সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। তবে এরূপ সঙ্ঘর্ষণের ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা দুরূহ।

যে জ্যোতির্ব্বিদ্ যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, তাঁহার নামানুসারে সেই কেতুর নামকরণ হইয়া থাকে; যথা—হেলির ধূমকেতু, এন্‌কের ধূমকেতু, ফে'র ধূমকেতু ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ধূমকেতু সম্বন্ধে মানবজ্ঞান এখনও সামান্য। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কালে এই কেতু সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

বরাহমিহিরের মতে ধূমকেতুর উদয় নাভস উৎপাতবিশেষ। ইহাতে অমঙ্গল হয়। ইন্দ্রধনুর ন্যায় আকাশে যে তারকাদি উদিত হয়, তাহাকে ধূমকেতু কহে। ইহার দ্বিশূল, ত্রিশূল বা চতুঃশূলও হয়। এই ধূমকেতু অতিশয় আপদজনক, এবং ইহার উদয়ে নানাবিধ উৎপাত হইয়া থাকে।

"উক্তবিপরীতরূপো ন শুভকরো ধূমকেতুরুৎপন্নঃ।
ইন্দ্রায়ুধানুকারী বিশেষতো দ্বিত্রিচুলো বা॥"

'হ্রস্বতুল্যঃ প্রসন্ন ইত্যস্মাদুক্তাৎ যো বিপরীতো বিশেষিতঃ শক্রচাপকেতুরুৎপন্নঃ স ধূমকেতুঃ স চ ন শুভকরঃ পাপং করোতীত্যর্থঃ।' (ভট্টোৎপলকৃত বৃহৎসংহিতাটীকা)

ধূমকেতু উদিত হইলে মাঙ্গলিক ক্রিয়া বর্জ্জন করিবে, অর্থাৎ পাঁচদিন পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কার্য্য করা যাইতে পারে। অন্য স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন দিন এবং শূদ্র একদিন ত্যাগ করিয়া শুভ কার্য্য করিবে।

"ধূমকেতৌ সমুৎপন্নে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গ্রহাণাং সঙ্গরে চৈব ন কুর্য্যাৎ মঙ্গলক্রিয়াং॥
উল্কাপাতে চ ত্রিদিনং ধূমে পঞ্চদিনানি চ।
বজ্রপাতে দিনৈকৈকং বর্জয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (যুক্তিকল্পতরু)

গর্গবচন—

"বজ্রকেতুদ্গমোৎপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
প্রয়াণন্ত ত্যজেৎ ক্ষত্রঃ সপ্তরাত্রমতঃপরং॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য ত্যজেৎ কর্ম্ম ত্রিরাত্রকং।
শূদ্রস্ত্যক্ত্বা চৈকরাত্রং সর্ব্বকর্ম্ম সমাচরেৎ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

[কেতু দেখ।]

৩ অশ্ববিশেষ, এই অশ্ব অমঙ্গলকর, ইহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। যে সকল অশ্বের পুচ্ছদেশে আবর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ধূমকেতু কহে। রাজগণ এই অশ্ব দূর করিবেন।

"পুচ্ছদেশে যদাবর্ত্তো বাজিনঃ সংপ্রদৃশ্যতে।
ধূমকেতুরিতি খ্যাতঃ সংত্যাজ্যো দূরতো নৃপৈঃ॥" (অশ্ববৈদ্যক)

যুক্তিকল্পতরুতে লক্ষণ অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

"পৃষ্ঠবংশে যদাবর্ত্ত একঃ সংপরিলক্ষ্যতে।
ধূমকেতুরিতি খ্যাতঃ সন্ত্যাজ্যো দূরতো নৃপৈঃ॥"(যুক্তিকল্পতরু)

যে সকল অশ্বের পৃষ্ঠদেশে একটী আবর্ত্ত থাকে, তাহাকে ধূমকেতু অশ্ব বলা যায়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অশ্ব পরিত্যাজ্য।
৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০৩।)

ধূমগন্ধি (স্ত্রী) ধূমস্য গন্ধ-ইব গন্ধো যস্য, ততো গন্ধাদিত্যাদিনা ইৎসমাসান্তঃ। ১ রোহিষ তৃণ। চলিত গন্ধখড়। ধূমেন গন্ধ্যতে গম্যতে ইসৌ গন্ধ-ইন্। ২ ধূমদ্বারা অনুমেয় বহ্নি।

ধূমগন্ধিক (স্ত্রী) ধূমগন্ধি-কন্। রোহিষ তৃণ।

ধূমজ (পুং) ধূমাজ্জায়তে জন-ড। ১ মেঘ। ধূম হইতে মেঘরাশি উৎপন্ন হয়, এই জন্য ধূমজ শব্দে মেঘকে বুঝায়। ২ মুস্তক।

ধূমজাঙ্গজ (স্ত্রী) ধূমজস্যমেঘস্য অঙ্গং বজ্রং, তস্মাৎ জায়তে জন-ড। বজ্রক্ষার, ক্ষারবিশেষ।

ধূমদর্শিন্ (ত্রি) ধূমং ধূমাকৃতিং দ্রষ্টুং শীলমস্য দৃশ-ণিনি। সুশ্রুতোক্ত পিত্ত ও কফ দ্বারা বিদগ্ধদর্শন মানব। যাহাদিগের পিত্ত ও কফের আধিক্য হইয়া দর্শনশক্তির হ্রাস হইয়াছে, যাহারা চক্ষে ভাল দেখিতে পায় না ও ধূমের ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ধূমদর্শী কহে। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও মস্তকের অভিতাপ দ্বারা দৃষ্টি অভিহত হইলে সকল পদার্থই ধূম্রবর্ণ দৃষ্ট হয়, ইহাকে ধূমদর্শী কহে। (সুশ্রুত)

ধূমধ্বজ (পুং) ধূমঃ ধ্বজঃ কেতুরিব যস্য। অগ্নি। (হেম°)

ধূমপ (ত্রি) ধূমং ধূমপাত্রং পিবতি পা-ক। তপস্যায় নিমিত্ত ধূমমাত্রপানকারী, তপস্বি-ভেদ। যাহারা তপস্যার কঠোরতার জন্য কেবল ধূমমাত্র পান করিয়া তপস্যা করেন, তাহাকে ধূমপ কহে।

"পিবন্তি মুনয়ো যত্র হবির্ধূমস্য ধূমপাঃ।"(ভারত উ° ১০৭ অঃ)
২ ধূমপায়ি-মাত্র।

ধূমপথ (পুং) ধূমোপলক্ষিতঃ পন্থাঃ অ সমাসান্তঃ। ১ পিতৃযান।
"অপর্হসাবর্ত্ত বিপন্নয়া গিরা শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমন্ময়ং।"
(ভাগ° ৪।৪।১১।)

২ ধূমপ্রচারমার্গ, যে পথে ধূম নির্গত হয়।

ধূমপান (স্ত্রী) ধূমস্য পানং ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত নেত্র ও ব্রণরোগনাশক ধূমবিশেষ পান। [ইহার বিবরণ ধূম দেখ।]

এ দেশে ইহাকে চলিত কথায় তামাক খাওয়া কহে, তামাক সেবনে ধূম পান করিতে হয় বলিয়া উহা ধূমপান শব্দে অভিহিত।

ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—ধূমপানবিধি—ধূমপান ৬ প্রকার। শমন, বৃংহণ, রেচন, কাসঘ্ন, বামন ও ব্রণধূপন। মধ্য ও প্রায়োগিক এই দুই শব্দ শমন শব্দের পর্য্যায়। স্নেহন ও মৃদু এই শব্দ বৃংহণ ধূমের, শোধন ও তীক্ষ্ণ এই দুইটী শব্দ রেচন ধূমের পর্য্যায়।

১২ বৎসর বয়স্ক বালককে এবং অশীতিপর বৃদ্ধকে ধূম পান করাইতে নাই। যদি ধূম সম্যক্‌প্রকারে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, শিরোরোগ এবং বাতশ্লেষ্মিকরোগ প্রশমিত হয়। ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনের প্রসন্নতা, কেশ, দন্ত ও শ্মশ্রুর দৃঢ়তা এবং মুখের দুর্গন্ধনাশ হয়।

যখন ধূম প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন নল ত্রিখণ্ড ও তিনটী পর্ব্বসমন্বিত করা কর্ত্তব্য। ইহার স্থূলতা কনিষ্ঠঅঙ্গুলির ন্যায় এবং অভ্যন্তরের ছিদ্র রাজমাষের সদৃশ করিতে হইবে।

নলের দীর্ঘতা।—শমনধূমপ্রয়োগ স্থলে রোগীর অঙ্গুলির ৪০ অঙ্গুলি, কাসঘ্ন ধূমপ্রয়োগে ১৬ অঙ্গুলি এবং বামন ধূমপ্রয়োগে ১০ অঙ্গুলি পরিমাণ করিতে হইবে। ব্রণধূপনার্থ যে ১০ অঙ্গুলি নল হইবে, তাহার স্থূলতা মটর কলায়ের ন্যায় ও ছিদ্র যেন কুলথ কলায় প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ হওয়া আবশ্যক।

ধূমগ্রহণের নিয়ম।—১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ অথচ সরু একটী শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণ ধূমোপযোগী ঔষধের কল্কদ্বারা উহার ৮ আঙ্গুল ব্যাপিয়া চারিদিকে লেপিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে শরকাণ্ডটী ধীরে ধীরে অপনীত করিয়া ঐ কল্কবর্ত্তি স্নেহাক্ত করিয়া অগ্রভাগ অঙ্গারের অগ্নি দিয়া জ্বালাইয়া, পরে নলের অপর ভাগ মুখে দিয়া ধূমপান করিবে। ধূম প্রথমতঃ মুখ দিয়া পান করিয়া মুখ দিয়াই নির্গত করিবে। তাহার পর নাসিকা দ্বারা পান করিয়া মুখদ্বারা নির্গত করিবে।

যে স্থলে ব্রণধূপন করিতে হয়, সেই স্থলে প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপরি একখানি সরা স্থাপন করিয়া তাহার উপর কল্ক ঔষধ দিবে, পরে আর একখানি সচ্ছিদ্র সরা উহার উপরে উপুড় করিয়া আচ্ছাদিত করিবে। যখন দেখা যাইবে যে ঐ ছিদ্র দিয়া ধূম উঠিতেছে, তখন নলের একমুখ ছিদ্রে ও অপর মুখ ব্রণস্থানে যোজনা করিয়া ধূম প্রয়োগ করিবে।

শমনধূম প্রয়োগে এলাদিগণের কল্ক, বৃংহণ ধূমে স্নিগ্ধ সর্জ্জরস, রেচন ধূমে তীক্ষ্ণ দ্রব্যের কল্ক, কাসঘ্ন ধূমে কণ্টকারী ও মরিচ, বামনধূমে স্নায়ু চর্ম্মাদি এবং ব্রণে ধূম প্রয়োগ করিবে। ধূমপান করিয়া মনস্তাপ এবং ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। সুবর্ণাদি ধাতু, নল অথবা বাঁশ দ্বারা ধূমপানের নল প্রস্তুত করিবে। শ্রান্ত, ভয়যুক্ত, দুঃখিত, গর্ভিণী, রুক্ষ, ক্ষীণ প্রভৃতি ধূমপান করিলে কিংবা অসময়ে অধিকমাত্রায় ধূমপান করিলে নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য ঘৃতপান, নস্য, অঞ্জন ও সন্তর্পণ করিবে এবং ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনির পানা ও মধুরাম্ল সহযোগে বমন করাইবে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°) [ইহার বিবরণ ধূম দেখ।]

ধূমপ্রভা (স্ত্রী) ধূমস্য প্রভা ইব প্রভা যস্যাঃ। ধূমান্ধকারনরক, এই নরকে সকল স্থল ধূমদ্বারা আবৃত থাকে, এই জন্য ইহার নাম ধূমপ্রভা হইয়াছে।

"ঘনোদধিঘনবাততনুবাতনভঃস্থিতাঃ।
রত্নশর্করাবালুকাপঙ্কধূমতমঃপ্রভাঃ॥
মহাতমঃপ্রভা বেত্যধোধোনরকভূময়ঃ।" (হেমচ°)

(ত্রি) ২ ধূম্রবর্ণ।

ধূমপ্রাশ (ত্রি) ধূমং প্রাশ্নোতি প্র-অশ-অণ্। ধূমভক্ষক তপস্বি-ভেদ। যাহারা ধূম ভোজন করিয়া তপস্যা করে।

ধূমমহিষী (স্ত্রী) ধূমস্য মহিষীব ৬তৎ। কুজ্ঝটিকা।

ধূমমার্গ (পুং) ধূমপথ।

ধূমযোনি (পুং) ধূম এব যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্য। ১ মেঘ।

"যজ্ঞধূমোদ্ভবং অভ্রং দ্বিজানাং হিতং সদা।
দাবাগ্নিধূমসম্ভূতমভ্রং ধনহিতং স্মৃতং॥
মৃতধূমোদ্ভবং অভ্রমশুভায় ভবিষ্যতি।
অভিচারাগ্নিধূমোত্থং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজাঃ॥"

(চিন্তামণিধৃত বচন)

যজ্ঞধূম হইতে যে মেঘ হয় এবং তাহাতে যে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা দ্বিজদিগের প্রিয়। দাবানল হইতে যে ধূম হয়, তাহা ধনহিতকর, মৃতব্যক্তির চিতাধূম হইতে জাত-মেঘ অমঙ্গলকর এবং অভিচারাগ্নি হইতে উত্থিত ধূমে, যে মেঘ হয় ইহা ভূতনাশের জন্য হইয়া থাকে। ২ মুস্তক।

ধূমল (পুং) ধূমবর্ণং লাতীতি লা-ক। ১ কৃষ্ণলোহিত বর্ণ। (ত্রি) ২ কৃষ্ণলোহিতবর্ণযুক্ত।

ধূমবৎ (ত্রি) ধূমঃ বিদ্যতে২স্য ধূম-মতুপ্। ধূমযুক্ত পর্ব্বত।

ধূমবর্চ্চস্ (পুং) ধূমপ্রকাশ।

ধূমবর্ণ (পুং) ১ ধূম। ২ এক নাগরাজ।

ধূমবর্ম্মন্ (ক্লী) ধূমস্য বর্ম্ম। ধূমপথ, ধূমমার্গ।

ধূমশিখ, দৈত্যবিশেষ। কথাসরিৎসাগরগ্রন্থে শৃঙ্গভুজরাজার গল্পে ইহার কথা আছে—

অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষসের রূপশিখানাম্নী অনুপম-রূপ-লাবণ্যশালিনী একটী কন্যা ছিল। শৃঙ্গভুজ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে, অগ্নিশিখ বলিল তুমি এই এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারিলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। রূপশিখা ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় নিপুণা ছিল। তাহার সাহায্যে শৃঙ্গভুজ সেই দুষ্কর কার্য্যগুলি সমাপন করিয়া অগ্নিশিখের নিকট পুনরাগমন করিলে পর অগ্নিশিখ বলিল, "এখান হইতে দক্ষিণাভিমুখে দুই যোজন পরিমিত পথ গমন করিলে একটী শিবমন্দির দেখিতে পাইবে। তথায় আমার ভ্রাতা ধূমশিখ বাস করে। এখনই সেখানে গমন কর; মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথা বলিবে 'ধূমশিখ! আমি তোমাকে সদলে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য অগ্নিশিখ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, শীঘ্র আইস, কারণ কল্যই রূপশিখার বিবাহ।' তদনন্তর শীঘ্র এখানে প্রত্যাগমন করিও, কল্য রূপশিখার সহিত তোমার বিবাহ দিব।" ধূর্ত্ত রাক্ষসের এই কথায় প্রতারিত হইয়া শৃঙ্গভুজ তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন এবং রূপশিখার কাছে গিয়া তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রূপশিখা এই কথা শুনিয়া তাঁহার হস্তে কতকটা মৃত্তিকা, কিয়ৎপরিমাণ জল, কতকগুলি কণ্টক এবং একটু অগ্নি প্রদান করিল এবং সেই সঙ্গে নিজের দ্রুতগামী অশ্বটী দিয়া বলিল, "এই অশ্বে আরোহণ কর এবং মন্দিরের সম্মুখে গিয়া আমন্ত্রণবাক্য উচ্চারণ করিয়া বায়ুবেগে এখানে ফিরিয়া আইস। আসিবার সময় ঘন ঘন পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিও। যদি ধূমশিখকে তোমার অনুসরণ করিতে দেখিতে পাও, তবে তোমার পশ্চাদ্ভাগে এই মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিও। যদি দেখ সে তথাপি তোমার অনুসরণ করিতেছে, তাহা হইলে পুনরায় এই জল সেইরূপভাবে নিক্ষেপ করিও। তাহাতেও সে প্রতিনিবৃত্ত না হইলে তৃতীয়বারে কণ্টক এবং শেষে অগ্নি নিক্ষেপ করিও। এইরূপ করিলে সেই দৈত্য আর তোমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। বিলম্ব করিও না, এখনই গমন কর; অদ্য তুমি আমার ইন্দ্রজালের প্রভাব দেখিতে পাইবে।" শৃঙ্গভুজ তদনুসারে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বকথিত ভাবে নিমন্ত্রণবাক্য উচ্চারণ করিয়াই অশ্বে কশাঘাত করিলেন। কিয়দ্দূরমাত্র আগমন করিয়া পশ্চাদ্দেশে চাহিয়া দেখেন যে, ধূমশিখ বেগে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে; সেই মুহূর্ত্তেই তিনি রূপশিখাপ্রদত্ত মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলেন, সেই মৃত্তিকা হইতে একটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের উদ্ভব হইল। যখন তিনি দেখিলেন যে, রাক্ষস বহু আয়াসে সেটী লঙ্ঘন করিয়া আবার আসিতেছে, তখন রূপশিখার শিক্ষামত পুনরায় জল নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে একটী বৃহৎ নদীর উৎপত্তি হইল। বহু কষ্টে রাক্ষস তাহাও পার হইল। তখন তিনি পুনরায় কণ্টকগুলি ফেলিয়া দিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে সেইস্থলে একটী প্রকাণ্ড কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের আবির্ভাব হইল। রাক্ষস বহুআয়াস সহকারে তাহার মধ্য হইতেও বিনিষ্ক্রান্ত হইলে পর সর্ব্বশেষে শৃঙ্গভুজ রূপশিখা-প্রদত্ত সেই অগ্নি ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। তখন প্রচণ্ড অগ্নিরাশি উদ্ভূত হইয়া রাক্ষসের গতিরোধ করিল। রাক্ষস তখন ভীত এবং রূপশিখার ঐন্দ্রজালিক মোহে হতবুদ্ধি হইয়া ক্লান্তকলেবরে শূন্যপদে নিজমন্দিরে ফিরিয়া গেল।

ধূম (হিন্দি) এক প্রকার ঘাস; এই গাছ ঝিলে উৎপন্ন হয়।

ধূমসী (স্ত্রী) রোটিকা বিশেষ।

"মাষাণাং দালয়স্তোয়ে স্থাপিতাস্ত্যক্তকঞ্চুকাঃ।
আতপে শোষিতাঃ যন্ত্রে পিষ্টাস্তা ধূমসী স্মৃতা॥
ধূমসী রচিতা চৈব প্রোক্তা ভুর্ভুরিকা বুধৈঃ।
ভুর্ভুরী কফপিত্তঘ্নী কিঞ্চিদ্বাতকরী স্মৃতা॥" (ভাবপ্র°)

মাষ কলাইয়ের দাইল জলে ভিজাইয়া উহার তুষ বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে, পরে যন্ত্রে পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে ধূমসী কহে। ইহাতে রোটিকা প্রস্তুত করিলে তাহাকে ভুর্ভুরী বলা যায়। ইহা কফ ও পিত্তনাশক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক। (দেশজ) ২ স্থূলা রমণী।

ধূমসংহতি (স্ত্রী) ধূমস্য সংহতিঃ ৬তৎ। ধূমসমূহ।

ধূমা—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিওনী জেলার একটী গ্রাম; লখ্‌নাডন্ হইতে ১৩ মাইল এবং জব্বলপুর হইতে ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। স্কুল, থানা, সৈন্যদিগের ছাউনী করিয়া থাকিবার স্থান এবং পর্য্যটকদিগের জন্য বাংলা আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০। এই স্থানটি সমুদ্রতীর হইতে ১৮০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

ধূমাক্ষ (পুং) ধূম ইব অক্ষি চক্ষুর্যস্য, বচ্ সমাসান্তঃ। ধূমতুল্য-নেত্রযুক্ত, যাহার চক্ষু ধূমসদৃশ। স্ত্রিয়াং বিত্বাৎ ঙীষ্।

"ধূমাক্ষী সংপতন্তু কর্ণা চ ক্রোশতু।" (অথর্ব্ববে° ১১।১০।৭)

ধূমাঙ্গ (পুং) ধূম ইব অঙ্গং যস্য। ১ শিংশপাবৃক্ষ। (ত্রি) ২ ধূমতুল্য অঙ্গযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ধূমাগ্নি (পুং) ধূমশেষোঽগ্নিঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। অগ্নিভেদ।

"বিজ্বালো যো ধূমশিখঃ ধূমাগ্নিঃ স উদাহৃতঃ।" (স্মৃতি)

যে অগ্নির ধূমশিখা বিগত হইয়াছে, তাহাকে ধূমাগ্নি কহে।

ধূমাদি (পুং) ধূম আদির্যস্ত। পাণিনিগণসূত্রোক্ত দেশবাচক শব্দগণ। যথা—ধূম, ষড়ণ্ড, শশাদন, অর্জ্জুনাব, মাহকস্থলী, আনকস্থলী, মাহিষস্থলী, মানস্থলী, অষ্টস্থলী, মদ্রকস্থলী, সমুদ্রস্থলী, দাণ্ডায়নস্থলী, রাজস্থলী, বিদেহ, রাজগৃহ, সাত্রাসাহ, শষ্পমিত্রবর্দ্ধ, ভক্ষালী, মদ্রকুল, আজীকুল, দ্ব্যাহাব, ত্র্যাহাব, সংস্ফীয়, বর্ব্বর, বর্জ্জ্য, গর্ত্ত, আনর্ত্ত, মাঠর, পাথেয়, ঘোষ, পল্লী, আরাজ্ঞী, ধার্ত্তরাজ্ঞী, আবর, তীর্থ, কুক্ষি, অন্তরীপ, দ্বীপ, অরুণ, উজ্জয়িনী, পট্টার, দক্ষিণাপথ, সাকেত। (পাণিনি)

'ধূমাদিভ্যশ্চ' পাণিনির এই সূত্রানুসারে ধূমাদির উত্তর 'বুঞ্' হয়।

ধূমাভ (পুং) ধূমস্য আভা ইব আভা যস্য। ১ ধূম্রবর্ণ। (ত্রি) ২ ধূম্রবর্ণযুক্ত।

ধূমায়্, নাম ধাতু—অধূমের ধূম হওয়া। অধূমো ধূমো ভবতি 'ভৃশাদিভ্যশ্চার্থেক্যঙ্' ইতি ক্যঙ্, ধূমায় ধাতু আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ধূমায়তে। লুঙ্ অধূমায়িষ্ট।

"অকস্মাৎ নগরোপান্তে কথং ধূমায়তে চিতা।" (হাস্যার্ণব)

ধূমাবতী (স্ত্রী) দশমহাবিদ্যান্তর্গত বিদ্যাবিশেষ। ধূমাবতীর উৎপত্তি বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।—একদা পার্ব্বতী অতিশয় ক্ষুধাতুরা হইয়া মহাদেবের নিকট বার বার খাদ্য প্রার্থনা করেন, মহাদেব আহার দিতে না পারিয়া বলেন, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, গৃহে যাইয়া আহার প্রদান করিব। কিন্তু পার্ব্বতী ক্ষুধাতে অতিশয় কাতরা

ধূমাবতী।

হইলেন, কিছুতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ করিলেন, তখন মহাদেবকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। এই সময় তাহার সমস্ত শরীর হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব মায়া দ্বারা শরীর কল্পিত করিয়া কহিলেন, দেবি যখন তুমি আমাকে ভোজন করিয়াছ, তখন তুমি বিধবা হইয়াছ, অতএব এইরূপ বিধবার বেশ পরিধান কর। আমার বরে তুমি এই বেশে লোকের পূজনীয়া হইবে ও তোমার নাম ধূমাবতী হইল।

[দশমহাবিদ্যা দেখ।]

ইহার ধ্যান—

"বিবির্ণা চঞ্চলা দুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা॥
জপেৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে॥" (তন্ত্রসার)

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে পুরশ্চরণ সিদ্ধির নিমিত্ত ধূমাবতীর জপ করিবে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, কবচ, মন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ধূমিকা (স্ত্রী) ধূম ইবাস্ত্যস্যাঃ ইতি ধূম-ঠন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। ২ পক্ষিবিশেষ, ফিঙ্গা।

"শশঘ্নীভাসকুররগৃধ্রোলূককুলিঙ্গকাঃ।
ধূমিকা ধূমহা চৈতি প্রসহা মৃগপক্ষিণঃ॥"(বাভট সূত্র° ৬ অ°)

ধূমিত (ত্রি) ধূমোঽস্য সঞ্জাতঃ ইতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ সঞ্জাতধূম। ২ দীক্ষণীয় মন্ত্রভেদ।

"ষড়ক্ষরো জীবহীনঃ সার্দ্ধসপ্তাক্ষরো মনুঃ।
সার্দ্ধদ্বাদশ বর্ণো বা ধূমিতঃ স তু নিন্দিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

যে মন্ত্র সার্দ্ধদ্বাদশ বর্ণবিশিষ্ট, তাহাকে ধূমিত কহে, এই মন্ত্র নিন্দিত।

ধূমিন্ (ত্রি) ধূমোঽস্ত্যস্য বাহুল্যেন ইনি। ১ বাহুল্যদ্বারা ধূমযুক্ত। যে স্থলে বাহুল্য হইবে না, সেইখানে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়া ধূমবৎ হইবে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ অজমীঢ়ের পত্নীভেদ।

"অজমীঢ়স্য পত্নাস্তু তিস্রো বৈ যশসান্বিতাঃ।
নীলি চ কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাঙ্গনাঃ॥" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

৩ অগ্নির জিহ্বাভেদ।

ধূমোত্থ (ক্লী) ধূমাদুত্তিষ্ঠতি পরম্পরসম্বন্ধেনেতি ধূম-উদ্ স্থা-ক। ১ বজ্রক্ষার। (ত্রি) ২ ধূমজাত মাত্র।

ধূমোদ্গার (পুং) ধূমস্য উদ্গারঃ ৬তৎ। ১ ধূমনির্গম। ২ জঠরাগ্নির মন্দতাসূচক পদার্থের উদ্গার, জঠরাগ্নি মান্দ্য হইলে ধূমবৎ উদ্গার উঠিতে থাকে, ইহাকে চলিত কথায় চোঁয়াঢেকুর বলে। এইরূপ উদ্গার হইলে জানিতে হইবে যে অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে।

"ধূমোদ্গারে তথা বাস্তে ক্ষুরকর্ম্মণি মৈথুনে।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ধূমোপহত (পুং) ধূমেন উপহতঃ ৩তৎ। সুশ্রুতোক্ত ধূমকৃত উপদ্রবরূপ রোগভেদ, ইহার লক্ষণাদির বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

"অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধূমোপহতলক্ষণং।" (সুশ্রুত)

ইহার পর ধূম কর্ত্তৃক উপহত হইলে অর্থাৎ শরীরে ধূম প্রবেশ করিলে যেরূপ লক্ষণ হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। শ্বাস, হাঁচি, কাশ, কাতরশব্দ, চক্ষুদ্বয়ের জ্বালা ও রক্তবর্ণতা, নিশ্বাসের সহিত ধূম নির্গত হওয়া, ধূম ভিন্ন অন্য দ্রব্যের গন্ধ বা স্বাদ না জানিতে পারা, শ্রবণশক্তি রহিত হওয়া এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরপ্রযুক্ত অবসন্ন ও জ্ঞানশূন্য হওয়া ধূমোপহতের লক্ষণ। ইহার চিকিৎসাবিধান এইরূপ, ঘৃত, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, দুগ্ধ, চিনি বা মিছরির জল ও মধুরাম্লরস, এই সকল দিয়া রোগীকে বমন ভালরূপ করাইতে হইবে। রোগীর ভালরূপে বমন হইলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং ধূমের গন্ধ থাকে না। শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, শ্বাস ও কাস এই সকল প্রতিকারেই শান্তি হয়। অনন্তর মধুর, লবণ, অম্ল ও ঝাল দ্রব্য মুখে রাখিলে জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ হয় এবং মনও প্রসন্ন হয়। চিকিৎসক এই রোগে যাহাতে হাঁচি হয়, বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ইহাতে দৃষ্টি বিশোধিত হয় এবং মস্তক ও গ্রীবা স্বচ্ছন্দভাব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর যাহাতে অম্লরস না জন্মে, এইরূপ অবিদাহী, লঘু ও স্নিগ্ধ আহার প্রদান করিবে। (সুশ্রুত)

ধূমোর্ণা (স্ত্রী) যমপত্নী।

"শক্রঃ শচীপতির্দেবঃ যমো ধূমোর্ণয়া সহ।
বরুণঃ সহ গৌর্য্যা চ সসন্ধ্যা চ ধনেশ্বরঃ॥"

(ভারত অনু° ১৬৫ অঃ)

২ মার্কণ্ডেয় পত্নী।

ধূমোর্ণাপতি (পুং) ধূমোর্ণায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। যম। (হারাবলী)

ধূম্যা (স্ত্রী) ধূমানাং সমূহঃ ধূম পাশাদিত্বাৎ য টাপ্। ধূমসমূহ।

ধূম্যাট (পুং) ধূম্যা ইব অটতি ইতি অট অচ্। পক্ষিবিশেষ, ফিঙ্গা, পর্য্যায়—কলিঙ্গ, ভৃঙ্গ। (অমর)

ধূম্র (পুং) ধূমং ধূম্রবর্ণং রাতীতি রা-ক। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ শ্যামরক্তমিশ্রিতবর্ণঃ। পর্য্যায়—ধূমল, কৃষ্ণলোহিত, কৃষ্ণবর্ণ ও লোহিতবর্ণ এই দুই বর্ণ একত্র করিলে ধূম্র হয়। (ত্রি) ২ ধূম্রবর্ণযুক্ত।

"ধূমধূম্রো বসাগন্ধো জ্বালাবভ্রুশিরোরুহঃ।
ক্রব্যাদগণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ॥" (রঘু ১৪।১৬)

৩ সিহ্লক। ৪ তুরুষ্ক। ৫ অসুরবিশেষ। (ভাগ° ৯।৪১।৭২)
৬ শিব, মহাদেব।

"বিলোহিতস্য ধূম্রস্য নীলগ্রীবায় বৈ নমঃ।"

(ভারত শান্তি ২৬৮ অঃ)

৭ মেষ। "অজোধূম্রঃ ন গোধূমৈঃ।" (শুক্লযজু° ২১।২৯)
'ধূম্রঃ মেষঃ' (বেদদী°) ৮ কুমারানুচর ভেদ।

মুহূর্ত্তচিন্তামণি-উক্ত আনন্দাদি করিয়া রবি প্রভৃতি বারে নক্ষত্র বিশেষোক্ত যোগ ভেদ।

"আনন্দাখ্যঃ কালদণ্ডশ্চ ধূম্রো ধাতা সৌম্যঃ ধ্বাঙ্ক্ষকেতুক্রমেণ।" (মুহূর্ত্তচিন্তামণি)

ধূম্রক (পুং) ধূম্রবর্ণেন কায়তি ইতি কৈ-ক। উষ্ট্র। (জটাধর)

ধূম্রকেতু (পুং) ১ ভরতরাজার পুত্রভেদ। যে সময় ভগবান্ এই পৃথিবী রক্ষার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই সময় ভরত বিশ্বরূপের দুহিতা পঞ্চজনীকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার গর্ভে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ, ধূম্রকেতু এই পাঁচপুত্র হয়। (ভাগ° ৫।৭।৩২) ২ তৃণবিন্দুর পুত্রভেদ।

"বিশালঃ শশবিন্দুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ তৎসুতাঃ।" (ভারত ৯।২।২)

(ত্রি) ৩ ধূম্রবর্ণ ধ্বজযুক্ত।

ধূম্রকেশ (পুং) ১ পৃথুরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৪।২২।৫০)

২ কৃশাশ্বের অর্চ্চিনামে ভার্য্যাতে জাত পুত্রভেদ।

"কৃশাশ্বো ঽর্চ্চিষি ভার্য্যায়াং ধূম্রকেশমজীজনৎ।"

(ভাগ° ৬।১৮ অঃ)

(ত্রি) ৩ ধূম্রবর্ণ কেশযুক্ত। স্বাঙ্গত্বাৎ বা স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ধূম্রপত্রা (স্ত্রী) ধূম্রং ধূম্রবর্ণং পত্রং যস্যাঃ অজাদেরাকৃতিগণত্বাৎ টাপ্। ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—ধূম্রাহ্বা, সুলভা, স্বয়ম্ভুবা, গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রাণী, কৃমিঘ্নী, শ্রীমলাপহা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, রুচিকারক, শোথ, কৃমি ও কাশনাশক এবং অগ্নিপ্রদীপক। (রাজনির্ঘণ্ট)

ধূম্রমূলিকা (স্ত্রী) ধূম্রং মূলং যস্যাঃ, কপ্ টাপি অতইত্বং। শূলীতৃণ। (রাজনি°)

ধূম্ররোহিত (পুং) ধূম্রশ্চ, রোহিতশ্চ 'বর্ণোবর্ণেন' ইতি সূত্রেণ কর্ম্মধারয়ঃ। ধূম্রবর্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ।

(ত্রি) ২ তদ্যুক্ত।

ধূম্রলোচন (পুং) ধূম্রে লোচনে যস্য। ১ কপোত। (রাজনি°) ২ দানবরাজ শুম্ভের একজন সেনাপতি। যখন ভগবতী শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করিবার জন্য অসামান্যরূপলাবণ্যশালিনী হইয়া 'যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন, আমি তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিব', এইরূপ সগর্ব্বে অবস্থিতি করিতে

ছিলেন, এমন সময় শুম্ভ সুগ্রীব নামক দূতের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য ধূম্রলোচনকে আদেশ করিয়াছিলেন। ধূম্রলোচন ৬০ হাজার সেনায় পরিবৃত হইয়া সেই ভুবনমোহিনী মহামায়া ভগবতীর নিকট গমন করিলেন। যখন ধূম্রলোচন তাহার সমীপে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, তখন তিনি এক প্রচণ্ড হুঙ্কার করিয়াছিলেন, এই প্রচণ্ড হুঙ্কারে ৬০ হাজার সৈন্যের সহিত তিনি ভস্মীভূত হন। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

ধূম্রলোহিত (পুং) ধূম্রশ্চ লোহিতশ্চ "বর্ণোবর্ণেন" ইতি সূত্রেণ সমাসঃ। ১ কৃষ্ণবর্ণমিশ্রিতরক্তবর্ণ। (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত (পুং) ৩ শিব।

"গৌরঃশ্যামস্তথা কৃষ্ণঃ পাণ্ডুরো ধূম্রলোহিতঃ।"

(ভারত অনু ১৪ অ°)

ধূম্রবর্ণ (পুং) ধূম্রঃ বর্ণঃ। ১ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত। ৩ তুরুষ্ক, সিহ্লক। ৪ ধূমিনীজাত পুত্রভেদ।

ধূম্রবর্ণা (স্ত্রী) ধূম্রবর্ণ-টাপ্। অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে একটী।

"বিশ্বমূর্ত্তিস্ফুলিঙ্গিন্যৌ ধূম্রবর্ণা মনোজবা।

লোহিতাখ্যা করালাখ্যা কালী তামস ঈরিতাঃ॥" (তন্ত্র)

ধূম্রশূক (পুং স্ত্রী) ধূম্রঃ শূক-ইব রোম যস্য। উষ্ট্র। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

ধূম্রাক্ষ (ত্রি) ধূম্রং ধূম্রবর্ণং অক্ষি চক্ষুর্যস্য, সমাসান্তবিধৌ অচ্ সমাস। ১ ধূম্রবর্ণনেত্রযুক্ত, যাহার চক্ষু ধূম্রবর্ণ। ২ তৃণবিন্দুবংশীয় হেমচন্দ্রনৃপের পুত্র।

"হেমচন্দ্রসুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ।" (ভাগ° ৯।২।২২)

৩ রাবণের একজন সেনাপতি, ইনি লঙ্কাসমরে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া হনুমানের হস্তে নিহত হন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (রামায়ণ লঙ্কা°)

ধূম্রাট (পুং) পক্ষিবিশেষ, ফিঙ্গা। কেহ কেহ ধূম্রাটের পাঠান্তর 'ধূম্যাট্' এইরূপ বলিয়া থাকেন।

ধূম্রানীক (পুং) ১ শাকদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির পুত্রভেদ। ২ তন্নামক তত্রত্যবর্ষ।

ধূম্রাভ (পুং) ধূম্রস্য আভা-ইব আভা-যস্য। ধূম্রবর্ণ আভা-যুক্ত।

ধূম্রায়ণ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

ধূম্রার্চ্চিস্ (স্ত্রী) শারদাতিলকোক্ত অগ্নির দশবিধ কলান্তর্গত কলা ভেদ।

"ধূম্রার্চ্চিরুষ্মাজ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।

সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবাহোঽপিচা।"(শারদাতিল°)

ধূম্রাশ্ব (পুং) বিশালরাজ সুচন্দ্রের পুত্র। সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর প্রপৌত্র। (রামা° বাল° ৪৪ স°)

ধূম্রাহ্বা (স্ত্রী) ধূম্রং বর্ণং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে-ক। ধূম্রপত্রা, শরতুম্বা, ক্ষুপভেদ।

ধূর্জ্জটি (পুং) ধূঃ ভারভূতা জটা যস্য, বাহুল্যাৎ অচ্। সঙ্কীর্ণাখ্য সংখ্যাতে ইন্, ধূর্গঙ্গা জটাযস্য, অথবা ধূস্ত্রৈলোক্যচিন্তায়া জটিঃ সংঘাতো যত্র বা। শিব।

"ধূম্ররূপঞ্চ যত্তস্য ধূর্জটিস্তেন চোচ্যতে॥"

(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ২০৩ অঃ)

ধূর্ত্ত (ক্লী) ধূর্ব্বতীতি ধূর্ব্ব-ক্তন্। (হসিমৃগ্রিণ্ বামি দমি লূ পূ ধূর্বিভ্যস্তন্। উণ্ ৩।৮৬) বা ধূর-ক্ত। ১ বিট্‌লবণ। ২ লৌহকিট্ট। (পুং) ৩ ধুস্তূর বৃক্ষ, ধুতুরা গাছ। ৪ চোরক। ৫ খণ্ডলবণ। (বিশ্ব) ৬ দ্যূতকৃৎ, যাহারা দ্যূতাদি ক্রীড়া করে, তাহাদিগকে ধূর্ত্ত কহে, কারণ যাহারা দ্যূতাদি ক্রীড়াসক্ত তাহারা প্রায় কপটী ও মায়াবী হইয়া থাকে, এই সকল কারণে তাহাদিগকে ধূর্ত্ত কহে। ৭ বঞ্চক, প্রতারক। ৮ মায়াবী।

"নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ পক্ষিণাং চৈব বায়সঃ।

দংষ্ট্রীণাঞ্চ শৃগালস্তু শ্বেতভিক্ষুস্তপস্বিনাং॥" (পঞ্চতন্ত্র)

মনুষ্যগণের মধ্যে নাপিত, পক্ষীর মধ্যে বায়স, দংষ্ট্রীর মধ্যে শৃগাল, তপস্বীর মধ্যে শ্বেত ভিক্ষু, স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে স্বর্ণকার প্রভৃতি ধূর্ত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।

নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥

হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরং।

শতেষু সজ্জনঃ কোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ॥

সুবুদ্ধিঃ শিবভক্তশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ।

ন বিশ্বসেৎ তেষু তাত স্বাত্মকল্যাণহেতবে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৫।১৩১-১৩৩)

স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ এবং কায়স্থ এই তিন জন নরের মধ্যে ধূর্ত্ত এবং ইহারা দয়াশূন্য। ইহাদের হৃদয় ক্ষুরধার-সদৃশ এবং ইহারা বিনয়াদি-শূন্য। একশতের মধ্যে একজন কায়স্থ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্ সকলই ধূর্ত্ত।

ইহারা যদি বিদ্যাদিসম্পন্ন ও দেবদ্বিজে সদা ভক্তিপরায়ণ হয়, তথাচ ইহাদিগকে আপনার মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তির বিশ্বাস করা উচিত নহে। ৯ শঠনায়ক বিশেষ। যথা—

"দৃষ্ট্বৈকাসনসংস্থিতে প্রিয়তমে পশ্চাদুপেত্যাদরাৎ

একস্যা নয়নে পিধায় বিহিতক্রীড়ানুবন্ধচ্ছলঃ।

ঈষদ্‌বক্রিতকন্ধরঃ সপুলকঃপ্রেমোল্লসন্মানসাং

অন্তর্হাসলসৎকপোলফলকাং ধূর্ত্তো২পরাং চুম্বতি॥"

(সাহিত্যদর্পণ) [শঠ দেখ।]

যে স্থলে জাতিবাচক শব্দের সহিত ধূর্ত্ত শব্দের সমাস হইবে, সেই স্থলে 'পোটাযুবতীত্যাদি' সূত্রদ্বারা পরনিপাত হইবে এবং সেই সেই স্থলে "বকধূর্ত্ত, শৃগালধূর্ত্ত" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ হইবে।

ধূর্ত্তক (পুং) ধূর্ত্ত-স্বার্থে কন্। ১ শৃগাল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ কৌরব্য কুলজ নাগভেদ।

"বাহুকঃ শৃঙ্গবেরশ্চ ধূর্ত্তকঃ প্রাতরাতকৌ।
কৌরব্য কুলজাস্থেতে প্রবিষ্টা হব্যবাহনং ॥"(ভারত ২১৫৭।১৩)

ধূর্ত্তক (পুং) দ্যূতকর।

ধূর্ত্তকৃৎ (পুং) ধূর্ব্ব-ভাবে ক্তন্, ধূর্ত্তনং হিংসনং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ পিতিকৃতি তুগাগমশ্চ। ১ ধুস্তুর। (ত্রি) ২ বঞ্চনকারক। প্রতারক, হিংসক।

ধূর্ত্তচরিত (ক্লী) ধূর্ত্তস্য চরিতং বর্ণ্যত্বেনাস্ত্যস্য অচ্। ১ সঙ্কীর্ণাখ্য নাটক গ্রন্থভেদ। (সাহিত্যদ°) ধূর্ত্তস্য চরিতং ৬তৎ। ২ ধূর্ত্তদিগের চরিত্র, প্রতারকদিগের চরিত্র।

ধূর্ত্তজন্তু (পুং) ধূর্ত্তশ্চাসৌ জন্তুশ্চেতি নিত্য কর্ম্মধা°। মানুষ। (শব্দচন্দ্রিকা) মনুষ্যগণ স্বাভাবিক ধূর্ত্ত, এই জন্য ইহাদিগকে ধূর্ত্তজন্তু কহে।

ধূর্ত্ততা (স্ত্রী) ধূর্ত্তস্য ভাবঃ ধূর্ত্ত-তল্ টাপ্। শঠতা, প্রবঞ্চকতা।

ধূর্ত্তমানুষা (স্ত্রী) ধূর্ত্তো হিংসিতো মানুষোঽনয়া। রাস্না।

ধূর্ত্তি (পুং) ধুর্ব্বী হিংসায়াং ক্তিচ্। ১ হিংসক।

"মীনঃ সংদেব অররুষো ধূর্ত্তিঃ।" (ঋক্ ১।১৮।৩)
'ধূর্ত্তি হিংসকঃ।' (সায়ণ) ধূর্-ভাবে ক্তিন্। (স্ত্রী) ২ হিংসা।

ধূর্দ্ধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধুরাং ধরঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। ধুরন্ধর। ভারবাহী।

ধূর্য্য (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৯)

ধূর্ব্বহ (ত্রি) বহতীতি বহ-অচ্ ধুরাং বহঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। ধুরন্ধর।

ধূর্ব্বী (স্ত্রী) ধুরং অজতি অজ-ক্বিপ্ অজের্ব্বী ইতি বী। রথাগ্রভাগ। পর্য্যায়—যানমুখ, ধূঃ। (হেম)

ধূলক (ক্লী) ধূ-বাহুলকাৎ লক্। বিষ। (শব্দচ°)

ধূলসমুদ্র (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

ধূলা (দেশজ) ধূলি।

ধূলাতিয়া, পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র ঠাকুরী বা সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দ্দার সিন্ধিয়া হইতে ৪০০৲ এবং হোলকর হইতে ৬০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

ধূলি (স্ত্রী) ধূর্বতি ধূয়তে বেতি ধূ-বাহুলকাৎ লি। ১ পার্থিবচূর্ণ, চলিত ধূলা। পর্য্যায়—রেণু, পাংশু, রজস্, ধূলী, ক্ষিতিকণ, ক্ষোদ্র, চূর্ণ, তুষ্ণ, মহীরজ, বাতকেতু, নভঃকেতু, কণা, ক্ষিতিকণা। (শব্দর°)

"দীপখট্বা তনুচ্ছায়া ছিন্নকেশনখাদিকং।
অজমার্জারেণুশ্চ হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥" (কর্ম্মলোচন)

দীপ, খট্বা ও শরীরের ছায়া, ছিন্নকেশনখাদি এবং ছাগ ও মার্জ্জারের ধূলি পুরাকৃত পুণ্য নষ্ট করে। ছাগলের ধূলি এবং খরধূলি, সম্মার্জ্জনীর ধূলি ও স্ত্রীলোকদিগের পদরজ গাত্রে লাগাইবে না, ইহা গাত্রে লাগিলে ইন্দ্র ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যের কথা বলাই বাহুল্য অর্থাৎ এই সকলের ধূলা বিশেষ অমঙ্গলজনক।

"অজরজঃ খররজস্তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ।
স্ত্রিয়ঃ পাদরজো রাজন্! শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥"(লক্ষ্মীচ°)

২ ব্যাকুলীভাব। (গণরত্নটীকা)

ধূলিকদম্ব (পুং) ধূলীনাং কদম্বং যত্র। ১ নীপ কদম্বৃক্ষ। ২ বরুণবৃক্ষ। ৩ তিনিসবৃক্ষ। (ক্লী) ধূলীনাং কদম্বং ৬তৎ। ৪ ধূলিসমূহ।

ধূলিকদম্বক (পুং) ধূলিকদম্ব স্বার্থে কন্। নীপ কদম্বৃক্ষ।

ধূলিকা (স্ত্রী) ধূলিরিব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি সূত্রেণ কন্ টাপ্। ১ কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। ২ নীহার।

ধূলিকুট্টিম (ক্লী) ধূলীনাং কুট্টিমমিব। কেদার, কৃষ্টক্ষেত্র, যে ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ষণাদি দ্বারা সমস্ত মৃত্তিকাই ধূলিরাশিতে পরিণত হয়।

ধূলিকেদার (পুং) ধূলিপ্রধানঃ কেদারঃ মধ্যপদলো° কর্ম্মধা। ১ কৃষ্টক্ষেত্র। ২ বপ্র।

ধূলিগুচ্ছক (পুং) ধূলীনাং গুচ্ছক ইব, ইবার্থে কন্। পটবাসক, কস্তুচূর্ণ, চলিত কথা ফাগ, আবীর।

ধূলিধ্বজ (পুং) ধূলিরেব ধ্বজো যস্য। পবন, বায়ু।

ধূলিপুষ্পিকা (স্ত্রী) ধূলিঃ পরাগস্তৎপ্রচুরং পুষ্পং যস্যাঃ, কাপি অত ইত্বং। কেতকীপুষ্প, কেয়াফুল, এই ফুলে অধিক পরিমাণে পরাগ দৃষ্ট হয়, এই জন্য ইহার নাম ধূলিপুষ্পিকা হইয়াছে।

ধূলিয়া, ১ খান্দেশ জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৫৯ বর্গ মাইল। উত্তর সীমায় বীরদেল, পূর্ব্বে পরোয়া ও অমলনের, দক্ষিণে নাসিক জেলা ও পশ্চিমে পিম্পলনের। এই উপবিভাগের মধ্যস্থলে ছোট ছোট পাহাড়, তাহার উপর দিয়া পাঁজরা ও বোরি নদী প্রবাহিত।

এই স্থান বেশ উর্ব্বরা ও স্বাস্থ্যকর। দক্ষিণাংশে কিছু জল কষ্ট আছে। আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

২ খান্দেশ জেলার প্রধান নগর ও ধূলিয়া উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২০°৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭´৩০´´ পূঃ। পাঁজড়া নদীর দক্ষিণ কূলে ও চল্লিশ গাঁও রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২১৮৮০, তন্মধ্যে হিন্দু ১৫৯৯১, মুসলমান ৪৯৭০, জৈন ৬৫৮।

এই নগর পুরাতন ও নূতন এই দুই ভাগে বিভক্ত। পুরাতন অংশে অধিকাংশ দরিদ্র লোকের বাস এবং নূতন অংশে ভাল ভাল রাস্তা ও অট্টালিকা আছে। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থান একটী নগণ্য গ্রাম বলিয়াই গণ্য ও লালিং বা ফতেহাবাদ উপবিভাগের অধীন ছিল। নিজামের আধিপত্যকালে লালিং দৌলতাবাদের সাধীন হয়।

প্রবাদ এইরূপ, গৌলী রাজা এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং মোগল শাসনকর্ত্তাগণের সময়ে তাহার সংস্কার হয়। হিন্দুরাজগণের হস্ত হইতে এই নগর প্রথমে আরব অধিপতি, তৎপরে যথাক্রমে মোগল, নিজাম ও অবশেষে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে ও হোলকরের উৎপাতে এখানকার অধিবাসিগণ নগর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরবর্ষে বালাজী বলবন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া এখানে লোকালয় পত্তন করেন। তাঁহার ঐ কার্য্যের জন্য তিনি বহুতর ভূমি প্রাপ্ত হন। তিনি ধূলিয়া নগরে কাছারী করিয়া কিছুকাল এ প্রদেশ শাসন করেন। তৎপরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান বৃটীশাধীন হয়, সেই সময় হইতে ক্রমান্বয়ে এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এখানে গোরাবারিক, ২টী হাসপাতাল, টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে এখানে এক বড় হাট হয়, তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকার দ্রব্য আদান প্রদান হইয়া থাকে।

ধূলিয়ান্, বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম। এখানে ধান্য, কলাই, ছোলা, গম ও অপরাপর শস্যের বিস্তৃত হাট আছে। এখানে প্রতি বর্ষে একটী মেলা হয়, তাহাতে লক্ষাধিক টাকার জিনিস বিক্রয় হইয়া থাকে।

ধূলী (স্ত্রী) ধূলি-ঙীপ্। ধূলি, ধূলা।

ধূলীপটল (পুং) ধূলীনাং পটলং যত্র। ১ উড্ডীয়মান ধূলীসমূহ।

"ধূলীপটলে ধূমভ্রমে তত্রাসতা ধূমস্তেন।"

(সামান্যলক্ষণা, শিরোমণি)

(স্ত্রী) ধূলীনাং পটলং ৬তৎ। ২ ধূলিসমূহ।

ধূলীময় (ত্রি) ধূলী-ময়ট্। ধূলিময়, ধূলিদ্বারা আবৃত।

ধূলীমুষ্টি (স্ত্রী) ধূলীনাং মুষ্টিঃ ৬তৎ। একমুষ্টি ধূলি।

ধূল্যবগুণ্ঠন (স্ত্রী) ধূলীভিরবগুণ্ঠনং ৩তৎ। ধূলিরোধক মুখাচ্ছাদন।

ধূসর (পুং) ধূনাতীতি ধূ-সরন্, সচ কিৎ (কৃধূমদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।৭৩) ১ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। (ত্রি) ২ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ যুক্ত। কৃষ্ণশ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ এই দুইবর্ণ মিশাইলে ধূসরবর্ণ হইয়া থাকে। শুক্ল পীতবর্ণ, শ্বেত ও পীত এই দুই বর্ণ মিশ্রিত করিলেও ধূসরবর্ণ হয়।

"শ্যেনপক্ষিপরিধূসরালকাঃ সান্ধ্যমেঘ রুধিরার্দ্রবাসসঃ।"

(রঘু ১১।৬০)

৩ গর্দ্দভ। ৪ উষ্ট্র। ৫ কপোত। ৬ তৈলাকর। কবিকল্পলতায় ধূসর বস্তুর এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। যথা—ধূলি, লূতা, করভ, গৃহগোধিকা, কপোত, মূষিক, রজ, কাককণ্ঠ, খরাদি। (কবিকল্পলতা।)

ধূসরচ্ছদা (স্ত্রী) ধূসর ঈষৎপাণ্ডুবর্ণো ছদো যস্যাঃ। শ্বেতবুহ্না। (রত্নমালা)

ধূসরপত্রিকা (স্ত্রী) ধূসরং পত্রং যস্যাঃ ঙীষ্ ততঃ স্বার্থে কন্. টাপ্ টাপি পূর্ব্বস্বরস্য হ্রস্বঃ। হস্তিশুণ্ডীক্ষুপ, চলিত হাতিশুড়া গাছ।

ধূসরা (স্ত্রী) ধূসর-টাপ্। পাণ্ডুরফলীক্ষুপ। (রাজনি°)

ধূসরিত (ত্রি) ধূসরোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। ধূসরবর্ণীকৃত, যাহাতে ধূসরবর্ণ করা হইয়াছে।

ধূসী (অব্য) ধূস-বাহুলকাৎ ই। বিস্তার। (গণরত্ন°।)

ধূসরী (স্ত্রী) ধূসর-ঙীপ্। কিন্নরীভেদ।

ধূস্তূর, (পুং) ধুস্ কান্তি করণে ভাবে কিপ্ তুরু-ক। ধুতুরা। একশ্রেণীর ক্ষুদ্র গাছ, ইহা প্রায় ১০।১২ প্রকার। পৃথিবীর সর্ব্বত্র গ্রীষ্ম প্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশসমূহে ইহা প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল প্রকার ধুতুরাই অতিশয় বিষাক্ত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে ঔষধার্থে ও নানাবিধ অসদভিপ্রায়-সাধনের জন্য জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। য়ুরোপখণ্ডে ইহার প্রচার অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমবাসীরা ইহার ব্যবহার জ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

আরবী এবং সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে লোকে ধুতুরার গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ধুতুরার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌গুলি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় এবং কোন্‌গুলি হয় না এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকগণের মধ্যে মতের ঐক্য নাই। অনেকে বলেন, যে শ্রেণীর ধুতুরার বেগুনী রংএর ফুল হয়, সেগুলি শ্বেতপুষ্পবিশিষ্ট ধুতুরা অপেক্ষা অধিকতর বিষাক্ত,

এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ এ দেশে যত প্রকার ধুতুরা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের সকল গুলিরই উক্ত উভয়বিধ বর্ণের পুষ্প হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, পুষ্পের বর্ণ দেখিয়া ধুতুরার গুণ সম্বন্ধে বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যদিও ধুতুরার ১০।১২ প্রকার ভেদ আছে, তথাপি শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে ইহাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণ ধুতুরা (Datura fastuosa) ভারতবর্ষের গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশসমূহের পতিত ভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার আবার ২।৩টী প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাদের ফুলগুলি বড় বড় এবং শ্বেত অথবা ঈষৎ ধূম্রবর্ণ হইয়া থাকে। ফুলের মধ্যভাগ (coralla) প্রায়ই ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; মস্তকের ভাগটী বিস্তৃত, তাহার ব্যাস সময়ে সময়ে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফলগুলি ঈষৎ গোলাকার এবং সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকাবৃত। যখন অভ্যন্তরস্থ বীজগুলি পরিপক্ক হয়, তখন ফল ফাটিয়া যায়। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, এই কৃষ্ণ ধুতুরাই অন্যান্য সর্ব্বপ্রকারাপেক্ষা অধিক বিষাক্ত এবং ভয়ানক। এজন্য নরহত্যা অথবা তদ্বিধ অপরাপর অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্বেত ধুতুরা অপেক্ষা কৃষ্ণ ধুতুরার অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক দেশীয় চিকিৎসকের মতেও কৃষ্ণ ধুতুরা অধিকতর উপকারী, কিন্তু The Pharmacopœa of India নামক গ্রন্থে এই মতের পোষকতা নাই। সাধারণতঃ বীজগুলিই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠগজাতীয় দস্যুগণ এই বীজ খাওয়াইয়া পথিকগণকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিত। পরে নিশ্চিন্তমনে এবং অবাধে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিত। বীজমাত্রা অধিক হইয়া গেলে সময়ে সময়ে ইহা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। মদ্যের মাদকতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বঙ্গদেশে এই বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিয়ৎপরিমাণ অঙ্গারের উপর বীজ গুলিকে দগ্ধ করিয়া সেই ধূমে কতকগুলি পাত্র পরিপূর্ণ করা হয়। পরে সেই পাত্র গুলিতে মদ ঢালিয়া মুখ আঁটিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বীজগুলির মাদকতা এবং বিষাক্তগুণ উক্ত ধূমেও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। মাদকতাশক্তি আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে বীজগুলি গুঁড়া করিয়া মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বোম্বাই প্রদেশেও এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বিষপ্রয়োগের জন্য বীজগুলিকে ভাজিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করে; পরে সে গুলিই চিনি, আটা, তামাক প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী জলে ভিজাইয়া ইহা হইতে এক প্রকার অরিষ্ট প্রস্তুত করে। ইহার দশ ফোটা মাত্র এক ছিলিম তামাকুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে স্বচ্ছন্দে একটী লোককে দুইদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান করিয়া রাখিতে পারা যায়। শবচ্ছেদ দ্বারা এই বিষের অস্তিত্ব নির্ণয় কথা অত্যন্ত দুরূহ। রোগীকে সাধারণতঃ অচেতনাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য অতিশয় বেগে এবং কষ্টকর ভাবে হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে কোন প্রকারে তাহার গাত্রে রৌদ্র লাগান কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই বিষ অধিক শীঘ্র কার্য্য করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিষের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর তামসী নিদ্রা উপস্থিত হয়। শীতকালে ১৫ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত বিষের কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

ঔষধার্থে ইহার প্রয়োগ শ্বেত ধুতুরার সহিত সমান। সচরাচর যে যে পীড়ায় ধুতুরার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা শ্বেত ধুতুরার বর্ণনাস্থলে লিখিত হইবে। এস্থলে কৃষ্ণ ধুতুরা সম্বন্ধে চিকিৎকগণ যে বিশেষ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করা গেল—

মান্দ্রাজ-নিবাসী জনৈক ডাক্তার বলেন—"এই গাছ যে জলাতঙ্ক নিবারণে সমর্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই প্রদেশের অনেকে জলাতঙ্ক নিবারণের জন্য খ্যাত, কিন্তু তাহারা কিছুতেই তাহাদের ব্যবহৃত ঔষধ সাধারণকে জানিতে দিতে চায় না। আমি অনেক কষ্টে এবং অনেক পরিশ্রম করিয়া এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এতদ্দ্বারা নিজে অনেকগুলি রোগী আরাম করিয়াছি এবং আমার কতকগুলি শিষ্যও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমার চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ :—

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্ষিপ্ত কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইবার প্রায় ৪০ দিন পরে রোগীর জলাতঙ্ক উপস্থিত হয়। কোন কোন স্থলে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেও এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে। আমার প্রণালীমতে দংশনকার্য্যের দুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি দিবসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পঞ্চদশ দিবসে প্রাতে ছয়টার সময় রোগীকে একটী বড় চামচের এক চামচ পরিমিত চা বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত অঙ্গারচূর্ণ সেবন করাইবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহাকে অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত কৃষ্ণ ধুতুরাপত্রের রস খাইতে দিবে। পরে সঙ্গে মিছরী খাইতে দিয়া কিম্বা অন্য যে কোন উপায়ে হউক বমন-বেগ রোধ

করিতে চেষ্টা করিবে। পরে যাহাতে রোগী অপর কাহারও কিছু অনিষ্ট করিতে না পারে, এরূপ ভাবে তাহাকে বদ্ধ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রৌদ্রে বসাইয়া রাখিবে। এরূপ অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, এবং ঠিক ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় অনেক আচরণ করিতে থাকিবে। যদি এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে তাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরেই দংশন করিয়াছিল, এবং আরোগ্যের বিষয় আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বৈকালে রোগীর মস্তকে কিছুক্ষণ ধরিয়া শীতল জল ঢালিতে হইবে। ইহাতে রোগী অতিশয় বিরক্ত হইবে এবং চীৎকার করিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। তৎপরে তাহাকে শূকর-মাংস, লোণামৎস্য, বার্ত্তাকু, কলাই প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে দিবে। অতঃপর রোগীকে নীরোগ বিবেচনা করিবে এবং লঘু পথ্য প্রদান করিবে। যে রোগীর ইতিপূর্ব্বেই জলাতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসা করিতে হইলে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি লইয়া যাহাতে একটু রক্তপাত হয়, এরূপ ভাবে কপালের উপর চিরিয়া দিবে। পরে কৃষ্ণ ধুতুরার পাতা লইয়া সেই স্থানে মর্দ্দন করিবে এবং সঙ্গে রস সেবন করিতে দিবে।”

ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু বলেন, “আমি এই গাছ বহুপরিমাণে ব্যবহার করিয়াছি। কোন স্থান ফুলিয়া উঠিয়া যন্ত্রণা হইতে থাকিলে আমি টাট্‌কা পত্রের রস মাখাইয়া দিই অথবা তাহার একটী পুল্‌টিস তৈয়ারী করিয়া দিই। চক্ষু সম্বন্ধীয় যন্ত্রণা দূর করিতে টাট্‌কা পত্রের রস অতিশয় উপকারী, ইহাতে ফুলা একবারে নিবারণ করে। শুষ্ক পত্র এবং ছোট ছোট ডাল গুলি দগ্ধ করিয়া সেই ধূম মুখ দিয়া টানিয়া লইলে হাঁপ দমন হয় এবং কলিকা করিয়া তামাকের ন্যায় সাজিয়া খাইলে হাঁপের টান কমিয়া যায়; কিন্তু অধিক পরিমাণে ধূমপান করিলে মাথা ঘোরে এবং মূর্চ্ছা আনয়ন করে। শুনা যায়, ইহার বীজগুলি জলাতঙ্ক রোগে উপকারে আইসে এবং শীষ গুলি ওলাউঠায় ব্যবহৃত হয়।”

আবার কোন কোন চিকিৎসক বলেন, কর্ণের পীড়ায় টাট্‌কা পত্রের রস ২।৩ ফোটা কাণের ভিতরে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

ডাক্তার থর্ণটন্ বলেন, “হাঁপের পীড়ায় শুষ্কপত্রের ধূমপান উপকারী। বাতের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য এবং গ্রন্থিস্ফীতি উপশমের জন্য ইহার পত্রের রসের বাহ্যপ্রয়োগ হইয়া থাকে এবং যে স্থলে স্ত্রীলোকের স্তনে স্ফোটক হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে নিবারণের জন্য এবং অধিক দুগ্ধ নির্গমন-রোধ করিবার জন্য ইহার পত্রের পুল্‌টিস্ দেওয়া হয়।”

উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় হাকিমগণ উপদংশঘটিত পীড়া-সমূহে ইহার শুষ্কমূল অর্দ্ধগ্রেণ মাত্রায় পানের সঙ্গে খাইতে দেন। ইহার বীজও ধ্বজভঙ্গ রোগ আরাম করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে:— ১৫টী ধুতুরাফলের বীজ উত্তমরূপে শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া দশসের পরিমিত গোদুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে সিদ্ধ করা হয়। পরে সেই দুগ্ধ হইতে যতটা সম্ভব ঘৃত প্রস্তুত করিয়া লয়। প্রত্যহ দুইবার করিয়া এই ঘৃত জননেন্দ্রিয়ে মালিস করিতে হয় এবং একবার করিয়া ৪ গ্রেণ পরিমাণে খাইতে দেয়।

মহিস্তুরে রোগ আরাম করিবার জন্য দধির সহিত প্রত্যহ একবার করিয়া ইহার পত্রের রস খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

অপর জনৈক ডাক্তার বলেন, “ইহার পত্র বাতপীড়ায় বাহ্যপ্রয়োগে বিশেষ ফল দেয়।”

কর্ণমূলপ্রদাহে এই পত্রের রস গাঢ় করিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র ফুলা এবং ব্যথা কমিয়া যায়।

ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া তাহাতে পুলটিস্ প্রস্তুত করিয়া স্ফোটক ইত্যাদিতে চাপাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং শীঘ্র পূঁযের সঞ্চার হয়। আবার ধুতুরা এবং হলুদ এক সঙ্গে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনপ্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

অতঃপর শ্বেত ধুতুরার বিষয় লিখিত হইতেছে। শ্বেতধুতুরা—এ দেশে প্রচুরপরিমাণে জন্মে। ইহার ফুলগুলি কৃষ্ণধুতুরার অপেক্ষা আকৃতিতে একটু ছোট, তদ্ভিন্ন অপর কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। রং শ্বেত অথবা বহির্ভাগে ঈষৎ নীল।

শ্বেতধুতুরা ২ প্রকার আছে। এই দুয়ের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে Datura alba, এবং Datura stramonium। ঔষধার্থে—datura albaর বীজ এবং পত্র ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ হইতে অরিষ্ট, সার এবং প্রলেপ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং পত্রে পুলটিস্ তৈয়ারী হয়। শুষ্ক পত্রগুলি সাজিয়া ধূমপান করিলে তাহাতে হাঁপের টান, ক্ষয়কাশের শ্বাসকৃচ্ছ্র, ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের বায়ুস্ফীতি প্রভৃতি রোগ উপশম হইয়া থাকে। পত্র হইতে যে অরিষ্ট এবং সার প্রস্তুত হয়, তাহাতে মাদকতা জন্মায় এবং অবসন্নতা উৎপাদন করে। সুলভ বলিয়া অনেকে অহিফেনের পরিবর্ত্তে এই অরিষ্ট ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন, ইহার বিশ ফোঁটা এক গ্রেণ অহিফেনের সমান কার্য্যকারী। সারও তদ্রূপ বেলেডোনার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত করিয়া থাকে; পরিমাণ সিকি গ্রেণ দিবসে তিনবার। এই মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া

দেড় গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। ডাক্তার বিডাই বলেন, অস্থিগুল্ম রোগে, বাতপ্রযুক্ত হস্তপদাদির গাঁইট ফুলিলে, কষ্টদায়ক অর্ব্বুদ (আব্) অথবা অর্শের বহির্বলীতে এই পত্রের পুলটিস্ দিলে যন্ত্রণার বিশেষ উপশম হয়। হাঁপকাশ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ফুসফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়ায় প্রায়ই বক্ষঃস্থলে এই পত্রের "প্ল্যাসটার" করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু উপরে কোন প্রকার ক্ষত বা ঘা থাকিলে পুলটিস্ অথবা প্ল্যাসটার কিছুই দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা অভ্যন্তরে বিষ প্রবেশের সম্ভাবনা আছে। কষ্টজনক স্তনপীড়াতে দুগ্ধক্ষরণ নিবারণ জন্ম এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা ধুতুরা পত্রের পুলটিস করিয়া দেয়। ধুতুরা প্রয়োগ করিলে চক্ষের তারকা প্রসারিত হয়; এই বিস্তৃতি অতিশয় অধিক হইলে বুঝিতে হইবে যে আর অধিক প্রয়োগ করিলে অনিষ্ট ঘটিবে।

কোনরূপ অস্ত্রাঘাতের পর হনুস্তম্ভ হইলে কেহ কেহ অন্য উৎকৃষ্টতর ঔষধের অভাবে ধুতুরার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ক্ষতস্থলে দিবসে ৩।৪ বার করিয়া ধুতুরা পত্রের পুলটিস দিতে হয়। ক্ষতের উপরি পুঁয আদি জন্মিলে অগ্রে ঈষদুষ্ণ জলদ্বারা তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে ধুতুরার আরক ২০ হইতে ৩০ ফোটা পরিমাণে জলের সহিত দিবসে ৩।৪ বার করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আক্ষেপ কমিতে আরম্ভ না করে, ততক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি ইতিমধ্যে চক্ষের তারা সম্পূর্ণ বিস্ফারিত হয় এবং মস্তিষ্কের উপর ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ধুতুরা সেবন করা নিরাপদ নহে। যদি আক্ষেপ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ অল্পক্ষণ-স্থায়ী হইয়া আইসে, তাহা হইলে আক্ষেপ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধের প্রয়োগ সেই মত বিলম্বে বিলম্বে করা উচিত। যদি শরীরের উপর ধুতুরার ক্রিয়া লক্ষিত হইলেও রোগ কিছুই উপশম না হয়, তাহা হইলে আর অধিক ঔষধ প্রয়োগে কিছুই মঙ্গল হয় না, বরং অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এতদতিরিক্ত মধ্যে মধ্যে রোগীর মেরুদণ্ডে ধুতুরার মলম উত্তমরূপে মর্দ্দন করা উচিত। রোগীকে একটী অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিতে হয়, এবং তাহার গাত্রে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। প্রয়োজনমত তার্পিণের পিচকারী দিয়া রোগীকে মলত্যাগ করান কর্ত্তব্য। রোগীকে সবল রাখিবার জন্ম মদ, হংসডিম্ব উত্তমরূপে দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেই দুগ্ধ, অথবা পুষ্টিকর এবং উত্তেজক খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার বিধেয়।

ধুস্তূরতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কটু তৈল /৪ সের। দশমূলের কাথ /৬ সের, কল্কার্থ দশমূল /১ সের, এই সকল দ্রব্যে যথাবিধানে তৈল প্রস্তুত করিতে ধুস্তূর তৈল হয়। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী শিরোরোগাধিকার)

ধৃত (ত্রি) ধৃ কর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্ত। ধারণবিশিষ্ট, চলিত কথায় ধরা, অধিকৃত, গৃহীত, যাহা ধরা হইয়াছে।

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥" (ভার° ১।৭৪।১০৩)

২ স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। ধৃ স্থিতৌ পতনে চ ভাবে ক্ত। ৩ পতন। ৪ স্থিতি। ৫ ত্রয়োদশ মনু রৌচ্যের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭।৮২)

৭ দ্রুহ্যবংশীয় ধর্ম্মের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১৪।)

ধৃতদেবা (স্ত্রী) দেবকের এক কন্যা। (ভাগ° ৯।২৪।২৩)

ধৃতপদা (স্ত্রী) গায়ত্রীভেদ। (দেবীভাগ° ১২।৬।৮০)

ধৃতরাজন্ (পুং) ধৃতো রাজা প্রাশস্ত্যেন যেন। সৌরাজদেশ, যে দেশে রাজা অতি উত্তমরূপে প্রজাপালনাদি করেন।

ধৃতরাষ্ট্র (পুং) ধৃতং রাষ্ট্রং সুপাল্যতয়া যত্র। ১ সৌরাজ দেশ। ২ নাগভেদ। (মেদিনী)

৩ কৌরবরাজভেদ, দুর্য্যোধনের পিতা, বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র। ইহার বিবরণ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—পুরুবংশে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি গঙ্গাকে বিবাহ করেন, এই গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জনসমাজে ভীষ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভীষ্ম পিতার প্রিয়কার্য্যকরণেচ্ছায় নিজে বিবাহ করেন নাই এবং সত্যবতীর সহিত পিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। সত্যবতীর এক নাম মৎস্যগন্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইহার কন্যাকালে পরাশর হইতে গর্ভ হওয়াতে একপুত্র হয়, তাহার নাম দ্বৈপায়ন। ইনিই ভারত-প্রণেতা মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস। পরে শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, তাহাদের নাম বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্তযৌবন কালে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক হত হন। বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন। ইনি কৌশল্যাগর্ভসম্ভূতা কাশিরাজের দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকা এই দুই ভগিনীকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে সন্তান না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সত্যবতী দেখিলেন, সন্তানাভাবে এই বংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

এই কারণে সত্যবতী অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং মনে মনে স্বীয় পুত্র দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই ব্যাসদেব সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া কহি-

লেন, মাতঃ! কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, আদেশ করুন। তখন সত্যবতী কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তুমি তাহার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন কর। দ্বৈপায়ন তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মাতাকে কহিলেন, আমি আপনার আদেশানুসারে ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিব। কিন্তু বধূরা ভ্রাতানুসারে সংবৎসর ব্রতপরায়ণ হইয়া অবস্থান করুন, তাহা হইলে তাহারা বিশুদ্ধ হইবেন। যেহেতু ব্রতানুষ্ঠান না করিয়া কোন কামিনী আমার সমীপে আসিতে পারিবে না।

তখন সত্যবতী কহিলেন, রাজমহিষীগণ যাহাতে সত্ত্ব গর্ভবতী হন, তাহার উপায় বিধান কর। রাজ্য রাজশূন্য থাকিলে প্রজাগণ অনাথ হইয়া বিনষ্ট হইবে, দেবগণ রাজ্য হইতে তিরোহিত হইবেন, রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইবে, এই জন্য তুমি সত্বই গর্ভাধান কর। ভীষ্ম সেই গর্ভজাত বালককে সংবর্দ্ধিত করিবেন। ব্যাস কহিলেন, যদি বিলম্ব না করিয়া অকালেই পুত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মহিষীরা আমার বিরূপতা সহ্য করুন, ইহাই তাহাদের পরমব্রত হইবে। এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব অন্তর্হিত হইলেন। তখন সত্যবতী পুত্রবধূসমীপে গমন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন, হে সুশ্রোণি! দেবরাজ সদৃশ কুমার প্রসব কর, সেই কুমার আমাদের এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিবে।

অনন্তর বধূ কৌশল্যা যথাকালে ঋতুস্নাতা হইলে সত্যবতী তাহাকে সুসজ্জীকৃত শয্যায় উপবেশন করাইয়া কহিলেন, পুত্রি! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশীথ সময়ে তিনি তোমার নিকটে আগমন করিবেন, তুমি অপ্রমত্তা হইয়া তাহার প্রতীক্ষা কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর এই কথা শুনিয়া কুরুবংশীয় প্রধান পুরুষদিগের নাম গ্রহণ করিয়া শয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দীপ সকল উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতে থাকিলে বেদব্যাস অম্বিকার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের পিঙ্গলবর্ণ জটা, বিশাল শ্মশ্রু এবং প্রদীপ্তলোচন অবলোকন করিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন। দ্বৈপায়ন মাতার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য অম্বিকার সহিত সঙ্গত হইলেন, কিন্তু অম্বিকা ভয়প্রযুক্ত তাহাকে অবলোকন করিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্যাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! এই বধূতে কি গুণবান্ পুত্র জন্মিবে? ব্যাস বলিলেন, যথাবিধানে জাত এই গর্ভস্থ বালক অযুত নাগসদৃশ বলবান্, বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইবে, এবং এই মহাত্মা হইতে একশত পুত্র হইবে, কিন্তু মাতৃদোষে অন্ধ হইবে। কালে অম্বিকা এইরূপে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। ইহার নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন বলিয়া পরে বেদব্যাস হইতে অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং সুদেষ্ণা দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই, পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও রাজ্যাধিকারী হন। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধাররাজতনয়া গান্ধারীর বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে একশত পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন এই চারিজন প্রধান। একদা ব্যাসদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হন, গান্ধারী ব্যাসকে উত্তমরূপে পরিতোষ করিলে তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, 'তোমার পতি সদৃশ শতপুত্র হইবে।' অনন্তর গান্ধারী যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র হইতে গর্ভ গ্রহণ করিলেন। গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাচ সন্তান হইল না। এইজন্য গান্ধারী অতিশয় দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় কুন্তী তেজস্বী পুত্র প্রসব করিয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে স্বীয় গর্ভে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দুই বৎসরের সেই গর্ভ সংহত লৌহপিণ্ডের ন্যায় মাংসপেশী রূপে ভূমিষ্ঠ হইল। গান্ধারী ইহা পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলে মহর্ষি বেদব্যাস ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কেন তুমি এই অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি তোমাকে যে বর দিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না, তুমি এক্ষণে ঘৃতপূর্ণ একশত কুম্ভ শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া নিভৃতস্থানে উত্তমরূপে রক্ষা কর, এবং শীতল সলিল দ্বারা এই মাংসপেশী সিক্ত কর। পরে জলাভিষেক করিতে করিতে সেই মাংসপেশী বহুধা বিদীর্ণ হইল। তাহার প্রত্যেক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণ হইয়া কালক্রমে একশত সংখ্যায় বিভক্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল মাংসপেশীখণ্ড ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপিত হইয়া গুপ্তস্থানে পরিরক্ষিত হইল। 'ইহা দুই বৎসর পরে উদ্ঘাটিত করিবে' এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্যাসদেব তিরোহিত হইলেন। অনন্তর যথাকালে সেই সকল মাংসপেশীখণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ দুর্য্যোধনের জন্ম হইল। দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল এবং সেই সময় নানাবিধ অমঙ্গল হইতে লাগিল। দুর্য্যোধনের জন্ম সময় ঐ সকল অমঙ্গল হইতে দেখিয়া বিদুর প্রভৃতি এই পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার অনুরোধ করেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অপত্য স্নেহে বশীভূত

হইয়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনন্তর একমাসের মধ্যে পূর্ণ একশত পুত্র ও একটী কন্যা উৎপন্ন হইল। গান্ধারী যখন বর্দ্ধমান গর্ভক্লেশে ক্লিশ্যমানা ছিলেন, সেই সময় একজন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আর এক পুত্র হয়, ইহার নাম যুযুৎসু. ইনি বৈশ্যাগর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া করণ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠাদিক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের নাম প্রদত্ত হইল—১ দুর্য্যোধন, ২ যুযুৎসু, ৩ দুঃশাসন, ৪ দুঃসহ, ৫ দুঃশল, ৬ দুর্ম্মুখ, ৭ বিবিংশতি, ৮ বিকর্ণ, ৯ জলসন্ধ, ১০ সুলোচন, ১১ বিন্দ, ১২ অনুবিন্দ, ১৩ দুর্দ্ধর্ষ, ১৪ সুবাহু, ১৫ দুষ্প্রধর্ষণ, ১৬ দুর্ম্মর্ষণ, ১৭ দুর্ম্মুখ, ১৮ দুষ্কর্ণ, ১৯ কর্ণ, ২০ চিত্র, ২১ উপচিত্র, ২২ চিত্রাক্ষ, ২৩ চারু, ২৪ চিত্রাঙ্গদ, ২৫ দুর্ম্মদ, ২৬ দুষ্প্রহর্ষ, ২৭ বিবিৎসু, ২৮ বিকট, ২৯ সম, ৩০ ঊর্ণনাভ, ৩১ পদ্মনাভ, ৩২ নন্দ, ৩৩ উপনন্দ, ৩৪ সেনাপতি, ৩৫ সুষেণ, ৩৬ কুণ্ডোদর, ৩৭ মহোদর, ৩৮ চিত্রবাহু, ৩৯ চিত্রবর্ম্মা, ৪০ সুবর্ম্মা, ৪১ দুর্ব্বিরোচন, ৪২ অয়োবাহু, ৪৩ মহাবাহু, ৪৪ চিত্রচাপ, ৪৫ সুকুন্তল, ৪৬ ভীমবেগ, ৪৭ ভীমবল, ৪৮ বলাকী, ৪৯ ভীমবিক্রম, ৫০ উগ্রায়ুধ, ৫১ ভীমশর, ৫২ কনকায়ু, ৫৩ দৃঢ়ায়ুধ, ৫৪ দৃঢ়বর্ম্মা, ৫৫ দৃঢ়ক্ষত্র, ৫৬ সোমকীর্ত্তি, ৫৭ অনুদর, ৫৮ জরাসন্ধ, ৫৯ দৃঢ়সন্ধ, ৬০ সত্যসন্ধ, ৬১ সহস্রবাক্, ৬২ উগ্রশ্রবা, ৬৩ উগ্রসেন, ৬৪ সেনানী, ৬৫ দুষ্পরাজয়, ৬৬ অপরাজিত, ৬৭ পণ্ডিতক, ৬৮ বিশালাক্ষ, ৬৯ দুরাধর্ষ, ৭০ দৃঢ়হস্ত, ৭১ সুহস্ত, ৭২ বাতবেগ, ৭৩ সুবর্চ্চা, ৭৪ আদিত্যকেতু, ৭৫ বহ্বাশী, ৭৬ নাগদত্ত, ৭৭ অনুযায়ী, ৭৮ নিষঙ্গী, ৭৯ কবচী, ৮০ দণ্ডী, ৮১ দণ্ডধার, ৮২ ধনুর্গ্রহ, ৮৩ উগ্র, ৮৪ ভীমরথ, ৮৫ বীর, ৮৬ বীরবাহু, ৮৭ অলোলুপ, ৮৮ অভয়, ৮৯ রৌদ্রকর্ম্মা, ৯০ দৃঢ়রথ, ৯১ অনাধৃষ্য, ৯২ কুণ্ডভেদী, ৯৩ বিরাবী, ৯৪ দীর্ঘলোচন, ৯৫ দীর্ঘবাহু, ৯৬ মহাবাহু, ৯৭ ব্যূঢ়োরু, ৯৮ কনকাঙ্গদ, ৯৯ কুণ্ডজ, এবং ১০০ চিত্রক। কন্যার নাম দুঃশলা। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু ভিন্ন আর সকল পুত্রই কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে মহাবীর ভীমের হস্তে নিহত হয়। ধৃতরাষ্ট্রের কণিক নামে এক মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী ছিলেন, ইহার মন্ত্রণাই ভারতযুদ্ধের অনেকটা মূল বলা যাইতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় বলবান্, বেদব্যাসের বরে শত হস্তীর ন্যায় বলশালী হইয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধাবসানে ভীমের হস্তে শত পুত্র নিহত হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে লৌহভীম তাহার কোলে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনি ক্রোধালিঙ্গনে সেই মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়াছিলেন। যখন ভারতযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে অবসান হইয়া গেল, পাণ্ডুপুত্রগণ অশ্বমেধানুষ্ঠান করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন তপস্যার জন্য বন গমন করেন। এই স্থানে ছয়মাস অবস্থানের পর দাবানলে পত্নীর সহিত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। (মহাভারত)

জৈমিনী ভারতে ধৃতরাষ্ট্র নামক এক নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ধৃতরাষ্ট্র নাগ কদ্রুর পুত্র। ইহার সহিত পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত বিবাদ ছিল। যখন অর্জ্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষক হইয়া মণিপুর গমন করেন, সেই সময় অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহন অশ্বমেধের অশ্ব ধারণ করেন, ইহাতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এই যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রভৃতি হতপ্রায় হন। পাতালে বাসুকিনাগের নিকট সঞ্জীবন মণি ছিল, উলূপীর পরামর্শে ও জননীর আজ্ঞানুসারে বভ্রুবাহন সেই মণি আনয়ন করিতে পাতালে গমন করেন। সেই সঞ্জীবক মণি স্পর্শ করিলে অর্জ্জুনাদি জীবন প্রাপ্ত হইবেন, উলূপী ইহা বলিয়া দিয়াছিল। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র নাগ বাসুকিকে এই মণি দান করিতে বিশেষ রূপে নিষেধ করেন। সুতরাং সর্পগণের সহিত বভ্রুবাহনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সময়ে সর্পগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাসুকি পরাজিত হইয়া বভ্রুবাহনের হস্তে সঞ্জীবক মণি অর্পণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্ব্বুদ্ধি ও দুঃস্বভাব নামক আপন পুত্রদ্বয়ের সহিত বৈরনির্য্যাতনের জন্য পরামর্শ করেন। তখনই ঐ নাগদ্বয় রণক্ষেত্রে যাইয়া অর্জ্জুনের মস্তক কাটিয়া লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন এবং ঐ মস্তক মহর্ষি বকদাল্‌ভ্যের অধিষ্ঠিত অরণ্য মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এদিকে অর্জ্জুনের দেহে মস্তক না থাকায় চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তখন সকলে অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টপুত্রদ্বয় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং অর্জ্জুনের ছিন্ন মস্তকও তাহার দেহে সংযুক্ত হইল। পরে এই সঞ্জীবক মণি স্পর্শে অর্জ্জুন পুনর্জ্জীবিত হইলেন।

(জৈমিনি ভারত)

৪ জনমেজয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

"জনমেজয়স্য তনয়া ভুবি খ্যাতা মহাবলাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রথমজঃ পাণ্ডু র্বাহ্লীক এব চ॥" (ভারত ১।৯৪।৫৪)

৫ বলিরাজের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ ৩ ৭৪) ৬ পক্ষিবিশেষ। (বিশ্ব) ৭ গন্ধর্ব্বভেদ।

"ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিৎ ধৃতরাষ্ট্রোঽথ সপ্তমঃ।"

(বিষ্ণুপু' ২।১০।১৫)

ধৃতরাষ্ট্রী (স্ত্রী) ধৃতরাষ্ট্র-ঙীষ্। ১ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী। ২ হংসপত্নী। (হেম)

ধৃতবৎ (ত্রি) ধৃত-মতুপ্, মস্য ব। ধারণকারী, ধারণশীল।

ধৃতবর্ম্মন্ (পুং) ধৃতং বর্ম্ম যেন। ১ গৃহীতকবচ, যাহারা কবচ ধারণ করিয়াছে। ২ ভারত প্রসিদ্ধ ত্রিগর্ত্তরাজ কেতুবর্ম্মার পুত্র। ইহার ভ্রাতার নাম সূর্য্যবর্ম্মা। যখন অর্জ্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া পরিভ্রমণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত ইহাদিগের যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ইহার ভ্রাতা কেতুবর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা নিহত হন। ইহাদের মৃত্যুর পর ধৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করেন, পরে পরাজিত হইয়া অর্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার করেন। (ভারত আশ্ব° ৭৪ অঃ)

ধৃতব্রত (ত্রি) ধৃতং ব্রতং যেন। ১ গৃহীতব্রত, যাহারা ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। (পুং) ২ পুরুবংশীয় জয়দ্রথপুত্র বিজয় নৃপতির পৌত্র নৃপভেদ।

ধৃতাত্মন্ (ত্রি) ধৃত আত্মা যেন। ১ ধৈর্য্যান্বিতচিত্ত। (পুং) ২ বিষ্ণু।

ধৃতি (স্ত্রী) ধৃ-ক্তিন্। ১ ধারণ। ২ তুষ্টি। ৩ ধৈর্য্য। ৪ বিষ্কম্ভাদিমধ্যে অষ্টম যোগভেদ।

"অতিগণ্ডঃ সুকর্ম্মা চ ধৃতিঃ শূলং তথৈব চ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই যোগে জন্ম হইলে বুদ্ধিমান্, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, বাগ্মিপ্রবর, সুশীল ও বিনয়ান্বিত হইবে।

"ধৃতিযোগসমুৎপন্নঃ প্রাজ্ঞঃ সংহৃষ্টমানসঃ।
বাবদূকঃ সভায়াঞ্চ সুশীলো বিনয়ান্বিতঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

৫ মুখ। ৬ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকার মধ্যে মাতৃকাভেদ। [মাতৃকা দেখ।]

৭ অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি ছন্দোমাত্র।

এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অক্ষরে যতি এবং এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, এবং পঞ্চম, ও একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন অন্য অক্ষর সকল লঘু হইবে।

উদাহরণ—

"ক্রীড়ৎকালিন্দীললিতলহরীবারিভির্দাক্ষিণাত্যৈ
র্বাতৈঃ খেলদ্ভিঃ কুসুমিতলতা বেল্লিতা মন্দমন্দং।
ভৃঙ্গালীগীতৈঃ কিসলয়করোল্লাসিতোল্লাস্য লক্ষ্মীং
তন্বানা চেতো রভসতরলং চক্রপাণেশ্চকার॥" (বৃত্তরত্নাকর)

৮ মানস-ধারণাভেদ।

"ধৃতিরধৃতি হ্রী র্ধী র্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" (শ্রুতি)

এই ধৃতি সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ।

"ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে ঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥"

(গীতা ১৮।৩৩--৩৫)

ধৃতিকেও ধারণা কহে, যে ধারণাশক্তিবিশেষ দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বদা সমাধান বলে উন্মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, তাহাকেই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে। যে ধারণা দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের মন অর্থকামাদির উপরে আসক্ত বা অনুরক্ত হয়, তাহার নাম রাজসিক ধৃতি এবং যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধারণাকে তামসিক ধৃতি কহে। ৯ দক্ষসুতারূপ ধর্ম্মপত্নীভেদ। (পুং) ১০ জয়দ্রথ নৃপের পৌত্র। (হরিবংশ ৩১ অ°) ১১ মৈথিল রাজভেদ। (ভাগ° ৯।১৩।১৬) ১২ বিশ্বদেবভেদ। (ভারত° অনু° ৩১ অঃ) ১৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত ব্যভিচারিভাবভেদ।

"জ্ঞানাভীষ্টাগমাদ্যৈস্তু সংপূর্ণস্পৃহতা ধৃতিঃ।
সৌহিত্যবচনোল্লাসসহাসপ্রতিভাদিকৃৎ॥" (সাহিত্যদ°)

১৪ গুরুত্ববিশিষ্ট বস্তুর পতনাভাব।

"কার্য্যাযোজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।
বাক্যাৎ সংখ্যা বিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ॥" (কুসুমাঞ্জলি)

১৫ বিপুলাক্ষ বিষ্কুম্ভ পর্ব্বতস্থ বনভেদ। ১৬ বিশ্বদেব বিশেষ। (ভারত ১৩।৯১।৩০) ১৭ যদুবংশীয় বভ্রুর পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১২।১৫)

ধৃতিমৎ (ত্রি) ধৃতি রস্ত্যস্য মতুপ্। ১ ধৈর্য্যান্বিত।

"কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কৃচ্ছ্রমাহুররিং বুধাঃ।" (মনু)

(পুং) ২ রৈবতের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৩ অজমীঢ় নৃপের পৌত্র নৃপভেদ। (হরিবংশ ২০ অঃ) ৪ কুশদ্বীপস্থ বর্ষভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ১২০ অঃ) ৫ অগ্নিভেদ।

"বিষ্ণুর্নামেহ যোঽগ্নিস্তু ধৃতিমান্ নাম সোঽঙ্গিরাঃ।"

(ভারত বনপ° ২২০ অঃ)

ধৃতি হোমান্তে ধৃতি নামক অগ্নির হোম করিতে হয়। ৬ ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি মধ্যে অঙ্গিরার অপত্য ভেদ।

ধৃতিহোম (পুং) ধৃত্যাদ্যষ্টকোদ্দেশকো হোমঃ। বিবাহাঙ্গহোমভেদ।

বিবাহের পরে এই ধৃতিহোম করিতে হয়। এই ধৃতি-হোম ৮ প্রকার এবং ইহা অবশ্য করণীয়। "ইহ ধৃতিঃ স্বাহা" এইরূপ মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। এই স্থলে ধৃতি শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হইবে না। * ভবদেব এই হোম-বিধান এইরূপ লিখিয়াছেন, বিবাহের পরে কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানানুসারে হোম করিয়া ধৃতি নামক অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে সমিৎপ্রক্ষেপান্ত ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম সমাপন করিয়া ৮টী মন্ত্রে ধৃতিহোম করিতে হইবে।

আটটী মন্ত্র—

'প্রজাপতি ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো বধূর্দেবতা ধৃতিহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা। ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা। ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা। ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা। ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা। ওঁ ময়ি রতিঃ স্বাহা। ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা।' এই আটটী মন্ত্রে ধৃতিহোম করিতে হয়।

ধৃত্বন্ (পুং) ধরতীতি ধৃ-কনিপ্। (শীঙ্ ক্রুশি রুহি জিক্ষীতি। উণ্ ৪।১১৩) ১ বিষ্ণু। ২ ধর্ম্ম। ৩ গগন। ৪ সমুদ্র। ৫ মেধাবী। ৬ বিপ্র। (ত্রি) ৭ ধারক।

ধৃত্বরী (স্ত্রী) ধৃত্বন্, ঙীপ্, রশ্চান্তাদেশঃ। (বনোচর। পা ৪।১।৭৭) ভূমি। (ত্রিকাণ্ড°)

ধৃষজ্ (ত্রি) ধৃষ অভিভবে বাহুলকাৎ কজিন্। ১ ধর্ষক। ২ অভিভব।

ধৃষদ্ (ত্রি) ধৃষ অভিভবে বাহুলকাৎ কর্ত্তরি অদিক্। ধর্ষক।

"ধৃষদ্বর্ণং দিবে দিবে।" (ঋক্ ১০।৮৭।২)

'ধৃষদ্বর্ণং ধর্ষকরূপং' (সায়ণ)

ধৃষু (পুং) ধৃষ্ণোতীতি ধৃষ-কু (পৃভিদিব্যধীতি। উণ্ ১।২৪) ১ দক্ষ, নিপুণ। ২ প্রগলভ। ৩ সজ্ঞাত।

ধৃষ্ট (ত্রি) ধৃষ-ক্ত। ১ প্রগল্ভ। ২ নির্লজ্জ। ৩ নির্দ্দয়। ৪ উদ্ধতস্বভাব। ৫ নায়কবিশেষ। সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

"কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ॥" (সাহিত্যদ°)

অপরাধ করিয়াছে, অথচ কোন ভয় নাই, নানাভাবে তিরস্কৃত হইলেও কোনরূপ লজ্জা নাই, যদি দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলিয়া সেই দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করে, নায়ক এই সকল গুণান্বিত হইলে তাহাকে ধৃষ্টনায়ক কহে। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ধৃষ্ট নায়কের এইরূপ লক্ষণ আছে—

"দোষ দেখ্যা একবার, কৈলে নানা তিরস্কার,
লাজ খায়্যা আমু ফিরে তবু দয়া হলোনা।
ভুজপাশে বান্ধ্যা ধর, নিতম্ব প্রহার কর,
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলো না॥
দূর কৈলে দূর হব, গালি দিয়ে সয়্যা রব,
আমারে সহিল সব তোমারেতো সলো না।
পুরুষ পরশমণি, যারে ছোয়ে সেই ধনী,
ইহা বুঝে অনুক্ষণ দূর দূর বলোনা॥ (রসমঞ্জরী)

উদাহরণ—

"শোণং বীক্ষ্য মুখং বিচুম্বিতুমহং যাতঃ সমীপং ততঃ
পাদেন প্রহৃতং তয়া সপদি তং ধৃত্বা সহাসে ময়ি।
কিঞ্চিৎ তত্র বিধাতুমক্ষমতয়া বাষ্পং ত্যজন্ত্যাঃ সখে
ভ্রাতশ্চেতসি কৌতুকং বিতনুতে কোপোঽপি বামভ্রুবঃ॥"
(সাহিত্যদ°)

৬ চেদিবংশীয় কুন্তির পুত্র। (হরিবংশ ৩৬।২৪।)

৭ সপ্তমমনুর পুত্রবিশেষ।

"মনুর্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি শ্রুতঃ।
সপ্তমো বর্ত্তমানো যস্তদপত্যানি মে শৃণু॥
ইক্ষ্বাকুনর্ভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।" (ভাগ° ৮।১৩।২।)

কোন কোন স্থলে 'ধৃষ্ট' ইহার পাঠান্তর ধৃষ্ণু এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধৃষ্টকেতু (পুং) ১ সত্যধৃতিরাজবংশীয় সুকুমারের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২৯ অঃ)

২ নবম মনু রোহিতের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৩ জনকবংশীয় সুধৃতির পুত্র। (রামায়ণ বা°)

৪ সত্যকেতুর এক পুত্র।

"ধর্ম্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত।
ধৃষ্টকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ" (ভাগ° ৯।১৭ অঃ)

৫ চেদিদেশাধিপতি শিশুপালের পুত্র। ইনি ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। যে দিন জয়দ্রথ বধ হয়, সেইদিন ইনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যখন দ্রোণা-চার্য্যের গতিরোধ করিতে উদ্যত হন, তখন বীরধন্বা নামে কৌরবপক্ষীয় একজন বীর ইহার গতিরোধ করেন। ইনি

* "উত্থাপ্য কুমারং ধ্রুবা আজ্যাহুতীর্জুহোতি গোভিলঃ"। অষ্টাবিহ ধৃতিহোমাঃ ধ্রুবা আবশ্যকাঃ। কথঞ্চিৎ ভর্তৃগৃহগমনাভাবে হপি শ্বশুরগৃহে নিবাসে হপি অবশ্যং হোতব্যা ইতি। অত্র 'ইহ ধৃতি স্বাহা' ইত্যাদি প্রয়োগঃ নতু স্বাহা যোগে চতুর্থী।

ধৃতিহোমং ন প্রযুঞ্জ্যাৎ গোনামসু তথাষ্টসু।
চতুর্থ্যর্থে ইতোতদ্গোনামসু হি দৃশ্যতে। ইতি ছান্দোগপরিশিষ্টাৎ।
'ধৃতিহোমে ধৃত্যষ্টকহোমে।' (সংস্কারতত্ত্ব)

সেই যুদ্ধে বীরধন্বকে বিনষ্ট করেন, পরে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিহত হন। (ভারত দ্রোণ ১০৭,১২৫ অঃ)
• হিরণ্যকশিপুর পুত্র অনুহ্রাদ ধৃষ্টকেতু হইয়া জন্মিয়াছিলেন। (ভারত আদি ৬৭ অঃ)

ধৃষ্টতা (স্ত্রী) ধৃষ্টস্য ভাবঃ ধৃষ্ট-তল্, ততঃ টাপ্। নির্লজ্জতা। প্রগল্‌ভতা। নির্দ্দয়তা, ঔদ্ধত্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন (পুং) দ্রুপদনৃপতির পুত্র। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

পৃষত রাজার দ্রুপদ নামে এক পুত্র হয়। রাজ-শ্রেষ্ঠ পৃষতের সহিত ভরদ্বাজ ঋষির বিশেষ সখ্যতা ছিল। এই কারণে সর্ব্বদা ইনি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিতেন। এই স্থানে ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণের সহিত দ্রুপদের অতিশয় ভালবাসা হয়। রাজ-শ্রেষ্ঠ পৃষত স্বর্গ গমন করিলে দ্রুপদ রাজা হন, তখন আর তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না, দ্রোণ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পরে তাহাদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া অর্জ্জুনকে ইহার প্রতিশোধ দিতে বলেন। অর্জ্জুন দ্রুপদকে বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনিয়া দেন। তখন দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে অর্দ্ধরাজ্য দিয়া অব্যাহতি পান। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রুপদ যাজ ও অনুযাজ এই দুই ঋষিকুমারের সাহায্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীট, ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম, খড়্গ ও চর্ম্মদ্বারা অলঙ্কৃত অবস্থায় দিব্যরথ আরোহণ করিয়া অগ্নি হইতে উত্থিত হন। ইহার উৎপত্তিকালে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল—

"ভয়াবহো রাজপুত্রঃ পাঞ্চালানাং যশস্করঃ।
রাজ্ঞঃ শোকাপহো জাত এষ দ্রোণবধায় বৈ॥"
(ভারত আদি° ৬৫।৪২)

পাঞ্চালদিগের যশস্কর, ভয়ানক, এই রাজপুত্র আপনার শোক নাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাত বালকই দ্রোণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।

যখন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে কুরুপাণ্ডবের প্রবল সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তখন ইনি পাণ্ডবপক্ষের একজন প্রধান সেনানী হইয়া যুদ্ধ করেন। যখন দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে ম্রিয়মান হইয়া যোগে তনুত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন, সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু মহাভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের মস্তক ছেদন করেন, এইজন্য অশ্বত্থামা ইহার প্রতিশোধের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করেন। ভারত যুদ্ধের অবসানে যখন ইনি পাণ্ডবশিবিরে নিদ্রিত ছিলেন, তখন অশ্বত্থামা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে হত্যা করেন। (ভারত)

ধৃষ্টধী (স্ত্রী) ধৃষ্টবুদ্ধি, দৃঢ়চেতাঃ।

ধৃষ্টমানিন্ (ত্রি) আত্মপক্ষে উচ্চাভিমানী।

ধৃষ্টরথ (পুং) নৃপভেদ।
"চ্যবনো জনকশ্চৈব তথা ধৃষ্টরথো নৃপঃ।"(ভারত অনু° ১৬১ অঃ)

ধৃষ্টশর্ম্মন্ (পুং) শ্বফল্কের পুত্র, অক্রূরের এক ভ্রাতা।

ধৃষ্টা (স্ত্রী) ধৃষ্ণুতে স্বৈতি ধৃষ শক্তিবন্ধে ক্ত, ততঃ টাপ্। অসতী স্ত্রী।

ধৃষ্টি (ত্রি) ধৃষ-ক্তিচ্। ১ প্রগল্‌ভ। "ধৃষ্টিরসি" (শুক্লযজু° ১।১৩) ২ হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র। (ভাগ° ৭।২।১৬) ৩ যজ্ঞিয় উপদেশরূপ পাত্রভেদ। (কাত্যায়ন শ্রৌত° ২৬।২।১০)

ধৃষ্টোক্ত (পুং) কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের পুত্র।

ধৃষ্ণত্ব (পুং) সাত্বতবংশীয় ভজমান পুত্রভেদ।

ধৃষ্ণজ্ (ত্রি) ধৃষ্ণোতীতি ধৃষ-নজিঙ্। (স্বপিতৃষোর্নজিঙ্ পা ৩।২।১৭২।) ইতি সূত্রে 'ধৃষেশ্চ' ইতি বার্ত্তিকোক্তের্নজিঙ্। নির্লজ্জ। লজ্জাহীন।

ধৃষ্ণি (পুং) ধর্ষতি অন্ধকারং অভি-ভবতি ইতি ধৃষ-বাহুলকাৎ নি, স চ কিৎ। কিরণ।

ধৃষ্ণু (ত্রি) ধৃষ্ণোতীতি ধৃষ-ক্নু। (ত্রসিগৃধিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা ৩।২।১৪০) ১ ধৃষ্ট। ২ প্রগল্‌ভ। (পুং) ৩ কঞ্চিকা। (শব্দচন্দ্রিকা) ৪ রুদ্রভেদ।
"নমস্তে আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।" (শুক্লযজু° ১৬।১৪)
৫ সাবর্ণমনুর পুত্র। (হরিবংশ ৭ অঃ)
৬ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অঃ)
৭ সাত্বতবংশীয় কুকুরসুত নৃপভেদ।
"কুকুরস্য সুতো ধৃষ্ণু র্ধৃষ্ণোস্তু তনয়স্তথা।" (হরিবংশ ৩৮ অঃ)
৮ পিতামহপুত্র কবির সুত ভেদ। (ভা° অনু° ৮৫ অঃ)
বৈদিক প্রয়োগ স্থলে এই শব্দের উত্তর সুপ্ হইলে তাহার স্থানে 'যাচ্' হয় এবং ধৃষ্ণুয়া এইরূপ পদ হইয়া থাকে।
"প্রধৃষ্ণুয়া নমতি বস্তো অস্য।" (ঋক্ ৪।২।১৪)
'ধৃষ্ণুয়া ধৃষ্ণুঃ' (সায়ণ)
সুপ, অর্থাৎ সু আদি সকল বিভক্তিতে হইবে।

ধৃষ্ণুক (পুং) বৈবস্বতমনুবংশীয় নৃপভেদ।
"ধৃষ্ণুকশ্চাম্বরীষশ্চ দণ্ডকশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।" (হরিবংশ ১ অঃ)

ধৃষ্ণুষেণ (ত্রি) পরাভিভবনশীল সেনোপেত।
"পুরন্দরা বৃত্রহা ধৃষ্ণুষেণঃ।" (ঋক্ ৩।৫৪।১৫)

ধৃষ্ণুত্ব (স্ত্রী) ধৃষ্ণু-ভাবে ত্ব। প্রগল্‌ভতা।

ধৃষ্টতা (স্ত্রী) প্রাগল্‌ভ্য।

ধৃষ্টোজস্‌ (পুং) কার্ত্তবীর্য্য নৃপতির পুত্রভেদ।

"শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টোজাঃ কৃষ্ণএব চ।...

কার্ত্তবীর্য্যস্ত তনয়া বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ॥" (হরিবং ৩৪ অঃ)

ধৃষ্য (ত্রি) ধৃষ্যতে ইতি কর্ম্মণি-ক্যপ্‌। ধর্ষণীয়।

"পঞ্চশরদুরাৎ মনসাপ্যধৃষ্যং।" (কুমারস°)

ঢেঁকানল, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৬৩ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ইহার উত্তরে পাল্‌লহরা এবং কেউঞ্জর রাজ্য, পূর্ব্বে কটক বিভাগ ও আঠগড় রাজ্য, দক্ষিণে তিগরিয়া ও হিন্দোলরাজ্য এবং পশ্চিমে তালচের ও পাল্‌লহরা। ব্রাহ্মণী নদী এই রাজ্যের সীমানা দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। যে যে স্থান দিয়া এই নদী গিয়াছে, তথায় কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার উপর দিয়া অনেক বাণিজ্যদ্রব্য দেশমধ্যে নীত হয়। এই রাজ্যে কৃষিকার্য্যোপযোগী বিস্তর ভূমি পতিত রহিয়াছে। লৌহের খনি যথেষ্ট আছে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণেই খনন হইয়া থাকে। কুমিদানার ব্যবসায়ও কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। প্রধান গ্রামের নাম ঢেঁকানল, এই স্থানে রাজা বাস করেন। দেশজ দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয়ের জন্য হদীপুর এবং সদাইপুর গ্রামে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। অধিবাসীদিগের অর্দ্ধেকের অধিক হিন্দু; মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানও দেখিতে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পার্ব্বত্য বন্যজাতি। এই রাজ্যের বাৎসরিক আয় ৭৯০০৲ টাকা, তন্মধ্যে ৫০৯৲ টাকা গবর্মেণ্টকে কর দিতে হয়। রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ৪৪ জন; তাহা ব্যতীত ৪১ জন নিয়মিত পুলিস এবং ৭৪২ জন চৌকিদার আছে।

উড়িষ্যার সমস্ত করদরাজ্য অপেক্ষা এই রাজ্য অধিক সুশাসিত। মহারাজ ভাগীরথী মহীন্দ্র বাহাদুর হইতেই এই রাজ্যের উন্নতি হইয়াছে। ইনি রাজধানীতে একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর হাঁসপাতাল এবং একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী, উড়িয়া এবং সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অধিকাংশ ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি এবং পুস্তক প্রদত্ত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি মফঃস্বলে আরও দ্বাদশটী পাঠশালা স্থাপিত করেন এবং কটকের উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুইটী ১০৲ টাকার এবং দুইটী ৫৲ টাকার বৃত্তি প্রদান করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্যও ইনি বিস্তর চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় ইনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। ইহার সুশাসনে মুগ্ধ হইয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট ইহাকে 'মহারাজা' উপাধিতে শোভিত করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজের নাম দীনবন্ধু মহীন্দ্র বাহাদুর, ইনি মহারাজ ভাগীরথী মহীন্দ্র বাহাদুরের দত্তকপুত্র।

ঢেঁড়স (দেশজ) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ।

ঢেঁড়ি (দেশজ) স্বর্ণ-নির্ম্মিত কর্ণালঙ্কারবিশেষ।

ধেন (পুং) ধীয়তে ইতি ধয়তি অস্মাদিতি বা ধে-ন। (ধেট ইচ্চ। উণ্‌ ৩।১১) ১ সমুদ্র। ২ নদ।

ধেনজী, একটী নগর। এই নগর গুজরাটের প্রায়োদ্বীপের শেষভাগে দ্বারকার সহিত সংযুক্ত আছে। এই নগর অতিশয় বন্ধুর ও নিবিড় জঙ্গলাবৃত। মাণিক নামে এক ব্যক্তি এই নগরের অধ্যক্ষ ছিল, কিন্তু অতিশয় দুর্গম স্থান বলিয়া এই নগর পরিত্যাগ করে। নগরস্থ লোক সকল চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরে ইংরাজী ১৮০৭ সালে কর্ণেল ওয়াকর সাহেব মাণিকের সহিত সন্ধি করিয়া এই নগরবাসী লোকদিগের দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া যাহাতে তাহারা বিপন্ন লোকদিগের সাহায্য করে, এইরূপ স্বীকার করাইয়াছিলেন। (সন্দেশাবলী)

ধেনা (স্ত্রী) ধেন-টাপ্‌। টিদ্বিহৃংপি খচোব ঙীপ্‌, ইতি হরদত্তোক্তে র্ন ঙীপ্‌। ইতি কেচন। নদী। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কোন কোন মতে এইরূপও হইতে পারে, দধাতের্নটঃ, ততঃ শানচি, ব্যত্যয়েন এত্বাভ্যাসলোপৌ দধানা স্বমভিধেয়ং বর্ষপ্রদানেন লৌকিকায় বা। অথবা ধেট পানে ইতি ন প্রত্যয়ঃ ইকারাশ্চাত্বাদেশঃ, ততো গুণঃ। বা ধীয়তে পীয়তে আস্বাদ্যতে বা অনেন, ধয়ন্তি প্রাণানিতি ধেনা। ২ আস্বাদ। ৩ ভারতীবিশেষ, বাক্যবিশেষ।

"ব্যস্ত ধারা অস্থজন্তি ধেনাঃ" (ঋক্‌ ৩।১।৯)

'ধেনা মাধ্যমিকা বাচশ্চ' (সায়ণ)

ধেনু (স্ত্রী) ধয়তি লেঢ়ি সুতান্‌, ধীয়তে বৎসৈরিতি বা ধেট-নু ইশ্চান্তাদেশঃ—(ধেট-ইচ্চ। উণ্‌ ৩।৩৪) ১ গোমাত্র। ২ নবপ্রসূতা গাভী, পর্য্যায়—নবসূতিকা, নবপ্রসূতিকা। (শব্দর°) সবৎসা গাভীকে ধেনু কহে। শাস্ত্রে যে যে স্থলে ধেনুদানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে বৎসসহিত গাভী দান করিতে হয়। এই কারণে ধেনু শব্দে সবৎসা গাভীর বোধ হইয়া থাকে। যে স্থলে ধেনু শব্দে গোমাত্র বুঝায়, সেই সকল স্থলে নিম্নোক্ত দশবিধ গোমাত্র বুঝিতে হয়। ইহার বিষয় বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"গবাং জাতিস্তু বক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ।
প্রথমা গৌরকপিলা দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা॥
তৃতীয়া রক্তকপিলা চতুর্থী নীলপিঙ্গলা।
পঞ্চমী শুক্লপিঙ্গাক্ষী ষষ্ঠী তু শুক্লপিঙ্গলা॥
সপ্তমী চিত্রপিঙ্গাক্ষী অষ্টমী বভ্রুরোহিণী।
নবমী শ্বেতপিঙ্গাক্ষী দশমী শ্বেতপিঙ্গলা॥"

(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তরখং ১৫০ অঃ)

এই গোজাতির মধ্যে অকপিলা গাভী প্রধান, অপিঙ্গলা দ্বিতীয়, রক্তকপিলা তৃতীয়, নীলপিঙ্গলা চতুর্থ এবং যে গাভী শুক্লবর্ণ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ তাহা পঞ্চম, শুক্লপিঙ্গলা ষষ্ঠ, চিত্রবর্ণ এবং পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট গাভী সপ্তম, বভ্রুরোহিণী অষ্টম, শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট নবম এবং শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট দশম।

সবৎসা ধেনু দান করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে দশবিধ ধেনুদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"যাস্তু পাপবিনাশিন্যঃ পঠ্যন্তে দশধেনবঃ।
তাসাং স্বরূপং বক্ষ্যামি নামানি চ ধনাধিপ॥
প্রথমা গুড়ধেনুঃ স্যাদ্ ঘৃতধেনুরথাপি বা।
তিলধেনুস্তৃতীয়া চ চতুর্থী জলসংজ্ঞিকা॥
ক্ষীরধেনুশ্চ বিখ্যাতা মধুধেনুরথাপি বা।
সপ্তমী শর্করাধেনুর্দধিধেনুরথাষ্টমী॥
রসধেনুশ্চ নবমী দশমী স্যাৎ স্বরূপতঃ।
সুবর্ণধেনুমপ্যত্র কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ॥
নবনীতেন তৈলেন তথান্যে তু মহর্ষয়ঃ।
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতেঽথবা পুনঃ॥
গুড়ধেন্বাদয়ো দেয়াস্তূপরাগাদিপর্ব্বসু॥" (মৎস্যপু° ৭৬ অঃ)

পাপনাশক দশ ধেনুদানের নাম ও স্বরূপ কথিত হইতেছে,—দানীয় দশবিধ ধেনু, গুড়ধেনু, ঘৃতধেনু, তিলধেনু, জলধেনু, ক্ষীরধেনু, মধুধেনু, শর্করাধেনু, দধিধেনু, লবণধেনু ও রসধেনু, ইহা ভিন্ন কোন কোন আচার্য্য স্বর্ণ ধেনুদানও ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন নবনীত ধেনুও দান করা যাইতে পারে। এই ধেনু সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, পর্ব্বদিন, গ্রহণ ও পুণ্যকালাদিতে দান করিতে হয়। ইহার বিধান তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বরাহপুরাণে কপিলা ধেনুদান ও তাহার মাহাত্ম্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কপিলাধেনুমুত্তমাম্।
যৎপ্রদানাৎ নরো যাতি বিষ্ণুলোকমনুত্তমম্॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন দত্তাদ্ধেনুং সবৎসকাম্।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং সর্ব্বরত্নসমন্বিতাম্॥
কপিলায়াঃ শিরোগ্রীবে সর্ব্বতীর্থানি ভাবিনি।
পিতামহনিয়োগাচ্চ নিবসন্তি হি নিত্যশঃ॥" (বরাহপুরাণ)

কপিলাধেনু দান করিয়া লোকসকল অনুত্তম বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। কপিলাধেনু দানের সময় সকল অলঙ্কারসংযুক্ত করিয়া ও তাহাতে সর্ব্ব রত্ন বিভূষিত করিয়া দান করিবে। পিতামহ ব্রহ্মার আদেশানুসারে কপিলা ধেনুর মস্তকে ও গ্রীবাদেশে সকল তীর্থ অবস্থিত আছে। যে সকল নর প্রাতঃকালে কপিলা ধেনুর গৃহে গমন করিয়া তাহার গল বা মস্তক দেশ হইতে ক্ষরিত জলপান করে, তাহার সেই জলে সকল পাতক নিরাকৃত হয়। অগ্নি কাষ্ঠকে যেরূপ নাশ করে, তদ্রূপ ঐ জল তৎক্ষণাৎ পাপ সমূহকে বিনাশ করে এবং যাহারা প্রতিদিন কপিলা ধেনু দর্শন করে, তাহাদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ফল হয় এবং নিশ্চিতরূপে দশজন্ম-কৃত পাপ নাশ হয়। কপিলার মূত্রে স্নান করিলে গঙ্গাদি তীর্থস্থানের ফল হয় এবং যাবজ্জীবন কৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক শত অন্য ধেনুদানে যে ফল লাভ হয়, এক কপিলা ধেনুদানে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। কপিলাধেনুর গাত্র কণ্ডূয়ন, পরিপালন ও ক্ষুধিত হইলে তৃণোদকাদি দান অতিশয় পুণ্যজনক। এমন কি যে নিয়মিতরূপে এই সকল অনুষ্ঠান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং অন্তকালে দিব্যবিমান আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বপরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গে গমন করে। বিধাতা হোমের জন্য এই কপিলা ধেনু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা পূর্ব্বে সকল তেজের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই কপিলাধেনু প্রস্তুত করেন, ইহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতম।

শূদ্র যদি কপিলাধেনু ব্রাহ্মণকে দান করে, যে ব্রাহ্মণ তাহা প্রতিগ্রহ করেন, তিনি পতিত ও চণ্ডাল সদৃশ হইয়া থাকেন।

"গৃহীত্বা কপিলাং শূদ্রাৎ কামতঃ সদৃশো ভবেৎ।
পতিতঃ স দ্বিজাতীনাং চাণ্ডালসদৃশো হি সঃ॥" (বরাহপু°)

এই জন্য ব্রাহ্মণ কখন শূদ্র হইতে কপিলা ধেনুগ্রহণ করিবেন না। শূদ্র কপিলাধেনুর ক্ষীরাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।

"তাসাং ক্ষীরং ঘৃতং বাপি নবনীতমথাপি বা।
উপজীবন্তি যে শূদ্রাস্তেষাং গতিমথো শৃণু॥
কপিলাজীবিনঃ শূদ্রাঃ ক্রূরা গচ্ছন্তি রৌরবম্।
রৌরবে তু মহারৌদ্রে বর্ষকোটিশতং ধরে॥

ততোহপি মুক্তাঃ কালেন শ্বানযোনৌ ব্রজন্তি তে।" (বরাহপুঃ)

এই কপিলা ধেনুর ঘৃত, ক্ষীর, নবনীত প্রভৃতি দ্বারা যে শূদ্র জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা রৌরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। তাহার পরে মহারৌদ্র নরকে কোটি বৎসর অবস্থান করিয়া কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই সকল কারণে শূদ্র কখন কপিলা ধেনুদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না। যে ব্রাহ্মণ অর্দ্ধপ্রসূতাবস্থায়, অর্থাৎ মুখ বাহির হইয়াছে, অথচ সমগ্রভাবে প্রসব হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় যদি দান করে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, তৎসদৃশ ফল হইয়া থাকে এবং ধেনুর গাত্রে যত রোম থাকে, তত কোটি বর্ষ ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে।

ধেনু শরীরে এই সকল দেবতা নিত্য অবস্থান করেন—

"দন্তেষু মরুতো দেবা জিহ্বায়ান্তু সরস্বতী।
খুরমধ্যে তু গন্ধর্ব্বাঃ খুরাগ্রেষু তু পন্নগাঃ॥
সর্ব্বসন্ধিষু সাধ্যাশ্চ চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে।
ককুদি সর্ব্বনক্ষত্রং লাঙ্গুলে ধর্ম্ম আশ্রিতঃ॥" (বরাহপুঃ)

ধেনুর দন্তদেশে মরুৎগণ, জিহ্বাতে সরস্বতী, খুরমধ্যে গন্ধর্ব্বসকল, ক্ষুরাগ্রে পন্নগসকল, সন্ধিস্থলে সাধ্যগণ, লোচনদ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, ককুদে সকল নক্ষত্র, লাঙ্গূলে ধর্ম্ম, অপানে সকল তীর্থ, প্রস্রাবে জাহ্নবী নদী ও নানা দ্বীপসমাকীর্ণ চারিটী সাগর, রোমকূপে ঋষিসকল, গোময়ে পদ্মধারিণী ও রোমসমূহে সকল বিদ্যা অবস্থিত আছে, ধেনু চলিতে লাগিলে স্মৃতি, মেধা, লজ্জা প্রভৃতি মাতৃকাগণ ইহার অনুগমন করিয়া থাকেন। (বরাহপুরাণ)

ধেনুক (পুং) ধেনুরিব প্রতিকৃতিঃ ইতি কন্। (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬।) অসুরবিশেষ, বলরাম এই অসুরকে বিনাশ করেন। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুইজনে একদা ধেনু চরাইতে তালবনে গমন করিয়াছিলেন। এই বন মনুষ্যসমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় দুষ্প্রবেশ্য। এই বন এইরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে, দেখিলে বোধ হয়, কেবল ইহা নরমাংসলোলুপ রাক্ষসের আবাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বলরাম এই স্থলে যেমন একটা তাল পাড়িলেন, সেই তাল পতনের শব্দে ধেনুক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহাদর্পে তাহার কেশরসকল খাড়া হইয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ হইল, হ্রেষারবে বন পূর্ণ হইল এবং ক্ষুরক্ষেপে পৃথিবীতল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সে কালান্তক যমের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলরামকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিরন্তর দংশন করিতে লাগিল। বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বারংবার ঘুরাইয়া তালবৃক্ষের উপরে ফেলিয়া দিলেন, এই আঘাতেই তাহার উরু, কটী, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হওয়াতে নিতান্ত অদ্ভুতাকৃতি হইয়া তালফলের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতিত ও গতাসু হইল। ইহা দেখিয়া রাম তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিগণকেও বিনাশ করিলেন। এইরূপে গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক সদলে বিনষ্ট হইল। এই অবধি এই তালবনে আর কোন উপদ্রব থাকিল না। (হরিবংশ ৬৯ অঃ)

২ তীর্থবিশেষ। মহাভারতে বনপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধেনুকং লোকবিশ্রুতম্।
একরাত্রোষিতো রাজন্ প্রযচ্ছেত্তিলধেনুকাম্॥"
(ভারত ৩।৮৪।৮১)

ধেনুক তীর্থ অতিশয় পবিত্র, এই তীর্থে এক রাত্রি অবস্থান করিয়া তিলধেনু দান করিলে সকল পাপনাশ হয়, এবং অন্তকালে ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে। এইখানে কপিলা বৎসের সহিত বিচরণ করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে, এই চিহ্ন স্পর্শ করিলে যাহা কিছু অশুভ আছে, তাহা বিনষ্ট হয়।

৩ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত দ্বাদশ বন্ধ।

"সুপ্তাং স্ত্রিয়ং সমালিঙ্গ্য স্বয়ং সুপ্তো রমেৎ পুনঃ।
লঘু লিঙ্গং চালয়েৎ যো বন্ধোহয়ং ধেনুকঃ স্মৃতঃ॥"(রতিমঞ্জরী)

অন্যবিধ লক্ষণ—

"ভুক্তহস্তযুগলা নিজে পদে যোষিদিতি কটিরূঢ়বল্লভা।
অগ্রতো যদি শনৈরধোমুখী ধেনুকং বৃষবদুন্নতে প্রিয়ে॥"
(রতিমঞ্জরী) [রতিবন্ধ দেখ।]

ধেনুকসূদন (পুং) ধেনুকং গোবর্দ্ধনোত্তরপার্শ্বস্থতালবননিবাসিনং অসুরং নিসূদয়তি সূদ-ণিচ্-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিকাণ্ডশেষে বিষ্ণুর নাম পর্য্যায়ে—'ধেনুকসূদন' এই শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। বলরাম ধেনুক অসুরকে বিনাশ করেন, তাহা হইলেও বলরাম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কেন না ভাগবতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।" (ভাগবত)

ভগবান্ জগদীশ্বর অনন্তদেব যে ধেনুক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, ইত্যাদি বচন দ্বারা বলভদ্রকে ভগবান্ জগদীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণে ত্রিকাণ্ডশেষে শ্রীকৃষ্ণকে ধেনুকসূদন বলিয়া বলা হইয়াছে।

ধেনুকা (স্ত্রী) ধেনুরিব প্রতিকৃতিঃ ধেনু-কন্‌-টাপ্‌। ১ হস্তিনী। ধেনুরেব স্বার্থে কন্‌। গাভী, ধেনু।

"ইমাং ত্বে তরুণীং ভার্য্যাং মদাধিতিরভিপ্লুতাম্।

কথং সন্ধারয়িষ্যামি বিবৎসামিব ধেনুকাম্॥" (ভার° ৭।৩৬।১৮)

ধেনুকারি (পুং) ধেনুকস্য অরিঃ ৬তৎ। ধেনুকশত্রু, বলরাম।

ধেনুদুগ্ধ (ক্লী) ধেনোর্দুগ্ধমিব শুভ্রং ফলমস্য। ১ চির্ভিট, হিন্দী চিড়িভা। ধেনোর্দুগ্ধং ৬তৎ। ২ গোক্ষীর, গোরুর দুগ্ধ।

ধেনুদুগ্ধকর (পুং) করোতি বর্দ্ধয়তীতি, কৃ-অচ, ধেনোর্দুগ্ধ করঃ ৬তৎ। গর্জ্জর, গাঁজর, ধেনুদিগকে ইহা খাওয়াইলে দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।

ধেনুমক্ষিকা (স্ত্রী) ডাঁশ।

ধেনুমৎ (ত্রি) ধেনুর্বিদ্যতে২স্য মতুপ্‌। ১ ধেনুস্বামী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। ২ ভরতবংশীয় দেবদ্যুম্নের ভার্য্যা।

"দেবদ্যুম্নস্ততো ধেনুমত্যাং সুতপরমেষ্ঠী।" (ভাগ° ১১৫৩)

ধেনুমূল্য (ক্লী) ধেনূনাং মূল্যং ৬তৎ। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ধেনুদানের নিষ্ক্রয়রূপ মূল্যভেদ। প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিলে ধেনুদান করিতে হয়, যদি ধেনুদান করিতে না পারে, তাহার মূল্য দিতে হয়, এই মূল্যের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"প্রাজাপত্যব্রতাশক্তৌ ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীং।

ধেনোরভাবে দাতব্যং তুল্যং মূল্যং ন সংশয়ঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

যাহারা প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত, তাহারা ধেনুদান করিবেন, যদি ধেনুর অভাব হয়, তাহা হইলে ইহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এইস্থলে 'পয়স্বিনী' এই পদদ্বারা সবৎসা ধেনুদানই বুঝিতে হইবে, অতএব ধেনু মূল্যের স্থলে সবৎসা ধেনুর মূল্যই দিতে হইবে।

"ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যানাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণিকী।

কার্ষাপণৈকমূল্যা হি দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতা॥" (প্রায়শ্চিত্তত°)

ধনবান্‌দিগের পক্ষে পঞ্চকার্ষাপণ, অর্থাৎ পাঁচকাহন, মধ্যবিত্তদিগের তিন কাহন এবং দরিদ্রদিগের পক্ষে এক কাহন কড়িই ধেনুমূল্য। এই পাঁচ কাহন, তিন কাহন বা এক কাহন কড়ির যে রজতাদি মূল্য হয়, তাহাও দিতে পারা যায়, কেবল যে কড়ি দিতে হইবে তাহা নহে, কড়ির মূল্যও দেয়, যেহেতু বচনান্তরে এইরূপ লিখিত আছে—

"শোষণেন শরীরস্য তপসাধ্যয়নেন চ।

পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চ দমেন চ॥

অতঃ কার্ষাপণত্রয়লভ্যং রজতাদি দীয়তে।

বহু বিত্তাকরয়োঃ গবামভাবে নিষ্কঃ স্যাৎ তদর্দ্ধং পাদএব চ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ধেনুষ্ভব্যা (স্ত্রী) ভব্যা ধেনুঃ। 'ধেনোর্ভব্যায়াং' ইতি সূত্রেণ পরনিপাতঃ, ততোমুম্‌চ্‌। ভবিষ্যৎ ধেনু, অর্থাৎ যে ধেনু পরে হইবে।

ধেনুষ্টরী (স্ত্রী) অতিশয়েন ধেনুঃ-তরপ্‌ ততো ঙীপ্‌, ষুট্‌ যত্বঞ্চ। প্রশস্তা ধেনুঃ। "সারস্বতীং ধেনুষ্টরীমালভেত।"

(কঠশ্রুতি)

ধেনুষ্যা (স্ত্রী) ধেনু যুক্‌, যৎ, ততো নিপাতনাৎ সাধুঃ। (সংজ্ঞায়াং ধেনুষ্যা। পা ৪।৪।৮৯) বন্ধকস্থিতা গাভী, ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত উত্তমর্ণের নিকট যে গাভী বন্ধক দেওয়া হয়।

"গোর্ম্মহিষী বা যা দুগ্ধবন্ধকে স্থিতা সা ধেনুষ্যেতি বৃদ্ধাঃ।"

(ভরত)

ধেনুস্থিত (ত্রি) যে নিজ গোদুগ্ধ অপরকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে ও সেই জন্য নিজে সে গোদুগ্ধ ব্যবহার করে না।

ধেমাত্র, নির্দ্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

ধেয় (ত্রি) ধীয়তে ইতি ধা-কর্ম্মণি যৎ। ১ ধার্য্য। ২ পোষ্য।

"স আদিঃ স মধ্যঃ স চান্তঃ প্রজানাং

স ধাতা স ধেয়ঃ স কর্ত্তা স কার্য্যং।" (ভা° শান্তি ৩৪২ অঃ)

ধে-যৎ। ৩ পেয়। ভাবে যৎ। ৪ ধারণ। ৫ পোষণ। ৬ পান।

ধেয়ান (দেশজ) ধ্যান, চিন্তন।

ধের, এক অনার্য্য জাতি। ইহাদের অনেকে পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, জয়পুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভৃত্যভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা মৃত জন্তুসকল ভক্ষণ করে, তাহাদের চর্ম্ম পরিষ্কৃত করিয়া চামারদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। রাজপুতানা-নিবাসী ধেরগণ বন্য অথবা গ্রাম্য কোন প্রকার শূকর মাংসই ভক্ষণ করে না। নগরের বহির্দ্দেশে যে স্থানে ধেরগণ বাস করে, তাহাকে ধেরবারা বলা হইয়া থাকে।

ধেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ধাতা, ইষ্ঠন্‌ তৃণোলোপে গুণঃ। ধারকতম। "মিত্রাণাং মিত্রপতে ধেষ্ঠঃ।" (ঋক্‌ ১।১৭০।৫)

'ধেষ্ঠঃ অতিশয়েন ধারকঃ' (সায়ণ)

ধৈনব (পুং-স্ত্রী) ধেন্বোরপত্যং ইতি উৎসাদিত্বাৎ অঞ্‌। ধেনুর অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌।

ধৈনুক (ক্লী) ধেনূনাং সমূহঃ ঠক্‌ (অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্‌। পা ৪।২।৪৭) ১ ধেনুসমূহ। ২ স্ত্রীদিগের করণভেদ। (মেদিনী)

ধৈর্য্য (ক্লী) ধীরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ধীর-ষ্যঞ্‌। ধীরতা।

"স্থিরচিত্তোন্নতির্যা তু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি)

যে স্থলে চিত্তোন্নতি অর্থাৎ চিত্তের অবস্থা স্থির হইবে,

তাহাই ধৈর্য্য নামে কথিত। ২ অপ্রমাদ। ৩ অব্যাকুলত্ব। ৫ নির্ব্বিকার চিত্তত্ব।

"মনসো নির্বিকারত্বং ধৈর্য্যং সৎস্বপি হেতুষু।" (স্মৃতি)

কারণ সত্ত্বেও চিত্ত বিচলিত না হওয়া। ধীরশব্দের লক্ষণ স্থলে লিখিত আছে—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥" (কুমারস°)

বিকারের কারণ উপস্থিত আছে, অথচ চিত্ত বিকৃত হয় না, এইরূপ হইলে ধীর বলা যায়। এই ধীরের ভাবই ধৈর্য্য। ৬ নায়কনায়িকার গুণভেদ। ৭ পুরুষের গুণভেদ।

"শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যতেজসী।
ললিতৌদার্য্যমিত্যষ্টৌ সত্ত্বজাঃ পৌরুষা গুণাঃ॥" (সাহিত্যদ°)

শোভা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি পুরুষের সত্ত্বজ আটটী গুণ।

লক্ষণ—

"ব্যবসায়াদচলনং ধৈর্য্যং বিঘ্নে মহত্যপি।" (সাহিত্যদ°)

অতি ভয়ানক বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ব্যবসায় হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হওয়ারই নাম ধৈর্য্য। অর্থাৎ যতই বাধা বিঘ্ন হউক না কেন, অবলম্বিত বিষয় হইতে কিছুতেই চিত্তের বৈলক্ষণ্য হইবে না, ইহার নাম ধৈর্য্য।

উদাহরণ—

"শ্রুতাপ্সরো গীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্
হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধিভেদ-প্রভবো ভবন্তি॥" (সাহিত্যদ°)

অপ্সরাদিগের গান শ্রুত হইতেছে, তথাচ সেই সময়ও হর ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন, এই স্থলে অপ্সরোগীতি শ্রবণ করিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া আরও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন, এই জন্য ইহাকে ধৈর্য্য বলা যায়।

ধৈর্য্যকলিত (ত্রি) ধৈর্য্যেণ কলিতঃ ৩তৎ। স্থির, অটল।

ধৈর্য্যচ্যুত (ত্রি) ধৈর্য্যাৎ চ্যুতঃ ৫তৎ। ধৈর্য্যহীন, অস্থির।

ধৈর্য্যশালিন্ (ত্রি) ধৈর্য্যং শালিতুং শীলমস্য শাল-ণিনি। ধৈর্য্যযুক্ত, ধৈর্য্যবান্, শান্ত, সহিষ্ণু।

ধৈর্য্যাবলম্বন (ক্লী) ধৈর্য্যস্য অবলম্বনং ৬তৎ। শান্ত হওন, শান্ত হওন।

ধৈর্য্যাবলম্বিন্ (ত্রি) ধৈর্য্যং অবলম্বতে, অব-লম্ব-ণিনি। ধৈর্য্যশালী, সহিষ্ণু, শান্ত।

ধৈবত (পুং) ধীমত্তামরং, ধীমৎ অণ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ মত বত্বং। সপ্ত স্বরের অন্তর্গত ষষ্ঠস্বর। নারদ মতে ইহা অশ্বস্বর-সদৃশ। 'অশ্বস্তু ধৈবতং রৌতি' অশ্ব ধৈবত সদৃশ স্বর করে। তানসেনের মতে ভেকস্বরতুল্য। ইহার স্থান ললাট। ব্যাকরণমতানুসারে দন্ত। ক্ষত্রিয় বর্ণ, ইহার জাতি ষাড়ব। এই স্বরের তান ৭২০, প্রত্যেক তান ৪৮, সমুদায়ে তান সংখ্যা ৩৪৫৬০। ইহার এই নাম হইবার কারণ—

"গত্বা নাভেরধোভাগং বস্তিং প্রাপ্যোর্দ্ধগঃ পুনঃ।
ধাবন্নিব চ যো যাতি কণ্ঠদেশং স ধৈবতঃ॥"

(সঙ্গীত-দামোদর)

যাহা নাভির অধোভাগে গমন করিয়া বস্তিদেশ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়, পরে ঊর্দ্ধগত হয় এবং ধাবিত হইতে হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে ধৈবত কহে।

"মদন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা ধৈবতসংশ্রয়াঃ।"(সঙ্গীতদর্পণ)

রম্যা, রোহিণী ও মদন্তী নামে ইহার তিন শ্রুতি। ইহা শুদ্ধ ও কোমল এই দুইরূপে প্রযুক্ত হয়। অতি-কোমল কোমলেরই প্রভেদ। ধৈবতকে সুর করা হইলে স্বরগ্রাম এইরূপ হইয়া থাকে—

ধ=স, নি=ঋ, ঋ=গ, ঋ=ম,
গ=প, ম=ধ, ধ=নি ধ=স।

কোমল ধৈবত সুর হইলে—

ধ=স, নি=ঋ, স=গ, ঋ=ম,
গ=প, ম=ধ প=নি ধ=স,

ইহার উদ্ভব ঋষিকুলে, জাতি ক্ষত্রিয়, বর্ণ পীত, জন্মস্থান শ্বেতদ্বীপ, ইহার ঋষি তুম্বুরু, দেবতা গণেশ, ছন্দ উষ্ণিক্; ইহা বীভৎস ও ভয়ানক রসের উপযোগী। (সঙ্গীতদর্পণ) ধৈবতের অন্য সকল বিবরণ স্বরগ্রাম শব্দে দেখ।

ধৈবত্য (ক্লী) ধীবো ভাবঃ ষ্যঞ্ দাণ্ডিনায়নেত্যাদিত্বাৎ নস্য ত। ধীবনের ভাব।

ধৈবর (পুং স্ত্রী) ধীবরস্যাপত্যং বেদে অণ্। ধীবরের অপত্য।

"সরোভ্যো ধৈবরং।" (শুক্লযজুঃ ৩০।১৬)

বৈদিক প্রয়োগেই অণ্ হইবে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে অণ্ না হইয়া ইঞ্ হইবে, সেইস্থলে ধৈবরি এইরূপ পদ হইবে।

ধোআট (দেশজ) ধৌত পদার্থ। কোন স্থান ধুইলে সেই জলের সহিত যে সকল আবর্জ্জনা বা অন্য পদার্থ বাহিত হয়, চলিত কথায় তাহাকে ধোআট বলে।

ধোঁয়াট (দেশজ) ধূম্রাভ।

ধোই (দেশজ) ধৌত।

ধোঁকন (দেশজ) হাঁপান।

ধোঁকা (দেশজ) ১ সন্দেহ। ২ হাঁপান।

ধোঁকানি (দেশজ) হাঁপানি।

ধোঁকানিপেটা (দেশজ) দৌড়াইবার কারণ হাঁফ।

ধোঁড়া (দেশজ) সর্পবিশেষ, ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়াসাপ।

ধোঁয়া (দেশজ) ধূম্র, ধূম।

ধোকড় (দেশজ) ১ থলিবিশেষ। ২ ছেঁড়া কাপড়। ৩ অণ্ডকোষ।

ধোচনা (দেশজ) ধুচুনি।

ধোড় (পুং) ঢোঁড়া সাপ।

ধোড় (পুং) ধোরতি চাতুর্য্যেণ গচ্ছতীতি, ধোর গতি-চাতুর্য্যে অচ্ রস্ত ড়ত্বং। সর্পবিশেষ, ঢোঁড়াসাপ।

ধোত্রিয় বৈশোলা, মধ্যপ্রদেশের ধার রাজ্যের অধীনস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারের উপাধি ঠাকুর। ইনি ধাররাজকে বার্ষিক ২৫০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। অধিবাসী সমস্তই ভীল জাতীয়। সর্দ্দারের অধীনে নয় খানি গ্রাম আছে।

ধোদারআলী, আসাম রাজ্যের অন্তর্গত একটী সদর রাস্তা। এই রাস্তা ১১৭½ মাইল বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে গিয়া, গোলাঘাট জেলায় ধানেশ্বরী নদীর নিকট আসাম ট্রাঙ্ক রোডের সহিত মিলিয়াছে। আহমবংশের রাজত্বকালে এই রাস্তা প্রস্তুত হয়।

ধোনা (দেশজ) ধনুর প্রহার দ্বারা যুক্ত-তুলা পিঁজিয়া পরিষ্কার করা।

ধোনানি (দেশজ) তুলাপরিষ্কার।

ধোপ (দেশজ) ধৌতকরণ, প্রক্ষালন।

ধোপদস্ত (পারসী) ধৌত, পরিষ্কৃত।

ধোপা (দেশজ) রজক, বস্ত্রক্ষালক।

ধোপাকই (দেশজ) এক প্রকার কই মাছ।

ধোপানী (দেশজ) রজকপত্নী।

ধোপাপপুর, (ধৌতপাপপুরের অপভ্রংশ) একটী নগর। এই নগর সুলতানপুরের দক্ষিণদিকে ৯ ক্রোশ দূরে ও গোমতী-তটে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই, কেবল ভগ্নাবশেষ ইষ্টকাদি অৰ্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই স্থান হিন্দুদিগের একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত।

ধোবল, গড়বাল নিবাসী এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ।

ধোবা, প্রতাপগিরি নামক পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ; মান্দ্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম্ জেলায় অবস্থিত। উচ্চতা ৪১৬৬ ফিট্। ইহা ভারতবর্ষের ত্রিকোণমিতিক পরিমাণের একটী আড্ডা।

ধোবা, পাটনা বিভাগের অন্তর্গত সালেয়াম জেলায় একটী ক্ষুদ্র নদী।

ধোবাখাল, আসামের গারো জেলার একটী গ্রাম; সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার নিকটে পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে।

ধোয়ানীকুণ্ড, নন্দীশ্বরের ঈশানে অবস্থিত বৃন্দাবনস্থ তীর্থ-বিশেষ। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ড ধৌত হইত, এই জন্য ইহার নাম ধোয়ানীকুণ্ড হইয়াছে। (বৃন্দাবনলীলামৃত)

ধোয়ী (পুং) একজন কবি, জয়দেবের গীতগোবিন্দে ইহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি রাজা ছিলেন, ইহার প্রকৃত বিবরণ জানা যায় না।

"ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ" (গীতগোবিন্দ)

ধোরণ (ক্লী) ধোরতি গচ্ছত্যনেন ধোর করণে ল্যুট্। ১ যান-মাত্র। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির যান। ভাবে ল্যুট্। ২ অশ্বের প্রথম গতি। পর্য্যায়—ধৌরিতক, ধৌর্য্য, ধোরিত। (হেম)

ধোরণি (স্ত্রী) ধোরতি ক্রমশঃ প্রাপ্নোতীতি ধোর-অনি। পরম্পরা।

"যৈর্মাকন্দবনে মনোজ্ঞপবনে সদ্যঃ স্খলন্মাধুরী
ধারাধোরণিধৌতধামণি ধরাধীশত্বমালম্ব্যতে।
তেষাং নিত্যবিনোদিনাং সুকৃতিনাং মাধ্বীকপানাং পুনঃ
কালঃ কিন্ন করোতি কেতকি! যতত্ত্বয্যাপি কেলীস্থলী॥"
(উদ্ভট)

ধোরাবী, গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের একটী নগর। ইহা দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। অধিবাসীর সংখ্যা ২০৪০৬, তন্মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুই অধিক।

ধোরিত (ক্লী) ধোর-ক্ত। ১ ধোরণ, অশ্বের প্রথম গতি। ২ বধ।

ধোলেরা (ঢোলেরা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আহ্মদা-বাদ জেলার ঢণ্ঢুক উপবিভাগের একটী বন্দর। এই বন্দর আহ্মদাবাদ নগর হইতে ৬২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাম্বে উপসাগর কূলে অবস্থিত এবং তুলার কারবারের জন্য বিখ্যাত। অক্ষা° ২২° ১৪´ ৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১৫´ পূঃ।

শতবর্ষ পূর্ব্বে ধোলেরা বা ভাদর-খাড়ী দিয়া ধোলেরা নগর পর্য্যন্ত নৌকা যাতায়াত করিত। কিন্তু বিগত ৫০ বর্ষ মধ্যে ঐ খাড়ী ভরাট হইয়া যাওয়ায় ধোলেরা বন্দর সমুদ্র হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে পড়িয়াছে। ধোলেরা নগরের ৫ মাইল দক্ষিণে ঐ খাড়ী-তটে খাঁ বন্দর আছে, ঐ বন্দর এবং ১৬ মাইল দক্ষিণস্থ অপর এক সাগর শাখাকূলে অবস্থিত বাবলিয়ারি বন্দর এই দুই স্থিরাই

ধোলেরায় বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। দেশীয় লোকের যত্নে বন্দর হইতে মূল নগর পর্য্যন্ত পথে ট্রামওয়ে হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাড়ীর প্রবেশ-দ্বারে একটী আলোকস্তম্ভ আছে। ধোলেরা নগরের তুলা য়ুরোপে বিশেষ বিখ্যাত। এই নগরের নামানুসারে তথায় এক শ্রেণী তুলার নাম ধোলেরা-তুলা হইয়াছে। এখানে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, গবর্মেণ্ট বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল ও পুলিশ থানা প্রভৃতি আছে।

ধোলকা (ঢোলকা) ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহ্মদাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে সানন্দ, পূর্ব্বে খেড়া জেলা ও কাম্বে, দক্ষিণে ঢণ্ঢুক এবং পশ্চিমে কাঠিয়াবাড়। পরিমাণ ফল ৬৬৫ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের ভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অবশেষে রন্ নামক জলায় মিশিয়াছে। পূর্ব্বভাগে শাবরমতী নদীতীরস্থ ভূভাগ বৃক্ষাদিপরিবৃত, কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমভাগে তরুগুল্মাদি নাই, শীতকালের প্রচণ্ড তুষারানিল তথায় অপ্রতিহতপ্রভাবে বহিতে থাকে।

২ উপরোক্ত ধোল্কা উপবিভাগের প্রধান নগর। এই নগর মূল গুজরাট হইতে কাঠিয়াবাড় যাইবার রাস্তায় শাবরমতী নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৩´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ২৮´ ২০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা ১৬,৪৯৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ১১,২০৩, মুসলমান ৫১৬২, জৈন ১২৪ এবং পার্শী ৩ জন।

ঢোল্কা গুজরাটের একটী প্রাচীন নগর। অদ্যাপি বিস্তীর্ণ প্রাকার, বহুল মস্জিদ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ ইহার অতীত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অনেকে অনুমান করেন, সূর্য্যবংশীয় কনকসেন, অণহিল্লবাড়পতি সিদ্ধরাজের মাতা মৈনালদেবী, বাঘেলবংশের স্থাপয়িতা বীরধবল এবং পাণ্ড্য নরপতিগণ প্রাচীনকালে এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের অধিকারকালে দিল্লী হইতে অনেক শাসনকর্ত্তা গিয়া এই নগরে বাস করিত। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই নগর গাইকবাড়ের হস্তগত হয়, পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ ইহা অধিকার করে, তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়। অধিবাসিগণ আপনাদিগকে কসবাতী অর্থাৎ নাগরিক কহে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে খিলজি আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক অণহিল্লবাড় হইতে বিতাড়িত হইলে বাঘেলাদিগের সহিত যে সকল সৈনিক পুরুষ আসিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অধিবাসিগণ তাহাদিগেরই বংশধর। এখানকার শিল্পজাতের মধ্যে শাড়ীই বিখ্যাত এবং আহ্মদাবাদ জেলার মধ্যে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে ডাকঘর, সদরালার আদালত, বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল আছে।

ধোসা (দেশজ) গাত্রাবরণবিশেষ।

ধৌত (ত্রি) ধাব্যতে ইতি ধাব কর্ম্মণি ক্ত। ১ মার্জ্জিত। ২ প্রক্ষালিত। ৩ শোধিত। পর্য্যায়—নির্ণিক্ত, শোধিত, মৃষ্ট, ক্ষালিত। (হেম)

"ঈষদ্ধৌতং স্ত্রিয়া ধৌতং যদ্ধৌতং রজকেন চ।
অধৌতং তদ্‌বিজানীয়াদ্দশা দক্ষিণপশ্চিমে॥" (কর্ম্মলোচন)

(ক্লী) ৪ রৌপ্য। (রাজনি°)

ধৌতকট (পুং) ধৌতঃ কটঃ কর্ম্মধা°। সূত্ররচিতপাত্র, ধোকড়া, পর্য্যায়—স্থোন, স্যূত, প্রসেবক, স্যান। (ভরত)

ধৌতকোষজ (ক্লী) কোষাজ্জায়তে ইতি কোষ-জন-ড। ধৌতং কোষজং। পত্রোর্ণ, কৃমিকোষজাত বস্ত্রভেদ। (শব্দর°)

ধৌতকৌষেয় (ক্লী) ধৌতং ক্ষালিতং কৌষেয়ং। প্রক্ষালিত কৃমিকোষজাত বস্ত্রভেদ।

ধৌতখণ্ডী (স্ত্রী) ইক্ষুখণ্ড।

ধৌতবলী (স্ত্রী) ধৌতাঞ্জনী, ত্র্যক্কটশিকাভেদ। (হারা°)

ধৌতমূলক (পুং) ১ চীনরাজভেদ।

"অর্কজশ্চ বলীহানাং চীনানাং ধৌতমূলকঃ।"(ভা° উদ্যো° ৭৩অ°)

ধৌতং মূলং যস্য কপ্। (ত্রি) ২ প্রক্ষালিত মূলযুক্ত।

ধৌতয় (ক্লী) ধৌতমিব রৌপ্যমিব বর্ণং যাতি যা-ক। সৈন্ধব, সৈন্ধবের বর্ণ রৌপ্য সদৃশ বলিয়া ইহার নাম ধৌতয় হইয়াছে।

ধৌতরি (ত্রি) ধূতমেব ধৌতং কম্পনমৃচ্ছতি ঋ-কি। কম্পনকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "স্তোলাভির্ধৌতরীভিঃ।" (ঋক্ ৬।৪৪।৭)

'ধৌতরীভিঃ কম্পনকারীভিঃ' (সায়ণ)

ধৌতশিল (ক্লী) ধৌতা শিলা যস্য। স্ফটিক।

ধৌতাঞ্জনী (স্ত্রী) ত্র্যক্কট শিক্যভেদ। (মেদিনী)

ধৌতি (স্ত্রী) ধাব-ক্তি। বিশুদ্ধি। এই ধৌতির বিষয় যোগশাস্ত্রের ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—ধৌতি চারি প্রকার—অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি এবং মূলশোধন। ইহার মধ্যে আবার অন্তর্ধৌতি চারিপ্রকার—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিষ্কৃত।

বাতসার—নিজের মুখ কাকচঞ্চুর মত করিয়া পুনঃ পুনঃ বায়ু পান করিতে হইবে এবং ঐ বায়ু উদর মধ্যে চালনা করিয়া মুখদ্বারা বিরেচন করিতে হইবে। এই বাতসার অতি গোপনীয় এবং দেহ নির্ম্মলের প্রধান উপায়।

বারিসার—মুখদ্বারা আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া জল খাইতে হইবে। পরে ঐ জল উদর হইতে অধোদিক্ দিয়া বিরেচন করিবে। এই বারিসার প্রধান ধৌতি,

যিনি যত্নপূর্ব্বক সাধন করেন, তাঁহার মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ হয়।

অগ্নিসার—শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নাভিকে একশত বার মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিতে হইবে। এই ধৌতি দ্বারা উদরের আমাদিদোষ বিনষ্ট হইয়া আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। এই ধৌতি অতিশয় গোপনীয়, দেবতার দুর্লভ এবং যোগীদিগের যোগসিদ্ধির কারণ। এই ধৌতি ফলেই মলদেহ নির্ম্মল হইয়া দেবতার সদৃশ দেহ হয়।

বহিষ্কৃত—কাকমুদ্রা, অর্থাৎ কাকের ঠোঁটের মত মুখ করিয়া বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হইবে এবং চারিদণ্ড কাল ঐ বায়ু উদরে রাখিয়া অধোদিক্ দ্বারা চালিত করিবে। তাহার পরে নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া নাড়ী বহিষ্কৃতপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত মল সকল সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হয়, সেই পর্য্যন্ত হস্ত দ্বারা প্রক্ষালিত করিতে হইবে। এইরূপে প্রক্ষালন করিয়া পুনর্ব্বার তাহা উদর মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই ধৌতি অতিশয় গোপনীয় এবং দেবতার দুর্লভ। কেবল এই ধৌতি দ্বারাই দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। চারিদণ্ডকাল পর্য্যন্ত যে অবধি শ্বাসরোধ করিয়া রাখিতে সমর্থ না হইবে, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ধারণা শক্তি দেহে না জন্মিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত এই ধৌতি পরিচালনা করিবে না।

দন্তধৌতি পাঁচপ্রকার, যথা—দন্তমূল, জিহ্বামূল, রন্ধ্র, কর্ণদ্বার এবং কপালরন্ধ্র।

দন্তধৌতি—খদিররসে কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল এইরূপ মার্জ্জন করিতে হইবে, যেন উহাতে কিছুমাত্র ক্লেদ না থাকে। এইরূপ দন্ত ধৌত করিলে কখন দন্তপতন হয় না।

জিহ্বাধৌতি—তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলী গলদেশে প্রবেশ করাইয়া জিহ্বামূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন করিবে। এইরূপ বারংবার মার্জ্জন করিলে কফদোষ নিবারণ হয়।

জিহ্বামূল বারংবার নবনী দ্বারা দোহন করিবে, এবং লৌহযন্ত্র দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ টানিয়া বহিষ্কৃত করিবে, যিনি সর্ব্বদা যত্ন সহকারে সূর্য্যোদয়কালে বা অস্তকালে এইরূপ প্রক্রিয়া সমাধান করেন, তাহার জিহ্বা দীর্ঘ হয় এবং জরামরণ রোগাদি নষ্ট হয়।

রন্ধ্রধৌতি—নাসা দ্বারা রন্ধ্রমধ্যে জল লইয়া মুখ দ্বারা নিক্ষেপ করিবে, এবং শীৎকার দ্বারা মুখ মধ্যে জল লইয়া নাসাপুটে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই ধৌতি অতিশয় গোপনীয়।

কর্ণধৌতি—তর্জ্জনী ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণকুহর মর্দ্দন করিতে হইবে। এইরূপে প্রতিদিন মার্জ্জন করিলে শব্দান্তর প্রাপ্ত হইবে।

কপালরন্ধ্রধৌতি—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কপালরন্ধ্র মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহা অভ্যাস করিলে কফদোষ শান্তি, উত্তম দৃষ্টি এবং নাড়ী নির্ম্মল হইবে। এই ধৌতি প্রতিদিন নিদ্রাবসানে, দিনান্তে, অথবা ভোজনান্তে করিতে হইবে।

হৃদ্ধৌতি।—হৃদ্ধৌতি তিনপ্রকার। প্রথম—রম্ভাদণ্ড, হরিদ্রাদণ্ড অথবা বেত্রদণ্ড মুখের মধ্য দিয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহার পর ইহা কিয়ৎকাল পরিচালন করিয়া বাহির করিবে। এইরূপ করিলে, কফ, পিত্ত ও ক্লেদ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এই ধৌতি দ্বারা হৃদয়ে কোন রোগ থাকিলে, তাহা নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

দ্বিতীয়—আহারের পর আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জলপান করিয়া কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক ঐ জল বমন করিবে। প্রতিদিন এই ধৌতি করিলে কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়।

তৃতীয়—চারি অঙ্গুলি পরিমাণ সূক্ষ্মবস্ত্র ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার উহা বাহির করিবে। এই ধৌতি দ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি আরোগ্য হয়, পিত্ত বিনাশ হয় এবং দিন দিন দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

মূলশোধন—যে কাল পর্য্যন্ত মূলশোধন না করা হয়, সেই পর্য্যন্ত বায়ুর কুটিলতা যায় না। এইজন্য যত্নের সহিত মূল শোধন করা আবশ্যক। হরিদ্রার মূল অথবা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জল দিয়া বারবার গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করিবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠের কাঠিন্য, আম, অজীর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং কান্তি, পুষ্টি ও অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। (ঘেরণ্ডসংহিতা)

ধৌতী (স্ত্রী) ধু-কর্ত্তরি ক্তিচ্, স্বার্থে অণ্ ততো ঙীপ্। চলন, কম্পন।

"যো ধৌতীনামহিহন্নারিণক্ পথঃ" (ঋক্ ২।১৩।৫।)

'ধৌতীনাং কম্পন্তীনাং' (সায়ণ)

ধৌন্ধুমার (স্ত্রী) ধুন্ধুমারমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত উপাখ্যান ভেদ।

"ঐন্দ্রদ্যুম্নমুপাখ্যানং ধৌন্ধুমারং তথৈব চ॥" (ভারত আদিপ°)

এই উপাখ্যান বনপর্ব্বে ২০০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

ধৌমক (পুং) ধূমে তৎপ্রধানদেশে ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুঞ্। ধূমপ্রধান দেশভেদ।

ধৌমতায়ন (পুং) রাজভেদ।

ধৌম্রায়নক (ত্রি) ধৌম্রায়নেন নির্বৃত্তঃ ততো বুঞ্। ধৌম্রায়ন নির্বৃত্তাদি।

ধৌমীয় (ত্রি) ধূমেন নির্বৃত্তাদি, কৃশাদিত্বাৎ ছণ্। ধূম-নির্বৃত্তাদি।

ধৌম্য (পুং) ধূমস্ত অপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। ধূম ঋষির পুত্র। ইনি যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ছিলেন। মহাভারতে ইঁহার বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে—

ধৌম্য দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উৎকোচক নামে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, এই তীর্থে ইঁহার আশ্রম ছিল। এই তীর্থে অবস্থান করিয়া ইনি কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেন। চিত্ররথ ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবার জন্ম পাণ্ডবদিগকে উপদেশ দেন, পাণ্ডবগণ সেই উপদেশানুসারে ইঁহার নিকট গমন করিয়া ইঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বোধে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইনি নারদের নিকট সূর্য্যের এক স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই স্তব যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেন। এই স্তবের প্রভাবে যুধিষ্ঠির অক্ষয়স্থালী প্রাপ্ত হন।

২ সত্যযুগের একজন ঋষি। সত্যযুগে ব্যাঘ্রপদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধৌম্য। একদা ইনি ও ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপমন্যু ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, গাভীদোহন হইতেছে। এই স্থানে দুগ্ধ দেখিয়া দুই ভাই মাতার নিকট গমন করিয়া দুগ্ধপান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু মাতা দুগ্ধ দিতে না পারিয়া ইহাদিগকে প্রবোধ দিলেন, 'বৎস! মহাদেবের উপাসনা ব্যতীত অভীষ্ট বস্তু লাভের সম্ভাবনা নাই।' ধৌম্য মাতার নিকট মহাদেবের স্বরূপাদি শ্রবণ করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে তপস্তায় মনোনিবেশ করিলেন। মাতার উপদেশ ইঁহার পক্ষে ইষ্টমন্ত্র হইল। ইনি মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন।

মহাদেব ইঁহার তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া বর দিলেন, "বৎস! তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর, অমর, তেজস্বী ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। তুমি সামান্ত দুগ্ধান্নের জন্ম মাতার উপদেশে আমায় লাভ করিলে। অতএব তোমার ইচ্ছামাত্র ক্ষীরসমুদ্র তোমার সমক্ষে আবির্ভূত হইবে এবং এক কল্প পরে তুমি আমার সালোক্য প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার এই আশ্রমে স্থায়ী হইলাম। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখনই আমাকে এই আশ্রমে দেখিতে পাইবে।" এই বর লাভ করিয়া ইনি সুখে অবস্থান করিয়াছিলেন। (মহাভারত অনু°)

৩ আয়োদ ধৌম্য এই নামে আর একজন ধৌম্য ছিলেন, তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ এই নামে তিনটী শিষ্য ছিল।

৪ পশ্চিমদিকে অবস্থিত ঋষিভেদ।

"উন্মুচুঃ কবষো ধৌম্যঃ পরিব্যাধশ্চ বীর্য্যবান্।
এতে চৈব মহাত্মানঃ পশ্চিমামাশ্রিতা দিশং॥"

(ভারত শান্তিপ° ২০৮অ°)

ধৌরাকুণ্ডুর, মধ্যভারতের ইন্দোর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইঁহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দ্দার সিম্‌রোল ঘাট হইতে সিগুবার পর্য্যন্ত রাজপথ রক্ষা করিবার জন্ম এখানকার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন।

ধৌরাহরা, ১ অযোধ্যার অন্তর্গত খেরী জেলার নিঘাসন তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে কৌরিয়ালা, পূর্ব্বে দহাবার, দক্ষিণে চৌকানদী এবং পশ্চিমে নিঘাসন পরগণা। পরিমাণ ফল ২৬১ বর্গ মাইল। মুসলমান কর্ত্তৃক কনৌজজয়ের পূর্ব্বে ধৌরাহর বিখ্যাত মহোবা-সর্দ্দার আল্লা ও উদালের রাজ্যভুক্ত ছিল। তৎপরে ফিরোজ শাহের সময়ে ইহা গড় কিল্লানবার অন্তর্ভুক্ত হয়; এই সময়ে সম্ভবতঃ ধৌরাহরনিবাসী পাশি-বংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে বিসেনগণ এই স্থান অধিকার করে, আবার তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া চৌহান জাজরেজ এই পরগণা দখল করিয়া লয়েন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়েরই অধিকারে আছে।

ইহার ভূমি পঙ্কময়। প্রতিবর্ষে সমগ্র পরগণা চৌকা ও কৌরিয়ালা নদীর জলে প্লাবিত হইয়া যায়। কৃষিকার্য্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট নহে। অধিবাসীগণ প্রায়ই জ্বররোগে আক্রান্ত হয়। চৌকা, কৌরিয়ালা ও দহাবার নদী দিয়া বৎসরের প্রায় দশমাস শস্ত ও মালের ব্যবসা চলিয়া থাকে।

২ অযোধ্যার অন্তর্গত খেরী জেলার পূর্ব্বোক্ত পরগণার একটী সহর। এই সহর লক্ষ্ণৌএর ৮০ মাইল উত্তরে এবং শাহজহানপুরের ৭৩ মাইল পূর্ব্বে চৌকা নদীর পশ্চিম তীরে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৯´ পূঃ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় শাহজহানপুর ও মহম্মদী হইতে পলায়নপর ইংরাজগণ লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে ধৌরাহরের রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু ধৌরাহর-রাজ বিদ্রোহীদিগের ভয়ে আশ্রয় দান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই অপরাধে পরে বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড এবং তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়।

ধৌরাহর, অযোধ্যার অন্তর্গত ফরক্কাবাদ জেলার একটী সহর। এই সহর ফরক্কাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে ২০ মাইল দূরে ঘর্ঘরা নদীর ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মসজিদ বা মন্দিরাদি কিছুই নাই, কেবল মাত্র সহরের বহির্ভাগে একটী সুন্দর তোরণ-দ্বার দণ্ডায়মান আছে। লোকে বলে, অযোধ্যা-

গতি আসন্ন উত্তোলন উহা নির্ম্মাণ করিয়া যান। ধৌরাহর হইতে ঘর্ঘরার পরপারে এক প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী কানন মধ্যে মহাদেবের এক মন্দির আছে। প্রবাদ, পূর্ব্বে ঐ স্থানে মহাদেব ভূমধ্যে বাস করিতেন, একদা একদল অযোধ্যা-যাত্রী সন্ন্যাসী মহাদেবকে বাহির করিয়া অর্থোপার্জ্জন মানসে তাঁহাকে খনন করিতে করিতে শিবলিঙ্গ ক্রমশঃ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এই অলৌকিক ঘটনার স্মরণার্থে দুইজন ভক্ত সওদাগর ঐ স্থানে প্রস্তরময় বেদী ও প্রাকার সমেত এক শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ মন্দির এক্ষণে ভগ্ন।

ধৌত্র (পুং) ধূত্রএব স্বার্থে অণ্। ঋষিভেদ।

"ধৌম্যো বিভাণ্ডো মাণ্ডব্যো ধৌত্রঃ কৃষ্ণানুভৌতিকঃ।"

(ভারত শান্তিপ° ৪৭ অ°)

স্বার্থে অণ্। ২ ধূম্রবর্ণ। ৩ ধূম্রবর্ণযুক্ত। ভাবে অণ্। ৪ ধূম্রবর্ণত্ব। ধূম্রো দেবতা ইত্য অণ্। (পুং) ৫ বাস্তুস্থানভেদ।

ধৌম্রায়ণ (পুং স্ত্রী) ধূম্রস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। ধূম্র ঋষির গোত্রাপত্য।

ধৌর (পুং) ধব বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)।

ধৌরিত (ক্লী) ধোরিতমেব অণ্। অশ্বগতিভেদ। অশ্বদিগের পাঁচ প্রকার গতির মধ্যে একপ্রকার গতি।

'ধৌরিতং রেচিতমাস্কন্দিতং বল্গিতং প্লুতং।

অপ্রকারসমুল্লাসাৎ কুঞ্চিতাঙ্গং নতত্রিকং॥' (অমর)

স্বার্থে কন্। ধৌরিতক, অশ্বগতিভেদ।

ধৌরেয় (ত্রি) ধুরং বহতি ধুর-ঢক্। (ধুরো যঙ্ ঢকৌ। পা ৪।৪।৭৭।) ১ রথলাঙ্গলাদিভারবোঢ়া, ধুর্ব্বহ। (পুং) ২ ধুর্য্য বৃষ।

ধৌর্ত্তক (পুং) ধূর্ত্তস্য ভাবঃ, মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বুঞ্। ধূর্ত্তত্ব, শাঠ্য, শঠতা।

ধৌর্ত্তিক (ত্রি) ধূর্ত্তস্য ইদং ধূর্ত্ত-ঠঞ্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নং। ধূর্ত্তের ভাব।

ধৌর্ত্তেয় (পুং স্ত্রী) ধূর্ত্তায়া অপত্যং 'স্ত্রীভ্যো ঢক্' ইতি সূত্রেণ ঢক্। ধূর্ত্তার অপত্য।

ধৌর্ত্ত্য (ক্লী) ধূর্ত্তস্য ভাবঃ, কর্ম্ম বা ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ১ ধূর্ত্তত্ব। ২ ধূর্ত্ত কর্ম্ম।

ধৌর্য্য (ক্লী) ধোর ধুর-বা গ্যৎ। অশ্বগতিভেদ, ধোরণ। (হেম)

ধৌলাধর, পঞ্জাব প্রদেশে কাঙ্ড়া জেলাস্থ এক গিরিমালা। এই গিরিশ্রেণী হিমালয় পর্ব্বতমালার এক উপশাখা। ইহার একদিকে কাঙ্ড়া এবং অপরদিকে চম্বা। মূল পর্ব্বতশ্রেণী চতুর্দ্দিকস্থ সমতল ভূমি হইতে সহসা উত্থিত হইয়া একবারে ১৩০০০ ফিট্ উচ্চ হইয়া গিয়াছে।

এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ, পার্শ্বে ক্ষুদ্র শাখাদি নাই। শিখরদেশ সূচ্যগ্র, সুতরাং তথায় তুষার জমিতে পারে না। তাহার নিম্নে অধিত্যকা প্রদেশ দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষে পরিশোভিত। পর্ব্বতের পাদদেশে অসংখ্য নির্ঝর ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া থাকে। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৯৫ ফিট্ এবং উপত্যকা প্রদেশ গড় ২০০ ফিট্ উচ্চ।

ধৌরাদিত্য (পুং) শিবপুরাণোক্ত একটী তীর্থ। (শিবপু°)

ধৌলি, উড়িষ্যা প্রদেশে ভুবনেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী একটী গণ্ড শৈল। ইহার প্রকৃত নাম ধবলগিরি। ধৌলি গ্রামের নিকটে দয়া নদীর দক্ষিণ তীরে এই শৈল অবস্থিত। এই শৈলের প্রধান শৃঙ্গ তিনটী; সমস্ত পাহাড় কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন হইয়া প্রায় ৮ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। সমতল হইতে শৈলশিখর যুগপৎ উত্থিত হওয়াতে উহা অতিশয় দুরারোহ। চতুর্দ্দিকে প্রায় ৮।১০ মাইল স্থানের মধ্যে আর কোন পর্ব্বত না থাকায় ইহার দৃশ্য অধিক রমণীয় বোধ হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এই পাহাড় আগ্নেয়শক্তিতে উৎপন্ন। এই পাহাড়ের উত্তরস্থ শৈল সর্ব্বোচ্চ, উহার পূর্ব্বাংশ প্রায় ২৫০ ফিট্ উচ্চ। ঐ শিখর দেশের একটী ভগ্নাবশিষ্ট শিবমন্দির আছে। অন্যান্য শৃঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চ।

এই মন্দিরের নিম্নভাগে বহু সংখ্যক কৃত্রিম গুহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; অনেক গুলি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র পর্ব্বতে দুইটী প্রকাণ্ড গিরিগহ্বর ছিল, তন্মধ্যে একটী প্রস্তরাদি দ্বারা ভরাট হইয়া গিয়াছে, অপরটী চল্লিশ পঞ্চাশ হাত পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার আছে; কিন্তু তৎপরে পথ এত অপ্রশস্ত এবং গুহাবাসী চামচিকার মূত্র পুরীষাদি দ্বারা এরূপ দুর্গন্ধময় যে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই গহ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে অনতিগভীর খোদিত এক শিলালিপি আছে।

পাহাড়ের পশ্চিমদিকস্থ কন্দরে গণেশ ও মহাদেবের মন্দির আছে। তদ্ভিন্ন পর্ব্বতের সকল চূড়াতেই এবং মধ্যবর্ত্তী দরী সকলেও ভূরি ভূরি মন্দিরাদির চিহ্ন পাওয়া যায়।

এই ধৌলিগিরি হইতে অপর্য্যাপ্ত প্রস্তর তুলিয়া সমীপবর্ত্তী মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হয়। কৌশল্যাগাঙ্গ নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা-সন্নিহিত অশ্বথামা নামক ধৌলির দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সমধিক বিখ্যাত। এই অংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারক খ্যাতনামা সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন সর্ব্ব দক্ষিণস্থ গিরিশৃঙ্গের উত্তর পার্শ্বে খোদিত। শৃঙ্গের প্রস্তর কাটিয়া

প্রায় ১৫ ফিট্ দীর্ঘ ও ১০ ফিট্ বিস্তৃত স্থান প্রস্তুত ও মসৃণ করা হইয়াছে। ঐ মসৃণ স্থানে চারি স্তবকে পালীয়াক্ষরে অশোকের অনুশাসন-লিপি খোদিত। প্রথম স্তবকের অক্ষরাবলী অপেক্ষাকৃত বড় এবং তত পরিষ্কার রূপে খোদিত নহে। এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে এই স্তবকটী অন্যান্য গুলি হইতে বিভিন্ন সময়ে খোদিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থ স্তবকের চারিপার্শ্বে একটী গভীর রেখা খোদিত আছে। ইহার অক্ষরাবলী পরিপাটীরূপে খোদিত।

অনুশাসন লিপির উপরেই ১৬ ফিট্ দীর্ঘ ও ১৪ ফিট্ বিস্তৃত এক চত্বর; ঐ চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে সুনিপুণ ভাস্কর-বিনির্মিত হস্তীর সম্মুখার্দ্ধের প্রস্তরময় এক সুন্দর মূর্ত্তি আছে। পর্ব্বতস্থ এক অখণ্ড প্রস্তর খোদিত করিয়া ঐ হস্তীমূর্ত্তি বাহির করা হইয়াছে। চত্বরের তিন পার্শ্বে ৫ ইঞ্চ প্রস্থ ও ১২ ইঞ্চ দীর্ঘ গভীর নালা আছে। হস্তীর উভয় পার্শ্বেও প্রস্তর গাত্রেও ঐ রূপ নালা আছে। কেবল মাত্র হস্তীমূর্ত্তির সম্মুখেই ৩ ফিট্ স্থানে সেরূপ নালা নাই। ইহাতে অনুমান হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতি বসাইবার জন্য ঐ সকল নালা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

ঐ হস্তীমূর্ত্তি কাহারও উপাস্য দেবতা নহে। তবে প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণগণ একবার যাইয়া গজানন দেবের প্রীত্যর্থ ঐ গজমুণ্ডে সিন্দূর-লেপন ও জলসেক করিয়া থাকে।

অশ্বত্থামা-গিরির চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য গুহা ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক মন্দিরাদির ভিত্তিভূমি দৃষ্ট হয়। অনুশাসন-লিপির উপরেই এক প্রকাণ্ড আবাসের ভিত্তি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই সম্ভবতঃ অনুশাসন-বর্ণিত চৈত্য হইবে।

হস্তীমূর্ত্তির দক্ষিণে পাঁচটী গুহা আছে। এই গুহা গুলিকে কেহ বা পঞ্চ পাণ্ডব, কেহ বা পঞ্চ গোস্বামী কহিয়া থাকেন। এই পঞ্চগুহা ব্যতীত আরও অনেক গুহার চিহ্ন পাওয়া যায় না, সে সকল কালক্রমে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐ গুহা সকলের সম্মুখে প্রস্তরের উপর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, এই সকল গর্ত্তে গুহাবাসীগণ উদুখলের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং অনুশাসনোক্ত আয়ুর্ব্বেদবিৎ সন্ন্যাসীগণ তাহাতে ঔষধ ফলমূলাদি পেষণ করিতেন। খণ্ডগিরিতেও ঐরূপ গর্ত্ত দৃষ্ট হয়।

ধৌলির অনুশাসন সাট দেশস্থ গির্ণারের ও সুলকবাই দেশস্থ অশোক-অনুশাসনের প্রায় অনুরূপ, কেবল মাত্র ধৌলি-অনুশাসনের প্রথমে ও শেষে দুইটী অধিক অনুশাসন খোদিত আছে, অন্য কোন অনুশাসনে তাহা নাই।

এই অনুশাসনে বহুসংখ্যক চৈত্য প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে। ঐ সকল চৈত্য সম্ভবতঃ ধৌলি পাহাড়ের নিকটেই অবস্থিত ছিল, তাহাদের অধিকাংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ধৌলির সন্নিহিত কৌশল্যাগাঙ্গ-দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বে ও মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে অনেক ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান আছে। ঐ সকল মন্দিরাদি সম্ভবতঃ অশোকের অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কৌশল্যা-গাঙ্গ পুষ্করিণীও খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে গঙ্গেশ্বর অনঙ্গভীমের সময় উৎখাত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। যাহা হউক যে সময়ে ধৌলির অনুশাসন খোদিত হয়, তৎকালে নিকটে যে এক জনপূর্ণ বৃহৎ নগর ছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক যে জনসাধারণের পরিচালনহিতোদ্দেশে লিখিত অনুশাসনমালা নির্জ্জন প্রদেশে বা বিরুদ্ধবাদী হিন্দুগণ মধ্যে স্থাপিত করিয়া যাইবেন ইহাও বোধ হয় না।

ধৌলি এবং উদয়গিরিতে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। ইহারা শ্রদ্ধাপ্রদত্ত খাদ্যাদি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং অনুমান হয়, নিকটে বহু বৌদ্ধগণপরিবৃত এক সুবৃহৎ নগর ছিল। কিন্তু ধৌলির চতুর্দ্দিকে অন্যত্র কুত্রাপি নগরের ধ্বংসাবশেষ না পাওয়ায়, অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান ভুবনেশ্বর যে স্থলে অবস্থিত, ঐ স্থানেই সেই প্রাচীন নগর স্থাপিত ছিল এবং ধৌলি উদয়গিরি প্রভৃতি সেই বৃহৎ নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ধৌলি পাহাড়ের নিকটেই ধৌলি নামে এক সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে একটী প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। ধৌলির অনুশাসনে ঐ স্তূপের নাম 'ছুবালবি স্তূপ' বলিয়া উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ঐ ছুবালবি টোপ বা স্তূপ হইতেই ধৌলি গ্রামের নাম হইয়াছে; উহার বর্ত্তমান নাম গড়ধৌলি।

ধৌবকি (পুং) ধ্রুবকায়া অপত্যং অত্র চক্ প্রতিষেধে বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। ধ্রুবকার অপত্য।

ধ্মাকার (পুং) ধ্মা অগ্নিসংযোগঃ তং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ লোহকারক কামার। ২ ধ্মা এইরূপ অব্যক্ত শব্দকারক।

ধ্মাঙ্ক্ষ (পুং) ধ্মাঙ্ক্ষি-অচ্। ১ কাক। ২ মৎস্যভক্ষক পক্ষিভেদ। ৩ ভিক্ষুক। ৪ তক্ষক। (স্ত্রী) ৫ কাকোলিকা।

ধ্মাঙ্ক্ষজঙ্ঘা (স্ত্রী) ধ্মাঙ্ক্ষস্যেব জঙ্ঘা যস্যাঃ। কাকজঙ্ঘা। (রাজনি°)

ধ্মাঙ্ক্ষজম্বু (স্ত্রী) ধ্মাঙ্ক্ষপ্রিয়া জম্বুঃ। কাকজম্বু। (রাজনি°)

ধ্মাঙ্ক্ষতুণ্ডী (স্ত্রী) ধ্মাঙ্ক্ষস্যেব তুণ্ডং যস্যাঃ, ঙীষ্। কাকমাচাজাতা। (রাজনি°)

ধ্মাঙ্ক্ষদন্তী (স্ত্রী) ধ্মাঙ্ক্ষস্যেব দন্তা অবয়বো যস্যাঃ, ঙীষ্। কাকতুণ্ডীলতা।

ধ্মাঙ্ক্ষনখী (স্ত্রী) ধ্মাঙ্ক্ষস্য ইব নখাঃ যস্যাঃ। কাকতুণ্ডী।

ধ্মাপন (ক্লী) ধ্মা-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। বৃংহণ। (শব্দার্থচিং)

ধ্মাপিত (ত্রি) ধ্মাপি-ক্ত। বৃংহিত। বহুলীকৃত।

ধ্যাত (ত্রি) ধ্যৈ-ক্ত। চিন্তিত, ধ্যানবিষয়ীভূত।

"তদাত্মনা ধ্যাতধবা রতে চ কা।" (নৈষধ)

ধ্যান (ক্লী) ধ্যৈ ভাবে ল্যুট্। ১ চিন্তন।

"তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা॥" (মনু ১।১২)

২ অদ্বিতীয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতা।

৩ পরমাত্মচিন্তন।

"ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুশ্চিন্তা তত্ত্বেন নিশ্চলা।
এতদ্ ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা॥
সগুণং মন্ত্রভেদেন নির্গুণং কেবলং মতং।" (গরুড়পুং)

ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা, যে স্থলে তত্ত্ব দ্বারা নিশ্চলা চিন্তা হয়, তাহাকেই ধ্যান বলা যায়, অর্থাৎ যে চিন্তা কোন এক ধ্যেয় বস্তুতে নিশ্চল করা যায়, তাহাকেই ধ্যান বলা যায়। এই ধ্যান দ্বিবিধ সগুণ ও নির্গুণ। এই চিন্তা যে স্থলে মন্ত্রপূর্ব্বক হইয়া থাকে, তাহাকেই সগুণ ধ্যান কহে। মন্ত্রাদি ভিন্ন যে ধ্যান করা যায়, তাহাকে নির্গুণ ধ্যান কহে। পাতঞ্জল-দর্শনে ধ্যান শব্দের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং।" (যোগসূত্র ৩।২)

যাহাতে মানব সকল ত্রিবিধ দুঃখ হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভ করিতে পারে, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য বিধেয়। যোগশাস্ত্রে একমাত্র যোগই তাহার প্রধান উপায়। যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে ধারণা, পরে ধ্যান ও তদনন্তর সমাধি লাভ হইয়া থাকে। যোগকল্পে প্রথম অঙ্গ ধারণ, তাহার পর ধ্যান। যখন ধারণা স্থায়ী হয়, তাহার পর সেই ধারণাই ধ্যানে পরিণত হইয়া থাকে। ধারণীয় বস্তুতে যদি চিত্তের একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহাই ধ্যানপদবাচ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি অনন্তরিত ভাবে বা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান নামে অভিহিত হয়। এই ধ্যানই চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। এই ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহাকেই সমাধি বলা যাইবে। ধ্যান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

"ধ্যানহেয়া স্তদ্বৃত্তয়ঃ।" (যোগসূত্র ২।১১)

সকল প্রকার ক্লেশবৃত্তি অর্থাৎ সুখ ও দুঃখাদি আকারের পরিণাম এই স্থূল শরীরে ভোগ হইয়া থাকে। এই সকল ক্লেশবৃত্তি একমাত্র ধ্যান দ্বারাই দূরীকৃত করিতে হয়। ধ্যান দ্বারা সুখদুঃখাদি নিরাকৃত হয়, এই কথার অর্থ এইরূপ যেন কেহ বোঝেন না যে, মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমরা যে সুখ ভোগ করিয়া থাকি, সেই সুখ; তাহা আমাদের নিকট সুখ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দর্শনকারদিগের মতে ('তত্ত্বদুঃখপক্ষে নিঃক্ষেপণীয়ঃ') দুঃখ মধ্যে পরিগণিত, এই জন্যই ঐ স্থলে সুখদুঃখাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পরিপুষ্ট ক্লেশ রাশির বিনাশের জন্যই নানা প্রকার উপায় শাস্ত্রসমূহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ক্লেশনামক অবিদ্যাদি যখন বর্ত্তমান বা প্রবল অবস্থায় থাকিয়া সুখ, দুঃখ ও মোহাদিরূপ বিবিধ কার্য্য বা ভোগ উৎপন্ন করিতে থাকে, তখন তাহারা স্থূল বলিয়া গণ্য হয়। সেই স্থূল অবস্থা নষ্ট করিবার প্রধান উপায় ধ্যান। বহুদিন ব্যাপিয়া ও অনেকবার ধ্যান করিতে পারিলে ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাদিনামক চিত্তবৃত্তি সকল নিরুত্থান বা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। সুতরাং অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশপঞ্চকের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ দুঃখাদিরূপ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ পরিণাম সকল ধ্যাননাশের যোগ্য বলিয়া গণ্য। যেরূপ অগ্রে প্রক্ষালন, পরে ক্ষারসংযোগ ও উত্তাপপ্রদানপূর্ব্বক নির্ণেজন (আছড়ান) দ্বারা যেমন বস্ত্র মল অপনীত হয়, সেইরূপ অগ্রে ক্রিয়াযোগ, তাহার পর ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তমল সকল বিদূরিত করিতে হয়। প্রক্ষালন দ্বারা বস্ত্রমলের নিবিড়তা নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ যেমন ক্ষার সংযোগাদির দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ, সেইরূপ প্রথমে ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্ত ক্লেশের নিবিড়তা যাইলে, পরে ধ্যান দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া পড়ে। ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগ দ্বারা চিত্ত ক্লেশ সকল বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু ইহার সংস্কার লয় হয় না, সংস্কার থাকিয়া যায়, ইহা কেবল সমাধি ভাবনা দ্বারা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ চিত্ত লয় হইলেই তৎসঙ্গে যত ক্লেশ ও ক্লেশসংস্কার সমস্তই বিনা যত্নে বিনষ্ট হইয়া যায়।

ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা ক্লেশসমূহকে দগ্ধ না

করিলে অর্থাৎ দগ্ধ বীজের ন্যায় নিস্তেজ বা নিঃশক্তি না করিলে চিরকালই শুভাশুভ কর্ম্মে জড়িত থাকিতে হইবে। কোন কালেই মুক্তি হইবে না। (পাতঞ্জলদর্শন)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ধ্যানের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তত্র যদ্ ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরং॥
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থবিবর্জ্জিতং।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ॥
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতু মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

স্বরূপ এবং অরূপ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার, ইহার মধ্যে অরূপ ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর, এই ধ্যান অতি কঠিন এবং যোগিদিগেরও অগম্য, এই ধ্যান অনেক ক্লেশে সাধিত হয়। মনের ধারণার্থ এবং শীঘ্র শীঘ্র অভিলষিত সিদ্ধি ও সূক্ষ্ম ধ্যান প্রবোধের জন্য স্বরূপ ধ্যান অর্থাৎ স্থূলধ্যান কহিতেছি। ঈশ্বর রূপ রহিত হইলেও গুণ ও ক্রিয়ানুসারে তাহার রূপ কল্পনা করিতে হইবে। কোন মূর্ত্তি উপলক্ষ করিয়া যেখানে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, তাহাই স্বরূপধ্যান পদবাচ্য। ব্রহ্মবিষয়ক যে চিন্তা তাহাকে ধ্যান কহে।

"ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসোধৃতিঃ।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ॥"
(গরুড়পুরাণ ৪৯ অঃ)

মনের স্থিরতার নাম ধারণা এবং ব্রহ্মাত্মবিষয়ক যে চিন্তা তাহার নাম ধ্যান।

ধ্যানগোচর (পুং) ধ্যানস্য-গোচরঃ ৬তৎ। ১ ধ্যানপ্রত্যক্ষ, যাহা ধ্যান করিয়া জানা যায়। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবতাভেদ। (ললিতবিস্তর) [ধ্যানাবচর দেখ।]

ধ্যানজপ্য (পুং) বিশ্বামিত্র বংশীয় এক ঋষি। (হরিবংশ ২৭অ°)

ধ্যানাভ্যাস (পুং) ধ্যানানাং অভ্যাসঃ ৬তৎ। সমাধি, ধ্যানের অভ্যাস। ধ্যানযোগ আয়ত্ত হইলে তখন সমাধি হয়, ধ্যানের পরাকাষ্ঠা ধারণা করিতে হইবে, পরে ধ্যান আবশ্যক, এই ধ্যান পরিপক্ব হইলে সমাধি হইবে। [ধ্যান দেখ।]

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়েৎ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমং॥" (শ্রুতি)

ধ্যানবদরী, হিমালয়স্থ গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির। উরগামের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। বদরীনাথেরই এক অংশ বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে হিমবৎ খণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ধ্যানপারমিতা [পারমিতা দেখ।]

ধ্যানময় (ত্রি) ধ্যান স্বরূপে ময়ট্। ধ্যানস্বরূপ।

ধ্যানযোগ (পুং) ১ ধ্যান ও যোগ, দ্বন্দ্ব। (মনু ৬।৭৩।) ২ ইন্দ্রজাল-ক্রিয়াভেদ, মনে কোন আকৃতি কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা শত্রুবিনাশ। যোগরত্নমালায় ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

৩ ধ্যানমেব যোগঃ। ধ্যানরূপ যোগ, যোগাঙ্গভেদ।

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

ধ্যানবিন্দূপনিষদ্ (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদীয় একখানি উপনিষদ্। নারায়ণ ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

ধ্যানসিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কাশ্মীরাধিপতি গোলাপ সিংহের ভ্রাতা।

ধ্যানসিংহ রাজপুত-কুলে কাশ্মীরের উত্তরবর্ত্তী জম্বুরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্যানসিংহের পিতা কিশোরসিংহ স্বয়ং জম্বুর রাজা ছিলেন না, যৎকিঞ্চিৎ রাজদত্ত উপস্বত্ব ভোগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কিশোরসিংহ বা কশুরসিংহের তিন পুত্র গোলাপসিংহ, ধ্যানসিংহ ও সুচেতসিংহ। ইঁহারা সকলেই বীরপ্রকৃতিক, অধ্যবসায়ী, কূটনীতিজ্ঞ, সুচতুর ও ধীসম্পন্ন। ইঁহাদেরই জ্যেষ্ঠ গোলাপসিংহ স্বীয় প্রতিভাবলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

[গোলাপসিংহ দেখ।]

মহারাজ রণজিৎসিংহ কর্তৃক জম্বু অধিকৃত হইলে, তথাকার রাজবংশীয়গণ দুঃস্থ হইয়া পড়েন। এই সময়ে গোলাপসিংহ সহোদর ধ্যানসিংহকে লইয়া লাহোর দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহাদের বীরমূর্ত্তি ও কমনীয় কান্তি দেখিয়া রণজিৎসিংহ সাদরে রাজসভায় স্থান দান করিলেন। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই রণজিতের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং রণজিতসিংহের আদেশে কনিষ্ঠ সহোদর সুচেতসিংহকে আনিয়া লাহোর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিন দিন তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। রণজিৎসিংহ গোলাপসিংহ অপেক্ষা ধ্যানসিংহ ও সুচেতসিংহকে অধিক ভাল বাসিতেন। রণজিৎসিংহের অন্যতম সভাসদ রামলাল রণজিতের অনুরোধেও উপবীত পরিত্যাগ করিয়া শিখধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে অস্বীকার করায় রণজিৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। রামলাল পলায়ন করিলে রণজিৎ রামলালের ভ্রাতা শিখধর্ম্মে দীক্ষিত খুশালসিংহকে রাজপুরাধ্যক্ষের পদ

হইতে বিচ্যুত ও তৎপদে সভাসদ ধ্যানসিংহকে নিযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ কোপশান্তি করিলেন। এদিকে রামলাল নিজ ভ্রাতার দুর্গতির কারণ ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে শিখধর্ম্ম গ্রহণ করায় খুশালের উপর রণজিতের কোপ দূর হইল। যাহা হউক, লাহোর দরবারে জম্মু-ভ্রাতৃত্রয়ের দিন দিন প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ঐ তিন ভ্রাতা দরবারের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। গোলাপসিংহ জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশে বিদ্রোহী মুসলমানদিগকে পরাজিত ও রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া বিখ্যাত হইতেছিলেন। রণজিৎ পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে জম্মুরাজ্য প্রদান করিলেন। ধ্যানসিংহ খুশালের পরিবর্ত্তে 'দেউড়িবালা' বা প্রধান দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষেই তিন ভ্রাতা রাজা উপাধি দ্বারা ভূষিত হইলেন এবং ধ্যানসিংহ 'রাজা-ই-রাজগাঁ রাজা হিন্দ্‌পৎ রাজা বাহাদুর' এই উপাধিসহ উজীরপদে নিযুক্ত হইলেন। কনিষ্ঠ সুচেতসিংহ রাজকার্য্যের কূটনীতি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রণস্থলে সাহসী বীরপুরুষ ও রাজসভায় প্রিয়ংবদ, সুরসিক ও শিষ্টাচারী সভাসদ রহিলেন।

ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহকে মহারাজ অতিশয় স্নেহ করিতেন। এমন কি, তাহাকে চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না। হীরাসিংহও পিতা ও পিতৃব্যগণের সহিত 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যখন অন্যান্য সভাসদ রাজ-সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিতেন অথবা গালিচায় উপবেশন করিতেন, হীরাসিংহ তখন মহারাজ রণজিতের সম্মুখে এক সিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। একদা কতোচ রাজকুমার অনিরুদ্ধ-চাঁদ স্বীয় নিরুপমা সুন্দরী ভগিনীদ্বয়সহ লাহোরে উপস্থিত হন। ধ্যানসিংহ তাঁহাকে হাতে পাইয়া নিজ পুত্র হীরাসিংহের সহিত ঐ রাজকুমারীদ্বয়ের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। কতোচ-রাজবংশ আভিজাত্যে তৎপ্রদেশে বহু সম্মানিত ছিলেন। মহারাজের সহায়তায় ধ্যানসিংহ আপাততঃ অনিরুদ্ধচাঁদের লিখিত অঙ্গীকার পাইলেও রাজকুমারীদিগের জননী এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি কন্যাদ্বয়কে লইয়া পলায়ন করেন। ধ্যানসিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজকুমারীদিগকে হস্তগত করিতে পারিলেন না। রাজমহিষী ও অনিরুদ্ধ ধ্যানসিংহের বিড়ম্বনায় রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং কতোচ রাজকুমারীদ্বয়ের কর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইয়া কতোচ-রাজের রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত অপর দুইটী কন্যা করায়ত্ত করিলেন। ইহাদের একটীকে হীরাসিংহের সহিত বিবাহ দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু রণজিৎ ঐ রাজকুমারীদ্বয়ের অসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে এরূপ বিমোহিত হন, যে তিনি দুই কুমারীকেই বিবাহ করিলেন। হীরাসিংহের সহিত অপর এক কুমারীর বিবাহ দিলেন।

কিছুদিন পরে রণজিৎসিংহ আদেশ করিলেন যে অতঃপর রাজকীয় চিঠি পত্রাদিতে রাজা ধ্যানসিংহকে 'রাজা কলান বাহাদুর' বলিয়া সম্মানিত করা হইবে। ধ্যানসিংহ এই সময়ে রণজিতের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধ্যানসিংহের অনুমতি ব্যতীত কেহ রণজিতের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত না, রণজিৎ সকল কার্য্যেই তাঁহার সুযুক্তি লইতেন এবং রাজকীয় দুরূহ বিষয় সকলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ধ্যানসিংহ প্রাণপণে ও একান্ত অনুরাগের সহিত প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন এবং সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকিতেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ পীড়িত হন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া সমস্ত সভাসদ্ ও প্রধান সর্দ্দারবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক পুত্র খড়্গসিংহকে রাজটীকা প্রদান করিয়া তাঁহার ভুজার্জ্জিত বিশাল সম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন এবং ধ্যানসিংহকে নূতন ভূপতির প্রধান মন্ত্রী করিয়া তাঁহার হস্তে খড়্গসিংহের রক্ষাভার অর্পণ করিলেন। রণজিৎ অনুনয় সহকারে ধ্যানসিংহকে বলিলেন, 'এ পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ সম্মান ও ভক্তি রণজিৎকে প্রদর্শন করিতেছিলেন, অদ্যাবধি যেন খড়্গসিংহকে সেই রাজসম্মান প্রদর্শন করেন, তিনিই খড়্গের শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।' সম্মান স্বরূপ তাঁহাকে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও তৎসঙ্গে 'নায়েব উল্ সুলতানৎ-ই উজ্‌মা, খৈর খাহি সামিমি দৌলৎ ই সরকার, উজির-ই-মুয়াজ্জিম, দস্তুর-ই-মকর রাম, মুক্তার বা সুলকুল মহমকুল' প্রভৃতি মহা সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, ধ্যানসিংহ মৃত্যুশয্যাশায়ী প্রভুর নিকট খড়্গসিংহের মঙ্গল সাধনে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, রণজিতের মৃত্যুর পর তাহা প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। উৎকট দুরাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া তিনি শেষে অতি অকৃতজ্ঞের কার্য্য করিয়াছিলেন। তবে ইহাতে একা যে তাঁহার দোষ ছিল, এমন নহে, অপরিণামদর্শী খড়্গসিংহের বুদ্ধি দোষে তাঁহাকে বিপথে চলিতে হইয়াছিল।

রণজিৎসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে ধ্যানসিংহ সমবেত রাণীগণের সমক্ষে রণজিতের মৃতদেহ ও ধর্ম্মগ্রন্থ "শ্রীগীতাজী" স্পর্শ করিয়া খড়্গসিংহের অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে পুনর্ব্বার শপথ করিলেন এবং খড়্গসিংহ ও তৎপুত্র নবনেহালসিংহের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। যথাকালে রণজিতের শব উচ্চ চিতায় শায়িত হইল। পতিপ্রাণা রাণীবর্গ ও অনেক সেবিকা স্বর্গাশয়ে রণজিতের শবের সহিত চিতায় শয়ন করিল। চিতা প্রজ্বলিত হইল। ধ্যানসিংহ আশ্রয়দাতা প্রভুর বিহনে এরূপ শোকাভিভূত হইলেন যে তাঁহার ভাবী জীবন ভারবোধ হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর সহিত চিতানলে দগ্ধ হইবার নিমিত্ত দুই তিন বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিখরাজ্যের ভাবী শুভাশুভ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে চিতানলে প্রবেশ করিতে দিল না, বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল। ধ্যানসিংহ শোকসন্তপ্তহৃদয় বিশ্বাসী ও প্রভু ভক্তের ন্যায় প্রভুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সমাপন করিলেন। এ সময়ে তাঁহার মনে কোন পাপ ছিল না।

রণজিতের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহ বিশাল শিখরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু যে শৌর্য্য, বীর্য্য, ও রাজনীতিকুশলতা রণজিৎকে এই বিশাল রাজ্যের শীর্ষে স্থাপিত করিয়াছিল, খড়্গসিংহে সে সকল গুণ কিছুই ছিলনা। তিনি পিতা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া প্রায় সমস্ত দিবস একরূপ তন্দ্রাবেগে কাটাইতেন। তিনি যদি পিতার আদেশ মত বিচক্ষণ মন্ত্রী ধ্যানসিংহের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে হয়ত শিখরাজ্য অকালে উৎসন্ন ও বিলয় প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত খড়্গ চেতসিংহ নামক জনৈক ধূর্ত্ত চাটুকারের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ঐ ধূর্ত্ত খড়্গের প্রিয় বয়স্য হইয়াছিল এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। খড়্গ তাহার কুপরামর্শে ধ্যানসিংহ ও তৎপুত্র হীরাসিংহকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং ধ্যানসিংহ রাজ্যের গোপনীয় তথ্য সকল রাজার নিকট প্রকাশ করিতে অবসর পাইতেন না। চেতসিংহ খড়্গ কর্ত্তৃক উজীরী পদে নিযুক্ত হইল এবং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ধ্যানসিংহকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। দুর্বৃত্ত দুইদল শরীররক্ষক সৈন্য গঠিত করিয়াছিল; চক্রান্ত করিল, এক দিবস ধ্যানসিংহ প্রভাতে যেমন দুর্গ প্রবেশ করিবে, অমনি ঐ সৈন্যদল তাঁহাকে হত্যা করিবে। দুর্গদ্বারে যে সকল সৈন্য পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিল, তাহারা ধ্যানসিংহের অনুরক্ত জানিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে সরাইয়া সেই স্থলে চেতসিংহ অভিমত লোক রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকলই ব্যর্থ হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধ্যানসিংহ এ চক্রান্ত সমস্ত জানিতে পারিলেন এবং একটা অলীক জনরব প্রচার করিয়া দিলেন, যে খড়্গসিংহ সমগ্র পঞ্জাব রাজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে প্রদান করিয়া শিখ-সৈন্য ও সর্দ্দারদিগকে কর্ম্ম হইতে তাড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এই সংবাদে সমস্ত খালসা-সৈন্য ও সর্দ্দারগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এমন কি রাণী চাঁদকুমারীও স্বামীর বিপক্ষ হইলেন এবং ধ্যানসিংহ গোলাপসিংহকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া শীঘ্র লাহোরে আসিতে পত্র লিখিলেন। গোপনে গোপনে ধ্যানসিংহ ও সিন্ধনবালা সর্দ্দারগণ চেতসিংহকে বধ ও খড়্গকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। গোলাপসিংহ লাহোরে পহুঁছিলে ধ্যানসিংহ তাঁহার দুই সহোদর ও সিন্ধনবালাসর্দ্দারগণ সহ একদিন দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে নিষ্কোষিত অসিহস্তে খড়্গসিংহের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে দুইজন 'ভাই'কে কাটিয়া ফেলিলেন। খড়্গসিংহের জলবাহক এই ভীষণ হত্যাকারীদিগকে দেখিয়া দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ধ্যানসিংহ তৎক্ষণাৎ বন্দুক ছুড়িয়া তাহাকে নিহত করিলেন। এই ষড়যন্ত্রকারীদল খড়্গের প্রকোষ্ঠ সমীপে উপস্থিত হইলে চেত-সিংহ নিজ বিপদ বুঝিয়া অন্ধকার গুপ্ত গৃহে লুকাইয়া রহিল। দুইজন সশস্ত্র রাজশরীররক্ষক দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা প্রথমে বাধা দিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু ধ্যানসিংহ ও তাহার ভ্রাতাদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা ভূতলে অস্ত্র রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। খড়্গসিংহ এই অতর্কিত বিপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। চক্রান্তকারীগণ খড়্গকে বন্দী করিল, এমন কি নবনেহাল ও রাণী চাঁদকুমারী সেই সময় উপস্থিত না হইলে তাঁহারা মহারাজের প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে কুণ্ঠিত হইত না। অতঃপর চেতসিংহকে খুঁজিয়া অন্ধকার গৃহ হইতে বাহির করা হইল। চেতসিংহ তথায় উভয় হস্তে নিষ্কোষিত তরবারী ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু ধৃত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে আনীত হইলে ধ্যানসিংহ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্বহস্তে দীর্ঘ ছুরিকা দ্বারা তাহার উদর বিদ্ধ করিলেন। হতভাগ্য চেতসিংহ এইরূপে জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। ধ্যানসিংহের তাঁহাতেও কোপশান্তি হইল না। চেত-সিংহের আত্মীয় স্বজনবর্গ সকলকে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া চেতসিংহের যে দশা সকলেরই সেই দশা করা হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর, এই ভীষণ ব্যাপার

সংঘটিত হইয়া ভাবী অসংখ্য ভীষণতর হত্যাকাণ্ডের সূচনা করিল।

খড়্গসিংহকে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং নবনেহাল সিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নবনেহাল তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অহঙ্কারী ছিলেন। ধ্যানসিংহ বোধ হয় ইঁহার উপর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। যাহা-হউক ঈশ্বরের বিড়ম্বনায় যেদিন বন্দী খড়্গসিংহ ভগ্ন ও হতাশ হৃদয়ে নির্জ্জন কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন, ঐ দিবসই তোরণ-দ্বারের প্রস্তর খসিয়া নবনেহালসিংহের মস্তকে দারুণ আঘাত করিল, তাহাতে রাজপার্শ্ববর্ত্তী গোলাপ-সিংহের পুত্রও নিহত করিল। মন্ত্রী ধ্যানসিংহ তৎক্ষণাৎ নবনেহালকে পাল্কী করিয়া দুর্গে লইয়া গেলেন। দুর্গদ্বার বন্ধ হইল। কেবল মন্ত্রী ধ্যানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সেখানে যাইবার ক্ষমতা রহিল না। নবনেহালের মাতা চাঁদকুমারী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। পরিচারক ও সর্দ্দারবর্গকে 'রাজকুমার ভাল আছেন এবং এখন বিশ্রাম লইতেছেন' বলিয়া বিদায় দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধ্যানসিংহ রাণী চাঁদকুমারীকে বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। চাঁদকুমারী যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি রাণী হইতে পারিবেন এবং ধ্যানসিংহ তাঁহাকে সে বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। অনেকে অনুমান করেন, ধ্যানসিংহ রাজ-কুমারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। অনেকে বলেন, তোরণ হইতে প্রস্তরপাতও জম্বুভ্রাতৃগণের পূর্ব্ব-কল্পিত। যাহাহউক ধ্যানসিংহের ব্যবহার সন্দেহ পরিবর্জ্জিত না হইলেও তাঁহার বিপক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, কারণ ঐ বিপদে ধ্যানসিংহের প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র হত হয় এবং ধ্যানসিংহ নিজেও হস্তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।

নবনেহালের পর রাণী চাঁদকুমারী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন ধ্যানসিংহ দেখিলেন, যে রাণীও তাঁহার ঘোর বিপক্ষ, সুতরাং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়দের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা করিবেন, সুতরাং তিনি চাঁদকুমারীর সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহা পালন করিতে পারিলেন না। তিনি রণ-জিতের এক রক্ষিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সেরসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য সর্দ্দারদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি শিখসৈন্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে রমণীর শাসনে তাহাদের কল্যাণ নাই এবং মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না।

রাণী চাঁদকুমারী এই সমস্ত অবগত হইয়া আতরসিংহ সিন্ধনবালা ও অন্যান্য সর্দ্দারদিগকে আহ্বান্ করিলেন। রাণীর পক্ষই প্রবল হইল।

রাণী সকলকে বলিলেন, তাঁহার পুত্রবধূ নবনেহালের পত্নী গর্ভবতী, গর্ভস্থ শিশুর প্রতিনিধিস্বরূপ রাণী রাজত্ব করিতেছেন। তবে যদ্যপি তাঁহার পুত্রবধূ কন্যা প্রসব করেন, তখন না হয় তিনি ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহকে দত্তক লইবেন, মহারাজ রণজিৎও জীবিতাবস্থায় হীরা-সিংহকে পুত্রবৎ দেখিতেন। রাণীর এই কথায় সকল বিবাদ মিটিয়া গেল। ধ্যানসিংহ রাণীর এইরূপ প্রত্যক্ষ সরল ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত সেরসিংহ বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহ এই সুযোগে অসুস্থতার ভাণ করিয়া লাহোর হইতে জম্বু প্রদেশে গমন করিলেন। রাণী আতরসিংহ সিন্ধনবালাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন।

গোলাপসিংহ সুযোগ বুঝিয়া রাণীর সহিত যোগ দিলেন। কূটনীতিবিৎ জম্বুভ্রাতৃগণ সকল কার্য্যেই এইরূপ চতুরতা প্রকাশ করিতেন। যে পক্ষ যখন জয়ী হইবে, সেই পক্ষই তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিত।

রাজা ধ্যানসিংহ জম্বুতে বাস করিয়া গোপনে লাহোরের প্রত্যেক আন্দোলনের সংবাদ রাখিতে লাগিলেন। তিনি খালসা সৈন্য ও সর্দ্দারগণের নিকট হইতে এরূপ আশা ও অঙ্গীকার পাইলেন যে যখনই তিনি ও রণজিৎপুত্র সের-সিংহ লাহোরদ্বারে উপস্থিত হইবেন, তখনই তাহারা তাঁহার সহিত যোগদান করিবে।

এদিকে সেরসিংহ ধ্যানসিংহের পরামর্শমত ৩০০ সৈন্য লইয়া মুকারা হইতে লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তৎকালে ধ্যানসিংহ প্রত্যক্ষ সাহায্য করিলেন না। জবালাসিংহ নামক জনৈক সর্দ্দার এই সুযোগে সেরসিংহের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিবার জন্য সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিল।

সেরসিংহ লাহোরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র বহুসংখ্যক খালসা সর্দ্দার এবং পঞ্চ সর্দ্দারগণ সেরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। সেরসিংহ নগরে প্রবেশ করিলেন। অগণিত উন্মত্ত সৈন্য লাহোর লুণ্ঠন করিল। গোলাপসিংহ প্রভৃতি রাণীর পক্ষীয়গণ ডোগ্রা-সৈন্য সাহায্যে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্গে অল্পসংখ্যক ডোগ্রা সৈন্য থাকিলেও তাহারা ৬ দিন পর্য্যন্ত সমগ্র শিখসেনাকে পরাস্ত ও মহা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। এই অবরোধকালে শিখ-সৈন্য অতি ঘৃণিত ও নৃশংস ব্যবহার করে।

ধ্যানসিংহ এই সময়ে লাহোরের সীমায় আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে সেরসিংহ যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া গোলাপসিংহকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। গোলাপসিংহ বলিলেন, ধ্যানসিংহ না আসিলে সন্ধির কোন কথা হইবে না। সেরসিংহ সাদরে নগরদ্বারে গিয়া ধ্যানসিংহের অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত সৈন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ধ্যানসিংহের আদেশে যুদ্ধ বন্ধ হইল।

রাজা হীরাসিংহ মহারাণীর পক্ষ হইতে সন্ধি করিবার জন্য সেরসিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন। নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধি হইল, যথা—চাঁদকুমারী সেরসিংহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপ সেরসিংহ মহারাণীকে ৯ লক্ষ টাকা আয়ের এক জায়গীর দিবেন, গোলাপসিংহ রাণীর হইয়া ঐ জায়গীর শাসন করিবেন। সেরসিংহ চাঁদকুমারীকে বিবাহ করিবার আশা পরিত্যাগ করিবেন ও ডোগ্রাসৈন্যগণ নির্ব্বিবাদে গড় হইতে চলিয়া যাইতে পাইবে।

রাজা গোলাপসিংহ রক্ষা করিবার ভাণ করিয়া চাঁদকুমারীর সমস্ত মণিরত্ন আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাণী লাহোরে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি, সেরসিংহ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে ধ্যানসিংহ পুনরায় উজীর অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন এবং এক বহুমূল্য খিলাত পাইলেন। সৈন্যগণের বেতন মাসিক ১৲ টাকা করিয়া বর্দ্ধিত হইল, সিন্ধনবালা সর্দ্দারদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল এবং আতরসিংহ সিন্ধনবালা ও তাহার ভ্রাতা লহনাসিংহকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ বাহির হইল। আতরসিংহ ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অজিতসিংহ পলায়ন করিল। লহনাসিংহ ধৃত হইয়া লাহোরে বন্দী হইয়া রহিলেন।

সেরসিংহ অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং রাজকার্য্যের সমস্ত ভার বিচক্ষণ মন্ত্রী ধ্যানসিংহের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্যানসিংহ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুচতুর ধ্যানসিংহ দেখিলেন যে তাঁহার এই অপ্রতিহত ক্ষমতায় একটী প্রতিদ্বন্দী আছে। জবালাসিংহ সেরসিংহের বিশ্বাসী, তাঁহাকে যুদ্ধের সময় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল এবং লাহোর-অবরোধকালে সেরসিংহের নিবারণসত্ত্বেও জবালাসিংহ নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখিয়া ছিল। পরে ধ্যানসিংহ ও সেরসিংহ স্বয়ং যাইয়া অর্থ প্রদান করিয়া যুদ্ধ নিবারণ করে। জবালাসিংহের মনে ক্ষমতা লাভের উচ্চাশা এখনও থাকিতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়া ধ্যানসিংহ কুটিল মন্ত্রণা দ্বারা সেরসিংহকে জবালার ঘোর শত্রু করিয়া ফেলিলেন। সেরসিংহ ধ্যানসিংহের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া সামান্য অপরাধে প্রভুভক্ত জবালাকে বন্দী করিলেন। কারাগৃহেই হতভাগ্য নির্দ্দোষ জবালার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এইরূপে ধ্যানসিংহ নিজ উন্নতিপথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

এক্ষণে ধ্যানসিংহ চাঁদকুমারীর পশ্চাতে লাগিলেন। চাঁদকুমারীর সহিত সন্ধিতে যদিও সেরসিংহ তাঁহার পাণিগ্রহণ-প্রস্তাব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবুও এককালে আশা ছাড়িতে পারেন নাই। "চাদর-আন্দাজী"-প্রথায় তাঁহার পাণিগ্রহণাশা তখনও হয়ত কালে একদিন পূর্ণ হইতে পারিত, কিন্তু গোলাপসিংহ প্রত্যহ রাণীকে বুঝাইতেন যে এ মিলন-প্রার্থনা কেবল সেরসিংহের কৌশল মাত্র; কোন মতে তাঁহাকে করগত করিয়া বিনাশ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। রাণী চাঁদকুমারী কাজেই নিরাপদ হইবার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্রের ভবনে গিয়া বাস করিলেন। এই ব্যবহারে মহারাজ সেরসিংহ হাড়ে চটিয়া গেলেন, তাহার উপর ধ্যানসিংহ ধুনা দিলেন যে, রাণী চাঁদকুমারী মহারাজকে রণজিতের সুজাত সন্তান বলিয়া গণ্য করেন না এবং আপনাকে কানাইয়াবংশের সর্দ্দার জয়মল্লের কন্যা ভাবিয়া নিজের আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা করেন। মহারাজ সেরসিংহ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাণীর জীবননাশে চক্রান্ত করিলেন। রাণীর ক্রীতদাসীগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া মহারাণীকে খুন করিতে বলিয়া দিয়া মহারাজ সেরসিংহ হঠাৎ দরবারসহ উজীরাবাদে চলিয়া গেলেন। পিশাচীরা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একদিন মহারাণীর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইতে করাইতে ইষ্টকাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া বিনষ্ট করে। ধ্যানসিংহ সেই পিশাচীদিগকে ধরিয়া কোতয়ালীতে সাধারণের সম্মুখে তাহাদের নাসিকা, কর্ণ ও হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। তাহাদের জিহ্বাচ্ছেদন না করায় তাহারা সকলকে স্পষ্ট সত্য কথা বলিয়া দিল। যে লোভ দেখাইয়া এই কর্ম্মে তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, সেই পাষণ্ড সেরসিংহের নামও তাহারা বলিয়া ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানসিংহের নামও প্রকাশ করিল। লোকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল না। সেরসিংহ ও

গোলাপসিংহ মহা আনন্দিত হইলেন। সেরসিংহের কণ্টক দূর হইল, আর গোলাপসিংহের সিন্দুকজাত মণিরত্নাদি ফিরাইয়া দিতে হইল না।

এই সময় কাবুল-যুদ্ধে ইংরাজেরা শিখরাজের সাহায্যে জয়ী হইয়া ফিরোজপুরে এক সৈন্য-পরিদর্শন মেলা করেন। সেই মেলায় যুবরাজ প্রতাপসিংহ ও প্রধান মন্ত্রী ধ্যানসিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সিন্ধনবালা সর্দারেরা রণজিতের জ্ঞাতি। তাঁহারা সেরসিংহের ন্যায় রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্রের শাসনে কোন দিনও সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া রাজা ধ্যানসিংহের উপরও মহা অসন্তুষ্ট ছিলেন।

শিখ-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে "ভাই" নামে এক উপসম্প্রদায় আছে। ইহারা পঞ্জাবের দরবারে ও রাজান্তঃপুরে বিশেষ সম্মানিত। এই সময়ে ভাই রামসিংহ নামে এক ব্যক্তি সেরসিংহের এক প্রেয়সীকে হস্তগত করিয়া দরবারে আবার সিন্ধনবালাগণকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সিন্ধনবালা সর্দার লহনাসিংহ কারামুক্ত এবং পলায়িত আতরসিংহ ও অজিতসিংহ দরবারে আহূত হইলেন। তাঁহাদের হৃত ধন সম্পত্তি, মানসম্ভ্রম, উপাধি পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতেই ধ্যানসিংহ রাজার প্রতি মহা বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সিন্ধনবালা সর্দারগণও প্রত্যক্ষে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। মহারাজও আর কোন বিষয়ই তাঁহার প্রতীক্ষা করেন না। ধ্যানসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি জম্বু হইতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোলাপসিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে উভয়ে পরামর্শ করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য পথ অবধারণ করিয়া লইলেন। এই সময় হইতেই ধ্যানসিংহ রণজিতের অপর পুত্র শিশু দলীপসিংহের প্রতি যত্ন দেখাইতে লাগিলেন। দলীপের বয়স তখন ৬।৭ বৎসর মাত্র। [দলীপসিংহ দেখ।] মহারাজ সেরসিংহও উদ্দেশ্য বুঝিয়া ধ্যানসিংহকে দমনে রাখিবার জন্য নানা উপায়ে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুকৌশলী বুদ্ধিজীবী ধ্যানসিংহ সেরসিংহের ন্যায় লোকের কৌশলে বিভ্রান্ত হইবার লোক ছিলেন না, তিনি সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিলেন।

সিন্ধনবালা সর্দারগণ রাজ্যের মধ্যে তখন অতুল প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেও, তখনও তাহারা সেরসিংহ সুজন্মা নহেন বলিয়া তাঁহার প্রতি মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট ছিল। ধ্যানসিংহ ক্ষমতাসত্ত্বেও তাহাদিগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরং রাজার অভিপ্রায় সাধনে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব ছাড়িতে পারে নাই। মন্ত্রীতে ও মহারাজে এই সময় খুব মনোমালিন্য চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহারাও এই সময়ে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকবৎ' উভয়ের উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মহারাজের উপর এই সময় তাহাদের অতুল প্রভাব থাকায় তাহারা ক্রমশঃ মহারাজের প্রতি সকল প্রকার সম্ভ্রম ত্যাগ করিল। অজিতসিংহ প্রায়ই মহারাজকে মুখের উপর জীবনগ্রহণের ভয় দেখাইতেন। মহারাজ বন্ধুবর্গ দ্বারা সতর্ক থাকিলেও এ সকল কথা গ্রাহ্য করিতেন না। সিন্ধনবালা সর্দারগণ ষড়যন্ত্র ঠিক করিয়া মহারাজকে আপনাদের পূর্ব্ব বিশ্বস্তার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহারা আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাহাদের পক্ষে রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া একান্ত অসম্ভব। ধ্যানসিংহের উদ্দেশ্যে মহারাজকে বিশ্বাস করাইল যে ধ্যানসিংহ ভিতরে ভিতরে মহারাজের প্রাণনাশের চেষ্টায় আছেন এবং তৎপরে দলীপকে সিংহাসনে বসাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এমন কি আমাদিগকেই পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া মহারাজের প্রাণনাশে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেরসিংহ বীর ও সাহসী হইলেও এই সংবাদে অভিভূত হইয়া নিজ তরবারী সর্দারদিগের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই অস্ত্র আর এই আমার কণ্ঠ, যদি তোমরা আদিষ্ট হইয়া থাক এবং প্রস্তুত হইয়া থাক, লও, ছেদন কর। তবে এক কথা মনে রাখিও, যে ব্যক্তি আজ তোমাদিগকে যন্ত্ররূপে চালিত করিতেছে, প্রয়োজন মত সেই আবার তোমাদিগকে নষ্ট করিতে পারে। মহারাজের এই ব্যবহারে সর্দারেরা চমকিত হইল, কিন্তু বিচলিত না হইয়া মহারাজকে বলিল যে, এরূপ গৃহশত্রু মন্ত্রীকে এখনই নিপাতিত করা উচিত। মহারাজও তাহাদের ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর বধাদেশ সহি করিয়া লহনাসিংহ ও তাহার ভ্রাতাকে দিলেন। সর্দার-ভ্রাতৃদ্বয় তখন মহারাজকে জানাইল যে তাহারা আপাততঃ তাহাদের জায়গীর রাজা-সাঁসিতে ফিরিয়া যাইবে এবং এখান হইতে একদল সাহসী সৈন্য লইয়া হাজারীতে উপস্থিত হইবে। মহারাজ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ারম্ভের আদেশ দিবেন। ঐ সেনাদল বন্দুকাদি লইয়া প্রস্তুত থাকিবে, আদেশ পাইবামাত্র

তাহারা চক্র দিয়ে ধ্যানসিংহ ও তৎপুত্র হীরাসিংহকে ঘেরিয়া ফেলিবে।

লহনাসিংহ ও আজিতসিংহ এইরূপে ধ্যানসিংহের মহাদেশ পত্র হস্তগত করিয়া মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া ধ্যানসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। পরে নানা ভূমিকা করিয়া সেই পত্র দেখাইলেন। ধ্যানসিংহ বড় চতুর, প্রথমে ইহা বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, যতই কেন মনোমালিন্য থাক না, আমার অনুগ্রহে বর্দ্ধিত সেরসিংহ এরূপ আদেশ কখন দিতে পারেন না, বিশেষতঃ ইহাতে মহারাজের মোহর অঙ্কিত হয় নাই।

ধ্যানসিংহ।

লহনাসিংহ ইহা শুনিয়া আবার কৌশলক্রমে সেরসিংহের মোহর করাইয়া আনিলেন এবং পুনরায় আসিয়া ধ্যানকে দেখাইলেন। ধ্যানসিংহ মুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র দেখিয়া অতি মাত্র বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সিন্ধনবালা সর্দ্দারগণ তখন ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া ঠিক পূর্ব্বোক্ত কূট বাক্যকৌশলে প্রীতি ও বিশ্বাস জন্মাইয়া ধ্যানসিংহ দ্বারা মহারাজের বধাদেশ পত্র সহি করাইয়া লইলেন। তখন সর্দ্দারেরা মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে ধ্যানসিংহ হত্যার জন্ত নির্দ্ধারিত দিনে রাজপ্রাসাদে উপযুক্ত সৈন্তস্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। পরবর্ত্তী এক শুক্রবারে মাসের প্রথম দিনই এই ভয়ানক কার্য্যের উপযুক্ত দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

সর্দ্দারেরা পরে রাজা-সাঁসিতে ফিরিয়া গেলেন। ধ্যানসিংহ রোগের ভাণ করিয়া দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। ঐ দিন ধ্যানসিংহ, দেওয়ান দীননাথ ও রাজাজ্ঞাবাহক বুধসিংহকে লইয়া মহারাজ সেরসিংহ হাজারী নামক স্থানে একদল সৈন্তের ক্রীড়াযুদ্ধ দেখিতে যাত্রা করিলেন। পরামর্শমত অজিতসিংহ সে স্থলে সদলে উপস্থিত হইয়া একবারে সমস্ত বন্দুকের শব্দ করিয়া আপনাদের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলেন।

এখানে সেরসিংহ রাজপ্রাসাদে বারবারী বৈঠকে বসিয়া কয়েকজনের মল্লক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। এই সময় অজিতসিংহ আসিয়া সদলে উপস্থিতি নিবেদন করিলেন। রাজাদেশে দেওয়ান দীননাথ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে রাজসৈন্তভুক্ত করিয়া লইলেন। অজিত এই সময়ে একটী নূতন বন্দুক দেখাইয়া রাজাকে বলিলেন, এটী ১৪০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু তিন হাজারের কমে হস্তান্তর করিব না।

অজিত অমনি বন্দুক বাড়াইয়া দিবার ছলে মহারাজের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। দোনলী বন্দুকের দুইটী গুলি একবারে বুকে লাগিল, মহারাজ সেরসিংহ "এই কি দাগা" বলিয়া পড়িলেন ও পঞ্চত্ব পাইলেন। অজিতসিংহ তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়া একাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। বুধসিংহ বন্দুকের শব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া যেমন ঘরে ঢুকিলেন, অমনি রক্তাক্ত তরবারী হস্তে অজিতকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অজিতের দুই অনুচরকে কাটিয়া অজিতকে আক্রমণ করিতে গেলেন, কিন্তু তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে অজিতের লোকের হস্তে নিহত হইলেন। অজিতের সেনাদল রাজভৃত্যগণকে আক্রমণ করিল ও প্রাসাদে প্রবেশ করিল। সেরসিংহের পুত্র রোরুদ্যমান দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক প্রতাপসিংহকে লহনাসিংহ মারিতে গেলেন। এই বালক সেদিন গ্রহণ উপলক্ষে উদ্যান মধ্যে তুলাপুরুষ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণরৌপ্য দান করিতেছিলেন। লহনাসিংহ গিয়া ধরিবামাত্র বালক তাঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল, কিন্তু পাষণ্ড লহনা কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুণ্ড ছেদন করিলেন।

অজিতের সৈন্তদলে ৩০০ অশ্বারোহী ও ২৫০ পদাতি ছিল। অজিত সসৈন্তে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে ধ্যানসিংহের সহিত দেখা হইল। অজিত সংবাদ দিলেন। ধ্যানসিংহ বালক প্রতাপের বধে আক্ষেপ করিয়া সর্দ্দারদিগকে নিন্দা করিলেন। অজিত ধ্যানসিংহকে নিজ সমভিব্যাহারে দুর্গে ফিরিতে বলিলেন। সন্দেহ হইলেও ধ্যান অনন্যগতি হইয়া তাহাতেই বাধ্য হইলেন। প্রথম দ্বার পার হইয়া গেলে, দ্বিতীয় দ্বারে ধ্যানসিংহের অনুচরগণ প্রবেশে বাধা পাইল, কিন্তু সানুচর অজিত অবাধে প্রবেশ

করিল। ধ্যানসিংহ মনে মনে অবস্থা বুঝিলেও বাহে .কিছুই প্রকাশ হইতে দিলেন না, কিন্তু দুর্গপ্রাকারে সেনাদল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কে?

অজিত অশ্বসহ নিকটবর্ত্তী হইয়া ধ্যানসিংহের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, এখন কে রাজা হইবে? ধ্যানসিংহও অবিচলিতভাবে বলিলেন, "দলীপের ন্যায় উপযুক্ত আর কে?"

অজিত তখন বলিল, "দলীপ রাজা আর তুমি মন্ত্রী, তবে আমরা এত কষ্ট কেন পাইলাম?" ধ্যানসিংহ এই শ্লেষে ব্যথিত হইয়া সরিয়া যাইতে ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ভাই গুরমুখসিংহ নিকটস্থ হইয়া অজিতকে বলিল, "কথা অপেক্ষা কাজে জানাইয়া দাও, যে পথে সের-সিংহকে পাঠান হইয়াছে, মন্ত্রীমহাশয়কেও সেই পথে যাইতে দাও, তাহা হইলেই তোমার পথ পরিষ্কার।" অজিত এই কথা শুনিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে একজন গুলি করিয়া ধ্যানসিংহের জীবন শেষ করিয়া দিল। উপস্থিত সেনারা অবশেষে ধ্যানসিংহের দেহ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রক্তপাততৃষ্ণা কতকটা মিটাইল। ধ্যান-সিংহের কয়েকজন পঞ্জাবী ও একজন মুসলমান অনুচর কৌশলে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু সকলেই বিনষ্ট হয়। ধ্যানসিংহের ও ইহাদের দেহাবশেষ এক কামান গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইল। [অপরাপর কথা হরিদাস-সাধু শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ধ্যানাবচার, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবভেদ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

ধ্যানিক (ত্রি) ধ্যানেন নির্বৃত্তং ঠক্। ধ্যানসাধ্য, যাহা ধ্যানদ্বারা লাভ করা যায়।

"ধ্যানিকং সর্ব্বমেবৈতৎ যদেতৎ অভিসংজ্ঞিতম্।" (মনু)

ধ্যানিন্ (ত্রি) ধ্যান-ইনি। ধ্যানযুক্ত সমাধিস্থ।

ধ্যানিবুদ্ধ, ধ্যানযোগকারী বুদ্ধ। কাহারও মতে ইহাদের সংখ্যা ৫, ৬ কিংবা তদধিক। ইহারা অশরীরী। [বুদ্ধ দেখ।]

ধ্যানিবোধিসত্ত্ব, ধ্যানিবুদ্ধের পুত্র, ইহারাও অশরীরী।

ধ্যাম (ক্লী) ধ্যায়তে পশুভিরিতি ধ্যৈ-চিন্তনে-বাহুলকাৎ মক্। ১ দমনকবৃক্ষ। ২ গন্ধতৃণ। (ত্রি) ৩ শ্যামল। (মেদিনী)

ধ্যামক (ক্লী) রোহিষতৃণ। (রাজনি°)

ধ্যামন্ (পুং) ধ্যৈ-মনিন্ (নামন্ সীমন্ ব্যোমন্ ইত্যাদি। উণ্ ৪।১৫০) ১ পরিমাণ। ২ তেজঃ।

'ধ্যায়তে ধ্যামা পরিমাণং তেজশ্চ।' (উজ্জ্বল।)

৩ ত্বিষা। (উণাদিকোষ।) [ধামন্ দেখ।]

ধ্যুমিত্তাখ, বাজ্যভেদ। (রঘু ১৮।২২)

ধ্যেয় (ত্রি) ধ্যৈ-যৎ। ধ্যাতব্য, ধ্যানের বিষয়ীভূত। (ভাগ° ১।২।১৪)

ধ্রজীমৎ (ত্রি) এজ গতৌ ইন্ সর্ব্বধাতুভ্য ইতি ভাব ইন্ প্রত্যয়ঃ, ততো মতুপ্। 'প্রাতিপদিকতাহ্লাদাত্তবং।' শীঘ্রগতিযুক্ত

"হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেঽহি-
র্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্।" (ঋক্ ১।৭৯।১)

'ধ্রজীমান্ শীঘ্রগতিযুক্তঃ' (সায়ণ)

ধ্রাক্ষা (স্ত্রী) দ্রাক্ষা। (পা ৮।২।৯।)

ধ্রাঙ্গধ্রা, কাঠিয়াবাড়ের পলিটিকাল এজেন্টের এলাকাভুক্ত একটী দেশীয় রাজ্য। ভূপরিমাণ ১১৪২ বর্গ মাইল। এখানে লক্ষাধিক লোকের বাস ও প্রায় দেড়শত গ্রাম আছে।

এখানকার ভূভাগ অসমতল, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট স্রোতস্বতী প্রবাহিত ও গিরিদরীসমাচ্ছন্ন। ঐ সকল ছোট ছোট পাহাড় হইতে ব্যবহার্য্য পাথর আমদানী হয়। এই স্থান গ্রীষ্মপ্রধান হইলেও স্বাস্থ্যকর। উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা জমি এখানে বেশী নাই। ঐ সকল জমিতে প্রধানতঃ কার্পাস ও সাধারণ শস্য উৎপন্ন হয়। লবণ, তাম্র, পিত্ত-লের বাসন, পাথরের জাঁতা, দেশীয় বস্ত্র ও মৃণ্ময় পাত্র এখানকার বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে গণ্য। এখানে কোন কাঁচা পাকা রাস্তা নাই। ধোলেরা (ঢোলেরা) নগরই এই রাজ্যের নিকটবর্ত্তী বন্দর।

এখানকার সর্দ্দার ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথম শ্রেণীর করদ রাজাদিগের ন্যায় রাজকীয় সকল কার্য্যে তাঁহার অধিকার আছে। তাঁহার উপাধি রাজা সাহেব। তিনি রাজপুত জাতির ঝালাশ্রেণীভুক্ত। বৃটীশ গবর্মেণ্ট হইতে তিনি ১১টী মান্যতোপ পাইয়া থাকেন। তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্ট ও জুনাগড়ের নবাবকে ৪৪৬৭৭৲ টাকা কর দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অধীনে ২১৫০ জন সৈন্য আছে। প্রজার জীবন মরণ তাঁহার ইচ্ছাধীন।

বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপ্রদেশ হইতে বহু প্রাচীনকালে কাঠিয়াবাড়ে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা প্রথমে আহ্মদাবাদ জেলার অধীন পাত্রী নামক স্থানে, তৎপরে হলবাড়, অবশেষে বর্ত্তমান স্থানে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের সময় এই রাজ্যের অধিকাংশই তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময় মুহম্মদ-নগর বা হলবাড় উপবিভাগ ঝালাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লিমরি, বড়বান, চুড়া, সায়লা ও থানা লখ্‌তার নামে যে কয়টী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, তাহা এই ধ্রাঙ্গধ্রা রাজ্যেরই

শাখা। যাক্রেনেরের রাজগণও এই বংশের এক অতি প্রাচীন শাখা সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৫৯´ ১০´´ উঃ° ও দ্রাঘি° ৭১° ৩১´ পূঃ। আহ্মদাবাদ হইতে ৩৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নগরের চারিদিকে গড়খাই আছে। লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার।

ধ্রাজি (স্ত্রী) গতি। "বাতস্যানু ধ্রাজিং যং তি যদেবাসো অবিক্ষত।" (ঋক্ ১০।১৩৬।২.)

'ধ্রাজিং গতিং' (সায়ণ।)

ধ্রাড়ি (পুং) ধ্রাড়্-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) পুষ্পচয়ন। 'ধ্রাড়িঃ পুষ্পচয়ঃ' (উজ্জ্বল)

ধ্রাফা, গুজরাট প্রদেশে হালালপ্রান্তের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ১২ খানি গ্রাম ইহার অধীন। তন্মধ্যে আবার ৯ জন করদ সামন্ত বাস করেন। আয় প্রায় ৬০০০০৲।

ধ্রুতি (স্ত্রী) ধ্রু গতিস্থৈর্য্যয়োরিতি ধাতুঃ। বক্ষ্যমানরূপা।

"ন স স্বো দক্ষো বরুণঃ ধ্রুতি সা" (ঋক ৭।৮৬।৬)

'ধ্রুতির্বক্ষ্যমাণরূপা।' (সায়ণ।)

ধ্রুপদ, ধ্রুব পদ হইতে উৎপন্ন। সংগীত স্বর বিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম ধ্রুবক। ইহাতে প্রায় চারিটী তুক আছে, যথা—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কোন কোন ধ্রুপদে মিলাতুক নামে আরও একটী তুক থাকে। ইহা কেবল গায়কদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট। (সংগীতরত্নাকর)

যে গীত দ্বারা দেবতাদিগের লীলা, রাজাদিগের যশ, অথবা প্রবল যুদ্ধাদির বিবরণ বর্ণিত হয়, যাহাতে স্বর, তাল, রাগ রাগিণীর প্রগাঢ়তা, গদ্য পদ্যময় অংশ ও রচনাগাম্ভীর্য্য সম্যক্ ভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই সকল গীত সংগীতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা ধ্রুপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ধ্রুপদ বিস্তৃতস্বর গায়ক দ্বারা বিশুদ্ধ ভাবে গীত হইয়া থাকে। ইহা মৃদুকণ্ঠী স্ত্রী জাতির উপযুক্ত নহে। অধিকাংশ ধ্রুপদই আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি পদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন ধ্রুপদে আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটী মাত্র পদও দেখা যায়। ধ্রুপদ বিলম্বিত লয়ে যত সুমধুর হয়, দ্রুতলয়ে কোন সময়েই তত শ্রুতিসুখকর হয় না। (কণ্ঠকৌমুদী)

ধ্রুব (ক্লী) ধ্রুবতি স্থিরীভবতীতি ধ্রু-ক (ধ্রুবঃ কঃ। উণ্ ২।৬১) ১ নিশ্চিত। ২ স্থির। "ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তু মৃষির্ব্যবস্যতি।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

৩ সন্ততি। ৪ শাশ্বত। ৫ তর্ক। ৬ আকাশ। (পুং) ৭ শঙ্কু। ৮ বিষ্ণু। ৯ হর। ১০ বট। ১১ অষ্ট বসুর একতম।

"আপোধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(মৎস্যপু° ৫।২১)

১২ যোগভেদ, এই যোগে শুভ কার্য্যাদি বিধেয়। যদি কোন বালক এই যোগে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বদা সরস্বতী জাতবালকের মুখপদ্মে নৃত্যমানা থাকে, এবং সে সারকাব্যকর্ত্তা, বন্ধুবর্গের ভর্ত্তা, দিগ্ দিগন্তে বিখ্যাতকীর্ত্তি ও সুন্দর মূর্ত্তি হয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই যোগ বিষ্কুম্ভাদি করিয়া গণনায় দ্বাদশ। ১৩ স্থাণু। ১৪ শরারি পক্ষী। ১৫ ধ্রুবক, ধুয়া। (সঙ্গীত দামো°)

১৬ আকাশস্থিত তারাভেদ, ইহাকে চলিত কথায় ধ্রুবতারা কহে। এই ধ্রুবতারা সকল নক্ষত্রের আধারস্বরূপ।

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

[ধ্রুবতারা দেখ।] ১৭ রোহিণীগর্ভে বসুদেবের ঔরসজাত এক পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৪৬)

১৮ পাণ্ডব পক্ষীয় একজন ক্ষত্রিয় বীর। (ভারত ৭।১৫৬।৩৭)

১৯ নহুষের এক পুত্র। (ভারত ১।৭৫।৩০)

২০ পুরুবংশীয় রন্তিনারের এক পুত্র। (ভাগ° ৯।২০।৬)

২১ যজ্ঞীয় গ্রহপাত্রবিশেষ।

"যজমানস্ততো গ্রহগ্রহণমাধ্রুবাৎ।"

(কাত্যায়নশ্রৌত° ৯।৫।১৭)

২২ নাসাগ্র। যাহাদের মৃত্যু সন্নিকট তাহারা ধ্রুব, অর্থাৎ নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে পারে না।

"অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আসন্নমৃত্যু র্নো পশ্যেচ্চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥
অরুন্ধতী ভবেজ্জিহ্বা ধ্রুবো নাসাগ্রমুচ্যতে।
বিষ্ণোঃ পদানি ভ্রূমধ্যে নেত্রয়োর্মাতৃমণ্ডলং॥"

(কাশীখণ্ড ১২।১৩—১৪)

২৩ উত্তানপাদরাজার পুত্র, ইহার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মে। এই উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামে দুইটী স্ত্রী ছিল। এই দুই জনের মধ্যে সুরুচি রাজার অতিশয় প্রিয়। তাঁহার প্ররোচনায় রাজা সুনীতিকে বনবাস দেন। একদিন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া ঘটনাক্রমে পথভ্রান্ত হইয়া বনস্থিত সুনীতির নির্জ্জন কুটীরে উপস্থিত হন। তাহাতে রাজসহবাসে সুনীতির গর্ভ হয়। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। একদা সুরুচির পুত্র রাজার ক্রোড়ে

উপবেশন করিয়া আছে, সেই সময় ধ্রুব রাজসভায় গিয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য উপস্থিত হইল। রাজা সুরুচির ভয়ে ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইতে সাহসী হইলেন না। সুরুচি সপত্নী তনয়ের রাজার ক্রোড়ে উঠিবার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ধ্রুবকে তিরস্কারচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'বৎস! এই উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ কর, তুমি হীনা সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। আমার পুত্র উত্তমই এই স্থানের উপযুক্ত। অতএব তুমি এই উচ্চ অভিলাষ পরিত্যাগ কর।" ধ্রুব বিমাতার এই কঠোর বাক্য শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া মায়ের নিকট আগমন করিল। সুনীতি ইহাকে কুপিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে কে অবমাননা করিয়াছে।' ধ্রুব তখন মাতৃসমীপে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সুনীতি ইহা শুনিয়া পুত্রকে কহিলেন, বৎস! সুরুচি যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য, তুমি ভাগ্যহীনা আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্যহীন হইয়াছ। অতএব দুঃখ করা উচিত নহে। সুরুচি অতিশয় পুণ্য করিয়াছে, এজন্য সুরুচি রাজার অতি প্রিয়। বিশেষ পুণ্যানুষ্ঠান করিলে ঐ পদলাভ হইয়া থাকে। এখন যে অবস্থায় আছ, ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি তোমার সুরুচির বাক্যে অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুণ্য কার্য্যের প্রতি যত্নশীল হও, তাহা হইতে অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।' ধ্রুব মাতার কথা শুনিয়া মাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'সুরুচির বাক্য আমার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতেছে, মাতঃ! আমি অন্য কোন স্থান প্রার্থনা করি না, এইরূপ স্থান প্রার্থনা করি, যে স্থান আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।'

ধ্রুব মায়ের নিকট এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বনে গমন করিল। ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে গমন করিতে করিতে কুশাসনে উপবিষ্ট সাতজন মুনিকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া কহিল, আমি উত্তানপাদ-তনয়, আমি অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। মুনিগণ ইহা শুনিয়া কহিলেন, তোমার বয়ঃক্রম চারি বা পঞ্চ বৎসর হইবে, এবং তোমার শরীরেও কোন প্রকার ব্যাধি নাই, অতএব নির্ব্বেদের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ধ্রুব তখন সকল বৃত্তান্ত তাহাদের সমীপে জ্ঞাপন করিল। মুনিগণ ইহা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ক্ষত্রিয়গণের অদ্ভুত শক্তি ও পরাক্রম, নিতান্ত বালকও কোন প্রকার অবমাননা সহ্য করে না। যাহা হউক, এখন তুমি কি অভিলাষ কর, তাহা আমাদিগের নিকট বল?' ধ্রুব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি অর্থ বা রাজ্য প্রার্থনা করি না; এমন একটী স্থান প্রার্থনা করি, যে স্থান অন্য আর কেহ উপভোগ করে নাই। আপনারা আমাকে এইরূপ উপদেশ দিন, যাহাতে আমি অচিরাৎ এইরূপ স্থানলাভ করিতে পারি।' ঐ স্থানে যে সাতজন মুনি বসিয়া ছিলেন, তাহারা সপ্তর্ষি। ইহাদিগের মধ্যে মরীচি কহিলেন, যে গোবিন্দের আরাধনা করে নাই, সে উত্তম স্থান লাভ করিতে পারে না। অতএব তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা কর। ক্রমে অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বিষ্ণুর আরাধনা জন্য উপদেশ দিলেন। ধ্রুব ইহা শুনিয়া ঋষিদিগকে কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইলে আমায় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এবং কোন মন্ত্র জপ করিতে হইবে। সপ্তর্ষিগণ ইহা শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর এই মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন—

"হিরণ্যগর্ভপুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে॥" (বিষ্ণুপু° ১।১১।৫)

ধ্রুব এই মন্ত্র পাইয়া ঋষিদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যমুনাতীরে মধুনামে এক পুণ্য বনে গমন করিলেন। শত্রুঘ্ন এই স্থানে মধু রাক্ষসের পুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরানামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই তীর্থ সকল পাপনাশক। ধ্রুব এই স্থানে অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। ধ্রুবের এই কঠোর তপস্যায় নদ, নদী, সমুদ্র ও সকল পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক মায়াদ্বারা সুনীতির রূপধারণ করিয়া ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইয়া তপোভঙ্গের নিমিত্ত নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ধ্রুব বিষ্ণুর প্রতি এরূপ সমাহিত হইয়াছিল যে অন্য বিষয়ে আর কিছুতেই চিত্ত আকর্ষিত হইল না। ইহাতেও ধ্রুবের তপোভঙ্গ হইল না দেখিয়া দেবগণ নানাবিধ কৌশল খাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ধ্রুবের নিকটে আসিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' ধ্রুব সমক্ষে ইষ্টদেবকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, 'যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই বর দিন, যেন আমি আপনার স্তব করিতে পারি, আমি বালক, আপনার স্তব করিবার সামর্থ্য নাই।' ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ধ্রুবের

জ্ঞান পরিস্ফুট হইল। ভগবান্ তখন ধ্রুবকে কহিলেন, তুমি যে স্থান প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা প্রাপ্ত হইবে। তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণতনয় ছিলে এবং অনন্তচিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করিয়াছিলে। ক্রমে তোমার সহিত এক রাজপুত্রের বন্ধুত্ব হয়, তাহার ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া তোমার রাজার পুত্র হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেইজন্য উত্তানপাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। মানব আমাকে আরাধনা করিলে অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তুচ্ছ স্বর্গাদির বিষয় বলাই বাহুল্য। তুমি ত্রৈলোক্যের উপরি সকল তারা ও গ্রহগণের উপরিভাগে তাহাদের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। তুমি যে স্থলে থাকিবে, তাহা ধ্রুবলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং তোমার মাতা সুনীতিও তারকারূপে তোমার নিকটে অবস্থিতি করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু এই বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধ্রুবও স্বস্থানে আসিয়া পিতার নিকট হইতে রাজ্যলাভ করেন। পরে ইনি শিশুমারতনয়া ভ্রমিকে বিবাহ করেন। ইলা নামে ইঁহার আরও এক পত্নী ছিল। ভ্রমির গর্ভে কল্প ও বৎসর এবং ইলার গর্ভে উৎকলের জন্ম হয়। ইঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া যক্ষগণ কর্ত্তৃক হত হন। ধ্রুব এইজন্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, পরে পিতামহ মনু ধ্রুবকে এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করেন। কুবের ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকে বর লইতে বলেন, ধ্রুব বলেন 'বিষ্ণুপদে যেন মতি থাকে এই বর দিন'। কুবের 'তথাস্তু' বলিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। পরে ইনি ষট্‌ত্রিংশ সহস্রবৎসর রাজত্ব করেন। অবশেষে ইনি বিষ্ণুদত্ত স্বনামখ্যাত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

(বিষ্ণুপু° ১।১১-১২ অ° ও ভাগবত)

ধ্রুবকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে। ধ্রুব কত উচ্চস্থানে অবস্থান করেন; ভাগবতে তাহা এইরূপ লিখিত আছে।—

সূর্য্যমণ্ডলের দুই লক্ষযোজন উপরে চন্দ্রগ্রহ এবং চন্দ্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্র সকল সুমেরুর দক্ষিণদিকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক যোজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ তাহার উপর শুক্র, পরে মঙ্গল, তদূর্দ্ধে বৃহস্পতি, তাহার পর শনি, এই শনি গ্রহ হইতে একাদশ লক্ষ যোজন অন্তরে দেবর্ষিগণ অবস্থান করেন, ইহারা লোক সকলের শান্তি বিধান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থান হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনদূরে ধ্রুবের স্থান, ইহা ভগবান্ বিষ্ণুরও স্থান জানিতে হইবে। সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলই এই ধ্রুবকে স্তম্ভ করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। (ভাগবত ৫।২৩ অঃ) ২৩ রোমাবর্ত্ত ভেদ। এই রোমাবর্ত্ত দশবিধ—

"আবর্ত্তসাম্যাদাবর্ত্তো রোমসংস্থানমজিনাম্।
যাবুরস্তৌ শিরস্তৌ যৌ যৌ যৌ রন্ধ্রোপরন্ধ্রয়োঃ।
একো ভালে হপানে চ দশাবর্ত্তা ধ্রুবাঃ স্মৃতাঃ॥"

(শব্দার্থচিন্তামণি)

বক্ষস্থলে দুইটী, মস্তকে দুইটী, রন্ধ্র এবং উপরন্ধ্রে দুই দুই করিয়া চারি, ভালদেশ এবং অপানে এক এক করিয়া দুইটী, এই দশটী রোমাবর্ত্তের নাম ধ্রুব। ২৪ নক্ষত্রগণ বিশেষ।

"উগ্রাঃ পূর্ব্বমঘান্তকঃ ধ্রুবগণস্ত্রীণ্যুত্তরাণি স্বভূঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী এই চারিটী নক্ষত্রে ধ্রুবগণ। ২৫ উৎপ্রেক্ষা, ধ্রুব শব্দ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতক, অর্থাৎ ধ্রুব এই শব্দের প্রয়োগ থাকিলে স্থানে স্থানে উৎপ্রেক্ষার্থ হইয়া থাকে।

"মন্যে শঙ্কে ধ্রুবং প্রায়ো নূনমিত্যেবমাদয়ঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৯২)

ক্রোধ ও ভয়ে, ধ্রুব প্রভৃতি শব্দ উৎপ্রেক্ষাবাচক। ২৬ গ্রহনক্ষত্রাদির আনয়নোপযোগি অঙ্কভেদ। ২৭ সোমভেদ।

"প্রযাম গৃহীতোঽসি ধ্রুবোঽসি ধ্রুবাণাং।" (শুক্লযজু° ৭।২৫)

'হে সোম ত্বমুপযামেন পাত্রেণ গৃহীতোঽসি ধ্রুবনামকোঽসি।'

(মহীধর)

(ক্লী) ২৮ শকুনি প্রভৃতি কর চতুষ্ক।

"ধ্রুবাণি শকুনির্নাগং তৃতীয়ঞ্চ চতুষ্পদম্।" (সূর্য্যসি°)

ধ্রুবক (পুং) ধ্রুব-স্বার্থে কন্। ১ স্থাণু। (হেম) ২ গীতাদিবিশেষ, চলিত ধুয়া, ইহার লক্ষণ সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে—

"উত্তমঃ ষট্‌পদঃ প্রোক্তো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
কনিষ্ঠশ্চ চতুর্ভিঃ স্যাদ্ ধ্রুবকোঽয়ং মতোদিতঃ॥"

ইহা উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার, যাহার ষট্‌পদ তাহা উত্তম, মধ্যম পঞ্চম এবং চারিপদযুক্ত অধম। এই ধ্রুবক আবার ষোড়শবিধ। যথা—

"জয়ন্তো শেখরোৎসাহৌ মধুরো নির্ম্মলস্তথা।
কুন্তলঃ কমলশ্চৈব সানন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥
সুখদঃ কুমুদো জায়ী কন্দর্পো জয়মঙ্গলঃ।
তিলকোললিতশ্চেতি ধ্রুবকাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥
একাদশাক্ষরপদাদেকৈকাক্ষরবর্দ্ধিতৈঃ।
খণ্ডৈর্ব্বাঃ ষোড়শস্যুঃ ষড়্‌বিংশত্যক্ষরাবধি॥" (সঙ্গীতদামো°)

জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্ম্মল, কুন্তল, কমল, সানন্দ, চন্দ্রশেখর, সুখদ, কুমুদ, জায়ী, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক ও ললিত এই ষোড়শ প্রকার ধ্রুবক। ইহার প্রতি-

পাদে ১১ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬ অক্ষর পর্য্যন্ত হইবে। অর্থাৎ প্রথম একাদশ অক্ষরপাদক, শেষর দ্বাদশ অক্ষর পাদক, এই প্রকার অপরগুলি জানিতে হইবে। এই ধ্রুবক গান করিতে হইলে প্রথমে উদ্‌গ্রাহ গান করিতে হইবে, তাহার পর ধ্রুবক গেয়। উদ্‌গ্রাহ অর্থে প্রথম পাদ।

"উদ্‌গ্রাহং প্রথমং গীত্বা ধ্রুবং গায়েৎ ততঃ পরং।
ততোঽন্তরা ধ্রুবস্তস্মাদাভোগধ্রুবকো মতঃ।
উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥"

(সঙ্গীতদামোদর)

৩ নক্ষত্রের দূরত্ব। মীনরাশির শেষ হইতে যে নক্ষত্রের যোগতারা যত দূরে অবস্থিত, তাহাকে সেই নক্ষত্রের ধ্রুবক (Celestial Longitude) বলা যায়।

ধ্রুবকা (স্ত্রী) ধ্রুবক-টাপ্। ধ্রুবা, চলিত ধুয়া।

ধ্রুবকেতু (পুং) কেতুভেদ। "ধ্রুবকেতু র্নিয়তগতিপ্রমাণা-কৃতির্ভবতি বিকক্।" (বৃহৎসংহিতা ১১।৫১)

ধ্রুব নামে একপ্রকার কেতু আছে, ইহার আকার বর্ণ প্রমাণ বা গতির কোনরূপ স্থিরতা নাই, ইহা দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ। ইহা স্নিগ্ধ ও অনিয়ত ফলদাতা। এই ধ্রুবকেতু বিনাশশালী রাজাদিগের সেনাতে বা বিনাশশীল দেশের বৃক্ষ সকলে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহৎস°)

ধ্রুবক্ষিৎ (ত্রি) ধ্রুবে স্থিরে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি। যজ্ঞে বাসকারী।

"ধ্রুবক্ষিদস্তরিক্ষং দৃংহ।" (শুক্ল যজুঃ ৫।১৩।)

'ধ্রুবে স্থিরে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি ধ্রুবক্ষিয়তি নিবসতি ধ্রুবক্ষিদসি।' (মহীধর)

ধ্রুবক্ষিতি (ত্রি) 'ধ্রুবা স্থিরা ক্ষিতিনির্ব্বাসো যস্য স।' স্থিরনিবাস। "ধ্রুবক্ষিতির্ধ্রুবযোনির্ধ্রুবাসি।" (শুক্লযজুঃ ১৪।১)

'ধ্রুবক্ষিতিঃ ক্ষিতির্ব্বাসগত্যোঃ স্থিরনিবাসঃ।' (মহীধর ৭।২৫)

ধ্রুবগতি (স্ত্রী) ধ্রুবা গতিঃ। ধ্রুবপদ, ধ্রুবস্থান।

"তস্মা অদাদ্ধ্রুবগতিং গৃণতো প্রসন্নো।" (ভাগ° ২।৭।৮)

'ধ্রুবগতিং ধ্রুবপদং' (স্বামী)

ধ্রুবক্ষেম (ত্রি) ধ্রুবঃ ক্ষেমঃ বাসঃ যস্য। স্থিরনিবাস।

"বিপুলে ধ্রুবক্ষেমাঃ।" (ঋক্ ৪।১৩।৩)

'ধ্রুবক্ষেমাঃ স্থিরনিবাসাঃ' (সায়ণ)

ধ্রুবঘাট, তীর্থবিশেষ। মধুবনের যে স্থানে মহাত্মা ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানকে ধ্রুবঘাট কহে।

(বৃন্দাবনলীলামৃত)

ধ্রুবচ্যুৎ (ত্রি) নিশ্চল পর্ব্বতাদির চ্যুতকারক।

"যদ্যুতো ধ্রুবচ্যুতো দৃঢ়চ্যুতো" (ঋক্ ১।৬৪।১১)

'ধ্রুবচ্যুতো ধ্রুবাণাং নিশ্চলানাং পর্ব্বতাদীনামপি চ্যাবয়িতারঃ'

(সায়ণ।)

ধ্রুবতারা (Pole-star or Polaris) মেরুর অগ্রভাগে বিদ্যমান তারকা। আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, মেরুর উত্তর দিকে অর্থাৎ মেরুর দক্ষিণাগ্র ও উত্তরাগ্রের উপরিভাগে আকাশে দুইটী তারা আছে, ঐ দুইটীকে ধ্রুবতারা বলা যায়। গাড়ীর চাকা যে নিশ্চল কাষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া থাকে, তাহাকে যেমন ঐ চাকার ধুর বা অক্ষদণ্ড বলা যায়, সেইরূপ উত্তর ও দক্ষিণাকাশস্থিত ঐ তারাকে অক্ষ করিয়া রাশিচক্র অনবরত ঘুরিতে থাকে, এই কারণে ঐ দুইটী তারা ধ্রুব নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কোন সময়ে সুমেরুর অতি নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাকে সুমেরু-নক্ষত্র (North star) এবং সুমেরু হইতে যে তারার ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় অল্প, তাহাকে ধ্রুব তারা (Pole-star) বলা হইয়া থাকে। সুতরাং যখন যে তারা সুমেরুর বেশী কাছাকাছি হয়, তখন তাহাকেই ধ্রুবতারা বলা যায়। এখন Ursa minor নক্ষত্রের প্রথম তারাটীই ধ্রুবতারা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডলে (Ursa major) যেমন ৭টী তারা আছে, ধ্রুবের নিকট ঐরূপ তারাকে লইয়া ৭টী তারা দৃষ্ট হয়। এই ৭টীর মধ্যে ধ্রুবতারাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। সুমেরু হইতে ঐ তারাটী ১½ অংশ মাত্র ব্যবধান ও অতি সামান্য গতিবিশিষ্ট। অয়নবৃত্তের চারিদিকে নাড়ীমণ্ডলের মেরুর গতি অনুসারে ঐ তারা কালক্রমে (প্রায় ২১০০ খৃষ্টাব্দে) সুমেরু হইতে ২৮′ কলা নিকটবর্ত্তী হইবে এবং তৎপরে সুমেরুকে পিছাইয়া যাইবে। হিপার্কাসের সময় (১৫৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ঐ তারাটী সুমেরু হইতে ১২° অংশ দূরে ছিল এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ২° অংশ ২′ কলা দূরবর্ত্তী হয়। এখন দেড় অংশ মাত্র। দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের ২য় তারাটী ধ্রুব এবং পাঁচ সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে থুবান্ (Thuban or alpha Draconis) ধ্রুবতারা বলিয়া গণ্য ছিল, এখন ঐ সকল তারা আকাশের ধ্রুব হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

আর্য্য হিন্দুগণের বিবাহমন্ত্রে ধ্রুবতারার উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, আর্য্য ঋষিগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ধ্রুবতারার বিষয় অবগত ছিলেন।

বিখ্যাত য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ জেকবি নাক্ষত্রিক গতি গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ধ্রুবতারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

[জ্যোতিষ শব্দ ২৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, এখন হইতে ১২০০০ বর্ষ পরে অভিজিৎনামক উজ্জ্বল নক্ষত্রটী ধ্রুবতারা বলিয়া গণ্য হইবে। কোন কোন য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আরও বলেন যে, এখন আমরা দেখিনা বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার বাহিরে ভূগোলার্দ্ধে আর একটী ধ্রুবতারা দেখা দিবে।

দেবীভাগবতে লিখিত আছে—সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপর ১৩ লক্ষ যোজন ব্যবধানে বিষ্ণুর পরমপদ আছে, তথায় ধ্রুব ইন্দ্র, অগ্নি, কশ্যপ ও ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত পদে বিরাজমান। স্বয়ং পরমেশ্বর এই ধ্রুবকে স্পষ্ট বেগশালী কালচক্রে নিরন্তর ভ্রমণশীল যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্মণ্ডলীর অবলম্বন-স্তম্ভস্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ ধ্রুব নিজ প্রতিভায় প্রতিভাত হইয়া সমুদায় সমুদ্ভাসিত করেন। মেধিস্তম্ভে নিয়োজিত পশুযূথ যেমন কর্ষণব্যাপার সম্পাদন করে, তদ্রূপ গ্রহাদি ও নক্ষত্রাদি সকলে যথাক্রমে অন্তর্বহির্বিভাগক্রমে কালচক্রে নিয়োজিত হইয়া ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া কালত্রয়-মণ্ডল-গতিতে ভ্রমণ ও বায়ু কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া আশু বিচরণ করিয়া থাকে। (দেবীভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১৭শ অঃ)

ধ্রুবদেব, নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি শিলালিপিতে 'ভট্টারক' ও 'মহারাজ' উপাধি-বিশিষ্ট। ইঁহার রাজধানী মানগৃহে ছিল। ইঁহার ভগিনী ধ্রুবদেবীর সহিত গুপ্তসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। ইনি ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালের উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে সম্বৎ ৪৮ পাওয়া যায়। ["গুপ্তরাজবংশ" শব্দ ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

ধ্রুবপাল, নাগার্জ্জুনতন্ত্র ও নাগার্জ্জুনীয়-যোগশতক-রচয়িতা।

ধ্রুবভট, ১ প্রাচীন পরমার-বংশীয় একজন রাজা। ইঁহার পিতার নাম ধন্ধুক। দৈলবাড়া হইতে আবিষ্কৃত সোমেশ্বরের প্রশস্তিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

২ বড়বানের চাপবংশীয় একজন রাজা, পুলিকেশির পুত্র। [চাপ দেখ।]

৩ গুজরাটের বলভীরাজবংশীয় কএকজন রাজা।

[বলভীরাজবংশ শব্দ দেখ।]

ধ্রুবরত্না (স্ত্রী) কুমারানুচর-মাতৃভেদ।

"জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী।" (ভারত ৯।৪৭ অ°)

ধ্রুবরাজ, গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। কৃষ্ণরাজের পুত্র। [রাষ্ট্রকূটবংশ দেখ।]

ধ্রুবরেখা (স্ত্রী) বিষুবরেখা।

ধ্রুবলোক (পুং) ধ্রুবাধিষ্ঠিতো লোকঃ। সত্যলোকের অন্তর্গত ধ্রুবস্থানভেদ।

ধ্রুবস্ (ত্রি) ধ্রুব-অসুন্। ধ্রুবনিবাস।

"যৎসেদথু ধ্রুবসে ন যোনিং।" (ঋক্ ৭।৭০।১)

'ধ্রুবসে ধ্রুবায় নিবাসায়' (সায়ণ)

ধ্রুবসন্ধি (পুং) ১ কুশবংশীয় হিরণ্যনাভের পুত্র। (ভাগ° ৯।১২।৫)

২ সূর্য্যবংশীয় সুসন্ধির পুত্র। (রামায়ণ ১।৭১ অ°)

ধ্রুবসিদ্ধি (পুং) অগ্নিমিত্রের সভাস্থ একজন ভিষক্।

ধ্রুবসেন, বলভীবংশীয় কএকজন রাজা। [বলভীরাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ধ্রুবা (স্ত্রী) ধ্রুবতানয়া, ধ্রু স্থৈর্য্যে, বাহুলকাৎ ক তত্তটাপ্। যজ্ঞপাত্রভেদ। "সাধারণ্যান্ন ধ্রুবায়াং স্যাৎ।" (জৈমিনি ২।৫।৬)

'উপাংশুযাজার্থং জুহুতো যৎ ধ্রুবায়াং শিষ্টং তচ্ছেষকৃতং।' (ভাষ্য)

কেহ কেহ জুহুনামক যজ্ঞপাত্রকে ধ্রুবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; বটপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যজ্ঞপাত্রকেও জুহু কহে। কিন্তু জুহু ও ধ্রুবা দুইই বিভিন্নপাত্র, তবে যাহারা এই দুয়ের একার্থ কল্পনা করেন, তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়।

২ মূর্ব্বা। ৩ আর্দ্রা। ৪ শালপর্ণী। ৫ সাধ্বী স্ত্রী। ৬ গীতিভেদ। ইহা ধ্রুবক নামেও খ্যাত। চলিত কথায় ধুয়া। অনেক প্রাচীন পুস্তকে 'ধ্রুং,' 'ধ্রুবং' বা 'ধুয়া' এই সঙ্কেতযুক্ত যে গীত বা গীতবৎ অংশ প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেখা যায়, তাহাকে ধ্রুবক কহে। পূর্ব্বকালে কাব্য সকল গীত হইত, যাহারা দোহার থাকিত, তাহারা প্রতি কবিতার পর ঐ ধ্রুবকদ্বারা সুর রক্ষা করিত।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র, ভট্টনারায়ণবংশীয় একজন বিখ্যাত কুলাচার্য্য। দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মেলবন্ধন করিয়া দিলে, ইনি কুলীনগণের কুলপরিচায়ক অংশ ও বংশাবলী সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের নাম মহাবংশাবলী। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্য্যসমাজে এই গ্রন্থখানি সমধিক প্রামাণ্য। [কুলীন শব্দে ধ্রুবানন্দের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

ধ্রুবাবর্ত্ত (পুং) ধ্রুবসংজ্ঞক আবর্ত্তঃ রোমসংস্থানভেদঃ। অশ্বদিগের রোমসংস্থানভেদ। যে সকল অশ্বের ললাট ও কেশে একটী আবর্ত্ত, এবং রন্ধ্র, উপরন্ধ্র, মস্তক ও বক্ষ এই কয় স্থানে দুইটী করিয়া আবর্ত্ত থাকে, তাহাকে ধ্রুবাবর্ত্ত কহিয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৬৬ অ°)

ধ্রুবাশ্ব (পুং) বৃহদশ্বভেদ। (মৎস্যপু°)

ধ্রুবি (ত্রি) ধ্রু-ইন্। ১ ধ্রুব, স্থির।

"শং নঃ পর্ব্বতাঃ ধ্রুবয়ো ভবন্তু" (ঋক্ ৭।৩৫।৮)
'ধ্রুবয়ো স্থিরাঃ' (সায়ণ)

ধ্রোল, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় এজেন্সির অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২২° ১৪´ হইতে ২২° ৪২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ২৪´ হইতে ৭০° ২৫´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে একটী নগর ও ৬৪ খানি গ্রাম আছে। ইহার পরিমাণ প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২২ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুই প্রায় ২০ হাজার। দেশের ভূভাগ অধিকাংশ স্থলেই পার্ব্বত্যকীর্ণ এবং উচ্চ নীচ। দেশের মাটি হাল্কা। নদী ও কূপাদি হইতে চর্ম্মপেটিকায় জল আনিয়া ক্ষেত্রে সিঞ্চন করে। গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম হইলেও এখনকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। ইক্ষুর চাষই প্রধান। দেশীয়েরা মোটা বস্ত্র বুনিয়া থাকে।

কাঠিয়াবাড় এজেন্সির দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্য মধ্যে এই রাজ্য গণিত হয়। এখানকার রাজা ক্ষত্রিয় রাজপুত-বংশীয়। রাজার উপাধি ঠাকুর সাহেব। ইঁহার পোষ্য-পুত্র গ্রহণের সনন্দ নাই। জ্যেষ্ঠানুক্রমে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয়। ঠাকুর সাহেব গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। ইঁহার সেনাসংখ্যা ১১৮। ইনি নিজ প্রজার দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। রাজধানীর নামও ধ্রোল। প্রধান বাণিজ্য-স্থানের নাম জোদিয়া।

ধ্রৌব (ত্রি) ধ্রুবায়াং গৃহীতং অণ্। ধ্রুবাতে গৃহীত আজ্যাদি।
"ক ভূতলং ক্ব চ ধ্রৌবং স্থানং যৎ প্রাপ্তবান্ ধ্রুবঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু°)
"তস্মাৎ সাধারণঃ ধ্রৌবমাজ্যং" (জৈমিনি ৩।৫।৬)
'যজ্ঞায় গৃহ্যতে যৎ ধ্রুবায়ামাজ্যং' (ভাষ্য)
(স্ত্রী) ২ আহ্বা। ৩ ধ্রুবকা। (শব্দার্থচি°)

ধ্রৌব্য (ক্লী) ধ্রুবস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ স্থিরত্ব। স্বার্থে ষ্যঞ্। (ত্রি) ২ স্থির। ধ্রুবায় হিতং ষ্যঞ্। ৩ ধ্রুবস্থানপ্রাপক।
"স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্তমঘমর্ষণং।" (ভাগ° ৪।১২।৭৩)

ধ্বংস (পুং) ধ্বন্‌স ভাবে ঘঞ্। বিনাশ, হানি, ক্ষয়, অভাব-ভেদ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে ধ্বংস একটী অভাব।
"জন্যাভাবত্বং ধ্বংসত্বং" (মুক্তাবলী)

ইহার স্থূল অর্থ 'বিনাশ' বোধ হইয়া থাকে। সৎকার্য্যবাদিদিগের মতে, ধ্বংস অভাব নহে, ইহা তিরোভাব। 'ইহ ঘটো ধ্বস্তঃ' এই স্থলে অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িকগণ বলিবেন, এই ঘট 'ধ্বস্ত' অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ এই স্থলে ঘটের ধ্বংসাভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু সৎকার্য্য-বাদী সাংখ্যাদি দর্শনকার বলিবেন, 'ধ্বস্ত' অর্থাৎ ঘটের তিরোভাব হইয়াছে, অর্থাৎ কারণে লীন হইয়াছে, কিন্তু বস্তু বিনষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের মতে, কোন বস্তুরই নাশ নাই। তবে তাঁহারা অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। ঘটের যে প্রকাশাবস্থা ছিল, তাহার তিরোভাব হইয়াছে, অর্থাৎ কারণে মিশাইয়াছে। (মুক্তাবলী)
"তনুনাং পক্ষণাং লোম্নাং স্যাদ্ধ্বংসশ্চ বিনাশ্রয়াৎ॥"(কামন্দক)

ধ্বংসক (ত্রি) ধ্বংসয়তি ধ্বন্‌স-ণ্বুল্। ধ্বংসকারক, যিনি ধ্বংস করেন।

ধ্বংসকলা (অব্য) ধ্বংসং কলয়তি কলি-ডা। হিংসা।

ধ্বংসন (ক্লী) ধ্বন্‌স ভাবে ল্যুট্। ১ নাশ। (ত্রি) ধ্বংস-ণিচ্-ল্যু। ২ ধ্বংসকারক।
"প্রজাপতিমিবোদার্য্যে তেজসা ভাস্করোপমম্।
মহেন্দ্রমিব শত্রূণাং ধ্বংসনং শরবৃষ্টিভিঃ॥" (ভারত ৫।১৫৬।২)
ভাবে ল্যুট্। ৩ ধ্বংস-করণ।
"কংসধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ।" (গীতগো°)
৪ ভ্রংশ। ৫ অধঃপতন। ৬ ক্ষয়, হানি, নাশ, মরণ, পতন।

ধ্বংসিত (ত্রি) ধ্বন্‌স-ণিচ্-ক্ত। বিনাশিত। পাতিত।

ধ্বংসিন্ (ত্রি) ধ্বংস-ণিনি। ১ নাশপ্রতিযোগী, ধ্বংসবিশিষ্ট। কেহ কেহ ধ্বংসিন্ এই শব্দের ত্রসরেণু অর্থ করিয়া থাকেন।
"জালান্তরগতে সূর্য্যকরে ধ্বংসী বিলোক্যতে।
ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ॥" (বৈদ্যক পরিভাষা)

গবাক্ষের অভ্যন্তরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে 'ধ্বংসী' দেখা যায়, এই স্থলে ধ্বংসী শব্দের অর্থ ত্রসরেণু; এইরূপ কল্পনা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, কারণ এই স্থলে 'ধ্বংসী' ইহা ত্রসরেণুর বিশেষণ। ঐ স্থলে অর্থ এইরূপ হইবে, অর্থাৎ নাশের প্রতিযোগী অর্থাৎ ধ্বংসবিশিষ্ট ত্রসরেণু সকল দেখা যায়। (ত্রি) ধ্বংস-ণিচ্-ণিনি। ২ নাশকারক, ধ্বংসকারক। ৩ পর্ব্বতসম্ভব পীলুবৃক্ষ। (শব্দর°)

ধ্বজ (পুং) ধ্বজোঽস্ত্যস্য ধ্বজ অর্শ আদিত্বাৎ অচ্। ১ শৌণ্ডিক।
"দশসূনাসমঃ চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমো নৃপঃ॥" (মনু ৪।৮৫)

শৌণ্ডিক, অর্থাৎ শুঁড়ী, ইহারা ধ্বজা উড়াইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য শৌণ্ডিককে ধ্বজ বা ধ্বজবান্ বলা যায়। ইহারা অতিশয় নীচ। দশজন সূনাবান্ অর্থাৎ মাংস বিক্রয়ে যে দোষ, একজন চক্রবান্ তৈলিকের সে সকল দোষ আছে, এবং দশজন তৈলিকের যে দোষ, একজন ধ্বজ অর্থাৎ ধ্বজবান্ শৌণ্ডিকের সে দোষ। কসাইয়ের পঞ্চবধ স্থানকে

তুলনা হবে। অর্জুন স্বীয় রথে চক্র এবং ধ্বজা উড়াইয়া ব্যবসায় করে বলিয়া তাঁহাকে ধ্বজবান্ কহে। ধ্বজতি উচ্ছ্রিতো ভবতি ধ্বজ্ 'পচাদ্যচ্' ইতি অচ্। ২ খট্টাঙ্গ। ৩ মেঢ্র, লিঙ্গ।

"বিবর্দ্ধিতে শিরাজালে স্তব্ধমাংসৈঃ ক্ষীয়তে ধ্বজঃ।" (সুশ্রুত)

৪ চিহ্ন।

"তং রথে বাহনং বিষ্ণুর্গরুত্মন্তং মহারথম্।

ধ্বজঞ্চ চক্রে ভগবানুপরি স্থাস্যতীতি তম্॥" (ভারত ১।৩অ।১৭)

৫ গর্ব্ব, দর্প। ৬ পূর্ব্বদিক্‌স্থিত গৃহ। ৭ পতাকা দণ্ড, পর্য্যায়—কেতন। ৮ চতুষ্কোণাকার বংশখণ্ডোপরিস্থিত বস্ত্রখণ্ডভেদ। ইহার বিধান যুক্তিকল্পতরুতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"সেনাচিহ্নং ক্ষিতীশানাং দণ্ডো ধ্বজ ইতি স্মৃতঃ।

সপতাকো নিষ্পতাকঃ স জ্ঞেয়ো দ্বিবিধো বুধৈঃ॥"

(যুক্তিকল্পতরু)

রাজাদিগের সেনাচিহ্নস্বরূপ যে দণ্ড তাহার নাম ধ্বজ, ইহা দ্বিবিধ সপতাক ও নিষ্পতাক। ধ্বজের দণ্ড বকুল, শাল, পলাশ, চম্পক, কদম্ব ও নিম্ব প্রভৃতির হয়, কিন্তু এই সকল অপেক্ষা বংশদণ্ডই শ্রেষ্ঠ। জয়া, বিজয়া, ভীমা, চপলা, বৈজয়ন্তিকা, দীর্ঘা, বিশালা ও লোলা এই ৮ প্রকার ধ্বজ। ইহার মধ্যে জয়ানামে যে ধ্বজ, তাহার দণ্ড পাঁচহাত এবং একহস্ত পরিমিত হইবে। বিজয়াদির এক এক হস্ত ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ পর পর জানিতে হইবে। পতাকা সকলের বর্ণ রক্ত, শ্বেত, অরুণ, পীত, চিত্র, নীল, কর্ব্বুর, ও কৃষ্ণ হইতে পারে। যে পতাকায় গজাদি অঙ্কিত থাকিবে, তাহার নাম জয়ন্তী, ইহা সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী। গজাদি শব্দে গজ, সিংহ, হয় ও দ্বীপী বুঝাইয়া থাকে। রাজাদিগের হংসাদি চিহ্নযুক্ত যে পতাকা তাহাকে অষ্টমঙ্গলা কহে। হংসাদি শব্দে হংস, কেকী ও শুককে বুঝায়। চামরাদি চিহ্ন যুক্ত যে পতাকা, তাহাকে সর্ব্ববৃদ্ধিদা কহে। পতাকার অগ্রদেশে সুবর্ণ, রজত ও তাম্র অথবা নানাধাতুময় কুম্ভ করিতে হইবে এবং তাহাতে রত্নাদির বিন্যাস করা উচিত। এই পতাকাকে সপতাক ধ্বজ কহে। নিষ্পতাক ধ্বজেও দণ্ড সকল পূর্ব্বের ন্যায় হইবে।

"পূর্ব্ববদ্দণ্ডনিয়মস্তত্র দৈর্ঘ্যে বিশেষণং।

দণ্ডঃ পদ্মাণি পদ্মঞ্চ কুম্ভশ্চ বিহগো মণিঃ।

নিষ্পতাকো ধ্বজো রাজ্ঞাং ষড়্ভিরেতৈঃ সুসংহিতৈঃ।

জয়ঃ কপালো বিজয়ঃ ক্ষেত্রং তত্র শিবঃ ক্রমাৎ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দণ্ড, পদ্ম, পদ্ম, কুম্ভ, বিহগ ও মণি এই ছয়টী উত্তম রূপে সংস্থিতি করিলে নিষ্পতাক ধ্বজ হয়। ইহাও রাজাদিগের মঙ্গলজনক। যে স্থলে বংশনির্ম্মিত ধ্বজ হইবে, সেই স্থলে যেন ব্রণাদি যুক্ত না হয়। তাম্রের দণ্ড করা যাইতে পারে। (যুক্তিকল্পতরু)

ধ্বজদানের বিধি দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

বস্ত্রনির্ম্মিত হউক বা অন্য বস্তু নির্ম্মিতই হউক, নূতন সমান অচল চিক্কণ ধ্বজ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ধ্বজ মধ্যে যেন কেশাদি কোন অপবিত্র বস্তু না থাকে। ইহা দণ্ডলম্বিত করিয়া প্রাসাদোপরি দিতে হইবে। ইহা শৈল বা ধাতুনির্ম্মিত হইলেও সমান, চিক্কণ ও ঋজু হওয়া উচিত। ইহাতে কর্পূর ও রোচনা মিশ্রিত করিয়া পটমধ্যে একটী সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সিংহ অঙ্কিত করিয়া ঐ পটখানি প্রাসাদ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিবে। ধ্বজপার্শ্বে স্ব স্ব বাহন সহিত দশ দিক্‌পাল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। কিঙ্কিণী, চামর, ঘণ্টা, দর্পণ প্রভৃতি দ্বারা উহা শোভিত করিয়া যথাবিধি হোমাদি করিয়া দেবী ভগবতীর পূজা করিতে হইবে। পরে ধ্বজোত্তলন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যাধরত্ব লাভ হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য, বৃক্ষ, মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদি দ্বারা একটী সিংহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহা দেখিলেই যেন বোধ হয়, যেন সিংহটী কোন মদমত্ত হস্তীকে বিদারণ এবং নখপ্রহার দ্বারা করিকুম্ভ হইতে মুক্তাফল বাহির করিতেছে। এইরূপ সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় দেবীর পূজা করিতে হইবে। ধ্বজারোহণ-কালে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইতে হয়। পরে অষ্টাবিংশত্যক্ষর রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া মঙ্গল শব্দপূর্ব্বক সিংহকে স্তম্ভে আরোহণ করাইয়া বেদধ্বনিপূর্ব্বক সিংহের ধ্যান করিবে। পরে বস্ত্রাভরণভূষিত দেবীর মহাধ্বজ স্থাপন করিয়া অন্যান্য দেবগণেরও ধ্বজ স্থাপন করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের ধ্বজদান করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান করা হয়। যে পর্য্যন্ত ধ্বজদান করা না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রাসাদে দেবচিহ্ন হয় না। ভূত, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি শূন্যধ্বজ গৃহাদিতে নানাপ্রকার উপদ্রব করিয়া থাকে। এইজন্য গৃহদ্বারে, প্রাসাদে, পর্ব্বতে এবং নগরে ধ্বজদানকরা শক্তিকামী লোকদিগের উচিত এবং হিতকর। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক এইরূপ ধ্বজদান করে, তাহার সকল প্রকার অভিলাষ সিদ্ধি হয়, এবং অন্তকালে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণাদি করিলেও পাপ-

প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় রাজগণ আচারপূত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্খ, চক্র, বৃষ, তার্ক্ষ্য, হংস, ময়ূর, হস্তী প্রভৃতি চিহ্নিত ধ্বজযষ্টি উত্তোলন করিবে। এইরূপ করিলে তাহাদের যুদ্ধ, ব্যাধি ও শত্রু আক্রমণ, শস্ত্র, ব্রণ, পীড়া প্রভৃতি কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। (দেবীপুরাণ)

ধ্বজগৃহ (পুং) ধ্বজায় যুক্তং গৃহং শাকপার্থিব°। ধ্বজরূপ যুক্ত গৃহ।

"যযৌ স্বমেব ভবনং যত্র ধ্বজগৃহং মহৎ।" (হরিবং° ১৭৫ অ°)

ধ্বজগ্রীব (পুং) ধ্বজ ইব গ্রীবা যস্য। রাক্ষসভেদ।

(রামায়ণ ৫।১২৩ অ°)

ধ্বজদ্রুম (পুং) ধ্বজ ইব উন্নতো দ্রুমঃ। ১ তালবৃক্ষ, এই গাছ ধ্বজার ন্যায় অতিশয় উন্নত। ২ মাড়বৃক্ষ, এই বৃক্ষের নাম কোকণ দেশীয় ভাষায় মাড়বিনৌ। (রাজনি°)

ধ্বজপ্রহরণ (পুং) ধ্বজং প্রহরতি নাশয়তি ভনক্তীতি প্র-হৃ-ল্যু। বায়ু। (শব্দর°)

ধ্বজভঙ্গ (পুং) ধ্বজস্য মেঢ্রস্য ভঙ্গঃ। ক্লীবতাজনক রোগ-বিশেষ। ইহার লক্ষণ চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"অত্যম্ললবণক্ষারবিরুদ্ধাশনভোজনাৎ।
তথাম্বুপানাদ্বিষমাৎ পিষ্টান্নগুরুভোজনাৎ॥
দধিক্ষীরানূপমাংসসেবনাৎ ব্যাধিকর্ষণাৎ।
কন্যাগীগমনাচ্চাপি বিযোনিগমনাদপি॥
দীর্ঘরোম্নীং চিরোৎসৃষ্টাং তথৈব চ রজস্বলাম্।
দুর্গন্ধাং দুষ্টযোনিঞ্চ তথৈব চ পরিস্রুতাম্॥
ঈদৃশীং প্রমদাং মোহাৎ যদি গচ্ছতি মানবঃ।
চতুষ্পদাদি গমনাচ্ছেফসশ্চাভিধানতঃ।
অধাবনাচ্চ মেঢ্রস্য শস্ত্রদন্তনখক্ষতাৎ॥
কাষ্ঠপ্রহারনিষ্পেষশূকানাঞ্চ নিষেবণাৎ।
রেতসশ্চ প্রতীঘাতাৎ ধ্বজভঙ্গঃ প্রজায়তে॥" (চরক)

যদি কোন পুরুষ অতিশয় অম্ল ভক্ষণ অধিক পরিমাণে লবণ বা ক্ষারভোজন, বিরুদ্ধ ভক্ষণ, বিষমাম্বুপান, পিষ্টান্নাদি গুরুভোজন, অতিরিক্ত দধি, ক্ষীর বা অনূপমাংস-ভোজন, ব্যাধিকর্ষণ, কন্যাণী (গাভী)-গমন, বিযোনি-গমন, এবং দীর্ঘরোমা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী চিরপরিত্যক্তা, রজস্বলা, দুষ্টযোনি এবং দুর্গন্ধযোনিযুক্ত চতুষ্পদাদিতে মোহ-প্রযুক্ত উপগত হয়, মেঢ্রদেশ যদি ধৌত না করে, এবং শস্ত্র, দন্ত বা নখক্ষত হয়, কাষ্ঠপ্রহার দ্বারা নিষ্পেষণ; শূকসেবন, এবং বীর্য্যের প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে। এই রোগকে ক্লৈব্য কহে। এইজন্য সুশ্রুত প্রভৃতিতে ক্লৈব্যরোগের মধ্যে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভাবপ্রকাশে দেখা যায়, ধ্বজভঙ্গ হইলে শিশ্নের উত্তেজনার অভাব হেতু, তাহা আর উত্থিত হয় না, মৈথুন করিতে অসমর্থ হয়। ইহার কারণ—যদি কোন রমণেচ্ছু ব্যক্তি ভয়, শোক বা ক্রোধাদি দ্বারা কিম্বা অহৃদ্য সেবন হেতু অথবা অনভিপ্রেতা দ্বেষ্টা স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে তৎকর্ত্তৃক মন অসুস্থ হইয়া ধ্বজভঙ্গ অর্থাৎ শিশ্নের উত্তেজনা-রহিত হইয়া ক্লীবতা জন্মে, ইহাকে মানস ক্লৈব্য বলা যায়।

অথবা অতিরিক্ত কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন করিলে অতিশয় পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে অতিশয় শুক্রক্ষয় হয়, এইজন্য ধ্বজভঙ্গ অর্থাৎ শিশ্নের উত্তেজনা রহিত হয়, ইহাকে পিত্তজ ক্লৈব্য বলা যায়।

যাহারা বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে মৈথুনক্রিয়াসক্ত হয়, তাহারও ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্লীবতা জন্মে। অত্যধিক মেঢ্ররোগে পীড়িত হইয়া ধ্বজভঙ্গ হয়, এবং তাহাতে চতুর্থ প্রকার ক্লৈব্য রোগ জন্মে।

বীর্য্যবাহী শিরা ছেদ করিলে ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্লীবতা জন্মে।

বলবান্ ব্যক্তি অতিশয় কামাসক্ত হইলে যদ্যপি মৈথুন না করিয়া শুক্রবেগ ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্লীবতা হয়।

জন্মকাল হইতেই ক্লীব হইলে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য-রোগ কহে। এই জন্মক্লৈব্য অসাধ্য, এবং বীর্য্যবাহিনী শিরাচ্ছেদ হেতু ধ্বজভঙ্গও অসাধ্য। সাধ্য ক্লৈব্য রোগে হেতুর বিপরীত কার্য্য করিবে। কারণ নিদান পরি-বর্জ্জনই সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা হইতে শ্রেষ্ঠ। ধ্বজভঙ্গ অর্থাৎ ক্লৈব্য রোগের চিকিৎসাতে বাজীকরণ ঔষধই প্রশস্ত। ব্যাধিহীন মনুষ্য ১৬ বৎসরের পর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত কায়শোধন করিয়া বাজীকর ঔষধ সেবন করিবেন; ইহা দ্বারা আয়ু, কাম এবং রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক এবং ৭০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বাজীকর ঔষধ সেবন করিবে না। অতিরিক্ত পরিমাণে স্ত্রী প্রসঙ্গ করিলে ধ্বজভঙ্গ, উপদংশ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয়, এবং ইহাতে অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিলাসী, অর্থশালী ও রূপযৌবনসম্পন্ন মনুষ্যগণের এবং যাহাদিগের অনেক স্ত্রী, তাহাদিগের বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা উচিত। বৃদ্ধ, রমণেচ্ছু, মৈথুন হেতু ক্ষীণ, ক্লীব ও অল্প শুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে ইহা হিতকর, প্রীতিকর ও বলপ্রদ। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে—ধ্বজভঙ্গ হইলে তাহাকে

ক্লৈব্য কহে। যদি কোন রমণেচ্ছুব্যক্তির অন্তঃকরণে অপ্রিয়ভাবের উদয় হয়, অথবা অপ্রিয়স্ত্রীর সহিত সঙ্গতি বশতঃ মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্লীবত্ব ঘটিয়া থাকে। ইহাকে মানসিক ক্লীবত্ব বলা যায়। কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণ এই সমুদয় রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে সৌম্য ধাতুর ক্ষয় হইয়া এই রোগ জন্মে। বাজীক্রিয়া না করিয়া অতিশয় স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্রধাতুক্ষয় হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। অতিশয় মেঢ্ররোগ জন্ত বা মর্ম্মচ্ছেদবশতঃ পুরুষশক্তির ব্যাঘাত হইয়া এই রোগ হয়। আজন্ম ক্লীব হইলে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য বলা যায়। বলবান্ ব্যক্তির অতিশয় কামবিকারে চিত্তবিকৃতি জন্মিলে ও ব্রহ্মচর্য্যবশতঃ শুক্র রুদ্ধ থাকিলে, সেই স্থিরশুক্রজন্ত ক্লীবত্ব ঘটিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে সহজ ও মর্ম্মচ্ছেদ জন্ত ক্লৈব্যরোগ অসাধ্য। সকল প্রকার ক্লৈব্যরোগ যে কারণে জন্মিয়া থাকে, তাহার বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগের প্রতীকার করা যায়। সুরতসন্দীপনীশক্তির তারতম্যানুসারে বাজীকরণের যোগসমূহকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

১ম শ্রেণীস্থযোগ—তিল, মাষকলাই, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শালি তণ্ডুল, ইহাদিগের চূর্ণ, বরাহের মেদ ও সৈন্ধব সহযোগে পৌণ্ড্রক (পুঁড়ি) ইক্ষুরসে মর্দ্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে, সেই গুটিকা ঘৃতে পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে ভোজন করিলে এই রোগ ভাল হয়। ছাগের কোষ দুগ্ধসহ পাক করিবে, সেই দুগ্ধে কৃষ্ণ তিল পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিবে, সেই তিলে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া শিশুমারের বসায় পাক করিয়া যথাসাধ্য সেবন করিবে। ছাগের কোষ, পিপ্পলী ও লবণ দিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিবে। আলকুশীবীজ, গোক্ষুর বীজ ও লশুন চিনির সহিত গব্য দুগ্ধে হাতা দিয়া ঘুটিয়া পাক করিয়া পান করিবে। মাষকলাই, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও লশুন দুগ্ধে পাক করিয়া ঘৃত ও শর্করাযোগে পান করিবে। এই কএকটা যোগ বাজীকরণের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

২য় শ্রেণীস্থযোগ—পিপ্পলী, মাষকলাই, শালি তণ্ডুল, যব ও গোধূম এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘৃতে পাক করিয়া দুগ্ধ ও শর্করা সংযোগে সেবন করিবে। ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবিত করিয়া শর্করা, ঘৃত ও মধুসংযোগে লেহন করিবে, তাহার পর দুগ্ধপান করা বিধেয়। আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবিত করিয়া শর্করা, ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহনপূর্ব্বক দুগ্ধ অনুপান করিতে হইবে। ইহাতে অশীতিপর বৃদ্ধও যুবাসদৃশ হইয়া থাকে। ছাগের কোষ পিপ্পলী ও লবণ সংযোগে ঘৃতে বা শিশুমারের বসায় পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহাতে বাজীক্রিয়া সাধিত হয়। নক্র, মূষিক, মণ্ডূক ও চটক ইহাদিগের অণ্ড ঘৃতে পাক করিয়া পাদে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে।

৩য় শ্রেণীস্থযোগ।—কুলীর, কূর্ম্ম ও নক্র ইহাদিগের অণ্ড ভক্ষণ করিবে। মহিষ, ষণ্ড বা ছাগের শুক্র পান করিবে। অশ্বত্থের ফল, মূল ও ত্বক্ শুদ্ধ দুগ্ধে পাক করিয়া শর্করা ও মধু সংযোগে পান করিবে। ভূমিকুষ্মাণ্ড মূলের কল্ক উড়ুম্বরের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হয়। একপল পরিমিত মাষকলাইচূর্ণ ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। উচ্চটাচূর্ণ দুগ্ধে দিয়া অথবা আত্মগুপ্ত ফল সংযোগে মাষকলাই সূপ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এই কয়েকটী সামান্যতঃ বাজীকরণ জন্ত ব্যবহার্য্য। যে বরাহের বৎস বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার দুগ্ধ বা মাষকলাইপত্রভোজী গোরুর দুগ্ধ বাজীকরণের পক্ষে প্রশস্ত। সকল প্রকার দুগ্ধ, মাংস ও কাকোল্যাদিগণ বাজীকরণের উপযোগী। এই সকল যোগ নীরোগ অবস্থায় সেবন করা বিধেয়। (সুশ্রুত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ধ্বজভঙ্গাধিকারে এইরূপ লিখিত আছে—

ভয় ও শোকাদি এবং অন্যান্য প্রকার অহৃদ্য কারণে মন ব্যাহত হইয়া শিশ্ন পতিত হয়, তাহার আর উন্নমনশক্তি থাকে না, বিদ্বেষভাজন স্ত্রীর সহিত উপগত হইলেও ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে।

ঔষধ—অশ্বগন্ধাঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত, শ্রীমদনানন্দমোদক, কামিনীদর্পঘ্ন, স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, বৃহচ্চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, সিদ্ধসূত, কামদীপক, সিদ্ধশাল্মলীকল্প, পঞ্চশর, ত্রিকণ্টকাদ্যমোদক, রসালা, চন্দনাদিতৈল, পুষ্পধন্বা, পূর্ণচন্দ্র ও কামাগ্নি সন্দীপনবটী এই সকল ঔষধ ধ্বজভঙ্গ রোগে প্রয়োজ্য। (ভৈষজ্যরত্না° ধ্বজভঙ্গাধিকার)

শুক্রক্ষয়ই একমাত্র ধ্বজভঙ্গের কারণ। শুক্রক্ষীণাবস্থা বুঝিতে পারিলে বাজীক্রিয়া ও বলকর খাদ্যাদি ভোজন করিলে আর ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে না। সকল প্রকার বাজীক্রিয়াই ধ্বজভঙ্গরোগে প্রশস্ত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ধ্বজভঙ্গরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ যান্ত্রিক হীনতাঘটিত রোগ আরোগ্য হয় না, কিন্তু কোন কোন প্রকারের

হীনতা ঔষধ পথ্যাদির প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই দূরীভূত হইতে পারে। নৈতিক ও ক্রিয়াঘটিত রোগ সুচিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

যান্ত্রিক অসম্পূর্ণতা বা রোগ চেষ্টা করিলে দূর হইতে পারে। লিঙ্গমণির সহিত লিঙ্গত্বকের সংযোজন, মুদা, মূত্রকৃচ্ছ্র, লিঙ্গবলী মধ্যে অর্শের বলিবৎ রক্তস্রাব প্রভৃতি রোগে লিঙ্গদণ্ড উত্তেজিত হইবার ক্ষমতা হীন হইয়া পড়ে, এবং ঐ সকল রোগে অণ্ডকোষের আংশিক ক্ষতি হয় ও তজ্জন্য রমণশক্তির অভাব ঘটে, চিকিৎসায় ইহা বিদূরিত হয়। সঙ্কুচিতযোনি, ক্ষুদ্রদ্বারযোনি, বদ্ধযোনিমুখ, অপ্রশস্ত-জরায়ুমুখী, বদ্ধভগোষ্ঠী, অস্বাভাবিকরূপ পুরু সতীচ্ছদবিশিষ্টা বা ভগমুখ বৃথা ঝিল্লী দ্বারা আবরিত স্ত্রীও রমণাশক্তা হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যেও ঔষধ ও অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা কতকগুলি আরোগ্য হয়।

সাধ্য রোগের মধ্যে ক্রিয়া ও নৈতিক কারণোৎপন্ন রোগের সংখ্যাই অধিক। ইহার চিকিৎসায় বহু বিজ্ঞতা ও শাস্ত্রদর্শিতা আবশ্যক। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—ক্ষয়জনিত, অপব্যবহারজনিত এবং মানসিক ও শারীরিক অত্যধিক উত্তেজনাজনিত। এই সকল রোগ চিকিৎসা করিতে চিকিৎসককে প্রথমতঃ রোগীর শরীরের নষ্ট শক্তির উদ্ধার, পরে জননযন্ত্র সকলের ক্ষমতা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে হয়। শরীরের নষ্টশক্তি উদ্ধার না করিয়া যিনি অগ্রেই যান্ত্রিক চিকিৎসা করিতে চেষ্টা পান, তিনি অনেক স্থলে রোগীকে চিররুগ্ন করিয়া ফেলেন।

সাধ্যরোগের মধ্যে দেখা যায়, অনেক রোগীর স্বাস্থ্য মন্দ নহে, কিন্তু সামান্য মানসিক দুর্ব্বলতা বা শারীরিক স্থান বিশেষের দুর্ব্বলতাবশতঃ এই অপ্রীতিকর রোগে বড়ই কষ্ট পায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল দুর্ব্বলতার কারণানুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করা অতি সুফলদায়ক। এরূপ রোগে পরিপাকক্রিয়া ও বীর্য্যস্রবণক্রিয়ার বর্দ্ধন, উদ্ভিজ্জ বা বাতপুষ্টিকর ঔষধাদি সেবন উপকারী। নির্ঝর স্নান (ফোয়ারার জলে স্নান), সমুদ্রস্নান (লবণাম্বুস্নান), অনাবৃত স্থানে শারীরিক চালনা, স্ববিষয়ে মনোনিবেশ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর শৌচবেগের সহিত বা রমণেচ্ছার উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্যস্খলন হইলে বা স্বপ্নদোষ থাকিলে, শীতবীর্য্য পুষ্টিকর ঔষধাদি উপযুক্ত। ধাতবাম্লঘটিত ঔষধগুলি এই ক্ষেত্রে উপযোগী।

অপরিমিত রমণে যে রোগ জন্মে, তাহার প্রভাবে রোগী প্রবৃত্তি দমনে কোন প্রকারেই সমর্থ হয় না। সমুদ্রস্নান ইহার মহৌষধ। এই রোগের অধিকাংশ স্থলে অনৈসর্গিক উপায়ে বীর্য্যমোক্ষণ করাই কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীসঙ্গম এই ক্ষেত্রে নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

এই সকল রোগে সামান্যতঃ পূর্ব্বকালে এবং এখনও কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই উত্তেজক ও উষ্ণ বীর্য্যের ঔষধাদি ব্যবহার করা হয়। ইহাতে অনেকটা হানি হয়। মৃগনাভি, আম্বারগ্রিস, কান্থারাইডিস্, ফস্ফরস্, অহিফেন লবঙ্গাদি উষ্ণবীর্য্য মশলা, কফি, সোহাগা, জাফরাণ, মৌড়ী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় এবং পারাবতের মাংস, ডিম্ব (কাঁচা) ঝিনুক প্রভৃতি পথ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা না করাই ভাল।

ধ্বজযন্ত্র (ক্লী) যে যন্ত্রে ধ্বজযষ্টি আরোপিত থাকে।

ধ্বজযষ্টি (স্ত্রী) ধ্বজদণ্ড।

ধ্বজবৎ (ত্রি) ধ্বজশ্চিহ্নং বিদ্যতেঽস্য, ধ্বজ মতুপ্ মস্য বঃ। ১ চিহ্নযুক্ত। ২ কেতনযুক্ত, পতাকাধারী। ৩ যে ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া তাহার শিরঃ কপাল হস্তে গ্রহণ করিয়া তীর্থ অনুসরণ করে।

"শিরঃ কপালী ধ্বজবান্ ভিক্ষার্থী কর্ম্মবেদয়ন্।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥"

'ধ্বজবান্ কৃত্বা শবশিরোধ্বজমিতি মনুস্মরণাৎ অন্যচ্ছির কপালন্দণ্ডাগ্রসমারোপিতধ্বজশব্দবাচ্যং গৃহ্নীয়াৎ।' (মিতাক্ষরা)

৪ শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।—

"নরাজ্ঞঃ প্রতি গৃহ্নীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বৈশেনৈব চ জীবতাম্॥" (মনু° ৪।৮৪)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৫ রুচি মেধার কন্যাভেদ। (ভারত উ° ২০৯ অ°)

ধ্বজাংশুক (ক্লী) ধ্বজস্য অংশুকং ৬তৎ। নিশানের কাপড়।

ধ্বজা (দেশজ) পতাকা।

ধ্বজাগ্রকেয়ূর (ক্লী) বোধিসত্ত্বগণের যোগাঙ্গভেদ।

ধ্বজাগ্রনিশামনি (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত গণনার উপায়ভেদ।

ধ্বজাগ্রবতী (স্ত্রী) গণনার উপায়ভেদ।

ধ্বজাদিগণনা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত গণনাভেদ। এই গণনা করিতে হইলে প্রথমে একটী ধ্বজাদি চক্র অঙ্কিত করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি শুভাশুভ প্রভৃতির প্রশ্ন করে, তাহা হইলে এই চক্রানুসারে সহজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইবে। এই চক্রের ৯টী ঘর হইবে, ঐ ৯টী ঘরের মধ্যে প্রথম ঘরে যে বিষয়ের প্রশ্ন হইবে, তাহাই সন্নিবেশিত হইবে, দ্বিতীয় ঘরে ধ্বজসংজ্ঞা, বর্ণ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল; তৃতীয় ঘরে ধূম্র সংজ্ঞা, চতুর্থঘরে সিংহ, পঞ্চম ঘরে শ্বান,

ষষ্ঠ ঘরে বৃষ, সপ্তম ঘরে খর, অষ্টমে গজ এবং নবমে ধ্বাঙ্ক্ষ। এই সকল সংজ্ঞা ও তত্তদ্ ঘরে ইহাদের বর্ণ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল" লিখিত হইবে। গণনা করিতে হইলে তাহার প্রণালী এইরূপ—প্রশ্নকর্তা মানসিক বিষয় গণকের নিকট স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন। দৈবজ্ঞ সেই প্রশ্ন শুনিয়া প্রশ্নকর্তাকে একটী ফলের নাম করিতে বলিবেন, ঐ কথিত ফলের আদ্য অক্ষরে ধ্বজাদি সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া চক্র দেখিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ফল সহজেই বলিতে পারিবেন।

ধ্বজ শব্দের নিম্নে অবর্গ, অর্থাৎ স্বরবর্ণ, ধূম্র শব্দে কবর্গ (ক, খ, গ, ঘ), সিংহে চবর্গ (চ, ছ, জ, ঝ,) শ্বানে ট বর্গ (ট, ঠ, ড, ঢ,) বৃষে ত বর্গ, খরে পবর্গ, গজে য বর্গ, ধাঙ্ক্ষে শ-বর্গ অর্থাৎ শ, ষ, স, ও হ হইবে। কথিত ফলের আদ্য অক্ষর লইয়া ঐ সকল বর্গোক্ত ধ্বজাদি নির্ণয় করিতে পারিলেই ফল নির্ণীত হইবে। ইহাতে প্রায় সকল রকমই প্রশ্নোত্তর করা যাইতে পারে। (ফলিত জ্যোতিষ) বাহুল্য ভয়ে চক্রাদি প্রদত্ত হইল না।

ধ্বজারোপণ (ক্লী) ধ্বজস্য আরোপণং ৬তৎ। দেব-প্রাসাদাদিতে ধ্বজোত্তলন, দেবগৃহ ও প্রাসাদ প্রভৃতিতে ধ্বজোত্তোলন না করিলে গৃহাদির বিশুদ্ধিতা হয় না, যে সকল প্রাসাদাদিতে ধ্বজারোপণ না হয়, তাহাতে পিশাচাদির উপদ্রব হইয়া থাকে।

"চূলকে ধ্বজদণ্ডে চ ধ্বজে দেবকুলে তথা।
প্রতিষ্ঠা চ যথোদ্দিষ্টা তথা স্কন্দ বদামি তে॥"

(অগ্নিপু° ১০৩ অ°)

ধ্বজাহৃত (পুং) ধ্বজেন তদুপলক্ষিত সংগ্রামেণ আহৃতঃ। দাসভেদ। "ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥" (মনু ৪।১৫)

যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ধ্বজাহৃত কহে। (ক্লী) ২ অবিভাজ্য ধনভেদ, যে সকল ধন বিভাগ হয় না।

"সংগ্রামাদাহৃতং যত্তু বিজিত্য দ্বিষতাং কুলং।
স্বাম্যর্থং জীবিতং ত্যক্ত্বা তৎ ধ্বজাহৃতমুচ্যতে॥" (দায়ভাগ)

সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া যে সকল ধন আহৃত হয়, সেই ধনকে ধ্বজাহৃত কহে, এই ধন কাহার সহিত বিভাজ্য নয়।

"ধ্বজাহৃতং ভবেৎ যত্র বিভাজ্যং নৈব তদ্ভবেৎ॥" (স্মৃতি)

ধ্বজিক (ত্রি) ধর্ম্মধ্বজী, যে ধর্ম্মের ভাণ করে, শঠ।

ধ্বজিন্ (ত্রি) ধ্বজোঽস্ত্যস্যেতি, ধ্বজ-ইনি। (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ১ ধ্বজযুক্ত। চিহ্নযুক্ত।

"সুরাপানাপনুত্ত্যর্থং বালবাসা জটী ধ্বজী।" (মনু ১১।৯৩)

২ ব্রাহ্মণ। ৩ পর্ব্বত। ৪ রথ। ৫ সর্প। ৬ ঘোটক। ৭ ময়ূর। ৮ শৌণ্ডিক। (ত্রি) ৯ ধ্বজাবিশিষ্ট।

"কৃতাগ্নৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ রথিনো ধ্বজিনামপি।" (মনু ১১।৯৩)

ধ্বজোচ্ছ্রয় (পুং) ধ্বজস্য উচ্ছ্রয়ঃ ৬-তৎ। ১ ধ্বজ খাড়া করা। ২ লিঙ্গোচ্চকরণ।

ধ্বজোত্থান (ক্লী) ধ্বজস্য ইন্দ্রধ্বজস্য উত্থানং। শক্রোৎসব, ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই উৎসব হইয়া থাকে। রাজাদিগের দ্বারে ইন্দ্রের উদ্দেশে চতুরস্র ধ্বজাকারে প্রদত্ত হয়, ইহাকে ধ্বজোত্থান কহে। ইন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই উৎসবের সময় প্রজাগণ নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। [ইন্দ্রধ্বজ দেখ।]

ধ্বন (পুং) ধ্বন ধ্বানে অপ্। শব্দ। অব্যক্ত শব্দ।

ধ্বনন (ক্লী) ধ্বনয়তে ব্যজ্যতেঽর্থো হনেন ধ্বনি-করণে ল্যুট্। অলঙ্কারোক্ত বাচ্য লক্ষ্যাভিন্নার্থের বোধনাত্মক ব্যঞ্জনা-বৃত্তি রূপ শব্দনিষ্ঠ ব্যাপারভেদ। অর্থাৎ আমি একটী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, সেই শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য আর একটী অর্থ ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা বোধিত হইবে, তাহার নাম ধ্বনন।

"বৃত্তির্ব্যঞ্জনধ্বননগমনপ্রত্যায়নাদিব্যপদেশবিষয়াব্যঞ্জনা নাম"

(সাহিত্যদর্পণ)

ভাবে ল্যুট্। ২ অব্যক্ত শব্দ-করণ।

"পাপকং গন্ধমাত্রায়াঙ্কিম্পন্দনে কর্ণ ধ্বননে চ।"

(আশ্ব° শ্রৌ° ৩।৫।৮)

ধ্বনমোদিন্ (পুং) ধ্বনেন শব্দেন মোদয়তি মুদ-ণিনি। ভ্রমর। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ধ্বনি (পুং) ধ্বননমিতি ধ্বন-ই (খনিকষ্যজ্যসীতি। উণ্ ৪।১১৯)

১ মৃদঙ্গাদি শব্দ।

"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।
কণ্ঠসংযোগজন্মানো বর্ণাস্তঃ কাদয়ো মতাঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ)

মৃদঙ্গাদি দ্বারা উত্থিত শব্দ এবং কণ্ঠতাল্বাদি সংযোগ জন্য কাদি বর্ণ রূপ যে শব্দ, তাহার নাম ধ্বনি। এই শব্দ দ্বিবিধ—বুদ্ধি হেতু এবং অবুদ্ধি হেতু। মেঘাদির যে শব্দ হয়, তাহার নাম অবুদ্ধি হেতু। বুদ্ধি হেতু শব্দ আবার দ্বিবিধ—স্বাভাবিক এবং কাল্পনিক। বর্ণ বিশেষের অনভি-ব্যঞ্জক হসিত ও রুদিতাদির শব্দ স্বাভাবিক, হাস্য বা রোদন করিলে কোন শব্দের বোধ হয় না, অথচ অব্যক্ত শব্দ হয়, এইরূপ শব্দকে স্বাভাবিক শব্দ কহে। কাল্পনিক আবার

ত্রিবিধ, বাদ্যাদিশব্দ, গীতিরূপ ও বর্ণাত্মক। ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি হইতে যে শব্দ হয়, তাহাকে বাদ্যাদি কহে। মাধবাদি রাগব্যঞ্জক নিষধাদি দ্বারা যে স্বরোৎপত্তি হয়, তাহাকে গীতিরূপ কহা যায়। কণ্ঠতাম্বাদির অভিঘাত জন্য ককারাদি বর্ণরূপ যে শব্দ হয়, তাহাকে বর্ণাত্মক কহে।

(শব্দার্থরত্ন°)

বেদান্তদর্শনের শারীরকভাষ্যে ধ্বনি শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে।—

"ধ্বনির্নাম যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিশেষমনধিগচ্ছতঃ কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ তারমন্দাদি বিশেষমবগময়তীতি।"

(শারীরভাষ্য)

দূর হইতে শব্দ শ্রুত হইতেছে, অথচ পরিষ্কার রূপে কিছুই বোধ হইতেছে না, কেবল মাত্র তারমন্দাদি জানা যাইতেছে, এইরূপ শব্দের নাম ধ্বনি।

"ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।
হ্রস্বো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিৎ স্বয়ং নৈব স্বভাবতঃ॥" (মহাভাষ্য)

শব্দের স্ফোটই ধ্বনি। বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ ধ্বনিকে স্ফোট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ একটী শব্দ উচ্চারিত হইলে সকল বর্ণ মিলিত হইয়া শব্দের বোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'কলস' এই শব্দটী উচ্চারিত হইল, কথিত হইবামাত্রেই শব্দের নাশ হইল, প্রথম ক শব্দটী, তাহার পর ল ও স, এই তিনটী শব্দ লইয়া কলস হইল, কিন্তু যেই উচ্চারিত হইল, অমনি ক শব্দ বিনষ্ট হইল, তাহা হইলে পরস্পর সকল শব্দ মিলিত না হইতে পারিলে অর্থ বোধ হয় না, এই নিমিত্ত বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ শব্দের স্ফোট স্বীকার করিয়া পরস্পর বর্ণ সকল একত্র করিয়া অর্থ বোধ করান অর্থাৎ কলস এই তিনটী বর্ণ একত্র হইলে আর অর্থবোধের কোন গোল থাকে না। এই স্ফোটই ধ্বনি।

পাণিনি দর্শনেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, যথা শব্দ দুই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্দ একমাত্র স্ফোট, তদ্ভিন্ন বর্ণাত্মক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক যে একটী নিত্য শব্দ আছে, তাহার বিষয়ে অনেক স্থলে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা অর্থবোধ হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ঘ ও ট এই দুইটী বর্ণ স্বরূপ যে ঘট শব্দ তদ্দ্বারা ঘটের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কেবল দুইটী বর্ণ সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ দুইটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা ঘটের বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল ঘ বা ট উচ্চারণ করিলে ঘটের বোধ না হয় কেন? এই দোষ পরিহারের জন্য এই দুইটী বর্ণ একত্র হইয়া ঘটের বোধ হয়, এই কথা বলিতে পারনা, কেননা বর্ণ সকল আশুবিনাশী, পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অর্থ বোধ হওয়া দূরের কথা, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে, যে প্রথমতঃ দুইটী বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ স্ফুটতা হয়, পরে স্ফোটদ্বারা ঘটের বোধ হইয়া থাকে। এই স্ফোটই ধ্বনি। [স্ফোট দেখ।]

২ উত্তম কাব্যভেদ। সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে—

"কাব্যং ধ্বনি গুণীভূত ব্যঙ্গ্যেতি দ্বিধামতং॥"

(সাহিত্যদ° ৪।২৫০)

ব্যঙ্গ্য গুণীভূত হইলে যে কাব্য হয়, তাহার নাম ধ্বনি; অর্থাৎ যে স্থলে ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা বোধিত অর্থ গুণীভূত হয়, অতিশয় প্রশস্ততম হইয়া থাকে, তাহার নাম ধ্বনি। একটী বাক্য কথিত হইল, যে অর্থে সেই বাক্যটী প্রযুক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সেই অর্থ বোধ করাইল, তাহার পর ব্যঞ্জনা দ্বারা এমন একটী অর্থ বোধ করাইল, তাহা গুণীভূত অর্থাৎ অতি উত্তম হইল, এইরূপ যে ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা যে অন্যার্থের প্রত্যয় হয়, সেই কাব্যের নাম ধ্বনি।

"বাচ্যাতিশয়িনি ব্যঙ্গে ধ্বনিস্তৎ কাব্য মুত্তমং।"

(সাহিত্যদ° ৪।২৫)

ব্যঞ্জনা বোধিত অর্থ বাচ্য হইতে অতিশয় হইলে অর্থাৎ ব্যঞ্জনার্থ হইতে অধিক চমৎকারিত্ব হইলে ধ্বনি হইবে, ধ্বনিত অর্থাৎ ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া ইহাকে ধ্বনি কহে। ইহা অতি উত্তম কাব্য।

"ভেদৌ ধ্বনেরপি দ্বাবুদীরিতৌ লক্ষণাবিধামূলৌ।
অবিবক্ষিত বাচ্যোঽন্যো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যশ্চ॥"

(সাহিত্যদ° ৪।২৫২)

এই ধ্বনি দুই প্রকার, লক্ষণা ও অবিধামূলক। ইহাদের মধ্যে লক্ষণামূল ধ্বনি অবিবক্ষিত বাচ্য, ও অপর বিবক্ষিত বাচ্য। অর্থলক্ষমূলক ধ্বনির একটীর নাম অবিবক্ষিত বাচ্য ও অপরটীর নাম বিবক্ষিত বাচ্য। লক্ষণামূলক ধ্বনি বাচ্য অর্থের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া পরে ব্যঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা বাচ্য অর্থের প্রকাশক হয়।

"অর্থান্তরং সংক্রমিতে বাচ্যেঽত্যন্তং তিরস্কৃতে।
অবিবক্ষিতবাচ্যোঽপি ধ্বনির্দ্বৈবিধ্য মৃচ্ছতি॥"

(সাহিত্যদ° ৪।২৫৩)

অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি যে স্থলে মুখ্য অর্থে অর্থান্তর অর্থাৎ

অন্ত অর্থসংক্রমিত হয়, অথবা অত্যন্ত তিরস্কৃত হয়, সেই স্থলে এই ধ্বনিও দুই প্রকার হইয়া থাকে, অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য।

উদাহরণ—"কদলী কদলী করভঃ করভঃ
করিরাজকরঃ করিরাজকরঃ।
ভুবনত্রিতয়েঽপি বিভর্ত্তি তুলা।
মিদমূরুযুগং ন চমূরুদৃশঃ॥" (সাহিত্যদ° ৪ পরি°)

কদলী কদলী অর্থাৎ অতিশয় শীতল, করভ হস্তের মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত করভ অতি রুক্ষ, হস্তীর শুণ্ডাদণ্ড অতি কর্কশ, অতএব এই মৃগীদৃশী স্ত্রীর উরুযুগ ত্রিভুবনে কাহার সহিত তুলনা হয় না। এই স্থলে কদলী শব্দের সাধারণ অর্থ রম্ভাযষ্টি ইহা বাধ হইয়া অতি শীতল এই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, জাড্যাদি গুণবিশিষ্ট মুখ্যার্থ বাধ করিয়া অর্থান্তর বোধ হইতেছে, এবং এই স্থলে জাড্যাদির আতিশয্য ও ব্যঞ্জনাশক্তি বোধ্য। অতএব এই স্থলে মুখ্যার্থ তিরস্কৃত বা অন্য সংক্রামিত এই দুইই হইয়াছে বলিয়া অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি এই দুইই হইল।

"নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥"
(সাহিত্যদ° ৪ পরি°)

নিঃশ্বাস দ্বারা অন্ধ অর্থাৎ অপ্রকাশ আদর্শের ন্যায় চন্দ্র প্রকাশিত হইতেছে না। এই স্থলে অন্ধ শব্দ মুখ্যার্থ বাধ করিয়া অপ্রকাশ রূপ অর্থের বোধ হইতেছে এবং এই স্থলে অপ্রকাশের যে আতিশয্য ইহা ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধ হইতেছে, অতএব এই স্থলেও ঐ ধ্বনি হইল।

"বিবক্ষিতাভিধেয়োঽপি দ্বিভেদঃ প্রথমং মতঃ।
অসংলক্ষ্যক্রমো যত্র ব্যঙ্গ্যো লক্ষ্যক্রমস্তথা॥"
(সাহিত্যদ° ৪।২৫৪)

যে স্থলে বিবক্ষিত অর্থাৎ বলিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থ স্বরূপকে কোনরূপ বাধা দেয় না, তাহার নাম বিবক্ষিত বাচ্য, এই বিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনিও দুই প্রকার, অসংলক্ষ্য ক্রম এবং সংলক্ষ্য ক্রম। যে স্থলে ব্যঞ্জনা বোধ্য অর্থ পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম সকল সম্যক্ রূপে অনুভূয়মান না হইবে, সেই স্থলে অসংলক্ষ্যক্রম এবং যে স্থলে ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে অর্থ সকল সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে অনুভূয়মান হইবে, সেখানে লক্ষ্যক্রম ধ্বনি হইবে।

"তত্রাদ্যো রসভাবাদি রেক এবাত্র গণ্যতে।
একোঽপি ভেদোঽনন্তত্বাৎ সংখ্যেয়স্তস্য নৈব যৎ॥"
(সাহিত্যদ° ৪।২৫৫)

এই দুইয়ের মধ্যে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির অনেক ভেদ থাকিলেও একমাত্র রস ভাবাদি ভেদ হইবে, এই জন্য ইহার গণনা সম্ভব নহে। যেরূপ শৃঙ্গারের সম্ভোগই একমাত্র ভেদ, কিন্তু পরস্পর আলিঙ্গন, চুম্বন ও অধরপানাদি ভেদ থাকিলেও তাহার সংখ্যা হয় না, সেইরূপ এই স্থলেও রস ভাবাদির অনেক ভেদ বশতঃ ও তাহার সংখ্যা না করিয়া একমাত্র ভেদ কথিত হইয়াছে।

"শব্দার্থোভয়শক্ত্যুত্থে ব্যঙ্গ্যেঽনুস্বানসন্নিভে।
ধ্বনিলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য স্ত্রিবিধঃ কথিতো বুধৈঃ।"(সা° দ° ৪।২৫৬)

যে স্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবোধিত অর্থ কেবল শব্দ শক্তি বা অর্থ শক্তি অথবা শব্দ ও অর্থ এই উভয় শক্তি দ্বারা উত্থিত হয়, সেই স্থলে এই লক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়, ইহা তিন-প্রকার শব্দশক্ত্যুত্থ, অর্থশক্ত্যুত্থ এবং উভয়শক্ত্যুত্থধ্বনি।

"বস্ত্বলঙ্কাররূপত্বাৎ শব্দশক্ত্যুদ্ভবো দ্বিধা।" (সা° দ° ৪।২৫৭)

শব্দ-শক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি বস্তু ও অলঙ্কার ভেদে দ্বিবিধ যথা—শব্দশক্ত্যুত্থ বস্তু-ধ্বনি ও শব্দ-শক্ত্যুত্থ অলঙ্কার-ধ্বনি।

উদাহরণ—

"পথিক! নাত্র সংস্তরোঽস্তি মনাক্ প্রস্তরস্থলে গ্রামে।
উন্নতপয়োধরং প্রেক্ষ্য পুনর্যদি বসসি তদ্ বস॥"
(সাহিত্য দ° ৪র্থ পরি°)

সাহিত্যদর্পণে এই শ্লোকটী প্রাকৃত ভাষায় আছে, কিন্তু সুবিধার জন্য সংস্কৃত করিয়া দিলাম। এই শ্লোকটী বাসার্থী পথিকের প্রতি কোন নায়িকার উক্তি। হে পথিক, প্রস্তরবহুল এই গ্রামে একটীমাত্রও শয্যাতল নাই, উন্নত পয়োধর (মেঘ) দেখিয়া যদি বাস করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অবস্থান কর। এই গ্রামে একটীও শয্যাতল নাই, ইহাতে বলা হইল, আমরা প্রস্তরে শয়ন করিয়া থাকি এবং শয্যাবিধানেরও কোন নিয়ম নাই ও উন্নতপয়োধর শব্দে উন্নত স্তন ইহাও ধ্বনিত হইল এবং এই স্থলে সংস্তরাদি এই শব্দ দ্বারা এই বোধ হইতেছে যে, এই স্থলে শয্যা নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই, যদি তুমি উপভোগক্ষম হও, তাহা হইলে আমার সমীপে অবস্থান কর, যেহেতু আমার নিকট ভিন্ন অন্য কোন শয়নযোগ্য স্থান নাই, ইহাই এই স্থলে ব্যক্ত হইতেছে, অতএব এইখানে শব্দ শক্ত্যুত্থবস্তুধ্বনি হইল। অলঙ্কারাদি স্থলেও এইরূপ জানিতে হইবে—

"বস্তু বালঙ্কৃতির্বাপি দ্বিধার্থঃ সম্ভবী স্বতঃ।
কবেঃ প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধো বা তন্নিবদ্ধস্য চেতি ষট্॥
ষড়্ভিস্তৈ র্ব্যজ্যমানস্তু বস্ত্বলঙ্কাররূপকঃ।
অর্থশক্ত্যুদ্ভবো ব্যঙ্গ্যো যাতি দ্বাদশভেদতাং॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৪।২৫৮)

বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কৃতি-ধ্বনি দ্বাদশ প্রকার—(১) স্বতঃসম্ভাবী বস্তুদ্বারা বস্তু যে স্থলে ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবোধিত হইবে, সেই স্থলে বস্তুরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইবে। (২) স্বতঃসম্ভাবী বস্তু দ্বারা অলঙ্কার যে স্থলে ব্যঙ্গ্য হইবে, সেই স্থলে অলঙ্কার রূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইবে। (৩) যে স্থলে স্বতঃসম্ভাবী অলঙ্কার দ্বারা বস্তু ব্যঙ্গ্য হইবে, সেইস্থলে বস্তুরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইবে। (৪) যেখানে স্বতঃ সম্ভাবী অলঙ্কার দ্বারা ব্যজ্যমান হইবে, তথায় অলঙ্কার ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইবে। (৫) কবিদিগের প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ বস্তু ব্যঙ্গ্য হইলে বস্তুরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইবে। (৬) কবি প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ বস্তুদ্বারা অলঙ্কার রূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। (৭) কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যজ্যমান বস্তুরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। (৮) কবি প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কাররূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। (৯) কবিনিবদ্ধ প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ বস্তুদ্বারা ব্যজ্যমান অলঙ্কাররূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। (১০) কবিনিবদ্ধ বস্তুদ্বারা ব্যজ্যমান বস্তুরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। (১১) কবিনিবদ্ধ ব্যক্তি প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যজ্যমান বস্তুরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। (১২) কবিনিবদ্ধ ব্যক্তি প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যজ্যমান অলঙ্কাররূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি। এই দ্বাদশ প্রকার ভেদ। এই স্থলে প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ প্রভৃতি বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না, একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলেই উদাহরণ স্থলে লক্ষণ সমাবেশ তত দুরূহ হইবে না। একটী উদাহরণ দিলাম।

"দিশি মন্দায়তে তেজঃ দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে॥" (রঘু ৪ স°)

দক্ষিণদিকে সূর্য্যের তেজ মন্দীভূত হইয়াছিল, পাণ্ড্য নামক নরপতি সেইদিকে রঘুর তেজ সহ্য করিতে পারে নাই, সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হইলেই স্বাভাবিক তেজ মন্দীভূত হয়, এই সূর্য্যতেজ অপেক্ষা রঘুর তেজ অধিক, অতএব এই স্থলে স্বতঃসম্ভাবী বস্তুদ্বারা রঘুর তেজ অধিক, এইরূপে ব্যতিরেক অলঙ্কার ধ্বনিত হইল। অতএব অলঙ্কাররূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইল। ধ্বনি সমুদায়ে ৫১ প্রকার ভেদবিশিষ্ট।

"তদেবমেকপঞ্চাশদ্ভেদাস্তস্য ধ্বনের্মতাঃ।" (সাহিত্যদ° ৪।২৬৪)

ইহাও আবার নানাপ্রকার ভেদযুক্ত। বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না। (সাহিত্য দ° ৪র্থ পরি°) আলঙ্কারিক পণ্ডিতদিগের মতে ধ্বনিকাব্যের আত্মা।

ইহার বিষয় শারদাতিলকে এইরূপ লিখিত আছে—

সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মাৎ নাদস্তস্মান্নিরোধিকা॥"
(শারদাতিলক)

শব্দ ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মস্বরূপা, ইনি প্রথমে কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রসব করেন, তাহার শক্তি হইতে ধ্বনি, সেই ধ্বনি হইতে নাদ উৎপন্ন হয়। সত্ত্ববহুল চিৎ শক্তিশব্দবাচ্য, ইহা আকাশস্বরূপ। এই চিৎ রজোবহুলা হইলে তাহা ধ্বনি পদবাচ্য হয়, ইহা অক্ষরাদি অবস্থাস্বরূপ।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে,—

কোন কারণে জড় পদার্থের পরমাণুনিচয়ের উৎকম্পন জন্মিয়া, সেই উৎকম্পন বাতাস বা অন্য কোন প্রকার পরিচালক কর্তৃক কর্ণকুহরে নীত হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে যে এক প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ধ্বনি। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ধ্বনি দ্বিবিধ। মানবগণের কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যক্ত এবং তদ্ভিন্ন বস্তুর অভিঘাতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা অব্যক্ত। সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তারা এই দুই প্রকার ধ্বনিকে মধুর ও কঠোর, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উৎকম্পন উৎপাদিত হইয়া নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন করে, তখন তাহাকে মধুর ধ্বনি বলে। অনিয়মিত উৎকম্পন দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহা কর্কশ। শব্দায়মান দ্রব্যের অণুসকল যে আন্দোলিত হইতে থাকে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কোন ধাতুনির্ম্মিত থালার উপর কিঞ্চিৎ বালুকা রাখিয়া ঐ থালা বাজাইলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বালুকাগুলি নৃত্য করিতেছে, যদি থালার অণুগুলি কম্পিত না হইত, তাহা হইলে তদুপরিস্থিত বালুকাগুলি কখন নৃত্য করিত না। শব্দায়মান দ্রব্যের অণুসকলের উৎকম্পনে তৎসন্নিহিত বায়ুরাশিতে একপ্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং সেই তরঙ্গ আসিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিলে শব্দ জ্ঞান জন্মে। শূন্য প্রদেশে ধ্বনির উৎপত্তি সম্ভবে না। বায়ু যেমন শব্দ পরিচালন করিতে পারে, সেইরূপ তরল ও কঠিন পদার্থ সকলও শব্দ পরিচালন করিতে পারে। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বায়ুরাশির মধ্য দিয়া ধ্বনিতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১১১৮ ফিট্ গমন করে।

ধ্বনিকার বা **ধ্বনিকৃৎ**, ধ্বন্যালোকগ্রন্থের গ্রন্থকর্তা প্রণেতা। কাব্যপ্রকাশ, কাব্যচন্দ্রিকা, অলঙ্কারসর্ব্বস্ব, কাব্যপ্রদীপ ও সাহিত্যদর্পণে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধ্বনিকাব্য (ক্লী) উত্তম কাব্য।

ধ্বনিকৃৎ (পুং) ধ্বনিং তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থং করোতি কৃক্বিপ্ তুক্‌চ। অলঙ্কারগ্রন্থকার এক পণ্ডিত।

ধ্বনিগ্রহ (পুং) ধ্বনি গৃহ্যতে অনেন অপ্, ধ্বনেঃ শব্দস্য গ্রহঃ গ্রহণং যস্মাৎ। শ্রোত্র, কর্ণ।

ধ্বনিত (ত্রি) ধ্বন্যতে স্মেতি ধ্বন-ক্ত। ১ শব্দিত। ২ কৃতধ্বন। মুরজাদি, পর্য্যায়—স্বনিত। (অমর ৩।১)

"সমীরণ স্ফারকীর্ণ মুণ্ডরন্ধ্রাগ্রনির্গতৈঃ।"

ধ্বনিতৈরমুশোচন্তমিবাবস্থাং তথাবিধাং॥"

(রাজতর° ৩।৮৯)

ধ্বনিনালা (স্ত্রী) ধ্বন্যুৎপাদকং নালং যস্যাঃ। বীণা, বেণু। ২ কাহলবাদ্যভেদ।

ধ্বনিনালা তু বীণায়াং বেণুকাহলয়োরপি॥ (মেদিনী)

ধ্বনিবোধক (পুং) ধ্বনিং বোধয়তি বুধ-ণিচ্ ণ্বুল্। রোহিষ তৃণ। (বৈদ্যক প্রকা°)

ধ্বনিবিকার (পুং) ধ্বনের্বিকারঃ ৬-তৎ। শোকভয়াদি দ্বারা ধ্বনির অন্যথাভাব, শব্দবিকৃতি, বিকৃতধ্বনি। (হেম ৬।৪৬)

ধ্বন্য (ত্রি) ধ্বন কর্ম্মণি যৎ। ১ ধ্বননীয়, ব্যঙ্গ্যার্থ। ২ ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ নৃপপুত্র।

"উতথে মা ধ্বন্যস্য জুষ্টা লক্ষণ্যস্য" (ঋক্ ৫।৩৩।১০)

'ধ্বন্যস্য তন্নামকস্য লক্ষ্মণ্যস্য লক্ষ্মণনৃপপুত্রস্য। (সায়ণ)

ধ্বরস্ (স্ত্রী) হিংসিকা। "জিঘাংসনং ধ্বরসং" (ঋক্ ৪।২৩।৭)

'ধ্বরসং হিংসিকাং' (সায়ণ)

ধ্বসন্ (ত্রি) ধ্বন্‌স অন্তর্ভূতণ্যর্থে কণিন্। ১ ধ্বংসকারক।

"তেন হৈ তেন ধ্বসা দ্বৈতবল ঈজে" (শত° ব্রা° ১৩।৫।৪।৯)

'ধ্বসা পাপধ্বংসনঃ' (ভাষ্য)

ধ্বসন (স্ত্রী) ধ্বংসতে হত্র ধ্বংস বাহুলকাৎ আধারে ক্যু। ধ্বংসন স্থান।

"মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতাঃ" (ঋক্ ১।১২২।১৬)

ধ্বসনি (পুং) মেঘ।

"মায়ুং ধ্বসনৌ অধিশ্রিতা" (ঋক্ ১।১৬৪।২৯)

'ধ্বসনৌ মেঘে' (সায়ণ)

ধ্বসন্তি (পুং) ধ্বন্‌স ঝিচ্ কিচ্চ। ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধ ঋষিভেদ

"যামি ধ্বসন্তিং পুরুষন্তি মাতরং" (ঋক্ ১।১২৩।১৬)

'ধ্বসন্তি মেতৎ সংজ্ঞং পুরুষন্তি মেতন্নামানং ঋষিমাতরং'(সায়ণ)

ধ্বসির (ত্রি) ধ্বন্‌স কিরচ্। নাশ প্রতিযোগী, নাশবিশিষ্ট।

"সংভূম্যা অন্তা ধ্বসিরা অদৃক্ষত" (ঋক্ ৭।৮৩।৩)

'ধ্বসিরাঃ সৈনিকৈর্ধ্বস্তাঃ' (সায়ণ)

ধ্বস্ত (ত্রি) ধ্বস্যতে স্ম ইতি ধ্বন্‌স-ক্ত। ১ চ্যুত, গলিত। ২ নাশপ্রতিযোগী। ৩ অধঃপতিত।

"প্রকীর্ণকেশং ধ্বস্তাকং রজসা মলিনচ্ছদং।" ৪ নষ্ট।

(ভাগবত ৭।২।৩০)

"ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি নরির মন্ত্রবিদ্ধতি।

মিষ্টান্ন ধ্বস্তবৎ স্ত্রান্নমাত্রং তজ্জিয়ংপ্রতি॥" (পঞ্চদশী ৭।১৪১)

ধ্বস্তি (স্ত্রী) ধ্বংস ভাবে ক্তিন্। ধ্বংস, নাশ। কর্ম্মণি ধ্বংসতে হত্র আধারে-ক্তিন্। ২ কর্ম্মফলের আধার বিদ্যাভেদ।

কর্ম্মনাং শুভদুষ্টানাং জায়তে ফল সংক্ষয়ঃ।

ধ্বংসো হপক্ব কষায়স্য যুক্ত সা ধ্বস্তিরুচ্যতে॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

ধ্বস্মন্ (ত্রি) ধ্বন্‌স বাহুলকাৎ মনিন্ কিচ্চ। ১ ধ্বংসক।

"ন ধস্মানস্তম্বীয়ে প আধুঃ" (ঋক্ ৪।৬।৬)

'ধ্বস্মানো ধ্বংসকাঃ' (সায়ণ)

ধ্বস্মন্বৎ (ত্রি) ধ্বস্মা ধ্বংসো বিদ্যতেঽস্য ধ্বংস মতুপ্, মস্য ব। ১ ধ্বংসযুক্ত। ২ উদক। (নিঘণ্টু)

ধ্বস্র (ত্রি) ধ্বন্‌স রক্। ১ নষ্ট। স্বার্থে রক্। ২ ধ্বংসক।

"কস্য ধ্বস্রা ভবথঃ কস্য বা নরাঃ" (ঋক্ ১০।৪০।৩)

'ধ্বস্রাঃ ধ্বংসকৌ ভবথঃ' (সায়ণ)

'ধ্বস্রা' এই স্থলে ঔ বিভক্তি স্থানে আচ্ হইয়াছে।

৩ রাজভেদ।

"ধ্বস্রয়োঃ পুরুসন্ত্যো বা সহস্রাণি" (ঋক্ ৯।৫৮।৩)

'ধ্বস্রঃ কশ্চিৎ রাজা' (সায়ণ)

ধ্বাঙ্ক্ষ (পুং) ধ্বাঙ্ক্ষি অচ্। ১ কাক।

"শুষ্কবৃক্ষ স্থিতো ধ্বাঙ্ক্ষ আদিত্যাভিমুখস্তথা।

যদি চোদয়তে বামং চক্ষুর্ঘোরমসংশয়ং॥" (মৃচ্ছকটিক)

২ মৎস্যভক্ষক পক্ষী। ৩ তক্ষক। ৪ ভিক্ষুক।

ধ্বাঙ্ক্ষজঙ্ঘা (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষস্য জঙ্ঘা ইব আকৃতির্যস্যাঃ। কাকজঙ্ঘা। (রাজনি°)

ধ্বাঙ্ক্ষজম্বু (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষঃ কাকঃ তদ্বৎ কৃষ্ণবর্ণজম্বুঃ। কাকজম্বু। (রাজনি°)

ধ্বাঙ্ক্ষতুণ্ডী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষতুণ্ড অচ্ ততো ঙীষ্। কাকনাসা লতা। (রাজনি°)

ধ্বাঙ্ক্ষদণ্ডী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষস্য দণ্ডইব আকৃতিরস্ত্যস্যাঃ, অচ্ ঙীষ্। কাকতুণ্ডী।

ধ্বাঙ্ক্ষনখী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষস্য নখমিব আকৃতিরস্ত্যস্যাঃ অচ্ ঙীষ্। কাকতুণ্ডী।

ধ্বাঙ্ক্ষনাম্নী (স্ত্রী) কাকোদুম্বরিকা। (রাজনি°)

ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষং নাশয়তীতি নশ-ণিনি ঙীষ্। হবুষা। (ভাবপ্র°)

ধ্বাঙ্ক্ষনাসিকা (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষস্য নাসিকা ইব ফলং যস্যাঃ। কাকনাসালতা।

ধ্বাঙ্ক্ষপুষ্ট (পুং) ধ্বাঙ্ক্ষেণ কাকেন পুষ্টঃ প্রতিপালিতঃ ৩-তৎ। কোকিল

ধ্বাঙ্ক্ষমাচী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষান্ মচতে কলয়তেন, মচ অণ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কাকমাচী।

ধ্বাঙ্ক্ষবল্লী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষবৎ বল্লী লতা। কাকনাসালতা।

ধ্বাঙ্ক্ষাদনী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষাণাং কাকানাং অদনী ৬-তৎ। কাকতুণ্ডী।

ধ্বাঙ্ক্ষারাতি (পুং) ধ্বাঙ্ক্ষাণাং অরাতিঃ। পেচক, কাকশত্রু।

ধ্বাঙ্ক্ষী (স্ত্রী) ধ্বাঙ্ক্ষ-অচ্ ঙীষ্। ককোলিকা। (মেদিনী)

ধ্বাঙ্ক্ষোলী (স্ত্রী) কাকোলী। (রাজনি°)

ধ্বান (পুং) ধ্বন ভাবে ঘঞ্। শব্দ।

"শশামাক্রন্দিত ধ্বানো নচ চৌরো ব্যভাবত।"

(রাজতর° ৩।১৮)

ধ্বানায়ন (পুং স্ত্রী) ধ্বনস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং অশ্বাদি° ফঞ্। ধ্বন ঋষির গোত্রাপত্য।

ধ্বান্ত (ক্লী) ধ্বন-ক্ত-প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু (ক্ষুব্ধ স্বান্ত ধ্বান্তেতি। পা ৭।২।১৮) ১ অন্ধকার, তমঃ।

"কপাতপত্রাবৃতপূর্বরন্ধ্র-

মুদ্ভিন্নধ্বান্ত ধ্বান্ত বৃণান্তভোগো।" (মাঘ° ৩।৮।৩৩)

২ তমঃপ্রধান নরকভেদ। ৩ নরকভেদ। এই ধ্বান্ত শব্দ অন্তস্থলে থাকিলে এইরূপ হইবে।

ধ্বান্তবিত্ত (পুং) ধ্বান্তে অন্ধকারে বিত্তঃ প্রথিতঃ। খদ্যোত। (শব্দর°)

ধ্বান্তশাত্রব (পুং) ধ্বান্তস্য শাত্রবঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। ৪ শোনাক বৃক্ষ। (শব্দচ°) ৫ শ্বেতবর্ণ।

ধ্বান্তারাতি (পুং) ধ্বান্তস্য অরাতিঃ। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি।

ধ্বান্তোন্মেষ (পুং) ধ্বান্তে উন্মেষঃ প্রকাশো যস্য। খদ্যোত, জোনাকীপোকা।

ন

ন, নকার। ব্যঞ্জনবর্ণের বিংশবর্ণ এবং ত বর্গের পঞ্চমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। "দন্ত্যা লৃতুলসাঃ স্মৃতাঃ।" (শিক্ষা ১৭।) পর্য্যায়—মেষ, দীর্ঘা, সৌরি। (বীজাভিধান) এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন এবং জিহ্বাগ্রদ্বারা দন্তমূলের সম্যক্ স্পর্শ।

বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ। ইহার বাচক শব্দ—

"নো গর্জ্জিনী ক্ষমা সৌরির্বারুণী বিশ্বপাবনী।
মেষশ্চ সবিতানেত্রং দন্তরো নারদোঽঞ্জনঃ॥
ঊর্দ্ধগামী দ্বিরণ্ডশ্চ বামপাদাঙ্গুলের্নখঃ।
বৈনতেয়ঃ স্তুতি র্বস্থ্ভবা হ্নর্বা নিরাগমঃ॥
বামনো জ্বালিনী দীর্ঘো নিরীহঃ সুগতির্বিয়ৎ।
শব্দাত্মা দীর্ঘঘোণা চ হস্তিনাপুরমেচকৌ॥
গিরিনায়কনীলৌ চ শিবোঽনাদি র্মহামতিঃ।" (বর্ণাভিধান তন্ত্র)

গর্জ্জিনী, ক্ষমা, সৌরি, বারুণী, বিশ্বপাবনী, মেষ, সবিতা, নেত্র, দন্তর, নারদ, অঞ্জন, ঊর্দ্ধগামী, দ্বিরণ্ড, বামপাদাঙ্গুলি-নখ, বৈনতেয়, স্তুতি, বস্থ্ভব, অনর্বা, নিরাগম, বামন, জ্বালিনী, দীর্ঘ, নিরীহ, সুগতি, বিয়ৎ, শব্দাত্মা, দীর্ঘঘোণা, হস্তিনাপুর, মেচক, গিরিনায়ক, নীল, শিব, অনাদি ও মহামতি এই সকল শব্দ নকারের বাচক।

লিখন-প্রণালী—

"বামতঃ কুণ্ডলীরেখা ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতঃ স্থিতা।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা সা মাত্রা বাণী প্রকীর্ত্তিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ঊর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়া বামদিকে একটী কুণ্ডলী করিয়া দিবে, তাহা হইলে নকার হইবে, ইহা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ এবং বাণী নামে অভিহিত।

ইহার ধ্যান—

"ধ্যানমস্য নকারস্য বক্ষ্যতে শৃণু ভাবিনি।
দলিতাঞ্জনবর্ণাভাং ললজ্জিহ্বাং সুলোচনাং॥
চতুর্ভুজাং কোটরাক্ষীং চারুচন্দনচর্চ্চিতাং।
কৃষ্ণাম্বরপরীধানামীষদ্ধাস্যমুখীং সদা॥
এবং ধ্যাত্বা নকারস্য তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই নকারের ধ্যান কথিত হইতেছে, বর্ণ অতিশয় কৃষ্ণ, ললজ্জিহ্বা, সুলোচনা, চারিহস্তযুক্তা, চক্ষুকোটরপ্রবিষ্টা, চারুচন্দনাদিচর্চ্চিতা, পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। এইরূপে নকারের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে।

নকারের স্বরূপ—

"নকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিং।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি॥" (কামধেনুতন্ত্র)

এই নকার স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটি বিদ্যুল্লতা সদৃশী, ইহার আকৃতি পঞ্চদেবময় এবং পঞ্চ প্রাণাত্মক। মাতৃকান্যাসে এই নকার বামপাদের অঙ্গুলি নখে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের বিন্যাস করিলে সুখ হয়।

"দো ধঃ সৌখ্যং মুদং নঃ।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

২ অনুবন্ধবিশেষ। "নঃ স্বাদিঃ পো মুচাদিঃ।" (কবিক°)

ন এই শব্দ মুগ্ধবোধের মুচাদিগণবোধক।

ন (অব্য) নহ বন্ধনে নশ নাশে বা—ড। ১ নিষেধ। পর্য্যায়—নহি, অ, নো, অভাব, অনা, না। (ভরত)

"অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥" (মনু ৬।৪৭।)

২ উপমা। ৩ নঞর্থ। ৪ নকারস্বরূপবর্ণ। ৫ বন্ধ। ৬ সুগত। ৭ হিরণ্য। ৮ স্তুত। ৯ রত্ন। (একাক্ষরকোষ।)

[নঞ্‌ দেখ।]

নই (দেশজ) ১ নূতন। ২ নবতি, ৯০।

নইচা (দেশজ) হুকার নল।

নইন্‌সিং, পণ্ডিত নইন্ সিংহ নামে খ্যাত। একজন প্রসিদ্ধ অনুসন্ধানী ও ভূতত্ত্ববিৎ। প্রায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি রবার্ট শ্লজেণ্টবাইটের সহিত হিমালয় জরীপ করিতে নিযুক্ত হন। বহুদিন উক্ত সাহেবের সহকারী রূপে থাকিয়া হিমালয়ের অনেক প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ইনি আপন প্রভুর সহিত মধ্যএসিয়ার প্রাকৃতিক ভূবৃত্তান্ত স্থির করিবার জন্য অসমসাহসে বহু দুর্গম স্থান পর্য্যটন করিয়া ছিলেন। রবার্টের হত্যার পর ইনি নিজ গ্রামে আসিয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন।

বৃটীশ গবর্মেণ্টের ত্রিকোণমিতির পরিদর্শক ও অনেক বড় সাহেবই নইন্‌সিংহের কার্য্যকুশলতা অবগত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রিকোণমিতির জরীপবিভাগের কর্ণেল মণ্ট-গোমারি নইন্‌সিংহকে ডাকাইয়া আনিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে কোন বিদেশীই তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই; কিন্তু অসীম অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সতর্কতার গুণে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নইন্‌সিং লাসা নগরীর প্রকৃত ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের খ্যাতিভাজন হইলেন। তৎপরবর্ষে ইনি থোক্-জলঙ্গের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ খণি পরিদর্শন করেন। পরে সাতবৎসর কাল তুষারগহ্বরে অবস্থান করিয়া তিব্বতের পশ্চিম হইতে

পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান দর্শন করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই সুদীর্ঘ প্রবাসকালে ইনি দলই লামার রাজধানী-দর্শন, নানা বিবরণ-সংগ্রহ ও সান্‌পু নদীর গতি সম্বন্ধে অনেক অভিনব তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে লামার বেশ পরিধান করিয়া লেহ হইতে বাহির হইয়া তিব্বতের সীমা অতিক্রম করেন। পরে ইহাকে রদথ হইতে ১৫ মাইল হাঁটিয়া ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে ৮০০ মাইল অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়া যাইতে হয়। এই নব প্রদেশের মধ্য দিয়া সান্‌পু নামক তিব্বতের মহানদী প্রবাহিত, উভয় দিকে সমুচ্চ গিরিমালা ভূষিত। সেই গিরিমালা পূর্ব্বদিকে গাইরি নামক গিরিশৃঙ্গ হইতে তোঙ্‌রিনর নামক হ্রদের দক্ষিণে অঙ্গলা শৃঙ্গমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে (অর্থাৎ দ্রাঘি° ৮১° পূঃ হইতে ৯০° ৩০´ পূঃ পর্য্যন্ত)। ইনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতায় ১৩৯০০ হইতে ১৬০০০ ফিট্ হইবে। সেই পথে বহুতর স্বর্ণের খনি, অংসখ্য হ্রদ ও স্রোত-স্বতী এবং উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত। ঐ সকল তাঁবুর মধ্যে ভ্রমণশীল জাতি বাস করে। তাহারা স্ব স্ব পালিত পশ্বাদির খাদ্যোপযোগী তৃণ ও জল সংগ্রহ করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যায়।

নইন্‌সিং তেঙ্‌রিনর হ্রদের ঈশানকোণ ধরিয়া দক্ষিণা-ভিমুখে লাসা নগরীতে গমন করেন। তথায় ছদ্মবেশে তিন মাস অবস্থান করেন। এ সময়ে কেহ তাঁহাকে ইংরাজের চর বলিয়া জানিতে পারে নাই। তৎপরে এক পরিচিত মুসলমান বণিকের সহিত তাঁহার দেখা হয়। পাছে সে ব্যক্তি তাঁহার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তিব্বত পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার যত্নে সান্‌পু নদীর কূলবর্ত্তী ১০০ মাইল স্থান নূতন আবিষ্কৃত হয়। প্রত্যাগমন কালে নইন্‌সিং ভোটান গিরিমালার উপর দিয়া চেতঙ্গ হইয়া তবঙ্গ দিয়া আসাম প্রদেশে প্রবেশ করেন। উদলগিরিতে বসিয়া নইন্ আপনার কার্য্য সমাধা করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ কলিকাতায় উপস্থিত হন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট ইহার মহৎ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে এক জায়গীর দেন। ইনি বিলাতে রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটী হইতেও প্রশংসাসূচক এক স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মাঘমাসে এই উদ্যোগী পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ্ করেন।

নওআইত, অর্থাৎ নবাগত। দাক্ষিণাত্যবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান। প্রায় ৩০০ বর্ষ হইল, ইহারা আরব হইতে ভারতে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা অপরাপর মুসলমানের পর নবাগত বলিয়া নওআইত নাম হইয়াছে। ইহাদের সকলেই সুপুরুষ, শরীরের রঙ্ ঠিক ইংরাজের মত; বিশেষতঃ ইহাদের রমণীগণ অতি সুন্দরী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের রঙ্ যেন দুধে আল্তায় মিশান। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, সহস্রাধিক বর্ষ গত হইল, সিরাকের শাসনকর্ত্তা হাসিম বংশীয় কোন কোন ব্যক্তিকে পারস্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাঁহারা সপরিবারে জাহাজে পারস্যসাগর দিয়া কেহ ভারতের পশ্চিমাংশে কোকণ প্রদেশে, কেহ বা কন্যাকুমারীতে অবতরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত বংশের সন্তান সন্ততিগণ নওআইত বা নবাগত এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বংশধরগণ লব্বই নামে অভিহিত হইলেন। এইরূপে লব্বইগণ নওআইতের সহিত এক বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু লব্বইদিগের আকৃতি দেখিলে তাহা বোধ হয় না, ইহাদিগকে আসিরীয় বলিয়া বোধ হয়। নওআইতেরা লব্বইদিগকে এক বংশীয় বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, লব্বইরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রক্ষিত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীগণের সন্তান। নওআইতগণ ভারতীয় অপর কোন মুসলমান বা উচ্চসম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় না। সেই জন্য এই শ্রেণীর মধ্যে এখনও পিতৃপুরুষগণের খাটী রক্ত প্রবাহিত। কর্ণাটকের নবাবগণও এই জাতিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইহারা কেহ সমর বিভাগে কার্য্য করে না। সকলেই অপরাপর কাজ কর্ম্ম করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

নওবৎ (পারসী) নহবৎ, বাদ্যভেদ। নবাবী আমলে এই বাদ্যের বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু এখনকার মত তৎকালে যে সে লোক এই বাদ্য বাজাইতে পারিত না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নবাবের অনুমতি লইয়া নওবৎ বাজাইতে পারিতেন।

নওরোজ, নববর্ষের প্রথমদিন। সকল সভ্যজাতিই বর্ষের প্রথম দিনে উৎসব করিয়া থাকে। পারসিকগণ মার্চমাসে, ইংরাজগণ ১লা জানুয়ারী, পারস্যের মুসলমানেরা যে দিন মেষরাশিতে সূর্য্য আগমন করেন সেইদিন, নওরোজ করে। হিন্দুরা পূর্ব্বে ১লা অগ্রহায়ণ হইতে নববর্ষ গণনা করিত, এখন ১লা বৈশাখ হইতে গণনা করেন।

নওবৎখানা (পারসী) যে মঞ্চে বসিয়া নহবৎ বাদ্য হয়।

নংশ (পুং) নাশন। "ঘোষেব শংসমর্জ্জুনস্য নংশে।" (ঋক্ ১।১২২।৫) 'নংশে নাশনায়' (সায়ণ।)

নংশন (ক্লী) নংশ-ল্যুট্। নাশন।

নংশুক (ত্রি) নশ্যতীতি নশ-শুকন্ নুমাগমশ্চ। (পচিনশোর্ণুকন্-কমুমো চ। উণ্ ২।৩০।) ১ নাশক। ২ অণু।

'নংশুকোংশু বাচকঃ।' (উজ্জ্বল।)

নংষ্টৃ (ত্রি) নশ-তৃচ্, নুম্চ্ (মস্‌জিনশোর্ঝলি। পা ৭।১।৬০।) নাশাশ্রয়, নাশ-প্রতিযোগী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

নংষ্টব্য (ক্লী) নশ-তব্য, 'মস্‌জিনশোর্ঝলি' ইতি সূত্রেণ নুম্। নাশের যোগ্য, নাশপ্রতিযোগী।

নঃক্ষুদ্র (ত্রি) নসা নাসিকয়া ক্ষুদ্রঃ। ক্ষুদ্রনাসিক। (হেমচন্দ্র)

নক্ (অব্য) নশ-ক্বিপ্ বাহুলকাৎ কুত্বং। রাত্রি।
"অপস্বসুরুষসো নগ্‌জিহীতে।" (ঋক্ ৭।৭১।১)
'নক্ নক্তং রাত্রিরপ' (সায়ণ।)

নকচিকনী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

নকল (আরবী) ১ আদর্শানুরূপ প্রতিলিপি। ২ অনুকরণ। ৩ ভাঁড়াম।

নকল্-উস্-শয়তান, জাঞ্জিবর দেশজাত এক জাতীয় খর্জ্জাকার খর্জ্জুর বৃক্ষ। ইহাকে আরবী ভাষায় "শয়তানের খর্জ্জুর" বলে। ইহার গুঁড়ি নাই বলিলেই চলে। ইহার বহু শাখা জন্মে। প্রত্যেক শাখার মধ্যকাষ্ঠ মানুষের ঊরুর ন্যায় স্থূল। শাখা গুলি ৩০।৪০ ফিট্ দীর্ঘ হয়। ইহার পত্র খুব বিস্তৃত হয়।

নকলনবীশ (পারসী) যাহারা নকল করে।

নকলনবীশী (পারসী) নকলনবীশের কার্য্য, কেরাণিগিরি।

নকলবয়ান্ (পারসী) হস্তলিপি পাঠ করা।

নকলবরদার (পারসী) প্রতিলিপি-লেখক, যাহারা নকল করে।

নকলবরদারী (পারসী) প্রতিলিপির ব্যয়।

নকলিয়া (আরবী) নকল বা অনুকরণকারী।

নকাট, এক প্রকার অম্লমধুর ফল।

নকাতিয়া (সিংহলী) সংস্কৃত নাক্ষত্রিক। সিংহলের দৈবজ্ঞ। ইহারা বৎসরের ফলাফল, জলবায়ুর শুভাশুভ ও জাতকগণনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ইহাদের যেরূপ বৃত্তি ছিল, এখনও প্রায় তদ্রূপ আছে, বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সিংহলে ফলিত জ্যোতিষের বড় আদর, অতি উচ্চশ্রেণী হইতে অতি নিম্নশ্রেণীর কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই এই বিদ্যাশিক্ষা করে অথবা কিছু কিছু জানে। তথায় বাদ্যকরেরাই প্রধানতঃ নকাতিয়া (দৈবজ্ঞ) নামে খ্যাত। ইহারাই প্রধানতঃ লোকের অদৃষ্ট ফলাফল গণনা করিয়া বেড়ায়।

নকার (পুং) ন স্বরূপবর্ণ।

নকার্চি, বোম্বাইয়ের বিজাপুর-জেলাবাসী একদল মুসলমান নাগারা-বাদক। তথায় এই ব্যবসায়ী এক শ্রেণীর হিন্দুও আছে, কিন্তু তাহারা এই নামে উক্ত হইলেও ততটা প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহাদের সংখ্যা অল্প। এই নামের মুসলমানেরা দীর্ঘচ্ছদ, মুণ্ডিতমস্তক, শ্মশ্রুধারী, ঈষৎ পীতবর্ণ। ইহারা হিন্দুর ন্যায় পাগড়ি বাঁধে ও ধুতি পরে। ইহাদের স্ত্রীরাও হিন্দু-পরিচ্ছদ পরে। ইহাদের অবরোধপ্রথা নাই, তবে স্ত্রীলোকেরা কোন কার্য্য করে না। যাহারা কেবল জাতীয় ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের অবস্থা তত ভাল নহে। ইহারা পরিশ্রমী ও মিতাচারী। ইহারা কেবল স্বসম্প্রদায়ে বিবাহ করে। ইহারা অন্য মুসলমানের ন্যায় গোমাংস ভোজন করে না এবং হিন্দুদেবতার পূজা দিয়া থাকে। ইহারা হানফীমতের সুন্নি মতাবলম্বী।

নকি, মুসলমানগণের দ্বাদশ ইমামের মধ্যে একজন। ইহার পূর্ণ নাম আলী নকি। ইমাম গণনায় ইনি দশম। ইনি আলীর বংশোদ্ভব। ইনি নবম ইমাম মহম্মদ তকির পুত্র। ৮২৮ খৃষ্টাব্দে (২৫৫ হিজিরায়) ইহার জন্ম হয়। বোগদাদের অন্তর্গত সরমনরায় (সামিরা) নামক স্থানে ইহার সমাধি-মন্দির আছে।

ন-কি, ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতের উত্তরবর্ত্তী এই নামে এক দেশের বিবরণ পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান উহা বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত রকুল নামক জনপদ।

নকিঞ্চন (ত্রি) নাস্তি কিঞ্চন যস্য, অত্র নঞর্থস্য ন শব্দস্য 'সহ সুপেতি' সমাসঃ। অকিঞ্চন, দরিদ্র, যাহার কিছু নাই।
"সর্ব্বকাম রসৈর্হীনাঃ স্থানভ্রষ্টা নকিঞ্চনাঃ।"
(ভারত উ° ১৩২ অ°)
সমাস বিষয় নঞের লোপে 'অকিঞ্চন' এইরূপ হয়।

নকিম্ (অব্য) ন-কিম্ চ চাদিপাঠাৎ অব্যয়ত্বং নশব্দেন সমাসঃ। বর্জ্জনার্থ। (মনোরমা।)

নকিস্ (অব্য) ন কিম্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। নিবারণ, বর্জ্জন।
"যস্য শর্ম্মন্নকি র্দেবা বারয়ন্তে" (ঋক্ ৪।১৭।১৯।)
'দেবা নকির্বারয়ন্তে নিবারণং ন কুর্ব্বন্তি' (সায়ণ।)

নকিব খাঁ, (নকীব) মোগলসম্রাট্ অকবরের সময়ের একজন নয়শতী মনসবদার। ইহার আসল নাম মীর গিয়াস্-উদ্দীন্ আলী। ইহার পিতার নাম মীর আবদুল লতিফ। ইরাণের অন্তর্গত কোয়াজবিন নামক স্থানে ইহাদের বংশের চির বাস। ইহারা সৈফী সৈয়দ। দেশে ইহারা সুন্নি মতাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পিতামহ মীর এহিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রদর্শী প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। মীর এহিয়ার ইতিহাস জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তিনি মুসলমান ধর্ম্মসংস্থাপনাবধি নিজ সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনার তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক বলিতে পারিতেন। এহিয়া পারস্যরাজ শাহ্ তমাস্প-ই-সফবী কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া যথেষ্ট উন্নতি করেন। শেষে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায়

বিনা অপরাধে পারস্তরাজ কর্তৃক ইস্পাহানে বন্দী ও কারাগারেই কাল-কবলিত হন। মীর আবদুললতিফ পিতার বন্ধনাদেশের সংবাদ পাইয়া গিলান নামক স্থানে পলায়ন করেন, পরে দিল্লীর সম্রাট্ হুমায়ুনের আহ্বানানুসারে হিন্দুস্থানে আসেন। অকবরের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ইনি সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজ্যারোহণের দ্বিতীয়বর্ষে অকবর মীর আবদুল লতিফকে নিজ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় অকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। নকিবের শিক্ষকতায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাদশা হাফেজ পড়িতে ও আবৃত্তি করিতে শিখিলেন। মীর-সাহেব নিজে ধর্ম্ম বিষয়ে বড় সরল সুবিবেচক ছিলেন। ইনিই অকবরকে 'শুল্-ই-কুল্' অর্থাৎ 'সকলের সহিত শান্ত ব্যবহার' শিক্ষা দেন। যখন বৈরাম খাঁ রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া আগরা ত্যাগ করিয়া আবলআরাভিমুখে বিদ্রোহানল জ্বালাইবার জন্য যাইতেছিলেন, সেই সময় অকবর এই মীরসাহেবকে পাঠাইয়া দেন। ইনিই রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে ইহা বুঝাইয়া বৈরামকে শান্ত করেন। ৯৮১ হিজিরায় সিক্রীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার ৩ পুত্র, ১ম নকিব খাঁ, ২য় কামার খাঁ ও ৩য় মীর মহম্মদ শরীফ। ফতেপুরে সম্রাট্ অকবরের সহিত একদিন অশ্বক্রীড়া করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া মীর শরীফ মারা যান। মীর কামার খাঁ পঞ্চশতী মনসবদার হইয়া মুনিমখার অধীনে বাঙ্গালা, শিহারের অধীনে গুজরাট ও টোডরমল্লের অধীনে বিহারে সেনাপতি ছিলেন। সুলতান বিলহারীর যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নকিব খাঁ এদেশে আসিবার পর হইতেই সম্রাট্ অকবরের বিশেষ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুনিমখাঁ খাঁ জমানের নামে অনুযোগ করিলে অকবর খাঁজমানের উপর চটিয়া যান, কিন্তু নকিব খাঁ তাঁহাকে অনুরোধ করায় খাঁ জমানকে তিনি ক্ষমা করেন। যখন সম্রাট্ পাটন আহম্মদাবাদ ও পাটনায় গমন করেন। (রাজ্যারোহণের ১৮শ। ১৯শ বর্ষে) তখন নকিব খাঁ সঙ্গে ছিলেন। অকবরের রাজত্বের এক বংশবর্ষে ইনি ইদরের যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিলে পরবৎসর গুজরাটে সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। বাঙ্গালায় বিদ্রোহ ঘটিলে টোডরমল্লের অধীনে ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা কামার খাঁ যুদ্ধ করেন। বিহারে মাসুমী কাবুলীর সহিত যুদ্ধে ইঁহারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অকবরের রাজত্বের ২৩শ বর্ষে ইনি নকিব খাঁ আখ্যা প্রাপ্ত হন।

তজকিরাত-উল্-উমরা নামক ইতিহাসপ্রণেতা কেবল-রামের মতে গয়ার যুদ্ধে মাসুমীকাবুলী যে দিন রাত্রিতে টোডরমল্লের সৈন্য গুপ্তভাবে আক্রমণ করে, সেদিন নকিব খাঁ যে বীরোচিত সাহস ও কৌশল সহকারে তাহাঁকে বিধ্বস্ত করেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হয়। আবুল-ফজল এই নৈশ যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নকিব খাঁর কোন উল্লেখ করেন নাই। অকবরের রাজত্বকালে যদিও নকিব খাঁ হাজারী পদ পান নাই, তবুও দরবারে তাঁহার বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। তিনিই অকবরের পাঠক ছিলেন।

অকবর যখন মহাভারত পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান, তখন এই নকিব খাঁর প্রতি তাহার অধ্যক্ষতার ভার ছিল। ইঁহার সহিত বদাউনী, মৌলানা আবদুল কাঁদের ও থানেশ্বরী সেখ সুলতানও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতের পর ইঁহারাই রামায়ণানুবাদের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারিখি আলর্কি নামক ইতিহাসের অধিকাংশ নকিব খাঁর লিখিত।

নকিবের এক পিতৃব্য ছিলেন; তাঁহার নাম কাজীইসা। ইনিও ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল, নাম শাহগাজী খাঁ। অকবরের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা মির্জ্জামহম্মদ হাকীমের সহোদর সাকিনা বানুবেগমের সহিত অকবর এই গাজী খাঁর বিবাহ দেন। অকবরের ৩৮শ রাজ্যস্থ বর্ষে নকিব খাঁ তাঁহাকে বলেন, যে গাজী খাঁর আসন্নকাল উপস্থিত, কিন্তু তিনি স্বীয় কন্যাকে অকবরের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। ভাগিনেয়ী সম্পর্ক হইলেও অকবর আসন্নমৃত্যু গাজী খাঁর অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই প্রস্তাবিত বিবাহ সমাধা করেন।

জাহাঙ্গীরের সময়ে নকিব খাঁ ১৫ শতী মনসবদার হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) আজমীরে নকিবের মৃত্যু হয়। ইনি মুনশী উল্ মালিক মীর মামুদের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পূর্ব্বেই ইঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং আজমীরে মুইনি চিস্তীর দরগায় ইঁহাদের কবর হয়। নকিবের আফতুল লতিফ নামে এক পুত্র ছিল। বিদ্যাবত্তার জন্য তাহার খ্যাতিও ছিল, যুসফ খাঁর এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শেষে তিনি উন্মাদ হইয়া যান।

নকীম্ (অব্য) ন কিম্ পৃষোদরা° সাধুঃ। নিবারণ, বর্জ্জন।

নকীব (আরবী) রাজার উপাধি ও যশোঘোষক অনুচর বিশেষ।

নকুচ (পুং) ন কুচতি কুচ সঙ্কোচে ন শব্দেন সমাসঃ। ১ মান্দার। ২ ডহুবৃক্ষ।

নকুট্ (ক্লী) ন কুণ্ঠতি কুট-ক, ন শব্দেন অত্র সমাসঃ। নাসিকা।

নকুল (পুং) নাস্তি কুলং যস্য, সমাসে নঞো নলোপঃ। (নভ্রাণ ন পাদিতি। পা ৬।৩।৭৫)

চতুষ্পদ, স্তন্যপায়ী মাংসাশী জন্তুভেদ। পৃথিবীতে নানা-প্রকার নেউল আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা প্রায় ২০ প্রকার নেউয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা সকল নেউলকে *Herpestes* (Elliger) জাতি ভুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের সংস্কৃত বৈদ্যক ভাবপ্রকাশে নকুলের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"স্থূলপুচ্ছো রক্তনেত্রো বভ্রুদেহঃ স নকুলঃ।"

লেজ মোটা, চক্ষু লাল ও দেহ পিঙ্গল বর্ণ হইলে তাহা নকুল বলা যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—

কোনটীর দন্ত $\frac{৫-৫}{৫-৫}$, কোনটীর $\frac{৬-৬}{৬-৬}$, আবার কোনটীর $\frac{৬-৬}{৭-৭}$

কর্ণদ্বয় ক্ষুদ্র ও গোলাকার, পায়ের পাঁচটী অঙ্গুলি লম্বা চৌওড়া বাঁকা থাবাযুক্ত। লেজ লম্বা, শেষের দিক্ মোটা, লোম বড় বড়, কর্কশ ও নানা বর্ণ যুক্ত। ভারতীয় নেউলের মুখাগ্র সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, চক্ষু ক্ষুদ্র, প্রত্যঙ্গগুলি খাট খাট, পায়ের পঞ্চাঙ্গুলি ঝিল্লীদ্বারা পরস্পর আবদ্ধ। স্ত্রীগণের স্তনে চারিটী করিয়া বাঁট থাকে। জিহ্বা সরু সরু কণ্টকবিশিষ্ট। এই জাতির কোন কোন শ্রেণীর বিস্তৃত মলাশয়, তাহাতে কোন রকম গন্ধ দ্রব্য থাকে না, তাহার তলদেশে গুহ্যদ্বার থাকে।

এদেশে বৃহদাকার নকুলকে সাধারণতঃ 'নেউল' ও ছোট গুলিকে 'বেজি' বলে। সংস্কৃত পর্য্যায় পিঙ্গল, সর্পহা, বভ্রু, কোটির, সর্পতৃণ, সূচীবদন, সর্পারি, লোহিতানন। মধ্য ও উত্তরভারতে নেওয়াল, নেউল বা নেবারা, বেহারে বেজি বা বিজি, গোণ্ডেরা কোরাল, তৈলঙ্গে যেন্তবা বা কোন্ত যেন্তবা, কণাড়ায় মঙ্গলী, মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে মঙ্গুস্ কহে। হিরোদোতসের গ্রন্থে ইকুনেউতি (Ichneutæ) আরিষ্টটল্, দিওদোরস্, ষ্ট্রাবো, ইলিয়ান্ প্রভৃতির গ্রন্থে 'ইকনেউমন্ (Ichneumon) নামে বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের 'মঙ্গুস্' নাম হইতেই ফরাসীরা 'মঙ্গুস্তে' এবং য়ুরোপীয় বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ এই জাতির 'মঙ্গুস্তা' (Mangusta) নামকরণ করিয়াছেন।

ভারতে প্রধানতঃ ৭ প্রকার নেউল দেখা যায়। বঙ্গদেশে যে সকল নেউল দেখা যায়, বর্ত্তমান প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ তাহার নাম দিয়াছেন Herpestes malaccensis or the Bengal Mungoos—ইহার মস্তক ও দেহের দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চ, পুচ্ছ ১০ কি ১১ ইঞ্চ, বর্ণ লালচে, কটা ও পিঙ্গল, কর্ণ, মুখ ও অবয়ব লালচে, কণ্ঠ ও বক্ষস্থল ক্ষীণ পীতবর্ণ, লোম বেশ কুঁচি করা। আসাম, ব্রহ্ম ও মলয় দ্বীপেও এই শ্রেণীর নকুল দৃষ্ট হয়। ইহারা এককালে ৩।৪টী ছানা প্রসব করে। এইরূপ দেখিতে অথচ আয়তনে ২।৩ ইঞ্চ বড় এক শ্রেণীর নকুল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারাই সাধারণতঃ মঙ্গুস্ (Herpestes griseus or the Madars Mungoos) নামে খ্যাত। ইহাদের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ, লোমাবলী পীতাভ ধূসর। শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চ ও পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা যায়।

উপরে যে দুই জাতির কথা বলা হইল, ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আর যে কয়প্রকার আছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম Herpestes monticolus (দীর্ঘপুচ্ছ), Herpestes Smithii (মান্দ্রাজের রাঙ্গা নেউল), Herpestes Nipalensis (নেপালের স্বর্ণবিন্দু নকুল), Herpestes fuscus (নীলগিরির কটা নেউল), Herpestes vitticollis (গলায় ডোরাদার নেউল) এ ছাড়া আসাম অঞ্চলে এক জন্তু (urva cancrivora) দেখা যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তাহার নাম দিয়াছেন the Crab-mungoos অর্থাৎ কাঁকড়া-নেউল। এই জন্তুর স্বভাব নেউলের মত, দেখিতে কাল ও পিঙ্গল, এক একটা দেড় হাত বড় হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ য়ুরোপে H. Widdringtonii, আফ্রিকায় H. Caffer, আবিসিনিয়ায় H. Mutgigella, উত্তমাশা অন্তরীপে H. apiculatus, যবদ্বীপে H. Javanicus, মালাক্কায় H. brachyures, দক্ষিণ অফ্রিকায় H. punctulatus, মিসরে H. Ichneumon (Egyptian Ichneuneon) প্রভৃতি কএক প্রকার নেউল আছে।

নেউল।

খোলা মাঠে, ঝোপে, জঙ্গলে, পুকুরের পাড়ে, গর্ত্তে নেউলেরা বাস করে। যে সকল পাখী মাঠে বা পুষ্করিণীর তীরে চরিয়া বেড়ায়, ইহারা তাহাদের ঘোর শত্রু। অনেক সময়েই ইহারা পোষা পায়রা, হাঁস বা তোতা পাখী ধরিয়া কেবল রক্তপান করিয়া ছাড়িয়া দেয়। সুবিধা পাইলেই ইহারা গৃহ-মধ্যে ঢুকিয়া খাঁচায় ভিতর হইতে পালিত ময়না, শালিক

প্রভৃতি পাখী টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। যেখানে বহুসংখ্যক নেউলের বাস, সেখানে হাঁস মুরগী প্রভৃতির ডিম রক্ষা করা বড় কষ্টকর। ইহারা ডিম খাইতে বড় ভালবাসে।

'সাপে নেউলে' চিরশক্রতা, এ প্রবাদ ভারতের ও যবদ্বীপের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস, সাপে নেউলে দেখা হইলেই বিবাদ বাধে। নেউলকে সাপে কামড়াইলে নেউল তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী ঝোপে গিয়া ঔষধ খাইয়া আসে, তাই সর্প-দংশনে নেউলের কোন ক্ষতি হয় না।

মরাঠীদিগের বিশ্বাস, নকুলী বা মঙ্গুস্‌বেল নামে একপ্রকার লতা আছে, তাহার মূলই সর্প-বিষহরণে সমর্থ। কিন্তু জের্ডন প্রভৃতি অধুনাতন প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ এ প্রবাদ বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, নেউলের কঠিন চর্ম্মে সহসা সর্পবিষ প্রবেশ করিতে পারেনা, সেইজন্য সর্পদংশনে সহজে ইহাদের কিছু হয় না। সাপে নেউলে যুদ্ধ বাধিলে অধিকাংশ স্থলে নেউলই জয়ী হয় ও সাপ মরিয়া যায়। কিন্তু নেউলেরা সহজে সাপের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। গোখুরা প্রভৃতি বিষধর সম্মুখে পড়িলে প্রথমতঃ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে। তবে যদি কোন রকমে সরিতে না পারে ও সর্পকবলে পতিত হয়, তাহা হইলে মহাবিক্রমে সর্পকে আক্রমণ করে। মহাবিষধর সর্পও নকুলের কৌশলে পরাস্ত ও নিহত হয়। এদেশে বহুদিন হইতে সকলের বিশ্বাস, নেউল ডিঙ্গাইয়া গেলে সর্প দ্বিখণ্ড হইয়া পড়ে। এ বিশ্বাসের কথা অথর্ব্ববেদেও আছে—

"যথা নকুলো বিচ্ছিদ্য সংদধাত্যহিং পুনঃ।" (অথর্ব্ব° ৬।১৩৯।৫।)

তবে যদি কোন প্রকারে সর্পের বিষ নকুলের চর্ম্মভেদ করিয়া চর্ম্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা নাই।

আরিষ্টটল্ লিখিয়াছেন,—মহাবিষধর সর্পের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে যতক্ষণ আর কোন নেউল আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ শক্রকে আক্রমণ করে না। বিষ যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য নেউলেরা আক্রমণের পূর্ব্বে জলে ডুব দিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভাল করিয়া কাদা মাখিয়া লয়।

এদেশে যেমন সাপে নেউলে বিরোধের কথা প্রচলিত, প্লিনির গ্রন্থে কুম্ভীর ও নেউল সম্বন্ধে বড় এক আশ্চর্য্য কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্লিনি লিখিয়াছেন, কুম্ভীর যখন মুখ মেলিয়া নিদ্রা যায়, নেউল শাণিত অস্ত্রের ন্যায় তীব্রবেগে কুম্ভীরের মুখ দিয়া কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া নাড়ীভুঁড়ি চিবাইয়া বাহির করে। কিন্তু এখনকার প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ প্লিনির এ কথায় কিছুমাত্র আস্থা করেন না। তবে এই মাত্র জানা গিয়াছে, যেখানে বহু কুম্ভীরের বাস, সেখানে বহু সংখ্যক নেউলও বাস করে। ইহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত কুম্ভীরের ডিম্ব বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। তাহাদের এই শক্রতানিবন্ধন কুম্ভীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না।

নেউল ইন্দুরেরও মহাশক্র। এক একটা নেউল শত শত ইন্দুর মারিয়া তাহাদের রক্তপান করে। বেনেট সাহেব দেখিয়া লিখিয়াছেন, একটী ছোট ঘরের মধ্যে একটা নেউল দেড় মিনিটের মধ্যে ১২টা বড় বড় ধাড়ী ইন্দুর মারিয়া ছিল। মহাভারতেও নকুলের আহার ইন্দুরের কথা আছে—

"সর্ব্বৈঃ সত্ত্বা হি জীবন্তি দুর্ব্বলৈর্বলবত্তরাঃ।
নকুলো মূষিকানত্তি বিড়ালো নকুলস্তথা॥" (ভারত ১২।৫।২০।)

পূর্ব্বকালে মিসরবাসীরা নেউলের পূজা করিত। নেউল মরিলে তাহাকে একটী পবিত্র পেটিকা মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। গৃহপালিত বিড়ালের প্রতি যেমন যত্ন, মিশরবাসীরা তদপেক্ষা নকুলের অধিক যত্ন লইত; ইহাদিগকে দুধ মাছ দিয়া পুষিত এবং কেহ নকুল বিনাশ করিলে রাজদ্বারে তাহার দণ্ড হইত। মিসরের ন্যায় ভারতেও নকুলহত্যা নিষেধ ছিল মনুসংহিতায় লিখিত আছে, নকুলহত্যা করিলে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (মনু ১১।১৩।)

মনুসংহিতার একস্থানে আছে, ঘৃত অপহরণ করিলে নকুল-যোনিতে জন্ম হয়। (মনু ১২।৬২।)

বৈদ্যক মতে নেউলের মাংসের গুণ—পিচ্ছিল, বাতনাশক, শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজনি°)

এই জন্তু পুষিলে বিড়ালাদির মত সহজেই পোষ মানে। নানা স্থানে পোষা নেউল পাওয়া যায়। নেউল পুষিলে গৃহে সর্প বা ইন্দুরের উৎপাত থাকে না।

২ মহাদেব, শিব।

"যুধিষ্ঠিরস্য যা কন্যা নকুলেন বিবাহিতা।
পূজিতা সহদেবেন সা কন্যা বরদা ভবেৎ॥" (বিদগ্ধমুখম°)

৩ পাণ্ডুরাজের চতুর্থ পুত্র, এই পুত্র মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় হইতে জন্মে। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ আছে, পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হইয়া যে সময় পত্নীদ্বয়ের সহিত বনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কুন্তী স্বীয় বরপ্রভাবে তিনটী পুত্র প্রসব করেন, মাদ্রী কুন্তীর পুত্র হইতে দেখিয়া নিজের যাহাতে পুত্র হয়, এই জন্য পাণ্ডুর নিকট প্রার্থনা করেন, পাণ্ডু ইহা শুনিয়া কুন্তীকে অনুরোধ করেন। কুন্তী তখন মাদ্রীকে কহিলেন, 'তুমি একটী তোমার অভিলষিত দেবতাকে স্মরণ কর।' মাদ্রী ভাবিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিলেন। এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মাদ্রীর যমজ পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ নকুল, কনিষ্ঠ সহদেব। নকুল অশ্বিনীকুমার হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় রূপবান্ ছিলেন।

যখন পাণ্ডবগণ বিরাটগৃহে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান করেন, তখন ইহার নাম তন্ত্রিপাল ছিল, ইনি গোরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তখন ইনি পশ্চিমদিকে গমন করিয়া মহেত্থদেশ অধিকার করেন, পরে রাজর্ষি আক্রোশকে জয় করিয়া দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করেন। তৎপরে পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবাসঙ্কেতগণকে, সমুদ্র তীরস্থিত আভীরগণকে ও সরস্বতীতীরবাসীদিগকে জয় করিয়া পঞ্চনদ, অমরপর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্য কটপুর ও দ্বারপাল জয় করেন। তাহার পর রামঠ, হারহূণ ও প্রতীচ্য ভূপাল-দিগকে আপনার বশে আনিয়া বাসুদেবের নিকট দ্বারকায় দূত পাঠান। যাদবগণ যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিলে শাকলে উপস্থিত হন, তথায় শল্যও যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেন। সর্ব্বশেষে ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য রাজগণকে জয় করেন। চেদিরাজকন্যা করেণুমতীর সহিত নকুলের বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে নিরমিত্র নামে একপুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠির যখন মহাপ্রস্থান করেন, তখন ইনিও তাঁহার সহিত গমন করেন, পরে হিমাদ্রি শিখরে ইহার প্রাণবিয়োগ হয়। (ভারত) ইনি অশ্বচিকিৎসা রচনা করেন।

৪ পুত্র। (ত্রি) ৫ কুলরহিত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

নকুলক, ১ নকুলাকার অলঙ্কার ভেদ। ২ এক প্রকার টাকার থলি। "তস্য পঞ্চশতিকো নকুলকো কট্যাং বদ্ধাস্তিষ্ঠতি।"

(দিব্যাবদান)

নকুলতৈল (ক্লী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—নকুল মাংস ⁄২ সের, জল ।৬ সের, শেষ চারি সের। দশমূল ⁄২ সের, জল ।৬ সের ও শেষ ⁄৪ সের, এরণ্ড তৈল ⁄৪ সের, দধির মাত ⁄৪ সের, যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধব লবণ, শুল্ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচল লবণ, বনযবানী, বেড়েলা, বচ, গেঁঠেলা, শৈলজ ও জটা-মাংসী, এই সকল দ্রব্য চারিতোলা করিয়া কল্ক দিতে হইবে। পরে যথাবিধানে এই তৈল পাক হইলে নামাইতে হইবে। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিতে হয়। এই তৈলে কম্পবাত, হস্তকম্প, শিরঃ-কম্প, বাহুকম্প ও আমবাত বিনষ্ট হয়। কটী, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও সন্ধিস্থিত বাত এবং অশীতি প্রকার বাতজ রোগ ইহাতে প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধ্যধিকার)

নকুলাঢ্যা (স্ত্রী) নকুলেন নকুলগন্ধেন আঢ্যা প্রচুরা। গন্ধনাকুলী নামক কন্দবিশেষ। (রাজনি°)

নকুলাদ্যঘৃত (ক্লী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ-ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ক্বাথের জন্য নকুলমাংস ⁄২ সের, এবং পাকার্থ জল ।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের, মাষকলাই ⁄২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের। বেড়েলা ⁄২ সের, জল ।৬ সের শেষ ⁄৪ সের। শতমূলী ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের। জীবক, ঋষভ, কাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা করিয়া কল্ক দিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠনিগ্রহ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বধিরতা, মূকত্ব, মিম্মিনভাষণ ও অন্যান্য নানা প্রকার পীড়ায় শান্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধ্যধিকার)

নকুলান্ধতা (স্ত্রী) নকুলস্যেব অন্ধতা ৬-তৎ। সুশ্রুতোক্ত একপ্রকার নেত্ররোগ। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—যে রোগে দৃষ্টি দোষাভিভূত হইয়া নকুলের দৃষ্টির ন্যায় তাহাতে বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পায়, এবং দিবাভাগে বিচিত্র বর্ণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নকুলান্ধ কহে।

"বিদ্যোততে যাতু নরস্য দৃষ্টির্দোষাভিপন্না নকুলস্য যদ্বৎ।
চিত্রাণি রূপাণি দিবা স পশ্যেৎ স বৈ বিকাশে নকুলান্ধসংজ্ঞঃ॥"

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৭ অঃ)

এই রোগ হইলে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য মাত্রই বর্জ্জনীয়।

[বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ দেখ।]

নকুলী (স্ত্রী) নকুল-ঙীষ্। ১ কুক্কুটী। চলিত মাদিকুঁকুড়া। ২ মাংসী। ৩ কুঙ্কুম। ৪ নকুলস্ত্রী।

নকুলীশ (পুং) কালীপীঠস্থিত ভৈরব বিশেষ।

"নকুলীশ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলী মম।" (পীঠমালা)

কালীঘাটে নকুলীশ ভৈরব অবস্থিত, এইস্থান নকুলেশ্বর এই নামে প্রসিদ্ধ। ২ হকার।

"হকারো নকুলীশোঽপি হংসঃ প্রাণোঽঙ্কুশঃ প্রিয়ে॥"

(বীজাভিধানতন্ত্র)

নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন, আর্য্যদিগের একখানি দর্শনগ্রন্থ। মাধবাচার্য্যপ্রণীত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে এই দর্শনের সারাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলগ্রন্থ আজকাল পাওয়া যায় না, এবং কোন্ সময়ে এই দর্শন রচিত হইয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ।

এই দর্শনে একমাত্র মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীব সকল পশু, মহাদেব জীবের অধিপতি, এই জন্য তাহার নাম পশুপতি, নকুলীশ মহাদেবের নাম এবং তিনিই পশুপতি বলিয়া এই দর্শনের নাম নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন হইয়াছে। এই দর্শনে এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আমরা যে কোন কার্য্য সম্পাদন করি না কেন, অন্যের সাহায্য না লইলেও অন্ততঃ হস্তপদাদিরও সহায়তা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর সেইরূপ অপর কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই এই সকল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং আমরা যে সকল কার্য্য করিতেছি তাহারও কারণ পরমেশ্বর, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যের কারণ বলা যাইতে পারে। এই কথায় কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বলেন, যদি সকল কার্য্যেরই কারণ পরমেশ্বর হয়, তাহা হইলে এক কালেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালের কার্য্য না হয় কেন, এবং কেনই বা সকল সময় সকল কার্য্য না হয়? যেহেতু কারণ-স্বরূপ জগদীশ্বর সর্ব্বদাই সকল স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ জনসমূহ কি নিমিত্তই বা মুক্তির ইচ্ছায় ঘোরতর ক্লেশকর তপঃকরণে, পারলৌকিক সুখেচ্ছায় যজ্ঞাদি কর্ম্মে এবং সুখ অভিলাষ করিয়া ধনোপার্জ্জনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যখন পরমেশ্বর যাহা করিবেন, তখন তাহাই হইবে। চেষ্টা করিয়া তদতিরিক্ত যখন কিছুই করিবার সাধ্য নাই, তখন যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য হইতে বিরত থাকাই বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু এইরূপ আপত্তি যে কেবল ভ্রান্তিমূলক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে সকল বিষয় সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি সেই বিষয় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এক সময়ে সকল কার্য্য হউক অথবা সর্ব্বদা সকল কার্য্য হউক, এরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় না বলিয়া এইরূপ কার্য্য হয় না, যদি তাহার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। মুমুক্ষু-ব্যক্তি যোগাভ্যাসে, স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞাদি কার্য্যে এবং সাংসারিক সুখেচ্ছু ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনাদিতে প্রবৃত্ত হউক, এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় বলিয়াই, তাহারা ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা কখনই বৃথা হয় না। পরমেশ্বর সকলের প্রভু-স্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছাঁ আদেশ স্বরূপ, সুতরাং প্রভুর আদেশ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা সকলকে ঐ সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এই দর্শনের মতে, মুক্তি দুই প্রকার। দুঃখ সকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মুক্তি হইলে আর কোনকালেই কোনরূপ দুঃখোৎপত্তি হইবে না। এই জন্য ঐ মুক্তির নাম অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি। দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিভেদে পারমৈশ্বর্য্য মুক্তিও দ্বিবিধ। দৃক্‌শক্তি দ্বারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না। যত সূক্ষ্ম, যত ব্যবহিত বা যত দূরস্থ হউক না কেন, স্থূল সমীপবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় সকল বস্তুই প্রতীয়মান হয়। সকল বিষয়ই দৃক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছা মাত্র অপেক্ষা করে। মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে অন্য কোন রূপ কারণ অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপ দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ মুক্তি পরমেশ্বরের তত্তদ্ শক্তিসদৃশ। এজন্য উহাকে পারমৈশ্বর্য্যমুক্তি কহে। পূর্ণপ্রজ্ঞ নামক দর্শনে যে মুক্তির লক্ষণ আছে, এই দর্শনে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে, সেই মতে ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্তিকে মুক্তি কহে। ঐরূপ মুক্তি মুক্তি-পদবাচ্য নহে, কারণ, যে মুক্তিতে দাসত্বরূপ অধীনতাশৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাকে কি প্রকারে মুক্তি বলা যাইতে পারে। মণিমাণিক্যাদি গ্রথিত সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ-ব্যক্তিকেও বদ্ধ কহে, কেহই তাহাকে মুক্ত কহে না। অতএব অন্ধ ব্যক্তিকে পদ্মলোচন বলার ন্যায় ভগবদ্দাসত্বরূপ অধীনতা পাশে বদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত বলা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই দর্শনের মতে প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি কহে। চর্য্যাও দুই প্রকার, ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মভক্ষণ, ভস্মশয্যায় শয়ন ও উপহার এই তিন ব্রত। 'হ হ হা' এইরূপ শব্দ করিয়া হাস্য, গন্ধর্ব্বশাস্ত্রানুসারে মহাদেবের গুণ গান রূপ গীত, নাট্যশাস্ত্রসম্মত নর্ত্তন রূপ নৃত্য, পুঙ্গবের চীৎকারের ন্যায় চীৎকার রূপ হুড়ুক্কার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্ম্মকে উপহার কহে। ব্রতানুষ্ঠান জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হয়। দ্বাররূপ চর্য্যা, ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ ও অবিত-দ্ভাষণ ভেদে ছয় প্রকার। সুপ্ত না হইয়া সুপ্তের ন্যায় প্রদর্শনকে ক্রাথন, বায়ু সম্পর্কে কম্পিতের ন্যায় শরীরাদির কম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জব্যক্তির অনুরূপ গমনকে মন্দন, পরম রূপবতী স্ত্রীসন্দর্শনে বাস্তবিক কামুক না হইয়াও কামুকের ন্যায় কুৎসিত ব্যবহার-প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পরিশূন্যের ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎ-করণ এবং নিরর্থক বা বাধিতার্থক শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্ভাষণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তর দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুগণের অবলম্বনীয়। বিশেষরূপে যাবতীয় বস্তু জানিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু সকল বস্তুর

বিশেষরূপ জ্ঞান শাস্ত্রান্তর দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রান্তরে কেবল দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে, যোগের ফল কেবল দুঃখনিবৃত্তি, কার্য্য সকল অনিত্য এবং কারণ-স্বরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষ, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি এই উভয়রূপ মুক্তি, এবং ঐ উভয়ই যোগের ফল, কার্য্য সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা, ইহাই প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।)

[পাশুপত দেখ।]

নকুলেশ (পুং) কালীপীঠস্থিত ভৈরবভেদ, নকুলেশ্বর। "নকুলেশঃ কালীঘট্টে রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।" (শিবলিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)

নকুলেষ্টা (স্ত্রী) নকুলস্য ইষ্টা ৬তৎ। রাস্না।
"নাকুলী সুরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাঙ্গী বিষনাশিনী॥" (ভাবপ্র°)

নকুং, সুয়েজ খালের তীরবর্ত্তী একটী পাহাড়ের এক দুরারোহ অত্যুচ্চশিখর। সিনাইএর অন্তর্গত টোর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে স্থিত। ইহা মোটা বালিতে পরিব্যাপ্ত। বায়ুদ্বারা এই বালুকা-রাশি যখন চালিত হয়, তখন এই ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার গভীর শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ শব্দ প্রথমতঃ ইওলিয়ান্ বীণার শব্দের ন্যায় শ্রুত হয়। আরবীয় ভাষায় নকুস্ শব্দে ঘণ্টাকে বুঝায়, বোধ হয় তাহা হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি।

নকোদর, পঞ্জাবের জালন্ধর জেলার একটি তহসীল। শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৩৪২ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৯৪০৬৯। অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। গোধূম, ছোলা, ভুট্টা, যব, তুলা এবং চাউল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজস্ব ২৮৪৫৪০৲ টাকা।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর জেলার একটী প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটি। ইহা নকোদর তহসীলের প্রধান স্থান। কথিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে এই নগর কম্বোনাকম্ হিন্দুদের অধিকৃত ছিল। পরে ঐতিহাসিক সময়ে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী এক রাজপুত বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিখদিগের অভ্যুদয় হইলে, সর্দ্দার তারাসিং, রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রণজিতসিংহ ১৮১৬ খৃঃ অব্দে এই নগর অধিকার করেন। এখানে থানা, ডাকঘর, ঔষধালয়, এবং গবর্মেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় আছে।

নক্ক, নাশন। চুরাদিগণীয়, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ নক্কয়তি-তে। লোট্ নক্কয়তু-তাং। বিধিলিঙ্ নক্কয়েৎ-ত। লুঙ্ অননক্কৎ-ত। লৃট্ নক্কয়িষ্যতি-তে। লুট্ নক্কয়িতা।

নক্ত (ম্) (অব্য) রাত্রি।
"চলৎপলাশান্তরগোচরাস্তরোস্তুষারমূর্ত্তেরিব নক্তমংশবঃ॥"
(মাঘ ১।২১।)

নজ-ক্ত। রাত্রি। তদ্ অস্ত্যস্যেনাস্ত্যস্য অচ্। ২ ব্রতভেদ।
"মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে প্রতিপদ্ যা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং নক্তং প্রকুর্ব্বীত রাত্রৌ বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ॥" (বরাহপু°)

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের যে প্রতিপদ্ তিথি, তাহাতে নক্তব্রত করিবে এবং রাত্রিতে বিষ্ণুপূজা করিতে হইবে। এই স্থলে 'নক্তশব্দ' ভোজনপর বুঝিতে হইবে, এই ব্রতের স্বরূপ দিবাভাগে ভোজন না করিয়া রাত্রিকালে ভোজন করা। অর্থাৎ নক্তব্রতে দিবাভোজন নিষিদ্ধ। নক্ত অর্থাৎ রাত্রিকালে ভোজন করিবে। রাত্রি বলিলে যেরূপ অর্থবোধ হয়, নক্ত শব্দ ঠিক তদনুরূপ নহে, ইহার লক্ষণ পৃথক্রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

"মুহূর্ত্তোনং দিনং নক্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নক্ষত্রদর্শনান্নক্তমহং মন্যে গণাধিপঃ॥" (ভবিষ্যপু°)

সমস্ত দিন প্রায় অবসান হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে, এইরূপ দিনকে পণ্ডিতগণ নক্ত কহিয়া থাকেন, কিন্তু আমি (মহাদেব) যে সময় নক্ষত্র দর্শন হয়, তাহাকেই নক্ত বলিয়া থাকি। দেবলও নক্তের বিষয় এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

"নক্ষত্রদর্শনান্নক্তং গৃহস্থস্য বুধৈঃ স্মৃতম্।
যতে র্দিনাষ্টমে ভাগে তস্য রাত্রৌ নিষিধ্যতে॥" (দেবল)

গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নক্ষত্র দেখা যাইলে তাহাকে নক্ত কহে এবং যতিদিগের পক্ষে দিবসের অষ্টম ভাগের নাম নক্ত। স্মৃত্যন্তরেও নক্তের লক্ষণ এইরূপ নির্ণীত আছে—

"নক্তং নিশায়াং কুর্ব্বীত গৃহস্থো:বিধিসংযুতঃ।
যতিশ্চ বিধবা চৈব কুর্য্যাত্তু সদিবাকরম্॥
সদিবাকরস্তু তৎ প্রোক্তমন্তিমে ঘটিকাদ্বয়ে।
নিশানক্তং তু বিজ্ঞেয়ং যামার্দ্ধে প্রথমে সদা॥" (স্মৃতি)

গৃহস্থ বিধিপূর্ব্বক নিশাকালে নক্তব্রত করিবে, যতি ও বিধবা 'সদিবাকর' সময়ে ইহা আচরণ করিবে। এই স্থলে নিশাশব্দের অর্থ রাত্রিকালের প্রথম যামার্দ্ধ সময়। দিবাভাগের শেষ দুই দণ্ডের নাম সদিবাকর। অর্থাৎ গৃহস্থ এই ব্রতাচরণ করিলে চারি দণ্ড রাত্রি মধ্যে এবং যতি ও বিধবা দুই দণ্ড বেলা থাকিতে ভোজন করিবেন। যে সকল সময় লিখিত হইল, নক্তব্রতচারিলোকেরা সেই সময় ভোজন করিবেন। ব্যাস নক্ত-লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—'সূর্য্য অস্তমিত হইলে ত্রিমুহূর্ত্ত কাল প্রদোষপদবাচ্য, এই প্রদোষ কালেই

নক্তব্রত অর্থাৎ ভোজন করিতে হইবে। এই নক্তব্রতে তিথি প্রদোষব্যাপিনী প্রয়োজন। রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে নক্তব্রত-স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা সদা নক্তব্রতে তিথিঃ।
উদয়াত্তু তদা পূজ্যা হরের্নক্তব্রতে তিথিঃ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

এই ব্রতে তিথি যদি পূর্ব্বদিনে প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে আর পরদিনে যদি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন, এবং যদি উভয়দিন প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিনেই নক্তব্রত হইবে। এই নক্তব্রত আচরণ করিতে হইলে হবিষ্যভোজন, স্নান, আহার-লঘুতা, অগ্নিকার্য্য ও অধঃশয্যা আচরণ করিতে হয়। এই নক্তব্রত আচরণ করিলে স্বর্গলাভ হয়। (পুরাণ।) ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৯৩।) ৪ পৃথুর পুত্র। (ত্রি) ৫ লজ্জিত।

নক্তক (পুং) নক্তমিব কায়তি মলিনতয়া কৈ-ক, বা নক্ত-স্বার্থে কন্। কর্পট, চলিত নেকাড়া, ছেঁড়া কাপড়।

নক্তচর (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৬।)

নক্তচারিন্ (পুং) নক্তে রাত্রৌ চরতীতি চর-ণিনি। ১ বিড়াল। ২ পেচক। (ত্রি) ৩ রাত্রিচরমাত্র, যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে।

নক্তঞ্চর (পুং) নক্তং চরতীতি চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬।) ১ রাক্ষস। ২ গুগ্‌গুলু। ৩ চৌর। ৪ পেচক। (ত্রি) ৫ রাত্রিচর মাত্র।

নক্তঞ্চর্য্যা (স্ত্রী) নক্তং রাত্রৌ চর্য্যা চরণং। রাত্রিতে বিচরণাদি।

"নক্তঞ্চর্য্যাং দিবাস্বপ্নমালস্যং পৈশুনং মদম্।
অতিযোগমযোগঞ্চ শ্রেয়সোঽর্থী পরিত্যজেৎ॥"
(ভারত ১২৮৯ অ°)

নক্তঞ্চারিন্ (ত্রি) নক্তং রাত্রৌ চরতীতি চর-ণিনি। রাত্রি-চর মাত্র।

"দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ।" (মনু ৩।৯০।)

নক্তঞ্জাত (ত্রি) নক্তং রাত্রৌ জাতঃ। ১ রাত্রিজাত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ ওষধিভেদ।

"নক্তঞ্জাতয়া ওষধে রামে কৃষ্ণে" (অথর্ব্ব ২।২৩।৪।)

নক্তন্ (ক্লী) নজ বাহুলকাৎ তনিন্। রাত্রি।

"বয়ো যে ভূত্বী পতয়ন্তি নক্তভিঃ" (ঋক্ ৭।১০৪।১৮।)
'নক্তভিঃ রাত্রিভিঃ' (সায়ণ।)

নক্তন্তন (ত্রি) নক্তং রাত্রৌ ভবঃ ল্যুট্ তুট্চ। রাত্রিভব, যাহা রাত্রিতে হয়।

"ইদং নক্তন্তনং দাম পৌষ্পমেতদ্দিবাতনং।" (ভট্টি) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

নক্তন্দিব (ত্রি) নক্তং চ দিবা চ সপ্তম্যর্থবৃত্ত্যোঃ দ্বন্দ্বঃ ততো অচতুরেত্যাদিনা অচ্ সমাসান্তঃ। দিবা ও রাত্রি। দিনরাত।

"বিভজ্য নক্তন্দিবমস্ততন্দ্রিণা" (কিরাত)

নক্তভোজিন্ (ত্রি) নক্তং রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। রাত্রি-ভোজনকারী, যাহারা নক্তব্রত করে। এই ব্রতে দিবাভোজন নিষিদ্ধ, এই জন্য দিবাকালে ভোজন না করিয়া রাত্রিতে ভোজন বিধেয়।

"হবিষ্যভোজনং স্নানং সত্যমাহারলাঘবম্।
অগ্নিকার্য্যমধঃশয্যাং নক্তভোজী ষড়াচরেৎ॥" (ভবিষ্যপু°)

নক্তম্ (অব্য) রাত্রি। (অমর।)

নক্তমাল (পুং) নক্তং রাত্রৌ আ সম্যক্ প্রকারেণ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি আ-অল্-অচ্। করঞ্জ বৃক্ষ, করমচাগাছ।

নক্তমুখা (স্ত্রী) নক্তং নক্তব্রতাঙ্গং মুখং আদি ভাগো যস্যাঃ। রাত্রি। (হলায়ুধ)

নক্তব্রত (ক্লী) নক্তং রাত্রৌ অনুষ্ঠিতং ব্রতং। দিবাভাগে ভোজন না করিয়া রাত্রিকালে ভোজনরূপ ব্রতভেদ। [নক্ত দেখ।]

নক্তংপ্রভব (ত্রি) নক্তং প্রভবতি প্র-ভূ-অপ্। রাত্রিপ্রভব, যাহা রাত্রিতে হয়।

"নক্তংপ্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াং।" (বৃহৎসং ২১৮।)

নক্তা (স্ত্রী) নক্ত-অচ্ টাপ্। ১ কলিকারী, ঈশলাঙ্গলা। (রাজনি°) ২ রাত্রি। ৩ হরিদ্রা। (মেদিনী।)

নক্তান্ধ (ত্রি) নক্তে রাত্রৌ অন্ধঃ। রাত্র্যন্ধ, যাহারা রাত্রিতে দেখিতে পায় না।

নক্তান্ধ্য (ক্লী) নক্তে অন্ধ্যং। নেত্ররোগ-ভেদ, এই রোগে রাত্রিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দূষিত কফ যদি চক্ষুর তৃতীয় পটল আশ্রয় করে, তাহা হইলে রাত্র্যন্ধতা হয়। এই রোগে দিবাভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাত্রিকালে দেখা যায় না, তাহার কারণ দিবাভাগে দৃষ্টি সূর্য্যানুগৃহীত এবং দূষিত কফের লাঘব হয়, এজন্য রোগী দিবাভাগে দর্শন করিতে পারে। (ভাবপ্র° ৪র্থ নেত্ররোগাধিকার)

সুশ্রুতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

দৃষ্টি শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ শ্বেতবর্ণ দেখায়, এবং তিন পটলেই অল্প দোষ অবস্থিতি করিলে সহসা নক্তান্ধতা জন্মে, এই রোগে দিবাভাগে সূর্য্য কিরণে কফের অল্পতা বশতঃ দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত উত্তর° ৭ অ°)

নক্তি (স্ত্রী) রাত্রি।

"অভিত্বা নক্তীরুষসো ববাশিরে।" (ঋক্ ২।২।২।)
'নক্তী রাত্রিঃ' (সায়ণ)

নক্র (পুং) ন ক্রামতি দূরস্থলং ক্রম ড 'নভ্রাড়িতি' ন লোপো ন। ১ কুম্ভীর, কুমীর। (ক্লী) ২ দ্বারশাখার অগ্রদারু, ঝণকাট। ৩ মকরাদি জলজন্তুভেদ। ৪ নাসিকা।

নক্ররাজ (পুং) নক্রাণাং রাজা, (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্ সমাসান্তঃ। জলজন্তুপ্রধান, হাঙ্গর।

পর্য্যায়—গ্রাহ, জলকিরাট, জলাঢ়ক। (হারাবলী।)

নক্রহারক (পুং) নক্রমপি হরতি হৃ-ণ্বুল্। হাঙ্গর। (হারাবলী।)

নক্রা (স্ত্রী) নক্র-অচ্-টাপ্। নাসিকা। (শব্দর°)

নক্শবন্দী, এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকীর। ইহারা এক হস্তে প্রজ্বলিত দীপ লইয়া পরমেশ্বর ও মহম্মদের মহিমা গান করিতে করিতে রাত্রিকালে পথে পথে ভিক্ষা করে। বাঙ্গালা দেশে ইহারা "মুস্কিল আসান্" নামক পীরের ফকীর বলিয়া অভিহিত হয়। বাঙ্গালায় এই ফকীরেরা ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করে এবং স্ত্রীলোকদিগের উদ্দেশে আশীর্ব্বাদবাক্য প্রয়োগ করিয়া একটা দুইটা পয়সা ভিক্ষা লয় ও নিজ দীপের তৈলাক্ত মসী লইয়া শিশুদিগের কপালে ফোঁটা দেয়। এই আশীর্ব্বাদের সময় ইহারা বলে "মুস্কিল আসান সাহেব তোমাদের মুস্কিল দূর করবেন, আপদ বালাই দূর করবেন, ছেলেপিলে ভাল রাখ্‌বেন" ইত্যাদি; ইহা হইতেই ইহাদের নাম বাঙ্গালায় 'মুস্কিল আসান' হইয়াছে। খাজা বহাউদ্দীন্ নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক। নক্শবন্দী ফকীরেরা স্বনামের পূর্ব্বে খাজা পদ ব্যবহার করে। তাতার, তুরুস্ক ও ভারতে এই শ্রেণীর ফকীর দেখা যায়।

নক্শবি, তুতিনামার গ্রন্থকর্ত্তা এই গুপ্ত নামে নিজ পরিচয় দিয়াছেন।

নক্শ-ই-রস্তম্, পারস্যের অন্তর্গত পার্শিপোলিসের নিকটবর্ত্তী কোহ্-ই-হুসন নামক পর্ব্বতের উপর কতকগুলি খোদিত শিলাফলকবিশিষ্ট অতি প্রাচীন সমাধি মন্দির বর্ত্তমান আছে। এই গুলির একত্র নাম নক্শ-ই-রস্তম এবং তাহা হইতে একটী পর্ব্বতও ঐ নাম পাইয়াছে। এখানে একিমেনিদগণের কারুকার্য্যবিশিষ্ট সমাধিমন্দির এবং সসেনীয়গণের স্তম্ভাদিও আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খোদিত শিলামন্দির ৭টী। ইহার চারিটি নক্শ-রস্তমে ও তিনটি তখ্‌ত-ই-জমশীদের বহমত পর্ব্বতে। নক্শ-ই-রস্তমে কাম্বিসিস্, প্রথম দরায়ুস্, জরকসেস্, ও প্রথম আর্ত্তাজরক্সেস্ নামক চারিজন পারস্য সম্রাটের সমাধি-স্তম্ভ আছে। বহুশত পর্ব্বতে একিমেনীয় রাজগণের সমাধি আছে। নক্শ-ই-রস্তমে দরায়ুসের সময়ে এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে তাৎকালিক পারস্যদেশের অধীন রাজগণের নাম পাওয়া যায়। বেহেস্তুন্ নামক স্থানেও দরায়ুসের এক দীর্ঘ শিলালিপি আছে।

নক্ষ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। (নিঘণ্টু।) লট্ নক্ষতি। লোট্ নক্ষতু। বিধিলিঙ্ নক্ষেৎ। লঙ্ অনক্ষৎ। লিট্ ননক্ষ। লুঙ্ অনক্ষীৎ। লৃট নক্ষিষ্যতি লুট্ নক্ষিতা।

"নিত্বা নক্ষ্য বিশ্পতেত্ব্যমন্তং" (ঋক্ ৭।১৫।৭।)

'হে নক্ষ্য উপাস্য নক্ষতির্গতিকর্ম্মা' (সায়ণ।)

নক্ষত্র (ক্লী) নক্ষতি শোভ্যং গচ্ছতি বা নক্ষ-অত্রন্ (অমি নক্ষি যজি বধিপতিভ্যো ঽত্রন্। উণ্ ৩।১০৫।) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি তারা। পর্য্যায়—ঋক্ষ, ভ, তারা, তারকা, উডু, তারক, তার, দাক্ষায়ণী। (ব্যাড়ি)

পুরাণ মতে, ইহারা সকলে দক্ষের কন্যা, চন্দ্রের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়।

রাত্রিকালে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল গগনতল পরিশোভিত করে, কতিপয় গ্রহ ব্যতীত, তাহারা সকলেই তারা নামে অভিহিত হয়। গ্রহগণের সহিত তারাগণের প্রভেদ এই যে তারাগণ পরস্পরের সহিত তুলনায় দৃষ্টতঃ নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, এবং উহাদের বেপন আছে। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে, গগনমণ্ডলস্থ তারাবলীর মধ্যে কোন শৃঙ্খলতা বা একতানতা নাই, উহারা যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং আমরা উহাদের কোন একটীর আপেক্ষিক অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রাত্রিকালে আকাশের কোন এক প্রদেশে একটী তারাকে চিহ্নিত করিয়া তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। দিবাগমে সেটী অদৃশ্য হইয়া যায়। পররাত্রে সেই চিহ্নিত তারাটী বিশাল গগনপ্রাঙ্গণের কোন্ স্থানে উদিত হইল, তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে? যদি সেই চিহ্নিত তারাটীর নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটী তারাকে চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে খুঁজিয়া লওয়া তাদৃশ কঠিন হয় না। এই নিমিত্ত অতি পুরাকাল হইতে লোকেরা তারাদিগকে সুবিধামত দলবদ্ধ করিয়া চিহ্নিত করিতেন, এবং সেই দলবদ্ধ তারাগুলির এক এক প্রকার আকৃতি কল্পনা করা হইত। এই কাল্পনিক আকৃতিবিশিষ্ট তারাদলই নক্ষত্র। নক্ষত্রদিগের কয়েকখানি মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

অতি পুরাকালে তারাবিন্যাস দেখিয়া প্রাচীনেরা আকাশ পরিভাগ করিয়াছিলেন। প্রতিরাত্রে চন্দ্রকে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে দেখা যায়। ২৭।২৮ দিনে চন্দ্র এইরূপে একবার স্বীয় পথের তারাগণের সহিত বাস করেন। প্রাচীনেরা এই সকল তারামালার নাম নক্ষত্র দিয়াছিলেন। এইরূপে ২৭।২৮টী নক্ষত্র কল্পিত হইল। কালক্রমে তাঁহারা

দেখিলেন যে এক অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইতে অপর অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ঘটিতে ৩০ বার সূর্য্যোদয় হয়। সুতরাং ৩০ দিনে এক মাস হইল। কিন্তু সূর্য্যোদয়াস্তকালে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া সূর্য্যও গমন করেন। ১২ বার অমাবস্যা হইলে সূর্য্য একবার নক্ষত্র চক্র ঘুরিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহারা ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে এক বৎসর গণনা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রের গতি দেখিয়া চন্দ্রপথ ২৭।২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। সূর্য্যও সেইপথে ১২ মাস ব্যাপিয়া ভ্রমণ করেন। এজন্য সেই পথকে আবার ১২ ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হইল।

আকাশে তারাগণই স্থাননির্দ্দেশক। এ নিমিত্ত, যেমন কতকগুলি তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তেমনি একটী বা ততোধিক নক্ষত্র লইয়া ১২টী রাশি কল্পিত হইল। যেমন কয়েকটী তারার পরস্পর বিন্যাস দেখিলে তাহাদিগকে ত্রিকোণাকার বা শকটাকার বলিয়া বোধ হয়, তেমনই কতকগুলি নক্ষত্রের পরস্পর বিন্যাস দেখিয়া মেষবৃষাদির আকার কল্পিত হইয়াছিল। এই নাম ও আকার কল্পনা দ্বারা দুই প্রকার সুবিধা হইল। অদ্য আকাশের কোন্ স্থানে সূর্য্য বা চন্দ্র আছেন, তাহা নাম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারিল এবং সেই অবস্থান আকাশের কোন অংশ, তাহাও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই রাশিবিভাগ মিশরবাসিগণ প্রথমে করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কথিত আছে যে, মিশরবাসিগণের রাশি কল্পনা দেখিয়া খৃষ্টাব্দের ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীকগণ গ্রীক ভাষায় krios, tauros প্রভৃতি রাশিগণের নামকরণ করেন। ইঁহারা দেখিলেন যে, মেষবৃষাদি দ্বাদশ রাশি দ্বারা সমুদয় আকাশ নির্দ্দেশ করা যায় না। এজন্য তাঁহারা কতকগুলি তারা লইয়া auriga, cassiopeia প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি নূতন আকারবিশিষ্ট রাশি কল্পনা করিলেন। এইরূপে কালক্রমে ৩৬টী অতিরিক্ত আকার কল্পিত হইল এবং পূর্ব্বের ১২টী লইয়া এক্ষণে সমুদয় আকাশ ৪৮টী রাশিতে বিভক্ত হইল।

কিন্তু কোন্ কোন্ তারা লইয়া কোন্ কোন্ রাশি হয়, তাহা চিত্র বা বর্ণনা না থাকিলে চিনিতে পারা যায় না। কেন না, যে কোন তারাপুঞ্জের যথেচ্ছ আকার কল্পিত হইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে গ্রীক উদক্সস্ (Eudoxos) প্রথমে গোলকে রাশিগণের আকার প্রদর্শন করেন। তদনন্তর খৃঃ পূঃ ১২৮ অব্দে হিপার্কস্ প্রথমে তারা-মানচিত্র প্রস্তুত করেন। খৃঃ ১৩৭ অব্দে বিখ্যাত টলেমি সেই তারা-মানচিত্রের সংস্কার করেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তায়কো ব্রাহি নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ কয়েকটি নূতন রাশি কল্পনা করেন। এইরূপে প্রায় ৬০টী নূতন রাশি সৃষ্ট হইল এবং প্রত্যেক রাশির আকার ও নাম প্রদত্ত হইল। পুরাতন ৪৮ এবং এই নূতন ৬০টী লইয়া মোট ১০৮টী রাশির বিচিত্র আকার খগোলক এবং খগোল-মানচিত্রে চিত্রিত হইতে লাগিল।

একই নক্ষত্রের অন্তর্গত তারাগুলি গ্রীক অক্ষর দ্বারা পরস্পর হইতে বিভিন্নীকৃত হয়। বর্ণমালার প্রথম অক্ষর দ্বারা উজ্জ্বলতম তারাটী বুঝায়। গ্রীক্ অক্ষরে অকুলান পড়িলে রোমান অক্ষরের সাহায্য লওয়া হয়। অনেকগুলি অত্যুজ্জ্বল তারার বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যানুসারে তারাগুলি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পরিমাণে বিভক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ চর্ম্ম-চক্ষে যে সকল ক্ষুদ্রতম তারা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা পঞ্চম পরিমাণের। কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিমাণের তারাও দৃষ্ট হইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত হর্সেল্ নির্ণয় করিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম লুব্ধক তারার (Sirius) জ্যোতি ষষ্ঠ পরিমাণের তারার জ্যোতি অপেক্ষা ৩২৪ গুণ অধিক। উত্তর গোলার্দ্ধের নক্ষত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তারাগুলি প্রথম পরিমাণের। যথা,—রোহিণী, স্বাতি, Atair, আর্দ্রা, Capella (ব্রহ্মহৃদয়), Procyon (প্রশ্বা), Regulus vega (অভিজিৎ)। দক্ষিণ গোলকার্দ্ধের নক্ষত্রগুলির মধ্যে Achernos, Autares (জ্যেষ্ঠা), Canopus (অগস্ত্য,) Reigel (বটুজ্যি), Sirius (লুব্ধক) এবং Spica (চিত্রা) এই কয়েকটী প্রথম পরিমাণের তারা।

এই নক্ষত্রগুলি যে কি তাহা নিশ্চিত রূপে স্থির করা অসম্ভব ; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যদি সূর্য্যকে নক্ষত্রদিগের সমান দূরে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তিনিও আকারে এবং লক্ষণে একটী নক্ষত্ররূপে প্রতীয়মান হইবেন।

নক্ষত্রগুলির অবস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কোন কোন নক্ষত্র রবিমার্গের নিকটে, কোন কোনটী দূরে অবস্থিত; যথা—রোহিণী, পুষ্যা, চিত্রা প্রভৃতি রবিমার্গের নিকটে, আবার স্বাতি, ধনিষ্ঠা ও শ্রবণা দূরে অবস্থিত। কোন কোন নক্ষত্র পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং চিত্রা ও স্বাতী, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু পরস্পর দূরবর্ত্তী এক একটী তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র, আবার বহু তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। শত

(বহু) সংখ্যক তারা লইয়া শতভিষা, ৩২টী তারা লইয়া রেবতী, ১১টী লইয়া মূলা, আবার ১টী তারা লইয়া আর্দ্রা ও স্বাতি আছে।

নক্ষত্রগণের একপ্রকার দৃষ্টতঃ আহ্নিক গতি আছে। উহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বৃত্তখণ্ডাকার পথে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে অস্তমিত হয়। আবার অন্য কতকগুলি খ-মধ্যের (zenith) উত্তরবর্ত্তী কোন এক বিন্দুর চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে। মেরুপ্রদেশীয় তারাটী যে বৃত্ত অঙ্কিত করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনই এই প্রকার দৃশ্যমান্ গতি সকলের কারণ। পৃথিবীর যদি কেবলমাত্র ঐ আবর্ত্তন-গতি থাকিত, তাহা হইলে বৎসরের সকল সময়েই একই নক্ষত্র আকাশের একই স্থানে থাকিতে দেখা যাইত; কিন্তু তাহা নহে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি আছে, তন্নিবন্ধন আকাশের দৃশ্য দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হয়। অন্য একটী নক্ষত্রকে কোন সময়ে গগনমণ্ডলের যে স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কল্য ঠিক তাহার ৪ মিনিট পূর্ব্বে উহাকে সেই স্থলে দেখা যাইবে, এবং ঠিক এক বৎসর পরে একটী নক্ষত্রকে পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্ব স্থানে দেখিতে পাইবে।

কয়েকটীর ব্যতীত, অধিকাংশ নক্ষত্রের দূরতা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু ঐ দূরতা যে অত্যধিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাড্লির সময় হইতে তারাগণের বার্ষিক লম্বন (Yearly parallax) নিরূপণ দ্বারা তাহাদের দূরতা নির্দ্ধারণের অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ঐ লম্বন সুসম্পন্ন যন্ত্র সকলের দ্বারা অবধারিত হয়। কোন নক্ষত্র হইতে একটী রেখা সূর্য্য পর্য্যন্ত ও অপর একটী পৃথিবী পর্য্যন্ত টানিলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ নক্ষত্রের লম্বন কহে। যদি ঐ কোণের পরিমাণ এক সেকেণ্ড হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত নক্ষত্রের দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা ২০৬০০০ গুণ অধিক। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হেণ্ডার্সন্, বেসেন্ এবং পিটার্স মহোদয় কর্ত্তৃক নক্ষত্রগণের লম্বন প্রকৃতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বেসেন্ সর্ব্বপ্রথমে স্থির করিলেন যে, সোয়ান্ (Swan) নক্ষত্রের অন্তর্গত ৬১ সংখ্যক যে একটী যুক্ত তারা (double star) আছে, তাহার লম্বন ০″৩৭। এতদ্দ্বারা নির্ণীত হইল যে ঐ তারাটীর দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা ৫৫০০০০ গুণ অধিক। এই হেতু উক্ত তারার আলোক ভূপৃষ্ঠে উপনীত হইতে ৮২ বৎসর লাগে। এ পর্য্যন্ত যে সকল নক্ষত্রের দূরতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে alpha Centauri (কিন্নর) নামক তারাটী সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দূরবর্ত্তী। ইহা একটী অত্যুজ্জ্বল তারা, দক্ষিণাকাশে অবস্থিত। উত্তমাশা অন্তরীপে হেণ্ডার্সন্ এবং ম্যাকলিয়র কর্ত্তৃক ইহার লম্বন ০″৯১২৮ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পরে উহা সংশোধিত হইয়া ০″৯১৬ ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত তারার আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৩¼ বৎসর লাগে। উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের লম্বন ০″১৫ নির্ণীত হইয়াছে।

গভীর অনুসন্ধানের পর এক্ষণে ইহা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় যে, একটী প্রথম পরিমাণের তারার দূরত্ব ভূকক্ষাবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের ন্যূনাধিক ৯৮৬০০০ গুণ। এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আলোক আসিতে ১৫½ বৎসর লাগে। কিন্তু, ষষ্ঠ পরিমাণের একটী তারার (অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রতম তারা দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত চক্ষে দেখা যায়) গড় দূরত্ব ভূকক্ষাবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের ৭৬০০০০ গুণ। এই সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আলোক আসিতে ১২০ বৎসরেরও অধিককাল লাগে। যদি চক্ষু-গ্রাহ্য অধিকাংশ তারাগণের দূরত্ব এত অধিক হইল, তবে যে সকল জ্যোতিষ্ককণা বলবান্ দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাদের দূরতা কি প্রকারে অবধারিত হইবে? ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সকল নক্ষত্রের যে আলোক আমরা দেখিতে পাই, তাহা দুই এক বৎসরের বা দুই এক জীবিতকালের নহে; পরন্তু উহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তারাগণের সংখ্যা অগণিত। তারা গণিয়া কে শেষ করিতে পারে? চর্ম্ম-চক্ষে যতগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা কতিপয় সহস্রের অধিক নহে। প্রথম পরিমাণের তারার সংখ্যা সচরাচর ১৫ হইতে ২০, দ্বিতীয় পরিমাণের তারার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬০, তৃতীয় পরিমাণের তারার সংখ্যা প্রায় ১০০, চতুর্থ পরিমাণের তারার সংখ্যা ৪০০ হইতে ৫০০, এবং পঞ্চম পরিমাণের তারার সংখ্যা ১১০০ হইতে ১২০০, কিন্তু পরবর্ত্তী পরিমাণ সকলের তারার সংখ্যা ক্রমশঃই অধিক। ষষ্ঠ এবং সপ্তম পরিমাণের তারার সংখ্যা প্রায় ১২০০০। নক্ষত্র সকল ছায়াপথের (Milky-way) নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনাবস্থিত। ছায়াপথও ১১শ, ১২শ পরিমাণের তারকা-পুঞ্জের নিবিড় সন্নিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নক্ষত্রগুলি যে নিশ্চল নয়, তাহা যুক্ততারা বা বহুতারার (Multiple Stars) ব্যাপার আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে। যুক্ত বা বহু তারায় এক বা বহু তারা অপরের বা পরস্পরের সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ঐ সকল তারাকে পৃথক্ পৃথক্

দেখা যায় না। গ্যালিলিও ইহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সাহায্যে নক্ষত্রের বার্ষিক লম্বন (Yearly parallax) অবধারণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার অনেক কাল পরে ব্রাডলী, সাস্কেলীন, এবং মেয়ার সাহেব যুক্ত তারার ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। অবশেষে হর্শেল সাহেব দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যালোচনা দ্বারা, ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন। ষ্ট্রুভ, সেভারি, এন্ধি, সাউথ্ এবং হর্শেল এই কয়জনে মিলিত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপে চারি বৎসর কাল অনুসন্ধান দ্বারা দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে ৬০০০ যুক্ত তারা এবং বহুতারা আবিষ্কার করেন। উহাদের অধিকাংশই দুইটীর যোগে গঠিত; কিন্তু অনেকগুলি আবার তিনটী, চারিটী, এমন কি পাঁচটী লইয়াও গঠিত হইয়াছে। এই সকল যুক্ততারার মধ্যে দূরত্ব কখনই অধিক দেখা যায় না। ঐ দূরত্ব ১″ হইতে ৩২″ এর অধিক নহে। দুইটী তারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে দেখা গেলেই যে তাহাদিগকে যুক্ততারা বলিতে হইবে এমত নহে। প্রকৃত যুক্ততারা গুলিতে, দুইটী তারা কেবল যে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা নহে, তাহারা পরস্পরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। প্রথম পরিমাণের তারাদিগের মধ্যে প্রত্যেক ষষ্ঠ তারাটী বহুতারা। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র তারাগুলির মধ্যে বহুতারার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বিরল। কোন কোন স্থলে একটী তারা অন্যগুলি অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর; যেমন কালপুরুষের অন্তর্গত রিগেল্ (বট্রুণ্ডি)। কিন্তু সচরাচর যুক্ততারাগুলির জ্যোতিঃ প্রায়ই সমান। অধিকাংশস্থলে যুক্ততারাগুলি একই বর্ণের; কিন্তু সমুদয়ের এক-পঞ্চমাংশের মধ্যে বর্ণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

২০ বৎসর পর্য্যালোচনার পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হর্শেল সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, যুক্ততারাগুলি পরস্পর সংস্পৃষ্ট দুই বা ততোধিক তারামণ্ডল, উহারা নিয়মিত কক্ষাবৃত্তে সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতে গতির যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে, উহাদিগের মধ্যেও সেই নিয়মের প্রচলন দেখা যায়, এবং উহাদের কক্ষাবৃত্ত দীর্ঘবৃত্তাকৃতি (Elliptical)। অতএব এই সকল দূরবর্ত্তী জড়মণ্ডল মহাত্মা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-সম্বন্ধীয় নিয়মের বশবর্ত্তী। উহাদের মধ্যে আবার অনেক গুলির প্রদক্ষিণের সময় মোটামুটি নিরূপিত হইয়াছে। হার্কিউলিসের অন্তর্গত একটি তারার প্রদক্ষিণের সময় ৩০ বৎসর। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কম। অন্যান্য গুলির প্রদক্ষিণের সময় একশত বৎসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যে সকল স্থলে লম্বন জানা আছে, সেখানে কক্ষাবৃত্তের আয়তন নিরূপণ করিতে পারা যায়। এই উপায়ে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে রাজহংস (Cygnus) নক্ষত্রের অন্তর্গত ৬১ সংখ্যক যুক্ততারার পরস্পরের চতুর্দ্দিকে যে কক্ষাবৃত্ত আছে, তাহা আয়তনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নেপচুণের যে কক্ষাবৃত্ত আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। এইরূপ পরিভ্রমণবশতঃ পূর্ব্বে যে সকল তারাকে একক দেখা যাইত, অধুনা তাহাদের অনেককেই যুক্ত দেখা যায়। হেলিসাহেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে তারাগণের প্রকৃত গতি অন্য এক প্রকার। একটী তারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে সরিয়া নড়িয়া যায়। এ কারণপ্রযুক্ত নক্ষত্রগণের আকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হাম্বোণ্ট বলেন, দক্ষিণ দিকস্থ ক্রশ নক্ষত্র চিরকাল ঠিক বর্ত্তমান আকৃতিবিশিষ্ট থাকিবে না; কারণ যে চারিটি তারা লইয়া উক্ত নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গে অসমান বেগে ভ্রমণ করিতেছে। উহা সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যাইতে কত সহস্র বৎসর লাগিবে, তাহা গণনা করা যায় না।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। সূর্য্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতিতে আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। এই দুইটী সীমা বা রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখণ্ড। এই খণ্ডে দ্বাদশরাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগনমণ্ডলের উত্তরে যে অংশ তাহাকে উত্তরখণ্ড, তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পুঞ্জ ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র ও দক্ষিণদিকে যে খণ্ড তাহার নাম দক্ষিণখণ্ড, তাহার মধ্যে ৪৬ রাশি ও তদন্তর্গত ৯৯৫ নক্ষত্র অবস্থিত আছে, ইহা পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন।

ঐ মধ্যখণ্ডে যে সকল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লইয়া এক একটী আকৃতি কল্পনাপূর্ব্বক পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বাদশ রাশি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিষুবরেখার উত্তরদিকে মেষাদি ৬টী রাশি ও দক্ষিণদিকে তুলা প্রভৃতি ৬টী রাশি তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত আছে। গগনমণ্ডলে এই তিন খণ্ডে যে সকল নক্ষত্রের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে বিস্তর নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে যে সকল রাশি ও নক্ষত্র আছে, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, এই জন্য কোন জ্যোতিগ্রন্থে সেই সকল রাশি বা নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁহারা মধ্যখণ্ডস্থ মেষাদিক্রমে দ্বাদশরাশিভুক্ত ২৭টী নক্ষত্রের নামকরণ করিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে অশ্বিনী অবধি রেবতী পর্য্যন্ত যে ২৭টী নক্ষত্র গণিত হয়, তাহা ২৭টী মাত্র, ফলতঃ তাহা নহে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের মতে অশ্বিনী প্রভৃতি এক একটী নক্ষত্র নহে। তাহাদের মধ্যে কেহবা একটী কেহবা ততোধিক নক্ষত্রে বিরচিত।

অশ্বিনী, ইহাতে তিনটী নক্ষত্র আছে, এই নক্ষত্রত্রয়ের অবস্থান অশ্বের ন্যায় এই জন্য ইহার নাম অশ্বিনী হইয়াছে। ইত্যাদি। [এই ২৭ নক্ষত্রের আকৃতি ও অবস্থানাদির বিষয় খগোল দেখ।] ২৭টী নক্ষত্র যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই ২৭টী নক্ষত্র। অভিজিৎ নামে একটী নক্ষত্র আছে, কিন্তু এই নক্ষত্র ভিন্ন নক্ষত্র নহে এই ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই ২৭ নক্ষত্রের প্রতি নক্ষত্রকে চারিভাগ করিয়া তাহার নয় নয় পাদে অর্থাৎ ভাগে এক এক রাশি ঠিক করিয়া দ্বাদশ রাশিতে নক্ষত্রচক্রকে বিভাগ করা হইয়াছে, এই জন্য ঐ নক্ষত্রচক্রকে রাশিচক্রও কহে।

কোন কোন নক্ষত্র ঊর্দ্ধমুখ, অধোমুখ বা তির্য্যঙ্মুখ। ইহার মধ্যে আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তরভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র ঊর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র অধোমুখ। অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা এবং অনুরাধা, এই সকল নক্ষত্র তির্য্যঙ্মুখ। নক্ষত্র সকলের এক একজন অধিপতি নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শশী, আর্দ্রার শূলভৃৎ, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণী, মঘার পিতৃগণ, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নিঋতি, পূর্ব্বাষাঢ়ার তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব বিরিঞ্চি, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহিব্রধ্ন এবং রেবতীর পুষ্যা অধিপতি হইয়া থাকেন। নক্ষত্রের নাম হইতে মাসের নামকরণ হইয়াছে। যথা—কৃত্তিকা ও রোহিণী এই দুই নক্ষত্রঘটিত কার্ত্তিক, মৃগশিরা ও আর্দ্রার অগ্রহায়ণ, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় পৌষ, অশ্লেষা ও মঘায় মাঘ, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও হস্তাতে ফাল্গুন, চিত্রা ও স্বাতিতে চৈত্র, বিশাখা ও অনুরাধাতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা ও মূলায় জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে আষাঢ়, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠাতে শ্রাবণ, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদে ভাদ্র, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণীতে আশ্বিন।

ঐ সকল মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঐ সকল নক্ষত্র হইবে, অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিকা অথবা রোহিণী নক্ষত্র হইবে। এইরূপ সকল মাসেই জানিতে হইবে। এইরূপ নামকরণের কারণ দেখিতে গেলে স্পষ্ট জানা যায় যে পৃথিবী যখন যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তৎকালে সেই রাশির স্থিতিকাল সেই সেই নক্ষত্রের নামে মাস উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু যে রাশিতে পৃথিবী যখন স্থিত হন, তৎকালে সেই রাশি হইতে তাহার সপ্তম-রাশিতে সূর্য্যকে দেখা যায় এবং সেই সেই রাশির সপ্তমে অস্তমিত হন। অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিশাখা নক্ষত্রে অর্থাৎ তুলারাশিতে স্থিত থাকেন, তৎকালে সূর্য্যকে মেষরাশিতে দেখা যায়। এইরূপ আর সকলের বিষয় জানিতে হইবে।

গগনমণ্ডলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যে যে সকল নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যখণ্ডে দ্বাদশরাশি ও তদন্তর্গত ২৭টী নক্ষত্র এবং ঐ ২৭টী নক্ষত্রকে দ্বাদশভাগ করিয়া তাহার এক এক রাশি নয় পাদ নক্ষত্রে হইয়া থাকে, ঐ গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডাশ্রিত রাশিদিগকে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে কাহার কত সময় লাগিয়া থাকে, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে। ইহা দ্বারা তাহাদের গতি ও দূরত্ব প্রভৃতি জানা যাইতে পারে। গ্রহগণ নক্ষত্রপুঞ্জস্বরূপ রাশিচক্রকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে রবির দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে এক বৎসর লাগে, অর্থাৎ মেষরাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমপাদ হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া পুনরায় ঐ স্থানে আসিতে একবৎসর কাল লাগে। এইরূপ চন্দ্রের ২৭ দিন, মঙ্গলের ৫৪০ দিন, বুধের ২১৬ দিন, বৃহস্পতির ১২ মাস, শুক্রের ৩৩৬ দিন, শনির ৩০ বৎসর, রাহু ও কেতুর ১৮ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে।

গ্রহগণের দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে যে কাল লাগে, তাহাকে দ্বাদশভাগ করিলে যে কাল হয়, সেই কাল এক এক রাশি-ভ্রমণ করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়। নয় পাদনক্ষত্রে এক রাশি হয়, ঐ রাশি ভোগ-কালকে ৯ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট হয়, তাহার চারিভাগ কাল এক একটী নক্ষত্র-ভ্রমণের কাল।

রবির ১ রাশি ভ্রমণের কাল ১ মাস, অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রের

প্রথম পাদ হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রের পূর্ণ একপাদ পরিভ্রমণ শেষ করিতে ১ মাস সময় লাগিয়া থাকে। এইরূপ চন্দ্রের ২।১৫ দণ্ড, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বুধের ১৮ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর, শুক্রের ২৮ দিন, শনির ২ বৎসর ৬ মাস, রাহু ও কেতুর ১।৬ মাস সময় লাগিয়া থাকে। ইহা দ্বারা গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডের দ্বাদশভাগে অর্থাৎ দ্বাদশ রাশির কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ কোন্ সময় অবস্থিত থাকিবে এবং সেই রাশির অন্তর্গত নক্ষত্রে কতক্ষণ ভ্রমণ করিবে, তাহা স্থির করা যাইবে।

এক মাত্র নক্ষত্রানুসারেই রাশি দশা প্রভৃতি সকল নির্ণয় করা হয়, তাহার ফলাফল নানা প্রকার লিখিত আছে।

নক্ষত্রমান।—যে কোন নক্ষত্রের উদয় হইতে পুনরায় উদয় পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, তাহাকে এক নাক্ষত্রঅহোরাত্র কহে। এই নক্ষত্রমান—৬০ অনুপলে এক বিপল, ৬০ বিপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক নাক্ষত্র অহোরাত্র, ৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্রে এক নাক্ষত্র মাস ও ১২ নাক্ষত্রমাসে নাক্ষত্র বৎসর হয়। ৩৬৬ অহোরাত্র ১৫।৩১।৩১।২৪ অনুপলে এক সৌরবৎসর হয়, অতএব সাবন ৩৬৫ দিন ১৫।৩১।৩১।২৪ অনুপলে এক নাক্ষত্র অহোরাত্রির অধিক হয়। নক্ষত্রগণের উদয় দর্শনক্রমে এই নাক্ষত্রকালের নিশ্চয় হয়। কোন বিশেষ নক্ষত্রের উদয় স্থান হইতে পুনর্ব্বার উদয়স্থানে আসিতে যে কাল লাগে, তাহা কোন প্রকারে কোন যন্ত্রদ্বারা স্থির করিলে সেই কাল দ্বারা এক নাক্ষত্র অহোরাত্রের পরিমাণ স্থির হয়। এই নাক্ষত্র অহোরাত্রের প্রতিদিনই সমান থাকে, যেহেতু নক্ষত্রগণের গতির ব্যত্যয় নাই। নাক্ষত্র অহোরাত্রেও দ্বাদশ লগ্ন হইয়া থাকে। এই নাক্ষত্রদিনের দ্বারা পরমায়ু ও দশা প্রভৃতি গণনা হইয়া থাকে।

নক্ষত্রের জাতি নিরূপণ—অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি, রেবতী ও ভরণী হস্তী, কৃত্তিকা অজা, রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প, আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র, পুনর্ব্বসু মেষ, পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর, পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ, বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ, জ্যেষ্ঠা কুকুর, মূলা ও শ্রবণা বানর, পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহ জাতি। নক্ষত্র দ্বারা নাম ও রাশি নির্ণীত হয়। এই নক্ষত্রানুযায়ী নামকরণ শতপদচক্রানুসারে হইয়া থাকে। নক্ষত্রের চারিপাদে চারিটী অক্ষর থাকিবে, ঐ নক্ষত্রের মধ্যে জন্ম সময় স্থির করিয়া নক্ষত্রের কোন পাদে জন্ম হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইবে, পরে যে পাদে জন্ম হইবে, নক্ষত্রের সেই পাদে লিখিত অক্ষর নামের আদ্য অক্ষর হইবে। কোন নক্ষত্রের কোন পাদে জন্মিলে কি নাম হইবে তাহার বিষয় প্রদত্ত হইল।

"অ ই উ এ কৃত্তিকা। ও ব বী বু রোহিণী। বে বো ক কি মৃগশিরা। কু ঘ ঙ ছ আর্দ্রা। কে কো হ হি পুনর্ব্বসু। হু হে হো ড় পুষ্যা। ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা। ম মি মু মে মঘা। মো ট টি টু পূর্ব্বফল্গুনী। টে টো প পি উত্তরফল্গুনী। পু ষ ণ ঠ হস্তা। পে পো র রি চিত্রা। রু রে রো ত স্বাতি। তি তু তে তো বিশাখা। ন নি নু নে অনুরাধা। নো য যি যু জ্যেষ্ঠা। যে যো ভ ভি মূলা। ভু ধ ফ ঢ় পূর্ব্বাষাঢ়া। ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢ়া। জু জে জো খ অভিজিৎ। খি খু খে খো শ্রবণা। গ গি গু গে ধনিষ্ঠা। গো শ শি শু শতভিষা। শে শো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদ। দু থ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদ। দে দো চ চি রেবতী। চু চে চো ল অশ্বিনী। লি লু লে লো ভরণী।"

ইহার মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই জন্ম নক্ষত্রের কত দণ্ড আছে তাহা প্রথমে নির্ণয় করিবে, নক্ষত্রকে চারিভাগ করিয়া সেই চারিভাগের মধ্যে যে ভাগে জন্মিবে, সেই পাদ জানিতে হইবে। প্রতি নক্ষত্রে চারিটী করিয়া অক্ষর সন্নিবিষ্ট আছে, নক্ষত্রের যে পাদে জন্মিবে, নক্ষত্রের সেই পাদে যে অক্ষর থাকিবে, সেই অক্ষরই আদ্য অক্ষর হইবে। যথা কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমপাদে জন্মিলে অকার, দ্বিতীয় পাদে ইকার, তৃতীয় পাদে উকার এবং চতুর্থ পাদে একার আদি নাম হইবে। এইরূপ আর সকল নক্ষত্রের বিষয় জানিতে হইবে। [নাক্ষত্রিক দশা ও রাশি প্রভৃতির বিবরণ দশা ও রাশি শব্দ দেখ। কোন নক্ষত্রে জন্মিলে জাত বালক কিরূপ গুণসম্পন্ন হইবে তাহা প্রত্যেক নক্ষত্র নাম এবং অপরাপর বিবরণ খগোল শব্দে দেখ।]

২ হার-বিশেষ, ২৭ নর হারের নাম নক্ষত্রমালা।

[নক্ষত্রমালা দেখ।]

নক্ষত্রকল্প (পুং) অথর্ব্ববেদের পরিশিষ্ট বিশেষ। ইহাতে চন্দ্রের অবস্থিতির বিষয় বর্ণিত আছে।

নক্ষত্রকান্তিবিস্তার (পুং) নক্ষত্রকান্তীনাং বিস্তারো যত্র। ধবল যাবনাল। (রাজনি°)

নক্ষত্রকূর্ম্মবিভাগ (পুং) নক্ষত্রকূর্ম্মের বিভাগ, অর্থাৎ রাশির প্রাধান্যানুসারে দেশের অবস্থানভেদ।

নক্ষত্রগণ (পুং) নক্ষত্রঘটিতো গণঃ সমুদায়ভেদঃ। নক্ষত্রবিশেষের সমূহাত্মক গণভেদ।

এই নক্ষত্রগণের বিষয় বৃহৎ সংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে। রোহিণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ধ্রুবগণ, অর্থাৎ ধ্রুবগণ বলিলে এই সকল নক্ষত্র পাওয়া যাইবে। এই ধ্রুবগণে অভিষেক, শান্তি, তরু, নগর, বীজ ও

ধ্রুবকার্য্য সকল আরম্ভ করা উচিত। মূলা নক্ষত্র এবং শিব, শক্র ও ভুজগ যাহাদের অধিপতি সেই সকল নক্ষত্র তীক্ষ্ণগণ। এই তীক্ষ্ণগণে অভিঘাত, মন্ত্র, বেতাল, বন্ধ, বধ ও ভেদ সম্বন্ধীয় কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী ও পিত্র্য-নক্ষত্রে উগ্রগণ হয়। উগ্রগণ নক্ষত্রে উৎসাদন, নাশ, শাঠ্য, বন্ধন, বিষ, দহন ও শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির সিদ্ধিলাভ জন্য প্রযোজ্য। হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্রে লঘুগণ। এই লঘুগণে পুণ্য কর্ম্ম, রতি, জ্ঞান, ভূষণ প্রভৃতি সিদ্ধিদায়ক। অনুরাধা, চিত্রা, পৌষ্ণ ও ইন্দ্রাধিপতি নক্ষত্র মৃদুগণ। এই মৃদুগণে সুরত, বিধি, বস্ত্র, ভূষণ ও মঙ্গলগীত প্রভৃতি হিতকর হয়। বিশাখা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে মৃদু-তীক্ষ্ণগণ, এই মৃদু-তীক্ষ্ণগণ বিমিশ্র ফলদায়ক হয়। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষানক্ষত্র, এবং সূর্য্য ও বায়ু যে সকল নক্ষত্রের অধিপতি সেই সকল নক্ষত্র চরগণ, এই চরগণ চরকর্ম্মে হিতকর হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৯৮ অ°)

নক্ষত্রচক্র (ক্লী) নক্ষত্রাণাং চক্রং যত্র। ১ রাশিচক্র। ২ তন্ত্রোক্ত দীক্ষোপযোগী চক্রভেদ। গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিবার সময় নক্ষত্রচক্র প্রভৃতি চক্র সমূহদ্বারা মন্ত্র স্থির করিয়া লইবেন। তন্ত্রসারে এই চক্র এইরূপ লিখিত আছে—

নক্ষত্রচক্র—"অ আ অশ্বিনী দেবগণঃ। ই ভরণী মানুষঃ। ঈ উ ঊ কৃত্তিকা রাক্ষসঃ। ঋ ৠ ঌ ৡ রোহিণী মানুষঃ। এ মৃগশিরো দেবঃ। ঐ আর্দ্রা মানুষঃ। ও ঔ পুনর্ব্বসুর্দেবঃ। ক পুষ্যো দেবঃ। খ গ অশ্লেষা রাক্ষসঃ। ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ। চ পূর্ব্বফল্গুনী মানুষঃ। ছ জ উত্তরফল্গুনী মানুষঃ। ঝ ঞ হস্তা দেবঃ। ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ। ড স্বাতি দেবঃ। ঢ ণ বিশাখা রাক্ষসঃ। ত থ দ অনুরাধা দেবঃ। ধ ঝ জ্যেষ্ঠা রাক্ষসঃ। ন প ফ মূলা রাক্ষসঃ। পূর্ব্বাষাঢ়া রাক্ষসঃ। ব পূর্ব্বাষাঢ়া রাক্ষসঃ। ভ উত্তরাষাঢ়া মানুষঃ। ম শ্রবণা দেবঃ। য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ। ল শতভিষা রাক্ষসঃ। শ পূর্ব্বভাদ্রপদা মানুষঃ। ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মানুষঃ। অং অঃ ল ক্ষ রেবতী দেবঃ।" (তন্ত্রসার)

নক্ষত্রচিন্তামণি (পুং) রত্নবিশেষ। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহার অধিকারীকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে পারে।

নক্ষত্রজ (ত্রি) যাহা নক্ষত্র হইতে জাত।

নক্ষত্রজাত (ক্লী) নক্ষত্রে তদ্বিশেষে জাতং জন্ম। নক্ষত্র বিশেষে জন্ম, কোন নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় ১০১ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

[প্রত্যেক নক্ষত্রের বিশেষ ফল বিশেষ তত্তদ্ নক্ষত্রের নামে দ্রষ্টব্য]

নক্ষত্রতারারাজাদিত্য (পুং) চন্দ্র, নক্ষত্র ও তারাদিগের অধিপতি সূর্য্য।

নক্ষত্রদর্শ (ত্রি) নক্ষত্রং পশ্যতি অবলোকয়তি ইতি দৃশ-অণ্। ১ নক্ষত্রবীক্ষক, যাহারা নক্ষত্র দর্শন করে। নক্ষত্রং তৎফলং দর্শয়তি সূচয়তি দৃশ-ণিচ্-অণ্। ২ গণক, জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ।

"প্রজ্ঞানায় নক্ষত্রদর্শং" (শুক্লযজুঃ ৩০।১০)

'প্রজ্ঞানায় নক্ষত্রাণি দর্শয়তি তং গণকং' (বেদদীপ)

নক্ষত্রদান (ক্লী) নক্ষত্রে নক্ষত্রবিশেষে দানং। নক্ষত্রভেদে দ্রব্য বিশেষের দান। ইহার বিষয় হেমাদ্রির দানখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে পায়স, রোহিণীতে মাষ, রত্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ, মৃগশিরানক্ষত্রে সবৎসা ধেনু, আর্দ্রায় কৃশর (খিচুড়ী), পুনর্ব্বসুতে অপূপ, পুষ্যায় সুবর্ণ, অশ্লেষায় রৌপ্য, হস্তানক্ষত্রে হস্তী ও রথ, চিত্রা নক্ষত্রে উত্তমা ধেনু, বিশাখাতে ধেনু ও অনডুহ, অনুরাধা নক্ষত্রে উত্তরীয় সহিত বস্ত্র, মূলা নক্ষত্রে মূলক, পূর্ব্বাষাঢ়ায় সপাত্র দধি ও উদকমিশ্রশক্তু প্রভৃতি, অভিজিৎ নক্ষত্রে ঘৃত ও মধু, শ্রবণায় কম্বল, ধনিষ্ঠায় বস্ত্র ও ধেনু, শতভিষা নক্ষত্রে গন্ধদ্রব্য, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ, উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে মাংস, রেবতী নক্ষত্রে কাংস্য ও সবৎসা গাভী প্রভৃতি দান করিলে অশেষ প্রকার পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং অন্তিম কালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বিদ্যাবিনয়াদি-সম্পন্ন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে এই দান করিতে হইবে। (হেমাদ্রি)

নক্ষত্রনাথ (পুং) নক্ষত্রাণাং নাথঃ ৬তৎ। চন্দ্র, দক্ষকন্যা অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চন্দ্রের সহিত বিবাহ হইয়া ছিল বলিয়া চন্দ্রকে নক্ষত্রনাথ কহে।

নক্ষত্রনেমি (পুং) নক্ষত্রস্য তচ্চক্রস্য নেমিরিব। ১ ধ্রুবতারক। ২ চন্দ্র। ৩ রেবতী। (হেমচ°) ৪ বিষ্ণু।

"নক্ষত্রনেমির্নিক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৬০)

'স জ্যোতিষাং চক্রং ভ্রাময়ংস্তারাময়স্য শিশুমারস্য হৃদয়ে জ্যোতিশ্চক্রস্য নেমিবৎ প্রবর্ত্তকঃ স্থিতো বিষ্ণুরিতি নক্ষত্রনেমিঃ'। (শাঙ্করভাষ্য)

ভগবান্ বিষ্ণু তারাময় শিশুমারের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে নেমির ন্যায় চক্রাকারে ভ্রমণ করাইতেছেন, এইজন্য ভগবান্ বিষ্ণুর নাম নক্ষত্রনেমি হইয়াছে।

নক্ষত্রপ (পুং) নক্ষত্রং পাতি রক্ষতি ইতি পা-ক। চন্দ্র।

নক্ষত্রপতি (পুং) নক্ষত্রং পাতি পা ডতি, বা নক্ষত্রাণাং পতিঃ ৬তৎ। চন্দ্র। (শব্দার্থচি°)

নক্ষত্রপথ (পুং) নক্ষত্রোপলক্ষিতঃ পন্থাঃ, অচ্ সমাসান্তঃ। নক্ষত্র-চক্রের ভ্রমণমার্গ। যে পথে নক্ষত্র সকল বিচরণ করে, তাহাকে নক্ষত্রপথ কহে। "অতীতনক্ষত্রপথানি যত্র।" (মাঘ)

[খগোল দেখ।]

নক্ষত্রপদযোগ (পুং) রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রাঙ্গ যোগভেদ।

"মেষগে ভাস্করে ষষ্ঠে শীতগৌ স্বোচ্চগে যমে।
নক্ষত্রপদযোগোঽয়ং শত্রুমেঘানিলো যথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সূর্য্য জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ অথবা মেষরাশিতে থাকিলে এবং চন্দ্র উচ্চস্থিত হইলে এই যোগ হয়। এই যোগে যদি রাজগণ যুদ্ধ যাত্রা করেন, তাহা হইলে বায়ু যেরূপ মেঘদিগকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ শত্রুগণ অনায়াসে পরাজিত হয়।

নক্ষত্রপুরুষ (পুং) নক্ষত্রৈঃ পুরুষইব। ব্রতবিশেষ। নক্ষত্র-সমূহকে পুরুষ কল্পনা করিয়া এই ব্রত আচরণ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নক্ষত্র-পুরুষ-ব্রত হইয়াছে।

এই ব্রতের বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—মূলানক্ষত্রে নক্ষত্রপুরুষের পাদদ্বয়, রোহিণী ও অশ্বিনী দুইটী জঙ্ঘা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্র দুই উরু, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী গুহ্যদেশ, কৃত্তিকা তাহার কটীদেশ, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ দুই পার্শ্ব, রেবতী কুক্ষিদেশ, অনুরাধা বক্ষস্থল, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠদেশ, বিশাখা ভুজদ্বয় এবং হস্তানক্ষত্র দুই হস্ত হইবে। পুনর্ব্বসু হস্তাঙ্গুলি এবং অশ্লেষা হস্তনখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা দুই কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষুর্দ্বয়, চিত্রা ললাটদেশ, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রানক্ষত্র মস্তকস্থিত কেশ।

পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্র সকলদ্বারা উক্ত অবয়ব সকল কল্পনা করিয়া একটী নক্ষত্রপুরুষ কল্পিত করিতে হইবে। যাঁহারা এই ব্রত করিবেন, তাঁহারা এই নিয়মে নক্ষত্রপুরুষ কল্পনা করিবেন। এই ব্রত চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মূলানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে কর্ত্তব্য। ঐ দিনে বিষ্ণু ও নক্ষত্র সকলের পূজা করিয়া উপবাস করা বিধেয়। ব্রত সমাপ্ত হইলে স্বীয় শক্তি অনুসারে কালবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-দিগকে সুবর্ণের সহিত ঘৃতপূর্ণ পাত্র এবং সরত্ন বস্ত্র দান করিবে। যাঁহারা লাবণ্য অভিলাষ করেন, তাঁহারা ক্ষীর, ঘৃতান্ন এবং গুড় দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক রৌপ্যসমন্বিত বস্ত্র দান করিবেন, আর নক্ষত্রপুরুষের পাদস্থিত নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাসে মাসে উপবাস করিয়া তাহার অঙ্গস্থ সমুদয় নক্ষত্রে স্বীয় বিধি অনুসারে বিষ্ণু ও সেই নক্ষত্রের পূজা করিবে। পুরুষগণ এইরূপে এই ব্রতাচরণ করিলে কন্দর্প সদৃশ রূপবান্ হয়। স্ত্রীগণ এই ব্রত করিলে অপ্সরাদিগের ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করেন। যতদিন নক্ষত্রমালা আকাশতলে বিচরণ করিবে, ততদিন তিনি ঐ নক্ষত্রদিগের সহিত অবস্থান করিবেন। যতদিন ইহলোকে থাকিবেন, ততদিনও রাজগণ পূজিত হইয়া কালাতিপাত করিবেন। (বৃহৎসংহিতা ১১৫ অ°)

এই ব্রতের বিষয় বামনপুরাণে ৭৭ অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এইস্থলে আর লিখিত হইল না।

নক্ষত্রফল (ক্লী) নক্ষত্রাণাং ফলং ৬তৎ। নক্ষত্র-সমূহের ফল।

নক্ষত্রভোগ (পুং) নক্ষত্রাণাং রাশিচক্রস্থিতনক্ষত্রাণাং একৈক-দিনে ভোগঃ। নক্ষত্রদিগের ভোগ, ২১৬০০ কলাত্মক কালে সমপরিমাণে ২৭ ভাগের একভাগ ৮০০ শত কলারূপ ভোগ।

"ভভোগোঽষ্টশতী লিপ্তাঃ" (সূর্য্যসি°)

নক্ষত্রমান (ক্লী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত দিনাদি মানভেদ। [নক্ষত্র দেখ।]

নক্ষত্রমার্গ (পুং) নক্ষত্রাণাং মার্গঃ। নক্ষত্রদিগের বিচরণ-পথ, নক্ষত্রপথ।

নক্ষত্রমালা (স্ত্রী) নক্ষত্রসংজ্ঞিকা মালা। সাতাশ নর মৌক্তিকাদি রচিত মালা। ২৭ নরী হার, ইহার প্রতি লহরে মণিমুক্তাদি খচিত থাকিবে, এইরূপ হারকে নক্ষত্রমালা কহে। আজ কাল যে সাত নর হার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই নক্ষত্রমালারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ২ নক্ষত্রশ্রেণী। "যাবন্নক্ষত্রমালা বিচরতি গগনে ভূষয়ন্তীব ভাসা" (বৃহৎসং ১০৬।৯)
৩ হস্তীদিগের মালাভেদ।

নক্ষত্রযাজক (পুং) নক্ষত্রনিমিত্তং বৃত্ত্যর্থং যাজয়তি যজ-ণিচ্-ণ্বুল্। নক্ষত্রদোষশান্তিকারক ব্রাহ্মণভেদ, যে সকল ব্রাহ্মণ নক্ষত্রদোষের শান্তি করিয়া থাকেন। অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। নক্ষত্র ও গ্রহ প্রভৃতি দোষের শান্তি করিয়া থাকেন বলিয়া, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চাণ্ডাল সদৃশ।

"আহ্বায়কা দেবলকা নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালা মহাপথিক পঞ্চমাঃ॥"
(ভারত শান্তি° ৭৬ অ°)

নক্ষত্রযোগ (পুং) নক্ষত্রভেদে যোগঃ ৬তৎ। নক্ষত্রের সহিত ক্রূরাদি গ্রহের যোগ।

নক্ষত্রযোগিনী (স্ত্রী) নক্ষত্রৈরভিমানিতয়া যুজ্যতে যুজ্-ঘিনুণ্। দাক্ষায়ণী অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র।

"তস্মৈ নক্ষত্রযোগিন্যঃ সপ্তবিংশতিরুত্তমাঃ।
রোহিণীপ্রমুখাঃ কন্যা দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ॥"
(হরিবংশ ২২৬ অ°)

নক্ষত্রযোনি (স্ত্রী) নক্ষত্রাণাং যোনিঃ। বিবাহ প্রভৃতিতে যোনিকূট, নিষিদ্ধ নক্ষত্র।

নক্ষত্ররাজ (পুং) নক্ষত্রাণাং রাজা ৬তৎ, ততো টচ্ সমাসান্তঃ। চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের অধিপতি।

নক্ষত্রলোক (পুং) নক্ষত্রাণাং লোকঃ ৬তৎ। নক্ষত্রা-ধিষ্ঠিত লোকভেদ, যে স্থানে নক্ষত্র সকল অবস্থান করেন।

"কস্মিন্নু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু নক্ষত্রলোকাঃ" (শতপথব্রা° ১৪।৬।৬।১)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

দক্ষকন্যা নক্ষত্রগণ মহাদেবের প্রীত্যর্থ কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন। মহাদেব ইহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া এইরূপ বর দিয়াছিলেন, তোমরা সকল জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে প্রধান হইয়া অবস্থান কর এবং মেষাদি রাশিগণের উৎপত্তিস্থান হইয়া চন্দ্রলোকের উপরিভাগে থাক। এই লোকে তোমরা সকল তারকারাজির মান্য হইয়া থাকিবে। যাহারা তোমাদের পূজা ও ব্রতাদি করিবে, তাহারা তোমাদের এই লোকে অবস্থান করিবে। (কাশীখ° ১৫ অ°)

নক্ষত্রবর্ত্মন্ (ক্লী) নক্ষত্রাণাং বর্ত্ম। নক্ষত্রমার্গ, নক্ষত্রদিগের বিচরণপথ। [খগোল দেখ।]

নক্ষত্রবিদ্যা (স্ত্রী) নক্ষত্রাণাং তত্র স্থিতগ্রহাদীনাং চারজ্ঞানায় বিদ্যা। জ্যোতিববিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বারা নক্ষত্র প্রভৃতির বিষয় জানা যায়, তাহাকে নক্ষত্রবিদ্যা কহে।

"ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং"

(ছান্দোগ্য উপ° ৭।১।২।৭)

নক্ষত্রবীথি (স্ত্রী) নক্ষত্রৈস্তত্তৈদঃ কৃতা বীথিঃ। আকাশতলে নক্ষত্র কর্ত্তৃক কৃতা বীথি, নক্ষত্রের গতি অনুসারে পথ-বিশেষের নাম বীথি। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—অশ্বিনী প্রভৃতি তিন তিন নক্ষত্রে এক একটী বীথি হয়। এই বীথি নয় ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম নাগ, গজ, ঐরাবত, বৃষভ, গো, জরদ্গব, মৃগ, অজ এবং দহন। স্বাতি, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে নাগবীথি হয়, কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। গজ, ঐরাবত ও বৃষভ নামে যে তিনটী বীথি, এই তিনটী বীথি রোহিণী হইতে উত্তরফল্গুনী পর্য্যন্ত তিন তিন নক্ষত্রে হইয়া থাকে। অশ্বিনী, রেবতী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে গোবীথি ; শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে জারদগবী বীথি ; অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে মৃগবীথি হস্তা, বিশাখা ও চিত্রানক্ষত্রে অজবীথি এবং পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে দহনবীথি হয়। এই প্রকারে ২৭টী নক্ষত্রে নয়টী বীথি হইলে প্রত্যেক বীথিই তিনবার হয়। অতএব উক্ত বীথি সকলের মধ্যে তিন তিনটী বীথি রবিমার্গের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ মার্গে অবস্থিত। তাহাদিগের আবার এক একটী যথাক্রমে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পথে বিদ্যমান। তিনটী নাগ-বীথি ;—তাহার মধ্যে উত্তরমার্গস্থ প্রথম, দ্বিতীয়টী মধ্যপথস্থিত এবং তৃতীয়টী দক্ষিণ পথে অবস্থিত। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, যে নক্ষত্রসমূহের নক্ষত্রমার্গবর্ত্তী যোগতারাগণ উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে যেরূপে অবস্থিত, বীথিমার্গ সকলও সেই ভাবে অবস্থিত। এই মার্গ নির্দ্ধারণে কোন কোন পণ্ডিত ভরণী হইতে উত্তরমার্গ, পূর্ব্বফল্গুনী হইতে মধ্যম মার্গ এবং পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে দক্ষিণ মার্গ এইরূপ গণনা করেন।

শুক্র যে সময় উত্তরবীথিতে অবস্থিত হইয়া উদিত বা অস্তমিত হন, তখন দেশে সুভিক্ষ ও মঙ্গল হইয়া থাকে। মধ্যবীথিতে হইলে মধ্যফল, এবং দক্ষিণ বীথিতে হইলে মন্দফল হইয়া থাকে। আর্দ্রা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মৃগশিরা পর্য্যন্ত যে নয়টী বীথি হইবে, তাহাতে শুক্রের উদয় বা অস্ত হইলে যথাক্রমে অত্যুত্তম, উত্তমতর ও উত্তম, সম, মধ্য ও ন্যূন, অথবা মন্দ, মন্দতর ও মন্দতম ফল উৎপন্ন হয়। (বৃহৎসংহিতা ৯ অ°) [অন্যান্য ফল শুক্রচার দেখ।]

নক্ষত্রবৃষ্টি (পুং) তারাপতন, তারা খসা।

নক্ষত্রব্যূহ (পুং) নক্ষত্রাণাং ব্যূহঃ সমূহঃ। পুরুষ ও দ্রব্য বিশে-ষের শুভাশুভসূচক নক্ষত্রসমূহ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—সিতকুসুম, অগ্নিহোত্রী, মন্ত্রজ্ঞ, সূত্রভাষ্যজ্ঞ, আকরিক, ক্ষৌর-কার, ব্রাহ্মণ, কুম্ভকার, পুরোহিত এবং দৈবজ্ঞ ইহারা সকলে কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধীন অর্থাৎ এই সকল দ্রব্যের শুভাশুভ কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে জানিতে হইবে। সুব্রত, পণ্যক্রীতবস্তু, রাজা, ধনবান্, যোগী, শাকটিক, গো, বৃষ, জলচর, কৃষক, পর্ব্বত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পন্নগণ রোহিণীর অধীন। সুরভি, বস্ত্র, পদ্ম, কুসুম, ফল, রত্ন, বনচর, বিহঙ্গ, মৃগ, যাজ্ঞিক, গন্ধর্ব্ব, কামুক এবং পত্রবাহকগণ মৃগশিরানক্ষত্রের আয়ত্ত। উত্তম ধান্য, সত্য, ঔদার্য্য, শৌচ, কুল, রূপ, বুদ্ধি, যশ, সেবা ও বণিকসমূহ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধীন। যব, গোধূম, সকল প্রকার শালী, ইক্ষুবর্গ, মন্ত্রজ্ঞগণ, নৃপতিসকল, জলজীবী ও যাজ্ঞিকগণ পুষ্যানক্ষত্রের অধীন। কৃত্রিম, কন্দমূল, ফল, কীট, পন্নগ, বিষ, তুষ, ধান্য, পরস্বাপহারী ও ভিষক্ অশ্লেষানক্ষত্রের আয়ত্ত। শস্যাগার ও গৃহ সকল, অর্থশালী বণিক, শূরগণ, ক্রব্যাদ ও স্ত্রীদ্বেষী ব্যক্তিগণ মঘা নক্ষত্রের বশীভূত। নট, যুবতী, সুভগ, গায়ক, শিল্পী, পণ্য সকল, কার্পাস, লবণ, মধু, তৈল এবং কুমারগণ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের অধীন। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃহৎসংহিতায় ১৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

নক্ষত্রব্রত (ক্লী) নক্ষত্রনিমিত্তং ব্রতং। নক্ষত্রনিমিত্তক ব্রত-ভেদ। এক একটী নক্ষত্র উদ্দেশ করিয়া যে ব্রত করা হয়, তাহাকে নক্ষত্রব্রত কহে। তিথিতত্ত্বে সামান্যরূপে নক্ষত্রব্রতের কাল নির্ণীত হইয়াছে। যথা—যে নক্ষত্রে সূর্য্য অস্তমিত হইবে, তাহাকে নক্ষত্ররাত্র এবং যে নক্ষত্রে সূর্য্য উদিত হইবে তাহাকে নক্ষত্রদিন কহা যায়। এই নক্ষত্র-দিবারাত্রের মধ্যে যে নক্ষত্রে সূর্য্য অস্তমিত হইবেন, সেই দিন উপবাস করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই দিনই ব্রতাচরণ বিধেয়।

"তন্নক্ষত্রমহোরাত্রং যস্মিন্নস্তংগতো রবিঃ।
যস্মিন্নুদেতি সবিতা তন্নক্ষত্রং দিনং স্মৃতং॥
উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ।
যত্র বা যুজ্যতে রাম নিশীথে শশিনা সহ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতের বিষয় হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ভবিষ্যপুরাণ হইতে এইরূপ লিখিত আছে—

"ইত্যেতে কথিতাঃ কৃষ্ণ তিথিযোগা ময়া তব।
নক্ষত্রদেবতাঃ সর্ব্বাঃ নক্ষত্রেষু ব্যবস্থিতাঃ॥"
(হেমাদ্রিব্রতখ°)

নক্ষত্রব্রতে নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে, এই অশ্বিনী নক্ষত্রে এই ব্রত করিলে দীর্ঘায়ুলাভ এবং ব্যাধি সকল নাশ হইয়া থাকে। ভরণীতে যমকে ও কৃত্তিকায় অনলকে পূজা করিয়া উপবাসাদি ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত নক্ষত্রের উদ্দেশে ব্রতাচরণ করার বিধান রহিয়াছে। যে নক্ষত্রের ব্রত হউক না কেন, সেই নক্ষত্রের অধিপতি পূজনীয় জানিতে হইবে। এই ব্রতের বিশেষ বিধান হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

নক্ষত্রশবস্ (ত্রি) দেবতাদিগের প্রতিগমনশীল স্তোতৃসমূহ।
"কবীনাং বিশাঃ নক্ষত্রশব সাঃ" (ঋক্ ১০।২২।১০)
'নক্ষত্রশবসাং দেবান্ প্রতিগচ্ছৎ স্তোতৃবলানাং' (সায়ণ)

নক্ষত্রশূল (পুং) নক্ষত্রাঃ শূলাইব। পূর্ব্বাদি দিকে যাত্রাকালীন নিষিদ্ধ নক্ষত্রবিশেষ, শূলবিদ্ধ হইলে যেরূপ অনিষ্ট হয়, এই সকল নক্ষত্রে যাত্রা করিলে তদ্রূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে নক্ষত্রশূল কহে। নিষিদ্ধ নক্ষত্র, পূর্ব্বদিকে শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণে অশ্বিনী ও উত্তরভাদ্রপদ, পশ্চিমে রোহিণী ও পুষ্যা, উত্তরে উত্তরফল্গুনী ও হস্তা এই সকল নক্ষত্র নক্ষত্রশূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"জ্যেষ্ঠা পূর্ব্বা ভাদ্রপদা রোহিণ্যুত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বাদিষু ক্রমাচ্ছূলাঃ যাত্রায়াং মরণপ্রদাঃ॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ।)

নক্ষত্রসত্র (ক্লী) নক্ষত্রনিমিত্তং সত্রঃ। নক্ষত্রনিমিত্তক যজ্ঞভেদ। এই যজ্ঞ নক্ষত্র মাসানুসারে করিতে হয়।
"নক্ষত্র সত্রাণ্যয়নাদি চেন্দোর্মাসেন কুর্য্যাদ্ গণাত্মকেন॥"
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।)

নক্ষত্রসন্ধি (পুং) নক্ষত্রয়োঃ সন্ধিঃ। পূর্ব্বনক্ষত্র হইতে উত্তর নক্ষত্রে চন্দ্রাদি গ্রহের গতিরূপ সংক্রান্তি।

নক্ষত্রসাধক (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৭।১৭।৩৫।)

নক্ষত্রসাধন (ক্লী) নক্ষত্রং সাধ্যতে জ্ঞায়তেঽনেন সাধিকরণে ল্যুট্। গ্রহদিগের নক্ষত্রমানসাধন গণনাভেদ। এই গণনা সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষরূপে লিখিত আছে।

নক্ষত্রসূচক (পুং) নক্ষত্রাণি শুভাশুভতয়া সূচয়তি ণ্বুল্। সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্, ইহার লক্ষ—

"অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে।
স পঙ্‌ক্তিদূষকঃ পাপী জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ॥
অথবা—
তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনং।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥" (বৃহৎসংহিতা)

শাস্ত্র না জানিয়া যিনি দৈবজ্ঞ হন, তাঁহাকে পঙ্‌ক্তিদূষক, পাপী বা নক্ষত্রসূচক কহে। অথবা যিনি তিথির উৎপত্তি এবং গ্রহদিগের সাধন অবগত নহেন, অথবা পরের মতানুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহাকেও নক্ষত্রসূচক কহে।

নক্ষত্রামৃত (ক্লী) যোগবিশেষ, বারবিশেষে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রযোগ হইলে তাহাকে নক্ষত্রামৃতযোগ কহে। এই যোগের বিষয় জ্যোতিঃসারসংগ্রহে এইরূপ লিখিত আছে*—রবিবারে হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, মূলা ও রেবতী নক্ষত্র; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, হস্তা ও উত্তরভাদ্রপদ; মঙ্গলবারে রেবতী, পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতি ও উত্তরভাদ্রপদ; বুধবারে অনুরাধা, শতভিষা, রোহিণী, কৃত্তিকা ও স্বাতি; গুরুবারে পুষ্যা, পুনর্ব্বসু ও অনুরাধা; শুক্রবারে অশ্বিনী, শ্রবণা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী ও অনুরাধা এবং শনিবারে রোহিণী বা স্বাতি নক্ষত্রের যোগ হইলে এই নক্ষত্রামৃত যোগ হয়। যাত্রাকার্য্যে এই নক্ষত্রামৃত যোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নক্ষত্রামৃত যোগ হইলে বিষ্টি ও ব্যতীপাদাদি নিষিদ্ধ যোগের দোষ থাকে না। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার রাশি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই নক্ষত্রামৃত যোগে সকল দোষ নাশ হয়। (জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

* "ধ্রুবগুরুকরমূলা পৌষ্ণভান্যর্কবারে,
হরিযুগবিধিযুগ্মে ফল্গুনীভাদ্রযুগ্মে।
দিবসকরতুরঙ্গৌ শর্ব্বরীনাথবারে,
গুরুযুগনলবাতোপাস্ত্যপৌষ্ণানি কৌজে॥
দহনবিধিশতাখ্যা মৈত্রভং সৌম্যবারে
মরুদদিতিভপুষ্যা মৈত্রভং জীববারে।
ভগযুগজযুগাশ্বৌ বিষ্ণুমৈত্রে সিতাহে
শ্বসনকমলযোনী সৌরিবারেঽমৃতানি॥
যদি বিষ্টিব্যতিপাতৌ দিনং বাপ্যশুভং ভবেৎ।
হন্ততেঽমৃতযোগেন ভাস্করেণ তমো যথা॥"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

এই নক্ষত্রামৃতযোগ ও সিদ্ধিযোগ যদি একদিনে হয়, তাহা হইলে সেই দিন যাত্রা করিবে না, ঐ যোগকে বিষযোগ কহে।

নক্ষত্রিন্ (পুং) নক্ষত্রমস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ চন্দ্র। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭০।)

নক্ষত্রিয় (পুং) নক্ষত্রায় হিতঃ নক্ষত্র-ঘ। ১ নক্ষত্রাধিষ্ঠিত দেবভেদ। "নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা নক্ষত্রিয়েভ্যঃ স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ২২।২৮।৮।) ন ক্ষত্রিয়ঃ 'সহ সুপা' ইতি ন শব্দেন সমাসঃ। ২ ক্ষত্রিয় ভিন্ন।

নক্ষত্রেশ (পুং) নক্ষত্রাণাং ঈশঃ। ১ চন্দ্র। (অমর) ২ কর্পূর।

নক্ষত্রেশ্বর (পুং) নক্ষত্রাণাং ঈশ্বরঃ। ১ চন্দ্র। ২ নক্ষত্রগণ কর্তৃক কাশীতে স্থাপিত শিবলিঙ্গভেদ। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

নক্ষত্রসমূহ কাশীতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিল, এই শিবলিঙ্গ নক্ষত্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। যাহারা কাশীতে নক্ষত্রেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিবে, তাহাদের কখন নক্ষত্র, গ্রহ এবং রাশি হইতে কোন প্রকার পীড়া হইবে না। (বিস্তৃত বিবরণ কাশীখণ্ড ১০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

নক্ষত্রেষ্টি (স্ত্রী) নক্ষত্রনিমিত্তা ইষ্টিঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। নক্ষত্রনিমিত্তক যজ্ঞভেদ, নক্ষত্রনিমিত্তক অর্থাৎ নক্ষত্রের উদ্দেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে নক্ষত্রেষ্টি কহে।

নক্ষত্রেষ্টকা (স্ত্রী) ইষ্টকাভেদ, এক প্রকার যজ্ঞ। (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫।৪।১।৩।)

নক্ষদ্দাভ (ত্রি) অভিগমনকারী শত্রুদিগের হিংসাকারক।

"নক্ষদ্দাভং তুতুরিং" (ঋক্ ৬।২২।২)

'নক্ষদ্দাভং নক্ষতির্গতিকর্ম্মা, অভিগচ্ছতাং শত্রূণাং দম্ভিতারঃ হিংসিতারঃ' (সায়ণ)

নক্ষ্য (ত্রি) উপগমনীয়, উপগন্তব্য।

"নিত্বা নক্ষ্য বিশ্পতে" (ঋক্ ৭।১৫।৭)

'নক্ষ্যোপগন্তব্যঃ। নক্ষতি ব্যাপ্তিকর্ম্মা' (সায়ণ)

নক্সান (আরবী) ক্ষতি, হানি।

নখ, সর্পণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নখতি। লোট্ নখতু। বিধিলিঙ্ নখেৎ। লঙ্ অনখৎ। লুঙ্ অনখীৎ, অনাখীৎ। লিট্ ননাখ, নেখতুঃ। লৃট্ নখিষ্যতি। লুট্ নখিতা।

নখ (ক্লী) নহ্যতে ইব শরীরে নহ-খ, ততো হলোপশ্চ (নহের্হলোপশ্চ। উণ্ ৫।২৩।) অঙ্গুলিকণ্টক, অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ অস্থিবিশেষ। হিন্দী নহ। পর্য্যায়—পুনর্ভব, কররুহ, নখর, কামাঙ্কুশ, করজ, পাণিজ, অঙ্গুলিসম্ভূত, করাগ্রজ, করকণ্টক, স্মরাঙ্কুশ, রতিপথ, করচন্দ্র, করাঙ্কুশ। (শব্দরত্নাবলী)

গর্ভস্থিত বালকের ৭ মাসে নখ জন্মে। নখ এবং লোম নিজে ছেদন করিবে না এবং নখ দন্ত দ্বারা কর্ত্তন করিবে না।

"ন ছিন্দ্যান্নখলোমানি দন্তৈর্নোৎপাটয়েন্নখান্।" (মনু ৪।৬৯।)

ভূমিতে নখ দিয়া দাগ করিতে নাই। স্বীয় অঙ্গে নখবাদ্য করিবে না।

"ন নখৈর্বিলিখেদ্ভূমিং গাঞ্চ সম্বেশয়েন্নহি।
ন স্বাঙ্গে নখবাদ্যং বৈ কুর্য্যান্নাঞ্জলিনা পিবেৎ।"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°)

মনুষ্যের এবং বানর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জন্তুর হস্ত ও পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ থাকে। ইতর জন্তুদিগের খুর ও নখর এই নখের সমজাতীয় পদার্থ। উপত্বক্ রূপান্তরিত হইয়া নখ উৎপন্ন করে। প্রকৃত ত্বক্ (Dermis) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর বিস্তার করিয়া নখের মূলে অবস্থিতি করে। ঐ সকল শিখরের চতুর্দ্দিকে উপত্বকের কোষ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। উপরিভাগের কোষগুলি চেপ্টা, এবং নিম্নভাগের গুলি গোলাকার। উপত্বকের কোষগুলি পরস্পর একত্র হইয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া নখরূপে পরিণত হয়। এইরূপে নখ অঙ্গুলির অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলে উহাকে কাটিয়া ফেলা হয়। হাতের নখ সপ্তাহে এক ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের একভাগ এবং পদের নখ সপ্তাহে সপ্তাহে এক ইঞ্চির একশত বিশভাগের একভাগ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। পীড়াকালে নখের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, এবং পোষণের অভাবে পাতলা হইয়া থাকে। এই কারণে নখের অবস্থা দেখিয়া অনেক সময় রোগ-নিরূপণ করিতে পারা যায়। যদি নখ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু নিম্নের ত্বক্ অক্ষত থাকে, তাহা হইলে অতি সত্বর পুনর্ব্বার নখ উৎপাদিত হয়।

(ক্লী) নখমিব আকৃতিরস্ত্যস্য, ইতি অর্শাদিত্বাৎ অচ্। ২ নখীনাম গন্ধদ্রব্যবিশেষ, (A vegetable perfume) ইহা স্ত্রীলিঙ্গ নখী শব্দে প্রসিদ্ধ। ইহা সমুদ্রজাত শঙ্খ শম্বুকজাতীয় কোশস্থ প্রাণীর (নখাকৃতি) মুখাবরণ। ইহা দেখিতে এতদ্দেশীয় শম্বুকাদির (শামুখ) মুখাবরণ সদৃশ। যে সময় ইহারা যাতায়াত করে, তখন ইহাদের ঐ মুখ বিকসিত হয় এবং তৎকালে ইহাদের মুখটী ঊর্দ্ধে থাকে। সেই সময় তাহা প্রাণীদিগের পদের নখ সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, এই জন্য ইহাকে নখী কহে। যখন ইহারা শৈলাদি উচ্চ ভূমিতে গমনাগমন করে, তখন ইহাদের সন্ধিস্থান হইতে বহুল পরিমাণে লালা স্রাব হয়। যে সকল লোক ইহার ব্যবসা করে, তাহারা ইহা সংগ্রহ করিয়া মারিয়া ফেলে, পরে ইহা শুষ্ক হইলে নখাকৃতি মুখটী তুলিয়া লয়। ইহা ক্ষুদ্র বৃহদাদি ভেদে কএক প্রকার। যে গুলি শামুখের মুখের সদৃশ, তাহাকে ক্ষুদ্র নখী, আর

'নখৈর্বিকীর্ণ যে জনগুরি তানজনুজাতারণ্যবুদ্বুদাদিবর্জিত-বিজন্ জেনাসীন্।' (কুমুক।) ইহার মাংস অভক্ষ্য।

নখবৃক্ষ (পুং) নখো বৃক্ষঃ অচ্ নখোবৃক্ষঃ। নীলবৃক্ষ, নীল গাছ।

নখশঙ্খ (পুং) নখইব শঙ্খঃ। ক্ষুদ্রশঙ্খ।

নখশস্ত্র (পুং ক্লী) নখচ্ছেদকং শস্ত্রং। নখচ্ছেদনযোগ্য অস্ত্র-বিশেষ। নরুণ।

"বক্ত্রজর্জরীং বিমুখং নখশস্ত্রনবাকুলম্।
স্বল্পশল্যো বৃত্তিচ্ছেদেজ্জপ্রচ্ছাদনেখনে॥" (আত্রেয়সংহিতা)

নখশূল (দেশজ) হস্ত ও পদের নখের স্বকপার্শ্ববর্ত্তী ত্বকের শূলের মত বেদনা, নখকুণি প্রভৃতি নখরোগ।

নখাঘাত (পুং) নখৈরাঘাতঃ ৩তৎ। নখদ্বারা আঘাত। সুরতকার্য্যে নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার অঙ্গে নর্ম্মার্থ নখদ্বারা আঘাত। কোন্ কোন্ স্থলে নখাঘাত করিতে হয়, কামশাস্ত্রে তাহার বিবরণ এইরূপ লেখা আছে—

"নখাঘাতঃ প্রদাতব্যো যথা স্থানানি নর্ম্মসু।
পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োশ্চৈব উর্ব্বো চৈব নিতম্বকে॥
কক্ষস্থলে চ কক্ষান্তে কপালে বাহুমূলকে।
গ্রীবায়াং কণ্ঠদেশে চ নখাঘাতং সমাচরেৎ॥
তথা সর্ব্বশরীরেষু নখং দদ্যাৎ শনৈঃ শনৈঃ॥" (কামশাস্ত্র।)

পার্শ্বদ্বয়, স্তনদ্বয়, উরুদ্বয়, নিতম্ব, কক্ষস্থল, কক্ষান্ত, কপাল, বাহুমূল, গ্রীবা ও কণ্ঠদেশ, এই সকল স্থানে কামক্রীড়ায় নখাঘাত করিবে। ২ যুদ্ধার্থ নখদ্বারা আঘাত।

নখাঙ্ক (পুং) নখং অঙ্কইব যস্য। ১ নখাঘাতচিহ্ন। (ক্লী) ২ ব্যাঘ্রনখী।

নখাঙ্গ (ক্লী) নখস্য অঙ্গমিব অঙ্গং যস্য। নখী। (রত্নমালা।)

নখানখি (অব্য) নখৈশ্চ নখৈশ্চ প্রহৃত্য যুদ্ধমিদং প্রবৃত্তং। পরস্পর নখাঘাত দ্বারা প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

"কচাকচি যুদ্ধমাসীৎ দন্তাদন্তি নখানখি।" (ভারত কর্ণ ৪৯ অ°)

নখায়ুধ (পুং) নখমেব আয়ুধং যস্য। ১ ব্যাঘ্র। ২ সিংহ। ৩ কুক্কুট।

নখারি (পুং) শিবানুচরবিশেষ।

নখালি (পুং) নখানাং আলিরত্র। ১ ক্ষুদ্র শঙ্খ। নখানাং আলিঃ। ২ নখশ্রেণী।

নখালু (পুং) নখতীতি নখ সর্পণে নখ-আলুচ্। নীলবৃক্ষ।

নখাশিন্ (পুং) নখং অশ্নাতীতি ভক্ষয়তীতি অশ-ণিনি। ১ পেচক। (ত্রি) ২ নখভক্ষক মাত্র।

নখি (পুং) নখেনাতিক্রামতি ইতি নখয়তেরেব ই। (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮।) ১ নখ দ্বারা অতিক্রামক। নখতি সর্পতি নখ-ইন্। ২ সর্পক।

নখিন্ (পুং) নখ অস্ত্যস্যেতি নখ-ইনি। ১ সিংহ। ২ ব্যাঘ্র। (ত্রি) ৩ বিদারণক্ষম নখযুক্ত পশুমাত্র।

"নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥" (চাণক্য ২৭।)

নখী (স্ত্রী) নখ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নখনামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। [নখ দেখ।]

নখোংবট, কাম্বোডিয়াদেশে বৌদ্ধদিগের একটী প্রসিদ্ধ মঠ। কাম্বোডিয়ার বৌদ্ধদিগের সর্পোপাসনার মহা সমারোহ ছিল। প্রসিদ্ধ নখোংবট মঠে ঐ উৎসব সম্পাদিত হইত। উক্ত মঠের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, উহা এককালে পৃথিবীর একটী অত্যুত্তম অট্টালিকা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৮৫৮ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এম্, মৌহট্ সর্ব্বপ্রথমে উহা আবিষ্কার করেন। মিষ্টার জে টমসন্ উহার ফটোগ্রাফ লইয়া যান। উহার গঠন অতীব শোভাসম্পন্ন এবং রোমকদিগের ডোরিক প্রণালীর অনুরূপ। উহার মূলদেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬০০ ফিট্ এবং উচ্চতার ১৮০ ফিট্। ঐ মঠের সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ কারুকার্য্যসম্পন্ন প্রস্তরে মণ্ডিত। উহার প্রত্যেক কোণে এবং কার্ণিসে সপ্তশির সর্পমূর্ত্তি সন্নিবেশিত। জীবন্ত সর্প সকলের জন্য চত্বরে একটী পুষ্করিণী ছিল। ঐ সকল সর্পের পূজা হইত। অনুমান খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর কোন সময়ে এই মঠ নির্ম্মিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। [কম্বোজ দেখ।]

নগ (পুং) ন গচ্ছতীতি ন-গম-ড বা দহ্যতে ইতি দহ-গ, ততো হলোপঃ দশ্চ ন (দহেৰ্গো লোপো দশ্চ নঃ। উণ্ ৫।৬১।) ১ পর্ব্বত। "নবে দুকূলে চ নগোপনীতং
প্রত্যগ্রহীৎ সর্ব্বমমন্ত্রবর্জ্জং॥" (কুমারস° ৭।৭২।)

২ বৃক্ষ। ৩ স্থাবর মাত্র।

"মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ং॥" (বিষ্ণুপু° ১।৫।৬।)
'নগাঃ স্থাবরা' (শ্রীধরস্বামী)

নগজ (পুং) নগে পর্ব্বতে জায়তে জন-ড। ১ হস্তী। (ত্রি) ২ পর্ব্বতজাত বস্তু মাত্র।

নগজা (স্ত্রী) নগজ-টাপ্। ১ পার্ব্বতী। ২ ক্ষুদ্র পাষাণ-ভেদা লতা। (রাজনি°)

নগণা (স্ত্রী) নাস্তি গণো যস্যাঃ। লতাবিশেষ, চলিত মওয়া-কটকী, পর্য্যায়—পারাবতপদী, পিণ্যা, কটুবল্লী, জ্যোতিষ্মতী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী। (রত্নমালা)

নগণ্য (ত্রি) ১ অগণনীয়, অকিঞ্চিৎকর। ২ মূল্যার্হ।

নগদ্ (আরবী) দ্রব্য ক্রয়কালীন সমস্ত মূল্য দান।

নগদ্ জিনিষ্ (আরবী) ক্রয় কালে যাহা নগদ পাওয়া যায়।

নগদ্ বিক্রী (আরবী) নগদ মূল্য লইয়া বিক্রয় করা।

নগদাব, ১ নগদ মূল্য লইয়া যে জমি বন্দোবস্ত করা হয়। ২ থাজ বা অন্ত কোনরূপ কর না দিয়া নগদ টাকা দেওয়া।

নগদা নগদী (আরবী) ক্রয় বিক্রয়কালে মূল্যদান ও দ্রব্য গ্রহণ।

নগদী (আরবী) উপস্থিত মূল্য গ্রহণ। নগদা, নগদ রোজ লইয়া মজুরী।

নগনদী (স্ত্রী) নগজাতা নদী। পর্ব্বতনিঃসৃত নদী, যে সকল নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে।

নগনন্দিনী (স্ত্রী) নগস্ত নন্দিনী ৬তৎ। হিমালয়কন্যা পার্ব্বতী।

নগপতি (পুং) নগস্ত পতিঃ ৬তৎ। হিমালয়।

"শৈলানাং হিমবন্তঞ্চ নদীনাঞ্চৈব সাগরম্।
গন্ধর্ব্বানামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং বিধেঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

নগভিৎ (পুং) নগং ভিনত্তি ভিদ্ ক্বিপ্। ১ পাষাণভেদনাস্ত্র-বিশেষ। ২ ইন্দ্র, ইন্দ্র পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম নগভিদ্ হইয়াছে।

নগভূ (পুং) নগে ভূরুৎপত্তির্যস্ত। ১ ক্ষুদ্র পাষাণভেদা লতা। (ত্রি) ২ পর্ব্বতজাত মাত্র। (স্ত্রী) ৩ পর্ব্বতভূমি।

নগমূর্দ্ধন্ (পুং) পর্ব্বতের চূড়া, শৈলশিখর।

নগর (ক্লী) নগাইব প্রাসাদাদয়ঃ সন্তি যত্র। (নগপাংসু-পাণ্ডুভ্যশ্চ। পা ৫।২।১০৭।) ইতি সূত্রস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা র। বহুলোকের বাসস্থান, সহর, যে স্থলে নগ অর্থাৎ পর্ব্বত সদৃশ প্রাসাদাদি থাকে, তাহাকে নগর কহে।

পর্য্যায়—পুর, পুরী, পুরি, নগরী, পত্তন, পট্টন, পট্টনী, পুট-ভেদন, পটভেদন, স্থানীয়, নিগম, কটক, পট্ট। (শব্দরত্নাবলী)

ইহার লক্ষণ—

"পণ্যক্রিয়াদিনিপুণৈশ্চাতুর্ব্বণ্যজনৈর্যুতম্।
অনেকজাতিসম্বদ্ধং নৈকশিল্পিসমাকুলম্॥
সর্ব্বদৈবতসম্বদ্ধং নগরন্ত্বভিধীয়তে॥"

(বিষ্ণুপু° টীকা স্বামিধৃত বচন)

যেখানে পণ্যক্রিয়াদিনিপুণ লোকগণ, সকল প্রকার জাতি ও বহুবিধ শিল্পিগণ অবস্থান করে, এবং অনেক দেবদেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে নগর কহে।

কেহ কেহ নগরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন, যেখানে অষ্টশত গ্রামের বিচারাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রধান বিচারালয় থাকে, তাহাকে নগর কহে। নগরে রাজা পরিচারকদিগের সহিত অবস্থান করিবেন, ইহা প্রাকার ও দুর্গাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ইহার আয়তন যোজন বিস্তৃত হইবে। কোন কোন পণ্ডিত পুর ও নগরের এইরূপ ভেদ করিয়া থাকেন। যেখানে বহুগ্রামের ব্যবহার স্থান অর্থাৎ বিচারালয় থাকে, তাহাকে পুর এবং পুরসমূহের প্রধানের নাম নগর।

নগর-নির্ম্মাণ-কাল—

"স্থিররাশিগতে ভানৌ চন্দ্রে চ স্থিরভোদয়ে।
শুদ্ধে কালে দিনে চৈব নগরং কারয়েন্নৃপঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

যখন সূর্য্য স্থির রাশি গত হইবেন, চন্দ্র স্থির নক্ষত্রে অবস্থান করিবেন, এবং কাল ও দিন প্রভৃতি বিশুদ্ধ থাকিবে, সেই সময় রাজা নগর নির্ম্মাণ করিবেন। নগর নির্ম্মাণ করিতে হইলে, ইহা দীর্ঘ, চতুরস্র, ত্র্যস্র ও বর্ত্তুল এই চারি প্রকার করিতে পারিবে। ইহার মধ্যে ত্র্যস্র ও বর্ত্তুল নগর নিন্দনীয়। নগরের প্রস্থ যত হইবে, তাহার এক পাদ অধিক পরিমাণ হইলে তাহাকে দীর্ঘ কহে। চতুরস্র শব্দে চারিদিকে সমান। যে নগর তিন দিকে সমান অর্থাৎ ত্রিকোণ তাহাকে ত্র্যস্র; যাহা বলয়াকৃতি তাহাকে বর্ত্তুল কহে। এই চারি প্রকার নগরের মধ্যে দীর্ঘ নামক নগর স্থাপন করিলে নানাবিধ সুখসম্পত্তি হইয়া থাকে, ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। চতুরস্র নগর চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়ক, ত্র্যস্র নগর ত্রিশক্তি নাশের নিমিত্ত এবং বর্ত্তুল নগর নানা রোগদায়ক। (যুক্তিকল্পতরু)

নগর, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার একটী নগর। বিপাশা নদীর বামকূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান কুলু রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এক্ষণে সহকারী কমিশনর এখানে বাস করেন

নগর (বা রাজনগর) বাঙ্গালার বীরভূম জেলার একটী নগর এবং প্রাচীন রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৫৬´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে এই নগর বীরভূমের হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল। রাজপ্রাসাদ প্রায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই স্থানে এখন অনেকানেক ভগ্ন বাটী, মসজিদ ও অপরিষ্কার পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

নগর, মহিসুর রাজ্যের সীমোগা জেলার একখানি তালুক। রাজস্ব প্রায় ১৬০৫২৲। এই স্থান নিবিড় জঙ্গলময় এবং পর্ব্বত-বেষ্টিত। প্রধান উৎপন্ন চাউল এবং সুপারি।

২ মহিসুরের অন্তঃপাতী সীমোগা জেলার এক পল্লীগ্রাম। অক্ষা° ১৩° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৬´ পূঃ। ইহা বেদনোর নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক ১৬৪০ অব্দে কেলাড়ি-সর্দ্দারগণের রাজধানী হইয়াছিল।

৩ মহিসুর রাজ্যের একটী বিভাগ। ভূমির পরিমাণ ১১৬৫২ বর্গ মাইল।

নগর, (নাগোর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তাঞ্জোর প্রদেশস্থ নাগপত্তনের একটী বন্দর। অক্ষা° ১০° ৪৯´ ২৬´´ উঃ, দ্রাঘি°

৭৯° ৫৩´ ২৪´´ পূঃ। ইহার বন্দর বেস্তার নদীর মুখে অবস্থিত। এই স্থানে সুপারি, মসিনা, বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং অশ্বাদির বহুল বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। এখানে একটী বিখ্যাত মসজিদ্ আছে।

নগর আনন্দপুর, ইহার আধুনিক নাম বড়নগর। [বড়নগর ও দেবনাগর দেখ।]

নগরকাক (পুং) সহরে কাক, ঘৃণাসূচক শব্দ।

নগরকীর্ত্তন (ক্লী) নগরে কীর্ত্তনং নগরপরিভ্রমণেন হরিনাম-সংঘোষণং। নগরের পথে পথে হরিনাম-সংকীর্ত্তন, নগরের সকল পথে হরিনাম গান করিয়া বেড়ান।

"নাচারোনাধিকারী চ ন স্থাননিয়মস্তথা।
গ্রামে বা নগরে সাধু বর্ণে বা কীর্ত্তয়েদ্ধরিং॥" (হরিনামমাহাত্ম্য)

নগরকোটি (পুং) হিমালয়ের পাদদেশস্থিত একটী নগর।

নগরঘাত (পুং) নগরং হস্তি হন-অণ্। ১ হস্তী। হন-ভাবে ঘঞ্, নগরস্য ঘাতঃ। ২ নগরস্থ লোকের হনন।

নগর ছুতর, সাঁওতাল পরগণায় সূত্রধরদিগের মধ্যে এক শ্রেণী।

নগরজন (পুং) নগরস্য জনাঃ। পুরবাসী, নগরবাসী।

নগরতীর্থ, গুজরাটপ্রদেশস্থ নগর নামে একটী প্রাচীন তীর্থ। গুজরাটের রাজা বিশলদেবের সভাকবি নানকের প্রশস্তিতে নগরতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থান বেদধ্বনিতে সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইত। যজ্ঞীয় ধূমে উহার আকাশ নিরন্তর পরিপূরিত থাকিত। ঐ স্থান মহাদেবের আবাস ভূমি বলিয়া গণ্য ছিল। ঐ স্থানের ব্রাহ্মণেরা উন্নতিশীল ছিলেন। [বড়নগর দেখ।]

নগরদ্বার (ক্লী) নগরস্য দ্বারং ৬তৎ। নগরের দ্বার, পুরদ্বার।

"নগরদ্বারলোষ্ট্রস্য যদ্বৎ স্যাদুপযাচিতং।" (বৃহৎসং ২।১৮)

নগরধনবিহার (পুং) বৌদ্ধদিগের একটী মঠ।

নগরপতি (পুং) নগরস্য পতিঃ ৬তৎ। নগরাধ্যক্ষ, নগর।

নগর-পার্কর, সিন্ধুদেশের অন্তর্গত থর ও পার্কর জেলার একখানি তালুক। রাজস্ব ৪৫৪৬৲।

২ উক্ত নগর-পার্কর-তালুকের প্রধান নগর এবং মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ২৪° ২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪৭´ ৩০´´ পূঃ। এই স্থান উত্তম উত্তম রাস্তা দ্বারা ইসলামকোট, মিত্তি, এবং পিঠাপুরের সহিত সংযোজিত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছিল। হায়দরাবাদ হইতে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করে।

নগরপাল (পুং) নগরং পালয়তি পালি-অণ্। নগররক্ষক, চৌকীদার, নগরে কোনরূপ বিঘ্ন বা অত্যাচার না হয়, এই সকল বিষয় যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে নগরপাল কহে।

নগরপুর (ক্লী) নগরস্য পুঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসান্তঃ। একটী নগরের নাম।

নগরপ্রান্ত (পুং) নগরস্য প্রান্তঃ। পুরপ্রান্ত, নগরের সন্নিকট-স্থান।

নগরমর্দ্দিন্ (ত্রি) নগরং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। ১ নগরাবমর্দ্দক। (পুং) ২ মত্তগজ।

নগরমার্গ (পুং) নগরস্য মার্গঃ ৬তৎ। রাজমার্গ। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে,—রাজার বাটী হইতে চারিদিকে প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। যে রাস্তার পরিমাণ ৩০ হাত, তাহা উত্তম, বিংশতি হস্ত পরিমিত মার্গ মধ্যম, দশ এবং পাঁচ হাত রাস্তা অধম। (শুক্রনীতি) [রাজমার্গ দেখ।]

নগরন্ধ্রকর (পুং) নগস্য ক্রৌঞ্চস্য রন্ধ্রং করোতি কৃ-ট। কার্ত্তিকেয়।

নগরবাসিন্ (ত্রি) নগরে বসতি বস-ণিনি। নগরে বাসকারী।

নগরস্থ (ত্রি) নগরে তিষ্ঠতি স্থা-ক। নগরে অবস্থানকারী, নগরস্থিত।

নগরাদিসন্নিবেশ (পুং) নগরাদীনাং সন্নিবেশঃ ৬তৎ। নগরাদি স্থাপন। ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা ভাল করিয়া দেখিয়া একটী স্থান নিরূপণ করিয়া তাহার মধ্যে একযোজন বা যোজনার্দ্ধ-পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লই-বেন। এই স্থানের মধ্যে বহুতর হট্টাদি থাকিবে। হস্তী প্রভৃতি অনায়াসে গমন করিতে পারে, এইরূপ ভাবে অর্থাৎ ৬ হস্ত পরিমাণ নগরের দ্বার হইবে। নগরের অগ্নিকোণে স্বর্ণকারাদি সন্নিবেশ, দক্ষিণদিকে নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী ও বার-নারীগণের আবাস, নৈঋ্ঋতে নট, বাহ্লিকাদি ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতির বাসস্থান, পশ্চিমে রথ, আয়ুধ ও খড়্গাদি ব্যবসায়ীর বাস, বায়ুকোণে শৌণ্ডিক, কর্ম্মাদিকৃত ভৃত্যাদির, উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ, যতি, সিদ্ধ প্রভৃতি পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের বাসভূমি, ঈশাণকোণে ফলাদি বিক্রেতৃ প্রভৃতি ব্যবসায়িগণের ও পূর্ব্ব-দিকে বলাধ্যক্ষগণের বাসভূমি হইবে। অগ্নিকোণে বিবিধ সৈনিক পুরুষ, দক্ষিণে স্ত্রীলোকদিগের নিদেশকর্ত্তা, নৈঋ্ঋতে অধমজনগণ, পশ্চিমে অমাত্যবর্গ, কোষাধ্যক্ষ ও শিল্পিগণ অব-স্থান করিবে। পূর্ব্বদিকে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণে বৈশ্য, পশ্চিমে শূদ্র ও বৈদ্য এবং চতুর্দ্দিকে অশ্ব সৈন্য সংস্থাপন করিতে হইবে। পূর্ব্বদিকে চরলিঙ্গী অর্থাৎ ছদ্মবেশী রাজপুরুষ প্রভৃতি, দক্ষিণদিকে শ্মশানভূমি, পশ্চিমে গোধনাদি ও উত্তরে কৃষিকার্য্য প্রভৃতির স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সকল কোণেই ম্লেচ্ছগণ অবস্থান করিতে পারিবে এবং নগরে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। (অগ্নিপুরাণ ২০০ অ°)

নগরমুস্তা (স্ত্রী) নগরোত্থা, চলিত নাগরমুথা। (রাজনি°)

নগররক্ষা (স্ত্রী) নগরস্য রক্ষা ৬তৎ। নগরের রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধারণ।

নগররক্ষিন্ (পুং) নগরং রক্ষতি রক্ষ-ণিনি। নগরের রক্ষাকারক।

নগরবস্তি, দরভাঙ্গাজেলায় একটী নগর, ছোটগণ্ডক নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৫২´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫°৫১´৩০´´ পূঃ।

নগরবায়স (পুং) ১ নগরকাক, ঘৃণাসূচক শব্দ।

নগরহার (স্ত্রী) ১ নগরাক্রমণ। ২ রাজ্যবিশেষ।

বর্ত্তমান জলালাবাদের সন্নিকটে পুরাকালে এই নামে একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। পৌরাণিক ভূগোলে ইহার নাম পাওয়া যায়। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গ এই নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে ইহা কপিশরাজ্যের অধীন ছিল। নগরহার নামে একটী রাজ্যও ছিল। তাহার দৈর্ঘ্য একশত মাইল এবং প্রস্থ ৪২ মাইল। ঐ রাজ্য পশ্চিমে জগদল গিরিশঙ্কট, পূর্ব্বে খাইবার গিরিশঙ্কট, উত্তরে কাবুল নদী এবং দক্ষিণে শফেদকো বা ধবল পর্ব্বত দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

নগরাধিকৃত (পুং) নগরাধ্যক্ষ, নগরের শাসনকর্ত্তা।

নগরাধিপ (পুং) নগরস্য অধিপঃ। নগরাধ্যক্ষ, নগরপালক।

নগরাধিপতি (পুং) নগরস্য অধিপতিঃ। নগরাধ্যক্ষ, নগরপতি।

নগরাধ্যক্ষ (পুং) নগরে রাজ্ঞা নিযোজিতঃ অধ্যক্ষঃ। রাজকর্ত্তৃক নিযোজিত নগররক্ষার নিমিত্ত অধিকারিভেদ। রাজা প্রতি নগরে প্রজাদিগের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাকে নগরাধ্যক্ষ কহে। "নগরে নগরে বা স্যাদেকঃ সর্ব্বার্থচিন্তকঃ।
উচ্চৈঃ স্থানে ঘোররূপো নক্ষত্রাণামিব গ্রহঃ॥"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ৮৭ অ°)

২ নগররক্ষক।

"উগ্রসেনো নরপতি র্বসুদেবশ্চ ভারত।
নিক্ষিপ্তৌ নগরাধ্যক্ষৌ শেষাঃ সর্ব্বে বিনির্গতাঃ॥"(হরি°১৪৭অ°)

নগরিন্ (পুং) নগরবাসী লোকের নাম।

নগরী (স্ত্রী) নগর-ঙীষ্। নগর।

"প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ॥" (ভারত ১২।৫।৬)

নগরীকাক (পুং) নগর্য্যা কাকইব। বক। (ত্রিকাণ্ড) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নগরীরক্ষিন্ (পুং) নগররক্ষক, নগরের রক্ষাবিধানকর্ত্তা।

নগরোত্থ (ত্রি) নগরমাহুত্তিষ্ঠতি উদ্-স্থা-ক। ১ নগরোৎপন্ন, যাহা নগর হইতে উত্থিত হয়। (স্ত্রী) ২ নাগরমুস্তা, নাগরমুথা।

নগরৌকস্ (পুং) নগরে ওকঃ বাসস্থানং যস্য। নগরবাসী।

নগরৌষধি (স্ত্রী) নগরজাতা ওষধিঃ। কদলী। (শব্দচি°)

নগবৎ (ত্রি) নগঃ বিদ্যতে হস্য মতুপ্, মস্য ব। নগবিশিষ্ট।

নগবাহন (ত্রি) মহাদেবের একটী নাম।

নগস্বরূপিণী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

নগাটন (পুং) নগে বৃক্ষে অটতি ভ্রমতীতি অট-ল্যু। ১ বানর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ পর্ব্বতচারী।

নগাধিপ (পুং) নগানাং পর্ব্বতানাং অধিপঃ ৬তৎ। হিমালয়-পর্ব্বত। "হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।" (কুমারস° ১।১)

২ সুমেরু।

নগানিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাদে চারিটী করিয়া অক্ষর হইবে, তাহার মধ্যে প্রতি পাদের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ গুরু হইবে।

"দ্বিতূর্য্যকে গুরুর্যদা নগানিকা ভবেত্তদা।" (ছন্দো°)

নগারি (পুং) নগস্য অরিঃ শত্রুঃ। ইন্দ্র, পর্ব্বত সকলের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র পর্ব্বতের শত্রু।

নগাবাস (পুং) ১ বৃক্ষোপরি অবস্থান। ২ ময়ূর।

নগাশ্রয় (পুং) নগঃ পর্ব্বতঃ আশ্রয় উৎপত্তিস্থানং যস্য। ১ হস্তীকন্দ। (ত্রি) ২ পর্ব্বত ও বৃক্ষে বাসকারী।

নগিনা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বিজনৌর জেলার একটী তহসীল। এখানে অনেক ইক্ষুক্ষেত্র ও আম্রকানন আছে। পরিমাণ ৪৭৪ বর্গমাইল।

২ উক্ত নগিনা নামক তহসীলের প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ২৯°২৭´৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°২৮´৫০´´ পূঃ। হরিদ্বার হইতে মুরাদাবাদ পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। পাঠানেরা এই নগর পত্তন করিয়া ইহাতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে কয়েকটী যুদ্ধ হইয়াছিল।

নগুরিয়া, সাঁওতালদিগের মধ্যে একটী শাখা।

নগেন্দ্র (পুং) নগ ইন্দ্রইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ। ১ হিমালয়। ২ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ।

নগেশ (পুং) নগেন্দ্র।

নগৌকস্ (পুং) নগো বৃক্ষো পর্ব্বতোবা ওকো নিবাসস্থানং যস্য। ১ পক্ষী। ২ শরভ। ৩ সিংহ। ৪ কাক। (ত্রি) ৫ বৃক্ষ ও পর্ব্বতবাসী মাত্র।

নগ্ন (ত্রি) নজতে স্মেতি, অকর্ম্মকাৎ কর্ত্তরি ক্ত, ততো নিষ্ঠা তস্য ন। ১ বিবস্ত্র, চলিত নেংটা। ২ দিগম্বর জৈনভেদ। ইহারা কৌপীনাবৃত এবং কষায়বস্ত্রপরিধানকারী।

"বিকচ্ছোহনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব বা।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি॥" (স্মৃত)

বিকচ্ছ অর্থাৎ যে কাছা দেয় না, অনুত্তরীয় (উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করেনা), বা অবস্ত্র অর্থাৎ একেবারে বস্ত্রশূন্য বলিয়া ইহাদিগকে নগ্ন কহে। ইহারা শ্রৌত স্মার্ত কোন প্রকার কার্য্য চিন্তা করে না। আহ্নিক-তত্ত্বে আরও একটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—

"দ্বিকচ্ছঃ কচ্ছশেষশ্চ মুক্তকচ্ছস্তথৈব চ।
একবাসা অবাসাশ্চ নগ্নপঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দ্বিকচ্ছ, কচ্ছশেষ, মুক্তকচ্ছ, একবাসা, ও অবাসা এই পাঁচ প্রকার নগ্ন।

নগ্নাবস্থায় স্ত্রী বা পুরুষ যদি অবস্থান করে, তাহাদিগকে অবলোকন করিতে নাই। নগ্ন হইয়া স্নান, শয়ন, বা পাঠ প্রভৃতি কার্য্য করিতে নাই।

"ন নগ্নাং স্ত্রিয়মীক্ষেত পুরুষং বা কদাচন।
ন চ মূত্রং পুরীষং বা ন বৈ সংস্পৃষ্টমৈথুনম্॥
নোচ্ছিষ্টং সংবিশেন্নিত্যং ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ।
ন গচ্ছেন্ন পঠেদ্বাপি নচৈব স্বশিরঃ স্পৃশেৎ॥" (কূর্ম্মপু° ১৫ অ°)

৩ পারিভাষিক নগ্ন, যাহাদের কুলে কেহ বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, এবং কোন প্রকার শাস্ত্র জ্ঞান নাই, সাধুগণ তাহাদিগকে নগ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাদের অন্ন পরিবর্জ্জনীয়।

"যেষাং কুলে ন বেদোঽস্তি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতম্।
তে নগ্নাঃ কীর্ত্তিতাঃ সদ্ভিস্তেষামন্নং বিগর্হিতম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

যে ব্রাহ্মণ ত্রয়ীবেদ পরিত্যাগ করেন, তাহার নাম নগ্ন, তিনি অতিশয় পাতকী। যিনি মোহবশতঃ গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া একেবারে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাকেও নগ্ন কহে। তিনিও অতিশয় পাপকৃৎ।

"ঋক্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ীবর্ণাবৃতির্দ্বিজঃ।
এতামুজ্ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ॥
যস্তু সংত্যজ্যগার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে।
পরিব্রাড়পি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকৃন্নরঃ॥" (বিষ্ণুপু° ১৮ অ°)

(পুং) ৪ বন্দী। ৫ একজন সংস্কৃত কবি।

নগ্নক (পুং) নগ্নএব স্বার্থে কন্। নগ্ন।

নগ্নঙ্করণ (ক্লী) অনগ্নঃ নগ্নঃ ক্রিয়তে হনেন কৃ খ্যুন্ মুম্ চ। অনগ্নের নগ্নতাকরণ।

নগ্নজিৎ (পুং) ১ গান্ধারের রাজা। (শতপথব্রা° ৪।১।৪।১০)

২ কোশল দেশের রাজা। ইহার কন্যার নাম সত্যা। পিতার নামানুসারে কন্যার নাম নাগ্নজিতীও ছিল। নগ্নজিৎ স্বীয় কন্যার বিবাহ বিষয়ে এইরূপ পণ করেন, যে তাঁহার রক্ষিত সপ্তমহাবৃষ বধ করিতে পারিবে, সেই তাঁহার জামাতা হইবে। কৃষ্ণের সহিত নাগ্নজিতীর বিবাহ হয়। (ভাগ° ১০ স্কন্ধ)

৩ একজন বাস্তুশাস্ত্ররচয়িতা। (বৃহৎস° ৫৮ অ°)

৪ একজন সংস্কৃত কবি।

নগ্নতা (স্ত্রী) নগ্ন ভাবে তল্। নগ্নত্ব, বিবস্ত্রত্ব, উলঙ্গতা।

নগ্নধর, রঘুবংশের একজন টীকাকার।

নগ্নমুষিত (ত্রি) মুষিতো নগ্নঃ 'রাজদন্তাদিষু' ইতি পূর্ব্ব-নিপাতঃ। ধনাদি অপহরণ জন্য নগ্নতাপন্ন, যাহাদের সমস্ত ধন অপহৃত হইয়াছে, এবং নগ্নবৎ অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে নগ্নমুষিত কহে।

"কো নগ্নমুষিতপ্রখ্যং বহু মন্যেত রাঘবম্।" (ভট্টি)

নগ্নম্ভবিষ্ণু (পুং) অনগ্নো নগ্নো ভবতি ভূ চার্থে খিষ্ণুচ্। অনগ্নের নগ্ন হওয়া, যিনি উলঙ্গ ছিলেন না, তাঁহার উলঙ্গ হওয়া।

নগ্নম্ভাবুক (পুং) অনগ্নো নগ্নো ভবতি নগ্ন-ভূ খুকন্ মুম্ চ। অনগ্নের নগ্ন হওয়া।

নগ্নযোষিৎ (স্ত্রি) নগ্না যোষিৎ। উলঙ্গ স্ত্রী।

নগ্নবৃত্তি (স্ত্রী) উণাদি সূত্রের একখানি বৃত্তি। উজ্জ্বলদত্ত ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

নগ্নব্রতধর (পুং) ১ নগ্নব্রতাচারী। ২ মহাদেব।

নগ্নহর, প্রাচীন গুজরাটের এক অংশ। স্কন্দপুরাণে প্রভাস-খণ্ডে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

নগ্নহু (হূ) (পুং) নগ্নং হ্বয়তি স্পর্দ্ধতে অনেনেতি হ্বে করণে ক্বিপ্। ষড়্‌বিংশতি দ্রব্য কৃত সুরাবীজ। পর্য্যায়—কিণ্ব, কণ্ব, নগ্নহু। "আতিথ্যরূপং মাসরং মহাবীরস্য নগ্নহুঃ॥"

(শুক্লযজুঃ ১৯।১৪)

ভাষ্যে ২৬টী দ্রব্যের তালিকা এইরূপ আছে—১ সর্জ, ২ ত্বক্, ৩ শুঁঠ, ৪ পিপুল, ৫ মরিচ, ৬ শুণ্ঠী, ৭ পুনর্নবা, ৮ চতুর্জাতক, ৯ পিপ্পলী, ১০ গজপিপ্পলী ১১ বংশ, ১৪ বক, ১৫ বৃহচ্ছত্রা, ১৬ চিত্রক, ১৭ ইন্দ্রবারুণী, ১৮ অশ্বগন্ধা, ১৯ ধান্তক, ২০ যবানী, ২১-২২ জীরদ্বয়, ২৩-২৪ হরিদ্রাদ্বয়, ২৫ বিরূঢ় যব ও ২৬ ব্রীহি, এই সকল দ্রব্য একীকৃত হইলে তাহাকে নগ্নহু কহে। (বেদদীপ ১৯।১)

নগ্না (স্ত্রী) নগ্ন-টাপ্। ১ বিবস্ত্রানারী। পর্য্যায় কোট্টবী, কোটবী, নগ্নিকা, নগ্নযোষিৎ। (শব্দর°)

২ অনুদ্গতকুচা স্ত্রী, যে নারীর স্তন উঠে নাই।

"ঋতুমত্যাস্তু তিষ্ঠন্ত্যাং স্বেচ্ছাদানন্তু দীয়তে।
তস্মাদুদ্বাহয়েৎ নগ্নাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥"

(পঞ্চতন্ত্র ৩।২১৭)

নগ্নাচার্য্য, একজন প্রাচীন কবি। সূক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

নগ্নাট (পুং) নগ্নঃ সন্ অটতি অট-অচ্। দিগম্বর, যাহারা-উলঙ্গাবস্থায় বিচরণ করে।

নগ্নাটক (পুং) নগ্নাট এব স্বার্থে কন্। দিগম্বর যোগী। (হারা°)

নগ্নিকা (স্ত্রি) নগ্নৈব স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। বিবস্ত্রা স্ত্রী। ২ অপ্রাপ্তরজস্কা। পর্য্যায়—গৌরী, অনাগতার্ত্তবা, গৌরিকা। (শব্দর°)

৩ অজাতকুচা কন্যা।

"অব্যঞ্জনা ভবেৎ কন্যা কুচহীনা তু নগ্নিকা।" (পঞ্চতন্ত্র ৩।২১৩)

নঘমার (পুং) নহ-ক, বাহুলকাৎ হস্য ঘ, নঘং মারয়তি মৃ-ণিচ্-অণ্। কুষ্ঠরোগ।

"ত্রীণি তে কুষ্ঠনামানি নঘমারো নঘারিষো নঘারং পুরুষঃ" (অথর্ব্ব ১৯।৩৯।২)

নঘারিষ (পুং) কুষ্ঠরোগ। [নঘমার দেখ।]

নঘুষ (পুং) নহুষ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নহুষ নৃপ।

নঙ্গ (পুং) নং নতিং গচ্ছতীতি গম ড, বাহুলকাৎ মুম্। জার, উপপতি। (জটাধর)

২ এক অসভ্য জাতি। এই জাতি বিশাখপত্তনের প্রায় ৫০ খানি গ্রামে বাস করে। এই জাতীয় লোকেরা, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। ইহাদের মধ্যে একটী ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস আছে যে, মস্তক মণ্ডিত করিয়া না রাখিলে বাঘে ধরে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখে। ইহারা মৃত দেহ পুতিয়া ফেলে এবং তাহার দশ দিন পরে একটী গোরু কিংবা মহিষ কাটিয়া ভোজ দেয়।

নঙ্গ পর্ব্বত, কাশ্মীরে হিমালয় পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গ। ২৬৬২৯ ফিট্ উচ্চ।

নঙ্গর (পারসী) নৌকা বান্ধিবার জন্য এক প্রকার লৌহ-নির্ম্মিত গুরুভার বস্তু ভেদ।

নঙ্গরবাড়ী (দেশজ) যেখানে নৌকা সকল নঙ্গর ফেলিয়া থাকে।

নঙ্গাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার পরিমাণ তিন বর্গমাইল। ইহার সত্ত্বাধিকারী রাজাদিগের উপাধি ঠাকুর। অধিবাসীরা অধিকাংশই সৎস্বভাববিশিষ্ট।

নচিকেতস্ (পুং) ১ বাজশ্রবার পুত্র, ঋষিভেদ। ২ অগ্নি।

"উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্বদেবসং দদৌ তস্য হ।"(কঠোপনিষৎ) [নাচিকেত দেখ।]

নচির (ক্লী) ন চিরং ন শব্দেন সহস্মুপেতি সমাসঃ। শীঘ্রকাল, অচিরকাল।

"ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং।" (গীতা ১২ অ°)

নঞের সহিত যদি চির শব্দের সমাস হয়, তাহা হইলে অচির হইয়া থাকে।

নচিরাৎ (অব্য) শীঘ্র।

নচেৎ (অব্য) যদি না, তাহা না হইলে।

নচ্যুত (ত্রি) ন চ্যুতঃ নঞ্বা, ন শব্দেন সহ সুপেতি সমাসঃ। চ্যুত ভিন্ন।

নজ, ব্রীড়া, লজ্জা। ভ্বাদি, আত্মনেপদী, অক, ৎসেট্। লট্ নজতে। লুঙ্ অনজিষ্ট।

নজ্দীক্ (পারসী) নিকট, সন্নিকটস্থ।

নজনজ (দেশজ) তল তলে।

নজফ খাঁ, ইহার উপাধি আমীর-উল্-উমরা, জুল-ফিকর্-উদ্দৌলা। পারস্যের সফবী রাজবংশে ইহার জন্ম। নাদীর শাহ পারস্যের সিংহাসনে বসিয়া পুরাতন রাজবংশের সকল লোককে যখন বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইনিও বন্দী হন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ যখন নাদীর শার নিকট নবাব সফদর জঙ্গের ভ্রাতা মির্জ্জা মুহ্সীন খাঁকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই সময় মির্জ্জা মুহ্সীনের অনুরোধে নজফ খাঁ ও তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার ভগ্নীর সহিত মির্জ্জা মুহ্সীনের বিবাহ হয়। তৎপরে তিন জনে দিল্লীতে আসেন। ভগ্নীপতির মৃত্যু হইলে নজফ খাঁ তাঁহার ভাগিনেয় মহম্মদ কুলী খাঁর নিকট ছিলেন। মহম্মদ কুলী খাঁ তখন আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা। সফদর জঙ্গের পুত্র নবাব সুজাদ্দৌলা কর্ত্তৃক কুলী খাঁ বিনষ্ট হইলে নজফ খাঁ কতিপয় অনুচর লইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রস্থান করেন ও সেখানে গিয়া নবাব মীরকাশিমের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মীরকাশিম তখন ইংরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, নজফ খাঁ তাহাতে আরও উৎসাহ দিলেন। মীরকাশিম যখন নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন নজফ খাঁ সুজাউদ্দৌলার নিকট যাইতে ভরসা না করিয়া বুন্দেলখণ্ডের এক ক্ষুদ্র সর্দার গুমাউ সিংহের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বক্সারের যুদ্ধে হারিয়া সুজাউদ্দৌলা পলাইলে নজফ খাঁ ইংরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে এক্ষণে তিনিই আলাহাবাদ প্রদেশের ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী। ইংরাজেরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আলাহাবাদ প্রদেশের একাংশে শাসনকর্ত্তা করিলেন। নবাব উজীরের সহিত ইংরাজের সন্ধি হইবার সময় তাঁহার মিথ্যা-উত্তরাধিকারিত্ব প্রমাণিত হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ২ লক্ষ টাকা মাসহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং শাহ্ আলমের নিকট বিশেষরূপে সুপারিস করিলেন। ইংরাজেরা নজফের প্রতি যে ব্যবস্থা করেন, বাস্তবিক তিনি ততটা বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন না। সুজাউদ্দৌলার সহিত তিনি ভিতরে ভিতরে ইংরাজ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কোরার যুদ্ধে নবাব যদি জয়ী হইতেন, তাহা হইলে নজফ তাঁহার সহিত যোগ দিতেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের সহিত আলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া

দিল্লী গমন করেন। জাঠগণের হস্ত হইতে আগ্রাসহর উদ্ধার করায় সম্রাট্ তাঁহাকে আমীর-উল্-উমরা-জুল্-ফিকর্-উদ্দৌলা উপাধি দান করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নজফ্ শেষে সম্রাটের মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

নজমুদ্দৌলা, বঙ্গের নবাব মীরজাফরের পুত্র। মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরাজেরা নজমুদ্দৌলার নিকট হইতে সমধিক অর্থগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইয়াছিলেন।

নজর (আরবী) ১ রাজদর্শনার্থ প্রদত্ত অর্ঘোপহার। ২ রাজকোষে দেয় অর্ঘোপহার। ৩ অর্থদণ্ডসংগৃহীত অর্থ। ৪ নিম্নপদস্থ লোক কর্ত্তৃক উচ্চপদস্থ লোককে প্রদত্ত উপহার।

উপহারাদি যাঁহাকে দেওয়া হয় তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিতেই হয়, এই ভাবার্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় নজর অর্থে দৃষ্টি বুঝায়, যথা—কুনজর, ছোট নজর ইত্যাদি। পারস্য ভাষায়ও দৃষ্টি অর্থ পাওয়া যায়, যথা—নেকনজর (কৃপাদৃষ্টি।)

নজরআনা, ১ কোনও বলবান্ রাজার রাজ্যারোহণের সময় অধীন রাজগণ কর্ত্তৃক অধিরাজকে অবশ্যদেয় অর্ঘোপহার। ২ উপাধি, সম্মানাদি দান করিবার সময় অবশ্যদেয় অর্ঘোপহার।

নজর-বে-উজবক, অকবরের একজন নয়শতী মনসব্দার। যে দিন মানসিংহ আলীমস্জিদের নিকট তারিকী জাতিকে পরাজিত করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হন, সেই দিন নজর-বে ও তাঁহার তিন পুত্র কানবর বে, শাদি বে ও বাকী বে সম্রাটের নিকট পরিচিত হন। সম্রাট্ তাঁহাদিগের বীরত্বাদি শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর করেন। পাদশানামায় নজর বে হাজারী মনসবদার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নজর মহম্মদ খাঁ, ১ বল্খের অধিপতি। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল সম্রাট্ ইহাকে পরাজিত করিয়া ইহার রাজত্ব অধিকার করেন। ২ ভূপালের একজন নবাব। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ভূপালের নবাব উজীর মহম্মদের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নজর মহম্মদ খাঁ ভূপালের নবাব হন।

নজরবন্দ (পারসী) রক্ষিত, বন্দীকৃত, যাহাতে কোনরূপে দৃষ্টির বহির্ভাগে পলাইয়া যাইতে না পারে।

নজরবন্দী (পারসী) যাহাকে নজরবন্দ করা হইয়াছে।

নজরবাজ্ (পারসী) ১ ভেল্কীদার। ২ কুভাবে দর্শনকারী।

নজরবাজী (পারসী) ১ অপাঙ্গদর্শন। ২ ভোজবাজী।

নজরা (আরবী) বক্র দৃষ্টিতে চাহনি।

নজবুদ্দৌলা, নজিব খাঁ দেখ।

নজাবৎ খাঁ খানখানান্, সম্রাট্ আলমগীরের সমসাময়িক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও হাজারী মনসবদার। ইনি নবাব ছিলেন। সম্রাট্ ইহাকে মান্য করিতেন। ইনি অকবরের সমসাময়িক মির্জ্জা সুলেমান বদক্শানীর প্রপৌত্র। ইহার আসল নাম মির্জ্জা সুজা। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়নী নগরে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম মির্জ্জা শাহ্রুখ। মির্জ্জা শাহ্রুখ অকবরের কন্যা শুকুরুন্নিসা বেগমকে বিবাহ করেন। [শাহ্রুখ দেখ।]

নজিক্ (পারসী) নিকট, সমীপে।

নজিবউল্লা খাঁ, কর্ণাটপ্রদেশে নবাব মহম্মদ আলীর ভ্রাতা। ইনি নিজ ভরণপোষণের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নেল্লুর নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নজিবউল্লা ভ্রাতার বিপক্ষে বিদ্রোহ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া শরণাগত হন।

নজিব উন্নিসা বেগম, অকবর বাদসাহের ভগিনী এবং খোজা হোসেন নক্শবন্দির স্ত্রী।

নজিব খাঁ, একজন রোহিলা সর্দার। ইনি আলী মহম্মদ খাঁর শাসনকালে রোহিলখণ্ডে আসিয়াছিলেন এবং আপন সাহস ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা অনতিকাল মধ্যে সৈনিক সংক্রান্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীর রাজসংসারে প্রবেশ লাভ করেন। সফদরজঙ্গ বিদ্রোহী হইলে নজিব খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ আহ্মদ শা ইহাকে নজিব-উদ্দৌলা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আহ্মদশা আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নজির, মোকদ্দমা প্রভৃতি বিবাদাদি ভঞ্জনার্থ প্রমাণিত কাগজপত্র।

নজিরী, একজন কবি, নিশাপুরে ইহার জন্মস্থান। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া গুজরাটের অন্তর্গত আহ্মদাবাদে বাস করেন। ঐ স্থানে ১০২২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নঞ্ (অব্য) অভাব-সংজ্ঞক। নঞ্ শব্দের সমাস হইলে যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে নঞ্ স্থানে অন্ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে নঞ্ স্থানে বিকল্পে অ হয়। যথা—ন-অন্ত অনন্ত, নান্ত, ন-চ্যুত অচ্যুত নচ্যুত। নঞের ৬টী অর্থ যথা—১ সাদৃশ্য, ২ অভাব, ৩ অন্যত্ব, ৪ অল্পত্ব, ৫ অপ্রাশস্ত্য, ৬ বিরোধ। উদাহরণ—অব্রাহ্মণ, এইস্থলে নঞের অর্থ সদৃশ, অব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ সদৃশ নয় এইরূপ বুঝাইবে। অপাপ ন-পাপ এই স্থলে অভাব, অর্থাৎ অপাপ শব্দের অর্থ পাপ মাত্রের অভাব। অঘট, ন-ঘট, ঘট হইতে অন্য, এই অন্য অঘট এই শব্দের নঞর্থ অন্যত্ব। অনুদরী কন্যা, অনুদরী, ন-উদরী,

এই স্থলে অনুদরী শব্দের নঞর্থ অল্পত্ব অর্থাৎ অল্প উদরবিশিষ্ট। অকেশী ন-কেশী, এইস্থলে অপ্রাশস্ত্যকেশী এইরূপ অর্থবোধ হইবে। অসুর ন-সুর, এই স্থলে নঞর্থ বিরোধ, অর্থাৎ অসুর শব্দে সুর বিরোধী এইরূপ অর্থ বুঝাইবে।

(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

'নঞভাবে নিষেধে চ স্বরূপার্থে ঽপ্যতিক্রমে।
ঈষদর্থে চ সাদৃশ্যে তদ্বিরুদ্ধতদন্যয়োঃ॥' (মেদিনী)

শিরোমণি নঞ্‌বাদে প্রথমে 'অভাবমাত্রং নঞোঽর্থঃ' অভাবই নঞের অর্থ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

নঞের অর্থ অভাব, অভাব দুই প্রকার সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। অভাব এই শব্দ বুঝিবার পূর্ব্বে কয়েকটী নৈয়ায়িকদের পরিভাষার অর্থ বুঝিতে হইবে যথা—যাহার অভাব তাহাকে 'প্রতিযোগী' এবং যাহাতে অভাব থাকে তাহাকে অনুযোগী কহে, অধিকরণের নাম অনুযোগী এবং আধেয়ের নাম প্রতিযোগী।

সংসর্গাভাব—সংসর্গ—সম্বন্ধ, সংসর্গের আরোপজন্য জ্ঞানবিষয়ের অভাবই সংসর্গাভাব। সংসর্গের আরোপ অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর আরোপ, যেমন এস্থানে যদি ঘট থাকিত, তবে ঘটের উপলব্ধি হইত, "সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই" এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-সংযোগ জানিবে।

উক্ত সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার অভাব তাহাকে "প্রতিযোগী" কহে। যে অভাব নিজের প্রতিযোগীকে জন্মায়, তাহার নাম "প্রাগভাব"। যেমন এই দুইখানি খাপুরাতে ঘট হইবে, এখন ঘট নাই ভবিষ্যতে হইবে, এই অভাবেই ঘট জন্মাইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম "প্রাগভাব"। যেস্থানে বা যে মৃত্তিকায় বা যে খাপ্‌রায় ভবিষ্যতে ঘট হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থানে বা সেই মৃত্তিকা বা সে খাপ্‌রাই উক্ত প্রাগভাবের অধিকরণ বা অনুযোগী। ঘট জন্মাইয়া প্রাগভাব নিজে নষ্ট হয়। প্রাগভাবের নাশ আছে, উৎপত্তি নাই।

ধ্বংসাভাব—যে অভাবের উৎপত্তি আছে নাশ নাই তাহাকে "ধ্বংস" বলে। উক্ত অভাবের আকার এইরূপ, যথা 'ইহ কপালে ঘটো ধ্বস্তঃ' যেমন দণ্ডাঘাতে এই কপালে অর্থাৎ খাপরাতে ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে ঘটের অভাব ছিল না, ঘট ছিল, পশ্চাৎ দণ্ডাঘাত দ্বারা ঘটের অভাব জন্মিল, কিন্তু সহস্র যুগেও উক্ত অভাবের অভাব হইবে না। ধ্বংসের উৎপত্তি আছে নাশ নাই, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব এই দুই অভাবই অনিত্য।

অত্যন্তাভাব,' যে সংসর্গাভাব নিত্য তাহাকেই "অত্যন্তাভাব" বলে। অত্যন্তাভাবের আকার এইরূপ "অত্র ঘটো নাস্তি" এই স্থানে ঘট নাই, অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে এস্থলে ঘট নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। এস্থলে ঘটের অভাব বুঝাইয়াছে, অতএব এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট, যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্ব, গোতে গোত্ব ও মনুষ্যে মনুষ্যত্ব এক একটী ধর্ম্ম থাকিবেই, যে সম্বন্ধে অভাব ধরা হয়, সেই সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কহে, এবং প্রতিযোগীর অংশে বিশেষণীভূত যে ধর্ম্ম, তাহাকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম কহে, সুতরাং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক দুই ব্যক্তি হইল ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ। কথিত স্থলে অর্থাৎ এইরূপ স্থলে 'অত্র ঘটো নাস্তি' এস্থলে ঘট নাই, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম ঘটত্ব, আবার একটী নিয়ম আছে যে যাহার অবচ্ছেদক হয়, তদবচ্ছিন্ন সে হয়, এবং প্রতিযোগিতা ও অভাব এই দুয়ের পরস্পর নিরূপ্য নিরূপকভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হয়।

এখন সমস্ত মিলিত হইয়া "অত্র সংযোগেন ঘটোনাস্তি" ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়াইল, সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্ন যে ঘটনিষ্ঠ (ঘটে) প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব সে এইস্থানে আছে।

এই অত্যন্তাভাবের সহিত প্রতিযোগিতার অধিকরণতার বিরোধ। এক সময়ে এক স্থানে যে দুই ব্যক্তির অবস্থিতি ঘটে না, সেই দুই ব্যক্তিরই পরস্পরের বিরোধ-ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন সুখ ও দুঃখের বিরোধিতা। যে স্থানে প্রতিযোগীর (ঘটের) অধিকরণতা থাকে, সে স্থানে তাহার অভাব থাকে না, যেখানে ঘটের অভাব থাকে, সেখানে ঘটের অধিকরণতা থাকে না, এই বিরোধ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সংসর্গাভাব নিত্য, তাহা এই অত্যন্তাভাব সম্বন্ধে জানিতে হইবে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সকল সময়েই সকল বস্তুর অত্যন্তাভাব সকল স্থানে থাকে।

এখন আপত্তি হইতে পারে, যদি সর্ব্বত্রই সকলের অত্যন্তাভাব থাকে, তবে যে স্থানে ঘট বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতেছি, সে স্থানে কৈ ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু দেখা যায়, এই স্থানে ঘট নাই অর্থাৎ ঘটের অভাব আছে, আবার যেই একটী ঘট আনিয়া সেখানে রাখিলাম, তখনই সেই ঘটের অভাব দূর হইল। তখন আর ঘটের অভাব দেখা যায় না এবং যেই আবার ঘটটীকে দূরীভূত করা হইল, তখন সেই স্থানেই ঘটের অভাব জন্মিল। অতএব যাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে,

তাহাকে নিত্য কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে স্থানে ঘট আছে, সেই স্থানে তখনও ঘটের অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা উপলব্ধি হয় না। ঘটের অভাব তখনও দেখা যাইত, যদি ঘটটী সে স্থানে প্রতিবন্ধকরূপে বসিয়া না থাকিত, এইরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই ঘটাভাবের উপলব্ধি হইতেছে না। ঘটটী সরাইলেই প্রতিবন্ধক না থাকায় তখন ঘটাভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইত্যাদি নৈয়ায়িকদের কথার মারপেচে অতিশয় কঠিন ও দুর্বোধ্য হইয়াছে।

অন্যোন্যাভাব—তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ যে অভাব তাহাকে অন্যোন্যাভাব কহে। যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে থাকে, তেমন তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আপনা আপনাতে থাকে অর্থাৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট ঘটে থাকে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পট পটে থাকে।

অন্যোন্যাভাবের আকার এইরূপ "অয়ং ঘটো ন" এই বস্তুটী ঘট নয়, তবে কি না পট। "ঘট নয়" এই নঞের অর্থ অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাবের অপর নাম "ভেদ"। মোটামুটী বুঝিতে গেলে এইরূপ, যে অভাবের বলে পরস্পরের ভেদ প্রতীতি হয়, তাহার নাম অন্যোন্যাভাব। এই বস্তুটী ঘট নয় অর্থাৎ ঘট ভিন্ন, তবে কি না পট। এস্থলে ঘট ও পটের ভিন্নতা প্রতীতি হইয়াছে। এখন সমস্ত মিলিত হইয়া "এই বস্তুটী তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট নয়" ইহার অর্থ এইরূপ হইল, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক ভেদবিশিষ্ট এই পট।

উক্ত অন্যোন্যাভাবের সহিত বিরোধ-প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকের সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব যেখানে থাকে, সেখানে ঘটের ভেদ থাকে না, ঘটত্ব আছে ঘটে, এই ঘটে ঘটের ভেদ থাকে না। ঘটের ভেদ থাকিবে মাত্র ঘট ছাড়া পটাদি সমস্ত বস্তুতেই। এই প্রকার নঞর্থের বিচার নঞ্‌বাদে অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই নঞ্‌বাদই নৈয়ায়িকদিগের প্রধান গ্রন্থ, বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না।

নঞ্ পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ ভেদে দ্বিবিধ।

"প্রাধান্যন্তু বিধের্যত্র প্রতিষেধে ঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥"

যে স্থলে বিধির প্রাধান্য ও নিষেধের অপ্রাধান্য বুঝায়, এবং সমাসান্ত পদে নঞের প্রয়োগ হয় না, তাহাকে পর্য্যুদাস নঞ্ কহে। যথা—"রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত" রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না, এস্থলে ফলকথা এইরূপ বুঝাইয়াছে যে রাত্রি ভিন্ন সময়ে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কেন না শাস্ত্রান্তরে সকল স্থলেই শ্রাদ্ধকার্য্যের বিধান রহিয়াছে, এইজন্য এই শ্রাদ্ধকরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে, বিধ্যর্থবাচক লিঙ্ প্রত্যয়ে অর্থাৎ 'কুর্ব্বীত' এই লিঙ্ প্রত্যয় দ্বারাই এই স্থলে বিধির প্রাধান্য বুঝাইয়াছে, শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে, রাত্রি ভিন্ন কালে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং এই স্থলে প্রতিষেধের অপ্রধানতা হইয়াছে, সাক্ষাৎ বিধ্যর্থবাচক লিঙর্থে নঞর্থের অন্বয় না হইলেই নিষেধের অপ্রাধান্য হইল। যেমন 'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত' রাত্রে শ্রাদ্ধ করিবে না, এস্থলে নঞের অর্থ অন্যোন্যাভাবভেদ অর্থাৎ করিবে না ইহা না বুঝাইয়া রাত্রিভিন্ন কালে করিবে, এই ভেদই নঞের অর্থ হইল। ভেদ রূপ নিষেধের সাক্ষাৎ অন্বয় হইয়াছে, বিধ্যর্থবাচক লিঙর্থে অন্বয় হয় নাই, এজন্যই নিষেধের অপ্রধানতা হইল, ও এই স্থলে পর্য্যুদাস নঞ্ হইল। প্রসজ্য-প্রতিষেধ নঞ্—

"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥"

যে স্থলে বিধির অপ্রাধান্য ও নিষেধের প্রাধান্য এবং নঞর্থের অন্বয় ক্রিয়াতে হয়, তাহাকে প্রসজ্য-প্রতিষেধ কহে। যথা—"নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" অতিরাত্র শব্দের অর্থ অতিরাত্র নামক যজ্ঞ। ষোড়শী শব্দের অর্থ সোমলতারস-পূর্ণ পাত্র। অতিরাত্র নামক যজ্ঞে সোমলতারসপূর্ণপাত্র গ্রহণ করিবে না। এস্থলে বিধেয় কর্ম্ম ষোড়শিগ্রহণ ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধ্যর্থবাচক লটের সহিত অন্বয় হয় নাই, এজন্য বিধির অপ্রাধান্য হইয়াছে। এবং নঞর্থ ন নিষেধের বিধ্যর্থ-বাচক লড়র্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে বলিয়া নিষেধের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। অর্থাৎ অতিরাত্রযজ্ঞে সোমলতারস পূর্ণ পাত্রগ্রহণের নিষেধ হইয়াছে, 'ন গৃহ্লাতি' গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রান্তরে সোমলতারস পূর্ণপাত্র গ্রহণের বিধান আছে, কিন্তু অতিরাত্র যজ্ঞে ইহা গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রান্তরে যে বিধান আছে, সেই বিধেয় এই স্থলে অপ্রাধান্য ও প্রতিষেধের প্রাধান্য হইল, গ্রহণ করিবে না এই নিষেধেরই প্রাধান্য হইল, এইজন্য এই স্থলে প্রসজ্য-প্রতিষেধ হইল।

আবার এমন কোনও স্থান আছে যে, এক স্থানেই পর্য্যুদাস ও প্রসজ্য-প্রতিষেধ ঘটে। যথা ভোজরাজ—

"পৌষেচৈত্রে কৃষ্ণপক্ষে নবান্নং নাচরেদ্বুধঃ।
ভবেজ্জন্মান্তরে রোগী পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে॥"

এস্থানে "ন আচরেৎ" এই নঞের অর্থ প্রসজ্য ও পর্য্যুদাস দুই ঘটিয়াছে, কেননা পৌষ ও চৈত্র মাসে এবং কৃষ্ণপক্ষে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিবেনা যদি করে, তবে জন্মান্তরে রোগী হয় এবং সেই শ্রাদ্ধতৃপ্তির জন্য পিতৃলোকে উপস্থিত হয় না।

নবান্ন শ্রাদ্ধ পৌষাদিতে করিবে না, কেন না জন্মান্তরে রোগী হয়, ইহা দ্বারা বুঝা গেল, নিন্দাশ্রুতি আছে, বিধায় ইহা প্রসজ্য প্রতিষেধ এবং উক্ত শ্রাদ্ধ পিতৃলোকে উপস্থিত হইবে না, ইহার দ্বারা বুঝা যায় শ্রাদ্ধ সিদ্ধই হইবে না সুতরাং পর্য্যুদাস

অর্থাৎ যেখানে কার্য্য সিদ্ধ আছে, তবে কিছু প্রত্যবায় হয় সেই স্থলে প্রসজ্যপ্রতিষেধ, এবং যে স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, এবং কোন প্রত্যবায়ও নাই তথায় পর্য্যুদাস হইবে। ফলকথা প্রসজ্য স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু দোষগ্রস্ত হইতে হয়। পর্য্যুদাস স্থলে কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং কার্য্য জন্য কোন প্রত্যবায় হয় না। 'রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত' ইত্যাদি স্থলে রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ সিদ্ধি হইবে না, এবং রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ জন্য প্রত্যবায়ভোগী হইতে হইবে না। 'নাতিরাত্রং ষোড়শিনং গৃহ্লাতি' এই স্থলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। ইহাই সাধারণতঃ পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ জানিতে হইবে। (রঘুনাথ, জগন্নাথপণ্ডিত, পট্টাভিরাম, বেঙ্কটাচার্য্য, গদাধর, বিশ্বনাথ, প্রভৃতি রচিত নঞ্‌বাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

নঞ্জনগড়, মহিসুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৭′ ২০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪০″ পূঃ। এই স্থানে নঞ্জনদেশ্বর নামক শিবের বিখ্যাত মন্দির আছে। উক্ত মন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৮৫ ফিট্ ও প্রস্থে ১৬০ ফিট্, এবং ২৪৭টী স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত। মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে এখানে রথযাত্রা হয়, তাহাতে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

নঞ্জরাজপুতনা, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কুর্গ রাজ্যের একটী বিভাগ, পরিমাণ ২৬৪ বর্গ মাইল।

নট [ণট দেখ।]

নট, ভ্রংশ। চুরাদিগণীয় উভয়পদী, অক, সেট্। নট্ নাটয়তি-তে। লিট্ নাটয়াং চকার, চক্রে। লুঙ্ অনীনটৎ-ত।

নট (পুং) নমতীতি নম-ডট্। (জনিদাচুস্রিতি। উণ্ ৪।১০৪)

১ শ্যোণাক বৃক্ষ। বা নটতি নৃত্যতি ইতি নট-অচ্। ২ নর্ত্তক, দৃশ্য-কাব্যাভিনেতা। পর্য্যায়—শৈলালী, শৈলূষ, জায়াজীব কৃশাশ্বী, ভরত, সর্ব্ববেশী, ভরতপুত্রক, ধাত্রীপুত্র, রঙ্গজীব, রঙ্গাবতারক। (হেম)

'নটী নল্যোষধে স্ত্রী স্যাৎ শৈলূষাশোকয়োঃ পুমান্।' (মেদিনী)

৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ কিঙ্কুপর্ব্বা। (জটাধর)

চলিত নল, মদনফল। ৫ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ।

"শৌচিক্যাং শৌণ্ডিকাজ্জাতঃ নটো বরুড় এব চ।" (পরাশরপদ্ধতি)

শৌচিকীর গর্ভে শৌণ্ডিক হইতে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা নট বলিয়া অভিহিত। নৃত্যগীতাদি ইহাদের জীবিকা।

৬ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে জাত ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ।

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥" (মনু ১০।২২)

৭ রাগবিশেষ। সংস্কৃত নাম নট্ট। ইহার মূর্ত্তি—

"গ্রাম্যৎ সমুত্তুঙ্গ তুরঙ্গরূঢ়ঃ স্বর্ণচ্ছাতির্যুদ্ধগতিঃ প্রবীরঃ।
বিপক্ষরক্তাক্তকৃপাণপাণিঃ সংগ্রামচারী কিল নট্টরাগঃ॥"
(সঙ্গীতসার।)

নারদপুরাণানুসারে ইনি শ্রীরাগের পুত্র। রাগমালায় ইহা রাগিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বরগ্রাম—"স ঋ গ ম প ধ নি ঃঃ"

নট্টনারায়ণই নট বলিয়া উক্ত দেখা যায়। এক্ষণে নট জাতীয় রাগ নয় প্রকার চলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রব্যবসায়ীগণ ইহাকে নবনট বলিয়া থাকেন। যথা—বৃহন্নট, কেদারনট, ছায়ানট, কদম্বনট, হাম্বীরনট ও আহীরীনট। (সঙ্গীতসারস°।)

৮ নৃত্যগীতব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এই জাতীয় লোকের বাস আছে। প্রবাদ এইরূপ, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কথক-জাতীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীই নবাবীআমলে ঢাকায় আসিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়া এই নটজাতিতে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গালায় চুড়ী প্রস্তুতকারী মুরী জাতির একশাখাই স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া গীত-নৃত্য অবলম্বনে নট জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মিঃ ওয়ার্ড বলেন যে তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে নট নামে কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না।

পুরাণে মালাকারের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নট জাতির উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। নট জাতীয় লোকেরা বলে, তাহারা ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে ও কোন অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়াছে। বিক্রমপুরের নটেরা বলে যে, ইন্দ্রসভায় জনৈক দেবনর্ত্তক শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধরেরা এই নটজাতি। নট জাতীয়েরা স্থানভেদে নড়, নট, নর্ত্তক ও নাটক নামে কথিত হয়। নট জাতীয়েরা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় তাহারা আপাততঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকন্যা বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়া আরও জাতীয়তায় হীন হইয়া পড়িতেছে। নট জাতির বর্ণ-ব্রাহ্মণ আছে, কিন্তু অনেক স্থলে গ্রাম্য নাপিত ও রজকেও ঐ সকল কার্য্যনির্ব্বাহ করে। ইহাদের গোত্র আছে। সকলেরই এক গোত্র ভরদ্বাজ। উপাধি নন্দী ও ভক্ত। নৃত্য-গীতে পারদর্শীরা প্রায়ই "ওস্তাদ" নামে কথিত হয়। ইহারা শূদ্রের ন্যায় ত্রিশ দিন অশৌচ রক্ষা করে। ইহারা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। ইহারা চণ্ডাল, ভূঁইমালী প্রভৃতি নীচগৃহে নৃত্যাদি করে না এবং অধুনা ইহাদের তত বেশী আদর না থাকায় ইহারা মুসলমান গৃহে নৃত্যাদি করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও বাজুনিয়া নামে নটের ন্যায় এক সম্প্রদায় লোক আছে।

বাল্যকালে নটবালকেরা নৃত্য শিক্ষা করে, এই সময় ইহাদিগকে "বাগাতী" বলে, কিন্তু যৌবনেও ইহারা গীত শিক্ষা করে ও জীবিকার জন্য মুসলমান-নর্ত্তকীর শিক্ষকতা এবং তাহার নৃত্যের সহচররূপে নিযুক্ত হয়। একটী নর্ত্তকী ও কএকজন নট অনুচরে এক একটী সম্প্রদায় গঠিত হয়। যাহারা নৃত্য-গীতে শিক্ষালাভ করিতে পারে না, তাহারা কৃষি ও পণ্য ব্যবসায় অবলম্বন করে। পূর্ব্বে কোন হিন্দুরমণী নর্ত্তকী হইত না; কিন্তু এক্ষণে বৈষ্ণবী ও বেশ্যা হিন্দুকন্যারা ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। ইহারাও সারঙ্গী, বেহালা, কাঁসী, মন্দিরা, ডুগী, তব্‌লা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। নটেরা প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া যন্ত্রগুলিকে প্রণাম করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন ইহারা সরস্বতী পূজা শেষ না হইলে গীতবাদ্যের আলোচনা করে না। নটজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নৃত্য-গীত শিক্ষা করে, কিন্তু জীবিকার জন্য কখন তাহা অবলম্বন করে না। তাহারা আত্মীয়গণের বিবাহে অন্তঃপুরে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। অনেক নট-যুবক শিক্ষাদানকালে মুসলমানী নর্ত্তকীর প্রেমে পড়িয়া মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

সংস্কৃত নাটকাদিতে নট নটীর উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস হিন্দু রাজার রাজত্বকালে নাটকাভিনয় করা এই নটজাতির আরও একটী ব্যবসা ছিল। সংস্কৃত নাটকে নান্দীপাঠী নটকে কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়াই যেন ধারণা হয়। কোন কোন নাটকে নট সূত্রধর নামেও উল্লিখিত হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়বিদ্যাবিৎ ব্যক্তিকে নট নামে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সেস্থলে তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তির নট জাতীয়ত্ব বুঝায় না, কারণ পাশ্চাত্যপ্রণালীতে অভিনয়প্রথা অবলম্বিত হওয়ায় এক্ষণে আব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতীয় লোকই ঐ কলাবিদ্যার অনুশীলন করে।

৯ মথুরায় উরমুণ্ডনামক পর্ব্বতে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার। কথিত আছে, বুদ্ধদেব ঐ স্থানে আসিয়া নট এবং ভট নামক দুইজন নাগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ঐ দীক্ষা চিরস্মরণীয় করণার্থ নট ও ভট নামে দুইটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নটকমেলক (ক্লী) হাস্যরসপ্রধান-দৃশ্যকাব্যভেদ। সাহিত্য-দর্পণে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বৃত্তং বহুনাং ভ্রষ্টানাং সঙ্কীর্ণং কেচিদূচিরে।
তৎপুনর্ভবতি দ্ব্যঙ্কমথ বৈকাঙ্কনির্ম্মিতম্॥"

'তচ্চ নটকমেলকাদি।' (সাহিত্যদ° ৬।৫৩৭।)

নট্‌খট্ (দেশজ) কঠিন সমস্যা।

নট্‌খটী (দেশজ) কঠিন সমস্যাপূর্ণ। গোলমালযুক্ত।

নটগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, ইহার প্রতি চরণে ১৪শ অক্ষর থাকে।

নটচর্য্যা (স্ত্রী) নটস্য চর্য্যা ৬তৎ। নটের কার্য্য বাক্যার্থভঙ্গি-নয়, অভিনয়। "নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাস্য।" (ভাগ° ১।৩।৩৮।)

নটতা (স্ত্রী) নটস্য ভাবঃ, নট-তল্, টাপ্। নটত্ব, নটের ভাব, নটের কার্য্য।

নটন (ক্লী) নট ভাবে ল্যুট্। নৃত্য।

নটনারায়ণ (পুং) নটানাং নারায়ণ ইব। রাগবিশেষ। হনুমন্মতে মেঘরাগের তৃতীয় পুত্র, ভরতমতে দীপকরাগের তৃতীয় পুত্র। সোমেশ্বর ও কল্লিনাথমতে, ইহা ছয়টী রাগের মধ্যে শেষ রাগ। ইহার নাম নটনারায়ণ এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ছয় রাগের মধ্যে ইহা একটী। এই রাগ লাস্য সময়ে গিরিজার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার ছয়টী পত্নী—

"কামোদী চৈব কল্যানী আভীরী নাটিকা তথা।
সারঙ্গী নট্টহম্বীরা নট্টনারায়ণাঙ্গনাঃ॥" (সঙ্গীতসা°।)

কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও নট্টহম্বীরা এই ছয়টী স্ত্রী। ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ষড়্‌জ। ইহা সম্পূর্ণ রাগ। মতান্তরে গ্রহাংশ ন্যাস ধৈবত।

কল্লিনাথমতে মূর্ত্তি বা ধ্যান—

"তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধবাহুঃ স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্‌প্রতাপী নটোঽয়মুক্তঃ কিল রঙ্গমূর্ত্তিঃ॥"
(কল্লিনাথ।)

রত্নমালামতে মূর্ত্তি বা ধ্যান—

"স্ত্রীবেশধারী পুরুষো নবীনঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে ভ্রমি মাদধানঃ।
গায়ন্ সতালং সলয়ং মনোজ্ঞঃ স্যান্নটনারায়ণরাগ এষ॥"
(রত্নমালা।)

স্বরগ্রাম—"স ঋ গ ম প ধ নি স ঃঃ"
(সঙ্গীতসারস°।)

এই রাগ রাগিণীগণের সহিত হিম ঋতুতে গেয়। গ্রন্থান্তরে ইহা কল্যাণ, শঙ্করা, নট ও বেলাবলীযোগে উৎপন্ন বলিয়া লিখিত।

স্বরগ্রাম—"ম প ধ নি সা ঋ গ ঃঃ"
ম বাদী, স সম্বাদী। (সঙ্গীতর°।)

নটপর্ণ (ক্লী) ত্বচ্, গুড়ত্বক্।

নটপত্রিকা (স্ত্রী) বার্ত্তাকু, বেগুন।

নটভটিকবিহার (পুং) উরুমুণ্ডস্থিত বৌদ্ধবিহার।

নটভূষণ (ক্লী) নটানাং ভূষণং যস্মাৎ। হরিতাল। (রত্নমালা)

নটমণ্ডন (ক্লী) হরিতাল।

নটমল্লারি, রাগিণী বিশেষ। নট ও মল্লার যোগে এই রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতসারস°।)

নটরঙ্গ, নটের ন্যায় রঙ্গ বা অভিনয়-কার্য্য।

নটবটু (পুং) ১ অভিনেতার পুত্র। ২ যুবক অভিনেতা।
"উপচারান্নটবটুঃ" (উণ্‌ ১।৯ সূত্রে উজ্জ্বল)

নটবর (পুং) নটেষু বরঃ। ১ প্রধান অভিনেতা। ২ নটের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী ও কথায় পটু, চতুর লোক।

নটসংজ্ঞক (পুং) নটস্ত সংজ্ঞা যস্য কপ্‌। ১ গোদন্তাখ্য হরিতাল। (ত্রিকা°) স্বার্থে কন্‌। ২ নট।

নটসূত্র (ক্লী) নটস্য তৎকৃত্যস্য জ্ঞাপকং সূত্রং। শিলালি-রচিত নটকৃত্যজ্ঞাপক গ্রন্থভেদ।
"পারাশর্য্য শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ।" (পা ৪।৩।১১০।)

নটান্তিকা (স্ত্রী) অন্তয়তি নাশয়তি ইতি অন্ত-ণ্বুল্‌, টাপি অত-ইত্বং, নটস্য নটকৃত্যস্য অন্তিকা ৬তৎ। লজ্জা। যাহাদের লজ্জা থাকে, তাহারা নটকার্য্য অর্থাৎ অভিনয় প্রভৃতি করিতে পারে না। নটকার্য্য একমাত্র লজ্জাতেই বিনষ্ট হয়, এইজন্য নটান্তিকা শব্দের অর্থ লজ্জা।

নটিয়া (দেশজ) এক প্রকার শাক। নটে, এই শাক খাইতে উত্তম।

নটী (স্ত্রী) নট-অচ্‌ ঙীষ্‌। ১ নলীনাম গন্ধদ্রব্য। ২ বেশ্যা। ৩ নটপত্নী। ইহারা পঞ্চ মকার পূজায় কুলনায়িকার অন্তর্গত।
"নটী কাপালিনী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)
রাগিণীভেদ। হনুমন্মতে ইহা দীপকরাগের রাগিণী। ইহার জাতি সম্পূর্ণা, গ্রহ ষড়্‌জ স্বর। গ্রীষ্ম ঋতুতে দিবাবসান হইলে ইহা গান করিতে হয়। রাগমালায় ইহার রূপ,—রক্তবর্ণা, যুবতী, বিবিধালঙ্কারে সুশোভিতা, অশ্বারূঢ়া, পুরুষের ন্যায় বেশ-পরিধানা এবং করবাল-কোষোন্মুক্ত করিয়া শত্রুকে আক্রমণোদ্যতা। (সঙ্গীতশা°।)

নটেশ্বর (পুং) নটানাং ঈশ্বরঃ। শিব, মহাদেব নৃত্যগীতপ্রিয় বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

নট্যা (স্ত্রী) নটানাং সমূহঃ পাশাদিত্বাৎ য টাপ্‌। নটসমূহ। রাগিণী বিশেষ। ইহা প্রায় নটেরই মত।
"নট্যানটবদাখ্যাতা সকম্পা ললিতস্বরা।
হাস্যোৎদ্ভুতে শৃঙ্গারে চ গাতব্যা নিশি মঙ্গলে॥" (সঙ্গীতসারস°)

নড়, ভ্রংশ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্‌। লট্‌ নাড়য়তি-তে। লোট্‌ নাড়য়তু, নাড়য়তাং। লিট্‌ নাড়য়াং চকার, চক্রে। লুঙ্‌ অনীনড়ৎ-ত।

নড় (পুং) নলতীতি নল অচ্‌ লস্য ড়ত্বং। ১ নলতৃণ। ২ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।
"যথা নড়ং কশিপুনে স্ত্রিয়ো ভিন্দন্ত্যশ্মনা।" (অথর্ব্ব ৬।১৩৮।)
তস্য গোত্রাপত্যং ইতি নড়াদিত্বাৎ ফক্‌, নাড়ায়ন, নড়-ঋষির গোত্রাপত্য।

নড়ক (ক্লী) নল বন্ধে অচ্‌ সংজ্ঞায়াং-কন্‌। অংশদ্বয়ের মধ্যে বর্ত্তমান নলাকার অস্থিভেদ।
"হৃদয়ং জিহ্বা ক্রোড়ং সব্যসকৃথি পূর্ব্বনড়কং।"
(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।৩।৪।)

নড়কীয় (ত্রি) নড়াঃ সন্ত্যত্র নড়-কুক্‌ চ্‌। (নড়াদীনাং কুক্‌চ। পা ৪।২।৯১।) নলসমূহ দেশ। (হেম ৪।২০।)

নড়চড় (দেশজ) ১ গতি, অন্যথা। ২ স্থানান্তর হওয়া।

নড়দল (দেশজ) এক প্রকার ঘাস। নল ঘাস।

নড়নড় (দেশজ) হেলিতে দুলিতে চলন।

নড়প্রায় (ত্রি) নড়ঃ প্রায়েণ যত্র। নলবহুল দেশ। পর্য্যায় নড়কীয়, নড্বান্‌, নড্বল। (হেম°)

নড়ভক্ত (ক্লী) নড়স্য বিষয়ো দেশঃ ঐষুকাদিত্বাৎ ভক্তল্‌। নড়বিষয়।

নড়ময় (ত্রি) নড়-স্বরূপে ময়ট্‌। নলসমূহযুক্ত।

নড়মীন (পুং) নড়স্থিতো মীনঃ। মৎস্যবিশেষ, চিঙ্গিড়ী মাছ।

নড়শ (ত্রি) নড় অস্ত্যর্থে তৃণাদিত্বাৎ-শ। নড়যুক্ত।

নড়সংহতি (স্ত্রী) নড়ানাং সংহতিঃ সমূহঃ। নড়সমূহ, পর্য্যায়—নড়্যা, নড়সঞ্চয়। (শব্দর°)

নড়হ্ (ত্রি) নড়ং অপরিষ্কৃতস্থানং হন্তি হন-ড। ললিত। কান্ত।

নড়া (দেশজ) ১ সঞ্চালন করা। ২ কম্পিত হওয়া।

নড়াগিরি (পুং) নড়প্রধানো গিরিঃ, কিংশুকাদিত্বাৎ সংজ্ঞায়াং পূর্ব্বস্য দীর্ঘঃ। নড়প্রধান গিরিভেদ। যেস্থলে সংজ্ঞা না বুঝাইবে সেই স্থলে নড়গিরি হইবে।

নড়াদি (পুং) পাণিন্যুক্ত গণশব্দসমূহ, গোত্রার্থে এই নড়াদি শব্দের উত্তর 'নড়াদিভ্যঃ ফক্‌' এই সূত্রানুসারে ফক্‌ প্রত্যয় হয়। নড়াদিগণ—নড়, চর, বক, মুঞ্জ, ইতিক, ইতিশ, উপক, এক, লমক, শলঙ্কু, শলঙ্ক, সপ্তল, বাজপ্য, তিক, অগ্নিশর্ম্মন্‌ বৃষগণে, প্রাণ, নর, সাকয়, দাস, মিত্র, দ্বীপ, পিঙ্গর, পিঙ্গল, কিঙ্কর, কিঙ্কল, কাতর, কাতল, কাশ্যপ, কাশ্য, কাব্য, অজ, অমুষ্য, কৃষ্ণরণ্, ব্রাহ্মণবাসিষ্ঠ, অমিত্র, লিগু, চিত্র, কুমার, ক্রোষ্টু, ক্রোষ্ট, লোহ, দুর্গ, স্তম্ভ, শিংশপা, অগ্রতৃণ, শকট, সুমনস্‌, সুমত, নিমত, ঋচ, জলন্ধর, অধ্বর, যুগন্ধর, হংসক, দণ্ডিন্‌, হস্তিন্‌, পিণ্ড, পঞ্চাল, চমসিন্‌, সুকৃত্যা, স্থিরক, ব্রাহ্মণ, চটক, বদর, অশ্বল, খরপ, লঙ্ক, ইন্ধ, অস্র,

কামুক, ব্রহ্মদত্ত, উডুম্বর, শোণ, অলোহ, দণ্ড। (পাণিনি) পাণিনিতে ছপ্রত্যয় নিমিত্ত আর একটী গণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'নড়াদীনাং কুক্চ্'।

এই নড়াদিগণ যথা—নড়, প্লক্ষ, বিল্ব, বেণু, বেত্র, বেতস, ইক্ষু, কাষ্ঠ, কপোত, তৃণ, কুঞ্চা, তক্ষন্। (পাণিনি)

নড়াল (নড়াইল) যশোর জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২২° ৫৫´ ৪৫´´ হইতে ২৩° ২১´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২৫´ হইতে ৮৯° ৫১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৪৮৭ বর্গমাইল। ইহাতে ৮০২ খানি গ্রাম আছে।

২ যশোর জেলার একটী নগর, নড়াল উপবিভাগের প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৩° ১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ৩২´ ৩০´´ পূঃ। এই নগর যশোরের ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে চিত্রানদীর তীরে অবস্থিত। নড়ালের নিকট চিত্রানদী অতি গভীর, বড় বড় নৌকা বার-মাস যাতায়াত করিতে পারে। রায় কালীশঙ্করের বংশীয়গণ এখানকার জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তি।

নড়িনী (স্ত্রী) নড়া সন্ত্যস্যাং ইতি ইনি। নড়যুক্ত নদী।

নড়িল (ত্রি) নড়স্যাদূরদেশাদি, ইতি নড়-ইলচ্। নড়-সমীপস্থ প্রভৃতি।

নড্যা (স্ত্রী) নড়ানাং সমূহঃ পাশাদিত্বাৎ য। নড়সমূহ।

নড্বৎ (ত্রি) নড়াঃ সন্তি প্রায়েণাত্র নড়-ড্বতুপ্। (কুমুদ-নড়বেতসেভ্যো ড্বতুপ্। পা ৪।২।৮৭) ততো মস্য ব। নলবহুলদেশ।

নড্বল (ত্রি) নড়াঃ সন্ত্যত্র নড়-ড্বলচ্। (নড়-শাদাৎ ড্বলচ্। পা ৪।২।৮৮) ১ নল-বহুল দেশ।

"যো নড্বলানীব গজঃ পরেষাং বলান্যমৃদ্নান্নলিনাভবক্ত্রঃ॥"(রঘু ১৮।৫)

(স্ত্রী) ২ বৈরাজ মনুর পত্নীভেদ। (হরিবংশ ২ অ°)

নড্বলঃ স্থানত্বেন অভিমতত্বেন অস্ত্যস্যা অচ্। ৩ নড্বলস্থ।

(স্ত্রী) ৪ তদভিমানী দেবতাভেদ।

"নড্বলাভ্যো শৌষ্কলং" (শুক্লযজুঃ ৩০।১৬।)

নড্বাভূ (স্ত্রী) কুট্টিম। (ভূরিপ্রয়োগ)

নত (ত্রি) নম কর্ত্তরি ক্ত। ১ নম্রীভূত। ২ কুটিল।

'নতং তগরপাদ্যাং স্যাৎ ক্লীবং কুটিলনম্রয়োঃ।' (মেদিনী)

(ক্লী) ৩ তগরপাদী।

"পূর্ব্বং নতং স্যাৎ দিনরাত্রিখণ্ডং দিবানিশোরিষ্টঘটীবিহীনং।
দিবানিশোরিষ্টঘটীষু শুদ্ধং
দ্যুরাত্রিখণ্ডং ত্বপরং নতং স্যাৎ॥ (নীলকণ্ঠতা°)

৪ ইষ্ট ঘটীহীন দিবারাত্রার্দ্ধ কাল। ৫ ছায়া দ্বারা দিনজ্ঞানার্থ ধনুঃ কলাভেদ। [নত-নাড়ী দেখ।]

"মধ্যচ্ছায়া ভুজস্তেন গুণিতা ত্রিভমৌর্ব্বিকা।
স্বকর্ণাপ্তা ধনুর্লিপ্তা নতাস্তা দক্ষিণে ভুজে॥" (সূর্য্যসি°)

ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—যে অমাবস্যার দিন গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই দিন প্রথমতঃ সেই দিনের অমাবস্যার স্থিতিদণ্ডাদি এক স্থানে রাখিতে হইবে, পরে সেই দিবসের দিনমান দুই ভাগ করিয়া তাহার একভাগ, ঐ অমাবস্যার দণ্ড হইতে অন্তর করিলে যত দণ্ড হইবে, তাহার নাম নত-দণ্ড। ঐ নত-দণ্ড দুই প্রকার, প্রাঙ্নত ও পশ্চান্নত। যদি ঐ দিবসের অমাবস্যার স্থিতি-দণ্ড ঐ দিনার্দ্ধের ন্যূন হয়, তাহা হইলে তাহার নাম প্রাঙ্নত এবং অধিক হইলে পশ্চান্নত হইবে। (ফলিতজ্যো°)

নতকোঠিয়ার, দাক্ষিণাত্যের এক জাতির নাম। এই জাতীয় লোক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের ভাষা তামিল।

নতদ্রুম (পুং) নতঃ ক্রমঃ নিত্যকর্ম্মধা°। নতাশাল।

নতনাড়ী (স্ত্রী) জন্মনাড়িকাবিশেষ।

"অসকৃৎ কর্ম্মণা যেন যাস্তি দৃক্তুল্যতাং দিবি।
নতোন্নতৌ ততঃ সাধ্যৌ ভাবাঃ খেটবলানি ষট্॥
দিনার্দ্ধান্তরিতা জন্মনাড়িকা নতনাড়িকা।
পূর্ব্বাপরার্দ্ধে জাতস্য প্রাক্পরাখ্যা দিনে ভবেৎ॥
রাত্রের্গতঘটীশেষঘটীদিনার্দ্ধসংযুতা।
পরপূর্ব্বাভিধা জ্ঞেয়া রজন্যাং নতনাড়িকা॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

জ্যোতির্ব্বিদ্ নত ও উন্নতাদি নির্ণয় করিয়া তন্বাদি দ্বাদশ ভাব প্রভৃতির বলসাধন স্থির করিবেন।

দিবসে জন্মাদি হইলে ইষ্টদণ্ডাদি হইতে তদ্দিবসীয় দিন-যামার্দ্ধ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম নত নাড়িকা। যদি দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম অথবা প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে প্রাঙ্নত নাড়ী, এবং যদি পরাহ্ণে অর্থাৎ দিবা দুই প্রহরের পর জন্ম বা প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে উক্ত শেষাঙ্ক পশ্চান্নতনাড়ী হইবে। রাত্রিকালে জন্মাদি হইলে রাত্রির প্রথমার্দ্ধ মানের যত দণ্ড গত হইয়াছে, তাহার সহিত দিনার্দ্ধ যোগ করিলে যে দণ্ডাদি হইবে, তাহাকে পশ্চান্নত নাড়ী, এবং রাত্রির দ্বিতীয়ার্দ্ধমানের দণ্ডাদির সহিত দিনার্দ্ধ যোগ করিলে যে দণ্ডাদি হইবে, তাহা প্রাঙ্নত নাড়ী হইবে।

৩০ হইতে নত দণ্ডাদি হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম উন্নত নাড়ী। ইহার বিষয় একটু বিশদ করিয়া আলোচনা করা যাউক।

সূর্য্যের উদয় হইতে মস্তকোপরি গমন পর্য্যন্ত দিনার্দ্ধমানকে প্রথম দিনার্দ্ধ এবং মস্তকোপরি হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত দিনার্দ্ধকে শেষ দিনার্দ্ধ কহে। ঐরূপ অস্ত হইতে পাতালে আমাদের পাদতলে গমন পর্য্যন্ত নিশার্দ্ধমানকে প্রথম নিশার্দ্ধ, এবং তথা হইতে উদয় স্থানে গমন পর্য্যন্ত নিশার্দ্ধকে শেষ নিশার্দ্ধ কহে।

প্রথম দিনার্দ্ধমানকে প্রাঙ্নত নাড়ী, এবং শেষ দিনার্দ্ধমানকে পশ্চান্নত নাড়ী কহে। ঐ রূপ শেষ দিনার্দ্ধমানের সহিত প্রথম নিশার্দ্ধমান সংযুক্ত করিয়া তাহাকে পশ্চান্নত নাড়ী অর্থাৎ আমাদের মস্তকোপরি হইতে রবি আমাদের পাদতল পর্য্যন্ত যাইলে পশ্চান্নত নাড়ী, এবং শেষ নিশার্দ্ধমানকে প্রথম দিনার্দ্ধমানের সহিত সংযোগ করিলে অর্থাৎ ঐ পাদতল হইতে আমাদের মস্তকোপরি আগমন পর্য্যন্ত কালকে প্রাঙ্নত নাড়ী কহে। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

নতনাসিক (ত্রি) নতা নাসিকা যস্ত। অল্প নাসিকাযুক্ত, খাঁদা। পর্য্যায়—অবটীট, অবনাট, অবভ্রট। (অমর)

নতপত্র, নারিয়াদের প্রাচীন সংস্কৃত নাম।

নতপুর, ইহা নারিয়াদের আধুনিক সংস্কৃত নাম।

নতভাগ (পুং) নত। (Zenith-distance)

নতরাম্ (অব্য) ন আমু তরপ্। ১ অতিশয় নঞর্থ। প্রতিযোগ্য সমানাধিকরণ-অভাব। ২ নিতরাং।

"তস্মাদ্বেতয়ো সতোর্নতরাং চন্দ্রমা ভাতি"

(শতপথব্রা° ১১।৮।৩।১)

নতাঙ্গী (স্ত্রী) নতং অঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। নারী।

নতি (স্ত্রী) নম-ভাবে ক্তিন্। নমন, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার-ভেদ, করশিরঃসংযোগাদি, প্রণাম, নমস্কার।

"ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণমর্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণম্।
দণ্ডমষ্টাঙ্গমুগ্রঞ্চ সপ্তধা নতিলক্ষণং॥" (কালিকাপু° ৬৬ অ°)

ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, প্রদক্ষিণ, দণ্ড, অষ্টাঙ্গ ও উগ্র এই ৭ প্রকার নতি অর্থাৎ প্রণাম। এই ৭ প্রকার নতির লক্ষণ যথাক্রমে বলা যাইতেছে।

ত্রিকোণ—যদি পূর্ব্বমুখে পূজা হয়, তাহা হইলে পশ্চিম হইতে ঈশান কোণে যাইয়া অবস্থান করিবে, যখন উত্তর মুখে পূজা হইবে, তখন দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণে অবস্থান করিবে। তাহার পর বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ, তাহার পর আবার দক্ষিণে গমন করিয়া এবং উহা ত্যাগ করিয়া অগ্নিকোণে যাইবে। পরে অগ্নিকোণ হইতে নৈঋর্ত কোণে এবং নৈঋর্ত কোণ হইতে উত্তর দিকে এবং উত্তর হইতে অগ্নিকোণে গমন করিবে। এইরূপ করিলে ত্রিকোণ-নতি অর্থাৎ নমস্কার হয়। দুইবার এইরূপ করিলে ষট্‌কোণীয় নমস্কার কহে। এই নতি পার্ব্বতী ও মহাদেবের অতিশয় প্রীতিপ্রদ। দক্ষিণ হইতে বায়ুকোণে, সেই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া আসিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র কহে। বর্ত্তুলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে প্রদক্ষিণ কহে। আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া উহাকে পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ বিনা পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম দণ্ড। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসিকা, হনু, ব্রহ্মরন্ধ্র ও কর্ণদ্বয়দ্বারা যথাক্রমে ভূমি স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার কহে। যে নমস্কারে বর্ত্তুলাকারে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা ভূমি স্পর্শ করা হয়, সেই নমস্কারের নাম উগ্র। এই উগ্র নমস্কার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ত্রিকোণাদি নমস্কার এক একটী মহাযজ্ঞ স্বরূপ। অভীষ্ট দেবোদ্দেশে এই সকল নমস্কারাদি করিলে অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। (কালিকাপুরাণ ৬৬ অঃ) [নমস্কার ও প্রণাম দেখ।]

২ জ্যোতিষোক্ত গণনাভেদ।

"এবং খলগ্নাৎ শরচন্দ্রযুক্তাৎ ত্রিংশাধিকশ্চেৎ খরসাৎ বিশুদ্ধাৎ।
ক্রান্তিঃ খখেষিন্দুযুতাক্ষহীনা শতেন তস্যা নতয়ঃ ক্রমেণ॥"

(কলিতজ্যো°)

প্রথমে স্ফুট দশমোদয় স্থির করিতে হইবে, তাহার পর এই স্ফুট দশমোদয়ের সহিত ১৫ যোগ করিলে যদি ত্রিশের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক সংখ্যার পুনরায় ক্রান্তি-খণ্ডা এবং তাহার অনুখণ্ডা গ্রহণ করিয়া পরস্পর অন্তর করিলে যে ভোগ্য হইবে, তদ্দ্বারা তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ককে পূরণ করিয়া একজাতীয় করিবে। পরে ঐ অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ দিবে, ভাগফল খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহার নাম ক্রান্তি। ঐ ক্রান্তিতে ১৫০০ যোগ করিয়া তাহা হইতে ৭৮৮।৩২ অক্ষাঙ্ককে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১০০ শত দিয়া একবার মাত্র ভাগ দিতে হইবে। পরে ভাগফল সংখ্যার নতখণ্ডা ও অনুখণ্ডা লইয়া পরস্পর অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম ভোগ্য। ঐ ভোগ্য দ্বারা শতহৃত শেষাঙ্ককে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে ১০০ শত দ্বারা ভাগ করিবে। পরে ঐ ভাগফল নতখণ্ডার সহিত যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহার নাম নতি।

ভাস্বতী-মতে নতিগণনা এইরূপ—

"পৃথক্ শতাপ্তাধিকরুদ্রভক্তস্তদক্ষযোগান্তরিতা নতিঃ স্যাৎ।"

(ভাস্বতী)

প্রথমে গণনা দ্বারা শরসাধন স্থির করিয়া লইবে, পরে ঐ শরকে দুই স্থানে রাখিয়া দিবে, এক স্থানের অঙ্ককে একশত দ্বারা ভাগ করিবে, লব্ধাঙ্কের সহিত ১১ যোগ করিয়া অপর স্থানের অঙ্ককে ভাগ করিবে। তাহাতে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, তাহা একস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে স্ব স্ব দেশের অক্ষের সহিত ঐ অঙ্ক যোগ অথবা বিয়োগ করিতে হইবে

অর্থাৎ অঙ্ক ও শর উভয় যাম্য হইলেও যোগ করিবে এবং উভয় সৌম্য হইলেও যোগ করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলেই বিয়োগ করিবে। বিষুবরেখার উত্তরে যে দেশ সেই দেশে যাম্যাঙ্ক ও বিষুবরেখার দক্ষিণদিকের দেশ সৌম্যাঙ্ক নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে যোগ অথবা বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক হয়, তাহার নাম নতি। (ভাস্বতী) গ্রহণাদি গণনায় ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে।

নতি-গণনার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল।—যে সময় ইহা গণনা করিতে হইবে, তাৎকালিক মধ্যোদয় ৪২।৭।৪৮, ইহার সহিত ১৫ যোগ করিয়া ৫৭।৭।৪৮ হইল। ইহার প্রথমাঙ্ক ৫৭ হইতে ৬০ হীন করিলে শেষ ২।৫২।১২ থাকে, ইহার প্রথমাঙ্ক ২ এজন্য ক্রান্তিখণ্ডায় ২ কোষ্ঠের খণ্ডা ৯ অনুখণ্ডা ২১ উভয়ের অন্তর করিয়া শেষ ১২ থাকে, তাহা ভোগ্য। ঐ ভোগ্য দ্বারা শেষ ৫২।১২ পূরণ করিয়া গুণফল ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ১০।২৬ ইহা খণ্ডা ৯এর সহিত যোগ করিয়া ১৯।২৬ ইহার সহিত ১৫০০ যোগ করিয়া, ১৫১৯।২৬ ইহাতে অক্ষাঙ্ক ৭৮৮।৩২ হীন করিয়া শেষ ৭৩০।৫৪কে ১০০ শত দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ৭ হয়। এইরূপে নতিখণ্ডার ২৩০।৩৪ খণ্ডা ও অনুখণ্ডা ২৩৩।৪৬ গ্রহণ করিয়া উভয়ে অন্তর করিয়া ভোগ্য ৩।১২ দ্বার হৃতশেষ ৩০।৫৪কে গুণ করিয়া গুণফল ১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ০।৫৯।১৯ খণ্ডা ২৩০।৩৪ সহিত যোগ করিয়া ২৩১।৩৩।১৯ হয়। ইহার নাম নতি।

নতিক, দিল্লীর গুলমহম্মদ খাঁয়ের অন্য একটী নাম। জহর-অল্ মোয়াজ্জিম নামক গ্রন্থখানি ইহার বিরচিত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নতিগে, মোগলদিগের একটী উপাস্য দেবতা। এই দেবতা ভূমির অধিপতি এবং শস্য, সন্তান ও পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণকর্ত্তা। এক সময় প্রত্যেক বাড়ীতে ইহার প্রতিমূর্ত্তি ছিল ও পূজা হইত।

নতিজা (আরবী) ১ কার্য্যের ফল। ২ হেতু। ৩ প্রতিহিংসা। ৪ পুরস্কার। ৫ কৃত কার্য্যের ফল।

নতীশাক (দেশজ) শাকবিশেষ, পলতা। (Trichosanthes diæca)

নতু (অব্য) কিন্তু না।

নতুন (পারসী) নূতন।

নতুবা (অব্য) ন-তু-বা। অথবা, কিংবা। নহিলে, যদি না হয়।

নত্তা (দেশজ) ১ প্রসবের পর স্ত্রীদিগের ৯ দিনের দিন প্রসবগৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার নাম নত্তা। ২ রাগিণীবিশেষ।

নথ (দেশজ) নাসিকাভরণবিশেষ।

নথনি (দেশজ) নথ, নাসিকাভরণবিশেষ। প্রাচীনারা প্রায় সকলেই এই অলঙ্কার নাকে পরিতেন। আজ কাল ইহার ব্যবহার বড়ই কমিয়া গিয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে আজকাল নোলক ও নাকছাবির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

নদ, অর্চ্চা, পূজা (নিঘণ্টু) ২ স্তুতি। (নিরুক্ত) ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নদতি। লোট্ নদতু। লিট্ ননাদ। লুঙ্ অনদীৎ, অনাদীৎ। লুট্ নদিতা। লৃট্ নদিষ্যতি।

নদ, সন্তোষ। নদি নদ ধাতু। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নন্দতি। লিট্ ননন্দ। লুঙ্ অনন্দীৎ।

নদ (পুং) নদতি শব্দায়তে 'পচাদ্যচ্' ইতি অচ্। পুংবাচক অকৃত্রিম খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ। যে জলপ্রবাহ পর্ব্বত, হ্রদ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া স্রোত বহিয়া বহুদূরে যায় এবং অন্য কোন এক প্রবল স্রোত বা সমুদ্রে মিলিত হয়, তাহাকে নদ কহে। পর্য্যায়—পুনর্ব্বাহ, ভিত্ত, উদ্য, অরম্বান্। (হেম°) সিন্ধু, ভৈরব, শোণ, দামোদর ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ।

"যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিনঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥" (মনু ৬।৯০।)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সর্ব্বসমেত দশকোটি নদ।

"অষ্টষষ্টিস্ত তীর্থানি নদাশ্চ দশকোটয়ঃ।" (পদ্মপু° ভূখ° ৮৫ অ°)

নদ-স্তুতৌ অচ্। ২ একজন ঋষি। 'ঋষির্নদোভবতি নদতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ।' (নিরুক্ত।)

নদথু (পুং) নদ-অব্যক্ত শব্দে বাহুলকাৎ অথুচ্। বৃষভকূজিত।

"নিনদমিব নদথুমিবাগ্নের্জ্বলন উপশৃণোতি।" (ছান্দোগ্য উপ°)

'নদথুমিব বৃষভকূজিতমিব।' (শঙ্কর)

নদন (ত্রি) শব্দকরণ।

নদনদ (দেশজ) ১ হস্তী আদি স্থূলাকার জীবের হেলিয়া দুলিয়া চলন।

নদনদীপতি (পুং) নদনদীনাং পতিঃ ৬তৎ। সমুদ্র।

নদনিমন্ (ত্রি) শব্দায়মান। "হতোনদনিমোত।" (অথর্ব্ব ৫।২৩।৮)

নদনু (পুং) নদতীতি নদ-অনুঙ্ (অনুঙ্ নদেশ্চ। উণ্ ৩।৫২) ১ মেঘ। ২ সিংহ। ৩ শব্দ। (ঋক্ ৬।১৮।২)

নদনুমৎ (ত্রি) নদনুঃ বিদ্যতে ঽস্য মতুপ্। শব্দযুক্ত, শব্দবান্।

"তুবিম্রক্ষো নদনুমাঁ ঋজীষী।" (ঋক্ ৬।১৮।২)

'নদনুমান্ শব্দবান্' (সায়ণ)

নদর (ত্রি) নদস্য অদূরদেশাদি অশ্বাদিত্বাৎ র। ১ নদ-সন্নিহিত দেশাদি। নাস্তি দরো ভয়ং যস্য। ২ ভয়শূন্য।

নদরাজ (পুং) নদানাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। সমুদ্র।

"প্রথমং প্রবুদ্ধনদরাজসুতা বদনেন্দুনেব তুহিনদ্যুতিনা।" (মাঘ)

নদাল (ত্রি) নদ-বাহুলকাৎ আল। ভাগ্যযুক্ত।

নদি (পুং) নদ স্তুতৌ ই। স্তুতি।

"কো বাং নদীনাং সচা।" (ঋক্ ৫।৭৪।১)

'নদীনাং স্রুতীনাং' (সায়ণ)

নদী (স্ত্রী) নদতীতি নদ-অচ্ ততো ঙীপ্। স্ত্রীবাচক জলপ্রবাহ, যে সকল জলপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ত্রী তাহাদিগকে নদী এবং যে সকল জলপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপুরুষ তাহার নাম নদ। যাহার জলপ্রবাহ অন্যূন ৮০০০ হাজার ধনু, তাহাকেই নদী কহে।

"ধনুঃ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
ন তা নদীশব্দবাচ্যা গর্ত্তাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (ছন্দোগপ°)

পর্য্যায়—সরিৎ, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, তটিনী, হ্রদিনী, ধুনী, স্রোতস্বতী, দ্বীপবতী, স্রবন্তী, নিম্নগা, অপগা, আপগা, হ্লাদিনী, ধুনি, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা, সাগরগামিনী, নির্ঝরিণী, সরস্বতী, সমুদ্রা, কূলঙ্কষা, কূলবতী, শৈবালিনী, সিন্ধু, সমুদ্রকান্তা, সাগরগা, কুন্ধা, বোধোবতী, বাহিনী।

অন্যান্য পদার্থের ন্যায়, মাধ্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া, জলেরও নিম্নাভিমুখে গমন করিবার প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিবশতঃই জলপ্রবাহ নদীরূপে পরিগণিত হয়। যেমন কোন ক্রমনিম্ন সমতলের ঊর্দ্ধপ্রান্তে একটি বর্ত্তুল স্থাপন করিলে, উহা গড়াইয়া নিম্নপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ জলবিন্দুও ক্রমনিম্ন ভূমির ঊর্দ্ধপ্রান্ত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম প্রদেশে উপনীত হয়। মেঘ, প্রস্রবণ ও হ্রদ হইতে, বা তুষার দ্রব হইয়া নদীর জল সংগৃহীত হয়। উৎপত্তি-স্থানের নিকট নদী অতি সঙ্কীর্ণাবয়ব থাকে; পরে যত নিম্নাভিমুখে আসিতে থাকে, ততই অনেকানেক প্রস্রবণ এবং উপনদীর জলে উহার কলেবর বর্দ্ধিত করিতে থাকে। নদী যে পথ দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাকে উহার গতি, ঐ প্রবাহে যে খাত হয় তাহাকে উহার গর্ত্ত এবং যে প্রদেশ দিয়া নদীর জল প্রবাহিত হয়, সেই গর্ত্ত-সন্নিহিত সমগ্র স্থানটীকে অববাহিকা কহে। অববাহিকা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া একটী আলিতে পর্য্যবসিত হয়। ঐ আলিকে জল-বাধ কহে। অববাহিকার আয়তন এবং জলবাধের উন্নতি দেখিয়া নদীর পরিমাণ অবধারিত হয়। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নদীর জল-পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল নাতিশীতাঞ্চ দেশের পর্ব্বতশিখরে চিরতুষার জন্মে না, তথায় নদীর বৃদ্ধি কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির জল একবারে নদীতে আসিয়া পড়ে না, ক্রমশঃ গড়াইয়া বা ক্ষরিত হইয়া অল্পে অল্পে আসিয়া নদীতে পড়ে; এ কারণ ঐ সকল দেশের নদীর পরিমাণ অনেক স্থির সমভাবে থাকে এবং এক বর্ষা গেলেও পুনর্ব্বার বর্ষা না আসা পর্য্যন্ত, দূরস্থান হইতে জল আসিয়া নদীকে পুষ্ট রাখে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া দেশের উষ্ণতা, বাষ্পোদগমের অল্পতা, বায়ুর আর্দ্রতা এবং ভূমির সচ্ছিদ্রতার উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সকলে বর্ষাকালে নদীর বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মকালে হ্রাস হয়। ঐ বৃদ্ধি উৎপত্তি-স্থানের নিকট সর্ব্বাগ্রে অনুভূত হয় এবং নদীর অত্যধিক দৈর্ঘ্য-ও বাষ্পোদগমপ্রযুক্ত নিম্নস্থদেশে উহা প্রকাশ পাইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। এইরূপে, বৈশাখমাসে আবিসিনিয়ার নিকট নীল নদীর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ না হইলে ঐ বৃদ্ধি কায়রো নগরের নিকট অনুভূত হয় না। প্রাচীন লোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইত এবং ইহাকে দৈব কার্য্য মনে করিত। আধুনিক দেশ-পর্য্যটকেরা অন্যান্য অনেক নদীতে এইরূপ ব্যাপার অবলোকন করিয়াছেন। নীলের বৃদ্ধির চরমসীমা ৪০ ফিট্ এবং ইহাতে বন্যা আসিলে ২১০০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত স্থান জলমগ্ন করে। আমেরিকার অরিনকো নামক নদীর জল-পরিমাণ ৩০ হইতে ৩৬ ফিট্। উহা স্ফীত হইয়া ৪৫০০০ বর্গমাইল ভূমি বন্যা জলে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় উত্তর আসামের সমুদয় স্থান দশ ফিট্ গভীর জলে মগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার নদীগুলির বন্যা ইহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়াছে। তথাকার হকস্‌বরী নামক নদীর জল-পরিমাণ ১০০ ফিট্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে তুষার দ্রব হইয়া জল বৃদ্ধি করে; কিন্তু ঐ সময় হইতে বৃষ্টিও হইয়া থাকে, এ জন্য দ্রবতুষার ও বৃষ্টি কর্ত্তৃক কত পরিমাণ জল-বৃদ্ধি হইল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কতকগুলি নদীতে এই কারণে কত জল বৃদ্ধি হয় তাহা বলা যায়; কারণ, বর্ষা আরম্ভ হইবার পরে এই সকল স্থানে তুষার গলিতে আরম্ভ হয়। যে সকল স্থলে বর্ষাকালে তুষার গলিয়া জল বৃদ্ধি হয় না, তথায় বৎসরে দুইবার বন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস এবং মিসিসিপিতে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল নদীর বরফ গলিয়া যে বন্যা হয়, তাহাই বড় বন্যা।

নদীদ্বারা অশেষবিধ নৈসর্গিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। নদীর জলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় প্রদেশের মৃত্তিকা ধৌত করিয়া আনিয়া সমতলের উপর চাপাইয়া দেয় ও তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। নদীর গতি অনবরত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ভূভাগের উপরিভাগ নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নদী সকল দেশের ময়লা ধৌত করিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। নদী থাকাতে বাণিজ্য কার্য্যের অশেষ সুবিধা হইয়াছে। অধিকাংশ নদীই সমুদ্রে পড়িয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক নদী দেশাভ্যন্তরস্থ হ্রদে মিলিত হইয়াছে।

দেশের নিম্নদিকেই নদীর গতি হয় এবং অধিকাংশ নদীই পর্ব্বত প্রভৃতি উচ্চস্থান হইতে নির্গত হয় বলিয়া প্রথম খানিক দূর ইহাদের বেগ অতি প্রখর থাকে, পরে সমতলে আসিয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়। দেশের মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর নদীর গতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অনেক সময় ভূমিকম্প দ্বারা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আবার অনেক নদীর পুরাতন খাত বালুকা, মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা ভরিয়া যাওয়ায় তাহারা নূতন খাত দিয়া প্রবাহিত হয়।

যে নদীতে নৌকা চলে না, এমন একটী নদী যখন দুইটী জমিদারীর মধ্যস্থলে পড়ে, তখন ঐ নদীতে আইনানুসারে উভয় জমিদারেরই সমভাগে সত্ব থাকে; কিন্তু যদি ঐ নদীর উভয়পার্শ্ব একই জমিদারের সম্পত্তি হয় তাহা হইলে সমস্ত নদী সেই জমিদারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। এই নিয়মানুসারে নদীগর্ত্তেরও বিভাগ হইয়া থাকে। যে সকল নদী দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে, সে সমস্ত রাজার সম্পত্তি। সাধারণে তাহাদের জল ব্যবহার করিতে ও তাহাতে মৎস্য ধরিতে পারে। নৌকাচালনা এবং মৎস্য ধরা, এই দুই সত্বের মধ্যে নৌ-চালনার সত্বই প্রধান। ধীবর নাবিককে পথ দিতে বাধ্য।

কেহই নদীর জল দূষিত, বা অপরিস্কৃত করিতে পারিবে না। যদি কেহ এরূপ করে, তবে তীরস্থিত গ্রামের লোকেরা ক্ষতিপূরণের জন্য অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু যদি এই সকল লোক ২০ বৎসর কাল বিনা আপত্তিতে ঐ অপকার সহ্য করিয়া থাকে, তবে তাহাদের অভিযোগ করিবার ক্ষমতার লোপ হয়।

ভূমণ্ডলের প্রধান নদীগুলির নাম ও দৈর্ঘ্য প্রদত্ত হইল,—

এসিয়া।

নাম।	দৈর্ঘ্য।
ইনিসি	৩৩২২ মাইল।
ইয়াং-সি-কিয়াং	৩৩১৪ "
লেনা	২৭৬২ "
আমুর	২৭২৯ "
ওবি	২৬৭০ "
হোয়াংহো	২৬৪৪ "
সিন্ধু	২২৫৬ "
ব্রহ্মপুত্র	
গঙ্গা	১৯৩৩ "

য়ুরোপ।

বল্গা	২৭৬২ "
দানিয়ুব	১৭২২ "
নিপার	১২৪৩ মাইল।
ডন	১১০৪ "
ডুইনা	১০৪১ "

আফ্রিকা।

নীল	২০৭২ "
জাম্বেজি	২৫৭৮ "

আমেরিকা।

মিসিসিপি	৩৭১৬ "
আমেজন	৩৫৪৫ "
ম্যাকেঞ্জি	২৪৪০ "
লাপ্লাটা	২২১০ "
রাইওগ্রেভোডেলনর্ট	২১৩৪ "
সেন্ট লরেন্স	২০৭২ "

বৈদ্যক মতে নদীজল স্বচ্ছ, লঘু, দীপন, পাচন, রুচিকর, তৃষ্ণানাশক, পথ্য, মধুর ও ঈষদুষ্ণ। (রাজনির্ঘণ্ট)

পুরাণ প্রভৃতিতে নদীর অসংখ্য নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল নদীর অধিকাংশের আধুনিক নাম বা অবস্থান জানিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বনামেই আছে এবং কতকগুলির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কতকগুলির গতি বেশী পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কতকগুলির গর্ভ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণ ভিন্ন বৈদ্যক চরকাদি গ্রন্থেও অনেক নদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

নদী শব্দের বৈদিক পর্য্যায়—অবনি, যহ্বা, খ, সীর, স্রোত্যা, এণী, ধুনি, রুজান, বক্ষণ, স্বাদোঅর্ণ, রোধচক্র, হরিৎ, সরিৎ, অগ্রব, নভন, বধূ, হিরণ্যবর্ণ, রোহিৎ, সস্রুত, অর্ণ, সিন্ধু, কুল্যা, বধূ, উর্ব্বী, ইরাবতী, পার্ব্বতী, স্রবন্তী, ঊর্দ্ধ্যম্বতী, পয়স্বতী, সরস্বতী, তরস্বতী, হরস্বতী, রোধস্বতী, ভাস্বতী, অজির, মাতৃ ও নদী, এই ৩৭টী নদীর বৈদিক পর্য্যায়। (বেদনিঘণ্টু)

পুরাণাদি বর্ণিত নদীর প্রত্যেকের নাম বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না। কতকগুলি প্রধান প্রধান নাম নিম্নে দেওয়া গেল। গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, দেবিকা, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, চক্ষুষ্মতী, লোহিত্য, এই সকল নদী হিমালয়ের পাদ দেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেদবতী, সিন্ধু, অপর্ণা, চন্দনা, সদানীরা, ধূতপাপা, চর্ম্মণ্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, জয়ন্তী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শোণা, জ্যোতিরথা, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, করতোয়া, পিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, বঞ্জুলা, বালুকা, বাহিনী,

শুক্তিমতী, বিরজা, পঙ্কিনী, এই সকল নদী ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। মণিজালা, শুভা, তাপী, পয়োষ্ণী, শীঘ্রোদা, বেণা, পাশা, বৈতরণী, বেদী, পালা, কুমুদ্বতী, তোয়া, দুর্গা, অন্ত্যা ও গিরা এই সকল নদী বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বেণা, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, ব্রহ্মকাবেরী, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পাবতী, ও উৎপলাবতী, এই সকল নদী মলয়পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ত্রিযোমা, ঋষিকুল্যা, বঙ্কুরা, ত্রিবিদা, লোকমূলিনী, বংশধারা, মহেন্দ্রতনয়া, ঋষিকা, অনুমতী, মন্দগামিনী ও পলাশিনী এই সকল পর্ব্বত শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত। এই সকল নদী কুলপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রধান নদী, ইহা ভিন্ন আরও অনেক নদী আছে, তাহারা ক্ষুদ্র নদী। (বরাহপুরাণ)

কালিকাপুরাণে প্রধান ৭টী নদীর উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের করতলবিগলিত বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহকালীন স্নানীয় জল ও শান্তি জল প্রথমে মানস-পর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে ঐ জল আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানস পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে, ইহার মধ্যে যে জল দেবভোগ্য শিপ্রা সরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্রানদীর উৎপত্তি। বিষ্ণু শিপ্রা ও হংসানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। যে জল মহাকৌষীপ্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কৌশিকী নদীর উৎপত্তি হয়। বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন। যে জল উমাক্ষেত্রে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নদী, হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব সমীপে যে জল পতিত হয়, এইজল 'গোমৎ' নামক শৈলখণ্ড হইতে নির্গত হওয়ায় গোমতী, মৈনাক যে সানুতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে যে জল নির্গত হইয়াছিল, তাহার নাম দেবিকা, হংসাবতীর সমীপবর্ত্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহা হইতে সরযূ, এবং যে জল খাণ্ডববন-সন্নিধানে হিমালয়-পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্ব-বর্ত্তী গুহাতে ইরাহ্রদে পতিত হয়, তাহা হইতে ইরাবতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। দক্ষিণসাগরগামিনী এই সকল নদীই গঙ্গার ন্যায় পুণ্যপ্রদা। অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বিবাহাবভৃত স্নান-জলই এই সপ্ত নদীর উৎপত্তির কারণ। এই সকল নদী চিরকাল অবস্থান করিবে। (কালিকাপু° ২৪ অ°)

ইহা ভিন্ন কালিকাপুরাণের ৮০ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে নদী-বিবরণ পাওয়া যায়। সকল পুরাণেই অরবিস্তর নদীপ্রসঙ্গ আছে। ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার ৭ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—

"নত নজ গুরুগৈঃ সপ্তযতির্নদীস্যাৎ।" (ছন্দোম°)

এই ছন্দের প্রথম হইতে ষষ্ঠ, নবম, দশম, ও দ্বাদশ বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল গুরু।

নদীকদম্ব (পুং) নদীনাং কদম্বং সমূহো যত্র। মহাশ্রাবণিকা, চলিত ভাষায় বড় থুড়কুড়ী, থলকুড়ী। (রাজনি°)

(ক্লী) নদীনাং কদম্বং ৬তৎ। ২ নদীসমূহ।

নদীকান্ত (পুং) নদীনাং কান্তঃ ৬তৎ। ১ সমুদ্র। নদী কান্তা যস্য। ২ হিজ্জল বৃক্ষ, হিজলগাছ। ৩ সিন্ধুবারক বৃক্ষ, চলিত নিশিন্দে গাছ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ জম্বুকবৃক্ষ। ৫ কাকজম্ঘা-লতা। ৬ লতাবিশেষ। (হেমচ°)

'নদীকান্তঃ সমুদ্রে স্যাৎ হিজ্জলসিন্ধুবারকে।
নদীকান্তা স্ত্রিয়াং জম্বাং কাকজম্ঘৌষধাবপি॥' (মেদিনী)

নদীকাশ্যপ (পুং) শাক্যমুনির সময়ের একজন লোক।

নদীকূল (ক্লী) নদ্যাঃ কূলং। তীর, তট,।

নদীকূলপ্রিয় (পুং) নদীকূলং প্রিয়ং অভিমতং যস্য। জল-বেতস, এই গাছ নদীকূলে হয়।

নদীকূলস্থ (ত্রি) নদীকূলে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তটস্থ, নদী-তীরস্থিত।

নদীকৃকণ্ঠ, নেপালী বৌদ্ধদিগের একটী তীর্থস্থান। যোগবিশেষে এই তীর্থে স্নান করিলে শ্রী ও ঐশ্বর্য্য লাভ এবং শত্রু ক্ষয় হয়।

নদীগর্ভ (পুং) নদ্যাঃ গর্ভঃ ৬তৎ। নদীর গর্ত, দুই তীরের মধ্যবর্ত্তী স্থল।

নদীগায়ন, মধ্যভারতের অন্তর্গত দতিয়ারাজ্যের একটী নগর।

নদীজ (ক্লী) নদ্যা জায়তে জন-ড। ১ স্রোতোঞ্জন, চলিত কাল সুর্ম্মা। (হেমচ°) ২ সৈন্ধবলবণ (পুং) ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ, আজন গাছ। ৪ বিটমাক্ষিক। ৫ যাবনাল শর, হিন্দী জহরনালশর। ৬ হিজ্জল বৃক্ষ। ৭ নদীনিষ্পাব। ৮ নৃপতি-বিশেষ। (ভারত ৫।৪।১৯)

৯ ভীষ্ম, ভীষ্মদেব গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম নদীজ হইয়াছিল। (ত্রি) ১০ নদীজাত মাত্র।

নদীজা (স্ত্রী) নদীজ-টাপ্। অগ্নিমন্থ বৃক্ষ, গণিকারিকা, বড় গুণুরী গাছ।

নদীতর (ত্রি) নদী-তৃ-অচ্। নদীর পরপারে গমন।

নদীতরস্থান (ক্লী) নদ্যাঃ তরস্থানং অবতরণস্থলং। নদী হইতে অবতরণ-স্থান, ঘট্ট, ঘাট। নদীপার হইবার ঘাট, পারঘাটা। (ভূরিপ্রয়োগ)

নদীদত্ত (পুং) বুদ্ধদেবের এক নাম।

নদীদোহ (পুং) নদীতরণার্থং দোহঃ, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। নদীপার হইবার মাশুল, কুত।

নদীধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, নদ্যাঃ ধরঃ। গঙ্গাধর শিব।

নদীন (পুং) নদীনাং ইনঃ পতিঃ ৬তৎ। ১ সমুদ্র। ২ বরুণ। ৩ বরুণ বৃক্ষ। ৪ অনেনুবংশীয় সহদেবের পুত্র। (হরিবংশ ২৯।৪) (ত্রি) ন-দীন ইতি সহ সুপেতি সমাসঃ। ৫ দরিদ্রভিন্ন।

নদীনিষ্পাব (পুং) নদীসম্মুখজাতো নিষ্পাবঃ। ধান্যভেদ, কটু আস্বাদযুক্ত নদীজাত শমীধান্য, পর্য্যায়—কটুনিষ্পাব, কর্বুর, নদীজ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, অস্রপ্রদ, শুক্র, বাতল, কফপ্রদ, রুক্ষ, কষায় ও বিষদোষনাশক। (রাজনি°)

নদীপঙ্ক (পুং ক্লী) নদ্যঃ পঙ্কং ৬তৎ। ১ নদীর পাঁক। ২ নদী-তীরস্থিত কর্দ্দমযুক্ত স্থান।

নদীপতি (পুং) নদীনাং পতিঃ। ১ সমুদ্র। ২ বরুণ।
"অথ নদীপতিং গৃহ্লাতি অপাং পতিরনীতি" (শত° ব্রা° ৫।২।৪।১০)

নদীপুর (পুং) নদ্যাঃ পূঃ অচ্ সমাসান্তঃ। যে নদী বন্যাজলে তটস্থিত গ্রামাদি প্লাবিত করে।

নদীভব (পুং) নদ্যাং ভবতি ভূ-অচ্। ১ সৈন্ধবলবণ। (ত্রি) ২ নদীজাত মাত্র।

নদীমাতৃক (ত্রি) নদীমাতেব পোষিকা যস্য, ততো কপ্। নদ্যম্বুসম্পন্ন ব্রীহিপালিতদেশ, যে দেশে শস্য সকল নদীর জলে হইয়া থাকে ও বৃষ্টির জলের কোন মাত্র অপেক্ষা করে না, তাহাকে নদীমাতৃক দেশ কহে।

নদীমাষক (পুং) মানকন্দ, মানকচু।

নদীমুখ (ক্লী) নদী মুখমিব নিঃসরণমার্গঃ। নদীশেষে প্রবৃদ্ধ সমুদ্রের জলনিঃসরণের মার্গ। সমুদ্রের জল যখন বৃদ্ধি হয়, তখন নদীমুখ দিয়া ঐ জল প্রবাহিত হয়। নদীর মোহানা।
"বৃদ্ধৌ নদীমুখে নৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ।" (রঘু)
২ নদীর জলনির্গমদ্বার।

নদীবঙ্ক (পুং) নদ্যাঃ বঙ্কঃ। বঙ্কুর, নদীর বাঁক। (শব্দমালা)

নদীবট (পুং) নদীসমীপজাতো বটঃ। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

নদীয়া, বঙ্গদেশের একটী জেলা। ইহা অক্ষা° ২২° ৫২´ ৩৩´´ হইতে ২৪° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১১´ হইতে ৮৯° ২৪´ ৪১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ৩৪০৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে রাজসাহী জেলা, পূর্ব্বে পাবনা এবং যশোর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমে বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলা এবং উত্তরপশ্চিমে মুরশিদাবাদ জেলা। পদ্মা নদী এই জেলাকে পাবনা এবং রাজসাহী হইতে পৃথক্ করিয়াছে। জলঙ্গী নদী নদীয়া ও মুরশিদাবাদের সীমান্তদেশে প্রবাহিত। ভাগীরথী ইহার পশ্চিমসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। নদীয়া বা নবদ্বীপ নামক নগরের নামানুসারে এই জেলায় নামকরণ হইয়া থাকিবে। জলঙ্গী নদীর তীরস্থিত কৃষ্ণনগর ইহার প্রধান স্থান।

নদীয়ায় অনেকগুলি বড় বড় নদী আছে। কিন্তু সকল নদী প্রায় মজিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে তাহাদের উপর দিয়া বড় বড় মাল-বোঝাই নৌকা চলিতে পারে, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা শুকাইয়া, অতি সংকীর্ণ স্বল্পগভীর জলধারারূপে প্রবাহিত হয়। তখন উহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বালুচর ও চর দৃষ্ট হয়। এই জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, খাল ও বিল বিস্তর আছে।

এখানে চিতা এবং বন্যবরাহ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন কখন ব্যাঘ্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্পের উপদ্রব নিতান্ত কম নহে। এখানে মৎস্য ধরা একটী প্রধান ও অর্থকর ব্যবসা।

নদীয়ার বর্ত্তমান রাজবংশ প্রাচীন ও পবিত্র। আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত ভট্টনারায়ণ এই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া খ্যাত। এই বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭২৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের পরম হিতৈষী এবং পণ্ডিতদিগের প্রতিপালক ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌দিগকে অকাতরে ভূমি এবং অর্থ-বৃত্তি প্রদান করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরেরা সাহিত্যানুরাগী ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, চাকদা, রাণাঘাট, কুমারখালি এবং মেহেরপুর এই কএকটী নদীয়া জেলার প্রধান নগর। আশু ও হৈমন্তিক ধান্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। [নবদ্বীপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

নদীষ্ণ (ত্রি) নদ্যাং স্নাতীতি স্না-ক, ততো ষত্বং (নিনদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে। পা ৮।৩।৮৯) ১ নদীতে অবগাহনদক্ষ, নদী-স্নানকুশল। ২. নদীজ্ঞ।
"ততো নদীষ্ণান্ পথিকান্ গিরিজ্ঞান্।" (ভট্টি)

নদীসর্জ্জ (পুং) নদ্যা সর্জ্জইব। অর্জ্জুনবৃক্ষ। আঁজনগাছ।

নদীসিকস্ত (পারসী) নদীধৌত, নদীপ্লাবনে নষ্ট।

নদেয়ী (স্ত্রী) নদ্যাং ভবা ঢক্ (নদ্যাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৩) ততো পুষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। নাদেয়ী, ভূমিজম্বু। (শব্দচ°)

নদেশ, একটী তাম্রময়ী শিবমূর্ত্তি। তঞ্জোরে কোন এক ব্যক্তির বাস্তু ভূমি খনন করিতে করিতে এই মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। শিবের মাথায় জটা এবং চারি হস্তবিশিষ্ট। এক হাতে ডমরু, এক হাতে সর্প এবং এক হাতে অগ্নি। শিব একটী পতিত রাক্ষসের উপর দাড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রতিমাখানি উচ্চে ৩ ফিট্ ৭½ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ৩ ফিট্ ৩ ইঞ্চ। এককালে তঞ্জোরে একটী শিবমন্দির ছিল। বোধ হয়, এই প্রতিমা

সেই মন্দিরের হইবে। কোন্ সময়ে কি প্রকারে এই প্রতিমাটী প্রোথিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহা বালুকা মধ্যে তিন ফিট্ মাটির নীচে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানের কালেক্টর সাহেব ঐ প্রতিমা ক্রয় করিয়া মান্দ্রাজের চিত্রশালিকায় রাখিয়া দিয়াছেন।

নদোনি (হিন্দী) যে একখণ্ড প্রস্তরে কোরাণের একটী শ্লোক অঙ্কিত করিয়া ভূতপ্রেতের প্রতিকার ঔষধস্বরূপ শিশুদিগের গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

নদ্ধ (ত্রি) নহ্যতে ইতি নহ-ক্ত। ১ বদ্ধ।

"দিব্যৈশ্চ কবচৈ র্নদ্ধাদিব্যৈশ্চৈবোচ্ছ্রিতৈ র্ধ্বজৈঃ।"

(হরিবংশ ২৩২।১৭।)

২ উদ্বৃত্ত। 'নদ্ধমুদ্বৃত্তবদ্ধয়োঃ।' (মেদিনী)

নদ্ধব্য (ত্রী) নহ-তব্য। বদ্ধ।

নদ্ধি (স্ত্রী) নহ-ক্তি। বন্ধন।

নদ্ধ্রী (স্ত্রী) নহ্যতে হনয়া নহ-ষ্ট্রন্, ততো ঙীপ্। চর্ম্মনির্ম্মিত রজ্জু, চামড়ার দড়ি।

"অত্রাপি ধিঙ্ অনুবি পুত্রকলত্রমিত্র নদ্ধ্র্যাবনদ্ধহৃদয়ো ন চ তং স্মরামি।" (প্রদ্যুম্নবিজয় ৪র্থ অঙ্ক)

নদ্যাদি (পুং) নদী আদির্যস্য। পাণিন্যুক্ত ঢক্ প্রত্যয়-নিমিত্ত শব্দগণ। যথা—নদী, মহী, বারাণসী, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, কাশফরী, খাদিরী পূর্ব্বনগরী, পাঠা, মায়া, শাল্বা, দার্ব্বা, সেতকী। (পাণিনি ৪।২।৯৩)

নদ্যাম্র (পুং) নদ্যা আম্রইব। সমষ্টিলা বৃক্ষ, হিন্দী ভাষায় কোকুঁয়া।

নদ্যা(ন্দ্যা)বর্ত্তক (পুং) যাত্রাকালীন জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ।

"স্বরাশিগে বুধে লগ্নে সিতে বা সুরবন্দিতে।
নদ্যাবর্ত্তকযোগোহয়ং যাতুরিষ্টার্থসিদ্ধিদঃ॥"

অন্যোহপি—

"ভূসুতেস্বোচ্চগে লাভে মৃগকুম্ভগতে যমে।
নদ্যাবর্ত্তকযোগোহয়ং রণে রিপুতৃণানলঃ॥" (জ্যোতিষ)

বুধ নিজ রাশিস্থিত হইলে এবং বৃহস্পতি বা শুক্র লগ্নে থাকিলে এই যোগ হইয়া থাকে, এই যোগে যাত্রা করিলে গন্তার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গল উচ্চস্থিত হইলে এবং শনি মৃগ অথবা কুম্ভ রাশিস্থিত হইলে এই যোগ হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে অনল যেরূপ তৃণ রাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শত্রু সকল বিনষ্ট হয়। (নন্দ্যাবর্ত্তক এইরূপ পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।)

নদ্যুৎসৃষ্ট (ত্রি) নদ্যা উৎসৃষ্টঃ। নদী কর্ত্তৃক ত্যক্তস্থান, চর, চড়া, নদীর মধ্য হইতে যে ভূভাগ উত্থিত হয়, তাহাকে নদ্যুৎসৃষ্ট কহে, এই চর যাহার ভূমির সহিত যাইয়া সম্মিলিত হয়, ঐ চর তাহারই হইয়া থাকে।

"নদ্যুৎসৃষ্টা রাজদত্তা যস্য তস্যৈব সা মহী।
অন্যথা ন ভবেল্লাভো নরাণাং রাজদৈবিকঃ॥
ক্ষয়োদয়ো জীবনঞ্চ দৈবরাজবশান্নৃণাম্।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু তৎকৃতং ন বিচালয়েৎ॥" (বিবাদচিন্তা°)

নধাও (হিন্দী) কোন জলাশয় হইতে উচ্চভূমিতে জল তুলিতে হইলে দুই তিন বা ততোধিক গর্ত্ত খনন করিতে হয়। প্রথম গর্ত্ত হইতে জলসেক করিয়া দ্বিতীয়ে, তথা হইতে আবার তৃতীয়ে, ইত্যাদিক্রমে জল তুলিয়া ভূমিতে দিতে হয়। সর্ব্ব নিম্ন গহ্বরটীকে নধাও কহে।

নধিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বেহারে গোয়ালাদিগের মধ্যে একটী শ্রেণী।

ননদ (দেশজ) স্বামীর ভগিনী।

ননদিনী (দেশজ) ননদ।

ননন্দৃ (স্ত্রী) ন-নন্দতি সেবয়াপি ন তুষ্যতি ইতি নন্দ-ঋন্। (নঞি চ নন্দেঃ। উণ্ ২।৯৯) ভর্ত্তৃভগিনী, ননদ। ন-নন্দ্ অর্থাৎ ইহারা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হন না এই জন্য ইহাদের নাম ননন্দৃ হইয়াছে। পর্য্যায়—ননান্দৃ, নন্দিনী, নন্দা, পতিস্বসৃ। (শব্দর°)

"পিতা মাতা ননন্দা না সব্যেষ্ঠ্রাতৃযাতরঃ।
জামাতা দুহিতা দেবা ন তৃণস্তা ইমে দশ॥"

পিতৃ, মাতৃ, ননন্দ্ প্রভৃতি দশটী তৃণন্ত নহে, এইজন্য ইহাদের বৃদ্ধি না হইয়া গুণ হইবে। যথা—'ননন্দরৌ ননন্দরঃ'। ইত্যাদি।

ননা (স্ত্রী) ন নমতি নম-ড, সহসুপেতি সমাসঃ, ততো টাপ্। ১ বাক্য। ২ মাতা। ৩ দুহিতা।

"উপলপ্রক্ষিণী ননা।" (ঋক্ ৯।১১২।৩)

'ননা মাতা দুহিতা বা নমনক্রিয়াযোগাত্বাৎ মাতা খল্বপত্যং প্রতি স্তনপানাদিনা নমনশীলা ভবতি, দুহিতা বা শুশ্রূষার্থং।" (সায়ণ।) মাতা এবং দুহিতা নত হন বলিয়া ইহাদের নাম ননা হইয়াছে। মাতা সন্তানকে স্তনপানাদির জন্য এবং দুহিতা শুশ্রূষার জন্য নত হইয়া থাকেন।

ননান্দৃ (স্ত্রী) ন-নন্দ ঋন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘশ্চ। ননন্দৃ, ননদ। "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবেষু॥" (ঋক্ ১০।৮৫।৪৬)

ননিগেরি, তলেমির ভারত বৃত্তান্তে এই নামটীর উল্লেখ আছে। তাহা হইতে বোধ হয় কুমারিকা অন্তরীপ ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপ লইয়া ইহার স্থান নির্দ্দিষ্ট।

ননিগৈন, তলেমির ভারত-ভূগোলে উল্লিখিত গঙ্গাসাগরের তীরবর্ত্তী একটী অতি প্রাচীন নগর।

নৰৈ, আসামের একটী নদী।

নমু (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ অবধারণ। ৩ অনুজ্ঞা। ৪ বিনয়। ৫ আমন্ত্রণ। ৬ অমুনয়। ৭ বিনিগ্রহ। ৮ পরকৃতি। ৯ অধিকার। ১০ সম্রম। ১১ আক্ষেপ। ১২ প্রত্যুক্তি। ১৩ বাক্যারম্ভ।

'নম্বাক্ষেপে পরিপ্রশ্নে প্রত্যুক্তাববধারণে।

বাক্যারম্ভেঽপ্যনুনয়া মন্ত্রণানুজ্ঞয়োরপি ॥' (হেমচন্দ্র)

১৪ নমু শব্দ উৎপ্রেক্ষালঙ্কারব্যঞ্জক।

"মন্যে শঙ্কে ধ্রুবং নূনং কিংবা প্রায়োঽনুবেদ্মি চ।

নমু নাম হি জানামি উৎপ্রেক্ষাব্যঞ্জকানি চ ॥" (কাব্যচন্দ্রিকা)

নমুচ (অব্য) বিরোধোক্তি।

'নমুচেতি সমুদিতং বিরোধবচনে নমুশব্দোবিরোধোক্তৌ চকারাৎ নমুচেতি বা' (অমর ৩।৪।১৪ টীকায় ভরত)

নম্ব (ত্রি) নম বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ত্ব। নমনীয়।

"যো নম্বান্যনমন্ন্যো জসীত" (ঋক্ ২।২৪।২)

'নম্বানি নমনীয়ানি' (সায়ণ)

ননী (দেশজ) নবনী, মাখন।

নন্দ (পুং) নন্দতীতি নন্দ পচাদ্যচ্। ১ হর্ষ, আনন্দ। ২ হর্ষাত্মক পরমেশ্বর, পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এইজন্য তাহার নাম নন্দ হইয়াছে।

"আনন্দো নন্দনোনন্দঃ" (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯)।

নন্দতি মেঘবর্ষণাৎ অচ্। ৩ ভেক। মেঘবর্ষণ হইলে ইহারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়, এইজন্য ভেকের নাম নন্দ। ৪ কুমারানুচরভেদ। ৫ বেণু বিশেষ।

"মহানন্দস্তথানন্দো বিজয়োঽথ জয়স্তথা।

চত্বার উত্তমাবংশা মাতঙ্গমুনিসম্মতা ॥

দশাঙ্গুলো মহানন্দঃ নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।" (সঙ্গীতদামো°)

মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয় এই চারি প্রকার বীণা উত্তম, ইহার মধ্যে যে বীণা একাদশাঙ্গুল, তাহার নাম নন্দ। ৬ মৃদঙ্গবিশেষ। (ভারত ৭।২২।৮৫)

৭ যজ্ঞেশ্বরের অনুচরবিশেষ। (ভাগ° ৪।৭।২২)

৮ ধৃতরাষ্ট্রের একটী পুত্র। (ভারত ১।৬৭।৯৬)

৯ মদিরাগর্ভজাত বসুদেবের পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৯।২৪।৪৮)

১০ ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতবিশেষ। (ভাগ° ৫।২০।২১)

১১ স্বনামখ্যাত দত্তক-মীমাংসা-গ্রন্থ-প্রণেতা।

"অভিবন্দ্য জগদ্বন্দ্য পদদ্বন্দ্ববিনায়কম্।

পুত্রীকরণমীমাংসাং কুরুতে নন্দপণ্ডিতঃ ॥" (দত্তকচ°)

[নন্দপণ্ডিত দেখ।] ১২ গোপভেদ।

নন্দ, অতি পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান মথুরা জেলার মধ্যে যমুনার পরপারে 'গোকুল' নামে এক নগর ছিল। নন্দ ঐ গোকুল-নগরের গোপদিগের অধিপতি ছিলেন। ইহার পত্নীর নাম যশোদা। ঐ সময় মথুরায় দেবকীর গর্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বসুদেব কংসের হস্ত হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেই রাত্রিযোগে সদ্যজাত শিশুকে নন্দালয়ে রাখিয়া আইসেন। গোপাধিপতি নন্দের বহুসংখ্যক ধেনু ছিল। শিশু কৃষ্ণ সেই সমস্ত ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এদিকে কংস শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও গোপন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহার বধসাধনার্থ গোকুল-নগরে ছদ্মবেশী চর সকল প্রেরণ করিতে লাগিল। ঐশিকপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ মায়াবী চরগণকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গোপরাজ নন্দ কিন্তু কংসের উপদ্রবে ভীত হইয়া, এবং বালককে উপদ্রুত-স্থানে রাখা নিরাপদ নয় ভাবিয়া, বৃন্দাবন নামক স্থানে উঠিয়া গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন নন্দ তাঁহাকে লইয়া এক দেবীমন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। সেইস্থানে রাত্রিকালে এক সর্প তাঁহার পদে দংশন করিয়াছিল। কৃষ্ণ আসিয়া সেই সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিবামাত্র, সর্পটী মনুষ্যাকার ধারণ করিল। একদা কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, নন্দ কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। তথায় কৃষ্ণ স্বীয় মাতুল কংসকে বধ করিয়া তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদবধি তিনি আর কখনও বৃন্দাবনে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহাকে তথায় রাখিয়া নন্দ দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নন্দের জীবনী অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গেল। ইহার বহুকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ একদা হংস ও ডিম্ভক নামক দুই ব্যক্তিকে দমন করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নন্দ এবং যশোদা স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করেন। মহাপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অতি মাত্র আহ্লাদভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নন্দ কহিলেন, "যদুশ্রেষ্ঠ! সমস্তই কুশল। গোধন সর্ব্বথা নীরোগ ও সুখে আছে। কেবল একমাত্র দুঃখ এই, তোমাকে আর দেখিতে পাই না। এই দুঃখে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে সর্ব্বদা সেইরূপ দেখি, ইহা ঐকান্তিক বাসনা।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অনেক প্রবোধ দিয়া গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতের পর তাঁহাদের সহিত প্রভাসে শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বৃন্দাবনলীলামৃত-গ্রন্থে ইহার বংশক্রম এইরূপ প্রদত্ত আছে—

(ইনিই শ্রীকৃষ্ণের পালক-পিতা)
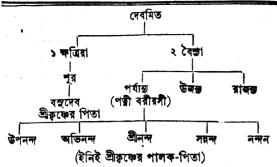
এই নন্দেরই আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ লীলা করেন। একদা নন্দ একাদশীর উপবাস করিয়া রাত্রি থাকিতে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বরুণ-দূতেরা নন্দকে বরুণ-সভায় লইয়া যায়। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থান হইতে নন্দকে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই দিন নন্দ যেস্থানে স্নান করিয়াছিলেন, তাহার নাম নন্দঘাট হইয়াছে। ইনি পূর্ব্ব জন্মে দ্রোণ নামে বসু ছিলেন, তিনি এবং তাহার পত্নী নন্দ ও যশোদারূপে অবতীর্ণ হন।

(ভাগ° ১০।৮ অ°)

নন্দের পিতা নন্দকে ব্রজরাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিলে আর সকল ভ্রাতা ইহার বিশেষ অনুগত ছিলেন। বসুদেবের সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরী ত্যাগ করিয়া যাইলে নন্দ ইহার শোকে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

(বৃন্দাবনলীলামৃত)

মহাভাগবতপুরাণে নন্দ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়— নারদ একদা মহাদেবের নিকট সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! নন্দ ও যশোদা এই দুইজন এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, মহামায়া স্বয়ং নন্দগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নন্দ বা যশোদা পূর্ব্বজন্মে কোন্ মহাপুরুষ ছিলেন আর কেনই বা মহামায়ার জন্ম সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। মহাদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। নন্দ পূর্ব্বজন্মে দক্ষ প্রজাপতি এবং যশোদা তাহার স্ত্রী ছিল। দক্ষযজ্ঞে সতী শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পর প্রজাপতি দক্ষ জানিতে পারিল যে সতী সাক্ষাৎ পরা প্রকৃতি, তখন দক্ষের আর দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তখন দক্ষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাতে সতী আবার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে, আমায় তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু ইহা তপস্যা ভিন্ন হইবার উপায় নাই, এই ভাবিয়া দক্ষ ও দক্ষপত্নী দুই জনে হিমালয়ের সানুদেশে যাইয়া মহামায়ার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। এইরূপে শতবর্ষ তপশ্চর্য্যা করিয়াছিল। মহামায়া ইহাতে প্রীতা হইয়া ইহাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন প্রজাপতি দক্ষ সানুনয়ে এইবর প্রার্থনা করিল, যদি আমাদিগকে বর দেওয়া অভিলষিত হয়, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আপনি আবার আমার গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মহামায়া বলিয়াছিলেন, দ্বাপরের শেষভাগে তোমার ঔরসে ও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব, কিন্তু অবস্থান করিব না এবং তোমরাও আমাকে চিনিতে বা দেখিতে পাইবে না। দেবকার্য্য সাধন করিয়া আমি তিরোহিত হইব। এই বলিয়া মহামায়া প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে দক্ষ নন্দরূপে এবং দক্ষপত্নী যশোদা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। মহামায়াও নন্দগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এই কন্যা হইলেই বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া এই কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করেন। নন্দ মহামায়ার বরপ্রভাবে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। (মহাভাগবতপু° ৫০ অ°) *

নন্দ, কপিলবাস্তর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র ও শাক্য বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহার মাতার নাম মায়া। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া কপিলবাস্ততে আসিয়া নন্দকে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে নন্দের বড় ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাঁহার স্ত্রী ভদ্রার প্রগাঢ় প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি কএকবার পত্নীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাকে বটকুঞ্জে লইয়া গিয়া ভিক্ষু করিলেন এবং সাংসারিক প্রেমের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন

---

* "শ্রীনারদ উবাচ।
সম্ভূতা দেবকীগর্ভে দেবী বালকরূপিণী।
উবাস গোকুলে কস্মাৎ নন্দগোপগৃহে স্বয়ং॥
পুরাসীদেষ নন্দঃ কো যশোদা কা তদঙ্গনা।
কিঞ্চকার তপঃ পূর্ব্বং যেন প্রাপ মহেশ্বরীম্॥
কালী কালকভাবেন শ্যামসুন্দররূপিণী।
কস্মাত্বাপি নিজাংশেন যশোদা গর্ভসম্ভবা॥
দেবী ভগবতী মূর্ত্তি জাতমাত্রা সমভ্যগাৎ।
দদৃশে নৈব তাং মাতা জ্ঞাতবান্ ন পিতাপি চ॥
যথোৎপন্না তথা যাতা কিং হেতুকমিদং প্রভো।
এতন্মে পার্ব্বতীনাথ সমাচক্ষ্ব জগৎপতে॥
শ্রীমহাদেব উবাচ।
বৎস বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং যৎপৃচ্ছসি মহামতে।
শৃণু সাবহিতো ভূত্বা যথাবন্মুনিপুঙ্গব॥
দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং সতীবিরহদুঃখিতঃ।
চেতসা চিন্তয়ামাস জ্ঞাত্বা তাং প্রকৃতিঃ পরাম্॥
সংপ্রাপ্য তপসোগ্রেণ কন্যামাদ্যাং পরাৎপরাম্।
ভবাম্যি বঞ্চিতা মোহাদজ্ঞাত্বা শিবনিন্দনাৎ॥
অহং তথা যতিষ্যামি ভূয়োঽপি তপ আচরন্।" ইত্যাদি।
(মহাভাগবতপু° ৫০ অঃ)

করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বর্গ ও নরকের চিত্র দেখাইয়াছিলেন।

নন্দ, মগধের বিখ্যাত রাজা। এই নামে ৯ জন রাজা পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, মহানন্দির পুত্র শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন নন্দ বা মহাপদ্ম। পরশুরামের ন্যায় তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া একচ্ছত্রা পৃথিবী ভোগ করিবেন। সুমালী প্রভৃতি তাঁহার ৮ পুত্র। মহাপদ্মের পর তাঁহারা পৃথিবী ভোগ করিবেন। মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণ মোট ১০০ বর্ষ রাজ্য করিবেন। এই ৯ জন নন্দকে কৌটিল্য বিনাশ করিবেন। তাঁহাদের পর মৌর্য্যগণ রাজা হইবেন। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪।৪-৬)

ভাগবতেও ঠিক এইরূপ বিবরণ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেখা যায়, রাজা বিম্বিসার ২৮ বর্ষ, তৎপরে তৎপুত্র অজাতশত্রু ৩৫ বর্ষ, তৎপরে দশক ৩৫ বর্ষ, উদায়ী* ২৩ বর্ষ, তৎপরে নন্দিবর্দ্ধন ৪২ বর্ষ এবং পরে মহানন্দি ৪০ বর্ষ রাজত্ব করিবেন। শৈশুনাগগণ মোট ৩৬২ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন। তৎপরে মহানন্দির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নিখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী নন্দ জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি এবং ইহার ৮ পুত্রে মোট একশত বর্ষ রাজ্য করিবেন। সকলেই কৌটিল্যের হস্তে উদ্ধার পাইবেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উপসংহারপাদ)

মৎস্যপুরাণেও এইরূপ পাওয়া যায়। তবে রাজগণের রাজত্ব কালের সংখ্যা কিছু উল্টা পাল্টা আছে।

(মৎস্যপুরাণ ২৭২ অধ্যায়)

মোটের উপর অধিকাংশ পুরাণেই লিখিত আছে, মহাপদ্ম নন্দ শূদ্রাগর্ভসম্ভূত হইলেও মহানন্দির পুত্র। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারগণ তাহা স্বীকার করেন না। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্থবিরীবলীচরিতে নন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারাংশ বলিতেছি—

উদায়ী পিতার মৃত্যুর পর পিতৃশোকে অধীর হইয়া পড়েন। যেখানে তাঁহার পিতৃদেব শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সেখানে থাকিতে তাঁহার বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তিনি শয়নে স্বপনে জাগরণে দিবানিশিই যেন পিতাকে দেখিতে পাইতেন। তিনি পিতৃরাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে পাটলীপুত্র[১] নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। ক্রমে অনেক রাজা তাঁহার পরাক্রমে হৃতরাজ্য হইলেন। কিরূপে তাঁহারা উদায়ীকে বিনাশ করিবে, তখন তাহারই উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এক রাজ্যভ্রষ্ট রাজকুমার উদায়ীর নিকট আসিয়া তাঁহার সেবক হইতে চাহিল। রাজা তাহার সাধু কথায় মুগ্ধ হইয়া আপনার গুরুর নিকট তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। দুষ্ট রাজকুমার শ্রমণধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তাহার মিষ্ট কথায় রাজা ভুলিলেন। সেই দুর্বৃত্ত নিদ্রিত উদায়ীর প্রাণবধ করিল। এই পাটলীপুত্র নগরে দিবাকীর্ত্তির ঔরসে এক গণিকার গর্ভে নন্দ নামে এক পুত্র জন্মে। সেই নাপিতকুমার প্রভাতে উঠিয়া দেখিল, সৈরন্ধ্রবর্গ নগরের চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছে। নন্দ বিস্মিত হইয়া উপাধ্যায়কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উপাধ্যায় তাহাকে আপনার গৃহে আনিয়া নিজ দুহিতার সহিত বিবাহ দিলেন এবং নূতন জামাইকে এক দোলায় আরোপ করিয়া নগর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজা উদায়ীর পুত্র সন্তান ছিল না। মন্ত্রিগণ রাজহস্তী, প্রধান অশ্ব, ছত্র, কুম্ভ ও চামর এই পঞ্চ অভিষেক দ্রব্য লইয়া কাহাকে রাজা করিব এই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় যানারোহী নন্দ দেখা দিলেন। পাটহাতী অমনি নিজে কুম্ভ তুলিয়া নন্দকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইল। সেই সময় রাজার অশ্ব আনন্দে হ্রেষারব করিল ও চারিদিকে মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। পৌরজন তদ্দৃষ্টে নন্দকে সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। এইরূপে মহাবীরের নির্ব্বাণের ৬০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) নন্দ রাজা হইলেন।*

তৎকালে কল্পক নামে অশেষ শাস্ত্রবিৎ এক পণ্ডিত ছিলেন। এক দিন নন্দ তাঁহাকে ডাকিয়া আপনার মন্ত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ

---

* মুদ্রিত মৎস্য ভাগবতাদিতে উদাসী বা আজের স্থলে পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ইহা লিপিকরপ্রমাদ। কারণ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এবং হস্তলিখিত প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদি "উদায়ী" পাঠই আছে।

(১) "তত্রাক্ষিতে ভূপ্রদেশে নৃপঃ পুরমকারয়ৎ।
তদভুৎপাটলী নাম্না পাটলীপুত্রনামকম্॥"

(স্থবিরাবলীচরিত বা পরিশিষ্টপর্ব্ব ৬।১৮০)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও উদায়ী কর্তৃক পাটলীপুত্র-নির্ম্মাণের কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"উদায়ী ভবিতা তস্মাৎ ত্রয়োবিংশৎ সমা নৃপঃ।
স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ম্।
গঙ্গায়া দক্ষিণে কূলে চতুরস্রং করিষ্যতি॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উপসংহারপাদ)

* "অনন্তরং বর্দ্ধমানস্বামিনির্ব্বাণবাসরাৎ।
গতায়াং ষষ্টিবৎসর্য্যামেষ নন্দোঽভবন্নৃপঃ॥"

(স্থবিরাবলীচরিত ৬।২৪২)

করিলেন না। রাজা তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্ত এক উপায় স্থির করিলেন। যে রজক কল্পকের বস্ত্র ধৌত করিত, তাহাকে বলিয়া দিলেন, "আমার আদেশ ব্যতীত তুমি কল্পককে বস্ত্র দিবে না।" রজক রাজাজ্ঞা পালন করিল। দুইবর্ষ হইতে চলিল, রজক কিছুতেই কাপড় দিতে চায় না। কল্পক মহা কষ্টে পড়িলেন, তাহার উপর গৃহিণীর উত্তেজনা। নিরীহ ব্রাহ্মণ আর কতই বা সহ্য করিবে? রজকের উপর মহাবিরক্ত হইয়া একদিন কাটারী লইয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ রজকের মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। রজকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'দোহাই মহাশয়! আমাদের কোন দোষ নাই। রাজাজ্ঞায় আমরা আপনার কাপড় রাখিয়াছি।"

সত্যবাদী কল্পক অবিলম্বে রাজার নিকট গিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। এবার রাজাদেশে কল্পক মন্ত্রিপদ লইলেন। তাহাতে পূর্ব্বমন্ত্রীর মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি কল্পকের ছল বাহির করিবার জন্ত তাঁহার চেটীকে বশীভূত করিলেন। কল্পকের পুত্রের শুভ বিবাহ দিন উপস্থিত। কল্পকের ইচ্ছা তিনি রাজাকে আপনার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করিবেন। রাজার অভ্যর্থনার জন্ত ছত্র, চামর ও মুকুট প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। পূর্ব্বমন্ত্রী চেটীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া রাজাকে জানাইলেন যে, কল্পক রাজা হইবার আয়োজন করিতেছেন। নন্দ চর দ্বারা কল্পকের গৃহ সন্ধান করিয়া তাহাই বুঝিলেন। তাঁহার আদেশে সপুত্র কল্পক অন্ধকূপ-কারায় নিক্ষিপ্ত হইলেন।

তাঁহাদের আহারের জন্ত অতি অল্প মাত্রায় কোদোধানের অন্ন দেওয়া হইত। সে অল্লাহারে কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজার এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য কল্পক একা সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ঐ দিকে কল্পকের অভাবে সুযোগ বুঝিয়া সামন্তরাজগণ পাটলী-পুত্র আক্রমণ করিলেন। এ বিপদে নন্দ মহা চিন্তিত হইলেন। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে কল্পক ভিন্ন এ বিপদ্ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। রাজা কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "অন্ধকূপ কারায় আর কেহ অন্নগ্রহণ করে কি না? মই দিয়া তাহাকে তুলিয়া আমার নিকট হাজির কর।"

রাজাদেশে কল্পক অন্ধকূপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। রাজানুচরেরা তাঁহাকে শিবিকায় বসাইয়া সমস্ত নগর-প্রাকার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; বিপক্ষ সামন্তরাজগণ কল্পককে দেখিয়া ভীত হইল। যাহা হউক, রাজা তাহাকে মহাসম্মান সহকারে আবার আপনার মন্ত্রী করিলেন। কল্পক বিপক্ষ রাজগণকে শাসন করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। কল্পকের নাম শুনিয়া সামন্তরাজগণ পলায়ন করিল।

কল্পকের আবার অনেক পুত্র হইল। নন্দরাজ তাহাদের সকলকে ধনরত্নে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। নন্দের বংশে ৭ জন নন্দ রাজা হইয়াছিলেন, কল্পকের পুত্রগণ তাহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে নবম নন্দ রাজা হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী হইলেন, কল্পকপুত্র শকটাল। জৈনদিগের অন্যতম শ্রুত-কেবলী স্থূলভদ্র এই শকটালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ২য় পুত্রের নাম শ্রীয়ক।

নবম নন্দের সভায় সুবিখ্যাত কবি বররুচি থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ ১০৮টী নূতন শ্লোক রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইতেন। রাজার ভাল লাগিলেও মন্ত্রী কখন সে সকল কবিতার প্রশংসা করিতেন না। সেজন্ত বররুচির ভাগ্যে কিছু সুফল ফলিত না। শেষে বররুচি শকটালের গৃহিণীকে গিয়া ধরিলেন। শকটাল গৃহিণীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তৎপরে যখন বররুচি সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, মন্ত্রিবর রাজসমক্ষে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। নন্দরাজও প্রীত হইয়া তাঁহাকে ১০৮ দীনার দিলেন। এইরূপে বররুচি প্রত্যহ ১০৮ করিয়া দীনার পাইতে লাগিলেন। একদিন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন প্রত্যহ আপনি বররুচিকে দান করেন, কিন্তু পূর্ব্বে কেন দিতেন না?' রাজা কহিলেন, 'তুমি ভাল বল, সেই জন্য আমি দান করি।' মন্ত্রী বলিলেন, 'ঐ সকল কবিতা পরের রচিত বলিয়াই প্রশংসা করি।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উহা যে বররুচির রচনা নহে, তাহা কিরূপে জানিলে।" চতুর শকটাল উত্তর করি-লেন, 'বালিকাতেও এই সকল কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে।"

শকটালের যক্ষা, যক্ষদত্তা, ভূতা, ভূতদত্তা, এণিকা, বেণা ও রেণা এই ৭টী কন্যা ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ একবার, কেহ দুইবার, কেহ বা তিনবার শুনিয়া যে কোন শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিত। বররুচি পূর্ব্ববৎ নূতন শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিলে রাজার সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্ত শকটালের কন্যাগণ যথাক্রমে সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিল। তখন মন্ত্রীর কথায় রাজার বিশ্বাস হইল। নন্দ দান বন্ধ করিয়া দিলেন। বররুচি তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি এক যন্ত্রে ১০৮ দীনার পূর্ণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে গুপ্তভাবে রাখিয়া আসিতেন, পরে সর্ব্বসমক্ষে গঙ্গার স্তবকালে যন্ত্র সাহায্যে সেই মুদ্রা ভাসিয়া উঠিলে বররুচি তাহা গ্রহণ করিত। বররুচি ঘোষণা করিলেন, রাজা না দিলেও গঙ্গা তাঁহার স্তবে মুগ্ধ হইয়া দীনার প্রদান করেন। রাজাও তাহা শুনিলেন। একদিন মন্ত্রীকে

জানাইলেন, তিনি নিজে গিয়া একদিন বররুচির কাণ্ড দেখিবেন। চতুরমন্ত্রী গুপ্তভাবে চর পাঠাইয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন।

বররুচি ছদ্মবেশে আসিয়া দীনারগুলি গঙ্গাজলে রাখিয়া গেলে মন্ত্রিনিযুক্ত চরগণ সেই টাকাগুলি তুলিয়া লইল ও আনিয়া মন্ত্রীকে প্রদান করিল। পর দিন মন্ত্রীর সহিত রাজা বররুচির কাণ্ড দেখিতে আসিলেন, কবিবর পূর্ব্ববৎ স্বরচিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক পাঠ করিয়া গঙ্গার স্তব করিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহার টাকাগুলি উঠিল না। রাজার সমক্ষে এই ব্যাপারে বররুচি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তখন শকটাল মুদ্রাগুলি দেখাইয়া বলিল, 'এই লও, তোমার টাকা তোমায় দিলাম।' এইরূপে বররুচির ছল ধরা পড়ায় তিনি মন্ত্রীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন, কিসে শকটালের সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে কতকগুলি মূর্খ বালককে ছোলা দিয়া বশীভূত করিয়া শিখাইলেন, 'রাজা যাহা জানে না, শকটাল তাই করিবে। নন্দের উচ্ছেদ করিয়া শ্রীয়ককে রাজপাটে বসাইবে।" পথে পথে বালকেরা এই কথা গান করিতে লাগিল। ক্রমে এই কথা নন্দের কর্ণগোচর হইল। রাজা ভাবিলেন, বালক বালিকাতেও যে কথা বলে, সে কথা অন্যথা হইবার নহে। তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য চর নিযুক্ত করিলেন। শকটাল পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রাজাকে উপহার দিবার জন্য নানা অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। চর গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা মন্ত্রীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রীও রাজার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি আপন প্রিয় পুত্র শ্রীয়ককে ডাকিয়া কহিলেন, 'বৎস! আমার ও আমাদের সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের আসন্নকাল উপস্থিত। যদি তুমি সকলকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমি যখন গিয়া রাজাকে অভিবাদন করিব, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার শিরশ্ছেদ করিবে।' শ্রীয়ক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তাত! আমার উপর এ কঠিন আদেশ কেন, চণ্ডালেও যে এমন কাজ করিতে পারে না।' মন্ত্রী পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'আর উদ্ধারের উপায় নাই। রাজা আমার মুখে বিষ ঢালিয়া আমার প্রাণসংহার করিবে। অতএব তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন কর।' যথাকালে শ্রীয়ক পিতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। রাজা সেই দারুণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া শ্রীয়ককে বলিলেন, 'এ দুষ্কর কার্য্য কেন করিলে?" শ্রীয়ক রাজাকে উত্তর করিলেন, 'ভৃত্য হইয়া যে প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা করে, পিতা হইলেও তাহাকে বধ করা উচিত।' নন্দরাজ শ্রীয়কের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে তিনি কিরূপে অমাত্যপদ গ্রহণ করেন, এ কথাও রাজার নিকট জানাইলেন।

স্থূলভদ্র বার বর্ষকাল কোশানাম্নী এক বেশ্যা সহবাসে অতিবাহিত করিতেছিলেন। নন্দরাজ তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার মুদ্রাধিকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা স্থূলভদ্র সেই উচ্চপদ গ্রহণ করিলেন না; বহুদিন বেশ্যা-সহবাসে বিশেষতঃ পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে তাঁহার হৃদয়ে সংসারবিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। তিনি সম্ভূতিবিজয়ের নিকট গিয়া দীক্ষিত হইলেন। তখন শ্রীয়ক রাজদত্ত মুদ্রাধিকার পদ গ্রহণ করিলেন। কিরূপে তিনি পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবেন, এ চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। একদিন তিনি কোশা বেশ্যাকে কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতৃশোকে সংসারত্যাগ করিয়াছেন। দুষ্ট বররুচিই পিতার মৃত্যুর হেতু। কোশা যখন দাদার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তখন তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া কোশার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বররুচি কোশার ভগিনী উপকোশাকে বড় ভালবাসিতেন। কোশা ভগিনীকে শিখাইয়া দিলেন, 'দেখ বোন! আজ কোন রকমে বররুচিকে মদ খাওয়াইতে হইবে।' উপকোশা কৌশলক্রমে বররুচিকে মদ খাওয়াইতে শিখাইল।

শকটালের মৃত্যুর পর হইতে নন্দসভায় বররুচি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিত। যথাকালে শ্রীয়ক কোশার নিকট বররুচির মদ্যপানের সংবাদ পাইলেন। তিনি রাজাকে জানাইলেন যে দুর্বৃত্ত বররুচি বেশ্যার সহিত মদ্যপান করে। বররুচি সভায় আসিলে নন্দ তাঁহাকে একটী ফুলের ঘ্রাণ লইতে আদেশ করিলেন। ঘ্রাণ লইবামাত্র বররুচি বমন করিলেন। বররুচির মুখে মদের গন্ধ বাহির হইয়া পড়িল। তখন বররুচির প্রতি উষ্ণ গলিত সীসক পানের আদেশ হইল। সীসক-পানে কবি বররুচি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এখন শ্রীয়ক নন্দরাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন।

দ্বাদশবর্ষব্যাপী আকাল উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক খাদ্যাভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিল। এই সময় গোল্লবিষয়ে চণক নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও চণেশ্বরী নাম্নী তৎপত্নীর গর্ভে চাণক্য জন্মগ্রহণ করিলেন।

চাণক্য শ্রাবক ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। যথাকালে তিনি এক কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। একদিন চাণক্যগৃহিণী তাহার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে পিত্রালয়ে

গেলেন। চাণক্যের দুঃখের সংসার। কাজেই তিনি পত্নীকে গহনা দিতে পারেন নাই। তাঁহার গৃহিণী একখানি ময়লা ঘাঘরা, হিঙ্গুপত্রের অলঙ্কার ও সীসার কুণ্ডল পরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা ও দাসীগণে পরিবৃতা ছিলেন। তাহারা সকলেই চাণক্যপত্নীর বেশভূষা দেখিয়া রহস্য করিতে লাগিল। সেখানে আর যাহারা ছিল, তাহারাও হাসিয়া ছিল। তাহাতে ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে বড়ই কষ্ট হয়। তিনি চাণক্যের গৃহে আসিয়া আর ভাল করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিলেন না। বিষাদিনী ম্লানমুখে রহিলেন। পত্নীর মলিন বদন দেখিয়া সাধ্যসাধনার পর ব্রাহ্মণ কারণ অবগত হইল। বাস্তবিক ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনেও বড় আঘাত লাগিল। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, নন্দরাজ প্রভূত পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া থাকেন। সেই আশায় তিনি পাটলীপুত্রে আসিয়া নন্দের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। নন্দের ছায়া স্পর্শ করিয়া আসনে গিয়া বসায় নন্দপুত্র চটিয়া গিয়াছিল। এক দাসী বিদ্রূপ করিয়া চাণক্যকে বলিল, 'ঠাকুর! ও আসন ছাড়িয়া এখানে উঠিয়া আইস। ও তোমার আসন নহে।' চাণক্য উঠিলেন না। দাসী তাহার কমণ্ডলু, দণ্ড, জপমালা, শেষে উপবীত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন চাণক্য উঠিলেন না, তখন দাসী তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। তখন চাণক্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আত্মীয় স্বজন সহায় সম্পত্তি ও সুহৃদ্ পুত্রাদির সহিত নন্দকে নির্ম্মূল করিব।' এই বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন তিনি ময়ূরপোষক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ময়ূরগ্রামের মহত্তরের ঘরে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। যেরূপে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বিনাশের জন্য নিয়োজিত করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত শব্দে লিখিত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতের সাহায্যে, চাণক্য নন্দকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

উপরে হেমচন্দ্র যেরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন, ধর্ম্মঘোষ গণির ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ, বিমলগণির ঋষিমণ্ডলপ্রকরণবৃত্তি, এবং উত্তরাধ্যয়নবৃত্তিতেও ঠিক এইরূপ বিবরণ বর্ণিত আছে। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে নন্দ সম্বন্ধে এই রূপে উপাখ্যান পাওয়া যায়—

ইন্দ্রদত্ত, ব্যাড়ি ও বররুচি অর্থ-লাভাশায় যে সময় নন্দের সভায় উপস্থিত। তাহারই অনতিপূর্ব্বে নন্দের মৃত্যু হইয়াছে। সকলকে সন্তপ্ত ও হতাশ দেখিয়া ইন্দ্রদত্ত কহিলেন, 'আমাদের হতাশ হইবার প্রয়োজন কি? আমি মায়াবলে নন্দের শরীরে প্রবেশ করিব। তখন বররুচি, তুমি আমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিবে। আমি অভীষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া আবার নিজ শরীর গ্রহণ করিব।' এই বলিয়া তিনি মায়াবলে নন্দের মৃত দেহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ ব্যাড়ি রক্ষা করিতে লাগিলেন।

নন্দের পুনর্জীবন-লাভে রাজ্যময় মহোৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু বিচক্ষণ মন্ত্রী শকটালের মনে সন্দেহ হইল। তখনও রাজপুত্র অতি শিশু। পাছে রাজপুত্রের কোন অনিষ্ট হয়, এই ভাবিয়া তিনি কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া নবরাজকে রাজপদে রাখিলেন। কিন্তু রাজ্যের যেখানে যত শবদেহ আছে অবিলম্বে তাহা ভস্মসাৎ করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রদত্তের দেহ ভস্মে পরিণত হইল। তখন ব্যাড়ি ও বররুচি নব নন্দের নিকটই রহিলেন।

ইন্দ্রদত্ত রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া এখন শূদ্রদেহে বাস জন্য সর্ব্বদাই দুঃখ করিতেন। ব্যাড়ি তাঁহার নিকট অর্থ লইয়া গুরু উপবর্ষের নিকট চলিয়া গেলেন। একা বররুচি তাঁহার মন্ত্রী হইয়া রহিলেন।

নন্দদেহধারী ইন্দ্রদত্ত যোগনন্দ নামে খ্যাত হইলেন। শকটাল ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, এই অপরাধে, তাঁহাকে সপুত্রে অন্ধকূপ-কারায় নিক্ষেপ করিলেন ও অতি সামান্য অন্নপানীয় প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। খাদ্যাভাবে শকটালের পুত্রগণ একে একে কালগ্রাসে পতিত হইল। কেবল শকটাল প্রতিশোধ লইবার জন্য বাঁচিয়া রহিলেন। ধনমদে মত্ত হইয়া ক্রমে যোগনন্দ অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। বররুচি রাজার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। রাজার দোষে মন্ত্রীরই নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। তাই বররুচি সকল দোষ এড়াইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়া শকটালকে ছাড়িয়া দিলেন। শকটাল আবার মন্ত্রিপদ পাইলেন। অল্পদিন পরেই রাজা বররুচির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় শকটাল আপনার গৃহে বররুচিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। কিছুদিন পরেই রাজপুত্র হিরণ্যগুপ্ত সংজ্ঞাহীন হইলেন। যোগনন্দ এই সময় বররুচির জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শকটাল রাজার কষ্টে মুগ্ধ হইয়া বররুচিকে বাহির করিয়া দিলেন। বররুচির যত্নে রাজপুত্র সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার আর এই কুটিল সংসার ভাল

লাগিল না। তিনি মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। সকলে বররুচিকে না দেখিয়া ভাবিল রাজা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। বররুচির গৃহে সে সংবাদ গেল। বররুচির পত্নী উপকোশা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

শকটাল এখন মন্ত্রী হইলেও তাঁহার বৈর-নির্যাতনস্পৃহা তিরোহিত হয় নাই। তিনি একদিন দেখিলেন, এক কদাকার ব্রাহ্মণ মাঠের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, 'এই কুশ আমার পায়ে বিদ্ধ হইয়াছে, সেই জন্য সমূলে উৎপাটন করিতেছি।' শকটাল ঠিক করিয়া লইলেন, এই ব্যক্তি হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। তিনি তাঁহাকে বহু অর্থের লোভ দেখাইয়া আগামী অমাবস্যার দিন রাজবাটীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই কদাকার ব্রাহ্মণই চাণক্য। চাণক্য ভাবিয়া ছিলেন, রাজবাটীতে আসিলে তিনিই প্রধান আসন পাইবেন, কিন্তু শকটালের পরামর্শে যোগনন্দ পূর্ব্বেই সুবন্ধু নামে এক ব্রাহ্মণকে সেই আসন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। চাণক্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যেমন সেই আসনে বসিতে গেলেন, অমনি নন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তাহাতে চাণক্য আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া 'সাত দিনের মধ্যে নন্দের মৃত্যু হইবে' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। নন্দও তৎক্ষণাৎ চাণক্যকে প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। এ দিকে শকটাল চাণক্যকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন, রাজা যে তাঁহাকে অপমানিত করিবেন এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই জানিতেন না এবং তাঁহারও কোন দোষ নাই এইরূপ বুঝাইয়া নন্দের বিরুদ্ধে আরও তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। চাণক্য অভিচারক্রিয়া দ্বারা সাত দিনের মধ্যেই নন্দের প্রাণ সংহার করিলেন। তখন শকটাল যোগনন্দের ঔরসজাত পুত্র হিরণ্যগুপ্তের ধ্বংস সাধন করিয়া প্রকৃত নন্দপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। এখন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হইলেন। এইরূপে শকটাল আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

সিংহলের মহাবংশটীকায় ও উত্তরবিহারের অত্থকথায় নন্দের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়—

'কালাশোকের পর ধর্ম্মাশোক পর্য্যন্ত ১২ জন রাজত্ব করেন। কালাশোকের ১০ পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্রের মাতৃকুল অতি নীচ জাতীয় বলিয়া গণ্য ছিল। সেই জন্য সেই পুত্র অপর প্রদেশে থাকিত। কালাশোকের মৃত্যুর পর (বুদ্ধনির্ব্বাণের ১০০ বর্ষ পরে ?) তাঁহার ৯ পুত্র একত্র রাজ্য করিতে থাকেন। এই সময় একজন বহু বল সংগ্রহ করিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা দেশ উৎসন্ন করিতে লাগিল। দস্যুপতি নগরাদি লুণ্ঠন করিয়া বন মধ্যে গিয়া বাস করিত। এক দিন এক অপরিচিত ব্যক্তি অসীম সাহসে ও উৎসাহে তাহাদের ভীষণ কার্য্যে যোগ দিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিল। সে ব্যক্তি দস্যুগণের সহিত বনে গিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কিরূপে থাক।' তাহারা উত্তর করিল, 'তুই কি জানবি। চাষবাস করা, কি গোচারণ করা এ সব আমাদের ভাল লাগে না। তুই যেমন দেখ্‌লি, এইরূপে আমরা নগরগ্রামাদি লুট করিয়া সুখে কাল কাটাইয়া থাকি। ধনরত্ন কি আহার সামগ্রী আমাদের কিছুরই অভাব নাই। মৎস্য, মাংস ও মদ যথেষ্ট রহিয়াছে। বড় সুখে আমরা থাকি।" দস্যুদিগের কথা তাহার বড় ভাল লাগিল। সেও তখন দস্যুদিগের সহিত রীতি মত মিলিত হইল। এইরূপে কিছুদিন গেল। একদিন দস্যুগণ এক নগর আক্রমণ করিল। নগরবাসিগণের সতর্কতায় ও সাহসিকতায় দস্যুগণ কিছুই করিতে পারিল না। বরং তাহাদের দলপতি নাগরিকদিগের হস্তে নিহত হইল। দস্যুগণ সকলে একত্র হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'আমাদের সহায় সম্বল সকলই গিয়াছে। যখন দলপতি মরিল, তখন আর কে এ দল রাখিতে সমর্থ হইবে।' এই সময় নবাগত ব্যক্তি সোৎসাহে উত্তর করিল, 'কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাদের দল রক্ষা করিব।' এবার দস্যুগণ 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাহাকেই আপনাদের দলপতি করিয়া লইল। তাহারই পর সেই দস্যুপতি নন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অনবরত লুণ্ঠন বৃত্তি দ্বারা বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উত্তেজনায় তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এখন নন্দ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নানা রাজ্য জয় করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বহুদিন রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইল। অবশেষে একে একে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৮বর্ষ রাজত্ব ভোগ করিলেন। ইঁহারাই নব নন্দ নামে খ্যাত। শেষ বা নবম নন্দের নাম ধননন্দ। ইনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার 'ধননন্দ' নাম হইয়াছিল। চাণক্যের কৌশলে এই ধননন্দই বিনষ্ট হন।

[চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত ও পরীক্ষিৎ শব্দ দেখ।]

নন্দ, উৎকলের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী শ্রেণী।

নন্দক (পুং) নন্দয়তীতি নন্দ-ণ্বুল্। বিদ্যাময় বিষ্ণুর খড়্গ।

"রথাঙ্গেনাথ শার্ঙ্গে'ন গদয়া নন্দকেন চ।

প্রহরারুহ্য গরুড়ং দৃঢ়োভূত্বা জনার্দ্দনঃ॥" (হরিব° ১২৭।৪৪।)

২ ভেক। ৩ সন্তোষকারক। ৪ কুলপালক। স্বার্থে ক। ৫ নন্দগোপ। ৬ নাগভেদ। ৭ অসিমাত্র। ৮ কুমারানুচর বিশেষ। ৯ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

নন্দকি (স্ত্রী) পিপ্পলী। (শব্দচ°)

নন্দকিন্‌ (পুং) নন্দকঃ খড়্গাঃ বিদ্যতেঽস্য ইতি-ইনি। বিষ্ণু।

নন্দকিশোর, ১ শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতরচয়িতা। ২ মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট ও মহাভারতের এক টীকাকার।

নন্দকুমার রায়, মহারাজ নন্দকুমার রায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যে বিপ্লবের সময় বাঙ্গালায় মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংস হইয়া ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইল, সেই সময়ে মহারাজ নন্দকুমারের ন্যায় ক্ষমতাশালী, প্রতিভাশালী, সম্ভ্রান্ত ও গৌরবান্বিত লোক বাঙ্গালীর মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না।

মহারাজ নন্দকুমার কাশ্যপ গোত্রীয় পীতমুণ্ডীগ্রামী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পীতমুণ্ডীগ্রামীরা কুলীন নহেন, প্রথমে গৌণকুলীন, শেষে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। পীত-মুণ্ডীর ধবল ও মলিন দুই ভাগ আছে। নন্দকুমার ধবলশাখায় জন্মিয়া ছিলেন। কৌলিক উপাধি পীতমুণ্ডী হইলেও বহুকাল হইল, ইহাদের বংশ 'রায়' উপাধি লাভ করিয়া তন্নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। নন্দকুমারের বংশতালিকা এইরূপ ;—
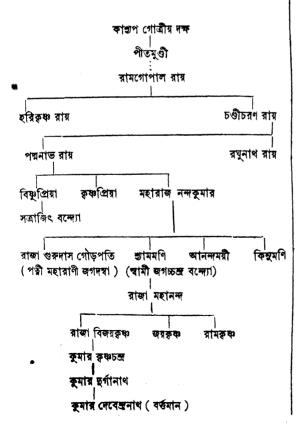
নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষেরা মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের মধ্যে বাড়ালা গ্রামের নিকট জরুল নামক গ্রামে বাস করিতেন। নন্দকুমারের প্রপিতামহ রামগোপাল-রায় ভদ্রপুরের মথুরানাথ মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। ভদ্রপুর গ্রাম পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন বীরভূমের অধীন হইয়াছে। ইহাকে চলিত কথায় লোকে "ভাদুর" বলে। মথুরানাথ অনাচারদোষে কুলমর্য্যাদায় অতি-হীন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্যাগ্রহণ করায় রামগোপালকে সমাজে অপদস্থ হইতে হয়। এই অপরাধে তাঁহার স্বগ্রামের ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত আহারাদি পরিত্যাগ করেন। রামগোপালও কাজেই বাধ্য হইয়া ভদ্রপুরে আসিয়া বাস করেন। আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে রামগোপাল দুঃখিত ও উত্যক্ত হইয়াই শ্বশুরালয়ের নিকট নিজ বাসভবন প্রস্তুত করান, কিন্তু জরুলের বাসও একবারে ত্যাগ করেন নাই, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়াও কিছুদিন থাকিতেন। রাম-গোপালের দুই পুত্র হরিকৃষ্ণ ও চণ্ডীচরণ। এই চণ্ডীচরণের দুই বিবাহ ছিল, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভ জন্মগ্রহণ করেন। এই পদ্মনাভেরই পুত্র মহারাজ নন্দকুমার। নন্দ-কুমার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। ইহার জ্যেষ্ঠা দুই ভগ্নী ও কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা ছিল। নন্দকুমারের একপুত্র ও তিন কন্যা হইয়াছিল। পুত্রের নাম রাজা গুরুদাস, ইনি 'গৌড়পতি' উপাধি পাইয়াছিলেন। কন্যা তিনটীর নাম শ্যামমণি, আনন্দ-ময়ী ও কিনুমণি। শ্যামমণির সহিত জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্যক্তির বিবাহ হয়। এই ব্যক্তির সহিত মহারাজ নন্দকুমারের জীবনী বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। রাধাচরণ রায় নামে মহারাজের আর একজন অতিপ্রিয় এবং অনুগত জামাতা ছিলেন, তাঁহার সহিত অপর দুই কন্যার মধ্যে কাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। মহারাজের রতনমণি নামে এক কন্যা ছিল বলিয়া শুনা যায়। পূর্ব্বোক্ত তিন কন্যার মধ্যে কাহার নাম রতনমণি ছিল বা ঐ নামে অন্য আর এক কন্যা ছিল কি না, তাহার মীমাংসাও কাহার নিকট শুনা যায় না। নন্দকুমারের বংশ নাই; জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামমণির পুত্র রাজা মহানন্দ মাতুলের উত্তরাধিকারী হইয়া নন্দকুমারের বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হন। এখনও ইহার বংশ-ধরেরাই উহা ভোগ করিতেছেন। মুরশিদাবাদের কুঞ্জঘাটা নামক স্থানে রাজা মহানন্দের বর্ত্তমান বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ (১৮৯৮ খৃঃ অব্দে) বাস করিতেছেন। নন্দকুমারের অন্যান্য কন্যার বংশ বা ভ্রাতৃবংশের কোথায় কেহ আছেন কি না তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

মহারাজ নন্দকুমার হইতে জরুল গ্রামের বাস একবারে উঠিয়া যায়। নন্দকুমার রাজকার্য্যানুরোধে মুরশিদাবাদে, কুঞ্জাঘাটায়, কলিকাতায় ও হুগলীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করান। ভদ্রপুরের ভদ্রাসনই তাঁহার নিকট পৈতৃক বাসভূমি বলিয়া গণ্য হইত। জরুলগ্রামে এখনও এই পীতমুণ্ডী রায়দিগের কীর্ত্তির অবশেষ দেখা যায়। মহাতপ নামে একটী পুষ্করিণী ও তন্নিকটস্থ বাসভূমির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

যে সময়ে মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম হয়, সে সময়ে অরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়ায় মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, কেবল বাঙ্গালা নবাব মুরশিদকুলী খাঁর অধীনে নিরুপদ্রবে ছিল। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য ভাল বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং সেকালে নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হইবার জন্য যিনিই চেষ্টা করিতেন, তাঁহাকেই কিছু না কিছু রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে হইত। নন্দকুমারের পিতাও ঐ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া নবাব-সরকারে আমীনপদ লাভ করেন। পদ্মনাভ আপনার ন্যায় পুত্রকেও ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা দেন। পদ্মনাভ ক্রমে ফতেসিংহ, ঘোড়াঘাটা ও সাতশইকা এই তিনটী পরগণার আমীন হন। মুরশিদকুলী খাঁ অনেক জমীদারের হস্ত হইতে জমীদারী কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই সকল জমীদারীর করসংগ্রহের জন্যই তাঁহাকে কতকগুলি আমীন নিযুক্ত করিতে হয়। ইঁহার পরবর্ত্তী নবাবেরা অনেককে আবার জমীদারী ফিরাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতেও আমীনীপদের একবারে লোপ হয় নাই। পদ্মনাভ কোন্ সময়ে উক্ত তিন পরগণার আমীন হন, তাহার কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ঐ তিন পরগণা হইতে তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতে হইত। এখন ঐ তিন পরগণার মধ্যে ফতেসিংহ মুরশিদাবাদ জেলার এবং ঘোড়াঘাট ও সাতশইকা বর্দ্ধমান জেলার অধীন হইয়াছে।

নন্দকুমার পিতৃযত্নে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া পিতার কার্য্যাদিতে সাহায্য করিতেন। পদ্মনাভ অনেক বিষয়ে পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপনার সহকারী বা নায়েব-আমীনপদে নিযুক্ত করেন। পিতাপুত্রে এইরূপে একস্থানে কিছুদিন কার্য্য করেন। ক্রমশঃ নন্দকুমারের দক্ষতার কথা নবাবের কর্ণগোচর হয়।

বাঙ্গালার সিংহাসনে যখন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ উপবিষ্ট, তখন নন্দকুমার হিজলী ও মহিষাদল এই দুই পরগণার রাজস্ব আদায়ের জন্য আমীন নিযুক্ত হন। নন্দকুমার নিজে আমীন হইয়া নবাব সরকারের আয় বাড়াইতে মনোযোগী হইলেন। এরূপে আয় বাড়াইতে হইলেই প্রজার ও জমীদারের সুবিধায় কতকটা হস্তক্ষেপ না করিলে চলে না; কাজেই নন্দকুমার জমীদার ও প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন।

আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে রায়রায়াঁ চয়েনরায় খাল্‌সার দেওয়ানীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জমীদার-প্রজারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে চয়েনের নিকট অভিযোগ করিতে লাগিলেন। চয়েনরায় অনেকগুলি অভিযোগ একবারে পাইয়া একটু চটিলেন। এরূপ চটিবার আরও একটু কারণ ছিল। রাজস্বসংগ্রাহকেরা সেকালে একবারে সমস্ত আদায়ের টাকা পাঠাইতে পারিতেন না, যেমন যেমন আদায় হইত, তেমনি কিস্তী কিস্তী বা বর্ষে একবার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। এরূপে যে পরগণায় বার্ষিক যত টাকা আদায় হইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা হয়ত আদায় হইয়া উঠিত না। সেই অনাদায়ী টাকার জন্য নবাব-সরকারে আমীনকেই দায়ী থাকিতে হইত। যে সময়ে নন্দকুমারের নামে খাল্‌সা দপ্তরে হিজলী ও মহিষাদল পরগণার জমীদার ও প্রজারা অভিযোগ করেন, তখন নন্দকুমারের নিকট ঐ হিসাবে নবাব সরকারে ৮০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে। দেওয়ান চয়েনরায় ইহা অবগত হইয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়া মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন। নন্দকুমার উপস্থিত হইলে দেওয়ান সরকারী প্রাপ্য আদায়ের জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া এত টাকা একবারে নন্দকুমার সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দেওয়ানও কোনরূপেই বুঝিলেন না, কাজেই পদ্মনাভ নিজে পুত্রের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন।* নন্দকুমার ঋণমুক্ত হইয়া নবাব শাহ আমেদজঙ্গের নায়েব হোসেন কুলী খাঁর নিকট কোন কার্য্য প্রার্থনা করেন। দেওয়ান চয়েনরায় নন্দকুমারের উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই সংবাদ অবগত

* প্রথম গভর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মন্ত্রীসভার অন্যতম সভ্য মিঃ বারওয়েল সেই সময়ে নিজ ভগ্নীকে যে সমস্ত পত্রাদি লেখেন তাহার মধ্যে কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একখানি হইতে জানা যায় যে, বারওয়েল এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই সময় হইতে আমীন পদ্মনাভ পুত্রের প্রতি এতটা বিরক্ত হইয়াছিলেন যে আর তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই।" বারওয়েল হেষ্টিংসের অনুগত ও নন্দকুমারের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার এ কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না,. এরূপ টাকা পাওনা সে কালে রাজস্ব-বিভাগের সকল কর্ম্মচারীর নিকটই থাকিত। পদ্মনাভ নিজে আমীন থাকিয়া যে তাহা বুঝিতেন না তাহা নয়, সুতরাং পুত্রের নিকট সরকারী অর্থ পাওনা হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের মুখ দর্শন বন্ধ করেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে।

হইয়া নন্দকুমারকে কোন কার্য্য দিতে নিষেধ করিয়া হোসেন-কুলী খাঁকে এক পত্র লিখেন। হোসেনকুলী দেওয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিলেন না, নন্দকুমারেরও কোন চাকুরী হইল না। তখন নন্দকুমার প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

মুস্তাফা খাঁর সহিত এই সময়ে আবার আলীবর্দ্দীর বিবাদের সূচনা হইয়া উঠিল। মুস্তাফা খাঁর অধীনস্থ সৈন্যগণের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। মুস্তাফা তাহার জন্য নবাবকে উত্যক্ত করায় নবাব কতকগুলি জমীদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে আদেশ দেন। সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীকে অর্থ আদায়ের ভার দিলে, অত্যাচার যে কতটা হয়, তাহা সাধারণে অনায়াসেই বুঝিবেন, কাজেই যে জমীদারদিগের নিকট হইতে খাজনার টাকা আদায় করিবার আদেশ হইয়াছিল, তাঁহারা আপনাদিগের আসন্ন বিপদ্ বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এ বিপদে কে রক্ষা করিবে? স্বয়ং নবাবের আদেশ, দেওয়ান চয়েনরায় কিছু করিতে পারেন না, কাজেই তাঁহারা মুস্তাফা খাঁকে শান্ত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময় নন্দকুমার মুস্তাফা খাঁর আনুগত্য করিতেছিলেন, জমীদারেরা তাঁহাকেই মধ্যস্থ ধরিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। এই কার্য্য হইতেই নন্দকুমার আপন বিপদ উপেক্ষা করিয়া পরহিত ব্রতে দৃঢ়ব্রতী হইতে প্রথম আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমারের নিজের অবস্থা তখন ভাল নহে, কিন্তু জমীদারগণের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি মুস্তাফা খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজে জমীদার-দিগের জামীন হইবার প্রস্তাব করিলেন। মুস্তাফা খাঁর তখন উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র অর্থ আদায় করিয়া লইয়া সৈন্যদিগকে দিতে পারিলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া বিহারে গিয়া বিহার অধিকার করিয়া আপনি স্বাধীন শাসনকর্ত্তা হইবেন এইরূপ অভিপ্রায়ে ভিতরে আয়োজন করিতেছিলেন, সুতরাং এ সময়ে নন্দকুমারের জামীনীতে জমীদারদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র অর্থপ্রাপ্তির অন্তরায়জনক হইলেও, তিনি নন্দকুমারের সম্মান ও অনুরোধ রাখিলেন। নন্দকুমার জামীন হইলেন বটে, কিন্তু মস্তাফা খাঁর প্রাপ্য অর্থ শীঘ্র শীঘ্র আদায় করিয়া দিতে পারিলেন না। জমীদারেরাও মধ্যস্থ ও জামীন পাইয়া কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশ্যদেয় অর্থ যথাসময়ের মধ্যে দিয়া উপকারে মুখরক্ষা বা ভবিষ্যৎ বিপদ্ নিবারণ করিবেন, তাহাও করিলেন না। মুস্তাফা খাঁও তখন অদম্য ভবিষ্যৎ আশায় নাচিতেছিলেন, তিনিও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; নন্দকুমারকে পীড়া-পীড়ি করিয়া সমস্ত অর্থ পাইলেন না, কাজেই চটিয়া গিয়া নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া দেওয়ান চয়েন রায়ের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। নন্দকুমার এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। কেহই তাঁহার এ পলায়ন-সংবাদ জানিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ই নন্দকুমার কলিকাতায় আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করেন।* কিছুদিন এইরূপে কাটিলে আলীবর্দ্দীর সহিত মুস্তাফা খাঁর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুস্তাফা নিহত হন। এই সময়ে দেওয়ান রায়রাঁয়া চয়েন-রায়ও পরলোক গত হইয়াছিলেন; সুতরাং অবসর বুঝিয়া নন্দ-কুমার আবার মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং মুৎসুদ্দীগণ-কে অনুরোধ উপরোধ করিয়া নবাব সরকার হইতে সাতশইকা পরগণার আমীনী পদ লাভ করেন। ইহা তাঁহার পিতার হস্তে ছিল, কিন্তু তিনি যখন ইহার আমীনী লইলেন, তখন তাঁহার পিতার সম্ভবতঃ মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

এই সময় নন্দকুমার সেখ হাবৎউল্লার নিকট হইতে দুই হাজার টাকা ধার লয়েন। সাতশইকার কিছুদিন কার্য্য করিয়া তিনি মুরশিদাবাদে আসিয়া হিসাবাদি বুঝাইয়া দিয়া হুগলী গমন করেন। সাতশইকার আয়ে তাঁহার সংকুলান হইত না বলিয়া, হুগলীতে কোনও বেশী আয়কর জীবিকার অনুসন্ধানেই তিনি হুগলী যান, কিন্তু সেখ হাবৎউল্লা আপনার প্রাপ্য অর্থের জন্য তাহাকে পেয়াদা-মশীল দেয় ও ৫ দিন আটক করিয়া রাখে। সেখ রুস্তম নামে একব্যক্তি জামীন হইয়া ঐ ৫ দিন পরে তাঁহাকে মুক্ত করেন। এই সময় নন্দকুমার বিশেষ অর্থকষ্টে পতিত হন; হুগলী হইতে মুরশিদাবাদে আসিবার ব্যয়ও তাঁহার হাতে ছিল না, কাজেই তিনি চন্দন নগরে গিয়া নিজের গায়ের একখানি দুই হাজার টাকা মূল্যের শাল বার শত টাকায় বেচিয়া এক হাজার টাকা হাবৎউল্লাকে পাঠাইয়া দেন ও বাকী দুইশত মাত্র টাকা মাত্র লইয়া চন্দননগর হইতে মুরশিদাবাদে আসেন। এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার বেগ খাঁ পদচ্যুত হন ও হেদায়ৎ আলী খাঁ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

* এখন যেখানে বীড়ন্ উদ্যান অবস্থিত, ঐ স্থানে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ ছিল। এখনও রামবাগানের মধ্যস্থ একটী রাস্তা মহারাজের পুত্র "রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট" নামে অভিহিত হইয়া সেকালের ক্ষীণ স্মৃতি জাগা-ইয়া রাখিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বীড়ন্ উদ্যানের ভূমি নহে, তাহার পূর্ব্বে এখন যেখানে রঙ্গালয়, সেখানেই মহারাজার প্রাসাদ ছিল। এই দুই মত হইতে অনুমিত হয় যে রামবাগানের এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমির উপর চিৎপুররাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে মহারাজের প্রাসাদ থাকা অসম্ভব নহে।

নন্দকুমার মুরশিদাবাদে আসিয়া প্রায়ই যুবরাজ সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, কিন্তু এ সময় তাঁহার অবস্থা এতটা শোচনীয় হইয়াছিল যে যুবরাজের নিকট যাইবার জন্য অশ্ব ও পরিচ্ছদাদি প্রতি বার তাঁহাকে ধারে কিনিতে হইত এবং তাহাই আবার অর্দ্ধমূল্যে বেচিয়া দোকানদারদিগের দেনার কতকাংশ শোধ করিতে হইত। যখন ভাগ্য অপ্রসন্ন থাকে, তখন সকল কর্ম্মেই বিশৃঙ্খলা ও বিপদ্ ঘটে। এই অবস্থায় একদিন সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া নন্দকুমার তাঁহার কাণে কাণে কি কথা বলেন। সিরাজ তাঁহার সেই স্পর্দ্ধা দেখিয়া, মহাক্রুদ্ধ হইয়া, একখণ্ড বংশদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আদেশ দেন। নন্দকুমার সবল ছিলেন বলিয়া অনেক কষ্টে সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পান। নন্দকুমার সিরাজকে কাণে কাণে কি বলিয়াছিলেন, তাহা কোথাও প্রকাশ নাই। কোন নব্য ঐতিহাসিক অনুমান করেন, নন্দকুমার বোধ হয় সিরাজের যথেচ্ছারিতার বিরুদ্ধে কোন সদুপদেশ দিয়া থাকিবেন, আনন্দের মধ্যে, বিলাসের তরঙ্গে সাঁতার দিবার হিতকথা কটু লাগে বলিয়াই সিরাজ নন্দকুমারের উপর চটিয়া যান। যাহা হউক অনুমানের উপর তর্ক করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই ঘটনার পর হইতে সিরাজ যে নন্দকুমারের উপর চির বিরক্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে। কিছুদিন পরে নন্দকুমার সিরাজেরই আদেশে হুগলীর ফৌজদারের নিকট চাকুরীলাভের জন্য গমন করেন। নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ানীপদের প্রার্থী হন, কিন্তু তাঁহাকে সে পদ দিবার ফৌজদার হেদায়ৎ আলীর ইচ্ছা ছিল না। কাজেই নানাচ্ছলে তিনি নন্দকুমারের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার উত্যক্ত হইয়া মুরশিদাবাদে স্বীয় ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন, যে সূর্য্যকুমার মজুমদারের নিকট হইতে হেদায়ৎ আলীর নামে এরূপভাবে একখানি পত্র লইতে হইবে যে, যেন সেই পত্র পাইলে সে আর তাহাকে জ্বালাতন না করে, নন্দকুমার ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই পত্র লেখেন *। এইরূপ পত্র রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, কিনা জানা যায় না। ফলতঃ তাহার পর হেদায়ৎ আলীর অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া নন্দকুমার মুরশিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন। এ সময়েও তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না।

কিছুদিন পরে হেদায়ৎ পদচ্যুত ও মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ পুনরায় হুগলীর ফৌজদারী প্রাপ্ত হন। নন্দকুমার ইয়ারবেগের বন্ধু সাদফউল্লার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সাদিফ-উল্লা নন্দকুমারের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতা জানিতেন এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে সাদফউল্লা নন্দকুমারকে ইয়ারবেগের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। নন্দকুমার দেওয়ানী চাহিলে ইয়ারবেগ অস্বীকার করেন। লহরীমল নামক এক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকেই ইয়ারবেগ দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। হতাশাস হইয়া নন্দকুমার আবার মুরশিদাবাদে আসিলেন। কিছুকাল পরে লহরীমল হুগলী বন্দরের শুল্ক ফৌজদারের হস্ত হইতে সরাইয়া নিজ নামে জমা করিয়া লন। ইয়ারবেগ এই বিশ্বাসঘাতকতায় লহরীমলকে পদচ্যুত করেন। সাদফউল্লা এই সময়ে নন্দকুমারকে দেওয়ানী দিতে অনুরোধ করিলেন। ইয়ারবেগ সম্মত হইলেন। নন্দকুমার বহুদিনের ঈপ্সিত পদলাভ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ফৌজদারকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। ইয়ারবেগও নূতন দেওয়ানের কার্য্য-কুশলতায় বিশেষ প্রীত হইলেন। এই দেওয়ানী পদ হইতেই নন্দকুমার "দেওয়ান নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভাগ্য ফিরিল।

তিন বৎসর পরে ইয়ারবেগের অদৃষ্ট আবার ভাঙ্গিল, তিনি পুনরায় পদচ্যুত হইলেন ও দেওয়ান নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদে নিকাশ দিতে আসিলেন। এই নিকাশে এক বৎসর বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইল। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হইলেন।

কলিকাতায় ইংরাজ দমন করিয়া সিরাজ যখন ফিরিতে ছিলেন, তখন হুগলীতে কোন ফৌজদার ছিল না; ইয়ারবেগের নিকাশ তখনও মিটে নাই। নূতন নবাব ইংরাজদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এ সময় হুগলী অশাসিত রাখা অন্যায় বুঝিলেন এবং মির্জ্জা মুহম্মদ আলীকে হুগলীর ফৌজদার ও রাজা মাণিকচাঁদকে কলিকাতার ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু মির্জ্জা মুহম্মদ আলী বন্দর শাসনে রাখিতে পারিলেন না, অনেক গোল ঘটিল, তখন সিরাজ সেখ ওমর উল্লাকে ফৌজদারী দিলেন। এই সময় ইয়ারবেগের নিকাশ মিটিয়া গিয়াছিল। নন্দকুমার বসিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী প্রার্থনা করিলেন। সিরাজউদ্দৌল্লা তাঁহার কার্য্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন না, সুতরাং প্রার্থনামাত্র পুনরায় তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে ওমরউল্লা পদচ্যুত হন এবং কর্ম্মঠ, বিচক্ষণ, পারদর্শী, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি দর্শন করিয়া সিরাজ নন্দকুমারকেই হুগলীর ফৌজদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। কর্ণেল

* নন্দকুমারের এই পত্রখানি আজিও তাঁহার দৌহিত্র বংশে কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে আছে। দুঃখের বিষয়, পত্রখানিতে তারিখ বা স্থানের উল্লেখ নাই।

ক্লাইব ফরাসীদিগের হস্ত হইতে চন্দননগর কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে নবাবের রাজ্যে ইংরাজদিগের দ্বারা অনেক উৎপাত ঘটে। ইতিপূর্ব্বে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজদের সহিত নবাবের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজেরা কোন কারণে নবাবের রাজ্যের কোথাও কোন গোলযোগ ঘটাইবেন না এইরূপ স্থির হয়; কিন্তু চন্দন নগরের ব্যাপারে হাত দিয়া ইংরাজগণ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। নবাবও ইহা বুঝিতে পারিয়া ইংরাজদিগকে নিষেধ করিয়া পাঠান। রাজা দুর্লভরাম একদল সৈন্য লইয়া হুগলীতে রওনা হইলেন। নবাব ফৌজদার নন্দকুমারকেও আদেশ দিলেন যে যদি আবশ্যক হয়, তবে নন্দকুমার স্বাধিকারের সৈন্য লইয়া ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবেন।

ইংরাজেরা এই ব্যবস্থা অবগত হইয়া আপনাদের বিষম বিপদ বুঝিলেন। তাহারা ভাবিলেন, এ সময় যদি নবাবের সৈন্য হুগলীতে আসে, আর নন্দকুমারের ন্যায় চতুর ফৌজদার যদি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে চন্দননগর আক্রমণ করা দুরূহ হইবে। এই সময়ে কলিকাতানিবাসী রাজা হাজারীমলের * (হুজুরীমল্) ভগ্নীপতি আমীরচাঁদকে (ইতিহাসে "উমিচাঁদ" নামে প্রসিদ্ধ, উমিচাঁদ দেখ) আপনাদের পক্ষে গড়িয়া তুলিলেন ও তাঁহা দ্বারা ফৌজদার নন্দকুমারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমীরচাঁদ হুগলীতে গিয়া নন্দকুমারকে জানাইলেন যে জগৎশেঠ [জগৎশেঠ দেখ।] প্রভৃতি যাবদীয় প্রধান কর্ম্মচারী ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে পক্ষে জগৎশেঠ, জয় সেই পক্ষেই, তাহার উপর সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী ইংরাজ পক্ষে, সুতরাং নিজ মঙ্গলের জন্য এমন ইংরাজের বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আমীরচাঁদ এই সঙ্গে নবাবের ভবিষ্যৎ সিংহাসন চ্যুতির কথাও জানাইলেন। সুবিবেচক নন্দকুমারও বুঝিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে বাস্তবিকই একটা চক্রান্ত চলিতেছে এবং ইহাও বুঝিলেন সিরাজের পতন নিশ্চয়, কিন্তু এক্ষণে ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে, কারণ ইংরাজেরা যেরূপ বলশালী ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে হঠাৎ তাহাদের বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং ক্রমে কৌশলে তাহাদিগকে দমনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই বুঝিয়া তখন নন্দকুমার আমীরচাঁদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক (Orme) বলেন যে, ইংরাজেরা আমীরচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২০০০৲ টাকা ঘুষ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, নন্দকুমার তাহা লইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার, তাঁহার তৎকালীন অবস্থা বেশ সচ্ছল এবং স্বভাবতঃ তিনি এরূপ লোভপরায়ণ ছিলেন না, তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরাও কেহ তাঁহাকে এরূপ দোষে দোষী বলিয়া অভিহিত করেন নাই। সুতরাং এ ঘুষের ব্যাপারটীকে সত্য বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিক গোলামহোসেন সএর্-উল্-মুতাখরীণ নামক স্বরচিত ইতিহাসেও এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, তিনি নন্দকুমারের যেরূপ নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নন্দকুমারের এই ঘুষের ব্যাপার প্রকৃত হইলে, তিনি উল্লেখ না করিয়া কখনই নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না।

যাহাহউক নন্দকুমার ইহার পর ফরাসীদিগের সাহায্যের নিমিত্ত নিজের সৈন্যদল পাঠাইতে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিলেন এবং রায়দুর্লভ নবাব সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। নবাবকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে, ইংরাজদিগের বলাবল বিবেচনা করিয়া এখন ফরাসীদিগকে সাহায্য করা উচিত নহে, যদি করা যায়, তাহা হইলে অপমানিত হইবে।

সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্রের পক্ষে নন্দকুমারের এই কার্য্যে মহা সুফল ফলিল। চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকৃত করিয়া ইংরাজেরা আরও বলবান্ হইয়া উঠিল। আমীরচাঁদের কথায় বিভ্রান্ত হইয়া নন্দকুমার যে কৌশল অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আর পারিলেন না, কারণ সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত এবং হুগলীতে অন্য ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন।* নন্দকুমার পদচ্যুত হওয়া অবধি কোথায় কি ভাবে ছিলেন, তাহা আর জানা যায় না; বোধ হয়, স্বীয় ভ্রমের জন্য আত্মগ্লানিতে পড়িয়া সেই বিপ্লবের অবস্থায় কোন রাজকার্য্যে মিশ্রিত হন

* শিয়ালদহের নিকট রাজা হাজারীমলের নামে "হুজুরীমল ট্যাঙ্ক-পাখলেন" নামে একটী পথের নামে এই মহাধনীর নাম রক্ষিত হইয়াছে মাত্র। ঐ অঞ্চলে ইঁহার খানিত এক বৃহৎ দীর্ঘিকা ছিল, এখন তাহা বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

* পূর্ব্বোক্ত বারওয়েল সাহেবের লিখিত তাঁহার ভগ্নীর এক পত্রে প্রকাশ যে "নন্দকুমারই ইংরাজদিগের বন্ধুতা লাভের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণরাম বসু নামক একব্যক্তিকে ক্লাইবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" এ কথা মিথ্যা, কারণ, সমসাময়িক ইংরাজ ঐতিহাসিক অর্ম্মে নন্দকুমারের ঘুষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি এ কথা বলেন না বা সএর্-উল-মুতাখরীণেও এ কথার কোন আভাস নাই, আরও অর্ম্মেই বলিয়াছেন যে ইংরাজেরাই ঘুষের টাকা দিয়া আমীরচাঁদকে নন্দকুমারের উপাসনার্থ পাঠাইয়াছিলেন।

নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ-বিজয়ী হইয়া মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় ক্লাইব নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। নন্দকুমার ভ্রমে পতিত হইয়া যে কৌশল অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইংরাজগণের বিশেষ সুবিধা হয়। ক্লাইব বোধ হয়, সেই উপকার স্মরণ করিয়াই নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ানী প্রদান করেন। যে ক্লাইব পরমোপকারী আমীনচাঁদকে জাল দলীল করিয়া ঠকাইয়া ছিলেন, সে ক্লাইবের পক্ষে নন্দকুমারের নিকট এরূপে উপকার স্বীকার করা বড়ই আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু এরূপ করিবার অন্য একটা কারণ ঘটিয়াছিল। মীরজাফর নবাব হইয়াই পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হন। ইংরাজদিগের পক্ষে ইহাকে রক্ষা করা আবশ্যক হয়। এরূপ স্থলে ক্লাইবের একজন সুচতুর ও সুকৌশলী লোক প্রয়োজন হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর রামচাঁদ ক্লাইবের দেওয়ান এবং (শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) নবকৃষ্ণ দেব তাঁহার মুন্সী ছিলেন। সিরাজের ধনাগারের অতুল অর্থরাশি পাইয়া নবকৃষ্ণ মুন্সীর পদত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং ক্লাইব নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমারের একটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি যখন যে প্রভুর অধীনে কার্য্য করিতেন, তখন তাঁহারই কার্য্য ঐকান্তিক ভাবে করিতেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ানীর সময়ে যথেষ্ট পাওয়া যায়। হুগলীর ফৌজদার হইয়া ইংরাজের চন্দন-নগর আক্রমণ-ব্যাপারে তিনি যে কার্য্য করেন, তাহাকে প্রভুর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বলা যায় না, উহাকে মহা-ভ্রমই বলা উচিত এবং সেই ভ্রমের ফল স্বরূপ তাঁহার নিজেরও পদচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সিরাজ যদি হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত না করিয়া তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, নন্দকুমার আপনার সংকল্পিত কৌশল অবলম্বন করিয়া বঙ্গের ইতিহাসকে অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করিতে অন্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিতেন। তিনি ভ্রমে পড়িয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। যাহা হউক নন্দকুমার ক্লাইবের দেওয়ানী পাইয়া তাঁহার উকীল হইয়া কএকবার নবাব দরবারে যাতায়াত করেন, কিন্তু নবাব বিচলিত না হওয়ায় যখন ক্লাইব সসৈন্যে পাটনায় যান, তখন নন্দকুমারও সেই সঙ্গে গমন করেন। ক্লাইব তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ও বুদ্ধিমত্তায় প্রীত হইয়া সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। মীরজাফরের দেওয়ান রাজা দুর্লভরাম নন্দকুমারকে পাটনায় যাইতে দেখিয়া ক্লাইবের নিকট তাঁহাকেই আপনার উকীল স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ সময় নন্দকুমারের ক্ষমতা এতটা বাড়িয়াছিল যে লোকে তাঁহাকে "কালা কর্ণেল" বলিত। পরে পাটনায় কার্য্য সমাপন করিয়া ক্লাইব সদলে মুরশিদাবাদে আসিলেন এবং আপনার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নবাবকে অনুরোধ করিয়া হুগলী, হিজলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী নন্দকুমারকে দেওয়াইলেন। এইরূপে নন্দকুমার আবার চিরন্তন প্রভু নবাবের সরকারে কার্য্য লাভ করিলেন। আমীরবেগ খাঁ এই সময়ে হুগলী, হিজলী প্রভৃতির ফৌজদার ছিলেন। নবাব সরকারে কার্য্য পাইয়া যে নন্দকুমার তাঁহার নূতন প্রভু কোম্পানী বাহাদুরের স্নেহ হারাইলেন তাহা নহে। কোম্পানীর অধীনেও তাঁহার একটী প্রধান পদ লাভ হইল। মীরজাফর সন্ধির লিখিত সমস্ত টাকা রাজকোষ হইতে পরিশোধ করিতে না পারিয়া স্বীকৃত টাকার বিনিময়ে নদীয়া ও বর্দ্ধমানের রাজস্ব ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেন। নন্দকুমার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট ইংরাজ-অধীনে ঐ দুই স্থানের তহশীলদারী পাইলেন। নন্দকুমার কিস্তি কিস্তি রাজাদিগকে ডাকাইয়া রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এইরূপে নন্দকুমার উভয় প্রভুর অধীনেই উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব দরবারে ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন রেসিডেন্ট রাখা অবধারিত হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ উক্ত রেসিডেন্টপদে প্রথম নিযুক্ত হন। বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় লইয়া নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের মনোবিবাদের সূত্রপাত হয়, কি কারণে ইহা ঘটে, তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

মীরজাফর এই সময়ে বড়ই অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন। সর্ব্বদাই অর্থের জন্য রাজা রায়দুর্লভকে এবং জগৎশেঠকে পীড়াপীড়ি করিতেন। ক্রমে রায়দুর্লভের সহিত নবাবের বিবাদ বাধিয়া যায় এবং দিন দিন তাহা গুরুতর হইয়া উঠে। এই সময় মীরণ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন ও রাজা রাজবল্লভ তাঁহার দেওয়ান হন। মীরণ রায়দুর্লভের নিকট ঢাকাবিভাগের নিকাশ তলব করেন। এইরূপে চারিদিক্ হইতে উত্যক্ত হওয়ায় রায়দুর্লভ কলিকাতায় আসিতে মনস্থ করেন, কিন্তু মীরণ, নবাব সৈন্যের বেতন দেওয়া যতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। রায়দুর্লভ এই অলক্ষিত বিপদ্ দেখিয়া বন্ধুবর নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন। শরণাগত রক্ষণ নন্দকুমারের জীবনের একটী লক্ষ্য; ইহার কএকটী উদাহরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এবারেও নন্দকুমার নবাবপুত্র অসন্তুষ্ট হইবেন জানিয়াও অনুগত রায়দুর্লভকে সঙ্গে লইয়া কাসিমবাজারে আনেন এবং তথা হইতে

তাঁহাকে কলিকাতার ইংরাজ আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিয়া নিজে হুগলীতে যান। রায়দুর্লভের এই পলায়নে নবাবও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা পান। এই সময় একটী কাণ্ড ঘটে। নবাব একদিন মস্‌জিদে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে খোজাহাদী নামে এক কর্ম্মচারীর কতকগুলি লোক নবাবের পথরোধ করে। নবাব কোন কৌশলে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইয়া রটাইয়া দিলেন যে রায়দুর্লভই নবাবকে হত্যা করিবার জন্য খোজাহাদীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রমাণার্থ একখানি পত্রও প্রকাশ করেন। নন্দকুমারকে ক্লাইবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ জানিয়া নবাব সেই পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করেন যে নন্দকুমার যদি ক্লাইবকে সেই পত্রখানি বিশ্বাস করাইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে উপাধি ও জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন। নন্দকুমার ক্লাইবকে মীরজাফরের স্বহস্তলিখিত এই অনুরোধ পত্রখানি দেখাইয়াছিলেন। এই পত্র দ্বারা ইংরাজ হইতে রায়দুর্লভের ভবিষ্যৎ ভয় দূর হইয়া গেল, কিন্তু নবাব নন্দকুমারের উপর চটিয়া গেলেন অথচ ইংরাজের ভয়ে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। নন্দকুমার যখন ইয়ারবেগ খাঁ ফৌজদারের অধীনে হুগলীর ফৌজদারীর দেওয়ান ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ১৪০০০৲ হাজার টাকা দেন। সে টাকাটী এতদিন পরে আদায় করিবার অবসর ও ক্ষমতা পাইয়া আদায় করিয়া লন। বর্ত্তমান ফৌজদার আমীরবেগ খাঁও নন্দকুমারের পরামর্শ মত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মীরজাফর নন্দকুমারের উপর চটিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার পরামর্শগ্রাহী আমীরবেগের উপরও চটিলেন এবং মাছ না পাইয়া ছিপে কামড়াইবার ন্যায় আমীরবেগকে পদচ্যুত করিলেন। পরে নন্দকুমারের কার্য্যের দোষ গুণ ধরিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমার উত্যক্ত হইয়া হুগলীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এই সময়ে নবাবের প্রধান হরকরা রাজারাম সিংহও পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। পরে রায়দুর্লভ, নন্দকুমার ও রাজারাম তিনজনে বাদশাহের নিকট উকীল পাঠাইয়া রায়দুর্লভ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী, নন্দকুমার নায়েব দেওয়ানী এবং রাজারাম নিজ পূর্ব্বপদের প্রার্থী হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বারওয়েলের পত্রে প্রকাশ, এই সঙ্গে নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসের জন্য কানুনগো পদের প্রার্থী হওয়ায় রায়দুর্লভের সহিত তাঁহার বন্ধুতা শিথিল হয়।

নন্দকুমার নবাব সরকারের দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সরকারের তহশীলদারের কার্য্যে মন দিলেন। নদীয়ারাজের নিকট বহুদিনের রাজস্ব পাওনা ছিল। নন্দকুমার তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর রাজস্ব না দিলে তাঁহাকে বন্দী থাকিতে হইবে। রাজা ভীত হইয়া ছুটিয়া কলিকাতায় আসিয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলেন এবং কোন রূপে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। বর্দ্ধমানরাজের নিকট পেয়াদা পাঠাইতে তিনি মাসে মাসে রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

নবাবের সহিত এই দুই স্থানের রাজস্ব লইয়া ইংরাজদিগের এই নিয়ম ছিল যে প্রথমে রাজস্ব আদায় হইয়া মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইবে, পরে তথায় রাজকোষে জমা হইয়া পুনরায় ইংরাজদিগের নিকট আসিবে। ইহাতে কার্য্যের অসুবিধা ঘটিবে বুঝিয়া ইংরাজ কাউন্সিল সরাসরি আদায়ের জন্য লোক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন এবং ক্লাইবের অনুরোধে নন্দকুমারই নিযুক্ত হন ও খেলাত পান। নন্দকুমার বর্দ্ধমানরাজের নিকট রাজস্ব চাহিলে তিনি সে সংবাদ মুরশিদাবাদে পাঠান। ইংরাজ রেসিডেন্ট হেষ্টিংস্ তখনও কলিকাতা কাউন্সিলের বন্দোবস্ত জানিতেন না, সুতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া নন্দকুমারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নন্দকুমার তাঁহার তহশীলদারীতে নিয়োগ ও খেলাত প্রাপ্তির কথা লিখিয়া পাঠান। হেষ্টিংস্ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ক্লাইবকে লিখিলেন যে পূর্ব্বের বন্দোবস্ত না মানিয়া নন্দকুমার বর্দ্ধমানে রাজস্ব আদায়ের জন্য পেয়াদা পাঠাইয়াছে এবং শুনিলাম আপনিই তাহাকে এরূপ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়া খেলাত দিয়াছেন। ক্লাইব প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে কাউন্সিলের সভ্যগণই নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিয়া খেলাৎ দিয়াছেন। হুগলীতে বর্দ্ধমানের ও নদীয়ার রাজস্ব পাঠাইবার ব্যবস্থা তাঁহারাই করিয়াছেন। ঐ দুই স্থান হইতে আমরা যে এত টাকা পাই, ইহা নবাবকে না জানিতে দেওয়াই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। আপনি বর্দ্ধমানরাজকে নন্দকুমারের আদেশ পালন করিতে বলিবেন। ইহার উত্তরে হেষ্টিংস্ পুনরায় লিখিলেন যে 'নন্দকুমার মহিষাদলের গোমস্তার হিসাব তলব করিয়াছে। বোধ হয় ইহা আপনাদের বিনানুমতিতেই হইয়াছে। যতদিন নন্দকুমার নিজের অবসর মত আমার হস্ত হইতে সমস্ত কার্য্যভার বুঝিয়া না লইবে, ততদিনই আমায় মোরাদাবাদে থাকিতে হইবে, বোধ করি আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন নাই।' ক্লাইব এ পত্রের কি উত্তর দেন, তাহা প্রকাশ নাই। শেষে হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের উপর নবাবের বিরক্তির কথা লিখেন, ক্লাইব তাহার উত্তরে বলেন, নন্দকুমারের উপর নবাবের বিরক্তির কারণ রায় দুর্লভ এবং ইংরাজানুরক্তি, অন্য কোন কারণ নাই।

নন্দকুমারের প্রভুতা খর্ব্ব করিবার জন্য হেষ্টিংসের এতটা চেষ্টা করার একটা গূঢ় কারণ ছিল। বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্বের টাকা মুরশিদাবাদ হইয়া কলিকাতায় আসিবার সময় হেষ্টিংসের হাত দিয়া আসিত। অতটা টাকা হাতের উপর দিয়া যাতায়াত করিলে যে হেষ্টিংসের ন্যায় ব্যবসাদারের পক্ষে কত সুবিধা হইত, তাহা আর বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হয় না। ইহাই বন্ধ হইয়া যাওয়ায় হেষ্টিংস্ চটিয়াছিলেন। প্রকৃতিপক্ষে নন্দকুমারের উপর রাগ হইবার কারণই ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে উপলক্ষ ভাবিয়া হেষ্টিংস্ তাঁহারই উপর চটিয়া গেলেন। এই ক্রোধের বীজ হইতেই শেষে নন্দকুমারের জীবননাশী বৃক্ষের উদ্গম হইয়াছিল।

ক্লাইবের পর বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি প্রথমতঃ নন্দকুমারের দক্ষতায় সন্তুষ্ট হন, কিন্তু হেষ্টিংস্ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁহার কূট পরামর্শে বান্সিটার্ট শেষে নন্দকুমারের বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। বান্সিটার্টই মীরজাফরকে সরাইয়া মীরকাসিমকে নবাবী সিংহাসনে বসান। মীরজাফর পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া চিৎপুরে বাস করেন * এবং নন্দকুমারের প্রতি বৃথা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হন। ভূতপূর্ব্ব প্রভুর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া এবং ইংরাজ সহবাসে দিন দিন তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া নন্দকুমারের চৈতন্য হয়। তিনি বুঝিলেন যে দিন দিন ইংরাজই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিতেছেন, যখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই নবাবী দিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার মনে ইংরাজ-ক্ষমতা হ্রাস করিবার বাসনা জাগিল। মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসন দিবার চেষ্টা করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। মীরজাফর ভীত হইলেন, কিন্তু নন্দকুমার সাহস দিলেন। ক্রমে নন্দকুমার ফরাসী ও বিহারপ্রবাসী সম্রাট্ শাহ আলমের সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে একখানি পত্র ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। বান্সিটার্ট একদল প্রহরী বেষ্টিত করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে আরও কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংস্ সেই সকল পত্রাদি লইয়া মহাগণ্ডগোল বাধাইয়া তুলেন; কিন্তু দেবতার কৃপায় ষড়যন্ত্রের দায়ে নন্দকুমার অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, নন্দকুমার এ সময়ে মহারাঠা-নায়কদিগের নিকটও সাহায্যার্থ পত্র লেখালেখি করিয়াছিলেন।

এই সময় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের গুপ্ত ব্যবসায়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি ও দেশে অনেক অত্যাচার হইতেছিল। এতদ্ সংক্রান্ত চিঠিপত্র নন্দকুমারের হাতে পড়ে। কতকটা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া নন্দকুমার জাফরখাঁর মোহর-সম্বলিত একখানি পত্র ক্লাইবের নিকট পাঠাইয়া দেন ও তদ্বিষয়ে আর একখানি কোম্পানীর কার্য্যালয়ে উপস্থিত করেন। এই পত্র পাইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীরা নন্দকুমারের উপর মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই তাহাদের মধ্যে দুই দল হয়। একদলে বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস্ মুখপাত্র এবং অপর দলে আমিয়ট ও এলিস মুখপাত্র হন। এই সময়েই নবাব মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সময়েই কর্ণেল কূট কলিকাতায় আসেন। বিহারের গোলমাল মিটাইবার জন্য কূটকেই পাটনায় পাঠান স্থির হইল। এলিস্ ও আমিয়টের পরামর্শানুসারে সুচতুর নন্দকুমারকে তাহার সহিত প্রধান কর্ম্মচারীরূপে লইবার ব্যবস্থা হইল। কূট নন্দকুমারকে জানিতেন, তিনি আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু বান্সিটার্ট বাধা দিলেন, শেষে কূটের আগ্রহাতিশয়ে নন্দকুমারের যাওয়াই স্থির হইল, তবে গবর্ণরের আদেশে তিনি কূটের সহিত একত্র রওনা না হইয়া কিছুদিন পরে রওনা হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। নন্দকুমার মীরকাসিমের ইংরাজ বিদ্বেষ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অধীনে কোন কার্য্য গ্রহণের জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মীরকাসিমকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া ইংরাজদমনে সাহায্য করিবেন। এই উদ্দেশ্যে কূটসাহেবকে দিয়া নবাবের নিকট আবার হুগলীর ফৌজদারী পাইবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু নবাব তাঁহাকে একান্ত ইংরাজানুরক্ত জানিয়া ও সিরাজের সময়ের হুগলীর ফৌজদার থাকার সময়ের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় বা কূটের অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না।

এই সময় রামচরণ রায়-স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, তাহাতে বাদশাহের সেনাপতি কামগাঁর খাঁর উদ্দেশে ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা ছিল এবং আরও একখানি পত্র ধরা পড়ে, তাহা ফরাসী ল সাহেবের উদ্দেশে এই অভিপ্রায়ে লিখিত। ফরাসী ল সাহেবের ও বাদশাহের দল তখন একযোগে ইংরাজ-দমনের আয়োজন করিতেছিলেন। ইংরাজেরা এই দুই পত্র নন্দকুমারের লিখিত স্থির করিয়া আবার তাহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। নন্দকুমার শেষে

* চিৎপুরের একাংশ এখনও নবাবপটী নামে খ্যাত। নবাবপটী রোড নামে একটী রাস্তা এখনও সেকালের নবাব প্রাসাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। চিৎপুরের রেলওয়ের জন্য যে ময়দান ব্যবহৃত হয়, তাহারই উপর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনা কলিকাতা লুঠিতে আসিয়া অবস্থান করে। টালার নিকট মারহাট্টা ডিচের ধারে যুদ্ধ হয়।

বন্দীদশায় থাকিয়া গবর্ণরকে লিখিলেন, এ সকল আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ, আমার শত্রুপক্ষের রচনা। যদি ইংরাজ আমায় আর বিশ্বাস না করেন, আমায় ছাড়িয়া দিন, আমি সপরিবারে অন্যত্র গিয়া বাস করিব। গবর্ণর এ আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তাহার পর মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। ইংরাজেরা পুনরায় মীরজাফরকে নবাবী দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মীরজাফর স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। ইংরাজেরা ইহাতে প্রথমতঃ মহা আপত্তি করেন, শেষে মীরজাফরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সম্মত হন। মীরজাফর নবাবী পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে নিজ দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মীরকাসিমের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। যুদ্ধে মীরকাসিম হারিয়া বাদশাহ শাহআলম্ ও নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলার শরণ লইলেন। এই সময়ে মীরজাফরের সহিত সম্রাটের সন্ধি হইলে মীরজাফর নন্দকুমারকে,"মহারাজা" উপাধি দেওয়াইলেন। এই অবধি দেওয়ান নন্দকুমার 'মহারাজ নন্দকুমার' নামে খ্যাত হইলেন। নন্দকুমার বিহারে অবস্থান-কালে আবার বাদশাহের সাহায্যে ইংরাজ-দমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ মধ্যস্থ হইলেন। এই সম্বন্ধে কাশীরাজকে লিখিত এক পত্র আবার ধরা পড়িল। ইংরাজেরা বড়ই চটিলেন। জেনারল কার্ণাক নন্দকুমারকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে চাহেন, কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণ (তখন মেজর আডাম্‌সের বেনিয়ান ছিলেন) ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকে অনুরোধ করিয়া কার্ণাককে নিরস্ত করিলেন। বক্‌সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ ও ইংরাজে সন্ধি স্থাপিত হইলে, মীরজাফর ও নন্দকুমার কলিকাতা হইয়া মুরশিদাবাদে গেলেন। মীরজাফর নবাব হইয়া নন্দকুমারকে খালসার দেওয়ানী দিলেন। নবাব মীরকাসিম কএকজন হিন্দুজমীদারকে রাজস্বের জন্য মুঙ্গের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দকুমার তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। অন্যান্য জমীদারেরা রাজস্ব আদায়ের উৎপীড়নে নন্দকুমারের শরণ লইলেন। নন্দকুমার কাহারও কতক ছাড়িয়া দিয়া কাহারও কিস্তিবন্দী করিয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং জমিদারদিগকে অভয় দিলেন। বারওয়েল বলেন, এইরূপ বন্দোবস্তের সময় নন্দকুমার যথেষ্ট ঘুষ লইয়াছিলেন। বন্দোবস্ত করিবার সময় বন্দোবস্তকারীর কিছুলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক ঘুষ বলা যায় না, কারণ সেই অর্থলাভে যদি বন্দোবস্তকারী প্রভুর ক্ষতি করেন, তবেই তাহাকে অন্যায় বলিতে পারা যায়, নতুবা কৃতজ্ঞতার উপহার উপকারের প্রত্যুপকারকে ঘুষ বলা যায় না। নন্দকুমার যে নবাব সরকারের ক্ষতি করেন নাই, তাহার প্রমাণ মীরজাফর তাঁহার কৃত বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হন নাই।

তাহার পর দুই বৎসরকাল নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নন্দকুমার ইংরাজদিগের সহিত কেবল তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা নবাবকে যত সাক্ষীগোপাল করিয়া সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেন, নন্দকুমার সাধ্যমত বাধা দিতে ছাড়িতেন না; আর ইংরাজেরা ততই চটিতেন। শেষে দুই বৎসর পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইল। সএর উল্-মুতাক্‌খরীণে আছে, যে নবাব নন্দকুমারকে এতটা বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন যে মুসলমান হইয়াও মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করিয়া গতাসু হন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরাজেরা তাঁহার পুত্র নজম্-উদ্দৌলাকে নবাব করিলেন। নন্দকুমার মীরজাফরের হিতাকাঙ্ক্ষায় যে সকল চেষ্টা করিতেন, নজম্-উদ্দৌলা তাহা জানিতেন এবং তজ্জন্য নিজে সিংহাসনে বসিয়াই নন্দকুমারকেই খালসার দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ক্লাইবকে অনুরোধ করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর সময়ে ক্লাইব দ্বিতীয়বার গবর্ণর হইয়া আসিয়াছিলেন। গবর্ণর বান্সিটার্ট যখন বিলাত যান, তখন ইংরাজবিরুদ্ধে নন্দকুমার যে সকল চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া নিজ ভ্রাতা জর্জ্জ বান্সিটার্টকে* দিয়া বলিয়াছিলেন, যে ক্লাইব আসিলে কাউন্সিলে তাঁহার নিকট উহা যেন পড়া হয়। যথাকালে জর্জ্জ উহা পড়িয়া ক্লাইব এবং কাউন্সিলকে শুনাইলেন। একটা লোকের কেবল দোষমালা যদি এইরূপে একত্র সংগৃহীত অবস্থায় শুনা যায়, তাহা হইলে সহজে লোকে উহা হইতে সত্যাবধারণ করিতে পারে না। ক্লাইবও পারিলেন না। তিনি নন্দকুমারের বিশেষ বন্ধু হইলেও এবার তাঁহার এই সকল দোষ শুনিয়া চটিয়া গেলেন, সুতরাং নবাব নজম্‌উদ্দৌলার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

মীরজাফরের সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি আলীবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতুষ্কন্যার কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার শ্বশুর আতাউল্লা খাঁ মীরজাফরের বিশেষ বন্ধু এবং আলীবর্দ্দীর সেনাপতি ছিলেন। বর্গির হাঙ্গামার সময় মীরজাফর ও আতাউল্লাই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করেন। ঢাকার শাসনভার পাইয়া মহম্মদ রেজা খাঁ অতিশয় অত্যাচারী

* সএর উল্-মুতাক্‌খরীণ গ্রন্থে জর্জ্জ বান্সিটার্ট "ছসিয়ার জঙ্গ" নামে এবং গবর্ণর বান্সিটার্ট "শাম্‌স্-উদ্দৌলা" নামে অভিহিত,হইয়াছেন।

হন। নন্দকুমার মীরজাফরের অধীনে খালসার দেওয়ানী লাভ করিয়া রেজা খাঁর অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে মুক্তি দিবার জন্ত নবাব দ্বারা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। রেজা খাঁ পদচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনিই নায়েব সুবাদারী পদ প্রার্থনা করিলেন। খালসার দেওয়ানকেই নায়েব সুবাদার বলিত। শেষ রায়রায়াঁ রাজা রাজবল্লভের পর খালসার দেওয়ানেরা নায়েব-সুবাদার নামেই কথিত হইতেন। রাজা রাজবল্লভের পর আর কেহ রায়রায়াঁ উপাধি পান নাই। নন্দকুমার খালসার দেওয়ানী পাইয়া প্রথম নায়েব সুবাদার হইয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজেরা তাঁহার উপর বান্সিটার্টের লিখিত বিবরণানুসারে বিরক্ত হইলে মহম্মদ রেজা খাঁ উক্ত পদের প্রার্থী হইবামাত্র, ক্লাইব তাঁহাকেই ঐ পদ প্রদান করিলেন এবং জগৎশেঠ ও রাজা দুর্লভরামকে তাঁহার সহায়তা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

ক্লাইব নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার সন্দেহ হইল যে, যদি নন্দকুমার মুরশিদাবাদে বা কলিকাতায় থাকিতে পান, তাহা হইলে আবার বাদশাহ্ ও ফরাসীদের সহিত মন্ত্রণা করিবেন, অতএব তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায় তিনি নন্দকুমারকে চট্টগ্রামে পাঠাইতে চাহিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া নন্দকুমারের পরিবারবর্গ মহা আকুল হইয়া পড়ে। রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতিও অবাক্ হইয়া ব্রাহ্মণকে এরূপে নির্ব্বাসিত করিতে নিষেধ করেন। এইরূপ অনুরোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তখন নন্দকুমারের নির্ব্বাসন ঘটে নাই।

ইহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। নবাব নজমউদ্দৌলা সুবাদার ও নাজিম মাত্র রহিলেন। এতদিন যে কার্য্য রায়রায়াঁগণ, পরে মহারাজ নন্দকুমার করিয়াছিলেন এবং তৎপরে ইংরাজানুগ্রহে মহম্মদ রেজা খাঁ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই কার্য্যের ভার ইংরাজ কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব সুবাদার হইয়া যে কয়দিন কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে আপনাকে মুসলমান-সমাজের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজগণ কৌশলী, তাহারা মহম্মদ রেজা খাঁর এই প্রভুত্ব অবগত হইয়া হঠাৎ তাহাকে দেওয়ানী হইতে সরাইলেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে দেওয়ান, তাঁহাকেই সকল ক্ষমতা দিয়া নায়েব-দেওয়ান করিয়া দিলেন। নবাবের অধীনতা হইতে মুক্ত ও ইংরাজের বলে বলীয়ান্ হইয়া নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ তিনি সুবার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। ঢাকার শাসনে তাহার অতৃপ্ত অত্যাচার-প্রবৃত্তি এখন অব্যাহত প্রভাবে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় মুসলমান-সমাজ যেমন মহম্মদ রেজা খাঁকে মুখপাত্র ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়া স্থির করিয়াছিল, হিন্দুসমাজও সেইরূপ মহারাজ নন্দকুমারকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। উভয়ের এই সামাজিক নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়াও তখন বঙ্গদেশে অনেক গোলোযোগ ঘটিয়া গিয়াছে।

নন্দকুমার নবাব সরকারের কার্য্য হারাইয়া প্রায়ই কলিকাতার প্রাসাদে থাকিতেন। এই সময়ে ক্লাইব বান্সিটার্ট-রাজত্বের অনেক নিন্দা শুনিতে পান। তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইলে, তিনি তদুপযুক্ত লোক খুঁজিতে থাকেন। শেষে মহারাজ নন্দকুমারকেই সম্পূর্ণ উপযোগী বুঝিয়া তাঁহারই হস্তে ঐ ভার দিলেন। প্রথম প্রথম নন্দকুমার যাহা অনুসন্ধান করিলেন, তাহাতে ক্লাইব বিশ্বাস করেন নাই, তিনিও গোপনে গোপনে নন্দকুমারের কার্য্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্ধান রাখিতেন। এইরূপে বান্সিটার্টের কার্য্যানুসন্ধান হইতে হইতে নন্দকুমারের নিজ চরিত্রে আরোপিত অনেক দোষ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। ক্লাইব বান্সিটার্টের প্রতারণা বুঝিলেন এবং নন্দকুমারকে ক্রমশই বিশ্বাস করিতে লাগিলেন; শেষে তাঁহাকেই বান্সিটার্ট-রাজত্বের এক বিবরণ লিখিতে আদেশ দেন। নন্দকুমার নিরপেক্ষভাবে সেই বিবরণ লিখিয়া দেন। ক্লাইব তাহা লইয়া বিলাত চলিয়া যান।

ক্লাইব গেলে ভের্লেষ্ট গবর্ণর হন। ভের্লেষ্ট প্রথমে নন্দকুমারকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে থাকেন, কিন্তু শেষে তাঁহার শত্রুপক্ষের উত্তেজনায় পড়িয়া বিরক্ত হন। শুনা যায়, রাজা নবকৃষ্ণ এই বিরক্তি-উত্তেজনায় বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। সিরাজের হীরাঝিলের প্রাসাদ লুঠিয়া তিনি অতুলধনের অধিকারী হইলেও তখনও পর্য্যন্ত তিনি মুন্সীগিরি ও বেনিয়ানী ভিন্ন আর কোন উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সম্মান তেমন বাড়িতে পারে নাই। অর্থের সহিত প্রভুতার বিশেষ সংযোগ, কাজেই নবকৃষ্ণ আশানুরূপ প্রভুতা না পাইয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ ছিলেন। যখন নন্দকুমারের প্রতিভায় দেশ উদ্ভাসিত, বুদ্ধিমত্তায় সকলেই স্তম্ভিত, মান্তে সকলেই তটস্থ, তখন নবকৃষ্ণ একজন সামান্য মুন্সীমাত্র। শেষে যখন তিনি অর্থবলে বিপুলধনী হইয়া উঠিলেন, তখন নন্দকুমারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই তিনি স্থিরচিত্তে নিজের অভ্যুদয়ের শুভ অবসর অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্লাইব ও ভের্লেষ্ট আবার নন্দকুমারের প্রতি অনুগ্রহ করিতে না পারেন, তৎপক্ষে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; অল্পে অল্পে নন্দকুমারের

বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন, অথচ যখন ইংরাজেরা বেশী ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন প্রকাশ্যে নবকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের ক্রোধশান্তির চেষ্টা পাইতেন। শেষে নবকৃষ্ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তিনি ইংরাজের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অত্যাচারও বাড়িল। তাঁহার অত্যাচারে পীড়িত লোকগুলি আসিয়া প্রতিকারার্থ বিপন্নের বন্ধু মহানুভব মহারাজ নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নন্দকুমার সাধ্যমত তাহাদিগের সৎপরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন। ইহাতেও তাঁহার কুৎসার অবধি ছিল না। তিনি মিথ্যা অভিযোগে লোককে উৎসাহিত করেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নামে মিথ্যা রটাইত, কারণ ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে তখনকার মেয়র কোর্টে অভিযোগ করিলে, উৎপীড়িতেরা সুবিচার পাইত না।*

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার কলিকাতার গবর্ণর হন। ইহার সময়েই ছিয়াত্তরে (১১৭৬ সালে) মন্বন্তর ঘটে। নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর অত্যাচারে এই সময়ে মন্বন্তর আরও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। কার্টিয়ারের নিকট অনেকেই রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। যতপ্রকার অত্যাচারের অভিযোগ হইল, তাহার মধ্যে দুইটী বড়ই ভীষণ। ১ম, মহম্মদ রেজা খাঁ দুর্ভিক্ষের সময় বাজারের সমস্ত চাউল কিনিয়া লইয়া অতি উচ্চদরে বেচিয়া ছিলেন; আর ২য়, সাধারণ তহবিলের অনেক অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কার্টিয়ারের নিকট অভিযোগ হইল বটে, কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পদত্যাগ করিয়া বিলাতে যাইতে হইল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হইলেন। বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে রেজা খাঁর বিচার করিতে আদেশ দেন। হেষ্টিংস্ মুরশিদাবাদের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট মিড্‌ল্‌টন্‌কে মহম্মদরেজা খাঁকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিনে। মিড্‌ল্‌টন নেসাতবাগ হইতে রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

প্রজার কষ্টে বিশেষ কাতর হইয়া মহানুভব নন্দকুমারই রেজাখাঁর কীর্ত্তি বিলাতের ডিরেক্টরদিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য নিজ ব্যয়ে একটী এজেণ্ট পাঠাইয়া দেন। ডিরেক্টরেরা এই এজেণ্টের প্রদত্ত প্রভূত প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া হেষ্টিংস্‌কে সর্ব্বাগ্রে রেজাখাঁর বিচারে নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে বাঙ্গালায় দ্বৈধশাসন (Double Government) চলিতে ছিল অর্থাৎ রাজস্ব-বিভাগ ইংরাজের হস্তে, এবং নিজামতবিভাগ নবাবের হস্তে ছিল। নিজামতের ভার না থাকায় ইংরাজ কোম্পানী ঠিক শাসন পরিচালন করিতে পারিতেন না বলিয়া হেষ্টিংস্ প্রভৃতি এই দ্বৈধশাসনের উপর মহা চটিয়া ছিলেন। ডিরেক্টরের আদেশ পাইয়া হেষ্টিংস্ এই সূত্রে দ্বৈধশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন।

ডিরেক্টরেরা কেবল রেজাখাঁকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার কৃতকর্ম্মের বিচার করিতে আদেশ দেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ কেবল রেজাখাঁকে না ধরিয়া পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা সেতাবরায়কেও ধরিয়া আনাইলেন। সেতাবরায়ের বিরুদ্ধেও তহবিল ভাঙ্গার নালিশ হইয়াছিল।

হেষ্টিংস্ ইহাদিগকে ধরিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের দোষ প্রমাণ করিবেন কিরূপে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। রাজ্যের সর্ব্বত্রই রেজাখাঁর কর্ম্মচারী বর্ত্তমান। সুতরাং হেষ্টিংস্‌কে ভাবিত হইতে হইল। ডিরেক্টরগণ বিচারের আদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিয়াছিলেন যে যদি আবশ্যক হয়, তবে তিনি মহারাজ নন্দকুমারের সাহায্য লইতে পারেন। হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের প্রতি যেরূপ চিরবিদ্বিষ্ট তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার নিকট সাহায্য লইতে মহা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু দেওয়ানীর কার্য্যের ও দেশের অবস্থায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, মহারাজ নন্দকুমার ব্যতীত এরূপ আর দ্বিতীয় লোক দেখিতে পাইলেন না, কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া মহারাজ নন্দকুমারকে ডাকাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাযথ সাহায্য করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, আমি কলিকাতা কাউন্সিলের সহায়তায় আপনাকে সমস্ত বঙ্গদেশের আমীনীপদে নিযুক্ত করিব এবং রাজা সেতাবরায় ও মহম্মদ রেজাখাঁ আপনার নিকট সমস্ত হিসাবাদি দিবেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমি আপনাকে আমার পদোচিত সমস্ত ক্ষমতা দ্বারা সাহায্য করিব। গবর্ণরের এই কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া মহারাজ নন্দকুমার উভয়ের তহবিল ভাঙ্গার একটী তালিকা করিয়া দিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁ নবাব সরকারের বহুবিধ উচ্চমূল্যের রত্নালঙ্কার, হস্তী, অশ্ব এবং ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে বাঙ্গালা ও ঢাকার রাজস্ব হইতে ২০ কোটী টাকা আত্মসাৎ করেন। মহাদুর্ভিক্ষের সময় চাউল এক চেটিয়া করিয়া অতি উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন মহম্মদ রেজাখাঁ কয়েকটী সরকারী সম্পত্তি নিজে ভোগ দখল করিতেছেন, হুগলীর ফৌজদার রেয়াজ উদ্দীন্ মহম্মদ খাঁ শ্রীহট্টের ফৌজদার মহম্মদ আলী খাঁ কোম্পানীর নিকট প্রায় লক্ষ টাকার দায়ী ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি কোম্পানীর দেনার

* Bolts' Indian Affairs, p. 96. ও Burwell's Letter দেখিলেই ইহা জানা যায়।

দায়ে কোম্পানীর হস্তে আসা উচিত, কিন্তু রেজাখাঁ ক্রোক করিয়া কোম্পানীকে না দিয়া নিজে ভোগ দখল করিতেছেন। নায়েব সুবাদারের পদোচিত জায়গীরের জমীদারী তিনি পদচ্যুত হইয়াও নিজ দখলে আজিও রাখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নন্দকুমার বিস্তর গণ্য মান্য সাক্ষীও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের চেষ্টায় রেজাখাঁর দোষ প্রমাণিত হইলে, রেজাখাঁ গোপনে নন্দকুমারকে দুই লক্ষ ও হেষ্টিংস্‌কে দশলক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চাহেন। নন্দকুমার হেষ্টিংসের নিকট সে কথা প্রকাশ করিলে হেষ্টিংস্‌ বলিলেন, এক কোটী টাকা দিলেও আমি নির্দোষিতার প্রমাণ না পাইলে তাঁহাকে ছাড়িব না।

১১৭৩ (ফসলী) সালের প্রথম হইতে ১১৮১ (ফসলী) সালের শেষ পর্য্যন্ত রাজা সেতাবরায় কমবেশ নব্বই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। রাজা সেতাবরায়ও হেষ্টিংস্‌কে চারি লক্ষ, নন্দকুমারকে এক লক্ষ এবং রীড্‌ সাহেবকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চাহিলেন। হেষ্টিংস্‌ এ কথাও শুনিয়া পূর্ব্বমত মহানুভবতা দেখাইলেন।

শেষে বিচার আরম্ভ হইল। যখন এই বিচার চলিতেছে, তখন নবাব নজমউদ্দৌলার নাবালক পুত্র মোবারকউদ্দৌলা সিংহাসনে বসিয়াছেন, তাঁহার অভিভাবক নিয়োগ লইয়া একটা মহা তর্ক চলিতেছে। মোবারকউদ্দৌলার মাতা বাবু বেগম ও বিমাতা মণিবেগম উভয়েই অভিভাবক হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা হেষ্টিংসের উপরেই এই বিষয়ের মীমাংসা ও নবাবের দেওয়াননিয়োগের ভারার্পণ করেন।

মণিবেগম নন্দকুমারের সাহায্যে হেষ্টিংসকে ২॥০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিবার প্রস্তাব করেন। হেষ্টিংসের মতিচ্ছন্ন ঘটিল, এবার আর এড়াইতে পারিলেন না, স্বীকার করিলেন। নন্দকুমার গবর্ণরের খানসামা জগন্নাথ ও বালকৃষ্ণ এবং আপনার কর্ম্মচারী সদানন্দ ও নরসিংহ দ্বারা এই টাকা পাঠান। এই সময় মহারাজ নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিবার জন্য হেষ্টিংস্‌কে অনুরোধ করেন। হেষ্টিংস্‌ তখন নন্দকুমারের উপর অতীব প্রীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—তাঁহার দ্বারা রেজাখাঁ ও সেতাবরায়ের বিচারের মহা সুবিধা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ—তাঁহারই মধ্যস্থতায় মণিবেগমের অর্থরাশি হস্তগত হইয়াছে, সুতরাং হেষ্টিংস্‌ গুরুদাসের নিয়োগে সম্মতি প্রদান করিলেন, কিন্তু একবার ঘুষ লইয়া লালসার পথ খুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং প্রকারান্তরে নন্দকুমারের নিকটও কিছু নজর চাহিলেন। গবর্ণর যখন নিজেই প্রকারান্তরে নজরের কথা প্রস্তাব করিলেন, তখন নন্দকুমার দিতেও স্বীকৃত হইলেন। শেষে মণিবেগম ও রাজা গুরুদাসের নিয়োগের জন্য উক্ত ২॥০ লক্ষ ব্যতীত আরও ১০৪১০৫৲ টাকা নন্দকুমার হেষ্টিংস্‌কে দিয়াছিলেন।

১১৭৯ সালের ৪ঠা ভাদ্র হইতে ২৯এ আশ্বিনের মধ্যে এই সমস্ত টাকা দেওয়া হয়। ইহার কতকাংশ নগদ হেষ্টিংসের নিকট কলিকাতায় পাঠান হয় এবং কতক হেষ্টিংসের বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহ নন্দীর নিকট হেষ্টিংসের কাশিমবাজারস্থ কুঠিতে পাঠান হয়। হেষ্টিংস্‌ ইহার পর কাউন্‌সিলে মণিবেগমের এবং রাজা গুরুদাসের নিয়োগের কথা প্রস্তাব করেন। কাউন্‌সিলের সভ্য গ্রেহাম, ডেক্রে, মরেল প্রভৃতি রহস্য না বুঝিয়া মণিবেগমের নিয়োগে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু রাজা গুরুদাসের নিয়োগের আপত্তি তুলিয়া বলিলেন যে, যে মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজ-প্রভুতা খর্ব্বের জন্য বহুবার বাদশাহের, ফরাসীগণের ও নবাবের সহিত চক্রান্ত করিয়াছেন, তাঁহার পুত্রকে দেওয়ানী দিয়া ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। হেষ্টিংস্‌ সে আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে এক দীর্ঘ মতামত লিখিয়া রাজা গুরুদাসকে দেওয়ানী প্রদান করেন।

হেষ্টিংস্‌ এই মতামতের মধ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নন্দকুমারের বাস্তবিক চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায়। হেষ্টিংস্‌ লিখিতেছেন—"নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে দোষ গুণ প্রকাশ করা আমি এ স্থানে সঙ্গত মনে করি না। নন্দকুমার সম্বন্ধে আমি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, ডিরেক্টর-সভা তাহা অবগত আছেন। নবাব মীরজাফর তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তদ্বিরুদ্ধে কোন কাজই করেন নাই। নন্দকুমার যে সকল রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, সে কেবল তাঁহার প্রভুর মঙ্গলের জন্য, তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মীরজাফরের সহিত তাঁহার নিজের স্বার্থ যে একবারে কিছুই ছিল না, এমন নহে। মীরজাফর তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ নন্দকুমারকে যে সকল রাজসম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিমাণ বুঝা যায়। নন্দকুমার সেকালে যাহা যাহা করিয়াছেন, যদিও তাহার অধিকাংশ আমাদের বিপক্ষে পরিচালিত, তথাপি সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহাতে তাঁহাকে কোন মতে নিন্দা করা যায় না, বরং ইহা দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের দোষশূন্যতা এবং প্রভুহিতৈষিতা প্রকাশ পাইয়াছে ও তাঁহার গৌরবও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।*

* Minute of the Committee of Circuit of Kasimbazar 280 July, 1772.

তাহার পর রাজা সেতাবরায় ও রেজাখাঁর বিচার চলিতে লাগিল। ইহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমার অসংখ্য সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যাহারা ইহাদের নিষ্ঠুরতায় ও প্রবল অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং জর্জ্জরিত হইয়াছিল, সংবাদ পাইবামাত্র বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে তাহারাই সাক্ষ্য দিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রেজাখাঁও সপক্ষে প্রায় দুইশত সাক্ষী যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন। এই অভিযোগ আরম্ভ অবধি বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাটিয়া গেল। হেষ্টিংসের বিচারে উভয়েই নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইলেন। সকল অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও হেষ্টিংস্ যে কেন তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন, তাহা বুঝিতে আর কাহারই বাকী রহিল না। রাজা সেতাবরায় যদিও মুক্তিলাভ করিলেন বটে, তথাপি অপমানে ঘৃণায় শীঘ্রই পরলোকগত হইলেন। ইঁহার পুত্র কল্যাণসিংহকে বিহারের রায়রায়াঁ-পদে নিযুক্ত করিয়া হেষ্টিংস্ কতকটা মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। রেজাখাঁ মুক্তি পাওয়াতে সকলে চমকিয়া উঠিল, মহারাজ নন্দকুমার দশের নিকট যেন কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং তিনি হেষ্টিংসের স্বভাব যে কিরূপ জটিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। রেজাখাঁ ও সেতাবরায় বিচারে যে কারণে হউক নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইলেও এই মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংস্কে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, অন্ততঃ তজ্জন্য হেষ্টিংসের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি কৃতজ্ঞ না হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে এই দুই মোকদ্দমার বিবরণী যখন বিলাতে পাঠান, তখন তাহাতে নন্দকুমারকে শঠ, প্রবঞ্চক, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করেন। হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের কোন্ কার্য্যে এরূপ দোষের প্রমাণ পাইয়া ছিলেন, তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। রেজাখাঁর মোকদ্দমার তদ্বিরে মহারাজ নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিবার সময় হেষ্টিংস্ তাঁহাকে ভবিষ্যতে যে সমগ্র বাঙ্গালায় আমীনী দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি অনুসারে এখন আর কার্য্য হইল না।

এই সময় বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ভারতের কার্য্য-শৃঙ্খলা সুব্যবস্থিত করিবার জন্য "নিয়ামক বিধি (Regulating Act) বিধিবদ্ধ করেন। এই বিধি অনুসারে হেষ্টিংস্ ভারতের গবর্ণর-জেনারল পদে নিযুক্ত এবং তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিবার জন্য জেনারল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্সন ও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ নামে ৩ জন অতিরিক্ত সভ্য কাউন্সিলে নিযুক্ত হন। এই সময়েই সুপ্রীমকোর্টের বিচার-প্রণালীও সুসংস্কৃত করিবার জন্য সার ইলাইজা ইম্পেকে প্রধান বিচার-পতি ও হাইড, লিমেষ্টেয়ার এবং চেম্বার্স নামক আরও তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংসের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথমে এই সকল নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ কলিকাতা চাঁদপালঘাটে আসিয়া নামিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে ২১শ বার তোপধ্বনি হইল, কিন্তু হেষ্টিংস্ তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ কয়েকজন সামান্য কর্ম্মচারীকে ঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারলের সহিত সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট নবাগত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হেষ্টিংসের এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, হেষ্টিংস্ স্বীয় শ্রেষ্ঠতা ও প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে এইরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। একপক্ষে একটু ভুল ও অপর পক্ষে একটু বিবেচনার ত্রুটিতে সেই প্রথম দিন হইতেই মন্ত্রিসভায় মতভেদের অঙ্কুর উপ্ত হইয়া রহিল। হেষ্টিংসের পক্ষে কাউন্সিলে তখন মিঃ বারওয়েল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন।

যাহা হউক, এতদিন কাউন্সিলে গবর্ণরদিগের নিজের লোকেই সভ্য হইতেন। সুতরাং গবর্ণরের কৃত অন্যায় কর্ম্মের প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না। নূতন মন্ত্রিসভায় নবাগত মন্ত্রীরা সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। রোহিলা-যুদ্ধে গবর্ণর-জেনারল যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন, নবাগত মন্ত্রীরা তাহার ন্যায্যান্যায় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। লোকের ভরসা হইল, যে এখন হইতে ইংরাজ শাসকবর্গের অত্যাচারে আর হঠাৎ লোককে মারা পড়িতে হইবে না।

এই সময়ে হেষ্টিংসের দলবলের অত্যাচারে জমীদার ও প্রজা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, রাজা দেবীসিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মিঃ গুড্ল্যাড্ প্রভৃতি ছিলেন, তাহার উপর মুক্তিপ্রাপ্ত রেজাখাঁ এবং নব-অভ্যুদিত রাজা নবকৃষ্ণ কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। অত্যাচারে উৎপীড়িত জনসাধারণ মহারাজ নন্দকুমারের শরণাগত হইল। নন্দকুমার যদিও তখন ক্ষমতাহীন, শাসকদিগের নিকট অপদস্থ, তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকেই বিশ্বাস করিত, বিপদে পড়িলে তাঁহাকেই ধরিত, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ধরিয়াই তাহারা ফল পাইয়াছিল, কাজেই এবারও তাঁহাকেই ধরিল। এতদ্ভিন্ন তখন দেশের মধ্যে যাঁহাকে দেশের লোকে আপনাদের পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এমন বড় লোক আর কেহই ছিলেন না। নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দাদিই তখন অত্যাচার-দণ্ড হাতে করিয়া বসিয়াছেন। নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি

বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় জমীদারেরাও নন্দকুমারের শরণাগত হইলেন। নন্দকুমার কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস্ এই সমস্ত সংবাদ যতই পাইতে লাগিলেন, ততই নন্দকুমারের উপর চটিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ তখন হইতে নন্দকুমারকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে কাউন্সিলের মন্ত্রিগণের সহিত নন্দকুমারেরও পরিচয় হইল, কাহারও কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। মন্ত্রিগণ ক্রমশঃ হেষ্টিংসের অবিশ্রান্ত উৎকোচ-গ্রহণের সংবাদ পাইতেছিলেন এবং তাহার অনুসন্ধানার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, শেষে নন্দকুমারের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকেই এবিষয়ে উপযুক্ত লোক বিবেচনা করিয়া, তাঁহারই হস্তে হেষ্টিংসের অত্যাচার কাহিনীসংগ্রহের ভার দিলেন। নন্দকুমার বাঙ্গালা রাজ্যের সকল দিকের সকল অবস্থা বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত রাজ্যের অবস্থাভিজ্ঞ রাজকর্মচারী আর কেহ তখন ছিল না। নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত দেশের শাসনবিধি ও রাজস্ববিধির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন এবং খালসার দেওয়ানী করায় প্রধান প্রধান জমীদারবর্গের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল, কাজেই মন্ত্রীরা তাঁহাকেই উপযুক্ত লোক বলিয়া স্থির করিলেন। ইদানীং হেষ্টিংসের অকৃতজ্ঞতায় নন্দকুমারও তাঁহার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, কাজেই তিনিও প্রধানতঃ দেশের অত্যাচার-দমন-কল্পে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। হেষ্টিংস্ তাঁহাকে চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করিতেন, বাস্তবিক সে দোষ তাঁহার ছিল না, তিনি যাহা করিতেন, তাহা প্রকাশ্য ভাবেই করিতেন। এই সময় আরও একটু সুযোগ হইল। বর্দ্ধমান-রাজের বিধবা পত্নী মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের স্ত্রী হেষ্টিংসের অত্যাচারের জন্য কাউন্সিলে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অনেকে বলেন, নন্দকুমারই উদ্যোগী হইয়া এই অভিযোগ করান, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। নন্দকুমারের যদি এরূপে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে তিনি কেবল বর্দ্ধমান কেন, বাঙ্গালার সমস্ত জমীদারকে দিয়াই অভিযোগ করাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার দমনার্থ নিজেই অভিযোক্তা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পুরুষোচিত সৎসাহস তাঁহার ছিল।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ তারিখে নন্দকুমার অভিযোগের আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিয়া নিজেই কাউন্সিলের একতম সদস্য মিঃ ফ্রান্সিসের হস্তে দিয়া আসেন। এই আবেদনে তিনি হেষ্টিংসের নামে উৎকোচগ্রহণ, অত্যাচারীকে অবৈধ রূপে বিচারে নিষ্কৃতিদান এবং দেশব্যাপী অত্যাচার অনুষ্ঠানের অভিযোগ করেন। হেষ্টিংস্ তাঁহার উপরও যে সকল অনিষ্ট করেন, তাহাও বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। এখানি পারসীতে লিখিত হইয়াছিল। মিঃ ফ্রান্সিস্ পরবর্ত্তী অধিবেশনে অর্থাৎ ১১ই মার্চ্চের কাউন্সিলে ইহা পাঠ করেন।

এই আবেদনে নন্দকুমার মীরকাসিমের যুদ্ধের সময় ইংরাজদিগের উপকারার্থ যে সকল অনুষ্ঠান করেন, প্রথমতঃ তাহার উল্লেখ করেন, তৎপরে মহম্মদ রেজাখাঁ দেশে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণনা করেন। তাহার পর হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, একে একে তাহাই বর্ণনা করেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা বিলাত হইতে আসিলে হেষ্টিংস্ স্বয়ং তাঁহাদিগের সহিত অন্যান্য বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় করাইয়া দেন, কিন্তু নন্দকুমারের পরিচয় করাইয়া দেন নাই। নন্দকুমার সে বিষয়ে প্রার্থনা করিলে গবর্ণর বলেন, আমার একজন শত্রু আছে, তাহার সহিত আপনার বড়ই ঘনিষ্ঠতা, আপনারা তাহাকে মন্ত্রিসভার এই সকল সভ্যের নিকট পত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি তাহার সহায়তায় তাঁহাদের সহিত পরিচিত হউন না কেন? তাহার পর গবর্ণর ভয় দেখাইয়া বলেন, আমার নিজের মান বাঁচাইবার জন্য ও সুবিধার জন্য আমি সকল প্রকার চেষ্টাই করিব, কিন্তু তাহাতে আপনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তাহার পর হেষ্টিংস্ ইলিয়ট্ সাহেবকে দিয়া নন্দকুমারকে কাউন্সিলের সভ্যগণের নিকট পরিচিত করাইয়া দেন।

ইহার পর হইতে, বিশেষতঃ হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ফ্রান্সিসের সহিত নন্দকুমারের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হওয়ায় হেষ্টিংস্ নন্দকুমারকে দমন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। রেসিডেন্ট গ্রেহামের সহিত বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায়াদি লইয়া নন্দকুমারের বিবাদ ছিল। বোলাকিদাস শেঠ নামে একজন আগরওয়ালা জহরীর মৃত্যুর পর হিসাবাদি লইয়া মোহনপ্রসাদ নামক জহরীর আম্‌মোক্তারের সহিতও নন্দকুমারের বিবাদ ছিল। বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দকুমারের জামাতা ছিলেন। ইহাকে মহারাজই বাল্যকাল হইতে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও কন্যাদান করেন, অবশেষে অনেককে অনুরোধ করিয়া জগচ্চন্দ্রের চাকুরীও করিয়া দেন। যখন মহারাজ নন্দকুমার এই অভিযোগ উপস্থিত করেন, তখনও জগচ্চন্দ্র নবাবের দেওয়ান রাজা গুরুদাসের

অধীনে নবাব সরকারে নায়েবী করিতেছিলেন, কিন্তু জগচ্চন্দ্র এরূপ অসন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন যে শ্যালকের অধীনে কর্ম্ম করিতে হইত বলিয়া তিনি মহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোন উপায়ে আপনার উন্নতি করিতে না পারিয়া আত্মীয়-দ্রোহী হইয়া পড়েন। হেষ্টিংস্ গ্রেহাম, মোহনপ্রসাদ ও জগচ্চন্দ্রকে হস্তগত করিয়া নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের জন্য সর্ব্বদা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মোহনপ্রসাদ শঠ, প্রবঞ্চক ও চক্রান্তকারী বলিয়া তখনকার কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলেরই নিকট ঘৃণার্হ ছিলেন; এমন কি, হেষ্টিংস্ই একবার তাহাকে নিজবাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া আর আসিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু নন্দকুমারকে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আবার তাহাকে আতর ও পাণ দিয়া আদরপূর্ব্বক ডাকিয়া লয়েন। জগচ্চন্দ্র শ্বশুরের সহিত ক্রমশঃ দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া, মোহন ও হেষ্টিংসের সহিত গোপনে ও প্রকাশ্যে শ্বশুরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার স্বীয় আবেদনে এ সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গবর্ণরের কূট উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেন, যখন দিল্লীর বাদশাহ মহারাজ নন্দকুমারকে "মহারাজা" উপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন, তখন প্রথানুসারে একখানি ঝালরদার পাল্কী ও অন্যান্য রাজসম্মান চিহ্ন প্রদান করিয়াছিলেন। সেগুলি যখন পাটনায় আসিয়া পৌঁছায় তখন মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছে, নন্দকুমারেরও নায়েব সুবাদারের পদ গিয়াছে। সেই সময়ে নূতন নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর উত্তেজনায় ও ভয়ে পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা সেতাব-রায় নন্দকুমারের সেই সকল বাদশাহী উপঢৌকন পাটনায় আটকাইয়া রাখেন। নন্দকুমার কলিকাতায় সে সংবাদ পাঠাইয়া হেষ্টিংস্‌কে জানান। তিনিও রাজা সেতাবরায়কে সেই সকল পাঠাইয়া দিতে লেখেন। রাজা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ সেগুলি নিজ ব্যবহারার্থ রাখিয়া দিলেন, নন্দ-কুমারকে দিলেন না। মহারাজ নন্দকুমার অভিযোগের মধ্যে উহারও উল্লেখ করেন। এই গুলি তাঁহার আত্মসম্বন্ধীয়। এতদ্ব্যতীত রেজাখাঁ ও সেতাবরায়কে ছাড়িয়া দিয়া হেষ্টিংস্ কোম্পানীর স্বার্থ এবং সাধারণের স্বার্থ কিরূপ নষ্ট করিয়াছেন, তাহাও অভিযোগে উল্লেখ করেন।

কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারীর নিকট, ইংরাজের অধীন কেরা মাণ্ডরা ও বিজয়গড় নামক দুইটী পর-গণার নিমিত্ত, কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির তারিখ হইতে ফসলী ১১৭৯ সাল পর্য্যন্ত ২৪ লক্ষ টাকা পাওনা হয়, কিন্তু চেৎসিংহের নিকট হেষ্টিংস্ গোপনে উপহার পাইয়া কোম্পানীর এই প্রাপ্য টাকার আর উচ্চবাচ্য করেন নাই এবং ঐ দুই পর-গণাও তদবধি কাশীরাজের অধিকারে আছে। রঙ্গপুরের বাহারবন্দ পরগণা রাণী ভবানীর নিকট হইতে হেষ্টিংস্ ছলে বলে কাড়িয়া লইয়া স্বীয় দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে প্রদান করেন। ইহা দ্বারা রাণী ভবানীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। অভিযোগপত্রে এই সকল কথারও উল্লেখ ছিল। নন্দকুমার অবশেষে অভিযোগ-পত্রে নিবেদন করেন; গবর্ণর হেষ্টিংস্ সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া আমি যে ভীষণ বিপদ সাগরে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঝাঁপ দিতে চলিয়াছি, তাহা বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু কি করিব, আমার গত্যন্তর নাই। গবর্ণরের অনুচিত কার্য্যসমূহের বিষয় সম্যক্ অবগত থাকিয়া যদি চুপ করিয়া থাকি, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা আরও অনিষ্ট ঘটিবে সুতরাং আত্মরক্ষার্থ ও ন্যায়ধর্ম্মানুরোধে আমি আপনাদের সমক্ষে এই অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি। এক্ষণে আমি এ বিষয়ে আপনাদিগের সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রার্থনা করি।*

এই অভিযোগপত্র পড়া শেষ হইলে, হেষ্টিংস্ মৌন ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি পূর্ব্ব হইতে এই অভিযোগের কোন কথা জানিতেন কি না? ফ্রান্সিস্ উত্তর দিলেন, কৌতূহলের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি, তবে গবর্ণর জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, নন্দকুমার যখন ইহা পাঠান, তখন তাঁহার পূর্ব্ব সূচনা ও ব্যবস্থাদি দেখিয়া বুঝিয়া-ছিলাম যে, এখানি গবর্ণরের বিরুদ্ধে—নিশ্চয়ই অভিযোগ পূর্ণ। তবে সে অভিযোগ কি কি বা কিরূপে লিখিত তাহা আমি জানিতাম না। ইহার পর সেদিন সভাভঙ্গ হয়।

১৩ই মার্চ্চ মন্ত্রীসভার অধিবেশনে নন্দকুমারের আরও এক-খানি পত্র পঠিত হয়, সেখানিতেও নন্দকুমার পূর্ব্বপত্রের অভি-যোগ গুলি যে, সত্য সে বিষয়ে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। ইহাতে একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, হেষ্টিংস্ বাঙ্গালায় আসিয়া রাজস্ব ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন, আমিও তাঁহার অভিমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপরে যতদিন না কার্য্যোদ্ধার হইল, ততদিন হেষ্টিংস্ আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং আমারই পরামর্শ লইয়া চলিতেন, কিন্তু যেমন কার্য্য উদ্ধার হইয়া গেল, অমনি আর মিত্রতা রাখিলেন না, বরং শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে দেশের ও প্রজাবৃন্দের এবং কোম্পানীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, এরূপ

* Parliamentary History of England from earliest period to the year 1803, Vol XXVII, p. 334,

ভাবে যাহাতে আপনারা কার্য্য করিতে পারেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য জানিবেন।

নন্দকুমারের ২য় পত্র পাঠ শেষ হইলে কর্ণেল মন্‌সন নন্দকুমারকে তাঁহার অভিযোগের প্রমাণাদি সহ বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তাব করেন। গবর্ণর ইহার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ করেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ, নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে ডাকিয়া আনিবার প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া রাখিতেছি যে, নন্দকুমার আমার অভিযোক্তারূপে বোর্ডের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহা প্রাণান্তেও আমি সহ্য করিব না। এই বোর্ডের সম্মুখে সামান্য অপরাধীর ন্যায় বিচারপ্রার্থী হইয়া আমি কখনই দাঁড়াইব না। অথবা বোর্ডের মেম্বরগণকে আমার চরিত্রের ও কৃতকার্য্যের বিচারক বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। কার্য্য গতিকে এ কথাও আমার বলিতে হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে মহারাজ নন্দকুমার আমার অভিযোক্তা নহেন, জেনারল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্‌সন্ ও ফিলিপ ফ্রান্‌সিস্‌কেই প্রকৃত কার্য্যকারক বলিয়া বিবেচনা করি। আইনানুসারে একথা প্রমাণ করিতে না পারিলেও আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস অনুসারে ইহাদিগকেই প্রকৃত অভিযোক্তা বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহাদের এই গভীর উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে কএকজন সাহায্যকারীও জুটিয়াছে। তন্মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার, বর্দ্ধমানের মহারাণী, বর্দ্ধমানের দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরী ও ফাউক সাহেব। *** ফ্রান্‌সিস্ এই প্রকার পত্র বোর্ডের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত করিয়া একটী মানহানিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ইহাও তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য নহে। *** আরও শুনিয়াছি, নন্দকুমার এই সমস্ত কাগজপত্র লইয়া মন্‌সন্ সাহেবের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ পরামর্শ করিয়া এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। কোনও বিশেষ সূত্রে আমি ইতিপূর্ব্বে নন্দকুমারের অভিযোগ-পত্রের দুইখানি নকল পাই, এক্ষণে দেখিতেছি মূলাংশে তাহা হইতে কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি পুনরায় বলিতেছি, আমি বোর্ডে কখনই অপরাধীরূপে দাঁড়াইব না, বা বোর্ডকেও নন্দকুমারের সাক্ষ্য লইতে দিব না। বোর্ডেরও এইরূপ বিচার করিবার বা সাক্ষ্য লইবার কোন ক্ষমতা নাই।

ইহার পর বোর্ডের সদস্যগণের মধ্যে মহা বাক্‌বিতণ্ডা হয়। কর্ণেল মন্‌সন্ গবর্ণরকে সংবাদদাতার নাম জিজ্ঞাসা করেন। কর্ণেল হইতে সেই লোকের বিপদ্ ঘটিতে পারে বলিয়া তিনি তাহার নাম প্রকাশ করিলেন না। বারওয়েল সাহেব গবর্ণরের কথায় পোষকতা করেন। মন্‌সন্ এই কথা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রকাশ করেন। বারওয়েলও নন্দকুমারের উপস্থিতির বিরুদ্ধে মহা আপত্তি করিয়া বলেন, নন্দকুমারের কোন অভিযোগ থাকে তিনি সাক্ষী ও প্রমাণাদি লইয়া সুপ্রীমকোর্টে যাইতে পারেন। শেষে অনেক তর্কের পর যখন নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত করাই পরামর্শসিদ্ধ হইল, তখনই সেক্রেটরী নন্দকুমারকে ডাকিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণর তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন, আমি এই মন্ত্রিসভা অদ্যকার মত ভঙ্গ করিলাম। আমার অবর্ত্তমানে এই অসম্পূর্ণ সভায় যদি কোন কার্য্য হয়, তাহা আইনতঃ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে না। বারওয়েলও বলিলেন, যখন সভা প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক ভঙ্গ হইল, তখন আমিও চলিলাম। আমি পুনরায় প্রথামত গবর্ণরের আদেশ না পাইলে সভার কোন কার্য্যে যোগ দিব না।

উভয়ে চলিয়া গেলে অপর মন্ত্রিত্রয় হেষ্টিংসের এরূপ উদ্ধত কার্য্যকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া আপনারাই অবশিষ্ট কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। নন্দকুমারকে ডাকাইয়া তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া হইল। আবশ্যকমত নন্দকুমার প্রমাণস্বরূপ মূল দলীলাদি দাখিল করিলেন। কোনও দলিলের বিষয় প্রমাণার্থ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর উপস্থিতি ও সাক্ষ্য প্রয়োজন হইলে, মন্ত্রিসভা তাঁহাকে ডাকিতে পাঠান, তিনি কিন্তু লিখিয়া জানাইলেন, আমি এক্ষণে গবর্ণরের নিকট আছি, তিনি নিষেধ করায়, যাইতে পারিলাম না। মন্ত্রীরা মহা বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কান্তবাবু ও গবর্ণরের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্য্যের আপনাদিগের মতামত লিখিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

এদিকে হেষ্টিংস্ কাউন্সিলে অবমানিত হইয়া নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। গ্রেহাম, তাঁহার মুন্সী সদরউদ্দীন্, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কমাল উদ্দীন্ খাঁ নামে এক ব্যক্তি সেই সময়ে হিজলীর লবণ-গোলার ইজারাদার ছিল। দেওয়ান কান্তবাবুই এই ব্যক্তির বেনামীতে ঐ ইজারা ভোগ করিতেন। এই ব্যক্তির ও ইহার পিতার সহিত নন্দকুমারের বন্ধুতা ছিল, যখন দেনার টাকার জন্য হুগলীর সেখ হাবাৎউল্লা নন্দকুমারকে পিয়াদা মশীল দিয়া ৫ দিন আটক রাখে, সেই সময়ে সেই কমালউদ্দীনের পিতা সেখ রস্তম নন্দকুমারের জামীন হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। কমাল অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল বলিয়া নন্দকুমারের সহিত বন্ধুতা অধিক দিন ছিল না। অবশেষে সে কান্তবাবুর বেনামীদার হইয়া হিজলীর লবণ-গোলার ইজারাদার হইলে কান্তবাবু, বারওয়েল, হেষ্টিংস্ প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে বিস্তর ঘুষ লইতে আরম্ভ করেন।

অবশেষে মহা উৎপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দ ও আর্চডিকন সাহেবের নামে কাউন্সিলে অভিযোগ করিতে উদ্যত হয়। নন্দকুমারের সহিত তখন হেষ্টিংসের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সে উপযুক্ত বুঝিয়া নন্দকুমারের সহিত পরামর্শ করিতে চাহে। নন্দকুমারের জামাতা রায় রাধাচরণের সঙ্গে আলাপ করিয়া কমালউদ্দীন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, সে ফাউক সাহেবকে দিয়া কাউন্সিলে তাহার আবেদন উপস্থিত করিতে চায়, অতএব নন্দকুমার তাহার জন্য ফাউককে একটু অনুরোধ করিলে তাহার সুবিধা হয়। আর্ত্তের আশ্রয় নন্দকুমার শুনিয়াই রায় রাধাচরণকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে ফাউকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ফাউকও নন্দকুমারের অনুরোধে তাহার অভিযোগ কাউন্সিলে উপস্থিত করিতে সম্মত হন। তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নিকট বারওয়েল ৪৫ হাজার, গবর্ণর নজর হিসাবে ১৫ হাজার, বাল্ডিটার্ট ১২ হাজার, রাজা রাজবল্লভ ৭ হাজার ও কান্তবাবু ৫ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ এই ব্যাপার অবগত হইয়া গ্রেহামের মুন্সী সদরউদ্দীন্‌কে দিয়া কমাল্ উদ্দীন্‌কে হস্তগত করেন। হেষ্টিংস্ ইহাদ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক ভয়ানক অভিযোগের সূত্রপাত করাইলেন। তিনি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ এপ্রেল তারিখে সুপ্রীম কোর্টের জজদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন যে, কমাল-উদ্দীন্ আসিয়া বলে যে, নন্দকুমার ও ফাউক তাহার নিকট বলপূর্ব্বক হেষ্টিংস্, বারওয়েল প্রভৃতির নামে ঘুষ লওয়ায় এক মিথ্যা অভিযোগ-পত্র লিখাইয়া লইয়াছে এবং গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির নামের অভিযোগ-পত্র পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতেছেন না। জজেরা ইহাকে গবর্ণরাদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা বলিয়া অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে কমাল্-উদ্দীনকে আবেদন করিতে বলা হয়। আবেদন-পত্রে অভিযোগটী বেশ সাজাইয়া দেওয়া হয়, গঙ্গাগোবিন্দের ও আর্চডিকনের নামে সে যে অভিযোগ-পত্র নন্দকুমার ও ফাউককে দেয়, তাহা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতিকে ভয় দেখাইবার জন্য লিখিত হয়, বস্তুতঃ তাহা তাহার কাউন্সিলে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে সে নন্দকুমারের নিকট উহা যখন ফিরাইয়া আনিতে যায়, তখন নন্দকুমার তাহাকে বলেন যে, সে যদি গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-পত্র লিখিয়া দেয়, তবে গঙ্গাগোবিন্দের নামের অভিযোগ-পত্র ফিরাইয়া দিবেন। কমাল্ তখন বাধ্য হইয়া নিজের মুন্সীকে দিয়া নন্দকুমারের অভিপ্রায় অনুসারে গবর্ণরের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-পত্র লিখিয়া দেয়। তাহার পর রাধাচরণের সহিত সে ফাউকের নিকট গেল, ফাউক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি গবর্ণরকে কত টাকা দিয়াছ। সে কিছু দিই নাই বলায় ফাউক তাহাকে একখানা বছি ছুড়িয়া মারেন, অবশেষে তাহা দ্বারা গবর্ণর প্রভৃতির নামে ঘুষের একটী ফর্দ্দ লিখিয়া লইয়াছেন। ইহার পর, কমাল ঐ সকল অভিযোগ-পত্র ফিরাইয়া পাইবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু পায় নাই।

যথাকালে এই মোকদ্দমা বিচারার্থ উঠিলে নন্দকুমার বলেন, কমাল-উদ্দীন্, গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির নামের অভিযোগ-পত্র কোন দিন ফিরাইয়া চাহে নাই, বরং কাউন্সিলে দিবার জন্যই পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছে। গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতে কেহ তাহাকে বাধ্য করে নাই, সে নিজেই লিখিয়া আনিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেয়। তিনি বর্ণনা ভাল হয় নাই বলিয়া তাহার দু-এক স্থল পরিবর্ত্তন করাইয়া কমাল্ উদ্দীনের মুন্সীর দ্বারাই লিখাইয়া দেন। ফাউক সাহেবও সাক্ষ্য দিলেন। অবশেষে প্রমাণাদির বলে মোকদ্দমার অবস্থা এমন হইল যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা টেকিবে না। নন্দকুমার নির্ব্বিঘ্নে অব্যাহতি পাইবেন। ইহা বুঝিয়াই হেষ্টিংস্ উপায়ান্তর দেখিতে লাগিলেন।

মীর কাসিমের সময় হইতে কাসিমবাজারে পূর্ব্বোক্ত বোলাকিদাস শেঠের জহরতের কারবার ছিল। নন্দকুমারের শত্রু মোহনপ্রসাদ বাবু যে বোলাকিদাসের আমমোক্তার ছিলেন, তিনিই এই ব্যক্তি। নন্দকুমারের সহিত বোলাকির লেন দেন ছিল। মীরকাসিমের সময়ে নন্দকুমার একছড়া মুক্তার কণ্ঠী, একখানি কল্‌কা, একটা শিরপ্যাঁচ ও ৪টী হীরকাঙ্গুরী বোলাকিকে বিক্রয় করিতে দেন। ইংরাজদিগের সহিত মীরকাসিমের যুদ্ধ বাধিলে কাসিমবাজার লুঠ হয়, সেই সময়ে বোলাকির বাড়ীও লুঠ হয়। সেই সঙ্গে নন্দকুমারের দ্রব্যাদিও অপহৃত হয়। শেষে বোলাকি নন্দকুমারকে সেই সকল দ্রব্যের মূল্য স্বরূপ ৪৮০২১৲ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন এবং শতকরা চারি আনা সুদও দিতে স্বীকার করেন। কোম্পানীর নিকট তখন বোলাকির ২ লক্ষের উপর টাকা পাওনা থাকায় তিনি বলেন, ঐ টাকা পাইলেই আপনার এই টাকা সুদসহ শোধ দিব। এই দলিলে মাতাবরায় (মহাতপরায়), মহম্মদ কমাল ও বোলাকির উকীল সিলাবৎ সাক্ষী হইয়া সহি করিয়া দেন। তৎপরে বোলাকি নিজের সহি ও মোহর দিয়া নন্দকুমারকে প্রদান করেন।

বোলাকির মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারক পদ্মমোহন দাস নিযুক্ত হন। পদ্মমোহনের মৃত্যু হইলে

গঙ্গাবিষ্ণু নামে বোলাকির এক আত্মীয় ও বোলাকির পত্নী তাঁহার বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাদের সময়েও মোহনপ্রসাদ আম্‌মোক্তার ছিলেন। পদ্মমোহন যখন বিষয়ের তত্ত্বাবধারক ছিলেন, সেই সময় কোম্পানীর নিকট হইতে বোলাকীর প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা আদায় হয়। পদ্মমোহন তাহা হইতে নন্দকুমারের ঋণ পরিশোধ করেন, গঙ্গাবিষ্ণু বিষয়াধিকার পাইয়া মোহনপ্রসাদের পরামর্শে বোলাকির দেনা পাওনার হিসাব লইয়া নন্দকুমারের নামে এক দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। যখন এই ঘটনা হয়, তখনও সুপ্রীমকোর্ট হয় নাই। তখন মেয়র্‌স্ কোর্ট ছিল। গবর্ণরই তখন মেয়র্‌স্ কোর্টের সভাপতি। এই মোকদ্দমায় নন্দকুমার বোলাকির অঙ্গীকারপত্রের বলে জয়ী হন। হেষ্টিংস্ এই মোকদ্দমার কথা জানিতেন। কারণ তিনিই তখন মেয়র্‌স্ কোর্টের সভাপতি ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সেই অঙ্গীকার-পত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি মোহনপ্রসাদকে ডাকাই-লেন। মোহনপ্রসাদ আসিলে, তাহার সহিত কি পরামর্শ হইল। তৎপরে মোহনপ্রসাদ সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমারের নামে বোলাকিদাসের নাম ও মোহর জাল করিয়া দলীল প্রস্তুত ও তদ্বলে বোলাকির উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে অর্থাপহরণের এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। হেষ্টিংস্ ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় সুবিধা হইবে না দেখিয়া এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। মেয়রকোর্টের সেই পুরাতন মোকদ্দমা হইতে এই কুট বাহির হইল।

তখন ইংলণ্ডীয় আইনে জাল অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত, সুতরাং এই অপরাধীকে এখনকার খুনী-আসামীর ন্যায় গণ্য করা হইত।

মোহনপ্রসাদের অভিযোগ উপস্থিত হয় ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে। নন্দকুমার সংবাদ পাইয়া পাছে পলাইয়া যান, এই জন্য জজেরা তৎক্ষণাৎ কলিকাতার সেরিফ মিঃ মাক্রেবীকে এক পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে এইরূপ আদেশ ছিল, 'আপনি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র মহারাজ নন্দকুমারকে সাধারণ কারাগারে আবদ্ধ করিতে ক্ষণবিলম্ব করিবেন না। মোহনপ্রসাদ ও কমাল্-উদ্দীন্ খাঁ নামক দুই ব্যক্তির এজাহারে তিনি জাল করিয়াছেন, এইরূপ কতক প্রমাণ পাইয়া বিচারার্থ তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলাম।' প্রধান জজ ইম্পে এই পরোয়ানা সহি করিয়াই চলিয়া গেলেন। যখন পরোয়ানা বাহির হইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মিঃ ক্লারেট নামক একজন বিখ্যাত এটর্ণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জজদিগকে বলিলেন, 'নন্দকুমার মান্তগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ। সামান্য অপরাধীর মত তাঁহাকে সাধারণ কারাগারে থাকিতে হইলে তাঁহার জাতিপাত হইবে। বিচারে মুক্তি লাভ করিলেও তাঁহাকে বোধ হয় সমাজে হেয় হইতে হইবে। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র আবদ্ধ করিতে আদেশ দিন।' জজেরা শুনিয়া বলিলেন, 'তবে সন্ধ্যার পর ইম্পের বাড়ী গিয়া পরামর্শ করিয়া যথাবিহিত করা যাইবে।' রাত্রি ৯টার সময় সংবাদ আসিল যে জজদিগের পূর্ব্ব আজ্ঞামত কার্য্যই হইবে। সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সমস্ত কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নন্দ-কুমারের পরিবারে ক্রন্দন উঠিল। রাত্রি দশটার সময় সেরিফ মাক্রেবী আসিয়া নন্দকুমারকে সাধারণ কারাগারে লইয়া গেলেন। সেদিন রাজা গুরুদাস, রায় রাধাচরণ, সপুত্র ফাউক সাহেব ও আরও কতিপয় আত্মীয় স্বজন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কারাগারে মহারাজের নিকট ছিলেন। গুরুদাসের বিদায়ের সময় মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'হেষ্টিংস্ই যে চক্রান্তের মূল তা আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু ইহা আমার অদৃষ্টলিপি, দোষ তাহার নহে, তোমরা উতলা হইওনা, ভগবান্ আমায় রক্ষা করিবেন।

পরদিন প্রাতে সহরের আপামর সাধারণ অনেকেই দেখা করিতে আসিল। অনেকে প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ হইল। নন্দকুমার শুনিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বরাত্রে জলস্পর্শ করেন নাই। ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট সাধারণ কারাগৃহে তিনি পূজাহ্নিক করিতে পারিবেন না, সুতরাং আহারাদিও করিবেন না, স্থির করিলেন। বেলা বৃদ্ধির সহিত তৃষ্ণা পাইল, পরিচারকবর্গকে জোরে ব্যজন করিতে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজা গুরুদাস প্রভৃতি আবার চেষ্টা করি-লেন। কাউন্সিলের সভ্যেরাও জজদিগকে অনুরোধ করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু জজেরা কোন মতে সম্মত হইলেন না, বরং কএকজন পণ্ডিতের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া দেখাইলেন যে কারাগারে থাকিলে নন্দকুমারের জাতি নষ্ট হইবে না। কাউন্সিলের সদস্যেরা যখন জজদিগকে নন্দকুমারের তিনদিন নিরাহার নিরম্বু উপবাসের কথা জানা-ইয়া অনুরোধ করেন, তখন হেষ্টিংস্ও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু জজেরা কোন মতে সম্মত হইলেন না, বরং কএকজন পণ্ডিতের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া দেখাইলেন যে, কারাগারে থাকিলে নন্দকুমারের জাতি নষ্ট হইবে না।

ইম্পে ইচ্ছা করিলে নন্দকুমারকে এই কারাক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন। অন্য কোন স্থানে বা নন্দকুমারের নিজ বাড়ীতেই প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিলেও ইম্পের

কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটী হইত না, বরং যশই বাড়িত, কিন্তু পাছে তাহাতে হেষ্টিংসের বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহার সম্যক্ তৃপ্তির ব্যাঘাত হয়, এই জন্ম কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না।

জজদিগের অনুরোধে কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা, বাণেশ্বর শর্ম্মা, কৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা, গৌরীকান্ত শর্ম্মা প্রভৃতি কএকজন পণ্ডিত ব্যবস্থা দেন, কারাগারাদির ন্যায় স্থানে ভিন্ন ছাদযুক্ত গৃহে ম্লেচ্ছাদি সংসর্গরহিত হইয়া গঙ্গাজলে স্নানপূজা পাকাদি করিলে পতিত হয় না এবং কারামুক্তির পর বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গৃহীত হইতে পারে। নন্দকুমার এই ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিতেরা নন্দকুমারের কারাগৃহ দেখিয়া বলেন, এস্থলে মহারাজের আহার চলিতে পারে না, তবে করিলে জাতি যাইবে না, কেবল চান্দ্রায়ণাদি করিলেই শুদ্ধ হইবেন। যাহা হউক নন্দকুমার এই ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করিয়া উপবাসই করিতে লাগিলেন। তৃতীয়দিনে তাঁহার পীড়া হয়। ইম্পে ভীত হইয়া ডাঃ নর্ম্মিসনকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রকৃত শোচনীয় অবস্থা জানাইলে ইম্পে কলিকাতার তখনকার কারাধ্যক্ষ ম্যাথু ইয়ংগুলকে ডাকাইয়া কারাগারের বাহিরের উঠানে একটী তাঁবু খাটাইয়া দিতে বলিলেন। পরে মহারাজ এই স্থানে স্নানপূজাদি করিতেন।

ওদিকে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা আগে দায়ের হইলেও হেষ্টিংসের প্ররোচনায় জালকরার মোকদ্দমার বিচারের দিন পূর্ব্বেই নিরূপিত হইল। ৮ই জুন বিচার আরম্ভ হইল। ৯ই জুন এড্ওয়ার্ড্ স্কট, রবার্ট্ ম্যাক্‌ফার্লেন, টমাস্‌স্মিথ, এড্ওয়ার্ড্ এলারিংটন্ যোসেফ্, বার্ণার্ড স্মিথ, জন রবিন্‌সন, জন ফার্গুসন, আর্থার আডি, জন কলিস, স্যামুয়েল টাউচেট, এডওয়ার্ড সাটারথোয়েট ও চার্লস্ ওয়েষ্টন এই ১২ জন জুরী ও সুপ্রীমকোর্টের চেম্বার্স, হাইড, লেমেষ্টার এই তিন জন জজ এবং প্রধান বিচারপতি ইম্পে বিচারাসনে বসিলেন। ইলিয়টসাহেব দ্বিভাষী এবং নন্দকুমারের পক্ষে এটর্ণী জ্যারেট ও ব্যারিষ্টার ফরার নিযুক্ত হন। ফরিয়াদীর পক্ষে কমাল-উদ্দীন্ খাঁ, তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খাজা পিক্রস্ সদরউদ্দীন্, মোহনপ্রসাদ, রাজা নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণজীবন দাস ও সহবৎপাঠক এই আটজন মূল সাক্ষী ছিল। নন্দকুমারের পক্ষেও অনেক সাক্ষী ছিল। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, অঙ্গীকার-পত্রের সাক্ষী তিনজনের মধ্যে শীলাবৎ উকীলের মৃত্যু হইয়াছে, মাতাব রায় নামে কোন লোক ছিল না, আর মহম্মদ কমলই এই কমাল উদ্দীন্ খাঁ। নন্দকুমারের পক্ষ হইতে বলা হয়, অঙ্গীকার-পত্রের তিন সাক্ষীরই মৃত্যু হইয়াছে। মহম্মদ কমাল-উদ্দীন খাঁ নহে। ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে নানা গোলমাল করে। উত্তরপক্ষের মানিত সাক্ষী কৃষ্ণজীবনের সাক্ষ্যেও আসামীপক্ষের সুবিধা হয়, কিন্তু ইম্পে জুরীদিগকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবার সময় কেবল ফরিয়াদিপক্ষের সাক্ষীর কথাই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। অবশেষে ১৫ই জুন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বিচার চলে। পরদিন রায় প্রকাশ হয়। মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। নন্দকুমার কারাগারে গিয়া একটী দ্বিতল গৃহে বাস করেন। আদেশের পর ২২ দিন তিনি কারাগারে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সিস্ ও ক্লেভারিংকে একখানি পত্রে নিজ দোষহীনতার কথা লিখিয়াছিলেন। নবাব মোবারক উদ্দৌলাও এই সময়ে কাউন্‌সিলে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে ইংলণ্ডাধিপের নিকট এ বিষয় জানান হউক ও যতদিন তাঁহার আদেশ না আসে, ততদিন নন্দকুমারের ফাঁসী স্থগিত থাকুক, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এই কারাবাস-কালে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমারও নিষ্পত্তি হয়, তাহাতে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধের অভিযোগে কেহ দোষী হন নাই, কিন্তু বারওয়েলের বিরুদ্ধের অভিযোগে নন্দকুমার ও ফাউক দোষী এবং রাধাচরণ নির্দ্দোষ হন।

সেরিফ ম্যাক্রেবী নন্দকুমারের এই কয়দিনের সাহস, অবিচলতা ও গাম্ভীর্য্যের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ৫ই আগষ্ট প্রাতে সেরিফ কারাগারে উপস্থিত হইলেন। এইদিন তাঁহার ফাঁসীর দিন। মহারাজ তাঁহার পূর্ব্ব রাত্রিতে নিজের হিসাব পত্র দেখিয়াছিলেন। মহারাজ সেরিফকে দেখিয়া নীচে আসিয়া একটী ঘরে বসিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে নিজ অনুচর ব্রাহ্মণ তিনজনকে তাঁহার মৃতদেহ বহনের জন্ম ইঙ্গিত করিলেন। এই সময় তিনি সেরিফের নিকট ক্লেভারিং মন্‌সনের নামে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে গুরুদাসের তত্ত্বাবধান করিতে এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা বলিয়া মনে করিতে তাঁহার শেষ অনুরোধ জানাইলেন। তখনও তিনি স্থির শান্ত। সেরিফের নিকট সময় জিজ্ঞাসা করায় সেরিফ বলিলেন, এখনও সময় হয় নাই। শুনিয়া তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎপরে মহারাজ উঠিলেন এবং তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি রাজা গুরুদাস লইয়া যাইবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া পাল্কীতে বসিলেন। খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারে (আধুনিক হেষ্টিংস্) বধ্য ভূমি স্থির হইয়াছিল। অনুচর ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হইলে তিনি কিয়ৎক্ষণ পাল্কীতে বসিয়া জপ করিলেন। পরে তিনি ইঙ্গিত করিলে তাঁহার হাত বাঁধিয়া দিয়া মঞ্চে উঠান হইল। তাহার পর মহারাজের ইঙ্গিতমাত্র তাঁহার অনুচর তাহার মুখাচ্ছাদন করিল। সেরিফ

তখন তাঁহার মুখে প্রশান্তভাব দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার ফাঁসী হইয়া গেল। মহারাজের নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ অনুচরেরা তাঁহার শব লইয়া গেল। দর্শকগণের মধ্যে অনেকে গঙ্গা স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা-দর্শনজনিত পাপশান্তি করিলেন। অনেকে ব্রহ্মহত্যায় কলঙ্কিত কলিকাতায় বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পরপারে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায় বালী উত্তর-পাড়ায় ব্রাহ্মণাবাসের প্রাদুর্ভাব হয়।

তখন কলিকাতায় এক রঙ্গালয় (থিয়েটার) ছিল, ইংরাজেরাই অভিনয় করিতেন। তাঁহারা ইম্পে ও হেষ্টিংসের অত্যাচার অবলম্বন করিয়া এক রঙ্গনাট্য পর্য্যন্ত অভিনয় করিয়াছিলেন। *

নন্দকুমারের চিহ্ন এখনও আছে, কীর্ত্তিও আছে। তিনি ভদ্রপুরের বাড়ীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ সমবেত করিয়া তাঁহাদের পদধূলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই কার্য্যে তত্ত্বাবধান করেন। এই সমারোহের কার্য্য উপলক্ষে একটী গাথা আছে—

"ভাদুরের নন্দকুমার,
লক্ষ বামুন কল্লে সুমার,
কেউ খেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।" ইত্যাদি।

এই বন্দুকের হুড়ো অবশ্য ব্রাহ্মণেরা খান নাই, কেননা যিনি পদধূলির জন্য ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে হুড়ো দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই পদধূলির কতকাংশ আজিও কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে আছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের আসনের জন্য লক্ষ পিঁড়া (কাষ্ঠাসন) প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারও দুইচারি খানি আজও ঐ রাজবাড়ীতে আছে। যে তোরণদ্বার দিয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ পুরপ্রবেশ করেন, সে তোরণদ্বারও বর্ত্তমান আছে। মহারাজ বৈষ্ণব ছিলেন। ভদ্রপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন-মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও বৃন্দাবনচন্দ্র নামে বিগ্রহ আছেন। গৌরীশঙ্কর নামে শিব ও আকালীপুরের ভদ্রকালীও তাঁহারই স্থাপিত। ভদ্রকালীর মন্দির বর্ত্তমান। নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, বৃন্দাবনচন্দ্র ও গৌরীশঙ্কর প্রতিমা রাজা মহানন্দ (নন্দকুমারের দৌহিত্র) কর্ত্তৃক ভদ্রপুর হইতে কুঞ্জঘাটায় আনীত হইয়াছে। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ভদ্রপুরের রাণীসায়র ও গুরুসায়র নামে দুই বৃহৎ পুষ্করিণীও বর্ত্তমান ও কুঞ্জঘাটার বর্ত্তমান কুমার কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত হইয়াছে। ভদ্রপুরের প্রাসাদের চিহ্ন আছে। মৃত্যুকালে মহারাজ ৫২ লক্ষ টাকা নগদ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজা গুরুদাস বিষয়াধিকার পান, গুরুদাসের পর তাঁহার পত্নী রাণী জগদম্বা বিষয়াধিকারিণী হন, কিন্তু কিছুদিন পরে মহারাজ নন্দকুমারের একমাত্র দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী রাজা মহানন্দ মাতুলানীর হস্ত হইতে বিষয়াদি হস্তগত করেন। রাজা মহানন্দ নিজামতের দেওয়ান হইয়াছিলেন ও রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কুঞ্জঘাটার প্রাসাদে যে ঘরে তাঁহাকে খেলাৎ দেওয়া হয়, সে ঘর খেলাৎঘর নামে আজিও বর্ত্তমান। হেষ্টিংসের বিচারপ্রণালী যে নির্দ্দোষ তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ হেষ্টিংসের বিলাতে বিচারকালে রাজা মহানন্দ ও অন্যান্য হেষ্টিংসপ্রিয় লোকেরা এ দেশ হইতে এক আবেদন পাঠান। রাজা মহানন্দও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রাধামোহন এবং গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

* Dr. Busted's Echoes from Old Calcutta.

নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ, রাধামানতরঙ্গিণী নামে সংস্কৃত কাব্য-রচয়িতা।

নন্দকুজা, রাজসাহী জেলায় বরাল নদীর একটী শাখা।

নন্দকূপ, একটী কূপ, কালিয়সর্পদমনের দিন নন্দাদি গোপগণ এই কূপ নির্ম্মাণ করিয়া জল পান করেন। (ভক্তমাল)

নন্দগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী ডাকঘর, তিনটী স্কুল ও বাজার আছে। এই নগরের অনতিদূরে প্রতাপগড় নামক একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দগাঁও, ভরতপুর-গিরিমালার শিখরদেশে অবস্থিত একটী গ্রাম। এইখানে কৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দঘোষের বাস ছিল বলিয়া এখানকার লোকেরা ইহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকে। এখানে নন্দরায়জীর একটী মন্দির আছে। রূপসিংহ নামে কোন এক জাঠ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একটী বাঁধান চত্বরের মধ্যস্থলে মন্দির অবস্থিত, এবং উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরের উপর দাঁড়াইলে, গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত মথুরা জেলার সকল সমতল ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রাম তাদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে; কিন্তু ইহাতে কতিপয় সুরম্য হর্ম্ম্য আছে। মনসাদেবীর একটী মন্দির ব্যতীত, অবশিষ্ট মন্দিরগুলি একই কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন নামে উৎসর্গীকৃত যথা,— নরসিংহের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, যশোদানন্দনের মন্দির, নন্দনন্দনের মন্দির, রাধামোহনের মন্দির ইত্যাদি। যশোদানন্দনের মন্দিরটীর গঠন নন্দরায়জীর মন্দিরের গঠনের অনুরূপ। উৎকৃষ্ট ভরতপুর পাথরে একটী নির্ম্মিত, ১১৪টী সোপান-বিশিষ্ট সিঁড়ি দ্বারা ঐ মন্দিরে আরোহণ করিতে হয়। এই সিঁড়ি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে, কলিকাতার রামপ্রসাদবাবুর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের পাদদেশে ব্যবসায়িগণ এবং যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘর

আছে, এবং পশ্চাদ্দেশে একটী বিস্তৃত উদ্যান আছে। উদ্যানের পরই পান-সরোবর। ইহার ঘাটগুলি বর্দ্ধমানের কোন রাজা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তথাকার লোকে বলে যে নন্দগাঁওতে ৫৬টী কুণ্ড আছে, কিন্ত এই পাপযুগে সেগুলি সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। নন্দগাঁওর ৫ মাইল দূরে বর্ষণ নামে একটী স্থান আছে। উহা কৃষ্ণের প্রণয়িনী রাধিকার জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত।

নন্দগায়ন, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর জেলাস্থ একটী ক্ষুদ্র করদরাজ্য। এখানকার রাজারা ব্রহ্মচারী বৈরাগী। ইহাদের পোষ্যপুত্রেরা উত্তরাধিকারী হয়।

নন্দগিরি, চিতোরের নিকটে পুরাকালে এই নামে এক নগর ছিল।

নন্দগোপিত (স্ত্রী) নন্দায় হর্ষায় গোপিতা। রাস্না। (শব্দচ°)

নন্দথু (পুং) নন্দ-অথুচ্ (ট্বিতোঽথুচ্। পা ৩৷৩৷৮৯) আনন্দ। (শব্দর°)

নন্দদাস, একজন খ্যাতনামা সংস্কৃতবিৎ, ইনি নিম্বার্কতত্ত্বনির্ণয় ও প্রকাশিনী নামে তত্ত্বসারটীকা রচনা করেন। কাহারও মতে, এই দুই গ্রন্থ দুই ব্যক্তির রচনা।

নন্দদাস সাধু, একজন বৈষ্ণব সাধু। ভক্তমালে ইহার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বৃত্তগণ ইহার নামে কলঙ্কারোপ করিবার জন্য একটী মৃত গোবৎস ইহার ভবনে লুকাইয়া রাখিয়া গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া সেই স্থানে আনে। সাধু এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তাহাতে ঐ বাছুর পুনর্জীবিত হয়। (ভক্তমাল।)

নন্দদেব, নেপালের ঠাকুরীবংশীয় চতুর্থ রাজা। ইহার সময়ে নেপালে শকাব্দ প্রচলিত হয়।

নন্দন (ক্লী) নন্দয়তীতি নন্দ-ল্যু (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩৷১৷১৩৪।) ১ ইন্দ্রবন, ইন্দ্রের উদ্যান।

"অভিজ্ঞাশ্ছেদপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রুমাঃ।" (কুমার ২৷৪১।)

২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৫৷৭৷১১৷১৩৷১৫৷১৬ ও ১৮ বর্ণগুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার একাদশ ও সপ্তম অক্ষরে যতি। লক্ষণ—

"নজ ভজ রৈস্ত রেফ সহিতৈঃ শিবৈর্হয়ৈর্নন্দনং।" (ছন্দোম°)

(পুং) ৩ সুত। (স্ত্রী) ৪ সুতা, দুহিতা। (পুং) ৫ ভেক। ৬ বিষ্ণু। (ত্রি) ৭ হর্ষক। ৮ মহাদেব। ৯ কুমারানুচরভেদ। ১০ কামাখ্যাস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বত চন্দ্রকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই পর্ব্বতে সুরপতি ইন্দ্র কামাখ্যার সেবার জন্য সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। চন্দ্রদেব প্রতি অমাবস্যার তিন বার চন্দ্রকুণ্ড ও নন্দন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রকুণ্ডের জলে স্নান করিয়া এই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রের পূজা করিলে মহাফললাভ হয়। নন্দনের পূর্ব্বভাগে ভস্মকূট নামে আর একটী পর্ব্বত আছে। (কালিকাপু° ৭৯ অ°)। ১১ ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ষড়্বিংশতিতম বৎসর।

"সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং শস্যং ভবতি শোভনম্।
বহুক্ষীরাস্তথা গাবো নন্দন্তে নন্দনে প্রিয়ে॥" (ভবিষ্যপু°)

এই নন্দন বৎসরে সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, শস্য এবং গাভী সকল দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

নন্দন, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের এক ব্যক্তি শ্রীকণ্ঠচরিতরচয়িতা কবি মঙ্খের সমসাময়িক। এক ব্যক্তি সংস্কৃত 'বর্ণাভিধান' রচনা করেন। এক ব্যক্তির রচিত শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা পাওয়া যায়।

নন্দনামে আর এক ব্যক্তি মহাভারতের টীকা এবং মনুসংহিতার নন্দিনী নামে টীকা রচনা করেন। ইনি বীরমল্ল নামক এক সামন্তরাজের বন্ধু ছিলেন। ইহার পিতার নাম লক্ষ্মণ। মতান্তরে ইহার ভ্রাতার নাম লক্ষ্মণ।

নন্দন, ১ মেরুর উত্তরস্থিত ইন্দ্রের কানন, দেবরাজের উদ্যান। ২ চৌহান বংশীয় একজন রাজার নাম।

নন্দনচক্রবর্ত্তী, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর অঞ্চলের এক রাজা। ইনি ১২০৬ খৃঃ অব্দে কানুগণ্ডায় হরিহরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দনজ (ক্লী) নন্দনে জায়তে ইতি জন-ড। ১ হরিচন্দন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রি) ৩ আনন্দজাত মাত্র।

নন্দনন্দন (পুং) নন্দস্য নন্দনঃ আনন্দজনকঃ। শ্রীকৃষ্ণ। [কৃষ্ণ দেখ।]

ভাগবত ১০৩ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ লিখিত আছে। (স্ত্রী) ২ যোগমায়া।

নন্দনন্দিনী (স্ত্রী) নন্দস্য নন্দিনী ৬তৎ। দুর্গা, যোগমায়া। যোগমায়া নন্দের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বসুদেব কংসভয়ে এই কন্যাকে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে এই বৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারে নাই। [কৃষ্ণ দেখ।] হরিবংশ ৫৮ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।" (মার্কণ্ডেয়পু°)

নন্দনমালা (স্ত্রী) নন্দনা আনন্দজনিকা মালা। মালাভেদ, এই মালা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়।

"ভূপ নন্দনমালাস্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি।
দেবকন্যাবৃতৈর্নিত্যৈঃ সেব্যতে সুমনোহরৈঃ॥" (দ্বারকামাহাত্ম্য)

নন্দনমিশ্র, বাগেশ্বর মিশ্রের পুত্র। মৈত্রেয়রক্ষিত *কৃত তন্ত্রপ্রদীপের তন্ত্রপ্রদীপোদ্দীপন নামে টীকা-রচয়িতা।

নন্দনসর, কাশ্মীরের একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। হরিপুর নদী এই হ্রদ হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থ।

নন্দনাথ, ভাস্কর-কৃত নবরত্নমালার একজন টীকাকার।

নন্দনাবাসী, বঙ্গের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের একটী গাঁই।

নন্দন্ত (পুং) নন্দত্যনেনেতি নন্দ-ঝচ্, সচ বিৎ। (রুহিনন্দিজীবিপ্রাণিভ্যঃ ষিদাশিষি। উণ্ ৩।১২৩)। ১ পুত্র। ২ রাজা। ৩ মিত্র। (সংক্ষিপ্তসার—উণাদিবৃত্তি)।

নন্দপণ্ডিত, এই নামে দুই জন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম নন্দ রামপণ্ডিত ধর্ম্মাধিকারীর পুত্র। ১৫৬৮ হইতে ৬৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার অন্য একটী নাম বিনায়কপণ্ডিত। কাশীপ্রকাশতত্ত্বমুক্তাবলী, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকমীমাংসা, নবরাত্রপ্রদীপ, পরাশরস্মৃতিটীকা, মাধ্বানন্দকাব্য, প্রমিতাক্ষরা নামে মিতাক্ষরার টীকা, বিষ্ণুস্মৃতি টীকা, শ্রাদ্ধকল্পলতা, শ্রাদ্ধমীমাংসা, স্মৃতিসিন্ধু এবং হরিবংশবিলাস, এই কয়খানি পুস্তক ইহার রচিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কাশীরাজ কেশব-নায়কের আদেশে ১৬৭৯ সম্বতে কেশব-বৈজয়ন্তী নামে বিষ্ণুস্মৃতিটীকা এবং অঙ্গরাজপুত্র ও হরিবংশবর্ম্মার আদেশে স্মৃতিসিন্ধু ও সংস্কার-নির্ণয় রচনা করেন।

দ্বিতীয় নন্দ পণ্ডিত শ্রীরামশর্ম্মার পুত্র। ইনি জ্যোতিঃসারসমুচ্চয়, স্মার্ত্তসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নন্দপাল (পুং) নন্দং আনন্দং নিধিবিশেষং পালয়তি পালিঅচ্। বরুণ।

নন্দপুত্রী (স্ত্রী) নন্দস্য পুত্রী ৬তৎ। দুর্গা। যোগমায়া, নন্দনন্দিনী।

নন্দপ্রয়াগ, সপ্ত প্রয়াগের মধ্যে একটী। ইহা অলকানন্দা ও নন্দা যোগে উৎপন্ন। [প্রয়াগ দেখ।]

নন্দপ্রভঞ্জনবর্ম্মা, কলিঙ্গের একজন রাজা।

নন্দয়ন্ত (ত্রি) নন্দয়তীতি নন্দি-ঝচ্ সচ বিৎ। (তৃভূবহীতি। উণ্ ৩।১২৮।) আনন্দজনক।

নন্দরবার, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খান্দেশ জেলার একটী উপবিভাগ। ২ নন্দরবার উপবিভাগের প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ২১° ২৩´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৮´ ৪৫´´ পূঃ। ইহা খান্দেশের একটী অতি পুরাতন স্থান।

নন্দরাজ, সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাংশে এক নগর আছে। কথিত আছে, সত্যযুগে ঐ নগরে নন্দরাজ নামে এক রাজা থাকিতেন, তাঁহার সাত কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু পুত্র ছিল না। সমুলানাম্নী জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী জঙ্গলগ্রীরের অন্তর্গত কক্কু নামক স্থানে গমন করিয়া ছিলেন। সেই স্থানে তদ্দেশীয় এক রাজপুত্রের সহিত উক্ত রাজকুমারীর পরিণয় হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ নগরের যাবতীয় অর্থ ও সমৃদ্ধি রাজকুমারীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মী বৃশ্চিক রূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

নন্দরাম, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ইষ্টদর্পণ, গ্রহণপদ্ধতি, এবং প্রশ্নতত্ত্ব প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত পুস্তক খানি ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। ঐ নামে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আত্মতত্ত্বপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নন্দরাম দাস, মহাভারতকার সুবিখ্যাত কাশীরাম দাসের পুত্র। ইনিও পিতার ন্যায় সুকবি ছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে ইহার রচিত মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বের হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথিখানির অধিকাংশই পূর্ণচন্দ্রোদয়-প্রেসের ছাপা কাশীরাম দাসের মহাভারতের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও এই পুঁথিতে ছাপা পুস্তক অপেক্ষা কম আছে, তবে অধিকাংশ স্থলে কমই দেখা গিয়াছে, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহার প্রত্যেক চরণ ছাপা পুস্তকের প্রত্যেক চরণের সহিত মিল। এতদ্ভিন্ন কাশীরামের ছাপা পুস্তকে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা অর্থাৎ অভিমন্যুর রণে দুর্য্যোধনের পদ্মনামক এক পুত্রের মৃত্যু, দুর্য্যোধন-ভ্রাতৃগণের ৯৯টী পুত্রের মৃত্যু প্রভৃতি এই পুঁথিতে অবিকল আছে। এতদ্ভিন্ন ছাপা পুস্তকে যে অধ্যায়টী যে ছত্রে লিখিত, ইহারও সেই অধ্যায়টী সেই ছত্রে লিখিত। তবে হস্তলিখিত পুঁথিখানিতে অধ্যায় সংখ্যা বেশী আছে। তাহা মিলাইতে গিয়া দেখা গিয়াছে, ছাপার পুস্তকে একএকটী অধ্যায় অতি দীর্ঘ এবং দুইটী স্বতন্ত্র প্রস্তাবে গঠিত, হস্তলিখিত পুঁথিতে সেই দুই স্বতন্ত্র প্রস্তাব স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে লিখিত এবং ভণিতাযুক্ত।

হস্তলিখিত পুঁথিতে ভণিতা এইরূপ আছে,—

(১) "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামসুত কহে শুনে পুণ্যবান। (পুঁথির পৃঃ ৫।২)

(২) শুনহ ভকত লোক হয়া একমতি।
নন্দরাম দাস বলে মোর রাধাশ্যাম গতি॥ (১৬।২)

(৩) পয়ারে বন্দিয়া কহে নন্দরাম দাস॥" (২২।২)

(৪) "কায়স্থকুলে উৎপত্তি দেবকুলে স্থিতি
কহে নন্দরাম দাস॥" (২৪।২)

এই ভণিতার ন্যায় ভণিতা সর্ব্বত্র আছে। এই ভণিতা হইতে নন্দরামকে কায়স্থদেববংশীয় কাশীরামসুত বলিতে

কাহারও সন্দেহ হয় না। কাশীরাম নিজ গ্রন্থে যে সকল ভণিতার অংশ অর্থাৎ "মহাভারতের কথা অমৃত লহরী" "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" "দ্রোণ পর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান" ইত্যাদি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, নন্দরামের পুঁথিতেও অধিকাংশ স্থলে সেই সকল ভণিতাংশ অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজকৃত ভণিতাও আছে।—

(১) শুনহ ভকত লোক হয়া একমতি।
নন্দরাম দাস বলে মোর রাধাশ্যাম গতি॥

(২) নন্দরাম দাস বলে সেবি রাধাপতি।
তোমা বিনে কৃষ্ণচন্দ্র নাহি মোর গতি॥

ইত্যাদিও যথেষ্ট আছে।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয় যে, কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্বন্ধে একটী যে প্রচলিত প্রবাদ আছে,

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"

এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক নহে। এই নন্দরাম দাসের ভণিতা ও পুঁথি পাইয়া এখন বিশ্বাস হইতেছে যে কাশীদাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রাদিই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের কোন কোন অংশ গাঁথিয়া তুলেন। এই নন্দরামের পুঁথিতেই আর একটী ভণিতা পাওয়া যায়—

(১) মহাভারতের কথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীরামদাস কহে রামনারায়ণ॥

(২) দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে রামনারায়ণ॥

এই রামনারায়ণ কে? তাহার মীমাংসা হয় নাই, কিন্তু সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে এই রামনারায়ণের ভণিতা ঐ দুইটী ছাড়া আর একটীও নাই, সুতরাং বোধ হয় যে যে অধ্যায়ে রামনারায়ণের ভণিতা আছে, সেই সেই অধ্যায় রামনারায়ণ নামক কাশীরামের কোন আত্মীয়ের রচনা।

নন্দরামের পরিচয় অধিক কিছু পাওয়া যায় নাই, তবে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে মনে করা যাইতে পারে। মুদ্রিত পুস্তকে যে যে স্থলে নন্দরামের ভণিতার পরিবর্ত্তে কাশীরামের ভণিতা পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে এইরূপ বিবেচনা হয় যে উহাও কোন জয়গোপালী সংশোধনের ফল। কিন্তু সে সংশোধন শতাধিক বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাশীরামের পর তাঁহার পুত্র নন্দরাম যে মহাভারত রচনা করেন, তাহার আরও একটী প্রমাণ এই যে, নিঃসঙ্কোচে পিতার লিখিত ভণিতাংশ গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার রচিত প্রত্যেক পংক্তি মুদ্রিত পুস্তকের প্রত্যেক পংক্তির সহিত মিলিয়া গিয়াছে। কাশীরামের অন্যান্য আত্মীয়ও এইরূপ মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ মিল দেখা যায় না। নন্দরামের কবিত্বের স্বতন্ত্র-পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অতি পুরাতন একখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কাশীরামের পরিচয় আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে কাশীরামের প্রপিতামহের নাম প্রিয়াকর বা প্রিয়ঙ্কর নহে। শ্রীকৃষ্ণদাস। "শ্রীকৃষ্ণদাসের পুত্র সুধাকর নাম।" বিশ্বকোষের "কাশীরাম দেব" শব্দে "তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসপিতা" এই পাঠের স্থলে উহাতে "তস্য তাত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসপিতা" এইরূপ পাঠ আছে। কাশীরামের অনুজ গদাধরদাসের জগৎ-মঙ্গল নামক গ্রন্থে তাঁহাদের এইরূপ বংশ-পরিচয় আছে—

"ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রাবনী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।
দামোদরপুত্র তার সদা ভজে হরি॥
ভুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন।
ভুবরাজপুত্র হইল মিলএ যতন॥
তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।
তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রসঙ্গ রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়সঙ্গ হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব।
অম্বু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥
সুধাকরনন্দন যে এ তিন প্রকার।
ভুমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিলা পাঁচালীর ছন্দ ভারতপুরাণে॥
জগতমঙ্গলকথা করিলা প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর-দাস॥"

জগৎমঙ্গলের পুঁথিতে যেরূপ আছে, ঠিক তাহাই উদ্ধৃত

হইল। এই পুঁথির বর্ণনাই যেন প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। অপরাপর পুঁথি-লেখকের দোষে কাশীরামের পরিচয় উল্টাপাল্টা হইয়াছে। নন্দরামের পিতৃব্য গদাধর দাস জগৎমঙ্গলের রচনা-কাল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"স্কন্দপুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুর চরিত্র॥
না বুঝয় পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে।
তে কারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্ব্বজন।
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥
সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চ শতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে।
নরসিংহ নামে দেখ উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥
মহালয় তাপী হয় বেরিজ সহর।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগবর॥
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর।
বিশ্বাসের বাটী স্থিতি সেই স্থানবর॥
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে।
শুনিয়া পুরাণ বড় ইচ্ছা হইল মনে॥
পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ॥"

উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, ১০৫০ সনে বা ১৫৬৭ শকাব্দে গদাধর জগৎমঙ্গল রচনা করেন। তৎকালে উৎকলে নরসিংহ নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে অথবা ইঁহারই অনতিপরে গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কবি নন্দরাম বিদ্যমান ছিলেন, তাহা মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যায়।

নন্দবংশ, নন্দবংশী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও বিহারে আভীর গোপ বা গোয়ালাদিগের মধ্যে একটী বিভাগ।

নন্দবক, বৈশ রাজপুতদিগের একটী শাখা।

নন্দবন, নন্দন-কানন, মর্ত্ত্যবাসীদিগের ভোগ-কাল শেষ হইলে, তাহারা এই স্বর্গীয় কাননে আসিয়া সহসা পূর্ব্বরূপ পরিহার-পূর্ব্বক নূতন রূপ ধারণ করে। (পুরাণ)

নন্দবনা, আজমীর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী এক শ্রেণীর বণিক জাতি।

নন্দবনিবোর, রাজপুতানার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে প্রধানতঃ মাড়বারে দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দবরিক, তৈলঙ্গের নিয়োগী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী থাক।

নন্দবর্দ্ধন, মগধের একজন রাজা। কথিত আছে, ইনি অযোধ্যায় মণিপর্ব্বত নামক কৃত্রিম পর্ব্বতটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং মগধ হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম তুলিয়া দিয়া জাতিভেদ রহিত করেন।

নন্দসুন্দর, একজন জৈন পণ্ডিত। হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসন-লঘুবৃত্তির অবচূরি-রচয়িতা।

নন্দা, নন্দা এবং তাহার ভগিনী নন্দবালা, দুইজনে সেনানী নামক গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। তাহারা শুনিয়াছিল যে বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে একজন রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন; এজন্য তাহারা পায়স প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়া ছিলেন। বোধিসত্ত্ব একটী মণিমুক্তাখচিত স্ফটিক পাত্রে ঐ পায়স গ্রহণ করিয়া আহারান্তে তাহা নদী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ভগিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা কোন বর প্রার্থনা করে কি না? তাহারা বলিল, "আপনি যখন রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন, তখন যেন আমরা আপনার পত্নী হইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্ঞানে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন, বিষয়-বিভবে নহে। ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে "আপনার দিব্য জ্ঞান অচিরে লাভ হউক" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল। (অবদান)

নন্দা (স্ত্রী) নন্দয়তীতি নন্দি-অচ্-টাপ্। ১ দুর্গা।

"এবমুক্ত্বা ভবং ব্রহ্মা পুনর্দেবীং স চাব্রবীৎ।
ত্বয়া দেবি মহৎকার্য্যং কর্ত্তব্যঞ্চান্যদস্তি নঃ॥
ভবিষ্যং মহিষাখ্যস্য অসুরস্য বিনাশনম্।
এবমুক্ত্বা ততো ব্রহ্মা সর্ব্বে দেবাশ্চ পার্থিব॥
যথাগতাস্ততো জগ্মুর্দেবীং স্থাপ্য হিমে গিরৌ।
সংস্থাপ্য নন্দিতা যস্মাত্তস্মান্নন্দা তু সা ভবেৎ॥" (বরাহপু°)

ব্রহ্মা দেবী ভগবতীকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি! তুমি দেবতাদিগের মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, আমাদের আর একটী কার্য্য আছে, তুমি ভবিষ্যতে মহিষাসুর নামক অসুরকে বধ করিবে! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সকল দেবতা দেবীকে হিমালয়ে সংস্থাপিত করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবীকে হিমালয়ে স্থাপন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম নন্দা হইয়াছে।

স্থানান্তরে আরও লিখিত আছে—দেবী সুরলোক, নন্দন-কানন এবং অতি পবিত্র হিমাচলে অবস্থান করিয়া আনন্দিতা হন, এই জন্তও ইহার নাম নন্দা হইয়াছে। ২ অলিঞ্জর, নাদা, জলের জালা। ৩ তিথিভেদ।

"প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দাজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।"
(জ্যোতিঃসারসং)

প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠী তিথির নাম নন্দা। শুক্রবারে যদি এই নন্দা তিথি হয়, তাহাতে সিদ্ধিযোগ হইয়া থাকে।

ইহা যাত্রা কর্ম্মে শুভজনক। ৪ ননন্দ, ননদ। ৫ সম্পদ। ৬ সংক্রান্তিভেদ।

"স্থিরে জীববারে তু নন্দেতি সংজ্ঞা
তদা বিপ্রবর্গঃ সুখী মাসমেকং।" (মুহূর্ত্তচিন্তা°)

৭ কামধেনুবিশেষ। (অগ্নিপুরাণ কামধেনুপ্রদাননামাধ্যায়।)
৮ ধর্ম্মরাজ হর্ষের পত্নী। (ভারত ১।৬৬।৩৩)

৯ দ্বিশাল গৃহবিশেষ।

"নন্দাখ্যং তদ্বিশালঞ্চ ধনদং শোভনং স্মৃতম্।" (বিশ্বক° প ২ অ°)
১০ তীর্থবিশেষ।

নন্দাঙ্গ (দেশজ) ননদ।

নন্দাতীর্থ (ক্লী) তীর্থরূপ নদীবিশেষ। মহাভারতে বনপর্ব্বে এই তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হেমকূট পর্ব্বতের অদূরে নন্দা ও অপরনন্দা নামে দুইটী নদী আছে। এই স্থানের অবস্থা অতিশয় বন্ধুর। সাধারণ লোকে এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় না। এ স্থানে সর্ব্বদা প্রবল বায়ু বহিতেছে এবং বারিধর অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সর্ব্বদা বেদপাঠ ধ্বনি শ্রুত হয়, অথচ কাহাকেও পাঠ করিতে দেখা যায় না। সায়ং ও প্রভাত সময়ে অগ্নিদেব দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যদি কেহ এই স্থানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মক্ষিকা সকল তপোবিঘ্নকারী হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে, ইহাতে তপস্বীদিগের তপোভঙ্গ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির এই তীর্থে আসিয়া এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করেন। যুধিষ্ঠির ইহা দেখিয়া লোমশ মুনিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন। রাজন্! এই ঋষভকূটে ঋষভ নামে অতি কোপনস্বভাব এক মুনি সর্ব্বদা তপস্যায় নিরত থাকিতেন, তাঁহাকে অন্যান্য লোকে সম্ভাষণ করিত বলিয়া তিনি পর্ব্বতকে এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, সেই অবধি পর্ব্বত এই ভাব ধরিয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবগণ নন্দাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। কতকগুলি পুরুষ সহসা তাহাদিগের দর্শনার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাদিগকে দর্শন দানে অনিচ্ছু হইয়া এই স্থানকে পর্ব্বতপরিধি দ্বারা দুর্গাকারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই অবধি এই স্থান দুর্গম হইয়াছে। এই তীর্থে যাহারা অবগাহন করে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত এই তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন।

(ভারত বনপর্ব্ব ১১০ অ°)

নন্দাত্মজ (পুং) নন্দস্য আত্মজঃ ৬তৎ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। (স্ত্রী) ২ যোগমায়া।

নন্দাপুরাণ (ক্লী) একখানি উপপুরাণ। মৎস্য ও শিবপুরাণের মতে উপপুরাণের মধ্যে এই পুরাণ তৃতীয়। যে পুরাণের বক্তা কার্ত্তিক এবং যাহাতে নন্দামাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নন্দাপুরাণ।

"নন্দায়া যত্র মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকেন তু ভাষিতম্।
নন্দাপুরাণং তল্লোকে নন্দাখ্যমিতি কীর্ত্ত্যতে॥" (মৎস্যপু°)
"তৃতীয়ং নান্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিতং।" (কূর্ম্মপু°)

নন্দার্ক, বেহারে শাকদ্বীপিব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী সম্প্রদায়।

নন্দায়নীয় (পুং) বাস্কলির এক শিষ্য।

নন্দাশ্রম (পুং) নন্দস্য আশ্রমঃ ৬তৎ। তীর্থভেদ।

(ভারত উদ্যোগ° ১৮৩ অ°)

নন্দাহ্রদতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

নন্দি (পুং) নন্দয়তীতি নন্দ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ বিষ্ণু, পরমেশ্বর। ২ নন্দিকেশ্বর, মহাদেবের পার্শ্বচর। (পুং ক্লী) ৩ দ্যূতাঙ্গ।

'নন্দির্দ্যূতাঙ্গ আনন্দে স্ত্রী নন্দিকেশ্বরে পুমান্।' (মেদিনী)
৪ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।১২৩।৫৩) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।২৫।৫৯) (ভাবে ইন্) ৬ আনন্দ। আনন্দ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গও দেখা যায়। "অতো মে ভূয়সী নন্দির্যদেবমনুপশ্যসি।"

(ভারত উদ্যোগ° ১৩৪ অ°)

নন্দিক (পুং) নন্দ আনন্দকারণত্বনাস্ত্যস্য ইতি নন্দ-ঠন্। ১ নন্দী বৃক্ষ। (স্বার্থে কন্।) ২ আনন্দ।

নন্দিকর (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৪।)

নন্দিকা (স্ত্রী) নন্দিক-টাপ্। ১ ইন্দ্রক্রীড়াস্থান। (নন্দা স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং।) ২ অলিঞ্জর, নাঁদা। ৩ প্রতিপদ্, একাদশী ও ষষ্ঠীতিথি।

"কন্যাসংস্থে রবৌ শক্রশুক্লামারভ্য নন্দিকাম্।" (তিথিতত্ত্ব)

নন্দিকাচার্য্যতন্ত্র, একখানি সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থ। টোডরানন্দে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

নন্দিকাবর্ত্ত (পুং) এক প্রকার মণি।

"কুরুবকবৃদ্ধ্যা বজ্রং বৈদূর্য্যং নন্দিকাবর্ত্তৈঃ" (বৃহৎস° ২৯।৮)

নন্দিকুণ্ড (ক্লী) নন্দিকৃতং কুণ্ডং। তীর্থভেদ। এই কুণ্ডে স্নানাদি করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ নাশ হয়।

"কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্।
অভ্যেত্য যোজনশতাৎ ভ্রূণহা বিপ্র মুচ্যতে॥"(ভারত অনু° ২৫।৫৮)

নন্দিকেশ (পুং) নন্দিকেশ্বর।

নন্দিকেশ্বর (পুং) নন্দিক ঈশ্বরশ্চ। ১ শিবদ্বারপাল। পর্য্যায়—নন্দী, শালঙ্কায়ন, তাণ্ডবতালিক, নন্দীশ্বর, তণ্ডু। (হেম) ২ শিবধর্ম্মাখ্য উপপুরাণভেদ। এই পুরাণ নন্দী কর্ত্তৃক কথিত। ইহা চতুর্থ উপপুরাণ।

"চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষাৎ নন্দীশভাষিতম্।" পাঠান্তর—
"নন্দিকেশ্বরযুগ্মঞ্চ নন্দিকেশ্বরভাষিতং॥" (কূর্ম্মপু°)

নন্দিকেশ্বর, ১ এক সংস্কৃত জ্যোতিষী। বেদাঙ্গরায়ের পুত্র। ইনি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে গণকমণ্ডল ও জ্যোতিঃসংগ্রহসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

২ দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার কএকখানি গ্রাম। বাদামি হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামগুলির মধ্যে মহাকুট নামক স্থানে অনেকগুলি মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে। ঐ কারণে এই স্থান মহাকুট নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ এই মহাকুটকে দক্ষিণকাশীও বলে। মহাকুটের মধ্যস্থলে বিষ্ণুতীর্থ নামে একটী পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, অগস্ত্যমুনি ঐ পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার গভীরতার কখন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটে একটী শিবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বার জলের ভিতরে। প্রবাদ এইরূপ যে, দেবদাস নামে বারাণসীর কোন রাজার কন্যার মুখ বানরের ন্যায় হইয়াছিল এবং সেই কন্যাকে মহাকুট পুষ্করিণীতে স্নান করাইতে রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। তদনুসারে রাজা কন্যাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং মহাকুটেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার কন্যার মুখ ভাল হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারের উত্তর-পূর্ব্বে লজ্জগৌরীর মন্দির আছে। লজ্জগৌরীর মূর্ত্তি কালপ্রস্তরে খোদিত, বিবসনা, মস্তকবিহীনা ও পৃষ্ঠে হেলান দিয়া শায়িতা। কথিত আছে, একদা দেবী এবং শিব পুষ্করিণীতে কেলি করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ভক্ত পূজা করিতে উপস্থিত হইল। শিব মন্দির মধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং পার্ব্বতী মৃত্তিকা মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া সেই স্থানেই পড়িয়াছিলেন। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা ঐ মূর্ত্তির পূজা করে।

নন্দিকেশ্বরকারিকা, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর প্রথমে বর্ণিত শিবসূত্রের গূঢ় ব্যাখ্যা। ২৭টী মাত্র শ্লোকে রচিত। নাগেশভট্টের শব্দেন্দুশেখরে এই কারিকা উদ্ধৃত আছে। উপমন্যু ইহার টীকা করিয়াছেন।

নন্দিকেশ্বরপুরাণ, নন্দীশ্বর ও নন্দিপুরাণ নামেও খ্যাত। এক খানি প্রাচীন উপপুরাণ। দেবীভাগবত, শক্তিরত্নাকর, নির্ণয়সিন্ধু, আচারাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে এবং হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ, দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, দশশ্লোকী (বেদান্ত), রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য, শিবস্তোত্র ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ নন্দিকেশ্বর পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া খ্যাত। আবার শিবধর্ম্ম ও শিবধর্ম্মোত্তর এই দুইখানি নন্দিকেশ্বরসংহিতার অন্তর্গত। আগমতত্ত্ববিলাস ও তন্ত্রসারে নন্দিকেশ্বরসংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

নন্দিক্ষেত্র, কাশ্মীরের একটী প্রাচীন স্থান। এখানে বিজয়েশ্বরের মন্দির আছে।

নন্দিগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খানাপুর উপবিভাগের একটী নগর। অক্ষা° ১৫° ২৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩১' পূঃ। এই নগরের অনতিদূরে ভগ্নাবশিষ্ট প্রতাপগড় দুর্গ বিদ্যমান আছে।

নন্দিগাম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার একটী তালুক। পরিমাণ ৬৪৯ বর্গমাইল। এখানে বৌদ্ধদিগের অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দিগিরি, ইহার অপর নাম নন্দিদুর্গ। [নন্দিদুর্গ দেখ।]

নন্দিগুপ্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

নন্দিগ্রাম (পুং) গ্রামভেদ। রাম বন গমন করিলে পর ভরত এই নন্দিগ্রামে রামের পাদুকা গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

"বিসর্জ্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা।
নন্দিগ্রামে ঽকরোদ্রাজ্যং পুরঃ কৃত্বাস্য পাদুকে॥"
(ভারত ৩।২৭৬ অ°)

নন্দিগ্রামী, বঙ্গের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের একটী গাঁই।

নন্দিঘোষ (পুং) নন্দিঃহর্ষজনকো ঘোষঃ যস্য। ১ অর্জ্জুনের রথ। ২ বন্দিজনের ঘোষণা। ৩ মঙ্গলঘোষণা। (ত্রি) ৪ হর্ষঘোষযুক্ত।

"অষ্টাদশে যো দিবসে প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্।
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সপ্তলোকান্ স পশ্যতি॥
রথৈঃ স নন্দিঘোষৈশ্চ পৃষ্ঠতঃ সোঽনুগম্যতে।"
(ভারত অনু° ১০৭ অ°)

নন্দিতরু (পুং) নন্দিরানন্দজনকস্তরুঃ। ধব বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

নন্দিতূর্য্য (ক্লী) নন্দিপ্রিয়ং তূর্য্যং। বাদ্যভেদ। (হরি° ৯০ অ°)

নন্দিদুর্গ, মহিসুরের অন্তর্গত কোলার জেলার একটী গিরিদুর্গ। বঙ্গালুরের ৩১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ২২' ২৭" উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৩' ৩৮" পূঃ। ইহার শিখরদেশে একটী বিস্তৃত মালভূমি ও পুষ্করিণী আছে। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। পর্ব্বতের পাদদেশে নন্দীনামে একটী গ্রাম আছে। তথায় শিবরাত্রির দিন একটী পশুমেলা হইয়া থাকে। হায়দর আলী এবং তৎপুত্র টিপু এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নন্দিদুর্গে একটী বিখ্যাত শিবমন্দির ও পাঁচটী প্রস্রবণের উৎপত্তি-স্থান আছে। প্রস্রবণ পাঁচটীর নাম যথা,—উত্তর-পিণাকিনী, দক্ষিণ-পিণাকিনী, চিত্রাবতী, ক্ষীরনন্দি এবং অর্কবতী

পাহাড়ে নন্দির একটী মুখ খোদিত আছে। ঐ মুখ হইতে ক্ষীরানন্দি নিঃসৃত হইতেছে। উক্ত পঞ্চতীর্থের মাহাত্ম্য 'নন্দিগিরিমাহাত্ম্যে' বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।

নন্দিধ্বজ, কানাড়ীভাষায় লিখিত অনুভব-শিক্ষামণি নামক একখানি গ্রন্থে নন্দিধ্বজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী পাওয়া যায়। লোকমায়া নামক একটী দুরন্ত রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে অতিশয় গর্ব্বিত এবং পরাক্রান্ত হইয়া দেবতাদিগকে বড়ই নিপীড়িত করিতে লাগিল। দেবগণ সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! আমাদের দুঃখের কথায় কর্ণপাত করুন। দুরন্ত লোকমায়া রাক্ষস আমাদিগকে নিদারুণ কষ্ট দিতেছে। তাহার দৌরাত্ম্যে আমাদিগকে স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ঐরাবত সজ্জিত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন এবং কহিলেন, অদ্যই আমি তাহার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিব। অনন্তর দেবরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অমরসৈন্য সমভিব্যাহারে ত্বরায় রাক্ষস সন্নিধানে উপনীত হইলেন। রাক্ষস তাঁহাকে অযথোচিত কটুবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর যখন দেবেন্দ্র সেই ভীষণকায় রাক্ষসকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন, তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইলেন। অতঃপর গাত্রোত্থান করিয়া ব্রহ্মার নিকট পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক লোকমায়ার নিকট গমন করিয়া বিস্তর যুদ্ধ করিলেন এবং পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাকে বধ করা আমার সাধ্য নহে, বিশালাক্ষ (শিব) এ কার্য্য করিতে সমর্থ। এই কথা বলিয়া তিনি নীলকণ্ঠের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদিমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ আদিবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক আগমন করিলেন এবং রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের ছিন্ন মস্তক তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর লইতে বলিলেন। তখন রাক্ষস কহিল, হে শিব! আমার দেহে পৃথিবীকে পবিত্র করুন। তখন মহাদেব কৃপাবিষ্ট হইয়া তাহার পৃষ্ঠবংশে দণ্ড, মস্তকে কলস এবং চর্ম্মে পতাকা প্রস্তুত করিয়া তাহার নন্দিধ্বজ নাম দিলেন। নন্দি ঐ ধ্বজ তাঁহার অগ্রে অগ্রে লইয়া যাইতে লাগিল।

নন্দিন্ (ত্রি) নন্দ-ণিনি। ১ হর্ষযুক্ত। ২ শালঙ্কায়ন, শিবের দ্বারপাল। ৩ মুনিভেদ। [নন্দিকেশ্বর দেখ।] ৪ শিবগণ বিশেষ, এই গণ ত্রিবিধ—কনকনন্দী, গিরিনন্দী ও শিবনন্দী।

"আদ্যঃ কনকনন্দী চ গিরিকাখ্যো দ্বিতীয়কঃ।
সোমনন্দী তৃতীয়স্তু বিজ্ঞেয়া নন্দিনস্ত্রয়॥" (বহ্নিপু°)

৪ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। ৫ ধববৃক্ষ। ৬ বিষ্ণু। ৭ একজন প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ। ক্ষীরস্বামী, সায়ণ, রায়মুকুট প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৮ অভিনয়দর্পণ নামে নাট্যশাস্ত্রকার। ৯ জৈনদিগের একজন শ্রুতপারগ।

নন্দিনী (স্ত্রী) নন্দ-ণিনি-ঙীপ্। ১ গঙ্গা। ২ ননন্দৃ, ননদ। ৩ রেণুকাগন্ধ দ্রব্য। ৪ কন্যা। ৫ জটামাংসী।

'নন্দিন্যুমায়াং গঙ্গায়াং ননান্দধেনুভেদয়োঃ।' (মেদিনী)

৬ বশিষ্ঠের ধেনু, এই নন্দিনী কামধেনু, সুরভির কন্যা। রঘুবংশপাঠে অবগত হওয়া যায়, দিলীপ ইহাকে আরাধনা করিয়া রঘু নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। (রঘুবংশ)

মহাভারতে লিখিত আছে, দ্যো নামা বসু পত্নীর বাক্যানুসারে ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে বশিষ্ঠ তাহাকে শাপ দেন, এই শাপে ইনি পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে অবতীর্ণ হন। [ভারত ১।৯৯ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদের মূল এই নন্দিনী। রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—একদিন বিশ্বামিত্র বহুতর সৈন্য সামন্তের সহিত বশিষ্ঠের অতিথি হন। বশিষ্ঠ এই কামধেনু নন্দিনীর প্রভাবে তাহাদের ইচ্ছানুসারে সকল লোককে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান। বিশ্বামিত্র এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া বশিষ্ঠের নিকট এই ধেনু প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, নন্দিনী কামধেনু, ইহাকে দিতে পারিব না। বিশ্বামিত্র এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া এই ধেনু হরণ করেন। তখন নন্দিনী হাম্বারব করিতে লাগিল, তাহাতে কাম্বোজ, পালান হইতে পহ্লব, যোনিদেশ হইতে যবন প্রভৃতি সৈন্য সকল উৎপন্ন হইল। এই সকল সৈন্যের পরাক্রমে বিশ্বামিত্র পরাজিত হইলেন। (রামায়ণ আদিকাণ্ড এবং ভারত ১।১৭৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) ৭ পত্নী।

"এবং গুণসমাযুক্তাং বসবে বসুনন্দিনী।
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র পুরা পৌরবনন্দন॥" (ভারত ১।৯০।১৬)

'বসুনন্দিনী বসুপ্রিয়া' (নীলকণ্ঠ)

৮ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩।৮৪।১৪৫)

৯ স্কন্দানুচর মাতৃগণবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।৫১)

১০ ব্যাড়িমুনির মাতা। (হেমচ° ৩।৫১৬)

১১ ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি বিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে।

তাহার মধ্যে ৩।৫।৯।১২।১৩ বর্ণ গুরু, এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সকল লঘু। লক্ষণ—

"ইহ নন্দিনী সজসসৈ র্গুরুযুক্তৈঃ।" (ছন্দোম°)

১২ দুর্গা। দেবিকাতটে পীঠস্থানে বিরাজিতা।

"শিবকুণ্ডে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।"(দেবীভাগ° ৭।৩০।৫৯)

নন্দিনীতনয় (পুং) নন্দিন্যাস্তনয়ঃ। ব্যাড়িমুনির পুত্র। ইহার উপাখ্যান বৃহৎকথা নামক গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়,—নন্দের রাজত্ব-কালে উপবর্ষ পণ্ডিতের তিনটী ছাত্র ছিল, ইহাদের নাম পাণিনি, বররুচি ও ব্যাড়ি। উপবর্ষের অপর নাম কাত্যায়ন। এই তিনজন ছাত্রের মধ্যে পাণিনি অল্পবুদ্ধি ছিলেন। ইনি বিচারে পরাজিত হইয়া মহাদেবের তপস্যা করিয়া কৃতবিদ্য হন। পরে সূত্রপাঠ, গণপাঠ, ধাতুপাঠ ও অনুশাসন এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বররুচি ইহা দেখিয়া ইহার অবশিষ্টাংশ পরিপূরণের জন্য সংক্ষেপে বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন। পরে ব্যাড়ি এই দুই জনের উক্তার্থের ন্যায়-পরিদর্শনের জন্য লক্ষ শ্লোকাত্মক-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (বৃহৎকথা)

নন্দিনীতীর্থ (ক্লী) তীর্থ বিশেষ।

নন্দিপুরাণ (ক্লী) নন্দিনা প্রোক্তং পুরাণং। একখানি উপ-পুরাণ। [নন্দিকেশ্বর দেখ।]

নন্দিপোতবর্ম্মা, পল্লববংশীয় একজন রাজা। চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ইহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

নন্দিমিত্র, জৈন শ্রুত-পারগদিগের মধ্যে একজন। পদ্মসুন্দর বিরচিত রায়মল্লাভ্যুদয়কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

নন্দিমুখ (পুং স্ত্রী) ১ পক্ষিবিশেষ। ২ ব্রীহিধান্যভেদ। (সুশ্রুত) ৩ মহাদেব। (ভারত শান্তিপ° ২৮৬ অ°)

নন্দি(ন্দী)মুখা (স্ত্রী) শূকরহিত দীর্ঘ গোধূম।

"নিঃশূকোদীর্ঘগোধূমঃ কচিন্নন্দীমুখাবিধঃ।

শুক্রলা বৃংহণী পথ্যা তদ্বৎ নন্দীমুখা স্মৃতা॥" (ভাবপ্র°)

নন্দিমুখী (স্ত্রী) ১ তন্দ্রা। (হেমচ°) ২ প্লবচর পক্ষিবিশেষ।

"স্থূলা কঠোরা বৃত্তা চ যস্যাশ্চঞ্চুপরিস্থিতা।

গুটিকা চঞ্চুসদৃশী জ্ঞেয়া নন্দি(ন্দী)মুখীতি সা॥" (ভাবপ্র°)

যে পক্ষীর চঞ্চুর উপরিভাগ স্থূল, কঠিন ও গোলাকৃতি, ও জম্বুফলের ন্যায় গুটিকা অবস্থিত, তাহাকে নন্দীমুখী কহে। ইহার মাংস-গুণ—পিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, মধুররস, গুরু, শীত বীর্য্য, সারক এবং বায়ু, কফ, বল ও শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

নন্দিয়াল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কর্ণুল জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৫° ৯´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩১´ ৪০´´ পূঃ।

নন্দিরুদ্র (পুং) শিবের একটী নাম।

নন্দিল, জৈনদিগের একজন স্থবির। স্থবিরাবলীচরিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

নন্দিবর্দ্ধন (পুং) নন্দিং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ্-ল্যু। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৫।) ২ পক্ষান্ত। ৩ পুত্র। ৪ মিত্র। (শব্দর°) ৬ বিমান বিশেষ।

"বিমানং ছন্দকং তদ্বদনেকশিখরাততঃ।

সচাষ্টভূমিকস্তদ্বৎ সপ্ততি নন্দিবর্দ্ধনঃ॥" (বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ৬ অ°)

৭ নিমি বংশীয় রাজবিশেষ। (ভাগ° ৯।১৩।১৪)

৮ মগধের মৌর্য্যবংশীয় একজন রাজা।

(ত্রি) ৯ আনন্দবর্দ্ধক (পুত্রাদি।)

নন্দিবর্ম্মন্, পল্লববংশীয় একজন রাজা।

নন্দিবর্ম্মা পল্লবমল্ল, পল্লববংশীয় এক রাজার নাম।

নন্দিবারলক (পুং স্ত্রী) মৎস্যভেদ, এই মৎস্য সমুদ্রে হইয়া থাকে। সুশ্রুত ইহাকে সামুদ্র মৎস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিমি, তিমিঙ্গিল, নিবারক ও নন্দিবারলক প্রভৃতি মৎস্য সমুদ্রজাত। (সুশ্রুত)

নন্দিবৃক্ষ (পুং) [নন্দীবৃক্ষ দেখ।]

নন্দিবেগ (পুং) কলিযুগীয় অপকৃষ্ট নৃপতিভেদ।

"সমস্ত নন্দিবেগানামিত্যেতে কুলপাংসনাঃ।

যুগান্তে কৃষ্ণ সম্ভূতাঃ কুলেষু পুরুষাধমাঃ॥"

(ভারত উদ্যোগ° ৭৩ অ°)

নন্দিষেণ, অজিত-শান্তিস্তবগ্রন্থপ্রণেতা।

নন্দিস্বামিন্, একজন বৈয়াকরণ। ক্ষীরতরঙ্গিণীতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

নন্দীষেণ (পুং) ব্রহ্মদত্ত, কুমারানুচর মাতৃভেদ।

(ভারত শা° ৪৬ অ°)

নন্দী, ১ বঙ্গের সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের একটী গাঁই। ২ বঙ্গে কষ্ট বৈদ্য, কায়স্থ, ময়রা, নাপিত, শাঁখারী, তাঁতি, তিলি এবং বারুইদিগের একটী উপাধি। ৩ বঙ্গে বাহান্ন-জাতি ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একটী শ্রেণী।

নন্দীকৎকুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কর্ণুল জেলায় একটী নগর।

নন্দীক (দেশজ) মোরগ।

নন্দীট (পুং) ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক সংযুক্ত ব্যক্তি।

নন্দীমুখ [নন্দিমুখ দেখ।]

নন্দীবৃক্ষ (পুং) কোঙ্কণ দেশ প্রসিদ্ধ সুগন্ধি বৃক্ষবিশেষ। (Cedrela toona) পর্য্যায় তূণীক, তূণী, পীতক, কচ্ছপ, নন্দী, কুঠেরক, কান্ত। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল,

পিত্ত, রক্ত, দাহ, শিরঃপীড়া, স্বেদ ও কুষ্ঠনাশক, সুগন্ধ, পুষ্টি ও বীর্য্যদায়ক। (রাজনি°)

অশ্বত্থাকার ক্ষীরবান্ স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে তুঁদ বৃক্ষ। পর্য্যায় তুন্ন, কুবেরক, কুনি, কচ্ছ, কান্তলক, তুণি, নন্দিবৃক্ষ, কুণি, তুন্দ, নন্দিক, নন্দীবৃক্ষক। (শব্দর°)

মিথিলাদি প্রদেশে তুণী বা তুণ এই নামে প্রসিদ্ধ। পুয়া বা ঘোড়ানিম এই নামে বঙ্গদেশে খ্যাত। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

অমরসিংহ এই নন্দীবৃক্ষের যে কয়টী পর্য্যায় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা রাজনির্ঘণ্টোক্ত পর্য্যায়ের সহিত মিল করিলে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ কহেন, তুঁদ ও তুন নামে দুই জাতি বৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে তুঁদ নামক বৃক্ষ অমরোক্ত তুন্দ বা তুন্ন শব্দের এবং রাজনির্ঘণ্টোক্ত তুনী শব্দের অপভ্রংশে তুন এই শব্দ হইয়াছে। অমরটীকায় ভরতমল্লিক উহাকে অশ্বত্থাকার ক্ষীরবান্ বৃক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে একথা বলা যায় না, যে নন্দীবৃক্ষকে পৃথক্ জাতীয় অশ্বত্থাকার ক্ষীরবান্ বৃক্ষ বলিয়া বুঝা যায় না, তাহা নহে। ফলতঃ নন্দীবৃক্ষকে তুন কহে এবং অর্থান্তরে অশ্বত্থাকার বৃক্ষকেও বুঝায়। এই হেতু বোধ হয়, ভরতমল্লিক ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের তন্ত্রান্তরোক্ত প্রমাণ দৃষ্টে অমরটীকায় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অশ্বত্থাকার বৃক্ষ ভাবপ্রকাশোক্ত স্থানী বৃক্ষকে কহে এবং স্থানভেদে নন্দীবৃক্ষও বলিয়া থাকে। অমর ও রাজনির্ঘণ্টোক্ত নন্দীকে তুনী কহে।

নন্দীশ (পুং) নন্দী ঈশশ্চ। ১ নন্দী। ২ ভরতোক্ত তালভেদ।
"গোলঘুগৌর্লঘুঃ প্লুতস্তালে নন্দীশ্বরে মতাঃ।" (সঙ্গীতদামো°)

নন্দীশ্বর (পুং) নন্দিনঃ গণবিশেষস্য ঈশ্বরঃ। ১ শিব। ২ নন্দীশতাল। ৩ শিবদ্বারপাল। ইহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ত্রেতাযুগে নন্দী নামে এক মুনি শিবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন, মহাদেব ইহার তপস্যায় প্রীত হইয়া ইহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। নন্দী বলিয়াছিলেন, যদি আপনি নিতান্ত প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। মহাদেব নন্দীর এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমার ন্যায় রূপবিশিষ্ট এবং আমার সদৃশ ত্রিলোচন, সকল গুণবিভূষিত ও জরামরণবর্জ্জিত হইবে এবং তুমি দেবদানবদিগের পূজিত ও আমার পার্শ্বচরদিগের মধ্যে প্রধান হইবে। অদ্য হইতে তোমার নাম নন্দীশ্বর হইল এবং তুমি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান হইলে। যদি কেহ তোমাকে দ্বেষ করে, তাহা হইলে আমাকেই দ্বেষ করা হইবে। তুমি আমার দক্ষিণ দিকের দ্বারে অবস্থান করিবে। (বরাহপুরাণ) কূর্ম্মপুরাণেও ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

৪ একজন কামশাস্ত্ররচয়িতা। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ও পঞ্চশায়ক নামক গ্রন্থে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

নন্দীশ্বরআচার্য্য গোপালাশ্রমরূপ, অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যাপদ্ধতি-নামক দার্শনিক গ্রন্থরচয়িতা।

নন্দীসরস্ (ক্লী) ইন্দ্রসরোবর। (শব্দমালা)

নন্দ্য, নন্দ আনন্দে কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, নন্দ্য ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নন্দ্যতি। লোট্ নন্দ্যতু। লুঙ্ অনন্দীৎ। লিট্ ননন্দ্য। লুট্ নন্দিতা।

নন্দের, দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ১৯° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৬´ ৫০´´ পূঃ। গোদাবরীতীরে অবস্থিত। শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দের স্মরণার্থ এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে শিখদিগের একটী উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

নন্দোড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রাজপিপ্পলাই রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২১° ২৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৪´ পূঃ। কর্জ্জন নদীর তীরে অবস্থিত।

নন্দোড্র, গুজরাটী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী শ্রেণী। সুরাটের উত্তরপূর্ব্ব ১৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাজপিপ্‌লাই রাজ্যের রাজধানী নন্দোড় নামক স্থানের নামানুসারে এই শ্রেণীর নাম হইয়াছে। নন্দোড্রব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃষিজীবি এবং ভিক্ষুক উভয়ই আছে।

নন্দোর, অযোধ্যায় প্রতাপগড় জেলার একটী নগর।

নন্দ্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণবিশেষ, এই নন্দ্যাদিগণের উত্তর ল্যু প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা নন্দন, বাশন, মদন, দূষণ, সাধন, বর্দ্ধন, শোভন, রোচন, (সংজ্ঞা অর্থে সহ তপ ও দম ধাতু) সহন, তপন, দমন, জল্পন, রমণ, দর্পণ, সংক্রন্দন, সঙ্কর্ষণ, সংহর্ষণ, জনার্দ্দন, যবন, মধুসূদন, বিভীষণ, লবণ, চিত্তবিনাশন, কুলদমন, শত্রুদমন। (পাণিনি)

নন্দ্যাবর্ত্ত (পুং) নন্দী নন্দিজনকো আবর্ত্তো যত্র। গৃহবিশেষ।
"নন্দ্যাবর্ত্তমলিন্দৈঃ শালাকুড্যাৎ প্রদক্ষিণান্তর্গতৈঃ।
দ্বারং পশ্চিমমস্মিন্ বিহায় শেষাণি কার্য্যাণি॥" (বৃহৎস° ৫৩।৩২)

যে বাস্তুর শালা কুড্যের চতুর্দ্দিকে অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণ ক্রমে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে নন্দ্যাবর্ত্ত বাস্তু কহে। এই নন্দ্যাবর্ত্ত বাস্তুর পশ্চিম দিকে দ্বার থাকিবে না, আর অন্তদিকে দ্বার সকল হইবে। এই বাস্তু সকল লোকের পক্ষে শুভজনক। ২ ঈশ্বর-সন্নবিশেষ।

"দক্ষিণানুগতালিন্দত্রয়ং যৎপশ্চিমামুখম্।
পূজনীয়োত্তরচ্ছায়ং নন্দ্যাবর্ত্তং বদন্তি তৎ॥" (ভরত ধৃত সাঙ্গ)

৩ তগরবৃক্ষ। ৪ মৎস্যভেদ। ইহার গুণ সংগ্রাহী, কফ ও পিত্তনাশক। (রাজব°) ৫ যাত্রাযোগভেদ। ইহাকে নন্দ্যাবর্ত্তক যোগও কহে। [নন্দ্যাবর্ত্তক দেখ।]

নন্নড়িয়া (দেশজ) ১ শিথিল। ২ শ্লথ। ৩ কঠিন নয়।

নন্নয় (নন্নভট্ট) এই ব্যক্তি তৈলঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি তৈলঙ্গ ভাষায় মহাভারতের অধিকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি রাজমহেন্দ্রীর চালুক্যবংশীয় রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

নন্নসূরি, সর্ব্বদেবের গুরু এবং চন্দ্রগচ্ছের আচার্য্য। ইনি বপ্পভট্টস্থরির শিষ্য। ৮৯৫ সংবতে ইহার মৃত্যু হয়।

নন্নিলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার একটী উপবিভাগ।

নন্নুক, মহায অত্রির পুত্র, চন্দ্রাত্রেয়ের বংশে এই নামে এক অতি গুণবান্ রাজা জন্মিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ছত্রপুর রাজ্যে থাজুরাহো নামক এক অতি প্রাচীন নগরে একখানি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। ঐ ফলকে নন্নুকের বংশ-পরিচয় খোদিত আছে।

নপ্‌নপ্‌ (দেশজ) লোলুপ।

নপরাজিৎ (পুং) ন পরাজীয়তে পরা জি-কর্ম্মণি ক্বিপ্ 'সহ সুপেতি' ন শব্দেন সহ সমাসঃ। মহাদেব। (ভারত দ্রোণপ° ৮০অ°)

নপাৎ (ত্রি) পাতি রক্ষতি পা-শতৃ ততো নভ্রাড়িত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। ১ অরক্ষক। "নপাতো দুর্গহস্ত মে।" (ঋক্ ৮।৬৫।১২)

'নপাতো অরক্ষকস্য' (সায়ণ)

এই 'নপাৎ' শব্দের রূপ শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মত হইবে। অর্থাৎ 'নপান্ নপান্তৌ' এইরূপ রূপ হইবে। ন পাতয়তি পাতি ক্বিপ্। ২ অপাতক। ৩ পুত্র।

"ঋষীণাং নপাদবৃণীতায় যজমানঃ।" (শুক্লযজু° ২১।৬১)

'হে ঋষীণাং নপাৎ পুত্রঃ।' (বেদদীপ)

নপাত (পুং) নাস্তি পাতো যত্র। দেবযান পথ।

"অবিৎসি নপাতং বিক্রমণঞ্চ বিষ্ণোঃ।" (শুক্লযজু° ১৯।৫৬)

'নাস্তি পাতো যত্র স নপাতো দেবযানপথঃ যত্র গতানাং পাতো নাস্তি।' (বেদদীপ) যেখানে গমন করিলে পতন হয় না, এই জন্য নপাত শব্দে দেবযান পথ হইয়াছে।

নপুংসক (ক্লী) ন স্ত্রী ন পুমান্ (নভ্রাণ্ নপাদিতি। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ স্ত্রীপুংসয়োঃ পুংসকআদেশঃ। ক্লীব, হিজ্‌ড়া।

"উভয়োর্বীজসামান্যে জায়তে বৈ নপুংসকম্।" (মুগ্ধবোধ)

স্ত্রী এবং পুরুষের যদি বীজ সমান হয়, তাহা হইলে নপুংসক জন্মে।

নপুংসক উৎপত্তির বিষয় ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—স্ত্রীপুরুষের সংযোগ সময়ে যদি শুক্রের আধিক্য হয়, তাহা হইলে পুত্র, আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা এবং শুক্রশোণিত উভয় সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে, অথবা পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে।

নপুংসকভেদ—আসেক্য, সুগন্ধী, কুম্ভীক, ঈর্ষক ও ষণ্ড ইহাদিগকেও নপুংসক কহে, ইহাদের মধ্যে ষণ্ড ভিন্ন আর আর সকলের শুক্র ধাতু জন্মে।

ইহাদের লক্ষণ—পিতামাতার অতি অল্পবীর্য্য দ্বারা যে সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহাকে আসেক্য কহে। শুক্রভোজন করিলে এই আসেক্য পুরুষের ধ্বজ উচ্ছ্রিত হয় অর্থাৎ এই আসেক্য পুরুষ,—অন্য পুরুষ দ্বারা স্বীয়মুখে মৈথুন করাইয়া তাহার শুক্রভোজন করিলে তদ্দ্বারা ধ্বজের উন্নতি হইয়া থাকে।

যে সন্তান পুতিযোনিতে জন্মে, তাহাকে সৌগন্ধিক অথবা নাসাযোনি কহে। ইহারা জননেন্দ্রিয় আঘ্রাণ করিলে মৈথুন-ক্রিয়ায় সমর্থ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বীয় পায়ুরন্ধ্রে মৈথুন আচরণ করে, অথবা পুরুষবৎ অন্য স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুম্ভীক কহে। ইহার অপর নাম গুদযোনি। অন্যের মৈথুন দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ঈর্ষক কহে। ইহার অপর নাম দৃষ্টযোনি।

মোহবশতঃ ঋতুমতী ভার্য্যাতে রমণীর ন্যায় নীচে থাকিয়া সঙ্গম করিলে যে সন্তান হয়, সেই সন্তানের নারীর ন্যায় আকার ও কার্য্য হয়, অর্থাৎ শ্মশ্রুহীন ও পুরুষত্ব শক্তিরহিত হয়, ইহাকে ষণ্ড কহে। কিন্তু এই ষণ্ড-সংজ্ঞক নপুংসক অধোভূত হইয়া অপর পুরুষ দ্বারা স্বীয় গুহ্যরন্ধ্রে সঙ্গমেচ্ছা করে। (ভাবপ্র°)

"সমবীর্য্যরজস্ত্বেন নরঃ স্ত্রীপ্রকৃতি ভবেৎ।
নপুংসকমিতি খ্যাতং ন স্ত্রী ন পুরুষো বদেৎ॥"
(হারীত শারীরস্থান ১ অ°)

বীর্য্য এবং রক্ত সমান হইলে নর স্ত্রীপ্রকৃতি হয়, ও তাহাদিগকে নপুংসক কহে, ইহারা না স্ত্রী না পুরুষ।

নপুংসক গর্ভবতীর লক্ষণ—যে গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভকোষ মধ্যে অর্ব্বুদাকার অর্থাৎ গোলাকৃতি ফলের অর্দ্ধ ফলতুল্য অনুমিত হয়, এবং পার্শ্বদ্বয় উন্নত ও উদর সম্মুখে বৃহৎ হয়, তাহার নপুংসক সন্তান জন্মে। (ভাবপ্র°)

মহাভাষ্যে এই শব্দের পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নপুংস্ (পুং ক্লী) ন পুমান্ আর্ষত্বাৎ ন নপুংসকভাবঃ। ক্লীব।
"হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।" (ভাগ° ৯।১৪।২০)

নপুর (দেশজ) পাদালঙ্কার, নূপুর।

নপ্তৃ (পুং) ন পতন্তি পিতরো যেন নপ-তৃচ্ প্রত্যয়েন সাধু (নপ্তৃ নেষ্টৃত্বষ্টৃতি। উণ্ ২।৯৬) পুত্র বা কন্যার পুত্র, পৌত্র, নাতি। পর্য্যায় সুতপুত্র। (হেমচ°)
পুত্রের ন্যায় কন্যাপুত্রও উদ্ধার করিয়া থাকে, এইজন্য দুহিতার পুত্রকেও নপ্তৃ কহে। যে হেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে—
"দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ।" (মনু)

নপ্ত্রী (স্ত্রী) নপ্তৃ ঙীপ্ (ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পা ৪।১।৫)
পুত্র ও কন্যার পুত্রী, নাতনী, পর্য্যায় পৌত্রী, সুতাত্মজা, পৌত্রিকা। (অমর)

নপ্তৃকা (স্ত্রী) নপ্তৃ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্। ঝিঁঝির শ্রেণী পক্ষি বিশেষ। ইহার মাংসগুণ—লঘু, শীত মধুর, কষায় ও দোষনাশক।

নফট্কী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

নফ (পারসী) নাভি। ইহা হইতে নফ-তোলান, বা নফ-উখ্‌রান কথা হইয়াছে। মুসলমানেরা মনে করে নাড়ী সরিয়া গিয়া পেটে এক প্রকার বেদনা হয়, ঐ নাড়ী স্বস্থানে আনার নাম নফ-তোলান।

নফর (আরবী) চাকর, লোক, ব্যক্তি। মুসলমানাধিকারে বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলে ক্রীতদাসেরাই নফর নামে অভিহিত হইত। নফরের সন্তানেরাও নফর হইত। তাহাদিগকে ইচ্ছামত দান ও বিক্রয় করা চলিত। দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্যে নফর শব্দে ঘোড়ার সহিস বুঝায়, এবং কখন কখন, যাহাকে ঘোড়ায় চড়িবার জন্য নিয়োজিত করা হয় তাহাকেও বুঝায়।

নফিস বিন্ ইওয়াজ, হল্-ই-মজিজ অল্ কানুন নামক একখানি আরবী ভৈষজ্য গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি মির্জ্জা উল্লা বেগের সমসাময়িক।

নফরালী (আরবী) ভৃত্যের কার্য্য, চাকরী।

নফা (আরবী) লভ্য, লাভ।

নফিরা (পারসী) ভেরীবাদ্যভেদ।

নভ, হিংসা (নিঘণ্টু) ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ নভতে। লোট্ নভতাং। লিট্ নেভে। লুঙ্ অনভষ্ট।

নভ (ত্রি) নভ-অচ্। ১ হিংসক। (পুং) ২ শ্রাবণ মাস। (ক্লী) ৩ আকাশ। ৪ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৭ অ°) ৫ চাক্ষুষ মুনির পুত্রবিশেষ। (হরিব° ৭ অ°) ৬ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫০) ৭ রামবংশীয় রাজভেদ।
"নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভঃপুত্রো নলস্য তু।"
(হরিবংশ রামবংশোক্তি)

নভঃকেতন (ক্লী) সূর্য্য।

নভঃক্রান্তিন্ (পুং) নভঃক্রান্তং গগনাক্রমণমস্ত্যস্যেতি ইনি। সিংহ। (শব্দমা°)

নভঃপান্থ (পুং) সূর্য্য।

নভপ্রভেদ (পুং) বিরূপের বংশধর, একটী ঋগ্বেদের ঋষি।

নভঃপ্রাণ (পুং) নভসঃ প্রাণ ইব। পবন।

নভঃসদ (পুং) নভসি সীদতি সদ-ক্বিপ্। ১ দেব। ২ খগাদি।

নভঃসরিৎ (স্ত্রী) নভসঃ সরিৎ ৬তৎ। গঙ্গা, মন্দাকিনী।
বিকল্পে বিসর্গস্থানে স করিয়া নভসরিৎ এইরূপ পদ হইবে।

নভঃস্থ (ত্রি) [নভঃস্থিত দেখ।]

নভঃস্থল (পুং) নভঃস্থলমিব যস্য। ১ মহাদেব।
(ভারত অনু° ১৭ অ°)
'শরপরে খরিবা' এই সূত্রে বিকল্পে বিসর্গ লোপ করিলে 'নভস্থল' এইরূপ পদ হয়।

নভঃস্থিত (পুং) নভসি স্থিতঃ। ১ নরক বিশেষ। (ত্রি) ২ আকাশস্থিত। বিকল্পে বিসর্গ লোপ করিলে নভস্থিত এইরূপ পদ হয়।

নভস্পৃশ্ (ত্রি) নভঃ স্পৃশতি স্পৃশ-ক্বিন্। আকাশস্পর্শী। গগনস্পর্শী।

নভঃস্পৃশ (ত্রি) নভঃস্পৃশতি স্পৃশ-ক। গগনস্পর্শী। বিকল্পে বিসর্গ লোপ করিলে নভস্পৃশ এইরূপ পদ হইবে।

নভগ (পুং) ১ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।১৩।২)
(ত্রি) ২ আকাশগামী। নাস্তি ভগোযস্য। ভাগ্যহীন।

নভনু (ত্রি) নভ-হিংসায়াং বাহুলকাৎ অনু। ১ হিংসক। ভন্-বাহ° অনু। ২ শব্দকারক উদক।
"পর্ব্বতস্য নভনূঁরচুচ্যবুঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৭)
'নভনূন্ ভণতে শব্দকর্ম্মণঃ নভ্রাড়িতিবৎ নভনবঃ উদকানি'
(সায়ণ।)
(বেদে স্ত্রিয়াং উঙ্।) "নভন্ প্রাগ্রুবো নভন্বঃ" (ঋক্ ৪।১৯।৩)
'নভন্বঃ হিংসিকাঃ' (সায়ণ)

নভন্য (ত্রি) নভ হিংসায়াং কনিন্, নভ্নি সাধু যৎ বা নভসি হিত ইতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ আকাশভব। ২ হিংসক।
"গায়ৎ সাম নভন্যং" (ঋক্ ১।১৭৩।১)
'হে ইন্দ্র নভন্যং নভস্যং নভসি ভবং নভো ব্যাপিনং হিংসকং বা রাক্ষসাদিকস্য' (সায়ণ)

নভশ্চক্ষুস্ (ক্লী) নভসশ্চক্ষুরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য।

নভশ্চমস (পুং) নভসশ্চমস ইব। ১ চন্দ্র। ২ চিত্রাপূপ। ৩ ইন্দ্রজাল।
'স্যান্নভশ্চমসশ্চন্দ্রে চিত্রাপূপেন্দ্রজালয়োঃ॥' (মেদিনী)

নভশ্চর (ত্রি) নভসি চরতি চর-ট। ১ গগনচারী -পক্ষী। ২ দেব গন্ধর্ব্ব ও গ্রহ প্রভৃতি। ৩ নভঃ স্থায়িমাত্র। ৪ মেঘ। ৫ বায়ু।

'নভশ্চরো ঘনে বাতে বিদ্যাধরবিহঙ্গয়োঃ।' (বিশ্ব)

নভস্ (ক্লী) নহ্যতে মেঘৈরিতি নহ বন্ধনে নহ-অসুন্, ভশ্চান্তাদেশঃ (নহেৰ্দ্দিবিভশ্চ। উণ্ ৪।২১০) ১ আকাশ। (পুং) ২ শ্রাবণমাস। ৩ মেঘ। ৪ উদক। ৫ ঘ্রাণ। ৬ বর্ষা। ৭ পতনশীল গ্রহ, পতদ্‌গ্রহ। ৮ পলিত শীর্ষ। ৯ লগ্নস্থান হইতে দশম স্থানকে নভস্ কহে। ১০ বিষতন্তু। ১১ মৃণালসূত্র।

'ঘ্রাণশ্রাবণবর্ষাসু বিষতন্তৌ পতদ্‌গ্রহে।' (মেদিনী)

'নভো ব্যোম্নি নভা মেঘে শ্রাবণে চ পতদ্‌গ্রহে।

ঘ্রাণে মৃণালসূত্রে চ বর্ষাসু চ নভাঃ স্মৃতিঃ॥' (বিশ্ব)

[নভ দেখ।]

নভস (পুং) নভ শব্দে অসচ্। ১ শব্দাশ্রয়গগন। ২ দশম মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নভসঙ্গম (পুং স্ত্রী) নভসং গচ্ছতীতি নভ-খস্ ততোমুম্। খগ। (স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।)

নভস্ময় (পুং) নভোময়তে ময়গতৌ অচ্ বেদে ন পদত্বং। আদিত্য। "কৃতোপস্তরণং নভস্ময়ং।" (ঋক্ ৯।৬৯।৫)

'নভস্ময়মাদিত্যং' (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে নভোময় এইরূপ হইবে।

নভস্য (পুং) নভসে মেঘায় সাধুঃ নভস্-যৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ভাদ্রমাস।

"প্রথমা চ দ্বিতীয়া চ নভস্যে মাসি নিন্দিতা।" (বশিষ্ঠ)

২ স্বারোচিষ মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অ°)

নভসি আকাশে ভবঃ যৎ। (ত্রি) ৩ গগনভব।

নভস্বৎ (পুং) নভঃ উৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্য ইতি নভস-মতুপ্ মস্য বা। বায়ু। "আকাশাদ্বায়ু" (শ্রুতি।) আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, অতএব বায়ুর উৎপত্তির কারণ আকাশ, এই জন্য নভস্বৎ শব্দে আকাশকে বুঝায়।

"সহি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।

আদদে নাতিনীতোষ্ণো নভস্বানিব দক্ষিণঃ॥" (রঘু ৪।৮)

(স্ত্রিয়াং ঙীপ্।) নভস্বতী, অন্তর্ধানের পত্নী। (ভাগ° ৪।২৪।৬)

নভস্থল (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৫)

নভা, চৌধুরীকুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিলক হইতে নভাবংশের উৎপত্তি। তিলকের পৌত্র হামীর সিং, ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে নভা নামক নগর সংস্থাপন করেন। হামীর একজন সাহসী এবং উদ্যমশীল সর্দ্দার ছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রাম জয় করিয়া পাতিয়ালার আলাসিংএর সহিত মিলিত হইয়া সর্-হিন্দএর আফগান শাসনকর্ত্তা জেনখাঁর সহিত যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধে জেনখাঁ নিহত হইলে, হামীর আমলো নামক প্রদেশ হস্তগত করেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ঝিন্দের রাজা গজপৎসিং হামীরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া সঙ্গুর নামক নগর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। হামীরের পুত্র যশোবন্তসিং ইংরাজদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া, গবর্ণর জেনারলের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, যে তাঁহাকে কোন প্রকার কর দিতে হইবে না এবং তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বতন স্বত্ব সকল উপভোগ করিতে পারিবেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে, হোলকর যখন সভায় উপস্থিত হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যশোবন্তের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি অসঙ্কুচিতভাবে তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। গুর্খা-সংগ্রামে বিকানীররের যুদ্ধে যশোবন্ত ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং কাবুল-যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে ছয় লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে যশোবন্ত মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রসিংহের শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত গুণ ছিল না। বাল্যকাল হইতে চাটুকার পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। চাটুকারেরা তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজ-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, অল্পদিন মধ্যেই নভারাজ্যই সমগ্র পঞ্জাবের মধ্যে প্রধান হইবে। এই ভ্রমে পড়িয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শিখ-যুদ্ধে তিনি ইংরাজ-সৈন্যের খাদ্যাদি সংগ্রহ বা অন্য কোন সাহায্যই করেন নাই। ইংরাজেরা সেই দোষে দেবেন্দ্রসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থলে তদীয় সপ্তমবর্ষবয়স্ক পুত্র ভরপুরসিংহকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভরপুরসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার কতিপয় মাস মধ্যেই সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। যুবা রাজা ঐ সময় অকপটচিত্তে অর্থ এবং রসদ দিয়া ইংরাজদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ, ইংরাজেরা তাঁহাকে লুধিয়ানা প্রদেশ প্রদান করিয়া বহুবিধ রাজসম্মানে বিভূষিত করিয়াছিলেন। অম্বালার দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন্ তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় আসন প্রদান করেন। কিন্তু ঐ বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন; এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান্‌সিং সিংহাসনে আরোহণ করেন। [নাভা দেখ।]

নভাক (ক্লী) নভাতি ব্যাপ্নোতীতি নভ-আক। (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ১ তমস্, অন্ধকার। ২ রাহু। ৩ ঋষিবিশেষ।

নভাক অপত্যার্থে শিবাদিত্বাদণ্‌। (পুং স্ত্রী) নাভাক ঋষ্যপত্য, নভাক ঋষির অপত্য।

নভীত (ত্রি) ন ভীতঃ, বাহুলকাৎ নঞো ন অ। ভীত নয়, ভয়ের অভাববিশিষ্ট।

নভোগ (ত্রি) নভোগচ্ছতি গম-ড। ১ নভশ্চর, খগ, দেবতা এবং গ্রহ প্রভৃতি। ২ লগ্ন স্থান হইতে দশম স্থান। ৩ দশম মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ।

নভোগজ (পুং) নভসি গজইব। মেঘ। (ত্রিকা°)

নভোগতি (স্ত্রী) নভসি আকাশে গতিঃ। ১ গগনতলে গতি, আকাশগমন। (ত্রি) নভসি গতির্যস্য। ২ খগাদি, গগনচর মাত্র।

নভোজ (ত্রি) নভসি আকাশে জায়তে জন-ড। আকাশজাত।

নভোজূ (ত্রি) নভস্‌ জু-ক্বিপ্‌। আকাশে ব্যাপ্ত।

"নভোজুবো যন্নিরবস্য রাধঃ" (ঋক্‌ ১।১২২।১১।)

'নভোজুবঃ নভসি ব্যাপ্তাঃ' (সায়ণ)

নভোদ (পুং) বিশ্বদেবভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নভোদুহ (পুং) নভসঃ দোগ্ধি প্রপূরয়তি নদ্যাদিকমিতি নভস্‌-দুহ-ক। মেঘ।

নভোদ্বীপ (পুং) নভসি দ্বীপ ইব। মেঘ।

নভোধূম (পুং) নভসি ধূম ইব। মেঘ। মেঘ সকল আকাশে ধূমের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে নভোধূম কহে।

নভোধ্বজ (পুং) নভসি ধ্বজইব। মেঘ। (হেমচ°)

নভোনদী (স্ত্রী) নভসো নদী। স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। (ভূরিপ্র°)

নভোমণি (পুং) নভসো মণিরিব। সূর্য্য।

নভোমণ্ডল (ক্লী) নভো মণ্ডলমিব। গগনমণ্ডল।

"নৈতন্নভোমণ্ডলমম্বুরাশেঃ" (সাহিত্যদ°)

নভোমণ্ডলদীপ (পুং) নভোমণ্ডলে দীপ ইব, প্রকাশকত্বাৎ। চন্দ্র। "নভোমণ্ডলদীপায় শিরোরত্নায় ধূর্জ্জটে। কলাভির্বর্দ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে॥" (তিথিতত্ত্ব)

নভোঽম্বুপ (পুং) নভসঃ অম্বু জলং পিবতি পা-ক। চাতক-পক্ষী। (Caculus Melanoleucus.) (হেমচন্দ্র ২।৮)

নভোযোনি (ত্রি) আকাশে যাহার জন্ম, শিব।

নভোরজস্‌ (ক্লী) নভসো রজ ইব। অন্ধকার।

নভোরূপ (ত্রি) নভসো রূপং অরোপিতং রূপমিব রূপং যস্য। ১ নীলবর্ণযুক্ত পশু প্রভৃতি। ২ নীলবর্ণ।

"নভোরূপাঃ পার্জ্জন্যাঃ" (শুক্ল যজু° ২৪।৩)

'নভোরূপাঃ আকাশবৎ নীলবর্ণা' (বেদদীপ)

নভোরেণু (স্ত্রী) নভসি রেণুরিব আবরকত্বাৎ। কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। (ত্রিকা°)

নভোলয় (পুং) নভসি লয়ো যস্য বা নভসি লীয়তে লী-অচ্‌। ধূম। ইহা আকাশে লীন হয় বলিয়া ইহার নাম নভোলয় হইয়াছে। (ত্রি) ২ গগনলীনমাত্র।

নভোবট (পুং) আকাশমণ্ডল।

নভোবীথী (স্ত্রী) নভসি বীথি ইব। আকাশস্থিত বীথীরূপ পথ।

"অথ চ যাবতার্দ্ধেন নভোবীথ্যাঃ প্রচরতি তং কালময়ন-মাচক্ষতে" (ভাগ° ৫।২২।৮)

নভৌকস্‌ (ত্রি) নভ আকাশং ওকস্থানং যস্য। অন্তরীক্ষচর পক্ষী প্রভৃতি।

"অন্যে চ বিবিধাজীবা জলস্থলনভৌকসঃ।

গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ॥" (ভাগ° ২।৬।১৫)

নভ্য (ত্রি) নাভয়ে হিতং নাভি-যৎ (উরগাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ততো 'নাভিনভঞ্চ' ইতি নভাদেশঃ। ১ রথাদি চক্রাবয়বের হিতকর তৈলাদি। ২ তদর্হ।

"তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা" (শতপথব্রা° ১৪।৪।৩।২৩)

'তদেব রথচক্রদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি, নাভিশ্চক্রপিণ্ডিকা, নাভৌহিতং নাভি মর্হতি বা নভ্যং তদেতল্লোকে প্রসিদ্ধং চক্র-পিণ্ডিকাস্থানীয়ং' (ভাষ্য)।

৩ অক্ষ। ৪ রথচক্রাদিগুপ্ত অঞ্জন। (সিদ্ধান্তকৌ°)

নভ্রাজ্‌ (পুং) ন ভ্রাজতে ইতি ভ্রাজ-ক্বিপ্‌। মেঘ। (হেম° ২।৩৮)

নম্‌ [ণম্‌ দেখ।]

নমগদসমুদ্র, যশোর এবং চব্বিশ পরগণার মধ্যস্থলে কপো-তাক্ষ ও খোলপেটুয়া নামক দুইটী নদী মিলিত হইয়া নমগদসমুদ্র নাম ধারণ করিয়াছে। ইহার অপর নাম পাঙ্গশি, বড় পাঙ্গশা।

নমৎ খাঁ, এই ব্যক্তির আসল নাম মির্জ্জা মুহম্মদ। সিরাজ ইহার জন্মস্থান। ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে ইনি নমৎ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত এবং সম্রাট্‌ আলম্‌গীরের পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ও পার্শ্বচর নিযুক্ত হন। আলমগীরের মৃত্যুর পর, বাহাদুর শা, ইহাকে নবাব দানিসমন্দ খাঁ আলী উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে ইনি শাহনামা নামক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই ইহার মৃত্যু হয় (খৃঃ অঃ ১৭০৪)। ইহার রচিত অনেক কবিতা-পুস্তক আছে। তন্মধ্যে একখানির নাম হাসন্‌-ওয়া-ইস্ক। আলম্‌গীরের গোলকুণ্ডাবিজয় লইয়া ইনি যে একখানি বিদ্রূপ রসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই খানিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত। ঐ কাব্যে গ্রন্থকার ক্ষুদ্র সেনাপতি হইতে সম্রাট্‌ পর্য্যন্ত কাহাকেও আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রাচ্য পাকপ্রণালী সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও লিখিয়াছেন। তিনি নমৎ আলী খাঁ নামেও পরিচিত ছিলেন।

নমত (পুং) নম্যতে ইতি নম-অতচ্ (ভৃ-মৃ দৃশি যজীতি। উণ্ ৩।১১০) ১ প্রভু। ২ ধূম। ৩ নট। ৪ নম্র।

নমদেব, মহিসুরের দর্জ্জিদিগের মধ্যে একটী বিভাগ। ইহারা সকলেই কৃষ্ণোপাসক।

নমন (ক্লী) নম-ল্যুট্। ১ নত হওন, প্রণাম। ২ নোয়ান।

নমনকুল, সিংহল দ্বীপস্থ একটী পর্ব্বত, প্রায় ৭০০০ ফিট্ উচ্চ।

নমনীয় (ক্লী) নম-অনীয়র্। ১ নমনযোগ্য, যাহাকে নোয়াইতে পারা যায়। ২ যাহাকে নম্র করিতে হইবে বা নম্র করা আবশ্যক।

নমৃফ্রিক, শ্যামদেশের লোকেরা চিংড়ী মাছ, মরিচ, রশুন এবং পলাণ্ডু দিয়া এক প্রকার চাট্‌নি প্রস্তুত করে। ঐ চাট্‌নীর নাম নম্‌ফ্রিক্, ইহা শ্যাম দেশে বহুল ব্যবহৃত হয়।

নময়িষ্ণু (ত্রি) নম্-ণিচ্ বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্। নমনশীল।

"স্থিরা চিন্নময়িষ্ণবঃ" (ঋক্ ৮।২০।১)

'নময়িষ্ণবঃ নমনশীলাঃ' (সায়ণ)

নমস্ (অব্য°) নম বাহুলকাৎ অসুন্। ১ নমন, নমস্কার, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারে নিজের অপকর্ষরূপ কার্য্য, স্বাপকর্ষ অর্থাৎ নিজের হীনতা না বুঝাইলে প্রণাম হইতে পারে না, এই জন্য স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারের নাম নমঃ। ২ ত্যাগ, স্ব স্বত্বধ্বংসানুকূল ব্যাপারভেদ। 'পুষ্পমিদং বিষ্ণবে নমঃ' বিষ্ণুর উদ্দেশে পুষ্পত্যাগ, এই স্থলে নমস্ শব্দের প্রয়োগেই ত্যাগ বুঝাইল, অর্থাৎ স্বস্বত্ব ধ্বংস হইয়া বিষ্ণুর গ্রহণ হইল।

"পুষ্পমিদং বিষ্ণবে নমঃ ইত্যস্য বিষ্ণূদ্দেশ্যকমন্ত্রকরণ-ত্যাগস্য কর্ম্মেদং পুষ্পমিত্যর্থস্তস্য চতুর্থ্যা প্রীত্যুদ্দেশ্যকত্বং তদিচ্ছাধীনত্বরূপং নমঃ পদার্থে মন্ত্রকরণত্যাগে বোধ্যতে।"

নম্যতে ইতি কর্ম্মণি অসুন্। ৩ অন্ন। ৪ বজ্র। (নিঘণ্টু)

'নমস্' শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা 'দেবায় নমঃ' ইত্যাদি। ৫ যজ্ঞ। "যজ্ঞো বৈ নমঃ" (শ্রুতি)

৬ স্তুত। ৭ স্তোত্র। (ঋক্ ৭।১৬।১)

নমস (পুং) নমতীতি নম-অসচ্ (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) অনুকূল।

নমসান (ত্রি) নমস্য ইতি নাম ধাতোঃ আনচ্ ততো অল্লোপ-যলোপৌ। নমস্করণশীল।

"যশস্বিনং নমসানা বিধেম" (অথর্ব্ব° ৬।৩৯।২)

নমসি(স্য)ত (ত্রি) নমস্য কর্ম্মণি ক্ত, ততো য লোপঃ। কৃত-নমস্কার। পর্য্যায়—পূজিত, নমস্যিত, অর্হিত, অপচায়িত, অর্চ্চিত, অপচিত। (অমর)

নমস্কর্তৃ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৭)

নমস্কার (পুং) নমঃ শব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ১ বিবভেদ। (শব্দচ°)

নমঃ করণং, নমস্-কৃ-ঘঞ্। ২ নতি, প্রণাম, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার, করশিরায় সংযোগাদি। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—নমস্কার ত্রিবিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক, প্রত্যেকটী আবার ত্রিবিধ-উত্তম, মধ্যম ও অধম। জানুদ্বয় ও মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে উত্তম কায়িক নমস্কার, জানুদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম এবং জানু বা মস্তক এই দুই পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল দুইটী হাত একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম অধম নমস্কার। নিজে গদ্য বা পদ্যময় উত্তম শ্লোকাদি রচনা করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম উত্তম বাচিক পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম বাচিক এবং ভাষা বাক্য উচ্চারণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে অধমবাচিক নমস্কার কহে। ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনোবেদজ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কারও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার। ত্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে কায়িক নমস্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ নমস্কার করিলে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। (কালিকাপু° ৭১ অ°)

রাত্রিকালে আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার করিতে নাই, করিতে হইলে 'প্রাতঃ'-পদ ব্যবহার করিতে হয়।

"রাত্রৌ নৈব নমস্কুর্য্যাত্তেনাশীরভিচারিকা।

অতঃ প্রাতঃপদং দত্ত্বা প্রযোক্তব্যৌ চ তে উভে॥" (ভারত)

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু, ইহাদিগকে দেখিলে নমস্কার করিতে হয়, যদি কেহ মোহপূর্ব্বক নমস্কার না করে, তাহা হইলে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন কালসূত্রে গমন করে এবং অশুচি ও যবন হইয়া থাকে।

"দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্যস্তু সম্ভ্রমাৎ।

স কালসূত্রং ব্রজতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

ব্রাহ্মণঞ্চ গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্যো নরাধমঃ।

যাবজ্জীবনপর্য্যন্তমশুচির্যবনো ভবেৎ॥" (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ°)

দেবতায়ন এবং দণ্ডী ইহাদিগকে দেখিলে নমস্কার করিতে হয়, না করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। বচনান্তরে দেবায়তন নমস্কার নিষিদ্ধ। সভা, যজ্ঞশালা ও দেবতায়তন দেখিয়া নমস্কার করিতে নাই। শূদ্র যদি উপবেশন করিয়া নমস্কার করে এবং ব্রাহ্মণ তাহাকে 'দীর্ঘায়ুঃ' লাভ কর, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা হইলে উভয়েরই নরক হইয়া থাকে। দূরস্থিত, জলমধ্যস্থ, চলিত, মদগর্ব্বিত, ক্রুদ্ধ এবং ধাবিত ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে নাই। পুষ্পহস্ত, জলহস্ত এবং তৈলাভ্যঙ্গ-অবস্থায় নমস্কার করিবে না। এই অবস্থায়

নমস্কার করিলে যদি আশীর্ব্বাদ করা হয়, তাহা হইলে আশীর্ব্বক্তা ও নমস্কর্ত্তা উভয়েরই নরক হইয়া থাকে।

"দেবতায়তনং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা তু দণ্ডিনন্তথা।
নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীভবেন্নরঃ॥
সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষু চ।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥
উপবিশ্য নমেৎ শূদ্রো দীর্ঘায়ুর্ব্রাহ্মণো বদেৎ।
স শূদ্রো নরকং যাতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্॥
দূরস্থং জলমধ্যস্থং ধাবন্তং মদগর্ব্বিতম্।
ক্রোধবন্তং বিজানীয়াৎ নমস্কারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
পুষ্পহস্তো বারিহস্তোস্তৈলাভ্যঙ্গোজলস্থিতঃ।
আশীর্ব্বক্তা নমস্কর্ত্তা উভয়োর্নরকং ভবেৎ॥" (কর্ম্মলোচন)

নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই অভিবাদন করিতে হয়, ইহা না করিলে নমস্কর্ত্তার যে সকল দুষ্কৃত থাকে, তাহার ভাগ লইতে হয়। ব্রাহ্মণ নমস্কার করিলে তাহাকে স্বস্তি এবং ক্ষত্রিয়কে আয়ুষ্মৎ, বৈশ্যকে 'বর্দ্ধতাম্' বৃদ্ধি হউক এবং শূদ্রকে আরোগ্য লাভ কর, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।

"অভিবাদয়তঃ পূর্ব্বমাশিষং ন প্রযচ্ছতি।
যদ্দুষ্কৃতং ভবেত্তস্য তস্মাদ্ভাগং প্রপদ্যতে॥
স্বস্তীতি ব্রাহ্মণে ব্রুয়াৎ আয়ুষ্মানিতি রাজনি।
বর্দ্ধতামিতি বৈশ্যেষু শূদ্রে ত্বারোগ্যমেব চ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

পিতা বা মাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নমস্কার করিতে নাই, কিন্তু গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ এবং বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলে তাহাদিগকে নমস্কার করিতে হইবে।

"মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্বয়সাধিকঃ।
নমস্কুর্য্যাদ্‌গুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরম্॥" (যম)

নমস্য ব্যক্তিগণ উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহীপতি, মাতুল শ্বশুর, মাতামহ, পিতামহ, বন্ধু, জ্যেষ্ঠ, পিতৃব্য, এবং মাতা, মাতামহী, পিতামহী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, শ্বশ্রূ (শাশুড়ী), দিদিশাশুড়ী, ধাত্রী ও গুরুপত্নী, ইহারা সকলেই গুরুস্থানীয়, ইহাদিগকে নমস্কার করিবে। এই সকল গুরুগণকে দেখিবামাত্রই, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতে হইবে। (কূর্ম্মপু° ১১ অ°)

গুরুপত্নী যুবতী হইলে পাদগ্রহণ করিয়া নমস্কার করিতে নাই।

"গুরুপত্নীন্তু যুবতীং নাভিবাদ্যেত পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূয়ো ভগো বোঽহমিতি ব্রুবন্॥" (কূর্ম্মপু° ১১ অ°)

"অয়মেব নমস্কারো ভূম্যাদিপ্রতিপত্তিভিঃ।
প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সপূর্ব্বং প্রতিপাদিতঃ॥" (কালিকাপু°)

প্রণাম শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

নমস্কারী (স্ত্রী) নমস্কারস্তদঞ্জলিরিব পত্রসঙ্কোচো হস্ত্যস্যা ইতি, অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। খদিরিকা শাক, চলিত খৈরীশাক, কেহ কেহ লাজালুকে নমস্কারী কহিয়া থাকেন।

"গণ্ডকালী নমস্কারী সমঙ্গা খদিরী কচিৎ।" (বৈদ্যক-রত্নমালা)

২ বরাহক্রান্তা। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ইহার পাতা অঞ্জলির মত, অঞ্জলি শব্দ নমস্কারব্যঞ্জক, এই জন্য ইহার নাম নমস্কারী হইয়াছে। "অঞ্জলিরূপপত্রত্বাদঞ্জলের্নমস্কারব্যঞ্জকত্বাৎ নমস্কারশীলেব নমস্কারী।" (অমরটীকায় ভরত)

নমস্কার্য্য (ত্রি) নমস্-কৃ-ণ্যৎ। পূজ্য, নমস্কারার্হ।

নমস্ক্রিয়া (স্ত্রী) নমস্করোতি, নমস্-কৃ-শ, টাপ্। নমস্কার, পূজা।

নমস্য, নাম ধাতু, নমস্করোতি নমস্-ক্যচ্। নমস্য, পূজ্য, ভ্বাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নমস্যতি, লুঙ্ অনমস্যীৎ, অনমসীৎ। কর্ম্মবাচ্য নমস্যতে।

নমস্য (ত্রি) নাম ধাতু, কর্ম্মণি যৎ, অল্লোপযলোপৌ। পূজ্য, নমস্কারযোগ্য।

"স্ত্রিয়ো নমস্যা বৃদ্ধাশ্চ বয়সা পত্যুরে ব্রতাঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)

নমস্যা (স্ত্রী) নমস্য ভাবে-অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। পূজা।

নমস্যু (ত্রি) নমস্য ছন্দসি উ। ১ নমস্করণশীল।

"স ইদ্বনে নমস্যুভির্বচস্যতে।" (ঋক্ ১।৫৫।৪)

'নমস্যুভিঃ নমো বরিব ইতি পূজার্থে ক্যচ্ ছন্দসীত্যু প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ।) ২ পুরুবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২০।৩)

নমস্বৎ (ত্রি) নমস্ মতুপ্, মস্য ব। অন্নবৎ, অন্নবিশিষ্ট।

"স্ববদধবংনমস্বৎ" (ঋক্ ১।১৪৫।৩) 'নমস্বৎ অন্নবৎ' (সায়ণ)

নমস্বিন্ (ত্রি) নমস্ মত্বর্থে বিনি। নমস্কারস্তোত্রযুক্ত।

"রুদ্রা অবসা নমস্বিনং ন।" (ঋক্ ১।১৬৬।২)

'নমস্বিনং নমস্কারোপলক্ষিতং স্তোত্রোপেতম্' (সায়ণ)

নমাজ (পারসিক) উপাসনা। মুসলমানেরা প্রতিদিন পাঁচবার উপাসনা করিয়া থাকেন। কোরাণে দৈনিক চারিবার নমাজের ব্যবস্থা আছে, যথা,—সায়ংকালে (সসা) এবং প্রাতঃকালে (সুভা) ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন, অপরাহ্নে (আসর) এবং মধ্যাহ্নে (জহর) ঈশ্বরের স্তোত্রপাঠ। এতদ্ব্যতীত রাত্রির প্রথমভাগে আরও একবার নমাজ হয়। নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিতে হয়। ঐরূপ আচমনকে "অজু" কহে। প্রথমে সরলভাবে দাঁড়াইয়া, (এদেশে) পশ্চিমাভিমুখে অর্থাৎ মক্কার দিকে সম্মুখ করিয়া নমাজ আরম্ভ করিতে হয়। কর্ণস্পর্শ, জানু পাতিয়া উপবেশন, শরীরার্দ্ধ সম্মুখে বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, ভূমিষ্ঠ প্রণাম, ও সরলভাবে দণ্ডায়মানাদি নমাজের প্রধান অঙ্গ।

নমাজের সময় হইলে এক ব্যক্তি মসজিদে উঠিয়া, সকলকে উপাসনার্থ তারস্বরে আহ্বান করে। এই আহ্বানকে আজান, এবং আহ্বানকারীকে মুয়েজ্জিন্ কহে। নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিতে হয়; যথা—ঈশ্বর সকলের বড় (চারিবার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা নাই (দুইবার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত (দুইবার), উপাসনার জন্য এইখানে আইস (দুইবার), মুক্তির জন্য এইখানে আইস (দুইবার), ঈশ্বর সকলের বড়। প্রাতঃকালের আহ্বানে অধিকন্তু বলিতে হয়, নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-বাসী মুসলমানেরা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার নমাজ করিয়া থাকেন। যথা—ফজর কি নমাজ অর্থাৎ প্রাতরুপাসনা, জহর কি নমাজ—মধ্যাহ্নোপাসনা, আসর কি নমাজ অর্থাৎ অপরাহ্নো-পাসনা, মগ্রিব কি নমাজ—অস্তোপাসনা; আয়সা কি নমাজ—সন্ধ্যোপাসনা, নমাজ ইসরাখ্—প্রাতে ৭৷৷০ ঘটিকার সময়; নমাজ চাস্ত—প্রাতে ৯ ঘটিকার সময়, নমাজ তাহার্জ্জুর—রাত্রি ১২ ঘটিকার পর এবং নমাজ-ই-যনাজা অর্থাৎ সৎকার-কালীন উপাসনা।

নমাজ সমাপনান্তে উপাসক ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন হস্তগত করিবার আশায় উর্দ্ধে করোত্তোলন করেন এবং করদ্বয় মুখে বুলাইয়া ঐ অনুগ্রহ সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া দেন। মুসলমান-দিগের স্তোত্র আরবী ভাষায় লিখিত। ইহার কিছু পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর করিতে নাই।

নমি সাধু, রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের একজন টীকাকার। ইনি শালিসূরির ছাত্র। দর্শনসপ্ততিকা নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি ১২২৫ খৃষ্টাব্দে অলঙ্কারটীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকা অতি প্রয়োজনীয়।

নমি, বড় গোল আলুর মত আকারবিশিষ্ট একপ্রকার মূল।

নমি, একজন কবি। ইহার নাম আমীর মুহম্মদ মাজম্ নমি। ইনি অকবরের রাজসভার একজন সভাসদ্ ছিলেন। ইনি পাঁচখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দশ সহস্র শ্লোক আছে। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নমি উল্ নাম, একজন বিখ্যাত আরব দেশীয় কবি। ১০০৮ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নমিত (ত্রি) নমোঽস্য সঞ্জাতঃ ইতি তারকাদিত্বাদিতচ্, বা নম-ণিচ্-ক্ত, বাহুলকাৎ হ্রস্বঃ। জাতনমস্কার, নামিত।

"অপঃ শালগ্রামা প্লবনপরিমোদগারসরসাঃ।
সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥" (বিদগ্ধমাধব)

নমী (পুং) নম বাহুলকাৎ ঈ। ঋষিভেদ।

"প্রাবন্নমীং সাপ্যং সসন্তং" (ঋক্ ৬।২০।৬)
'নমীং তৎসংজ্ঞকমৃষিম্' (সায়ণ)

এই ঋষি ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন, ইন্দ্র ইহারই জন্য নমুচিকে নাশ করেন।

নমীনাথ, জৈনদিগের বর্ত্তমান অবসর্পিণীর একবিংশতিসংখ্যক তীর্থঙ্কর। ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম। ইহার পিতার নাম বিজয়, মাতার নাম বিপ্রা। ইহার চরণতিথি আশ্বিনী পূর্ণিমা, ইহার বিমানের নাম প্রাণতদেব। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্বিনী নক্ষত্রে মেষ রাশিতে মথুরা নগরে ইহার জন্ম হয়। ৯ মাস ৮ দিন ইনি গর্ভে ছিলেন। ইহার চিহ্ন কমল, শরীরমান ১৫ ধনু, গাত্রবর্ণ পীত, আয়ুষ্কাল ১০০০০ বর্ষ। ইনি রাজা উপাধিধারী ও বিবাহিত ছিলেন। মথুরা নগরেই ইহার দীক্ষা হয়। ইহার দীক্ষাসঙ্গ ১০০০। ইনি ২০ দিন উপবাস করিয়া দিন্নকুমারের গৃহে দুই দিন পরে প্রথমে দুগ্ধ পারণ করেন। আষাঢ়ী কৃষ্ণানবমীতে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ৯ মাস ছদ্মস্থ ছিলেন। মথুরা ইহার জ্ঞান-নগরী। ইহার গণধর সংখ্যা ১৭, সাধুসংখ্যা ২০ হাজার, সাধ্বী সংখ্যা ৪১ হাজার। ইহার সময়ে ৪৫০ জন ১৪শ পূর্ব্বী ১৬০০ কেবলী, ১৭০০০০ শ্রাবক এবং ৩৪৮০০০ শ্রাবিক ছিলেন। অগ্রহায়ণী শুক্ল একাদশী ইহার জ্ঞানতীর্থ, বকুল বৃক্ষ ইহার দীক্ষাবৃক্ষ, কায়োৎসর্গই ইহার মোক্ষাসন। বৈশাখী কৃষ্ণাদশমীই ইহার মোক্ষতিথি। সমেতশিখরে ইনি মোক্ষলাভ করেন। ইহার প্রথম গণধরের নাম শুভ ও প্রথম আর্য্যার নাম অমিলা। (জৈনশাস্ত্র)

নমুচী (পুং) ন মুঞ্চতীতি মুচ-ইন্, সচ কিৎ। ১ কন্দর্প। ২ দৈত্যভেদ। বামনপুরাণের মতে শুম্ভের তৃতীয় ভ্রাতা। কশ্যপের দনু নামে এক স্ত্রী ছিল, এই দনুর গর্ভে তিন পুত্র হয়, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুম্ভ, নিশুম্ভ মধ্যম, নমুচি কনিষ্ঠ। (বামনপু° ৫২ অ°)

২ বিপ্রচিত্তি নামক দানবের পুত্র। এই দানব প্রথমে ইন্দ্রের সখা ছিলেন, ইনি সোমরসের সহিত ইন্দ্রের বলহরণ করেন। ইন্দ্র সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে সমুদ্রফেণবৎ বজ্রাস্ত্র লাভ করিয়া তৎ সাহায্যে নমুচিকে নাশ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নমুচির বল ইন্দ্রে সংক্রামিত করিয়া দেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, নমুচি ইন্দ্রের নিকট ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করে, এবং সেইখানে ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা হয়। ইন্দ্র এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, আমি আর্দ্র অথবা শুষ্ক বস্তু দ্বারা এবং দিবা বা রাত্রিতে তোমাকে বধ করিব না। পরে ইন্দ্র জলের ফেণা দিয়া ইহাকে বধ করেন। (ভারত ৯।৪৩ অ°) ৩ ফুলধনু।

'নমুচিস্তু পুমান্ দৈত্যভেদে কুসুমকার্ম্মুকে।' (মেদিনী)

নমুচিদ্বিষ্ (পুং) নমুচিং দ্বেষ্টি দ্বিষ-কিপ্। ইন্দ্র, নমুচিসূদন।
"বিগৃহ্য চক্রে নমুচিদ্বিষা বলী" (মাঘ)

নমুচিসূদন (পুং) নমুচিং দৈত্যভেদং সূদয়তি সূদ-ল্যু। ইন্দ্র।

নমুর (পুং) নম বাহুলকাৎ উর। নমুচি অসুর।
"ভূয়ান্নিন্দ্রো নমুরাৎ ভূতানিন্দ্রাসি মৃত্যুভ্যঃ"
(অথর্ব্ব° ১২।৪।৪৭)

নমূদ্ (পারসী) ১ দৃষ্টতঃ। ২ প্রদর্শিত। ৩ স্পষ্ট। ৪ সাধারণ। ৫ বিখ্যাত।

নমুনা (পারসী) ১ দৃষ্টান্ত। ২ সংগ্রহ। ৩ বস্তুর অনুরূপ অংশ বা আদর্শ, ইহা দেখিলে জিনিস ভাল বা মন্দ হইবে, তাহা জানা যায়।

নমেরু (পুং) নম্যতে ইতি নম বাহুলকাৎ এরু। ১ বৃক্ষবিশেষ, সুর-পুন্নাগ, চলিত ছবিয়ানা ফুল। (রাজনি°) ২ রুদ্র।
"বিশশ্রমুর্নমেরূণাং ছায়াস্বধ্যাস্য সৈনিকাঃ।" (রঘু ৪।৭৪)

নমোগুরু (পুং) নমঃ নমস্করণীয়ঃ গুরুঃ। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, এই জন্য সকলেরই নমস্য, অতএব নমস্কার-বিষয়ে গুরু বলিয়া ব্রাহ্মণকেই বুঝায়।

নমোবাক (পুং) বচ-ভাবে ঘঞ্, নমসোবাক্ বা নমস্কারায় উচ্যতে যা বাক্ কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ নমোবচন, নমস্কার বাক্য।
"ইদং কবিভ্যো পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।"
(উত্তরচরিত ১ম শ্লোক)
(ত্রি) ২ নমস্কারার্থ কথনীয় বাক্য।
"নমোবাকে প্রস্থিতে অধ্বরে।" (ঋক্ ৮।৩৫।২৩)
'নমস্কারায় প্রোচ্যতে স নমোবাকঃ তস্মিন্নধ্বরে' (সায়ণ)

নমোবৃধ্ (পুং) বৃধ্ ভাবে ক্বিপ্, নমসোঽন্নস্য বৃধ্ বর্দ্ধনং যস্মাৎ। যজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, যজ্ঞকে অন্নবর্দ্ধকও কহে। কেননা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—
"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" (গীতা)
অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা সূর্য্যলোকে গমন করে, আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা হয়। একমাত্র যজ্ঞই এই সকলের মূল।
"আনো যজ্ঞং নমোবৃধং" (ঋক্ ৩।৪৩।৩)
'নমোবৃধং নমসো অন্নস্য বর্দ্ধকং যজ্ঞং' (সায়ণ)

নম্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নম্বতি। লিট্ ননম্ব। লুট্ নম্বিতা। লুঙ্ অনম্বীৎ। এই ধাতু ণোপদেশ নহে, এই জন্য ণত্ব হইবার কারণ অর্থাৎ হেতু থাকিলেও ণত্ব হইবে না। যথা প্রনম্বতি, এই স্থলে ণত্ব হইয়া প্রণম্বতি হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।

নম্বিয়ুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোয়ম্বাতোর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১১° ২১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ।

নম্বিরাজ, দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীপ্রদেশের একজন রাজা। দ্রাক্ষারাম নামক স্থানে ভীমেশ্বরের যে এক মন্দির আছে, ঐ মন্দিরে ইহার প্রদত্ত (১০৫৩ শকে উৎকীর্ণ) এক দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

নম্বিআরূণার, একজন সাধু পুরুষ। ইহার অপর নাম সুন্দর-মূর্ত্তি। ইহার রচিত স্তোত্র পাওয়া যায়। ইনি চোলবংশীয় রাজরাজ দেবের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

নম্বুরি, মলবার উপকূলের (প্রাচীন কেরল দেশের) উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। (মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য নম্বুরি ব্রাহ্মণ ছিলেন।)

ইহাদের এই নামের হেতু নম্বু অর্থাৎ বেদ এবং তিরী অর্থাৎ তাহা অবগত আছেন, ইহারা বেদ অবগত আছেন, বেদবিদ্, এইজন্য এই ব্রাহ্মণের নাম 'নম্বুত্তিরী', অপভ্রংশে নম্বুরি।

কেরলদেশই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যে স্থলে বাস করেন অর্থাৎ বসতবাটীকে 'মন' অথবা 'ইল্লোম' কহে। বাটীতে যে পরিমাণ স্থান থাকে, তাহার মধ্যস্থলে গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, প্রাঙ্গণদেশ বৃহৎ হইয়া থাকে, এই প্রাঙ্গণদেশের একাংশ নাগদিগের নিমিত্ত অর্পিত হয়। অপর দিকে শবদাহের জন্য গৃহ শ্মশানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকদিগকে 'অন্তর্জ্জনা' অথবা 'অকতম্মার' কহে। রমণীরা পরিধেয় মোটাকাপড়, হস্তে পিত্তলবলয়, গলায় সুবর্ণ কণ্ঠভূষণ ও কর্ণে ইয়ারিং ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন নাক বিঁধায় না, কপালে কুঙ্কুমধারণ করে না। কেবল ললাটে চন্দনের তিলক ও চক্ষুতে কজ্জল ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই সকল অন্তর্জ্জনার প্রত্যেকের এক একটী দাসী থাকে, তাহাদিগকে বৃষলী বা পিন্নত্তী কহে। যখন ইহারা বাহিরে আসে, তখন বৃষলীরা ইহাদের আগে আগে আসে এবং অন্তর্জ্জনাগণ অপর একখণ্ডবস্ত্রে গাত্রাবরণ এবং তালপত্রের ছত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, এই ছত্র ব্যবহার করায় কাহারও মুখাবলোকন ঘটে না।

নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ ৬৪ প্রকার নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। যথা—১। মার্জ্জনীকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিবে না।

২। স্নানের সময় পরিধেয় বহির্বস্ত্র অর্থাৎ উড়ানি খুলিয়া রাখিয়া স্নান করিতে পারিবে না।

৩। বহির্বাস অর্থাৎ উড়ানি দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিবে না।

৪। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিবে না।

৫। স্নানের আগে রন্ধন করিতে নাই।

৬। পূর্ব্বরাত্রির উষ্ণজল ব্যবহার করিতে নাই।

৭। স্নানের সময় কোনরূপ চিন্তা নিষেধ।

৮। কোন বিশেষ উদ্দেশে জল আনিয়া অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করিবে না।

৯। ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্য জাতিকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে।

১০। অস্পর্শীয় জাতি সন্নিকটে আসিলে স্নান করিবে।

১১। পতিতজাতির স্পৃষ্ট কূপ বা সরোবরের জল স্পর্শ করিলে স্নান করিবে।

১২। যে স্থলে ঝাঁট দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থলে জল না দিলে সেখানে পা দিবে না।

১৩। স্বমতের চিহ্ন কপালে ধারণ করিবে।

১৪। যাদু বা তুক্ করিবে না।

১৫। পর্য্যুষিতান্ন গ্রহণ করিবে না।

১৬। সন্তান ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

১৭। শিবোপাসক কখন শিবপ্রসাদ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

১৮। হস্তদ্বারা অন্ন পরিবেশন করিবে না।

১৯। মাহিষঘৃতে হোম করিবে না।

২০। বাৎসরিক শ্রাদ্ধে মাহিষঘৃত ব্যবহার করিবে না।

২১। সম্প্রদায়-নিয়মে আহার করিবে।

২২। পতিত জাতিকে স্পর্শ করিয়া পান করিবে না।

২৩। পাঠাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

২৪। যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা দিবে।

২৫। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিবে না।

২৬। কন্যাবিক্রয়-নিষেধ।

২৭। ব্রতানুষ্ঠান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে।

২৮। রজঃস্বলা অবস্থায় পৃথক্‌ভাবে থাকিতে হইবে না।

২৯। সূতা কাটিতে পারিবে না।

৩০। ব্রাহ্মণ আপন বস্ত্র ধুইতে পারিবে না।

৩১। শূদ্রের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিতে পারিবে না।

৩২। পিতা, পিতামহ, মাতামহ, মাতা, পিতামহী ও মাতামহীদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে এবং পিতৃব্য-দিগের উদ্দেশে শাস্ত্রানুসারে পিণ্ড দিবে।

৩৩। অমাবস্যায় বাৎসরিক কার্য্য শেষ করিবে না।

৩৪। সংবৎসর গত হইলে সপিণ্ডদান অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে।

৩৫। নক্ষত্রানুসারে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে, তিথি অনুসারে নহে।

৩৬। জাতাশৌচ গত হইলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।

৩৭। দত্তক স্বপিতা ও গৃহীত-পিতা এই উভয়েরই শ্রাদ্ধ করিবে।

৩৮। মৃতকে আপন ইল্লোমের প্রাঙ্গণে দাহ করিবে।

৩৯। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোষিৎদিগের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিতে নাই।

৪০। পরজন্মের জন্য কামনা করিবে না।

৪১। পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পুত্র তাহার শ্রাদ্ধ করিবে না।

৪২। অন্তর্জ্জনাগণ পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবে না। ভ্রষ্টা হইলে রাজনিয়মানুসারে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে।

৪৩। অন্তর্জ্জনা আপন আপন তালপত্রের ছত্র এবং বৃষলী না লইয়া অন্যস্থলে গমন করিতে পারিবে না।

৪৪। যোষিৎগণ নাক বিঁধাইবে না এবং পিতলের বালা, রজতইয়ারিং ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর আভরণ ধারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু অন্য স্ত্রীগণ কণ্ঠাদি স্থানে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে।

৪৫। মাদক দ্রব্য সেবন করিলে সমাজচ্যুত হইবে।

৪৬। ব্রাহ্মণ পরস্ত্রী সংসর্গ করিবেন না, করিলে সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে।

৪৭। কখন শূদ্রদেবতা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৪৮। এক দ্রব্য কোন দেবতাকে অর্পণ করিয়া পুনরায় অপর দেবকে তাহা প্রদান করিবে না।

৪৯। বিবাহাদি কার্য্যে হোম করিবে।

৫০। ভট্টর ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে থাকিয়া অন্য স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ বা অভিবাদন করিবে না এবং অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কখনই অভিবাদন করিবে না।

৫১। পুরুষ এবং স্ত্রীগণ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন। যোষিৎ-গণের অন্তর ও বহির্বাস থাকিবে, অন্তর্বাসের পরিমাণ ৫ হাত। এই বস্ত্রে হিন্দুস্থানী পুরুষের ন্যায় কাছা দিবে। সাধারণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় কটিদেশে বহির্বাস বাঁধিয়া রাখিবে। পুরুষেরা কৌপীন ধারণ এবং বহির্বাসে সাধারণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় কটিদেশ বন্ধন করিবে।

৫২। ব্রাহ্মণের পক্ষে গোমেধ নিষিদ্ধ।

৫৩। একজন শিব ও বিষ্ণু এই দুইজনের পূজা করিতে পারিবে না।

৫৪। বিবাহিত ব্রাহ্মণ একটীমাত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। ভট্টর ব্রাহ্মণ অন্ততঃ দুইটী গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে।

৫৫। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যথাবিধানে পাণিগ্রহণ করিবে।

৫৬। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভিন্ন তনয়গণ বেদাধ্যয়ন এবং সমাবর্ত্তনক্রিয়ার পর নার্য্যা (নায়র)-যোষিত্‌কে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিবে।

৫৭। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে পক্বান্ন পিণ্ড দিতে হইবে।

৫৮। অন্তর্জ্জনাগণের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ব্রহ্মচারিণী অবস্থায় থাকিবে।

৫৯। সতীদাহনিষিদ্ধ।

৬০। সকলে পুরশ্চূড় হইবে।

৬১। যাহারা 'ইল্লোম' 'মন' বা 'তারবদ' সম্পত্তি ভাগ চাহিবে, তাহারা সমাজচ্যুত হইবে।

৬২। কন্যার বিবাহ রজোদর্শনের পর হইবে। নার্য্য (নায়র) ও ক্ষত্রিয় জাতির তালিবদ্ধ ক্রিয়া পুষ্পোদগমের পূর্ব্বে হইবে। পরে যৌবন-সমাগমে গন্ধর্ব্ব-বিধানে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিবে। নার্য্যরমণী অন্তর্জ্জনাকে প্রসবাবস্থায় শুশ্রূষা এবং অন্নাদি পথ্য দিবে। ইহাদের অন্নগ্রহণ করিলেও পতিত হইবে না।

৬৪। নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন আহারের পর ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারে।

এই ৬৪ প্রকার নিয়ম সকলেই পালন করিয়া থাকে।

ইহারা ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উঠিয়া যথাবিধি প্রাতশৌচাদি সমাপন-পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে স্নান করিয়া খালি পায়ে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে গমন করিবেন, এবং তথায় গন্ধচন্দনাদি সমাপন করিবেন, পরে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেদ পাঠ করিবেন। তাহার পর ভোজন। অপরাহ্ণে তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া থাকেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি ৯টার পর আহার করিয়া শয়ন করেন। বৈকাল বেলা সাংসারিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই প্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। এই সকল ব্রাহ্মণ হিন্দু রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্যাপিও কেহ ইংরাজের অধীনে চাকুরী স্বীকার করেন নাই।

নম্বুত্তিরী বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করেন। বেদাচার্য্য শিষ্যের মস্তক হস্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে তালে তালে দোলাইতে থাকে। শিষ্যও তালে তালে বেদ অভ্যাস করে।

ইহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রই কেবল দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে অনেক কন্যা অবিবহিতাবস্থায় থাকে এবং বহু বিবাহও প্রচলিত আছে।

রজোদর্শনের পর যাহাদের অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহাদের গলদেশে কোন ব্রাহ্মণ তালি নামে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর মৃতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া থাকে।

কন্যার বিবাহে পিতাকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রথমে পরস্পরের কোষ্ঠী মিল হওয়া চাই, তাহার পর যৌতুকের মূল্য কমিবেশী প্রায় ২০০০ হাজার টাকা স্থির হয়। এই বিবাহ কন্যার 'ইল্লোমে' ধূমধামের সহিত হইয়া থাকে। বরকর্ত্তা পুত্রের জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট প্রার্থী হন, তিনি তাহা স্বীকার করিলে বাক্‌দান হইল। তখন বিবাহের দিন স্থির হয়। সেই শুভদিনে বর হস্তে মঙ্গলসূত্র ধারণ এবং বংশদণ্ড গ্রহণ ও নার্য্যজাতি যোষিৎদিগকে সঙ্গে লইয়া কন্যার ইল্লোমে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকেও নার্য্যজাতীয় যোষিৎগণ নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণের বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক লইয়া আইসে, দীপদ্বারা আরতি ও 'অষ্টমাঙ্গল্যম্' নামে এক প্রকার তুক করে। পরে বর ও কন্যা পৃথক্ কক্ষে নীত হয়, সেইস্থানে উভয়ে প্রচুর পরিমাণে আহার করে। এই প্রকার ভোজনের নাম 'অয়ো নিউন্'। তাহার পর বর বংশদণ্ডগ্রহণ করে এবং কন্যা দর্পণ ও তীর হস্তে লইয়া বিবাহসভায় আগমন করে, কন্যার পিতা বরের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেন। কোন নার্য্য-যুবতী কন্যার মাতার সদৃশী হইয়া বরের সম্মুখে দীপালোক দোলাইতে থাকে। এই সময় অপরদিকে যবনিকান্তরাল হইতে ধনীনার্য্যযোষিৎগণ সমস্বরে বৈকুরপক্ষীর ন্যায় রব করিতে থাকে। এদিকে কন্যা বরের সম্মুখে আসিয়া বরের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান করে। এই সময় পরস্পরের শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে বেদমন্ত্র পাঠ হয়। পরে কন্যার পিতা যথাবিধানে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যৌতুকের সহিত কন্যা সম্প্রদান করেন। তখন সপ্তপদীগমন প্রভৃতি সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। পিতা কন্যাকে ভর্ত্তার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া গৃহাশ্রমের সহায়তা করিতে নানাবিধ উপদেশ দেন। তাহার পর বর কন্যাকে লইয়া নিজের ইল্লোমে আসে। কন্যা অন্তর্জ্জনা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া গৃহকার্য্যে দীক্ষিত হয় ও একটী জুঁই ফুলের গাছ রোপণ করে। তাহাতে কন্যাকে প্রতিদিন জলসেচন করিতে হয়। তিনদিন হোম ও চতুর্থ দিবসে গর্ভাধানক্রিয়া সমাধা হয়। নব দম্পতি শয্যায় উপ-বেশন করিলে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া পুরোহিত তৎকালোচিত মন্ত্র পড়িতে থাকেন। পঞ্চমদিনে বর মঙ্গলসূত্র ও হস্তস্থিত বংশদণ্ড পরিত্যাগ করে। গর্ভাবস্থায় গর্ভের তৃতীয়, পঞ্চম ও নবমমাসে বিশেষ বিশেষ সংস্কার কার্য্য হইয়া থাকে। প্রসবের পর অন্তর্জ্জনাগণ নার্য্যান্ন ভক্ষণ করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

পুত্রাদি হইলে পিতা একাদশ দিবসে নামকরণ, ষষ্ঠ মাসে অন্নাশন, তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ এবং পঞ্চমবর্ষে বিজয়াদশমীর

দিন বিদ্যারম্ভ হইয়া থাকে। সপ্তমবর্ষে কর্ণবেধ ও উপনয়ন হয়, তাহার পর গৃহে অবস্থান ও বেদাদি পাঠ করিয়া থাকে, বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তনকার্য্য শেষ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। কনিষ্ঠ হইলে ক্ষত্রিয়া অথবা নায়র-যুবতীকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করে।

দেহাবসানের পর বাটীর একাংশে দাহকার্য্য সমাধা হয়, চিতার উপরে শব রক্ষা করিয়া পক্কান্ন পিণ্ড দিতে হয়। সকলে বেদপাঠ করিতে থাকে এবং নবদ্বারে নয়খণ্ড স্বুবর্ণ দিয়া মুখাগ্নি করে। দেহ দগ্ধ হইলে সকলে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহারা দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে এবং একাহারী থাকে, অশৌচাবস্থায় লবণ ব্যবহার করে না।

নম্বুরিদিগের কেশের আড়ম্বর নাই। শুভ্রবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করে। পুরুষের অন্তর্ব্বাস কৌপীন, বহির্ব্বাস চারিহস্ত পরিমিত ১ খণ্ডবস্ত্র ব্রহ্মচারীর ন্যায় কোমরে বদ্ধ ও স্কন্ধে এক থানি উত্তরীয় বা গামছা। কেহ কেহ কটিদেশে রজত কটিবন্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণীরা সাধারণতঃ সতী, সাধ্বী ও পতিসেবায় রত। কদাচ পরপুরুষের মুখাবলোকন করে না। ইল্লোমের বাহিরে যাইতে হইলে সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তালছত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্তর্জ্জনাগণ যদি কোন কারণে ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিচার হয়, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার সতীত্বের চিহ্ন ছত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। অন্তর্জ্জনাগণের বিচার কার্য্য এইরূপে সমাধা হয়। কাহারও সতীত্বের প্রতি সন্দেহ হইলে ইল্লোমের 'কর্ণবেন' (ষ্টেটের ম্যানেজার) ইহার অনুসন্ধান করিতে থাকে। অন্তর্জ্জনার বৃষলী ও অপরের সাক্ষ্য লইয়া তাহাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিলে 'সাধনম্' নামে বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ পঞ্চম গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া প্রহরী নিযুক্ত করে এবং রাজাকে তদ্বিষয়ে সংবাদ দেয়। রাজা অন্তর্জ্জনার কলঙ্ক নিষ্পত্তির জন্য বিচার-সমিতি নির্দেশ করিয়া অনুজ্ঞাপত্র দেন। ঐ বিচার-সমিতিকে স্মার্ত্তবিচারসমিতি কহে। উহাতে রাজার প্রতিনিধি দুইজন শ্রৌতবিচারক ও দুইজন স্মার্ত্তবিচারক থাকিবে। রাজার নিকট হইতেও দুই ব্যক্তি আইসে। একজনকে শাস্তিরক্ষক ও অপরকে অসকোয়ম্ কহে। অন্তর্জ্জনা নিজ মুখে যতক্ষণ পাপ স্বীকার না করে, ততক্ষণ বিচারের অনুসন্ধান চলিতে থাকিবে এবং কলঙ্কিনীকে নিজমুখ হইতে কলঙ্ক স্বীকার করাইতে চেষ্টা করে। এই দোষ স্বীকার করাইতে অনেক দিন লাগিয়া থাকে। যদি দোষ সাব্যস্ত না হয়, তাহা হইলে সকলে সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কলঙ্কিনী নিজ মুখে দোষ এবং পারদারিকের নাম করিলে তখন তাহাকে প্রকৃতরূপে দোষী ঠিক করা হইয়া থাকে। তখন তাহার বিচার শেষ হয়। তদনন্তর কলঙ্কিনীকে সকলের সম্মুখে হাততালি দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে বিচারের সারার্থ তাহার সমক্ষে পঠিত হয়, পরে নায়রজাতীয় কোন স্ত্রী আসিয়া তাহার এইরূপে সতীত্বছত্র কাড়িয়া লয়। সকলে হাত তালি দিতে থাকে, সে তথা হইতে বাহির হইয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে। আর তাহার পক্ষে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে না। যাহার সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছিল, সেই পুরুষও সমাজচ্যুত হইবে। উভয়েই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া 'নম্বিয়ার' ও 'চক্কিয়ার' নামে অভিহিত হয়। তাহারা অস্পৃশ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। অসতীর আত্মীয় স্বজনেরা মৃত্যু হইলে যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ পদ্ধতিতে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি করিয়া বিশুদ্ধ হন।

অসতীদিগের এইরূপ কঠোর দণ্ড থাকায় ইহাদের মধ্যে প্রায় অসতী দেখা যায় না।

নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ সকলের প্রায়ই ভূসম্পত্তি আছে, তাহার আয়ে দিনপাত করিয়া থাকে। ইহারা সহরে যাইতে ভাল বাসেনা, যদি পথিমধ্যে শূদ্রকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে 'আয়া আয়া' এইরূপ শব্দ করে। এই শব্দ শুনিলে তাহারা অন্য পথে চলিয়া যায়।

নম্বুরী ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা 'তিরুনবোয়যোগম্' ও 'ত্রিচুরযোগম্'। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য 'বদ্ধন' নামে অভিহিত। উৎকৃষ্ট নম্বুত্তিরীরা নম্বুত্রিপদ বা অধ্যন নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে আবার 'অঝুবন্চেরী' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ আরও অষ্টশ্রেণী নম্বুরী ব্রাহ্মণ আছে। তাঁহারা 'অষ্টগৃহঅধ্যন' নামে কথিত। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে।

অগ্নিহোত্রীদিগকে 'অক্কিত্তিরী অধ্যন' কহে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সোমযাগ করিতে পারেন, তাঁহারা চোতমিরী, অথবা সোমযাজী পদ, যাঁহারা অধনোম যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহারা 'অদিতীরী' বা 'অদিশ্বেরিপদ' নামে কথিত।

যাহারা দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে এবং যাগানুষ্ঠান করে না, তাহাদের নাম ভট্টবৃত্তিকর বা ভট্টত্তিরী। এই সম্প্রদায় ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বদ্ধন্, বৈদিকন্, স্মার্ত্তন্, তান্ত্রী ও শাস্তিক।

১। বদ্ধন্দিগের নাম উন্নিক্কন্, ইহারা বেদাচার্য্য অর্থাৎ বালকদিগকে বেদাধ্যয়ন করান ও পূজা করিয়া থাকেন।

২। বৈদিকন্—ইহারা বৈদিক কার্য্যের মতামত দিয়া থাকেন ও পূজাদির সময় বদ্ধনদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন।

৩। স্মার্ত্তন্—এই শ্রেণীর লোকেরা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও আচারাদির মীমাংসা করিয়া থাকেন।

৪। শান্তিক—ইহারা নিত্য পূজাদি শান্তিকর কার্য্যে রত থাকেন।

নম্বুরিদিগের মধ্যে কএক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। 'মুস্সদ'—অষ্টঘর বৈদ্য অষ্ট-মুস্সদ নামে খ্যাত। পরশুরামের আদেশে ইহারা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে চিকিৎসা করেন। ইহারা বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না।

২। অষ্টঘর ব্রাহ্মণ—ইহারা পরশুরামের আজ্ঞায় মন্ত্র শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, এইজন্য ইহাদের নাম মন্ত্রীক।

৩। কতকগুলি ব্রাহ্মণ আয়ুধ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'আয়ুধপাণি,' 'শস্ত্রাঙ্গকার' বা 'রক্ষাপুরুষ' নামে অভিহিত। ইহাদের নায়ককে 'নম্বুত্তিরী' ও অধিনায়ক বা সেনাপতিকে 'ইদপল্লী নম্বুত্তিরী' কহে। এখন ইহারা যাত্রা ব্যবসা করিয়া থাকেন। উত্তর মলবারে ইহারা 'নম্বিদি' নামে আখ্যাত।

৪। যে সকল ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিকট গ্রাম পাইয়াছিল, তাহাদের নাম গ্রামী। এখন মলবারে দশবংশ এবং কোচীনে ৮ বংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। 'উরিল পরিশ মুস্সদ' অথবা 'পরদর'।—পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উঁহাদিগকে দান করিয়াছিলেন, এই দান গ্রহণ করায় ইহারা পতিত হইয়াছে।

৬। 'নম্বিদী'—ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কোন সময়ে কোন রাজাকে হত্যা করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। উত্তর মলবারে ইহারা নায়রদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে 'রাজহা নম্বুত্তিরী' কহে।

৭। 'ইলায়দ'—ইহারা দক্ষিণ মলবারে নায়রদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

৮। 'পরিয়ুর-গ্রাম-নম্বুত্তিরী'—ইহারা উত্তর মলবারে ও দক্ষিণ কাণাড়ার 'অম্বুবন' অথবা 'তিরুমুম্পু' নামে খ্যাত। যদিও ইহাদের অন্য নম্বুত্তিরীদিগের মত বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়, তথাচ সন্তান পিতৃসম্পত্তি পায় না। মাতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ইহারা কন্যা বিবাহযোগ্য হইলে কোন বৈদিক নম্বুত্তিরীকে কন্যাদান করিয়া থাকে। বিবাহের সকল কার্য্য শেষ হইলে ভর্ত্তা সমাজচ্যুত হয়, এবং কন্যার গৃহে আসিয়া অবস্থান করে ও কন্যার 'তারবদ' সম্পত্তিতে প্রতিপালিত হয়।

৯। 'পিদারক্কর'—ইহারা ভদ্রকালীর উপাসক এবং সুরাপায়ী। 'ভূতরোক্কা' বা 'সর্পরোক্কা' এই নামেও অভিহিত। ইহাদের স্ত্রীগণ ঘোষা অর্থাৎ পরদানবিশ নহে। এই সকল ব্রাহ্মণ কোন সময়ে পতিত হইয়া এই সকল নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

নম্য (ত্রি) নম পবর্গান্তত্বাৎ কর্ম্মণি যৎ ন ণ্যৎ। নমনীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্।

নম্র (ত্রি) নমতীতি নম-র (নমিকম্পীতি। পা ৩।২।১৬৭)। ১ নত, নিম্নতাপ্রাপ্ত। ২ বিনীত।

"অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া" (রঘু)

নম্রক (পুং) নম্রইব কায়তি কৈ-ক। ১ বৈতসবৃক্ষ। নম্রএব স্বার্থে কন্। (ত্রি) ২ নত।

নম্রতা (স্ত্রী) নম্রস্য ভাবঃ নম্র-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নম্রত্ব, বিনীত ভাব। ২ মৃদুতা।

নম্রত্ব (ক্লী) নম্রভাবে ত্ব। নম্রতা।

নম্রপ্রকৃতি (পুং) নম্রা প্রকৃতির্যস্য। নম্রস্বভাব, বিনয়ী।

নম্রমুখ (পুং) নম্রং মুখং। ১ অবনত মস্তক। (ত্রি) ২ যাহার মস্তক অবনত।

নম্রমূর্ত্তি (ত্রি) নম্রা মূর্ত্তির্যস্য। নত, বিনীত।

নম্রস্বভাব (ত্রি) নম্রঃ স্বভাবো যস্য। নম্রপ্রকৃতি।

নয়, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ নয়তে। লোট্ নয়তাং। লিট্ নেয়ে। লুঙ্ অনয়িষ্ট।

নয় (পুং) নী-ভাবে অপ্। ১ নীতি।

"বিষমোঽপি বিগাহ্যতে নয়ঃ কৃততীর্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ।" (কিরাত)

২ দ্যূতভেদ। ৩ নিগম প্রভৃতি। ৪ বিষ্ণু। (ভার° ১৩।১৪৯।৫৬) ৫ ন্যায্য। ৬ নেতা। [নীতি দেখ।]

নয়ক (ত্রি) নয় আর্বকাদিত্বাৎ বুন্। নীতিকুশল।

নয়ক (নায়ক) এক নিকৃষ্ট জাতি। এই জাতীয় লোকেরা জয়পুর, মাড়বার, মেবার এবং মালব প্রভৃতি স্থানে বাস করে। ইহারা সন্ন্যাসী বা বৈরাগী সাজিয়া ভ্রমণ করে, এবং সুযোগ পাইলে হত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি অসৎকার্য্য করিয়া থাকে।

নয়কড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এবং মহারাষ্ট্রদেশের আদিম অসভ্য জাতি বিশেষ।

নয়গ্রাম, সিন্ধু নদীর উপরিস্থ বর্ত্তমান নওসরার প্রাচীন নাম। টলেমির ভূগোলে এই নাম পাওয়া যায়। উভয় নামেরই অর্থ নূতন নগর।

নয়চন্দ্রসূরি, হম্মীর মহাকাব্যের রচয়িতা, এবং জয়চন্দ্রসূরির বংশধর। ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নয়চন্দ্র তোমর-বংশীয় বিরাম নামক কোন রাজার সভাসদ্ ছিলেন। এই বিরাম অকবরের ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন।

কথিত আছে, রাজা হম্বীর স্বপ্নে নয়চন্দ্রকে দেখা দিয়া হম্বীর-মহাকাব্য লিখিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করেন। আরও শুনা যায়, •বিরাম রাজার সভায় কোন ব্যক্তি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন কবিদের ন্যায় সংস্কৃত কাব্য লিখিতে পারে, এখন আর এমন কেহই নাই। এই শুনিয়া, নয়চন্দ্রের হম্বীরমহাকাব্য লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। রণস্তম্ভপুরের • (রণথম্ভরের) চৌহান বংশীয় হম্বীর উক্ত কাব্যের নায়ক। এই কাব্যে আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক রণস্তম্ভপুরের অবরোধ, যুদ্ধে হম্বীরের পতন এবং রাজপুত-মহিলাগণের অগ্নিপ্রবেশ এই সকল বিষয় কাব্যাকারে বর্ণিত আছে।

নয়ন (ক্লী) নীয়তে দৃষ্টিবিষয়োঽনেনেতি নী করণে ল্যুট্। ১ চক্ষু, নেত্র। নী প্রাপণে ল্যুট্। ২ প্রাপণ। ৩ যাপন।

"তত্ত্বং হিতঞ্চ দেবেশ শ্রূয়তাং বদতো মম।
নয়নং পারিজাতস্য দ্বারকাং মম রোচতে॥" (হরিবংশ ১২৭।১১)

নয়নপথ (পুং) নয়নস্য পন্থা ৬তৎ। যতদূর দৃষ্টি চলে।

নয়নপাল, কান্যকুব্জের প্রথম রাঠোররাজ। প্রবাদ, ৫২৬ সম্বতে রাজা হন। (Tod's Rajasthan.)

নয়নপুট (পুং) নয়নস্য পুটঃ। চক্ষুর পাতা।

নয়নবারি (ক্লী) নয়নস্য বারি। নেত্রজল।

নয়নবিষয় (পুং) নয়নস্য বিষয়ঃ। ১ নয়নপথ। ২ চক্রবাল।

নয়নসলিল (ক্লী) চক্ষুর জল, নেত্রজল।

নয়নাঞ্জন (ক্লী) ১ কজ্জলবিশেষ, কাজল। ২ শূর্ম্মা।

নয়নানন্দ, ১ ইহার অপর নাম ধ্রুবানন্দ। বাণীনাথের পুত্র। গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। নয়নানন্দের কৃষ্ণ ও গৌরলীলা-বিষয়ক পদাবলী অতি মধুর। পদকল্পতরুতে তাঁহার পদাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ অমরকোষের কৌমুদী নাম্নী টীকা-রচয়িতা।

নয়নাভিঘাত (পুং) নয়নস্য অভিঘাতঃ। সুশ্রুতোক্ত নয়নাদির অনিষ্টকর রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

"অথাতো নয়নাভিঘাতপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" (সুশ্রুত)

নেত্রে নানা প্রকারে আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। আহত হইলে নেত্রে সংরম্ভ, রক্তবর্ণতা ও অতিশয় বেদনা জন্মে। ইহাতে নস্য, প্রলেপ, পরিষেচন, তর্পণ, রক্তপিত্ত জন্য প্রতীকার এবং দৃষ্টিপ্রসাদক্রিয়া কর্ত্তব্য। ঐ ক্রিয়া স্নিগ্ধ, শীতল এবং মধুর দ্রব্য দ্বারা করিবে। স্বেদ, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক বা পীড়ার দ্বারা অভিহত হইলেও প্রতীকার করা চাই, কিন্তু তদ্দ্বারা অভিষ্যন্দ রোগ জন্মিলে দোষানুসারে প্রতিবিধান করিতে হয়। নয়ন ঈষৎ অভ্যাহত হইলে বাষ্প এবং স্বেদ প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। নেত্রপটোলে একটী ক্ষত হইলে তাহা অনায়াসসাধ্য, দুইটী হইলে কষ্টসাধ্য এবং তিনটী ক্ষত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

নয়ন পিচ্চট, অবসন্ন, শিথিল, স্থানচ্যুত বা দৃষ্টি হত হইলে চিকিৎসা করিলে যাপ্য থাকে। বিস্তীর্ণদৃষ্টি, অল্পরোগবিশিষ্ট অথবা ভ্রমদৃষ্টি হইলে আরোগ্য হয়। প্রাণের উপরোধ, বমন, ক্ষবথু ও কণ্ঠরোধের দ্বারা অবসন্ন অর্থাৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট নেত্র উন্নমিত হয়। নেত্র বহির্ভাগে ঝুলিয়া পড়িলে শ্বাস টানিয়া লওয়া এবং মস্তকে জলসেচন করা কর্ত্তব্য। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ কুপিত হইলে বালকদিগের নেত্রবর্ত্মে সন্নিপাত জন্য কুকুনক নামে রোগ জন্মে। এই রোগে তাহারা নেত্র, নাসা ও ললাট-দেশ সর্ব্বদা মর্দ্দন করে এবং সূর্য্যকিরণ সহিতে পারে না। অতিশয় আস্রাব হয়। এরূপ স্থলে শীঘ্র লেখন কার্য্যদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া দিতে হইবে এবং কটুকী মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারিত করিতে হইবে। শিশুর ন্যায় প্রসূতিরও প্রতীকার আবশ্যক। ইহাতে অপাঙ্গের ফল, মধু ও সৈন্ধবযোগে জলপান করাইয়া অথবা পিপ্পলী, লবণ ও মধু সংযোগে জলপান করাইয়া বমন করাইলে শান্তি হয়। যদি বমন হইতে থাকে, তাহা হইলে আর অধিক বমনের চেষ্টা করাইবে না। [বিশেষ বিবরণ সুশ্রুত উত্তর-তন্ত্র ১৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] [চক্ষুরোগ দেখ।]

নয়নাভিরাম (পুং) নয়নং অভিরময়তি অভি-রম-ণিচ্-অণ্, বা নয়নয়োরভিরামো যস্মাৎ। ১ চন্দ্র।

"আয়ুঃক্ষয়ঞ্চ কুরুতে নয়নাভিরামঃ" (বশিষ্ঠ)

(ত্রি) ২ নেত্রানুরাগকারক, প্রিয় মাত্র।

নয়নী (স্ত্রী) নীয়তে হনয়েতি নী করণে ল্যুট্, ঙীপ্। কনীনী, নেত্রকণিকা। (শব্দচ°)

নয়নোৎসব (পুং) নয়নয়োরুৎসবো যস্মাৎ। ১ প্রদীপ। দীপালোকে নয়নের দর্শন শক্তি হইয়া থাকে, এই জন্য নয়নোৎসব শব্দে দীপ হইয়াছে। আলোকই একমাত্র দৃষ্টির প্রতি কারণ। যথা—

"গৃহ্লাতি চক্ষুঃ সম্বন্ধাদালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ।" (ভাষাপরি°)

(ত্রি) ২ নেত্রোৎসবকারি মাত্র।

নয়নোপান্ত (পুং) নয়নয়োরুপান্তঃ ৬তৎ। অপাঙ্গ প্রদেশ।

নয়নৌষধ (ক্লী) নয়নয়োরৌষধং। পুষ্পকাসীস। (হেম ৪।১২৩)

নয়পাল (পুং) গৌড়ের পালবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [পালবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

নয়পীঠী (স্ত্রী) নয়স্য পীঠীব। দ্যূতাঙ্গ, অষ্টকোষ্ঠ ভেদ, চলিত ছক্। (ত্রিকা°)

নয়লোচন (ক্লী) নয় এব লোচনং। ১ নীতিরূপ চক্ষু। (ত্রি)

২ নীতি হইয়াছে লোচন যার, নীতিচক্ষু। রাজগণ নয়লোচনে সকল বিষয় অবলোকন করিয়া থাকেন।

নয়বর্ত্ম (ক্লী) নয়স্য বর্ত্ম ৬তৎ। নীতিমার্গ, নীতিপথ। ভূপতিদিগের নয়বর্ত্মই সকল কার্য্যে অবলম্বনীয়।

নয়বিজয়গণি, যশোবিজয়ের গুরু ও লাভবিজয়গণির শিষ্য। জ্ঞানবিন্দুপ্রকরণপ্রণেতা।

নয়বিশারদ (পুং) নয়ে নীতিশাস্ত্রে বিশারদঃ কুশলঃ ৭তৎ। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, নীতিকুশল।

"ষাড়্গুণ্যবিধিতত্ত্বজ্ঞো দেশভাষাবিশারদঃ।
সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যো রাজ্ঞা নয়বিশারদঃ॥" (মৎস্যপু° ৮৯অ°)

নয়শাস্ত্র (ক্লী) নয়এব শাস্ত্রং ৬তৎ। নীতিশাস্ত্র।

নয়সার (পুং) নীতিসূত্র।

নয়া (দেশজ) নূতন।

নয়াকাটা, নদীয়া জেলার একটী কৃত্রিম খাল, কুমারখালী হইতে বয়রা বিলে পড়িয়াছে। দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল।

নয়াকন্‌হাট্টি, মহিসুরের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গ জেলায় একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৪° ২৮´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৪´ ২১´´ পূঃ। এখানে লিঙ্গায়তদিগের বিখ্যাত মহাপুরুষ তিপ্পরুদ্রের সমাধি আছে। তাঁহার রথযাত্রা উপলক্ষে ১৫ হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

নয়াগড়, উড়িষ্যার একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার উত্তরে খণ্ডপাড়া রাজ্য, পূর্ব্বে রণপুর, দক্ষিণে পুরী জেলা এবং পশ্চিমে দশপাল্লা রাজ্য। পরিমাণ-ফল ৫৮৮ বর্গমাইল। ইহার অনেক স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা, দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্ অরণ্যময় এবং কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত। এই প্রদেশটীতে অনেক মনোহর দৃশ্য আছে। মধ্যস্থল দিয়া এক গিরিমালা ধাবিত হইয়াছে, উহার উচ্চতা কোথাও ২০০০, কোথাও বা ৩০০০ ফিট্। ধান্য, তুলা, ইক্ষু এবং কএক প্রকার তৈলকর শস্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে রেবার রাজপুত রাজবংশীয় ব্যক্তি আসিয়া নয়াগড় রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩৫২৬০৲ টাকা।

নয়াগায়ন, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার এক নগর। অক্ষা° ২৫° ৩´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৭´ ৩০´´ পূঃ। আজাইগড় হইতে কালিঞ্জর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। গ্রীষ্ম কালে এস্থানে অসহ্য গরম হইয়া থাকে।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার উত্তরে ছত্রপুর রাজ্য। পরিমাণ ফল ১৬ বর্গমাইল। রাজস্ব ১০৩৭০৲ টাকা। লক্ষ্মণসিংহ নামে বুন্দেলখণ্ডের দস্যুদিগের অধিনায়ক আত্মসমর্পণ করিয়া ১৮০৭ সালে পাঁচখানি গ্রামের জন্য এক সনন্দ পাইয়াছিল। ১৮০৮ সালে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র জগৎসিং উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। জগৎসিংহের মৃত্যুর পর ঐ জায়গীর বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে চান, কিন্তু তাহার স্ত্রীর অনুরোধে ঐ বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নয়াডুমকা, সাঁওতাল পরগণা এবং নয়াডুমকা উপবিভাগের রাজকীয় প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৪° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ১৭´ ৩০´´ পূঃ। ডুমকা বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের একটী প্রাচীন স্থান। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় একজন সৈনিক কর্ম্মচারী ডুমকার নাম নয়াডুমকা রাখিয়াছিলেন।

[ডুম্‌কা দেখ।]

নয়ানপুর, ত্রিপুরা জেলার একটী নগর ও প্রধান বাণিজ্য স্থান। বিজয়গাঙ্গের তীরে অবস্থিত। এখানে বিজয় পার হইবার একটী খেয়াঘাট আছে।

নয়ানসুখ (দেশজ) এক প্রকার পাতলা থান কাপড়।

নয়াবাঘিনী, একটী খাল, এই খাল দিয়া পদ্মার জল আসিয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। এই খাল কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ ও বাখরগঞ্জ জেলার অধীন।

নয্যগ্রোধ (পুং) ন্যগ্রোধ।

নর (পুং) নৃণাতীতি নৃ-অচ্। মনুষ্য। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। নারী।

'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।' (ভূরিপ্র°)

২ পরমাত্মা, বিষ্ণু।

"নরতীতি নরঃ প্রোক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৫)

৪ পুরুষ। (রাজনি°) ৫ দেবভেদ। (ভারত ১।১৯ অ°)

৬ স্বারোহিহারক অশ্ব। (নিঘণ্টু) ৭ নরদেবের অবতার অর্জ্জুন।

"নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমাবনুজানীহি হৃষীকেশধনঞ্জয়ৌ॥" (ভারত ৩।৪৭ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ইনি চতুর্থ অবতার। ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইহার জন্ম। নর ও নারায়ণ দুই মূর্ত্তি হইলেও একের সদৃশ ছিলেন। অপর কল্পে নরসিংহ দ্বিধা হইয়া এই মূর্ত্তি ধারণ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে, স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার-কালে নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে নর ও নারায়ণ এই দুইজন বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। এই তপস্যার সময় ইহাদিগের তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে, দেবগণও ইহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ইহারা যে দেবতার প্রতি সন্তুষ্ট

হইতেন, তাঁহারাই কেবল ইহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। একদা দেবর্ষি নারদ ইহাদের ইচ্ছানুসারে সুমেরু শৃঙ্গ হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইহাদিগকে আহ্নিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত দেখিয়াছিলেন, এবং ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! বেদাদিতে আপনাদেরই মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, চতুরাশ্রমবাসী লোকেরা আপনাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্য আপনি কোন্ দেবতার উপাসনা করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে নরনারায়ণ কহিলেন, ইহা অতিশয় গোপনীয়, কিন্তু আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এই জন্য যাহা বলিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ত্রিগুণাতীত, যাহা হইতে সত্বাদি গুণসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা তাহাকেই মাতা, পিতা বা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছিলাম। ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ কন্দর্পের সহিত অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করেন। ইহারা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের রূপের গর্ব্ব ও দেবগণের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করিলেন। এই উর্ব্বশী অপ্সরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তখন উর্ব্বশী দেবলোকে প্রেরিত হইল। এই নরনারায়ণই দ্বাপরের শেষ ভাগে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। (ভাগ°, কালিকা°, ভারত)

৮ ধান্যকর্পূর তৃণ। ৯ শঙ্কু, ছায়াব্যবহারোপযোগী কীলকভেদ।

"ছায়াহৃতে তু নরদীপলতান্তরঘ্নে
শঙ্কৌ ভবেন্নরযুতে খলু দীপকোচ্চ্যম্।" (লীলা°)

৯ রত্নমিশ্রণকারী নরসংখ্যা।

"নরঘ্নদানোনিতরত্নশেষৈ
রিষ্টে হৃতে স্যুঃ খলু মৌল্যসংখ্যাঃ।" (লীলাবতী)

১১ গয়ের পুত্র। ১২ সুধৃতির পুত্র। ১৩ ভরত বংশীয় ভবন্মন্তের পুত্র। ১৪ একজন কাশ্মীরের রাজা। ইহার অপর নাম কিন্নর। ইনি কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় বিভীষণের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা হইয়া রাজ্যে অনেক উৎপাত করেন। ইহার রাজত্বকাল ৩৯ বৎসর। ইহার পত্নী একজন বৌদ্ধের সহিত ভ্রষ্টা হওয়ায় ইনি অনেক বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেন এবং বিতস্তা নদীতীরে নরপুর নামে একটী অতিরমণীয় নগরী স্থাপন করেন। ইনি এক ব্রাহ্মণের বনিতাকে হরণ করিবার উদ্যোগ করায় নাগগণ ইহাকে রাজ্যের সহিত দগ্ধ করিয়া নষ্ট করেন। (রাজতরঙ্গিণী)

১৫ কাশ্মীররাজ বসুনন্দের পুত্র। ইতি কলির্গতাব্দ ২৫৮১ হইতে ২৬৪১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। (রাজতর°) [কাশ্মীর দেখ।]

নর, বরদা রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২২° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪৫´ পূঃ।

নরওয়ে, য়ুরোপের একটী দেশ। নরওয়ে ও ইহার পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী সুইদেন, এই দুই দেশকে একত্র স্কান্দিনেবীয় উপদ্বীপ কহে। এই দেশ ৫৮° হইতে ৭১° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫° হইতে ২৮° পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে সুইদেন, দক্ষিণে কাটিগাট উপসাগর এবং পশ্চিমে জর্ম্মণ ও উত্তর সাগর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ১১ হাজার মাইল, কিন্তু প্রস্থ সর্ব্বত্র সমান নহে। ৬১° উত্তর অক্ষাংশের নিকট প্রস্থ ২৫০ মাইল এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প প্রস্থ ২০ মাইল। পরিমাণ ফল ১২৫০০০ বর্গমাইল।

এই বিস্তীর্ণ দেশের অধিকাংশই পর্ব্বতময়। একটী পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। উত্তরভাগকে কিওলেন্ এবং দক্ষিণভাগকে ফিয়েলেন কহে। কিওলেন পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ অংশটুকুকে সলিতেল্‌মা বলে। ইহার উচ্চতা ৪৯০৬ ফিট্। ইহাতে অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। উচ্চতম শৃঙ্গটী ৬২০০ ফিট্ উচ্চ। কিওলেন্ পর্ব্বত তুষারাবৃত। ইহা হইতে অনেকানেক তুষার নদী নির্গত হইয়া আসে। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে কতিপয় হ্রদ আছে। ঐ হ্রদগুলি প্রায় সমোচ্চ এবং পশ্চিম উপকূল হইতে সমদূরবর্ত্তী।

দক্ষিণদিকের ফিয়েলেন অংশ অপ্রশস্ত আলিরূপে সংস্থিত নহে। ইহাতে বিস্তৃত সমতল মালভূমি ও মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা সকল দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রশস্তাগ্র পর্ব্বত সকলের সাধারণ নাম ফেল্ড্। অত্যুচ্চ স্থানগুলিরও বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরানুক্রমে প্রধান প্রধান গুলির নাম হার্দাঙ্গার ফেল্ড্, ফিলি ফেল্ড, সোন ফেল্ড্, ইয়ামস্ ফেল্ড, ল্যাঙ্গ ফেল্ড্ এবং ডোবার্ ফেল্ড। স্নেহেটেন্ ডোবর ফেল্ডের সর্ব্বোচ্চশিখর। পার্ব্বতীয় মালভূমি সকলের গড় উচ্চতা প্রায় ৪০০০ ফিট্। নরওয়ে দেশটীকে ১১ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগ মাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী হইতে পারে। ক্রিষ্টিয়ানা উপসাগরের উভয়পার্শ্বস্থ ভূভাগ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিটেরও কম উচ্চ। দেশের প্রায় এক দশমাংশ ভূমি ৮০০ ফিট্ উচ্চ। ক্রিষ্টিয়ানা হইতে মাইওসেন হ্রদ পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে আছে।

এদেশের সমুদয় নদীগুলিই উচ্চস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাদের দৈর্ঘ্যও অধিক নহে; এ কারণ ঐ নদীগুলি নৌবাণিজ্যের অনুপযোগী।

গ্লোমেন নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ৪০০ মাইল। ইহা রুইফেল্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া স্কাগার্‌রাক উপসাগরে পড়িয়াছে। নরওয়ের অন্যান্য নদীর নাম, যথা—লাউবেন্ এল্‌ফ, স্কীন্ এল্‌ফ, টরিস্‌ডালএ লৃফ, লাউজেন, অরম্যান এল্‌ফ, ড্রামেন এল্‌ফ, মামজেম এল্‌ফ, এণ্টেম্ এল্‌ফ এবং টানা এল্‌ফ।

নরওয়ের পশ্চিম উপকূল অতি দৃঢ় ও ভগ্ন, অন্তরীপ সকল উন্নত এবং উপকূলের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর দ্বীপবিশিষ্ট। উপকূল এবংবিধ সুরক্ষিত হওয়াতে উত্তর আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে।

নরওয়ের দক্ষিণদিকস্থ প্রদেশসমূহে বিস্তর হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ এবং সকলগুলিই অত্যন্ত গভীর। সুইডেনের সীমার নিকট ফমণ্ড হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৮০ ফিট্ উচ্চ।

নরওয়ের জলবায়ু স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সমুদ্র ও উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাব বশতঃ ইহার উত্তরাংশের শৈত্য তাদৃশ কঠোর নহে। রাজধানী ক্রিষ্টিয়ানার গড় উত্তাপ ৪২° ফারণহাইট্ অর্থাৎ লণ্ডন নগরের উত্তাপ অপেক্ষা ৮০ কম। নর্থকেপ বা উত্তর-অন্তরীপের গড় উত্তাপ ৩০°। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস দুর্যোগময়, এবং শরৎ ও শীতকালে অনবরত ঝড় বহে। শীতের প্রারম্ভে নিবিড় কুয়াশা দেখা দেয়, তৎপরে তুহিন-কণিকার সহিত ঝড় বহিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বদিকে বায়ু বহিলে কুয়াশা ও ঝটিকার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১৫ই মে হইতে ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত আড়াই মাস কাল এবং ১৯ নবেম্বর হইতে ২৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাত্রি অতি বৃহৎ থাকে। বৃহৎ রাত্রির কএক মাস উত্তরদিকে এক প্রকার উজ্জল আলোক (Aurora Borialis = সোমগিরি) দৃষ্ট হয়; মৎস্যজীবীরা সেই আলোকের সাহায্যে রাত্রিকালে দিবসের ন্যায় অনায়াসে মৎস্যাদি ধরিতে পারে। পশ্চিমোপকূলে কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই সচরাচর ঝড় ও সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ দৃষ্ট হয়। আগ্নেয়গিরির দৌরাত্ম্য নাই। কখন কখন ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

নরওয়ে দেশে বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য আছে। ঐ সকল অরণ্যজাত ফল ও কাষ্ঠই নরওয়ের প্রধান সম্পত্তি। বীচ, ওক্ এল্‌ম্, পাইন্, আপেল্ ও চেরী যথেষ্ট জন্মে। মটরাদি কএক প্রকার শস্যও উৎপন্ন হয়। দেশের লোক কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করে বটে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য দেশের অভাব দূর করিতে পারে না।

এদেশে গবাদি পশু ও ছাগ বিস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু মেষ অতি দুর্লভ। দক্ষিণদিকস্থিত প্রদেশের অশ্বগুলি কিছু খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। উত্তর দিকে বড় ঘোটক পাওয়া যায়। ভল্লুক, নেকড়ে, খেঁক-শিয়ালী, হরিণ, বল্গা-হরিণ, শশক, মার্টিন্ এবং আর্মিন্ বিস্তর আছে। এখানে লেমিং নামে ইন্দুর জাতীয় এক প্রকার জন্তু আছে। এই জন্তু যেখানে যায়, সেখানকার সমস্ত উদ্ভিদ্ নষ্ট করিয়া ফেলে। উত্তরোপকূলে নানা প্রকার সামুদ্রিক পক্ষী দেখা যায়। এই সকল পক্ষীর ডিম্ব তথাকার লোকেরা আহার করিয়া থাকে। পশ্চিমোপকূলের লোকেরা মৎস্যাদি ধরিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কড্ এবং হেরিং মাছ প্রচুর পাওয়া যায়।

এখানকার পর্ব্বতে বহুল পরিমাণ আকরিক দ্রব্য দেখা যায়। নরস্কা ফিয়েলেন পর্ব্বতে লৌহ, কংসবর্গ ও আয়র্লস্‌বর্গে রৌপ্য, ডোবরফেল্ডে তাম্র, ও দক্ষিণ দিকস্থ প্রদেশ সমূহে সীসা এবং নানা স্থানে কোবল্ট, দস্তা, মার্ব্বল, স্লেট প্রভৃতি পাওয়া যায়। স্কাগার্‌রাক উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়।

নরওয়ের লোকেরা টিউটনিক জাতি হইতে উৎপন্ন। দেশের উত্তরাংশে অনেক ফিন্‌ল্যণ্ড ও লাপ্‌লণ্ডের লোক বাস করে। প্রথমোক্তদিগকে কোয়ান এবং শেষোক্তদিগকে ফিনার বলে। ফিনারগণ মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নরওয়ে রাজ্য ২০টী প্রদেশে বিভক্ত। ঐ প্রদেশগুলিকে 'আমট' কহে।

অর্দ্ধেকেরও কম লোক কৃষিজীবি, অবশিষ্ট লোক মৎস্য, কাষ্ঠ ও ধাতুর ব্যবসা করিয়া থাকে। বেগবতী নদী সকলের তীরে কাষ্ঠ কাটিবার বিস্তর কল স্থাপিত আছে। লৌহ, তাম্র, কাচ ও বারুদের কারখানাও অনেক আছে। সমুদ্রতীরস্থ অনেকানেক নগরে জাহাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেশের সহিত নরওয়ের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত। অরণ্যোৎপন্ন দ্রব্য, মৎস্য ও খনিজ পদার্থ বহুল পরিমাণে ইংলণ্ড, স্পেন, ভূমধ্যসাগর ও বল্টিকসাগরে প্রেরিত হয়। তক্তা, দেবদারু কাষ্ঠ, মাস্তল, আল্‌কাতরা, লোণামাছ এবং তিমি মৎস্য এই সকল প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। লৌহ বিদেশে প্রেরিত হয় না, দেশের ব্যবহারেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। নরওয়ের লোক নাবিককার্য্যে বড়ই পটু।

এদেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি আছে। সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে হয়। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক নগরে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এবং ১৭টী বড় নগরে ১৭টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

নরওয়ের অধিবাসিগণ টিউটন জাতীয় লোক। অতি পূর্ব্বকালে ইহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া দিনপাত করিত।

এই সকল জলদস্যু উত্তরসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে গমন করিয়া অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিত। তৎকালে এদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল। তাহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিত। প্রাচীন নরওয়েবাসিগণ আইসলণ্ড আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ৮৭৫ খৃঃঅব্দে হেরল্ড হারফাগ্রা নামক একজন রাজা সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে মিলিত করিয়া একাধিপতি হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই নরওয়ে এবং দেন্মার্কের লোক মিলিত হইয়া দেন্মার্কের রাজা কানিউটের সঙ্গে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। অনতিকাল মধ্যেই দুইজাতি পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে ১৩৮৭ খৃঃঅব্দে রাজ্ঞী মারগারেটের সময় আবার মিলিত হইয়া ১৮১৪ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে। ঐ সময় দেন্মার্কের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাদ্বারা নরওয়ে শাসিত হইত। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে সুইডেন দেন্মার্কের নিকট হইতে নরওয়ে প্রাপ্ত হয়। তদবধি নরওয়ে ও সুইডেন্ মিলিত হইয়া একটী রাজ্য হইয়াছে।

প্রজাদিগের প্রতিনিধি লইয়া নরওয়ের ব্যবস্থাপক সভা সংগঠিত হয়। প্রজারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিনিধি নিয়োগ করে না; তাহারা নির্ব্বাচক মনোনীত করে, এবং সেই নির্ব্বাচকগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। নগরে ৫০ জন নগরবাসীর একজন নির্ব্বাচক মনোনীত করিবার অধিকার আছে। পল্লীগ্রামসমূহে ১০০ জন গ্রামবাসী ১ জন নির্ব্বাচক মনোনীত করিতে পারে। প্রতিনিধির সংখ্যা ৭৫এর ন্যূন এবং ১০০ এর ঊর্দ্ধ হইবে না। পল্লীগ্রামের নির্ব্বাচকেরা দুই তৃতীয়াংশ, এবং নগরের নির্ব্বাচকেরা এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি মনোনীত করে। নরওয়ের ব্যবস্থাপক সভার নাম ষ্টর্থিং। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি ষ্টর্থিংএর কার্য্য আরম্ভ করেন। ষ্টর্থিং পুরাতন আইন রহিত ও নূতন আইন প্রচলিত করিতে, এবং কর স্থাপন, পরিবর্ত্তন ও রহিত করিতে পারেন। রাজপুরুষদিগের সংখ্যা ও বেতন ধার্য্য, এবং অন্যান্য অনেক কার্য্য ষ্টর্থিং দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ষ্টর্থিংএর দুইটী ভাগ আছে। একভাগ আইন-কানুন প্রস্তুত করিবার জন্য, তাহাকে ল্যাগথিং কহে। অপর ভাগের নাম ওডেল্থিং। সকল পাণ্ডুলিপিরই ওডেল্থিংএ সূত্রপাত হয়; তথায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহাকে ল্যাগথিং সভায় উপস্থিত করা হয়। ল্যাগথিং ইচ্ছা করিলে উক্ত পাণ্ডুলিপি গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। এইরূপে পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে স্বাক্ষরের জন্য রাজার নিকট পাঠান হয়। রাজা স্বাক্ষর করিলে তাহা আইনে পরিণত হয়। রাজা কোন পাণ্ডুলিপি দুইবার অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু উপর্য্যুপরি তিনটী ষ্টর্থিং যে পাণ্ডুলিপির অনুমোদন করে, রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিন বৎসর অন্তর, ১লা ফেব্রুয়ারিতে ষ্টর্থিংএর অধিবেশন হয় এবং ৩ মাসের অধিককাল থাকে না। সমুদয় শাসন-ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত আছে। নরওয়ের গবর্ণর, এক-জন মন্ত্রী এবং সদস্যগণ লইয়া নরওয়ের মন্ত্রিসভা সংগঠিত হয়। রাজা যখন নরওয়েতে থাকেন না, তখন মন্ত্রী ও দুই জন সদস্য তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যান। কেবল গবর্ণর ও অপরাপর সদস্যগণ সেই সময়ে একযোগে রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। নরওয়ের লোক গবর্ণর হইতে পারে না, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভ্যেরা নরওয়ের লোক হইবেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে, রাজা নরওয়ে ও সুইডেন্ উভয় দেশের সদস্যদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের লিখিত মত গ্রহণ করেন, এবং তাহাদিগের নিকট নিজের অভিপ্রায় বিশদরূপে ব্যক্ত করেন। সদস্যদিগের অভিপ্রায় হইলে, রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া থাকেন। রাজস্ব প্রায় ২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা।

নরওয়ে এবং সুইডেন্ একই রাজার শাসনাধীন। বর্ত্তমান রাজার নাম দ্বিতীয় অস্কার। নরওয়ের ৪৬ খানি যুদ্ধ-ষ্টীমার এবং ১৩৯টী কামান আছে। সৈন্য-সংখ্যা ১৮০০০। ইহার উপর সৈন্য বৃদ্ধি করিতে হইলে ষ্টর্থিংএর সম্মতি আবশ্যক। ত্রয়োবিংশ বয়সের ঊর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ মাত্রকেই সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ১৩ বৎসরের অধিক সৈনিক-কার্য্যে কাহাকেও থাকিতে হয় না।

নরক (পুং) নৃণাতি ক্লেশং প্রাপয়তি নৄ-বুন্। (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। উণ্ ৫।৩৫) ১ স্বনামখ্যাত অসুর। ইহার বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

রজস্বলা ধরিত্রীর গর্ভে ভগবদবতার বরাহের ঔরসে নরকের জন্ম হয়। ভগবতী ধরিত্রী বরাহ হইতে গর্ভধারণ করিলে, এই গর্ভে অতিপরাক্রমশালী পুত্র হইবে, ব্রহ্মাদি-দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া স্বীয় শক্তিপ্রভাবে গর্ভকে কঠিন করিয়া প্রসবের বাধা উৎপাদন করিলেন। এদিকে ধরিত্রীর প্রসব-সময় উপস্থিত হইলে, তিনি প্রসব-বেদনায় অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রসব করিতে পারিলেন না। যন্ত্রণায় তিনি মৃতপ্রায় হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ তথায় উপস্থিত হইলে ধরিত্রী তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্ আপনি যে কালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রজস্বলা অবস্থায় আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, আমি সেই সময়েই গর্ভধারণ করিয়াছি। কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত গর্ভ প্রসব না হওয়ায়, গর্ভভারে অসহ্য যাতনা অনুভব করিতেছি;

যাহাতে আমি সত্বর প্রসব হইতে পারি, আপনি তাহার যথোচিত উপায় বিধান করুন।' ভগবান্ তাহাকে কহিলেন, 'বসুন্ধরে! তোমার এ দুঃখ অধিক কাল আর সহ্য করিতে হইবে না। তোমার এই গর্ভে মহাবলবান্ পুত্র জন্মিবে, এইজন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রসবের বাধা জন্মাইয়াছেন। আদি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে তুমি এই সন্তান প্রসব করিবে। এই কাল পর্য্যন্ত তোমার গর্ভধারণ করিতে হইবে। ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, তোমার এই গর্ভধারণ জন্য কোনরূপ যাতনা আর ভোগ করিতে হইবে না।' পৃথিবীকে বিষ্ণু এই কথা বলিয়া তিরোহিত হইলেন। পৃথিবীও গর্ভহীনা নারীর ন্যায় কৃশাঙ্গী হইয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা জনক যখন নারদের উপদেশানুসারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন সেই যজ্ঞভূমি হইতে দুইটী পুত্র এবং ভুবনমোহিনী এক কন্যা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইল। পৃথিবী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজর্ষি জনককে কহিলেন, রাজন্! ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম। 'এই কন্যা হইতে আমার ভার হরণ এবং অশেষবিধ মঙ্গল কার্য্য সাধিত হইবে; কিন্তু আমার নিকট তোমায় একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, রাবণবীর নিহত হইলে আমি ভার রহিত হইয়া সুখে একটী পুত্র প্রসব করিব, তুমি সেই পুত্রকে যতদিন তাহার শৈশব উত্তীর্ণ না হয় ততদিন প্রতিপালন করিবে।' জনক এই কথা শুনিয়া প্রণত হইয়া এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। পরে রাবণবধ হইলে পৃথিবী যে স্থলে সীতা প্রসূতা হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইয়া একটী পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মিবা মাত্রই পৃথিবী বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীকে কহিলেন, 'দেবি! তোমার এই পুত্র মহাপরাক্রমশালী হইবে এবং যতদিন মনুষ্যভাবে অবস্থান করিবে, ততদিন পরমসুখে কালাতিপাত করিবে। যে সময়ে মনুষ্যভাব ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্য করিবে, সেইকাল হইতেই তুমি তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিবে এবং ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় ধনরত্নাদি দ্বারা সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে। প্রাগ্-জ্যোতিষ নামে নগর ইহার রাজধানী হইবে। এই পুত্র নরক নামে আখ্যাত হইবে।' বিষ্ণু পৃথিবীকে এইরূপ বলিয়া তিরোহিত হইলেন। এদিকে ধরিত্রী অর্দ্ধরাত্র সময়ে জনকের নিকট গমন করিয়া অতিগোপনে পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত জানাইলেন। রাজর্ষি জনক তৎক্ষণাৎ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া ধরিত্রীতনয়কে লইয়া অপত্যনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। যে সময় নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই পৃথিবী মায়াবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণদ্বারা যথোচিত সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করাইলেন এবং জন্মকালীন এই বালক নর-মস্তকে মস্তক ন্যস্ত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'নরক' রাখিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের বিধিমতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করা হইল। গৌতমপুত্র শতানন্দ ইহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষায় নরক অতিশয় বিনীত হইল। এদিকে দেবী ধরিত্রী মায়ারূপে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া নরককে পালন ও বিশেষরূপে সুনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে নরক রূপে, লাবণ্যে, বলবীর্য্যে, ধনুর্যুদ্ধে বা গদাযুদ্ধে অন্যান্য সকল রাজপুত্রকে অতিক্রম করিল। নরক দিন দিন এরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতে লাগিল যে, জনকও মনে মনে ভীত হইতে লাগিলেন। নরক ষোড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীরবর্গের অজেয় হইলেন। নরকের ১৬ বৎসর পূর্ণ হইতে তিনমাস অবশিষ্ট থাকিতে ধরিত্রী জনকের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আপনি প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন, নরক আপনার নিকট প্রতিপালিত হইয়া সুনীতিপরায়ণ হইয়াছে। এখন নরককে যাইতে অনুমতি দিন।' ধরিত্রী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। জনকও অনুমোদন করিলেন। ধরিত্রী মায়ারূপ ধারণ করিয়া নরককে কহিলেন, 'পুত্র! তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে গমন কর, সেই স্থানে তোমার পিতাকে দেখাইব, জনক তোমার পিতা নহে, পালক পিতা মাত্র।' নরক ধাত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া গঙ্গাতীরে পদব্রজে গমন করিল। ধরিত্রী তখন মায়ারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নরককে তাহার জন্মবৃত্তান্ত বলিলেন এবং বিষ্ণুকে তখন স্মরণ করিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'নরকের জন্য রাজ্য প্রভৃতি সকল প্রস্তুত রহিয়াছে' এই বলিয়া উভয়ে গঙ্গাসলিলে প্রবেশ করিলেন। নরক তৎক্ষণাৎ প্রাগ্জ্যোতিষ নামক পুরে উপনীত হইলেন। এই স্থান কামরূপের মধ্যে। এখানে কিরাত জাতি বাস করিত। ঘটক নামে ইহাদের এক রাজা ছিল। বিষ্ণু ও নরক ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলকে নিহত করেন। বিষ্ণু তৎপরে নিজ পুত্রকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপিত হইল। বিদর্ভরাজকন্যা মায়ার সহিত নরকের বিবাহ হয়। বিষ্ণু ক্ষিতির সমক্ষে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পুত্র আমি তোমাকে এই শক্তি দিলাম, ইহা প্রাণ সংশয় ব্যতীত তুমি আর কখনও ব্যবহার করিও না, যদি

তুমি চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছাকর তাহা হইলে তুমি ব্রাহ্মণ, মুনি ও দেবতাগণের সহিত কদাচ বিরুদ্ধাচরণ করিও না। এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তোমার প্রাণনাশ হইবে।' নরককে এইরূপে উপদেশ দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। নরক বিষ্ণু হইতে অভূতপূর্ব্ব ও শত্রুগণের দুর্ভেদ্য এক রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজর্ষি জনক এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার যত্নে নিতান্ত প্রীত হইয়া কিছুদিন এইস্থানে অবস্থান করেন। নরক মনুষ্য-প্রথানুসারে অনেক দিন রাজত্ব করেন। পরে ত্রেতাযুগাবসানে বাণরাজার সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। বাণ অসুর-ভাবে বিচরণ করিত, নরকও ইহার সংসর্গে ক্রমে অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন ও দেবতা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদা বশিষ্ঠদেব কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে আসেন, কিন্তু নরক তাঁহাকে পুরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাহাতে বশিষ্ঠদেব কুপিত হইয়া নরককে শাপ দেন, 'তুমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া এইরূপে ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এইজন্য তুমি যাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারই হস্তে অচিরাৎ তোমার মৃত্যু হইবে। তোমার মৃত্যুর পর কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিব এবং যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, ততদিন কামাখ্যাদেবী পরিজনের সহিত এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন।' তখন নরক প্রাণসম বন্ধু বাণের শরণাপন্ন হইলেন, এবং বাণের উপদেশানুসারে ব্রহ্মার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা নরকের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহাকে বর লইবার জন্য কহিলেন। নরক এই বর প্রার্থনা করিলেন, 'আমি দেব, অসুর, রাক্ষস এবং সকল দেবযোনির যেন অবধ্য হই। জগতে যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন আমার সন্তান সন্ততি অবচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করুক। তিলোত্তমার ন্যায় রূপগুণসম্পন্না ১৬ হাজার স্ত্রী ও রাজ্যলক্ষ্মী যেন স্থিরা হইয়া থাকে।' ব্রহ্মা এই সকল বরই প্রদান করিলেন। নরক এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে আগমন করিলেন। কালক্রমে নরকের ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ ও সুমালী নামে চারিটী পুত্র হইল। এই পুত্র সকলই প্রবল পরাক্রমশালী ও বীরগণের অজেয় হইয়া উঠিল। তখন নরক হয়গ্রীব, মুরু, সুন্দ, উপসুন্দ প্রভৃতি প্রবল বলবিক্রমশালী অসুর সকলকে দ্বাররক্ষা ও সেনাপতি প্রভৃতির কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। ক্রমে তিনি হয়গ্রীব প্রভৃতির সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিলেন এবং নানারূপে পৃথিবীর পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষিতির ভারাবতরণের জন্য কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবগণ রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায় রূপগুণসম্পন্না ১৬ হাজার স্ত্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই স্ত্রীগণ হিমালয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিল, নরক তাহাদিগকে হরণ করিয়া স্বপুরে আনয়ন করিলেন। নানাপ্রকারে নরক সকলকেই উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে আগমন করেন এবং নরকের সহিত প্রবল যুদ্ধ করেন, পরে ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা নরকের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন পৃথিবী ভার রহিত হইয়া সুস্থ হইলেন। পৃথিবী পুত্রের মৃত্যু জন্য কিছু-মাত্র শোকাতুরা হইলেন না। (কালিকাপু° ৩৬।৪০ অ°)

(নরকাসুরের বৃত্তান্ত হরিবংশে ১২০, ১২১, ১২২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

নরকের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ ইহার ধনাগারে যে ধনরত্নাদি দেখিয়াছিলেন, তাহা কুবেরের ধনাগারেও ছিল না। কৃষ্ণ এই সমস্তই দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন।

২ পাপভোগস্থান, মৃত্যুর পর যে স্থানে যাইয়া পাপভোগ করিতে হয়, তাহাকে নরক কহে। নরকের ভয়ে অনেকে দুষ্কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কি পুরাণ বা মন্বাদি সংহিতা সকল শাস্ত্রেই অল্প বিস্তর নরকের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। নরক বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত-গণ বলিয়া থাকেন, যেরূপ শুভাশুভ কার্য্য করা যাইবে, ভবিষ্যতে তাহারই ফলভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ এবং পাপ-ফলে নরক হইয়া থাকে। যখন আমাদের এই ষাট্‌কৌষিক দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন আমাদের সূক্ষ্মশরীর আকাশস্থ ও বায়ুভূত হইয়া অবস্থান করে, এই সূক্ষ্মশরীরেই স্বর্গ বা নরক ভোগ হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর এইরূপ উপাদানে গঠিত হয় যে, হয় ত জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও যন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছুই অনুভব হইবে না, এই জন্য এই অবস্থায় যন্ত্রণাময় শরীর কহে। এই সূক্ষ্মশরীরে স্বর্গ বা নরক ভোগ হইয়া থাকে। অধর্ম্মই একমাত্র নরকের হেতু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

"অধর্ম্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্ম্মজঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিনাশ্যোঽসৌ জীববৃত্তী দ্বিমৌ গুণৌ ॥"

(ভাষাপরি° ১৬১)

চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ স্বর্গনরকাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।" (চার্ব্বাক)

তাঁহারা বলেন, এই দেহ ভস্ম হইলে তাহার পর স্বর্গ নরকাদির ভোগ অসম্ভব। কারণ মৃত্যুর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই সকল বিচার অনাবশ্যক, এইজন্য কেবল

নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহাই এই স্থলে লিখিত হইল—

ভাগবতে নরকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।—রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! নরক সকল কি পৃথিবী মধ্যস্থ কোন কোন দেশ বিশেষ, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে বা অন্তরালে স্থিত কোন প্রদেশ? ইহাতে শুকদেব বলিয়াছিলেন, এই ভূমণ্ডল মধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যেথানে অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃগণ অবস্থান করেন, সেইখানে যম স্বগণ সহিত অবস্থান করিয়া মৃত লোকদিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদের কর্ম্মানুসারে দোষ গুণের বিচার করিয়া থাকেন, এইস্থানে নরক সকল অবস্থিত আছে। এই নরকের সংখ্যা একবিংশতি। ইহাদের নাম যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচী ও অয়ঃপান। আরও ৭টী নরক আছে যথা—ক্ষারমর্দ্দন, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবট-নিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ, সর্ব্ব সমেত এই ২৮টী নরক।

যাহারা পরধন, পরস্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, যমপুরুষেরা তাহাকে ঘোরতর কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক তামিস্র নরকে ফেলিয়া দেয়, এই নরক প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন, পাপী ইহাতে পতিত হইয়া অশন ও পানাভাবে এবং দণ্ডতাড়ন প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকে।

যাহারা পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি লইয়া সম্ভোগ করে, তাহাদের অন্ধতামিস্র নরকে বাস হইয়া থাকে, যমপুরুষেরা এই খানে পাপীদিগকে অশেষবিধ কষ্ট দেয় এবং তাহার পর ঐখানে ফেলিয়া দেয়। এই নরকে পতিত ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত বেদনা হয়, এই জন্য তাহাদের স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, এই কারণে ঋষিগণ এই নরককে অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা এই সংসারে 'এই শরীরই আমি' এবং 'এই সকল ধন আমার', এইরূপ জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া প্রাণিগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অনুদিন কেবল আপনার শরীর ও স্ত্রীপুত্রাদির পোষণ করিয়া থাকে, তাহাদের রৌরব নরক হয়। এই নরকের নাম রৌরব হইবার কারণ, এই জগতে লোকে যে প্রকারে যে সকল প্রাণীর হিংসা করে, সে স্বকৃত কর্ম্মদোষে পরলোকে যম-যাতনা প্রাপ্ত হইলে তাহার আত্মকৃত হিংসা-কর্ম্ম সকল রুরু রূপে পরিণত হইয়া সেই প্রকারে তাহার হিংসা করে, এই জন্য ঋষিগণ এই নরকের নাম রৌরব বলিয়াছেন। (সর্প হইতেও অতিশয় খল তারশৃঙ্গ এক প্রকার প্রাণী আছে, তাহার নাম রুরু।)

মহারৌরব নরকও এই প্রকার। যাহারা এ সংসারে আপনা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তাহাদেরও এই মহারৌরব নরক হয়। এই স্থলে ক্রব্যাদ নামে রুরুগণ মাংস গ্রহণার্থ তাহাকে বিবিধ যাতনা দিয়া বিনষ্ট করে।

যাহারা ইহলোকে অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি এবং শরীরধারণার্থ পশু অথবা পক্ষী মারিয়া সেই মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করে এবং যে অতি নির্দ্দয়, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে কুম্ভীপাক নরকে ফেলিয়া দেয় ও তপ্ত তৈলে তাহাদিগকে পাক করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বিদ্রোহাচরণ করে, সে কালসূত্র নামক নরকে প্রক্ষিপ্ত হয়, এই নরক অতি ভয়াবহ। এই নিরয়ের পরিধি দশসহস্র যোজন, ইহা তাম্রময় অত্যুষ্ণ সমানভূমি। ব্রহ্মদ্রোহী এই নরকে পতিত হইয়া উপরে অর্ককিরণে এবং নীচে অগ্নির উত্তাপে সন্তাপিত হইতে থাকে, ক্ষুধা ও পিপাসায় তাহার দেহের অন্তর ও বাহ্যভাগ দগ্ধ হয়।

নারকী এইরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে। পশুদেহে লোমের সংখ্যানুসারে তাহাদের নরকভোগ হইয়া থাকে।

যাহারা অনাপদ্‌কালেও ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ও বেদমার্গ পরিত্যাগ এবং পাষণ্ডধর্ম্ম অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে অসিপত্রবন নরকে ফেলিয়া দেয় ও অতিশয় প্রহার করে। পাপী তথায় প্রহারের যাতনায় অস্থির হয়।

যে সকল রাজপুরুষ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান না করেন এবং অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন, সেই সকল রাজা বা রাজপুরুষ অতিশয় পাপী, এই পাপবশতঃই ইহাদের পরকালে শূকর-মুখ নামক নরক হয়। লোকে যেমন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করে, তাহার ন্যায় রাজা বা রাজপুরুষদিগকে যমকিঙ্করগণ নিপীড়ন করিয়া থাকে। ইহাতে পাপীর যন্ত্রণার অবধি থাকে না।

পরমেশ্বর যাহার যে বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ এই বৃত্তির বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে অন্ধকূপ নামক নরক হইয়া থাকে। এই স্থান ভয়ানক অন্ধকার, পাপী এই স্থানে কিছুই দেখিতে পায় না এবং যাহাদের বৃত্তিচ্ছেদ করা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া তখন প্রতিশোধ লইতে থাকে।

যাহারা ভক্ষ্য দ্রব্য লোকসমূহের সমক্ষে বণ্টন না করিয়া একাকী ভক্ষণ করে এবং পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান করেনা, তাহারা পরকালে কৃমিভোজন নরকে গমন করে। এই নরকে লক্ষযোজন দীর্ঘ একটা কৃমিকুণ্ড আছে। পাপী এই কুণ্ডে পড়িয়া স্বয়ং

কৃমি হইয়া কৃমি ভোজন করে, কৃমি সকলও তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহাতে অতিশয় যন্ত্রণা হয়।

যাহারা চৌর্য্য অথবা বলদ্বারা ব্রাহ্মণের হিরণ্যরত্নাদি অপহরণ করে এবং অনাপদ্‌কালে কোন ব্যক্তির ঐ সকল বস্তু হরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে যমদূতেরা লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সন্দংশ দ্বারা তাহার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়।

যাহারা অগম্যা স্ত্রী গমন করে এবং যে সকল স্ত্রী অগম্য-পুরুষে সঙ্গত হয়, যমপুরুষেরা ঐ দুইজনকে পরকালে নির্দ্দয় কশাঘাত ও তাড়না করে এবং পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রী প্রতিমা আর স্ত্রীকে পুরুষাকৃতি লৌহপ্রতিমা দ্বারা আলিঙ্গন করায়। যাহারা পশ্বাদি অযোনিতে গমন করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে নরকে নিঃক্ষেপ করিয়া বজ্রকণ্টকময় শাল্মলীর উপর আরোপণপূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করে। এই পৃথিবী মধ্যে যে সকল রাজন্য অথবা রাজপুরুষ ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহারা বৈতরণী নদীতে পতিত হয়। এই নদী নরক সকলের পরিখা স্বরূপ। এই নদীতে জলজন্তু সকল ইতস্ততঃ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে এবং তাহারা অধর্ম্মের বিষয় স্মরণ করিয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও বসাবাহিনী নদীতে পতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে উপতপ্ত হয়। যাহারা ইহলোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অথবা ক্রয় বিক্রয়ের সময় কিংবা দানাবসরে কোন প্রকারে মিথ্যা কহে, পরলোকে যমকিঙ্করেরা তাহাকে অধঃশিরা করিয়া শতযোজন উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে অতি সঙ্কীর্ণ অবীচিমৎ নরকে ফেলিয়া দেয়। (যেথানে স্থল ও অশ্মপৃষ্ঠস্থ জলের ন্যায় প্রকাশমান হয়, তাহাকে অবীচিমৎ নরক বলে।) যমদূতেরা পাপীকে ঐ নরকে নিঃক্ষেপ করিয়া তিল তিল করিয়া তাহার শরীর কর্ত্তন করিতে থাকে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় না। পুনরায় তাহাকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া যায় এবং তথা হইতে আবার ঐ নরকে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে রোগী অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

যাহারা ইহলোকে দম্ভান্বিত হইয়া দম্ভার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং তাহাতে পশুচ্ছেদন করে, তাহাদের বিশসন নামে নরক হয়। এই নরকে যমপুরুষেরা নানাবিধ ক্লেশ দিয়া পাপীর অঙ্গ-ছেদ করে।

দ্বিজকুলোদ্ভব যে ব্যক্তি ইহলোকে কামমোহিত হইয়া অসবর্ণা ভার্য্যাতে রেতঃপাত করে, যম পুরুষেরা তাহাকে রেতঃপূর্ণ নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ঐ রেতঃ পান করাইতে থাকে।

যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া এবং ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যজ্ঞার্থ সোমপান করিয়া অজ্ঞতাপ্রযুক্ত মদ্যপান করে,' যম দেবতারা তাহাদিগকে নরকে লইয়া যাইতে যাইতে পা দিয়া বক্ষঃস্থল আক্রমণপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ দিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে অভিষেক করে।

যাহারা হীনজাতি হইয়া উচ্চ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং উচ্চ-বর্ণের অসম্মান করে, তাহারা ক্ষারকর্দ্দমময় নরকে অধঃশিরা হইয়া পতিত হয় এবং অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে।

যে সকল মনুষ্য রাক্ষসের তুল্য উগ্রস্বভাব এবং জনসমূহের উদ্বেগপ্রদ, তাহারা পরকালে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। এই নরকে পঞ্চমুখ বা সপ্তমুখ রাক্ষস সকল তাহাদিগকে ইন্দুরের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করে।

যাহারা ইহলোকে অন্ধকারময় গর্ত্ত ও কুশূল এবং গুহাদিতে প্রাণিদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে ঐ সকলের মধ্যে পতিত হইয়া রুদ্ধ হয় এবং বিষ, অগ্নি ও ধূম এই সকল দ্বারা বিষম যাতনা পাইতে থাকে।

গৃহে অতিথি আসিতে দেখিয়া যাহারা ক্রুদ্ধ হয় এবং ক্রোধে তাহাদিগকে রোষকষায়িত লোচনে অবলোকন করে, তাহারা অন্তকালে নরকে যাইলে বজ্রতুল্য তুণ্ডধারী কঙ্কাদি পক্ষিগণ সবলে তাহার চক্ষু উৎপাটন করে এবং নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেয়।

যে পুরুষ ইহলোকে ধনগর্ব্বে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এইরূপ অভিমান করিয়া বক্রদৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ধন অপহরণ করিবে বলিয়াই সকলকে সন্দেহ করে, দিবারাত্র ধনচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, এই সকল লোক ধনোপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণ মাত্রে চিত্তনিবেশবশতঃ পাপী হয়। এই পাপে তাহাদের সূচীমুখ নামক নরকভোগ হইয়া থাকে। যমপুরুষেরা ইহাদিগকে তন্তুবায়গণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে সূচী বিদ্ধ করিয়া সূত্রে গ্রথিত করিয়া থাকে।

যমালয়ে উক্ত প্রকার অসংখ্য নরক আছে। পাপী সকল পাপের তারতম্যানুসারে এই সকল নরকে পতিত হইয়া যারপর নাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরে যখন পাপ ক্ষয় হইবে, তখনই পাপিগণ এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। যতদিন পাপভোগ না শেষ হইবে, ততদিন নরকে পচিতে থাকিবে। (ভাগবত ৫।২৬ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নরক-বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পাপিগণ যে স্থানে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার নাম নরক।

"নরককাণাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানাবিধানি চ।
নানাপুরাণভেদেন নামভেদানি তানি চ॥

বিস্তৃতানি গভীরাণি ক্লেশদানি চ জীবিনাম্।
ভয়ঙ্করাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুৎসিতানি চ ॥
ষড়শীতিশ্চ কুণ্ডানি সংযমন্যাঞ্চ সন্তি চ।
নিবোধ তেষাং নামানি প্রসিদ্ধানি শ্রুতৌ সতি ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৭ অ°)

নানাবিধ নরক কুণ্ড সকল আছে, নানা পুরাণভেদে এই সকল নরকের নামও ভিন্ন হইয়াছে। এই স্থান জীবের অতিশয় ক্লেশকর। ইহাতে ৮৬টী কুণ্ড আছে, তাহাদের নাম সকল এই-রূপ লিখিত আছে। যমালয়ে পাপী সকল পাপভেদানুসারে যে সকল কুণ্ডে অবস্থান করে, তাহাকে নরককুণ্ড কহে। কোনরূপ পাপানুষ্ঠান করিলে কোন্ নরক কুণ্ডে পতিত হইতে হয়, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

নরক কুণ্ড।	পাপী।
১। বহ্নিকুণ্ড	কুকথায় বন্ধুদিগের হৃদয় দগ্ধ-কারক।
২। তপ্তকুণ্ড	ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে যাহারা ভোজন না করায়।
৩। ক্ষারকুণ্ড	নিষিদ্ধ দিনে বস্ত্রে ক্ষার-সং-যোজন-কারক।
৪। বিট্‌কুণ্ড	ব্রাহ্মণের বিত্তাপহারক।
৫। মূত্রকুণ্ড	পরের তড়াগ খনন করিয়া যে নিজে উৎসর্গ করে।
৬। শ্লেষ্মকুণ্ড	যাহারা বণ্টন না করিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে।
৭। গরকুণ্ড	পিতা মাতা প্রভৃতিকে যাহারা পালন না করে।
৮। দূষিকাকুণ্ড	অতিথি-দর্শনে যাহারা বিরক্ত হয়।
৯। বসাকুণ্ড	কোন বস্তু ব্রাহ্মণকে দিয়া তাহা আবার অন্যকে যে দান করে।
১০। শুক্রকুণ্ড	পরস্ত্রীগামী পুরুষ এবং পরপুরুষ-গামিনী স্ত্রী।
১১। অসৃক্‌কুণ্ড	গুরুজনকে তাড়নাকারী বা রক্তপাতকারী।
১২। অশ্রুকুণ্ড	হরিভক্তকে দেখিয়া যাহারা উপহাস করে।
১৩। গাত্রমলকুণ্ড	সর্ব্বদা অশুদ্ধ চিত্ত ও খল-স্বভাব।
১৪। কর্ণবিট্‌কুণ্ড	বধিরকে উপহাসকারী।
১৫। মজ্জকুণ্ড	ভোজনার্থ জীবহিংসাকারী।
১৬। মাংসকুণ্ড	অর্থলোভে কন্যাবিক্রয়কারী।
১৭। নখকুণ্ড ১৮। লোমকুণ্ড	শ্রাদ্ধ ও উপবাসাদিতে সংযম ত্যাগী।
১৯। কেশকুণ্ড	যাহার মৃণ্ময় শিবলিঙ্গে কেশাদি থাকে।
২০। অস্থিকুণ্ড	যাহারা বিষ্ণুপদে পিতৃপিণ্ড প্রদান করে নাই।
২১। তাম্রকুণ্ড	গুর্ব্বিণী অর্থাৎ গর্ভবতী স্ত্রী-গমনকারী।
২২। লৌহকুণ্ড	ঋতুস্নাতা ও অবীরার অন্ন-ভোজী।
২৩। তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ড	যে নারী কটু বাক্যে স্বামীকে তাড়না করে।
২৪। বিষকুণ্ড	যে বিষ প্রয়োগে অন্যের জীবন নষ্ট করে।
২৫। ঘর্ম্মকুণ্ড	ঘর্ম্মযুক্ত হস্তে যাহারা দেব-দ্রব্যাদি স্পর্শ করে।
২৬। তপ্তসুরাকুণ্ড	শূদ্রানুজ্ঞাত শূদ্রান্নভোজী।
২৭। প্রতপ্তৈতলকুণ্ড	দণ্ড দ্বারা যে বৃষকে তাড়না করে।
২৮। কুন্তকুণ্ড	কুন্ত ও লৌহ বড়িশাদি দ্বারা জীবহন্তা।
২৯। কৃমিকুণ্ড	মৎস্যভোজী, বৃথামাংসভোজী ও হরিপ্রসাদ যে ভক্ষণ করে না।
৩০। পূযকুণ্ড	শূদ্রযাজী, শূদ্রশ্রাদ্ধভুক্ ও শূদ্র-শবদাহী।
৩১। সর্পকুণ্ড	যে সর্পের মস্তকে কৃষ্ণপদ চিহ্ন আছে তাহাকে হত্যাকারী।
৩২। মশককুণ্ড	যাহারা ক্ষুদ্র জীব বিনাশে বিধি দান করে।
৩৩। দংশকুণ্ড	যাহারা পশুহত্যার বিধি দেয়।
৩৪। গরলকুণ্ড	যে সকল লোক মধুমক্ষিকা মারিয়া মধু সংগ্রহ করে।
৩৫। বজ্রদংষ্ট্রকুণ্ড	অদণ্ড্যকে দণ্ডদাতা।
৩৬। বৃশ্চিককুণ্ড	অর্থলোভে প্রজাদিগের দণ্ড-কারক।

৩৭। শরকুণ্ড
৩৮। শূলকুণ্ড
৩৯। খড্গকুণ্ড } শস্ত্রধারী, ধাবক এবং সন্ধ্যাহীন ও হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ।

৪০। গোলকুণ্ড — অল্পদোষে কারাদণ্ডদাতা।

৪১। নক্রকুণ্ড — জলোত্থিত নক্রাদি হননকারী।

৪২। কাককুণ্ড — লোলুপনেত্রে পরস্ত্রীর বক্ষ, নিতম্ব ও মুখদর্শনকারী।

৪৩। সঞ্চানকুণ্ড — স্বর্ণাপহারক।

৪৪। বাজকুণ্ড — তাম্র ও লৌহচোর।

৪৫। বজ্রকুণ্ড — দেবদ্রব্যাপহারক।

৪৬। তপ্তপাষাণকুণ্ড — দেবতা ও ব্রাহ্মণের রৌপ্য, গো অথবা বস্ত্রচোর।

৪৭। তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড — দেবতা ও ব্রাহ্মণের পিত্তল বা কাংস্যনির্ম্মিত দ্রব্যচোর।

৪৮। লালাকুণ্ড — বেশ্যান্নভোজী ও তদ্‌বৃত্তিজীবী।

৪৯। মসীকুণ্ড — ম্লেচ্ছজীবী ও মসীজীবী ব্রাহ্মণ।

৫০। চূর্ণকুণ্ড — দেবতা বা ব্রাহ্মণের শস্য, তাম্বূল ও আসনচোর।

৫১। চক্রকুণ্ড — বিপ্রদ্রব্যহরণচক্রকারী।

৫২। বক্রকুণ্ড — বন্ধু ও ব্রাহ্মণের প্রতি কুটিল ব্যবহারকারী।

৫৩। কূর্ম্মকুণ্ড — হরিশয়নে কূর্ম্মমাংসভোজী ব্রাহ্মণ।

৫৪। জ্বালাকুণ্ড
৫৫। ভস্মকুণ্ড } দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঘৃততৈলাদি অপহারক।
৫৬। দগ্ধকুণ্ড } দেবতা ব্রাহ্মণের ধাত্রী (আমলকী) ও গন্ধতৈল দ্রব্যাপহারক।

৫৭। তপ্ত-শূর্ম্মীকুণ্ড — বলপূর্ব্বক বা খলতাপূর্ব্বক পর ভূম্যপহারক।

৫৮। অসিপত্রকুণ্ড — অর্থলোভে যে ব্যক্তি খড়্গ দ্বারা হনন করে।

৫৯। ক্ষুরধারকুণ্ড — যে গ্রাম ও নগরাদি দাহ করে।

৬০। সূচীমুখকুণ্ড — যে ব্যক্তি একের কাছে অপরের নিন্দা করে, বা বেদ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করে।

৬১। গোধামুখকুণ্ড — যাহারা ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া দ্রব্য সকল ও গোছাগাদি অপহরণ করে।

৬২। নক্রমুখকুণ্ড — সামান্য দ্রব্যাপহারক।

৬৩। গজদংশকুণ্ড — গজ, তুরগ ও নরচোর।

৬৪। গোমুখকুণ্ড — যাহারা গবাদি পশুর জল-ভক্ষণে বাধা দিয়া থাকে।

৬৫। কুম্ভীপাককুণ্ড — গো, স্ত্রী, ভিক্ষু, ভ্রূণ ও ব্রাহ্মণ-হত্যাকারক। অগম্যাগামী, দীক্ষা ও সন্ধ্যাহীন, তীর্থপ্রতি-গ্রাহী, গ্রামযাজী, দেবল, শূদ্র-সূপকার ও বৃষলীপতি।

৬৬। কালসূত্রকুণ্ড — ব্রাহ্মণের অনিষ্ট বা তৎসদৃশ গুরুতর পাপকারী।

৬৭। অবটোদকুণ্ড — কুলটাদি ষড় বেশ্যাগামী দ্বিজ।

৬৮। অরুন্তুদকুণ্ড — চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ বা তদ্রূপ নিষিদ্ধ কালে ভোজনকারী।

৬৯। পাংশুভোজকুণ্ড — যে ব্যক্তি বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অপর বরে দান করে।

৭০। পাপবেষ্টকুণ্ড — দত্ত বস্তুর অপহারক।

৭১। শূলপোতকুণ্ড — শিবলিঙ্গপূজনে অভক্তিকারী।

৭২। প্রকম্পনকুণ্ড — যাহারা ব্রাহ্মণকে ভয়প্রদর্শন বা দন্তাঘাত করে।

৭৩। উল্কামুখকুণ্ড — স্বামীর প্রতি কটুভাষিণী।

৭৪। অকূপকুণ্ড — শূদ্রভোগ্যা ব্রাহ্মণী।

৭৫। বেধনকুণ্ড — বেশ্যা অর্থাৎ পঞ্চ বা ষট্ পুরুষ-গামিনী।

৭৬। দন্ততাড়নকুণ্ড — যুঙ্গী অর্থাৎ সপ্তাষ্টপুংগামিনী।

৭৭। জালবদ্ধকুণ্ড — মহাবেশ্যা. অর্থাৎ অষ্টাধিক পুংগামিনী।

৭৮। দেহচূর্ণকুণ্ড — কুলটা অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত অন্য একটী পুরুষগামিনী।

৭৯। দলনকুণ্ড — স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত যাহারা অন্য আর তিনটী পুরুষ সংসর্গ করে।

৮০। শোষণকুণ্ড — পুংশ্চলী অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত অন্য দুই পুরুষসংসর্গকারিণী।

৮১। কষকুণ্ড — সবর্ণা পরপত্নীগামী।

৮২। সূর্পকুণ্ড — ব্রাহ্মণীগমনকারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

৮৩। জ্বালামুখকুণ্ড — যাহারা করে গঙ্গাজলতুলসী ও শালগ্রামাদি লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও পূর্ণ না করে, বা

		মিথ্যা শপথ করে, অথবা মিত্র-দ্রোহী, বিশ্বাসঘাতী বা মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতা।
৮৪।	জিহ্মকুণ্ড	নিত্যক্রিয়াহীন, দেবতার অনাস্থাকারী ও মন্দের প্রতি উপহাসকারী।
৮৫।	ধূমান্ধকুণ্ড	দেব ও বিপ্রের ধনাপহারী।
৮৬।	নাগবেষ্টনকুণ্ড	যে ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ বৈদ্য বা দৈবজ্ঞ বৃত্তি গ্রহণ করে, বা লাক্ষা, লৌহ, ও রসাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২৭-২৮ অ°)

অন্যান্যপুরাণের মতেও বিস্তর নরকের নাম আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কএকটীর নাম নির্দ্দেশ করা হইল।

নরক।	পাপী।
অধোমুখ	অসৎ-প্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজক ও নক্ষত্রসূচক।
অন্ধতামিস্র	যাহারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরের অনিষ্ট করিয়া থাকেন।
অসিপত্রবন	বৃথা বনচ্ছেদনকারী।
কালসূত্র	যাহারা নিজ জনক ও ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে।
কুম্ভীপাক	দত্তাপহারী।
তপ্তকুণ্ড	স্বসাগামী।
তামিস্র	পরবিত্ত ও অপত্যকলত্রাপহারী।
পূয়বহা	যে পুত্রাদিকে না দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন করে এবং জীবনক্ষয়কর কার্য্যে সাহসী হয়। ব্রাহ্মণ হইয়া লাক্ষা, মাংস, রস, তৈল, তিল ও লবণ বিক্রয় করে, যাহার যে জাতীয় ব্যবসায় তাহা ত্যাগ করিয়া মার্জ্জার, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষীপালন প্রভৃতি ব্যবসা করে, যাহারা অভিনয় কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং যাহারা পত্নীর ভ্রষ্টাচার দ্বারা উপর্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করে।
মহাজ্বালা	কন্যা বা পুত্রবধূগামী।
মহারৌরব	জীবিকার্থে জন্তুঘাতী।
রুধিরান্ধ	যে কৈবর্ত্ত মৎস্যাদি ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জিবিকানির্ব্বাহ করে, কুণ্ডাশী অর্থাৎ জীবিতভর্ত্তৃকার গর্ভে জারজাত ব্যক্তির নাম কুণ্ড, তদন্নভোজী। মাহিষক অর্থাৎ যে পত্নীর ভ্রষ্টাচারদ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করে। পর্ব্বকারী (যে অদিনে কার্য্য করে), গৃহদাহী মিত্রঘাতক, শাকুনিক, গ্রামযাজক ও সোমবিক্রয়কর্ত্তা।
রৌরব	কূটসাক্ষী, পক্ষপাতী, মিথ্যাবাদী ও বৃথাজন্তুবধকারী।
শূকরমুখ	সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, স্বর্ণচৌর এবং এই সকল ব্যক্তির সহিত মিত্রতাকারী। রাজা হইয়া অদণ্ড্যকে দণ্ডপ্রদান এবং ব্রাহ্মণকে দৈহিক দণ্ডদাতা। (বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপু°)

শাস্ত্রানুসারে পাপ করিলেই কোন না কোন নরক ভোগ করিতে হইবেই।

ইংরাজীতে নরককে 'হেল্' (Hell) বলে। ঐ শব্দের মৌলিক অর্থ পর্ব্বতগুহা, গভীর অন্ধকারময় বৃহদ্গর্ত্ত। ইহা হইতে সমাধি-গহ্বরকেও বুঝায়। ক্রমশঃ ঐ শব্দে মৃত্যুর পর জীবাত্মার অবস্থাকে বুঝাইতে থাকে। তৎপরে যাহারা ঐশ্বরিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যুর পর শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হয়, তাহাদের সেই অবস্থাকে 'হেল্' বলিত। ক্রমশঃ উহা ঐরূপ শাস্তিভোগের স্থল অর্থাৎ নরকার্থ প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃত্যুর পর যে স্থানে আত্মার পাপমোচন করিয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল (যেমন Roman Catholic Purgatory) সেই স্থানকে প্রাচীন খৃষ্টানেরা হেল্ বলিত। তাহার পর মৃতের আত্মা মৃত্যুর পর যে স্থানে অবস্থান করিয়া যীশুখৃষ্টের পুনরাগমন ও মহাবিচারের প্রতীক্ষা করে (Limbus Patrum) সেই স্থলকেও প্রাচীন খৃষ্টানেরা 'হেল্' বলিত। যে সকল শিশুর খৃষ্টানী অভিষেক (Baptism) হয় না, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের আত্মা যে স্থলে থাকে, কখন কখন তাহাকেও প্রাচীন খৃষ্টানেরা হেল্ বলিত। অবশেষে স্বকৃত পাপের দণ্ডভোগার্থ এক প্রকার কারাগার কল্পিত হয়, তাহাকেই প্রাচীন খৃষ্টিয়ানের হেল নামে উল্লেখ করিত। এই হেল বা নরকভোগের সময়ের পরিমাণ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। খৃষ্টানী শাস্ত্রে নরকের

অবস্থিতি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে চিরান্ধকার গর্ত্তরাশি অথবা অন্তরীক্ষ এবং ভূমির মধ্যে গভীর অন্ধকারপূর্ণ খাত্ সকলই নরক; উহা পাপিগণের শাস্তিভোগের জন্ম নিরূপিত আছে। রোমান কাথলিকদিগের মতে নরক-যন্ত্রণার বহুবিধ বিবরণ থাকিলেও মোটের উপর এই বুঝা যায় যে, সেখানে আত্মাকে দ্বিবিধ যন্ত্রণায় চিরকাল নিমজ্জিত থাকিতে হয়। এই দ্বিবিধ যন্ত্রণার নাম চিরশোক-যন্ত্রণা (Pain of loss) ও চিরগ্লানি-যন্ত্রণা (Pain of sense) প্রথমটীতে ঈশ্বরানুগ্রহ ও স্বর্গসুখের চিরহানি হওয়ায় তজ্জনিত চিরশোক এবং দ্বিতীয়-টীতে স্বকৃত পাপের জন্ম চিরগ্লানি বুঝায়।

খৃষ্টানদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য (Western and Eastern Churches) ভেদে দুই মত আছে। প্রাচ্য মতে শেষোক্ত যন্ত্রণার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বোধ হয় যে উভয় যন্ত্রণাই উভয়দলে স্বীকার করে, কেবল যন্ত্রণাভোগের প্রকৃতি লইয়া বিরোধ দেখা যায়। প্রাচীন খৃষ্টানের মতে মহাবিচারের দিন একবার নরকদণ্ড হইলে আর তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু ওরি-গেনের (Origen) সময় হইতে অর্থাৎ তাঁহার ও তৎ শিষ্য-গণের ব্যাখ্যাবলে এইরূপ বিশ্বাসের মূল টলিয়া গিয়াছে। অনেকের মতে, নরকভোগে আত্মার পাপ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া বিশুদ্ধতা লাভ করে। পাপবিশেষে বিশুদ্ধতালাভের সময়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই মতকে ইংরাজীতে Origenistic theory of the *Apocatastasis* বলে।

খৃষ্টানী শাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধ বলিয়া ঐ মত অবশেষে কনস্তান্তিনোপলের দ্বিতীয় অধিবেশনে দূষিত বলিয়া অবধারিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে নারকীয় শাস্তির প্রকৃতি লইয়া যে মত ভেদ আছে, তাহা স্বত্বেও তাহাদের চিরভোগ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। নিউটেষ্টামেণ্ট নামক বাইবেলের খণ্ড বিশেষে পাপীর শাস্তিস্থানকে অনেকস্থলে জেহেন্না (Gehenna) নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন খৃষ্টীয়ানের মতে নরকে চিরপ্রজ্বলিত ভীষণ অগ্নির দাহ ও সর্পবৎ, কুম্ভীরাকৃতি, শরজিহ্ব, ড্রাগণ নামক ভীষণ প্রাণীর দংশন এবং দ্বিধার তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট বিকটদন্তযুক্ত দৈত্যের পীড়নই প্রধান দণ্ড।

মুসলমানেরাও চিরনরকে বিশ্বাসবান্। ইহাদের নরককে "জহান্নম্" বলে।

৩ কলির পৌত্র। ইনি কলিপুত্র ভয়ের ঔরসে তদীয় ভগ্নী মৃত্যুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় ভগ্নী যাতনার পাণিগ্রহণ করেন। (কল্কিপু°) ৪ বিপ্রচিত্তি দানবের একপুত্র। ৫ নিকৃতির গর্ভজাত অনৃতের পুত্র।

নরককুণ্ড (ক্লী) নরকস্ত কুণ্ডং ৬তৎ। পাপীদিগের যাতনার স্থানভেদ। [নরক দেখ।]

নরকজিৎ (পুং) নরকং তন্নাম্না বিখ্যাতং অসুরং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। নরকাসুরজেতা, শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম নরকজিৎ হইয়াছে। [নরক দেখ।]

নরকদেবতা (স্ত্রী) নরকস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নিরয়দেবী, পর্য্যায়—অলক্ষ্মী, নির্ঋতি, কালপর্ণী। (শব্দরত্না°)

নরকপাল (ক্লী) নরাণাং কপালং ৬তৎ। মৃতনরের শীর্ষস্থিত অস্থি ভেদ, মড়ার মাথা। কেহ কেহ ইহাকে শুচি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহা অশুচি, স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

"নরকপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ, তস্ত শুচিত্বানুমানং বলবদাগমবিরোধাদপ্রমাণং।" (মথুরানাথ) যথা—

"মলমূত্রং পুরীষাস্থিনির্গতং হ্যশুচি স্মৃতম্।
নায়ং দৃষ্ট্বাতু সস্নেহং সচেলো জলমাবিশেৎ॥" (মনু)

নরকভূমি (স্ত্রী) নরকস্ত দুঃখভেদস্ত ভোগযোগ্যাভূমিঃ। যমালয়-স্থিত পাপীদিগের দুঃখভোগ ভূমি, যে স্থানে পাপিগণ অবস্থান করিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

"ঘনোদধি ঘনবাত তনুবাত নভঃস্থিতাঃ।
রত্নশর্করা বালুকা পঙ্কধূমতমঃপ্রভাঃ॥"
মহাতমঃপ্রভা বেত্যধোঽধো নরকভূময়ঃ।" (হেমচ°)

নরকমুক্ত (পুং) নরকাৎ মুক্তঃ। নরক হইতে মুক্ত। নরক হইতে মুক্ত হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, পুণ্য কার্য্যের বা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল স্বর্গ বা নরক হইয়া থাকে। যখন স্বর্গ বা নরক ভোগ শেষ হয়, তখন জীব আবার জন্মগ্রহণ করে। ইহার বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"নরকাৎ প্রতিমুক্তস্ত পাপযোনীষু জায়তে।
পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যাথ খরযোনিং ব্রজেৎ বুধঃ॥" (গরুড়পু°)

নরক হইতে মুক্ত হইলে পাপযোনিতে জন্ম হয়। পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিলে নরক হইতে মুক্ত হইয়া খরযোনিতে জন্ম হয়। উপাধ্যায়ের প্রতি অপ্রিয়াচরণ করিলে বা মনে মনে যদি উপাধ্যায়পত্নীকে ইচ্ছা এবং তাহার কোন দ্রব্য লইতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তাহার নরকমুক্তির পর কুকুরজন্ম হয়।

মিত্রকে অপমান করিলে গর্দ্দভ জন্ম, পিতাকে পীড়া দিলে কচ্ছপ, প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে সেবা করিলে বানর, গচ্ছিত অপহরণ করিলে

কৃমি, অস্থরক রাক্ষস, বিশ্বাসহারী মীন, যবধান্ত হরণ করিলে মূষিক, পরদার গমনে বৃক, ভ্রাতৃভার্য্যা গমনে কোকিল, গুর্ব্বাদি ভার্য্যা গমনে শূকর, যজ্ঞ দান ও বিবাহের বিঘ্ন উৎপাদন করিলে কৃমি, দেবতা পিতা ও ব্রাহ্মণদিগকে না দিয়া যে অন্ন ভক্ষণ করে সে কাক, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অপমান করিলে ক্রৌঞ্চযোনি, শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করিলে কৃমি এবং তাহাতে যদি অপত্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত কীট, কৃতঘ্ন, কীটযোনি। শস্ত্রহীন পুরুষকে হনন করিলে গর্দ্দভ, বালক এবং স্ত্রীবধ করিলে কৃমি, ভক্ষবস্তু চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্ন চুরি করিলে মার্জ্জার, তিল চুরি করিলে মূষিক, ঘৃত হরণ করিলে নকুল, মদ্‌গুর মৎস্য চুরি করিলে কাক, মধুহরণে দংশ, পূপ হরণে পিপীলক, কাংস্য হরণ করিলে বায়স, কাঞ্চন হরণে কৃমি, কার্পাসজাত বস্ত্রহরণে ক্রৌঞ্চ, বর্ণক হরণে ময়ূর; শাক পত্র ও রক্ত বস্ত্রহরণ করিলে জীবকন্ব, গন্ধদ্রব্য হরণ করিলে ছুছুন্দরি (ছুঁচা), বংশহরণ করিলে শশ, কাষ্ঠহরণে কাষ্ঠকীট, পুষ্পহরণে দরিদ্র, যব অপহরণ করিলে পঙ্গু, শাকহর্ত্তা হারীত, ও জলহর্ত্তা চাতক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই সকল জন্ম নরক-ভোগ হইলে অর্থাৎ নরকমুক্তের পর জানিতে হইবে। যাহারা স্বর্গ হইতে মুক্ত হয়, তাহাদের উত্তমযোনিতে জন্ম হয়।

(গরুড়পু° কর্ম্মবিপাক ২২৯)

নরকল, কোচীনদেশের একটী বন্দর। অক্ষা° ১০° ২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ।

নরকস্থ (ত্রি) নরকে তদ্ভূমৌ তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ নরকভূমিতে স্থিত। (স্ত্রী) ২ বৈতরণী নদী। (হেমচন্দ্র ৪।১৫২)

"নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুনস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।" (ভাগবত)

নরকান্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্তকঃ, নরকস্য অন্তকঃ। নরকজিৎ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্ত বাসো নরকে বা নরকান্তকপ্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥"

(মুকুন্দমালা ৭)

নরকাময় (পুং) নরক আময়ইব যস্য। ১ প্রেত। নরকরূপঃ আময়ঃ। ২ নিরয়রোগ। নরকরূপ রোগভেদ।

নরকীলক (পুং) নরেষু কীলক ইব নিন্দ্যত্বাৎ। গুরুঘ্ন। পর্য্যায়—গুরুহা। (হেমচ° ৩।৫২২)

নরকেশরিন্ (পুং) নর এব কেশরী। ১ নরসিংহ। নরঃ কেশরীব বীরত্বাৎ। ২ মানবশ্রেষ্ঠ।

নরকৌকস্ (পুং) নরকে ওকঃ বাসস্থানং যস্য। নরকবাসী, নিরয়গামী।

নরখের, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নাগপুর জেলার একটী নগর, নাগপুর নগর হইতে ২৭ ক্রোশদূরে বেতুলরাস্তার উপর অবস্থিত। এখানে একটী উত্তমবাজার, স্কুল এবং থানা আছে। নগরের চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর বাগান থাকিলেও স্থানটী স্বাস্থ্যকর নহে।

নরগণ (পুং) নরস্য গণো যস্মাৎ। নক্ষত্রভেদ। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ভরণী ও আর্দ্রানক্ষত্রে নরগণ হয়। (জ্যোতিঃসারসং) এই নরগণে জন্ম হইলে মৃদুকর্ম্মান্বিত, সুশীল ও বুদ্ধিযুক্ত হয়। নরগণ ও রাক্ষসগণের সহিত পরস্পর বিবাদ আছে। নরাণাং গণঃ ৬তৎ। ২ নরসমূহ।

নরগুন্দ, ইহার বর্ত্তমান নাম নর্গন্দ। এখানে ১০১৭ শকে পশ্চিম চালুক্যরাজদিগের একটী অগ্রহার ছিল।

নরঙ্গ (পুং) নৄণাতি প্রাপয়তীতি নৄ-অঙ্গচ্। (পতাদেরঙ্গচ্ ইতি উণাদিকোষটীকাধৃত সূত্রাদঙ্গচ্।) নাগরঙ্গ, নারাঙ্গা নেবু। ২ প্রসিদ্ধব্রণভেদ। (ক্লী) ৩ মেঢ্র।

নরচন্দ্র সূরি, জৈন হর্ষপুরীয়গচ্ছের অন্তর্গত জনৈক পণ্ডিত। ইনি দেবপ্রভসূরির শিষ্য নরেন্দ্রপ্রভের গুরু। ইনি অনর্ঘরাঘব নাটকের টীকা, ন্যায়কন্দলীর টীকা, জ্যোতিঃসারটীকা এবং প্রাকৃতদীপিকার টীকা রচনা করেন এবং স্বীয় গুরুদেবপ্রভসূরি-বিরচিত পাণ্ডবচরিত কাব্য ও উদয়প্রভপ্রণীত ধর্ম্মাভ্যুদয় মহাকাব্য সংশোধন করেন।

নরতা (স্ত্রী) নরস্য ভাবঃ নর-তল্ টাপ্। নরত্ব, মনুষ্যত্ব। মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের ভাব।

নরত্ব (ক্লী) নর-ভাবে ত্ব। মনুষ্যত্ব। মনুষ্যের ধর্ম্ম।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।" (সাহিত্যদ°)

নরদ (ক্লী) নলদ লস্য র। নলদ। [নলদ দেখ।]

নরদিক (ত্রি) নরদ কিশরাদিত্বাৎ ষ্ঠন্। নলদবিক্রেতা।

নরদেব (পুং) নরদেব-ইব পূজ্যত্বাৎ। রাজা।

"রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেবযমক্ষয়াৎ।" (হরিবংশ ৩২।১২)

নরদেবদেব (পুং) নরঃ দেবদেব-ইবঃ। রাজা।

"এবঞ্চ তস্মিন্নরদেব দেবে প্রায়োপবিষ্টে দিবি দেবসংঘা।
প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসূনৈর্মুদা মুহুর্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ॥"

(ভাগবত ১।১৯।১৮)

নরদ্বিষ্ (পুং) নরান্ দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। মনুষ্যদ্বেষকারী, রাক্ষস।

"ব্রহ্মাস্ত্রং তেন মূর্দ্ধানমদধ্বং সন্নরদ্বিষঃ।" (ভট্টি ১৫।৯৪)

নরনগর (ক্লী) নরপ্রধানং নগরং। নগরভেদ। নরনগর এ-স্থলে নগরের নকার 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াম্' এই সূত্রানুসারে ণত্ব হইতে পারিত, কিন্তু ক্ষুভ্নাদিত্ব হেতু ণত্ব হইল না।

নরনাথ (পুং) নরঃ নাথ-ইব। নরশ্রেষ্ঠ, রাজা।

"নরনাথ ন জানীমস্বৎপ্রিয়া যদ্‌বাক্স্যতি।
ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্॥" (ভাগ° ৪।২৬।১৭)

নরনারায়ণ (পুং) নরশ্চ নারায়ণশ্চ। ঋষিভেদ। কালিকা-পুরাণে এই ঋষিদ্বয়ের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

কোন এক সময়ে মহাবল শরভরূপী ভর্গ মহাদেব দন্তাঘাতে নরসিংহকে দুই খণ্ড করিলেন। নরসিংহ শরভ-দন্তাঘাতে দুই খণ্ড হইলে তাহার নররূপ অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপা দিব্যাকৃতি মুনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ নামক জনার্দ্দন উৎপন্ন হইলেন। মহাত্মা নর এবং নারায়ণ সৃষ্টির প্রধান কারণস্বরূপ হরি নরনারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত মৎস্যদেবরক্ষিত নৌকায় সংস্থাপিত করিয়া শরভ বরাহের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (কালিকাপুরাণ ৩০ অ°)*

দেবীভাগবতে নরনারায়ণের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্ম নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র অতিশয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। ধর্ম্ম গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া দক্ষ প্রজাপতির দশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাদের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ এই চারিটী পুত্র হয়। ইহাদের মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত রহিলেন। নর এবং নারায়ণ হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিয়া বদরিকাশ্রমতীর্থে অত্যুত্তম তপস্যা আরম্ভ করেন।

এই স্থানে নর ও নারায়ণ সহস্র বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন। ইহাদের তপস্তেজে চরাচর অখিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ইহাদের তপোভঙ্গের জন্য কাম, ক্রোধ এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া নরনারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তপোভঙ্গের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

তখন ইন্দ্র মন্মথের শরণাপন্ন হইলেন। কামদেব বসন্ত ও অপ্সরাদিগকে সহায় করিয়া নরনারায়ণের তপস্যাস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থানে বসন্তের ধর্ম্ম সকল প্রকাশ পাইল। সঙ্গীতনিপুণা রম্ভা ও তিলোত্তমাদি প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে স্বরতানলয়যোগে সুমধুর গান করিতে লাগিল। সেই সুমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কূজন ও ভ্রমরগণের সুমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন। নরনারায়ণ ঋষিযুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপসমূহের পুষ্পোদয় দর্শন করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন। তখন নারায়ণ অতি বিস্মিত হইয়া নর ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইতেছে এবং অকালে সকল প্রকার বসন্ত-ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে, এই কথা বলিতে বলিতে কন্দর্প প্রভৃতি সকলই তাহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন।

ইহাদিগকে দেখিয়া মুনিদ্বয় বিস্মিত হইলেন। মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অপ্সরা মুনিদ্বয়কে পরিবেষ্টন করিয়া স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মুনিদ্বয় ইহাদের সঙ্গীতে প্রীত হইয়া ইহাদিগকে আতিথ্যকার্য্যের জন্য অনুরোধ করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার বাসনায় এই সকল অপ্সরোগণকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া নর ও নারায়ণ মুনিদ্বয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া মনে করিলেন যে এই সকল অপ্সরা সামান্য-রূপসম্পন্না ও জঘন্যা; অতএব আমি এক্ষণে ইহাদের অপেক্ষা অসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পন্না অপ্সরা সৃষ্টি করিয়া আমাদের তপোবল দেখাইব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া করদ্বারা ঊরুতাড়নপূর্ব্বক শীঘ্রই এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন। এই বরাঙ্গনা মহর্ষির ঊরু হইতে উৎপন্ন বলিয়া, উর্ব্বশী নামে খ্যাত হইল।

পরে নারায়ণ ইন্দ্রপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার জন্য তাহাদের অপেক্ষা সুন্দরী অষ্টসহস্র পঞ্চদশ সংখ্যক নারী নিরুদ্বেগে সৃষ্টি করিলেন। প্রাদুর্ভূত অপ্সরোগণ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গীত ও হাস্যাদি করিতে করিতে মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিল। অপ্সরোগণ এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া মুনিদ্বয়কে স্তব করিতে লাগিল। মুনিদ্বয় প্রীত হইয়া কহিলেন, তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আর তোমরা এই উর্ব্বশীকে লইয়া যাও, ইহাকে দেবরাজের উপহারস্বরূপ দিলাম।

অপ্সরোগণ এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমরা অনেক কষ্টে ও তপস্যার ফলে আপনার পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের অভিলাষ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দেবেশ! আপনি জগতের পতি, অতএব আমাদেরও পতি হউন। আমরা সর্ব্বদা আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। এই সকল উৎপন্ন অপ্সরা আপনার আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করুক। আর আমরা পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই

* "শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ।
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন তস্য তু॥
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ।
তস্য পশ্চাদ্ভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ॥
অভবন্ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ।
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী।
যয়োঃপ্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥" (কালিকাপুরাণ ৩০ অঃ)

স্থানে আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকি। আপনি দেবগণের প্রভু, আমাদের বাঞ্ছিত বর দিয়া সত্য ধর্ম্মরক্ষা করুন। ধার্ম্মিক মুনিগণ কহিয়াছেন যে, কামাতুরা স্ত্রীদিগের আশা ভঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হয়। অতএব আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইহাতে মুনিদ্বয় বলিয়াছিলেন, হে অপ্সরোগণ! আমরা এইস্থানে পূর্ণ সহস্রবৎসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে কি প্রকারে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারি? ইহাতে অপ্সরা সকল কহিল, আপনি যদি স্বর্গ অভিলাষ করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই, আপনি এই পরম মনোহর সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অনুভব করুন। তখন নারায়ণ ঋষি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা যায়। অহঙ্কারই সংসার বৃক্ষের মূল। আমি বারাঙ্গনাদিগকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি। এই জন্যই এতক্ষণ দুঃখভাজন হইলাম। অধিকন্তু ধর্ম্ম ব্যয় করিয়া নারীদিগকে সৃজন করিলাম। ইন্দ্র প্রেরিত ঐ উত্তম ও মনোরম প্রমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্ষনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি অহঙ্কারবশে ইহাদিগকে উৎপাদিত না করিতাম, তাহা হইলেও আমার এই দুঃখ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত না। এক্ষণে আমি ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজকৃত সুদৃঢ় জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া ভাবিলেন ক্রোধ উৎপাদন করিয়া এই কামকামিনীদিগকে প্রত্যাখ্যান করা যাউক।

নর নামক কনিষ্ঠ ধর্ম্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর দেখিয়া বলিলেন, মহাভাগ! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কারের বিনাশসাধন করুন। আপনার কি স্মরণ নাই, যে পূর্ব্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সহিত অতি অদ্ভুত সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহাতে আমরা বহুতর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম। প্রহ্লাদের সহিত যে ইহাদের যুদ্ধ হয়, তাহাতে দানবেন্দ্র প্রহ্লাদই পরাজিত হন। ভগবান্ নারায়ণ নিজে আসিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বারাঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া পুনঃ পুনঃ নারায়ণকে কামনা করিয়াছিলেন, সেই সময় নারায়ণ মুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর ঋষি তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। তখন নারায়ণ আপনার রোষভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরীগণ! ইহজন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সংসারী হওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া স্বর্গে গমন কর। জানিও, যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ, তাহারা কখনই অন্যের ব্রতভঙ্গ করিতে অভিলাষ করেন না। তোমরা সৌভাগ্যবতী, অতএব কৃপা করিয়া আমার ব্রতরক্ষা কর, আমার এই প্রার্থনা যে, জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি। হে বিশালাক্ষি সুন্দরীগণ! অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইব। তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্যারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ করিবে। সেই সময়ে সকলেই আমার পত্নী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তখন তাহারাও উদ্বেগশূন্য হইয়া স্বর্গে গমন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র এই তপঃপ্রভাব শ্রুত হইয়া এবং উর্ব্বশী প্রভৃতিকে দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই নরনারায়ণ মুনিদ্বয় ভৃগুর শাপ হেতু এবং ভূভার হরণের জন্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নামক বীরদ্বয় রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(দেবীভাগ° ৪।৪—১৭ অ°)

নরন্ধি (পুং) নরো ধীয়ন্তে আরোপ্যন্তে অস্মিন্ ধা আধারে কি, পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। সংসার। (মহীধর)

নরন্ধিষ (পুং) জগৎপালক বিষ্ণু।

"বিষ্ণুনরন্ধিষঃ প্রোহমানঃ" (শুক্লযজু° ৮।৫৫)

'বিষ্ণুর্নরন্ধিষো ভবতি নরো ধীয়ন্তে আরোপ্যন্তে যস্মিন্ স নরন্ধিঃ সংসারঃ তং স্যতি নাশয়তি নরন্ধিষঃ সংসারসংহর্ত্তা বিষ্ণুঃ, যদ্বা রধ হিংসায়াং রধ্যতি হিনস্তি রন্ধিষঃ হন্তা নরন্ধিষো জগৎপালকঃ' (মহীধর)

নরপতি (পুং) নরস্য পতিঃ ৬তৎ। রাজা। রাজা সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া রাজাকে নরপতি কহে।

"নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী।" (রঘু ২।৭৫)

নরেশ্বর, নরনাথ, নরনায়ক, নরেশ ইত্যাদিরও এই অর্থ।

নরপতি, কর্ণাটের এক রাজবংশ। এই বংশ ২৬৬ হইতে ৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৩৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিল। এই নরপতি বংশের ২৭ জন মাত্র রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নরপতি, ইহার অন্য একটী নাম হরিবংশ কবি। ইনি আত্রদেবের পুত্র, এবং জ্যোতিষ-কল্পবৃক্ষ-প্রণেতা।

নরপতিজয়চর্য্যা (স্ত্রী) স্বরোদয়মূলক গ্রন্থভেদ।

নরপশু (পুং) নরঃপশুরিব। ১ মানবাধম, নিকৃষ্ট পুরুষ, যে পুরুষের আচরণ পশুর ন্যায় তাহাকে নরপশু কহে। পুংরূপ পশু।

"বিবরদৃশো নরপশবোর উপাসতে বিভূতীর্ন পরং ত্বাম্।
তেষামাশিষ ঈশ তদনু বিনশ্যতি যথা রাজকুলম্॥" (ভাগ° ৪।২৬।১৫)

নরপাল (পুং) নরান্ পালয়তি পালি-ণ্বুল্। মানবরক্ষক, নৃপ, রাজা।

নরপুঙ্গব (পুং) নরঃ পুঙ্গবঃ বৃষইব শূরত্বাৎ। নরশ্রেষ্ঠ, মনুষ্য-প্রধান।

নরপুর, বিতস্তা নদীর তীরবর্ত্তী একটী নগর। কাশ্মীরের রাজা নর এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

নরপ্রিয় (পুং) নরানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ নীলবৃক্ষ। (ত্রি) ২ মনুষ্যহৃদ্য বস্তুমাত্র, মনুষ্য মাত্রের অভিলষিত দ্রব্য।

নরবলি (পুং) নরহত্যা করিয়া দেবতার পূজা। [নরমেধ দেখ।]

নরভূ (স্ত্রী) নরাণাং মনুষ্যাণাং ভূর্ভূমিঃ। ১ ভারতবর্ষ। ২ মনুষ্যদিগের উৎপত্তি।

নরভূপাল শাহ্, জনৈক গুর্খারাজ। নেপালরাজ (ভাটগাঁ বংশীয় ১৯শ বা শেষ রাজা) রণজিতমল্লের অধিকারকালে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) এই গুর্খারাজ নেপাল আক্রমণ করেন।

নরভূমি (পুং) নরাণাং ভূমিঃ। ভারতবর্ষ। (শব্দরত্না°)

নরম (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

নরমানিকা (স্ত্রী) নরং মন্যতে যা মন-ণ্বুল্, টাপি অতইত্বং। নরমানিনী। (শব্দরত্না°)

নরমানিনী (স্ত্রী) নরং পুরুষমিব মন্যতে মন-ণিনি-ঙীপ্। শ্মশ্রু-যুক্ত নারী, যে সকল স্ত্রীর শ্মশ্রু থাকে।

নরমালা (স্ত্রী) নরাণাং তন্মুণ্ডানাং মালা। নরমুণ্ডরচিত মালা। "বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥" (চণ্ডী)

নরমালিনী (স্ত্রী) নরস্যেব মালা কেশসমূহো মুখেঽস্যাস্য ইতি ইনি ঙীপ্। ১ শ্মশ্রুযুক্তবদনা নারী। ২ নরমুণ্ডমালাযুক্তা স্ত্রী।

নরমেধ (পুং) মেধ্যতে ইতি মিধ হিংসায়াং ভাবে ঘঞ্, নরাণাং মেধো হিংসনং যত্র। নরবধাত্মক যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞে পুরুষ বধ হয় বলিয়া, এই যজ্ঞের নাম নরমেধ হইয়াছে, শুক্ল যজুর্ব্বেদে ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণ অতিষ্ঠকামনা করিয়া এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (সকল ভূত অতিক্রম করিয়া অবস্থানের নাম অতিষ্ঠা।) এই যজ্ঞ চৈত্র মাসের শুক্লা দশমীতে আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে ২৩ দীক্ষা, দ্বাদশ উপসদ্, এবং পঞ্চসুতি। ৪০ দিনে এই যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। "ব্রাহ্মণরাজন্যয়োরতিষ্ঠা কাময়োঃ পুরুষমেধ-সংজ্ঞকো যজ্ঞো ভবতি। সর্ব্বভূতান্ততিক্রম্য স্থানমতিষ্ঠা। চৈত্র শুক্লদশম্যামারম্ভঃ অত্র ত্রয়োবিংশতি দীক্ষা ভবন্তি দ্বাদশোপসদঃ পঞ্চ সুত্যা ইতি চত্বারিংশদ্দিনৈঃ সিধ্যতি।"

(শুক্লযজু° ৩০।১—২ বেদদীপ)

অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র ও যযাতি নরমেধ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ কলিতে নিষেধ।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধশ্চ তথা মখঃ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

(উদ্বাহতত্ত্বে বৃহন্নারদীয়পু°)

নরম্মন্য (পুং) আত্মানং নরং মন্যতে নৃ-মন্ খশ্ মুমচ। নৃপা-ভিমানী, আপনাকে নৃপ বলিয়া অভিমানকারী।

নরযন্ত্র (ক্লী) যন্ত্রবিশেষ, এই যন্ত্র দ্বারা সময় নিরূপণ করা যায়। ছায়া দ্বারা কালসাধক দ্বাদশাঙ্গুল কীলকরূপ শঙ্কুযন্ত্র।

"নরযন্ত্রং তথা সাধু দিনে চ বিমলে রবৌ।
ছায়াসংসাধনৈঃ প্রোক্তং কালসাধকমুত্তমম্॥" (সূর্য্যসি°)

যে দিন আকাশে কোন মেঘাদি থাকিবে না সেই দিনে ১২ অঙ্গুল শঙ্কুযন্ত্রের ন্যায় এই যন্ত্রে ছায়া দ্বারা সময় ঠিক করা হয়।

নরযান (পুং) নরবাহ্যং যানং। যানভেদ, ইহা মনুষ্য বহন করিয়া লইয়া যায়, ডুলী পাল্কী পুষ্পুষ্ প্রভৃতি নরবাহ্য যান।

"নরযানেন তু জ্যেষ্ঠঃ পিতা পার্থস্য ভারত।
অগ্রতো ধর্ম্মরাজস্য গান্ধারীসহিতো যযৌ॥" (ভারত শান্তি° ৩৭অ°)

নররাজ (পুং) নরাণাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। নরশ্রেষ্ঠ।

নররাজ্য (ক্লী) নরস্য রাজ্যং ৬তৎ। মনুষ্যরাজ্য।

নররূপ (ত্রি) নরস্য রূপমিব রূপং যস্য। নরাকার, মনুষ্যের মত আকৃতিবিশিষ্ট।

নররূপিন্ (ত্রি) নররূপ অস্ত্যর্থে ইনি। মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট।

নরর্ষভ (পুং) নরশ্চাসৌ ঋষভশ্চেতি। ১ নরশ্রেষ্ঠ। ২ মহাদেব।

(ভারত ১৩।১৭।১৪৩)

নরলোক (পুং) নরাধিষ্ঠিতো লোকঃ ভুবনং। ১ পৃথিবী-লোক। নর এব লোকঃ।

"তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি।"(গীতা)

নরবর, দেশবিশেষ। ভক্তমালে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই থানে অতিশয় বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ একজন রাজা ছিলেন। ইনি যে সময় পূজা করিতে বসিতেন, তখন কেহই ইহার সাক্ষাৎ পাইত না। বিশেষ প্রয়োজন এমন কি প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা ঘটিলেও ইনি কখন পূজার সময় সঙ্কোচ করিতে পারিতেন না। একদা তিনি পূজা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় বাদশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু

তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করায়, বাদ্শা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পূজাস্থানে আগমন করেন ও তাহার পদচ্ছেদ করিয়া দেন, তথাচ তিনি পূজা ত্যাগ করিয়া উঠেন নাই, পরে যখন যথাবিধি পূজা শেষ করিয়া উঠেন, তখন তিনি পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত হন। বাদ্শা তাহার ভক্তি দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক গ্রামাদি দান করেন। (ভক্তমাল)

নরবর্ম্মন্, মেবারের গুহিলবংশীয় একজন রাজা।

নরবাদ, ১ গয়া জেলার একটী উপবিভাগ।

২ গয়া জেলার একটী নগর, নরবাদ উপবিভাগের প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৪° ৫২´ ৪২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩৫´ ১´´ পূঃ।

নরবার, মধ্যভারতের অন্তঃপাতী গোয়ালিয়র রাজ্যের একটী নগর, সিন্ধুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৯´ ২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬´ ৫৭´´ পূঃ। নরবার একটী অতি প্রাচীন নগর, এবং এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এখানকার দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাসিরুদ্দীন্ দীর্ঘকাল অবরোধের পর ঐ দুর্গ অধিকার করেন। পরে, ১৫০৬ খৃঃ অব্দে সিকন্দর লোদী ঐ দুর্গ আবার অবরোধ করিয়াছিলেন। এখানকার পর্ব্বত সকলে চুম্বকলোহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নরবাহন, মেবারের গুহিলবংশীয় একজন রাজার নাম। ইনি বাপ্পা হইতে ১১শ।

নরবাহন (পুং) নরো বাহনং যস্য, কুম্ভাদিত্বাৎ ন ণত্বং। ১ কুবের।
"বিজয়দুন্দুভিতাং যযুরর্ণবা ঘনরবা নরবাহনসম্পদঃ॥" (রঘু ৯।১১)
২ নৃপতিবিশেষ। (রাজতর° ৫।১২৩) নরবাহং বাহনং। ৩ নরবাহ্যযান। (ত্রি) ৪ পুরুষযানবিশিষ্ট।

নরবাহনদত্ত, বৎসরাজ উদয়নের পুত্র। উদয়নের প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি পাণ্ডববংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জীবনের অলৌকিক কথা লইয়াই কথাসরিৎসাগর বা বৃহৎকথা রচিত হইয়াছে।

এখানে নরবাহনের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইনি কামদেবের অংশসম্ভূত। ইনি স্বীয় তেজোবলে মানব হইয়াও বিদ্যাধরগণের একমাত্র চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ইহার পিতৃপরিষদের পুত্রগণ পারিষদ্ নিযুক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ যোগন্ধরায়ণপুত্র হরিশিখ সেনাপতি, বিদূষক বসন্তকের পুত্র তপান্তক বয়স্য, প্রতীহার নিত্যোদিতের পুত্র গোমুখ প্রতীহার। স্বয়ং রতি মদনমঞ্চুকা নামে মদনকনামক বিদ্যাধরের কন্যা ইহার মহিষী হন। তৎপরে ইনি রত্নপ্রভা প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যাধর ও নরকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পরিশেষে বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী হন। (কথাসরিৎসাগর)

নরবাহিন্ (ত্রি) নরৈর্ব্বহ্যতে নর-বহ-ণিনি। নরবাহক, যাহা মনুষ্য বহন করে।

নরবিদ্বণ (পুং) নরং বিদ্বণতি ভক্ষয়তি হিনস্তি বা। বি-দ্বন-অচ্। নরহিংসক, রাক্ষস।

নরব্যাঘ্র (পুং) নরো ব্যাঘ্র ইব, উপমিত কর্ম্মধা°। শ্রেষ্ঠ মানব।

নরশৃঙ্গ (ক্লী) নরস্য শৃঙ্গং ৬তৎ। ১ অলীক পদার্থ, আকাশকুসুমাদির ন্যায় মিথ্যাবস্তু। ২ নেপালদেশীয় তাম্রনির্ম্মিত শৃঙ্গযন্ত্রভেদ।

নরসখ (পুং) নরস্য সখা, 'রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্' ইতি টচ্ সমাসান্তঃ। মনুষ্যের সখা, মানববন্ধু, নারায়ণ।

নরসংসর্গ (পুং) নরস্য সংসর্গঃ ৬তৎ। মনুষ্যের সংসর্গ, মানবসঙ্গ।

নরসরোপেট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কৃষ্ণাজেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ৭১২ বর্গমাইল।

নরসার (পুং) নরবৎ শুক্লো সারো যত্র। বণিক্দ্রব্য বিশেষ। চলিত নৌসাদর বা নিশাদল। পর্য্যায়—দ্বিদল, গোপক, পিণ্ড, বোল, গন্ধরস, রস। (রত্নমালা)
"নরসারো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চূর্ণতোয়ে বিপাচিতঃ।
দোলাযন্ত্রেন যত্নেন ভিষগ্ভির্যোগসিদ্ধয়ে॥" (সারচন্দ্রিকা)

ঔষধাদিতে ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রয়োগকালীন শোধন করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধ করিতে হইলে চূর্ণতোয় অর্থাৎ চুণের জলে পাক করিয়া, পরে যত্নপূর্ব্বক দোলাযন্ত্রের বিধি অনুসারে শোধন করিয়া লইতে হয়। [নিশাদল দেখ।]

নরসিংহ (পুং) নরঃ সিংহ ইব, উপমিত কর্ম্মধা°। ১ নরশ্রেষ্ঠ। সিংহ প্রভৃতি কএকটী শব্দ পুরুষের শ্রেষ্ঠার্থবাচক।
'স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ।
সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ॥' (অমর)

নর-ইব সিংহ ইব চ আকৃতির্যস্য। বিষ্ণু, অর্দ্ধ নরাকার, অর্দ্ধ সিংহাকার ভগবচ্ছরীরভেদ। এই অবতার ভগবানের চতুর্থ অবতার, হিরণ্যকশিপুকে বধের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু এই রূপ ধারণ করেন।

ইহার বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে। সত্যযুগে দৈত্যদিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করে যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস বা মানব আমি ইহাদের কাহারও বধ্য হইব না। মুনিগণ যেন আমাকে শাপ দিতে সমর্থ না হন। যেন অস্ত্র, শস্ত্র, গিরিপাদপ, শুষ্ক ও আর্দ্র পদার্থ দ্বারাও আমার বিনাশ না হয় এবং স্বর্গাদি কোন লোকে, দিবা বা রাত্রি ইহার কোন কালেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা এই সকল বরই দিলেন। হিরণ্যকশিপু এই বরপ্রভাবে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দৈত্যপতি স্বর্গলোকের অধীশ্বর হইয়া দেবগণকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। দেবগণ আর

অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণকে অভয় দিয়া কহিলেন, আমি অচিরকাল মধ্যেই সেই বর-দর্পিত দানবেন্দ্রকে সগণে নিহত করিতেছি। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে বিদায় দিয়া কি উপায়ে দুর্দান্ত হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করিবেন, তাহারই ধ্যান করিতে করিতে হিমালয়-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ এক অপূর্ব্ব নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করাই স্থির হইল। তখনই অর্দ্ধভাগ মনুষ্য ও অর্দ্ধভাগ সিংহাকৃতিরূপ আশ্রয় করিলেন। একমাত্র ওঙ্কার তাঁহার সহায় হইল। ইহার তেজে সূর্য্যও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে এই নরসিংহ মূর্ত্তি হিরণ্যকশিপুর সমীপস্থ হইল। বিষ্ণু দেখিলেন যে দানবপতি অপূর্ব্ব সভায় উপবেশন করিয়া আছেন; দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ বিশুদ্ধ তানলয় সহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন।

ভগবান্ এই সভায় উপস্থিত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ দিব্যচক্ষুতে সেই সমাগত দেবমূর্ত্তি ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি দৈত্যদিগের প্রধান। এই মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ইনি কোন অব্যক্ত দিব্যপ্রভাবশালী। ইহা হইতেই আমাদের দৈত্যকুল বিনষ্ট হইবে। এই মহাত্মার শরীরে যেন স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগৎ রহিয়াছে, ইনি কোন অসাধারণ পুরুষ হইবেন।

দনুজাধিপতি প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া অনুচর দানবগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই সিংহকে অচিরে বিনাশ কর। দানবগণ প্রবল বিক্রমে সিংহকে আক্রমণ করিল এবং অচিরে সদলে বিনষ্ট হইল। নরসিংহ বদন বিস্তার করিয়া অন্তকের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে দৈত্যসভা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দুইজনে ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দানবগণ আসিয়া বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অবশেষে তাহারাই নিহত হইল। হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রোষারুণিত নেত্রে যেন সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল, সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল, সকানন ভূধরগণ বিচলিত হইতে লাগিল, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঘোর উৎপাত ও অশুভসূচক বায়ু সকল বহিতে লাগিল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকলই অনুভূত হইতে লাগিল। সূর্য্য প্রভাহীন ও অসিতবর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর ধূমশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন, সপ্তসূর্য্যও তিমির বর্ণ আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। আকাশ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। তখন হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া ওষ্ঠদংশন ও গদা গ্রহণপূর্ব্বক তীব্রবেগে ধাবিত হইল, তখন দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভগবান্ নরসিংহদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! দুষ্টমতি হিরণ্যকশিপুকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করুন। আপনি ভিন্ন ইহাকে বিনাশ করিতে পারে, এরূপ লোক জগতে কেহ নাই। অতএব লোকহিতের জন্য ইহাকে বধ করিয়া ত্রিলোকের শান্তি বিধান করুন।

নরসিংহদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গভীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একমাত্র ওঙ্কার সহায়ে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভীষণ নখরপ্রহারে দৈত্যপতির হৃদয় বিদারণ করিয়া তাহাকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন।

ভীষণশক্র দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিগণ ও নদী শৈলাদি সকলেই প্রসন্নতা লাভ করিল। তখন দেবগণ মিলিত হইয়া নরসিংহকে স্তব করিতে লাগিলেন, অপ্সরোগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল। নৃত্যাদি শেষ হইলে গরুড়ধ্বজ নারায়ণ নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন এবং অষ্টচক্র ও অতি প্রদীপ্ত ভূতবাহন রথে উঠিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকূলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন।

(হরিবংশ ৩০-৩৯ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

হিরণ্যকশিপু তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। পরে স্বর্গাদি রাজ্য পরাজয় করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করে। হিরণ্যকশিপুর চারিটী পুত্র হয়, ইহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ পরম ধার্ম্মিক ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিল। শুক্রাচার্য্য দানবদিগের পুরোহিত ছিলেন। শুক্রাচার্য্যের পুত্র নীতিকুশল সুপণ্ডিত ষণ্ড ও অমার্ক দৈত্যপুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। প্রহ্লাদও ইহার নিকট শিক্ষিত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃবধ জন্য সর্ব্বদা বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ করিত।

হিরণ্যকশিপু পুত্রগণকে বিদ্যাপরীক্ষার জন্য সভাস্থলে আনয়ন করিল এবং প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করিলে, প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন করায় হিরণ্যকশিপু তাহাকে অনেক তিরস্কার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বরং

ক্রমে ক্রমে দুই একজনকে স্বমতে আনিতে লাগিল। এই কারণে হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকারে প্রহ্লাদকে নিপীড়িত করিতে থাকে। [প্রহ্লাদ দেখ।]

যখন অনেক বালকও প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া উঠিল, তখন হিরণ্যকশিপু একদিন অতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া বলিল, মূঢ়, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, আর তুমি ভয়শূন্য হইয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিতেছ, তুমি কাহার বলে বলীয়ান্ হইয়াছ ? ইহাতে প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, রাজন্ ! সেই ভগবান্ কেবল আমার বল নহেন, তিনি আমার, তোমার এবং চরাচর জগৎ ও ব্রহ্মাদিদেবগণেরও বল। তাঁহার বলেই সকলে বলীয়ান্। কারণ তিনিই ঈশ্বর, তিনিই কাল, তাঁহার পরাক্রম অসীম। প্রহ্লাদের এই বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে দুর্বুদ্ধে ! তুই বার বার ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেছিস্, তোর ঈশ্বর কোথায় থাকে, আমাকে শীঘ্র বল। প্রহ্লাদ বলিল, ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছেন। তখন হিরণ্যকশিপু রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন ; যদি তোর ঈশ্বর সর্ব্বস্থলেই থাকে, তাহা হইলে এই স্ফটিকস্তম্ভ মধ্যে আছে কি না ? তখন প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, তিনি যখন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তখন নিশ্চয়ই এই স্তম্ভ মধ্যে অবস্থিত আছেন। হিরণ্যকশিপু এই কথা শুনিয়া খড়্গগ্রহণ করিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে বারংবার ঐ স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং অতি বলে ঐ স্তম্ভ মধ্যে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। এই সময় ঐ স্তম্ভ হইতে একটা ভয়ানক শব্দ নির্গত হইল, ঐ শব্দ শুনিয়া হিরণ্যকশিপুর হৃদয় যেন ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন হিরণ্যকশিপু স্তম্ভ মধ্য হইতে নির্গমনশীল নরসিংহ রূপ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, অহো এ কি চমৎকার রূপ ! ইহা সিংহও নহে, মনুষ্যও নহে। পরে আপনিই মীমাংসা করিল, ইহা সিংহমূর্ত্তি। দৈত্যরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিতেছেন, এমন সময় নরসিংহরূপী হরি সমুখিত হইলেন। তাহার লোচন তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পিশঙ্গবর্ণ, বদন দেদীপ্যমান, জটা ও কণ্ঠ লোমে অতিশয় বিজৃম্ভিত, ইহার শরীর স্বর্গস্পর্শী, গ্রীবা অদীর্ঘ অথচ স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল, নখ সকল অস্ত্র সদৃশ। [দশ অবতার দেখ।]

হিরণ্যকশিপু ঐরূপ অবলোকন করিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল। ভগবান্ নরসিংহদেব দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া সভামধ্যে আপনার উরুর উপরে ফেলিয়া অবলীলাক্রমে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন।

নরসিংহদেব এইরূপে অনুচরবর্গের সহিত হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে ত্রিজগৎ শান্ত ও দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। নরসিংহ তখন শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নানাপ্রকারে ভগবান্‌কে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ভগবন্ ! আমাদের অধিকার সকল দৈত্যগণ বিনষ্ট করিয়াছে, এক্ষণে আমরা কি করিব, আমাদের প্রতি আদেশ করুন।' দেবগণ দূরে থাকিয়াই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, নিকটে যাইতে কাহারও সাহস কুলাইল না। দেবতারা স্বয়ং নিকট গমনে অশক্ত হইয়া প্রথমে শ্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীও এই অপরূপ রূপ দেখিয়া নিকটে যাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মার আদেশে প্রহ্লাদ নরসিংহদেবের নিকটে যাইয়া স্তব করিতে থাকেন। তখন ভগবানের কোপ অপনীত হইল। ভগবান্ প্রহ্লাদকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

(ভাগবত ৭।১—১০ অং দ্রষ্টব্য)

বিষ্ণুপুরাণে ১।১৭—২১ অধ্যায়ে প্রহ্লাদের বিবরণ ও নারায়ণের নরসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিধনবিবরণ লিখিত হইয়াছে। প্রায় সকল পুরাণেই নরসিংহাবতারের কথা অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে।

নরসিংহ, হিউএন্‌সিয়াং ভারতভ্রমণে আসিয়া যে সকল দেশ নগরাদি ভ্রমণ করেন, তন্মধ্যে পঞ্জাবে নরসিংহ নামে এক নগরের উল্লেখ দেখা যায়। হিউএন্‌সিয়াং পঞ্জাব রাজধানী তকি (অমৃত্সর) নগর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া এই নগরে প্রবেশ করেন। সেখোপুর হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে, অমৃত্সর হইতে ২৫ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে ও লাহোরেরও ২৫ মাইল পশ্চিমে রন্‌সী নামক স্থানকেই কনিংহাম্ এই নরসিংহ নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান বলিয়া অনুমান করেন। এখানে দক্ষিণপূর্ব্বে ৬০০ ফিট্ দীর্ঘ, পূর্ব্বপশ্চিমে ৫০০ ফিট্ বিস্তৃত, এবং ২৫ ফিট্ উচ্চ বৃহদাকার ইষ্টকরাশির স্তূপ পড়িয়া আছে। সোরা উত্তোলনকারীরা এই স্তূপের নিকট প্রাচীন মুদ্রাদি পাইয়া থাকে। এখানে "নওগজ" অর্থাৎ নয়গজ পরিমিত এক দীর্ঘ দেহধারীর সমাধি আছে। অনুমান, উহা শায়িত বুদ্ধ মূর্ত্তির উপর নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

নরসিংহ, কণাড়ী ভাষায় মহাভারত-রচয়িতা। জৈনকবি পম্পের প্রতিপালক চালুক্যরাজ অরিকেশরীর ঊর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষে নরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। এই নরসিংহ চালুক্যরাজ যুদ্ধমল্লের পৌত্র। [চালুক্য দেখ।]

নরসিংহ, ১ আনন্দলহরীর একজন টীকাকার। ২ অদ্বৈতবৈদিকসিদ্ধান্তপ্রণেতা। ৩ গুণরত্নাকর-প্রণেতা। ৪ নৈষধপ্রকাশপ্রণেতা। ৫ পারিজাত-প্রণেতা। ৬ ভারত চম্পূ-টীকাকার। ৭ বাসন্তিকা-পরিণয়-প্রণেতা। ৮ শ্রীনিবাস-রচিত শিবভক্তি-

বিলাসের এক টীকাকার। ৯ কাব্যাদর্শমুক্তাবলীপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম গদাধর, পিতামহের নাম কৃষ্ণশর্ম্মা, পিতামহের নাম রুচিকর, প্রপিতামহ হরিহর ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম কীর্ত্তিধর। ১০ গোবিন্দার্ণবপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম রামচন্দ্র।

১১ কালপ্রকাশিকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম বরদার্য্য।

নরসিংহ, বিজয়নগরের নরসিংহবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি কর্ণূল-রাজ ঈশ্বরের পুত্র। ইনিই প্রথম নরসিংহ বা নৃসিংহ এবং নরস অবনীপাল নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার দুই পত্নী মহিষী তিপ্পাজীদেবী এবং নাগলাদেবী। নাগলাদেবী, নাগাম্বিকা নাম্নী নর্ত্তকী ছিলেন বলিয়া খ্যাত।

নরসিংহ, মিথিলার রাজা। ইনি কবি বিদ্যাপতির প্রতিপালক রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের পিতৃব্য পুত্র। শিবসিংহের পর রাণী পদ্মাবতী, রাণী লক্ষ্মী (লছিমা) দেবী ও রাণী বিশ্বাসদেবী রাজত্ব করেন, পরে ইনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা হন।

নরসিংহ বা নরসা রেড্ডি, কার্ব্বেটীনগর নামক জমীদারীর স্থাপনকর্ত্তা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজা বিমলাদিত্য (১০১৬-১০২৩ খৃঃ অঃ) এই ব্যক্তিকে তিরুপতি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি তথায় স্বীয় নামে নরসাপুর নামক একটী নগর নির্ম্মাণ করান। ইহাদের আদিবাস গোদাবরী তীরস্থ পিট্টাপুরনগরে। ইহারা শাম্ববংশীয়। ইহার পূর্ণ নাম শাম্ব নরসা রেড্ডি। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম সর্দ্দার বলিয়া গণ্য হন।

ইহার বংশে ৭ জন সর্দ্দারের বিবরণ পাওয়া যায়। শাম্ব নরসা রেড্ডির পর যিনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহার নাম এখন জানা যায় নাই। তৎপরে শাম্ব বেঙ্কটপতি নায়ুডু চোল-রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হন; কিন্তু তৎপুত্র শাম্ব ভীম নায়ুডু পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। ইহার পুত্র শাম্ব নরসিংহ নায়ুডু অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। চেররাজ কীর্ত্তিবর্ম্মাকে এক সময়ে ইনি যথেষ্ট সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি এই প্রত্যুপকারের পরিবর্ত্তে ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে শাম্ব ভীম জয়ী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পুত্র শাম্ব ভুজঙ্গ নায়ুডু পাশ্চাত্য চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করেন।

রাজা সোমেশ্বর শাম্ব ভুজঙ্গকে কল্যাণনগরে বন্দী করিয়া রাখেন, সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায় না। শেষ রাজা পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে চোলরাজ দ্বিতীয় রাজরাজ এই বংশের রাজত্ব ক্রমশঃ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া কেবলমাত্র ২৪ খানি গ্রাম অবশিষ্ট রাখেন, শেষে চোলরাজ্যের অধঃপতনের সময়ে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের পুনরভ্যুদয় হইতে থাকে। কোণ্ডাবীড়ু রেড্ডিবংশের প্রথম পুরুষ প্রলয় রেড্ডি ঐ সময়ের শাম্ব সর্দ্দারের জামাতা হন। ইহার পর এই বংশ আবার বিজয়নগরের অধীন হয়। গেদ্দি মধরাজু ও বোপ্প রাজু নামক দুই ক্ষত্রিয় ভ্রাতা এই রাজ্যের সীমায় একদল দস্যু ধ্বংস করেন। শাম্বসর্দ্দার তাঁহাদিগকে রাজ্যে আশ্রয় দেন। ক্রমে মধরাজু প্রধান মন্ত্রী হন এবং অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর মহিষীরা সহমৃতা হইলে তিনিই রাজা হন। তাঁহারই বংশ এখন বর্ত্তমান।

নরসিংহ অগ্নিচিৎ বাজপেয়ী, নিত্যাচারপ্রদীপপ্রণেতা।

নরসিংহ আচার্য্য, ১ ছলারীয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ২ মধ্ব-বিজয়টীকাকার। ৩ তপ্তমুদ্রাবিলাস নামক তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রণেতা, ইনি নৃসিংহনামেও পরিচিত।

নরসিংহ কবি, ১ নঞ্জরাজযশোভূষণপ্রণেতা। ২ বর্ষফল নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণেতা।

নরসিংহ কবিরাজ, মধুমতী নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি নীলকণ্ঠভট্টের পুত্র,রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ও বিদ্যাচিন্তামণির গুরু।

নরসিংহ ঠক্কুর, ১ তারাপঞ্চাঙ্গ, তারাভক্তিসুধার্ণব, ও মহা-বিদ্যাপ্রকরণ নামক তান্ত্রিক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ প্রমাণপল্লব নামক ধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতা।

নরসিংহদেব, মিথিলার রাজা। ইনি রাজপণ্ডিত রামেশ্বরদেবের কন্যা ধীরমতি দেবীকে বিবাহ করেন। রাজ্ঞী ধীরমতি বিদুষী ছিলেন। ধর্ম্মার্থে দান সম্বন্ধে রাজ্ঞী ধীরমতি দানবাক্যাবলী নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নরসিংহদেব, নেপালের জনৈক রাজা। ইনি ঠাকুরীবংশের দ্বিতীয় শাখার ৫ম রাজা। ইনি মানদেবের পুত্র এবং ২২শ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর ইহার পুত্র রুদ্রদেব রাজা হন। [নেপাল দেখ।]

নরসিংহদেব, ১ নেপালের অংশুবর্ম্মণ-বংশীয় একজন রাজা।

২ বিজয়নগরের একজন রাজা। ইহা হইতে বিজয়-নগরের নরসিংহ বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ১৪৯০ খৃঃ অব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন।

নরসিংহদেব, উৎকলে এই নামে অনেকগুলি রাজা রাজত্ব করেন। শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, গঙ্গবংশীয় ১মনরসিংহ তুঘান খাঁকে পরাজয় করিয়া গৌড়নগরের তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। কণারকের জগদ্বিখ্যাত সূর্য্য-মন্দির এই নরসিংহদেবের কীর্ত্তি। [গাঙ্গেয় ও কোণার্ক দেখ।]

নরসিংহদেব, জৈোতিৰিকামন্যারনিরূপণ নামক ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা।

নরসিংহনায়ক, বিজয়নগররাজ প্রথম নরসিংহের হস্ত হইতে ইনি পাণ্ড্যরাজ্য উদ্ধার করিয়া ১৪৯৯ হইতে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পর ভেঙ্কনায়ক (১৫০০-১৫১৫) ও তৎপরে নরস-পিল্লই (১৫১৫-১৫১৯ খৃঃ অঃ) রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, নরস পিল্লই বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের ভৃত্য ছিলেন।

নরসিংহপণ্ডিত, "দীপিকা প্রকাশ" নামক দার্শনিক গ্রন্থপ্রণেতা। বৈশেষিক দর্শনের তর্কসংগ্রহ নামে একগ্রন্থ আছে, তাহার দীপিকা নাম্নী এক টীকাও আছে। সেই দীপিকা নাম্নী টীকার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়া নরসিংহ পণ্ডিত "দীপিকাপ্রকাশ" রচনা করিয়াছেন। নরসিংহ পণ্ডিত রায়নরসিংহপণ্ডিত নামেও পরিচিত ছিলেন।

নরসিংহ পদ্মাশ্রমিন্, অদ্বৈতরীতিপ্রণেতা।

নরসিংহপুর, ১ মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিশনরের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২২° ৪৫´ হইতে ২৩° ১৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮´ হইতে ৭৯° ৩৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় ভূপাল রাজ্য, সাগর, দমো, এবং জব্বলপুর জেলা; পূর্ব্ব সীমায় সিওনি; দক্ষিণ সীমায় ছিন্দবাড়া, এবং পশ্চিম সীমায় দুধি নদী। এই নদী ইহাকে হুসেঙ্গাবাদ জেলা হইতে পৃথক্ করিতেছে। ক্ষেত্রফল ১৯১৬ বর্গমাইল। নরসিংহপুর নগর ইহার প্রধান স্থান।

নরসিংহপুর জেলা নর্ম্মদা নদীর উপত্যকার উপর দিকের অর্দ্ধেক অংশ লইয়া গঠিত। জেলাটীতে পার্ব্বতীয় ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। এখানে ভাল অরণ্য নাই। নর্ম্মদা এবং নর্ম্মদার উপনদীদ্বয় সের ও শকর ইহার প্রধান নদী।

গড়মণ্ডলবংশীয় ৪৮শ রাজা সংগ্রামসিংহ এই স্থান নিজরাজ্য ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। চৌরাগড় দুর্গ তাঁহার নির্ম্মিত। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে রাণী দুর্গাবতীর পরাজয় ও মৃত্যুর পর, আসফ্ খাঁ চৌরাগড় আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ও হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন। ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে যুঝর সিংহ এই দুর্গ আক্রমণ করিলে, প্রেমনারায়ণ কএক মাস দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে মোরাজি নামক সাগরের মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা ইহা জয় করিয়া লইয়াছিল। তৎপরে ১৭ বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ছিল। ঐ সময়ে উত্তর হইতে অনেক হিন্দু আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করে। ভোঁসলা রাজারা আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দূরীভূত করে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে নরসিংহপুর ইংরাজ শাসনাধীনে আসে। এখানে পিণ্ডারিদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল।

গোধূম, ধান্য, ইক্ষু ও তুলা এখানকার প্রধান ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য। নরসিংহপুর এবং গাদরবাড়া এই দুইটী নগর এই জেলার প্রধান বাণিজ্য-স্থান। নর্ম্মদা নদীর তীরে বর্ম্মণ-ঘাট নামক স্থানে শীতকালে একটী বৃহৎ মেলা হয়, ঐ মেলায় বিলাতী কাপড়, লাক্ষার অলঙ্কার এবং তৈজসপত্র বহুল পরিমাণে বিক্রীত হয়। চিচ্লীর পিত্তল কাঁসার বাসন, গাদরবাড়ার এক প্রকার কার্পাস বস্ত্র, এবং নরসিংহপুরের তসর এই জেলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। মোহপাণিতে কয়লা এবং নর্ম্মদার উত্তরে তেন্দুখেরা নামক স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়।

২ নরসিংহপুর জেলার পূর্ব্বদিকস্থিত একটী উপবিভাগ।

৩ নরসিংহপুর জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৫৬´ ৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৪´ ৪৫´´ পূঃ। এই নগর সিংগ্রী নদীর উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহাকে গাদরিয়া-খেরা বলিত। পরে নরসিংহদেবের একটী মন্দির প্রস্তুত হওয়ায় তদবধি ইহার নাম নরসিংহপুর হইয়াছে। লোকসংখ্যা ১০২২০।

৪ পুণা জেলার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে ভীমা ও নীরা নদীর সঙ্গম স্থলে স্থাপিত একটী নগর। এখানে শ্রীলক্ষ্মীনরসিংহের একটী মন্দির আছে। মন্দিরের সোপানশ্রেণী নদীর গর্ভ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। মন্দিরটী অষ্টকোণী, এবং কাল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত এবং প্রায় ৪৬ হাত উচ্চ। বৈশাখ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে এখানে দিবসদ্বয়স্থায়ী একটী মেলা হয়, তাহাতে চারি সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

৫ উড়িষ্যায় একটী দেশীয় রাজ্য, অক্ষা° ২০° ২৪´ হইতে ২০° ৩৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° হইতে ৮৫° ১৬´১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে একটী অরণ্যাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে অঙ্গুল এবং হিন্দোল হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইহার পূর্ব্বে বড়ম্বা, দক্ষিণ এবং দক্ষিণপশ্চিমে মহানদী, এবং পশ্চিমে অঙ্গুল। ক্ষেত্রফল ১৯৯ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৯১ খানি গ্রাম আছে। কাণপুর এখানকার একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে একজন রাজপুত এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজস্ব প্রায় ১৬০০০৲ টাকা। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ১৪৫০৲ টাকা কর দিতে হয়।

নরসিংহপুরাণ (ক্লী) নরসিংহোপবর্ণনাত্মকং পুরাণং। উপপুরাণভেদ। মৎস্যপুরাণে এই উপপুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এই পুরাণে ১৮০০০ শ্লোক। ইহাতে নরসিংহের বিষয় বর্ণিত আছে।

"পাদ্মে পুরাণে যৎপ্রোক্তং নরসিংহোপবর্ণনম্।
তচ্চাষ্টাদশসাহস্রং নারসিংহমিহোচ্যতে॥" (মৎস্যপু°)

নরসিংহমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। নারসিংহ।
"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্॥" (কূর্ম্মপু°)

এই পুরাণে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ, ভরদ্বাজপ্রশ্ন ও প্রধান তত্ত্বাদি। ২ অধ্যায়ে যুগাদি পরিমাণ। ৩ অধ্যায়ে সৃষ্টি-বিবরণ। ৪ অধ্যায়ে অনুসৃষ্টি-কথন। ৫ অধ্যায়ে রুদ্রসর্গ। ৬ অধ্যায়ে মিত্রাবরুণের ঔরসে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি। ৭ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যু-বিজয় ও নারকিগণের উদ্ধার। ৮ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি নারায়ণের প্রসন্নতা। ৯ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের বিষ্ণুস্তোত্র। ১০ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের নারায়ণ-দর্শন। ১১ অধ্যায়ে যম ও যমীর উপাখ্যান। ১২ অধ্যায়ে ব্রহ্মচারী ও পতিব্রতাসংবাদ। ১৩ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষের লক্ষণ ও নারায়ণমন্ত্র। ১৪ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি ও বিশ্বকর্ম্মার সূর্য্যস্তব। ১৫ অধ্যায়ে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি। ১৬ অধ্যায়ে রাজগণের বংশবিবরণ। ১৭ অধ্যায়ে মন্বন্তর-কথন। ১৮ অধ্যায়ে বংশানুচরিত ও ইক্ষ্বাকু-বিবরণ। ১৯ অধ্যায়ে বিনায়কস্তব। ২০ অধ্যায়ে সোমবংশানু-চরিত ও নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনের ফল। ২১ অধ্যায়ে ভূগোলবিবরণ। ২২ অধ্যায়ে সহস্রানীকচরিত। ২৩ অধ্যায়ে হরির অর্চ্চনা। ২৪ অধ্যায়ে কোটিহোমবিধি। ২৫ অধ্যায়ে বিষ্ণুর অবতার-কথন। ২৬ অধ্যায়ে মৎস্যাবতার বর্ণন। ২৭ অধ্যায়ে কূর্ম্মা-বতারবর্ণন। ২৮ অধ্যায়ে বরাহ অবতার-কথন। ২৯ অধ্যায়ে নরসিংহ অবতার ও প্রহ্লাদচরিত। ৩০ অধ্যায়ে বামনাবতার। ৩১ অধ্যায়ে জামদগ্ন্যবতার। ৩২ অধ্যায়ে বলরাম ও কৃষ্ণের অবতার। ৩৩ অধ্যায়ে কল্কি-অবতার। ৩৪ অধ্যায়ে শুক্রের অক্ষিলাভ। ৩৫ অধ্যায়ে বিষ্ণুমন্দিরপ্রতিষ্ঠা। ৩৬ অধ্যায়ে নারসিংহ ভক্তগণের লক্ষণ ও পুষ্পপত্রাধ্যায়। ৩৭ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম। ৩৮ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্ম। ৩৯ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-কথন। ৪০ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মকথন। ৪১ অধ্যায়ে যতিধর্ম্ম। ৪২ অধ্যায়ে আত্মলাভ। ৪৩ অধ্যায়ে বিষ্ণুর অর্চ্চনা বিধি। ৪৪ অধ্যায়ে বিষ্ণুপূজার সাধারণ বিধি। ৪৫ অধ্যায়ে গুহ্যক্ষেত্র সকল ও তত্তৎ স্থানের নামাবলী। ৪৬ অধ্যায়ে পুণ্যময় ভৌমিক তীর্থকথন। ৪৭ অধ্যায়ে মানসিক তীর্থ বিবরণ বর্ণিত আছে। এই সকল বর্ণন প্রসঙ্গে আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নরসিংহপোতবর্ম্মন্, কাঞ্চিপুরের একজন পল্লববংশীয় রাজা।

নরসিংহভট্ট, ১ যজুর্ব্বেদচিন্তামণিপ্রণেতা।

২ অদ্বৈতচন্দ্রিকাভেদাবিকারটীকাপ্রণেতা। ইনি রঘুনাথ-ভট্টের পুত্র, রামচন্দ্রাশ্রম ও নাগেশ্বরের শিষ্য। ইনি কিম্মুরী-বংশীয় রাজা জগন্নাথের আদেশে উক্ত পুস্তক রচনা করেন।

নরসিংহভূপতি, পলনাদ প্রদেশের একজন রাজা। কথিত আছে, ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশধর। পালমাচপুরম্ নামক স্থানে এই বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল।

নরসিংহমিশ্র, চতুর্ব্বেদতাৎপর্য্যসংগ্রহপ্রণেতা।

নরসিংহমূর্ত্তিদান (ক্লী) কালিকাপুরাণোক্ত দানভেদ। স্বর্ণাদি দ্বারা নরসিংহমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়। হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানবিধি এইরূপ লিখিত আছে—

"নৃসিংহঞ্চাথ রৌপ্যন্তু কৃত্বা চতুর্ভুজং বিভুম্।
তাম্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য রৌপ্যদংষ্ট্রে প্রকল্পয়েৎ॥
চক্ষুষী পদ্মরাগেণ নখানাং বিক্রমাস্তথা॥
পুষ্পরাগং ভ্রুবোদ্দেশে কর্ণয়োর্হারকাবুভৌ॥"

(হেমাদ্রি দানখণ্ড ধৃত কালিকাপু°)

স্বর্ণ অথবা রৌপ্যে চতুর্ভুজ নরসিংহ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই নরসিংহমূর্ত্তির দংষ্ট্রা রৌপ্যে, চক্ষুদ্বয় পদ্মরাগ মণিতে, নখ বিক্রমে, ভ্রূদেশ পুষ্পরাগ মণিতে এবং হীরক দ্বারা উভয় কর্ণ করিবে। পরে তাম্রপাত্রে রাখিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দান করিতে হইবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ বিষ্ণুর নরসিংহমূর্ত্তি সুবর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মূর্ত্তির স্কন্ধদেশ পীন; কটি, গ্রীবা ও উদর কৃশ, সিংহাসনে উপবিষ্ট, নীলবস্ত্র, সকল আভরণে বিভূষিত এবং ইনি নখর দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিতে-ছেন। ইঁহার ঊর্দ্ধ দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র। দেবগণ হিরণ্য-কশিপুর অনুগত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকারে নরসিংহ মূর্ত্তি স্বর্ণাদি দ্বারা রচনা করিবে।*

* "কার্য্যস্তু ভগবান্ বিষ্ণুর্নরসিংহবপুর্ধরঃ।
পীনস্কন্ধকটিগ্রীবকৃশমধ্যকৃশোদরঃ॥
সিংহাসনো নৃদেহশ্চ নীলবাসাঃ প্রভান্বিতঃ
আলীঢ়স্থানসংস্থানঃ সর্ব্বাভরণভূষণঃ॥
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ পাটয়ন্ নখরৈঃ খরৈঃ।
দেবতানুগতঃ কার্য্যঃ হিরণ্যকশিপুস্তথা।
দেবশ্চ শঙ্খচক্রাভ্যাং ভূষিতোর্দ্ধকরদ্বয়ঃ॥
রাজবর্ত্তং চ বৈদূর্য্যং ইন্দ্রনীলং সুমস্তকে।
কৃত্বা রূপমিদং রম্যং তৎপাত্রং মধুনা বুধঃ॥
পূরয়েৎ খণ্ডমিশ্রেণ তত্র দেবং পুনর্নয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্মেন সংছন্নং আসনে বিনিবেশয়েৎ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদগ্রে ভক্ষ্যৈ নানাবিধৈর্বুধঃ।
বিতানোপরিসংযুক্তং পুষ্পদামভিরর্চ্চয়েৎ॥
গন্ধপুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্জাগরং চার্চ্চ্য কারয়েৎ।
কৃত্বা সমস্তমেতত্তু হরয়ে পূর্ব্ববদ্দদেৎ॥
যৎ কিঞ্চিৎ প্রাগ্‌বিনির্দ্দিষ্টং বুধ্যেৎ সর্ব্বমিহাপি তৎ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

এই প্রকারে নরসিংহ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, ঐ পাত্র মধু এবং খণ্ড-মিশ্র দ্বারা পূরণ করিবে। পরে এই মূর্ত্তি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি বৈষ্ণবমন্ত্রে পূজা করিবে। এই মূর্ত্তি-দানকালে অষ্টোত্তর শত তিলাজ্য হোম করিতে হয়। কার্ত্তিক অথবা বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা এবং দ্বাদশী তিথিতে ইহার অনুষ্ঠান করা উচিত। যাহারা এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অরণ্য প্রভৃতি কোন স্থলে ভয়ের কারণ নাই, নানাপ্রকার সম্পদ্ লাভ হয় এবং অন্তকালে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে।

"কার্ত্তিক্যাং বাথ বৈশাখ্যামাশ্রিত্য দ্বাদশীমথ।
কৃত্বা বিধিমিমং সম্যক্ নূনং তৎপদমশ্নুতে॥
অরণ্যে বাথ সংগ্রামে তস্করৈর্দংষ্ট্রিভির্বৃতে।
ন ভয়ং জায়তে তস্য সকৃদ্ যস্ত্বেতদাচরেৎ।
বিদার্য্য চাপদোঘোরাঃ ধনমায়ুঃ প্রযচ্ছতি।
সন্ততিঞ্চৈব রূপঞ্চ সৌভাগ্যঞ্চ মনোরথান্॥
এবং ভবতি যৎপুণ্যং নৃসিংহাকৃতিদানতঃ।
তেন বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ্য তত্র ক্রীড়ন্তি দেহিনঃ॥
এতচ্ছ্রুত্বা মহৎপুণ্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

নরসিংহমুনি, অদ্বৈতপঞ্চরত্ন ও ভেদাধিকারতত্ত্ববিবেচনা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

নরসিংহযতি, বিদ্যাধীশনাথের শিষ্য। আথর্ব্বণোপনিষদ্খণ্ডার্থ-প্রকাশ, ঐতরেয়োপনিষদ্খণ্ডার্থপ্রকাশ এবং জয়তীর্থকৃত তত্ত্বোদ্যোতবিবরণের মন্দপ্রবোধ নামক টীকা-রচয়িতা।

নরসিংহযতীন্দ্র, ন্যায়তত্ত্ববিবরণপ্রণেতা।

নরসিংহরাজ, সর্ব্বার্থসিদ্ধিটীকাকার।

নরসিংহরাও, বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত বাদামী নগরের পাহাড়ের উপর বাভনবন্তেকোটী (বাহান্ন পর্ব্বত দুর্গ) ও রণমণ্ডল-কোটী (যুদ্ধক্ষেত্র দুর্গ) নামক দুইটী স্থান আছে। নরসিংহরাও নামে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ কতকগুলি আরবসেনা লইয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই দুর্গ (বাদামী) অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বেলগাম্ হইতে ইংরাজসেনা গিয়া উহা উদ্ধার করে। বাভন-বন্তেকোটীর দুর্গোদ্ধারে ইংরাজকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নরসিংহ রায়, মহিসুরের অধিকাংশে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে হয়শালবল্লাল নামক এক বিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ইহারা দেবগিরির যাদবগণের বংশোদ্ভূত। [হয়শাল-বল্লাল দেখ।]

এই বংশের যে কয়জন প্রামাণিক রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে এই বংশে প্রথম বিখ্যাত রাজা বিনয়াদিত্য ১ম ত্রিভুবনমল্লের অধস্তন তৃতীয়, ৫ম ও ৭ম পুরুষে নরসিংহ নামে তিনজন রাজা হইয়াছিলেন। ১ম নরসিংহ বীর-নরসিংহ ও বিজয়নরসিংহ নামেও খ্যাত ছিলেন। ইনি এচল-দেবীকে বিবাহ ও ১১৪২ হইতে ১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনেকের মতে, ইনিই যাদবগণের বিখ্যাত রাজধানী দ্বারসমুদ্র (আধুনিক হলেবিড়্) নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

২য় নরসিংহ, ১ম নরসিংহের পৌত্র, ইনিও বীর নরসিংহ নামে কথিত হইতেন। দেবগিরির যাদবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ২য় নরসিংহ অনেকগুলি রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ইনি ১২২৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। ইহার সময়ের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। ৩য় নরসিংহ, ২য় নরসিংহের পৌত্র ছিলেন এবং দ্বারসমুদ্র নগরে রাজত্ব করিতেন। ১২৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ ইহার সময়ের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের বংশগত রায় উপাধিও ছিল। [দ্বারসমুদ্র দেখ।]

নরসিংহ বাজপেয়িন্, আভোগ ও বেদান্তকল্পতরুপরিমল-খণ্ডন নামক গ্রন্থরচয়িতা।

নরসিংহবিষ্ণু, ইহার অন্যতম নাম নরসিংহপোতবর্ম্মন্। [নরসিংহপোতবর্ম্মন্ দেখ।]

নরসিংহশাস্ত্রিন্, ১ ন্যায়প্রকাশিকা ও ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রভা নামে টীকাপ্রণেতা। ২ জাতকশিরোমণিপ্রণেতা।

নরসিংহশিলা, হিমালয়-তীর্থমালার মধ্যে বদরীক্ষেত্রের অন্তর্গত দ্বাদশ প্রধান ক্ষেত্রান্তর্গত ক্ষেত্রবিশেষ। [বদরীনাথ দেখ।]

নরসিংহসেন, ১ বাসবদত্তার এক টীকাকার। ইনি বৈদ্যছিলেন। ২ পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়প্রণেতা বিশ্বনাথসেনের পিতামহ।

নরসিংহসূরি, স্বরমঞ্জরী-প্রণেতা। ইনি রুদ্রাচার্য্যের পুত্র, নৃসিংহসূরি নামেও পরিচিত।

নরসিভক্ত, জুনাগরনিবাসী একজন ভগবদ্ভক্ত। ইনি অর্থাদি উপায় করিতে পারিতেন না বলিয়া, একদিন ইহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূ ইহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। এই দুঃখে ইনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। এই প্রকার মনে স্থির করিয়া এক নিবিড় বনে গমন করিলেন। অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে এক মন্দির দেখিতে পাইলেন, এবং সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব তাঁহাকে এই পবিত্র আশ্রয়ে অভুক্ত অবস্থায় দেখিয়া স্বয়ং ইহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি মহাদেব, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ইহাতে নরসি বলিয়াছিলেন, দেব! আমি ভাল মন্দ কিছুই জানিনা, জগতের যাহা উৎকৃষ্ট বস্তু আমাকে তাহা প্রদান করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি। মহাদেব ইহার কথা শুনিয়া ইহাকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ

সমীপে উপস্থিত হন। এইরূপে মহাদেব ইহাকে জগতের সারময় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরসি এই অমূল্যরত্ন পাইয়া আত্মভোলা হইলেন এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। কিছুদিন পরে দেশে আসিলে সকলে ইহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত।

একদা কোন পরম বৈষ্ণব দ্বারকাদর্শনে অভিলাষী হইয়া চোরের ভয়ে ১০০৲ শত টাকা কোন মহাজনের নিকট জমা রাখিয়া তাহার নিকট হইতে সেই টাকায় উপযুক্ত এক হুণ্ডি দ্বারকাবাসী কোন মহাজনের উপর দিতে বলে। মহাজনের দ্বারকাতে কোন পরিচিত লোক না থাকায়, সে উপহাস করিয়া বলে 'তুমি নরসির কাছে যাও, সেই তোমায় হুণ্ডি দিবে।'

সাধু বৈষ্ণব তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া নরসির নিকট উপস্থিত হইল, এবং সানুনয়ে কহিল, মহাত্মন্! আমার এই টাকা রাখিয়া দ্বারকায় আপনার পরিচিত কোন মহাজনের নামে একখানি হুণ্ডি দিলে আমি কৃষ্ণদর্শন করিতে পারি। নরসি হরিপ্রেমে বিভোর ছিলেন, তিনি ইহার কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন, জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন হরি, তিনি দ্বারকায় আছেন সত্য, এবং আমাকেও চেনেন, এ ব্যক্তি বোধ হয় তাহারই নিকট হুণ্ডি প্রার্থনা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া হরির নামে এক হুণ্ডি লিখিয়া দিলেন, তাহাতে লিখিলেন "শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দর সহায়। এই ব্যক্তি আপনার উদ্দেশে এখানে নিজ সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া গেল, দ্বারকায় যেন প্রয়োজন মত অর্থ পায়।" বিশ্বাসী বৈষ্ণব হুণ্ডির লেখা না দেখিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিল। নরসি তখন চিন্তাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যাহার উদ্দেশে এই টাকা রক্ষিত হইল, তিনি কিরূপে পাইবেন, ব্রাহ্মণ বা দরিদ্রগণকে দিলে এই টাকা তাহারই পাওয়া হইবে। এইরূপ মনে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভৃতিকে বিতরণ করিয়া দিলেন। উক্ত বৈষ্ণব দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ টাকা তাহাকে দিয়াছিলেন। নরসির দৌহিত্রের বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ নিজে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অবশেষে ইহার দুই কন্যা কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষিত হইয়া পিতার সহিত হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে সংসার ত্যাগ করেন। দেশের রাজা ইহার অদ্ভুত ভক্তি ও কার্য্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদি কেহ ইহাঁদিগকে মন্দ কহে, তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (ভক্তমাল হরিলীলা)

নরসোব, বিজাপুরের বড় কেল্লাস্থিত একটী মন্দির। এই মন্দির উক্ত কেল্লার অভ্যন্তরে পরিখার উপর একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে প্রতিষ্ঠিত। ত্রিমুখ দেবতা দত্তাত্রেয় ইহার অধিষ্ঠাতা। [বিজাপুর দেখ।]

গুরুচরিত্র নামক একখানি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণা-নদীর তীরস্থিত বাদি নামক গ্রামে পূর্ব্বকালে এক রজক বাস করিত। এই রজক দত্তাত্রেয়ের পরম ভক্ত ছিল, এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত। প্রথমে দত্তাত্রেয় রজকের এই ব্যবহারে কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ করিতেন, পরে যখন জানিলেন যে, রজক কেবল ধর্ম্মকামনায় তাঁহার অনুসরণ করে, তখন তাহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। এক দিন দত্তাত্রেয় নদীতে অবগাহন করিতেছেন, এবং ঐ রজক নিকটে দণ্ডায়মান আছে, এমন সময় রাজার নৌকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া রজক বলিয়া উঠিল, "আহা ঐ রাজার জীবন কি সুখের, আর আমার এই জীবন কি দুঃসহ ক্লেশকর।" রজকের এই কথা শুনিয়া দত্তাত্রেয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনি রাজা হইতে চাও, অথবা তোমার মৃত্যুর পর রাজা হইতে ইচ্ছা কর?" রজক মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, তাহার আর অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তবে আর এ জন্মের কএকটা দিনের জন্য রাজা হইয়া ফল কি; বরং পরজন্মে যাহাতে রাজা হওয়া যায়, রজক তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিল। পরে তাহারই যত্নে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়।

নরস্কন্ধ (পুং) নর-সমূহার্থে স্কন্ধ। নরসমূহ, লোক সকল।

নরহন, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত মগধদেশ মধ্যে এই নামে একটী গ্রামের বর্ণনা আছে। ইহারই নিকট রামপুর গ্রাম।

"নরহনরামপুরৌ চ সমীচীনকলৌ যুগে।
ধরামরনিবাসস্তু তয়োর্মধ্যে ভবিষ্যতি॥" (ব্রংখং ২৭। ৫৩)

নরহয় (পুং) অশ্বরূপী মনুষ্য, যাহার মুখ ঘোড়ার মত।

নরহর, অযোধ্যাক্ষেত্রের অন্তর্গত পাপমোচনতীর্থ ইহা হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। নরহর ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত পাঞ্চালবাসী। কুসঙ্গে পড়িয়া ইনি দেবদ্বিজহিংসক, বেদনিন্দুক, উৎপীড়ক ও অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে অযোধ্যায় আসিয়া এই পাপমোচনতীর্থে স্নান করিবামাত্র তাঁহার পাপ দূর এবং স্বর্গ হইতে তদুপরি পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। তদবধি পাপমোচন-তীর্থও প্রসিদ্ধিলাভ করিল। (অযোধ্যামাহাত্ম্য ১৬৩ অং)

নরহরি (পুং) নর ইব হরিঃ সিংহ ইব চ আকৃতির্যস্য। নরসিংহ, ভগবদবতার ভেদ।

"কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।" (গীতগো° ১।৮)

নরহরি, ১ একজন কাব্যপ্রকাশ-টীকাকার। ইনি স্বগ্রন্থে নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—অন্ধ্রদেশে বাৎস্য গোত্রে রামেশ্বর উৎপন্ন হন, তাঁহার পুত্র নরসিংহ, তৎপুত্র মল্লিনাথ, তাঁহার দুই পুত্র নারায়ণ এবং নরহরি। নরহরি ১২৯৮ সংবতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সন্ন্যাসগ্রহণান্তর সরস্বতীতীর্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই নামেই কাশীতে অবস্থান-কালে উক্ত টীকা রচনা করেন। ইহার প্রণীত একখানি মেঘদূতটীকাও আছে। ২ অভিনব-রামকাব্য এবং কবিকৌমুদীপ্রণেতা। ৩ অহিবলচক্র নামক জ্যোতিগ্র্গ্রন্থপ্রণেতা। ৪ আথর্ব্বণোপনিষদ্ব্যাখ্যাপ্রণেতা। ৫ চন্দ্রলক্ষোৎপ্রেক্ষাশতক ও শৃঙ্গার-শতক নামক কাব্যপ্রণেতা। ৬ বোধসার নামক কাব্য, মাধবসিদ্ধান্তসার ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বিজয়বাদ নামক দার্শনিক গ্রন্থপ্রণেতা। ৭ ভগবদ্গীতাসার-সংগ্রহপ্রণেতা। ৮ সংস্কারনৃসিংহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৯ রাজনিঘণ্টু বা নিঘণ্টুরাজ নামক অভিধানপ্রণেতা, ইনি ঈশ্বর সুরির পুত্র। ১০ নরপতিজয়চর্য্যা স্বরোদয়ের টীকাকার, ইনি মিথিলাবাসী গণেশের পৌত্র ও নরসিংহের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত। ১১ কুমারসম্ভবটীকাকার, ইনি ভাস্করের পুত্র। ১২ অনুমানখণ্ডদুষণোদ্ধার নামক গ্রন্থপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম যজ্ঞপতি।

১৩ ভাবপ্রকাশ ও ভাগবততাৎপর্য্যদীপিকা-প্রণেতা। আনন্দতীর্থ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্যের ব্যাখ্যার্থ ভাবপ্রকাশ এবং উক্ত আনন্দতীর্থকৃত ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয় নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যার্থ ভাগবততাৎপর্য্যদীপিকা। ইহার পিতার নাম বরদাচার্য্য। ইনি নরহরি, নৃহরি বা নৃসিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

১৪ বাগ্‌ভট্টমণ্ডন নামে ন্যায়দর্শনীয় গ্রন্থপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম সহদেব ভট্ট।

১৫ নৈষধীয় টীকাকার, ইনি স্বয়ম্ভুর পুত্র ও বিদ্যারণ্য যোগীর সমসাময়িক। ইনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ।

নরহরি, আদিশূর যজ্ঞার্থ যে পঞ্চ কনৌজী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গ্রামাদি দান করিয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের মতে) ক্ষিতীশ নামক রাজপুত্র ও অর্থশালী পুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি দান গ্রহণ করেন নাই, মূল্য দিয়া রাজদত্ত গ্রাম কএক খানি এবং অপরের নিকট হইতে কএকখানি নিষ্কর গ্রাম কিনিয়া লইয়া একটু ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যটী আধুনিক বিক্রমপুরের নিকট। ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপুর ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষে নরহরি নামে রাজা হইয়াছিলেন। ইহারই বংশে নদীয়ার রাজবংশ উৎপন্ন।

নরহরিউপাধ্যায়, দ্বৈতনির্ণয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

নরহরি চক্রবর্ত্তী, বাঙ্গালা ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা। ইনি জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইনিও পদকর্ত্তা এবং ইহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম। অনেকে পদকল্পতরুর "কবি নৃপবংশজ, ভুবনবিদিত যশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম," এই পদ হইতে কবিরাজ বংশোদ্ভূত ঘনশ্যামকেই একমাত্র পদকর্ত্তা বলিয়া ধরেন, কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের ভণিতায় ঘনশ্যাম নামের উল্লেখ দেখিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তীও যে ঘনশ্যাম নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইহার ভক্তিরত্নাকর বৈষ্ণবসমাজের প্রভু ও প্রভুশিষ্যগণের বংশ-পরিচয় ও সামাজিক তত্ত্বে পূর্ণ। ইহা ১৫শ তরঙ্গে বিভক্ত। ইনি মহাকবি ছিলেন, ইহার কবিত্ব চমৎকার, বর্ণনা যেমন তেজস্বিনী তেমনই মনোহারী। ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুসালেম্ ও হিউএন্‌সিয়াংএর কুশীনগর বর্ণনা বিদ্বৎসমাজে যেরূপ মহা আদৃত হইয়া থাকে, নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনবর্ণনা তাহা অপেক্ষাও চমৎকার ও আদরণীয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণাদি উল্লেখ করা একবারে নিয়মবদ্ধ। নরহরি তাহাও করিয়াছেন, অথচ একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ হইতেও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকেও সংস্কৃতের সহিত সমানাসন দিয়া গিয়াছেন। নিজ রচনা সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবার জন্য তিনি নিজের সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনাকালে সমসাময়িক কবিগণের পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির রচনা বড়ই সরল, পদ্য হইলেও গদ্যের ন্যায়। ইনি প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত "নরোত্তম-বিলাস" ও "গৌরচরিত্রচিন্তামণি" প্রসিদ্ধ। "গীতাসাগর" নামে তাঁহার একখানি সঙ্গীত সংগ্রহ আছে। ঘনশ্যাম নরহরি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। সার্দ্ধ দ্বিশত বর্ষেরও পূর্ব্বে ঘনশ্যাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের শেষে তিনি বলিয়াছেন—

"পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজন ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥
গৃহাশ্রম হৈতে হইলুঁ উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন ॥" ইতি।

নরহরিতীর্থ, স্মৃত্যর্থসাগর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি আনন্দতীর্থের শিষ্য ও পদ্মনাভ তীর্থের উত্তরাধিকারী। ইহার পূর্ব্বনাম রামশাস্ত্রী।

নরহরিভট্ট, ১ আশ্বলায়নীয় দর্শপূর্ণমাসহৌত্র নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ মণ্ডপকুণ্ডমণ্ডলপ্রকাশিকা-প্রণেতা। ৩ রসযোগমুক্তাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা। ৪ শ্রবণভূষণবিদগ্ধমুখমণ্ডনের এক টীকাকার।

নরহরি শাস্ত্রী, নৃসিংহচম্পূপ্রণেতা।

নরহরি সরকার, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে বহু রসের অধিকারী হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিগণের অধিকার অতি প্রসারিত এবং আসন অতি উচ্চ। এ সকলেরই পথপ্রদর্শক নরহরি ঠাকুর।

"নারায়ণাত্মকমতীব দয়ালুদেহংপ্রেমপ্রবাহপরিপুরিততদ্ধিমার্গং।
চৈতন্যচরণেতি নিবেশয়ন্তং বন্দে প্রভুং নরহরিং পরমেষ্টদেবং।"

এই প্রণাম শ্লোকটীতে তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল, জানা যাইতেছে।

নারায়ণের দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, কনিষ্ঠ নরহরি। নরহরি সরকার ঠাকুর অতি সুপুরুষ ছিলেন—

"প্রতপ্তস্বর্ণবর্ণাভং ভাবভরণভূষিতং,
নীলাবাসোধরং দিব্যং চন্দনোহিতভালকং।
নাম সূত্রপ্রদাতারং কণ্ঠে বিপুললম্বিতং,
দিব্যসিংহাসনাসীনং শ্রীমন্নরহরি ভজে॥"

এই ধ্যানটীতে জানা যায় যে, তাহার বর্ণ অতি উজ্জ্বল গৌর ছিল, যাহাকে কবিগণ "প্রতপ্ত স্বর্ণ" বলেন, নরহরির সেই বর্ণ ছিল, তাহার কণ্ঠে দীর্ঘ লম্বিত মালা ছিল, এবং তিনি কপালে চন্দন লেপন করিতেন।

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নরহরির অত্যন্ত প্রণয় (বাল্যকাল হইতেই) ছিল। একদিন নবদ্বীপে গৌর রূপ দর্শনে, মহাপ্রভুর প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। একটী পদে তিনি লিখিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গ চান্দের রূপের পাথারে,
সাঁতারে না পাই থা।
করে ঝল মল, শ্রীঅঙ্গ-কমল,
শরদ চাঁদের মেলা॥" ইত্যাদি।

কিছুদিন গৌরাঙ্গের সঙ্গে বাস করিতে করিতে তাহার মনে হইল, যে গৌর সামান্য মনুষ্য নহে, সাক্ষাৎ ভগবান্। তখন এ কথা কেহ অবগত ছিল না, যদি এ কথা প্রকাশ করেন লোকে হাসিবে, বিদ্রূপ করিবে। ভয়ে বলিতে পারেন না, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। তাহার তখনকার একটী পদে এই আভাস দিয়াছেন। যথা—

"কারে কব মনের কথা।
কে বুঝিবে মনোব্যথা॥"

কিন্তু নরহরির এ ক্ষোভ অধিক দিন ছিল না, তাহার "প্রাণনাথ" কে? শীঘ্রই লোকে তাহা জানিতে পারিল এবং তাহার "প্রাণনাথ" কি বস্তু জগৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া, তদীয় চরণে অবনত হইল।

অপূর্ব্ব গৌর-প্রেমলীলা তিনি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন, তাহার বড় সাধ, এ অমৃত তৃষিত জগজ্জনে বিতরণ করেন। কিন্তু তাহার সে ক্ষমতা নাই। কতদিন তিনি গৌরলীলা লিখিতে বসিয়াছেন, কিন্তু পারেন না, ভাবিতেই বিভোর হইয়া পড়েন। একটী পদে তিনি লিখিয়াছেন—,

"গৌরলীলা দরশনে বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুইত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মেনি সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাইবে প্রভু॥
গৌর গদাধরলীলা, আদ্রব করয়ে শিলা,
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥"

নরহরি গৌরলীলাত্মক পদ লিখিতে লাগিলেন, যদি ইহা দেখিয়া কেহ গৌরলীলা লিখেন, কেহ গৌরলীলা লিখিতে দাঁড়াইলে এই পদগুলিতে তিনি বিশেষ সাহায্য পাইবেন, এবং এইরূপে একখানি সত্যঘটনাপূর্ণ গ্রন্থের সৃষ্টি হইবে।

নরহরি সরকার এইরূপে সর্ব্বপ্রথম গৌরলীলার পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। নরহরির পদগুলি মাধুর্য্য রসের আকর।

নরহরির দৃষ্টান্তে শীঘ্রই বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ, জ্ঞান-দাস, মনোহর দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের কবিতা-কদম্বের সৌগন্ধে সমস্ত বঙ্গদেশ পুরিয়া গেল।

বাসুদেব ঘোষ বলিয়াছেন—

"শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিত বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥"

কিন্তু নরহরির অভিলাষ, তাহার শিষ্য লোচনদাস দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। "গ্রন্থ লিখিবে যে" সেই লোচন, চৈতন্য-মঙ্গল লিখিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। লোচনদাস সরকার ঠাকুরকৃত গৌরলীলাত্মক পদাবলী পাইয়াই পরম আনন্দিত হন, এবং তাঁহার মুখে গৌরলীলার অনেক অদ্ভুত কাহিনী অবগত হন। এই জন্যই তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন—

"তার দয়া বলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই জন্মদার পুথি হইবে অবাদে॥"

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত যদিও তখন লিখিত হইতে ছিল, কিন্তু উনি গৌরাঙ্গের মধুরভাব গুলি বিশেষ পরিস্ফুট রূপে লিখিবেন না, নরহরির এই বিশ্বাস ছিল। কেননা বৃন্দাবন ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসক ছিলেন। এই জন্যই নরহরি বলিয়াছিলেন—

"গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মেনি সে,
লিখিতে বিলম্ব আছে বহু।"

সরকার ঠাকুর মহাপ্রভু হইতে ৮।৯ বৎসরের বড় ছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী পাঠে ইহা জানা যায়; অতএব অনেকের মতে ১৪০০ শকই তাহার জন্মাব্দ। এ অনুমান আমরাও যুক্তিযুক্ত মনে করি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে যে নবস্রোত প্রবাহিত হয়, নরহরিই তাহার আদি প্রবর্ত্তক বা আদি গুরু।

নরহাট, পাটনা জেলার একটী পরগণা। এই পরগণার অধিকাংশ স্থান এক্ষণে গয়া জেলার এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে।

নরহান্, বাঙ্গালার সারণ জেলার একটী পরগণা। ধান্য, মকাই, কার্পাস, গোধূম, যব, অহিফেন এবং ইক্ষু এখানকার প্রধান ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য।

নরহান্‌খাস, সারণ জেলার একটী নগর।

নরাঙ্গ (পুং) নরমঙ্গয়তি অঙ্গ-অণ্। ১ মেঢ্র। ২ বরণ্ড, নারাঙ্গানামক ব্রণ বিশেষ, নারাঙ্গা ঘা।

নরাচী (স্ত্রী) নরমিবাচিনোতি রোমভিরিব কণ্টকৈঃ আ-চি-ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অমূলা কণ্টকিনী বৃক্ষ, চলিত ফণী-মনসা।
"যাংতে চক্রুরমূলায়াং বলগং বা নরাচ্যাং" (অথর্ব্ব ৫।৩১।৪)
২ শৌরির ভার্য্যাভেদ। (হরিব° ১৬২ অ°)

নরা(চ)জ (পুং) ষোড়শাক্ষরপাদক বৃত্তভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৬টী করিয়া অক্ষর হইবে। লক্ষণ যথা;—

"ভুজঙ্গরাজভাষিতং প্রকীর্ণশাস্ত্রসাগরে
লঘৌ গুরৌ নিরন্তরে সতীহষোড়শাক্ষরে।
প্রতাপতাপনির্জ্জিতপ্রভাকরপ্রকাশ! হে
প্রবৃত্তবৃত্তরাজকং নরাজ (চ)মেব মন্মহে॥" (পিঙ্গল)

নরাধম (পুং) নরেষু অধমঃ ৭তৎ। নিকৃষ্ট মানব, নীচ, প্রাকৃতজন, পামর।

"অজ্ঞানোপহিতো বাল্যে যৌবনে বনিতাহৃতঃ।
শেষে কলত্রচিন্তার্ত্তঃ কিং করোমি নরাধমঃ॥" (উদ্ভট)

নরাধিপ (পুং) নরেষু অধিপঃ ৭তৎ। ১ নরাধিপতি, রাজা। ২ বৃক্ষ বিশেষ, শ্যোনাক বৃক্ষ, সোনালুগাছ।

"কাকোলীদ্বয়যষ্ট্যাহ্বমেদাযুগ্মনরাধিপৈঃ।"
(সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ২৩ অ°)

নরান্ত (পুং) হৃদীকের পুত্র।

নরান্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্ত ণিচ্ ণ্বুল্, নরাণাং অন্তকঃ ৬তৎ। ১ রাবণের পুত্র রাক্ষসভেদ। (ভাগ° ৯।১০।১৮)
(ত্রি) ২ নরনাশক মাত্র।

নরায়ণ (পুং) নরাণাং অয়নং আশ্রয়স্থানং বা নরা অয়নং যস্য। নারায়ণ, বিষ্ণু।

নরাশ (পুং) নরং অশ্নাতি অশ ভোজনে অণ্। নরভোজী রাক্ষস। "যাবন্নরাশৈর্নরিপুঃ শবাশান্" (ভট্টি)

নরাশংস (পুং) ১ যজ্ঞ। ২ অগ্নি।
"দেব ইন্দ্রো নরাশংসস্ত্রিবরূথ" (শুক্লযজু° ২১।৫৫)
'নরাশংসো দেবোঽমুযাজরূপী যজ্ঞঃ' (বেদদীপ)
"নরাশংসো অগ্নে" (শুক্ল যজু° ২৭।১৩)
'নরাশংসঃ নরৈ ঋত্বিগ্‌ভিরাশংস্যতে স্তূয়তে নরাশংসঃ অগ্নিঃ' (বেদদীপ)
আ শন্স-ভাবে-ঘঞ্। ৩ মনুষ্যদিগের আশংসন অর্থাৎ পূজন।
"জুষ্টাং নরাশংসায় প্রজা বৈ নরাঃ" (শতপথব্রা° ১৫।১।২০)
'যথা সর্ব্বেঽপি নরাঃ শংসন্তি তথাবিধ শংসনায় প্রিয়ামিতি' (ভাষ্য)

নরাসন (ক্লী) নরাকার আসনভেদ। এইরূপ আসনের বিষয় রুদ্রযামলে এইরূপ লিখিত আছে—এই নরাসন ১৬ প্রকার, এই নরাসনে উপবেশন করিয়া সাধন করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। ইহার মধ্যে একমাসে কল্প, দুই মাসে ক্রতকল্প, তিনমাসে যোগকল্প, চারিমাসে স্থিরাশয়, পাঁচমাসে সূক্ষ্ম কল্প, ছয় মাসে বিবেকধী, সাত মাসে জ্ঞানযুক্ত, আট মাসে মন্ত্রসংযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয়, নব মাসে সিদ্ধিলাভ, দশ মাসে চক্রভেদযুক্ত, এগার মাসে মহাবীর ও বার মাসে খেচর হইয়া থাকে। যিনিই নরাসন আশ্রয় করিয়া সাধনা করিবেন, তাহার নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নরাসনাবস্থায় অধোদেশে মুখ করিয়া সাধনা করিতে হয়। * (রুদ্রযামল)

---

* "অথ নরাসনং বক্ষ্যে ষোড়শাদিপ্রকারকম্।
যেন সাধনমাত্রেণ যোগী ভবতি সাধকঃ॥
প্রকারাঃ ষোড়শপ্রোক্তাঃ সৎকুলজ্ঞৈর্মহীতলে।
একমাসাৎ ভবেৎ কল্পো দ্বিমাসে ক্রতকল্পকম্॥
ত্রিমাসে যোগকল্পঃ স্যাৎ চতুর্মাসে স্থিরাশয়ঃ।
পঞ্চমাসে সূক্ষ্মকল্পঃ ষষ্ঠমাসে বিবেকধীঃ।
সপ্তমাসে জ্ঞানযুক্তঃ জ্ঞাযুক্তো ভবতি ধ্রুবম্।
অষ্টমে মন্ত্রসংযুক্তঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ কলেবরঃ।

নরিয়াদ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খেড়া জেলার একটী উপবিভাগ। উক্ত জেলার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কপাদভঞ্জ, পূর্ব্বে তাম্র ও আনন্দ, দক্ষিণে বরদা রাজ্য, এবং পশ্চিমে মতার ও মাহ্মুদাবাদ। ক্ষেত্রফল ২২৪ বর্গমাইল।

২ নরিয়াদ উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪০´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৫´ ২০´´ পূঃ। আহ্মদাবাদের ২৯ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। এখানে তামাক ও ঘৃতের বিস্তৃত ব্যবসা এবং একটী সূতার কল আছে।

নরিসেম্‌রি, মথুরা-তীর্থরাজির মধ্যে একটী গ্রাম। এখানে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হয়। ইহাকে নবদুর্গার মেলা বলে। 'সেম্‌রি' শব্দ 'শ্যামলা-র্চ্চি' শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বে এখানে শ্যামলাদেবীর মন্দির ছিল, তাহা হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে। মেলাও সেই দেবীর উদ্দেশে হয়। দেবীর বর্ত্তমান মন্দির অতি আধুনিক, উল্লেখযোগ্য বিষয় তাহাতে কিছুই নাই। ইহা এক দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত। এক্ষণে এখানে দুইটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা আগরার বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবীর মন্দিরে যাত্রী হইতে বার্ষিক ২০০০৲ টাকা আয় হয়। দেবীর সেবাইতগণ এখন ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; সেম্‌রির প্রাচীন জমীদারগণ, ব্রজনগরের জমীদারগণ (ব্রিজকা-নগর) ও দেবীসিংহ নগরের জমীদারগণ (দেবীসিংকা-নগর), এই প্রত্যেক শ্রেণী প্রতি তিনবৎসর করিয়া সেবারপালা পাইয়া থাকে। মেলার আয়ের টাকা পূর্ব্বে সমস্তই সেবাইতগণ ভোগ করিত। এখন গ্রাউজ্ সাহেবের বন্দোবস্তানুসারে মেলার সময়ে ১৫০৲ ব্যয় করিয়া স্থানের আবর্জ্জনা দূর করা হয়। অমাবস্যায় মেলা আরম্ভ হইয়া ৯ দিন থাকে। ষষ্ঠীর দিনই মেলার প্রধান দিন, সেই দিনে সাঁচোলীর মন্দিরেই বেশী ভিড় হয়। এখানে যাত্রীরা বাস করে না, দেবী দর্শনাদি করিয়াই তাহারা চলিয়া যায়। মেলার বন্দোবস্ত ভাল। বিভিন্ন স্থানীয় যাত্রীর জন্য বিভিন্ন দিন নিরূপিত হয়, আগ্রার যাত্রীর জন্য একদিন, যাদোনগণের একদিন, এইরূপ। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনও এখানে মেলা হয়।

নরী (স্ত্রী) নরস্য পত্নী ঙীষ্। ১ মানবপত্নী, নারী। ২ বৃন্দাবনস্থিত একটী গ্রাম। শ্রীবৃন্দাবন-লীলামৃতে ইহার উল্লেখ আছে। কংসরাজের আদেশে যখন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরাভিমুখে গমন করেন এবং সেই সময়ে ইহাদের রথ অদৃশ্য হইলে পর ব্রজপুরিস্থ নরনারীগণ 'নরি নরি' এই রব করিয়া ধূলায় পড়িল, সেই অবধি এই স্থান 'নরী' নামে খ্যাত হইয়াছে, যথা—"কংসের আদেশে যবে অক্রূর আইলা।

কৃষ্ণ বলরামে লইয়া মথুরা চলিলা॥
বিচ্ছেদে দুঃখিতা সবে ব্রজবধূগণ।
মথুরাভিমুখী হইয়া করে নিরীক্ষণ॥
নন্দ আদি সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম রথে।
ত্বরা করি অক্রূর লইয়া চলে পথে॥
যাবৎ চলয়ে রথ দেখিতে পাইলা।
তাবৎ সেখানে সবে দাণ্ডাইয়া ছিলা॥
তারপর যবে রথ দেখিতে না পায়।
নরি নরি বলি সবে পড়িল ধূলায়॥
সেইখানে বজ্রনাভ বসাইল গ্রাম।
নরী বলি ব্রজেতে প্রসিদ্ধ হৈল নাম॥" (শ্রীবৃন্দাবনলীলা°)

নরেগণ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার একটী নগর। এখানে কালেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বরের মন্দির আছে।

নরুণ (দেশজ) নখ-ছেদনাস্ত্র।

নরেন্দ্র (পুং) নর ইন্দ্র-ইব। নরাণামিন্দ্রো বা। ১ নরশ্রেষ্ঠ, রাজা।

"রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ॥" (মনু ৯।২৫৩)

২ বিষবৈদ্য, সর্পাদি চিকিৎসক। ৩ শ্যোনাক বৃক্ষ, সোনালু গাছ। ৪ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১।৪।৬।১৪।১৭।২০ ও ২১ অক্ষর গুরু, ইহা ভিন্ন আর সকল লঘু হইবে। লক্ষণ—

"চামররত্নরজ্জুবরপরিগতবিপ্রগণাহিতশোভঃ
পাণিবিরাজিপুষ্পযুগবিরচিতকঙ্কণসঙ্গতগন্ধঃ।
চারুসুবর্ণকুণ্ডলযুগলকৃতিরোচিরলঙ্কৃতবর্ণঃ
পিঙ্গলপন্নগেশ ইতি নিগদতি রাজতি বৃত্তনরেন্দ্রঃ॥" (পিঙ্গল)

নরেন্দ্র, জনৈক কবি, সুভাষিতরত্নাকর গ্রন্থে ইহার কবিতাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

নরেন্দ্রআচার্য্য, জনৈক বৈয়াকরণ, বিট্‌ঠলের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

নরেন্দ্রদেব, নেপালের একজন রাজা, ইহার পিতার নাম উদয়দেব। [নেপাল দেখ।]

নরেন্দ্রভবন, একটী বিহার স্থানের নাম। কাশ্মীরের রাজা নরেন্দ্র ঐ বিহারভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রপ্রভ, হর্ষপুরীয় নরচন্দ্র সূরির শিষ্য, ইনি "অলঙ্কার-মহো-

---

নবমে সিদ্ধিমিলনো দশমে চক্রভেদবান্।
একাদশে মহাবীরো দ্বাদশে খেচরোত্তবেৎ॥
ইতি যোগাসনস্বন্দে যোগী ভবতি সাধকঃ।
নরাসনঃ যঃ করোতি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥
অধোমুখং মহাদেব নরাসনস্য সাধনে।
করণীয়ঃ সাধকাগ্রৈঃ যোগশাস্ত্রার্থসম্মতৈঃ॥" (রুদ্রযামল)

দধি" নামক অলঙ্কার শাস্ত্রীয় এবং "কাকুৎস্থকেলি" নামক কাব্য রচনা করেন।

নরেন্দ্রমল্ল, নেপালের একজন রাজা। [নেপাল দেখ।]

নরেন্দ্র মৃগরাজ, প্রাচ্য চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের উপাধি। [চালুক্য দেখ।]

নরেন্দ্রসিংহ, পাতিয়ালার একজন রাজা। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইহার পিতা কর্ম্মসিংহের মৃত্যু হইলে, ইনি পাতিয়ালার সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন ইহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর মাত্র। লাহোর রাজ্যের সহিত যুদ্ধের সময় নরেন্দ্রসিংহ ইংরাজদিগের বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। সেই আনুকূল্যের উল্লেখ করিয়া তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ইহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজাকে রক্ষা করিবার ও ইহার অধিকার স্থির রাখিবার অঙ্গীকার করেন এবং রাজাও আপন রাজ্য মধ্যে ঠগী, সতীদাহ, শিশুহত্যা ও দাসবিক্রয় নিবারণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় পাতিয়ালার এই মহারাজ অতি সরলান্তঃকরণে ও সাহসিকতার সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

ইনি বংশোচিত সাহস এবং বীরত্বের সহিত কার্য্য করিয়া সমুদয় ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের ঘোর দুর্দ্দিনে যখন কপট বন্ধু সকল পশ্চাদ্পদ হইয়া পড়িল, তখন ইনি অগ্রসর হইয়া আপনার ধনাগার ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী ইংরাজের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজা ইহাকে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে পত্র দ্বারা নিষেধ করেন এবং তজ্জন্য পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ সেই পত্র ইংরাজরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্দ্দার প্রতাপসিংহের অধীনে দিল্লী অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যদল দিল্লী আক্রমণ এবং অবরোধ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। ইনি ঐ সময় ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ৫ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই সকল উপকারের জন্য উক্ত গবর্মেণ্ট ইহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রাদিত্য, ১ কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি গোকর্ণের পুত্র। ইনি ৩৬ বৎসর ৩ মাস ১০ দিন রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে ইনি ভূতেশ্বর ও অক্ষয়িনী নামে দেব ও দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার দীক্ষাগুরু উগ্রদেব উগ্রেশ নামে এক দেবমূর্ত্তি এবং মাতৃচক্র নামে দশটী দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া ইহসংসার ত্যাগ করেন।

২ কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় যুধিষ্ঠিরের পুত্র লক্ষ্মণও এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি পিতার স্বর্গারোহণের পর ১৩ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহার বজ্র ও কনক নামে দুই মন্ত্রী ছিল। ইহার মহিষীর নাম বিমলপ্রভা। নরেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণাদিত্য সিংহাসনাধিরোহণ করেন। (রাজত°)

নরেন্দ্রাহ্ব (পুং) নরেন্দ্রঃ আহ্বা যস্য। কাষ্ঠাগুরু। (নিঘণ্টু)

নরেশ (পুং) নরাণাং ঈশঃ ৬তৎ। নরেন্দ্র, রাজা, নরশ্রেষ্ঠ, নরেশ্বর।

নরেশ্বর, শিবসূত্র-টীকাকার।

নরৈন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের একটী নগর। জয়পুর নগর হইতে ২০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দির আছে। এই নগর দাদুপন্থিসম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক নহে, ইহারা নিরাকার একেশ্বরবাদী। ইহাদের যাজকেরা বিবাহ করিতে পারে না।

নরোত, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট তহসীলের একটী নগর ও মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ৩২° ১৭´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৩০´ পূঃ। এখান হইতে ধান্য ও হরিদ্রা লাহোর এবং অমৃতসরে প্রেরিত হয়।

নরোত্তম (পুং) নরেষু উত্তমঃ ৭তৎ। ১ পুরুষোত্তম নারায়ণ। ২ নরশ্রেষ্ঠ। "যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাত নির্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।" (শব্দার্থচি°)

নরোত্তম, ১ জনৈক রাজা। ইনি বিখ্যাত নাটককার শেষকৃষ্ণ বা কৃষ্ণপণ্ডিতের প্রতিপালক ছিলেন। ইহারই অভিপ্রায়ানুসারে পণ্ডিত পারিজাতহরণচম্পূ রচনা করেন; ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ২ অধ্যাত্মরামায়ণের এক টীকাকার।

নরোত্তমঠাকুর, নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের নাম না জানেন, এমন বৈষ্ণব নাই। রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের-হাট পরগণায় খেতরী গ্রাম অবস্থিত। সার্দ্ধ ত্রিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই খেতরীতে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়েই ঠাকুর নরোত্তমের প্রাদুর্ভাব। ঠাকুর নরোত্তমের জন্মের তারিখ নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকট আছেন, সুতরাং প্রায় ১৪৫৩।৫৪ শকাব্দ হইবে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় জমীদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। যে নরোত্তমের আবির্ভাবে পূর্ব্ব বঙ্গ ধন্য হইয়া গিয়াছে, মাঘ মাসের পূর্ণিমার স্নিগ্ধ হাস্য-তরঙ্গের সহিত গোধূলি সময়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালেই নরোত্তমের অসাধারণ গুণ ও অদ্ভুত প্রতিভা

সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। "নরু"র মধুর ব্যবহারে আপামর সকলেই বাধ্য। একদিন গল্পপ্রসঙ্গে নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা ও তাঁহার বিষয়ে নানা কথা শুনিতে পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া বালক এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বক্তা ব্রাহ্মণটীকে পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও প্রতিদিন তাঁহার কাছে গৌরচরিত্র শ্রবণ করিতে যাইতেন। যে দিন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা তিনি শুনিলেন, সে দিন এত অধীর হইলেন যে, কৃষ্ণদাস নামক সেই বক্তা ব্রাহ্মণ ভয় পাইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, তখন রাজকুমারের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। পরে শুনিলেন যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানে বহুতর ভক্ত ও প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল।

এইরূপে নরোত্তম গৌরপ্রেমে মজিলেন। সর্ব্বদা গৌরকথা-প্রসঙ্গে বালক ক্রমে খেলা ধুলা ছাড়িলেন, লেখা পড়ায় পর্য্যন্ত অমনোযোগ ঘটিল। ইহাতে পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বালক গৌরকথা শুনিতে না পাইলে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত।

একদিন প্রাতে নরোত্তম পদ্মানদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানের কোন চিহ্ন ছিল না।

এদিকে বহুক্ষণ তাঁহাকে বাড়ীতে না পাইয়া অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল। এমন কি স্বয়ং রাণী নারায়ণীও অস্থির হইয়া পদ্মাবতীর তীরপানে ছুটিলেন। নরোত্তম পদ্মাপারেই ছিলেন, লোকজন আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। মাতা পুত্রকে কোলে লইয়া শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে এই বিবরণের একটী পূর্ব্ব কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীমহাপ্রভু একদা রামকেলি গ্রামে আগমন করেন। পদ্মার অপরপারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কৃষ্ণাবেশে "নরোত্তম! নরোত্তম!" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই নরোত্তমের জন্ম। মহাপ্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেমধন পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। নরোত্তম যে দিন পদ্মাবতীতে স্নান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে একটী স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ যেন তাঁহাকে বলেন, "নরোত্তম! কল্য প্রত্যূষে তুমি পদ্মাতে স্নান করিতে যাইও, তথায় গৌরাঙ্গের গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।" নরোত্তম স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করিয়া স্নান করিতে যান, আর স্নানান্তে যাহা ঘটে, বলা গিয়াছে।

নরোত্তমের সেই হইতে নূতন ভাব হইল, কখন হাসেন, কখন কান্দেন, কিছুই স্থির নাই। পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, এরূপ কখন কখন পিতা মাতার মনে হইতে লাগিল। কখন কখন নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে মা বাপের প্রাণ শুকাইয়া গেল।

এই সময়ে জায়গীরদার নরোত্তমের গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই কৃষ্ণানন্দ নিষেধ করিতে পারিলেন না। নরোত্তমের মনের সাধ পূরিল, মনে মনে পিতা মাতার চরণে চির বিদায় লইলেন। কিছুদূর যথাপথে চলিয়াই নরোত্তম গতি ফিরাইলেন, বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। এ সংবাদ যখন খেতরীতে আসিল, তখন দুঃখের আর সীমা রহিল না। নরোত্তম কি প্রকারে চলিলেন—

"আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথের চলনে পায় হইল ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন॥" (প্রেমবিলাস)

নরোত্তমের বয়স তখন আন্দাজ ১৬ বর্ষের অধিক নহে। রাজার পুত্র, কোন দিন হাটেন নাই, কাজেই ধীরে ধীরে যাইতেছেন।

পুত্রের পলায়নের সংবাদ শ্রবণে কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য চারিদিকে লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকের একদল, তাঁহাকে যাইয়া ধরিল, কিন্তু আনিতে পারিল না, সেই ষোড়শ বর্ষীয় বালকের ধর্ম্মভাবের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে বহুকষ্টে নরোত্তম বৃন্দাবনে যথাসময়ে পৌঁছিলেন। তখন রূপ সনাতন নাই, শ্রীজীব আছেন; তাঁহার নিকট গিয়া অপরূপ বালকটী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া গেলেন। ক্রমে পরিচয় হইল, দুই তিন দিন পরে রাজকুমার সাধুদর্শনে বহির্গত হইলেন। একে একে সেই দেবনিষ্ঠ ভক্তগণকে দেখিয়া নরোত্তম বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নরোত্তমের মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে মনে তিনি তাঁহার চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্কল্প যে তিনি শিষ্য করিবেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে শত শত শেল আঘাত করিল। যদি কোন যুবতী, কোন যুবাকে আত্মসমর্পণ করিয়া জানিতে পারে যে, যুবক বিবাহ করিবে না, তখন সে যেমন কাতর হয় ও পরে সতীত্বরক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, নরোত্তমও তখন তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। তিনি গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর সেবা আরম্ভ করিলেন। নরোত্তমের হৃদয় কিরূপ দৈন্য ভাবাক্রান্ত ছিল, তাঁহার সেবার কথা ভাবিলেই তাহা

বোধগম্য হয়। প্রেমবিলাসে নরোত্তমের এই গোপনীয় সেবার কথা এইরূপে লিখিত আছে,—

"আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম।
রাত্রিশেষে সেই সেবা করিল নিয়ম॥
যেই স্থানে গোসাঞি যায়েন বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করে সংস্কার বিশেষ॥"

এ মানীয় কার্য্য ব্যতীত নরোত্তম আর একটী কার্য্য করিতেন—

"মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটী জল আনে বিবিধ বিধানে॥" (অনুরাগবল্লী)

লোকনাথ ব্যাকুল হইলেন। কে এমন করে? উদ্দেশ্য কি? যাহা হোক, একদিন তিনি রাত্রি থাকিতেই বহির্দ্দেশে গেলেন ও নরোত্তমের কাণ্ড দেখিলেন।

নরোত্তমকে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নরোত্তম পূর্ব্বাপর সকল কথা অকপটে তাঁহার কাছে কহিলেন। শুনিয়া গোস্বামী বলিলেন—

"যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ॥
প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবারে?" (প্রেমবিলাস)

আরও এক বৎসর গেল, আরও এক বৎসর কাল নরোত্তম গুরুর সেবা করিলেন। এক বৎসর পরে লোকনাথ নরোত্তমকে আশা দিলেন। নরোত্তমের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে নরোত্তম দীক্ষিত হইল।

নরোত্তম শ্রীজীবের নিকট সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অদ্ভুত প্রতিভায়, অল্প কালেই তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া এই সময়েই "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরমহাশয় আর দুইজন ক্ষমতাশালী সঙ্গী লাভ করেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, অপর জন শ্যামানন্দ। এই তিন জনেই অদ্ভুত ক্ষমতাশালী অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

এই তিনজন দ্বারা বঙ্গদেশে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করিতে শ্রীজীব ইচ্ছা করিলেন এবং ভক্তিগ্রন্থ পূর্ণ একটী সিন্দুক, দশজন পদাতিক সঙ্গে দিয়া, ইঁহাদের সহিত পাঠাইলেন। ১৫০৪ শকে তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন।

গোপালপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে আসিলেন। গোপালপুরে মল্লরাজ-নিযুক্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি চুরি যায়। তাঁহাতে সকলেই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। গ্রন্থের অনুসন্ধানার্থ শ্রীনিবাস সেখানেই থাকিলেন। নরোত্তম শ্যামানন্দকে লইয়া খেতরী আগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনে খেতরী যেন জীবিত হইল, পিতামাতার দেহে যথার্থই প্রাণ আসিল।

নরোত্তম বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে গমন করেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (চৈতন্যদেবের স্ত্রী) আছেন। মহাপ্রভুর পাদুকা, শয্যা, জলপাত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই তখন আছে। তিনি কোথায় কোন স্থানে বসিতেন, কোথায় কি করিতেন, সকল চিহ্ন বিদ্যমান। নরোত্তম এ সকল দর্শনে কিরূপ ভাবে বিভাবিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। নরোত্তম নবদ্বীপ হইতে অদ্বৈতের স্থান শান্তিপুরে চলিলেন, সে স্থান হইতে উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী ও তথা হইতে খড়দহ গমন করিলেন। তথা হইতে অভিরাম গোস্বামীর স্থান খানাকুল হইয়া নীলাচলে ধাবিত হইলেন। নীলাচলে প্রভুর লীলার চিহ্নগুলি আরও সজীব ও নূতন রহিয়াছে। এখানে প্রভুর অনেক পার্ষদকেই নরোত্তম পাইলেন। নরোত্তমকে পাইয়া তাঁহারাও—যদিও বিয়োগ-যন্ত্রণায় নিপীড়িত, তথাপি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহার পরে তিনি নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন ও নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হন।

নরহরি তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপা করেন। শ্রীখণ্ড হইতে তিনি কাঁটোয়ায়—যে স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যে স্থানে প্রভুর শেষ চিহ্ন কেশের সমাধি আছে, সেই স্থানে গমন করেন। কাঁটোয়ায় পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসের সহিত তাঁহার মিলন হয়। কাঁটোয়া হইতে নরোত্তম একচক্রা গ্রাম দর্শনে গমন করেন। এইরূপে যেখানে যেখানে প্রভুর লীলা, কি কোন ভক্ত বিদ্যমান ছিলেন, সেই প্রত্যেক স্থানেই ঠাকুর মহাশয় গমন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় পুনর্ব্বার খেতরী আগমন করিলেন। খেতরীতে হরিসঙ্কীর্ত্তনের স্রোত বহিল। ঠাকুর মহাশয় নূতন সুরে ভক্তি-উদ্দীপক নূতন নূতন গীত রচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে "গরাণহাটী" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। গড়ের-হাট পরগণায় উৎপত্তি বলিয়া নূতন সুরের নাম "গরাণহাটী" হইল।

এখন ঠাকুর মহাশয় একটী অভিনব ইচ্ছা করিলেন। খেতরীতে বিগ্রহ-স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উদ্যোগের মহা আয়োজন হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর ভক্ত যে যথায় আছেন, নিমন্ত্রিত হইলেন ও খেতরী আসিতে লাগিলেন। খেতরীধাম নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন সাজে সজ্জিত হইল।

"স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল কদলী বেষ্টিত আম্রশাখা॥" (নরোত্তমবিলাস।)

এ সবার উদ্যোগকর্ত্তা স্বয়ং রাজা কৃষ্ণানন্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে বিগ্রহ স্থাপিত হইবেন। পূর্ব্বদিন হইতে নহবত বাদ্য আরম্ভ হইল, পূর্ব্ব দিনেই প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপাদি খাটান হইল। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"কি অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গন আবৃত।
কত শত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত॥
কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে।
কেহ বহুলোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষণে।
কেহ করে নানা বাদ্য বাদক নর্ত্তক।
বহুদেশ হইতে আইল অনেক গায়ক॥"

অপূর্ব্ব গরাণহাটী কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, ভক্তগণ এই নবীন কীর্ত্তন শ্রবণে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কীর্ত্তন সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল—

"কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীতপ্রথা রক্ষাক্ষোভ-নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিতে॥
সে সময়ে তাহা প্রেম-সম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উগাড়িল॥" (ভক্তিরত্নাকর।)

এ কীর্ত্তনে কথিত আছে, স্বগণ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাসাদের সমস্ত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই উৎসবে যে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপিত হন, তাঁহাদের নাম নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্বকৃত একটী শ্লোকে লিখিত আছে। ঐ শ্লোকটী সেই উৎসব সময়েই তৎকর্ত্তৃক রচিত হয় শ্লোকটী এই—

"গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোস্ততে॥"

এ উৎসবকালীন, ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়া তদীয় ভক্তগণ তাঁহার একটী প্রণাম রচনা করেন, তাহা এই—

"সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্ত-দন্তদ্যুতিতাদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাম্নাপিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥"

শ্রীনিবাস এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রামচন্দ্র কবিরাজ আইসেন। রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ বন্ধুত্ব জন্মিল, যে একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র কাজেই খেতরী রহিয়া গেলেন। নরোত্তমের প্রস্তাবে এই সময়ে বহুলোক আকৃষ্ট হয়। অনেক ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, কাজেই ইহাতে সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু যুক্তি তর্কে কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। এইরূপে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গেলেন ও তাঁহার শরণ লইলেন। রাজা মহা আড়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে খেতরীর সন্নিকটে এক গ্রামে শিবির সংস্থাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার পরিকরগণ এই সংবাদ শুনিলেন। ঠাকুর মহাশয় স্বভাবতঃ তর্ক করিতে অনিচ্ছুক, এই সংবাদে তিনি কাতর হইলেন। তখন রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী কুমরপুর গিয়া, পণ্ডিতবৃহকে পরাস্ত করিয়া আসিলেন। রাজা নরসিংহ রাণী রূপমালার সহিত ঠাকুর মহাশয়ের শরণ লইলেন, সেই পরাজিত পণ্ডিতগণও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। এই ঘটনায়, ঠাকুর মহাশয়ের নাম দেশ বিদেশে আরও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, ইহার পরে যে চাঁদ রায়ের প্রতাপে গৌড়ের বাদশা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, যিনি পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্যসহ প্রতিনিয়ত যুদ্ধে নিরত থাকিতেন, সেই চাঁদরায় সপরিবারে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় চাঁদরায়ের হিংস্রস্বভাব দূরীভূত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আন্দাজ ১৫০৯ শকের পরভাগে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন। রামচন্দ্র আর ফিরিয়া আসেন নাই। প্রিয় সঙ্গীর বিরহে ঠাকুর মহাশয় ক্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন কি, সমস্ত দিবারাত্রি "প্রেমতলি" নামক ভজন স্থানে একাকী পড়িয়া থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে আলাপ মাত্রও করিতেন না। এইখানে বসিয়া ঠাকুর মহাশয় যে সকল প্রার্থনা গীত গাহিতেন, তাহাই তাঁহার বিরচিত প্রসিদ্ধ "প্রার্থনা গ্রন্থ।" "লক্ষ গ্রন্থের সার", "অদ্ভুত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থও ঐ সময়েই বিরচিত হয়। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার শেষে তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য।"

এই সময় তাঁহার হৃদয় বিরহে জর্জ্জরীভূত।
নিম্নের পদ দুইটী তাহার পরিচয়,—

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দারুণ দুঃখ দিয়া।" ইত্যাদি।

"গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।

শ্রীরূপ, দামোদর, হরিদাস, বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী ॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুই না পাই দেখিতে।"

* * * * * *

"যে মোর মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠাকুর মহাশয় একাকী ছিলেন না, তাঁহার পরাণবঁধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত কথা কহিতেন। তৎকৃত একটী পদের কিয়দংশ এই—

"সব ঘন শ্যাম ও পরাণ বন্ধুয়া,
আমি তোমায় পাশরিতে নারি।
তোমার সে মুখশশী অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি।" ইত্যাদি।

ঠাকুর মহাশয় বুঝিলেন, বিরহব্যথার দেহ আর ধরিতে পারিতেছি না। তাড়াতাড়ি তিনি তখন শিষ্যগণকে ডাকিয়া এক এক জনকে এক এক বিগ্রহ দান করিলেন। সমুদয় বন্দোবস্ত হইল। তখন একবার প্রিয় রামচন্দ্রের আলয়ে (বুধুরীতে) গমন করিলেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস (রামচন্দ্রের অনুজ) তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ঠাকুর মহাশয় আদর করিয়া গোবিন্দের পদাবলী শুনিলেন। পরদিন বুধুরী হইতে যাত্রা করিয়া গাম্ভিলা গ্রামে আপন প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী-বাড়ী উপস্থিত হন। কএকদিন এখানে মহা মহোৎসব হয়, যথা সময়ে এই খানেই ঠাকুর মহাশয় অত্যাশ্চর্য্যরূপে দেহত্যাগ করেন। সে এইরূপ—

একদিন—তখন ঠাকুর মহাশয় পীড়িত, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গিয়াছেন, আস্তে আস্তে তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের দেহমার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু মার্জ্জন করিবেন কি। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে,—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে ॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন ॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল ॥"

তখন কার্ত্তিক মাস এবং কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। ঐ তিথিতে ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসব হইয়া থাকে।

চমৎকারচন্দ্রিকা, রসসার প্রভৃতি গ্রন্থের শেষে ও ভণিতায় নরোত্তমদাসের নাম দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ঠাকুর মহাশয়ের বহুপরবর্ত্তী কোন নরোত্তমদাসের রচিত। "প্রার্থনা" এবং "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" ব্যতীত "হাটপত্তন" "চৌতিশা পদাবলী" প্রভৃতি কএক খানি ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত। তদ্ব্যতীত যে যে গ্রন্থের শেষে নরোত্তম নাম আছে, সে নরোত্তম ভিন্ন ব্যক্তি।

নরোত্তমপুরী, বেদান্তবিষয়ক 'বিচারমালা' নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

নরোত্তমশুক্ল, তন্ত্ররত্ন নামক তান্ত্রিক গ্রন্থপ্রণেতা।

নরোর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বুলন্দসহর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ১২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ২৫´ ৪৫´´ পূঃ।

নরৌলি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মোরাদাবাদ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ২৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪৫´ পূঃ।

নর্কুটক (ক্লী) নাসিকা। (হেমচ°)

নর্গুন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলায় একটী নগর। অক্ষা° ১৫° ৪৩´ ২২ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৫´ ৩০´´ পূঃ। বেলগামের ৩০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। বিজাপুরের মুসলমান রাজাদিগের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বাগ্রে এই নগরটী কাড়িয়া লইয়াছিল।

নর্ণাল, বেরারের অন্তঃপাতী অকোলা জেলায় একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২১° ১৪´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪´ ২০´´ পূঃ। অকোটের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে নর্ণাল সর্ব্বোচ্চ স্থান। মধ্যবর্ত্তী দুর্গটী পাহাড়ের উপর মালভূমি ব্যাপিয়া আছে; আর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দুইটী দুর্গ পাহাড়ের দুইটী পক্ষ বেষ্টন করিয়া আছে। এই দুর্গে ছয়টী বৃহৎ, এবং একুশটি ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার আছে। অভ্যন্তরে উনিশটী পুষ্করিণী আছে; কিন্তু কেবল চারিটিতে মাত্র বারমাস জল থাকে। দুর্গের মধ্যে চারিটী অতি সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত জলাধার আছে। অনেকে অনুমান করেন, জৈনদিগের অধিকারকালে ঐ সকল জলাধার নির্ম্মিত হইয়াছিল, কারণ অনেক জৈন রৌদ্রস্পৃষ্ট জল গ্রহণ করে না। পুরাতন রাজপ্রাসাদ, মস্‌জিদ, অস্ত্রাগার, বারদুয়ারী রঙ্গালয়, সঙ্গীতগৃহ, এবং অন্যান্য গৃহ সকল অল্পাধিক ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের শাহনূর দ্বারটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা সাদা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দেওয়াল সকল এখন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দুর্গে এখন আর কেহ বাস করে না।

নর্ত্ত (ত্রি) নৃত্যতি নৃত-অচ্। ১ নৃত্যকর্ত্তা, নৃত্যকারক।
"নৃত্যপ্রিয়ো নিত্যনর্ত্তো নর্ত্তকঃ সর্ব্বলালসঃ।"
(ভারত অনু° ৩৭ অ°)

নর্ত্তক (পুং) নৃত্যতীতি নৃত-ণ্বুল্। (শিল্পিনি ষ্বুন্। পা৩।১।১৪৫) ১ নট। ২ পোটগল, নলতৃণ। ৩ চারণ। ৪ কেলক।

'নর্ত্তকঃ কেলকে পোটগলচারণয়োর্নটে।
নর্ত্তকী লাসিকায়াঞ্চ করেণ্বামপি যোষিতি ॥' (মেদিনী)
পর্য্যায়—সর্ব্ববেশী, লয়ালয, তালরেচনক। (শব্দর°)
নৃত্যকর্ত্তার লক্ষণ—
"যাদৃশং নৃত্যপাত্রং স্যাৎ গীতং যোজ্যঞ্চ তাদৃশম্।
নৃত্যস্য ধারণাৎ পাত্রং নর্ত্তকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ অপিচ
অসম্বদ্ধপ্রলাপীচ সদা ভ্রূকুটিতৎপরঃ।
হাসপ্রহাসচতুরো বাচালো নৃত্যকোবিদঃ ॥" (সঙ্গীতদামো°)

যেরূপ নৃত্যপাত্র, সেই প্রকার গীত হইবে, এ অবস্থায় নৃত্যপাত্র ধারণ করিলে নর্ত্তক নামে আখ্যাত হয়। অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপী এবং সর্ব্বদা ভ্রূকুটীপরায়ণ, হাস্যাদিতে অতিশয় চতুর এবং বাচাল হইলে তাহাকে নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ইহারা নৃত্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা লোক সকলকে বিমোহিত করে। ৫ সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ।

"বেশ্যায়াং রজকাজ্জাতো নর্ত্তকো গায়কো ভবেৎ।" (উশনাঃ)

রজকের ঔরসে ও বেশ্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, নৃত্যগীতাদি ইহাদের কার্য্য। এই জাতি অস্পৃশ্য। ৬ গজ, হস্তী। ৭ নৃপ। ৮ মহাদেব, ইনি অতিশয় নৃত্য ভালবাসেন এবং অনেক সময় নৃত্য করিয়া থাকেন, এইজন্য ইহার নাম নর্ত্তক হইয়াছে। (ভারত ১৩।১৭।৪৯।)

৯ অঙ্গুলি প্রভৃতির চালক।

নর্ত্তকী (স্ত্রী) নর্ত্তক ষিত্বাৎ ঙীষ্। নৃত্যকারিণী, চলিত বাই। পর্য্যায় লাসিকা, লয়পুত্রী, নটী, লস্যা। (শব্দরত্না°)

"নর্ত্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ
পার্শ্ববর্ত্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ ॥" (রঘু ১৯।১৪)

২ করেণু, হস্তিনী। ৩ নলিকানাম গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

নর্ত্তন (ক্লী) নৃত্-ভাবে ল্যুট্। ১ অঙ্গুলীবিক্ষেপভেদ, নৃত্য।

"কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তকং গীতবাদনং।" (মনু ২।১৭৮)

নৃত্যতীতি নৃত-ল্যু। (ত্রি) ৩ নর্ত্তক, নৃত্যকারক।

"গায়নো নর্ত্তনো বাপি বাদনো বা পুনর্ভব।
ক্ষিপ্রং মে রথমাস্থায় নিগৃহ্ণীষ হয়োত্তমান্ ॥"
(ভারত ৪।৩৫।২২)

নর্ত্তনপ্রিয় (পুং) নর্ত্তনং নৃত্যং প্রিয়ং। নৃত্যপ্রিয় মাত্র।

নর্ত্তনশালা (স্ত্রী) নর্ত্তনস্য শালা ৬তৎ। নর্ত্তনগৃহ, নাচঘর, যে গৃহে নৃত্যাদি হয়।

"সৈবা নর্ত্তনশালেহ মৎস্যরাজস্য কারিতা।"
(ভারত বিরাট° ২২ অ°)

নর্ত্তনাগার (পুং) নর্ত্তনস্য আগারঃ। নর্ত্তনগৃহ, নর্ত্তনশালা।

নর্ত্তিত (ত্রি) নৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি-ক্ত। কৃততাণ্ডব, যাহাকে নাচান হইয়াছে। চালিত। "সললিতনর্ত্তিতবামপাদপদ্মা" (মাঘ)

নর্থব্রুক, লর্ড মেয়োর অপমৃত্যুর পর, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ৩রা মে লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর। ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেক উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজনীতিবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমন করিয়াই তিনি তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিয়া লইতে এবং যাহাতে তাঁহার শাসন কাল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে উপায়াবধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে মধ্য এসিয়ায় রুষিয়ার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা ভারত শাসনকর্ত্তাদিগের একটী অতিরিক্ত কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রুষিয়া যে রূপ সদর্প পদবিক্ষেপে ভারতের সীমান্তাভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তাহাতে নর্থব্রুকের শান্তিসুখোপভোগের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। রুষিয়া খিবা অধিকার করিয়া লইলেন। খিবার খাঁ নর্থব্রুকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। তদবধি মধ্য-এসিয়ার অধিবাসীদিগের মনে ধারণা হইয়া গেল যে, ইংরাজেরা রুষিয়াকে ভয় করেন, রুষিয়া মনে করিলে ইংরাজদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইতে পারেন।

নর্থব্রুকের শাসন-কালের প্রারম্ভ বড় নির্ম্মল ছিল না। তখনও লর্ড মেয়োর শোচনীয় মৃত্যু লোকের মনে জাগরূক ছিল। সীমান্তসমস্যা ক্রমশঃ জটিল ভাব ধারণ করিতেছিল। তদুপরি আবার অনতিকাল মধ্যেই দুর্ভিক্ষের দুর্লক্ষণ সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক এই সকল অশুভ লক্ষণে ভীত বা বিচলিত না হইয়া প্রশান্তমনে আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বহ্বাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না, এবং অনর্থক ব্যয়সঙ্কুল ভ্রমণাদি দ্বারা রাজ্যের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিতে ভালবাসিতেন না। উক্ত রূপ এবং অন্যান্য অনেক সদ্গুণ প্রদর্শন দ্বারা তিনি অল্প দিনেই প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং আয়কর রহিত করিয়া দিয়া দেশীয় লোকের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষ শত সাবধান হইলেও দৈবনিগ্রহ খণ্ডন করিতে পারে না। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বাঙ্গালা এবং বেহারে অজন্মা হওয়ায় দেশে হাহাকার উঠিল। ভারতের ন্যায় বহুজনাকীর্ণ স্থানে দুর্ভিক্ষের ন্যায় ভীতিপ্রদ নাম আর কিছুই নাই। ইহার একশত বৎসর পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইয়া-

ছিল। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা তখনও লোকে ভুলে নাই। এমত অবস্থায় আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত! দেশের লোক আকুল হইয়া উঠিল।

লর্ড নর্থব্রুক ও তাৎকালিক বঙ্গের লেপ্টনান্ট গবর্ণর সার্ জর্জ্জ কাম্বেল উভয়ে একযোগ হইয়া দুর্ভিক্ষ দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। গবর্মেণ্ট হইতে বহুল পরিমাণ ধান্ত ক্রয় ও স্থানে স্থানে সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করা হইল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ প্রবল প্রতাপে আবির্ভূত হইল। ঐ বৎসর মে মাসে প্রকাশিত হইল, দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমূহে গবর্ণমেণ্ট ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে আহার দিতেছেন, এবং ঐ উদ্দেশ্যে ২ কোটী মণ শস্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ২০টী লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; তবে ওলাউঠা ও বসন্তরোগে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছিল।

ঐ মে মাসেই সুলক্ষণ দেখা দিল। সামান্তরূপ বৃষ্টিপাত হওয়ায় আশুধান্ত বপিত হইল। তৎসঙ্গে লোকের মনে কথঞ্চিৎ আশারও সঞ্চার হইল। সর্ব্বস্থানেই অল্পবিস্তর আশু ও হৈমন্তিক ধান্ত জন্মিল। বৎসর শেষ হইতে না হইতে দুর্ভিক্ষও অন্তর্হিত হইল। লর্ড নর্থব্রুকের চেষ্টা এবং পরিশ্রম সার্থক হইল। তিনি অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়া অনন্ত কীর্ত্তি ও অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি অপরের ন্যায় কেবলমাত্র দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন না, দেশের পালনকর্ত্তাও ছিলেন।

লর্ড নর্থব্রুক কেবল যে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ টুকুর সুশাসনের জন্ত যত্নবান্ ছিলেন, তাহা নহে; দেশীয় রাজগণের আচরণের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষদমন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, তিনি গাইকোবাড়ের অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু গাইকোবাড় মলহরাও সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বরং বরোদারাজ্যের ইংরাজ-প্রতিনিধিকে বিষপ্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাইকোবাড়ের বিচারের জন্ত নর্থব্রুক একটী কমিশন্ নিযুক্ত করিলেন। গাইকোবাড়ের যেরূপ অপরাধ, তাহাতে নর্থব্রুক মনে করিলে স্ব হস্তেই তাহার শাস্তি বিধান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, এজন্ত সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। গাইকোবাড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, নর্থব্রুক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে গাইকোবাড়বংশীয় এক কুমারকে অভিষিক্ত করিলেন। পর রাজ্যে লোভ থাকিলে এই সুযোগে তিনি বরোদা রাজ্য স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে আসাম সীমান্তে কিঞ্চিৎ গোলযোগ বাধিয়াছিল। আসামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে নাগাজাতি বাস করে। ইংরাজাধিকৃত রাজ্যের নিকটবর্ত্তী নাগারা অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি, কিন্তু দূরস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশের নাগারা অতীব দুর্দ্দান্ত, অসভ্য ও দস্যুপ্রিয়। ১৮৭২ এবং ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে, নাগাদিগের সহিত সীমান্ত বিবাদ মিটাইবার জন্ত দুইজন ইংরাজ-কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। নাগাদিগের রাজা ক্রমাগত সেই কর্ম্মচারিদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। পরিশেষে নাগারা একজন কর্ম্মচারীকে নিহত করে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে তেলিজো নদী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত হলকোম সাহেবের অধিনায়কত্বে কতকগুলি লোক প্রেরিত হইয়াছিল। নাগারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক লেপ্টনান্ট হল্‌কোম ও অন্য ৭০ জন লোককে নিহত করে।

এই সংবাদ কলিকাতায় আসিবামাত্র অনতি বিলম্বে এক দল সৈন্ত নাগাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া সপ্তাহ মধ্যে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইল। নাগারা কিয়ৎক্ষণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভঙ্গ দিল। অতঃপর ইংরাজ সৈন্ত তাহাদের বিস্তর গ্রাম ও সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, এবং অনেক শস্য, গবাদি ও অন্যান্য সামগ্রী লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই মধ্য এসিয়ায় সীমান্ত-সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিল। রুষিয়া খোকন্দ রাজ্যটী অধিকার করিয়া লইলেন। এক্ষণে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ ও রুষাধিকারের মধ্যে কেবলমাত্র বোখারা এবং খিবার খানিক অংশ ব্যবধান রহিল। রুষিয়া যাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারেন তদ্বিষয়ে বিবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল। পরিশেষে এই ধার্য্য হইল যে, রুষিয়া অক্ষসনদী পার হইয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি অনেক দিন হইতেই এদেশে আসিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ২২শে অক্টোবর যুবরাজের ভারতাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ্যরূপে প্রচারিত হইল। ইংলণ্ডের কেহ কেহ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা শ্রবণে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহারা আশা করিয়াছিল, রাজকুমার এদেশে আসিলে রাজায় প্রজায় সৌহার্দ্দাবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়া বর্ণগত বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইবে। ১১ই অক্টোবর যুবরাজ লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই নবেম্বর বেলা অপরাহ্ণ চারিঘটিকার সময় বোম্বাই নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ লর্ড নর্থব্রুক ও বোম্বাই-

নর্ণর স্যর ফিলিপ ওড্‌হাউস্ উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজের ভারতাগমন দেশের একটী সুখের দিন। সমস্ত রাজ্য অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। চারিমাস কাল ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন ও পরিদর্শন করিয়া ১৩ই মার্চ রাজকুমার স্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।

চারি বৎসর মাত্র ভারত শাসন করিয়া নর্থব্রুক পদত্যাগ করিয়াছিলেন। উষ্ণপ্রধান দেশের জলবায়ু এবং রাজকার্য্যের গুরুতর চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল। তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধে জলাঞ্জলি দিয়া পরের বশে কার্য্য করিবার লোক ছিলেন না। মন্ত্রিসভার সহিত মনোমালিন্যই তাঁহার পদত্যাগের একটী প্রধান কারণ।

১৮৭৬ সালের ১৫ই এপ্রিল, লর্ড নর্থব্রুক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তেনাসেরিম্ নামক জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করেন। যদিও তাঁহার শাসনের প্রারম্ভে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া দেশের অবস্থা মলিন করিয়া দিয়াছিল, তিনি বহু যত্নে সে মালিন্য অপনোদন করিয়া যাত্রাকালে দেশের হাস্যমুখ দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

নর্থব্রুক কোন গুরুতর যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। যুদ্ধের মধ্যে কেবল একবৎসর ধরিয়া তাঁহাকে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, সে যুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি নবরাজ্য হরণ করিয়া বৃটীশ রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই। তিনি একজন জনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সমারোহ দ্বারা লোকের নেত্রাকর্ষণ বা বীরত্বের দ্বারা তাহাদের ত্রাসোৎপাদন করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসেন নাই। তাঁহার সময়ে দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইয়াছিল। দেশীয় লোকদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তাঁহার সুশাসনের পুরস্কার স্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদান করিয়াছিলেন।

নর্দ্দ, ১ শব্দ। ২ গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। শব্দ এই অর্থে অক। লট্ নর্দ্দতি। লোট্ নর্দ্দতু। লিট্ নর্দ্দৎ। লুঙ্ অনর্দ্দীৎ। লুট্ নর্দ্দিতা। লৃট্ নর্দ্দিষ্যতি। সন্ নর্দ্দিদিষতি। যঙ্ নানর্দ্দ্যতে। এই ধাতু ণোপদেশ নহে, অর্থাৎ ধাতুগণে যে সকল ধাতু ণোপদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই ধাতু তাহার মধ্যে গণিত হয় নাই, এইজন্য ণত্বের হেতু অর্থাৎ কারণ থাকিলেও ণত্ব হইবে না, যথা 'প্রনর্দ্দতি' এই স্থলে রস্থ উত্তর নর্দ্দ ধাতুর ন ণত্ব হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।

নর্দ্দটক (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার মধ্যে ৫।৭।১১।১৪ বর্ণ গুরু। ইহা ভিন্ন আর বর্ণ সকল লঘু। লক্ষণ—

"যদি ভবতো নজৌ ভজজলাগুরু নর্দ্দটকম্।" (ছন্দোম°)

নর্দ্দন (স্ত্রী) নর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। শব্দ।

"নর্দ্দনং মৃগপক্ষিণাং" (বৃহৎস° ৪৫।৯২)

নর্দ্দিন্ (ত্রি) নর্দ্দতি শব্দায়তে নর্দ্দ-ণিনি। ১ শব্দকারক, বিকথক।

নর্ব্ব, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নর্ব্বতি। লোট্ নর্ব্বতু। লিট্ ননর্ব্ব। লুঙ্ অনর্ব্বীৎ। এই ধাতু ণোপদেশ নহে, এই জন্য ণত্বের কারণ থাকিলেও ণত্ব হইবে না।

নর্ম্ম (পুং) নৃ-মন্। পুরুষমেধ যজ্ঞের বধ্য পশুর উদ্দেশক দেবভেদ। "নর্ম্মায় রেভম্" (শুক্লযজু° ৩০।৬)

নর্ম্মকীল (পুং) নর্ম্মণঃ পরিহাসস্য কীলইব, বন্ধনস্থানত্বাৎ। পতি, স্বামী।

নর্ম্মটি (পুং) নর্ম্ম-অটন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ধর্ম্মর। ২ সূর্য্য। (হারাবলী)

নর্ম্মঠ (পুং) নর্ম্মণি কুশলঃ, নর্ম্মন্-অঠন্। ১ নর্ম্মকুশল। ২ জার, উপপতি। ৩ পরিহাসক, পরিহাসরত। ৪ চিবুক। ৫ চুচুক। (শব্দরত্না°)

নর্ম্মদ (ত্রি) নর্ম্ম দদাতি দা-ক। কেলিসচিব।

নর্ম্মদা (স্ত্রী) ১ পৃক্কা। ২ ভারতবর্ষের একটী বৃহৎ নদী। তলেমির ভূগোলে ইহা নমদস্ নামে পরিচিত। পূর্ব্বকালে এই নদী আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সীমানির্দ্দেশক ছিল। রেবা রাজ্যের অন্তর্গত অমরকণ্টক নামক ৩৪৯৩ ফিট্ উচ্চ একটি পর্ব্বতে ইহার উৎপত্তিস্থান, অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪৯´ পূঃ। ইহা পশ্চিমাভিমুখে ৮০০ মাইল প্রবাহিত হইয়া, ভরোচের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তিস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান বন্য এবং জনশূন্য; কিন্তু এই পবিত্র নদীর উৎপত্তিস্থান রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি ধর্ম্মযাজক ঐ নির্জ্জনতায় মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। উপরোক্ত পর্ব্বতের শিখরদেশের একটী ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে নর্ম্মদা উত্থিত হইয়া প্রায় ৩ মাইল তৃণপূর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত হইয়া অমরকণ্টক মালভূমির প্রান্তদেশে আসিয়াছে। এই তিন মাইলের ভিতর, অসংখ্য প্রস্রবণের জল আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মালভূমির প্রান্তদেশ হইতে ইহা ৭০ ফিট্ নিম্নে পতিত হইয়া একটী জলপ্রপাত উৎপন্ন করিয়াছে, ঐ জলপ্রপাতের নাম কপিলধার। আরও কিয়দ্দূর অগ্রে আর একটী জলপ্রপাত হইয়াছে, তাহার নাম দুগ্ধধার। গল্প আছে যে, এক সময় ঐ স্থানে নদীতে দুগ্ধস্রোত প্রবাহিত হইত।

অমরকণ্টক হইতে, কোথাও খরবেগে, কোথাও বা জলপ্রপাতাকারে কয়েক হস্ত নামিয়া আসিয়া, নর্ম্মদা মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, এবং মণ্ডলার পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া, রামনগরের ভগ্নাবশেষ-রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে এখান পর্য্যন্ত নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় এক শত মাইল। একটী বিস্তৃত পার্ব্বতীয় প্রদেশের যাবতীয় জল আসিয়া এই অংশে পতিত হয়। খরস্রোত জলধার কতিপয় শাখায় বিভক্ত হইয়া মধ্যস্থলে অরণ্যময় দ্বীপ সকল উৎপন্ন করিয়াছে। উপকূলে নিবিড় পত্রাবৃত তরুগুল্মাদি উৎপন্ন হইয়া জলের ধার পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়াছে। দুই ধারে যত দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, ততদূরই কেবল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। রামনগর হইতে মণ্ডলা পর্য্যন্ত অংশ টুকুতে খরবেগ বা জলপ্রপাত কিছুই নাই। এই অংশের জল নীলবর্ণ এবং উপকূল উচ্চ তরুরাজিতে পরিশোভিত। মধ্যপ্রদেশের সমুদয় নদী অপেক্ষা এই অংশটী অধিক মনোরম। জব্বলপুরের নিকট আসিয়া, গোয়ারীঘাটে নর্ম্মদা নদীতে বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যায়, জব্বলপুরের বাজারে আনয়নার্থ এই স্থলে বিস্তর বাহাদুরি কাষ্ঠ নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। জব্বলপুরের প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নর্ম্মদার আর একটী ৩০ ফিট্ গভীর জলপ্রপাত আছে, উহার নাম ধুয়াধার। অতঃপর প্রায় দুই মাইল, নদীটী পাহাড়ের মধ্য দিয়া, সঙ্কীর্ণ খাতের উপর প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ হস্তের অধিক নহে। পরবর্ত্তী দুই শত মাইল, উর্ব্বরা সমতল উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই উপত্যকার এক দিকে বিন্ধ্য ও অন্য দিকে সাতপুরা পাহাড়। বর্ষাকালে ইহাতে সামান্যরূপ বাণিজ্য চলিতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসে ব্রাহ্মণঘাটের নিকট একটী বৃহৎ মেলা হয়। মোহপাণির কয়লার খনি, এবং তেন্দুখেরার লৌহখনির নিকট দিয়া হোসঙ্গাবাদ, হন্দিয়া, নিমাবার, এবং যোগীগড় অতিক্রম করিয়া, নর্ম্মদা নিমার জেলায় আসিয়া আর একবার জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ইহা একটী গভীর এবং বেগবতী জলধারারূপে মান্ধাতা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ দিয়া আগমনপথে নর্ম্মদার অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। নরসিংহপুর জেলায় উমরিয়া নামক স্থানে ১০ ফিট্ গভীর একটী জলপ্রপাত এবং মন্ধার ও দাদরিতে ৪০ ফিট্ গভীর দুইটী জলপ্রপাত আছে। মক্রার, চক্রার, খর্মার, দুধনোর, বঞ্জর, তিমার, সোনার, সের, সকার, দুধি, কোরামি, সহেল, তবা, গঞ্জাল এবং অজনাল এইগুলি নর্ম্মদার শাখানদী।

মক্রাইএর নিকট নর্ম্মদা মালবের মালভূমি পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম ৩০ মাইল ইহা গাইকোবাড়ের রাজ্য হইতে রাজপিপ্লা রাজ্য পৃথক্ করিতেছে। অনন্তর শেষ ৭০ মাইল ভরোচ জেলার উপর দিয়া বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ভরোচের উপর দিকে প্রায় ২৫ মাইল দূরস্থিত রায়ণপুর পর্য্যন্ত জোয়ার ভাটার প্রভাব অনুভূত হয়। ভরোচ জেলায় নর্ম্মদার খাত গভীর এবং কঠিন মৃত্তিকার উপর দিয়া এই অংশে তিনটী উপনদী পড়িয়াছে, বামদিকে কাবেরী ও অমরাবতী এবং দক্ষিণদিকে বুখি। সমস্ত নদীর দৈর্ঘ্য ৮০১ মাইল।

কৃষিকার্য্যের জন্য নর্ম্মদার জল কোথাও ব্যবহৃত হয় না। গুজরাটের অন্তর্গত অংশ টুকুতে নৌকাদি চলিতে পারে। মক্রাই প্রপাতের ১৫ মাইল উপর পর্য্যন্ত নৌকা গিয়া থাকে। বর্ষাকালে বড় বড় ভারবাহী নৌকা সকল ভরোচের ৬৫ মাইল উপরে তলকখারা পর্য্যন্ত যায়। ২০০০ মণ ভারবিশিষ্ট সমুদ্রপোত সকল জোয়ারের সময় ভরোচের বন্দরে যাতায়াত করে। নর্ম্মদার তীরস্থ লোকেরা বিশ্বাস করিত যে, নর্ম্মদা কখনই তাঁহার উপর সেতু বাঁধিতে দিবেন না; কিন্তু বম্বে-বরদা রেলওয়ে কোম্পানি সে ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূর করিয়াছে। তাহারা ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ভরোচের নিকট যে সেতু বাঁধে, তাহা বন্যায় ভাঙ্গিয়া যায়। পরে বহু ব্যয়ে তাহারা আর একটী সেতু বাঁধিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নর্ম্মদার উপর আরও তিনটী সেতু আছে,—সোর্ত্তক্কায় একটী, হোসঙ্গাবাদে একটী এবং পেনিনসুলা রেলওয়ের একটী।

এই নদীর আর কএকটী পৌরাণিক নাম আছে, যথা—রেবা, মেখলকন্যা, সোমসুতা। পুরাণ বিশেষের মতে নর্ম্মদা বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া পশ্চিমে তমসানদীতে মিলিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে নর্ম্মদার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

নর্ম্মদা তিনবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন। প্রথম বার রাজা পুরূরবা, দ্বিতীয় বার সোমবংশীয় হিরণ্যতেজা নামে এক রাজা এবং তৃতীয় বার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পুরুকুৎস এই তিন জনেই মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া নর্ম্মদাকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। দেবী নর্ম্মদা মহাদেবের অনুরোধেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিন্ধ্যগিরি তাঁহার অসহ্য বেগ ধারণ করিয়াছিলেন। রেবাখণ্ডে ইনি শিবসীমন্তিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার রূপ—

"শ্যামবর্ণা মহাদেবী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
মকরাসনমারূঢ়া শিবন্যাগ্রে ব্যবস্থিতা॥" (রেবাখণ্ড ৩য় অঃ)

মৎস্যপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

নর্ম্মদা নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও সকল পাপবিনাশিনী, গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পুণ্যা, কিন্তু গ্রাম বা অরণ্য সকল স্থলেই নর্ম্মদা অতিশয় পুণ্যপ্রদা। সরস্বতী নদীর জল তিন দিন ও যমুনার জল ৭ দিন ব্যবহার করিলে, গঙ্গাজল স্পর্শমাত্র এবং নর্ম্মদার জল দর্শন করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। কলিঙ্গ দেশের পশ্চাদ্ভাগে অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়াছে। এই নর্ম্মদাতীরে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপোধন প্রভৃতি তপস্যা করিলে অচিরে তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয়। যে নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক একদিন উপবাস করিয়া থাকে, তাহার শত কুল উদ্ধার হয়। এই নদীতে যথাবিধি পিত্রাদির পিণ্ডদান বা তর্পণ করিলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন।

এই নদী শঙ্করের দেহে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য যত নদী আছে, তাহার মধ্যে নর্ম্মদা অতিশয় পুণ্যদা। ইহাতে স্নানদানাদি যে কোন পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে *।

নর্ম্মদার স্তব।—নমঃ পুণ্যজলে আদৌ নমঃ সাগরগামিনি।
নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরাননে ॥
নমোঽস্তু তে ঋষিগণসংসেবিতে
নমোঽস্তু তে শঙ্করদেহনিঃসৃতে।
নমোঽস্তু তে ধর্ম্মভৃতাং বরপ্রদে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপ্রাপণে ॥
যস্থিদং পঠতে স্তোত্রং নিত্যং শুদ্ধমনা নরঃ।
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রশ্চৈব শুভাং গতিম্।
অন্নার্থী লভতে হ্যন্নং স্মরণাদেব নিত্যশঃ।
নর্ম্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥
তেন পুণ্যা নদী জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী।
নর্ম্মদায়া জলং পীত্বা অর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ॥
দুর্গতিঞ্চ ন গচ্ছন্তি তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ।
এতত্তীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রজতে রুদ্রমন্দিরম্।
জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপঃ।
হংসযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ হিমবাংশ্চ মহোদধিঃ।
গঙ্গাদ্যা সরিতো যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥
অনশনস্তু যঃ কুর্য্যাৎ তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপঃ।
গর্ভবাসে তু রাজেন্দ্র ন পুনর্জায়তে নরঃ ॥"(মৎস্যপু° ১৯০অ°)

যাহারা এই স্তোত্র প্রতিদিন পাঠ করে, তাহাদের মন বিশুদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ বেদ লাভ করে, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য অর্থলাভ এবং শূদ্র শুভগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা অন্নপ্রার্থী হইয়া নর্ম্মদাকে স্মরণ করে, তাহারা প্রতিদিন অন্নলাভ করে। স্বয়ং মহাদেব প্রতিদিন নর্ম্মদাকে সেবা করিয়া থাকেন, এই জন্যই নর্ম্মদা অতি পবিত্রা, এবং ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশিনী। নর্ম্মদার জলপান এবং নর্ম্মদার জলে মহাদেবের পূজা করিলে সকল প্রকার দুর্গতি নাশ হয়। এই তীর্থে যাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা সকল পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া শিবলোকে গমন করে।

নর্ম্মদাজলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে হংসযুক্ত যানে রুদ্রলোকে গতি হয়; যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন রুদ্রলোকে অবস্থান করিবে। নর্ম্মদার উত্তরকূলে শতযোজনবিস্তৃত একটী তীর্থ আছে, তাহার নাম মহেশ্বরতীর্থ। ইহাও সকল পাপনাশক।

(রেবাখণ্ডে এবং মৎস্যপুরাণের ১৮৬ অধ্যায় হইতে ১৯৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত নর্ম্মদা-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।)

নর্ম্মদা (নর্ব্বদা) মধ্যপ্রদেশের একটী বিভাগ। এই বিভাগে ৫টী জেলা আছে; যথা, হোসঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর, বেতুল, ছিন্দবাড়া এবং নিমার। ইহার পরিমাণ ফল ১৭৫১৩ বর্গমাইল। ইহাতে ১১টী নগর এবং ৬১৪৪ খানি গ্রাম আছে। নগর কয়টীর নাম যথা,—বুর্হানপুর, হোসঙ্গাবাদ, খণ্ডবা, হর্দা, নরসিংহপুর, ছিন্দবাড়া, গদরবারা, পাচ্মাড়ী, সোহাগপুর, সেওনি এবং গাডরবাড়া।

* "নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
নর্ম্মদায়াস্তু মাহাত্ম্যং পুরাণে যন্ময়া শ্রুতম্।
তদেতদ্ধি মহারাজ তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে।
পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা ॥
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্।
কলিঙ্গদেশে পশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তপস্তপ্ত্বা মহারাজ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নিয়মস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্।
জলেশ্বরে নর স্নাত্বা পিণ্ডং দত্ত্বা যথাবিধি।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥" (মৎস্যপু° ১৮৬ অ°)

এখানে গোধূম, ধান্ত, অন্যান্য আহার্য্য শস্ত, তুলা এবং ইক্ষু উৎপন্ন হয়। নর্ম্মদা বিভাগের মোট রাজস্ব ১১৭০১৮০ টাকা।

নর্ম্মদাসম্ভব (ক্লী) নর্ম্মদায়াং সম্ভবতে সম্-ভূ-অচ্। নর্ম্মদা-নদীস্থিত বাণলিঙ্গভেদ। নর্ম্মদাসম্ভব, অর্থাৎ নার্ম্মদ বাণলিঙ্গ অতিশয় প্রশস্ত, এই বাণলিঙ্গের আকৃতি পক্ক জম্বুফলের ন্যায়, বর্ণ মধুবৎ, অথবা শুক্ল, নীল বা মরকত সদৃশ। যে নার্ম্মদ-বাণলিঙ্গ স্থাপনীয়, তাহার আকৃতি হংস ডিম্বের মত হইবে। এই লিঙ্গ পর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা নদীর জলে আপনিই নিঃসৃত হয়। পূর্ব্বে বাণাসুর তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, বাণের সেই প্রার্থনানুসারে মহাদেব লিঙ্গরূপে এই পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, সেইজন্যই এই লিঙ্গের নাম বাণলিঙ্গ হইয়াছে। অন্য কোটি লিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, একটী বাণলিঙ্গ-পূজনে সেই ফল হইয়া থাকে। এই বাণ-লিঙ্গের সুবর্ণ, রজত, তাম্র বা পাষাণ নির্ম্মিত বেদী প্রস্তুত হইবে, তাহাতে এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। যাহারা প্রতিদিন নার্ম্মদ বাণলিঙ্গ পূজা করে, তাহাদের মুক্তি করতলগত জানিবে।

"প্রশস্তং নার্ম্মদং লিঙ্গং পক্বজম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্॥
হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্ততে।
স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্ম্মদাজলে॥
পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্ম্মদাতটে।
অধ্যবাৎসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ॥
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহর্থাজ্জগতীতলে।
অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎফলং ভবেৎ॥
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈকপূজনাৎ॥
প্রত্যহং যোহর্চ্চয়েৎ লিঙ্গং নার্ম্মদং ভক্তিভাবতঃ।
ঐহিকং কিং ফলং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥" (হেমাদ্রি)

[বিশেষ বিবরণ বাণলিঙ্গ দেখ।]

নর্ম্মদেশ (ক্লী) নর্ম্মদয়া স্থাপিতো ঈশো যত্র। কাশীস্থিত শিব-লিঙ্গ ভেদ। এই লিঙ্গ নর্ম্মদা প্রতিষ্ঠিত করেন, এইজন্য ইহার নাম নর্ম্মদেশ বা নর্ম্মদেশ্বর হইয়াছে। ইহার উৎপত্তির বিবরণ কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

একদা মুনিগণ মার্কণ্ডেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে কোন্ নদী শ্রেষ্ঠা, এবং পাপনাশিনী? মার্কণ্ডেয় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীতে অনেক নদী আছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল নদী সমুদ্রগামিনী তাহারা শ্রেষ্ঠা। ইহাদের মধ্যে আবার গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও নর্ম্মদা এই চারিটী নদীই সকলের প্রধান, এতন্মধ্যে গঙ্গা ঋগ্বেদের মূর্ত্তি, যমুনা যজুর্ব্বেদের, নর্ম্মদা সামবেদের এবং সরস্বতী অথর্ব্ববেদের মূর্ত্তি জানিবে। এই সকলের মধ্যে গঙ্গাই সর্ব্বপ্রধানা। পুরাকালে নর্ম্মদা বহুকাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা বর দিতে আসিলে নর্ম্মদা এই বর প্রার্থনা করেন, 'যদি আপনি প্রীত হইয়া অভিলষিত বরপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমি যেন গঙ্গার সমতা লাভ করি, আমাকে এই বর দিন।' ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, জগতে যদি কেহ মহাদেবের সমতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হইতে পারিবে। নর্ম্মদা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া কাশীতে গমন করিলেন, তথায় পিলিপিলাতীর্থে ত্রিবিষ্টপের নিকটে বিধিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাদেব তাহাতে নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া নর্ম্মদার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, নর্ম্মদে! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। নর্ম্মদা সবিনয়ে কহিলেন, আমি অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না, আপনার চরণে যেন মতি থাকে, ইহাই আমার একমাত্র-প্রার্থনীয়। মহাদেব কহিলেন, নর্ম্মদে! তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে, কিন্তু আমি আরও একটী বর দিতেছি, তোমার জলে যাবতীয় প্রস্তর আছে, আমার বরে সেই সকল লিঙ্গরূপী হইবে। বহু তপস্যাসাধ্য আরও একটী বর দিতেছি, গঙ্গা সদ্য পাপ হরণ করিয়া থাকেন, যমুনা এক-সপ্তাহে ও সরস্বতী তিন দিনে পাপ হরণ করেন, কিন্তু দর্শন মাত্রই তুমি মানবগণের পাপহরণ করিবে। তোমার স্থাপিত নর্ম্মদেশ্বর নামে এই পবিত্র লিঙ্গ ভক্তগণের মুক্তিদায়ক হইবেন। এই নর্ম্মদেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত। মহাদেব এই কথা বলিয়া লিঙ্গ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

যাঁহারা নর্ম্মদেশ্বরের এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকল প্রকার পাপ রহিত হইয়া উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়া থাকেন। (কাশীখণ্ড ৯২ অ°)

নর্ম্মন্ (ক্লী) নৄ নয়ে মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৩৬) পরীহাস।

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ নবিবাহ কালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"
(ভারত ১।৮২।১৬)

নর্ম্মরা (স্ত্রী) নর্ম্মন্ অস্ত্যর্থে র, টাপ্। ১ দরী। ২ তাত্র। ৩ মুরলা। ৪ নিষ্কলা।

'নর্ম্মরা তু দরীতাত্রমুরলানিষ্কলাসু চ।' (মেদিনী ও বিশ্ব)

নর্ম্মবহ (ত্রি) নর্ম্মবিষয়তেজঃ নর্ম-বহ-ণ্, অণ বা। ১ নর্ম্মকেলি-ক্রিয়াং ঈশু। ২ নর্ম্মকারী। ৩ নর্ম্মদেক। ৪ [illegible]

রাসক-নাটকজেদ, সাহিত্যদর্পণে এই নাটকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

"যথা নর্মবতী যথা নর্মবতী" (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

এই নাটক এখন পাওয়া যায় না।

নর্ম্মসচিব (পুং) নর্ম্মস্থ সচিবঃ ৬তৎ। পরীহাস-সহায়।

"ন নর্ম্মসচিবৈঃ সার্দ্ধং কিঞ্চিদপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।" (কামন্দক)

নর্ম্মসচিবের সহিত কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিবে না। ইহার চলিত ভাষা ভাঁড়। রাজগণের সন্তোষোৎপাদনের জন্ত এক একজন নর্ম্মসচিব থাকিত। নর্ম্মসচিবকে বিদূষকও বলা যাইতে পারে।

নর্ম্মসাচিব্য (ক্লী) নর্ম্মস্থ সাচিব্যং। ভাঁড়ামী, মোসাহেবী।

নর্ম্মসুহৃদ্ (পুং) নর্ম্মস্থ সুহৃদ্। নর্ম্মসচিব।

নর্ম্মস্ফূর্জ্জ (পুং) ভয়ান্ত সুখ বা আমোদ।

নর্ম্মস্ফোট (ক্লী) সামান্ত আমোদ, সামান্ত কৌতুক।

নর্ম্মাণ, য়ুরোপীয় জাতিবিশেষ। ফ্রান্স দেশের উত্তরাংশে নর্ম্মান্দি নামে এক প্রদেশ আছে। এই স্থানের অধিবাসীরাই নর্ম্মাণ জাতি নামে ইতিহাসে অভিহিত। ফ্রান্সে যখন চার্লস্-দি-সিম্পল্ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রোলো নামক জনৈক নরওয়ের সর্দ্দার ডেন্মার্কের রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ফ্রান্সের কূলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ইংলিস চ্যানেলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে উৎপাত আরম্ভ করেন। ইহার ন্যায় সেকালে পরাক্রান্ত জলদস্যু আর দ্বিতীয় ছিল না বলিলেই হয়। ইহার অত্যাচারে উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং বেলজিয়মাদি নিম্ন দেশ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা নর্থমেন অর্থাৎ উত্তর দেশের লোক নামে অভিহিত হইতেন। রোলো অবশেষে ৯১১ খৃষ্টাব্দে বহুসংখ্যক লোক লইয়া ফ্রান্স-রাজধানী পারী নগরী অবরোধ করেন। রাজা চার্লস্-দি-সিম্পল্ তাঁহাকে নর্ম্মান্দি প্রদেশ প্রদান করিয়া ডিউক অফ্ নর্ম্মান্দি আখ্যাপ্রদানপূর্ব্বক তৎরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজ্য লাভ করিয়া রোলো দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে এবং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন। চার্লস্ তখন আপন কন্যা জিসিলির সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে স্বীকার করিলেন। ৯১২ খৃষ্টাব্দে রোলো রবার্ট নাম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান হইলেন এবং রাজকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক শ্বশুর-রাজ্য লিন নদী হইতে এপ্তে নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত নর্ম্মান্দি রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার সময়েই নর্ম্মান্দিতে বিদেশীয়গণের আগমন ও অবস্থান বড় বেশী হয়। তিনি নিজ নিজ সেনাপতিগণকে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। ইহারাই সেকালের য়ুরোপীয় নামক রাজ্যের নিয়মানুসারে তাঁহার অধীন সামন্তরূপে দেশাধিকার করিল। এই রোলোর পৌত্রী এমার সহিত তদানীন্তন ইংলণ্ডাধিপ দ্বিতীয় এথেল্‌রেডের বিবাহ হয়। ১০০২ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মান্দির ডিউক ২য় রিচার্ডের সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি ইংলণ্ডরাজের বিবাদ হয়। এই সুযোগে ইংলণ্ডরাজ নর্ম্মান্দি আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। ১০১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ডেন্মার্ক-রাজ সোয়েন ইংলণ্ড আক্রমণ করেন, তখন এথেল্‌রেড্ পরাজিত হইয়া পত্নীপুত্র সঙ্গে লইয়া শ্যালকের নিকট আসিয়া অবস্থান করেন। শেষে নর্ম্মান্দির ডিউক রবার্ট রাজা হইয়া স্বীয় পিতৃষসার পুত্রগণের জন্ত ইংলণ্ডে সৈন্ত প্রেরণ করেন, কিন্তু ঝড়ে পড়িয়া সমস্ত অর্ণবপোত বিপরীত দিকে চালিত হয়। ইহার পর ইহার পুত্র উইলিয়ম-দি-বাষ্টার্ড রাজা হন। ইনিই ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং কতকটা সাফল্য লাভ করিয়া পরবৎসর সেন্ট্ মাইকেলমাস পর্ব্বদিনে ইংলণ্ডবিজয়ে যাত্রা করেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দেই ইংলণ্ড বিজিত হয়। তিনি উইলিয়ম "দি কঙ্কারার" (বিজেতা) নাম লইয়া ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। নর্ম্মান্দির ডিউক-কুমারী এমার বিবাহ হইতে উইলিয়ম কর্ত্তৃক ইংলণ্ড জয় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সহিত নর্ম্মাণদিগের ঘনিষ্টতা হয়। এই সূত্রে ইংলণ্ডে দিন দিন নর্ম্মাণ অভ্যুদয় হইতে থাকে, শেষে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নর্ম্মাণ-রাজের পদানত হয়। উলিয়ম-বংশ ইংলণ্ডে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

[ইংলণ্ড ও বৃটন দেখ।]

নর্য্য (ত্রি) নৃভ্যো হিতং যৎ। ১ মনুষ্যহিত।

"নৃণাং নর্য্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্" (ঋক্ ১০।২৯।১)

'নর্য্যো নৃভ্যো হিতঃ' (সায়ণ)

নরস্য অপত্যং যৎ। ২ মনুষ্যমাত্র।

"অপো নর্য্যঃ সুজাতঃ" (নিরুক্ত ১১।৩৬।১)

নর্সাপুর, গোদাবরী জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ২৬´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪৪´ ৩০´´ পূঃ। এই নগর নর্সাপুর তালুকের প্রধান স্থান। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা এই স্থানে একটী লৌহ ঢালাইএর কারখানা খুলিয়াছিল। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ইহার উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখানে নৌকা-নির্ম্মাণ হইয়া থাকে।

নর্সিপুর, ১ মহিসুর রাজ্যের হসন্ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৫৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১৮´ ৪০´´ পূঃ। হেমবতী নদীর উপরে অবস্থিত। ইহা নর্সিপুর তালুকের প্রধান স্থান। ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে নরসিংহ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এখানকার দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে কার্পাসবস্ত্র ও চটের কারবার আছে।

২ মহিসুরের হসন্ জেলার এই নামে একখানি তালুক আছে। পরিমাণফল ৪৭৬ বর্গ মাইল।

নল (স্ত্রী) নলতীতি নল-অচ্। ১ পদ্ম। (পুং) ২ তৃণবিশেষ, পর্য্যায়—ধমন, পোটগল, নাল, নড়, শুষিররন্ধ্র, কীচক, দীর্ঘবংশ, শূন্যমধ্য, বিভীষণ, ছিদ্রান্ত, মৃদুপত্র, বংশপত্র, মৃদুচ্ছদ, জালবংশ, ইহার গুণ—শীত, কষায়, মধুর, রুচিকর, রক্তপিত্ত প্রশমন, দীপন ও বীর্য্যবৃদ্ধিকারক। (ভাবপ্রকাশ)

"নলঃ পোটগলে রাজ্ঞি পিতৃদেবে কপীশ্বরে।
কমলেঽপি কুলট্যাঞ্চ ক্রমেশ ক্লীবযোষিতি॥" (মেদিনী)

৩ চন্দ্রবংশীয় নিষধাধিপতি বীরসেনের পুত্র।

"আসীৎ রাজা নলো নাম বীরসেন সুতোবলী।
উপপন্নোগুণৈরিষ্টৈ রূপবানশ্বকোবিদঃ॥"
(ভারত বনপ° ৩।৫৩।১)

ইহার বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

চন্দ্রবংশীয় নিষধাধিপতি বীরসেনের পুত্র নল। ইনি কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্, এবং সকল গুণগ্রামবিভূষিত, অশ্বের পরীক্ষা ও পরিচালনবিষয়ে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ ও দ্যূতবিদ্যানুরক্ত ছিলেন, ইহার গুণানুরাগে দেবগণও ইহার প্রতি অনুরক্ত হন।

এই সময়ে বিদর্ভদেশে ভীমপরাক্রম রাজা ভীম রাজত্ব করিতেন। এই নৃপতি তপস্যা দ্বারা তিন পুত্র ও অলোকসামান্যা এক কন্যা লাভ করেন। এই কন্যার নাম দময়ন্তী। মহামতি নল দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হন। এই আসক্তি প্রতি দিন বাড়িতে লাগিল। নল এই মনোভাব গোপন করিবার জন্য রমণীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিন কতকগুলি সুবর্ণবর্ণ হংস সেই স্থানে পতিত হইল, নল তাহাদের মধ্যে একটীকে ধরিলেন। হংস মনুষ্যের ন্যায় বাক্যে নলকে কহিলেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার উপকার করিব, আমি বিদর্ভদেশে যাইয়া দময়ন্তীর নিকট আপনার রূপগুণাদির বিষয় এইরূপ করিয়া বর্ণন করিব, যাহাতে দময়ন্তী আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ না করেন। নল তৎক্ষণাৎ হংসকে পরিত্যাগ করিলেন। হংসও অবিলম্বে বিদর্ভদেশে গমন করিয়া দময়ন্তী সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং মনুষ্য বাক্যে দময়ন্তীকে কহিলেন, দময়ন্তি! নিষধাধিপতি নল রূপে কন্দর্প সদৃশ, রূপগ্রামে দেবগণ তিরস্কৃত, তুমিও রমণীশ্রেষ্ঠা, তুমি নলকে বিবাহ করিলে বিশিষ্টের সহিত বিশিষ্টার সংযোগ হয়। দময়ন্তী হংসের মুখে এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি পূর্ব্বাবধিই নলের প্রতি অনুরক্ত আছি, এবং তোমার নিকট শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যই আমার পতি, নল ভিন্ন আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, তুমি আমার প্রতি কৃপা করিয়া নলকে এই সংবাদ দিয়া পরম উপকার কর। হংসও এই বৃত্তান্ত নলকে জ্ঞাপন করিল।

এদিকে মহামতি ভীম দময়ন্তীকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিলেন। এই স্বয়ম্বর স্থলে সকল রাজগণ আহূত হইলেন। নলরাজও আমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বরে গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণও এই স্বয়ম্বরে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে নলকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক এই কথা বল, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ এই চারিজন লোকপাল স্বয়ম্বর স্থলে আগমন করিয়াছেন, এই চারিজনের মধ্যে তোমার ইচ্ছানুরূপ এক জনকে বরণ কর। নল 'তথাস্তু' বলিয়া দময়ন্তী সমীপে গমন করিলেন। দেবতাদিগের প্রভাবে ইহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

নল দময়ন্তী সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! আমার নাম নল, আমি দেবতাদিগের দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই সকল দেবতা তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের একজনকে তুমি পতিরূপে বরণ কর। আমি সেই সকল দেবগণের প্রভাবে লোকসমূহের অলক্ষিত হইয়া তোমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছি, এইক্ষণ দেবতাদিগকে কি বলিতে হইবে, বলিয়া দাও, আমি সেই কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিব। তাহাতে দময়ন্তী দেবতাদিগকে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া কহিলেন, আমি হংসমুখে নলের কথা শুনিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, নলকেই বিবাহ করিব, কিন্তু কি করিয়া এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দ্বিচারিণী হইব। ইহাতে নল দময়ন্তীকে দেবতাদিগের পক্ষ হইয়া অনেক উপদেশ দেন, কিন্তু দময়ন্তী নলের কোন কথা না শুনিয়া বলিলেন, 'আমি নলকে বরণ করিয়া কি প্রকারে দেবতাদিগকে বিবাহ করিব, দেবগণ ধর্ম্মরক্ষক, আমি দেবগণের কৃপায় যেন স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হই।' নল দময়ন্তীর এইরূপ স্থিরলক্ষ্য দেখিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং দেবগণকে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

শুভক্ষণে সকল রাজা বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপবেশন করিয়া আছেন, দেবগণও নলের রূপ ধারণ করিয়া তথায় অবস্থিত। এদিকে দময়ন্তী সখীপরিবৃতা হইয়া স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিলেন। একজন বন্দী রাজগণের নাম ও গুণ বর্ণনা করিতে করিতে চলিল। সকলের প্রতি

অত্যন্ত অনুরাগ থাকায় দময়ন্তী অন্য রাজার প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। অবশেষে নলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এক স্থলে পাঁচ জন নল বসিয়া আছেন দেখিয়া দময়ন্তী দেবগণের মায়া বুঝিতে পারিলেন এবং একান্ত ভক্তিসহকারে দেবতাদিগের উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার মনের অভিলাষ অবগত হইয়া, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি দেবগণের স্বেদ-বিরহিত ও স্তব্ধনেত্র-লক্ষণ দর্শনে নলকে পৃথক্ রূপে জানিতে পারিয়া তাঁহার গলদেশে মাল্য অর্পণ করিলেন। দেবগণ দময়ন্তীর এই ব্যাপারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং নলকে গুণের পুরস্কার স্বরূপ ৮টী বর দিলেন। শচীপতি ইন্দ্র প্রীত হইয়া যজ্ঞে প্রত্যক্ষদর্শন ও উত্তম গতি, হুতাশন নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন সেই স্থানেই অগ্নির আবির্ভাব এবং অগ্নি সদৃশ দীপ্যমান লোক সকল, যম অন্নের বিশিষ্ট রস ও ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট মতি, বরুণ নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন সেইখানেই জলের আবির্ভাব, এবং উত্তম গন্ধান্বিত মাল্য প্রাপ্ত হইবেন, প্রত্যেকে এইরূপ বর দিলেন।

যথাশাস্ত্র নলদময়ন্তীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। ভূপতিগণ নলদময়ন্তীর বিবাহ দেখিয়া বিস্মিত ও বিষণ্ণহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তখন কলি ও দ্বাপর এই দুই জন স্বয়ম্বর স্থলে আসিতেছেন, পথি মধ্যে দেবতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং দেবগণের নিকট স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া নলের প্রতি অতিশয় কোপান্বিত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, দময়ন্তী আমাদের অনুজ্ঞাক্রমেই এইরূপ করিয়াছে, তাহার কোন দোষ নাই। এই কথা বলিয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কলি ও দ্বাপর কিছুতেই কোপসংহার করিতে পারিলেন না। সর্ব্বদা নলের ছিদ্রানুসন্ধানে থাকিলেন, শরীরে পাপপ্রবেশ না করিলে তাহাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, এইজন্য কিছুই করিতে পারিলেন না। কালক্রমে রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল, পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল, তথাচ নলের শরীরে কোনরূপ পাপস্পর্শ দেখিতে পাইল না। দ্বাদশ বৎসরের পর একদিন নল মূত্রশৌচ ত্যাগ করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়াই সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কলি এই সূত্রে তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে কলি অন্যরূপ ধারণ করিয়া নলভ্রাতা পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তুমি আমার সাহায্যে অক্ষক্রীড়ায় নলকে জয় করিতে পারিবে, অতএব সত্বর অক্ষক্রীড়া করিয়া এই নিষধদেশের রাজত্ব লাভ কর। পুষ্কর এই কথায় সম্মত হইয়া নলের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। নলশরীরে কলি প্রবেশ করায়, নল দময়ন্তী ভিন্ন সকল সম্পদ ও রাজ্য দ্যূতে পরাজিত হইলেন। এদিকে দময়ন্তী রাজাকে বার বার নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু নলের কিছুতেই চৈতন্য হইল না। দময়ন্তী দ্যূত-পরাজয় জানিতে পারিয়া বার্ষ্ণেয়ের সহিত পুত্রকন্যাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নল হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দময়ন্তীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন, এইরূপে নগরের প্রান্তভাগে তিন দিন অবস্থান করিলেন। এদিকে পুষ্কর নগরবাসীদিগকে এই আদেশ প্রদান করিলেন, যদি কেহ নলের সহায়তা করে বা আহারাদি দেয়, তাহা হইলে বধার্হ হইবে। রাজভয়ে কেহই নলের সহায়তা করিতে পারিল না।

নল তিন দিন ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া ফল মূল অন্বেষণ করিবার জন্য সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তীও তাহার অনুগামিনী হইলেন। ক্ষুধাপীড়িত নল বহু দিন পরে সুবর্ণ বর্ণ কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন, যেমন বস্ত্রদ্বারা ঐ পক্ষীদিগকে আচ্ছাদন করিবেন, অমনি পক্ষী সকল তাহার সেই বস্ত্র লইয়া আকাশে গমন করিল। এই পক্ষী সকল উড়িবার সময় নলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি যে অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ, আমরাই সেই অক্ষ হইয়া তোমার এই অবস্থা করিয়াছি, তুমি বস্ত্র পরিধান করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলে, ইহা আমাদের সহ্য না হওয়ায় তোমার এই বস্ত্র হরণ করিলাম। নল তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এবং প্রকারান্তরে দময়ন্তীকে বিদর্ভনগরে যাইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু দময়ন্তী নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন, যদি আপনি বিদর্ভনগরে গমন করেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গরাজ্যেও আমার অভিলাষ নাই।

তখন নল ও দময়ন্তী দুইজনে একবস্ত্র পরিধান করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিছুদূর গিয়া দময়ন্তী আর চলিতে পারিলেন না, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন দময়ন্তী নলের উরুদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দময়ন্তী ঘুমাইলে নল চিন্তা করিতে লাগিলেন, দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করার এই অবসর, কিন্তু এক বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি, কি করিয়াই বা পরিত্যাগ করি, এইরূপ চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। কলি শরীরে প্রবিষ্ট থাকায় বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। কাজেই দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই তখন স্থির হইল। যথাসময়ে সমক্ষে কোষমুক্ত একখানি খড়্গ প্রাপ্ত হইলেন, এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছেদন করিলেন।

তখন অতি সাবধানে দময়ন্তীর মস্তক ভূতলে রক্ষা করিলেন এবং দময়ন্তীর এই দুর্দশা দেখিয়া, নল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। একবার দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে গমন করেন, আবার ব্যাকুলের ন্যায় রোদন করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তখন নল হৃদয়কে কিছু দৃঢ় করিয়া কহিলেন, দময়ন্তি! তুমি নিতান্ত পতিপরায়ণা, এইজন্য তোমাকে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় রক্ষা করুন। নলের বুদ্ধি কলিকর্তৃক অপহৃত হওয়ায় তিনি অতুলনীয়া প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, খানিক দূর গিয়া আবার আসিলেন, এইরূপ তিনি বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয় যেন দ্বিধা হইয়া গেল। কিছুতেই হৃদয়কে দৃঢ় করিতে পারিতেছেন না। কলি তখন হৃদয়ে বিশেষরূপে আবিষ্ট হওয়ায় নলের বুদ্ধি লোপ পাইল, তখন নল জনশূন্য কাননে অর্দ্ধনগ্না প্রণয়িনী ভার্য্যাকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া করুণ-বিলাপ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নল গমন করিলে দময়ন্তীর কালনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন সতী নলকে না দেখিতে পাইয়া করুণ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার এই রোদনে পশুপক্ষীও যেন রোরুদ্যমান হইল। দময়ন্তী ইহার অনেক পরে সুবাহুনগরে উপস্থিত হন, সেইখানে রাজগৃহে কিছুদিন সৈরিন্ধ্রীর বেশে অবস্থান করেন। বিদর্ভাধিপতি ভীম কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণদিগকে ইহাদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দেশে দেশে প্রেরণ করিলেন। সুদেব সুবাহুনগরে আসিয়া দময়ন্তীর সন্ধান পাইলেন। তাহার পর দময়ন্তী ভীমভবনে আনীত হইলেন।

নরপতি নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গহন বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভয়ানক দাবদাহ হইতেছে এবং সেই প্রজ্বলিত দাবানল মধ্যে 'হে নল! হে পুণ্যশ্লোক! শীঘ্র আগমন কর', এইরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে। নল তখন 'ভয় নাই' এইরূপে অভয় দিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী মহানাগকে দেখিতে পাইলেন। নাগ নলকে দেখিয়া কহিল, রাজন্! নারদের শাপে আমার একপাদও চলিবার সামর্থ্য নাই, সত্বর আমাকে রক্ষা করুন। আমার নাম কর্কোটক, আমি আপনার মঙ্গলবিধান করিব। কর্কোটক এই কথা বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইল। নল তাহাকে লইয়া দাবানলরহিত স্থলে গমন করিলেন। তখন কর্কোটক নলকে কহিল, মহারাজ! আপনি কতিপয় পদ গমন করুন। যেমন নল দশমবার পদ নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, অমনি কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলেন। কর্কোটক দংশন করিবামাত্র নলের রূপ তিরোহিত হইল। নল নিজের এই বিরূপাবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কর্কোটক তখন নলকে কহিলেন, রাজন্! লোকে আপনাকে না জানিতে পারে, এই জন্যই আমি দংশন করিয়া প্রকৃতরূপ তিরোহিত করিলাম। আপনি যাহার জন্য এই কষ্ট ভোগ করিতেছেন, সে মদীয় বিষে সন্তপ্ত হইয়া আপনার শরীরে অবস্থান করিবে। আমার প্রসাদে আপনার দংষ্ট্রী, শত্রু ও বেদবিদ্ হইতে ভয় থাকিবে না। আপনি অদ্যই এখান হইতে অযোধ্যানগরে ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে গমন করুন, এবং তথায় বাহুক নামে সারথি হইয়া অবস্থান করুন। রাজা ঋতুপর্ণ দ্যূতবিদ্যাবিশারদ, তাঁহার নিকট দ্যূতবিদ্যা অবগত হইলে আপনার মঙ্গল হইবে, তখন পত্নী ও পুত্রাদির সহিত সম্মিলিত হইবেন। যখন আপনার নিজরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন আমার প্রদত্ত এই বস্ত্রযুগল আচ্ছাদন করিবেন, তাহা হইলে আপনার পূর্ব্বের মত রূপ হইবে। কর্কোটক ইহা বলিয়া বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

রাজা নল দশ দিনে অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইয়া রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মিল। কিন্তু নল দময়ন্তীবিরহিত হইয়া সর্ব্বদাই অতি বিমর্ষ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তিনি প্রতিদিন সায়ংকালে এই শ্লোকটী পড়িয়া শয়ন করিতেন।

"ক্ব নু সা ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাদ্যোপতিষ্ঠতে॥" (ভারত বনপ° ৭৬অ°)

'সেই তপস্বিনী শ্রান্তা ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতরা হইয়া সেই মূঢ়কে স্মরণপূর্ব্বক কোথায় শয়ন করিয়া আছে, এবং কাহারই বা উপাসনা করিতেছে।'

দময়ন্তী পিতৃভবনে যাইয়া নলকে অন্বেষণ করিবার জন্য মাতৃসমীপে নিবেদন করিলে, ভীমমহিষী নৃপতিকে বলিয়া চারিদিকে কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইলেন। দময়ন্তী-কথিত কএকটী গাথা তাঁহারা পাঠ করিতে করিতে নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কেহই নলের অনুসন্ধান পাইল না।

পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ নলান্বেষণে অযোধ্যানগরে গমন করেন, তথায় ঋতুপর্ণের বাহুক নামে এক সারথি ইহার গাথা শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, পতিপরায়ণা কুলস্ত্রীরা বিষমাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনি আপনাকে রক্ষা করে, এই কারণে তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। পতি যদি কোন বিপদাপন্ন হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াও পক্ষিগণ কর্ত্তৃক হৃতবস্ত্র হইয়া নানাবিধ মানসিক পীড়ায় দগ্ধ হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ করা, ক্ষমা-

স্ত্রীর উচিত নহে। শ্যামাস্ত্রী পতিকর্ত্তৃক সৎকৃতা বা অসৎকৃতাই হউক, তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ব্যসনাতুর দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে। পর্ণাদ এই প্রত্যুত্তর দময়ন্তীর নিকট বলিলে, দময়ন্তী স্থির করিলেন, ইনি নল ভিন্ন আর কেহ নহেন। তখন নলকে আনিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তখন তিনি সুদেবকে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র অযোধ্যানগরে যাইয়া ঋতুপর্ণ রাজাকে সংবাদ দাও যে, দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরের অভিলাষ করিয়াছেন, আগামী কল্য স্বয়ম্বর হইবে। রাজা ঋতুপর্ণ এই সংবাদ পাইয়া বিদর্ভদেশে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, বাহুক ভিন্ন কেহই ছিল না, যে এক দিনে বিদর্ভনগরে গমন করিতে পারে। বাহুক এই সংবাদ শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন রাজা ঋতুপর্ণ বাহুক ও বার্ষ্ণেয়কে লইয়া শীঘ্রগামী রথে অযোধ্যানগরে প্রস্থান করিলেন। রথ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল, পথিমধ্যে রাজা ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষবিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন, তখন কলি নলের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া বিষ বমন করিতে লাগিল। নল তাহাকে শাপ দিতে যাইলে কলি নলের শরণাগত হইলেন এবং কহিলেন, রাজন্! যে তোমার নাম শরণ করিবে, তাহার আর কলির ভয় থাকিবে না। তখন নল কলিমুক্ত হইলেন। রাজা ঋতুপর্ণ সায়ং সময়ে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন।

নল এই নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরে উৎসবের কোন চিহ্ন নাই। দময়ন্তী তখন কেশিনী নামে একজন সখীকে বাহুকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কেশিনী তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তখন কেশিনী যাইয়া সকল বৃত্তান্ত দময়ন্তী-সমীপে বলিল। দময়ন্তী ইহা শুনিয়া কেশিনীকে মাতৃসমীপে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মাতঃ! আমি বাহুককে নল মনে করিয়া বহুতর রূপে পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কেবল তাঁহার রূপের প্রতি আমার এক সংশয় আছে, অতএব আমার ইচ্ছা, আমি স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করি। পিতার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত সারেই হউক, হয় তাঁহাকে অন্তঃপুরে আসিতে, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুমতি দিন। রাজ্ঞী বিদর্ভরাজের নিকট দময়ন্তীর কথা জানাইলেন; রাজা ভীম দুহিতার অভিপ্রায়ে অনুজ্ঞা করিলেন।

দময়ন্তী মাতার আদেশ লইয়া নলকে আপন আলয়ে আনাইলেন। নল দময়ন্তীকে সহসা দেখিয়া শোক ও দুঃখে আকুল হইলে তাহার নয়নযুগল অশ্রুতে প্লাবিত হইল। দময়ন্তীও ততোধিক শোকে মুহ্যমান হইয়া কহিলেন, 'বাহুক! তুমি কি পূর্ব্বে এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে দেখিয়াছ, যে কানন-মধ্যে নিদ্রিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে, পুণ্য-শ্লোক নল ব্যতীত কোন ব্যক্তি শ্রমমোহিতা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিরপরাধে বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে পারে? আমি বাল্যকালাবধি সেই মহীপালের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে কাননে নিদ্রার্ত্তা দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছেন? আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছি—' দময়ন্তী এই সকল বলিতে বলিতে তাঁহার অশ্রুধারা বাক্যরোধ হইল। নল তখন নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ভীরু! আমার যে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করি, এ সকল আমি করি নাই, কলি করিয়াছে। পাপ কলি এখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, কিন্তু তুমি যেরূপ অনুব্রত ও অনুরক্ত-পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, অন্য নারী কখন কি এতাদৃশ করিতে পারে? দময়ন্তী নলের এইরূপ পরিদেবিত বাক্য শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নিষধনাথ! যে স্থলে আমি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি, সে স্থলে আমাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। আপনাকে পাইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা মদুক্ত গাথা সকল গান করিয়া সকল দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনন্তর পর্ণাদ কোশলানগরীতে আপনাকে পাইয়াছিলেন, আপনি মদুক্ত গাথার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, আমি আপনাকে আনিবার জন্য এই অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। যেহেতু এই পৃথিবীতে আপনি ব্যতীত কেহ অশ্ব চালাইয়া একদিনে শতযোজন গমন করিতে সমর্থ হন না। আমি মনেও কখন অসৎকর্ম্ম করি নাই। বায়ু, সূর্য্য ও অগ্নি ইঁহারা সকলেই সাক্ষী। এই তিন দেবতা ত্রৈলোক্য সকল ধারণ করিয়া আছেন, হয় ইঁহারা যথার্থ বলুন, না হয়, আমাকে পরিত্যাগ করুন। বায়ু তখন অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, নল! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, দময়ন্তী মনেও কখন অসৎকর্ম্ম করে নাই, এই তিন বৎসর আমরা ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছি, তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্তই ইনি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সময় স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল। নল তখন কর্কোটককে স্মরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিবামাত্রই স্বকীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন। দময়ন্তী তখন নলের পদতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। নিষধাধিপতি নল তিন বৎসরকাল এইরূপে কষ্ট ভোগ করিয়া ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন।

এ দিকে রাজা ঋতুপর্ণ শুনিলেন যে নলরাজ বাহুকরূপে ছদ্মবেশে তাঁহারই রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, এখন তিনি দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইলেন, এই সংবাদে তিনি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া নলকে আনাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নলও তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তখন রাজা নল ঋতুপর্ণকে অক্ষবিদ্যার বিনিময়ে অশ্ববিদ্যা প্রদান করিলেন। রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

নল একমাস বিদর্ভনগরে অবস্থান করিয়া স্বল্প পরিমাণ ধন ও সৈন্যাদি লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, এবং পুষ্করের নিকট উপনীত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন দুই জনে দ্যূত আরম্ভ হইলে পুষ্কর পরাজিত হইলেন। পুণ্যশ্লোক নল তখন পুনরায় স্বীয়রাজ্যে অধিরোহণ করিলেন। দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা নল পুষ্করের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া বরং ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বপুরে অবস্থান করাইলেন। আবার নলদময়ন্তী পূর্ব্বের ন্যায় সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাহারা নল দময়ন্তীর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহাদের কলির জন্য ভয় থাকে না। (ভারত বনপর্ব্ব ৫২-৯০ অ॰)

অকবরের সভাকবি প্রসিদ্ধ শেখ ফৈজী এই নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পারসী ভাষায় 'নলদামন' নামে এক মনোহর কাব্য রচনা করিয়াছেন।

৩ সূর্য্যবংশীয় নিষধরাজপুত্র।

"অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ।
নলস্য নৈষধস্তস্মান্নভস্তস্মাদজায়ত॥" (মৎস্যপু॰ ১২ অ॰)

৪ সূর্য্যবংশীয় নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র।

"নলোদ্বাবেব বিখ্যাতৌ পুরাণে ভরতর্ষভ।
বীরসেনাত্মজশ্চৈব যশ্চেক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ॥" (হরিবংশ ১৫।৩৪)

এই দুই নলই সূর্য্যবংশীয়। দময়ন্তীপতি পুণ্যশ্লোক নল চন্দ্রবংশীয়।

৫ রাম-সৈনিক বানর বিশেষ। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। এই নলই শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাগমনের সেতু বন্ধন করে। (রামায়ণ)

বামনপুরাণে এই নলের বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়—নল ঋতধ্বজ মুনির শাপে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে গোদাবরীতীরে বানররূপে জন্ম গ্রহণ করে। (বামন পু॰ ৬২অ॰)

৬ দানব বিশেষ। বিপ্রচিত্তির চতুর্থ পুত্র। সিংহিকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ৭ যদুর পুত্র। ৮ নদবিশেষ। ৯ ভারতবর্ষীয় আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র যুদ্ধের সময় অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বাজাইতে হয়। (যন্ত্রকোষ)

১০ এক প্রকার শূন্যগর্ভ তৃণবিশেষ। ইহাতে কলম ও মাদুর প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় নলের বহির্ভাগ লাল, অভ্যন্তর সাদা, এবং উহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন।

নল, দাক্ষিণাত্যের এক পরাক্রান্ত রাজবংশ। ইহারা কোঙ্কণ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পরে, চালুক্যগণ আসিয়া ইহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। (৫৫০-৫৬০ খৃঃ অঃ।)

নল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আহ্মদাবাদ জেলাস্থ একটী হ্রদ। আহ্মদাবাদ নগর হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। পরিমাণ প্রায় ৪৯ বর্গমাইল। ইহার জল বারমাসই লবণাক্ত। গ্রীষ্মকালে অধিকতর লোণা হয়। হ্রদের তীরে নানাপ্রকার অকর্ম্মণ্য সতেজ উদ্ভিদ্ জন্মে। এই বৃক্ষ সকলের মধ্যে বিবিধ জলচর পক্ষী বাস করে। হ্রদের মধ্যস্থলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, ঐ সকল দ্বীপে গ্রীষ্মকালে পশ্বাদি চরিতে দেওয়া হয়।

নলক (ক্লী) নল ইব কায়তি কৈ-ক। শাখাস্থি, নলীর হাড়।

"তরুণাস্থীনি নভ্যন্তে ভজ্যন্তে নলকানি তু।"
(সুশ্রুত নিদানস্থা॰ ১৫ অ॰)।

নলক (দেশজ) নাসিকাভরণ বিশেষ।

নলক, কালদেবলের এক ভ্রাতুষ্পুত্র, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। কালদেবল তাঁহার দৈবশক্তি-প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কালক্রমে শুদ্ধোদনের পুত্র একজন অসাধারণ লোক হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ করিবেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইবে, একারণ তিনি সেই আলোক লাভে বঞ্চিত হইবেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নলককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ নলক! শুদ্ধোদনের পুত্র ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। পরিণামে ইনি জ্ঞানালোকসম্পন্ন বুদ্ধ হইবেন। নলক একজন অতি সৎলোক ছিলেন, খুড়ার কথাগুলির অর্থ তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর যতির উপযুক্ত গৈরিক বসন এবং মৃণ্ময় পাত্র আহরণ করিয়া ও কেশশ্মশ্রু-বর্জ্জিত হইয়া, হিমালয়ের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদ্বারা দিন দিন পবিত্রতা লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে যখন নলক শুনিতে পাইলেন যে, বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহুকালের ইপ্সিত উপদেশ সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ উপদেশাবলীর নাম নলক-পতিপদ। উপদেশ-সমাপনান্তে তিনি বুদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে তত্ত্বচিন্তা করিবার নিমিত্ত পুনরায় হিমালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশের গুণে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পরম বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ৭ মাস পরে তিনি এক শিখরোপরি আরোহণ করিয়া তথায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

নলকানন (পুং) ১ দেশভেদ।

"ঝিল্লিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌহৃদাঃ নলকাননাঃ।"

(ভারত ভীষ্মপ° ৯অ°)

(ক্লী) ২ নলবন।

নলকিনী (স্ত্রী) নলকানি সন্ত্যস্যাঃ, নলক ইনি ঙীপ্। জঙ্ঘা।

নলকীল (পুং) নলবৎ কীলো যত্র। জানু।

নলকূবর (পুং) কুবেরের পুত্র। ইহার মণিগ্রীব নামে এক ভ্রাতা ছিল। একদা নলকূবর মণিগ্রীবের সহিত মদ্যপান করিয়া উন্মত্তভাবে কৈলাস পর্ব্বতের সমীপে গঙ্গাতীরস্থ উপবনে নারীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। নারদ ইহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া অভিশাপ দেন, তাহাতে ইহারা সকলে অর্জ্জুন বৃক্ষে পরিণত হন। (ভাগবত ১০ স্ক°)

একদা রাবণ দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে রম্ভা নামে এক অপ্সরাকে দেখিতে পান, এই দিন রম্ভা নলকূবরের নিকট অবস্থান করিবে বলিয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে রাবণ তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। রম্ভা রাবণের এই অত্যাচারে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া এইরূপ অভিশাপ দেন যে, রাবণ যদি কামেচ্ছায় বশীভূত হইয়া কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। এই নলকূবরের শাপভয়ে রাবণ সীতার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সমর্থ হন নাই। (রামায়ণ উত্তরা°)।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেখা যায়, নলকূবর নারদের শাপে ভবানন্দ মজুমদার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নীদ্বয় চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে জন্মগ্রহণ করেন। (অন্নদাম°) [ভবানন্দ মজুমদার দেখ।]

নলকেরি, কোড়গ (কুর্গ) রাজ্যের একটী অরণ্য। এখানে সেগুণ প্রভৃতি কাষ্ঠ পাওয়া যায়। অরণ্যের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৪০ বর্গ মাইল।

নলখাকড়া (দেশজ) জলজ তৃণভেদ, সরের কলমী, ইহাতে কলম হয়।

নলগঙ্গা, বেরারের বুলদানা জেলাস্থ একটী নদী। এই নদী বুলদানা নগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া বগার নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় কতকগুলি জলাশয়ের আকার ধারণ করে।

নলগুণ, পঞ্জাবের অন্তর্গত বসাহর রাজ্যের একটী গিরিশঙ্কট। অক্ষা° ৩১° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৭´ পূঃ। এই নামের একটী নদীও আছে। ঐ নদী গিরিশঙ্কট হইতে নির্গত হইয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বাস্পার সহিত মিলিত হইয়াছে।

নলচালা (দেশজ) মন্ত্রপাঠ দ্বারা নল চালাইয়া চোরের অনুসন্ধান। প্রথমে চটায় দুইটী নল প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার পর মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া দুইজন লোক এই নল ধরিয়া চলিবে। নল আপনিই চলিতে থাকে, লোক দুইজন উপলক্ষ মাত্র। যেখানে চোর থাকিবে, নল সেইখানে যাইয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিবে। এ দেশে নল-চালায় এই উপায়ে অনেক অসাধ্য সাধন করিত। এখন কিন্তু তাহাদের প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

নলছ, মধ্যভারতের অন্তর্গত ধার-রাজ্যের একটী বিধ্বস্ত নগর। অক্ষা° ২২° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৮´ পূঃ। মৌ হইতে মন্দু পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার উপর অবস্থিত। মালব মালভূমির দক্ষিণপ্রান্তোপরি সংস্থিত হওয়ায় স্থানটী অতি রমণীয়। নিকট দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে।

নলছিটি, বাঙ্গালার বাকরগঞ্জ জেলাস্থ একটী নগর। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ১৯´ ১´´ পূঃ। নলছিটি নদীর উপর অবস্থিত। এখান হইতে বহুল পরিমাণ ধান্য এবং সুপারি স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

নলডাঙ্গা, ১ যশোর জেলাস্থ একটী প্রসিদ্ধ পল্লিগ্রাম। এখানে বহু লোকের বাস। এখানকার 'রাজোপাধি'যুক্ত জমিদার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। যশোরের প্রাচীন রাজবর্গের এখানে প্রাসাদ আছে।

২ বঙ্গের বারিবন্দের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, পূর্ব্বে এখানে বৃহৎ নল বন ছিল। শুদ্ধোদনপুত্র বুদ্ধের ভয়ে এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পলাইয়া আসিয়া বাস করিতেন, তাহাতে এই গ্রামের নাম নলডাঙ্গা হইবে। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ১৯।১৯-২০)

নলতিগিরি, উড়িষ্যার কটক জেলাস্থ একটী অত্যুচ্চ পাহাড়। নল্‌তিগিরিতে দুইটী চূড়া আছে। এখানে অন্যান্য গাছপালা অতি সামান্যই উৎপন্ন হয়; কিন্তু ক্ষুদ্রকায় চন্দন বৃক্ষ জন্মে। এখানে অনেক বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা হইয়াছে।

নলদ (ক্লী) নলং দ্যতি অবখণ্ডয়তীতি দো-ক। ১ পুষ্পরস। ২ উশীর। ৩ জটামাংসী।

'নলদং স্যাৎ পুষ্পরসোশীরমাংসীষু ন দ্বয়োঃ' (মেদিনী)

৪ লামজ্জক নামক তৃণ। (ভাবপ্র°)

(ত্রি) নলং দদাতি দা-ক। ৫ নলদাতা।

"স্যাদস্যা নলদং বিনা নদলনে তাপস্তকোহপি ক্ষমঃ।" (নৈষধ)

নলদম্বু (পুং) নিম্ববৃক্ষ। (ভূরিপ্র°)

নলদা (স্ত্রী) ১ জটামাংসী। ২ রুদ্রাশ্বনৃপের ঔরসে ঘৃতাচীতে জাতা কন্যাভেদ। (হরিব° ৩১ অ°)

নলদিক (ত্রি) নলদ কিশরাদিত্বাৎ ঠন্। নলদ-বিক্রেতা।

নলদিয়র, তামিল ভাষার একখানি আদি গ্রন্থ। ইহাতে সর্ব্ব সমেত চল্লিশটী অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে নীতিবিষয়ক দশটী শ্লোক আছে। গ্রন্থখানির নামকরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত-রূপ একটী আখ্যায়িকা আছে,—

কোন এক কাব্যোৎসাহী রাজার সভায় এক দিন আটশত কবি উপস্থিত হইয়াছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে রাজার পূর্ব্বতন সভাকবিরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া উঠে, এবং অল্প দিন মধ্যেই নানা কৌশলে নবাগত কবিদের উপর রাজার অপ্রীতি জন্মাইয়া দেয়। পরিশেষে এমন হইয়া উঠিল যে, নবাগতেরা রাজকোপ হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পলায়-নের পূর্ব্বে প্রত্যেক কবিই এক এক খণ্ড কাগজে এক একটী শ্লোক লিখিয়া স্ব স্ব উপাধানের তলে রাখিয়াছিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া সেই সকল ঈর্ষান্বিত কবিদের পরামর্শানুসারে উক্ত কাগজখণ্ডগুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কাগজগুলি জলে ফেলিয়া দিবা মাত্র চারি শত খণ্ডই নদীর উজান দিকে চারি ফিট্ (নলদি) উঠিতে দেখা গেল। এই অস্বাভাবিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং সে গুলিকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সেই রক্ষিত শ্লোকগুলি লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ জন্য ইহার নাম নলদিয়র।

নলদুর্গ, হায়দরাবাদে (নিজামরাজ্যে) দুর্গ দ্বারা সংরক্ষিত একটী নগর। এই দুর্গ একটী দেখিবার জিনিস। দুর্গটীর পরিধি প্রায় দেড় মাইল। স্থানীয় ইতিহাসে এই নগরটী বিখ্যাত। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে, নলদুর্গ এখানকার হিন্দু রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৩৫১ হইতে ১৪৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ইহা বাহ্মণী রাজ্যের পশ্চিম সীমা রক্ষা করিতেছিল। পরে ১৪৮০ খৃঃ অব্দে, যখন বাহ্মণী রাজ্য বিভক্ত হয়, তখন নলদুর্গ বিজাপুরের আদিলশাহী রাজাদের অংশে পড়ে। তাঁহারা দুর্গ ও প্রাকার সকলের সংস্কার এবং সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নিজাম নলদুর্গ-জেলাটী ইংরাজদিগকে সমর্পণ করেন। কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ঐ স্থান তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

নলপট্টিকা (স্ত্রী) নলনির্ম্মিতা পট্টিকা। তলাটী, চলিত দরমা। (হারা°)

নলপুর (ক্লী) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত এক প্রাচীন নগর।

নলমীন (পুং) নলাশ্রয়ো মীনঃ। মৎস্যভেদ, চিঙ্গিড়ি মৎস্য, এই মৎস্য কফবর্দ্ধক। "নলমীনঃ কফাত্মকঃ" (হারীত প্রথম° ১১ অ°)

নলবন, চিল্কা হ্রদের মধ্যে স্থিয়া একটী দ্বীপ। পরিধি প্রায় ৫ মাইল। এখানে লোকের বাস নাই। স্থানান্তর হইতে লোক আসিয়া নল কাটিয়া লইয়া যায়।

নলসেতু (পুং) নলবানরকৃতঃ সেতুঃ। মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা। সমুদ্রোপরি নলবানর কৃত সেতু। যখন রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধনের জন্য সমুদ্রের নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন সমুদ্র রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, শিল্পিকুশল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল নামে যে বানর আছে, সে কাষ্ঠ, তৃণ বা প্রস্তরাদি যে কিছু বস্তু নিক্ষেপ করিবে, সেই সকল বস্তুই আমি ধারণ করিব, ইহাতে যে সেতু হইবে, এই সেতু নলসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবে। রামচন্দ্রও সেই উপায়ে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন। এই সেতু শতযোজন আয়ত ও দশযোজন বিস্তৃত।

"দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্।
নলসেতুরিতিখ্যাতো যোঽদ্যাপি প্রথিতো ভুবি॥"
(ভারত বনপ° ২৮২ অ°)

নলাপানি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত দেরাদুন্ জেলার একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ৩০° ২০´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৮´৩০´´ পূঃ। গুর্খারা নেপাল যুদ্ধের প্রারম্ভে এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে নাই।

নলিকা (স্ত্রী) নল ইব আকরোঽস্ত্যস্যা ইতি নল-ঠন্-টাপ্। নাড়ী নামে সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। উত্তরাপথে নলী এই নামে প্রসিদ্ধ। ইহার আকৃতি প্রবাল সদৃশ, এইজন্য কোন কোন স্থানে ইহাকে প্রবালী এবং কোন কোন স্থলে ইহাকে পঁঠারী কহে। পর্য্যায় বিদ্রুমলতিকা, কপোতচরণা, নলিনী, নির্ম্মধ্যা, শুষিরা, আগ্মানী, স্ত্তা, রক্তদলা, নর্ত্তকী, নটী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, তীক্ষ্ণ, মধুর; কৃমি, বাত, উদর, অর্শ ও শূলরোগনাশক এবং মলশোধক। (রাজনি°)

ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—
"নলিকা বিদ্রুমলতাকপোতচরণা নটী।
ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্ম্মধ্যা শুষিরা নলী॥
নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তহৃৎ।
কৃচ্ছ্রাশ্মরী বাততৃষ্ণাস্রকুষ্ঠকণ্ডুজ্বরাপহা॥" (ভাবপ্র°)

শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, কফ ও পিত্তনাশক, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও জ্বর নাশক। ২ অস্ত্র বিশেষ।

এই অস্ত্রের সাধারণতঃ তিনটী নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা নলিকা, নালীক ও নাল। বৈশম্পায়ন কৃত ধনুর্ব্বেদ, শার্ঙ্গ-ধর সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে ও

মহাভারতের অনেক স্থলে এই নালীকাস্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে অসুর সকল এই অস্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্রের আকার প্রকারাদির বর্ণনা দেখিলে আধুনিক বন্দুকের মত বলিয়া বোধ হয়। যথা

"নলিকা ঋজুদেহা স্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধ্রিকা।

মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা ॥" (বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ)

দেহ ঋজু, মধ্যদেশ রন্ধ্রবিশিষ্ট, আকার ক্ষুদ্র ও মর্ম্মচ্ছেদকারক, অর্থাৎ নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক সোজা ও সরু, গঠন নল সদৃশ বলিয়া নলিকা নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যদেশ রন্ধ্রবিশিষ্ট, বর্ণ কৃষ্ণ, ইহা হইতে অয়ঃকরণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহগুলিকা তীরবৎ অতিশয় বেগে বাহির হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করে। এই সকল বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, এই নলিকা একপ্রকার বন্দুকজাতীয় অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"গ্রহণং ধ্মাপনং চৈব স্যাতঞ্চেতি গতিত্রয়ম্।

তামাশ্রিত্য বিদিত্বা তু জেতাসন্নান্ রিপূন্ যুধি॥" (ধনুর্ব্বেদ)

প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্যাপন অর্থাৎ প্রজ্বলিতকরণ, পশ্চাৎ স্যাত অর্থাৎ বিদ্ধ করণ,—নলিকার এই ত্রিবিধ ক্রিয়া, ইহা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলে আসন্ন শত্রুকে জয় করা যায়। শার্ঙ্গধর সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদে এই অস্ত্র নালীক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"নালীকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।

অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥" (শার্ঙ্গধর সংগৃহীত ধনু°)

নালীক—ইহার বাণ লঘু অর্থাৎ ছোট বা সরু। এই লঘু নালীক বাণ নলযন্ত্র দ্বারা প্রেরিত হয়। এই বাণ উচ্চ ও দূরলক্ষ স্থলে এবং দুর্গযুদ্ধে ব্যবহার প্রশস্ত। এই নলিকাস্ত্রের বৈদিক নাম 'সূর্ম্মী'। অসুর সকল এই সূর্ম্মী লইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। অভিধানাদিতে সূর্ম্মী শব্দের অর্থ 'লৌহ প্রতিমূর্ত্তি' বলিয়া লিখিত আছে। বৈদিক গ্রন্থসমূহে ইহাকে লৌহস্থূণা বা স্থূণাকার যন্ত্র বিশেষ এই অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্বে যে নলিকাস্ত্র ব্যবহার হইত এবং এক্ষণে যে বন্দুক ব্যবহার দেখা যায়, তাহা ঠিক এক আকারের নহে, তবে তাহাকে বন্দুক জাতীয় বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে। যথা—

"এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেনয়াহস্ম

বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হা স্তৃংহন্তি।

যদেতয়া সমিধ মা দধাতি বজ্রমেবৈতৎ

শতঘ্নীং যজমানোভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি॥" (কৃষ্ণযজু° ১।৫।৭।৭)

'জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী, অতএব জ্বলন্তী। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি' (সায়ণ)

লৌহনির্ম্মিত বস্তু স্থূণাপদবাচ্য, তাহার মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে, ইহার মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন। যাহা বহিরাগত হয়, তাহাও জ্বলন্ত। এই ঋক্ মন্ত্র স্থূণার ন্যায় জানিতে হইবে। অসুরগণ এই সূর্ম্মীর আঘাতে এককালীন শত শত শত্রু বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। দেবগণও সেইরূপ তাহাদিগকে মারিবার জন্য শতঘ্নী বজ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ঋক্-মন্ত্র শতঘ্নী বজ্র বা সূর্ম্মী সদৃশ। যে যজমান এই ঋক্ মন্ত্রে সমিদাহুতি প্রদান করেন, তিনি শত শত শত্রু বিনাশ করিতে সমর্থ হন। অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে, সীসক দ্বারা শত্রু বিনষ্ট হয়, যথা—

"সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।

সীসং স ইন্দ্রঃ প্রযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্॥

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।

তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথানোঽসো অবীরহা॥"

(অথর্ব্ব ১।১৬।৩-৪)

এই সকল বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, লৌহনির্ম্মিত স্থূণা অর্থাৎ লম্বা লোহের খোটা, তাহার মধ্যদেশে সুষির বা রন্ধ্র, ইহার মধ্যদেশ হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বহিরাগত হয়, ইহা এককালে শত শত শত্রু নাশ করিয়া থাকে। এই মধ্যাগত পদার্থ সীসক দ্বারা হইয়া থাকে। এই সকল বচনে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয় যে, ইহা বন্দুক জাতীয় কোনপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র। শুক্রনীতিতে এই বিষয় আরও পরিষ্কার ও বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। যথা—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।

যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।

তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥

মূলাগ্রয়োর্লক্ষভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।

যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎগ্রাবচূর্ণধৃক্‌কর্ণমূলকম্॥

সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।

স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্॥

লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ।

যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্॥

যথাদীর্ঘং বৃহৎগোলং দূরভেদি তথা তথা।

মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্যসমসন্ধানভাজি তৎ॥

বৃহন্নালীকসংজ্ঞংতৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।

প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥" (শুক্রনীতি ৪।৭অ°)

মহামতি শুক্রাচার্য্য যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণন স্থলে বলিয়াছেন, যুদ্ধাস্ত্র প্রধানতঃ দুই প্রকার, নালিক ও মান্ত্রিক। যে সকল অস্ত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া নিঃক্ষেপ করিতে হয়, তাহাকে মান্ত্রিক কহে। মান্ত্রিকাস্ত্র না থাকিলে নালিকাস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

নালিকাস্ত্রও দুই প্রকার, বৃহন্নালিক ও ক্ষুদ্র নালিক। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র নালিকের পরিমাণ পঞ্চবিতস্তি অর্থাৎ চারি হাত। একটী নল বা নাল লৌহ নির্ম্মিত, ইহার মূলে তির্য্যক্ দিকে অর্থাৎ আড়ভাবে একটী ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃসুষির অর্থাৎ গর্ত্ত, মূলদেশে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু, যন্ত্রের আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হয়, এইরূপ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত। সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের অর্থাৎ বারুদের আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট। এইরূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী, অর্থাৎ ইহার মধ্যদেশে এইরূপ ছিদ্রযুক্ত হইবে, যেন মধ্যম অঙ্গুলি ইহার মধ্যে অনায়াসে যাইতে পারে। ইহার ক্রোড়দেশে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা থাকে। এই প্রকার নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিক। এই লঘুনালিক অস্ত্র পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যবহারোপযোগী।

বৃহন্নালিক স্থলে ইহার ত্বক্ যত কঠিন হইবে, এবং আয়তন যত বড় হইবে ও গর্ভস্থল যেরূপ স্থূল হইবে, তাহার গোলা তত বড় হইবে, সে ততই দূরভেদী হইবে। ইহার মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠবুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই। এই যন্ত্র শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হয়। ইহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষের নাম বৃহন্নালিক।

শুক্রাচার্য্যের এই বর্ণনা দ্বারা নিশ্চয়রূপে প্রতীতি হয় যে, ক্ষুদ্রনালিক বন্দুক ও বৃহন্নালিক কামান। আজকাল যে বন্দুক ও কামান ব্যবহার হয় এবং পুরাকালের এই নালিকাস্ত্র ঠিক একরূপ না হইলেও ঐ জাতীয় অস্ত্র তাহার প্রতি আর সংশয় নাই। আরও এই নালিকাস্ত্রের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে ঐ বাক্য আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়। এই নালিকাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শোধন করিতে হয়। যথা—

"নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাত্তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে যথা দৃঢ়ম্ ॥
ততঃ সুগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ॥
লক্ষ্যভেদো যথা বাণো ধনুর্জ্যাবিনিযোগতঃ।" (শুক্রনীতি)

প্রথমে নালাস্ত্রের শোধন করিতে হইবে, পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ দিতে হইবে, অনন্তর দণ্ডদ্বারা সেই প্রদত্ত বারুদকে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবে, অর্থাৎ ভাল করিয়া গাদিয়া দিবে। পরে তাহাতে গুলিকা বা গোলা দিবে, অতঃপর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া পরে যন্ত্রকৃত প্রস্তরাদি সংযোগে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক ঐ গোলাকে লক্ষ্য স্থানে পাতিত করিবেক। অগ্নিচূর্ণ যে বারুদ ইহার প্রস্তুত প্রণালীতেই অবগত হওয়া যায়। যথা—

"সুবর্চিলবণান্ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূমবিপক্বার্কস্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ ফলম্ ॥
শুদ্ধাৎ সংগৃহ্য সংচূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৌঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসোনস্য শোষয়েদাতপেন চ ॥
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু ॥" (শুক্রনীতি)

সুবর্চ্চিলবণ অর্থাৎ সোরা ৫ পল, গন্ধক ১ পল, অন্তর্ধূমবিপক্ব স্নুহী অথবা অর্কাঙ্গার ১ পল, (কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম বাহির হইয়া না যায়, এরূপ ভাবে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবে; কোন দ্রব্য দ্বারা ঢাকিয়া দিলে আগুণ নিবিয়া যায়, তাহাকে অন্তর্ধূমবিপক্ব কহে।) সংশোধন করিয়া পৃথক্ পৃথক্রূপে চূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ একত্র করিয়া তাহা এরূপ ভাবে পেষণ করিবে, যেন পরস্পর উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। অনন্তর সেই সিজ বা আকন্দের রসে এবং উহাতে লশুনের রস দিয়া পেষণ করিবে। তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় পেষণ করিলেই শর্করা অর্থাৎ বালুকার ন্যায় অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার অগ্নিচূর্ণ,—গন্ধক ও পূর্ব্বকথিতরূপ অঙ্গার সমভাগে লইয়া তাহাতে ৬ বা ৪ ভাগ সোরা মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নালিকাস্ত্রের জন্য অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবে।

তৃতীয় প্রকার অগ্নিচূর্ণ,—অঙ্গার, গন্ধক, সোরা, মনছাল, হরিতাল, সীসকমল, হিঙ্গুল, উত্তম লোহার মল, কর্পূর, জতু বা গালা, নীলী ও ধুনা এই সকল দ্রব্যের কোন কোন দ্রব্য সম বা কোন দ্রব্য অধিক বা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুতকরণবিষয়ে নিপুণ তাহারা ভাগ ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্তুত করিবেন। (শুক্রনীতি)

বৃহৎ ও লঘু নলিকাস্ত্রের জন্য যে গোলাদি প্রস্তুত হইত, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"গোলো লৌহোময়োগর্ভ গুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতু ভবোঽপি বা ॥
লোহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্ ॥" (শুক্রনীতি)

বৃহন্নালীকের জন্য লৌহের গোল প্রস্তুত করিবে। ইহা সগর্ভ এবং কেবল অর্থাৎ নিরেট, এই দুই প্রকার করিতে

হইবেক। সগর্ভ গোলের গর্ত্তে ক্ষুদ্র গুলিকা প্রভৃতি পূর্ণ করা যাইতে পারে। আর লঘুনালিকের জন্ত সীসক বা অন্ত কোন ধাতু দ্বারা নাল ছিদ্রের উপযুক্ত গুলিকা প্রস্তত করিবে। বোধ হয় এখন অগ্নিচূর্ণকে বারুদ বলা অসঙ্গত নহে। এই অগ্নিচুর্ণ ও গোলকাদি থাকায় প্রতীতি হয় যে, এই নলিকাস্ত্র বন্দুক জাতীয় অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মহাভারতে এই অস্ত্রের নাম বোধ হয় 'অয়ঃকণপ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"অয়ঃকণপচক্রাশ্মভুষণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।
কৃষ্ণপাথৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসম্মূর্চ্ছিতৌজসঃ॥"

(ভারত ১।২২৫।২৫)

টীকাকার নীলকণ্ঠও 'অয়ঃকণপ' এই শব্দকে নালিক শব্দের পর্য্যায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার ব্যুৎপত্তিও এইরূপ করিয়াছেন, 'অয়ঃকণপ অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকান্ পিবতীতি তৎ তথাবিধং লৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয়ৌষধ-বলেন গর্ভসম্ভূতা লৌহগুলিকা ক্ষিপ্যন্তে।' (নীলকণ্ঠ)

পুরাকালে কূটযুদ্ধ হইত না বলিয়া, এই অস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল না। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের মস্তকে ও ভিত্তিতে বৃহন্নালীক সকল রক্ষিত হইত, এইরূপ অনেক স্থলে বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু কালপ্রভাবে আর্য্য জাতির অবনতির সহিত এই অস্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। [নালীক দেখ।]

৩ জলনির্গমপথ, জলপ্রণালী, ড্রেন।

"বেদাঙ্গুলং মস্তকোর্দ্ধং কার্য্যং তোয়স্ত ধারণে।
সমর্থাং তত্র নলিকাং কুর্য্যাত্তোয়বিমোচনীম্॥"

(যন্ত্রবিধিশতক ১ অ°)

৪ তন্তুবায়দিগের বয়নসাধন দ্রব্যভেদ, নলী।

নলিকাযন্ত্র (ক্লী) দকোদররোগে প্রশস্ত যন্ত্রবিশেষ।

"দ্বিদ্বারা নলিকা পিচ্ছনলিকা বা দকোদরে।" (আত্রেয়সং°)

এই যন্ত্রের দুইটী দ্বার অথবা পিচ্ছনাল হইবে।

নলিত (পুং) নল্যতে ইতি নল বন্ধে ক্ত। শাকবিশেষ, তিক্ত-পট্ট শাক, চলিত নাল্‌তে। যে পাটশাক তিক্ত হয়, তাহাকেই নাল্‌তে বলে। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্তনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

(দ্রব্যগুণ°)

নলিন (ক্লী) নলবন্ধে ইনচ্ (বহুল মন্ত্রাপি। উণ্ ২।৪৯) ১ পদ্ম। ২ জল। ৩ নীলিকা, নীল। (পুং স্ত্রী) ৪ সারস-পক্ষী। (পুং) ৫ কৃষ্ণপাকফল, প্রাচীনামলক, চলিত পানি-আমলা। "নলিনং মলিনং বিবৃণ্বতী
স্পৃশতীমস্পৃশতী তদীক্ষণে।" (নৈষধ)

নলিনী (স্ত্রী) নলানি পদ্মানি সন্ত্যত্র নল-ইনি, ততো ঙীপ্। (পুষ্করাদিভ্যোদেশে। পা ৫।২।১৩৫) ১ পদ্মযুক্ত দেশ। নলানাং পদ্মানাং সমূহঃ, ('খলাদিভ্যঃ ইনি র্বক্তব্যঃ' পা ৪।২।৫২ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা ইনিঃ।) ২ পদ্মসমূহ। ৩ পদ্মলতা। পর্য্যায়—

'নলিনী স্যাৎ পঙ্কজিনী বিশিনী চ সরোজিনী।
পদ্মিনীতি চ পর্য্যায় পদ্মখণ্ডে তদাকরে॥' (বৈদ্যকরত্নমালা)

৪ পদ্মমাত্র। ৫ নদীমাত্র। ৬ নলিকা। ৭ ব্যোমনিম্নগা। এই নদী গঙ্গার পূর্ব্বদিকের শাখার অন্ততমা।

"ত্রীণি প্রাচীমভিমুখং প্রতীচীং ত্রীণ্যথৈব চ।
স্রোতাংসি ত্রিপথগায়াস্ত প্রত্যপদ্যন্ত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগা॥"(মৎস্যপু° ১২০।৪০)

পূর্ব্বদিকে গঙ্গার তিনটী ধারা গিয়াছে, এই তিনটী ধারার নাম নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী। রামায়ণে লিখিত আছে—নলিনী গঙ্গার একটী ধারা। এই ধারা হিমাদ্রিতে অবস্থিতা। বিন্দুসরোবর হইতে গঙ্গার যে সপ্ত ধারার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা তাহারই একটী। (রামায়ণ আদি°)

৮ নারিকেল-সুরা। (ত্রিকা°) ৯ বামনাসিকা।

"নলিনী নালিনী চ প্রাক্ দ্বারাবেকত্র নির্ম্মিতে।"(ভাগ° ৪।২৫।৪৮)

'নলনালশব্দৌ ছিদ্রবচনৌ তদ্বতী নলিনী নালিনী চ বাম-দক্ষিণনাসিকে' (টীকায়াং স্বামী) ১০ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৫টী অক্ষর থাকে, এবং ৩।৬।৯।১২।১৫ বর্ণগুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। লক্ষণ—

"সগণৈঃ শিববক্ত্রসিতৈর্গদিতা নলিনী।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

নলিনীখণ্ড (ক্লী) নলিনীনাং সমূহঃ, সমূহার্থে কমলাদিত্বাৎ খণ্ডচ্। পদ্মিনীসমূহ।

নলিনীনন্দন (ক্লী) নলিন্যা নন্দয়তি নন্দি-ল্যু। দেবোদ্যানভেদ, কুবেরনির্ম্মিত উদ্যান।

"বনং চৈত্ররথং দিব্যং নলিনীনন্দনং বনম্।
যো বিনাশিতবান্ ক্রোধাৎ দেবোদ্যানানি বীর্য্যবান্॥"

(রামা° আরণ্য° ৩৬ অ°)

নলিনী-পদ্মকোষ (পুং) নৃত্যকালীন হস্তমুষ্টির পদ্মের ন্যায় আকৃতিভেদ।

নলিনীরুহ (ক্লী) নলিন্যাং রোহতীতি রুহ-ক। ১ মৃণাল। (পুং) ২ ব্রহ্মা।

নলিনেশয় (পুং) নলিনে ব্রহ্মনাভিপদ্মে শেতে শী-অচ্। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

নলিয়া, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ ১ বর্গ মাইল। ইহার সত্বাধিকারিদিগকে ঠাকুর বলে। রাজস্ব ৭৪০৲ টাকা।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অন্দসা উপবিভাগের একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ১৮´, দ্রাঘি° ৬৮° ৫৪´পূঃ। ইহা কচ্ছদেশের একটী বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। এখানে অনেক ব্যবসায়ীর বাস আছে।

নলী (স্ত্রী) নল-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মনঃশিলা। ২ নলিকা, পর্য্যায়—শুষিরা, বিক্রমলতা, কপোতাঙ্ঘ্রি, নটী। (ভাবপ্র°)

নলেশ্বর (পুং) নল নৃপস্থাপিত শিবলিঙ্গভেদ। (শিবপু°)

নলুক (পুং) ত্বগ্‌বিশেষ, নালুকা।

নলোত্তম (পুং) নলেষু উত্তমঃ ৭তৎ। দেবনল। (রাজনি°)

নলোদয়, একখানি সংস্কৃত কাব্য। নৈষধ নলের অভ্যুদয় বিবরণ ইহাতে বিবৃত। ইহা রঘুবংশকার কবি কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু বোম্বাইয়ের আহ্মদাবাদ নগরে দেহলানো উপাশ্রয় নামক জৈন-ভাণ্ডারে নলোদয়ের দুইখানি হস্তলিখিত অতি প্রাচীন পুথি আছে, তাহাতে নারায়ণপুত্র রবিদেব নামক কবিই ইহার রচয়িতা বলিয়া জানা যায়। ডাঃ ভাণ্ডারকর ইহা দেখিয়া আসিয়াছেন।

নলোপত্তনম্, পুরাকালে মলবার উপকূলে এই নামে একটী বন্দর ছিল। এই বন্দরে ফিনিকীয় এবং অন্যান্য প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতীয়েরা বাণিজ্য করিতে আসিত।

নলোপাখ্যান (ক্লী) নলস্য উপাখ্যানং যত্র। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অবান্তর পর্ব্বভেদ।

নল্য (ত্রি) নলস্যাদূরদেশাদি বলাদি° য। নলের অদূর দেশাদি।

নল্লমলয় ('কৃষ্ণশৈল')—মান্দ্রাজ প্রদেশের কর্ণূল জেলাস্থ গিরিমালা। অক্ষা° ১৪° ৪৩´ হইতে ১৬° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৩´ হইতে ৭৯° ৩৬´পূঃ পর্য্যন্ত, কর্ণূল জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কৃষ্ণা নদীর ধারে বিস্তৃত। এই গিরিমালা কড়াপা জেলায় লঙ্কামলয় নামধারণ করিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মোটামুটী ইহার উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট্। ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম বারণীকুণ্ড, তাহা ৩১৩৩ ফিট্ উচ্চ। গিরিমালার মধ্যে গুণ্ডলা ব্রহ্মেশ্বর প্রধান, উহা উচ্চতায় ৩০৪৯ ফিট্। এই পর্ব্বতের উপর প্রাচীন ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের নিকট হইতে গুণ্ডলা কামম্, জম্পলেরু ও পালেরু এই তিন নদী বাহির হইয়াছে। এই স্থান হিন্দুদিগের নিকট মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানকার স্থলপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই পাহাড়ে দানাদার ও চকমকী প্রভৃতি কএক প্রকার পাথর এবং সীসার সহিত রূপা পাওয়া যায়। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও বন্যকুক্কুটাদি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়।

এই পাহাড়ের উপর কেবল 'চেঞ্চু' ও 'যনাদি' নামে অসভ্য জাতির বাস। চেঞ্চুরা মৃগয়াপ্রিয়। ইহাদের বেশভূষা তেমন নাই, উলঙ্গ বলিলেই চলে। কেবল কোমরে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া রাখে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া বাস করে। দুগ্ধ ও ফলমূলাদি ইহাদের খাদ্য।

এই শৈলোপরি শ্রীশৈল, মহানন্দী ও অহোবলম্ নামে তিনটী প্রধান দেবমন্দির আছে।

নল্লাবুধ কৌশিক, জনৈক নাটককার। রামচন্দ্রের পৌত্র ও নল্লাবুধের পুত্র। শৃঙ্গারসর্ব্বস্ব নামক ভাণজাতীয় নাটক ইহার রচিত।

নল্লা দীক্ষিত, জনৈক নাটককার। ইহার রচিত "চিত্তবৃত্তি-কল্যাণ নাটক" ও "জীবন্মুক্তিকল্যাণ নাটক" এই নামে দুইখানি নাটক আছে।

নল্লা পণ্ডিত, জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি "অদ্বৈতরসমঞ্জরী" নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করেন।

নল্ব (পুং) নল বাহুলকাৎ ব। চতুঃশত হস্ত পরিমাণ। (অমর)

কাত্য মতে শত হস্ত পরিমাণের নাম নল্ব।

"রাবণস্য শরীরস্তু পঞ্চনল্বানুবিস্তৃতম্।" (রামা° লঙ্কা° ৯২।৬২)

নল্ববর্ত্মগা (স্ত্রী) নল্বপরিমিতং বর্ত্ম গচ্ছতীতি গম্-ড। কাকাঙ্গী, চলিত কেওআঁকা গাছ। (শব্দচ°)

(ত্রি) ২ তন্মিত পথগামী, অর্থাৎ নল্বপরিমিত পথ যাহারা গমন করে।

নব (পুং) নু স্তুতৌ ভাবে অপ্। ১ স্তব। ২ রক্তপুনর্ণবা। (ত্রি) নূয়তে স্তূয়তে ইতি নু-অপ্। ৩ নূতন। নব, নূত, নূতন, নব্য, ইদা, ইদানীং, এই ৬টী নব শব্দের বৈদিক পর্য্যায়। (বেদনিঘণ্টু ৩ অ°)

"দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেন প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে ঘৃতগুড়ক্ষৌদ্রধান্যকৃষ্ণবিড়ঙ্গতঃ॥" (বৈদ্যকপরি°)

ক্রিয়া বিধিতে দ্রব্য সকল নব অর্থাৎ নূতন হইলে প্রশস্ত, কেবল ঘৃত, গুড়, মধু, ধান্য ও কৃষ্ণবিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য নূতন ভাল নহে।

(পুং) উশীনর নৃপের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩১ অ°)

নবক (ক্লী) নবানাং অবয়বঃ সংখ্যায়াঃ কন্। ১ নবসংখ্যা। (ত্রি) নব পরিমাণমস্য, কন্। ২ নবসংখ্যান্বিত।

"এতন্নবানান্নবকং জ্ঞাত্বাশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ।
অন্যচ্চ নবকং বচ্মি সর্ব্বেষাং স্বর্গমার্দ্দবম্॥" (কাশীখ°৪০অ°)

এই নবকের বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। নবক অর্থাৎ ৯টী পদার্থ গৃহস্থদিগের মঙ্গলের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা অভ্যাগত ব্যক্তিকে শক্তি অনুসারে আসন দান, পাদ-শৌচ, ভোজন, স্নান, শয্যা, তৃণ, জল, অভ্যঙ্গ ও দীপ এই ৯টী পদার্থ দিয়া অভ্যর্থনা করিলে গৃহস্থ ব্যক্তির সিদ্ধি

লাভ হইয়া থাকে। পৈশুন্য, পরদারসেবা, দ্রোহ, ক্রোধ, মিথ্যাকথন, অপ্রিয়বাক্য, দ্বেষ, দম্ভ এবং মায়া এই ৯টী গর্হিত কার্য্য। ইহা উন্নতিকামী ব্যক্তির পরিত্যাজ্য। প্রতিদিন স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতাপূজা, বৈশ্বদেব, পিতৃতর্পণ ও অতিথিসেবা এই ৯টী কার্য্য প্রতি গৃহীর অবশ্যকর্ত্তব্য। জন্ম-নক্ষত্র, মৈথুন, মন্ত্র, গৃহছিদ্র, বঞ্চনা, আয়ু, ধন, অপমান এবং স্ত্রী এই ৯টীর বিষয় সর্ব্বদা গোপন করিবে। নির্জ্জনকৃতপাপ, অকুৎসিতবৃত্তি, প্রায়োগ্য, ঋণ-পরিশোধ, বংশমর্য্যাদা, ক্রয়, বিক্রয়, কন্যাদান ও গুণোৎকর্ষ এই ৯টী বিষয় প্রকাশ করিতে হইবে। সৎপাত্র, মিত্র, বিনীত, দীন, অনাথ, উপকারী, মাতা, পিতা ও গুরু এই ৯ জনকে সর্ব্বদা দান করিবে এবং এই দান অক্ষয় হইয়া থাকে। বাচাল, স্তুতিপাঠক, তস্কর, কুবৈদ্য, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, শঠ, মল্ল ও তোষামোদকারী এই ৯ জনকে দান নিষ্ফল। আপদ্‌কালে অর্থাৎ অতিশয় বিপন্ন হইলেও বংশ থাকিতে সর্ব্বস্ব, দারা, শরণাগতব্যক্তি, ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য, বন্ধক দ্রব্য, কুলবৃত্তি, নিক্ষেপ অর্থাৎ বহুকালের জন্য নিহিত পরদ্রব্য, স্ত্রীধন এবং পুত্র এই ৯টী দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উপরি উক্ত নয়টী বিষয়ের নাম নবক। এই নবক অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। সকল লোকের মঙ্গলপ্রদ আরও একটী নবক কথিত হইয়াছে। সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, দান, দয়া, দম, অস্তেয় এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই ৯টী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। গৃহস্থ ব্যক্তি স্বর্গমার্গের প্রদীপক, সাধুগণের অভিমত এবং পুণ্য-জনক এই নবক অর্থাৎ ইহার বিষয় উপদেশ দিয়াছেন, ইহা অনুষ্ঠান করিলে অশেষবিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। (কাশীখ° ৪০অ°)

শারদাতিলকে নবকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"গুণিতা নবধা নিত্যা স্তুতে মন্ত্রং নবার্ণকম্।
নবকং শক্তিতত্ত্বানাং তত্ত্বরূপা মহেশ্বরী॥
নবকং পীঠশক্তীনাং শৃঙ্গারাদীন্ রসানপি।
মাণিক্যাদীনি রত্নানি নববর্গযুতানি চ॥
নবকং প্রাণদূতীনাং মণ্ডলং নবকং শুভম্।
যদ্যন্নবাত্মকং লোকে সর্ব্বমস্যা উদঞ্চতি॥" (শারদাতি°)

শক্তিতত্ত্বের নবক, পীঠশক্তির নবক, শৃঙ্গারাদি নবরস প্রভৃতি এই সকলেরই নাম নবক। ইহার মধ্যে শক্তিতত্ত্বের নবক এইরূপ। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর হইতে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। এই সকল তিন গুণ করিলে নবসংখ্যায় পরিণত হয়, তাহাকে নবক কহে।

অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ ও হ এই ৯টী অক্ষরকে বর্গ-নবক কহে। নবক এই শব্দের তাৎপর্য্য এই, যে সকল ৯টী পদার্থ একত্র করিয়া একটী শব্দের মত ব্যবহৃত হয়, তাহাকে নবক কহে। যথা নবগ্রহ, নবদুর্গা, নবধাতু, নবরত্ন, নবরস, নবরাত্র, নবলক্ষণ প্রভৃতি এ সকল শব্দকে নবক কহে। এই সকল শব্দের বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

নবকারিকা (স্ত্রী) নবং করোতি কৃ-ণ্বুল্ টাপ্, টাপি অত ইত্বং। ১ নবোঢ়া স্ত্রী, নববিবাহিতা স্ত্রী। ২ নূতনকারিকা। ৩ নূতনত্ব।

নবকালিকা (স্ত্রী) নবকং নূতনং অলতি অল-ভূষণে ণ্বুল্-টাপ্। নবীন। (হারাবলী)

নবকৃষ্ণদেব, কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের আদি রাজা। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ বাঙ্গলায় ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। মুরশিদাবাদের নিকট কাণসোণা নামক কায়স্থপ্রধান গ্রামে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বাস ছিল। ইহারা চিত্রপুরের দেববংশোদ্ভব মৌলিক কায়স্থ। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত, গণ্য মান্য ছিলেন।

ইহার বংশীয় ঊর্দ্ধতম যে কয় পুরুষের বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আদি পুরুষের নাম শ্রীহরি। শ্রীহরির পরে ৬ষ্ঠ পুরুষে পীতাম্বর দেব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবাব সরকার হইতে সম্মানসূচক খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি সেকালে বিশেষ ধনশালী ও সম্মানার্হ ছিলেন। কোন সময়ে ইনি কায়স্থকুলা-চার্য্য ও কুলীনদিগকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থ একটী ক্ষুদ্র নদীর একাংশ ধান্যদ্বারা পূর্ণ করিয়া সেতু-স্বরূপ বাঁধ বাঁধিয়া দেন। এইরূপে তাঁহার অপরি-মিত ধান্যশালিত্ব প্রকাশ পাইলে লোকে তাঁহাকে "ধান্যপীতা-ম্বর" বলিয়া সম্বোধন করিত। পীতাম্বর স্বসমাজে গোষ্ঠীপতি ছিলেন। পীতাম্বরের চারিটী প্রপৌত্র স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রামে বাস করেন। জ্যেষ্ঠ শিবদাস চৌধুরী উপাধি-যুক্ত ছিলেন, তিনি মলুই গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যম নিত্যানন্দ সৌদপুর গ্রামে, তৃতীয় চতুর্ভুজ তালাগ্রামে এবং কনিষ্ঠ শ্রীনাথ আসিয়া ধলেপুর গ্রামে বাস করেন। শেষোক্ত তিন জনই রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। মধ্যম নিত্যানন্দ রায়ের দুইটী বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠ বিজয়াবল্লভ পৈত্রিক রায় উপাধির অধি-কারী হন। বিজয়াবল্লভের প্রপৌত্র বিদ্যাধর সৌদপুর ত্যাগ করিয়া প্রথমে নাজুরা গ্রামে, পরে নিতাড়াগ্রামে বাস করেন। ইহার পৌত্র ছয় জন, তন্মধ্যে চতুর্থ দেবীদাস রায় "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এখনকার জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুড়া-

গাছা পরগণার কানুনগো-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার ছয় পুত্র হয়, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র সহস্রাক্ষ মজুমদার নবাব মহব্বত জঙ্গের সমসাময়িক। তিনি নবাব কর্ত্তৃক তাঁহার পৈত্রিক কর্ম্মে অর্থাৎ মুড়াগাছা পরগণায় কানুনগো-পদে নিযুক্ত হন। পঞ্চম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সরকার উপাধি পাইয়া কামারগোল গ্রামে বাস করেন। কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত মজুমদার অনেকগুলি জ্ঞাতিকে লইয়া মুড়াগাছার অন্তর্গত পঞ্চগ্রামে বাস করেন। ইনি নবাবের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইলে নবাব তাঁহাকে মুড়াগাছা পরগণার অপ্রাপ্তব্যবহার ক্ষত্রিয় জমীদার কেশবরাম রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন এবং ব্যবহর্ত্তা উপাধি দান করেন। এই ব্যবহর্ত্তা রুক্মিণীকান্ত মজুমদারের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা উক্ত পৈত্রিক কার্য্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বাবধানে নবাবসরকারে রাজস্ব বাকী পড়ায় জমীদার কেশবরাম তাঁহাকে নিজালয়ে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচরণ দেব মুরশিদাবাদে গিয়া তখনকার রাঁয়রায়াঁর নিকট পরিচিত হইয়া মুড়াগাছার রাজস্ব বার্ষিক ৫০৲ হাজার টাকা আরও বেশী দিবেন বলিয়া উহার ভার প্রার্থনা করেন। রাঁয়রায়াঁ তাঁহাকে উক্ত পরগণার উদেদারী (কমিশনার) পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে নিযুক্ত হইয়াই তিনি পিতাকে কারামুক্ত ও বৈরনির্য্যাতনার্থ কেশবরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে কেশবরাম মুক্তি পাইলে, রামচরণ তাঁহার ভয়েই হউক বা অন্য কারণেই হউক, মুড়াগাছার বাস উঠাইয়া গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গোবিন্দপুরই সুতানুটীর গড় গোবিন্দপুর। এই স্থানে বাস-স্থাপনের পর রামচরণ নবাবের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করিলে, তিনি রামচরণকে হিজলী, তমোলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমকমহলের করসংগ্রাহক পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে রামচরণ বিচক্ষণতা প্রকাশ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিলে নবাব মহব্বতজঙ্গ তাঁহাকে কটকের সুবাদারের দেওয়ানী প্রদান করিলেন। আর্কটের নবাবের ভ্রাতা মনিরউদ্দীন্ খাঁ সহোদরের সহিত বিবাদ করিয়া মুরশিদাবাদের নবাবের নিকট আশ্রয় লয়েন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত আশ্রয় দেন। এই সময় উড়িষ্যায় বর্গীর হাঙ্গামা হয়। নবাব মনিরউদ্দীনকে কটকের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া বর্গীদমনে উৎকলে পাঠাইয়া দেন। এই সুবাদারের সঙ্গেই রামচরণ দেওয়ান হইয়া গমন করেন। সুবাদার মেদিনীপুরের সীমা ছাড়াইয়া যখন কটকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার সহিত লোকজন বেশী ছিল না, সৈন্যেরা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। এই সময়ে জঙ্গল হইতে পিণ্ডারী-দস্যু বহির্গত হইয়া সুবাদারকে আক্রমণ করে। সুবাদার ও দেওয়ান রামচরণ অনেকক্ষণ আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে উভয়েই নিহত হন। উৎকলে বর্গীর হাঙ্গামার সময় আলীবর্দ্দী খাঁ একবার স্বীয় সেনাপতি মীরজাফরকে তদ্দমনে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি আমোদ প্রমোদে এত উন্মত্ত ছিলেন যে দস্যুদিগের আগমন শুনিয়াই বর্দ্ধমানে পলায়ন করেন, তৎপরে আতাউল্লা খাঁ নিযুক্ত হন। এই দুই নিয়োগের কথা ব্যতীত ইতিহাসে মনিরউদ্দীন্ খাঁর নিয়োগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে তাঁহার দেওয়ানীতে নিযুক্ত রামচরণের যুদ্ধাদি সম্বন্ধে মহা সন্দেহ করেন।

যাহা হউক রামচরণ ব্যবহর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের মহাকষ্ট হয়। তিনি তিনটী শিশুপুত্র ও পাঁচটী বালিকা কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হন। এই সময়েই আবার গোবিন্দপুরের বাটী গঙ্গার ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া যায়। রামচরণের পত্নী বালকবালিকা লইয়া সুতানুটীর মধ্যে শোভাবাজারে আসিয়া বাস করেন। এ সময় ইঁহাদের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছিল যে, আপনারা মৌলিক হইয়াও সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করিয়া অর্থাভাবে কনিষ্ঠা কন্যাটীকে মৌলিক কায়স্থের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহা হউক রামচরণের বিধবা এত ক্লেশেও পুত্র তিনটীকে উর্দ্দু ফার্সী প্রভৃতিতে কৃতবিদ্য করিতে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। শেষে জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোট নামক স্থানের দেওয়ান হইলেন। ইঁহা দ্বারা সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর হইল। মধ্যম মাণিক্যচন্দ্রও জ্যেষ্ঠের কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। ১১৭৯ হিজরীতে তাঁহারা দিল্লীর বাদশার অনুগ্রহ লাভ করিয়া রায় উপাধি ও হাজারী মনসবদারের পদ লাভ করেন। ইঁহাদের কনিষ্ঠই নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

ইনি অনুমানিক ১১৩৯ সালে (প্রায় ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) মুড়াগাছার পৈতৃক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।* ইনি জননীর

* কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দপুরের বাড়ীতেই তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু মুড়াগাছার জ্ঞাতিগণ সকলেই নিঃসঙ্কোচে বলিয়া থাকেন, তথায় রামচরণের বাড়ীতেই নবকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহারা তাঁহার সূতিকাগারটী এখনও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জন্মের পঞ্চম অথবা সূতিকার শেষ দিনে প্রসূতির ক্ষৌরনিয়ম আছে। নাপিত নখচ্ছেদন করিলে পর প্রসূতি স্নান বা জলযোগাদি করিতে পারেন। মুড়াগাছার নাপিত সেদিন কার্য্যানুরোধে যথাকালে উপস্থিত হইতে পারে নাই। প্রসূতি নাপিত আসিবার পূর্ব্বেই ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া জলযোগ করেন। তৎপরে তাঁহার নখকাটা হয়। এই নূতন ব্যবহারে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর মঙ্গল হইয়াছিল। তদবধি এই প্রথা এই বংশে চলিয়া আসিতেছে।

যত্নে উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কালে আরবী ও ইংরাজী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। রামসুন্দরের দেওয়ানী লাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের অবস্থা যেরূপ মন্দ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেক ভ্রাতাকে কিছু কিছু আয়ের চেষ্টা দেখিতে হয়। নবকৃষ্ণ এই সময়ে কলিকাতার ধনকুবের নকু ধরের* পরিচিত হন। তিনি প্রধান প্রধান ইংরাজগণের সহিত নবকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়া দেন। এই পরিচয়ের ফলে নবকৃষ্ণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পারসী-শিক্ষক হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ তখন কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন কেরাণী ছিলেন। তিন বৎসর পরে যখন হেষ্টিংস্ কাশিমবাজারের কুঠিতে প্রেরিত হইলেন, তখন নবকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে যান। উভয়ে এক বয়স্ক ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। নবকৃষ্ণ কাশিমবাজারে থাকিয়া পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

নবকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগে তাঁহাদের দুর্দ্দশা ঘটিবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। দেওয়ান রামচরণ উড়িষ্যা-যাত্রাকালে শিশুপুত্রদিগের তত্ত্বাবধান ও সম্পত্তি-পর্য্যবেক্ষণ জন্য স্বীয় বন্ধু হুগলীর বিখ্যাত সওদাগর খাজা ওয়াজিদের হস্তে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্প দিন পরেই তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহারা প্রধান সহায় হারাইলেন। এই সময়েই তাঁহাদের গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরের বাটী ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর একখানি বাটী তৈয়ারি হয়, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের সময় ঐ স্থান প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহারা আড়পুলীতে কয়েক বিঘা জমী ও কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতিপূরণার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু রামসুন্দরের ঐ স্থানে বাস করা মনোনীত না হওয়ায় বিশেষতঃ তাঁহার মাতাঠাকুরাণী গঙ্গাতীর হইতে অতি দূরে থাকিতে সম্মত না হওয়ায় রামসুন্দর আড়পুলীর জমী বেচিয়া গঙ্গার নিকটে সুতানুটীতে পাবনার বাগান (আধুনিক শোভাবাজার) নামক স্থানে জমী ক্রয় করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করান।

* নকু ধরের বাটী এখনকার নূতনবাজার নামক স্থানে ছিল। তাঁহার অতুল ধন ছিল, কিন্তু তিনি সামান্য বাড়ীতে সামান্য অশন বসনে কালাতিপাত করিতেন। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক। তাঁহার পূর্ণ নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। তাঁহার ধনগৌরব এত ছিল যে, এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার নিকট দশ লক্ষ টাকা কর্জ্জ চাহেন। নকু ধর জিজ্ঞাসা করেন যে টাকাটা সমস্তই সিক্কা টাকায় লইবেন না মোহরে লইবেন? ইঁহার পুত্রাদি ছিল না, একমাত্র দৌহিত্র সুখময় রায় উত্তরাধিকারী হন। ইঁহার নামে বড়বাজারে রাজা সুখময়ের পোস্তা হইয়াছে। অনেকেরই মতে নবকৃষ্ণ প্রথমে নকু ধরের নিকট চাকুরী করিতেন। কিন্তু তাঁহার বংশীয়গণ ইহা স্বীকার করেন না।

শোভাবাজারের বর্ত্তমান রাজবাটীর কতকাংশ স্থানই সেই আদিক্রীত ভূমি।*

কাশিমবাজারে বাসকালে হেষ্টিংস্ বিশেষ কথোপকথনাদির জন্য নবকৃষ্ণকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পাঠাইতেন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রথম যে ষড়যন্ত্র হয়, নবকৃষ্ণ তাহার অধিকাংশই জানিতেন।

এই ষড়যন্ত্রে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সাএদ মহম্মদের পুত্র সকতজঙ্গকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার করিবার কল্পনা হয়। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা সেই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া সকতজঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়েই কলিকাতার ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেব রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুরশিদাবাদে পাঠাইতে ও দুর্গসংস্কার বন্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলেন। নবাব ক্রোধে অন্ধ হইয়া পূর্ণিয়ায় নিজে না গিয়া কলিকাতা আক্রমণে ছুটিলেন। পথে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠী লুঠ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রভৃতি কুঠিয়াল এবং রেসিডেণ্টকে বন্দী করিলেন। নবকৃষ্ণ পূর্ব্বেই এই বিপৎপাতের আভাস পাইয়াছিলেন। তিনি হেষ্টিংস্‌কে সতর্ক ও কান্তমুদীর সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া কলিকাতায় সেই সংবাদ দিবার জন্য চলিয়া আসেন। তাঁহারই নিকট শুনিয়া কলিকাতার সাহেবেরা পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিবার পর নবাব কলিকাতা আক্রমণের জন্য কলিকাতার ঠিক উত্তরে চিত্রপুরের (চিৎপুরের) মধ্যে ছাউনী করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে মুরশিদাবাদে আবার এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ ইংরাজদিগের নিকট গোপনে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। নবাব হাল্‌সির বাগানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজবল্লভের দূত পত্র লইয়া গবর্ণর ড্রেকের নিকট পৌঁছিল ও বলিল, কোন বিশ্বস্ত হিন্দুকে দিয়া যেন এই পত্র পাঠ করান ও ইহার উত্তর লেখান হয়। এই সময় মুন্সী তাজউদ্দীন্ খাঁ নামে এক ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার মুন্সী ছিলেন। একে তিনি মুসলমান, তার রাজা রাজবল্লভের নিষেধ, কাজেই ড্রেক তাঁহাকে দিয়া সে পত্র পড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার নবকৃষ্ণের কথা মনে পড়িল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শিক্ষক হইবার সময় নবকৃষ্ণ ড্রেক প্রভৃতির নিকট নকু ধর কর্ত্তৃক পরিচিত হইয়াছিলেন। ড্রেক সাহেবের লোক নবকৃষ্ণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। নবকৃষ্ণও সেই দিন বড়বাজার অঞ্চলে কি প্রয়োজনে গিয়া-

* নবপ্রবন্ধ, ৩য় ভাগ, ১২৭৬ সাল ৪৫-৪৯ পৃষ্ঠা।

ছিলেন, ড্রেকের কর্ম্মচারী পথেই তাঁহার দেখা পাইল। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ড্রেক গোপনে তাঁহাকে দিয়া রাজবল্লভের পত্র পড়াইলেন ও তাহার উত্তর লেখাইলেন। ইহাই সিরাজের সর্ব্বনাশের বন্দোবস্ত পত্র। তাহার পর ড্রেক দেখিলেন, এখন এই ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়া কাজকর্ম্ম করিতে হইবে, সুতরাং মুন্সী তাজউদ্দীন্ ও নবকৃষ্ণ উভয়কে রাখিলে গোল ঘটিবার সম্ভাবনা। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ড্রেক মুন্সী তাজউদ্দীন্‌কে পদচ্যুত করিয়া নবকৃষ্ণকেই কোম্পানির মুন্সী-পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার বেতন ৬০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। এই পদ হইতেই তিনি "নবমুন্সী" নামে খ্যাত হন।

মুন্সীগিরিতে নবকৃষ্ণ ড্রেক ও হলওয়েলের বিশেষ প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। এখন যাহাকে পররাষ্ট্রসচিব (Foreign Secretary) বলে, ক্রমশঃ তাঁহার হস্তে সেই পদের উপযুক্ত কার্য্যভার দেওয়া হইল। সিরাজ-উদ্দৌলা সেবার কলিকাতা লুঠিয়া, কলিকাতাকে আলীনগর নাম দিয়া চলিয়া যান। মান্দ্রাজ হইতে কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াট্‌সন্ কলিকাতা উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। তাঁহারা আসিয়া কলিকাতা পুনরাধিকার করিলেন এবং ড্রেক, হলওয়েল ও মুন্সী নবকৃষ্ণের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া সিরাজের সর্ব্বনাশার্থ মুরশিদাবাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। ক্লাইব নবকৃষ্ণের কার্য্যদক্ষতায় তাঁহাকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিতেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলে নবাব পুনরায় কলিকাতা আক্রমণার্থ ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার পূর্ব্বে হাল্‌সিবাগান নামক স্থানে আমীরচাঁদের (উমীচাঁদের) বাগানে ছাউনী করিলেন। ক্লাইব নবাব-শিবিরের বলাবলের সঠিক সংবাদ পাইবার জন্য মুন্সী নবকৃষ্ণকেই নানাবিধ উপঢৌকন সহ দূতরূপে পাঠাইয়া দিলেন। নবকৃষ্ণ প্রকাশ্যভাবে দূতরূপে গিয়া নবাবের ক্রোধশান্তি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু গোপনে নবাবের সৈন্যবলাবলের বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া আসিয়া ক্লাইব প্রভৃতিকে জানাইলেন। পরদিন প্রত্যূষে অতিশয় কুজ্‌ঝটিকা হইল। ক্লাইব সুযোগ বুঝিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া নবাবকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে নবকৃষ্ণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৩০০ গৌড় আনাইয়া তাহাদিগকে হাল্‌সির বাগান, নন্দনবাগান ও বজবজে অঞ্চলের জঙ্গলময় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। নবাবের লোকেরা তাহার বিন্দুমাত্র সন্ধান পায় নাই। ইংরাজ-সৈন্য কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, ঐ গোপগণ তাহাদের অনুবলরূপে নানা স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতেই নবাবের সৈন্যগণ ইংরাজদিগকে বহুবলযুক্ত মনে করিয়া সাহসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্লাইব অনায়াসেই কলিকাতা উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সময়ে নবকৃষ্ণ না থাকিলে বৃটীশের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিতেন। ক্লাইব নবকৃষ্ণের কার্য্যকুশলতা কখন বিস্মৃত হন নাই। তিনি নবকৃষ্ণের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, একটা সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে বড় লোক করিয়া দিবেন।

রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব লিখিয়াছেন, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, তৎকালে নবকৃষ্ণ আপনার জীবনের প্রতি মমতা না রাখিয়া ফলতায় জাহাজবাসী ইংরাজদিগকে জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসকাল রসদ যোগাইয়াছিলেন।* এ সময়ে নবকৃষ্ণ দুর্দ্দান্ত নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগকে এরূপে রক্ষা না করিলে তাঁহারা খাদ্যাভাবে কিরূপ বিপদে পড়িতেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহাতে নবকৃষ্ণ ইংরাজপক্ষের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। তিনি জগৎ শেঠ প্রভৃতির সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য ক্লাইব কর্ত্তৃক মুরশিদাবাদে ছদ্মবেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত লেখাপড়া নবকৃষ্ণ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। মীরজাফরের সহিত বন্দোবস্ত, উমিচাঁদের নামীয় সাদা ও লাল চুক্তিপত্র সমস্তই নবকৃষ্ণের লিখিত।

নবকৃষ্ণ মুরশিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখে ভাবী সুসংবাদ অবগত হইয়া ক্লাইব যুদ্ধযাত্রায় সাহসী হন। যখন পলাশীপ্রাঙ্গণে ক্লাইব সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, নবকৃষ্ণ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে অনেক জমিদার ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময় বর্দ্ধমানের রাজা কএক জন অশ্বারোহী এবং নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কএকটী তোপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজগণ পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে আর তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, বিনাযুদ্ধেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন; কিন্তু সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভীষণ গোলাবৃষ্টিতে তাঁহাদের চক্ষুস্থির হইল। ইংরাজ পক্ষের পদে পদে পদস্খলন ও পতন হইতে লাগিল। বিষম অগ্নিবৃষ্টির অভিমুখে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য। ক্লাইব প্রভৃতি সেই বিষম সঙ্কটকালে নবকৃষ্ণকেই মীরজাফরের নিকট পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভুর কার্য্যসাধনার্থ জীবনের

* Rev. Long's Selections from the Unpublished Records, No 235, p. 93 foot-note

প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বহুকষ্টে মীরজাফরের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ভবিষ্যতে সিংহাসনপ্রাপ্তির কুহকে মুগ্ধ হইয়া মীরজাফর সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। নবকৃষ্ণ ঐ সুসংবাদ ক্লাইবকে আসিয়া নিবেদন করিলেন। পলাশী-ক্ষেত্রে এইরূপে ইংরাজের জয় ঘোষিত হইল।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব প্রকাশ্য দরবারে মুরশিদাবাদের মসনদে মীরজাফরকে বসাইলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণও এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দরবার ভঙ্গ হইলে যখন ওয়াল্‌স্‌, ওয়াট্‌স্‌, লুসিংটন, ক্লাইব এবং ইংরাজদিগের দেওয়ান রামচাঁদ রায় (আন্দুলের রাজগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ) নবাবের ধনাগার দেখিতে যান, তখন নবকৃষ্ণও ছিলেন। এই ধনাগারের দুই কোটী টাকা ক্লাইব প্রভৃতি ভাগ করিয়া লন। তৎসাময়িক ইতিহাস-বেত্তারা বলেন যে, এই প্রকাশ্য ধনাগার ব্যতীত সিরাজের অন্তঃপুরে আর একটী গুপ্ত ধনাগার ছিল। তাহার বিবরণ ইংরাজেরা কেহ জানিতেন না। মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, ইংরাজদিগের দেওয়ান রামচাঁদ রায় ও মুন্সী নবকৃষ্ণ এই ধনাগার হইতে ৮ কোটী টাকার স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নাদি প্রাপ্ত হন।

জুন মাসে পলাশীর যুদ্ধ হয়, সুতরাং শারদীয় পূজার অতি অল্পদিন ব্যবধান থাকিলেও নবকৃষ্ণ বিরাট ব্যবস্থা করিয়া বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের পত্তন করিলেন এবং বিস্তর লোক লাগাইয়া সেই দালান নির্ম্মাণ শেষ করিয়া সেই বৎসরই নূতন দালানে মহা সমারোহে মহামায়ার অর্চ্চনা করিলেন। শোভাবাজার রাজ-বংশের পুরাতন বাটীতে এই বৃহৎ দালান আজিও বর্ত্তমান। লক্ষ্ণৌ, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে এই উৎসবে নর্ত্তকী ও নহবতাদি আনান হয়। কৃষ্ণানবমী হইতে পক্ষকাল এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও এই রাজবংশে সেই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। নবকৃষ্ণের প্রথম পূজায় কর্ণেল ক্লাইব প্রভৃতি সমস্ত ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন*।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগকে তিনি যত টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা শোধ করিতে না পারায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইলেন। এই সময়েই মহারাজ নন্দকুমার হুগলী হিজলী প্রভৃতি স্থলের দেওয়ান ছিলেন। তাহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব বিলাতে গেলেন। বান্সিটার্ট কলিকাতার গবর্ণর হইলেন। মীরজাফর সন্ধিকালে ইংরাজদিগকে যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিতে না পারিয়া নদীয়া ও বর্দ্ধমানের রাজস্ব ছাড়িয়া দিলেন। মহারাজ নন্দকুমার উহার তহশীলদার হইলেন। ইহা ক্লাইব থাকিতেই হয়। কিন্তু বান্সিটার্টের সময় ইহাতেও হিসাব পরিষ্কার না হওয়ায় মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম, শ্বশুরের দূত হইয়া কলিকাতায় হিসাব মিটাইতে আসেন। ইংরাজেরা দেখিলেন, মীরকাশিম মীরজাফর অপেক্ষা সুবেদার হইবার অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। অমনি তাঁহার সহিত নবকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় কথাবার্ত্তা ও সন্ধি স্থির করিয়া ইংরাজরাজ মীরজাফরকে পদচ্যুত করিলেন। মীর-কাশিম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দেই নবাব হইয়া ইংরাজদিগকে ২০ লক্ষ টাকা এবং বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম দান করিলেন। কিন্তু ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল। মহারাজ নন্দকুমার দেওয়ান হইলেন। তিনি মীরজাফরের দেয় ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে এক দফা ২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। যে চিঠির মারফতে এই টাকা আসে, তাহা মুরশিদাবাদ হইতে নন্দকুমার ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বরে লেখেন। এই সময় নবকৃষ্ণ ইংরাজের ফারসী দপ্তরে কার্য্য করিতেন এবং টাকা কড়ির বাটার হিসাবও তাঁহার হাতে ছিল। নন্দকুমারের ঐ চিঠিতে লিখিত ছিল যে, যে তোড়ায় যেরূপ টাকা যত আছে, তাহার এক ফর্দ্দ মুন্সী নবকৃষ্ণকে পাঠান হইল। তখনকার বিভিন্ন নবাবের বিভিন্ন ওজনের টাকা ছিল, কাজেই বিভিন্ন টাকার বাটার হিসাবের ব্যবস্থাও করিতে হইত।*

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পুনরায় এদেশের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। এসময় নবাব সরকারেও নবকৃষ্ণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজের পক্ষে তিনি যেমন ষোলআনা টানিয়া চলিতেন, নবাবের পক্ষেও সেইরূপ। স্বয়ং ক্লাইব সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে গোপনীয় পত্রাদিও নবকৃষ্ণই মুরশিদাবাদে লইয়া যাইতেন।†

যখন মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন মেজর আডামস্ সেনাপতি হইয়া যান। নবকৃষ্ণ তাঁহার বেনিয়ান (রাজনৈতিক মুৎসুদ্দী) হইয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। যুদ্ধে আহত ও পীড়িত হইলে মেজর আডামস্‌কে লইয়া নবকৃষ্ণ যে সময় কলিকাতায় আসিতেছিলেন, সে সময়ে নবাবের একদল লুণ্ঠনকারী-সেনা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। নবকৃষ্ণ নিজ জীবন উপেক্ষা করিয়া কৌশলে মেজরকে রক্ষা করেন। এই সময় মহারাজ নন্দকুমার বিহারপ্রবাসী দিল্লীর বাদশার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজদমনের চেষ্টা করেন। জেনারেল কার্ণাক তাহা জানিতে

* রাজবাটীর এই নাচ ইংরাজদিগের আকর্ষক বলিয়া অনেক ইংরাজ এখন পর্য্যন্ত শোভাবাজারের রাজবাটীতে নাচ দেখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন।

* Persian Dept.—Letters received 1764. L. No. 311, dated 26 Dec. 1764 (Nundcoomar to Vansitart.)

† Persian Dept. Letters written 1764-65, No. 218, dated 22 Dec, 1764 & No. 7 of 65 (C. R. Clive to Nawab.)

পারিয়া নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে চাহেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকে মধ্যস্থ হইয়া কার্ণাককে নিরস্ত করেন। নন্দকুমারের বিপক্ষে বান্সিটার্টের লিখিত বিবরণ পড়িয়া, ক্লাইব নন্দকুমারকে নায়েব সুবাদারী হইতে পদচ্যুত করিয়া, পাছে তিনি আবার দিল্লীর বাদশা বা ফরাসীদের সহিত পরামর্শের সুযোগ পান, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে একবারে চট্টগ্রামে নির্ব্বাসিত করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতি মধ্যস্থ হইয়া অনুরোধ করায়, ক্লাইব তাহা করেন নাই। মহম্মদ রেজা খাঁ মহারাজ নন্দকুমারের পদে নিযুক্ত হন। [নন্দকুমার দেখ।]

এই সময়ে দিল্লীর বাদশা ইংরাজদিগের সাহায্যে দিল্লীর বাদশাহী দৃঢ় করিতে চেষ্টা পান। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাইব মুরশিদাবাদে গিয়া নূতন নবাব নজমুদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানকার ব্যবস্থা করিয়া ক্লাইব আলাহাবাদে যান। নবকৃষ্ণও সঙ্গে গিয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাব, মোগল বাদশার প্রধান মন্ত্রী সুজাউদ্দৌলার সহিত বাদশা শাহআলমের বিবাদ চলিতেছিল। সুজাউদ্দৌলা বাদশার আলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সূত্রে নবাব সুজাউদ্দৌলা আলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ ইংরাজদিগকে দান করেন। ইংরাজেরা এই দুই প্রদেশ বাদশাকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা এই তিন সুবার রাজস্ব একত্র ২৬ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন। সুজাউদ্দৌলা ও বাদশার সঙ্গে এই সকল কথাবার্ত্তা স্থির করা, তাঁহাদের দরবারে এই কার্য্য উপলক্ষে যাতায়াত করা এবং উভয়ের সহিত যে সন্ধিপত্র হয়, তাহার মুশাবিদা করা, এ সমস্তই নবকৃষ্ণ করেন। এমন কি, শুনা যায় আলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ বাদশাকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তিন সুবার দেওয়ানী প্রার্থনার পরামর্শ নবকৃষ্ণই ক্লাইবকে দিয়াছিলেন। এতদিন বাঙ্গালায় নবাব সরকারে রায়রাঁয়াগণ বা দেওয়ান দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি যে পদে কার্য্য করিতেন, প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ-কোম্পানী এই দেওয়ানী লইয়া সেই পদের কর্ম্মই গ্রহণ করিলেন।

যাহাহউক এই সকল মহৎকার্য্য নবকৃষ্ণ মুন্সীদ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়ায় লর্ড ক্লাইব তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বাদশার নিকট হইতে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। বাদশা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ সঙ্গে তাঁহাকে পাঁচহাজারী মন্সবদার পদে নিযুক্ত করিয়া নিজ দরবারের ওমরাহ শ্রেণীতে গণ্য করিলেন। এই উপলক্ষে নবকৃষ্ণ ৩ হাজার সওয়ার, ঝালদার পাল্‌কী, নাকারা বাজনা, তোগ নামক ধ্বজা, আশাসোঁটা ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। সুজাউদ্দৌলাও ইঁহাকে একটী স্বতন্ত্র 'খেলাৎ' দিয়াছিলেন। এই সময়েই লর্ড ক্লাইবের অনুরোধে সম্রাট্ শাহআলম্ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও "মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।*

ইহার পর লর্ড ক্লাইব ও রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজা বলবন্তসিংহের সহিত তাঁহার জমীদারী ও কোম্পানীর অধীনস্থ সুবা বেহারের সীমান্ত-বিষয়ক বন্দোবস্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। এখানেও রাজা নবকৃষ্ণ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময়েই বিশ্বেশ্বরের নাটমন্দিরে রাজা নবকৃষ্ণ স্বনামে "নবকৃষ্ণেশ্বর" নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে পাটনানগরে আসিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা সেতাব রায়ের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। এস্থলেও রাজা নবকৃষ্ণই সমস্ত নির্ব্বাহ করেন।

তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া ক্লাইব মহম্মদ রেজা খাঁকে মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে নায়েব দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি তৎকালে নায়েব সুবাদারীপদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তিতে প্রকৃতপক্ষে নায়েব সুবাদারীপদ (খালসার দেওয়ানী) কোম্পানীরই হইল, সুতরাং ক্লাইব নায়েব সুবাদারীপদ উঠাইয়া দিয়া নায়েব দেওয়ানীপদের সৃষ্টি করিয়া সেই পদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ নন্দকুমারই তখন হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন। তাহার পর ক্লাইব কলিকাতায় আসিয়া রাজা নবকৃষ্ণকে কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দিতে মনস্থ করিলেন। এই সূত্রে তিনি আবার সম্রাট্ শাহআলমকে লিখিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা নবকৃষ্ণের জন্য "মহারাজা

* নবকৃষ্ণের বংশধরেরা বলেন, রাজা নবকৃষ্ণই চেষ্টা করিয়া ঐ উপাধি দেওয়ান, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নবকৃষ্ণ সে সময়ে ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন বলিয়া এ সম্বন্ধেও লেখা পড়া তাঁহার হাত দিয়া হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাদশার নিকট পরিচিত করিতে বা তাঁহাকে উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিবার জন্য নবকৃষ্ণের মত লোকের চেষ্টার তখন বিশেষ আবশ্যক না হওয়াই সম্ভব। কারণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখনও মোগলদরবারে একজন চিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন। ভবানন্দ মজুমদার হইতে তিনি পর্য্যন্ত সকলেই দিল্লীর দরবার হইতে ফরমাণ বলে "রাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন।

[কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।]

"বাহাদুর" উপাধির ফরমাণ আনাইলেন। এ সময়ে সম্রাট্ও তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করিলেন ও চতুঃসহস্র সওয়ার রাখিবার ক্ষমতা দিলেন। যেদিন এই সকল খেলাৎ আসিয়া পৌঁছিল, সেইদিন ক্লাইব যখন সেই সকল দ্রব্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন নবকৃষ্ণও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে আর্কটের নবাবের নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল। ক্লাইব তখনই নবকৃষ্ণকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করিলেন। নবকৃষ্ণ চিঠি খুলিয়াই দেখিলেন, নবাব এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার স্বার্থহানি হইতে পারে। ইহা দেখিয়াই তিনি সে পত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন।*

আর্কটের নবাবের পত্রে লর্ড ক্লাইব রাজা নবকৃষ্ণের পূর্ব্ব-পরিচয় পাইয়া মহা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৃতকর্ম্মের প্রশংসা করিয়া এক স্বর্ণপদক প্রস্তুত করাইলেন। তাহার পর একদিন দরবার করিয়া ক্লাইব রাজা নবকৃষ্ণকে বাদশাদত্ত মহারাজ বাহাদুর, ছয়হাজারী মনসবদারীর ফরমাণ, দশবিধ খেলাৎ (ঘোড়া, জোড়া, চামর, শিরপেঁচ, ছাতা, পাখা, হাতী, ঝালরদার পাল্কী, ঘড়ী, তলওয়ার এবং কুণ্ডল, মুক্তামালা প্রভৃতি রত্নালঙ্কার) প্রদান করিলেন। একদল সিপাহীকে তাঁহার দ্বাররক্ষিপদে নিযুক্ত করিয়া, নিজে হাত ধরিয়া হাতীর উপর হাওদায় বসাইয়া দিলেন। এই সমস্ত রেশালার সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ইংরাজ কোম্পানীর প্রশংসাসূচক স্বর্ণপদক ধারণ করিয়া নাকারা বাজাইতে বাজাইতে হস্ত্যারোহণে স্বালয়ে ফিরিলেন। আসিবার সময় নগর উৎসবময় হইয়া উঠিল, রাস্তায় দর্শক জমিয়া গেল। মহারাজ সমবেত দরিদ্রদিগের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা বৃষ্টি করিতে করিতে বাড়ী আসিলেন। তৎপরে ক্লাইব তাঁহার হস্তে কোম্পানীর কয়েকটী প্রধান প্রধান কার্য্যবিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। মুন্সীদপ্তর (ফারসী দপ্তর) বরাবরই নবকৃষ্ণের অধীনে ছিল, তৎপরে ক্রমশঃ আরজবেগী দপ্তর (আবেদনপত্রাদি গ্রহণ-বিভাগ), মালখানা (ধনাগার), ২৪ পরগণার মাল আদালত, (২৪ পরগণার রাজস্ব-সংক্রান্ত আদালত), ২৪ পরগণার তহসীল দপ্তর (২৪ পরগণার কালেক্টরী কাছারী) প্রভৃতি তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। এই সকল কার্য্য তিনি পাবনার বাগানের নিজ বাটীতে বসিয়াই সম্পন্ন করিতেন।

এই সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃবিয়োগ হয়। কথিত আছে, মাতৃশ্রাদ্ধে মহারাজ নবকৃষ্ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আহূত অনাহূতের আহারের জন্য এত দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছিল যে শুনা যায়, যে স্থলে ভাণ্ডার হইয়াছিল, (আধুনিক ফুলবাগান নামক পল্লীতে) সে স্থলে প্রকৃতই ঘৃত, তৈল, দধি ও দুগ্ধের চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধে বাঙ্গালার তখনকার সমস্ত রাজা, মহারাজ ও জমীদারই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোনও কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল এবং এত বড় সভা সেকালে আর হয় নাই। শিবচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত হইয়া সভার আয়োজন দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, "এ যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার দেখিতেছি।" নবকৃষ্ণ শুনিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "রাজকুমার! আমার বিবেচনায় ইহা তাহা অপেক্ষাও অধিক, কারণ দক্ষের যজ্ঞসভায় শিবের আগমন হয় নাই, কিন্তু এ সভায় স্বয়ং শিবচন্দ্র উপস্থিত।" এই শোভাসম্পন্ন সভা হইতেই নবকৃষ্ণের বাসপল্লীর মাতা-গোস্বামীর মহাল, মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ও পাবনার বাগান ইত্যাদি নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সভাবাজার বা শোভাবাজার হইয়াছে।

ক্লাইব চলিয়া গেলে ভেরেলেষ্ট কলিকাতার গবর্ণর হন। তাঁহার সময়েও নবকৃষ্ণের ঐ সকল পদমর্য্যাদা ছিল। ভেরেলেষ্ট তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন, ভেরেলেষ্ট আপন গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব শেষবার আসিয়া তাঁহাকে কোম্পানীর কমিটীর রাজনৈতিক বেনিয়ান্* (মুৎসুদ্দী) করিয়াছিলেন। ভেরেলেষ্টের সময়ে নবাব মনির-উদ্দৌলা যখন ইংরাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। †

ভেরেলেষ্টও ক্লাইবের ন্যায় নবকৃষ্ণকে অতিশয় বিশ্বাস

* নবপ্রবন্ধ ৩য় ভাগ (১২৭৬ সাল) ৯৭—৯৯ পৃঃ।

* Banyan—'*Banyans* in fact, have principal share, as deputies and interpreters, in every department of the Government as well as of the commercial concerns of the English East India Company. A *Banyan* is a person (either acting for himself or as the substitute of some great black merchant) by whom the English gentlemen in general transact all their business. He is interpreter, head book-keeper, head-secretary, head-broker, supplier of cash and cash-keeper, and in general also secret-keeper. He puts in clerks, porters &c and whose honesty, he is deemed answerable and conducts all the trade of his master &c'.—Bolt's Indian Affairs, Vol. I. p. 85.

† Persian Dept. Letters received in 1767-68. Letter No. 32 (From Nabob Monier-uddowlah to Gov. Verelest.)

করিতেন এবং ভালবাসিতেন। এ সময়ে নবকৃষ্ণ যদিও ইংরাজের প্রসাদে প্রভূত ক্ষমতাশালী এবং বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুসমাজে ততটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তখনও মুসলমান-সমাজে মহম্মদ রেজাখাঁ মুখপাত্র এবং হিন্দুসমাজে মহারাজ নন্দকুমার শীর্ষস্বরূপ বর্ত্তমান। তখনও হিন্দুর জাতিমালা-কাছারী নন্দকুমারের হস্তে। তখনও আপামর সাধারণে সামাজিক বিষয়ে নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, কাজেই দেশের আভ্যন্তরীণ প্রভুতা তখনও নন্দকুমারের একচেটিয়া রহিয়াছে। ইহার উপর তখনও নবকৃষ্ণের ভূসম্পত্তি কিছুই নাই, নওয়াপাড়া নামে সামান্য একটু মহাল তাঁহার ছিল মাত্র; সুতরাং নগদ অর্থে অতুল ধনী হইয়াও নবকৃষ্ণ দেশীয় লোকের নিকট একটা বিশেষ সম্মান দাবী করিতে পারিতেন না। রাজকীয় ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, প্রভুত্ব-লোলুপ ইংরাজ কোম্পানীকে তিনি ইচ্ছা মত করাগ্রে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিতেন, নবাব সরকারেও ইচ্ছা করিলে অনেক সু ও কু ব্যাপার বাধাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয়ের সমাজে স্বশ্রেণীতে তখন তাঁহার কিছু প্রতিপত্তি ছিল না। মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে তাঁহার নিজের এই ক্ষমতার অভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। যদিও তিনি রাজ্যের সমস্ত রাজা, মহারাজ ও জমীদারবর্গকে স্বালয়ে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, তবুও তিনি আপনাকে সামাজিক সম্মানে অনেকটা বঞ্চিত, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সে সময়ে কৌলীন্য-মর্য্যাদার পূর্ণ আদরের সময়। সেই সময় তাঁহার ন্যায় একজন নূতন অভ্যুত্থিত মৌলিক কায়স্থের মাতৃশ্রাদ্ধের ন্যায় সামাজিক ব্যাপারে ওরূপ বিপুল আয়োজন করিতে হইলে যে কিরূপ বিনয় ও হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা তৎকালের সামাজিক ব্যাপারের ব্যবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই অনুমান করিতে পারিবেন। যাহা হউক মাতৃশ্রাদ্ধের পর হইতে নবকৃষ্ণ সামাজিক প্রভুতা লাভে সচেষ্ট হইলেন। এই চেষ্টার মুখপাতে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকল সমাজই নন্দকুমারের হস্তে। তাহার উপর নন্দকুমারের রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁহা অপেক্ষা যে বড় অল্প ছিল তাহাও নহে। নবকৃষ্ণ দেখিলেন এই নন্দকুমারকে কোনরূপে খর্ব্ব করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; সুতরাং তিনি সেই চেষ্টায় পরোক্ষভাবে নিযুক্ত হইলেন। উদীয়মান ইংরাজ-প্রভুত্ব তাঁহার মুষ্টির মধ্যে, সুতরাং তাঁহার আর চিন্তা কি? এই সময়ে নন্দকুমারের ভাগ্যচক্রও ফিরিতেছিল। ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি কখন তুষ্ট কখন রুষ্ট হইতেছিলেন। ভেরেলেষ্টও ক্লাইবের ন্যায় প্রথমতঃ নন্দকুমারকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, শেষে তাঁহার শত্রুপক্ষের উত্তেজনায় বিরক্ত হইয়া পড়েন। সুকৌশলী নবকৃষ্ণ এই শুভ অবসর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভেরেলেষ্ট যাহাতে পুনরায় নন্দকুমারকে অনুগ্রহ করিতে না পারেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। ইহা হইতেই নন্দকুমার-নবকৃষ্ণ বিবাদ সূচিত হয়।

এই সময় আরও এক ঘটনা ঘটে, তাহাতে ঐ বিবাদ দৃঢ়ীভূত হয় ও নন্দকুমারের সমধিক হানি ঘটে। নবকৃষ্ণ এ সময় বিপুল ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। ক্ষমতা হইলেই লোকের কিছু না কিছু অত্যাচারবৃত্তি স্ফুরিত হয়; মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্রেও সে কলঙ্ক স্পর্শিয়া ছিল। নবকৃষ্ণেরও সেই দোষ ঘটিল। অনেকে তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত ইংরাজের আদালতে তাঁহার নামে নানাপ্রকার অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশ্য ঐ সকল অভিযোগ সম্বন্ধে সপক্ষে বিপক্ষে অনেক প্রবাদ ও প্রমাণ আছে। কেবল প্রবাদ হইলে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিত; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, তখন ইংরাজ আদালতের কাগজপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ সকল অভিযোগের উল্লেখ আছে, তখন কেবল প্রবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ঐ সকল অপরাধের জন্য তিনি ইংরাজ আদালতে রীতিমত অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনকার মেয়র-কোর্টের জনৈক জজ তাহা কতক কতক ছাপাইয়া গিয়াছেন। এই মুদ্রিত কাগজপত্র হইতে নবকৃষ্ণের দুইটী গুরুতর অপরাধের বিবরণ উদ্ধৃত হইল। এরূপ উদ্ধারের উদ্দেশ্য কেবল নবকৃষ্ণের দোষাদোষ অনুসন্ধান নহে, ইতিহাসের পবিত্রতা-রক্ষা ও সত্যাবধারণ মাত্র।

তখন কলিকাতায় একপ্রকার সেশন আদালত ছিল। ইহা বৎসরে চারিবার বসিত, এইজন্য ইহাকে কোর্ট অফ কোয়াটার সেশন (Court of Quarter Sessions) বলিত, এই আদালতে কলিকাতার গবর্ণর প্রধান বিচারপতি ও আর তিনজন কাউন্সিলের সদস্য বিচারক নিযুক্ত হইতেন। এখানে বিচারে সহায়তার জন্য সেরিফকর্ত্তৃক জুরী নিযুক্ত হইত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে (বাং ১১৭৩ সালের চৈত্র মাসে) গোকুল সোণার নামে এক ব্যক্তি নবকৃষ্ণের নামে উক্ত আদালতের গ্রাণ্ড জুরির নিকট অভিযোগ করে। উক্ত অভিযোগপত্র প্রথামত কোন জষ্টিস্ অফ দি পিসের সমক্ষে শপথ করিয়া দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গবর্ণর উহাকে জমীদারী আদালতে বিচারার্থ অর্পণ করেন। তখন ফৌজদারী বিচারের জন্য জমীদারী কাছারী নামে

এক আদালত ছিল। সেখানে বোর্ডের একজন সদস্য বিচারক থাকিতেন। এই আদালত হইতে ফৌজদারী নালিশের তদারক হইত। গোকুল সোণার অগত্যা এই আদালতে নালিশ করিল। যে জষ্টিস্ অফ দি পিসের নিকট গোকুল নালিশ করে, সেই ব্যক্তিই তখন জমীদারী আদালতের বিচারক ছিলেন। ২০শে তারিখে জষ্টিস্ ফ্লয়ারের নিকট ঐ দরখাস্ত দাখিল হয়। উহার অর্থ এইরূপ,—১লা ফাল্গুন নবকৃষ্ণের এক হরকরা, রাম সোণার ও রাম বেণিয়ার সঙ্গে গোকুল সোণারের বাড়ী গিয়া ডাকে এবং বলপূর্ব্বক তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলে যে তাহারা তাহার ভগ্নীকে নবকৃষ্ণ মুন্সীর ভোগের জন্য লইয়া যাইতে তাঁহার নিকট হইতে আদেশ পাইয়া আসিয়াছে। গোকুল সোণার তাহাদিগকে সাধ্যমত বাধা দেয় এবং কোম্পানীর দোহাই দিতে থাকে। নবকৃষ্ণের লোকেরা তাহা শুনিয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে অতি কুৎসিত গালি দিতে দিতে তাহার মাতাকে ধরিয়া লইয়া নবকৃষ্ণের নিকট চলিয়া যায়। পরদিন রাম সোণার ও রামবেণে আর একজন হরকরা আসিয়া গোকুল সোণার ও তাহার ছোট ভাই কৃষ্ণসোণারকে ধরিয়া লইয়া নবকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত করে। নবকৃষ্ণ উভয়কে কালেক্টরের কাছারীতে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। গোকুল সোণার ও কৃষ্ণসোণার জামীন দিতে চাহে, নবকৃষ্ণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। নিজের বরকন্দাজ সঙ্গে দিয়া কাছারীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে ইহাদিগকে দুইদিন তিন রাত্রি তুড়ুমে বদ্ধ হইয়া বন্দী থাকিতে হয়। নবকৃষ্ণ উহাদিগকে আহার দিতে বা স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে রামসোণার লোক লইয়া গিয়া উহাদের ভগ্নীকে ধরিয়া আনিয়া দিল। নবকৃষ্ণ তাহাকে একদিন আটক রাখিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করেন। তাহার পর নবকৃষ্ণ বন্দীদ্বয়কে আনাইয়া গবর্ণরের বাড়ীর সম্মুখে কোম্পানীর হরকরার আড্ডায় পাঠাইয়া দেন; ১৭ই মার্চ্চ তারিখে (১১৬৪ বৈশাখ মাসে) রাত্রি ১০টার সময় নবকৃষ্ণের ৫ জন পাইক ও একজন বরকন্দাজ আসিয়া গোকুলের কনিষ্ঠকে আবার ধরিয়া লইয়া যায়।

মিঃ বোলট্স্ বলেন, "এই নালিশ হইল, কিন্তু ইংরাজের তখনকার আইন অনুসারে কোন বিচারই হইল না, নবকৃষ্ণের নামে ওয়ারেণ্ট হওয়া বা তাঁহার জামীন লওয়া অথবা পরবর্ত্তী সেশনে এ বিষয়ের কোন উচ্চ বাচ্য না হওয়ায় গোকুল সোণার জষ্টিস্ ফ্লয়ারের সহিত দেখা করিল, কিন্তু ফ্লয়ার তাহাকে সেশন কোর্টের নাম করিতে শুনিয়াই চাবুক মারিবার ভয় দেখান। গোকুল তাহার পর জমীদারী আদালতে পুনঃ পুনঃ দরখাস্ত করিয়াও আর এ বিষয়ের কোনই প্রতিকার করাইতে পারে নাই।"

মিঃ বোলট্স্ আরও একটী গুরুতর অভিযোগের কথা তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহারও একটু উল্লেখ করা আবশ্যক।

রামনাথ দাস নামে তৎকালে কলিকাতায় একজন বণিক ছিলেন, এ ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে কাউন্সিলের সদস্য মিঃ জর্জ্জ গ্রের বেণিয়ানও ছিলেন। মিঃ বোলট্স্ বলেন, এই গ্রে সাহেব মালদহের কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সহিত গবর্ণর ভেরেলেষ্টের বিবাদ হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই রামনাথ দাসকে সিলেক্ট কমিটী হঠাৎ কারাবদ্ধ করেন। কমিটী বলেন, মালদহে ইনি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, গ্রে সাহেবের বিপক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, কিছুদিন বন্দিত্বের পর রামনাথ মুক্তি পান। এই রামনাথ গবর্ণর ও কাউন্সিলের নিকট ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে এক দরখাস্ত করেন। রামনাথ দরখাস্তে বলেন, যে যখন তিনি বন্দী ছিলেন, তখন নবকৃষ্ণ মুন্সী অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ৩৬ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ বন্দী দশায় রামনাথকে দেখিতে যাইতেন এবং সময় সময় নানা প্রতারণা করিয়া প্রলোভন দেখাইয়া অগ্রহায়ণ মাসে ২৪২০০৲ টাকা দামের একটী আঙ্গুটী, পৌষ মাসে ৫০০ থান মোহর, চৈত্র মাসে ৪০০ থান মোহর ও ভাদ্রমাসে ৫০০ থান মোহর নিজে গ্রহণ করেন, এবং ২ হাজার টাকা দামের এক জোড়া বুটীদার শাল আপনার লোককে পুরস্কার দেওয়ান। নবকৃষ্ণ বলেন, তিনি রামনাথকে শীঘ্র মুক্তি দেওয়াইবেন এবং আবার মালদহের দেওয়ানী দিয়া পাঠাইবেন।

বোলট্স্ বলেন, এই দরখাস্ত পাইয়া ভেরেলেষ্ট ১৫ই এপ্রেল তারিখে রামনাথকে ডাকাইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে সুবিচারের আশ্বাস দিয়া বিদায় দেন, কিন্তু রামনাথ গবর্ণরের গৃহ হইতে দালানে পড়িবামাত্র সন্তোষ ও দীনমহম্মদ একদল বন্দুকধারী সিপাহী লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে ও পাল্কীতে উঠিতে নিষেধ করে। অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া মুরশিদাবাদে পাঠান হয়। এথান হইতে রামনাথ দাস বোলট্স্‌কে ১৭ মাস বন্দিত্বের পর একপত্র লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, মহম্মদ রেজাখাঁ তাঁহার নিকট ভেরেলেষ্টের লবণের মূল্য, নৌকা ও কুলি খরচ ইত্যাদি হিসাবে ৬০ হাজার টাকা দাবী করিয়াছেন এবং দিতে না পারায় চাবুক মারিতে বলেন। তাহার পর তিনি ইংরাজ কমিটির অনুরোধে মালদহের

অত্যাচারের বিচারার্থ গ্রাম্য বিচারালয়ে (Country-government) অর্পিত হন।*

বোলট্‌স্ বলেন, রাজা নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হওয়ায় ভেরেলেষ্ট রামনাথকে কৌশল করিয়া এত কষ্ট দেন। মিঃ বোলট্‌স্ যাহাই বলুন, কিন্তু সিলেক্ট কমিটির ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল তারিখের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে উক্ত দুই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়। তাহাতে দেখা যায়, কমিটির সম্মুখে উক্ত উভয় অভিযোগের বিচার হয়। এ ছাড়া নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এক ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্ব নাশের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হয় এটী ষড়যন্ত্র মাত্র। কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রামসুন্দর ঘোষ ও নিমু গাঙ্গুলি নামক দুই ব্যক্তিকে অর্থের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করেন। তাঁহারা বলেন যে, সে যদি নবকৃষ্ণের নামে তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশের দাবীতে নালিশ করিতে সম্মত হয়, তবে সে বিপুল অর্থ পাইবে। তাহার পত্নীকে এ কথার প্রস্তাব করিলে সে তাহার সতীত্ব নষ্ট হইবে বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। তাহার উপর তাহার স্বামী পীড়ন করিল। শেষে তাহারা তাহার অসম্মতিতেই নালিশ করিল। যেদিন কমিটিতে গোকুল সোণারের এবং রামনাথ দাসের অভিযোগের বিচার হয়, সেই দিন এই মোকদ্দমার বিচার হয়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কমিটির সম্মুখে সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলে। এইরূপে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে তাহাতে জানা যায় যে মহারাজ নন্দকুমার, স্বয়ং মিঃ বোলট্‌স্, রামসুন্দর ঘোষ ও নিমু গাঙ্গুলী প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির প্ররোচনায় এই সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে কমিটির বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, রামনাথ কলিকাতায় থাকিতে পাইবে, কিন্তু মালদহের অত্যাচারের জন্য গ্রাম্যবিচারালয়ে অর্পিত হইবে। মিঃ বোলট্‌স্ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তিনি অপরাধী গণ্য হন এবং অনতিবিলম্বে ভারতত্যাগ করিতে আদেশ পান। মহারাজ নন্দকুমারও ঐ দোষে স্বীয় বাটীতে কিছুদিন পাহারা-বেষ্টিত থাকিতে আদিষ্ট হন। রামসুন্দর ঘোষ, নিমু গাঙ্গুলী ও অন্যান্য সাক্ষীকে আদালতে সর্ব্বসমক্ষে চাবুক মারিয়া ইংরাজাধিকারের বাহিরে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্যবিবরণীটি অতি বৃহৎ, সুতরাং তাহা উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না।

তাহার পর কার্টিয়ার ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর হন। ১৭৬৯-৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর ঘটে। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তর রাজস্ব বাকী পড়িয়া ছিল। তাহা আদায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য রিচার্ড বেচার প্রভৃতি নিযুক্ত হন। কিন্তু নবদ্বীপাধিপতি কোন ব্যবস্থা না করায় তাঁহার দেওয়ান প্রভৃতি কর্ম্মচারিরা তিন বৎসর মেয়াদে নদীয়া রাজ্য ইজারা বিলি করিতে বলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ ও কলিকাতার অন্যান্য বণিকেরা ইজারা লইতে সম্মত হন। বন্দোবস্ত স্থির হইলে নবকৃষ্ণ প্রভৃতি লোক পাঠাইয়া তহসীল (কর আদায়) আরম্ভ করেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা রাজ্যের স্বত্ব ও ক্ষমতা নষ্ট করিয়া আপনারাই সেই স্বত্ব ও ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা অত্যাচার করিতে লাগিলেন ও বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারী খাজনাও জমা দিলেন না। নবদ্বীপাধিপতি এই সময়ে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত দেখিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের নিকট ইজারাদারগণের ন্যায়-বন্দোবস্তে জমীদারীর ব্যবস্থা করিতে স্বীকার করায় দেওয়ানাদি কর্ম্মচারীরাও সম্মত হইলেন। ইজারাদারেরা তখন অধিকার ছাড়িতে চাহিলেন না; তাঁহারাই জমীদারীর স্বত্ব চাহিতে ছিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তখন নবকৃষ্ণাদি ইজারাদারদিগের অসদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় গবর্ণর কার্টিয়ারকে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া এক পত্র পাঠাইলেন। ইজারদারেরা এই সময় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কর আদায় করিয়াছেন বলিয়া নদীয়ার রাজা তাঁহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন।*

নবকৃষ্ণ প্রভৃতি এই অভিযোগের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিকট হিসাব পত্র চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই।† এ বিষয়ের কি মীমাংসা হয়, তৎসম্বন্ধে সরকারী কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ও ছাত্র ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হন। ইহার ১৩ বৎসর শাসনকালে মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবের পরিসীমা ছিল না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার মাতার উপর মিঃ ব্রিষ্টো অত্যাচার করায় হেষ্টিংস্ নবকৃষ্ণকে তদন্ত করিতে পাঠান। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হেষ্টিংস্ নবকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মহাল নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে কলিকাতার উত্তরাংশস্থিত সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন। এই সনন্দ দিবার সময় অগ্রে নিমতলার দত্তচৌধুরীরা পরে অন্যান্য পুরাতন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত

* Bolt's Indian Affairs, Vol. I. p. 100-107.

* Letters from the Zemindars & amils.—Letter dated 30-3-67. From R. Bechar to Governor Cartier. Received at Fort William 28-4-70.

† Vide do. Letter received at Fort William 15-9-70. From Bechar to Governor Cartier.

অধিবাসীরা বাগবাজারনিবাসী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়কে* অগ্রণী করিয়া গবর্ণরের নিকট এই আপত্তি করেন যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এ স্থানে নূতন অধিবাসী, তাঁহারা তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে এখানে বাস করিতেছেন, এক্ষণে প্রাচীন অধিবাসী হইয়াও যদি নবকৃষ্ণের প্রজা হইতে হয়, তবে তাঁহাদের মানের লাঘব হইবে। এতদ্ব্যতীত নবকৃষ্ণের হস্তে প্রজাপীড়ন হওয়াও সম্ভব। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস্ এ সংকল্প ত্যাগ করিয়া নবকৃষ্ণকে মফঃস্বলে একটী অধিক মূল্যের জমীদারী দিতে চাহিলেন। নবকৃষ্ণ বলিলেন যে, ইংরাজের ইচ্ছা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন যদি তিনি সুতানুটী না পান, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিশয় খর্ব্ব হইয়া পড়িতে হইবে। হেষ্টিংস্ কাজেই বাধ্য হইয়া দুর্গাচরণ প্রভৃতিকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া ২৮ এপ্রেল তারিখে নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারীর সনন্দ দিলেন।

এই সময় তালুক সুতানুটীর উত্তরসীমা বাগবাজারের খাল, পূর্ব্বসীমা আপার সার্কিউলার রোড, পশ্চিমসীমা ভাগীরথী নদী ও দক্ষিণসীমা বড়বাজারের মধ্য দিয়া টাঁকশাল পর্য্যন্ত। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম যে ইংরাজী জরীপ হয়। ঐ জরীপে সুতানুটী তালুকের মধ্যেও কএকটী ব্লক (জরীপী খণ্ড) ইংরাজ কোম্পানী খাসে রাখেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত তালুকদারীর এই বন্দোবস্ত হয় যে,—১, চৌকীদারী ব্যতীত সমস্ত তালুকের ১২৩৭৮/১০ বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানীর ধনাগারে দাখিল করিতে হইবে। ২, তালুকে কৃষিকার্য্যের † ও সাধারণের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে। ৩, প্রজাগণের ও অপরাপরের অসন্তোষ না হয় এরূপ ভাবে তালুকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ৪, তালুকদারীর আদবকায়দা রক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার করিতে হইবে। কোন প্রজার নিকট অন্যায় করিয়া অতিরিক্ত রাজস্ব লইলে উহার তিন গুণ টাকা দণ্ডস্বরূপ কোম্পানীকে দিতে হইবে।

এই তালুকদারী লইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত তখনকার কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা হয়। কুমারটুলীর দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্রের বাটীর জমীর কর লইয়া এক মোকদ্দমা হয়। গোবিন্দরাম কলিকাতার ফৌজদার, নায়েব, জমীদার ইত্যাদি পদে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার বাটী প্রথমে গোবিন্দপুরে ছিল। গোবিন্দপুরের দুর্গ-নির্ম্মাণের সময় গোবিন্দরাম স্বীয় বাসভূমির পরিবর্ত্তে কুমারটুলীতে জমী পাইয়াছিলেন। ইহার কোন কর দিতে হইত না। গোবিন্দের পৌত্র দেওয়ান অভয়াচরণের সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের মোকদ্দমা বিলাতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরের নিকট পর্য্যন্ত হয়। মোকদ্দমায় দেওয়ান অভয়াচরণ মিত্রের বাড়ীর খাজনা নবকৃষ্ণ পাইবেন না বলিয়া স্থির হয়। শোভাবাজার রাজবাটীর পূর্ব্বাংশে চূড়ামণি দত্ত নামে এক ধনী ছিলেন। এই চূড়ামণি দত্তের সহিতও নবকৃষ্ণের মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমা মিটিবার পূর্ব্বেই চূড়ামণির আসন্নকাল উপস্থিত হয়। তাঁহার কিরূপে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে বা তাহাতে চূড়ামণির নিজের ইচ্ছা কি, জানিবার জন্য চূড়ামণির পুত্রেরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন। চূড়ামণি বলেন যে, তোমরা যাহা ইচ্ছা করিও, এখন একটা কথা রাখ, একশত ঢোলের বাদ্যের সহিত আমাকে গঙ্গাতীরস্থ কর এবং আমি যে গানটী শিখাইয়া দিব, তাহাই গাহিতে গাহিতে চল। তাহাই হইল। গানটীর শেষ কবিতা এইরূপ—

"সবাইকে ফেলে চূড়ো যম জিনিতে যায়।
নবা তুই দেখ্‌বি যদি আয়॥"

কথিত আছে, নবকৃষ্ণের অত্যধিক বিষয়াসক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ শ্লেষোক্তি করা হয়। চূড়ামণি উপবিষ্টভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে শোভাবাজার রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া গঙ্গাতীরে নীত হন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ বর্দ্ধমানের 'সাজাওলী' পদে নিযুক্ত হন। বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদের মৃত্যু হইলে, তাঁহার নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের ৮৭৪৭২৭৲ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে। হেষ্টিংসের অনুরোধে মহারাজ নবকৃষ্ণ ঐ টাকা বর্দ্ধমানাধিপতিকে ধার দেন এবং বর্দ্ধমানের জমীদারীর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেন। নাবালক রাজকুমার তেজচন্দ্র তিন বৎসর কাল শোভাবাজার রাজভবনে ছিলেন। তখনকার রাজকীয় কাগজপত্র পাঠে জানা যায়, মহারাজ নবকৃষ্ণ উক্ত কার্য্যের জন্য বর্দ্ধমানরাজ হইতে বার্ষিক ৫০০০০৲ টাকা পাইতেন। বর্দ্ধমানের মহারাণীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত মহম্মদ রেজাখাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারই যত্নে মহম্মদ রেজাখাঁর ও সেতাবরায়ের মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেলে যখন নন্দকুমারের হাত হইতে হেষ্টিংস্

* ইনি পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহার এখনও বংশ আছে। তালুকদারী লওয়ার সময় যদিও মুখোপাধ্যায় মহারাজ নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তথাপি শেষে তাঁহাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায়ের পক্ষীর দল নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রায়ই গাহিতে আসিত।

† তখন কলিকাতার অন্তর্গত কৃষ্ণবাগান, গোপীবাগান প্রভৃতি স্থলে কৃষিকার্য্য হইত।

একে একে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বা তাহার আর কিছু পরে জাতিমালা-কাছারীর ভারও গ্রহণ করিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণকে দেওয়া হয়। মহারাজ নন্দকুমার ইহাতে একটু কাতর হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, হেষ্টিংস্ অবশেষে একজন কায়স্থের হাতে এই কাছারীর ভার দিয়া ভাল করিলেন না। যাহাহউক এই কাছারীর ভার পাইয়া নবকৃষ্ণের একটী প্রধান মনোকষ্ট দূর হইল। সুতানুটীর তালুকদারী ও জাতিমালা-কাছারীর ভার পাওয়ায় তাঁহারও ক্রমে ক্রমে সামাজিক মানসম্ভ্রম বাড়িয়া উঠিল।

বর্দ্ধমানের সাজাওলীই মহারাজ নবকৃষ্ণের রাজনৈতিক কার্য্যের শেষকার্য্য। ইহার পর তিনি আর কোন রাজনৈতিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন নাই।*

'মহারাজা বাহাদুর' হইবার কিছুকাল পরেই মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বালয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এক বৃহদ্ব্যাপার। তিনি বহুদিন হইতে এই কার্য্যের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। শ্রীগোবিন্দ নামে বিগ্রহও প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বাঙ্গালার তখনকার সমস্ত বিখ্যাত দেববিগ্রহ অপেক্ষা যাহাতে ভাস্কর-শিল্পে শ্রেষ্ঠ হয় তাহাই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে বিখ্যাত দেববিগ্রহগুলি দর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী বিগ্রহ আর কোনটীই বোধ হইল না। শেষে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে ১১৭০ সালের শেষভাগে একদিন রাত্রিতে ঐ বিগ্রহ চুরি করিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আনেন। গোপীনাথ তখন নবদ্বীপাধিপতি রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের এই অত্যাচারের কথা গবর্ণর জেনারেলের নিকট জানাইলেন। হেষ্টিংস্ নবকৃষ্ণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, গোপীনাথ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নহে, এক সন্ন্যাসীর ঠাকুর, উহাতে তাঁহার স্বত্ব নাই ইত্যাদি। কিন্তু হেষ্টিংস্ বিচার করিয়া ঠাকুর প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। নবকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তমোত্তম ভাস্কর আনাইয়া গোপীনাথের ঠিক অনুরূপ আর এক বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং হেষ্টিংস্‌কে জানাইলেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র লোক পাঠাইয়া আপনার ঠাকুর লইয়া যান।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐরূপ চাতুরীর কথা শুনিয়া চিন্তাকুল হইলেন, কিন্তু গোপীনাথের পূজক ব্রাহ্মণ বলিল—আমার চিরসেবিত ঠাকুর আমি ঠিক চিনিয়া লইতে পারিব। তৎপরে কথিত আছে, পূজকও প্রথম দিন আসল ও নকল বিগ্রহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই, পরদিন সে কাতর হইয়া গোপীনাথের উদ্দেশ্যে বিলাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং স্বপ্নে প্রত্যাদেশে জানিতে পারে যে পরদিন যে বিগ্রহের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিবে, সেই বিগ্রহই আসল গোপীনাথ। পরদিন তাহাই ঘটিল, পূজক সঙ্কেতানুসারে গোপীনাথকে বাছিয়া লইল। নবকৃষ্ণ তখন ক্ষুণ্ণমনে গোপীনাথকে প্রচুর হীরামুক্তার অলঙ্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। শেষে তিনি ১১৭৩ সালে (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁহার গোবিন্দ এবং গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদুপলক্ষে বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, সাঁইবনের নন্দদুলাল, খড়দহের শ্যামসুন্দর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেববিগ্রহগুলিকে স্বালয়ে আনাইয়া প্রত্যেককে বহুল পরিমাণে হীরামুক্তার অলঙ্কারাদি প্রদান এবং রাধাবল্লভের সেবার্থ বল্লভপুর ও নন্দদুলালের সেবার্থ চারগ্রাম দেবত্র করিয়া দান করেন। নবকৃষ্ণ গৃহদেবতার আহ্নিক সেবার জন্য বিস্তর ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন। এখনও তাহার অনেকটা বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সময়ে দোলযাত্রায় ও জন্মাষ্টমীতে মহা ধুমধাম হইত। সেকালে বাঙ্গালা দেশে চড়কপূজার বিশেষ আদর ছিল, নবকৃষ্ণও এই উৎসবে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ তৎপরে বেহালা গ্রাম হইতে কুল্‌পি পর্য্যন্ত একটী ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। উহা আজিও 'রাজার জাঙ্গাল' নামে বিখ্যাত ও বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবাটীর সৌধমালার মধ্য দিয়া এখন যে রাস্তা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট নামে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত উহাও মহারাজ নবকৃষ্ণের নির্ম্মিত। ইহা পূর্ব্বে সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও গ্রে ষ্ট্রীট হইবার পর উহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

নবকৃষ্ণ একে একে সাতটী বিবাহ করেন। কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যবশতঃ কাহারই গর্ভে পুত্র সন্তান হয় নাই। নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় রামসুন্দর দেবের ৫টী সন্তান ছিল।

* শব্দকল্পদ্রুমের মুখবন্ধে শোভাবাজার রাজবংশের যে বংশ বর্ণনা আছে, তাহার এক স্থলে মীরজাফরের রাজত্বকালে নবকৃষ্ণ নায়েব সুবাদারী পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার উল্লেখ আর কোথাও দেখা যায় না। ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু নাই, কারণ দেখা যাইতেছে যে মীরজাফরের রাজত্বের প্রথমাবস্থায় মহারাজ নন্দকুমারই খালসার দেওয়ানী পাইয়া প্রথম নায়েব সুবাদার হইয়াছিলেন, তৎপরে মহম্মদ রেজাখাঁ ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

তন্মধ্যে নবকৃষ্ণ তৃতীয় ভ্রাতার পুত্র গোপীমোহন দেবকে গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহার পরই ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নবকৃষ্ণের চতুর্থী পত্নী মেমারীনিবাসী রামকানাই বসু মল্লিকের কন্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নামই ওমরাহ রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। এই পুত্রের জন্মোপলক্ষে তিনি প্রজার বাকী খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৭৮৪ খৃঃ অব্দে) রাজা গোপীমোহনের পুত্র রাজা রাধাকান্তের জন্ম হয়। রাজা রাজকৃষ্ণের বিবাহ সময়ে (১৭৯১ খৃষ্টাব্দে) নবকৃষ্ণ ছয়হাজারী মনসবদারের ব্যবহার্য্য চারি হাজার সওয়ার আনাইয়া বরযাত্রের অনুগামী করাইয়াছিলেন। খানাকুলের রামানন্দ সর্ব্বাধিকারীর কন্যার সহিত ঐ বিবাহ হয়।

তাহার পর ঐ বৎসরই রাজা রাধাকান্ত দেবের বিবাহ হয়। এই সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতিত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার পরই মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বসমাজের সমস্ত কায়স্থ কুলীন ও কুলাচার্য্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া দ্বাবিংশ পর্য্যায়ের কায়স্থ কুলীনের একজায়ী করেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ নবেম্বরে (১২০৪ সালে) মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বর্গলাভ করেন। কি রোগে মৃত্যু হয় জানা যায় না। মৃত্যুর দিন অভ্যাসানুসারে বেলা দুইটার সময় শয়ন করেন। সন্ধ্যার পর দেখা গেল, তিনি শয্যায় মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। মৃত্যুকালে সাতটী পত্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহন, তৎপুত্র রাধাকান্ত, এবং ঔরস পুত্র রাজকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা ও চতুর্থী স্ত্রীর গর্ভে রাজকৃষ্ণ ব্যতীত আর দুইটী কন্যা হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণের বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার পণ্ডিতসভা ছিল।

তাঁহার সভায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ*, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার†, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন। নবকৃষ্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে যেমন সমাদর করিতেন, তেমনই তাঁহাদের গুণের পুরস্কারও করিতেন। তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে এক সময় তাঁহাকে লক্ষ টাকা মূল্যের তালুক দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থই অনর্থের মূল বলিয়া তর্কপঞ্চানন অত বড় সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই, একান্ত উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া ত্রিবেণীর নিকটস্থ হোদপোতা নামক একখানি ছোট তালুক গ্রহণ করেন। ইহার বন্দোবস্তের ভার নবকৃষ্ণ নিজে রাখিতে স্বীকার করায় পণ্ডিত দান লইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ পণ্ডিত-প্রধান রাধাকান্তকেও কলিকাতায় হাতিবাগানে ১০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

নবকৃষ্ণের নিকট দেশীয় পণ্ডিতের যেমন আদর ছিল, ভারতীয় অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতেরও তেমনি খাতির ছিল। একবার মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামনাথ এদেশে আসেন, তিনি পাছে দান গ্রহণ করিতে হয়, এই ভয়ে কোন ধনীর সভাস্থ হইতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহাকে স্বীয় সভায় উপস্থিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহারাজ নবকৃষ্ণ কায়স্থ হইয়াও তাঁহাকে স্বসভায় আনাইয়া ছিলেন এবং স্বীয় পণ্ডিত-সভার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত করাইয়া পরাস্ত করাইয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা হইয়াছিল বলিতে হইবে।

নবকৃষ্ণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদকদিগকেও আদর করিতেন। মুরশিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতির প্রসিদ্ধ গায়কেরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা আসিতেন ও পারিতোষিক পাইতেন। এতদ্ভিন্ন এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা সর্ব্বদা তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন ও মাসিক সাহায্য পাইতেন। এই সময়েই মহারাজ নবকৃষ্ণের সাহায্যে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) কবির দল, আখড়াই গান ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এই সময়েই হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরুঠাকুর), নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালারা তাঁহার সভায় প্রতিপালিত হইতেন। ইহাদের সঙ্গ নবকৃষ্ণ বড়ই ভালবাসিতেন। পণ্ডিতগণ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'নাচতে গাইতে না জানলে এখন আর মহারাজের নিকট প্রতিপত্তি হয় না।' নবকৃষ্ণ শুনিয়া তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য "বড়িশে বিঁধিল যেন চাঁদে" এই ভাবপ্রকাশক কবিতা রচনা করিতে বলেন। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোক বাহা করিলেন, তাহা তত্তটা সরস বা সম্ভাবব্যঞ্জক হইল না, কিন্তু কবি হরুঠাকুর বাঙ্গালায় যে কবিতা লিখিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইল। [হরুঠাকুর দেখ।] পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা গীত ও কবির দলের ক্ষমতা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

এতদ্ভিন্ন নবকৃষ্ণের আরও অনেক সৎকীর্ত্তি ছিল। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁহার দান ছিল। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের সময় কলিকাতায় ইংরাজদিগের যে

* মহারাজ নবকৃষ্ণ কোম্পানীর সাহায্যে দিল্লীর দরবার হইতে রাধাকান্তকে "পণ্ডিত-প্রধান" উপাধি ও কলিকাতার মধ্যে ১২০০ বিঘা নিষ্কর ভূমির দানপত্র আনাইয়া দেন। কোম্পানী কলিকাতার পরিবর্ত্তে দমদমার নিকট গোপালপুরে তাঁহাকে ঐ জমী দান করেন।

† ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্রের সহিত ইঁহার বিবাদ হওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নবকৃষ্ণের নিকট আসেন।

গির্জ্জা ছিল, তাহা নষ্ট হয়। তদবধি অর্থাভাবে আর গির্জ্জা নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। স্থানাভাবও ঘটিয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ এই উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় ইংরাজদের মধ্যে ৩৬০০০ টাকা মাত্র চাঁদা উঠে। নবকৃষ্ণ একা জমী দিতে চাহেন। ইংরাজেরা সহরের দক্ষিণাংশে জমী চাহিলেন। সে স্থানে নবকৃষ্ণের তালুকের জমী না থাকায় তিনি কেল্লার নিকটবর্ত্তী গোরস্থান ও গোলা বারুদের আড্ডার জমী ৪৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণার্থ ইংরাজদিগকে দান করেন। ইহার উপরে যে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়, উহাই বর্ত্তমান সেণ্ট্ জন্‌স্‌চার্চ্ বা পাথুরে গির্জ্জা।

তখন গঙ্গায় চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ আসিতে পারিত না, কলাগাছিতে নঙ্গর করিয়া থাকিত। কাজেই লোকে বেহালার ভিতর দিয়া কুলী হইয়া কলাগাছি যাইত। এই সকল যাত্রীর সুবিধার্থ নবকৃষ্ণ 'রাজার জাঙ্গাল' নির্ম্মাণ করেন।

বাগবাজারে ও কুমারটুলীতে গঙ্গার উপর মহারাজ নবকৃষ্ণ দুইটী ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁহার প্রথমা পত্নী একটী গঙ্গাযাত্রীর ঘর করাইয়া দিয়াছিলেন। ঘাট দুটী বর্ত্তমান আছে। তাঁহার উক্ত পত্নী লেখাপড়াও জানিতেন।

হেষ্টিংস্ মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা নামক মুসলমানকলেজ স্থাপন করেন। ইহা এখনও বর্ত্তমান। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকাও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। হেষ্টিংস্ দেশে যাইবার পূর্ব্বে কোম্পানীর হিসাব মিটাইবার জন্য নবকৃষ্ণের নিকট খত লিখিয়া তিন লক্ষ টাকা ধার লয়েন। বিলাতে বিচারের সময় এই টাকার কথা উঠিলে তিনি ইহার যে হিসাব দেন, তাহার মধ্যে উল্লেখ ছিল, নবকৃষ্ণ উহার কতকাংশ মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য দান করেন। বার্ক প্রভৃতির মতে নবকৃষ্ণ হিন্দু, তাঁহার মুসলমান কলেজের জন্য এ দান অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হিন্দু হইয়া গির্জ্জার জন্য খৃষ্টানদিগকে ৪৫ হাজার টাকা দিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে মুসলমানদিগের জন্য কতকটা দেওয়া অসম্ভব নহে।*

যে বৎসর মহারাজ নবকৃষ্ণ রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন, সেই বৎসরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। নবকৃষ্ণের চেষ্টায় কৃষ্ণচন্দ্র ঐ উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্দ্ধমানের রাজার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি ছিল বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষুণ্ণ ছিলেন। নবকৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের এই মনোকষ্ট জানিতেন। এই সূত্রে তিনি তাহা দূর করিবার জন্য ক্লাইবকে অনুরোধ করেন। ক্লাইব সম্রাট্ শাহ আলমকে বলিয়া ঐ উপাধি দেওয়ান। ইহার সেলামীর ১০ হাজার টাকা নবকৃষ্ণ দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষকালে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে চাহেন, কিন্তু তিনি লইতে অস্বীকার করায় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী শ্রীরামপুর ও মূলাজোড়গ্রাম দান করেন।*

নবকৃষ্ণ বড় অভিমানী পুরুষ ছিলেন, নন্দকুমারের সহিত সামাজিক প্রতিপত্তি লইয়া যে বিবাদ হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায়। আর একবার ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহাকে কোন প্রয়োজনীয় কাগজে রায়রায়াঁ রাজা রাজবল্লভের সহি করিয়া আনিতে পাঠান। রাজবল্লভ তখন কৌন্সিলের একজন সভ্য। নবকৃষ্ণ রাজা রাজবল্লভের বাগবাজারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মহামানী ও অহঙ্কারী রাজা রাজবল্লভ তাঁহাকে বসিতে না বলিয়াই কাগজখানি পাঠ করিতে বলেন। রাজবল্লভের তখনও এতটা প্রতাপ ছিল যে, নবকৃষ্ণ এইরূপে অনাদৃত হইয়াও বিনানুমতিতে বসিতে সাহস করিলেন না বা আদেশ অবহেলা করিয়া চলিয়াও আসিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া সে কাগজ পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন। সে সময় সেখানে অন্য দুইজন লোক উপস্থিত ছিল বলিয়া নবকৃষ্ণ বেশী অপমান বোধ করিলেন। তাহার পরই তিনি গবর্মেণ্ট হাউসে আসিয়া সেই স্বাক্ষরিত কাগজ ও নিজ পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিলেন। হেষ্টিংস্ উহা পাইয়া চমকিত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে হেষ্টিংস্ নিয়ম প্রচারিত করিলেন, এদেশীয় কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের সভ্য হইতে পারিবেন না। এই নিয়মে রাজবল্লভের পদ রহিত হইল। রাজা রাজবল্লভও পদরাহিত্যের সহিত আপনার লক্ষ টাকা বৃত্তিও পরিত্যাগ করেন। এই বিবরণ হইতে গবর্ণরের উপর নবকৃষ্ণের প্রভাব কতটা ছিল তাহাও বুঝা যায়।

নবকৃষ্ণ সমশ্রেণীতে যেমন অভিমানী ছিলেন, গুরুজন বা মান্যমান ব্যক্তির নিকট তেমনি বিনয়ী ছিলেন। একদিন তিনি বসিয়া কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। নবকৃষ্ণ অভ্যাগতকে বিদায় দিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিলম্বে আসিয়াছেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ প্রথমতঃ তাঁহার সহিত কথা কহেন নাই। নবকৃষ্ণ করযোড়ে বিনীত-

* See Burke's Speeches in the Impeachment of Warren Hastings, Vol. II, pp. 293-4.

* ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহাতে নবকৃষ্ণের কোন হাত ছিল না এইরূপ অনুমান করা হয়, কিন্তু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে।

ভাবে বলিলেন, "দাদা মহাশয় কি অনুমতি করেন।" রায় রামসুন্দর ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "ভায়া তুমি এখন মহারাজা, আমি কি তোমায় ডাকিতে পারি।" নবকৃষ্ণ শুনিয়া জ্যেষ্ঠের পদধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

নবকৃষ্ণ যেমন চতুর, কার্য্যদক্ষ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, তেমনই বিদ্যানুরাগী, দয়াবান্ ও আশ্রিত প্রতিপালক ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের প্রতিও তাঁহার স্নেহমমতা যথেষ্ট ছিল। অনেক দূর-সম্পর্কীয় কুটুম্ব তাঁহার বাড়ীতে গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় পাইত।

তাঁহার ইংরাজানুরাগ অতি প্রবল ছিল। দেশের অবস্থাও ইঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি তাঁহার এত বেশী ছিল যে তাহারই ফলে এদেশে ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হেষ্টিংস্ সেইজন্য তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নবকৃষ্ণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি এদেশীয়দিগকে কাউন্‌সিলের সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত করিয়া যান।

নবকৃষ্ণ ইংরাজানুগ্রহে অতি দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্ত হন বলিয়া তিনি এদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনে প্রাণপণে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের কাগজপত্রে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নবকৃষ্ণের দূরদর্শিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

নবকৃষ্ণের নামে যতই কেন অত্যাচার অবিচারের কথা রটিত হউক না, হেষ্টিংসের পরম শত্রু মিঃ ফ্রান্সিস্ নবকৃষ্ণকে হেষ্টিংসের পরম মিত্র এবং দক্ষিণ হস্ত জানিয়াও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তখন যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে পারসী বা বাঙ্গালা কাগজ পত্র দেখা আবশ্যক হইত বা উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ এবং বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া তদন্ত করা আবশ্যক হইত, সেই সকল স্থলেই ফ্রান্সিস্ এবং কাউন্‌সিলের অন্যান্য সদস্য সাহেবগণ রাজা নবকৃষ্ণকেই নিযুক্ত করিতেন।†

নবাব আসফুদ্দৌলার মাতার সম্পত্তি সম্বন্ধে মিঃ ব্রিষ্টো অন্যায় বিবরণ দিয়াছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তিতে নবাব-সরকারের চিরপ্রচলিত রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করায় নবাবের মাতা হেষ্টিংসের নিকট আবেদন করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর তারিখের কাউন্‌সিলে ঐ আবেদন উপস্থিত হইলে ক্লেভারিং তদন্ত করিবার জন্য দুইজন লোক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। ফ্রান্সিস্ বলেন—দুইজন লোক নিযুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তন্মধ্যে একজন রাজা নবকৃষ্ণ; তাঁহাকে নিযুক্ত করা একান্ত উচিত, কারণ গবর্মেণ্ট তাঁহার উপরে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্বাস করিতে পারেন। বারওয়েল ইহার পোষকতা করেন। ইহার পর নবকৃষ্ণই নিযুক্ত হন।*

বিলাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিচার কালে বার্ক, লর্ড থার্লো প্রভৃতিও তাঁহারে কোনরূপ নিন্দাবাদ করেন নাই। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, রাজা নবকৃষ্ণ যদি নিতান্ত দুঃশীল প্রকৃতির লোক হইতেন, তাহা হইলে দেবীসিংহ ও গঙ্গা-গোবিন্দের ন্যায় হেষ্টিংসের শত্রুগণের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না।†

নবগঙ্গা, নদীয়া জেলায় প্রবাহিত মাতাভাঙ্গা নদীর একটী শাখা। এই নদী যশোর জেলার পশ্চিম সীমায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে পূর্ব্বে তৎপরে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ঝিনাইদহ, মাগুরা, নহাটা, নলদী ও লক্ষ্মীপাশা অতিক্রম করিয়া মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উৎপত্তি স্থান বহুদিন হইল মজিয়া গিয়াছে, এখন পূর্ব্ব গর্ভের ৩ ক্রোশ দূরে দামুরহুদা নামক স্থান হইতে নদীর মুখ আরম্ভ হইয়াছে। এই নদী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে এককালে চলাচল বন্ধ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ছোট খাট মাল বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

নবগ্রহ (পুং) সূর্য্যাদি নয়টী গ্রহের নাম নবগ্রহ।

"সূর্য্যশ্চন্দ্রো মঙ্গলশ্চ বুধশ্চাপি বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি নবগ্রহাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই ৯টী গ্রহের নাম নবগ্রহ। যে কোন কাম্যকর্ম্ম করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বে নবগ্রহযজ্ঞ করিতে হয়, নচেৎ কাম্যকর্ম্ম ফলদ হয় না।

গ্রহ সকল রথে করিয়া আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই নয়টী গ্রহেরই দশা মনুষ্যের ভোগ হইয়া থাকে। [গ্রহগণের দশা বিবরণ 'দশা' শব্দে দ্রষ্টব্য।] কুশণ্ডিকা প্রভৃতি হোম করিতে হইলে তাহাতেও নবগ্রহহোম করিতে হয়।

প্রতিদিন নবগ্রহ স্তব পাঠ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

* Long's Unpublished records, No. 964.

† Proceeding of the Trial of W. Hastings, Vol. V. pp, 1079-1080.

* "P. Francis—** Two gentlemen ought to be appointed * * and one of them must be Raja Nobakissen * * and he may be very safely relied on by the Government,"—Proceedings of the Select Committee, 21-12-75.

† নবকৃষ্ণের জীবনীর প্রারম্ভে নকুধরের নিকট যে তাঁহার উমেদারীর কথা লিখিত হইয়াছে, এখন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লিখনানুসারে জানা যাইতেছে যে তখনও নকুধরের জন্ম হয় নাই, সুতরাং ঐ উমেদারী অসম্ভব।

স্তব।—"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্ম্মুকুটভূষণম্॥
ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নবগ্রহম্॥
প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥
হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥
পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥
তস্করোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ॥"
(ইতি শ্রীব্যাসভাষিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তং।)

এই নবগ্রহ স্তোত্র দিবা অথবা রাত্রি, যে কোন সময়ে পঠিত হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য, আরোগ্য এবং পুষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবং তাহাদের অন্য কোন গ্রহ প্রভৃতি হইতে ভয় থাকে না।

গ্রহ সকল জন্মকালীন রাশিচক্রের গোচরে শুভ বা অশুভ হইলে, মানবগণের জন্ম কালেরও শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহের শান্তি করিলে অশুভ বিদূরিত হয়।

গ্রহদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রহের বিভিন্ন মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। এই মন্ত্র প্রত্যেক বেদানুসারে বিভিন্ন।

গ্রহদিগের গতি ৮ প্রকার, যথা—বক্র, অতিবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র, শীঘ্রতর। গ্রহগণ এই ৮ প্রকার গতিতে খ-মণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন।

[গতির বিশেষ বিবরণ খগোল শব্দে দেখ।]

"বিপ্রৌ শুক্রগুরূ ক্ষত্রৌ কুজার্কৌ শূদ্র ইন্দুজাঃ।
ইন্দুর্বৈশ্যঃ স্মৃতৌ ম্লেচ্ছৌ সৈংহিকেয়শনৈশ্চরৌ॥" (গ্রহভাবপ্র°)

শুক্র ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ, মঙ্গল ও রবি ক্ষত্রিয়, কেতু শূদ্র, চন্দ্র বৈশ্য, রাহু ও শনি ম্লেচ্ছ জাতি।

[গ্রহগণের বিশেষ বিবরণ সকল সূর্য্যাদি তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ বালকদিগের অনিষ্টকারক গ্রহবিশেষ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—নয়টী বালগ্রহ ইহারা দিব্য দেহবিশিষ্ট, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ বা নারী, কেহ বা পুরুষ। শরবনস্থিত সদ্যোজাত কার্ত্তিকেয়ের রক্ষাজন্য কৃত্তিকা, অগ্নি এবং মহাদেব কর্ত্তৃক স্বীয় তেজদ্বারা তাহারা সৃষ্ট হয়। যে সকল গ্রহ স্ত্রীদেহবিশিষ্ট, তাহারা গঙ্গা, উমা এবং কৃত্তিকার রজোভাগ হইতে উৎপন্ন। নৈগমেয় গ্রহ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং মুখ মেষ সদৃশ। স্কন্দাপস্মার গ্রহ অগ্নিসম দ্যুতি-বিশিষ্ট, ইনি স্কন্দসখ এবং ইহার নামান্তর বিশাখ। ভগবান্ ত্রিপুরারি স্বয়ং স্কন্দগ্রহের সৃষ্টি করেন। ইহার আর এক নাম কুমার। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি এই স্কন্দকে কার্ত্তিকেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহা প্রকৃত নহে। স্কন্দদেব দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে ব্রতী হইলে দীপ্ত শক্তিধারী গ্রহ সকল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সানুনয়ে বলিয়াছিলেন, 'আমাদের বৃত্তি বিধান করুন।' স্কন্দদেব এই সকল গ্রহকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করেন। মহাদেব সেই সকল গ্রহদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তির্য্যক্‌যোনি, মানুষ ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের উপকারের দ্বারা অবস্থিত হইতেছে। দেবতারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বায়ু দ্বারা মনুষ্য ও তির্য্যক্ জাতির প্রীতি সাধন করিতেছেন, এবং মনুষ্য সকল যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। বৃত্তি সকল এইরূপে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তোমাদের বৃত্তি বালকের উপর নির্দ্ধারিত হইল। যে কুলে দেবতা, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, সাধু ও অতিথির পূজা না করে, শৌচাচার রহিত হয়, ও ভগ্ন কাংস্যপাত্রে ভোজন করে, তাহাদিগের গৃহস্থিত বালকদিগকে তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে আক্রমণ করিবে। এই বৃত্তি হইতে তোমরা পূজা পাইবে।' এইরূপে গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়া বালকদিগকে আক্রমণ করে। বালক গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার অসাধ্য হয়। গ্রহদিগের মধ্যে স্কন্দগ্রহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নয়টী গ্রহের নাম—স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনীগ্রহ, পূতনাগ্রহ, অন্ধপূতনাগ্রহ, শীতপূতনা, রেবতীগ্রহ, মুখমণ্ডিকগ্রহ ও নৈগমগ্রহ। এই নয়টী গ্রহই সাধারণতঃ বালকদিগের আক্রমণকারী হইতে দেখা যায়।

নবগ্রহের আকৃতি-জ্ঞান।—অহিতাচরণ করিলে অথবা বালক ভীত, হৃষ্ট বা তর্জ্জিত হইলে ঐ সকল গ্রহ বালকের শরীর আশ্রয় করে। দেহে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে শোণিতগন্ধ, স্তনে বিদ্বেষ, মুখ বক্র, নেত্রের একটী পক্ষ্ম-স্থির, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুদ্বয় ভার, অল্প অল্প রোদন, হস্তের অঙ্গুলিসমূহ দৃঢ়মুষ্টিকরণ এবং মলের গাঢ়তা,—স্কন্দগ্রহ পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন সচেতন, কখন অচেতন, সংবদ্ধ হস্ত, পদ কম্পন, মলমূত্রনিঃসরণ, শব্দ সহকারে জৃম্ভণ, মুখে ফেনোদ্গম এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে স্কন্দাপস্মার গ্রহাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। (সুশ্রুত ২৭ হইতে ৩৭ অধ্যায়) [রোগ ও চিকিৎসার বিষয় তত্তদ্ গ্রহ নাম দ্রষ্টব্য।]

নবং নূতনং গ্রহো গ্রহণং যস্য। (ত্রি) ৩ নূতন বদ্ধ বা ধৃত।

"বৃদ্ধং পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিব দ্বিপম্।" (রামায়ণ ২।৫৮।৩)

নবগ্ব (ত্রি) নবভির্ম্মাসৈর্গচ্ছতি গম-ড্ব। নয়মাস অপ্রাপ্ততা দ্বারা উত্থিত, অর্থাৎ নয় মাসে ফল প্রাপ্ত না হইলে যাহা উত্থিত হয়, তাহার নাম নবগ্ব।

"সেনাময়াতয়স্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৬।)

'সত্রমাসীনানাং মধ্যে যে নবভির্ম্মাসৈরবাপ্তফলতয়া উত্থিতাস্তেষাং নবগ্বাঃ' (সায়ণ)

২ নবীন গতিযুক্ত। (নিরুক্ত ১১।১৯)

নবচক্রাঙ্গ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১১)

নবচত্বারিংশ (ত্রি) নবচত্বারিংশৎসংখ্যায়াংপূরণঃ ডট্। নবচত্বারিংশৎসংখ্যার পূরণ।

নবচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) নবাধিকা চত্বারিংশৎ। ১ ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যা। ২ তদন্বিত।

নবছাত্র (ক্লী) কর্ম্মধা। প্রথমাধ্যয়নপ্রবৃত্ত, নবীন বিদ্যার্থী, পর্য্যায় ক্রিয়াকার।

নবছিদ্র (ক্লী) নব ছিদ্রানি যত্র। নবদ্বার। দেহে নয়টী ছিদ্র অর্থাৎ দ্বার আছে।

নবজ (ত্রি) নব-জন-ড। নবজাত।

নবজ্বর, জ্বরভেদ। ইহার সামান্য লক্ষণ—ঘর্ম্মরোধ, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপ এবং সমস্ত শরীরে বেদনা। দেহ-সন্তাপে দেহের উষ্ণতা, ইন্দ্রিয়-সন্তাপে ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও মনের সন্তাপে মনোবিকৃতি জন্মে। মনের অস্থিরতা ও গ্লানিই মনের বিকৃতি। সকল জ্বরেরই সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত কালকে তরুণ জ্বর বলে।

চিকিৎসা-বিধান।—জ্বর হইলেই উহা প্রথমতঃ বাতপিত্ত-কফের প্রত্যেকের দোষে জাতজ্বর, বা তাহাদের কোন দুইটীর বিকারজাত জ্বর অথবা ত্রিদোষ জ্বর কিনা, চিকিৎসকের তাহা নিরূপণ করা উচিত। যদি অংশাংশ বিভাগ করিয়া চিকিৎসক কিরূপ দোষে জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে সাধারণ চিকিৎসা অর্থাৎ পরস্পরের অবি-রোধী চিকিৎসা করিবেন। সামান্যতঃ জ্বররোগী বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান করিবে।

জ্বররোগীর পক্ষে বায়ুশূন্য স্থান আয়ুর্বৃদ্ধিকারক ও আরোগ্য-জনক।

জ্বররোগীর পক্ষে ব্যজন বায়ু উপকারী। তন্মধ্যে তালপাতার পাখার বাতাসে বায়ুনাশ ও ত্রিদোষ প্রশমিত হয়। বংশনির্ম্মিত পাখায় অর্থাৎ চেচাড়ির পাখার বাতাসে উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং রক্তপিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি করে, আর চামরের, ময়ূর-পুচ্ছের, বেত্রনির্ম্মিত পাখার এবং বস্ত্রের বাতাসে ত্রিদোষ নাশ, শরীর স্নিগ্ধ ও মন তৃপ্ত করে। নবজ্বরীকে গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিবে এবং যে ঋতুতে যেরূপ পানীয় ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে পাক করা পানীয় অল্প পরিমাণে রহিয়া রহিয়া পান করাইবে।

তরুণ জ্বরে কষায় প্রয়োগ করিবে না, করিলে নিদ্রিত কালসর্পকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হইবে। তরুণ জ্বরে কষায় প্রযুক্ত হইলে সকল দোষ চাপাইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়িবে। ষোলগুণ জলে পাচন সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইলে উহাকেও কষায় বলে, অতএব তরুণ জ্বরে উহাও প্রয়োগ করিবে না। কষায় রসযুক্ত দ্রব্যও প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু ও পূর্ব্বদিক্ বাহিত বায়ুসেবন এবং শ্রমজনক কার্য্য করিবে না। দ্বিভোজন, প্রাতে ও রাত্রিতে ভোজন, গুরুপাক-ভোজন ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্যাদি ভোজন পরিত্যাগ করিবে। তরুণ জ্বরে বমন, বিরেচন, বস্তি ও শিরোবিরেচন এই চারিপ্রকার শোধন করাইবে না, করাইলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি হয়। হারীতের মতে—তরুণজ্বরে ব্যায়াম করিলে জ্বর বৃদ্ধি, মৈথুন করিলে স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত, শীতলপানাদি করিলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত, গুরু দ্রব্য ভোজন করিলে মূর্চ্ছা, বমি, মত্ততা ও অরুচি এবং দিবানিদ্রায় বিষ্টম্ভ, দোষের প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরাধিক্য ও ঘর্ম্মবিমূত্রের অবরোধ হয়। অবস্থাবিশেষে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বমন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাগভট্ট বলেন, যদি আহারের অব্যবহিত পরেই জ্বর হয় অথবা সন্তর্পণ ক্রিয়াতে (রসাদি ধাতু-সমূহের বৃদ্ধিজনক ক্রিয়াতে) কোন ব্যক্তির জ্বর হয়, তাহা হইলে বমনযোগ্য (গর্ভিণী, কৃশ ও বৃদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন) ব্যক্তিকে বমন করান আবশ্যক।

তরুণজ্বরে পাচনাদি নিষিদ্ধ, কিন্তু তোয়পেয়াদি নিষিদ্ধ নহে। ষড়ঙ্গ পানীয় তরুণজ্বরে দেওয়া উপকারী। (মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বেনারমূল, চন্দন, বালা, শুণ্ঠী প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা ওজনে লইয়া কুটিয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে শীতল করিয়া পান করাইবে, ইহাই ষড়ঙ্গ-পানীয়।) নবজ্বরে শীতল জলপান অত্যন্ত নিষিদ্ধ, সুতরাং এই ষড়ঙ্গ পানীয় একান্ত প্রয়োজনীয়। গাত্রবেদনা অধিক থাকিলে গোক্ষুর, কণ্টিকারী ও রক্তশালী অর্থাৎ দাউদখানি চাউলের পেয়া ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে।

ঔষধাদি।—তরুণজ্বরে সহজে কোন ঔষধ দিবে না। লঙ্ঘন, পথ্য, পানীয় ও পেয়াদিদ্বারাই জ্বরের তরুণাবস্থায় (অর্থাৎ প্রথম সাত দিন) চিকিৎসা করিবে।

নবজ্বরে রসঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রস প্রয়োগ করিতে হইলে দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল কিছুই পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না।

নবজ্বরে রসঘটিত তরুণজ্বরারি, নবজ্বরেভসিংহ, ত্রিপুরভৈরব, মৃত্যুঞ্জয়রস, নবজ্বরাঙ্কুশ, বৈদ্যনাথবটী, রত্নগিরিরস, জ্বরসিংহরস, জ্বরধূমকেতু, জ্বরঘ্নীবটিকা, নবজ্বরহরবটি ও নবজ্বররস প্রয়োজ্য।

জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিবসে তরুণজ্বরারি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। অনুপান চিনির জল। ঔষধ সেবনের পর বিরেচন হইলে জ্বর ত্যাগ হয়। নবজ্বরেভসিংহের অনুপান আদার রস। ত্রিপুরভৈরবের অনুপান আদার রস অথবা ক্ষেত্র বিশেষে চিনির সহিত শুঁঠ, পিপুল ও মরীচ। এই ঔষধ খাওয়াইলে তক্র (ঘোল) পথ্য দেওয়া আবশ্যক। মৃত্যুঞ্জয়রসের সাধারণ অনুপান মধু। যদি রোগী ক্ষীণ না হয় বা তাহার কফাধিক্য না থাকে, তাহা হইলে চিনি ও ডাবের জলের অনুপান ব্যবস্থা করিবে, তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবৃত্ত হয়। নবজ্বরাঙ্কুশ চিনির জল দিয়া খাইতে হয়। বৈদ্যনাথবটির অনুপান ক্ষেত্রভেদে উচ্ছেপাতার রস, পানের রস বা ঈষদুষ্ণ জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ হইতে ৪টী পর্য্যন্ত বটি প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ সুখবিরেচক। রত্নগিরিরস পিপুল ও ধনের কাথ দিয়া সেবন করিতে হয়। জ্বরসিংহরস জ্বরোৎপত্তির চতুর্থ দিবসে বা তাহার পরে দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরধূমকেতুর অনুপান আদার রস। তিন দিবস সেবনে নবজ্বর নষ্ট হয়। জ্বরঘ্নী বটিকার অনুপান গুলঞ্চের রস। ইহা সেবনে জ্বর সদ্য নষ্ট হইবার কথা। নবজ্বরহরবটি ও নবজ্বররস অঙ্গাররসের সহিত সেব্য।

[জ্বর ও ঔষধাদির নামে তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

নবজ্বররস, নবজ্বরে প্রয়োজ্য রসঘটিত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুত বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে,—

শোধিত পারদ ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, গরল (সর্পবিষ) ৩ তোলা, স্বর্ণক্ষিরী ৪ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা। নারাঙ্গী নেবুর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিড়ঙ্গের প্রমাণ বড়ী করিবে। এক একটী বটি প্রত্যহ আদার রসের সহিত সেবনীয়। নবজ্বর ব্যতীত ইহাদ্বারা জীর্ণ জ্বর, আমঘটিত জ্বর, সম ও বিষম জ্বর এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরই নষ্ট হয়। দাবানলের ন্যায় ইহা সকল জ্বরনাশক।

নবজ্বরবটি, নবজ্বরে প্রয়োজ্য ভাবপ্রকাশধৃত রসঘটিত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত বিধি—

শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক, শোধিত বিষ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরীচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দন্তীবীজ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া দ্রোণপুষ্পীর (গিমার) রসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাক দিবে। পরে একটী মাষকলাইয়ের মত বটি করিবে। এই ঔষধ নবজ্বরে সেবনীয়।

নবজ্বরেভসিংহ, নবজ্বরে প্রয়োজ্য ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত ঔষধবিশেষ।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত লৌহ, শোধিত তাম্র, শোধিত সীসা, মরীচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, বিষ অর্দ্ধভাগ (কেহ বলেন সমষ্টির অর্দ্ধভাগ) একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। ইহাতে ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

নবত (পুং) নূ-অতচ্। ১ কুথ, করিভূষণার্থ কম্বল। (হেমচ°) (দেশজ) ২ বাদ্যবিশেষ। নহবৎ শব্দের অপভ্রংশ।

নবতন্তু (পুং) নবঃ তন্তুঃ কর্ম্মধা°। ১ নূতন তন্তু। নবঃ তন্তু যত্র। ২ নূতন তন্তুযুক্ত পট। ৩ বিশ্বামিত্র পুত্রভেদ।

(ভারত অনু° ৪ অ°)

নবতি (স্ত্রী) নব দশতঃ পরিমাণ যস্য, (পঙ্‌ক্তি বিংশতি ত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯)। ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, ৯০ সংখ্যা। ২ নবতি সংখ্যান্বিত।

"বীক্ষ্যান্ধো নবতেঃ কাণঃ ষষ্টে শ্বিত্রী শতস্য তু।
পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্নাশয়তে ফলম্॥" (মনু ৩।১৭৭)

নবতিক (স্ত্রী) নবং নূতনং তেকতে করোতীতি, তিক-কটাপ্। ১ তূলিকা। ২ নবতিরেব স্বার্থে ক, তত টাপ্। ২ নবতি সংখ্যা।

নবতিশস্ (অব্য) নবতি নবতীতি বীপ্সায়াং চশস্। বহুনবতি।

নবতী (স্ত্রী) নবতি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। নবতি। (শব্দর°)

নবদণ্ড (ক্লী) রাজগণের ছত্রবিশেষ।

"মনোহরং ত্রিকনকদণ্ডক নবদণ্ডকম্। ৬
ছত্রঞ্চ ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং ত্রিবিধানাং মহীভুজাম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

নবদশন্ (ত্রি) নবাধিকা দশ। ১ ঊনবিংশ সংখ্যা, ১৯ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত।

নবদল (ক্লী) নবং দলমিতি কর্ম্মধারয়ঃ। ১ পদ্মের কেশর সমীপস্থ দল। ২ পদ্মাদির জটিলাকার নবপত্র। পর্য্যায়—সংবর্ত্তিকা, সংবর্ত্তি, সংবর্ত্তী। (ভারত) ৩ সামান্য নূতন পত্র। ৪ দলমাত্র।

নবদীধিতি (পুং) নবদীধিতয়োঽস্য। মঙ্গল গ্রহ।

নবদুর্গা (স্ত্রী) নব সংখ্যান্বিতা দুর্গা। নবপত্রিকা।
[নবপত্রিকা দেখ।]

নবদেবকুল, পুরাকালে গঙ্গার তীরে কনৌজের পরপারে এই নামে একটী নগর ছিল। হিউএন সিয়াং এই নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। বর্ত্তমান নবল (নওয়াল) এই নবদেবকুলের নামান্তর।

নবদোলা (স্ত্রী) নবা নূতনা দোলা। নবীন দোলা, নূতন দোলা। প্রথমে ইহাতে আরোহণ করিতে হইলে শুভ দিন দেখিয়া উঠিতে হয়। (তিথিত°)

নবদ্বার (ক্লী) নব দ্বারানীব চিত্তবৃত্ত্যাদের্বহির্গমনসাধনত্বাৎ যত্র। দেহস্থ ৯টী ছিদ্র। সকল অবয়বে ৯টী ছিদ্র আছে, তাহাকে নবদ্বার বলে। মুখে ৭টী অর্থাৎ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা এবং মুখ এই ৭টী, এবং পায়ু, (গুহ্যদেশ) ও উপস্থ এই ৯টী ছিদ্র। ইহার নাম নবদ্বার। যখন এই ভোগদেহের অবসান হয়, তখন প্রাণ এই নবদ্বারের যে কোন একটী দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে এই নবদ্বারে ৯ খণ্ড সুবর্ণ দিতে হয়।

"নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।" (শ্বেতাশ্বো°)

নবদ্বীপ, বঙ্গের এক বিখ্যাত নগরী ও সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী। সাধারণতঃ 'নদীয়া' নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৩° ২৪´ ৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২৫´ ৩´´ পূঃ। পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে ছিল, নদীর গর্ভ পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন পশ্চিম কূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৪৭২ একার।

গত ১৮৯১ সনের গণনায় লোকসংখ্যা ১৩৩৩৪, তন্মধ্যে হিন্দু ১২৮৫৬ ও মুসলমান ৪৭৮।

নামকরণ।—কেহ নদীয়া বা নবদীপ, আবার কেহ নূতন দ্বীপ বা নয়টী দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন। যাঁহারা নয়টী দীপ হইতে নবদীপ নাম স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, গঙ্গার মধ্যস্থ চরের উপর নদীয়া অবস্থিত। ঐ চরের পশ্চিম দিকের গঙ্গা খরস্রোতা ছিল, সুতরাং পূর্ব্বাংশ ক্রমে স্রোতোহীন হইয়া চর হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে ঐ চরে কৃষিকার্য্যের জন্য অনেক লোক আসিয়া বাস করে। সেই সময় একজন সন্ন্যাসী ঐ চরের কোন নির্জ্জন স্থানে নয়টী দীপ জ্বালিয়া রাত্রিকালে যোগ সাধনা করিতেন। নৌকারোহিগণ সেই দীপ দেখিয়া চলিত ভাষায় ঐ স্থানকে নদীয়ার চর বলিত। যাঁহারা নয়টী দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বৈষ্ণব কবি নরহরি দাসের দোহাই দিয়া থাকেন। নরহরি দাস নবদ্বীপ-পরিক্রমার লিখিয়াছেন—

"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত এ হয়॥" (নবদ্বীপপরি°)

এই নয়টী গ্রাম বা দ্বীপের নাম—১ অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), ২ সীমন্তদ্বীপ (সিমলা), ৩ গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), ৪ মধ্যদ্বীপ (মাজদা), ৫ কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ৬ ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর), ৭ মোদদ্রুমদ্বীপ (মাউগাছী), ৮ জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), ৯ রুদ্রদ্বীপ (রাতুপুর)। এই নয়টী গ্রামের নামকরণ ও অবস্থান সম্বন্ধে নরহরি এইরূপ লিখিয়াছেন,——

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর॥
মায়াপুর করিয়া দর্শন। ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ॥
প্রথমে দেখহ আতোপুর। অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তথা। কহিল ব্রহ্মার প্রতি অন্তরের কথা॥
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম। বিস্তারিব সে সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান্॥
সুবর্ণবিহার ওই হয়। কহিব পশ্চাৎ হেথা জৈছে বিলসয়॥ ১
সিমলিয়া গ্রাম তার পরে। শ্রীসীমন্তদ্বীপ পূর্ব্বে কহে যাহারে॥
তথা প্রভুপদে করি নতি। করিলা ধারণ ধূলা সীমন্তে পার্ব্বতী॥
শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম ঐছে। বিস্তারি কহিব পার্ব্বতীরে কৃপা যৈছে॥ ২
গাদিগাছা গ্রাম এবে কয়। গোদ্রুমদ্বীপাখ্যা পূর্ব্বে সুখের আলয়॥
শ্রীসুরভি রহি বৃক্ষতলে। করিল প্রভুরে স্তুতি ভাসি নেত্রজলে॥
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ কয়। বর্ণিব বিশেষ করি শুন মহাশয়॥ ৩
শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে। পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সবে॥
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত। মধ্যাহ্নকালেতে প্রভু হইলা সাক্ষাৎ॥
ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তার। ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হৈল বিস্তার॥ ৪
বামণপোখেরা পুণ্য গ্রাম। ব্রাহ্মণপুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম॥
ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর॥
তদুপরি হাটডাঙ্গা গ্রাম। সর্ব্বত্র বিদিত উচ্চ হট্ট পূর্ব্বনাম॥
ইন্দ্রাদি দেবতা উচ্চ স্থানে। বসাইলা হট্ট প্রভু চরিত্র কথনে॥
উচ্চ হট্ট নাম এ প্রকারে। সে সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কার দ্বারে॥
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দধাম॥
প্রভু প্রিয় ভক্তে কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥
কোলদ্বীপ নাম এই মতে। অত্যন্ত মধুর কথা আছয়ে ইহাতে॥ ৫
সমুদ্রগড়ি গ্রাম প্রচার। শ্রীসমুদ্রগতি নাম পূর্ব্বেতে ইহার॥ ●
সমুদ্র প্রভুর সন্দর্শনে। গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষ মনে॥

ইথে অতি কৌতুক প্রচার। বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার॥
চাঁপাহাটি গ্রাম মনোরম। পূর্ব্বে নাম চম্পাহট্ট খ্যাতি নিরুপম॥
কিনিয়া চম্পকপুষ্প রঙ্গে। বিষ্ণুপূজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে॥
রাতুপুর গ্রাম মুখ্য হয়। ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কেবা না জানয়॥
বসন্তাদি ঋতু সেনাবেশে। বাড়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে॥ ৬
শ্রীবিদ্যানগর পুণ্যস্থান। বৃহস্পতি আদি যথা কৈলা বিদ্যাদান॥
বিদ্যার প্রভাব নানামতে। অবিদ্যা ঘুচায় সে গ্রামের দর্শনেতে॥
তদুপরি গ্রাম জান্নগর। পূর্ব্বে জহ্নুদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর॥
তথা তপ কৈল জহ্নুমুনি। হইলা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য চিন্তামণি॥
জহ্নুদ্বীপ অতি রম্যস্থান। যে করে দর্শন সে পরম পুণ্যবান্॥ ৭
মাউগাছি গ্রাম কেনা জানে। মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে॥
রামচন্দ্র বনবাস কালে। পাইলা পরম মোদ বসি বৃক্ষতলে॥
পূর্ব্বে ছিল রামবট স্থান। কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান্॥
জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম। যৈছে মোদ পাইলা সে প্রসঙ্গ অনুপাম॥ ৮
তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর। যে গ্রাম দর্শনে সুখ বাড়য়ে প্রচুর॥
প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে। দিলেন দর্শন প্রিয় ভক্তে লক্ষ্মীসঙ্গে॥
নারায়ণ পীঠস্থান ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সঙ্গোপন হৈল॥
তথাতে কৌতুক অতিশয়। বর্ণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময়॥
এবে মাতাপুর কহে লোক। পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখ শোক॥
মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির॥
মহৎপুর মধ্যে রম্যস্থান। পঞ্চবট ছিলা হৈলা অন্তর্ধ্যান॥
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই। পাইলা পরমানন্দ রহিয়া তথাই॥
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর। বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রভুর॥
গঙ্গা পূর্ব্বধারে রাতুপুর। রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্ব্বে মহিমা প্রচুর॥
যথা রুদ্র নিজগণসনে। করিলা নর্ত্তন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে॥
রুদ্রদ্বীপে কৌতুক অপার। কেহ বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার॥ ৯
তারপর আছে পণ্য গ্রাম। বেলপোখেরা পূর্ব্বেতে বিল্বপক্ষ নাম॥
একপক্ষ পূজি বিল্বদলে। প্রভুপ্রিয় হৈলা বিপ্র শিবকৃপাবলে॥
তৈছে কৈল শিবের অর্চ্চন। যৈছে প্রভুপ্রিয় হৈল হইব বর্ণন॥
শ্রীভারুইডাঙ্গা নাম গ্রাম। ভারদ্বাজ মুনি তথা করিলা বিশ্রাম॥
এ প্রসঙ্গ অতি রসায়ন। প্রভু কৃপাবলে কেহ করিব বর্ণন॥
সুবর্ণবিহার নাম যার। তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার।
গৌরচন্দ্রে দেখি সন্তে কয়। সুবর্ণপ্রতিমা কি কীর্ত্তনে বিহরয়॥
সুবর্ণবিহার নাম ঐছে। কেহো বিস্তারিব প্রভু বিহরয়ে যৈছে॥...
নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত। একমুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত॥
তার মধ্যে কহি যে প্রধান। চিনাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান॥
যৈছে গৌর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। তৈছে নবদ্বীপ বৃন্দাবন কহে বেদ॥"

নরহরি নবদ্বীপস্থ গ্রামগুলির নামকরণ* সম্বন্ধে যে অলৌকিক উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন, ইতিহাসের চক্ষে তাহার কিছুমাত্র মূল্য নাই। তবে তিনি যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, ভৌগোলিকদিগের নিকট তাহা অতি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই।

* ভক্তিরত্নাকরে উক্ত গ্রামগুলির নামোৎপত্তিবিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নরহরির বর্ণনায় বোধ হয়, নবদ্বীপ নামে কোন এক স্বতন্ত্র নগর বা গ্রাম ছিল না, উপরোক্ত স্থানগুলি লইয়া নবদ্বীপ। কিন্তু চৈতন্যদেবের বহুপূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ এক স্বতন্ত্র নগর বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিতেছে।* এই নগরেই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। রাজধানীর নামানুসারে যেমন রাজ্যের নাম হয়, সেইরূপ বোধ হয়, হিন্দু রাজত্বকালে নবদ্বীপ-নগরী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উপকণ্ঠস্থ গ্রামগুলিও নবদ্বীপ বলিয়া গণ্য হইত।*

সেনরাজগণের পূর্ব্বে নবদ্বীপনগরীর অস্তিত্ব ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্বে এ অঞ্চল সমুদ্রমগ্ন ছিল, খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে সমুদ্র সরিয়া গেলে চরে পরিণত হয়। এই সময় সমুদ্রমোহনাস্থিত অনেকগুলি নদী এ অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান সহরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সমুদ্রগড় নামক গ্রামের নিকট একটী চর আছে, তাহাকে ত্রিমোহনী বলে। এখানে পূর্ব্বে তিনটী নদীর মোহনা ছিল।

বর্ত্তমান নগরের প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্বে 'সুবর্ণবিহার' নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। অনেকের বিশ্বাস, পালবংশীয় রাজগণের সময় এখানে বৌদ্ধগণের 'বিহার' ছিল। এখনও ঐ স্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই সকল ভগ্ন প্রস্তর, ইষ্টক ও স্তম্ভাদি দেখিলে অনেকটা বৌদ্ধধরণের বলিয়া বোধ হয়। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ স্থান হইতে অনেক মাল মসলা লইয়া গিয়া স্ব স্ব অট্টালিকায় লাগাইয়াছেন। পূর্ব্বে ভাগীরথীর একশাখা মায়াপুরের উত্তর দিয়া সুবর্ণবিহারের নিকট পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। ঐ শাখাতেই খড়িয়া নদী পতিত ও মন্দাকিনী নামে গোয়ালপাড়ার উত্তরাংশে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। এখন ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রাচীন গর্ভমাত্র লক্ষিত হয়।

ভাগীরথী তটস্থ পুণ্যস্থান বলিয়া ও তিনটী নদীর মোহনায় অবস্থিতিপ্রযুক্ত বাণিজ্যাদির সুবিধা থাকায় রাজা লক্ষ্মণসেন এখানে রাজধানী করিয়াছিলেন।

এখনকার নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বে অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'বল্লাল দীঘী' নামে একটী দীঘী ও সেই দীঘীর উত্তরদিকে 'বল্লাল-

* নরহরিও লিখিয়াছেন,—
"নব দ্বীপে নবদ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় একগ্রাম॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান। যদ্যপি অনেক তথা হয় একনাম॥"
(নবদ্বীপপরিক্রমা।)

সেনের ঢিবি' নামে এক উচ্চভূমি আছে। প্রবাদ এইরূপ, এখানে বল্লালসেনের বাটী ছিল ও তিনিই এখানে নিজ নামে 'দীঘী' খনন করাইয়াছিলেন। কাহারও মতে, লক্ষ্মণসেন পিতৃনামে ঐ দীঘী উৎসর্গ করেন এবং ইহার তীরবর্ত্তী ঢিপি পরবর্ত্তী কালে বল্লালের ঢিপি নামে খ্যাত হয়। বাস্তবিক তথায় লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ ছিল। সেনরাজের সময় যেখানে নগর ছিল, সে স্থান ভাগীরথীর স্রোতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তৎকালে এই স্থানে ভাগীরথী দ্বারা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সহিত সপ্তগ্রামের এবং জলঙ্গী নদী দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হইত। এই বাণিজ্যকারণ ও যোগাদিতে স্নানাদি উপলক্ষে এখানে বিস্তর লোক আগমন করিত ও ভাগীরথী-গর্ভে শত শত নৌকা শোভা পাইত। মুসলমান আক্রমণে সেনরাজ নবদ্বীপ হারাইলে ইহার পূর্ব্বতন সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে সহস্র সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তি নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই পূর্ব্ব বঙ্গের সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের পর যে সকল মুসলমান লক্ষ্মণাবতীর শাসনাধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানীতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন, নবদ্বীপের প্রতি বড় একটা দৃক্‌পাত করিতেন না।

তৎকালে এ অঞ্চলের জমীদারগণ অনেক সময়ই এক প্রকার স্বাধীনভাবে জমিদারী শাসন করিতেন। তবে যখন ফৌজদার সৈন্য সামন্ত আনিয়া জমিদারদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহারা ফৌজদারকে কিছু টাকা দিয়া মিট্‌ মাট্‌ করিয়া ফেলিতেন।

সেনরাজগণের অধঃপতনের পর নবদ্বীপে বিলক্ষণ মুসলমান-অত্যাচার চলিয়াছিল। তবে তৎকালে নবদ্বীপে বাণিজ্যের স্থান ছিল বলিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়াও এখানকার ব্যবসায়িগণ এককালে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে পারে নাই। সেইজন্য নবদ্বীপ এককালে শ্রীহীন হয় নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে) নবদ্বীপের যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল, কবি জয়ানন্দ তদ্বিরচিত চৈতন্যমঙ্গলে তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নানাজাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহরা নানাবর্ণে বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্ত নদীয়ানগরী অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভাবিনী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুলমালে॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যানগরী বিজুরী ছটাক পড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর কূপ তড়াগসোপান।
মাঠ-মণ্ডপ-সুযন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপণ॥
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্যগীত-আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥
দ্বিজরূপ ধরি দেবতা গন্ধর্ব্ব জন্ম লভিলা নবদ্বীপে।
হইয়া দ্বিজনারী ইন্দ্র বিদ্যাধরী সঙ্গীত গঙ্গা সমীপে॥
স্বর্গ ছাড়ি যত গন্ধর্ব্বমণ্ডলী জন্মিল বৈদ্যবনিতা।
দেবঋষি মুনি দ্বিজরূপধরি অধ্যয়নশ্রুতিগীতা॥
গোধূলি সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খধ্বনি প্রতি ঘরে।
শ্বেতচামর ময়ূরপাখা হাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে॥
ইষ্টকরচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ সুযন্ত্রিত গৃহদ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচা ঢাল চৌখণ্ডী চৌকাট সাজে॥
সাজে রসাল বিশালক শুভ্ররাজিত চন্দ্রার্কতিলকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে।
খাটপাট সিংহাসন আসন চৌখড়ি ময়ূর পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা॥
ডাবর বাটা গুবাক সংপুট দর্পণ রসবাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তলকলস বারাণসীর ত্রিপদিকা॥
শঙ্খ বাটাবাটী সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসখুরি।
তিরোহত গাড়ু তাম্রমুখারমণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি॥
পাষাণভাজন অতি সুগঠন খড়িকা রঙ্গি কাপড়া।
উড়িয়া গৌড়ীয়া চিরণী বিচিত্র সাঁপুড়া॥
টাড় গাঠ্যা কড়ি হিরণ্য মাদলী কেয়ুর কঙ্কণ রত্ন নূপুরে।
হেমকিয়া পাতা বিদ্রুম মুকুতা কাশ্মীরদেশের খুরে॥
তবক সুর পানবাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি।...
পাটনেত ভোট সকলাত কম্বল শ্রীরামখানি জমকা।
ভোটোট্টদেশের ইন্দ্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা॥
লেখিতে না পারি যত দাসদাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে।
যে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকায় নদীয়ার হাটে॥"

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতেও লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সভেই মহা দক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক বলি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥"

তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপের যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পূর্ব্বে ভাগীরথীর যে ধারে নবদ্বীপ ছিল, এখন তাহার অপরপারে প্রাচীন নবদ্বীপ জাগিয়া উঠিতেছে। ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনে, বাণিজ্যের হ্রাসপ্রযুক্ত এবং প্রাচীন অট্টালিকাদি গঙ্গার গর্ভশায়ী হওয়ায় নবদ্বীপের লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া

আসিতেছে। ১৮৮১ সালের গণনায় এখানে ১৪১০৫ জন লোকের বাস ছিল, কিন্তু গত ১৮৯১ সালের গণনায় ১৩৩৩৪ জন মাত্র। অধিকাংশ নগরেই প্রতি দশ বর্ষ অন্তর শতকরা ১০।১২ জন লোক বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু নবদ্বীপের অদৃষ্টে ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই এখানে শত শত টোল ছিল, ও দূর দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সময় নবদ্বীপ শাস্ত্রচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইত। নবদ্বীপের এই উজ্জল সময়ে মুসলমানেরা মধ্যে নবদ্বীপের উপর দারুণ অত্যাচার করিয়াছিল। কবি জয়ানন্দ তদুপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"তবে জগন্নাথমিশ্র দেখিঞা কৌতুকে।
বিশ্বরূপ জাতকর্ম্ম করি একে একে॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহ পাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গা স্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ।
নবদ্বীপ-বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধর্ম্মময় প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধর্ম্মময় রাজা।
রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পুজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসে।
বিশারদনিবাস করিল বারাণসী॥
দিগ্বিদিক্ বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে।
ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে॥" (চৈতন্য-মঙ্গল—আদিখণ্ড।)

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মুসলমান-অত্যাচার হইলেও তাঁহার আবির্ভাব-কালে নবদ্বীপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

এই সময় রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার পক্ষধরমিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করিয়া নদীয়ায় ন্যায়প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। এই সময় নবদ্বীপে রঘুনন্দনের স্মার্ত্তব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বঙ্গে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইল। এই সময় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অপার্থিব প্রেমের প্রবাহে নবদ্বীপ বৈষ্ণব জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিল ও বৈষ্ণবগণের নিকট নবদ্বীপ বৃন্দাবনের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য হইল। এই সময় হইতে নবদ্বীপে যে বৈষ্ণব প্রাধান্য হইয়াছিল, এখনও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এখানে ন্যায়ের টোল করিয়া যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান, এখনও তাঁহারই আশীর্ব্বাদে ভারতের মধ্যে নবদ্বীপই ন্যায়ের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য। এখনও কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড়াদি নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ এখানে ন্যায়শিক্ষা করিতে আসেন।

বিদ্যায় ও বৈষ্ণবী প্রেমে নবদ্বীপ প্রধান থাকিলেও বিষয়বৈভবে এখানকার দারুণ দুর্গতি ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এখানকার ঋষিপ্রতিম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অনেকেই পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহারা সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং শত শত ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র দিয়া তাহাদের অধ্যাপনা করিতেন। সেই মহাপণ্ডিতগণের বিদ্যানুরাগিতা ও ধনোপার্জ্জনে নিস্পৃহতার আর তুলনা নাই।

এখন নবদ্বীপে ১৪ খানি টোল দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ন্যায়ের ৪ খানি, স্মৃতির ৫ খানি, ভাগবতের ২ খানি ও সাহিত্যের ৩ খানি। ছাত্রের সংখ্যাও ন্যূনাধিক দুইশত হইবে। বাঙ্গালী ব্যতীত এই সকল ছাত্রের মধ্যে মৈথিল, তৈলঙ্গী, মাড়বারী, উড়িয়া ও গৌড়ীয় প্রভৃতি আছে। গবর্মেণ্ট হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ ২০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে।

নবদ্বীপ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—

এই বংশ আপনাদিগকে কনোজাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। তথায় তাঁহাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। ভট্টনারায়ণের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪০০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মুসলমান রাজার অনুগ্রহে কাঁকদি প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বনাথের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র কাশীনাথের সময় ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতির কতকগুলি হস্তী তাঁহার জমিদারীর মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তন্মধ্যে একটা হাতী ক্ষেপিয়া উঠিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া

প্রজাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে। তজ্জন্য কাশীনাথের আদেশে সেই হাতীটাকে মারিয়া ফেলা হয়। নবাব সেই সংবাদ পাইয়া কাশীনাথের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে লোক পাঠান। তচ্ছ্রবণে কাশীনাথ সপরিবারে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন। কিছু দিনের পর জলঙ্গী নদীর নিকটবর্ত্তী বাগ্‌ওয়ান্ পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে নবাবের লোকের হাতে কাশীনাথ বন্দী হইলেন। পথিমধ্যে তিনি রাজপুরুষগণের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পত্নী দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ও দুই একটী বিশ্বাসী লোকসহ বাগ্‌ওয়ান্ পরগণার জমিদার আন্দুলিয়াবাসী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে সেই রমণী গর্ভবতী ছিলেন। হরেকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। যথাকালে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণের পুত্রসন্তান না থাকায় রামচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী করিলেন। এই কারণেই রামচন্দ্র রামসমাদ্দার নামে খ্যাত।

রামচন্দ্রের চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভবানন্দ। ভবানন্দ বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গলে লিখিয়াছেন, ইনি পূর্ব্ব জন্মে নলকুবের ছিলেন, অভিশপ্ত হইয়া ভবানন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ফৌজদার ভবানন্দের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন। তাহাতে ভবানন্দ পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। অনুমান ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ভবানন্দ নবাবকে প্রসন্ন করিয়া 'কানুনগো'-পদ ও মজুমদার উপাধি লাভ করিলেন। ইহার কএক বর্ষ পরে, তিনি পৈতৃক জমিদারী ফতেপুর, কুড়ুলগাছী ও পাট্‌কাবাড়ী আপন তিন সহোদরকে ভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি আপনি লইলেন। এই সময় রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর মানসিংহকে পাঠাইয়া দেন। ভবানন্দ তখন কানুনগো, তিনি মানসিংহের সম্মানার্থ বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ তাঁহার বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে তাঁহাকে সঙ্গে রাখিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত ভবানন্দ অশেষ কষ্ট স্বীকার ও মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মানসিংহ যশোর হইতে প্রত্যাগমন-কালে ভবানন্দের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে মহৎপুর, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়সা, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণার জমিদারী প্রদান করিলেন ও দিল্লী-যাত্রা-কালে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার কুল ও গুণের পরিচয় পাইয়া মানসিংহপ্রদত্ত ১৪ খানি পরগণার ফরমাণ দিতে (১০১৫ হিজরী = ১৬০৬ খৃঃ অব্দে) আদেশ করিলেন। কিছুদিন পরে ভবানন্দ বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া ফরমাণ, নহবৎ, ডঙ্কা, ঘড়ি ও নিশান ইত্যাদি সম্মানসূচক দ্রব্য সহ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি মাটিয়ারী গ্রামে রাজবাটী প্রস্তুত করাইলেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে (১০২২ হিজরী) তিনি বাদশাহের অনুগ্রহে উখ্‌ড়া, ভালুকা, ইস্‌মাইলপুর, ইস্‌লামপুর প্রভৃতি আর কএক খানি পরগণা ও তদুপলক্ষে এক ফরমাণ পাইলেন।

ভবানন্দই প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-রাজবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহারই সময় এ বংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। গোপাল কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া ভবানন্দ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

গোপাল বাদশাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি কএক পরগণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহার নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘব এই তিন পুত্র ছিল। গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি বুদ্ধি ও কৌশলক্রমে সম্রাট্ শাহজহানের নিকট হইতে রায়পুর, বেদারপুর, আলনিয়া, খাড়িজুড়ি, মূলগড় প্রভৃতি আরও কতকগুলি পরগণা প্রাপ্ত হন ও কোন কোন জমীদারের নিকট আরও কএকখানি পরগণা ক্রয় করেন। তিনি মাটিয়ারি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রেউই (বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর) গ্রামে রাজধানী করেন। সে সময় এখানে ব্রাহ্মণাদি কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না। বিস্তর গোয়ালার বাস ছিল। তাঁহার আগমনে এই গ্রামের ভাগ্য ফিরিয়া যায়। তিনি গ্রামের চারিদিকে পরিখা খনন করান। এই পরিখাকে সহরপানার বলে এবং তাহা এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ২০ হাজার টাকা খরচ করিয়া শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে দিগ্‌নগর গ্রামে এক বৃহৎ দীঘী খনন করান এবং অনেক অধ্যাপককে বিস্তর 'ব্রহ্মোত্তর' দিয়া যান। এই বংশের মধ্যে ইনিই প্রথম বাদশাহের নিকট সম্মানসূচক 'হস্তী' উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রুদ্র ও প্রতাপনারায়ণ। রাঘব বাদশাহের আদেশ লইয়া জমীদারীর দশআনা রুদ্রকে ও ছয় আনা প্রতাপকে দান করেন। কিন্তু রুদ্র পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাকে ভুলাইয়া বাগওয়ান্ প্রভৃতি কএকখানি পরগণা ব্যতীত আর সমস্ত জমীদারী আপনি অধিকার করেন। ইহার জন্য ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে (১০৮৭ হিজরী) তিনি

বাদশাহ আলমগীরের নিকট হইতে ফরমাণ লইয়াছিলেন। এ ছাড়া তিনি গয়াসপুর, হোসেনপুর, বাগমারী প্রভৃতি বিস্তৃত পরগণা ও অট্টালিকার উপর কাঙ্গ্‌ড়া নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। রাজার বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তৎকালে আপনার ভবনে 'কাঙ্গ্‌ড়া' নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। কোন অট্টালিকার উপর কাঙ্গ্‌ড়া দেখিলেই তাহা কোন বিশেষ রাজসম্মানিত ব্যক্তির বাটী বলিয়া সাধারণে বুঝিতে পারিত।

তাঁহার বসতি-স্থানে কৃষ্ণোপাসক গোপগণের বাস থাকায় তিনি রেউই গ্রামের 'কৃষ্ণনগর' নাম রাখেন। তিনি ঢাকা হইতে কারিকর আনাইয়া সুন্দর চক ও নহবৎখানা প্রস্তুত করেন। এখন ভগ্নপ্রায় হইলেও অনেকেই তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। তাঁহার সময় কৃষ্ণনগরের ধার দিয়া জলঙ্গীর শাখা অঞ্জনা নদী প্রবাহিত ছিল। এক সময় কতকগুলি সৈনিক পুরুষ এই নদী দিয়া যাইবার সময় রুদ্রের দৌবারিকগণের সহিত বিবাদ করে। তাহাতে উভয় পক্ষে বিলক্ষণ হাতাহাতি হয়। এ কারণ রুদ্র পরবর্ষেই অঞ্জনার গতি রুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতে সাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক, রুদ্র কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, সাধারণের কতকটা অভাব দূর করেন। তাঁহার সময় মর্দ্দনার নিকটস্থ জলাশয়ে অতি সুন্দর পদ্ম ফুটিত, সেই শোভা দেখিয়া তিনি ঐ স্থানের নাম শ্রীনগর রাখেন। এখানে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। এখন শ্রীনগরের গড়মাত্র আছে, সংক্রামক জ্বরে এ স্থান উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রাজা রুদ্র ঐ বাটীর তলে কএক লক্ষ টাকা প্রোথিত করিয়া রাখেন। তিনি আপন কোষাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া বলিয়া যান যে বিশেষ বিপদ্ না ঘটিলে উত্তরাধিকারিদিগকে ঐ ধন দেখাইয়া দিবেন না। রুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খাজাঞ্চিকে টাকা দেখাইয়া দিতে আদেশ করেন, কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে অসম্মত হন। ইহাতে নির্ব্বোধ রাজপুত্র সেই বিশ্বাসী খাজাঞ্চীকে প্রহার করিতে বলেন, সেই প্রহারেই খাজাঞ্চীর মৃত্যু হয়। অনেকেই ঐ টাকা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও আশা পূর্ণ হয় নাই।

রুদ্রের দুই রাণী—জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামচন্দ্র অতিশয় সাহসী ও মৃগয়ানুরক্ত ছিলেন। রুদ্রের ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র উত্তরাধিকারী হয়। তিনি রামজীবনকে জমিদারী দিবার জন্য বাদশাহের অনুমতি আনাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সুচতুর রামচন্দ্র হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সাহায্যে পৈতৃক জমিদারী অধিকার করিলেন। কিছু দিন পরে রামজীবন অনেক দলবল সংগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রের হস্ত হইতে জমিদারী উদ্ধার করেন। রামচন্দ্রও ছাড়িবার লোক নহেন। তিনিও পর বর্ষে রামজীবনকে পরাজিত করিয়া জমিদারী জয় করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রামজীবন জমিদারী পাইলেন। তাঁহাকেও বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নবাবের সহিত কৌশল করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় কারারুদ্ধ ও জমিদারী অধিকার করিলেন। এই রামকৃষ্ণের সময়ে বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। বর্দ্ধমানের রাজপুত্রকে রামকৃষ্ণ আশ্রয় দেন। তজ্জন্য শোভাসিংহের ভ্রাতা হেম্মতসিংহ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। এই সময় বাদশাহের পুত্র আজিমওসান্ বিদ্রোহদমনের জন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ মহাসমারোহে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আজিমওসান্ তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহার সহিত আজিমওসানের মিত্রতা জন্মে। এই সুযোগে রামকৃষ্ণ জমিদারীর রাজস্ব যথানিয়মে দিতেন না। অবশেষে নবাব কৌশলক্রমে ঢাকায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামকৃষ্ণের পর রামজীবন কারামুক্ত হইয়া জমিদারী পাইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামজীবনের তিন পত্নী ও তাঁহাদের গর্ভে ৪টী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত রঘুরাম সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন বলিয়া, রামজীবন মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রামজীবনের গীতশক্তি ও কবিত্বশক্তি বেশ ছিল।

রঘুরাম অত্যন্ত সাহসী ও বলবান্ ছিলেন, সে জন্য তিনি রঘুবীর বলিয়া খ্যাত। এক সময়ে নবাব মুরশিদকুলির সহিত রাজশাহীর রাজার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রঘুরাম নবাবের সেনাপতির সহিত গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে রঘুরাম অব্যর্থশরসন্ধানগুণে রাজশাহীর সেনাপতিকে নিপাতিত করেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া নবাব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার আদেশ দেন। রঘুরাম প্রায়ই শ্রীনগরের বাটীতে থাকিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পূর্ব্ব-

পুরুষের যে বহু রাজস্ব দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি বার বার মুরশিদাবাদে বন্দী হইতেন। কিন্তু এই বন্দী অবস্থাতেও তাঁহার দানশীলতার হ্রাস হয় নাই। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঘুরাম আপন বৈমাত্রের ভ্রাতা রামগোপালকে ভাল বাসিতেন। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অবাধ্য থাকায় তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্দ্রকে বিষয় সম্পত্তি না দিয়া রামগোপালকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু এই সময় কৃষ্ণরাম নামক এক ব্যক্তির কৌশলে তাম্রকূটপ্রিয় রামগোপাল অধিকারী না হইয়া নবাবের আদেশে কৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লাভ করিলেন। [কৃষ্ণচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ দেখ।] রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের সময় নদীয়া-রাজ্যের চরমোন্নতির সময়। এই সময় তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব্ব সীমা ধুলিয়াপুর ও পশ্চিম সীমা ভাগীরথী ছিল।* এ ছাড়া তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেজপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ ৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। এখন ইহার অধিকাংশ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, অবশিষ্ট অংশ ২৪ পরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোর ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চাকদহ, কুশদহ, বহিরগাছী, শ্রীনগর, গোপালপুর প্রভৃতি নগরগুলি এবং কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি প্রভৃতি অনেকগুলি গঞ্জ তৎকালে নদীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র চারি সমাজের অধিপতি † বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে ও ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় আছে। তিনি তৎকালে প্রবল প্রতাপে হিন্দুসমাজের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তর করিয়াছিলেন, কাহারও ভাগ্যে সে সম্মান ঘটে নাই। তাঁহার অধিকার মধ্যে তিনি আপন অনুগৃহীত ব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গকে যে ভূরি ভূরি জমি দান করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ সেই সকল নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। নদীয়া জেলার মধ্যে এমন গণ্ডগ্রাম নাই, যেখানে নদীয়ারাজপ্রদত্ত নিষ্কর জমি না আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এই অপরিমিত দানশীলতাই নদীয়ারাজ্যের অধঃপতনের মূল। [কৃষ্ণচন্দ্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ১৭৮২খৃঃ অব্দে (১১৮৯ সালের ২২ আষাঢ়) ৭৩ বর্ষ বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিবচন্দ্র মেয়াদী বন্দোবস্তানুসারে জমিদারীর অধিকারী হন। রাজা ভবানন্দের সময় হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত এই জমিদারী পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছিল, শিবচন্দ্রের সময় হইতেই ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হইল। তিনি যে বিষয় কার্য্যে অপটু ও অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন, তাহা নহে কেবল নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই তাঁহার বহু সম্পত্তি বাকি খাজনার দায়ে নিলামে উঠিতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্রেও এ সময় অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইল। তিনি মনের দুঃখে ৬০ বর্ষ বয়সে (১৭৮৮ খৃঃ অব্দে) পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যে সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত ও কবি বিরাজ করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই শিবচন্দ্রের সভাও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় দশশালা বন্দোবস্ত হয়। রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র ব্যতীত আর সকল পুত্রের মাশহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহারা এতদিন কিছু করেন নাই। এখন দশশালা বন্দোবস্ত হইলে তাঁহারা পৈতৃক জমিদারীর অংশ পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিলেন। যদিও তাঁহাদের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল বটে, কিন্তু এই সময়ে মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় নদীয়ারাজের বহু সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেল। তাহার উপর সুরাপানে মত্ত থাকিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়-কর্ম্মের প্রতি তেমন মনোযোগ করিতেন না, সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইল। ইনি অঞ্জনা-নদী-তীরে শ্রীবন নাম দিয়া তথায় এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করান। তথায় অনেক সময় আমোদে মত্ত থাকিতেন। শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনপ্রযুক্ত উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় বর্ষাবধি হতজ্ঞান হইয়া থাকেন। পরে ৫৫ বর্ষ বয়সে (১৮০২ খৃঃ অব্দে) গিরীশচন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। শারদামঙ্গলপ্রণেতা বিনয় বাক্‌পতি নামে এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ইহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে পৈতৃক জমিদারী অর্দ্ধেক হস্তান্তর হইয়াছিল।

গিরীশচন্দ্র জমিদারী হাতে পাইলেও তাঁহার চৈতন্য হইল না। তিনি কেবল যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। শেষে (১৮১৩ খৃঃ অব্দে) যখন তাঁহার প্রধান পরগণা উখড়া বাকি খাজনার দায়ে নিলামে উঠিল, তখন তিনি কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে,

* "রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ।
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গা পার।" (ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল।)

† নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ এই চারি সমাজ।

তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ও আত্মীয় স্বজনের দোষে মহামূল্য সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি সর্ব্বদাই দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক হইলেও বড় নির্ব্বোধ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির দোষে পৈতৃক জমিদারীর ৮৪ খানি পরগণার স্থানে এখন কেবল ৫।৭ খানি পরগণা রহিল। তাঁহার অর্থকষ্ট হইলেও তিনি কখন ধর্ম্মকর্ম্মে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নবদ্বীপে দুইটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার একটীর মধ্যে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি ও অপরটীতে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৪৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে (৫০ বর্ষ বয়সে) ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রসসাগর ইঁহার সভায় থাকিতেন।

[কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী দেখ।]

গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি বিষয় বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। বহুদিন হইল, নদীয়ারাজ্যের অন্তর্গত উখড়া পরগণা নিলাম হইয়া গিয়াছিল। এখন শ্রীশচন্দ্র বহু যত্নে তাহার বহু অংশ উদ্ধার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট অহঙ্কার করিয়া পৈতৃক উপাধির প্রার্থী হন নাই। কিন্তু রাজা শ্রীশচন্দ্র অতিশয় চতুর ছিলেন। তাঁহার প্রার্থনানুসারে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজ-উপাধির ফরমাণ পাইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যত্নে লাখেরাজদারগণ একপ্রকার বিষম রাজস্বদায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। রাজা শ্রীশচন্দ্রের এই কার্য্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি রীতিমত ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ইনিও ইঁহার পিতামহ গিরীশচন্দ্রের ন্যায় কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময়ই তিনি পশ্চিমাঞ্চলে অতিবাহিত করিতেন। অতিশয় সুরাপানজনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে (২৫ অক্টোবর) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সন্তানাদি হয় নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী মহারাণী ভুবনেশ্বরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইনিই ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক। ইঁহার যত্নে কৃষ্ণনগর রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নবধা (অব্য) নব প্রকারে ধাচ্। নব প্রকার, নয় গুণ, নয় বার।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

নবধাতু (পুং) নবগুণিতা ধাতুঃ। নয় প্রকার ধাতু।

"হেমতারারনাগাশ্চ তাম্ররঙ্গে চ তীক্ষ্ণকম্।
কাংস্যকং কান্তলোহঞ্চ ধাতবো নবকীর্ত্তিতাঃ॥" (শব্দার্থ°)

স্বর্ণ, রৌপ্য, আর (লৌহ), নাগ (সীসক), তাম্র, রঙ্গ, তীক্ষ্ণ (ইস্পাৎ), কাংস্য ও কান্তি লৌহ এই নয়টীকে নবধাতু কহে।

নবন্ (ত্রি) নু-কণিন্। ১ সংখ্যাভেদ, নয় সংখ্যা। ২ তদ্যুক্ত, নয় সংখ্যাযুক্ত।

নবনবক (ক্লী) নবগুণিতং নবকম্। দক্ষসংহিতোক্ত জ্ঞাতব্য একাশীতি পদার্থ।

"সুধা নব গৃহস্থস্য শব্দয়ামি নবৈব তু।
তথৈব নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা নব॥
প্রচ্ছন্নানি নবান্যানি প্রকাশ্যানি তথা নব।
সফলানি নবান্যানি নিষ্ফলানি নবৈব তু॥
অদেয়ানি নবান্যানি বস্তুজাতানি সর্ব্বদা।
নবকা নবনির্দ্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ॥" (দক্ষসংহিতা ৩।১-৩)

গৃহিগণের নয়টী অমৃত, নয়টী কর্ম্ম, নয়টী বিকর্ম্ম, নয়টী প্রকাশ্য কার্য্য, নয়টী সফল কার্য্য, নয়টী নিষ্ফল কার্য্য, নয়টী সুপ্ত-কার্য্য, এই নয় নয় করিয়া ৮১ প্রকার কার্য্য গৃহস্থের উন্নতি-কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে পর, তাহাকে মন, চক্ষু, মুখ ও বাক্য এই চারিটী সুন্দররূপে দিবে, অর্থাৎ প্রসন্নমনে প্রসন্ন দৃষ্টিতে সানন্দ মুখে ও সুমিষ্ট বাক্যদ্বারা আগত ব্যক্তির সন্তোষোৎপাদন করিবে। তদনন্তর প্রত্যুত্থান, এই স্থানে আগমন করুন, পরে স্বাগত প্রশ্ন, মিষ্টালাপ ও ভোজনাদি দ্বারা সেবা, তাহার পর গমনকালে কিয়দ্দূর তাহার অনুগমন করা এই নয়টী কার্য্য গৃহস্থের পক্ষে সুধা স্বরূপ, এই নয়টী কার্য্য অতিশয় যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্যবিধ ৯ প্রকার অল্প দান—বসিবার স্থান, পাদপ্রক্ষা-লনের জল, বসিবার নিমিত্ত কুশাসন, পাদপ্রক্ষালন, অভ্যঙ্গ নিমিত্ত তৈলদান, গৃহে স্থানদান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন না করা, অতিথির ভোজন হইলে আচমন নিমিত্ত মৃত্তিকা ও জল প্রদান, এই নয়টী কার্য্যও গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাও সুধাশব্দবাচ্য।

৯টী কর্ম্ম—প্রতিদিন যথাসময়ে সন্ধ্যানুষ্ঠান, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলিবৈশ্য, অতিথিসেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, তপস্বিগণ ও অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া এই ৯টী গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য

কর্ম্ম। ইহার নাম নয় কর্ম্ম। যাঁহারা এই নয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহকালে কীর্ত্তি ও ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে।

নয় বিকর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে।—মিথ্যা-বাক্যপ্রয়োগ, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য বস্তুভক্ষণ (গোমাংস প্রভৃতি), অগম্যাগমন, অপেয় পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অকার্য্যানুষ্ঠান ও বন্ধুজনের অকর্ত্তব্য কার্য্য, এই ৯টী কর্ম্মের নাম বিকর্ম্ম। এই বিকর্ম্ম গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

নয় গুপ্ত কার্য্য—মনুষ্যের পরমায়ু, ধন, গৃহছিদ্র, মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা ও সম্মানপ্রাপ্তি এই ৯টী গৃহস্থের গুপ্ত-কার্য্য অর্থাৎ এই সকল কার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত গোপন করিবে।

নয় প্রকাশ্য কর্ম্ম—আরোগ্য, ঋণদান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তু-বিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত পাপপ্রকাশ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া এই ৯টী গৃহস্থের প্রকাশ্য কর্ম্ম।

নয় সফল কর্ম্ম—মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ লোক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহা সফল কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়।

নয় বিফল কর্ম্ম—ধূর্ত্ত, স্তুতিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার, চারণ এবং চোরগণ ইহাদিগকে দান করিলে কোন ফল হয় না, এইজন্য ইহাকে বিফল কর্ম্ম কহে।

নয় অদেয় বস্তু—যাচ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকারসূত্রে গৃহে আগত ধনসর্ব্বস্ব, এবং সাধারণ সম্পত্তি আপদ্ কালেও দান করিতে পারিবে না। যদি কেহ মোহবশতঃ ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন।

এই নয় নয় একাশীতি কর্ম্মকে নবনবক কহে। নব-নবকবেত্তা মনুষ্যকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সর্ব্বদা এই নিয়মানুষ্ঠান করিয়া চলেন, তাঁহারা নানাবিধ সুখসম্পদ্ লাভ করিয়া দেহান্তে স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। (দক্ষসংহিতা ৩ অ°।)

নবনবতি (স্ত্রী) নবাধিকা নবতিঃ। ১ একোনশত সংখ্যা। ২ তদ্যুক্ত।

নবনাড়ীচক্র (ক্লী) নব নক্ষত্রযুক্তং নাড়ীচক্রম্। চক্রভেদ, রাজাদিগের নবনক্ষত্রযুক্ত ও বক্ররেখাত্মক চক্র।

নবনী (স্ত্রী) নবং নীয়তে ইতি নী-ড, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নবনীত।

"অহো হৈয়ঙ্গবীনানাং নবনীনাং পয়ং মুদা।
লড্ডুকানাং শর্করাণাং স্বস্তিকানাঞ্চ যত্নতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪৫ অ°।)

নবনীত (ক্লী) নবং নীয়তেঽনেন, নব-নী-ক্ত। গব্যবিশেষ, পয়ঃসারভেদ, চলিত ননী, মাখন। পর্য্যায়—দধিজ, সার, হৈয়ঙ্গবীনক। সামান্য গুণ—শীতল, বর্ণপ্রসাধক ও বলকারক, সুমধুর, বৃষ্য, সংগ্রাহক, কফ ও রুচিকারক; বাত, সর্ব্বাঙ্গশূল, কাস ও শ্রমনাশক, সুখকর, কান্তিপুষ্টিপ্রদ, চক্ষুর হিতকর ও সকল দোষনাশক।

নবোদ্গত গব্য মাহিষ নবনীত বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত, বলকারক ও বাতবর্দ্ধক। মাহিষ নবনীত—কষায়, মধুর, শীতল, বলকারক, বল্য, গ্রাহী, পিত্তনাশক ও তুন্দদ।

ছাগীর নবনীত-গুণ—ক্ষয়কাশ, নেত্ররোগ ও কফনাশক; দীপন ও বলকারক। আবিক নবনীত গুণ—শীতল, লঘু, যোনিশূল, কফ, বাত ও গুদশূলে হিতকর। ঐড়ক নবনীত গুণ—ক্লিষ্ট গন্ধযুক্ত, শীতল, মেধানাশক, গুরু, পুষ্টি ও স্থৌল্যকারক এবং মন্দাগ্নিদীপন। হস্তিনী-নবনীত-গুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিষ্টম্ভি, জন্তু, পিত্ত, কফ ও কৃমিনাশক। অশ্বী-নবনীত-গুণ—কষায়, কফ ও বাতনাশক, চক্ষুর হিতকর, কটু, উষ্ণ, ঈষদ্ বাতনাশক। গর্দ্দভী-নবনীত গুণ—কষায়, কফ ও বাত-নাশক, বলকর, দীপক, পাকে লঘু ও মূত্রদোষনাশক। উষ্ট্রী-নবনীত-গুণ—পাকে শীতল, ব্রণ, কৃমি, কফ ও অস্রদোষনাশক। নারী-নবনীত-গুণ—রুচিকর, পাকে লঘু, চক্ষুর হিতকর, দীপক, সর্ব্বরোগ ও বিষনাশক। দুগ্ধ মন্থন করিয়া যে নবনীত হয়, তাহা চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ও রক্তপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, গ্রাহী, শীতল, বল্য ও বৃষ্য। (রাজনি°।)

প্রস্তুত প্রণালী।—সাধারণতঃ প্রায় এইরূপ প্রণালীতে নবনীত প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। দুগ্ধ জ্বাল দিয়া একটী পাত্রে একটু অম্ল সংযোগে পাতিয়া রাখিতে হইবে, তাহার পর-দিন অথবা দুই একদিন পরে ঐ দধি মন্থন করিলে তাহা হইতে তাহার সারভাগ সকল নবনীত হইয়া উঠে, অসারাংশ তক্র (ঘোল) হয়। ঐ উদ্ধৃত নবনীত বিশুদ্ধ জলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে বেশ শক্ত হয়। দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া একটী পাত্রে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া, তাহার পর ঐ দুগ্ধ মন্থন করিলে নবনীত উৎপন্ন হয়, ঐ দুগ্ধের যে অসারাংশ থাকে, তাহা আর কোন কাজে লাগে না। কোন কোন গোয়ালা দুগ্ধ হইতে অল্প পরিমাণে নবনী তুলিয়া তাহা জ্বাল দিয়া দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে; ঐ দধি খাইতে স্বাদু হয় না এবং কেহ বা ঐ নবনী-বিহীন দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া থাকে।

আরও এক প্রকারে নবনী হইয়া থাকে। দুগ্ধ জ্বালে চড়াইয়া সর প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ সর একটী পাত্রে ক্রমান্বয়ে তিন চারি দিনের একত্র করিয়া তাহা বাটিয়া সম্ভবতঃ জলের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে মন্থন করিলে উহার সারভাগ নবনী হয়। এই নবনী পরিষ্কার জলে রাখিয়া দিলে বেশ শক্ত হয়। এইরূপ সরের মাখন হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহার গন্ধ অতি চমৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু দধিমন্থনজ নবনী হইতে যে ঘৃত হয়, তাহা এই সকল নবনীজাত ঘৃতাপেক্ষা অধিক উপকারী।

নবনীতের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—মৃক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত এই কএকটী একপর্য্যায়ক শব্দ।

গব্য নবনীত—হিতজনক, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ, অর্দ্দিতবায়ু ও কাশ নাশক। নবনী বালক ও বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই উপকারী, কিন্তু শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য ফলপ্রদ।

মাহিষ নবনীত—বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদোবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

দুগ্ধোদ্ভূত নবনী—চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুর রস, ধারক এবং শীতবীর্য্য।

সদ্য উদ্ধৃত নবনী—মধুর রস, ধারক, শীতবীর্য্য, লঘু, মেধাজনক এবং কিঞ্চিৎ তক্র সংস্রবপ্রযুক্ত ঈষৎ কষায়াম্লরস হইয়া থাকে।

বহু কালোৎপন্ন নবনী—গুরু এবং ক্ষারসংযুক্ত, কটু, অম্লরস থাকাপ্রযুক্ত বমি, অর্শ, কুষ্ঠরোগ, কফ ও মেদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (ভাবপ্র° দ্বিতীয়ভা°।)

সুশ্রুতে নবনীতের গুণ এইরূপ লিখিত আছে—সদ্যোজাত নবনী লঘু, কোমল, মধুর, কষায়, ঈষৎ অম্ল, শীতল, পবিত্র, অগ্নিবৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, মলমূত্রসংগ্রাহক, বায়ুপিত্তদমনকারী, তেজস্কর, অবিদাহী এবং ক্ষয়কাশ, শ্বাস, ব্রণ ও অর্শরোগের শান্তিকর, কফ ও মেদবর্দ্ধক, বল ও পুষ্টিকর এবং শোষরোগনাশক। ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অপক্ক দুগ্ধে যে নবনীত জন্মে, তাহা অতিশয় স্নিগ্ধকর, মধুর, শীতল, কোমলতাসম্পাদক, চক্ষুর দীপ্তিকর, মলসংগ্রাহক, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগের শান্তিকর এবং চক্ষুপ্রসাদক। (সুশ্রুত।)

নবনীতক (ক্লী) নবনীতাৎ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ ঘৃত। নবনীত স্বার্থে-কন্। ২ নবনীত।

"সর্পিঃ প্রযুক্তং নবনীতকঞ্চ" (হারীত চিকিৎসিতস্থান ১০অ°)

নবনীতধেনু (স্ত্রী) নবনীতেন কৃতা ধেনুঃ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°। দানার্থ কৃত নবনীতময় ধেনুবিশেষ, নবনীর ধেনু প্রস্তুত করিয়া দান করিবার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"নবনীতময়ীং ধেনুং শৃণু রাজন্ প্রযত্নতঃ।
যাং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥" (বরাহপু°।)

নবনীত ধেনুদানের বিধান এইরূপ—প্রথমে যে স্থানে এই ধেনু দান করিতে হইবে, সেই স্থান গোময় দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে, সেই পরিষ্কৃত ভূমিতে মৃগচর্ম্মের উপর নবনীতকুম্ভ রক্ষা করিবে। নবনী এক প্রস্থের অর্থাৎ দুই সেরের কম হইলে হইবে না। নবনীতের চতুর্থ ভাগের এক ভাগ দ্বারা বৎস কল্পনা করিবে। এই কল্পিত বৎস উত্তর দিকে রাখিয়া দিবে। এই ধেনুর শৃঙ্গ সুবর্ণদ্বারা, চক্ষু মণি ও মৌক্তিকের দ্বারা গুড়ে জিহ্বা, পুষ্পে ওষ্ঠদ্বয়, ফলে দন্ত, নবনীতে স্তন, ইক্ষুদণ্ডে পাদদ্বয়, তাম্রে পৃষ্ঠদেশ, কাংস্যে দোহ অর্থাৎ পালান এবং রৌপ্যে ক্ষুর কল্পনা করিবে। এই ধেনুর সহিত চারিটী তিলপাত্র দিতে হইবে, চতুর্দ্দিকে দীপ জ্বালিয়া এই ধেনু বস্ত্রদ্বয়ে আচ্ছাদন করিয়া, এই মন্ত্রে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

মন্ত্র—"পুরা দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সাগরস্য তু মন্থনে।
উৎপন্নং দিব্যমমৃতং নবনীতমিদং শুভম্॥
আপ্যায়নঞ্চ ভূতানাং নবনীত নমোঽস্তু তে॥"

এইরূপে নবনীতধেনু দান করিয়া তিন দিন হবিষ্য করিতে হইবে। যিনি যথাবিধি এই ধেনু দান করেন, তিনি সকল পাপরহিত হইয়া শিবসাযুজ্যতা প্রাপ্ত হন, এবং কল্পান্তপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন। যিনি এই ধেনু দান করিতে দেখেন বা, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, অথবা অপর লোককে শ্রবণ করান, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। (বরাহপু°)।

নবনেন্দিকুল, রাজেন্দ্রচোল দেব তাঁহার রাজত্বের ৭ম ও ১০ম বর্ষ মধ্যে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ জয় করেন। এই স্থান জয় করিয়াই তিনি চালুক্যরাজ তৃতীয় জয়সিংহকে জয় করিতে যান।

নবন্দগড়, একটী ভগ্ন দুর্গ, ৬২ হাত উচ্চ, লাউরিয়া নামক গ্রামের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এখান হইতে গণ্ডকী নদী ৫ ক্রোশ মাত্র। প্রাচীন ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের মস্তকে একটী সিংহ ও গাত্রে অশোকের আদেশাবলী খোদিত আছে। এখানে বহুসংখ্যক মৃত্তিকার স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, এ সকল স্তূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বতন রাজা-

দিগের সমাধিস্থাননির্দ্দেশক। এখানে বৌদ্ধদিগের প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত বিস্তর স্তূপ আছে।

নবপ, হিউএন্ সিয়াং নিমো দেশ দর্শন করিয়া প্রায় এক হাজার লি উত্তর-পূর্ব্বে গমন করিয়া নবপ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহা নবপুর শব্দের অপভ্রংশ। এই রাজ্যকে লিউল্যান বা শেন-শেনও বলে। এখানকার লোকের স্বভাব বন্য, আচার ব্যবহার বন্য। তাহাদের রুষ্টি তুষ্টি বুঝা যায় না।

নবপঞ্চম (পুং) নব চ নবমঞ্চ পঞ্চমঞ্চ যত্র যোগে। বিবাহাঙ্গ-রাশিকূটভেদ। এই নবপঞ্চম দেখিয়া বিবাহ স্থির করা উচিত। যদি বররাশি অপেক্ষা করিয়া কন্যার যদি নবম ও পঞ্চম স্থানের রাশি হয় এবং কন্যার রাশি অপেক্ষা করিয়া যদি বরের রাশি নবম বা পঞ্চম স্থানে হয় অর্থাৎ বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি নবম এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি ৫ম স্থানীয় হয়, তাহা হইলে এই নবপঞ্চম যোগ হয়। এই নবপঞ্চমে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে মঙ্গলদায়ক হয় না, সন্তান-হানি হইয়া থাকে।

"পাণিগ্রহো যদি ভবেন্নবপঞ্চমর্ক্ষে
সন্তান-হানিমতুলাং মুনয়ো বদন্তি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

নবপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) নবাধিকাপঞ্চাশৎ। সংখ্যাবিশেষ, ৫৯ সংখ্যা।

নবপত্রিকা (স্ত্রী) নবমিতা পত্রিকা। কদলী প্রভৃতি নয়টী পদার্থ। "কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা॥" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

কদলী, দাড়িম, ধান্য, হরিদ্রা, মানকচু, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী এই নয়টীর নাম নবপত্রিকা। এই নবপত্রিকার অপর নাম নবদুর্গা বা নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গা। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা-স্থাপন করিয়া ইহার পূজা করিতে হয়।

আশ্বিনের শুক্লাসপ্তমীতে পূর্ব্বাহ্ণে নবপত্রিকাপ্রবেশ অর্থাৎ স্থাপন করিতে হইবে। যদি এই সপ্তমীতিথিতে মূলানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে। নক্ষত্রযোগ না হইলেও কেবল সপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা প্রবেশ করাইবে। উভয় দিনে যদি সপ্তমী তিথিলাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে পত্রীপ্রবেশ হইবে। যে হেতু পূর্ব্বাহ্ণ কালই পত্রীপ্রবেশে শুভকরী।*

পূর্ব্বাহ্ণ ভিন্ন যে কোন সময়ে পত্রীপ্রবেশ বা বিসর্জ্জন উভয়ই অনিষ্টপ্রদ।

"পত্রীপ্রবেশনং রাত্রৌ বিসর্গং বা করোতি যঃ।
তস্য রাজ্যবিনাশঃ স্যাদ্রাজা চ বিকলো ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি কেহ রাত্রিকালে পত্রীপ্রবেশ বা বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহার রাজ্যনাশ হইয়া থাকে। মূলানক্ষত্রের অনুরোধে যদি কেহ সপ্তমী অতীত করিয়া কেবল মূলানক্ষত্রে পত্রী-প্রবেশ করান, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার বিঘ্ন হইয়া থাকে। সপ্তমী তিথিতেই পত্রীপ্রবেশ করাইতে হইবে, তবে মূলানক্ষত্রে হইলে প্রশস্ত হইবে, এইমাত্র প্রভেদ।

এই নবপত্রিকা যাহাদের যেরূপ কুলাচার আছে, তদনু-সারে দেবীর বাম অথবা দক্ষিণদিকে স্থাপন করিতে হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকে এই নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গাকে 'কলাবৌ' এবং কেহ বা গণেশের স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

নবপত্রিকা স্থাপন করিয়া বিহিত মন্ত্রে যথাবিধি স্নান করা-ইয়া পূজা করিতে হয়।

নবপত্রিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবী রম্ভারূপে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এইজন্য রম্ভা নবপত্রিকার মধ্যে একটী, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মাণী।

"দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।
রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে॥"

মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধকালে দেবী কচ্চীরূপ ধারণ করিয়া-ছিলেন, এইজন্য কচ্চী নবপত্রিকার দ্বিতীয়।

"ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু কচ্চীভূতাসি সুব্রতে।
মম চায়ুর্গ্রহার্থায় আগতাসি হরিপ্রিয়ে॥"

ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালিকা। উমা হরিদ্রারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য হরিদ্রা তৃতীয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা।

"ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি সুব্রতে।
মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥"

---

* "তত্র সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং কেবলায়াং বা পূর্ব্বাহ্ণে পত্রীপ্রবেশঃ। উভয়ত্র সপ্তমীলাভে পরত্র।
যুগাদ্যাবর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতীপ্রিয়া।
রবেরুদয়মীক্ষন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা॥ ইতি দেবীপুরাণে।
জ্যোতিষে—
পূর্ব্বাহ্ণে নবপত্রিকা শুভকরী সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা
আরোগ্যং ধনদা করোতি বিজয়ং চণ্ডীপ্রবেশে শুভা।
মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষয়করী সংগ্রামঘোরাবহা
সায়াহ্নে বধবন্ধনাদিকলহং সর্পক্ষতং সর্ব্বদা॥
সপ্তম্যামস্তগায়াং যদি বিশতি গৃহং পত্রিকা শ্রীফলাঢ্যা
রাজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গরাজ্যং জনসুখমখিলং হন্তি মূলানুরোধাৎ।
তস্মাৎ সূর্য্যোদয়স্থাং নরপতিশুভদাং সপ্তমীং প্রাপ্য দেবীং
ভূপালো বেশয়েত্তাং সকলজনহিতাং রাক্ষসর্ক্ষং বিহায়॥"
(রাক্ষসর্ক্ষং-মূলা।) (তিথিতত্ত্ব।)

নিশুম্ভশুম্ভের যুদ্ধ সময়ে জয়ন্তী পূজিত হইয়াছিল, এইজন্য জয়ন্তী চতুর্থ। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কার্ত্তিকী।

"ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ।
জয়ন্তি! পূজিতাসিত্বমস্মাকং বরদা ভব॥"

বিল্ববৃক্ষ মহাদেব, বাসুদেব ও পার্ব্বতীর অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য বিল্ববৃক্ষ পঞ্চম। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবানী।

"ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃসদা।
উমাপ্রীতিকরোবৃক্ষো বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥"

রক্তবীজের যুদ্ধে সম্মুখ সমরে দাড়িমী উমার কার্য্য করিয়াছিল, এইজন্য দাড়িমী ষষ্ঠ, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রক্তদন্তিকা।

"ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে।
উমাকার্য্যং কৃতং যস্মাদস্মাকং বরদা ভব॥"

অশোক মহাদেবের অতিপ্রিয় এবং শোকনাশক, এইজন্য এই বৃক্ষ সপ্তম।

"ওঁ হরপ্রীতিকরোবৃক্ষোঽশোকঃ শোকনাশনঃ।
দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মাদস্মাকং বরদা ভব॥"

মানপত্রে দেবী অধিষ্ঠান করেন এইজন্য মান অষ্টম।

"ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ।
মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥"

জগতের প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মা ধান্যবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহা নবম, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী।

"ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরাঃ।
উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্বং রক্ষ মাং সদা॥"

যে সকল বৃক্ষের নাম উল্লিখিত হইল, সেই সকল বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নবপত্রিকাস্নানে নয়টী দ্রব্য দ্বারা নয়টী মন্ত্রে স্নান করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ কদলীতরু সংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে।
নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥ ১
ওঁ কচ্চিত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী।
দুর্গারূপেণ সর্ব্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু॥ ২
ওঁ হরিদ্রে রুদ্ররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে।
রুদ্ররূপেণ দেবি ত্বং সর্ব্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ৩
জয়ন্তী জয়রূপাণি জগতাং জয়কারিণী।
স্নাপয়ামীহ দেবি ত্বং জয়ং দেহি গৃহে মম॥ ৪
ওঁ শ্রীফলশ্রীনিকেতোসি সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ।
দেহি মে হিতকাম্যংশ্চ প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা॥ ৫
দাড়িম্যস্ত বিনাশায় ক্ষুন্নাশায় চ বেধস।
নির্ম্মিতাফলকামায় প্রসীদ ত্বং হরিপ্রিয়ে॥ ৬
স্থিরা ভব সদা দুর্গে অশোকে শোকহারিণী।
ময়া ত্বং স্থাপিতা দুর্গে মামশোকং সদা কুরু॥ ৭
ওঁ মানোমানেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ।
স্নাপয়ামি মহাদেবি মানং দেহি নমোস্তুতে॥ ৮
ওঁ লক্ষ্মীস্বং ধান্যরূপাণি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী।
স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥" ৯

(দুর্গোৎসবপদ্ধতি।)

এই নয়টী মন্ত্রে নবপত্রিকা স্নান করাইতে হয়। দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকাপূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সহিতও নবপত্রিকা পূজা হয় দেখিতে পাওয়া যায়।

নবপদ্ (পুং) জৈনদিগের উপাস্য নব মূর্ত্তিভেদ।

নবপদ (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত বৃত্তভেদ। (পিঙ্গলাচার্য্য)

নবপাঠক (পুং) নবোনূতনোঽধ্যাপকঃ। নূতনাধ্যাপক। (সিদ্ধান্তকৌ°)

নবপাল, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বঙ্গদেশান্তর্গত বারিবন্দের মধ্যস্থ মেঘনা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বরদদেশের এক গ্রাম।

ব্রহ্মখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে এই নবপালের নিকটবর্ত্তী কপিলেশ্বর মন্দিরে এক শিবরাত্রিতে নরনারী উপবাস জাগরণ করিবে। মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা কামাতুর হইলে শিবক্রোধে সমস্ত ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইবে। (ভঃ ব্রহ্মখ° ১৯।৪৫-৫৬।)

নবপ্রাশন (ক্লী) নবস্য নবান্নস্য প্রাশনম্। নবান্নভোজন। (পারস্করগৃহ্য°)

নবফলিকা (স্ত্রী) নবং ফলং যস্যাঃ, কাপি অত ইত্বং। ১ নব্য। ২ নবজাতরজস্কা স্ত্রী, যে স্ত্রীর নূতন রজোদর্শন হইয়াছে।

'স্যান্নবফলিকা নব্যে নবজাতরজঃ স্ত্রিয়াং॥' (হেম°)

নববধূ (স্ত্রী) নবা নূতনপরিণীতা বধূঃ। নূতন পরিণীতা স্ত্রী।

নববধ্বাগমন (ক্লী) নূতন পরিণীতা স্ত্রীর স্বামিগৃহে প্রথমাগমন।

বিবাহের পর স্ত্রী পিতৃগৃহ হইতে প্রথম স্বামিগৃহে গমন করার নাম নববধ্বাগমন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"স্ত্রী শুদ্ধ্যালিঘটাজসংযুতরবৌ কালে বিশুদ্ধে ভৃগুম্
সন্ত্যজ্য প্রতিলোমগং শুভদিনে যাত্রাপ্রবেশোচিতে।
ত্যক্ত্বাহস্ত নিরংশকং নববধূযাত্রাপ্রবেশৌ পতিঃ
কুর্য্যাদেকপুরাদিষু প্রতিভৃগোনেচ্ছন্তি দোষং বুধাঃ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত দীপিকাবচন।)

স্ত্রীর রবিশুদ্ধি হইলে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ এই তিন মাসের কোন একমাস মধ্যে শুদ্ধকালে ত্রিবিধ প্রতিলোমগ

শুক্র ও সংক্রান্তি-দিন পরিত্যাগ করিয়া যাত্রাপ্রকরণোক্ত এবং গৃহপ্রবেশোক্ত শুভদিনে নববধূর আগমন প্রশস্ত। একগ্রামাদিতে অর্থাৎ একগ্রামে একবাটীতে অথবা একগৃহ হইতে অন্য গৃহগমনে প্রতিশুক্রজন্য দোষ হয় না। যাত্রা-প্রকরণোক্ত শুভদিনে পিতৃগৃহ হইতে যাত্রা এবং গৃহ-প্রবেশোক্ত শুভদিনে স্বামিগৃহপ্রবেশ কর্ত্তব্য।

"পৈত্রাগারে কুচকুসুময়োঃ সম্ভবো বা যদি স্যাৎ
কালঃ শুদ্ধো ন ভবতি যদা সম্মুখো বাপি শুক্রঃ।
মেষে কুম্ভেঽলিনি চ ন ভবেৎ ভাস্করশ্চেত্তথাপি
স্বামী ভদ্রেঽহনি নববধূং বেশয়েন্মন্দিরং স্বং॥
ভর্ত্তুর্গোচরশোভনে দিনপতৌ নাস্তংগতে ভার্গবে
সূর্যে কীটঘটাজগে শুভদিনে পক্ষে চ কৃষ্ণেতরে।
হিত্বা চ প্রতিলোমগৌ বুধসিতৌ জীবস্য শুদ্ধৌ তথা
চানীতাগুণশালিনী নববধূর্নিত্যোৎসবা মোদতে॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহের পর স্ত্রীর যদি পিতৃগৃহে স্তনোদ্গম ও রজোদর্শনের সম্ভব হয়, সেই সময় এবং যদি বিশুদ্ধকাল পাওয়া না যায়, ফাল্গুন, বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ মাস যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বামী যাত্রোক্ত শুভ দিন দেখিয়া নববধূকে নিজ গৃহে আনিতে পারিবেন। তাহা না হইলে স্বামীর গোচর-শুদ্ধিতে শুভদিনে শুক্লপক্ষে গুণশালিনী নববধূ নিজগৃহে আনিতে পারে।

"কাশ্যপেষু বশিষ্ঠেষু ভৃগ্বাদিত্যাঙ্গিরঃসু চ।
ভারদ্বাজেষু বাৎস্যেষু পুরঃশুক্রো ন দুষ্যতি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, আদিত্য, অঙ্গিরা, ভারদ্বাজ ও বাৎস্য এই সকল গোত্রের পুরঃশুক্র দোষাবহ হয় না।

ইহার বিষয় মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এবং তট্টীকায় এইরূপ লিখিত আছে। নূতন পরিণীতা কন্যার ভর্ত্তৃগৃহে প্রবেশের নাম নববধূ-প্রবেশ বা নববধ্বাগমন-শব্দবাচ্য। বিবাহ দিন হইতে ১৬ দিনের মধ্যে নববধূ-প্রবেশ করাইতে হয়। ইহার মধ্যে চন্দ্র তারা শুদ্ধিতে ও সুলগ্নে সমদিনের মধ্য হইলে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ দিনে এবং বিষম দিনে হইলে, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম দিনে নববধ্বাগমন করাইতে হয়।

"সমাদ্রিপঞ্চাঙ্কদিনে বিবাহাদ্বধূপ্রবেশোঽষ্টিদিনান্তরালে।
শুভঃপরস্তাদ্বিষমাব্দমাসদিনেঽক্ষবর্ষাৎপরতো যথেষ্টং॥"

(মুহূর্ত্তচিং)

'তত্র বধূপ্রবেশোনাম নূতনপরিণীতায়াঃ কন্যায়াঃ প্রথমতঃ ভর্ত্তৃগৃহপ্রবেশো বধূপ্রবেশশব্দবাচ্যঃ। বিবাহদিবসাদারভ্য দ্বিতীয়চতুর্থষষ্ঠাষ্টদশমদ্বাদশচতুর্দ্দশষোড়শসংখ্যকানি বিষমমধ্যে সপ্তমপঞ্চমনবমদিনানি তেষু বধূপ্রবেশঃ শুভঃ।

আরভ্যোদ্বাহদিবসাৎ ষষ্ঠে বাপ্যষ্টমে দিনে।
বধূপ্রবেশঃ সম্পত্ত্যৈ দশমেঽথ সমে দিনে॥
বধূপ্রবেশনং কার্য্যং পঞ্চমে সপ্তমে দিনে।
নবমে চ শুভে বারে সুলগ্নে শশিনো বলে॥' (পীযূষধারা)

যদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ১৬ দিনের মধ্যে নববধ্বাগমন না হয়, তাহা হইলে বিষম মাস, বিষম দিন ও বিষম বর্ষে করিতে হইবে, ইহা বিবাহ বৎসর হইতে ৫ বৎসর মধ্যে করিতে হইবে। বিবাহবৎসরে হইলে বিবাহ মাস হইতে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ মাস এবং এই সকল মাসের বিষম দিনে নববধূপ্রবেশ শুভ। ইহাও যদি প্রতিবন্ধকবশতঃ না হয়, তাহা হইলে প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমবর্ষে শুভদিনে নববধূপ্রবেশ করাইবে। এই ৫ বৎসরের মধ্যেও যদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ নববধ্বাগমন না হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ইচ্ছানুসারে কেবল শুভদিনে নববধ্বাগমন করাইতে পারিবে।

'পরস্তাৎ প্রতিবন্ধকবশাৎ যদি বধূপ্রবেশো ন জাতঃ, তদা তদনন্তরং বিষমাব্দমাসদিনে বিষমবর্ষে প্রথমতৃতীয়পঞ্চম-বর্ষে বিষমমাসে বিবাহমাসাৎ প্রথমতৃতীয়পঞ্চমসপ্তমনব-মৈকাদশমাসেষু বিষমদিনানি তেষু বধূপ্রবেশ শুভঃ।'

(পীযূষধারা)

নববধ্বাগমনের বিহিত নক্ষত্র প্রভৃতি—উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, অশ্বিনী, পুষ্যা, হস্তা, চিত্রা, অনুরাধা, রেবতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মূলা ও স্বাতি, এই সকল নক্ষত্রে নববধূপ্রবেশ শুভফলদ। রিক্তা ভিন্ন তিথি, রবি, মঙ্গল ও শনি ভিন্ন বার প্রশস্ত। কেহ কেহ বুধবার নববধূপ্রবেশের পক্ষে নিষেধ করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন দেশে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়,—আবার কেহ বা ইহাতে হেতুনির্দ্দেশ করিতে ক্রটী করেন না। বুধ নপুংসক এই হেতু বুধবারে নববধূপ্রবেশ শুভফলদ নহে, এবং এই হেতুই শনিবার বর্জ্জনীয়। (পীযূষধারা)

বিবাহের পর মাসবিশেষে নববধূর পতিগৃহে থাকিতে নাই, ইহারও বিষয় মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"জ্যৈষ্ঠে পতিজ্যেষ্ঠমথাধিকে পতিং
হন্ত্যাদিমে ভর্ত্তৃগৃহে বধূঃ শুচৌ।
শ্বশ্রূং সহস্যে শ্বশুরং ক্ষয়ে তনুং
তাতং মধৌ তাতগৃহে বিবাহতঃ॥" (মুহূর্ত্তচিং)

বিবাহের পর নববধূ প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে অবস্থান করিলে পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতার হানি হইয়া থাকে, প্রথমে যদি আষাঢ় মাসে অবস্থান করে, তাহা হইলে শ্বশ্রূর হানি, প্রথম পৌষমাসে অব-

স্থান করিলে শ্বশুর, প্রথম অধিক মাসে পতি ও অন্য মাসে নিজ শরীর নাশ হয়। এইরূপ চৈত্রমাসে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে নাই, অবস্থান করিলে পিতার হানি হইয়া থাকে।

"উদ্বাহাৎ প্রথমে শুচৌ যদি বসেৎ ভর্ত্তৃগৃহে কন্যকা
হন্ত্যাত্তু জননীক্ষয়ে নিজতনুং জ্যৈষ্ঠে পতিজ্যেষ্ঠকম্।
পৌষে চ শ্বশুরং পতিঞ্চ মলিনে চৈত্রে স্বপিত্রালয়ে
তিষ্ঠন্তী পিতরং নিহন্তি ন ভয়ং তেষামভাবে ভবেৎ॥"

(মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড)

এই দেশে সাধারণতঃ নববধ্বাগমনের কোন বিশেষ নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহের পরদিন প্রায় সাধারণতঃ সকলেই নববধূ লইয়া গিয়া থাকে, ইহাতে কেহ দিন প্রভৃতি দেখেন না, এবং কেহ কেহ বা নববধ্বাগমন দ্বিরাগমনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কেননা মুহূর্ত্তচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, নববধ্বাগমনের পর পুনরায় যখন স্ত্রী স্বামিগৃহে গমন করে, তখনই তাহাকে দ্বিরাগমন কহে। [দ্বিরাগমনের বিবরণ দ্বিরাগমন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নববস্ত্র (ক্লী) নবং বস্ত্রং কর্ম্মধাঃ। নূতন কাপড়, নবীন বসন। ইহার পর্য্যায়,—অনাহত, আহত, অহত, তন্ত্রক, নিষ্প্রবাণি, নবাম্বর। (শব্দর° অমর)

নববস্ত্রপরিধান (ক্লী) নববস্ত্রস্য পরিধানং ৬তৎ। নূতন বস্ত্র পরিধান। নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে হইলে শুভদিন দেখিয়া পরিধান করা বিধেয়। ইহার বিষয় শুদ্ধিদীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

রোহিণী, অনুরাধা, ধনিষ্ঠা, পুষ্যা, বিশাখা, হস্তা, চিত্রা, উত্তরাত্রয়, অশ্বিনী, স্বাতি, পুনর্ব্বসু ও রেবতীনক্ষত্রে, জন্ম দিবসে, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রবারে, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে নববস্ত্রপরিধান করিবে। নববস্ত্রপরিধান সম্বন্ধে চলিত একটী প্রবাদ আছে, যথা—

"সোমশুক্রে পরে সুত। ঘরে ভাত তার কোলে পুত॥"

এই মতানুসারে সোমবার ও শুক্রবার নববস্ত্র পরিধানে প্রশস্ত।

নবল (নওয়াল) লক্ষ্ণৌবিভাগের উনাও জেলায় কল্যাণী নদীর তীরে একটী প্রাচীন জনপদের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ। ইহা বাঙ্গরমৌএর এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, বাঙ্গরমৌএর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই নগরকে নবদেবকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নবলগুন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলায় নবলগুন্দ বিভাগের প্রধান নগর। ধারবার নগরের ১২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ১৫° ৩৪´ ১০″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৫° ২৩´ ৪০″ পূর্ব্ব-দ্রাঘিমায় এই নগর অবস্থিত, এই সহরের সুজনী (কার্পাস-সূত্রের কারুকার্য্যবিশিষ্ট বিস্তৃত বৃহৎ আস্তরণ) অতি প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে গবাদির° হাট হয়। হাটে ভাল ভাল পশু আসে। এই বিভাগ ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী আরও কতিপয় স্থান পূর্ব্বে "নবলগুন্দের দেশাই" নামক দেশীয় রাজার অধীনে ছিল। ইহা প্রথমে টিপুর অধীন হয়। পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা টিপুর নিকট হইতে জয় করিয়া লয়। মরাঠারা দেশাই বংশীয়দিগকে বার্ষিক ২৩০০০৲ টাকা ভাতা দিত।

এই বিভাগের পরিমাণ ৫৬২ বর্গমাইল। ইহাতে দুইটী নগর ও ৮৭ খানি গ্রাম আছে। সমস্ত বিভাগে প্রায় ৯০ হাজার এবং সহরে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস। তিনটী পাহাড় উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। নদীর জলেই কৃষি চলে।

নবলপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে খান্দেশের অন্তর্গত মেহোবাস বিভাগের একটী ক্ষুদ্র ভীল রাজ্য। লোকসংখ্যা ২।৩ শত মাত্র। এখানকার ভীলসর্দ্দারের পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা নাই। জ্যেষ্ঠতাক্রমে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়।

নবলসিং, ভরতপুরের একজন জাঠ রাজা। ইহার অগ্রজ রায় রতনসিং এক শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, নবলসিং উক্ত শিশুর অভিভাবক হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পরে, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু হইলে, স্বয়ং রাজা হইলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধের বাধা অতিক্রম করিয়া পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়াছিল। তাহারা ভরতপুর রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক কর আদায় করিয়াছিল। নবলসিং ও তদীয় ভ্রাতা রণজিৎসিং বল্লভগড় অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গের পূর্ব্বাধিকারী দিল্লীর সাহায্য-প্রার্থনা করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করিতে পারে নাই। অনন্তর, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নবলসিং দিল্লী আক্রমণ করিবার মানসে যাত্রা করিয়া নজফ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ডিগের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে নবলসিংএর মৃত্যু হয়।

নবলিঙ্গ, স্বয়ম্ভূপুরাণোক্ত বাঘমতী নদীতীর্থমালার অন্তর্গত বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। স্বয়ম্ভূপুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা দশদিক্পাল ও কৃষ্ণরাধিকা এই সকল তীর্থে স্নানার্থ গিয়াছিলেন।

নববিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ৺কেশবচন্দ্র সেন শেষ জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্গুণ ঈশ্বর যে ভক্তের ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত নহে, ইহা বুঝিয়া, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয়, চৈতন্য এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া এক উদার মত প্রচার করেন, ইহাই নববিধান

নামে কথিত হয়। নববিধান কি, বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝা উচিত।

বিধান বলিলেই বিধাতা বুঝায়। ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া না বুঝিলে বিধান বুঝা যায় না। নববিধানে ঈশ্বর আছেন, এটী বিশ্বাস করিতে হইবে। কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে হইবে না। ঈশ্বর জীবন্ত, সদা জাগ্রত ও সগুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নিগুর্ণ ঈশ্বরবাদ ভারতে বিশেষরূপে প্রচলিত। বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা অনেক বুদ্ধি চালনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি নিগুর্ণ ছাড়া সগুণ হইতে পারেন না। নিগুর্ণ অর্থে কোন গুণ নাই, অপদার্থ নহে। পণ্ডিতেরা বলেন, অন্ত-বিশিষ্ট পদার্থের গুণ আছে। গুণ অর্থে যদ্দারা পদার্থসমূহকে জানা যায়। সকল সৃষ্ট পদার্থই গুণদ্বারা গোচর হয়। পদার্থ হইতে গুণগুলি পৃথক্ করিয়া লইলে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। সৃষ্টপদার্থ গুণবাহুল্যে পরিপূর্ণ। গুণবাহুল্য ত্যাগ করিয়া যখন কেবল সত্তামাত্র অনুভূত হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাহাকেই নিগুর্ণ বা ব্রহ্ম বলেন। এই সত্তাই অনাদি, অনন্ত, মহান্, একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই পরম পদার্থের কোন ইচ্ছা নাই, সুতরাং ইনি কিছুই করিতে পারেন না। ইচ্ছা এক গুণ। ইচ্ছা থাকিলেই গুণবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মকে নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। তখন আর কেবল সত্তামাত্র তাঁহার সংজ্ঞা থাকে না। সুতরাং এই নিগুর্ণ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। তবে সৃষ্টি করিল কে? পাণ্ডতেরা বলেন, তিনি নিজে সৃষ্টি করেন নাই। মায়া নামে এক শক্তি ছিল, তাহাদ্বারা তিনি সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন, সেই মায়াদ্বারা তিনি এক ছিলেন এবং তদ্দারাই তিনি অনেক হইলেন অর্থাৎ এই বিশ্বই তিনি, সেই সত্তা কেবল রূপান্তর।

সগুণ জীব এই নিগুর্ণ ঈশ্বর বুঝিতে পারে না। সেই জন্য ভারতে সগুণ দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। জীব নিজের সাকারত্ব, সান্তত্ব ও সগুণত্ববশতঃ, বাহা ভাবে তাহাও আকার, সীমাগুণ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাহাকে ভাবিতে পারা যায় না, সেরূপ নিগুর্ণকে জীবের কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ তিনি জীবের কোন কার্য্যে লাগেন না। সুতরাং নববিধানে সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য ও ধ্যেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অনন্তের ধারণা কিরূপ, তাহাও নববিধানাচার্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করেন। আকাশের অন্ত আমরা করিতে পারি না, কালের অন্ত কোথা জানি না, দয়া পুণ্য প্রভৃতি গুণসমূহের শেষ জানি না এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের অন্ত নাই, অথচ আমাদের সগুণ মনেই ইহাদের জন্ম। আমি সান্ত বলিয়াই অনন্তের অস্তিত্ব স্বীকার করি। নববিধানে বিশ্বাস করিলে সগুণ পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হয় এবং তাহা হইতেই আমাদের ক্ষুদ্রমনে অনন্ত জ্ঞান আসে, সগুণ পরমেশ্বরও যে অনন্ত তাহা বুঝা যায়।

য়ুরোপের ব্রহ্মবাদ ভারতের ন্যায় নহে। সেখানেও নিগুর্ণ ব্রহ্মের কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাঁহাকে যেন কতকগুলি নিয়মাধীন বলিয়া ভাবা হইয়া থাকে। য়ুরোপের ব্রহ্ম নিগুর্ণ হইলেও সৃষ্টি করিবার সময় ইচ্ছা অবলম্বন করিয়া সগুণ হন, মায়া অবলম্বন করেন না, কিন্তু সৃষ্টির পর তাঁহাতে ও সৃষ্টিতে একত্ব থাকে না, রূপান্তরত্বও থাকে না। তিনি সৃষ্টির অতীত, নিত্য ও স্থায়ী। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কতকগুলি নিয়ম চালাইয়া ছিলেন। সেই নিয়মের অধীনে জগৎ চলিতেছে ও চিরকাল চলিবে। ঈশ্বরও আর এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ ঈশ্বরেও জীবের কোন প্রয়োজন নাই। জীব তাঁহাকে পূজা করুক, বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুক, তিনি কিছু করিতে পারিবেন না, কারণ তিনি নিয়মাধীন, নিয়মাতিরিক্ত কিছু তিনি করিতে পারেন না। ভক্তের কথায় কর্ণপাত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার নিয়ম পালন করাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-পালিত হইলে জীবের কর্ত্তব্য করা হইল, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণুরাশি বিশৃঙ্খল ভাবে ছিল, ব্রহ্ম তাহাতে অঙ্গুলি দিয়া একবার একটী মাত্র টোকা মারিয়াছিলেন। তাহাতেই পরমাণুরাশি সংক্ষুব্ধ হইয়া শক্তি ও গতিবিশিষ্ট হইয়া ঘুরিতে লাগিল। সেই ঘূর্ণন হইতে তাহাতে তাপ জন্মিল। সেই উত্তাপ ঘনীভূত হইয়া এক অগ্নিময় মণ্ডলরূপে দৃষ্ট হইল। তাহাই আদি সূর্য্য। ক্রমে সূর্য্যের মধ্যভাগ স্ফীত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িল ও সূর্য্যের আকর্ষণে সেই দূরেই ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি। তৎপরে গ্রহবিশেষের তাপহ্রাসে বাষ্পের উৎপত্তি, তাহা হইতে জল, জল হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে জলজন্তু ক্রমশঃ অন্য জীবাদি, পরে মনুষ্য জন্মিল। তাহার পর মনুষ্যও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, সেই নিয়মাদি পালন করাই তাহার ধর্ম্ম। সুতরাং ঈশ্বর থাকিতে পারেন এবং আছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত জীবের আর সম্বন্ধ কোথা? সুতরাং য়ুরোপের ব্রহ্মবাদে জন্মমৃত্যুবিবাহ, নীতি অনীতি, সৃষ্টি সমস্ত ঈশ্বরের হস্ত বহির্ভূত, কেবল অবস্থার ফল।

নববিধানাচার্য্য বলেন,—ঈশ্বর ভারতীয় দর্শনোক্ত নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইলে বা য়ুরোপীয় দর্শনোক্ত নিয়মাধীন হইলে জীবগ্রাহ্য

হইতে পারেন না। তিনি প্রাণস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, সমস্ত বিশ্বে বর্ত্তমান। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উত্তাপ, তাড়িত, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক ও আনবিক আকর্ষণ প্রভৃতি যে পাদার্থিক শক্তি বা অবস্থাগত গুণ স্বীকার করেন, নববিধানাচার্য্য বলেন, সে গুলি তত্তৎ পদার্থস্থ শক্তি স্বরূপ—পরম-শক্তিরই রূপান্তর। তিনি প্রাণ ও শক্তি বলিয়া নিরাকার। তিনিই ভাব ও চিন্তা, সুতরাং তিনি অনন্ত। সমস্ত শক্তি তাঁহা হইতে উদ্ভূত বলিয়া তিনি সান্ত।

তিনি অনন্তশক্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার চালাইতেছেন, অতি বৃহত্তম তারকামণ্ডল হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুপুঞ্জ পর্য্যন্ত সকলই তিনি নিজ হস্তে চালনা করিতেছেন।

নববিধানাচার্য্য আরও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্টের নিকট তিনটী ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন—পিতৃভাবে, পুত্রভাবে ও পবিত্রভাবে। তাঁহার সকল ভক্তেরই তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা বিশেষ কর্ত্তব্যকার্য্য এবং ইহা প্রতিপাদন করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তিনি নিজ অস্তিত্ব প্রচার করেন। পিতৃভাবে তিনি এইরূপে প্রকাশিত হন। তিনিই একমাত্র বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, এইজন্যই তিনি পিতার স্বরূপ। ইহা প্রমাণ করা আয়াসসাধ্য নহে। একবার যদি আকাশের দিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখি যে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জগৎ সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। এক একটী নক্ষত্র ও সূর্য্য তেজোময় এবং গোলাকার। তাহার চারিদিকে কত গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি ঘুরিতেছে। এই নক্ষত্র ও সূর্য্যাদির যদি একবার গতির বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে চিন্তাশক্তি স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এই সকলের গতির বিষয় একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯৩,০০০,০০০ মাইল দূরে। সূর্য্যকে একটী গোলাকারের মধ্যবিন্দু করিয়া লইলে, তাহার ব্যাস (Diameter) ১৮৬,০০০,০০০ মাইল হইবে। ব্যাস জানা যাইলে গোলাকারের পরিধি ঠিক করিতে পারা যায়। সেই ব্যাসকে ৩$\frac{1}{7}$ দিয়া গুণ করিলে পরিধি হয়, অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৫৮৫,০০০,০০০ মাইল, এই গোলাকারের পরিধি দিয়া পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। ৫৮৫,০০০,০০০ মাইল পৃথিবীকে এক বৎসর ধরিয়া ঘুরিতে লাগে। যদি এত মাইল ৩৬৫ দিন যাইতে লাগে, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭০০০ মাইল ঘুরিবে। এইরূপ হইলে এক মিনিটে পৃথিবী ১১৩ ক্রোশ যায়, এবং এই হিসাবে প্রতি মুহূর্ত্তে ১৮ মাইল যায়। মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, 'এক' বলিলাম আর পৃথিবী ১৮ মাইল চলিয়া গিয়াছে। ইহা কি কল্পনাশক্তির বিষয়? ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যে দিন, ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত্ত ও মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। ঠিক কোন্ সময় পৃথিবী কোন্‌খানে থাকিবে, সূর্য্য কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিবেন, কোন্ গ্রহ কোথায় উদিত হইয়া কোথায় অস্ত যাইবেন, এই সকল গণনা আমরা করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি যে, ঠিক সেই সময় এই সকল অদ্ভুত ও অভাবনীয় ব্যাপার সকল ঘটিতেছে। ভগবানের রাজ্যে একমুহূর্ত্তের ভগ্নাংশ মাত্র ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকিতে পারিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় উপস্থিত হইত। নিঃশব্দে সকলই কার্য্য করিতেছে, কোনই বিশৃঙ্খলা নাই। এইজন্য প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আছেন, তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

ভগবান্ পিতা হইয়া যে সকল কার্য্য করেন, তাহা গোপনে করিয়া থাকেন, অন্য কাহারও হস্তে দেন না। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারিবে। একটী বৃক্ষ অবলোকন কর, ইহা দেখিতে জড় এবং বায়ু সঞ্চালনে উদ্বেলিত হইতেছে। বাস্তবিক ইহাই দেখা যাইবে, কিন্তু তাহা নহে। এই বৃক্ষ প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়িতেছে। ইহার জীবন প্রতি পত্রে, প্রতি শাখায় ও প্রত্যেক শিরায়। এই বৃক্ষ মূল হইতে রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে, বায়ুদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস দিবারাত্র চলিতেছে। কাহার শক্তিতে এতগুলি ব্যাপার আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে? একবার মনুষ্যশরীরের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ কর। আমরা কার্য্য করি তাহা সত্য, এবং কার্য্য করিলে আমাদের শরীরও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জীবনের ভার, আমাদের হস্তে ভগবান্ রাখেন নাই। রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় যখন অচেতন হইয়া থাকি, তখন কি আমরা আমাদিগকে চালাইতে পারি? সেই সময় আমরা স্পন্দরহিত থাকি, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম নাই, এই ভার তাঁহার নিজ হস্তে। তিনি আমাদের শরীরের কল দিনরাত্র চালাইতেছেন, অথচ আমরা তাহার কিছুই জানিনা বা বুঝিতে পারিনা। এই সকল কার্য্য সুনিয়মে চলিতেছে দেখিতেছি, অথচ কর্ত্তা কে তাহা জানিতে পারিনা।

একমাত্র ঈশ্বর পিতার স্বরূপে অবস্থান করিয়া এই সকল কার্য্য করিতেছেন, ইহা আমরা বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি। কিরূপে জীবোৎপত্তি হইতেছে, কোন্ নিয়মে বিশ্বব্যাপার সকল ঘটিতেছে, বিজ্ঞান এই সকল বলিয়া দেয়। সমস্ত জড়-জগতের ভিতর একটী মনের কার্য্য চলিতেছে, সেই মনই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। ইনি চিন্ময় এবং জগতের পিতা।

আমরা যতটুকু তাঁহাকে জানিতে পারি, ততই তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস বাড়ে। বিজ্ঞানদ্বারা জানিতে পারি, তিনি সকল অবস্থায় আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। তিনি অন্তরে, বাহিরে, সকল স্থলেই আছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহারও থাকিবার উপায় নাই।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় প্রকাশ—পুত্রভাবে। তিনিই আমাদিগকে একথা বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিয়ম পালন করা পুত্রের ধর্ম্ম। নিয়ম পালন করিলে পুরস্কার হয়, না করিলে দণ্ড হয়। পরলোকে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার হইয়া থাকে, ইহাও আমরা তাঁহা হইতে অবগত হই। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সক্রেতিশ পরলোক নাই সাহস করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

ভগবান্ আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে আলোকিত করিবার জন্য, পিতার রাজ্যের পথ পুত্রদিগের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে পুত্রভাবে পৃথিবীতে দেখা দেন। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, তিনি মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। নববিধানাচার্য্য এইরূপ অবতারবাদ স্বীকার করেন না। বরং এইরূপ অবতারবাদকে—সমূলে বিনাশ করিতেই নববিধান হইয়াছে। অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর কিরূপে সান্ত হইয়া সাকাররূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন? মানব সকল ধর্ম্মের পথ সহজ করিবার জন্য, ঈশ্বরকে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার অনন্তত্বকে নাশ করিয়া ফেলে। মানুষ ঈশ্বর হইতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষ হইতে পারে, ইহা নববিধানাচার্য্য স্বীকার করেন না। ঈশ্বর যখন দেখেন, মানব সকল নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, পাপ সকল আসিয়া তাহাদিগকে আর অনন্তের দিকে যাইতে দিতেছে না, জড় পদার্থ আত্মার পক্ষে নিতান্ত ব্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তিনি পুত্রভাব প্রেরণ করিয়া জগৎকে পাপভার হইতে মুক্ত করেন। এইরূপে কত শত বার ভগবান্ পুত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া জগতের উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি নিজে শরীররূপে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু তাঁহার একটী ভাব মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সেই ভাবটী তাঁহার এবং সেই ভাব আসিয়া পৃথিবীকে, সংসারকে, জড় পদার্থকে অর্থাৎ কামনাকে বিনাশ করে। তিনি নিজে পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হন।

মহাপুরুষ লইয়া নানাপ্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলিলেই লোককে বলিবে যে তাঁহার কোন অলৌকিক কার্য্যকরা উচিত। কেহ কেহ অলৌকিক শব্দের অর্থ অনৈসর্গিক করিয়া থাকেন, কিন্তু নববিধানাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন না।

ঈশ্বর জন-সমাজের উপকারার্থ মানবের মুক্তির জন্য, তাঁহার প্রকাণ্ড লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিধান করিতেছেন। অনেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধান স্বীকার করেন না, কিন্তু নববিধানাচার্য্য সাধারণ বিধান ও বিশেষ বিধান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মবিধান স্বীকার করেন না, তাঁহারাই সামাজিক বিধান, বৈজ্ঞানিক বিধান প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্যালিলিও, নিউটন, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে ভাবিলে কখন কি দৈবশক্তির উপর অবিশ্বাস হইতে পারে। তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞানের দীপ্তি প্রভৃতি দেখিলে প্রত্যাদেশ বা দৈব আলোক না মানিয়া কি থাকা যায়? নিউটন ফলপতন দেখিয়া পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই আকর্ষণে আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্যরাশি নিজ নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মের মধ্যে নিবদ্ধ আছে, এ ব্যাপারও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে সকল মহাপুরুষেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা সকলই বিধাতার লীলা। যদি এই সকল বিধান মানিতে আমরা পারি, তাহা হইলে ধর্ম্মবিধান মানিতে দোষ কি?

যখনই দেখা যায়, কোন দেশ ভয়ানক দুরাচারপ্রবৃত্ত হইয়াছে, অহঙ্কার পাপ প্রভৃতিতে লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই ঠিক সেই পাপগুলি মোচন করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষ একটী বিধান লইয়া আসেন। যখন রোম ও গ্রীসদেশে ভয়ানক পাপ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ঈশা পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত হন। এইরূপ আরবদেশে পৌত্তলিকতা নষ্ট করিবার জন্য মহম্মদ, ভারতকে বাহ্যধর্ম্মপ্রণালী হইতে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধ, এবং বঙ্গদেশকে জ্ঞানাভিমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্ম লইয়া অনেক বিবাদ হইয়া থাকে, সকলেই বলে যে আমাদের ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকারে ধর্ম্মের সহিত তুলনা করা মহাভ্রম। সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক একটী বিশেষ দেবভাব আছে, এবং কতকগুলি কুসংস্কারও আছে, যেরূপ খৃষ্টান-ধর্ম্মে সয়তানে বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্মে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস ও ভারতীয় ধর্ম্মে সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস। মানবের বিধানে ধর্ম্ম হয় না, কোন্ বিধানের মধ্যে কোনটী দেবভাব আছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাই নববিধানের উদ্দেশ্য, এবং সেই সকল দেবভাব লইয়াই নববিধান। সয়তানে বিশ্বাস ঈশা সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার অনেক-পূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঈশার সন্তানত্ব-বিষয়ক কথা অভ্রান্ত এবং নিশ্চয়। পুনর্জ্জন্মবাদ বুদ্ধ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার অনেক

পূর্ব্বেই ইহা ছিল। কিন্তু বুদ্ধের ভিতর ঈশ্বর যে ভাবটী নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাই দেবভাব, তাহার নাম নির্ব্বাণ। পুনর্জ্জন্ম থাকুক আর নাই থাকুক, নির্ব্বাণ সকল অবস্থাতে সকল সমাজে মনুষ্যের পরিত্রাণ-পথের সহায়। ঈশ্বর সাকার হউন বা নিরাকার হউন, ভক্তি মনুষ্যের এক পরম উপায়, এইরূপ প্রতি ধর্ম্মের এক একটী দেবভাব লইয়া নববিধান।

বিধাতার তৃতীয় প্রকাশ পবিত্র ভাবরূপে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই পবিত্র ভাবকে পবিত্রাত্মা কহে। নববিধানাচার্য্য বলেন, ঈশ্বর পিতা হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পুত্রভাবে মনুষ্যদিগকে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু মহাপুরুষেরা পৃথিবীকে যে ভাব দিয়া চলিয়া যান, পৃথিবীর লোকেরা কি তাহা সহজে বুঝিতে পারে, মহাজনদিগের ভাব ও কথা নানাজনে নানা প্রকারে বুঝিয়া নূতন মতের সৃষ্টি করিয়া থাকে, এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন মহাপুরুষ পৃথিবীতে লীলা করেন, তখন তাঁহার সমুদয় ভাব ঈশ্বরে নিযুক্ত থাকে, তখন তিনি যে সকল কার্য্য করেন, যা উপদেশ দেন, তাহা বিধাতার কার্য্য বা উপদেশ বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি দয়া করিয়া তাহার ভাব না বুঝাইয়া দিলে মনুষ্য নিজবলে কিছু বুঝিতে পারে না। তিনি পুত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য-আত্মাকে সহসা জাগ্রত করিয়াছেন, তাহার পর আবার পবিত্রাত্মাভাবে প্রকাশিত হইয়া এমন এক নূতন বেশ সঞ্চালিত করিয়াছেন, এমন এক ভাবের তরঙ্গ উঠান যে, তাহাতে জনসমাজ ব্যথিত হইয়া একেবারে স্বর্গের দিকে উঠিতে থাকে। তাঁহারই প্রত্যাদেশে তাঁহারই কার্য্য সফল হইয়া থাকে। প্রত্যাদেশের নিয়ম কেবল একটী মাত্র। বিধিপূর্ব্বক অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া বিধাতাকে আত্মসমর্পণ করা। কামাদি রিপু সকল প্রবল থাকিলে, অহঙ্কারে চিত্ত মলিন থাকিলে, সরল প্রার্থনা হয় না। সেইজন্য যাহা অপবিত্র, তাহা হইতে শত শত প্রার্থনা উঠিলেও তাহাতে ঈশ্বর আবির্ভূত হন না। তিনি যখন দেখেন যে হৃদয় অহংজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়াছে, এবং অহং পদার্থের কোনরূপ ভাব নাই, তখন তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া সেই মনকে ঊর্দ্ধদিকে পিতৃভবনে লইয়া যান। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ না করিলে পূর্ণ প্রত্যাদেশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভগবানের পুত্রস্বরূপ ঈশাও এই কথা বলিয়াছিলেন যে, দীনাত্মারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। ইহার অর্থ এই যে মনুষ্যদিগকে বাস্তবিক দীন হইতে হইবে, তাহাদিগের ধনগর্ব্ব থাকিবে না, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই একেবারে অহঙ্কার থাকিবে না, তাহারা মনে করিবে, যে আমাদিগের কেহ নাই, কিছুই নাই, আমরা সম্পূর্ণরূপে অসহায়, নিরাশ্রয়, বন্ধুহীন ও অনাথ। এইরূপ দীন ভাব হইলে তবে ভগবান্ সেই হৃদয়ে প্রত্যাদেশ দান করিয়া থাকেন।

বিধাতা পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিধান প্রেরণ করেন, পুণ্যাত্মারা তাঁহার প্রায় সমীপেই অবস্থান করেন, তাহাদের জন্য বিধানের আবশ্যক নাই। তিনি পাপী তরাইবার জন্য পুত্রকে পাঠান। পুত্র নিজ জীবন দেখাইয়া পাপীদিগকে ধর্ম্মের পথে আনেন। তিনি তাহাদিগের বিবেককে জাগ্রত করিয়া ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল করেন। যেখানে সারল্য নাই, সেখানে ভগবানের পবিত্রাত্মার প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ কিছুই হয় না। ধর্ম্মজীবনের সারল্যই একমাত্র সহায়। নববিধান পবিত্রাত্মা অনুভব করিবার এবং প্রত্যাদেশ পাইবার অধিকার দিয়াছেন।

নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম্ম। সমন্বয় শব্দের অর্থ কি তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান জগতের অবস্থা দেখিলে চারিদিকে বিবাদ, মতভেদ ও দলাদলী দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার চক্ষে অন্যান্য সকল ধর্ম্ম সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রত্যেকে আপনার ধর্ম্মপক্ষ সমর্থন করে, এই কারণে অন্য ধর্ম্মের প্রতি জাতক্রোধ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ধর্ম্ম হইবে, যাহা খৃষ্টান ধর্ম্ম নহে, মুসলমান ধর্ম্ম নহে, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম নহে, অথচ এ সকল ধর্ম্মই তাহাতে আছে। এই যে নূতন ধর্ম্ম ইহার নাম নববিধান।

১। কোন ধর্ম্মই সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে। সকল ধর্ম্মে সার আছে।

২। সকল ধর্ম্মে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্ত আছে।

৩। সকল ধর্ম্মে পাপের শাস্তি আছে"।

এই তিনটী কথা মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম হইয়াছে, তাহারা এক একটী দিক্ লইয়া আসিয়াছে। কোন্ ধর্ম্মটী জ্ঞানের, কোনটী ভাবের, এবং কোনটী বা ইচ্ছার। কিন্তু এই নববিধানে সকল গুলিই থাকিবে, এই তিনটীকে যদি একত্র করা হয়, তাহা হইলে একটী প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। যে ধর্ম্মে জ্ঞানের প্রাধান্য, কিন্তু যেখানে ভক্তি নাই, তাহা অসম্পূর্ণ এবং যাহাতে ভক্তি আছে, জ্ঞান নাই, তাহা আংশিকমাত্র। যে ধর্ম্ম কোন কার্য্য লইয়া থাকে, যেখানে ভক্তির নদী প্রবাহিত হয় না, তাহা শুষ্ক। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, যাহাতে এই তিন দিক্ই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত, এবং যাহাতে একটীর আদর ও অপরটীর অনাদর নাই, যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ এই তিনই সমন্বিত হইয়াছে। সেই

মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ, যাহার মনে এই তিনটী দিক্ সমানভাবে প্রস্ফুটিত। সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়। এক নববিধানই এই সকল সারসমন্বিত হইয়াছে। এক একটী দেবভাব লইয়া এক একটী ধর্ম্ম। কিন্তু সকল ধর্ম্মের দেবভাব লইয়া নববিধান। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম কিরূপে পাওয়া যায়,—প্রথমতঃ মনের একটী ভাব স্থির করিয়া লইতে হইবে, কোন ধর্ম্মই অনাদরের সামগ্রী নহে। বিজ্ঞানে একটী ধূলিকণাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। জীবশাস্ত্রে একটী কীটেরও মূল্য আছে। মনুষ্যসমাজের ভিত্তি নীতি, সেই নীতির ভিত্তি ঈশ্বর-আদেশ। লোকসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার আগে নীতি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক, এবং নীতি প্রচার করিতে গেলেই ঈশ্বরকে মানিতে হইবে। যদি কেহ প্রমাণাভাব বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, সেইজন্য তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমি আছি। মুসা আদেশশাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন, তিনিই একেশ্বরবাদের প্রধান শিক্ষক। বুদ্ধ নির্ব্বাণ তত্ত্ব প্রচার করেন, ভগবান্ এই নির্ব্বাণ তত্ত্বের পথ দিয়া আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিয়ম প্রচার করিলেন। মনুষ্য প্রকৃতিতে এক একটী ভাব আছে। ইহা দেবভাবও হইতে পারে, অথবা পশুভাবও হইতে পারে। পশুভাবের অর্থ কামনা সকল। যদি ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে কামনা সকল নির্ব্বাণ করিতে হইবে, কামনা নির্ব্বাণ হইলে অহংশূন্য হইবে। অহংশূন্য হইলে প্রকৃতির নিয়ম এই যে আর একটী পদার্থ বাহির হইতে আসিয়া সেই অহংকে পূর্ণ করিবে। সুতরাং ভগবান্ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি তোমরা ভাল হইতে চাও, তাহা হইলে কামনাকে নির্ব্বাণ কর, মনকে শূন্য কর, এবং শূন্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে দেবভাবগুলি মনকে অধিকার করিয়াছে। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান নিয়ম। মন কামনাশূন্য হইলেই কি উন্নতির পূর্ণতা হইল? তাহা নহে। কামনাশূন্যতাই ধর্ম্মপথের আরম্ভ, এই সময় হইতেই ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভাবগুলি একত্র করিলে যদি তাহাদের ভিতর দিয়া রূপান্তর তাড়িত চালিত করিয়া দাও, তাহা হইলে তাহা এরূপ স্বতন্ত্র এক একটী ধর্ম্ম হইবে, যাহা খৃষ্টান ধর্ম্ম নহে, মুসলমান ধর্ম্ম নহে, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম নহে, অথচ এ সকল ধর্ম্মই তাহাতে আছে। এই যে নূতন ধর্ম্ম—ইহার নাম নববিধান।

বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একতাসাধন করাই জীবনের একমাত্র কার্য্য। একতাসাধন শব্দের অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া আমরা ধর্ম্মের উপকারিতা বুঝিতে পারিনা। ভক্তদিগের জীবনে কেবলমাত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভূত হয়। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মানবজাতির দুঃখভার-মোচনার্থে যে যে মহাপুরুষ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সকলকার জীবনের ব্যাপারগুলি আমাদিগের সুচারুরূপে বোধগম্য করা উচিত। এই কারণে নববিধানাচার্য্য তীর্থযাত্রার বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। ভারতে নানাপ্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত, যদি কোন ধর্ম্ম নিন্দনীয় না হয়, তবে এই নববিধানের আবশ্যকতা কি? ইহাতে নববিধানাচার্য্য বলেন—যতদিন অনৈক্য, বিরোধ, জাতিভেদ, পরস্পরে হিংসাদ্বেষ ও ঘৃণা থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে অন্য জাতির অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। স্বাধীনতার মূলে ঐক্য, ভ্রাতৃভাব, আত্মমর্য্যাদা, ধর্ম্ম, সাহস ও বল থাকা চাই, কিন্তু ধর্ম্মভেদ ও জাতিভেদ বশতঃ এ সকল কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। এক ঈশ্বর হইলে এক ধর্ম্ম হইবে, এক ধর্ম্ম হইলে এক জাতি, একজাতি হইলে ভ্রাতৃভাব হইবে, তাহা সংস্থাপিত হইলে বিরোধ, বিসংবাদ, দ্বেষ প্রভৃতি চলিয়া যাইবে, তখন হৃদয় আপনা হইতেই উচ্চ হইয়া আসিবে, নব নব বল ও উদ্যম হইবে। এইরূপ হইলে প্রকৃত উন্নতি হইবে, যতগুলি খণ্ড খণ্ড ঈশ্বর আছে, সকলকে মিলিত করিয়া এক ঈশ্বরে পরিণত করিতে হইবে। ইহা কেবল নববিধানে হইতে পারে, এইজন্য ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্ম থাকিলেও নববিধানের প্রয়োজন। খণ্ড খণ্ড ঈশ্বরকে একত্র করিয়া সেই পুরাকালের এক ঈশ্বরকে আনয়ন করা, এক ঈশ্বরের রাজ্যে এক মিলিত ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করা, জাতিভেদ দূর করিয়া বিশ্বাস, প্রেম ও দেশহিতৈষিতাকে হৃদয়ের অলঙ্কার করা ইহাই নববিধানের কার্য্য।

বিধাতা ধর্ম্মসমন্বয় দ্বারা আপন অধিকার লাভ করেন। ঈশ্বর সর্ব্ববিধানকর্ত্তা। পৃথিবী তাঁহার লীলাক্ষেত্র। সকল জাতির মধ্যে তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন। এই সকল ধর্ম্মসমন্বয় প্রত্যাদেশ দ্বারা হইয়া থাকে। আত্মবিসর্জ্জন করিলে প্রত্যাদেশ হয়। ভগবান্ ভক্তের অন্তর অধিকার করিয়া ভক্তকে সকল বিষয়ে পূর্ণ করেন।

এই নববিধান জগৎকে পূর্ণব্রহ্ম দিতে আসিয়াছেন, সকল ধর্ম্মের যাহা সার, অর্থাৎ যাহা দেবভাব সেই সকল দেবভাবই নববিধানের অঙ্গ; সমস্ত দেবভাব লইয়া নববিধান। ইহাই কেশবচন্দ্রের মত [কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্রষ্টব্য।]

নবভাগ (পুং) ১ রাশির নবমভাগ, ত্রিশাংশকাত্মক রাশির নবমভাগ। [বিশেষ বিবরণ নবাংশ দেখ।] ২ নবমভাগ মাত্র।

নবম (ত্রি) নবানাং পূরণঃ ডট্। (তস্য পূরণে ডট্। পা

৫।২।৪৮) ততো ডটোমট্। (নাস্ত্যাৎ সাংখ্যাদের্মট্। পা ৫।২।৪৯)। ১ নবসংখ্যার পূরণ। ২ লগ্ন হইতে অধিক নবম রাশি। এই নবমস্থানকে জন্মস্থান কহে, জাত বালকের এই নবমস্থানে ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিতে হইবে।

[বিশেষ বিবরণ দ্বাদশভাব দেখ।]

নবমল্লিকা (স্ত্রী) নবা নূতনা স্তুত্যা বা মল্লিকা। নবমালিকা পুষ্প।

"রম্যং হর্ম্যতলং নবাঃ সুনয়না গুঞ্জদ্দ্বিরেফা লতাঃ।

প্রোন্মীলন্নবমল্লিকাঃ সুরভয়ো বাতাঃ সচন্দ্রানিশাঃ॥" (প্রবোধচ°)

নবমালিকা (স্ত্রী) নবা নূতনা মালিকা মল্লিকা পুষ্পম্। নবমল্লিকা পুষ্প। অতি সুরভিপুষ্পলতা। এই পুষ্প অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। বাসন্তী, নেবারী, নেয়ালি বা নেওয়ার এই সকল নামে প্রসিদ্ধ। (Jasminum Sambac) পর্য্যায়—অতিমোদা, প্রৈয়ী, গ্রীষ্মোদ্ভবা, সপ্তলা, সুকুমারী, সুরভি, শুচিমল্লিকা, সুগন্ধা, শিখরিণী, নবালী, ভদ্রবর্ম্মা, দেবলতা, গন্ধনিলয়া, মালিকা, নবমল্লিকা। ইহার গুণ—অতি শৈত্য, সুরভি ও সকল রোগনাশক। (রাজনি°)

"নেপালী কথিতাতজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা।

বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপ্রজিৎ॥" (ভাবপ্র°)

নবমালিকা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার ৫।৭।১১।১২ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"ইহ নবমালিকা নজভয়ৈঃ স্যাৎ।" (বৃত্তরত্না°)

এই ছন্দের নাম নবমালিনী এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

নবমী (স্ত্রী) নবম টিত্বাৎ ঙীপ্। তিথিবিশেষ। চন্দ্রের নবম-কলা ক্রিয়ারূপা তিথির নাম নবমী, নবমকলাক্ষয়াত্মক তিথির নাম কৃষ্ণানবমী, নবমকলাবর্দ্ধনাত্মক তিথির নাম শুক্লানবমী।

নবমী-ব্যবস্থা—নবমী অষ্টমীযুত গ্রাহ্য, অর্থাৎ যে দিন নবমী অষ্টমীর সহিত যোগ থাকিবে, সেই দিনই ক্রিয়াদি হইবে, যেহেতু নবমীর সহিত অষ্টমীর যুগ্মাদর। পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত বচনানুসারেও নবমী অষ্টমীযুত গ্রাহ্য।

"অষ্টম্যানবমী বিদ্ধা নবম্যা চাষ্টমীযুতা।

অর্দ্ধনারীশ্বরপ্রায়া উমামহেশ্বরী তিথিঃ॥"

(কালমাধবীয়ধৃত পদ্মপুরাণবচনম্)

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, এই নবমী মানবগণের অতিশয় আনন্দদায়িনী। এই দিনে স্নান, দান, জপ, হোম, দেবার্চ্চন, উপবাস প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে।

"মাঘে মাসে তু যা শুক্লা নবমী লোকপূজিতা।

মহানন্দেতি সা প্রোক্তা মহানন্দকরী নৃণাম্॥

স্নানং দানং জপোহোমো দেবার্চ্চনমুপোষণম্।

সর্ব্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং যদস্যাং ক্রিয়তে নরৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া নয়বৎসর পিষ্টের ভোজননিবৃত্তি অর্থাৎ পিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ, এই নবমী ব্রত করিলে পার্ব্বতী বিশেষ প্রীত হন, এবং তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়।

"নবম্যাং নববর্ষাণি রাজন্ পিষ্টাশনোভবেৎ।

তস্য তুষ্টা ভবেৎ গৌরী সর্ব্বকামপ্রদা শুভা॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতের সঙ্কল্প করিতে হইলে, "অদ্যোত্যাদি নবম্যাংতিথা-বারভ্য নববর্ষাণি যাবৎ প্রতি শুক্লনবম্যাং পিষ্টেতরভোজননিবৃত্তি-ব্রতমিতি সংকল্পে বিশেষঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে হয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে এই তিনবার পূজা করিতে হয়।

"প্রপূজয়েজ্জগদ্ধাত্রীং কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষকে।

দিনোদয়ে চ মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে নবমেহনি॥" (মায়াতন্ত্র ১৩ পটল)

তন্ত্রের মতে, কার্ত্তিকী শুক্লানবমীর দিন প্রথম ত্রেতাযুগোৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই দিনে প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়াছিল।

(উত্তরকামাখ্যাত° ১১ পটল)

নবযজ্ঞ (পুং) নবধান্যনিমিত্তঃ যজ্ঞঃ। নবান্ন নিমিত্তক যজ্ঞ, নবান্ন করিবার সময় এই যজ্ঞ করিতে হয়।

"শরদ্বসন্তয়োঃ কশ্চিন্নবযজ্ঞং প্রচক্ষতে।

ধান্যপাকবশাদন্যে শ্যামাকো বলিনঃ স্মৃতঃ॥"(কর্ম্মপ্রদীপে কাত্যা°)

নবযোনিন্যাস (পুং) তন্ত্রসারোক্ত ন্যাসভেদ। এই ন্যাস বীজমন্ত্রদ্বারা তিনবার করিয়া করিতে হয়। প্রথম দুই কর্ণে, তাহার পর চিবুকে, পরে গণ্ড, নেত্র, নাসিকা, জঠর, কূর্পর, কুক্ষি, জানুদ্বয়, মূর্দ্ধা, পাদদ্বয়, গুহ্যদেশ, পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, স্তনদ্বয়, ও কণ্ঠদেশ এই সকল স্থানে মূলমন্ত্র তিনবার করিয়া ন্যাস করিলে নবযোনিন্যাস হয়।

"নবযোন্যাত্মকং ন্যাসং কুর্য্যাদ্বীজৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ।

কর্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ো গণ্ডয়োর্বদনে পুনঃ॥

নেত্রয়োর্নসিবিন্যসেদংসয়োর্জঠরে পুনঃ।

ততঃ কূর্পরয়ো কুক্ষৌ জানুনোর্দ্বিজমূর্দ্ধনি॥

পাদয়োর্গুহ্যদেশে চ পার্শ্বয়োর্হৃদয়াম্বুজে।

স্তনয়োঃ কণ্ঠদেশে চ ত্রীণি বীজানি বিন্যসেৎ॥" (তন্ত্রসার)

নবযৌবন (ক্লী) নবং যৌবনং। ১ অভিনব যৌবন।

নবযৌবনা (স্ত্রী) নবং যৌবনং যস্যাঃ। যুবতী, অভিনব যৌবন-বতী স্ত্রী, পর্য্যায় দিক্করী, তালুনী, কুহেলী।

নবরঙ্গ (ক্লী) নবং যস্মাৎ। কায়স্থ মুখ্য কুলীনদিগের পঞ্চদাম ও চতুর্গ্রহণাত্মক কুলবিশেষ।

"সমানে প্রথমং দানং দ্বিতীয়ঞ্চ কনিষ্ঠকে।
বড় ভ্রাতরি তৃতীয়ঞ্চ মধ্যশ্রেষ্ঠে চতুর্থকম্ ॥
তেওজে পঞ্চমং দানং কুর্য্যাদেতদ্বিধানতঃ।
গ্রহণং জন্মনি সমে কনিষ্ঠে চ দ্বিতীয়কম্ ॥
তৃতীয়ং জন্মমধ্যাংশে তেওজেঽপি চতুর্থকম্।
নবরঙ্গমিতি প্রোক্তং মুখ্যানাং হি মহাগুণম্ ॥" (কুলপঞ্জিকা)

[বিশেষ বিবরণ কায়স্থ ও কুলীন শব্দ দ্রষ্টব্য।]

নবরত্ন (ক্লী) নবগুণিতং রত্নং। নববিধ মাণিক্যাদি রত্ন।
"মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদান্ বজ্রবিক্রমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ॥" (তন্ত্রসার)

মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, হীরক, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত ও নীলা এই নববিধ মণির নাম নবরত্ন। ভাবপ্রকাশে এই সকল রত্ন নবরত্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—
"রত্নং গারুত্মতং পুষ্পং রাগোমাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি ॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব ॥" (ভাবপ্র°)

হীরক, গারুত্মত অর্থাৎ পান্না, মাণিক্য, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মৌক্তিক ও বিদ্রুম এই নয়টী রত্ন। নবরত্নের মধ্যে ৫টী মহারত্ন ও ৪টী উপরত্ন। বজ্র, মৌক্তিক, মাণিক্য, নীল ও মরকত এই ৫টী মহারত্ন। গোমেদ, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য ও প্রবাল এই ৪টী উপরত্ন। মহারত্ন ও উপরত্ন একত্র করিলে নবরত্ন হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও নবরত্নের এইরূপ নাম দেওয়া আছে—মুক্তাফল, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্ত, পান্না এবং প্রবাল এই নবরত্ন।

নবগ্রহ যদি গোচর প্রভৃতিতে বিরুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার শান্তির জন্য নবরত্ন ধারণ করিতে হয়। রবিবিরুদ্ধ হইলে বৈদূর্য্য, চন্দ্রবিরুদ্ধে নীল, মঙ্গলবিরুদ্ধে মাণিক্য, বুধবিরুদ্ধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতি-বিরুদ্ধে মুক্তা, শুক্রবিরুদ্ধে বজ্র, শনিবিরুদ্ধে নীল, রাহুবিরুদ্ধে গোমেদ এবং কেতু বিরুদ্ধ হইলে মরকতমণি দান ও ধারণ করিতে হয়। (দীপিকা)

প্রবাদ অনুসারে, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নয়জন পণ্ডিতের নাম নবরত্ন।
"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুর্বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য ॥" (জ্যোতির্বি°)

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি এই নয়জন নবরত্ন নামে খ্যাত। এই নয় ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত ছিলেন।

এই নয়টী শ্লোক নবরত্ন নামে খ্যাত—
"মিত্রমর্থী তথা নীতিধর্ম্মকার্পণ্যমূর্খকাঃ।
স্ত্রীণাং বিদ্বান্ তথোৎখাতান্ নবরত্নমিদং ক্রমাৎ ॥"
মিত্র, অর্থী প্রভৃতি করিয়া নয়টী বিষয়ের নয়টী শ্লোক।

নবরস (পুং) নবগুণিতো রসঃ। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারাদি নববিধ রসভেদ। "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।২০৮)

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত এই নয়টী রস। কাব্যপ্রকাশ মতে নাটকে ৮টী রস হইবে। "অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ" (কাব্যপ্র°)

কিন্তু কাব্যে নবরস হইবে। নাটকে শান্তিরস শিষ্টদিগের অভিলষণীয় নহে। প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক শান্তিরসাত্মক, ইহা শমপ্রধান, এইজন্য এই নাটক ভরতাদির নাট্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নয়টী রসে নয়টী স্থায়ী ভাব।
"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চৈবমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ ॥" (সাহিত্যদ°)

শৃঙ্গাররসে রতি, হাস্যরসে হাস, করুণরসে শোক, রৌদ্ররসে ক্রোধ, বীররসে উৎসাহ, ভয়ানকরসে ভয়, বীভৎসরসে জুগুপ্সা, অদ্ভুতরসে বিস্ময়, ও শান্তিরসে শম স্থায়িভাব। এই নবরসের স্থায়িভাব, আলম্বন, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি বর্ণিত আছে। [বিশেষ বিবরণ রস শব্দে দেখ।]

নবরাত্র (ক্লী) নবানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ, তৎসাধনত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্, বা নবভি রাত্রিভির্নির্বৃত্তং। ১ নবরাত্র বা নয় দিনসাধ্য যজ্ঞভেদ, যে যজ্ঞ নয়দিনে বা নয় রাত্রিতে নির্বৃত্ত অর্থাৎ সমাপ্ত হয়, তাহাকে নবরাত্র কহে। "নবরাত্রাশ্চত্বারঃ"
(কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৩।১৪)

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও এই যজ্ঞের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই যজ্ঞ এক এক অহঃ অর্থাৎ দিনে আরম্ভ করিয়া নয়দিনে সমাপ্ত করিতে হয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।২১)

২ নবরাত্রসাধ্য ব্রতভেদ। আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ্ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত দুর্গাব্রতবিশেষ।

আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়, এই প্রতিপদ্ অমাযুক্ত গ্রহণীয় নহে, দ্বিতীয়াযুক্তই প্রশস্ত। যদি পরদিন এই তিথি মুহূর্ত্ত মাত্র থাকে, তাহা হইলে সেই দিনই নবরাত্র ব্রতারম্ভ হইবে। এই সকল বচনে অমাযুক্তা প্রতিপদ্ নিষিদ্ধ হইয়াছে,—
"অমাযুক্তা ন কর্ত্তব্যা প্রতিপদ্ পূজনে মম।
মুহূর্ত্তমাত্রা কর্ত্তব্যা দ্বিতীয়াদিগুণান্বিতা ॥"
(দেবীপু°, ডামরতন্ত্র)

"পূর্ব্ববিদ্ধা তু যা শুক্লা ভবেৎ প্রতিপদাশ্বিনী।
নবরাত্রব্রতং তস্যাং নকার্য্যং শুভমিচ্ছতা॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

অমাবস্যাবিদ্ধা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রতারম্ভ করিলে অশেষবিধ অমঙ্গল হয়। এই ব্রতে প্রতিপদ্ দিনে ঘট স্থাপন করিয়া প্রাতঃকালে দেবীকে আবাহন ও পূজা করিতে হয়। এইরূপে নবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা করিতে হইবে।

যিনি এই ব্রতাচরণ করিবেন, তিনি এই কয়দিনে একবার মাত্র ভোজন করিবেন। রাত্রিকালে ভূমিশয়ন, কুমারী-ভোজন, প্রতিদিন বস্ত্রাদিদান, বলি ও ত্রিকালে দেবীর পূজা করিতে হইবে।

"কন্যাসংস্থে রবৌ শক্রশুক্লামারভ্য নন্দিকাং।
অপাশী হ্যথ বৈকাশী নক্তাশী বাথ বায়ুদঃ॥
ভূমৌ শয়ীত চামন্ত্র্য কুমারীর্ভোজয়েন্মুদা।
বস্ত্রালঙ্কারদানৈশ্চ সন্তোষ্যা প্রতিবাসরম্॥
বলিঞ্চ প্রত্যহং দদ্যাদোদনং মাংসমাষবৎ।
ত্রিকালং পূজয়েদ্দেবীং জপস্তোত্রপরায়ণঃ॥" (দেবীপু°)

দেবীকে পূজা করিতে হইলে জয়ন্তীত্যাদি মন্ত্র অথবা নবাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এই পূজায় সঙ্কল্প করিয়া ঘটস্থাপন, যথাবিধি দেবীকে আবাহন, এবং ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মাষভক্তবলি অথবা কুষ্মাণ্ডবলি প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর কুমারীপূজা করিতে হয়।

দেবীভাগবতে নবরাত্র ব্রতের বিষয় একটী উপাখ্যান ও নিয়মাদি এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে কোন এক ধনহীন দুঃখী বণিক কোশল রাজ্যে বহুকুটুম্ববর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। ইহার অনেক-গুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল। এই বণিক অতিশয় ধর্ম্মশীল। ইনি অতি কষ্টে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, তাহাতে প্রতিদিন দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিতেন। এই বণিকের নাম সুশীল। সুশীল নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া একদিন এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূদেব! কি করিলে দারিদ্র্য বিনাশ হয়, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহার উপদেশ দিন। আমি ধনী হইতে অভিলাষ করিনা, যাহাতে আমার মান রক্ষা হয়, আপনি তাহারই উপদেশ দিন। আমার পুত্রকন্যাগণ বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া রোদন করিতে থাকে, আমার এত অন্নও গৃহে নাই, যে তাহাদিগকে মুষ্টিমাত্র প্রদান করিতে পারি। যাহাতে আমার অভাবমোচন হয়, এইরূপ উপদেশ দিন। ব্রাহ্মণ বৈশ্য কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম-প্রীতিসহকারে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যদি দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান কর, এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ, শত্রুনাশক এবং সুখ ও সন্তানবৃদ্ধিজনক। পুরাকালে রাম সীতার বিরহে কাতর হইয়া এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া সকলপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

বণিক বিপ্রবরের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে গুরু করিয়া মায়াবীজ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং নিরালস্যভাবে নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। পরে নবমবৎসর পরিপূর্ণ হইলে দেবী মহেশ্বরী নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ বর প্রদান করেন, এই বরে বণিক নানাপ্রকার সুখসমৃদ্ধি ভোগ ও অন্তিমে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় ব্যাসদেবকে নবরাত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন, নবরাত্রের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ব্রত প্রীতিপূর্ব্বক বসন্তকালে কিংবা শরৎকালেই কর্ত্তব্য। বসন্ত ও শরৎ এই ঋতুদ্বয় যমদংষ্ট্রা নামে খ্যাত। এই দুই ঋতু প্রাণিগণের বিশেষরূপ অশুভ ফলদায়ক। এইজন্য মঙ্গলাভিলাষী মানবগণ যত্নপূর্ব্বক এই দুই ঋতুতে এই নবরাত্রব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগা-ক্রান্ত হইয়া থাকে, এইজন্য অনেকের প্রাণ নষ্ট হয়। এই সকল ভোগ-নিরাকরণের জন্য জ্ঞাতিগণের ভক্তিপূর্ব্বক নবরাত্র ব্রতকরা একান্তই কর্ত্তব্য। প্রতিপদ্ তিথিতে সমদেশে বিশুদ্ধ স্থানে ষোড়শহস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজসমন্বিত মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। দেবীর পূজাকুশল ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা-ইতে হইবে, এবং দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠ বা দেবী-ভাগবত পাঠে নয়জন, ৫ জন, ৩ জন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মারম্ভ হইলে বেদীর উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া আয়ুধবিশিষ্টা ভুজচতুষ্টয়সম্পন্না বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহার প্রভৃতি সর্ব্বাভরণবিভূষিতা, সর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্তা সিংহোপরিসংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে। যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাক্ষরসংযুত মন্ত্র ও তাহার পার্শ্বদেশে পঞ্চপল্লবসমন্বিত কুম্ভ স্থাপন করিবে। নানা উপহারে দেবীর পূজা বিধেয়। যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায় পশুহিংসা করিতে পারিবে। পশুবলিদানে ছাগ ও বন্যবরাহের বলিপ্রদানই উত্তমকল্প। দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে, এইজন্য পশুঘাতী ব্যক্তিগণের পশুহননিমিত্ত পাতক জন্মেনা। যাজ্ঞিকী হিংসা অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নবরাত্র-ব্রতে হোমের নিমিত্ত পরিমাণানুসারে এক হস্ত হইতে দশ

হস্ত পর্য্যন্ত ত্রিকোণকুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। এই ব্রতে কুমারীপূজা, বৈভবানুসারে প্রতিদিন এক একটী অথবা প্রত্যহ এক একটী বৃদ্ধি করিয়া বা প্রতিদিন ৯টী করিয়া কুমারীপূজা করিবে। কুমারীপূজার নিয়ম। একবর্ষীয়া কুমারী-পূজা কর্ত্তব্য নহে। দ্বিবর্ষ হইতে দশম বর্ষবয়স্কা কুমারী পূজাকরা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী, ষড়্‌-বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শাম্ভবী, নব-বর্ষীয়া দুর্গা ও দশবর্ষীয়া সুভদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে। বয়সানুসারে এই সকল নাম দ্বারা কুমারীপূজা করিতে হইবে। হীনাঙ্গী, কুষ্ঠরোগিণী, ব্রণান্বিতা, দুর্গন্ধদূষিতাঙ্গী ও দুষ্টকুলসম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবে না এবং যাহারা জন্মান্ধা, কেকরাক্ষী, কাণী, কুরূপা, বহু-রোমান্বিতা, রোগিণী বা কোন প্রকার যৌবনচিহ্নযুক্তা বা অবিবাহিতার গর্ভোৎপন্না অথবা বিধবার গর্ভজাতা কন্যা কুমারী হইতে পারেনা। নবরাত্রব্রতে যাঁহারা উপবাসে অশক্ত, তাঁহারা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন উপবাস করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভূতলে যে কিছু ব্রত ও দান কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নবরাত্রব্রত সেই সকল ব্রতাপেক্ষা বিশিষ্ট ফলদায়ক। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ধন, ধান্য, সন্তানবৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বর্গ অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।
(দেবীভাগ° ৩।২৪-২৭ অ°)

বাঙ্গালা দেশে যেমন দুর্গোৎসব, বিহারে, উঃ পঃ প্রদেশে, রাজপুতানায়, দাক্ষিণাত্যে ও উড়িষ্যায় সেইরূপ নবরাত্র উৎসব হয়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব আশ্বিনের শুক্লপক্ষে হইয়া থাকে, কিন্তু নবরাত্র সকল স্থানে আশ্বিন মাসে হয় না, কোথাও আশ্বিনে, কোথাও চৈত্রে বাসন্তীপূজার সময় হয়।

রাজপুতানায়—চৈত্র সুদি (শুক্লপক্ষীয়) প্রতিপত্তিথিতে নবরাত্র উৎসব আরম্ভ হয়। 'দশেরা' অর্থাৎ বিজয়া-দশমী উৎসবে ইহা পরিসমাপ্ত হয়। অসোজ নামক স্থানেই ইহার ধূমধাম বেশী হয়। উদয়পুরে মহারাণার আলয়ে এই সময়ে তরবারী পূজা হয়।

প্রথম দিন নগরের সুপুরুষ নরনারীগণ উদ্যানবিহার ও ভগবতী গৌরীর উদ্দেশে সকলে স্তোত্র পাঠ করে এবং আপনারা নানাবিধ পুষ্পমালা ও পুষ্প গুচ্ছে সজ্জিত হইয়া উদ্যানে একত্র আনন্দ করে, দোলনায় দোলে ও গান করে। সারা দিন এই উৎসব থাকে, তাহার পর সন্ধ্যায় সকলে গৃহে ফিরিতে থাকে। ইহাকে "গৌর্য্যুৎসবও" বলে। রাজপুতের চলিত কথায় ইহার নাম "গাঙ্গোড়"।

সূর্য্য মেষ রাশিতে সংক্রমিত হইলে নগরের বহির্দেশ হইতে "গৌরী" ও ঈশ্বরের প্রতিমার জন্য মৃত্তিকা আহরণ করা হয়। প্রতিমা নির্ম্মিত হইলে তাহা এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সম্মুখে একটু স্থান খুঁড়িয়া তাহাতে যব বুনিয়া দেয় এবং কৌশলে তাহাতে উত্তাপ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরোৎপাদন করে। গাছ বড় হইলে শস্য জন্মিলে স্ত্রীলোকেরা সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া সেই দেবদেবীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটুকু বেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত করে। গানে দেবদেবীর নিকট স্বামী পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে থাকে। তৎপরে স্ত্রীলোকেরা সেই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের শস্য শিষ সমেত সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব স্বামী পুত্রকে দান করে এবং তাহারা তাহা পাগড়ীতে গুঁজিয়া রাখে। সম্রান্ত গৃহে পারিবারিক প্রতিমা থাকে, নতুবা নগরের উপকণ্ঠে (পুরওয়া) সাধারণের জন্য প্রতিমা প্রস্তুত হয়। তৎপরে এক দিন লোকযাত্রার আয়োজন হয়। দেবদেবী সজ্জিত করিয়া সরোবরতীরে লইয়া যাওয়া হয়। উদয়পুরের মহারাণার প্রতিমার লোকযাত্রাই অতি ধূমধামে নির্ব্বাহ হয়। সুরূপা মৃগনয়নী ও নাগিনী-বেণীবিশিষ্টা যুবতীরা দেবীর সখীভাবে চামরহস্তে গমন করে। যাত্রার পূর্ব্বে নাগারা বাজিয়া উঠে এবং একলিঙ্গগড় হইতে কামানধ্বনি হয়, তখন সকলে প্রতিমা লইয়া সরোবরাভিমুখে যাত্রা করে। মহারাণা স্বয়ং সামন্তগণ-পরিবৃত হইয়া নৌকারোহণে হ্রদগর্ভে উপস্থিত থাকেন। পথে, ঘাটে ও অট্টালিকার ছাদে দর্শকের অত্যন্ত ভিড় হয়। রমনীরা ফুলের মালা পরিয়া গমন করে। সুসজ্জিত সিংহাসনে প্রতিমা বাহিত হয়, তাহার উভয় পার্শ্বে সুন্দরীরা চামর ঢুলাইতে থাকে, সম্মুখে সুন্দরীর দল আশা-সোটা লইয়া অগ্রসর হয় এবং সকলেই গীত সুরে স্তোত্রপাঠ করিতে থাকে। ঘাটে প্রতিমা আসিলে পারিষদসহ মহারাণা নৌকায় উঠিয়া দাঁড়ান। ঘাটে জলের ধারে প্রতিমা রাখি-বার এক সুসজ্জিত মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। প্রতিমা তাহার উপর বসাইলে মহারাণা আসন গ্রহণ করেন। রমণীরা গোলাকারে প্রতিমার চতুর্দ্দিকে হাত ধরাধরি করিয়া বাদ্যের তালে তালে পা ফেলিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই সময়ে বীরগাথাও গান করে। সামন্তগণ সেই সকল গান শুনিয়া স্ব স্ব বংশের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া হাস্যমুখে রমণীগণকে শিরোনমনপূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করে। রমণীরাও শিরো-নমন করিয়া বীরগণকে প্রত্যভিবাদন করে। উৎসবের সকল কার্য্যই স্ত্রীলোকেরা সম্পন্ন করে। গৌরী ও ঈশ্বর বঙ্গদেশীয় অন্নপূর্ণার আকারে গঠিত হন। প্রতিমা যতক্ষণ ঘাটে থাকে, ততক্ষণ গৌরীদেবী স্নান করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস,

সেইজন্ত কোন পুরুষ দেবকার্য্যে অংশগ্রহণ করে না। যদি কেহ করে, তবে তাহার মৃত্যু হয় বলিয়া সকলের ধারণা আছে। কিয়ৎকালপরে মহারাণার প্রতিমা রাজবাড়ীতে ফিরিয়া যায়। মহারাণা সদলে তখন নৌকা খুলিয়া দিয়া ঘাটের নানাস্থানে অধিবাসিবর্গের উৎসব দেখিয়া বেড়ান। সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিনই এইরূপ হয়। কর্ণেল টড অনুমান করেন, "গঙ্গা" ও "গৌরী" এই শব্দের সংযোগবিকারে "গাঙ্গোড়" শব্দের উৎপত্তি। অষ্টমীর দিন অশোকাষ্টমীর বিশেষ উৎসব হয় এবং নবমীর দিন নবরাত্রির বিশিষ্ট দিন বলিয়া ঐ দিন হোম হয়। এই দিন সকলেই পূজা দিয়া থাকে। এই দিন রামনবমীর জন্ত রামের জন্মোৎসব হয়। উদয়পুরে রাজপ্রাসাদে হাতী ঘোড়া সাজাইয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিয়া ঐ দিন পূজা করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন "দশেরা" হয়। এই দিন উদয়পুরে সৈন্তপরিচালন ও কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় হয়।

পুণায় আশ্বিনে নবরাত্র উৎসব হইয়া থাকে। প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত "নবরাত্র" ও দশমীতে "দশেরা" হয়। প্রভু নামক কায়স্থের মধ্যে অনেকে ফলমূল খাইয়া এই নয় দিন উপবাসানুকল্প করে। নবমীর দিন হোম হয়। এই কয় দিনে বিবাহিতা কোঙ্কণী-ভাড়বলরমণীরা ভগবতীর বামে প্রত্যেক বাড়ীতে করঙ্গাতে ভিক্ষা করিয়া থাকে। গৃহস্থ বাড়ীতে এই কয় দিন সধবা প্রাচীনাগণ করঙ্গা পূজা করে। এই পূজায় এক ভাড়বল-দম্পতীকে ডাকিয়া আনিয়া উঠানে এক মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দাঁড় করায়, তাহাদের করঙ্গা একখানি চৌকীর উপরে রাখে। যে রমণী পূজা করিবেন, তিনি করঙ্গার বহির্দ্দেশে তৈলহরিদ্রা সিন্দূর লেপন করেন, টিক্‌লী বাঁধিয়া দেন, আতপচাউল ছড়াইয়া দেন এবং করঙ্গাটি চাউলে পরিপূর্ণ করিয়া দীপ ঘুরাইয়া আরতি করেন। করঙ্গার আরতি হইলে ভাড়বল-দম্পতিকে আরতি করা হয়। তৎপরে ভাড়বলরমণী পূজাকারিণীর কপালে তৈলহরিদ্রা, সিন্দূর ও টিকলি লাগাইয়া দেয়। পুরুষও এই সময়ে তৈল ও চাউল ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং শঙ্খ বাজাইয়া শুভ সূচনা করেন। (প্রভুগণের বাড়ীতে এই দিন ব্যতীত আর কোন দিন কোনকালে কোন উৎসবে শঙ্খধ্বনি হয় না; তাহাদের বিশ্বাস অন্য সময়ে শঙ্খধ্বনিতে লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়।) কুমারী ও সধবারা এই নয় দিন পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করে। যে বাড়ীতে যায়, সেই বাড়ীর রমণীরা অভ্যাগতাদিগকে মাদুরে বসাইয়া তৈল, হরিদ্রা, সিন্দূর, ফুলের মালা ও টিক্‌লি দিয়া থাকে এবং অঞ্চলে মুড়ী, গুপারি ও পয়সা দেয়।

দশেরার দিন কায়স্থেরা প্রাতঃস্নান করিয়া গৃহদেবতার পূজা করে। রমণীরা উঠানে মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচ তাল গোময় এক পত্রাসনে রাখে ও তাহার উপর ফুল সিন্দূর বা আবীর ছড়াইয়া দেয়। যাহাদের ঘোড়া থাকে, তাহারা এই সময় আস্তাবল হইতে ঘোড়া আনিয়া বাটীর সম্মুখে রাখে। তাহার গলায় ও চতুষ্পদে ফুলের মালা বাঁধিয়া দেয়, পৃষ্ঠে শাল পাতিয়া দেয়। পরে সধবা গৃহকর্ত্রী দীপ, নারিকেল, বাতাসা, সিন্দূর, আতপ চাউল, পাণ, গুপারি ও রজত মুদ্রা দিয়া তাহাকে বরণ করেন। এই দিন হইতে প্রভু-রমণীরা দেড়মাস কাল প্রত্যহ বাড়ীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভূমির উপর পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দিয়া গৃহ, বৃক্ষলতা ইত্যাদির চিত্র প্রস্তুত করে। যে রজতমুদ্রা দ্বারা অশ্ববরণ হয়, তাহা অশ্বপালক পাইয়া থাকে, এ ছাড়া নূতন পাগড়ী ও নূতন বস্ত্র পায়। এই দিন ইহারা মাংস মিষ্টান্নাদি আহার করে। সন্ধ্যাকালে সকলে পুত্র সঙ্গে লইয়া দেবী মন্দিরে যায় এবং শাঁইপাতা ও পয়সা দান করে। তৎপরে আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, পরস্পরে শাঁইপাতা দেয় ও কোলাকুলি করে। গৃহদ্বারে পত্নীরা স্বামীর অপেক্ষা করিয়া থাকে। স্বামী আসিলে বহির্দ্বারে এক চৌকীতে বসিয়া পত্নী পতির কপালে সিন্দূর দান করে, মস্তকে আতপ ছড়াইয়া দেয়, বাতাসা ও নারিকেল খাইতে দেয় এবং আরতি করে। স্বামী স্ত্রীর হস্তস্থিত পাত্রে ২টী হইতে ১০টী টাকা দান করেন। তৎপরে হস্তপদ ধৌত করিয়া গৃহদেবতার গৃহের নিকট রক্ষিত তলবার, বন্দুক, লেখনী, মস্যাধার, ছুরী, কল, শাস্ত্রগ্রন্থ ও গৃহস্থ যে কয়টা ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারে সেই কয় ভাষায় লিখিত একখানি কাগজ স্পর্শ করিয়া তাহার উপরে শাঁইপাতা দান করে। অবশেষে প্রণাম করিয়া ঐ সমস্তের নিকট বার্ষিক শুভকামনা করে। এই দিন ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইলে প্রভুরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া পরস্পর শাঁইপাতা গ্রহণ করে ও ব্রাহ্মণকে কিছু দান করে। অন্যত্র নবরাত্রিতে নয় দিন ধরিয়া ভগবতীর পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠাদি হয় এবং স্ত্রীলোকেরা হরিদ্রাদি দান ও মাঙ্গল্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নবরাত্রব্রতে ৭ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্রতী হন, তাহার মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তন্ত্রধারক হন, তৃতীয় ব্যক্তি ললিতপারায়ণের অর্থাৎ অগস্ত্যকৃত হয়গ্রীব মূর্ত্তির স্তোত্র প্রত্যহ তিনবার পাঠ করেন, চতুর্থ ব্যক্তি ঋগ্বেদোক্ত মন্যুসূক্ত ১০৮ বার, এবং পঞ্চম ব্যক্তি শ্রীসূক্ত প্রত্যহ ১০৮ বার পাঠ করেন। ষষ্ঠব্যক্তি মহিম্নস্তোত্র পাঠ ও সপ্তমব্যক্তি পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র অর্থাৎ 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই শিবমন্ত্র চারিদিনে দ্বাদশ সহস্রবার পাঠ করিয়া থাকেন। দেবীর

ষোড়শোপচারে পূজা হয়। রাত্রিকালে পূজাবসানে ১২ জন বেদগায়ক স্বস্তিপাঠ করেন। স্বস্তিপাঠের নিয়ম—ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে প্রথমে চিত্তি, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভৃগুবল্লী ও নারায়ণ উপনিষদের প্রথমাংশ, সপ্তমীর দিন সায়ংকালে নক্ষত্রেষ্টি ও 'অগ্নিহোত্রপন্নম্', এবং অষ্টমীর দিন সায়ংকালে পুরোডাশের প্রথম অর্দ্ধ ও নারায়ণ উপনিষদের অবশিষ্টাংশ, 'বিশ্বরূপ ঘন' ও নবমীর দিনাবসানে 'অরুণম্', 'অপবদস্তি ক্রমন্', যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'পন্নম্', আরুণেয়ের প্রথম 'পন্নম্', সন্তমিত মন্ত্রের প্রথম অষ্টকেরদ্বিতীয় 'পন্নম্', যথাক্রমে গান করেন। এইরূপ বেদগানের নাম স্বস্তিবাচন। স্বস্তিগান শেষ হইলে আরতি হয়, তৎপরে মন্ত্রপুষ্পের সহিত শ্রীসূক্ত ও ভূসূক্ত পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। তাহার পর পূজা শেষ হয় এবং অন্নের মহানৈবেদ্য ভোগ হয়। ভোগের পর ব্রতীগণ আহার করিয়া থাকেন। দশমীর দিন ৫০ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া নিরঞ্জন কার্য্য সমাধা করেন। এই সকল ব্রাহ্মণ পৃথক্ ঘরে অন্নাদিপাক করিয়া দেবীকে ভোগ দেন, তৎপরে সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সমস্বরে বেদগান করিয়া অন্ন আহার করিলে নিরঞ্জন কার্য্য সমাধা হয়। আমাদের দেশের মত এই ব্রতে সপ্তশতী অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ হয় না। কারণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পুরাণাদিতে অনভিজ্ঞ। প্রায় সকল স্থলেই এই নবরাত্র ব্রতে পশুবলি হয় না। বিজয়নগরের মহারাজের বাটীতে তিন দিনে তিনটী পশুবলি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তৈলঙ্গী বৈদিক ব্রাহ্মণ লিপ্ত থাকেন না, উৎকল ব্রাহ্মণেরা বলিকার্য্য সমাধা করেন।

মহারাষ্ট্র দেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বলিদানের প্রথা নাই। কেবল উৎকল দেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ও উত্তরভারতে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

নবরাষ্ট্র (ক্লী) উশীনর নৃপের দেশভেদ, এই দেশ দক্ষিণদিকে।

"নবস্তু নবরাষ্ট্রস্তু কৃমেস্তু কৃমিলাপুরী।" (হরিবংশ ৩১ অ°)

সহদেব দক্ষিণদিক্ বিজয়ের সময় এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। (ভারত সভা° ৩০ অ°)

নবর্চ (ক্লী) নব ঋচো যত্র, অচ্ সমাসান্তঃ। নব ঋক্‌যুক্ত সূক্তভেদ। নব চ তা ঋচশ্চেতি অচ্ সমা°। নবঋক্ ভেদ।

"নবর্চেভ্যঃ স্বাহা" (অথর্ব্ব ১৯।২৩।৬)

নবলক্ষণ (ক্লী) নবমিতং লক্ষণম্। নয়টী লক্ষণ। বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ম নবলক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

"বিশ্বসর্গবিসর্গাদিনবলক্ষণলক্ষিতম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥"

(ভাগ° ১।১।১ শ্রীধরস্বামী)

বিশ্বের সর্গ, স্থিতি ও প্রলয়, এবং ইহার উপাদান, গোচর, অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিমত্ব এই নববিধ লক্ষণে ব্রহ্ম সমর্থিত হইয়াছে। এক ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই বিশ্ব হইতেছে, জীবিত থাকিতেছে, এবং বিনষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি নবলক্ষণলক্ষিত ব্রহ্ম বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নববরিকা (স্ত্রী) নবো বরোঽস্তাস্যাঃ নব-বর-ঠন্। নবোঢ়া, নববিবাহিতা।

নববর্ষ (পুং স্ত্রী) নবমিতং বর্ষম্। ১ ভারতাদি নয়টী বর্ষ। বৃষ ভাবে ঘঞ্। (পুং) ২ নূতন বর্ষণ। ৩ নূতন বর্ষ।

[নওরোজ দেখ।]

নববাস্ত্ব (পুং) নবং বাস্ত যস্য। রাজর্ষিভেদ।

"অগ্নির্নয় নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্বীতিম্" (ঋক্ ১।৩৬।১৮)

'নবং বাস্ত যস্যাসৌ নববাস্ত্বঃ। নববাস্ত্ব নামকং, বৃহদ্রথনামকং তুর্বীতি নামকঞ্চ রাজর্ষীন্।' (সায়ণ)

নববিংশ (ত্রি) নববিংশতি সংখ্যার পূরণ, ২৯।

নববিংশতি (স্ত্রী) নবাধিকা বিংশতিঃ। ১ নবাধিক বিংশতি সংখ্যা, ২৯ সংখ্যা। ২ তদ্যুক্ত। "নববিংশত্যাঽস্তুবত" (শুক্ল যজু° ১৪।৩১)

নববিধ (ত্রি) নব বিধা যস্য। নবপ্রকার। বিষ্ণু নববিধ পাতকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, অপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মহাবল ও প্রকীর্ণক এই নয়টী নববিধ পাতক। (বিষ্ণু)

"নবব্যূহার্চ্চনং বক্ষ্যে নারদায় হরীরিতম্।

মণ্ডলেঽব্জেঽর্চ্চয়েন্মধ্যে অং বীজং বাসুদেবকম্॥

আং সঙ্কর্ষণং তথা বহ্নৌ আং প্রদ্যুম্নং চ দক্ষিণে।

অনিরুদ্ধং নৈর্ঋতে তু নারায়ণস্তু পশ্চিমে॥

তদ্বদ্ ব্রহ্মাণমনিলং হুং বিষ্ণুং ক্ষ্রৌং নৃসিংহকম্।

উত্তরে তু বরাহঞ্চ ঈশে বামনমেব চ॥" (অগ্নিপু°)

বিষ্ণুর অষ্টদল পদ্ম মধ্যে প্রদ্যুম্নাদি ৮ জন এবং পদ্মমধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নৃসিংহ, বরাহ ও বামন এই নয়টী নবব্যূহ বিষ্ণু।

নবশক্তি (স্ত্রী) নবগুণিতা শক্তিঃ। শক্তিনবক, নয়টী শক্তি।

"প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধানন্দিনী পুনঃ।

সুপ্রভা বিজয়া সর্ব্বসিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ॥" (সারদাতি°)

প্রভা, মায়া, জয়া, সূক্ষ্মা, বিশুদ্ধা, নন্দিনী, সুপ্রভা, বিজয়া ও সর্ব্বসিদ্ধিদা এই নয়টী শক্তি।

নবশস্য (ক্লী) নবং শস্যং। নূতন শস্য।

নবশস্যেষ্টি (স্ত্রী) নবশস্যনিমিত্তা ইষ্টিঃ। সাগ্নিক কর্ত্তব্য নবশস্য-নিমিত্তক ইষ্টিভেদ।

"নানিষ্ট্বা নবশস্যেষ্ট্যা পশুনা চাগ্নিমান্ দ্বিজঃ।" (মনু)

নবশায়ক (পুং) নববিধঃ শায়ক ইব। পরাশরসংহিতোক্ত নববিধ সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ, নবশাক জাতি।

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।

কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কঃ॥" (পরাশরসং°)

গোপ, মালাকার, তৈলী, তন্তুবায়, মোদক, বারুই, কুমার, কর্ম্মকার ও নাপিত এই নয়টী নবশায়ক।

ইহারা এক প্রকার শুদ্ধ শূদ্র। যদিও বৈশ্য শব্দে কৃষিব্যবসায়ী এবং শিল্পব্যবসায়ী উভয়কেই বুঝাইতে পারে, তথাপি নবশায়কগণ উপবীত গ্রহণ, ও বেদাধ্যয়ন না করায় ইহাদিগকে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত করা হয়; তবে বিশেষত্ব এই যে, ইহারা শুদ্ধ, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট গঙ্গাজল, কূপজল বা অন্য যে কোন প্রকার জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারেন। কার্য্যতঃ কিন্তু এই নয় জাতির সকলকে সমান শুদ্ধ মনে করা হয় না। যেমন—তৈলিক যদিও নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহারা মোদক বা নাপিতের ন্যায় শুদ্ধ নহে। নবশায়ক ব্যতীত অন্য শূদ্রের স্পৃষ্ট গঙ্গাজল মাত্র ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কি নবশায়ক শূদ্র, কি তদিতর শূদ্র কাহারও স্পৃষ্ট পক্ব দ্রব্য ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে পারেন না। নবশায়ক শূদ্র ও তদিতর শূদ্রদিগের মধ্যে আর একটী প্রভেদ এই যে, নবশায়কদিগের যাজকতা করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন না; কিন্তু অন্যান্য শূদ্রের যাজকতা করিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। যদিও শাস্ত্রে কোন শূদ্রের দান গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিষেধ আছে, তথাপি কার্য্যতঃ অনেক ব্রাহ্মণই নবশায়কদিগের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নবশিব, বোম্বাই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ।

নবশ্রাদ্ধ (ক্লী) মরণের পর বিষমদিবসে প্রেতোদ্দেশক শ্রাদ্ধ-বিশেষ। মৃত্যু হইলে বিষমদিনে প্রেতের নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহার নাম নবশ্রাদ্ধ।

"প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ পঞ্চমে সপ্তমে তথা।

নবমৈকাদশে চৈব তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

মৃত্যুর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিনে প্রেতোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে নবশ্রাদ্ধ কহে। মৃত্যুর পর বিষম দিনে নবম দিনের মধ্যে একে একে এই শ্রাদ্ধ করিবে, যদি কার্য্যবশতঃ ঐ দিনের মধ্যে শ্রাদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে একাদশ দিনে করিবে। এই শ্রাদ্ধকে বিষম শ্রাদ্ধও কহে। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম বা একাদশ দিনে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহার নাম নবশ্রাদ্ধ।

"পঞ্চমে সপ্তমে তদ্বদষ্টমে নবমে তথা।

দশমৈকাদশে চৈব নবশ্রাদ্ধানি তানি চ॥" (নাগরখণ্ড)

কাত্যায়নের মতে—

"চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা।

যদত্র দীয়তে জন্তোস্তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে॥" (কাত্যায়ন)

চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও একাদশ দিনে প্রেতোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম নবশ্রাদ্ধ। এই নবশ্রাদ্ধে প্রথমে দুইটী দুইটী করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে, কেবল শেষ দিনে একটী পিণ্ড দিতে হইবে। এই নবশ্রাদ্ধ মলমাসেও হইতে পারে। নবশ্রাদ্ধোচ্ছিষ্ট যে কোন বস্তু, তাহা ভক্ষণ করিতে নাই।

"নবশ্রাদ্ধে যদুচ্ছিষ্টং গৃহে পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।

দম্পত্যোর্ভুক্তশিষ্টঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন॥" (মিতাক্ষরাধৃত ব্যাস)

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে দর্শিত হইয়াছে যে, এই নবশ্রাদ্ধ আহি-তাগ্নিদিগেরও হইবে।

"চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা।

যদত্র দীয়তে জন্তোস্তন্নবশ্রাদ্ধমিষ্যতে॥

অস্থিসঞ্চয়নাদর্বাগাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ।

অযুগ্মান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ তন্নবশ্রাদ্ধমিষ্যতে।

নবমে পঞ্চমে শ্রাদ্ধং প্রেতোপকারার্থং নাবশ্যকং নবশ্রাদ্ধসংজ্ঞা এতদ্দ্রব্যগ্রহণে প্রায়শ্চিত্তবিশেষবিধানার্থং, আহিতাগ্নেরস্থিসঞ্চয়-নাদর্বাক্‌শ্রাদ্ধান্তরমস্তীতি।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও একাদশ দিনে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে নবশ্রাদ্ধ বলে, এই নবশ্রাদ্ধ আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণদিগের অস্থি-সঞ্চয়ের পূর্ব্বে করিতে হইবে এবং অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। এই বচনপ্রমাণে নবশ্রাদ্ধ সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেও জানিবে।

নবষট্‌ক (ক্লী) ছয় গুণিত নবসংখ্যা, ৯×৬।

নবষষ্টি (স্ত্রী) নবাধিকা ষষ্টিঃ। ১ ঊনসপ্ততি সংখ্যা, ৬৯ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত। পূরণে ডট্। নবষষ্ট, ঊনসপ্ততিসংখ্যার পূরণ।

নবসংঘারাম (পুং) বৌদ্ধবিহার-ভেদ।

নবসপ্ততি (স্ত্রী) নবাধিকা সপ্ততিঃ। ঊনাশীতি সংখ্যা, ৭৯ সংখ্যা। এই সংখ্যার পূরণ।

নবসপ্তদশ (পুং) নব চ সপ্তদশ চ, সমাসান্ত ড। অতিরাত্র-যাগভেদ। পুত্রাভিলাষী এই যজ্ঞ করিয়া থাকে।

"নবসপ্তদশঃ প্রজাতিকামস্ত" (আশ্ব° শ্রৌ° ১০।১।২)

'নবসপ্তদশোনাম একাহঃ, তেন প্রজাতিকামোপ্রজাতি-প্রজাসম্পত্তিস্তাং কাময়মানঃ যজেত।' (নারায়ণ)

নবসহর (নওয়া সহর) পঞ্জাবের জালন্ধর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব তহসীল। ইহার পরিমাণ প্রায় ২৪৯ বর্গ মাইল। এই তহসীলে একটী সহর ও ২৮২ খানি গ্রাম আছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার; হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। গম, জোয়ার, ছোলা, যব, ইক্ষু ও তুলা প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

২ এই তহসীলের প্রধান সহরের নামও নবসহর (নওয়া সহর)। ইহা ৩১° ৭´ ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৬° ৯´ ৩০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মোগল সম্রাট্ বাবরের সময় নওশের খাঁ নামক একজন আফগান এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সহরের লোকসংখ্যাও প্রায় পাঁচ হাজার। সহরটী বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। এখানকার চিনির ব্যবসায় ও লুঙ্গি নামক বস্ত্র শিল্পের কারবার বহু বিস্তৃত।

৩ পঞ্জাবের হাজারা জেলার মধ্যে আবটাবাদ তহসীলের একটী সহর। ইহা ৩৪° ১০´ উত্তর অক্ষাংশে, ৭৩° ১৮´ ৪৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, আবটাবাদ হইতে ৩½ মাইল পূর্ব্বে, আন্দিয়ানীর রাস্তার উপর অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০০, মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানকার ক্ষত্রি ব্যবসায়ীরাই ঝিলমের খনিজ লবণের ব্যবসায় করে, বিলাতী বস্ত্রাদি আনাইয়া মুজঃফরাবাদ ও কাশ্মীরে রপ্তানী করে এবং কাশ্মীর হইতে অধিক পরিমাণে ঘৃত আমদানী করে।

নবসারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরদা রাজ্যের একটী নগর। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি ইহাকে নসরিপা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নগর সমুদ্র হইতে ছয় ক্রোশ এবং পূর্ণা নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪০´ পূঃ। পূর্ণা দিয়া নবসারি পর্য্যন্ত নৌকা আসিতে পারে। নাবিকেরা পূর্ণার এই অংশটুকুকে নবসারি নদী বলিয়া থাকে। নবসারি একটী বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, এখানকার অধিকাংশ পারসী অধিবাসী কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে তামা, পিত্তল, লৌহ ও কাষ্ঠের কাজও করিয়া থাকে। এখানে পারসীদিগের একটী মনোহর মন্দির আছে।

নবসারিকা, নবসারি বা নৌসারি নগরের পূর্ণ নাম। ইহা গুজরাটের অন্তর্গত বরদার মধ্যে পূর্ণানদী তীরে অবস্থিত।
[নবসারি দেখ।]

নবসাহসাঙ্ক, পরমারবংশীয় এক মালবরাজ। পদ্মগুপ্ত নামে এক কবি "নবসাহসাঙ্কচরিত" নামে এক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরমারবংশের খোদিত লিপিও পাওয়া গিয়াছে। পরমার বংশের উৎপত্তি পৌরাণিক উপাখ্যানের ন্যায়। বশিষ্ঠ যখন আবু পর্ব্বতের উপর থাকিতেন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার হোমধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বিনষ্ট করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক খড়্গধারী পুরুষ উৎপাদন করেন। এই ব্যক্তি শত্রু দমন করিয়া ধেনু উদ্ধার করেন। ইহার এই কার্য্য হইতে বশিষ্ঠ ইহাকে পরমার অর্থাৎ শত্রুবিজয়ী নাম দেন। আবু পর্ব্বতে পরমারের উৎপত্তি হইতে এরূপ অনুমান হয়, আবু পর্ব্বতের উপরিস্থ অচলগড় পরমারদিগের অধীনে ছিল। চন্দ্রাবতী নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরমারবংশীয় সোমেশ্বরপ্রদত্ত দৈলবাড়ের তেজপাল-মন্দিরস্থ প্রশস্তি হইতে পরমারের পূর্ব্ববর্ত্তী আবুবাসী পরমার বংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়। ধূমরাজ, ধুন্ধুক, ধ্রুবভট্ট প্রভৃতি পরমারের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং রামদেব, যশোধবল, ধারাবর্ষ, প্রহ্লাদন, সেখসিংহ, কৃষ্ণরাজ প্রভৃতি পরমারের উত্তরবর্ত্তী আবুবাসী পরমার রাজগণের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১২।১৩শ শতাব্দীতে আবুবাসী পরমারগণ অণহিলবাড়ের চালুক্যরাজগণের সামন্ত ছিলেন।

উদয়পুর ও নাগপুর হইতে পরমার-বংশীয় মালবরাজগণের দুইখানি প্রশস্তি এবং এই বংশীয় ২য় বাক্‌পতির খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল হইতে জানা যায় যে এই বংশীয় উপেন্দ্র বা কৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি মালব দেশে প্রথম অধিষ্ঠিত হন। উদয়পুরপ্রশস্তির মতে, ইনি মালব জয় করেন। ডাঃ বার্গেসের মতে ইনি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। উদয়পুরপ্রশস্তি হইতে বংশতালিকা এইরূপ পাওয়া যায়—
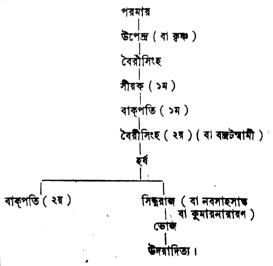
নবসাহসাঙ্কচরিতে হর্ষের নাম সীয়ক (২য়) বা হর্ষধ্বজ ও ২য় বাক্‌পতি উৎপলরাজ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নাগপুরপ্রশস্তিতে ২য় বাক্‌পতির নাম মুঞ্জ এবং উঁহার

ভূমিদানলিপিতে অমোঘবর্ষ, পৃথিবীবল্লভ বা শ্রীবল্লভ প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। ভূমিদানপত্র হইতে ২য় বাক্‌পতি ৯৭৪-খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। হর্ষরাজ (মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে সিংহ নামে উল্লিখিত)। নবসাহসাঙ্কচরিতের মতে, ইনি হূণরাজ রত্নপতি ও খোট্টিগ-রাজকে জয় করেন। এই হূণরাজ কে তাহা নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার বার্গেস অনুমান করেন, এই হূণেরা কোন ক্ষত্রিয়বংশ। খোট্টিগ মান্যখেটের অধিপতি রাষ্ট্রকূট ভিন্ন আর কেহই নয়।

২য় বাক্‌পতি কবিকুলপোষক ছিলেন। বিক্রমাদিত্য এবং সাতবাহনের পরই অবন্তীর পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। [বাক্‌পতি দেখ।]

২য় বাক্‌পতির পর তাঁহার ভ্রাতা সিন্ধুরাজ রাজা হন। ইনি নবসাহসাঙ্ক ও কুমারনারায়ণ নামে খ্যাত। উদয়পুর-প্রশস্তিতে ইহাকর্ত্তৃক হূণজয়বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। নবসাহসাঙ্কচরিতে ঐ হূণজয় ব্যতীত কোশল, বাগড়, লাট, মূরল প্রভৃতি দেশ জয়ের কথাও আছে। এই বাগড় আধুনিক রাজপুতানার অন্তর্গত ডুঙ্গরপুর। মূরল দেশ কেরলের নামান্তর। নবসাহসাঙ্কচরিতে কথিত আছে—নর্ম্মদাতীর হইতে ৫০ গব্যূতি দূরে রত্নাবতী নগরে বজ্রাঙ্কুশ নামে এক অসুর বাস করিত। এই অসুর নাগরাজকুমারী শশীপ্রভাকে হরণ করিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। সিন্ধুরাজ এই অসুরকে বিনষ্ট করিয়া রাজকুমারীকে গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে বিদ্যাধরগণ সিন্ধুরাজকে সাহায্য করিয়াছিল।

যশোভট নামে সিন্ধুরাজের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার উপাধি রামাঙ্গদ ছিল। প্রবন্ধচিন্তামণিপাঠে জানা যায় যে, সিন্ধুরাজ প্রথম বয়সে বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিলেন। বাক্‌পতি ইহার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া ইহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন, সিন্ধুরাজ গুজরাটে গিয়া কাশহ্রদনগরে বাস করেন। কিছু দিন পরে আবার ভ্রাতা কর্ত্তৃক আহূত হন, কিন্তু রাজ্যে আসিয়াই আবার অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখন বাক্‌পতি ইহাকে এক কাষ্ঠ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই বন্দিত্বের সময় সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজ জন্ম গ্রহণ করেন। ভোজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বাক্‌পতিকে সাবধান হইবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। বাক্‌পতি ভোজের শিরশ্ছেদনের আদেশ করেন। ভোজ শুনিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে এক কবিতা লেখেন। কবিতাপাঠে বাক্‌পতির হৃদয়ে স্নেহ-সঞ্চার হয় এবং বধাজ্ঞা রহিত করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তৈলপ কর্ত্তৃক বাক্‌পতি বিনষ্ট হইলে ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবসাহসাঙ্ক-চরিতে ইহার অন্যথা দেখা যায়। পদ্মগুপ্তের মতে বাক্‌পতি অম্বিকার নগরে যাইবার সময়ে সিন্ধুরাজের তরবারীতে মৃত্তিকা তুলিয়া দিয়া তাহাকে যুবরাজ করিয়া যান।

নবসাহসাঙ্কচরিতকার পদ্মগুপ্ত উভয়ভ্রাতার রাজত্বেই রাজকবি ছিলেন। সিন্ধুরাজ ইহাকে কবিরাজ উপাধি দেন।

সিন্ধুরাজ নানা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিষ্ণু-রামেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নবসাহসাঙ্কচরিতে লিখিত আছে, সিন্ধুরাজ বৈদেশিক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজধানী ধারানগর শত্রুহস্তে পতিত হয়। সিন্ধুরাজ কতদিন রাজত্ব করেন, এখন নির্ণীত হয় নাই।

নবসাহসাঙ্কচরিত [নবসাহসাঙ্ক দেখ।]

নবসিন্দ, পাটওয়ারীর উপরিতন কর্ম্মচারী, ইহাকে জমীদারীর হিসাব রাখিতে হয়, প্রজাকে খাজনার দাখিলা দিতে হয়। যে সকল স্থানে গোমস্তা নাই, সে সকল স্থলে ইহাকেই খাজানা গ্রহণ করিতে হয়। জমীদারের নিকট ৪।৫৲ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে। মুঙ্গের অঞ্চলে এইরূপ কর্ম্মচারী নিয়োগ এখনও দেখা যায়।

নবসূ (স্ত্রী) নবং সূতে সূ-ক্বিপ্। অভিনবপ্রসবা স্ত্রী ও গো প্রভৃতি, যে সকল স্ত্রীর ও গোরুর অভিনব সন্তান প্রসূত হইয়াছে।

"অস্তং নবস্বইব গ্মন্" (ঋক্ ৪।৩৪।৫)

'নবস্বঃ নবপ্রসবা গাব ইব' (সায়ণ)

নবসূতি(কা) (স্ত্রী) নবা সূতিঃ প্রসবোযস্যাঃ বা কপ্। ১ ধেনু। ২ নবপ্রসবা স্ত্রী। নবপ্রসূতি প্রভৃতিরও এই অর্থ।

"নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী" (নৈষধ)

নবাংশ (পুং) নবমোংশঃ। মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের নবভাগ।

"চরাণাংস্বত্রিকোণানাং তচ্চরাদ্যা নবাংশকাঃ।
রাশীনাং স্ব নবাংশো যঃ সবর্গোত্তমসংজ্ঞকঃ॥ অন্যচ্চ—
মেষকেশরিচাপানাং মেষাদ্যস্ত নবাংশকাঃ।
কর্কিবৃশ্চিকচাপানাং কর্কটাদ্যানবাংশকাঃ॥
তুলামিথুনকুম্ভানাং তুলাদ্যাঃ সমুদাহৃতা।
বৃষকন্যামৃগারীণাং মকরাদ্যা নবাংশকাঃ॥" (দীপিকা)

রাশিকে নয় অংশ করিলে তাহার এক এক অংশের নাম নবাংশ। মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিনরাশির মেষ অবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে, অর্থাৎ ঐ তিন রাশির প্রথমাংশ মেষ, এবং মেষের অধিপতি মঙ্গল ও প্রথমাংশের অধিপতিও মঙ্গল হইবে। দ্বিতীয়াংশ বৃষ, ঐ রাশির অধিপতি শুক্র, এই শুক্রই দ্বিতীয়াংশের অধিপতি। তৃতীয়াংশ মিথুন, মিথুনের অধিপতি বুধ, বুধই তৃতীয়াংশের অধিপতি।

এইপ্রকার মেষাদি নয় রাশির অংশক্রমে যে যে রাশির যে

যে গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সেই অংশের অধিপতি হন। এইরূপ মকর, বৃষ ও কন্যা, তিন রাশির মকরাদি করিয়া, তুলা, কুম্ভ, মিথুন তিন রাশির তুলাবধি করিয়া ও কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন তিন রাশির কর্কটাদি করিয়া নবাংশ গণনা করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত—মেষ লগ্নের পরিমাণ ৪।৭।৭ বিপল, ইহাকে নয়ভাগ করিলে প্রতি ভাগ ২৭ পল, ২৭ বিপল, ২৬ অনুপল ও ৪০ প্রত্যনুপল হইবে। ইহার প্রথম অংশ মেষ, মেষের অধিপতি মঙ্গল, অতএব মঙ্গলই এই প্রথমাংশের অধিপতি। সুতরাং উক্ত ২৭ পল, ২৭ বিপল, ২৬ অনুপল এবং ৪০ প্রত্যনুপল মধ্যে যদি কোন বালক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ জাত-বালকের মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইয়াছে, ঠিক করিতে হইবে। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে ৫৪ পল, ৫৪ বিপল, ৫৩ অনুপল এবং ২০ প্রত্যনুপলে জন্ম হইলে মেষের দ্বিতীয় অংশ বৃষ, ইহার অধিপতি শুক্র, অতএব এই সময়ে জাত বালকের শুক্রের নবাংশে জন্ম স্থির করিতে হইবে। ক্রমে ৪।৭।৭ বিপল ঐ মেষ লগ্ন পূর্ণ পর্য্যন্ত ক্রমে অংশাধিপ গণনা করিতে হইবে। এই অবশিষ্ট রাশিগণের নবাংশ করিয়া গণনা করিতে হইবে। নবাংশের অধিপতি যাহাতে সহজে জানিতে পারা যায়, তাহার একটী চক্র পরস্তন্তে প্রদর্শিত হইল, ইহা দেখিলেই কোন্ অংশে কোন্ গ্রহ অধিপতি হইবে, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারা যায়।

নবাংশ-ফল—মেষাদি দ্বাদশলগ্নের নবাংশ দ্বারা জাত বালকের চরিত্র, আকৃতি ও চিহ্ন বিচার করিতে হয়। যদি নবাংশের অধিপতি গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা হইলে বালকের নবাংশ কথিত চিহ্নাদি হইয়া থাকে এবং যদি সেই সময় চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা হইলে বালকের নবাংশোক্ত স্বভাবাদি না লইয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির যেরূপ লক্ষণ বিহিত আছে, সেই সমস্ত হইবে।

নবাংশদ্বারা জাতবালকের কেবল ফলাফল গণনা করা হয়, তাহা নহে, ইহা ছাড়া প্রশ্নবিষয়ক ফলাফলেরও গণনা হইয়া থাকে।

নবাগড়, পঞ্জাবের অন্তর্গত বশাহর রাজ্যের একটী দুর্গ। মোরল্-কা-কন্দা নামক পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বদক্ষিণে একটী উচ্চ আলির উপর অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ পূঃ। ১৮১৪—১৫ খৃঃ অব্দে গুর্খা যুদ্ধের সময় গুর্খারা এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বশাহরের লোকেরা তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলে, দুর্গস্থ গুর্খা সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

নবাগায়ন, আরঙ্গ এবং রায়পুরের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে দেওয়াতাল নামক একটী অতি সুন্দর পুষ্করিণী আছে।

নবাংশ চক্র।

	প্রথমাংশের অধিপতি	দ্বিতীয়াংশের অধিপতি	তৃতীয়াংশের অধিপতি	চতুর্থাংশের অধিপতি	পঞ্চমাংশের অধিপতি	ষষ্ঠাংশের অধিপতি	সপ্তমাংশের অধিপতি	অষ্টমাংশের অধিপতি	নবমাংশের অধিপতি
মেষ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশির নবাংশের অধিপতির নাম	১ মঙ্গল।	২ শুক্র।	৩ বুধ।	৪ চন্দ্র।	৫ রবি।	৬ বুধ।	৭ শুক্র।	৮ মঙ্গল।	৯ বৃহস্পতি।
মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশির নবাংশের অধিপতিগণের নাম	১ শনি।	২ শনি।	৩ বৃহস্পতি।	৪ মঙ্গল।	৫ শুক্র।	৬ বুধ।	৭ চন্দ্র।	৮ রবি।	৯ বুধ।
তুলা, কুম্ভ, মিথুন এই তিন রাশির নবাংশের অধিপতি	১ শুক্র।	২ মঙ্গল।	৩ বৃহস্পতি।	৪ শনি।	৫ শনি।	৬ বৃহস্পতি।	৭ মঙ্গল।	৮ শুক্র।	৯ বুধ।
কর্কট, বৃশ্চিক, মীন এই তিন রাশির নবাংশের অধিপতি	১ চন্দ্র।	২ রবি।	৩ বুধ।	৪ শুক্র।	৫ মঙ্গল।	৬ বৃহস্পতি।	৭ শনি।	৮ শনি।	৯ বৃহস্পতি।

এই পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড়ে অনেকগুলি দেবালয় আছে। কথিত আছে, সীতারাম এবং বেণীরাম নামক দুইজন বণিক এই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

নবাঙ্গ (ত্রি) নববিধং অঙ্গং যস্য। ১ নববিধ অঙ্গযুক্ত। (ক্লী) ২ পাচনবিশেষ।

"বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জরম্॥" (চক্রদত্ত)

শুণ্ঠী, অমৃত, অব্দ, ভূনিম্ব ও পঞ্চমূলী এই সকল দ্রব্য একত্র কষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাত ও পিত্তোদ্ভব জর আশু বিনষ্ট হয়। (পুং) ৩ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বয়ড়া, আমলা, চিতেমুথ ও বিড়ঙ্গ এই নয়টী নবাঙ্গ। (চক্রদত্ত)

নবাঙ্গা (স্ত্রী) নবাঙ্গ-টাপ্। কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়া শৃঙ্গী।

নবাজিশ্ খাঁ, ১ অকবরের সভায় পাঁচহাজারী মনসবদার সৈয়দ খাঁর পুত্র সাদুল্লা খাঁ ১০১০ হিজিরী সনে নবাজিশ খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। মীর্জ্জাগাজী ও থশ্রু সিন্ধুতে যে বাদাশাহী সৈন্য ছিল তাহা লইয়া বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিলে সেই উপদ্রব দমনার্থ নবাজিশ খাঁ পিতার সহিত ভক্করে গমন করেন।

২ গুলজারদানীশ নামক পারস্য গ্রন্থপ্রণেতা।

নবাজিশ মহম্মদ, ঢাকার একজন নবাব, আলীবর্দ্দী খাঁর জামাতা।

নবাদা, ১ গয়া জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪° ৩০´ ৩০´´ ও ২৫° ৭´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৫´ ৩০´´ ও ৮৬° ৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ১০২০ বর্গ মাইল।

২ গয়াজেলার একটী নগর, নবাদা উপবিভাগের প্রধান স্থান। এথানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

নবানগর, (নবনগর) কচ্ছ উপসাগরের তীরবর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। কাঠিয়াবাড় প্রদেশে হল্লার বিভাগে এই রাজ্য অবস্থিত। ইহার উত্তরে কচ্ছ উপসাগর ও রণ নামক লবণ ভূমি, পশ্চিমে আরব সাগর ও ওথ নামক লবণক্ষেত্র, পূর্ব্বে মোর্ব্বি, রাজকোট, ধ্রোল এবং গোণ্ডাল প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য; দক্ষিণে সুরাট বিভাগ। এই রাজ্যের পরিমাণ ১৩৭৯ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এই রাজ্য সামান্যতঃ সমতল। বরদা পর্ব্বতের বার আনা অংশ এই রাজ্যের মধ্যে। এথানকার বেণুশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৫৭ ফিট্ উচ্চ। জলসঞ্চালন কূপাদি হইতে হয়। গবাদিতে জল তোলে। রাজধানী নবনগরের পানীয় জলের জন্য নগরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে এক দীর্ঘিকা প্রস্তুত হইয়াছে। উপসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানের জলবায়ু খুব ভাল। এই রাজ্যের কন্দোর্ণা ও ভনবর তালুকে নানাবিধ মর্ম্মর প্রস্তর (Marble) পাওয়া যায়। কন্তালিয়া পরগণায় তামার খনি আছে। নিকটবর্ত্তী অজাদদ্বীপে রৌপ্যথনি আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। শস্য ও তুলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কাপড় ও রেশম প্রধান শিল্প। জোয়ার, বাজ্রা, গম ও ছোলা প্রধান শস্য। এথানে গমের চাষে জল প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রোপকূলে মুক্তা উত্তোলিত হয়। মাছের পটপটী ও শ্যাগ্রিণ মৎস্যের ব্যবসায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নবনগরের নিম্নে রঙ্গমতী নদী প্রবাহিতা। ইহার জলে নানাবিধ রং প্রস্তুত হয়, ঐ রঙ্গের বাহার খুব ভাল হয় বলিয়া ঐ নদীর জলের প্রসিদ্ধি আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যে মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য সিংহের উপদ্রব হইত। এথন গির্ণর পর্ব্বতে ও জুনাগড়ে মধ্যে মধ্যে সিংহ দেখা যায়। নবনগর প্রদেশে চিতাবাঘ, নীলগাই হরিণ, এবং কয়েক প্রকার ব্যাঘ্র বনপ্রদেশে দেখা যায়।

প্রধান সহর ২২° ২৬´ ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭০° ১৬´ ৩০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ৪৯ হাজার, হিন্দুই অধিক। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জাম রাওল এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা প্রায় প্রস্তর-নির্ম্মিত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এথানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই সহরে ব্যবসায় বাণিজ্য যথেষ্ট। জরীর ও রেশমের কাজের জন্যই এই স্থান বিখ্যাত। এথানকার সুগন্ধি তৈল ও ধূপাদি অতি উৎকৃষ্ট। কঙ্কু নামক তিলক-মাটি এই স্থানে প্রস্তুত হয়।

এই রাজ্যের রাজার উপাধি জাম। বর্ত্তমান রাজা ঝাড়েজা রাজপুতবংশীয়। পুরবন্দরের জেটবা রাজপুতবংশীয় রাজাকে পরাস্ত করিয়া এই বংশ রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে ইহারা ঘুমলি নামক স্থানে বাস করিতেন, পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জাম রাওল নবনগর রাজধানী স্থাপন করেন। [কচ্ছ দেথ।]

মুসলমানেরা ইহার ইস্লামাবাদ নাম দিয়াছিল। কচ্ছের রাওগণও যে বংশীয়, জামরাজগণও সেই বংশীয়। ধ্রোলরাজ ও রাজকোট-রাজবংশও এই জামবংশ হইতেই উৎপন্ন। এইরাজ্য কাঠিয়াবাড় প্রদেশের করদ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে গণ্য। এথানকার রাজা বা জাম বৃটীশরাজ্যে সম্মানসূচক ১১টী তোপ পাইয়া থাকেন। ইনি নিজ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এই রাজা বৃটীশরাজ, বরদারাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে একত্র বার্ষিক ১২০১১০৲ টাকা কর দেন। ইহার সৈন্য সংখ্যা ২৩০০ শত। ইহার পোষ্যপুত্র-গ্রহণের ক্ষমতা আছে।

নবান্ন (ক্লী) নবং নূতনং অন্নম্। ১ নূতন অন্ন। তৎপ্রাপ্যতয়াহ-ত্রাস্তি অচ্। ২ নবান্ন নিমিত্তকশ্রাদ্ধ। নবান্নকাল আগত হইলে শ্রাদ্ধ করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিতে হয়। ধান্যপক্ক হইলে এই নূতন ধান্যের তণ্ডুলে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন

করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শাস্ত্রেও নবান্নের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।
পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

নবোদক, অর্থাৎ বর্ষোপক্রম, নবান্ন অর্থাৎ নূতন ধান্য পক্ব হইলে এবং গৃহপ্রচ্ছাদন প্রভৃতিতে পিতৃগণ অন্ন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নবান্নে পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণ বিধি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই নবান্ন শ্রাদ্ধ না করিয়া নূতন অন্ন ভক্ষণ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এই নবান্ন বিশুদ্ধ দিনে করা আবশ্যক। এই দিনের বিষয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

সূর্য্য বিশাখানক্ষত্র গত হইলে ত্রয়োদশী, রিক্তা ও নন্দা-তিথিতে, শনি, মঙ্গল ও শুক্রবারে, চৈত্র, পৌষ ও কার্ত্তিক মাসে, হরিশয়নে, কৃষ্ণপক্ষে মৃগনেত্রাতে, অষ্টম ও জন্ম চন্দ্রে এবং জন্ম তিথিতে, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রানক্ষত্রে নবান্নশ্রাদ্ধ বা নবান্নভক্ষণ করিবে না, মোহবশতঃ করিলে পুত্র ও অর্থ নাশ হয়। এই সকল ভিন্ন তিথি, নক্ষত্র ও বারাদিতে নবান্নশ্রাদ্ধ বা নবান্ন ভক্ষণ প্রশস্ত।

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষার্দ্ধে সূর্য্যের গমন সময়ের নাম মৃগনেত্রা। কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ্ নক্ষত্রে নবান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবে না, কিন্তু নবান্নশ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধশেষ ভক্ষণের বিধি আছে, সেই বিধানানুসারে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দধিসংযুক্ত নবোদন ব্রাহ্মণ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ভক্ষণ করিতে পারেন।*

যিনি শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ বা শ্রাদ্ধের অনধিকারী, তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবেন। বিধবাদিগেরও এই নিয়ম জানিতে হইবে, কারণ বিধবারা নবান্ন শ্রাদ্ধে অনধিকারী, এই কারণে বিধবাসকল দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দান করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধান্যপক্ব হইলে নবান্নাগমকাল উপস্থিত হয়। (ধান্যপক্ব এই শব্দ দ্বারা গোধূম ও যব এই দুই বুঝিতে হইবে।) এই নবান্নশ্রাদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য নহে। বাটীর যিনি কর্ত্তা থাকিবেন অর্থাৎ যিনি পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাধিকারী, তিনি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবেন, তাহার পর বাটীর সকলে ভক্ষণ করিবে।

যদি কেহ শ্রাদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হন, তাহা হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দিয়া এবং পিতৃগণের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া পরে ভক্ষণ করিবেন, ইহা গৌণকল্প জানিতে হইবে। অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন এই তিন মাসে নবান্ন করিতে হইবে, যদি ইহার মধ্যে না করিতে পারে, তাহা হইলে বৈশাখমাসে নবান্নশ্রাদ্ধ করিয়া নবান্নভোজন প্রশস্ত।

এই নবান্ননিমিত্তক যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ তাহা নূতন তণ্ডুল দ্বারা করিতে হইবে, যদি শ্রাদ্ধোপযোগী নূতন তণ্ডুল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে পুরাতন তণ্ডুলে শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। (শ্রাদ্ধত°)

নবাব, (আরবী) নায়েবের বহুবচন। ১ রাজা, রাজ-প্রতিনিধি। ২ ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাট্দিগের প্রদত্ত সর্ব্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি। দিল্লীর সম্রাটগণ তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে "নবাব" উপাধি প্রদান করিতেন।

নবাবগঞ্জ, ১ উঃ পঃ প্রদেশে বরেলী জেলায় একটী তহসীল। এই তহসীল নবাবগঞ্জ পরগণা বলিয়াও কথিত হয়। এখানে রোহিলখণ্ডের কৃষিক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে নদী খাল অনেক। দেবদা, অপ্সরা, পঙ্গেলি, বাঘুল, নকতিয়া, দেবরাণীয়া প্রভৃতি নদীই প্রধান, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত। তহসীলে মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে ৩০৩ খানি গ্রাম আছে। শারদ শস্যের মধ্যে এখানে ধান্য, ইক্ষু ও বাজরা, বাসন্তী শস্যের মধ্যে

---

* "সূর্য্যে চৈব বিশাখগে স্মরতিথৌ পাপে ত্রিজন্মান্বিতে
নন্দামন্দমহীজকাব্যদিবসে পৌষে মধৌ কার্ত্তিকে।
ভেষ্গ্রাহিশিবেষু বিষ্ণুশয়নে কৃষ্ণে শশিন্যষ্টমে
শ্রাদ্ধং ভোজনকং নবান্নবিহিতং পুত্রার্থনাশপ্রদম্॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুবৃহস্পতী শশধরোমার্ত্তণ্ডপৌষ্ণাদিতৌ
মৈত্রে চিত্রবিশাখবায়ুধনভে মূলাশ্বিবহ্নৌ তথা।
শক্রে বারুণপক্ষকে শুভদিনে শ্রাদ্ধং নবং শস্যতে
নন্দাভার্গবভূমিজেষু ন ভবেৎ শ্রাদ্ধং নবান্নোদ্ভবম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
"বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু নবান্নং শস্যতে বুধৈঃ।
অপরে ক্রিয়মাণং হি ধনুষ্যেব কৃতং ভবেৎ॥
ধনুষি যৎ কৃতং শ্রাদ্ধং মৃগনেত্রাসু রাত্রিষু।
পিতরস্তস্য গৃহ্ণন্তি নবান্নামিষকাঙ্ক্ষিণঃ॥
পৌষে চৈত্রে কৃষ্ণপক্ষে নবান্নং নাচরেদ্বুধঃ।
ভবেজ্জন্মান্তরে রোগী পিতৄণাং নোপতিষ্ঠতে॥
নবান্নং নৈব নন্দায়াং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে।
ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়েৎ॥
জ্যেষ্ঠা শেষার্দ্ধগে সূর্য্যে মৃগনেত্রানিশাস্বকে।
নবান্নৈর্ভোজনং শ্রাদ্ধং জন্মচন্দ্রে তিথৌ ন চ॥
প্রাশ্নীয়াদ্দধিসংযুক্তং নবং বিপ্রাভিমন্ত্রিতম্।
দত্ত্বৈবং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ হুত্বা বা বৈশ্বদেবিকম্।
অভোজনযমনন্নীয়াদিতি বৌধায়নোঽব্রবীৎ॥"
'অতঃ শ্রাদ্ধকরণাসমর্থঃ শ্রাদ্ধানধিকারী চ অতএব বিধবয়া সমবেক্ষ্যো-দ্দিষ্টে দীয়তে ভুজ্যতে চেতি।' (শ্রাদ্ধতত্ত্ব।)

গম ও যব প্রধান। এখানে সিদ্ধ চাউলের কারবারই অধিক। নবাবগঞ্জ, সেহুল, বরোর, হাকিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হাট হয়। বরেলি হইতে পিলিভিত পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, নবাবগঞ্জ ও হাকিমগঞ্জ এই রাস্তার উপর অবস্থিত। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের নূতন শাখা পিলিভিত-রেলওয়ের লাইন এই দুই গঞ্জের নিকট।

নবাবগঞ্জ সহরই প্রধান নগর। বরেলি হইতে সাড়ে নয় ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই নগর নবাব আসফ্ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নগরে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস।

২ অযোধ্যার বারাবাঙ্কি জেলার এক পরগণা। ইহার উত্তরে রামনগর ও ফতেপুর, পূর্ব্বে দরিয়াবাদ, দক্ষিণে প্রতাপগঞ্জ এবং পশ্চিমে দেবা পরগণা। পরিমাণ প্রায় ৭৯ বর্গ মাইল। কল্যাণী নদী এই পরগণার উত্তর সীমায় প্রায় ৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত। এই নদীর তীরে ১২ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৪৪টী তালুকদারীও আছে। তন্মধ্যে জাহাঙ্গীরাবাদের মুসলমান তালুকদারই ২৫টী তালুকের অধিপতি। চিনি ও এখানকার সূতার কাপড়ই প্রধান ব্যবসায়।

নবাবগঞ্জ সহর বারবাঙ্কি সহরের অতি নিকটে লক্ষ্ণৌ হইতে ৮৷৷ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া জমুরিহা নামে এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান অমুর্ব্বর। এই সহরে ১৪ হাজার লোকের বাস। হিন্দুই অধিক। চিনি ও কাপড়ের ব্যবসায় বিস্তৃত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার হোপ গ্রাণ্ট এখানে একদল বিদ্রোহীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বশীভূত করেন।

৩ অযোধ্যার গোণ্ডা জেলায় তরাবগঞ্জ তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে মহাদেব ও মাণিকপুর, পূর্ব্বে উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলা, দক্ষিণে ঘর্ঘরা নদী, পশ্চিমে দিগসর ও মহাদেব পরগণা। পরিমাণ ১৪২ বর্গ মাইল। এখানি তালুকদারী পরগণা। মৃত মহারাজ মানসিংহ কে সি এস আই এখানকার প্রধান তালুকদার।

এই পরগণার প্রধান সহর নবাবগঞ্জ। ইহা ঘর্ঘরা হইতে কিছু দূরে ২৬° ৫৫´ ৪৫´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮২° ১১´ ৩৬´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। গত শতাব্দীতে নবাব সুজা উদ্দৌলা এই স্থানে এক গঞ্জ (বাজার) স্থাপন করেন। এই বাজার হইতে তাঁহার শীকারী সৈন্যদলের খরচা নির্ব্বাহ হইত। জেলার মধ্যে এই বাজারেই প্রধান শস্যের হাট আছে। চাউল, তৈলকরবীজ, গম, গোচর্ম্ম ইত্যাদির ব্যবসায়ই বেশী বিস্তৃত। মীর্জাপুর ও ভাগলপুর নগর হইতে এখানে লবণ, বিলাতীকাপড় ও মৃণ্ময় দ্রব্যাদি আমদানী হয়। এখানকার রপ্তানীর মাল অধিকাংশ ঘর্ঘরা দিয়া পাটনা হইয়া নিম্ন বাঙ্গালা পর্য্যন্ত যায়, আর ফরক্কাবাদ ও কাণপুরে যায়। গোচর্ম্ম ও তৈলকরবীজ অধিকাংশ বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে।

৪ অযোধ্যার উনাওজেলাস্থ একটী সহর। লক্ষ্ণৌএর রাস্তার উপর উনাও সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ২৬০০ শত। পূর্ব্বে এখানে এক তহসীলের সদর কাছারী ছিল। চৈত্রমাসের শেষে এক বৃহৎ মেলা হয়। দুর্গা ও কুশারী দেবীর উদ্দেশেই এই মেলা হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ ও কাণপুর হইতে মেলার বহু লোকসমাগম হয়।

৫ বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুর উপবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। এই স্থান উত্তর-বারাকপুর মিউনিসিপালিটীর অধীন। ইহার নিকটে পলতা নামক গ্রাম। এই গ্রামে কলিকাতার নিমিত্ত কলের জল উত্তোলনের কারখানা আছে।

৬ বাঙ্গালার অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার একটী গ্রাম। পূর্ণিয়া হইতে ১৭ ক্রোশ দূরে এবং গঙ্গাতীর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের অপর পারে গঙ্গাতীরে সুপ্রসিদ্ধ সাহেবগঞ্জ। নবাবগঞ্জের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বাকমারা নামে এক গ্রাম আছে, তাহাকেও ইহার সঙ্গে ধরা হয়। রাজমহল হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত রাস্তায় দস্যুভয়নিবারণার্থ মধ্যপথে রাজমহলের নবাবগণ কর্ত্তৃক এই সহর নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রাচীন কেল্লার ভগ্নাবশেষ আছে। উহা প্রায় ২৫০ বিঘা হইবে। চাউল, পাট, তামাকু, নীল ও তৈলকরবীজ প্রধানতঃ রপ্তানী হয়।

নবায়স (ক্লী) নবভাগা আয়সা যত্র। ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চিতামুল ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক একতোলা, লৌহ সর্ব্বসমান অর্থাৎ ৯ তোলা এই সমস্ত জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৯ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা। ইহা পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী পাণ্ডুরোগা°)

নবার্চ্চিস্ (পুং) নব অর্চ্চীংষি যস্য। ১ মঙ্গলগ্রহ। (ক্লী) নবং নূতনং অর্চ্চিঃ। ২ নবশিখা।

নবাবাদ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডোক্ত বিহারের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। এখানকার ভূমিহারেরা মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। (ব্র° খ° ২৭।২৯)

নবী (আরবী) প্রকৃতার্থ-ভবিষ্যদ্বক্তা, মহম্মদের নামান্তর।

নবীনাবাদ, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডোক্ত বিহারের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্র° খ° ২৭।২৮)

নবাশীতি (স্ত্রী) নবাধিকা অশীতিঃ। ১ নব অধিক অশীতি সংখ্যা, ৮৯ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত।

নবাসিকা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তভেদ।
"তদ্‌যুগলাম্বা নবাসিকা স্যাৎ" (বৃত্তরত্নাকর)

নবাহ্ (পুং)। নবং অহঃ টচ্ সমাসান্তঃ। ১ নবদিন, প্রতিপদ্ তিথি। নবভিরহোভির্নির্বৃত্তঃ ঠঞ্, তস্য লুক্ অচ্ সমাসান্তঃ। ২ নবদিনসাধ্য যাগাদি।

নবিকা (স্ত্রী) নবোঽস্ত্যস্যা ইতি নব ঠন্, টাপ্, নবি নবং কায়তি ইতি বা। নবশব্দযুক্তা।

নবিন্ (ক্লী) ১ নয় সংখ্যার গুণক। ২ নবসংখ্যাযুক্ত।

নবিপূলা (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতি°)

নবিষ্টি (স্ত্রী) নবাইষ্টিঃ বেদে শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ। অভিনব ইষ্টিভেদ। "বহ্নিন্নপসো নবিষ্টৌ" (ঋক্ ৮।২।১৭) 'নবিষ্টৌ অভিনবে যাগে' (সায়ণ)

নবিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন নবিতা স্তোতা ইষ্ঠন্ তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয় স্তোতৃতম। "বিপ্রা নবিষ্ঠয়া" (ঋক্ ১।৮২।২)
'নবিষ্ঠয়া নবিতৃতময়া মতী মত্যা স্তত্যা' (সায়ণ)
অতিশয়েন নবঃ নূতনঃ ইষ্ঠন্। (ত্রি) ২ নব্যতম।

নবীগঞ্জ, ১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মৈনপুরীজেলায় একখানি গ্রাম। ইহা ২৭° ১১´ ৫০´´ উত্তর অক্ষাংশে, এবং ৭০° ২৫´ ২৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোডের উপর অবস্থিত। লোক সংখ্যা প্রায় ১৫০০, তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। এখানে সরাই আছে। ২ বাঙ্গালাদেশে শ্রীহট্ট জেলায় সুর্ম্মানদীর বারক নামক শাখার পার্শ্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখান হইতে চাউল, শীতল-পাটী ও নানাবিধ তৈলকরবীজ রপ্তানী হয়।

নবীন (ত্রি) নবমেব নব খ, স্বার্থেশ্চ। নূতন।
"গদাধরবিনির্ম্মিতা বিবিধদুর্গতর্কাটবী-
নবীনপদবীমুদং বিতনুতাং সতাং ধীমতাম্॥" (গদাধর)

নবীন, (ন-উইন) নিম্ন ব্রহ্মে পেগুবিভাগে প্রোম জেলার এক নদী। উত্তর ন-বীন ও দক্ষিণ ন-বীন নামক দুইটী শাখার সংমিশ্রণে মূল নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। পেগুর অন্তর্গত যোমা পর্ব্বতে পা-দৌক শৃঙ্গের উত্তরে ইহার উত্তর শাখার উৎপত্তি। ম্যো-মা গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ নিম্নে উভয় শাখা মিলিত হই-য়াছে। দক্ষিণ শাখাও ঐ শৃঙ্গের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রোমনগরের নিকট এই নদী ইরাবতীতে মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণ শাখায় থিন্-গ্যি নামে এক উপনদী এবং উভয় শাখায় মিলনের পর ন-বীন নদীতে কোক-গোয়ে, ল-থ ও থিট্-গিৎ নামে তিনটী উপনদী মিলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত নদী প্রায় শুকাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় প্রবলবেগে বহিতে থাকে। যোমা পর্ব্বতের কাষ্ঠরাশি এই ন-বীন নদী দিয়া ভাসাইয়া আনা হয়।

নবীনগর, অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর জেলার একটী সহর। লাহারপুর সহরের ১॥ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। এই স্থানে কতেসরের তালুক-দারের সদরকাছারী আছে। সমস্ত সহরের মধ্যে ঐ তালুকদারের সুবৃহৎ অট্টালিকাই একমাত্র অট্টালিকা। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মলিহাবাদের নবাব সজ্জার খাঁর পুত্র নবী খাঁ এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়রাজপুতগণ উহা মুসলমান হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আজিও অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

নবীবন্দর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় প্রদেশের একটী বন্দর। ইহা পুরবন্দরের ৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ২১° ২৬´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬৯° ৫০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভাদরনদীর মোহানায় ইহাই প্রধান বন্দর। মৌসুমের সময় এই নদীতে ৯ ক্রোশ পর্য্যন্ত নৌকা বাইতে পারে। নদীর মোহানা তেমন গভীর নয়, অথচ পর্ব্বতময়, সেইজন্য ছোট নৌকা ভিন্ন বন্দরে বড় নৌকা পৌছিতে পারে না। এই সহরের ব্যবসায় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন কমিয়া গিয়াছে। রেলওয়ে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাহাদুরী কাঠের আমদানীই বেশী।

নবীভাব (পুং) নব-ভূ-অভূত তদ্ভাবে চ্বি। অনবীনের নবভাব।

নবীয়স্ (ত্রি) নব-অতিশয়ে ঈয়সুন্। নবতম।
"প্রতরং নবীয়ঃ" (ঋক্ ১০।৮৯।১) 'নবীয়ো নবতরম্' (সায়ণ)
২ অতিশয় স্তত্য।
"নূ নব্যসে নবীয়সে সূক্তায়" (ঋক্ ৯।৯।৮)
'নবীয়সেঽতিস্তত্যায়' (সায়ণ)

নবীলতীর্থ, বেলগাম জেলার মধ্যে মালপ্রভা একটী প্রসিদ্ধ নদী। সৌন্দত্তি নামক স্থানের ২ ক্রোশ উত্তরে মালপ্রভা মানোলী পর্ব্বতের দুইটী শিখরের মধ্যস্থ এক খাদ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে এক পার্ব্বত্য হ্রদ ছিল। নদী সেই হ্রদে মিশিয়া হ্রদের জল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লইয়া যায়। কালে নদীপ্রবাহে পর্ব্বতগাত্রে নানা আকৃতির উদ্ভব হইয়াছে। এই স্থানকে নবীলতীর্থ অর্থাৎ ময়ূর-সরোবর বলে। কথিত আছে, পূর্ব্বে নদী ঐ পর্ব্বতের মূলবেষ্টন করিয়া বহিত। একদিন এক ময়ূর পর্ব্বতশিখরে বসিয়া নিজ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নদীকে উপহাস করিয়া বলিল, এত বেগ থাকিতে অত ঘুরিয়া যাও কেন? নদী বিরক্ত হইয়া যে শিখরে ময়ূর বসিয়াছিল, হঠাৎ চক্ষুর নিমিষে সেই শিখর ভেদ করিয়া বহির্গত হইল, ময়ূর উড়িয়া যাইবার অবকাশ পাইল না। তাহার দেহ পর্ব্বত-বিদারণের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া এদিকে অর্দ্ধেক ওদিকে অর্দ্ধেক হইয়া গেল। ইহা

প্রস্তরীভূত হইয়া আছে। এই গল্পের আরও নানারূপ বর্ণনা শুনা যায়। তদবধি ইহা নবীলতীর্থ নামে খ্যাত। এই খাদ ৩০০ ফিট্ গভীর, উর্দ্ধদিকে ১৫০ ফিট্ বিস্তৃত, নিম্নদিকের বিস্তার বেশী। উর্দ্ধদিকের বিস্তার এত অল্প যে স্রোত-প্রাবল্যের সময়ে খাদের কিনারা এক ইঞ্চিও জাগিয়া থাকিত না।

নবীসর, সিন্ধুপ্রদেশে থর জেলায় অমরকোট তালুকের এক সহর। ইহা অমর-কোট সহর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে ২৫° ৪´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬৯° ৪১´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। নব-কোট হইতে চেলারের দিকে এক বৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। এখানে এক তপ্পাদার বাস করেন। লোকসংখ্যা প্রায় ২ হাজার। অধিবাসী কৃষি, পশুপালন ও ঘৃত ব্যবসায় করে। বস্ত্র শিল্প ও দেশী রং দিয়া বস্ত্রাদি রঞ্জিত করাই প্রধান শিল্পকার্য্য। এখানে তুলা, নারিকেল, শস্য, উট, গবাদি পশু, গোচর্ম্ম, চিনি, তামাকু, পশম ও ধাতু দ্রব্যের কারবার হয়।

নবেতর (ত্রি) নবাদিতরঃ। নূতন হইতে ভিন্ন।

নবেদস্ (ত্রি) ন বিপরীতং বেত্তি বিদ-অসুন্ নভ্রাড়িত্যাদিনা। নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। বিপরীত জ্ঞানশূন্য, মেধাবী।

"নবেদসা বিভুর্বাং" (ঋক্ ১।৩৪।১)

নবোঢ়া (স্ত্রী) নবা নূতনা ঊঢ়া বিবাহিতা। নববিবাহিতা। পর্য্যায়—বধূ, জনী, নববারকা, দিঙ্করী, নবযৌবনা। ২ মুগ্ধ নায়িকাভেদ। লজ্জা এবং ভয়ে যাহাদের অনুরাগ পরাধীন হইয়াছে, তাহার নাম নবোঢ়া।

"বলান্নীতা পার্শ্বং মুখমভিমুখং নৈব কুরুতে
ধুনানা মূর্দ্ধানং ক্ষিপতি বদনং চুম্বনবিধৌ।
হৃদি ন্যস্তং হস্তং ক্ষিপতি গমনারোপিতমনা
নবোঢ়া বোঢ়ারং রময়তি চ সন্তাপয়তি চ॥" (রসমঞ্জরী)

নবোদক (ক্লী) নবং উদকম্। নূতন জল। বর্ষাকালে নবোদক অর্থাৎ নূতন জল তিনদিন এবং অকালে দশদিন অশুদ্ধ।

"কালে নবোদকং শুদ্ধং ন পাতব্যন্তু তৎত্র্যহম্।
অকালে তু দশাহানি পীত্বা নাদ্যাদহর্নিশম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ নবখাতে উত্থিত উদক। এই নবোদক পান করিলে পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়।

"মৎস্য-কণ্টক-শম্বূক-শঙ্খ-শুক্তি-কপর্দ্দকান্।
পীত্বা নবোদকঞ্চৈব পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥"
'নবোদকং নবখাতজলম্॥' (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৩ নবোদক নিমিত্ত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ।

"নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।
পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ॥
তস্মাদদ্যাৎ সদা যুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বর্ষাকালের প্রারম্ভে নবোদক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। 'সদাযুক্তঃ' এই বাক্যদ্বারা ইহার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধকালের সাবকাশ হেতু ত্রয়োদশী প্রভৃতি দিনে করিতে পারিবে না।

"ত্রয়োদশীং জন্মদিনঞ্চ নন্দাং জন্মর্ক্ষতারাং সিতবাসরঞ্চ।
ত্যক্ত্বা হরীজ্যেন্দুকরাম্বুমৈত্রধ্রুবেষু চ শ্রাদ্ধবিধানমিষ্টম্॥"
(তিথিতত্ত্ব).

ত্রয়োদশী, জন্মদিন, নন্দাতিথি অর্থাৎ প্রতিপদ্ একাদশী ও ষষ্ঠী, জন্মরাশি, জন্মতারা এবং শুক্রবার পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণা, পুষ্যা, মৃগশিরা, হস্তা, রেবতী, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী এবং কৃষ্ণপক্ষে নবোদক শ্রাদ্ধ কাল, অর্থাৎ এই সকল নক্ষত্রে ও কৃষ্ণপক্ষে নবোদক নিমিত্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

নবোদ্ধৃত (ক্লী) নবমুদ্ধৃতম্। ১ নবনীত, মাখন। (ত্রি) ২ নূতনোত্থিত।

নবোনবসর, বাবিলনের জনৈক রাজা। ইহার সময়ে কালদি-য়াতে জ্যোতিষ-বিদ্যার বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। ৭৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি বুধবার হইতে ইনি একটী অব্দ প্রচলিত করেন। ৩৬৫ দিনে এই অব্দ গণনা হইত। কিন্তু প্রতি ৪র্থ বৎসরে তাহাতে একদিন দিনবৃদ্ধি ধরা হইত না।

নবোপোলসর (নবু-পল-উজুর) আসীরীয়ার রাজা নেবু-কডনেজারের পিতা। ৬২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি রাজা হন। ইনি আসীরীয়া সম্রাট্‌গণের অধীনতা ত্যাগ করিয়া বাবিলোনিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। মিদীয়গণ বিদ্রোহী হইলে আসীরীয়-সম্রাট্ ইহাকে তদ্দমনে নিযুক্ত করেন, কিন্তু ইনি বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া ৬০৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নিনেভী নগর ধ্বংস করেন। সম্রাট্ সার্ডানেপালাস্ স্বীয় প্রাসাদে অগ্নি দিয়া নিজে ভস্মীভূত হন। তদবধি বাবিলন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হয়।

নব্য (ত্রি) নূয়তে স্তূয়তে ইতি নু-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) বা নবমেব যৎ (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩)। ১ নূতন। ২ স্তুত্য। "ভুবো নবেদা উচথস্য নব্যাঃ।" (ঋক্ ৫।১২।৩)।

'নব্যাঃ স্তুত্যাঃ' (সায়ণ)

(পুং) ৩ রক্তপুনর্ণবা।

নব্যবর্দ্ধমান (পুং) স্মৃতিনিবন্ধকারভেদ। ইনি গঙ্গেশোপা-ধ্যায়ের পুত্র।

নব্লুস্, নেপেলিস শব্দের অপভ্রংশ। পালেস্তিন প্রদেশের প্রাচীন রাজ্য সমরিয়ার প্রাচীন রাজধানী। এখানে দশবিধ জাতির রাজধানী ছিল। এই নগর বাইবেলের পূর্ব্বভাগে সেচেম ও উত্তরভাগে সাইচর নামে কথিত হয়। ইহা এখন

পর্ব্বত ও পোরিজিন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম সাবুস্তে। এখন এই স্থান কতকগুলি দরিদ্র অধিবাসীর বাসরূপে ক্ষুদ্রগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

নশ্ (ত্রি) নশ-ক্বিপ্। ১ নাশপ্রতিযোগী। ভাবে ক্বিপ্। ২ নাশ।

নশন (ক্লী) নশ-ল্যুট্। নাশশীল।

নশাক (পুং) নশ্যতীতি নশ নাশে-আক (আকঃ খজাদেঃ সতু কিৎ। ১।২২৩ ইতি উণাদিকোষটীকাধৃত সূত্র।) কাকভেদ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নশিতৃ (ত্রি) নশ-কর্ত্তরি তৃচ্। নাশাশ্রয়।

নশ্যৎপ্রসূতিকা (স্ত্রী) নশ্যন্তী প্রসূতিং সন্ততির্যস্যাঃ কপ্ ততষ্টাপ্। মৃতবৎসা। পর্য্যায় নন্দ্যু, মৃতপুত্রিকা। (হেম°)

নশ্বর (ত্রি) নশ্যতীতি নশ-করপ্। (ইণ্ নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩)। নাশপ্রতিযোগী, ধ্বংসযোগ্য, অবশ্যনাশশীল, যে বস্তু নিশ্চিত ধ্বংস হইবে, তাহাকে নশ্বর কহে।

"বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরম্।" (ভাগ° ৫।১৮।৫)

নষ্ট (ত্রি) নশ-ক্ত। ১ অদর্শনবিশিষ্ট, অদর্শনপ্রাপ্ত। পর্য্যায় তিরোহিত।

"নষ্টং মৃতমতিক্রান্তং নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।
পণ্ডিতানাঞ্চ মূর্খানাং বিশেষোঽয়ং যতঃ স্মৃতঃ॥"(পঞ্চতন্ত্র ১।৩৩৮)

২ অধম। (চাণক্য ৮০)। ৩ প্রচলিত। (হরিব° ১৭৪।১২৩) ৪ পলায়িত।

"নষ্টং বর্ষবরৈর্ম্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপাম্।" (রত্নাবলী)

৫ নাশপ্রতিযোগী, নাশাশ্রয়। ৬ নিষ্ফল।

"নষ্টং দেবলকে দত্তং অপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ।" (মনু ৩।১৮০)

(ক্লী) ৭ নাশ।

নষ্টচন্দ্র (পুং) নষ্টো দুষ্টশ্চন্দ্রঃ। সৌর ভাদ্রমাসের উভয়পক্ষের চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র। ভাদ্রমাসের শুক্লা বা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী দিনে চন্দ্র দেখিতে নাই, এই চতুর্থীতে উদিত চন্দ্রের নাম নষ্টচন্দ্র।

"পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রঃ নেক্ষিতব্যো কদাচনঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

"নষ্টচন্দ্রো ন দৃশ্যশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যামুদিতোঽশুদ্ধঃ প্রতিষিদ্ধো মনীষিভিঃ॥" (ব্রহ্মবৈ°)

রবি সিংহ রাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে উদিত চন্দ্র দর্শনীয় নহে। যদি ভ্রম প্রমাদবশতঃ কেহ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারও মিথ্যাপবাদ ঘটিয়া থাকে। এমন কি নারায়ণ এই চতুর্থীতে চন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

"নারায়ণোঽভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিষু।
স্থিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যায় পতেচ্চ সঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই নষ্টচন্দ্র দর্শন করিলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ধাত্রেয়িকা বাক্য পাঠ করিতে হয়। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া কুশ তিলাদি গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অদ্যেত্যাদি সিংহার্কচতুর্থীচন্দ্রদর্শনজন্য পাপক্ষয়কামঃ ধাত্রেয়িকা-বাক্যমহং পঠিষ্যামি' এইরূপে সংকল্প করিবে। তাহার পর ধাত্রেয়িকা বাক্য পাঠ করিয়া জল খাইতে হইবে। মন্ত্র—

"সিংহঃপ্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতাহতঃ।
সুকুমারক! মারোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

পুরাকালে চন্দ্র ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে তারাকে হরণ করিয়াছিল, বলিয়া এই চতুর্থী দিন দুষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮০ ও ৮১ অধ্যায়ে এই বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

নষ্টচেষ্টতা (স্ত্রী) নষ্টা চেষ্টা যস্য, তস্যভাবঃ, তল্ ততো টাপ্। ১ হর্ষশোকাদি দ্বারা সকল চেষ্টা নাশ। ২ প্রলয়। ৩ সাত্ত্বিক ভাবভেদ, কাহারও মতে মূর্চ্ছার নাম নষ্টচেষ্টতা।

নষ্টজন্মন্ (ক্লী) জারজ।

নষ্টজাতক (ক্লী) নষ্টং ন জ্ঞাতং জাতং জন্ম জন্মাধানকালো যত্র কপ্। ১ জন্ম ও জন্মাধান কালের অপরিজ্ঞান, জন্ম সময়ের বিবরণ না জানা।

২ প্রশ্ন লগ্নাদি দ্বারা জন্মকাল-জ্ঞানার্থের উপায়ভেদ। যাহারা জন্মাদি কালের বিষয় জ্ঞাত নহে, অর্থাৎ জন্ম সময় যাহাদের নিরূপিত হয় নাই, তাহারা নষ্টজাতক দ্বারা সেইকাল নিরূপণ করিবে। ইহাকে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার কহে।

[বিশেষ বিবরণ কোষ্ঠী দেখ।]

নষ্টমার্গণ (ক্লী) নষ্টস্য অদর্শনং গতস্য মার্গণম্। অদর্শন গত বস্তুর অন্বেষণ, যে বস্তু হারাইয়া গিয়াছে সেই বস্তুর খোঁজ করা।

নষ্টরাজ্য (ক্লী) ১ মধ্যদেশের উত্তরপূর্ব্বস্থিত জনপদবিশেষ। ২ বিধ্বস্ত বা হৃত রাজ্য।

নষ্টরূপ (ত্রি) ১ মৃত, যাহার রূপ মনুষ্য চক্ষুর অগোচর। ২ বিকৃত ভাব।

নষ্টরূপা (স্ত্রী) অনুষ্টুভ্ ছন্দোভেদ। (ঋকৃপ্রাতি° ১৬।২৮)

নষ্টবিষ (ত্রি) বিষহীন সর্পাদি।

নষ্টবীজ (ত্রি) নষ্টং বীজং বীজভাবো যস্য। নিষ্ফল, বীজভাবশূন্য, শস্য বপন করিলে, তাহা হইতে যখন আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তখন তাহাকে নষ্টবীজ কহে।

নষ্টবেদন (ত্রি) হৃত বস্তুর অন্বেষণ।

নষ্টা (স্ত্রী) ব্যভিচারিণী, কুলটা।

নষ্টাগ্নি (পুং) নষ্টো লুপ্তঃ প্রমাদালস্যাদিনা অগ্নিঃ বৈতা-

নিকোঽগ্নির্যস্য। প্রমাদাদি দ্বারা লুপ্তাগ্নি দ্বিজ, যে সকল সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রমাদ ও আলস্যবশতঃ অগ্নিলোপ হইয়াছে।

নষ্টাতঙ্ক (ত্রি) আতঙ্ক বা চিন্তার অভাব।

নষ্টার্থ (ত্রি) নষ্টধন, যাহার অবস্থা হীন হইয়াছে।

নষ্টাপ্তিসূত্র (ক্লী) নষ্টস্য চৌরেণাপহৃতস্যাপ্তেঃ সাধনং সূত্রং চিহ্নম্। অপহৃত দ্রব্যের লাভসাধন চিহ্নভেদ, কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত চৌরনীত বস্তু, পর্য্যায় লোপ্ত্র, যে বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ প্রাপ্তির নাম নষ্টাপ্তিসূত্র। ইহার চলিত নাম বামাল।

নষ্টামি (দেশজ) শঠতা, দুষ্টতা, ঠেঁটামী।

নষ্টাশঙ্ক (ত্রি) নষ্টা আশঙ্কা যস্য। নির্ভয়, আশঙ্কাশূন্য।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ। দুইজন লোক পৃথক্ রথে চড়িয়া একবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। হঠাৎ সেই বনে দাবানলে একজনের রথ ও একজনের অশ্ব পুড়িয়া যায়। এইরূপে একজন নষ্টাশ্ব অন্যজন দগ্ধরথ হইয়া কাননে থাকে। দৈবযোগে একদিন দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে যুক্তি করিয়া একজনের রথে অন্যের অশ্ব যোজনা করিয়া অনায়াসে দুইজনে পরমসুখে গন্তব্যস্থানে গমন করিল। এই ন্যায় দ্বারা এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথে জ্ঞানরূপ অশ্ব সংযোজিত করিয়া মানব সকল অনায়াসে অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে, বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা এই ন্যায় দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [ন্যায় দেখ।]

নষ্টাসু (ত্রি) নষ্টবঃ অসবো যস্য। যাঁহার প্রাণবায়ু গিয়াছে।

নষ্টি (স্ত্রী) বিনাশ, ধ্বংস।

নষ্টেন্দুকলা (স্ত্রী) নষ্টা ইন্দুকলা যস্যাম্। কুহূ। (অমর)

নস, ১ ব্যাপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। (বেদনি°)। লট্ নসতে। লোট্ নসতাং। লুঙ্ অনসিষ্ট। ২ সংশ্লেষ।

"স মোদতে নসতে সাধতে গিরা" (ঋক্ ৯।৭১।৩)

'নসতে গ্রহাদিষু সংশ্লিষ্টো ন ভবতি' (সায়ণ)

নস, ব্যাপ্তি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। (নিঘণ্টু)। লট্ নসতি। লোট নসতু। লিট্ ননাস, নেসতুঃ। লুঙ্ অনাসীৎ, অনসীৎ।

"সুরভিষ্টমং নরাং নসন্ত" (ঋক্ ১।১৮৬।৭)

'নসন্ত বাপ্নুবন্তি নসতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মেতি।' (সায়ণ)

নস্ (স্ত্রী) নস-ক্বিপ্। নাসিকা।

"অবির্ন মেষো নসি বীর্য্যায়" (শুক্লযজু° ১৯।১০)

'নসি নাসিকায়াং' (বেদদীপ)

নসর্ (আরবী) ঈগল পক্ষী। প্রাচীন আরবদিগের দেবমূর্ত্তি-বিশেষ। অনসরিয়া প্রদেশের ধর্ম্মও নসর-উ-তয়িব নামে কথিত হইত। নসর্ শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। ঈগল পক্ষী আলোক ও সূর্য্যের চিহ্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। বলবেক নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট সূর্য্যমন্দিরের ইষ্টকাদিতে ঈগল-বাহন সূর্য্যমূর্ত্তি এখনও পাওয়া যায়।

নসর খাঁ, শস্তলের একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা। শেরশাহের রাজত্বকালের মুসলমান ইতিহাস তারিখি-শেরশাহীতে উল্লিখিত আছে যে, শের শস্তলাধিপতি নসর খাঁর বিধবাপত্নী গহর্ কুশানীকে বিবাহ করিয়া ৬০ মণ সোণা পাইয়া ছিলেন।

নস্‌রতগঞ্জ, রোহিলখণ্ডবিভাগে বরেলী জেলায় রামনগরের উত্তরস্থ একটী গ্রাম। প্রবাদানুসারে এই রামনগরই মহাভারতোক্ত উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রা নগরী। বরেলী সহর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। অহিচ্ছত্রা নাম এখনও বর্ত্তমান আছে। রামনগর গ্রামের উত্তরদিকে এক বৃহৎ বন আছে, ঐ বন রামনগরের উত্তরস্থ আলমপুরকোট এবং নস্‌রতগঞ্জ গ্রামের অন্তর্গত। এখন ঐ বনকেই অহিচ্ছত্রাবন বলে। এই সকল স্থানে প্রাচীন নগরের ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ, এবং বৌদ্ধযুগের স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট আছে। ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ৪৭ ফিট্ উচ্চ সাহেব-বুরুজ নামে এক স্তম্ভ আছে। এখানকার জমী খুঁড়িলে মধ্যে মধ্যে মিত্র-রাজগণের মুদ্রাদি পাওয়া যায়। দুর্গ-ভগ্নাবশেষের উত্তর প্রাচীরের নিকট এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার ইষ্টক রাশিই ৬৮ ফিট্ উচ্চ হইয়া পড়িয়া আছে। কনিংহাম্ সাহেব অনুমান করেন, ঐ মন্দিরটী এক শত ফিটেরও অধিক উচ্চ ছিল। মন্দিরের নিম্নাংশ ও বৃহৎ লিঙ্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। লিঙ্গটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ৮ ফিট্ উচ্চ আছে। ইহার বেড় ৩½ ফিট্। এই ভগ্ন লিঙ্গ এখন "ভীমের গদা" নামে কথিত হয়। এখানে একটী স্তূপে এক বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। হিন্দুরা তাহা হিন্দু দেবতা ভাবিয়া পূজা করে। নস্‌রতগঞ্জের দেবতাগুলিও ঐরূপ বৌদ্ধ-হিন্দু-মন্দিরাদি হইতে সংগৃহীত। স্তূপের উপর যে গোলাকার ঢালের ন্যায় ছাদ ছিল, সেই ছাদ এখনও এক ভগ্নস্তূপের উপর পড়িয়া আছে। ইহা স্থানীয় লোকের নিকট "পিষাণ-হারী-কা ছতর" অর্থাৎ জাঁতাপেষকগণের ছত্র। এই ছত্রের ভগ্নাবশিষ্ট যতটুকু আছে তাহারই ব্যাস ৩০ ফিট্। অনুমান ইহা পূর্ব্বে ৫০ ফিট্ ছিল। কনিংহাম্ বলেন, ইহাই ২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে নির্ম্মিত অশোকস্তূপ। এই স্তূপ হিউএন্‌সিয়াং দেখিয়াছিলেন। নস্‌রতগঞ্জের প্রায় একশত গজ পূর্ব্বে আরও একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। উহা এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর। তাহার নাম কোটারী-খেয়া বা ধ্বংসাবশিষ্ট

স্তূপ। এই স্থানে দিগম্বর সম্প্রদায়ী জৈনদিগের মন্দির ছিল। একটী বট্পলা স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ একচরণ লিপি দেখিয়া জানা যায়, মহাদরী নামক ইন্দ্রনন্দীর শিষ্য এই স্থানে পার্শ্বনাথের • এক মন্দির নির্ম্মাণ করান। এখানে নবগ্রহ চিহ্নাঙ্কিত এক প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। জৈনদিগের নিকট অহিচ্ছত্রা এখনও পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য।

নসরত শাহ, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের পুত্র। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর (১৫২২।২৩ খৃষ্টাব্দে) নসরত বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম প্রথম ইনি বেশ সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহার স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছিল। এই সময় তিনি মিথিলা, হাজিপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন।

ইনি জাতিনির্ব্বিশেষে কবি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। ইহার আদেশে বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদিত হইয়াছিল।

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী গুণের নিদান॥"

(কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত)

নসরত শাহের দৃষ্টান্তেই পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ নামে তাঁহার সেনাপতিদ্বয় কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী দ্বারা মহাভারত প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী মধ্যেও নসরতের নাম দৃষ্ট হয়—

"সে যে নসিরা শাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥"

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে বাবর বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। নসরত দুইবার বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন। অবশেষে ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাবরের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। শেষে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে একজন খোজার হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

গৌড়ের বিখ্যাত 'সোণা মসজিদ' এই নসরত শাহের নির্ম্মিত। তাঁহার পর, তাঁহার ভ্রাতা মাহ্মুদ শাহ নসরতের পুত্র ফিরোজ শাহকে মারিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

নসা (স্ত্রী) নস্ বা টাপ্, যদ্বা নসতে কুটিলতাং প্রকাশয়তি, নস কৌটিল্যে অচ্, ততো টাপ্। নাসিকা।

নসির খাঁ, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রিচার্ড বুরকির বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন। সেই সময়ে বন্দর অব্বাসী নামক স্থানে যে ইংরাজ কর্ম্মচারী কাপ্তেন ছিলেন, তাঁহাকে নসির খাঁ নামে পারস্যরাজের অধীনস্থ একজন সামন্তরাজ রামাবনীর নিকট মস্কটী আরব দস্যুদিগের দমনার্থ আদেশ প্রদান করেন। এই নসির খাঁ আপনাকে উচ্চ দেশাধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নসিরজঙ্গ, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্ মুলুকের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নসিরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী-মসনদে আরোহণ করেন। ইনি আর্কটের যুদ্ধে মহম্মদ আলী ও ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন আর্কটে ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কড়পার পাঠান নবাব কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহাকে মারিবার জন্য যে তিনজন গুপ্ত শত্রু পরামর্শ করিয়াছিল, তাহারাও একদিনে মারা যায়। ইহার মরণে চাঁদ সাহেব, ডুপ্লে ও পুঁদিচেরীর লোক বিশেষরূপে ভয়শূন্য হয়।

নসিরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হায়দরাবাদ জেলার একটী নগর। কথিত আছে এই নগর ৯৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নসিরপুর (নসরপুর) সিন্ধুপ্রদেশস্থ একটী নগর। হায়দরাবাদ হইতে উত্তরপূর্ব্বে ৮॥ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দিল্লীর খিলজী-বংশীয় সম্রাট্ সুলতান ফিরোজশাহ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করান। সম্রাট্ ফিরোজশাহ গুজরাট হইতে প্রত্যাগমনের সময় শঙ্করা (হাকরা) নদীতীরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঠটা বিভাগে এক্ষণে এই নামে একটী সরকারের নামকরণ হইয়াছে।

নসির শাহ, উড়িষ্যার পাঠান নবাব কতলু খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

নসিরাবাদ, ১ ময়মনসিংহ জেলার প্রধান স্থান, ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪৫´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ৫৪´´ পূঃ। এস্থান সম্বন্ধে কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা নাই। কৌতুকাবহ প্রাচীন সামগ্রীর মধ্যে কেবল দুইটী হিন্দু মন্দির আছে।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খান্দেশ জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে তাপ্তী, পূর্ব্বে ভাগর এবং পশ্চিমে গির্ণা নদী প্রবাহিত।

৩ খান্দেশ জেলার নসিরাবাদ উপবিভাগের একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৫৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪১´ ৩০´´ পূঃ। এখানে কাচের চুড়ি প্রস্তুত হয়।

৪ রাজপুতানায় একটী সৈন্যনিবাস। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সর্ ডেভিড্ অক্টরলোনী এই নিবাস সংস্থাপিত করেন।

৫ সিন্ধু দেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার একটী

উপবিভাগ। পরিমাণ প্রায় ৩৪৩ বর্গমাইল। ইহাতে ৮টী বিভাগ ও ৫৪ খানি গ্রাম আছে। প্রধান নগরের নামও নসিরাবাদ। বিলো খালের উপর অবস্থিত। মীর নসির খাঁ তলপুর প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এখানে একটী উত্তম দুর্গ আছে।

৬ সিন্ধুদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার নসিরাবাদ তালুকে একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ২৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ।

৭ অযোধ্যার অন্তর্গত রায়-বরেলী জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৩৪´ পূঃ।

নস্‌রিগঞ্জ, শাহাবাদ জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৩´ ১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ২২´ ২৫´´ পূঃ। এখানে বাঁশ ও কাঠের বিপুল ব্যবসায় আছে, এবং প্রচুর কাগজ ও চিনি প্রস্তুত হয়।

নস্‌বাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকান্তার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ক্ষেত্রফল ১৯১ বর্গমাইল। ইহাতে ২৭ খানি গ্রাম আছে। রাজস্ব প্রায় ১০,০০০৲ টাকা। এখানকার অধিপতি-দিগকে ঠাকুর বলে। ইনি বরোদার গাইকোবাড়-রাজগণকে প্রায় ১৭০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। অশ্বন নদী রাজ্যটীকে ঠিক সমান দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। উত্তরাংশ সমতল প্রান্তর, কিন্তু দক্ষিণাংশ পর্ব্বত ও অরণ্যময়।

নসিরাবাদ, ১ ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বরদ দেশান্তর্গত গ্রামবিশেষ। ৪০০১ কলির গতাব্দে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সহস্র বর্ষ কাল এই গ্রামের অস্তিত্ব থাকিবে। (ব্রহ্মখ° ১৯।৭২)

২ অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটী গ্রাম। সিদ্ধৌলি তহসীলের মাহুয়া গ্রামের উত্তরপশ্চিমদিকে ৩ ক্রোশ দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে কলাপদেবী ও আস্তিকের ইষ্টক-রচিত মন্দির আছে। মন্দির দুইটী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। মন্দির দুইটীর অবস্থা ও ইহার কারুকার্য্য ভাল।

৩ আজমীর-মেরবাড়া জেলার একটী স্কন্ধাবার।

নসিরি, একজাতীয় ভ্রমণকারী আফগান। ইহারা গ্রীষ্মকালে টোকি ও হটুকি প্রদেশে বাস করে এবং শীতকালে সুলেমান পর্ব্বতের নিম্নে দামন প্রদেশে আসে। ইহারা দেশ পরিবর্ত্তনের সময় একজন খাঁ (সর্ব্বাধ্যক্ষ) এবং প্রতি ৪০ জনের উপর এক এক চহলবস্তি বা সর্দ্দার নিযুক্ত করে।

নসিরি খস্রু, হিজিরী পঞ্চম শতাব্দীর জনৈক কবি। অকবরের সময় ইহার কবিতার বিশেষ আদর ছিল।

নসিরুদ্দীন্, মধ্য এসিয়ায় পাখালি নামক স্থানের সুলতান। ইহার আসল নাম হুসেন খাঁ। ইনি এক সময়ে অকবরের সভা হইতে বিনা আজ্ঞায় চলিয়া আসায় সম্রাট্ হাসন্‌বেগ বদকশী নামক নয়শতী মনসবদারকে ইহাকে দমন করিতে পাঠান। হাসন্‌বেগ ইহাকে দমন করিয়া কিছুদিন তদ্রাজ্যে সসৈন্যে ছিলেন, কিন্তু মধ্যে তিনি ভারতে আসায় নসিরুদ্দীন্ পুনরায় স্বাধীনতা গ্রহণ করেন এবং হাসনের সৈন্যগণকে তাড়াইয়া দেন। অবশেষে আবার হাসন্ আসিয়া ইহাকে একবারে পরাস্ত করেন।

নসিরুদ্দীন্ মাহ্মুদ, দাসরাজগণের মধ্যে জনৈক ভারতীয় সম্রাট্। রেজিয়া বেগমের পর ইনিই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ইহার রাজত্বকাল। ইহার আচার ব্যবহার উদাসীনের ন্যায় ছিল। রাজ্যের আয়ের একটী পয়সাও ইনি নিজে ব্যবহার করিতেন না। নিজে পুস্তকাদি নকল করিয়া স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করিতেন। সম্রাট্‌গণের ন্যায় ইহার একাধিক স্ত্রী বা রক্ষিতা পত্নী ছিলনা। ইহার মহিষী স্বহস্তে ইহার আহার্য্য পাক করিয়া দিতেন। মহিষীরও কোন পরিচারিকা ছিলনা।

নসীব (আরবী) অদৃষ্ট, ভাগ্য।

নসীহৎ (আরবী) উপদেশ, শিক্ষাদান, পরামর্শদান।

নসিরুদ্দীন্-আবদালা-বিন-ওমর-অল্ বৈজভি, একজন মুসলমান ঐতিহাসিক, পারস্যভাষায় নিজাম-উৎ-তবারিখ নামে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইনি একজন কাজী ছিলেন। এসিয়ার সম্রাট্, বিশেষতঃ মোগলগণের বিবরণই ইনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাব্রিজনগরে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নস্ত (পুং) নসতে কুটিলতাং প্রকাশয়ত্যনেনে নস-ক্ত, বাহুলকাৎ ইড়ভাবঃ। ১ নাসিকা। (ভারত ৫।১৩১।১০) ২ নস্য বিশেষ।

নস্তা (স্ত্রী) নস্ত-টাপ্। নাসাকৃত ছিদ্র।

নস্তকরণ (ক্লী) ভিক্ষুদিগের ব্যবহৃত নাসিকা মধ্যে ঔষধ দিবার যন্ত্রভেদ।

নস্তস্ (অব্য) নাসিকা বিভক্ত্যর্থে তসিল্, নাসিকায় নসাদেশঃ। নাসিকা।

"নস্তঃ কর্ম্মণি শস্যস্তে পানাভ্যঙ্গাঞ্জনেষু চ।" (সুশ্রুত)

নস্তিত (পুং) নস্তা নাসাচ্ছিদ্রং জাতা অস্য তারকাদিতচ্। নাসানিহিত রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দাদি, যে পশুর নাসিকা বিদ্ধ করিয়া রজ্জুবদ্ধ করা যায়, নাকফোঁড়া বলদ প্রভৃতি। পর্য্যায়—নস্তোত ও নস্তোত।

নস্তোত (পুং) নস্তে নাসিকায়াং উতং বয়নং যস্য। নস্তিত, নাকফোঁড়া বলদ।

নস্য (ক্লী) নাসিকায়ৈ হিতং নাসিকা-যৎ, নসাদেশশ্চ। নাসিকায় দেয় চূর্ণাদি। পর্য্যায়—নস্ত, লাবণ। (রত্নমালা)

"বমনং রেচনং নস্যং নিরূহশ্চানুবাসনম্।
জ্ঞেয়ং পঞ্চবিধং কর্ম্ম মাত্রা তস্য প্রবক্ষ্যতে॥" (বৈদ্যকপরি°)

ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

ঔষধ অথবা ঔষধ সহকারে পাককরা ঘৃতাদি নাসিকাদ্বারে প্রয়োগ করিবে। ইহারই নাম নস্য। নস্য দুই প্রকার—শিরোবিরেচন ও স্নেহন। এই দুই প্রকার নস্যও আবার ৫ ভাগে বিভক্ত—নস্য, শিরোবিরেচন, প্রতিমর্শ, অবপীড় ও প্রধমন। ইহাদিগের মধ্যে নস্য ও শিরোবিরেচন প্রধান। নস্যের বিকল্প প্রতিমর্শ এবং শিরোবিরেচনের বিকল্পে অবপীড় ও প্রধমন। ইহাদের মধ্যে শূন্যশিরঃ ব্যক্তিদিগের (অর্থাৎ যাহাদের মাথা খালি খালি বোধ হয়) মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকরণের জন্য, গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষস্থলের বলজননার্থ এবং দৃষ্টিপ্রসাদনার্থ স্নেহ প্রযোজ্য।

মস্তক বায়ুজন্য অভিভূত হইলে দন্ত, কেশ ও শ্মশ্রুপ্রপাতে, দারুণ কর্ণশূলে ও কর্ণক্ষ্বেড়ে, তিমিররোগ, স্বরভঙ্গ, নাসারোগ, মুখশোষ, বায়ুরোগ, অকালজাত বলিপলিত, দারুণ বাত-পৈত্তিকরোগ ও মুখরোগ প্রভৃতি রোগে বাতপিত্তনাশক দ্রব্য সহ স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তালু, কণ্ঠ ও মস্তক শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক অভিব্যাপ্ত হইলে অরুচি, শিরগৌরবশূল, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অপস্মার ও গন্ধজ্ঞান না হওয়া, এই সকল রোগে এবং স্কন্ধ-সন্ধির উর্দ্ধগত অন্য প্রকার কফ জন্য বিকারে শিরোবিরেচক দ্রব্য অথবা তৎসহযোগে পাককরা স্নেহ প্রয়োগকরা বিধেয়। এই দুই প্রকার নস্য শ্লেষ্ম-রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে, পিত্ত-রোগীকে মধ্যাহ্নে, এবং বাতরোগীকে অপরাহ্নে প্রয়োগ করিবে।

স্নেহনস্য-প্রয়োগের প্রণালী।—দন্তকাষ্ঠ বা ধূমপানের দ্বারা গলনালী প্রভৃতি বিশোধিত হইলে পাণিতাপের দ্বারা গলদেশ, কপোলদেশ ও ললাটদেশ স্নিগ্ধ ও মৃদু হইলে বায়ু, আতপ ও রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে। তাহার হস্তপদ প্রসারিত, মস্তক কিঞ্চিৎ বিলম্বিত এবং চক্ষু বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিবে। বামহস্তের প্রদেশিনীর দ্বারা নাসাগ্র কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া ধরিতে হইবে। পরে দক্ষিণ হস্তদ্বারা নাসিকার বিশুদ্ধ স্রোত মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্নেহ পাতিত করিবে। পাতিত করিবার কালে চক্ষু পর্য্যন্ত না যায়, এইরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। স্নেহাবসেচন করিলে শিরঃকম্প, ক্রোধ, ভাষণ, ক্ষবথু বা হাস্য করিবে না। ইহার পরিমাণ প্রদেশিনীর পর্ব্বদ্বয়ে নিঃসৃত অষ্টবিন্দু প্রথম মাত্রা, শুক্তি পরিমাণ মধ্যমাত্রা এবং করতলপরিমিত তৃতীয় মাত্রা। রোগীর বল অনুসারে এই সকল মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে। স্নেহ-নস্য কোন ক্রমে গলাধঃকরণ হওয়া বিধেয় নহে। প্রযোজিত স্নেহ শৃঙ্গাটকে প্লাবিত করিয়া যখন মুখমধ্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাকে আর ধারণা না করিয়া নিষ্ঠীবন করিবে। এইরূপ না করিলে কফ উৎক্লিষ্ট হয়। এইরূপে স্নেহ প্রয়োগ করা হইলে গল, কপোল প্রভৃতি স্থানে স্বেদপ্রয়োগ করিয়া ধূমপান করিবে, এবং অভিষ্যন্দী দ্রব্য ভোজন করিবে। রোগী রজঃ, ধূম, স্নেহ, আতপ, মদ্যপান, শিরঃস্নান, যানে গমন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

শিরোবিরেচনের যোগ ও অভিযোগের ফল বলা যাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে মস্তকের লঘুতা, স্বচ্ছন্দে নিদ্রা, প্রবোধ-বিকারের শান্তি, ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধি এবং মনের সুখ এই সকল ঘটিয়া থাকে। অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে কফপ্রসেক, মস্তকের গুরুতা এবং ইন্দ্রিয় বিভ্রম জন্মে। মূর্দ্ধদেশ অতি স্নিগ্ধ হইলে রুক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অতি অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে ইন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য, রুক্ষতা ও রোগের অশান্তি এই সকল লক্ষণ ঘটে। এইরূপ স্থলে পুনরায় নস্যপ্রয়োগ করা উচিত। শিরোবিরেচনার্থ স্নেহের পরিমাণ রোগীর বল অনুসারে চারি, ছয় বা অষ্টবিন্দু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নস্যপ্রয়োগেরও শুদ্ধ, হীন ও অভিযোগ এই ত্রিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা উপযুক্তরূপে সংশোধিত হইলে মস্তকের লঘুতা, স্রোতপথের শুদ্ধি, ব্যাধি-জয়, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, শিরঃশুদ্ধি এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। মূর্দ্ধদেশ হীনরূপে শোধিত হইলে কণ্ডু, উপদেহ, গুরুতা ও স্রোতপথে কফের সংস্রব এই সকল লক্ষণ ঘটে। অতিশোধিত হইলে মস্তলঙ্গ ক্ষরণ, বায়ুবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়বিভ্রম, মস্তকের শূন্যতা, মূর্দ্ধদেশ গাঢ় বিরেচিত হইলে এই লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। হীন ও অতিশুদ্ধির স্থলে কফবাত-নাশক প্রক্রিয়া করিতে হইবে। মস্তক সম্যক্ বিশোধিত হইলে মস্তকে ঘৃতসেচন করিবে। বায়ু কর্ত্তৃক দেহ অত্যন্ত অভিভূত হইলে একদিন, দুইদিন, সপ্তাহ বা পুনঃ পুনঃ অথবা দিবসে দুইবার নস্যপ্রয়োগ করা যাইতে পারে। মেধাসম্পন্ন ভিষক্‌গণ যে স্থলে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেইখানে সেইরূপ নস্যপ্রয়োগ করিবেন।

শিরোবিরেচনের ন্যায় অবপীড়ও অভিষ্যন্দরোগে ও সর্প দংশনজন্য অচৈতন্যে প্রযোজ্য। শিরোবিরেচক দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য পিষিয়া চূর্ণ করিবে। চিত্তবিকার, কৃমি ও বিষাভি-পন্নরোগীর নাসারন্ধ্রে নলের দ্বারা সেই চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্ষীণ ব্যক্তির রক্তপিত্তরোগে শর্করা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, ঘৃত ও মাংসরস এই সকলের মধ্যে কোন একটীর নস্য প্রয়োগ

করিবে। কৃশ, দুর্ব্বল, ভীরু, সুকুমার ও স্ত্রীলোকদিগের শিরঃশুদ্ধির জন্য ঔষধের কল্ক সহযোগে পক্বস্নেহ অর্থাৎ পাক তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

ভুক্ত, অপতর্পিত, অতি তরুণ, প্রতিশ্যায়ী, গর্ভিণী, পীতস্নেহ, পীতোদক, পীতমদ্য, অজীর্ণী, ক্রুদ্ধ, বিষার্ত্ত, তৃষিত, শোকাভিভূত, প্রান্ত, বালক, বৃদ্ধ, বেগাবরোধিত ও শিরঃস্নানাভিলাষী, এই সকল ব্যক্তিকে নস্যপ্রয়োগ করিবে না। যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সেইদিনেও নস্যপ্রয়োগ বিধেয় নহে।

নস্য বা ধূম হীনমাত্রা, অতিমাত্রা, শীতল, উষ্ণ বা সহসা প্রদত্ত হইলে বা প্রয়োগকালে মস্তক অতি বিলম্বিত থাকিলে বা বিচলিত হইলে অথবা নিষিদ্ধভাবে যুক্ত হইলে ব্যাপদ্ ঘটে। শিরোবিরেচনে দুই প্রকারে ব্যাপদ্ ঘটে—দোষের উৎক্লেশ এবং ক্ষীণতা জন্য। উৎক্লেশ জন্য হইলে শমনশোধনী দ্বারা এবং ক্ষয়জন্য হইলে বৃংহণীয় দ্রব্যদ্বারা প্রতিবিধান করা বিধেয়।

প্রতিমর্শ চতুর্দ্দশ কালে প্রযোজ্য, যথা প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, দন্তধাবনের পর, গৃহ হইতে নির্গমনকালে, মূত্রপুরীষত্যাগের পর, কবলগ্রহণ ও অঞ্জন প্রয়োগের পর, ব্যায়াম, ব্যবায় বা পথভ্রমণের পর, অভুক্তকালে বমনান্তে ও দিবানিদ্রার পর এবং সায়ংকালে এই চতুর্দ্দশ সময়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সকল সময়ে প্রয়োগ করিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া থাকে। নিদ্রাভঙ্গে সেবন করিলে রাত্রিকালে নাসারন্ধ্রে সঞ্চিতমল পরিষ্কৃত ও মন প্রফুল্ল হয়। দন্ত প্রক্ষালনের পর সেবন করিলে দন্ত দৃঢ় হয় ও মুখে সুগন্ধ হইয়া থাকে। গৃহ হইতে নির্গতকালে সেবন করিলে রজোধূম প্রভৃতি নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় না। মলমূত্রাবসানে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টিগুরুত্ব অপনীত হয়। অভুক্ত কালে সেবন করিলে স্রোত-পথের বিশুদ্ধি ও লঘুতা হয়। বমনান্তে সেবন করিলে স্রোত-পথসংলগ্ন শ্লেষ্মা সমস্ত পরিষ্কৃত হইয়া অন্নে রুচি জন্মে। দিবানিদ্রার পর সেবন করিলে নিদ্রাজন্য গুরুত্ব ও মলনাশ হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সায়ংকালে সেবন করিলে সুখে নিদ্রা ও প্রবোধ হয়।

ঈষৎ উচ্ছিঙ্ঘিত অর্থাৎ টানিয়া লওয়া নস্যে স্নেহপ্রয়োগ করিলে যদি মুখ পর্য্যন্ত প্রসরণ করে, তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। ইহাতে কেবল মাত্র পরিমাণের ভেদ আছে।

নস্য গ্রহণ করিলে স্কন্ধসন্ধির ঊর্দ্ধগত রোগের শান্তি হয়, ইন্দ্রিয় নির্ম্মল হয়, মুখ সুগন্ধি হয়, হনু, দন্ত, শির, গ্রীবা, বাহু ও বক্ষের বল হইয়া থাকে, এবং বলিপলিত, খালিত্য অর্থাৎ টাক্ ও ব্যঙ্গ এই সকল রোগ হয় না।

নস্যের পক্ষে কফজন্য রোগে তৈল, বায়ুজন্য রোগে বসা, পিত্তে ঘৃত এবং বায়ুযুক্ত পিত্তরোগে মজ্জা প্রযোজ্য।

(সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৪০ অ°)

নাসিকাগ্রাহ্য অর্থাৎ যাহা নাসিকাতে প্রয়োগ করা যায় যে ঔষধ তাহার নাম নস্য। ঘৃত, তৈল ও চূর্ণ প্রভৃতি যে সকল ঔষধ নাসিকাতে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল ঔষধের নাম নস্য।

"নস্যন্তৎ কথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং তদৌষধং।
নাবনং নস্য কর্ম্মেতি তস্য নামদ্বয়ং মতম্॥" (চরক)

চরকের সূত্রস্থানে পঞ্চ অধ্যায়ে নস্যবিষয় বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

"দিনস্য গৃহ্যতে নস্যং রাত্রৌ বাপ্যুৎকটেগদে।"

(চরক চিকি° ৫ অ°)

দিনমানেই নস্য গ্রহণ প্রশস্ত, যদি পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে রাত্রিকালেও নস্যপ্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিরোরোগেই নস্য বিশেষ উপকারী।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নস্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় সমভাগে একত্র করিয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য দিবে। ইহাতে তন্দ্রা নষ্ট হয়। মধুকসার (মউলসার), সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে পেষণ করিয়া জলের সহিত নস্য দিলে রোগীর চৈতন্যোদয় হয়।

পিপ্পলীমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী ও মউলসার, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান মরিচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত নস্য প্রদান করিলে রোগীর শীঘ্র চেতনলাভ হয়, এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হয়।

লসুন ও মরিচ সমভাগে পিষিয়া বস্ত্রে পুটুলী করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। কালকুকুড়ার ডিম্বের তরলাংশ নস্য করিলে দুঃসাধ্য সান্নিপাতিক জ্বরও আশু প্রশমিত হয়।

শিরীষ পুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ এবং ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর শান্তি হয়।

বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রসে নস্য লইলে চাতুর্থকজ্বর শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

পক্ক পীনসরোগে পাঠাদিতৈলের নস্য গ্রহণ করিলে আশু উপশমিত হয়। ব্যাঘ্রীতৈলের নস্যও পূতিনাসারোগোপশমক। তৈল ১ সের, গোমূত্র ৪ সের, কল্কার্থ ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বৃহতীফল, সজিনাছাল ও দন্তীমূল প্রত্যেক

২ তোলা। এই তৈলের নস্যে পূতিনাসারোগ নষ্ট হয়। ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষারস, কট্‌ফল, ত্রিকটু, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ, এই সমুদয় দ্বারা নস্য প্রশস্ত।

কটুতৈল ১ সের, গোমূত্র ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের; কল্কার্থ—ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, কট্‌ফল, ত্রিকটু, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ একত্র মোট ১ সের। ইহার নস্যে পীনস ও পূতিনাসারোগ উপশমিত হয়।

তৈল ৪ সের; কাথার্থ শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, বেলশুঁঠ ও দ্রাক্ষা মিলিত ১২॥০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈলের নস্যে ক্ষবথুরোগ (অত্যন্ত হাঁচি হওয়া) নিবারণ হয়। পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সকলের নস্যে প্রতিশ্যায় নিবারণ হয়।

অপরাজিতা ফলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহার শিকড় কর্ণে বান্ধিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়।

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে বাটিয়া নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া উপশমিত হয়, এবং মরিচ ও ভৃঙ্গরাজের নস্যেও উপকার দর্শে। শুঁঠ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্যগ্রহণ করিলে নানা দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়ার নিবৃত্তি হয়।

তিলতৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল, তগর-পাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্‌, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ প্রত্যেক ৬ তোলা ৩ মাষা ও দুই রতি। ইহার নস্যে শিরোরোগ দূরীকৃত এবং শিথিলকেশ ও দন্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বৃদ্ধি হয়।

কড়িভস্ম ২॥০ তোলা, সোহাগার খই ২॥০ তোলা, মরিচ ৪॥০ তোলা, বিষ ১॥০ তোলা। এই সকল দ্রব্য স্তন্যদুগ্ধে মর্দন করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° নাসারোগ ও শিরোরোগাধিকার)

নস্য, হাঁচি হইবার জন্য নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত চূর্ণদ্রব্যবিশেষ। নস্য দ্বিবিধ ভেষজঘটিত ও তামাকু ঘটিত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে নানাবিধ রোগে নস্য প্রয়োগ ও প্রস্তুত বিধি আছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

তামাকুঘটিত নস্য সাধারণতঃ হাঁচির জন্য লোকে ব্যবহার করে না। তামাকুর ঈষৎ মাদকতাশক্তি নাসারন্ধ্র দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে, শ্রম ও আলস্যজনিত অবসাদ অনেক পরিমাণে দূর হয় বলিয়া, এই নস্যের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে কাশীর ও ম্যাকুবার শুঁড়া নস্য এবং মসলীপত্তনের কর্দ্দমবৎ ও মান্দ্রাজের নস্য সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। কাশীর নস্য জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্ব্যাপ্ত। আরবী, রিহুদী ও আর্ম্মাণী বণিকেরা এই নস্য লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র গতায়াত করে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। [তামাক শব্দে ৬৭১ পৃষ্ঠা দেখ।] পঞ্জাবের লোকেরা নস্য অতি অল্প ব্যবহার করে। বেলুচিস্থানের লোকেরা ও ডেরাজাতের পার্ব্বতীয়েরা সর্ব্বদা নস্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

নস্য প্রস্তুত করিতে নানা স্থানে দোক্তার নানাবিধ অংশ ব্যবহৃত হয়। কোথাও কেবল পাতা, কোথাও বা ডাঁটা ও পাতার শির, আর কোথাও বা উভয় পদার্থ মিশাইয়া প্রস্তুত করে। স্কটলাণ্ডে সাধারণতঃ ডাঁটা ও শিরগুলি কুটিয়া নস্য প্রস্তুত করে। শুঁড়া নস্য বেশী শুকাইলে তাহাতে একটা সোঁদা গন্ধ হয়। ইহাকে ইংরাজীতে High-dried snuff বলে, অনেকে ইহা ভালবাসে।

নস্য সুগন্ধি করিবার জন্য ইহাতে নানাবিধ দ্রব্য মিশাইয়া থাকে। আতর ও গোলাপ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গোলাপী নস্য বস্তুতঃ একটা উপভোগের সামগ্রী।

দোক্তার নস্য এখন প্রধানতঃ বিলাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছর্দ্দির পক্ষে উপকারী। ইহা সেবনে কফের কতক উপশম হইয়া থাকে।

নস্যদান (নাসদানী) নস্য রাখিবার আধার। ভারতবাসীরা নস্য রাখিবার জন্য নানা প্রকার "নাসদানী" প্রস্তুত করে। কদ্‌বেলের মধ্য হইতে শস্য বাহির করিয়া খোলার উপর নানাবিধ খোদাই করিয়া একপ্রকার অতি সুন্দর নাসদানী প্রস্তুত করে। সচরাচর কাষ্ঠ কুঁদিয়া ডিম্বাকৃতি শূন্যগর্ভ আধার প্রস্তুত করে, ইহার একদিকে ক্ষুদ্র একটী ছিদ্র থাকে, তাহাতে ছিপি দিয়া রাখে। বাঙ্গালাদেশে শম্বুকের খোলে অনেকে নস্য রাখে। এখন জর্ম্মণী, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে পেষ্টবোর্ডের, হাড়ের, কাষ্ঠের ও কাঁচকড়ার প্রস্তুত নানাবিধ ছোট ছোট বাক্স আসে, অনেকে তাহাই ব্যবহার করে। ধনীরা সোণা রূপার বাক্স ও কৌটা গড়াইয়া লয়।

নস্যধানী (স্ত্রী) নস্যাধার, যাহাতে নস্য রাখা যায়।

নস্যা (স্ত্রী) নাসিকায়ৈ হিতা যৎ (শরীরাবয়বাৎ যৎ। পা ৫।১।৬) নসাদেশশ্চ। ১ নাসিকা।

"ঘ্রাণং গন্ধবহা ঘোণা নসা নস্যা চ নাসিকা।" (ভরতধৃত সাহসাঙ্ক)

২ নাসা ছিদ্র।

নস্যাধার (পুং) নস্যস্য আধারঃ ৬তৎ। নস্যের পাত্র, যাহাতে নস্য রাখা যায়।

নস্যোত (ত্রি) নস্যা নাসারন্ধ্রা উতঃ। নস্তিত, নাকফোঁড়া বলদ প্রভৃতি।

"মণিঃ সূত্রইবপ্রোতো নস্যোত ইব গোবৃষঃ।" (ভারত ৩।৩০।২৬)

নহ (অব্য) ন চ হ চ। প্রত্যারম্ভ।

নহপান, বর্ত্তমান জুনাগড়ের নিকট অর্থাৎ সৌরাষ্ট্ররাজ্যে এক সময়ে ক্ষত্রপ উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই রাজগণের দুইটী স্বতন্ত্র বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খহরাতবংশীয়গণ প্রথমে ও চষ্টান-বংশীয়েরা পরে রাজত্ব করেন। চষ্টানবংশীয়গণের আদিপুরুষ চষ্টান যখন রাজ্যগ্রহণ করেন, তখন বা তাহার কিছু পূর্ব্বে খহরাতবংশীয় নহপান ক্ষত্রপ রাজত্ব করিতেন। ইহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। হয় এই রাজা অথবা ইহার ঠিক পরবর্ত্তী রাজা অন্ধ্ররাজ গোতমীপুত্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। ক্ষত্রপ (Satrap) শব্দের অর্থ সামন্ত ভূপতি। কেহ কেহ অনুমান করেন, খহরাতবংশীয় ক্ষত্রপগণ শকরাজগণের (পার্থিয়রাজগণের) অধীনে সামন্তরাজ ছিলেন। [ক্ষত্রপ ও রুদ্রদামা দেখ।] নহপানের পিতার নাম দিনিক। ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে, জুন্নর নহপানের রাজধানী ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০ অব্দ হইতে ১২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নহপান বর্ত্তমান ছিলেন।

নহপানের জামাতা উশবদাত (ঋষভদত্ত) শ্বশুরের অধীনে কোঙ্কণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি সোমনাথপত্তনে যথেষ্ট দানাদি করিয়াছিলেন। নহপানের মন্ত্রী বাৎস্যগোত্রীয় আয়ম জুন্নরের মনমোদ-গুহাবলীর মধ্যে এক গুহামণ্ডপ নির্ম্মাণ করান। ইহাতে সন্ন্যাসীরা থাকিতেন। নহপানের রাজ্যকালের ৪৬ সংখ্যক বৎসরে এই গুহামণ্ডপ ও তৎসন্নিধানে এক জলাধার নির্ম্মিত হয়। এই গুহা আজিও বর্ত্তমান আছে এবং তন্মধ্যে উহার নির্ম্মাণকালাদিজ্ঞাপক পরিষ্কার খোদিত লিপি আছে। এই গুহাস্থ স্তম্ভাবলী অতি সুন্দর। [নাসিক দেখ।] জষ্টিস নিউটন বলেন, যে সম্বৎকে বিক্রম-সম্বৎ বলা যায়, তাহা এই নহপান কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। [বিক্রমাদিত্য দেখ।]

নহয়, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডোক্ত কীকটদেশান্তর্গত মহাগ্রাম বিশেষ। ইন্দ্রপ্রস্থে যখন বিপ্রবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে বিজয়দত্ত নামে এক রাজপুত্র এই দেশে আসিয়া যুদ্ধ করেন। যুদ্ধকালে যেখানে তাঁহার অশ্ব মারা যায়, সেই স্থানে 'নহয়' বা 'নহরি' গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্পাঘাতে বিজয়দত্তের মৃত্যু হইলে গ্রাম জঙ্গল হইতে থাকে। (ব্রহ্মখ°)

নহর (আরবী) খাল, নদী, জলপ্রণালী।

নহরী (আরবী) সুজলাদেশ।

নহাবি, মাল্দহের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরবাসী একজাতি। ইহারা নাপিতের ব্যবসায় করে।

নহার, বোম্বাই প্রদেশে রেবাকাণ্ঠার মধ্যে পাণ্ডুরেবাগণের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। প্রধান গ্রাম নহার। মোট ৫ খানি গ্রাম আছে। এই রাজ্যের দুইজন অধিকারী। তাঁহাদের উপাধি ঠাকুর। রাজ্যের আয় ৬ শত টাকা। বরোদার গাইকোবাড়কে ৩৫৲ টাকা কর দিতে হয়।

নহি (অব্য) ন চ হি চ। নিষেধ, কখনই না, অভাব। পর্য্যায়—অ, নো, ন, অন, অনা, না। (ভরত)

"ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদুপগতো হন্ত মলয়াৎ
তদেকাং ত্বদ্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণোৎকণ্ঠং নবকুসুমিতা চূতকলিকা
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥" (উদ্ভট)

নহিক, আরবের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মের অন্তর্গত দেবতা বিশেষ। ইহার অপর নাম মুহাদজীর। অমরবীন লুহাই যে তিন দেবমূর্ত্তি প্রচলিত করেন, তন্মধ্যে এইটী দ্বিতীয়।

নহুষ (পুং) নহ্যতে ইতি কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা উষচ্ (পুনহিকলিভ্য উষচ্। উণ্ ৪।৭৫) ১ নাগভেদ।

"আপ্তঃ করোটকশ্চৈব শঙ্খো বালিশিখস্তথা।
নিষ্ঠানকো হেমগুহো নহুষঃ পিঙ্গলস্তথা॥" (ভারত ১।৩৫।৯)

২ চন্দ্রবংশীয় রাজভেদ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে, ইনি অবিনয়ে বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

"বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিব।" (মনু ৭।৪১)

চন্দ্রবংশীয় আয়ুর রাহুদুহিতা প্রভার গর্ভে ৫টী পুত্র হয়। এই পুত্রগণের মধ্যে নহুষ প্রথম, তাহার পর বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ১৮ অঃ)

চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজার পুত্র। তৎপত্নী স্বর্ভানবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। পুরূরবার পৌত্র। ইহার স্ত্রীর নাম অশোক-সুন্দরী। ইহার ৬ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সকল পুত্রের নাম যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, বিয়তি ও কৃতি। ইনি হুণ্ড নামে এক দৈত্যকে নাশ করেন এবং অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ও প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহার সুশাসনে দস্যুগণ দমিত ছিল। ইনি যজ্ঞ, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রম দ্বারা ত্রৈলোক্যের সমুদয় ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। একদা ইনি অজ্ঞানবশতঃ গোবধ করিয়াছিলেন, মহর্ষিগণ ইহার সেই গোবধ পাপ একাধিক শতসংখ্যক ব্যাধিরূপে বিভক্ত করিয়া পাপমুক্ত করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মহর্ষি চ্যবন প্রয়াগতীর্থে জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, ধীবরেরা ইহাকে মৎস্যের সহিত ধৃত করিয়া রাজার নিকট বিক্রয় করে। ইনি স্বীয় অর্জ্জিত পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করেন।

মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

পাণ্ডবগণ যখন দ্বৈতবনে অবস্থান করেন, সেই সময় একদা

ভীমসেন মৃগয়া করিতে যান, তথায় তিনি এক মহাবল সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ভীমের আসিতে অতিশয় বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যপুরোহিতের সহিত ভীমের অন্বেষণে গমন করিলেন এবং যেখানে ভীম সর্প কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সর্প বৃহদবয়ববিশিষ্ট এবং নিজ শরীরে গিরিগুহা আবরণ করিয়া রহিয়াছে। অঙ্গ চিত্রিত ত্বক্‌দ্বারা বিচিত্রিত। শরীরের কান্তি হিরণ্যবর্ণ, মুখ গুহাকার ও চতুর্দ্দন্তযুক্ত। যুধিষ্ঠির প্রিয় ভ্রাতাকে সর্পবেষ্টিত দেখিয়া কহিলেন, তুমি কি প্রকারে এই আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ? ভীম ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, ইনি নহুষ নামে রাজর্ষি, ব্রাহ্মণের শাপে সর্পরূপে অবস্থান করিতেছেন। যুধিষ্ঠির তখন সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি দেবতা, কি দৈত্য, কিংবা উরগ যে হও, সত্য করিয়া বল। তুমি ভীমসেনকে কি নিমিত্ত গ্রাস করিতেছ? কি বস্তু আহরণ করিলে অথবা কি জ্ঞাত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? তোমাকে কি আহার প্রদান করিব এবং কিরূপ কার্য্য করিলেই বা তুমি ইহাকে মুক্ত করিবে।

তখন সর্প কহিল, হে অনঘ! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ সোমবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র। সোম অপেক্ষা অধস্তন পঞ্চম পুরুষে নহুষ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রম দ্বারা অনায়াসে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন তাদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া আমার দর্প জন্মিল। তখন আমি আমার শিবিকা-বহনের নিমিত্ত সহস্র ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করিলাম। আমি পূর্ব্বকালে স্বর্গে দিব্য-বিমানারোহণে বেড়াইতাম, অভিমানে মত্ত হইয়া অন্য কিছুই চিন্তা করিতাম না। ব্রহ্মর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পন্নগগণ প্রভৃতি সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসীরা আমাকে করপ্রদান করিত। আমার এতাদৃশ দৃষ্টিবল ছিল যে, আমি যে প্রাণীকে একবার দেখিতাম, তখনই তাহার তেজোহরণ করিতাম। সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকাবহন করিত। সেই কুনীতিই আমাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিল। একদা অগস্ত্যমুনি আমার শিবিকা-বহন করিতেছিলেন। সেই সময় দৈবগতিকে আমার পাদ তাঁহার গাত্রস্পৃষ্ট হয়, ইহাতে তিনি রুষ্ট হইয়া আমাকে 'তোমার ধ্বংস হউক, তুমি সর্প মূর্ত্তি প্রাপ্ত হও,' এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন। তখন আমি সেই শাপে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বিমানাগ্র হইতে পতিত হইলাম এবং পৃথিবীতে পড়িতে আপনাকে অধোমুখে সর্পরূপ দেখিতে পাইলাম। তখন আমি অগস্ত্যকে নানাপ্রকারে স্তব করিলাম। অগস্ত্য তুষ্ট হইয়া আমার পতনকালেই আমাকে বলিলেন যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। তোমার ঘোর অভিমানরূপ পাপের ক্ষয় হইলে আবার তুমি পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমি প্রজ্ঞাহীন হই নাই। তুমি আমার কএকটী প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া তোমার ভ্রাতাকে বিমোচন কর। যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া প্রশ্ন নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। তখন সর্প কহিল, ব্রাহ্মণই বা কে আর বেদ্যই বা কে? প্রথমে এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া পরিতুষ্ট কর। ইহাতে যুধিষ্ঠির কহিলেন, সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাহাতে বিদ্যমান, তিনিই ব্রাহ্মণ; এবং যিনি সুখদুঃখ-রহিত ও যাহাকে জানিলে মনুষ্য শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরব্রহ্মই বেদ্য। নাগরাজ আরও কএকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সকল গুলিরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। তখন সর্পরূপী নহুষ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, যদি মনুষ্য সকল শূর ও সুবুদ্ধি হয়, এবং ঐশ্বর্য্যমদ তাহাকে মোহিত করে, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যসুখে সমাসক্ত সমস্ত পুরুষই মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে। তাহার প্রথম উদাহরণ আমি। মহাবল! তোমার ভ্রাতা ভীমসেন নিরাপদ হউন, তোমা হইতে আমার শাপমোচন হইল, তোমার মঙ্গল হউক। এই বলিয়া নহুষ সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যবপু ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। (ভারত আদি, বন, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্ব, ভাগবত, পদ্মপু°)

ঋক্ সংহিতায়ও ইনি আয়ুর পুত্র ও যযাতির পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (ঋক্ ১।৩১।১১,১০।৬৩।১)

৩ সূর্য্যবংশীয় অম্বরীষের পুত্র। ইহার পুত্রের নাম যযাতি। (রামায়ণ বাল ৭০ স°)

৪ মনুপুত্র ঋঙ্মন্ত্রদ্রষ্টা একজন ঋষি। ইনি ঋক্‌সংহিতার ৯ মণ্ডলের ১০১ সূক্ত প্রকাশ করেন। (কাত্যায়নের ঋগ্বেদানুক্রমণিকা)

৫ কুশিকবংশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা। সহ্যাদ্রিখণ্ডে পাঠারিয় জাতির (প্রভু-কায়স্থগণের) বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে, কুশিক রাজের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র জাজালি, জাজালির পুত্র কুশিন। ইহারাই কৌশিকরাজ বা দৌর্গরাজ নামে কথিত। কুশিকবংশের কৌলিক দেবতা দুর্গা বলিয়া এই বংশ দৌর্গ নামে অভিহিত হয়। যথা,—

"কৌশিকশ্চ মুনিঃ প্রোক্তো দুর্গাদেবী তথৈব চ॥" ২৭।৬২অ°।

* * * * *

"কথিতাঃ কৌশিকা দৌর্গা ব্রাহ্মণ্যা রাজসত্তমাঃ॥" ২৭।৬৪ অ°।

৬ রাজর্ষিভেদ। (ঋক্ ৮।৪৬।২৭)

৭ মরুৎভেদ। (হরিবংশ)

৮ পরমেশ্বর।

নহ্যতি সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া কর্ত্তরি উষ। (ভা° ১৩।১৪৯।৪৭)

"ইষ্টো বিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্টঃ শিখণ্ডী নহুষোবৃষঃ।" (বিষ্ণুসহস্র°)

৯ কৃষ্ণ, বিষ্ণুর নামান্তর। (ভারত শান্তি°)

১০ মনুষ্য। (ঋক্ ৯।৮৮।২)

নহুষাখ্য (স্ত্রী) নহুষ আখ্যা যস্য। তগরপুষ্প। (রাজনি°)

নহুষাত্মজ (পুং) নহুষস্য আত্মজঃ। নহুষ রাজার পুত্র, যযাতি নৃপ।

নহুষ্য (ত্রি) মনুষ্য সম্বন্ধী। "আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা" (ঋক্ ৯।৮৮।২) 'নহুষ্যাণি-মনুষ্যসম্বন্ধীনি' (সায়ণ)

নহে (দেশজ) নিষেধ।

না (অব্য) নহ বন্ধে বাহুলকাৎ ডা। নাই, অভাব।

নাই (দেশজ) ১ নাভি। ২ নাস্তি শব্দজ, অভাব, নিষেধ।

নাইতে (দেশজ) স্নান করিতে।

নাইন, পঞ্জাবের অন্তর্গত সর্ম্মূর নামক দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। ইহা পার্ব্বত্য রাজ্য, হিমালয়ের উপরে অবস্থিত। নাইন নগর সিমলা হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণে কিয়ার্দ্দা-ডুন উপত্যকায় অবস্থিত। এই নগর অতি পরিষ্কার, এখানকার গৃহাদি প্রস্তরনির্ম্মিত। রাজপ্রাসাদ নগরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপালযুদ্ধে এই নগর ইংরাজাধিকারে আইসে। গুর্খারা ইহা সর্ম্মূররাজের হস্ত হইতে লইয়াছিল। যুদ্ধশেষে ইহা আবার রাজাকে প্রত্যর্পিত হইয়াছে। [সর্ম্মূর দেখ।]

নাইয়া (দেশজ) নাবিক।

নাইল (দেশজ) নলিনী।

নাউ (দেশজ) লাউ, তুম্বী, অলাবু।

নাউম্মেদ (পারসী) ১ হতাশ। ২ পরিব্যক্ত।

নাউয়াপেটা (দেশজ) গোলাকার উদরবিশিষ্ট।

নাএব (আরবী) ১ প্রতিনিধি। ২ জমীদারের তরফের গোমস্তাদিগের উপরিস্থ কর্ম্মচারী।

নাএবী (আরবী) নাএবের কর্ম্ম।

নাওন (দেশজ) স্নানকরণ, অবগাহন।

নাং (দেশজ) উপপতি, জার।

নাক (পুং) নকং সুখমিতি অকং দুঃখম্, তন্নাস্ত্যত্রেতি নভ্রাড়িত্যাদিনা নিপাতনাৎ প্রকৃতিভাবঃ। ১ স্বর্গ, যেখানে দুঃখ নাই, ভবিষ্যতে দুঃখ উপস্থিতির সম্ভাবনা নাই, ও যে স্থলের সুখ দুঃখ মিশ্রিত নহে, তাহার নাম নাক, অর্থাৎ স্বর্গ।

"যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥" (শ্রুতি)

স্বর্গে কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ। (ত্রি) ২ দুঃখরাহিত্যহেতু সুখকর স্থান।

"বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা নাক মারুহ দিবঃ পৃষ্ঠে।" (তাণ্ড্যব্রা° ১।৭।৬)
'নাকং দুঃখরাহিত্যেন সুখকরং রথম্' (ভাষ্য)

৩ নভস্, আকাশ।

"য এব দিবি ধিষ্ণ্যেন নাকং ব্যাপ্নোতি তেজসা।"
(ভারত ১।১৭২।৩)

(স্ত্রী) ৪ অস্ত্রপাত বিশেষ। এই অস্ত্র বিদ্ধ হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হয়।

"কাকুদীকং শুকং নাকমক্ষিসন্তর্জনং তথা।
সন্তানং নর্ত্তকং ঘোরমাস্যমোদকমষ্টমম্।
এতৈর্বিদ্ধা সর্ব্ব এব মরণং যান্তি মানবাঃ॥" (ভারত৫।৯৬।৪০)

৫ ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

'নব নাকাস্ত ভোক্ষ্যন্তি পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ।'
(বায়ুপুরাণ)

নাক (দেশজ) নাসিকা।

নাক, চালুক্যরাজবংশের একশাখা সিন্দবংশীয় জনৈক রাজপুত্র। ইনি চালুক্যরাজ প্রথম আচুগিদেব ও প্রথম চাবুন্দের সহোদর। নিজাম রাজ্যান্তর্গত বর্ত্তমান এলবুর্গ নগরে (প্রাচীন নাম এরমবরজ) ইহাদের রাজধানী ছিল।

নাককাটা (দেশজ) ১ যাহার নাসিকা কর্ত্তিত হইয়াছে। ২ নির্লজ্জ।

নাকখাঁদা (দেশজ) যাহার নাসিকা সুডোল নহে।

নাকচর (পুং) নাকে স্বর্গে নভসি বা চরতি চর-ট। ১ গগনচর দেবতা ও গ্রহাদি। ২ পিতৃদেব ভেদ।

"গার্হপত্যা নাকচরাঃ পিতরো লোকবিশ্রুতাঃ।"
(ভারত স° ১১ অ°)

নাকচাবি (দেশজ) নাসিকালঙ্কার বিশেষ। এই অলঙ্কার স্বর্ণের হইয়া থাকে, আকৃতি একটী ক্ষুদ্র ফুলের মত। স্ত্রীলোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

নাকছোলা (দেশজ) নাসিকাভরণ বিশেষ।

নাকড়া (দেশজ) নাসিকারোগ বিশেষ।

নাকডাকান (দেশজ) নিদ্রা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাসিকা হইতে একপ্রকার শব্দ হয়, তাহার নাম নাকডাকান।

নাকতীর্থ, ধারাপতনতীর্থের নিকটস্থ তীর্থবিশেষ।

"তার পর ঘাট হয় নাকতীর্থ নাম।
পরম উত্তম সর্ব্ব-তীর্থের প্রধান॥" শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত।

নাকথাবড়া (দেশজ) খাঁদা নাকবিশিষ্ট।

নাকনাথ (পুং) নাকস্য স্বর্গস্য নাথঃ নায়কঃ ৬তৎ। ইন্দ্র।

নাকনায়ক (পুং) নাকস্য নায়কঃ। ইন্দ্র।

"স ব্যতীত্য বিয়দন্তরগাধং নাকনায়কনিকেতনমাপ॥"
(নৈষধ ৫ স°)

নাকনায়কপুরোহিত (পুং) নাকনায়কস্য পুরোহিতঃ ৬তৎ। বৃহস্পতি।

"স্বীয়ধর্ম্মতনয়স্থানস্থিতো নাকনায়কপুরোহিতঃ শুভঃ।"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাকপাল (পুং) নাকং পালয়তি পাল-অচ্। দেবতা।

"তন্নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্ট
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে।" (ভাগ° ৯।১১।২১)
'নাকপালাঃ দেবাঃ।' (টীকা)

নাকপুর, অযোধ্যার অন্তর্গত ফরক্কাবাদ জেলার একটী সহর। ফরক্কাবাদ হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে তমসা নদীর তীরে অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহম্মদ নকী নামে এক ব্যক্তি এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহার নাম নকিপুর ছিল, পরে অপভ্রংশে নাকপুর হইয়া থাকিবে।

নাকপৃষ্ঠ (ক্লী) স্বর্গলোক।

নাকফোঁড়া (দেশজ) নাসিকাবিদ্ধকরণ। এদেশীয় স্ত্রীলোকগণ নাসিকাতে অলঙ্কার পরিবার জন্য নাক ফুঁড়িয়া থাকে।

নাকরা, বেরাকান্তাবাসী ভীলদিগের এক শাখা। ইহারা নায়ক ও নায়কো নামেও আখ্যাত। ইহারা ধুরিয়া, চণ্ডয়াদ্রিয়া প্রভৃতি জাতির সহিত একত্র "কালা প্রজা" নামে কথিত হয়। [ভীল দেখ।]

নাকলোক (পুং) স্বর্গলোক, আকাশলোক।

নাকবনিতা (স্ত্রী) নাকস্য বনিতা ৬তৎ। স্বর্গীয় স্ত্রী, অপ্সরা।

নাকবেধক (পুং) ইন্দ্র।

নাকসদ্ (পুং) নাকে স্বর্গে সীদতি সদ-ক্বিপ্। স্বর্গবাসী, দেবতা।

"সন্তর্পণো নাকসদাং বরেণ্যঃ।" (ভট্টি ১।৪।)

নাকা (দেশজ) সঙ্কীর্ণ, শুঁড়িপথ।

নাকানাকি (দেশজ) নাসিকায় নাসিকায় সংলগ্ন, অতি নিকটবর্ত্তী হওয়া।

নাকাপগা (স্ত্রী) নাকস্য স্বর্গস্য আপগা নদী। স্বর্গনদী, মন্দাকিনী।

নাকারা (দেশজ) ১ কোন কর্ম্মের নয়। বুদ্ধিরহিত, বোকা। ২ মন্দ। ৩ অল্প মূল্যের। ৪ দুর্ব্বল, অপটু।

নাকাল (দেশজ) ক্লেশদেওন। নাজেহাল করিয়া দেওয়া।

নাকিন্ (পুং) নাকঃ স্বর্গঃ বাসস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি নাক-ইনি। দেবতা। "মত্যসেহরিবধঃ শ্রেয়ান্ প্রীতয়ে নাকিনামিতি।"(মাঘ)

নাকিনাথ (পুং) নাকিনাং স্বর্গবাসিনাং নাথঃ। ইন্দ্র।

নাকু (পুং) নম্যতেঽনেনেতি নম-উ (ফলিপাটিনমিমনিজনামিতি। উণ্ ১।১৯) ১ মুনিবিশেষ। ২ পর্ব্বত। ৩ বল্মীক, উইয়ের ঢিপি।

নাকুটী (দেশজ) চাতক পক্ষীবিশেষ।

নাকুয়া (দেশজ) সুদীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট।

নাকুল (পুং) নকুলস্য গোত্রাপত্যমিত্যণ্। ১ নকুলপুত্র। (ক্লী) ২ শৈবশাস্ত্রবিশেষ।

"এবং সম্বোধিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ॥
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥" (কূর্ম্মপু°)

এই শাস্ত্র জগতের মোহের জন্য হইয়াছিল। (ত্রি) ৩ নকুল সম্বন্ধী। যদি ন-আকুল এইরূপ সমাস বাক্য করা যায়, তাহা হইলে 'নাকুল' না হইয়া অনাকুল হইয়া থাকে।

নাকুল, (নাকুর) উঃ পঃ প্রদেশের শাহারণপুর জেলার একটী তহসীল। যমুনা নদী ও পূর্ব্ব যমুনা খালের মধ্যে ইহা অবস্থিত। নাকুর, সুলতানপুর, সরসাবার ও গঙ্গো নামক চারিটী গ্রাম এই তহসীলের অন্তর্গত। কথিত আছে, ৪র্থ পাণ্ডব নকুল যমুনাতীরে স্বীয় নামে নাকুল নামে এক নগর নির্ম্মাণ করান, তাহা হইতেই এই প্রদেশের নাম নাকুর হইয়াছে। এক্ষণে ইহা চলিত কথায় নাকুর বা নকুর নামে খ্যাত। এখানে একটী সুন্দর জৈনমন্দির আছে।

নাকুলি (পুং) নকুলস্যেদং অপত্যং বা অত ইঞ্। গোত্রে তু অণেব। ১ নকুল সম্বন্ধী। ২ নকুলাপত্য।

"শতানিকস্তু নাকুলিঃ।" (ভারত ১।৬৩ অঃ)

নাকুলী (স্ত্রী) নকুলেন দৃষ্টা, পীতা বা নকুল-অণ্ ঙীপ্। ১ কুক্কুটীকন্দ। ২ রাস্না। ৩ চবিকা, চই।

'নাকুলী কুক্কুটীকন্দে রাস্নায়াং চবিকে স্ত্রিয়াম্।' (মেদিনী।)

৪ যবতিক্তলতা, চলিত যবেচী। ৫ শ্বেতকণ্টকারী। ৬ কন্দবিশেষ, চলিত কথায় নাই বলে। পর্য্যায়—সর্পগন্ধা, সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক্, সরসা, সর্পাদনী, ব্যালগন্ধা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষ ও অশেষবিধ বিষনাশক। (রাজনি°)

নাকুলান্ধ্য (ক্লী) দৃষ্টির খর্ব্বতা।

নাকুসম্মন্ (পুং) সর্প।

নাকেখত (দেশজ) দণ্ডবিশেষ, মৃত্তিকায় অপমানসূচক নাসাস্পর্শ। মাটীতে নাক ঘর্ষণ করিতে করিতে গমন। কোন অপরাধ করিলে অপরাধীকে নাকেখত দিতে হইত।

নাকেদম্ (পারসী) অতিশয় পরিশ্রান্ত।

নাকেশ্বর (পুং) নাকস্য ঈশ্বরঃ। ইন্দ্র।

নাকেশ্বরী (দেশজ) ব্যাঘ্রভেদ।

নাকোঅৎ (পারসী) ক্ষীণ, দুর্ব্বল।

নাকোদর, পঞ্জাবের জালন্ধর জেলার একটী তহসীল। ইহা শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। এই তহসীলে ৩০৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার প্রধান নগরের নামও নাকোদর। ইহা অতি প্রাচীন নগর। কথিত আছে, পূর্ব্বে হিন্দু-কম্বোরাজগণের অধিকারকালে এই নগর বর্ত্তমান ছিল। এক রাজপুত সর্দ্দার মুসলমান হইয়া এই নগর অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরের সময় এই স্থান সেই রাজপুতবংশীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তাকেই জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হয়। শিখসর্দ্দার তারাসিংহ এস্থান হইতে মুসলমান-রাজপুত-সর্দ্দারকে দূরীভূত করিয়া নিজে অধিকার করেন। পরে ধৈবা নামে জনৈক ব্যক্তি এখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং স্বয়ং সমগ্র প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান জয় করেন। এখানকার ব্যবসায়ের মধ্যে শস্য, চিনি ও তামাকু প্রধান। নগরের বহির্ভাগে দুইটী সুন্দর মস্‌জিদ আছে। দুইটীই জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। মস্‌জিদ দুইটীর বহির্ভাগ চিত্রিত টালি দ্বারা আবৃত। ইহার প্রাচীনতমটীতে অনেকগুলি ভাল ভাল ছবি সুরক্ষিত আছে।

ছবিবিশিষ্ট মস্‌জিদ্‌টীতে মহম্মদ মুমীন হুসেনী নামক এক ব্যক্তির কবর আছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ অনুমান করেন, ইনিই আইন-ই-অকবরীর লিখিত বিখ্যাত তম্বুরা (তানপুরা)-বাদক মহম্মদ মুমীন হাফিজাক হইবেন। স্থানীয় লোকেও এই কবরটীকে ওস্তাদের কবর বলে। অপর মসজিদ্‌টীতে হাজী জমাল নামে এক ব্যক্তির কবর আছে। লোকে তাঁহাকে উক্ত "ওস্তাদের" ছাত্র বলিয়া থাকে। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি শাহ-জহানের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন।

নাকৌকস্ (পুং) নাক ওকঃ বাসস্থানং যস্য। দেবতা, স্বর্গবাসী।

নাক্ষত্র (ক্লী) নক্ষত্রস্যেদং নক্ষত্র-অণ্। ১ নক্ষত্র সম্বন্ধীয়। ২ নক্ষত্রঘটিত চক্রের পরিবর্ত্তনাত্মক কালরূপ দিনভেদ। নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত সময়ের নাম নাক্ষত্রকাল। এই নাক্ষত্রকাল দুইরূপে পরিমাণ করা যায়। প্রথম নক্ষত্র হইতে শেষ নক্ষত্র পর্য্যন্ত ২৭টী নক্ষত্রের ভোগ দ্বারা যে নাক্ষত্রকাল পূর্ণ হয়, তাহাকে নাক্ষত্রমাস বলা যায়, অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ২৭টী নক্ষত্রের ভোগ শেষ হইলে নাক্ষত্রমাস হয়। এই নাক্ষত্র মাস নক্ষত্রযাগ প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয়।

একটী নক্ষত্র এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পুনরায় সেই স্থানে আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই এক নাক্ষত্র অহোরাত্র। এইরূপ ত্রিশ দিনে যে মাস হয়, তাহার নাম নাক্ষত্রমাস এবং এইরূপ ১২ মাসে এক নাক্ষত্র-বৎসর হয়। আয়ু-গণনা করিতে হইলে নাক্ষত্রমাসানুসারে হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রাত্মক নক্ষত্রমাসে যদি মঙ্গল বা শনিবারে জন্মনক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই মাসের নাম কল্মষ, তাহা কষ্টদায়ক।

"জন্মনার্ক্ষে যদি স্যাতাং বারৌ ভৌমশনিশ্চরৌ।
স মাসঃ কল্মষো নাম মনোদুঃখপ্রদায়কঃ॥" (দীপিকা)
"নাড়ীষষ্ট্যাতু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।" (সূর্য্যসি°)
'ঘটীনাং ষষ্ট্যাহোরাত্রং নাক্ষত্রমুক্তং, তুকারাদহোরাত্রস্ত নাক্ষত্রত্বোক্ত্যোক্তঘট্যা অপি নাক্ষত্রত্বমুক্তম্।' (রঙ্গনাথ)
"ভচক্রভ্রমণং নিত্যং নাক্ষত্রং দিনমুচ্যতে।" (সূর্য্যসি°)
'নিত্যং প্রত্যহং ভচক্রভ্রমণং নাক্ষত্রসমূহস্ত প্রবাহবায়ুকৃতং পরিভ্রমঃ।'
"সর্ব্বর্ক্ষপরিবর্ত্তৈশ্চ নাক্ষত্র ইহ চোচ্যতে।" (সূর্য্যসি°)

নাক্ষত্রিক (পুং) নক্ষত্রাদাগতঃ, নক্ষত্র-ঠঞ্। নাক্ষত্রমাস।

"নক্ষত্রগণনেনৈব নাক্ষত্রিক উদাহৃতঃ।" (শঙ্কর°)

নাক্ষত্রিকী (স্ত্রী) নাক্ষত্রিক-ঙীষ্। নক্ষত্রদশা। গ্রহদিগের দশাভেদ।

"সত্যে লগ্নদশাচৈব ত্রেতায়াং হরগৌরিকা।
দ্বাপরে যোগিনী চৈব কলৌ নাক্ষত্রিকী দশা॥"
(ভট্টোৎপলধৃতবাক্য)

সত্যযুগে লগ্নদশা, ত্রেতাতে হরগৌরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী ও কলিকালে কেবল নাক্ষত্রকী দশা হইবে। [দশা দেখ।]

নাখন-থোম, কাম্বোডিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন নগর ওঙ্কোর বা ওঙ্কার নগরের নামান্তর। শ্যাম দেশীয় ভাষায় ইহার অর্থ প্রধান নগর। [কম্বোজ দেখ।]

নাখন-বট, কাম্বোডিয়ার প্রাচীন রাজধানী ওঙ্কোর নগরের বহির্ভাগে মেকং নদীর নিকটে তালিসাব নামে ৬০ ক্রোশ দীর্ঘ এক হ্রদ আছে। ইহা স্থানে স্থানে ১৫ হইতে ৩০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই হ্রদের উত্তরতীরে কাম্বোডিয়ার উত্তর-সীমান্ত পর্ব্বতমালার মধ্যে এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র আছে। তাহার মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাম্বোজগণ কাশ্মীরপ্রদেশ (তক্ষশিলা?) হইতে পলাইয়া আসিয়া যখন (খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে) কাম্বোডিয়ায় বাস করে; তখন এই দেশে নাগপূজা প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম হইতে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে এখানে অনেকগুলি মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। নাখন-বটের মন্দির তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই মন্দির তালিসাব হ্রদের তীরে ওঙ্কোর (ওঙ্কার?) নগর হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মন্দিরভূমি ঠিক চতুরস্র

এবং চতুর্দ্দিকেই অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ; মন্দিরটী অতি সুদৃশ্য এবং বাস্তুতত্বের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। মন্দিরটীর চতুর্দ্দিকে ২৩০ গজ বিস্তৃত পরিখা। পশ্চিম দিকে সাঁকোর উপর দিয়া গোপুরের ন্যায় প্রধান প্রবেশদ্বার। এই গোপুর ছয় শত ফিট্ উচ্চ। কিয়দ্দূর গিয়া অর্দ্ধ পথে আবার একটী ক্রুশাকার উচ্চ পথ। ইহার উত্তরপার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির। তাহার পর আরও কিছু দূর গিয়া মূলমন্দিরের বহিঃপ্রাচীর। এই বহিঃপ্রাচীর ১৫ ফিট্ উচ্চ। এই প্রাচীর এক এক দিকে দৈর্ঘে ৬৫০ ফিট্ ও প্রস্থে এক এক দিকে ৫৭০ ফিট্। ইহার মধ্যস্থ ভূমি ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ ফিট্। ৩টী প্রবেশদ্বার। প্রত্যেক দিকেই উচ্চ স্তম্ভ। এই সকল স্তম্ভ গাত্রে বারাণ্ডা-সংলগ্ন। এই সকল বারাণ্ডার কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণকৌশলই এই মন্দিরের বিশেষত্বনির্দ্দেশক এবং প্রধান শোভাবর্দ্ধক। বহিঃ-প্রাচীর অতিক্রম করিলে আবার আর একটী প্রাচীর, সেটী উল্লঙ্ঘন করিলে সেইরূপ আর একটী প্রাচীর, এই প্রাচীরত্রয় পরস্পর ক্রমোচ্চ। শেষ অন্তঃপ্রাচীরের উচ্চতা ২০ ফিট্। এই তিন প্রাচীরেই তিনটী প্রবেশদ্বার। রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানের ভারতীয় মন্দির গুলির কারুকার্য্য সুদৃশ্য হইলেও বিশেষ শিল্প-কৌশলপূর্ণ নহে। সেই সকলের চিত্রে বা উদ্ভাবনাকৌশলে সুসঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু নাখনবটের কারুকার্য্যে উদ্ভাবনাকৌশল, চিত্রকৌশল ও শিল্পকৌশল পূর্ণ মাত্রায় বিরা-জিত। এই প্রাচীরগুলি নিরেট অর্থাৎ গবাক্ষাদি শূন্য। ইহা বড় বড় পাথরে গাঁথা। পাথরগুলি খাঁজ কাটিয়া মিলান। এত সুন্দর মিল যে জোড়ের মুখ ধরিতে পারা যায় না। ইহা গাঁথিতে কোনরূপ তাগাড় ব্যবহৃত হয় নাই। অন্য তিনদিকে স্তম্ভের সারি। সমস্ত কার্ণিসই সপ্তশীর্ষ সর্পমূর্ত্তি দিয়া সাজান। দেওয়ালের গাত্রে যেরূপ ভাস্কর-শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখা যায়, সেরূপ আর কোথাও নাই। এমন কি এই মন্দিরের অন্যান্য স্থানের শিল্পচাতুর্য্যও উহার সমকক্ষ হইতে পারে না। ঐ প্রাচীর-গাত্রে রামায়ণ-মহাভারতীয় যুদ্ধাদির ছবি যেন জীবন্ত খোদিত হইয়াছে। আর একস্থানে স্বর্গ নরক ও পৃথিবীর ছবি খোদিত আছে। কূর্ম্মাবতার ও সমুদ্রমন্থনের ছবিও খোদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অসমাপ্ত।

তৎপরে মধ্য খণ্ডে প্রবেশ করিলেই প্রধান মন্দির পাওয়া যায়। ইহা পঞ্চচূড়। প্রধান চূড়া ১৮০ ফিট্ উচ্চ। সদরির জৈন-মন্দিরের সহিত ইহার আকারগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পঞ্চচূড়ার মধ্যে চারিটী প্রাঙ্গণের স্থানে চারিটী জলাশয় আছে। নাগমন্দি-রের ইহাই বিশেষত্ব। এই পুষ্করণী হইতে মধ্যে মধ্যে জল উঠিয়া মন্দিরের নিম্নতল কতটা ভাসাইয়া দিত তাহা বলা যায় না।

ইহার থামগুলির মাথ্লা ও গোড়া দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, সে গুলি রোমক-ডোরিয় শ্রেণীর থামের মত। ভারতের কোথাও এরূপ থাম নাই। কাশ্মীরের নাগ-মন্দির-গুলির থামগুলিও গ্রীক-ডোরিয় শ্রেণীর। নাখন-বটের থামের একটীতেও কাণবিশিষ্ট মাথ্লা বা ভারতীয় ধরণের গোড়ার বেদী নাই। কোনটী ১৬ বা ৩২ পল বিশিষ্ট নহে। এইরূপ এক শ্রেণীর স্তম্ভ এখানে ১৫৩২টী আছে। ইহার গঠনভঙ্গী হইতে অনুমিত হয় যে, তুরাণীয় ভাস্কর দ্বারা ইহার গঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহাদের চেপ্টা নাসিকাদি দেখিয়া তাতারীয় বলিয়াই অনুমিত হয়। মন্দিরের প্রাচীন সর্পদেবতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, পরে ইহা বৌদ্ধদিগের অধিকারে পড়িয়াছে, তবুও ইহার সর্ব্বত্র সর্প-চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

এখানে অশোক সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনা যায়। বুদ্ধঘোষের আগমন সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে একজন চীন-পরিব্রাজক এই মন্দিরের অস্তিত্বের ও সৌন্দর্য্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই নগরের ৭॥ ক্রোশ পূর্ব্বে পতন-তা-ক্রোম (ব্রহ্মপত্তন) নামে এক নগরের ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে ব্রহ্মার মন্দির ছিল। ওঙ্কার নগরে ব্রহ্মপত্তনে ব্রহ্মার মন্দির ছিল, ইহা শুনিলে এখানকার হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীনত্বের কথা বুঝা যায়।

নাখরা (পারসী) কৌতুক, ছলনা, কৌশলে ভুলান।

নাখরাই (পারসী) ছল করিয়া লুকান, ঠাট্টা করা।

নাখান্দা (পারসী) অশিক্ষিত। যে পড়িতে জানে না।

নাখুশ্ (পারসী) অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ, অনাহ্লাদিত।

নাখুশী (পারসী) হতাশ, নিরানন্দতা, অসন্তুষ্টতা।

নাখোদা (পারসী) ১ জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ। ২ ব্যবসায়ী ব্যক্তি, মুসলমান বণিকসম্প্রদায়।

নাগ (ক্লী) নগে পর্ব্বতে ভবঃ অণ্। ১ বঙ্গ। ২ সীসক। পর্য্যায়—নাগ, মহাবল, চীন, পিষ্ট, যোগেষ্ট, সীসক।

"নাগং মহাবলং চীনং পিষ্টং যোগেষ্টসীসকম্।" (বৈদ্যকরত্ন°)

রঙ্গ ও সীসক অর্থে নাগ শব্দের কোন কোন স্থলে পুংলিঙ্গেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তির বিষয় ভাব-প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,—বাসুকি কোন নাগকন্যার অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া কাম মোহিত হন। তাহাতে বাসু-কির শুক্র নির্গত হয়, এই শুক্রই নাগ অর্থাৎ সীসকরূপে পরিণত হয়। ইহা মানবগণের সকল রোগ বিনাশ করিয়া থাকে। পর্য্যায়—সীস, ব্রধ্র, বপ্র, যোগেষ্ট, ভুজঙ্গ ও নাগের। ইহা বঙ্গ সদৃশ গুণদায়ক, বিশেষতঃ প্রমেহ নাশক। ইহা সেবন করিলে শত নাগের তুল্য বল হয়, এইজন্য ইহার নাম 'নাগ' হইয়াছে।

ইহাতে সকল রোগ নাশ, শরীরের উপচয়, অগ্নিদীপ্তি, কাম ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সতত সেবনে অভ্যাস থাকিলে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। রঙ্গ ও সীসক পাকবিহীন অর্থাৎ অশোধিত হইলে তদ্দ্বারা অতি কষ্টতর কুষ্ঠ, গুল্ম, কণ্ডু, প্রমেহ, বায়ুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দররোগ উৎপন্ন হয়।* (ভাবপ্র°)

[সীসক দেখ।]

৩ সর্প। ৪ হস্তী। ৫ মেঘ। ৬ নাগকেশর। ৭ পুন্নাগ। ৮ নাগদন্তিক। ৯ মুস্তক। ১০ দেহস্থিত বায়ুভেদ। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় শরীরের মধ্যে এই ৫টী বায়ু আছে। যে স্থলে নাগ শব্দ সর্প ও হস্তী বাচক হইবে, সেইস্থলে এই শব্দ পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। জাতিবাচকত্ব হেতু স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইবে। (ত্রি) ১১ ক্রূরাচারী। ১২ তিথ্যর্দ্ধরূপ করণভেদ।

'নাগং ন পুংসকে রঙ্গে সীসকে করণান্তরে।
নাগঃ পন্নগমাতঙ্গক্রূরাচারিষু তোয়দে॥
নাগকেশরপুন্নাগনাগদন্তকমুস্তকে।
দেহানিলপ্রভেদেন শ্রেষ্ঠে স্যাদুত্তরে স্থিতঃ॥' (মেদিনী)

নাগদিগের উৎপত্তি-বিবরণ বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রহ্মা প্রথমে যখন জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই সময় প্রথমে কশ্যপের উৎপত্তি হয়। ইহার কদ্রু নামে এক পত্নী ছিল। এই কদ্রুর গর্ভে মহাপরাক্রান্ত পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করে। এই সকল পুত্রের নাম অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক ও অপরাজিত। ইহারাই কশ্যপের প্রধান বংশধর, এই সকল পুত্র নাগ নামে অভিহিত। ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিতে ক্রমে জগৎ নাগপরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল নাগ অতিশয় কুটিল, তীক্ষ্ণকর্ম্মা ও অতিশয় বিষোল্বণ। এই নাগগণ মনুষ্যদিগকে দর্শন করিবামাত্রই তাহারা ভস্ম হইত। ক্রমে নাগদিগের প্রভাবে বিষদ্বারা বহুতর প্রজাহানি হইতে লাগিল। তখন প্রজাসকল ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া কহিল, নাগগণ হইতে আপনার সৃষ্টি প্রতিনিয়ত লোপ হইতেছে, আপনি এই তীক্ষ্ণবিষধর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা নির্ভয় হইয়া অবস্থান কর, যাহাতে তোমাদের এই ভীতি দূর হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি। তখন ব্রহ্মা বাসুকি প্রভৃতি নাগগণকে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে শাপ প্রদান করিলেন। তোমরা যেরূপ প্রতিদিন আমার সৃষ্টি নাশ করিতেছ, সেইরূপ কল্পান্তরে স্বনাশরূপ মাতৃশাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। নাগগণ ব্রহ্মার এই শাপ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইয়া ব্রহ্মার চরণবন্দনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। ব্রহ্মন্! আপনিই আমাদিগকে কুটিল ও বিষোল্বণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আপনি আমাদের পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, আমরা সেই স্থানে সুখে অবস্থান করিব। তখন ব্রহ্মা নাগগণকে পাতাল, বিতল ও সুতল এই তিন লোকে অবস্থানের আদেশ দিলেন, আর বলিলেন, যাহারা কাল প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা সেই সকল মানবকে ভক্ষণ করিতে পার, এবং যাহারা মন্ত্রৌষধ ও গারুড়মণ্ডল প্রভৃতি ধারণাদি করে, তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। নাগগণ এইরূপে ব্রহ্মার শাপ ও প্রসাদ লাভ করিয়া পাতাল আশ্রয় করিয়াছিল। (বরাহপু°)

কদ্রুতনয়গণ মাতার আদেশে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করিতে স্বীকার না করায়, তাহারই শাপে জনমেজয়ের সর্পসত্রে নষ্ট হন। প্রায় নাগগণ নাশ প্রাপ্ত হইলে আস্তীক ইহাদিগের উদ্ধার করেন। [জনমেজয়, আস্তীক ও কদ্রু দেখ।]

এই নাগগণ ভূতলে রামনীয়ক (রমণক) দ্বীপে অবস্থান করিত। গরুড় ইহাদের জন্য অমৃত আহরণ করিয়া স্বীয় মাতা বিনতার দাস্য মোচন করে। ইন্দ্রের শাপে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হয়। এই নাগগণ গরুড়-আহৃত অমৃত কুশার উপর রাখিয়া স্নানপূজাদি করিতে গেলে, ইন্দ্রদেব এই অবসরে তাহা হরণ করেন। নাগগণ স্নান সমাপনান্তে আসিয়া দেখিল অমৃত অপহৃত হইয়াছে, তখন উহারা যে কুশাসনের উপর অমৃত রাখিয়া গিয়াছিল, সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হইল। সেই অবধি সর্পগণ দ্বিজিহ্ব হইয়াছে। (ভারত)

নানা পুরাণে বহুসংখ্যক নাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান নাগের নাম দেওয়া গেল।

যথা—অর্ক্কর, অনিল, অপরাজিত, অশ্বতর, আপূরণ, আপ্ত, আর্য্যক, উগ্রক, উপনন্দ, উবৃত্ত, এলাপত্র, কম্বল, কমবীর, কর্কোটক, কর্কট, কর্কর, কর্দ্দম, কলসপোতক, কল্মষ, কালীয়ক, কুকুন, কুক্কুর, কুঞ্জর, কুটর, কুণ্ডোদর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, কুলক, কুলীর, কুষ্মাণ্ডক, কুহর, কৃশক, কৈলাসক,

---

* 'দৃষ্ট্বা ভোগিসুতাং রম্যাং বাসুকিস্তু মুমোচ যৎ।
বীর্য্যং জাতস্ততো নাগঃ সর্ব্বরোগাপহো নৃণাম্॥
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ॥
পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্।
কণ্ডূং প্রমেহানলসাদশোথভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রযুক্তৌ॥"
(ভাবপ্রকাশ প্রথমভা°)

কোটরক, কৌণপাশন, ক্ষেমক, খগ, জয়, জ্যোতিক, তিত্তিরি, দধিমুখ, দিলীপ, ধারণ, নন্দ, নন্দক, নিষ্ঠানথ, নিষ্ঠরিক, নীল, পদ্ম, পদ্মদ্বয়, পিঙ্গল, পিঙ্গরক, পিঠরক, পিণ্ডারক, পুণ্ডরীক, পুষ্প, পুষ্পাদংষ্ট্র, পূর্ণভদ্র, প্রভাকর, মণি, মণিনাগ, মণিভদ্র, মহাপদ্ম, মহোদর, মাল্যপিণ্ডক, মুথর, মুদ্গারপিণ্ডক, মুহরপর্ণক, মূষিকাদ, বধিরান্ধ, বহুমূলক, বামন, বালিশিখ, বাহুকুণ্ড, বিমলপিণ্ডক, বিরজ, বিরস, বিশ্বক, বিল্বপত্র, বিল্বপাণ্ডর, বিশুণ্ডি, বৃত্ত, শঙ্খ, শঙ্খপালক, শঙ্খপিণ্ড, শঙ্খমুখ, শঙ্খশিরা, শবল, শালিপিণ্ড, শিখী, শিরীষক শ্রীবহ, সম্বর্ত্তক, সম্বৃত্ত, সুমনোমুখ, সুমুখ, সুরস, সুরামুখ, সুবাহু, হরিদ্রক, হলিক, হস্তিপদ, হস্তিপিণ্ড, হস্তিভদ্র, হেমগুহ প্রভৃতি।

বিবিধ পুরাণে এই সকল নাগের বিবরণ ও অন্যান্য অনেক নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাগদিগের মধ্যে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কোটক ও শঙ্খ এই আটটী নাগ অষ্টনাগ নামে অভিহিত, ইহারা নাগদিগের মধ্যে প্রধান। মনসার পূজাকালে এই অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়।

কমল ও অশ্বতর নাগ এই দুইজন সরস্বতীর বরে সপ্তস্বর, রাগ, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি সঙ্গীতাঙ্গ সকল জানিতে পারিয়াছিল। (মার্কণ্ডেয়পু°)

কালিয়বংশজাত নাগ হনন করিলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাতক হয়। যদি কেহ কালিয়পাদপদ্ম-চিহ্নস্থানে দণ্ডাঘাত করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়, তাহার গৃহ হইতে অচিরে লক্ষ্মী পলায়ন করেন।

"মদ্বংশজাতান্ সর্পাংশ্চ হন্তি যো মানবাধমঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবিতা তস্য নিশ্চিতম্॥
মদ্পাদপদ্মচিহ্নে যঃ করোতি দণ্ডতাড়নম্।
দ্বিগুণং ব্রহ্মহত্যায়া ভবিতা তস্য কিল্বিষম্॥
লক্ষ্মীর্যাস্যতি তদ্গেহাৎ শাপং দত্ত্বা সুদারুণং।
বংশায়ুর্যশসাং হানির্ভবিতা তস্য নিশ্চিতম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজ° ১৯ অ°)

বাসুকি প্রভৃতি নাগ মহাদেবের ভূষণ, অর্থাৎ এই সকল নাগগণকে মহাদেব অলঙ্কার স্বরূপ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

"বাসুক্যাদ্যাশ্চ যে সর্পা যথাস্থানঞ্চ তে হরম্।
ভূষয়াঞ্চক্রুরুদ্দামা শিরো বাহ্বাদিষু দ্রুতম্॥"(কালিকাপু°১৮অ°)

নূতন গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইলে নাগশুদ্ধি দেখিতে হয়। নাগশুদ্ধি না দেখিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করিলে নানাবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে। [নাগশুদ্ধি দেখ।] ১৩ দেশভেদ। ১৪ পর্ব্বতবিশেষ। (ভারত)

"শঙ্খকূটোঽথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ।
কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ॥" (বিষ্ণুপু° ২।২।২৮)

১৫ জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ। এই করণ, যাত্রা প্রভৃতি শুভকার্য্যে শুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই করণে জাত বালক কুশীল, বন্ধুগণের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও ভর্গ সদৃশ হইয়া থাকে।

(কোষ্ঠীপ্র°)

১৬ রাজবংশবিশেষ। [নাগবংশ দেখ।]

নাগ, জনৈক বৈয়াকরণ। শ্রীকণ্ঠচরিতে ইহার প্রসঙ্গ আছে।

নাগক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।১৩২৫)

নাগকন্দ (পুং) নাগইব কন্দং মূলং যস্য। হস্তিকন্দ। (রাজনি°)

নাগকন্দ, (নরকন্দ) পঞ্জাবের মধ্যে কুমারসেন রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। হাতু শিখরের উত্তরপশ্চিমমুখে এই পথ ৩১° ১৫ উঃ অক্ষাংশে ও ৭৭° ৩১´ পূঃ দ্রাঘিমায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০১৬ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। সিমলাযাত্রী অনেকেই চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালার সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। এখানে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটী ভাল ডাক-বাঙ্গলা আছে।

নাগকন্যকা (স্ত্রী) নাগানাং কন্যকা ৬তৎ। সর্পদিগের ভগিনী।

নাগকর্ণ (পুং) নাগস্য গজস্য কর্ণং তদাকারঃ পত্রেঽস্য। ১ রক্ত এরণ্ডবৃক্ষ, লাল ভেরাণ্ডা। ২ হস্তিকর্ণ পলাশবৃক্ষ।

নাগকিঞ্জল্ক (ক্লী) নাগস্যেব কিঞ্জল্কো যস্য। নাগকেশর পুষ্প।

নাগকুমারিকা (স্ত্রী) নাগস্য কুমারীক-কন্-টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। ১ গুড়ূচী, চলিত গুলঞ্চ। ২ মঞ্জিষ্ঠা।

নাগকেশর (পুং) নাগস্যেব কেশরো যস্য। নাগেশ্বর, পর্য্যায়—চাম্পেয়, কেশর, কাঞ্চনাহ্বয়, কেসর, নাগকেসর, কিঞ্জল্ক, নাগকিঞ্জল্ক, নাগীয়, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঞ্জল্ক, রুক্ম, হেম, পিঞ্জর, ফণিকেসর, পন্নগকেসর। ইহার পুষ্পের গুণ—অল্প উষ্ণ, লঘু, তিক্ত, কফ, বস্তি, বাত আময়, কণ্ঠ ও শীর্ষরোগনাশক। (রাজনি°) যখন এই সকল শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়, তখন নাগকেসর পুষ্প বুঝাইবে।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে ইহার সাধারণ নাম মেসুয়া (Mesua)। ইহার কাষ্ঠ অতি কঠিন, রক্তাভ ও গুরু। ভারতবর্ষে ইহাই লৌহকাষ্ঠ (Iron-wood) বলিয়া কথিত। সিংহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের জন্য ইহার কাষ্ঠ বহুল ব্যবহৃত হয়। কাঠুরিয়াগণ এই গাছ কাটিতে বড় সম্মত হয় না, কারণ ইহা কাটিতে তাহাদের কুঠারের ধার এক বারে ভাঙ্গিয়া যায় এবং যথেষ্ট বলের প্রয়োজন হয়। ইহার বিভিন্ন নাম নাগকেশর, না-খাস (হিন্দী ও পারসী), নাগেশ্বর, নাগকেসর ও নাগচাঁপা (বাঙ্গলা ও উড়িয়া), নাহোর (আসাম),

নাগচম্পা, মোরলা চম্পা (বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র), নাঙ্গালমাল্য, নাঙ্গাল, শিরুনাগপু, নাগশাপ্পু (তামিল) ; নাগকেশরম্, গজপুষ্পম্ (তেলগু), নাগসম্পিজ (কনাড়ী), কেন্দ্রচম্পগ, বেলুও চম্পকম্ (মলয়), কেইঙ্গো (মগ), কেস্থ (ব্রহ্ম), না-দেয়নো, না-গাহা (সিংহল)।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রানুসারে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরিয়া ইহার কয়টী ভেদ আছে,—১ Mesua ferrea (সাধারণ নাগেশ্বর) ২ M. speciosa (নেপাল ও সিংহলে জন্মে), ৩ M. coromondeliana (দাক্ষিণাত্যে জন্মে, ইহার পত্র পুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়), ৪ M. Roxburghii (প্রকৃত Ironwood), ৫ M. Salicina, ৬ M. Walkeriana. ৭ M. Pulchella. ৮ M. Sclerophylla. ও ৯ M. Nagana ইহার অনেকগুলি নামই আবার পর্য্যায় নামরূপে ব্যবহৃত।

ইহা চিরহরিৎ বৃক্ষ। অধিকাংশ পার্ব্বত্য প্রদেশেই জন্মে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার পর্ব্বতে, হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে, আসাম, ব্রহ্ম, দাক্ষিণাত্য, সিংহল ও আন্দামান দ্বীপে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল ফোটে। ইহার গন্ধ অতি সুন্দর। প্রতি ফলে ২।৩টী বীজ থাকে, ফল পাকিলে ফাটিয়া বীজ পড়িয়া যায়। বীজ হইতে তৈল হয়, উহা চর্ম্মপীড়ায় উপকারী। শুষ্ক ফুলে ছর্দ্দি ও কাশির উপকার হয়। কাঁচা ফল হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত আঠা নির্গত হয়।

রং—নাগকেশর ফুল হইতে ভারতবর্ষে একপ্রকার রং হয়। উহাতে রেশম রং করে।

তৈল—সিংহলে ইহার বীজ হইতে এক প্রকার ঘন তৈল বাহির করে। এই তৈলে তথায় দীপ জ্বালা হয় এবং ইহা ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। উত্তর কানাড়ায় বাতরোগে ঐ তৈল মর্দ্দন করে। তৈল গাঢ় পীতবর্ণ। কানাড়ায় ইহার দর প্রতি মণ ৪৲ টাকা।

ঔষধ—কবিরাজেরা অনেক ঔষধে এই ফুল ব্যবহার করেন। অনেকস্থলে ঔষধ সুগন্ধ করিবার জন্যই দেওয়া হয়। ইহা সঙ্কোচক। পাকাশয়ঘটিত রোগে ব্যবহৃত হয়। পিপাসা ও অধিক ঘর্ম্মেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মাখন ও চিনির সহিত এই ফুল বাটিয়া রক্তস্রাবী অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে বা হাতপায়ের জ্বালায় হাতে পায়ে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। সর্পবিষে ইহার ফুল ও পাতার রসে উপকার দর্শে।

আঠা—ইহার কাঁচা কচি ফল হইতে তৈলাক্ত আঠা অধিক পাওয়া যায়। এই আঠা তার্পিণ তৈলের সহিত মিলাইয়া একপ্রকার বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। শিকড় ও ছাল হইতে ঐরূপ আঠা পাওয়া যায়। ইহা কাঁচা জলে মিশে না, সিদ্ধ করিলে মিশিয়া যায়। বেনজোল নামক পরিশ্রুত সুরায় গলিয়া যায়।

দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও উত্তর বাঙ্গালায় ইহার ফলের খোলার তৈল পচা ঘায়ে বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খোস, পাঁচড়া ও চর্ম্মরোগে ইহা মর্দ্দন করিলে বিশেষ ফল হয়। বীজের তৈল বাতরোগে মর্দ্দন করা যায়। ইহার ছাল ও শিকড়ের ক্বাথ, দীর্ঘকালের রোগীর রোগ সারিয়া গেলেও যে দৌর্ব্বল্য থাকে, সেই দৌর্ব্বল্যে প্রদত্ত হয়। এই ক্বাথ তিক্তাস্বাদ। ইহার ফল অনেকে খায়।

ইহার মধ্যস্থ সারকাঠ রীতিমত সিদ্ধ করিয়া লইলে ইহাতে উই লাগে না, এবং কেবল হাত দিয়া ঘসিলেই উত্তম পালিস হয়।

ইহার গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। শাদা শাদা বড় বড় ফুল ধরিলে আরও শোভা হয়। ঘন পাতা হয় বলিয়া ইহার গাছে খুব ছায়া হয়। বাগানে ও বাড়ীর নিকটে এই জন্য অনেকে ইহা আগ্রহ করিয়া লাগায়। আসামী স্ত্রীলোকে ইহার পুষ্পগুচ্ছ ও কচিপাতা খোঁপায় পরিধান করে। আসামের সীমান্তবর্ত্তী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই ফুলের গুচ্ছ কাণের ছিদ্রে ধারণ করে।

ইহার সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধের জন্য সংস্কৃত কবিরা কামদেবের পঞ্চশরের মধ্যে ইহাকেও একটী শর বলিয়া গণ্য করেন।

নাগকোবিল, তামিল প্রদেশের নাগপূজাবিশেষ। মন্থরার নিকটবর্ত্তী বেগৈ নদীতীরে সর্পমন্দিরে এই উৎসবে কিছু ধূম হয় ও বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। [নাগপূজা দেখ।]

নাগক্ষত্রিয়, [নাগবংশ দেখ।]

নাগক্ষেত্র, [নাগাহ্বয় দেখ।]

নাগগন্ধা (স্ত্রী) নাগস্য গন্ধইব গন্ধো যস্যাঃ। নাকুলীকন্দ, চলিত নাই।

নাগগর্ভ (ক্লী) নাগঃ সীসকং গর্ভ উৎপত্তিকারণং যস্য। সিন্দূর। (রাজনি°)

নাগচন্দ্র, জনৈক কনাড়ী জৈনগ্রন্থকার। ইহার প্রণীত ১০২ কাণ্ড পরিমিত জিনস্তোত্র বিখ্যাত।

নাগচূড় (পুং) নাগঃ সর্পঃ চূড়ায়াং যস্য। শিব, মহাদেব।

নাগচ্ছত্রা (স্ত্রী) নাগস্য ফণেব ছত্রং ছাদনং পত্রে যস্যাঃ। নাগদন্তী। (রাজনি°)

নাগজ (ক্লী) নাগাৎ সীসকাৎ জায়তে জন-ড। ১ সিন্দূর। ২ রঙ্গ। (ত্রি) ৩ নাগজাত মাত্র, সর্পগজ মাত্র।

নাগজম্বু (স্ত্রী) ভূমিজম্বু, ভূঁইজাম।

নাগজিহ্বা (স্ত্রী) নাগস্য সর্পস্য জিহ্বেব। ১ শারিবা, চলিত অনন্তমূল। ২ স্বর্ণক্ষীরা। [শারিবা দেখ।]

নাগজিহ্বিকা (স্ত্রী) নাগস্য জিহ্বেব রক্ততা যস্যা, কপ্, টাপি অত ইত্বং। মনঃশিলা (Red arsenic)।

"মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥" (ভাবপ্র°)

নাগজীবন (ক্লী) নাগঃ সীসকং জীবনং যস্ত। রঙ্গ, রাং। (হেম)

নাগঝারি, উজ্জয়নীর পঞ্চক্রোশের মধ্যে এক ক্ষুদ্র নদী।

নাগতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

নাগতুরু, মান্দ্রাজের কর্ণুল জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। চলিত কথায় ইহাকে 'নাগতুর' বলে। এখানে অতি প্রাচীন চারিটী মন্দির আছে।

নাগত্তর, গঙ্গবংশীয় এড়েম্পরস বা এড়েম্প নামক সম্রাটের একজন সেনাপতি। বীরমহেন্দ্র নামক জনৈক রাজার সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার সেনাপতি অয্যপদেবের সহিত নাগত্তর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে অয্যপদেব বিনষ্ট হন। সম্রাট্ এই কার্য্যে প্রীত হইয়া ইহাকে নাগত্তর ভট্ট উপাধি ও বেমপুর প্রভৃতি দ্বাদশখানি গ্রাম প্রদান করেন। এই দ্বাদশ খানি গ্রামই এখনকার কলনাড় জেলার প্রধানাংশ।

নাগদ, অণহিলবাড়ের রাণা বিশালদেবের জনৈক মন্ত্রী, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

নাগদত্ত, গুপ্তবংশীয় মহারাজ-সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক জনৈক রাজা। ইনি আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে রাজত্ব করিতেন ও সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

নাগদত্ত, রাষ্ট্রকূটরাজবংশের একশাখা পুন্নাট বা পুন্নাড়ু নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। কাশ্যপরাষ্ট্রবর্ম্মা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নাগদত্ত ইহারই পুত্র। [পুন্নাড়ু দেখ।]

নাগদন্ত (পুং) নাগস্য গজস্য দন্তঃ। ১ হস্তিদন্ত। নাগদন্তঃ সাধনত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। ২ গৃহান্তর্গত দারু, দাড়িয়া বা দাণ্ডা।

নাগদন্তক (পুং) নাগদন্ত স্বার্থে কন্। ১ হস্তিদন্ত। নাগদন্তেন কায়তীতি কৈ-ক। ২ ভিত্তিদারুদ্বয়, নির্য্যূহ।

নাগদন্তিকা (স্ত্রী) নাগস্য সর্পস্য দন্তইব পীড়াদায়কং পত্রং যস্যাঃ, কাপি অত ইত্বম্। বৃশ্চিকালী, চলিত বিছুটী। (Tragia Involucrata.) [বিছুটী দেখ।]

নাগদন্তী (স্ত্রী) নাগস্য গজস্য দন্তইব ফলাস্যাকারে যস্যাঃ, ঙীষ্। ১ কুম্ভাখ্য ওষধি। ২ শ্রীহস্তিনী, চলিত হাতিশুঁড়া, পর্য্যায়—বিশল্যা, পর্ব্বপুষ্পী, বিষৌষধি, শুক্লপুষ্পা, ইভদন্তাহ্বা, কাণ্ডেরী, কামদূতিকা, শ্বেতপুষ্পা, মধুপুষ্পা, বিশোধিনী, নাগস্ফোতা, বিশালাক্ষী, নাগচ্ছত্রা, বিচক্ষণা, সর্পপুষ্পী, শুক্লপুষ্পী, স্বাদুকা, শতদন্তিকা, সিতপুষ্পী, সর্পদণ্ডী, নাগিনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রক্ত, বাত, কফ, গুল্ম, শূল, উদররোগ ও কণ্ঠদোষনাশক। (রাজনি°)

নাগদমনী (স্ত্রী) নাগো দম্যতেহনয়া দম-ল্যুট্-ঙীপ্। ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পশ্চিমদেশে নাগদৌনী, বঙ্গে বলা। সংস্কৃত পর্য্যায়—জম্বূ, জাম্ববতী, বলা, নাগাহ্বা, দমনী, নাগগন্ধা, বৃদ্ধা, রক্তপুষ্পা, জাম্বরী, মোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা, মহাযোগেশ্বরী, মলঘ্নী, দুঃসহা, দুর্দ্ধর্ষা। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, হালকা, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ব্রণ ও সর্ব্বগ্রহদোষ প্রভৃতি নাশক এবং সর্ব্বত্র জয়, ধন ও সুমতিপ্রদায়ক। (ভাবপ্র° রাজনি°)

নাগদলা, ব্রহ্ম, বঙ্গ, সিংহল ও মলবার-দেশীয় বৃক্ষ বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পোশুর বা পুশুর বলে। পশুকাঠ নামে ইহার কাষ্ঠবিক্রীত হয়। ইহার কাষ্ঠ অতি কঠিন। ব্রহ্মদেশে ইহার শাখায় ও গুঁড়িতে ঘরের খুঁটি, যন্ত্রাদির বাঁট, হাতল, গাড়ীর চাকার পাখি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সুন্দরবনে এই গাছ বিস্তর জন্মে। ইহাতে নৌকা প্রস্তুত হয়। শালকাষ্ঠ অপেক্ষা জলে ইহা অনেক দিন থাকে, শীঘ্র পচে না। ইহার কাষ্ঠ শাদা, তবে বাতাস লাগিয়া নীলাভ রক্তবর্ণ হইয়া যায়। ইহার বীজের তৈলে স্থানীয় লোকেরা দীপ জ্বালে এবং মাথায় মাখে। গ্রীষ্মদেশে তরল থাকে। ইহার ছালের রস অতি তিক্ত, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্কোচক। মলয়দেশে ওলাউঠা, পাকাশয়ঘটিত বেদনা, ও উদরাময়াদিতে সঙ্কোচরূপে ব্যবহার করে।

নাগদলোপম (ক্লী) নাগদলস্য তাম্বূল্যা উপমা যত্র। পরুষফল। পশ্চিমদেশে ফালসা, বঙ্গে ফলসা কহে। পর্য্যায়—অল্পাস্থি, পরুষক, মৃদুফল, পরাপর, পরুষ, নীলচর্ম্ম, গিরিপিলু, পারাবত, নীলমণ্ডল। ইহার অপকগুণ উষ্ণ, অম্ল, পিত্তকর ও লঘু। পকগুণ—মধুর, পাকে শীতল, বিষ্টম্ভী, ধাতুবর্দ্ধক, হৃদয়ের হিতকারক, পিপাসা, পিত্ত, দাহ, রক্ত, জ্বরক্ষয়, ক্ষত, বিসর্প ও বাতনাশক। (ভাবপ্র°)

নাগদানা (পারসী) বৃক্ষবিশেষ। (Artemisia vulgaris) [নাগদোলা দেখ।]

নাগদাস, দীপবংশধৃত জনৈক রাজা। ইহার রাজত্বের দশমবর্ষ অতীত হইলে অর্থাৎ বুদ্ধনির্ব্বাণের ৫৮ বৎসর পরে স্থবির শোণক উপসম্পদা লাভ করেন।

নাগদেব, ১ অণহল্‌বাড়ের চালুক্যরাজবংশের আদিপুরুষ মূলরাজের এক পৌত্র। ইনি ১০১০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ২ জনৈক শাস্ত্রগ্রন্থকার, ইহার প্রণীত আচারদীপিকা ও নির্ণয়তত্ত্ব নামক দুইখানি গ্রন্থ আছে। ৩ চিত্ত-সন্তোষত্রিংশিৎকপ্রণেতা। ৪ ত্রিবিক্রমভট্টপ্রণীত দময়ন্তীকথা নামক চম্পূকাব্যের টীকাকার। ৫ জনৈক জ্যোতিষিক গ্রন্থকার, ইহার প্রণীত "প্রথিততিথিনির্ণয়," "মুহূর্ত্ত-দীপক," "মুহূর্ত্ত-সিদ্ধি,"

"রত্নদীপক," "সংক্রান্তি-ফল" ও "হোরাপ্রদীপ" নামক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ৬ ওরঙ্গল নামক স্থানের গণপতি-বংশীয় শেষ রাজা। ইহার নামান্তর বিনায়ক। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে বাহ্মণী-রাজের সহিত নাগদেবের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইনি বিনষ্ট হন।

নাগদেব ভট্ট, ১ আচারদীপ নামক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা। আচার-দীপ ও নির্ণয়-তত্ত্বকারপ্রণীত আচারদীপিকা, এক গ্রন্থ কিনা তাহা জানা যায় নাই।

নাগদোনা, নাগদমনী, একপ্রকার কণ্টকীবৃক্ষ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ শাস্ত্রমতে Artemisia Vulgaris. ইহার স্থানভেদে নাম যথা,—নাগদোনা (বাঙ্গালা), নাগদোনা, মাজতরি, মাগুরু (হিন্দী), ততৌর, বাজ্রিয়, তর্থা (পঞ্জাবী), বুই মাদরাণ, অফসুনন্তিন্ (পঞ্জাবী বাজারে এই নামে ইহার ক্রয় বিক্রয় হয়), তিতা পাত (নেপাল), নাগদমনী, গ্রন্থী-পর্ণী (সংস্কৃত)। মান্দ্রাজে নাগদোনা বা নাগদমনী এবং গ্রন্থীপর্ণীতে প্রভেদ আছে। সেখানে নাগদোনাকে মারি-কুরন্দু (তামিল), দবনাম্ (তেলগু ও কর্ণাটী) বলে। ইহাকেই আরবী ও পারসীতে মার্জানজোস বলে। এতদ্ভিন্ন যাহা গ্রন্থীপর্ণী তাহাকে তামিল, তেলুগু ও কর্ণাটী প্রভৃতি মান্দ্রাজী ভাষায় মচি-পত্তরি, আরবী ও পারসীতে অফসুন্তাইন্-হিন্দী নামে কথিত হয়। ইংরাজীতে চলিত কথায় ইহাকে Wormwood বলে। পশ্চিম হিমালয়, খসিয়া পাহাড়, মণিপুর ও উত্তর ব্রহ্মের পর্ব্বতে ইহা বিস্তর জন্মে। ইহা অত্যন্ত বিস্তারশীল গুল্ম। কাটিয়া ফেলিলেও অতি অল্পদিনেই ইহার ঝোপ আবার পূর্ব্ববৎ বাড়িয়া উঠে। সমোষ্ণমণ্ডলে, য়ুরোপ, এসিয়া, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও ইহা জন্মে।

ইহার গাছ লম্বা হয়। গাছের সর্ব্বত্রই কাঁটা হয়। গুঁড়ির গায়েও পাতা জন্মে। পাতা একটু বড় বড় এবং তিক্তাস্বাদ।

নাগদোনার ভেষজ-গুণ আছে। উদরাময় রোগে ও পুষ্টির নিমিত্ত ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা জ্বরঘ্ন। কচি ডাল ও পাতা দুর্ব্বলতাসংযুক্ত শ্বাসপীড়ায় ব্যবহৃত হয়। অবিরাম জ্বরে সিঙ্কোনার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ নাগদোনা প্রয়োগ করেন। শিশুরোগেই ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায়। নাগদোনার ও গুয়েবাবলার শিকড় বালক বালিকার অঙ্গে রাখিলে, তাহাদের প্রতি অপদেবতার দৃষ্টি পড়েনা বলিয়া এদেশীয় স্ত্রীলোকের দৃঢ় ধারণা। বৈদ্যক ঔষধে ইহা পুরাতন ক্ষতাদিতে এবং চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

নাগদোনার গাছ পোড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায়, তাহা সুন্দর সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

নাগদোনার পাতায় কাপড়ের ও পুস্তকাদির পোকা মরিয়া যায় বলিয়া, অনেকে কাপড়াদির সহিত ইহা রাখিয়া দেয়।

বাইবেলে নাগদোনা দুর্দ্দশার চিহ্ন বলিয়া বহুস্থলে উল্লিখিত আছে। নাগদোনার একটু সুগন্ধ আছে।

নাগদ্রহা, উজ্জয়নীর অন্তর্গত নাগঝারি নদীর নামান্তর।

নাগদ্রুম (পুং) মনসাগাছ, সিজগাছ। (Euphorbia) [মনসা দেখ।]

নাগদ্বীপ, বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন নয়টী ভাগের একভাগের নাম। সিংহলদ্বীপের এক অংশ।

"পার্শ্বে শশস্য দ্বে বর্ষে উক্তে যে দক্ষিণোত্তরে।
কর্ণৌ তু নাগদ্বীপশ্চ কশ্যপদ্বীপ এব চ॥" (ভারত ভী° ৩ অ°)

নাগধ্বনি, মিশ্ররাগিণীবিশেষ। মল্লার ও কেদারা বা সুহা কিংবা কানড়া ও সারঙ্গযোগে উৎপন্ন। স্বরগ্রাম—

"নি সা ঋ গ ম প ০ ঃ ঃ।" (ধ্বনিমঞ্জরী সঙ্গীতর°)

মতান্তরে ইহা টঙ্কাস্বয়সম্ভব, রি-প বর্জ্জিত। ইহার গ্রহাংশন্যাস ষড়্‌জ এবং দিবাভাগে বীররসে গেয়। স্বরগ্রাম—

"স ০ গ ম ০ ধ নি সা ঃ ঃ।"

ইহার মূর্ত্তি—

"নাগধ্বনিসমাযুক্তো জেতা হিঙ্গুলসন্নিভঃ।
সিতবাসাঃ সুখকরো যুবা গজকুলোদ্ভবঃ॥" (সঙ্গীতসারস°)

নাগধ্বনিকানাড়া, মিশ্ররাগবিশেষ। ইহা অষ্টাদশ কানড়ার একটী। সুতরাং কানড়ার সময় অর্থাৎ রাত্রি ১১ দণ্ড হইতে ১৫ মধ্যে গেয়। ইহা কানড়া ও সারঙ্গযোগে উৎপন্ন।

স্বরগ্রাম—নি সা ঋ গ ম প ০। (সঙ্গীতর°)

নাগনক্ষত্র (ক্লী) নাগাধিষ্ঠিতং নক্ষত্রম্। অশ্লেষানক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিপতি নাগ।

নাগনদী, বিহারপ্রদেশের দক্ষিণে রামটেকের নিকটবর্ত্তী বন্ধমধ্যগা নদী বিশেষ। ইহার তীরে কৌ-গ্রাম। তথায় কীর্ত্তি নামে রাজা ছিলেন, তাঁহাকে ভীম জয় করেন। (দিগ্বিজয়-প্রকাশে চেদিদেশবর্ণন অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোক।)

নাগনল, কৃষ্ণাজেলার বাপত্‌লা তালুকের অন্তর্গত একখানি গ্রাম। এখানে ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দুইটী মন্দির আছে, তাহাতে অপরিষ্কার খোদিতলিপি আছে।

নাগনাথ (পুং) নাগানাং নাথঃ ৬তৎ। নাগদিগের অধিপতি।

নাগনামন্ (পুং) নাগান্ নাময়তি নামি-কালন্। তুলসী। (নৈঘণ্টুপ্রকাশ)

নাগনায়ক (পুং) নাগানাং নায়কঃ ৬তৎ। নাগদিগের নায়ক, প্রধান নাগ।

'অনন্তো বাসুকি পদ্মো মহাপদ্মোঽপি তক্ষকঃ।
কর্কোটঃ কুলিকঃ শঙ্খ ইত্যষ্টৌ নাগনায়কাঃ॥' (ত্রিকাণ্ড)

অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কর্কোট, কুলিক ও শঙ্খ এই ৮টী অষ্টনাগ নামে অভিহিত। ইহারাই নাগদিগের নায়ক অর্থাৎ প্রধান। এই অষ্টনাগেরই পূজা করিতে হয়।

নাগনাথ, ১ গণিততত্ত্বচিন্তামণিপ্রণেতা লক্ষ্মীদাসের প্রতিপালক। ২ পর্ব্বপ্রদীপ নামক জ্যোতিষগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ মাধবকরের নিদানের "নিদানপ্রদীপ" নামক টীকাকার। ইনি কৃষ্ণ-পণ্ডিতের পুত্র ও যোগচন্দ্রিকাপ্রণেতা লক্ষ্মণের গুরু।

নাগনায়ক, পুণা প্রদেশ যখন দেবগিরি-যাদবগণের অধীনে ছিল তখন মরাঠী বা কোলি জাতীয় সর্দ্দারেরা এ দেশের অনেক স্থলে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে সিংহগড় নামক স্থানে নাগনায়ক নামে একজন প্রবল প্রতাপ কোলিসর্দ্দার ছিল।

নাগনাসা (স্ত্রী) হস্তিশুণ্ড, হাতিশুঁড়া।

নাগনির্য্যূহ (পুং) নাগইব নির্য্যূহঃ। নাগদন্ত।

নাগমুর, বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলায় বঙ্কাপুরের নিকটবর্ত্তী একটী হ্রদ। ইহাতে একটী বাঁধ আছে। উহা ৩৪০০ ফিট্ লম্বা। জলের চারিদিকে পাথরের পোক্ত প্রাচীরে সুরক্ষিত। এই বাধের উপরে ২৪ ফিট চওড়া রাস্তা। হ্রদটী বড় গভীর নহে। বর্ষার পর ছমাস জল থাকে, তাহার পর শুকাইয়া যায়। এই হ্রদ ঠিক হ্রদ নহে, বাঙ্গালাদেশীয় বড় বিলের ন্যায়।

নাগপঞ্চমী (স্ত্রী) নাগপ্রিয়া পঞ্চমী, বা নাগপূজাঙ্গং পঞ্চমী। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী। এই পঞ্চমীতিথিতে মনসা ও নাগপূজা করিতে হয়, এই জন্য এই পঞ্চমীর নাম নাগপঞ্চমী।

"সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্॥
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥" (তিথিতত্ত্ব)

বিষ্ণুর শয়নে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে সিজবৃক্ষ স্থাপন করিয়া মনসা ও নাগপূজা করিতে হয়। মনসাদেবীকে পূজা ও নমস্কার করিলে সর্পভয় থাকে না। এই পূজাতে ঘৃত ও দুগ্ধ নৈবেদ্য দিতে হয়।

"দেবীং সম্পূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্ মহোরগান্॥
ক্ষীরং সর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্॥" (তিথিত°)

এই দিনে নিজ গৃহে নিম্বপত্র স্থাপন করিবে এবং ব্রাহ্মণ ও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিবে।

"পিচুমর্দ্দস্য পত্রাণি স্থাপয়েত্তবনোদরে।
স্বয়ঞ্চাপি তদশ্নীয়াৎ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভোজয়েৎ॥" (তিথিত°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, পঞ্চমী তিথিতে নাগগণ ব্রহ্মার শাপ ও প্রসাদ লাভ করে, এই জন্য পঞ্চমী তিথি ইহাদের অতিশয় প্রিয়। এই তিথিতে দুগ্ধদ্বারা নাগদিগকে স্নান করাইলে আর সর্পভয় থাকে না। নাগপঞ্চমীদিনে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কোট ও শঙ্খ এই অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়, এই অষ্টনাগ ভিন্ন আরও কতকগুলি নাগের নামোল্লেখ তিথিতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

শেষ, পদ্ম, মহাপদ্ম, কুলিক, শঙ্খপালক, বাসুকি, তক্ষক, কালিয়, মণিভদ্রক, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়। (গরুড়পুরাণে) অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কম্বল, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক, কালিয়, তক্ষক, পিঙ্গল ও মণিভদ্রক এই সকল নাগপূজা করিলে দষ্টমুক্ত অর্থাৎ প্রথমে দংশিত পরে মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ হয়।

"শেষঃ পদ্মো মহাপদ্মঃ কুলিকঃ শঙ্খপালকঃ।
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কালিয়ো মণিভদ্রকঃ॥
ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ।
গরুড়েঽপি—
অনন্তং বাসুকিং শঙ্খং পদ্মং কম্বলমেবচ।
তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ শঙ্খকম্॥
কালিয়ং তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মণিভদ্রকম্।
যজেত্তানসিতান্নাগান্ দষ্টমুক্তোদিবং ব্রজেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ব্রত আচরিত হয়। স্ত্রীলোকেই এই ব্রত করিয়া থাকে। অন্যান্য স্ত্রী-ব্রতের ন্যায় নাগপঞ্চমী ব্রতেরও স্ত্রী-সুলভ ব্রত কথা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বাঙ্গালী স্ত্রীরা যেরূপ কথা কহিয়া থাকে, বোম্বাইয়ের প্রভু-কায়স্থ রমণীরা নাগপঞ্চমীর ব্রতকথা প্রায় ঠিক সেইরূপই বলে। এ স্থলে প্রভুকায়স্থরমণীগণের কথিত উপাখ্যানটী সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল;—

ব্রতের দিন প্রভুরমণীরা একখানি কাষ্ঠের চৌকিতে চন্দন বা সিন্দূর দিয়া ৯টী সর্প-চিত্র অঙ্কিত করে। ইহার মধ্যে দুইটী বড়, আর সাতটী ছোট। ইহাদের পাদমূলে আর একটী লাঙ্গুলহীন ক্ষুদ্র সর্প আঁকে। তাহার নিকটেই দীপহস্তা এক স্ত্রীমূর্ত্তিও আঁকে। তাহার পার্শ্বে একখানি প্রস্তরখণ্ড এবং একটী সর্প-বিবরও আঁকা হয়। বিবাহিতা রমণীরা প্রত্যেকে একে একে এই সর্প-চিত্রাবলীর উপর ভাজা শস্য, কলাই, কলার টুকরা, ফুটির টুকরা ও নারিকেলের টুকরা প্রদান করে। পাতার ঠোঙায় করিয়া দুধ দেয়। তাহার পর ফুল চন্দন সিন্দূর দিয়া পূজা করে। পূজার পর সকলে মিলিয়া সর্পের নিকট পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও সর্প কর্ত্তৃক অনিষ্ট না হয় এবং বাড়ীতে সর্প-ভয় না থাকে এই বর প্রার্থনা করে। তাহার

পর গৃহিণী, কন্যা বধূ প্রভৃতিকে একত্র করিয়া ব্রতের কথা কহিতে বসেন। কথা এইরূপ,—

এক মণ্ডলের সাতটী পুত্রবধূ ছিল। ছোট বউটীর বাপ মা ছিল না, সুতরাং বাড়ীর সমস্ত কাজ কর্ম্ম সকলে তাহাকে দিয়াই করাইত এবং পাঁচ জনের আহারাবশিষ্ট অন্নাদি খাইতে দিত। এক দিন পুকুরঘাটে সাতটী বউ স্নান করিতে গেল। বড় ছয়টী বউ পিতৃমাতৃহীনা সপ্তমা বধূকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, আমাদের বাপ ভাই আছে, তাহারা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

ছোট বউটী এই সকল শুনিয়া মুখ ম্লান করিয়া রহিল। যেখানে তাহারা এই সকল কথা কহিতে ছিল, তাহার নিকটেই এক সর্পবিবর ছিল। এই বিবরবাসী সর্প ও সর্পী তখন বিবর-মুখে থাকিয়া উহাদের সমস্ত কথা শুনিল। সর্পী তখন গর্ভিণী। সর্প বলিল, তোমার এই অবস্থায় সেবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক, এই পিতৃমাতৃহীনা মনুষ্যকন্যাকে আমি লইয়া আসি। আমি ইহার ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব এবং তোমার প্রসবকাল পর্য্যন্ত এখানে রাখিয়া পরে পাঠাইয়া দিব। সর্পী সম্মতা হইলে এক দিন অপরাহ্ণে ঐ ছোট বউটী গোরু চরাইতে আসিলে সর্প এক দিব্য যুবক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, ভগ্নি! আমি তোমার ভাই, দূরদেশে ছিলাম, সুতরাং এত দিন তোমার তত্ত্ব লইতে পারি নাই। তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন আমি বিদেশে গিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি আমায় কখন দেখ নাই। যাহা হউক এক দিন আমি তোমার শ্বশুর বাড়ী গিয়া তোমায় লইয়া আসিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও। একদিন বাড়ীর সকলের খাওয়া হইয়া গেলে পাত্রাবশিষ্ট অন্নাদি উঠাইয়া রাখিয়া ছোট বউ বাসন মাজিতে ও স্নান করিতে গেল। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত সর্পী আসিয়া সেই অন্নাদি আহার করিয়া ফেলে। ছোট বউ স্নান করিয়া আসিয়া দেখে, তাহার আহার্য্য উচ্ছিষ্ট অন্ন কয়টীও কে খাইয়া গিয়াছে, তখন সে ভোক্তাকে গালি না দিয়া বলিল, আহা কাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল, কে খাইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষুধা শীতল হউক। সর্পী এইরূপ সহৃদয়তার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া সেইদিনই বউটীকে আনিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিল। সর্প পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া মণ্ডলের বাড়ী গেল এবং আপনাকে মণ্ডলের কনিষ্ঠা বধূর ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল। মণ্ডল অসম্মত হইল না। ছোট বধূ এই নূতন ভ্রাতার সহিত অসন্দিগ্ধ মনে চলিয়া গেল। পথে সর্প বধূটীকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিল এবং বলিল, গর্ত্তপ্রবেশের সময় সে সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিবে এবং বউটী তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া থাকিলে অনায়াসে সর্পবিবরে প্রবেশ করিতে পারিবে। ক্রমে তাহাই হইল। বউটী বিবরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুবর্ণময় প্রাসাদে রত্নখচিত দোলায় গর্ভিণী সর্পী শুইয়া আছে। বউটী আসিবামাত্রই সর্পীর সাতটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বউটী একটী দীপ হস্তে যেমন সেগুলিকে দেখিতে গেল, অমনি একটী সদ্যজাত সর্প শিশু লাফাইয়া তাহার গাত্রে উঠিল। বউটী ভয়ে চমকাইয়া উঠিল, হস্তের দীপ পড়িয়া গেল এবং তাহার আঘাতে একটী শিশুর লাঙ্গুল কাটিয়া গেল। ক্রমে এই শিশুগুলি বড় হইলে পূর্ণ দেহ ছয়টী সর্প লাঙ্গুলহীন সর্পটীকে উপহাস করিতে লাগিল। সে তখন জাতক্রোধ হইয়া সেই বধূটীকে দংশন করিবে বলিয়া স্থির করিল এবং একদিন সেই উদ্দেশে মণ্ডলের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে দিন নাগপঞ্চমী। যখন নিজ গৃহে বসিয়া ছোট বউ নাগপঞ্চমীর ব্রত করিয়া সর্পগণের উদ্দেশে দুধ কলা উৎসর্গ করিতেছে, এমন সময় জাতক্রোধ সর্পশিশু তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু মানবীকে সর্পপূজা করিতে দেখিয়া তাহার ক্রোধ দূর হইল, তৎপরে তাহার প্রদত্ত আহার্য্য আহার করিয়া চলিয়া গেল। সে পিতামাতাকে সমস্ত বিবরণ বলিল। সর্পসর্পী শুনিয়া পরমোল্লাসিত হইয়া বধূকে বিস্তর ধন রত্ন দান করিল এবং বহু পুত্রবতী হইবার বর দিল।

এই পুণ্যকথা শুনিয়া প্রভুরমণীরা সকলে তণ্ডুলের লড্ডুক ভোজন করে। পুণা প্রভৃতি স্থানে ঐ দিন সর্পনর্ত্তকেরা গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়া আপনাদিগের সর্পের পূজা করায়। গৃহস্থকামিনীরাও এই সকল জীবিত সর্পকে দুধ, কলা, ভাজা শস্য কলাই ইত্যাদি খাইতে দেয় ও প্রত্যেকে একটা করিয়া পয়সা দেয়। ঐ দিন প্রভুরমণীরা পাতার ঠোঙায় গৃহকোণে সর্পের উদ্দেশে দুধ রাখিয়া দেয় এবং পাছে সর্পের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া, সে দিন জাঁতা পেসা, রন্ধন, শস্যভর্জ্জন ইত্যাদি কার্য্য করে না।

বাঙ্গালা দেশের নাগপঞ্চমীব্রতকথার একটু ভেদ আছে।

সাতারা অঞ্চলেও নাগপঞ্চমীর খুব ধূমধাম হয়। এই প্রদেশে অনেকগুলি গ্রামে সর্প-মন্দির আছে। যেখানে সর্পমন্দির আছে, সেখানে স্ত্রীলোকেরা মাটীর সর্প বা কাষ্ঠাসনে চন্দন ও সিন্দূরে অঙ্কিত সর্প-চিত্র ও পূজা দ্রব্যাদি লইয়া ঐ মন্দিরে উপস্থিত হয়। এই সকল স্ত্রীরা সর্পবিবর দেখিলে পরস্পর হাত ধরিয়া সেইখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং সেই গর্ত্তে দুধ কলা দেয়। বত্তিশা-সিরালেন নামক নগরে নাগকুলি নামে এক জাতীয় সাপ আছে, তাহাদের বিষ তত অনিষ্টকর নহে। সেখানকার লোকে নাগপঞ্চমীর পূর্ব্ব দিনে এই সর্প ধরিয়া

হাঁড়িতে রাখে। পূজার দিন তাহাকে খাইতে দেয় এবং পর দিন আবার বনে ছাড়িয়া দেয়।

দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থলে নাগ-মন্দির আছে। মান্দ্রাজ সহরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মান্দ্রাজের উপকণ্ঠে বসরাপাড় গ্রামে এক বৃহৎ নাগমন্দির আছে। সেখানে প্রতি রবিবার প্রাতে ব্রাহ্মণ-রমণীরা পূজা দিতে যায়। এখানকার পূজক বন্য য়েনড়ি জাতীয়।

কিরূপে নাগপূজা এদেশে প্রচলিত হয়, তাহা "নাগপূজা" শব্দে দ্রষ্টব্য।

নাগপতি (পুং) নাগানাং পতিঃ ৬তৎ। ১ সর্পদিগের অধিপতি, বাসুকি, অনন্ত, অষ্টনাগ। ২ গজপতি, ঐরাবত।

নাগপত্তন, (নেগাপাটম্), দেশীয় লোকে নাগাই পত্তনম্ বলে। আরবীয় ভৌগোলিকেরা ইহাকে মালিফত্তন নামে উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা এই নগরকে চোড়মণ্ডল নগর (City of Choramandel) বলিত।

ইহাই এখন মান্দ্রাজের অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান বন্দর। অক্ষা° ১০° ৪৫´ ৩১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৩´ ২৮´´ পূঃ। তঞ্জোর হইতে ২৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। এখানকার বন্দরে সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে প্রধানতঃ সুপারি ও বস্ত্রাদি আমদানী হয় এবং চাউল ও ধান প্রধানতঃ রপ্তানী হয়।

করমণ্ডল উপকূলের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা অতি পূর্ব্বে এইখানেই আসিয়া বাস করে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা এই স্থান অধিকার করে, পরে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিয়াছে। তরঙ্গবাড়ীনগর (ত্রাঙ্কুইবার) ক্রয় করিবার পূর্ব্বে এই নগরে তঞ্জোরের কালেক্টর থাকিতেন।

লব্বই নামে একশ্রেণীর মুসলমান অধিকাংশ এই নগরে বাস করে, তাহারা আরব ও হিন্দুর মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারাই এই নগরের অধিকাংশ বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। এখন ব্রহ্মে ও মলয় প্রায়োদ্বীপে ইহারা গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই বন্দরে ৮০ ফিট্ উচ্চ শ্বেত স্তম্ভের উপর চতুর্থ শ্রেণীর শ্বেত আলোকগৃহ (Light-house of white light) আছে। ইহার পার্শ্বস্থ নাগোর নামক বন্দরও এই নগরের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য।

এখানে ২৪টী অতি পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে ১২টী শিবমন্দির ও দুইটী বিষ্ণুমন্দির। কৈলাসনাথস্বামীর মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মৃত এক ওলন্দাজের স্মরণার্থ ওলন্দাজীভাষায় উৎকীর্ণ এক প্রস্তরফলক আছে। এখানে "চীনা পাগোডা" নামে পূর্ব্বে এক স্তম্ভ ছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট সেণ্টজোসেফ কলেজের পাদরীগণের প্রার্থনায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। চীনপাগোডার প্রকৃত নাম জিনপাগোডা। এক সময়ে এই স্থানে বিশেষ বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। স্থানীয় লোকে জিনপাগোডাকে 'পুদুবেলি গোপুর' বলিত, ইংরাজেরা কিছুদিন কৃষ্ণ পাগোডা (Black pagoda) বলিতেন। এই স্তম্ভ ভাঙ্গিবার সময় একটী ব্রঞ্জ ধাতুর প্রতিমা পাওয়া যায়, কেহ তাহাকে বৌদ্ধ, কেহ তাহাকে শৈব প্রতিমা বলিয়া উল্লেখ করেন। ঐ প্রতিমার মূলে প্রাচীন তামিলাক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি আছে। (যবদ্বীপে) বটেভিয়ার চিত্রশালিকায় দুইখানি রৌপ্যফলক আছে। তাহার একখানি তঞ্জোরের শেষ নায়ক বিজয়রাঘবকর্ত্তৃক ওলন্দাজদিগকে নেগাপাটম্ দানের দান-পত্র ও অপরখানি মহারাষ্ট্র-রাজ একোজীকর্ত্তৃক ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ঐ দানের প্রতিপোষক অনুজ্ঞাপত্র।

রামণ্ণদেশের (পেগুর) রাজা ধম্মচেটি (ধর্ম্মশ্রেষ্ঠী) ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে মহাবিহার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ রীতিনীতি নিজ রাজ্যে প্রচলিত করিবার জন্য সিংহলরাজ ভুবনেকবাহুর নিকট ২৪ জন স্থবির এবং চিত্রদূত ও রাসদূত নামক দুইজন দূত প্রেরণ করেন। ফিরিবার সময় জম্বুদ্বীপ ও সিংহলদ্বীপের মধ্যস্থ সিল্লা প্রণালীতে তাঁহাদের অর্ণবযান উপস্থিত হইলে মহা ঝড়ে উহা এক জলমগ্ন পর্ব্বতের চূড়ায় বাঁধিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আরোহীরা তন্মধ্যস্থ কাষ্ঠ ও বংশাদিদ্বারা এক ভেলা বাঁধিয়া নিকটস্থ জম্বুদ্বীপের উপকূলে উপস্থিত হন।

সিংহলরাজদূত উপঢৌকনের দ্রব্যাদি হারাইয়া এই স্থান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। চিত্রদূত ও তৎসঙ্গী স্থবিরগণ পদব্রজে নাগপত্তনে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহারা পদরিকারাম নামক বৌদ্ধাশ্রমের স্থানদর্শন এবং এক গুহামধ্যস্থ বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা করেন। চীনদেশাধিপতি মহারাজের আদেশে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। যে স্থানে ঐ মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহা সমুদ্রকূলে স্থাপিত। কথিত আছে, দন্তকুমার ও হেমমালার (পতিপত্নীর) তত্ত্বাবধানে যখন বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হয়, তখন তাহা প্রেরণের নিমিত্ত এই স্থানেই আনিয়া রাখা হইয়াছিল।

এখানে নাগনাথ নামে এক প্রাচীন নাগমন্দির আছে, তন্মধ্যে নাগনাথ অনন্তের মূর্ত্তি আছে। ঐ প্রতিমার নিকট এক বৃহৎ বল্মীক স্তূপ আছে। উহার মধ্যে বাস্তদেবতার অবস্থিতি বলিয়া ঐ উইঢিপির নিকটে নৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়। এখানে "গজাক্রম" নামে এক ১৭০ ফিট্ উচ্চ ইষ্টকস্তম্ভ আছে। সম্ভবতঃ উহা জৈন বা বৌদ্ধনির্ম্মিত হইবে।

নাগপত্তনের ৫ মাইল পূর্ব্বোত্তরে সাগরতীরে নাগোর নামক স্থানে কাদের উলিয়ার সৈয়দ, তাহার পুত্র মহম্মদ য়সুফ্ সৈয়দ ও পুত্রবধূ জোহারা বিবির প্রসিদ্ধ সমাধিগৃহ আছে। কি হিন্দু কি মুসলমান এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই কাদের-উলিয়ারকে শ্রদ্ধাভক্তি করে ও সমাধি দেখিতে আসে।

নাগপত্তনের পেরুমলস্বামী ও কায়ারোহণস্বামীর মন্দির অতি বিখ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, সত্যযুগে ব্রহ্মা দক্ষিণসমুদ্র তীরে মহাবিষ্ণুর আরাধনা করেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেখা দেন। তিনিই নাকি এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। সেই মূর্ত্তির নাম এখন পেরুমলস্বামী। কায়ারোহণস্বামীর শক্তির নাম নীলায়তাক্ষী। স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন।

নাগপত্রা (স্ত্রী) নাগদমনং পত্রং যস্যাঃ, টাপ্। নাগদমনী। (ভাবপ্র°)

নাগপত্রী (স্ত্রী) নাগবৎ পত্রং যস্যাঃ ঙীষ্। লক্ষণাকন্দ। (রাজনি°)

নাগপদ (পুং) নাগবৎ পদং স্থানং যস্য। ষোড়শপ্রকার রতিবন্ধের মধ্যে দ্বিতীয় রতিবন্ধ। লক্ষণ—

"পাদৌ স্কন্ধে তথা হস্তে ক্ষিপেল্লিঙ্গং ভগে লঘু।
কাময়েৎ কামুকো নারীং বন্ধো নাগপদো মতঃ॥" (রতিম°)

(ক্লী) ২ হস্তিপদ।

নাগপাল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি সোমপালের সহোদর।

নাগপাশ (পুং) নাগঃ পাশইব। ১ বরুণের অস্ত্রভেদ। এই অস্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বন্ধন করা যায়। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের নিকট এই অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। প্রায়ই সকল পুরাণে এই অস্ত্রের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দেখা যায়। তন্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ আছে—

"সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনাত্তু নাগপাশ ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মগ্রন্থিমথো দদ্যান্নাগপাশমথাপি বা॥" (আগম)

সার্দ্ধদ্বয় আবর্ত্তন অর্থাৎ আড়াই পেচ বন্ধনের নাম নাগপাশ। নাগপাশে বন্ধন বলিলে আড়াই পেচ দিয়া বান্ধা আছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

নাগপাশক (পুং) নাগপাশইব ইতি কন্। রতিবন্ধবিশেষ।

"স্বজঙ্ঘাদ্বয়মধ্যস্থাং হস্তাভ্যাং ধারয়েৎ কুচৌ।
রমেৎ নিঃশঙ্কিতঃ কামী বন্ধোঽয়ং নাগপাশকঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

নাগপুত (পুং) আরোহী গাছভেদ। (Bauhinia Anguina) নাগবেল।

নাগপুর (ক্লী) নাগানাং পুরং ৬তৎ। ১ পাতাল। নাগনামকং পুরং৭ ২ দেশবিশেষ। অগ্নিপুরাণে এই দেশের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—গঙ্গা মহাদেবের জটা হইতে নিক্রান্ত হইয়া হেমকূট, কৈলাস ও হিমালয় অতিক্রম করিলে স্থলীল নামে এক দানব পর্ব্বতরূপে ইহাকে রোধ করিয়াছিল। ভগীরথ কৌশিকের আরাধনা করিয়া একটী নাগবাহন প্রাপ্ত হন। এই নাগ স্থলীল দৈত্যকে বিদারিত করিয়া নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, যে স্থলে এই দৈত্য বিনষ্ট হয়, সেইস্থল নাগপুর নামে খ্যাত হইল। (অগ্নিপু° গঙ্গাবতরণনামাধ্যায়)

৩ হস্তিনাপুরের নামান্তর।

"তৎসর্ব্বং প্রতিজগ্রাহ রাজা নাগপুরাধিপঃ।" (ভারত ১।১১২ অ°)

নাগপুর, মধ্যপ্রদেশের একটী বিভাগ, জেলা ও তাহার প্রধান নগরের নাম। ১ নাগপুর বিভাগে নাগপুর, ভাণ্ডারা, গোণ্ডা, বর্দ্ধা এবং বালাঘাট এই কয়টী জেলা আছে। এই বিভাগের উত্তরে ছিন্দবাড়া, সেওনী ও মণ্ডলা জেলা, পূর্ব্বে রায়পুর জেলা, কবার্দ্ধা, খয়রাগড় ও কাঙ্কের নামক দেশীয় রাজ্যত্রয়, দক্ষিণে নিজামাধিকৃত প্রদেশ এবং পশ্চিমে বেরারের অন্তর্গত অমরাবতী ও বুন নামক জেলা অবস্থিত। নাগপুর-বিভাগের পরিমাণ প্রায় ২৪০৪০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও প্রায় আড়াই কোটী। এই বিভাগে গোঁড়, বৈগা, কবার, কোর্কু, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতির বহুল বাস আছে। হিন্দুর মধ্যে কৃষিজীবী কুর্ম্মীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

২ নাগপুর জেলার পূর্ব্বে ভাণ্ডারা, উত্তরে ছিন্দবাড়া ও সেওনী, দক্ষিণপশ্চিমে বর্দ্ধা, দক্ষিণপূর্ব্বে চান্দা ও পশ্চিমে বেরার। সাতপুরা পর্ব্বতের নিম্নে সমতলক্ষেত্রে এই জেলা অবস্থিত। উত্তরে, পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে এই জেলার সীমাংশস্বরূপ ঐ পর্ব্বতমালা বিস্তৃত। এই পর্ব্বতমালা দ্বারা সমস্ত জেলা তিনটী সমতল বিভাগে বিভক্ত। দক্ষিণপূর্ব্বের সমতলে নান্দ নদীর অববাহিকা। পিলকাপার শিখরের পশ্চিমে বর্দ্ধানদীর অববাহিকা এবং বর্দ্ধা নদীর উপনদী জাম ও মদার হইতেও যথেষ্ট জলসঞ্চার হয়। পূর্ব্বদিকের সমতলক্ষেত্রে বেণগঙ্গার উপনদী কনহান (তাহার উপনদী পেঞ্চ, কোলার, বনা, সুর ও বোর প্রভৃতি) জল সরবরাহ করে। এই জেলায় পিলকাপার (১৮৯৯ ফিট্), হলদোলী (১৩০০ ফিট্), ও রামটেক পাহাড় (১৪০০ ফিট্ উচ্চ) এই কয়টী গিরি প্রধান। রামটেক পাহাড় ঘোড়ার নালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার উপর প্রাচীন দুর্গ ও প্রাচীন মন্দিরাদি আছে। পাহাড়ের উত্তর বাহুর মধ্যে গর্ত্তস্থানে এক হ্রদ আছে, তাহার তীরভূমি নানা মন্দিরে পরিব্যাপ্ত। ইহার মধ্যস্থ একটী শিখরে সীতাবল্দী দুর্গ অবস্থিত।

ইতিহাস—অতি প্রাচীনকালে এদেশে গৌলীজাতীয় সর্দ্দারেরা রাজত্ব করিতেন। দেশীয় গানে এই সর্দ্দারগণের দেবতা সদৃশ বীরত্বের গাথা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৬ শতাব্দীর পূর্ব্বকালের এদেশের বিশ্বাস্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে দেবগড়ের গোঁড়রাজ্যের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট ছিল। তখন জটবা নামে রাজগোঁড়জাতীয় এক রাজা ঘাট পর্ব্বতের নিম্নে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ইনি দেবগড়ের গোঁড়রাজের ভ্রাতা। ইনিই ভীমগড় পর্ব্বতের প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ছিন্দবাড়া হইতে পার্ব্বত্যপথগুলি রক্ষণার্থ এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। সম্ভবতঃ এ প্রদেশে যে সমস্ত গোঁড়দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, সেগুলিও ইহার ও ইহার বংশীয়দিগের সময়ে নির্ম্মিত। প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বখ্‌ৎ বুলন্দ নামে এক মুসলমান নৃপতি দেবগড় রাজ্যকে অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন করিয়া তুলেন। দিল্লীর সহিত তাঁহার সন্ধি হইলে, তাঁহার সময়েই এদেশে হিন্দু মুসলমানের বাস বাড়িতে থাকে। তিনিই নাগপুর নগর স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র চাঁদ সুলতান ঐ নগরে রাজধানী করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সুলতানের মৃত্যু হইলে, ওয়ালীশাহ নামে বখৎবুলন্দের এক দাসীপুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। চাঁদ সুলতানের বিধবা পত্নী স্বীয় বালকপুত্রগণের জন্য বেরারের রঘুজী ভোনস্লের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওয়ালীশা যুদ্ধে হত হইলে বুরহানশা ও আকবরশা রাজত্ব লাভ করেন। শেষে উভয় ভ্রাতায় বিবাদ হইলে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ঘটে। বুরহানশা ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোনস্লের সাহায্যে জয়ী হন।

আকবরশা পলাইয়া হায়দরাবাদে গিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। রঘুজী ভোনস্লে এবার নিঃস্বার্থভাবে বুরহানশাকে সাহায্য করেন নাই। তিনি নিজ হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা লইয়া বুরহানশাকে রাজা স্বীকার করিয়া বৃত্তিভোগী করিয়া রাখিলেন এবং নিজেই নাগপুর রাজধানীতে থাকিয়া দেবগড় রাজ্যের অধিকাংশ স্বরাজ্যভুক্ত করিলেন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী পেশবাকে বাধ্য করিয়া বেরার হইতে কটক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কর আদায়ের সনন্দ লয়েন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজীর নাগপুরে মৃত্যু হয়।

রঘুজীর পুত্র জানোজী নাগপুরে রাজত্ব লাভ করেন। ছত্রিশগড় ও চান্দা রঘুজীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধোজী প্রাপ্ত হন।

পেশবা ও নিজামে বিরোধ বাধিলে জানোজী একবার এ পক্ষে, একবার ও পক্ষে সাহায্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও পেশবা জানোজীর এই ব্যবহারে জ্বলিয়া গিয়া উভয়ে একযোগে জানোজীকে আক্রমণ ও নাগপুর সহরে অগ্নিপ্রদান করেন। জানোজী বাধ্য হইয়া অধিকাংশ টাকা প্রত্যর্পণ করেন। ইহার ৪ বৎসর পরে জানোজী ও পেশবার মধ্যে এক সন্ধি হয়, তাহাতে ভোনস্লেরা পেশবার অধীন বলিয়াই স্বীকার করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে জানোজী মাধোজীর পুত্র রঘুজীকে দত্তক গ্রহণ করেন। জানোজীর মৃত্যুর পর মাধোজী পুত্রকে লইয়া নাগপুরে আসিবার সময়ে প্রথম রঘুজীর আর এক ভ্রাতা সবাজী শূন্যসিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পাঁচগাঁ নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। রণক্ষেত্রে মাধোজী স্বহস্তে ভ্রাতৃবধ করিয়া পুত্রের রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। মাধোজী অবশিষ্ট জীবন নাগপুররাজের অভিভাবকরূপেই কাটাইয়া দেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মাধোজী ইংরাজের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় হইতে নাগপুর প্রদেশ সুশাসিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় রঘুজী অবশেষে সিন্ধিয়ার সহিত একযোগে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আসাই ও আরগাঁয়ে যুদ্ধ হয়। দেওগাঁয়ের সন্ধি অনুসারে রঘুজী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য হারাইলেন, চিরকালের জন্য রেসিডেন্ট রাখিতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রঘুজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত পুত্র পাওজী রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র অপা সাহেব ও বিধবা পত্নী উভয়ে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে ইংরাজের মধ্যস্থতায় অপাসাহেবই রাজা হন। পাওজী অপাসাহেবের প্রদত্ত বিষপানে কাল-কবলে পতিত হন। অপাসাহেব রাজ্যলাভ করিয়াই ইংরাজের সৌহার্দ্দ্য ভুলিলেন এবং পেশবার সহিত যোগ দিলেন। রেসিডেন্ট আত্মরক্ষার্থ যৎসামান্য সৈন্য লইয়া সীতাবল্‌দী দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় সেনা ইহাদিগকে মহা উৎপীড়িত করে। অবশেষে সীতাবল্‌দী দুর্গের জয় হয়। অপাসাহেব নিজ জ্ঞাতসারে এই উৎপীড়ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক আরও ইংরাজসেনা রেসিডেন্টের সাহায্যার্থ আসিলে রেসিডেন্ট রাজাকে আত্মসমর্পণ করিতে ও সৈন্যসমাবেশ ভাঙ্গিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

অপাসাহেব আত্মসমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু সৈন্যসমাবেশ ভাঙ্গিলেন না। শেষে নাগপুরের নিকট যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মার্হাট্টারা পরাস্ত হয়। ইংরাজেরা পুনরায় অপাসাহেবকে সিংহাসন প্রদান করেন। এই সময় পাওজীকে বিষদানের কথা প্রকাশ হইলে ও নূতন ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিলে

তিনি বন্দী হন। কিন্তু অপাসাহেব কৌশলে মহাদেব পর্ব্বতের নিকট পলায়ন করেন ও একবারে পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হন।

২য় রঘুজীর এক শিশু পৌত্র ৩য় রঘুজী নামে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অপুত্রকাবস্থায় স্বর্গগত হইলে এই রাজ্য বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে কমিসনর নিযুক্ত হন।

এই জেলায় প্রধানতঃ কুর্ম্মি, মহার, তেলি, কোষ্টা, মালী, কেহরা, মরাঠা, গবরী, ধিমার, বড়ই, সূত্রধর, নাপিত, বনিয়া, গদারিয়া ও গরই জাতির বাস। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতের সংখ্যা বেশী নয়। মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে সুন্নি, শিয়া, ওহাবী, কয়াজী প্রভৃতি সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কবীরপন্থী, সৎনামী, জৈন, খৃষ্টান, পারসী, বৌদ্ধ প্রভৃতি অতি অল্প সংখ্যক।

এখানে ৯টী প্রধান নগর—নাগপুর সহর, কামঠী, উমরের, খপা, রামটেক, নরখের, মোহপা, কম্লেশ্বর ও সওনের। এখানে রবি, খরীফ ও ভাগাইত অর্থাৎ উদ্যানজাত এই তিন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

এখানে কার্পাস, নানাবিধ শস্য ও বস্ত্রের ব্যবসাই প্রধান।

একজন ডেপুটীকমিসনর ও তাঁহার অধীনে কএকজন তহসীলদার এই জেলার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

৩ নাগপুর জেলার মধ্য তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৮৫২ বর্গ মাইল, ৩ খানি নগর ও ৪১৮ খানি গ্রাম এই তহসীলের অধীন। এখানে ১১টী দাওয়ানী ও ১৫টী ফৌজদারী আদালত, ৩টী থানা ও ৬টী চৌকী আছে।

৪ নাগপুর জেলার প্রধান সহর ও মধ্যপ্রদেশের রাজকীয় প্রধান কর্ম্মস্থান। অক্ষা° ২১°৯´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৭´ পূঃ, নাগনামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরে অবস্থিত। মধ্যস্থলে সীতাবল্দী পাহাড় উত্থিত।

লোকসংখ্যা ১৭১০১৪, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৯৪৫৫৯। এতদ্ভিন্ন জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পারসী, য়িহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান আছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান ও রাজকীয় কার্য্যালয় থাকায় এখানে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। গোধূমাদি শস্য, লবণ, দেশী ও বিলাতী নানাবিধ কাপড়, রেসম ও মসলা প্রধানতঃ আমদানী হয় এবং বস্ত্র রপ্তানী হয়। এখানে চিফ্ কমিসনরের কাছারী, ছোট আদালত, তহসীলী মাজিষ্ট্রেটগণের আদালত, পুলিস, কারাগার, হাসপাতাল, পাগলাগারদ, কুষ্ঠাশ্রম, সীতাবল্দী-আতুরালয়, মরিসকলেজ ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া সাধারণ সরাই তিনটী ও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত ভোঁস্‌লে-প্রাসাদ, নাকারখানা, মহারাজবাগ, তুলসীবাগ প্রভৃতি বিখ্যাত উদ্যান দেখিবার জিনিস। ভোঁস্‌লে রাজগণের সময়ে এখানকার অধিকাংশ উদ্যান প্রস্তুত হয়। জমাতলাও, অম্বাঝারি ও তেলিঙ্গখেরি নামে তিনটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী আছে। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যজনক।

নাগপুরী, নেপালস্থ স্বয়ম্ভুক্ষেত্রের অন্তর্বর্ত্তী একটী অতি প্রাচীন বৌদ্ধ দেবমন্দির। এখানে বরুণ ও অষ্টনাগের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বয়ম্ভুপুরাণের মতে, নেপালাধিপ গুণকামের সময় শান্তিকর ঐ সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

নাগপুষ্প (পুং) নাগস্য হস্তিনঃ মদগন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্য। ১ পুন্নাগবৃক্ষ। ২ নাগকেশর। (নাগকেশরপুষ্প অর্থ হইলে ক্লীবলিঙ্গ হইবে।) ৩ চম্পক।

"পুন্নাগৈর্নাগপুষ্পৈশ্চ লকুচৈঃ পনসৈস্তথা।" (ভারত ১।২০৮।৪০)

নাগপুষ্পফলা (স্ত্রী) নাগস্য নাগকেশরস্যেব পুষ্পফলে যস্যাঃ। কুষ্মাণ্ডী। (রাজনি°)

নাগপুষ্পিকা (স্ত্রী) নাগস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্যাঃ, কপ্ টাপি অত ইত্বম্। ১ স্বর্ণযূথী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত হল্‌দে যুঁই। ২ নাগদমনী, নাগদানা।

নাগপুষ্পী (স্ত্রী) নাগস্য নাগকেশরস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। নাগদমনী।

নাগপূজা, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নাগপূজা প্রচলিত। ভারতবাসী ভিন্ন জগতে বহু জাতির মধ্যে এই পূজার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্ট-জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের মধ্যে এই পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। রোমনগর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী লানুবিয়াম্ নামক স্থানে একটী নিবিড় অন্ধকারময় নিকুঞ্জ ছিল। তাহা সতীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী জুনোর (Juno) কুঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত। তাহারই নিকটে একটী বৃহদাকার অজগরের আবাস ছিল। রোমকগণ তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। প্রায় সকল হিন্দুই বিষধর ফণীকে অতিশয় ভক্তি করেন এবং সময় সময় ভারতের নানা গ্রামবাসী হিন্দু-মহিলাগণ নাগপূজার নিমিত্ত উয়ের ঢিপি কিংবা তদ্রূপ অন্যান্য বল্মস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ যেমন মনুষ্যের মৃতদেহের সৎকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ নানা স্থানে নিহত সর্পেরও সৎকার সম্পন্ন হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির দেব দেবীর প্রাচীন মূর্ত্তির মস্তকোপরি ছত্রাকারে সর্পফণা বিস্তারিত দেখিবে। কোথাও ৩, ৫, ৭, কি ৯, অথবা কোথাও ১১টী সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

প্রায় সকল পৌরাণিক গ্রন্থে সর্প অমরত্বের নিদর্শন স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নাগগণের খোলস পরিবর্ত্তনের পর নূতন খোলস ও নবছবির আবির্ভাব দেখিয়া এবং সর্পের দেজ

তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইলে যে অনির্দিষ্ট সীমার দেহ বৃদ্ধি হয় তাহা দেখিয়া মনোমধ্যে চিরযৌবন ও অনন্তকালের চিন্তা উদয় হয়। ইজিপ্ট ও গ্রীসের ইতিহাসেও নানা প্রকার নাগোপাখ্যান আছে।

গরুড়ের সহিত নাগগণের যে যুদ্ধের কথা শুনা যায় এবং গরুড় যে নাগদমন করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহার এই ব্যাখ্যা করেন। গরুড় বিষ্ণু উপাসকের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং নাগগণ বলিতে শাক্যমুনির প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ। গরুড় নাগজয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রবলতর বৈষ্ণবধর্ম হীনতেজ বৌদ্ধধর্মকে পরাভূত করিয়াছিল।

মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে রাজা জনমেজয় প্রায় সমুদয় নাগ নিধন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা তদানীন্তন একটী যথার্থ ঘটনার আভাস লইয়া বর্ণিত হইয়াছে। যখন জনমেজয় নাগপূজা রহিত করেন, সেই সময় স্থানীয় কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া বেদের সনাতন ধর্ম সেই স্থান অধিকার করে।

কাশ্মীরপ্রদেশে সর্ব্বপ্রথমে নাগপূজা ও মনসাপূজা প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল্ বলিয়াছেন যে, খৃঃ পূর্ব্ব ৩৫০।৪০০ শতাব্দীতে কাশ্মীর অঞ্চলের প্রায় সাত শত স্থানে নাগপূজা হইত। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই নাগপূজা প্রচলিত ছিল।

কোথাও জীবিত গোখুরা সর্পের পূজা হয়, কোথাও বা খোদিত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই মনসাদেবীর প্রতিরূপ মনসাগাছ আছে। অনেকে তাহারই পূজা করেন। কোন কোন স্থলে এরূপ প্রতিমূর্ত্তি আছে যে, একটী মাত্র সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা এরূপ দেখা যায় যে, অষ্টনাগ খোদিত আছে। অধিকাংশ স্থলে আবার দুইটী সর্প একত্র দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই সর্পের আবাসে পূজার্থিগণ উপস্থিত হইয়া উহাতে সিন্দুরলেপন করে, চিনিমিশ্রিত গোধূম ও হরিদ্রাচূর্ণ দিয়া আঁকে এবং সুগন্ধি কুসুমের মালা গাঁথিয়া ইহার নিকটে ঝুলাইয়া রাখে।

মহারাষ্ট্ররমণীগণ নাগপূজার্থে অনেকে একত্র হইয়া নাগমন্দিরে গমন করেন এবং পরস্পর হস্তধারণ করিয়া গান করিতে করিতে পাঁচবার মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমী বলিয়া একটী হিন্দুপর্ব্ব আছে। ঐ দিনে হিন্দুরা সর্প অন্বেষণ করিতে বাহির হয় এবং সাপুড়েদের সাহায্যে সর্প ধরিয়া লইয়া আইসে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক তাহাকে পূজা করিয়া দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদান করে। সেই দিন বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থই সর্পমূর্ত্তি কাষ্ঠে কিংবা কাগজে অঙ্কিত করিয়া দেওয়ালের উপরে স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। অজন্তার গুহামন্দিরে এরূপ নাগপূজার প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রগ্রামের পশ্চিমের দেওয়ালে একটী কেউটে সাপের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সর্প সকল যাতায়াত করিবার সময় যেমন বক্রভাবে যায়, এই চিত্রটীও সেইরূপ। নাগোপাসকেরা বলে যে, এই সর্প লঙ্কাভিমুখে গমন করিতেছে এবং যখন তাহাদিগকে বলা যায় যে, লঙ্কায় যাইতে বহুদিন লাগিবে, তখন তাহারা ইহার প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কাগজে অঙ্কিত শিবলিঙ্গের উপর প্রায়ই সর্পমূর্ত্তি ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবমূর্ত্তি সচরাচর এই রকম গঠিত হয় যে, ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর শিব বসিয়া আছেন এবং মস্তকে সর্প কণ্ঠদেশ জড়াইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল মহাদেব তাহা পান করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য গলদেশে সর্প বেষ্টন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অন্য অবতার না হওয়া পর্য্যন্ত সর্পগণ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ছায়া প্রদান করিয়াছিল।

দক্ষিণভারতে মহিসুরের পশ্চিমাংশে সুব্রহ্মণ্যদেবীর এক মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। অধিবাসিগণ নাগগণের উদ্দেশে উক্ত সুব্রহ্মণ্যের পূজা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়েও তথায় নাগপূজাপদ্ধতি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরে একদিন পৌর্ণমাসীনিশিতে কোন কুটীর হইতে পাঁচজোড়া সর্প বাহির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত ৫ জোড়া সর্পই যুগল অবস্থায় ছিল। এইরূপ নাগমিথুন দেখিয়া এক য়ুরোপীয় যুবক সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বন্ধু বলিলেন, "মহাশয়! আমিও একদিন ২টী সর্পকে যুগল অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এই সময় তাহারা লেজের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবাসীরা ইহাকে সর্পের নাচ বলে। তাহাদের বিশ্বাস যে এরূপ নাগদর্শন সৌভাগ্যসূচক। সেই সময় যদি কেহ একখানি নববস্ত্র সর্পদ্বয়ের গাত্রোপরি নিক্ষেপ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। পরে সেই বস্ত্র গৃহে আনিয়া রাখিলে লক্ষ্মী চিরদিনের জন্য তাহার গৃহে আবদ্ধ থাকেন।"

হিন্দুরা সাধারণতঃ সর্প বিনাশ করিতে চায় না। সর্প

দেখিলে তাহারা অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া যায়। আধুনিক ইংরাজী ভাষাজ্ঞ হিন্দু যুবকগণ প্রাচীন প্রণালী অতিক্রম করিয়া অনেকে সর্পের প্রাণ নিধন করিতেছেন, সত্য বটে; কিন্তু পুরাকালে হিন্দুরা কখন সর্পের প্রাণসংহার করিতেন না। একদা এক গৃহস্থের বাটীতে দুইজন অতিথি উপস্থিত হইয়াছিলেন। গৃহস্বামী শ্রাবকবেণিয়া বাজারে বহির্গত হইলে, তাহার পত্নী জল আনিবার জন্য জলাশয়ে গমন করে। যখন অতিথিদ্বয় গৃহস্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তখন এক বৃহদাকার ভীষণদর্শন সর্প তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়াই তাঁহাদের মধ্যে একজন যষ্টিদ্বারা সর্পের মধ্যদেশ মাটির উপর চাপিয়া ধরিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকটস্থ আর একখানি লাঠি লইয়া তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে, শ্রাবকবেণিয়ার স্ত্রী পশ্চাৎ হইতে শশব্যস্তে বলিলেন, 'মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, উহার প্রাণবধ করিবেন না। ইনি আমাদিগের পূর্ব্বজ-দেব। ইনি আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর মস্তকোপরি যাইয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পমান করেন এবং তদনন্তর আমার শ্বশুর মহাশয়ের নাম করিয়া বলেন যে, তিনিই দেহ ত্যাগ করিয়া সর্পদেহ অবলম্বন করিয়াছেন। একদিন ইনি আমাদিগের এক প্রতিবেশীকে দংশন করেন। পরে যখন তাহার চিকিৎসার জন্য যতি আসিল, পূর্ব্বজ-দেব প্রতিবেশীর শরীর কাঁপাইয়া বলিল, "আমার পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়াছে বলিয়া আমি উহাকে দংশন করিয়াছি। আর কখনও তাহার সহিত কলহ করিবেনা, স্বীকার করিলে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিব।" এই অবধি উক্ত অজগর কাহারও ঘরে প্রবেশ করিলে, কেহ উহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন না। কয়েকদিন হইল আমরা উহাকে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু কি চমৎকার, সেই ১০ ক্রোশ হইতে অনায়াসে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অনেকবার আমি ঘটনাক্রমে উহার অঙ্গে পা দিয়াছি, কিন্তু কোনদিন আমাকে কিছু বলে নাই এবং শিশুসন্তানকে রাখিয়া জল আনিতে গেলে, তাহার সহিত খেলা করিয়া তাহার কান্না থামায়।'*

এই কথা শুনিয়া অতিথিদ্বয় সর্পকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বিনীতভাবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

কিছুদিন পরে একটী বিড়াল ঐ সর্পের জীবন নষ্ট করে। গৃহস্বামী ইহার মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করে এবং চিতানল মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ, নারিকেল ও ঘৃত নিক্ষেপ করে। এরূপ প্রথা অদ্যাপি অনেকস্থলে প্রচলিত আছে।

* Balfour's Cyclopædia of India, Vol. III. (Serpent-worship) দ্রষ্টব্য।

নাগপূজা প্রচলিত ছিল না, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থান অতি অল্প। সমস্ত এসিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র চীনে কোন কোন স্থানে এই পূজা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা, কালদীয়া, পালেস্তিন, বাবিলন, পারস্য, কাশ্মীর, কাম্বোজ, তিব্বত, ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে এবং য়ুরোপের অন্তঃপাতী অনেক জায়গায়, এমন কি আমেরিকার মধ্যেও কোন কোন স্থানে নাগপূজার রীতি ছিল এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

রাজপুতেরা সর্পদেবতার প্রতিমূর্ত্তি অর্দ্ধেক মনুষ্যাকারে নির্ম্মাণ করে। দিওদোরস্ স্কিদীয় (শক) জাতির সর্পজননীর আকৃতিও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুদিগের মতে, মনসাদেবী নাগমাতা। তাহার ভ্রাতা অনন্তনাগ সর্পদিগের রাজা। 'অনন্ত' অর্থাৎ সীমারহিত। সর্পের গোলাকার অবস্থায় অবস্থিতি হইতেই উক্ত নামের উৎপত্তি।

যদিও এরূপ উল্লেখ আছে যে, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে অনন্ত নাগ অতলস্পর্শ সাগর মাঝে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তথাপি পুরাণে ইহাও উক্ত আছে যে, অনন্তনাগই স্বয়ং বিষ্ণু অর্থাৎ সেই অনাদি মহাপুরুষ বিষ্ণুর অন্য নাম 'অনন্ত'।

যেরূপ হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেববৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে এস্কুলাপিয়াস্ (Esculapius) দেববৈদ্য নামে খ্যাত। ইহার হস্তের দণ্ড দুইটী সর্পদ্বারা বেষ্টিত। ফিনিকীয়দিগের নাগদেবতার নাম এস্মন্, মিশরবাসীদের হার্ম্মিস্ (Hermes), কালদীয়দিগের ওব, বাবিলনে বেল, ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে নাগদেব বিভিন্ন নামে অভিহিত।

লঙ্কাদ্বীপ ও গুজরাতবাসিগণ অর্চ্চনা করিবার মানসে এবং ইঁদুর বিনাশের উদ্দেশ্যে বাড়ীতে সর্প ধরিয়া রাখে। গুজরাতবাসীরা কেহই সাপ মারেনা, কিন্তু সময় সময় সর্প ধরিয়া নগরের বহির্ভাগে ছাড়িয়া দিয়া আইসে। সিংহলে পোকা মারিবার জন্যও সর্প রাখা হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে আলেকসান্দরের সময় পর্য্যন্ত টায়রে সর্পের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান সময়ে তথায় নাগপূজা রহিত হইয়াছে, তথাপি ওফাইট্ (Ophites), নিকোলেটান্ (Nicoletans) এবং নষ্টিক (Gnostics) নামে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাগপূজা প্রচলিত। ওফাইটগণ সর্পকে যীশুখৃষ্ট অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত। তাহারা বাক্সের মধ্যে একটী সজীব সর্প ধরিয়া রাখিত এবং তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মানিত। পোলণ্ডদেশে ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও নাগপূজা হইত। সমস্ত জাতিই যে, সর্পের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে

স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। পৃথিবীর অনেক অসাধারণ লোক সর্প হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রোমকসেনাপতি সিপিও (Scipio Africanus) নাগের সন্তান বলিয়া পরিচিত। Augustus বলেন যে, তাঁহার মাতা আটিয়া (Atia) নামক সর্প কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, আলেকসান্দর নাগনন্দন ছিলেন।

এন্দরের (Endor) স্ত্রীলোকদিগকে ওবের উপপত্নী বলা হয়। ইস্‌রাইলের রাজা যোথাম নাগপূজার নিমিত্ত সর্প-দেবতার একটী মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এসিয়া মাইনরের বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রার উপর সর্পের আকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়। খৃষ্ট-জন্মের পরে গ্রীক্‌দেশে Esculapiusএর দণ্ডবেষ্টিত সর্পদ্বয় দেবতা সদৃশ সম্মানিত হইত। কথিত আছে, ৪৬২ খৃষ্টাব্দে রোমনগরে মহামারি উপস্থিত হইলে, গ্রীস্ হইতে একটী জীবিত সর্প তথায় আনীত হইয়াছিল, এবং নগরের সমস্ত লোক ও রাজকীয় মহাসভার সভ্যগণ একত্র হইয়া যথাবিধি সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ইহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর, একদিন রোম-নগরের কোন স্থানে একটী সর্প দেখিতে পাওয়া যায় ; এই সর্পটী আশ্চর্য্য অবস্থায় তথায় অবস্থান করিতেছিল, ইহা দেখিয়া রোমবাসী ঐ স্থানকে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ এবং গরুড়পুরাণ এই উভয় পুরাণেই কালিয় নাগের বিবরণ আছে। কৃষ্ণ শৈশবাবস্থায় ইহাকে নিধন করেন। ভারতে বর্ত্তমান সময়েও কালিয় নাগের পূজা হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে "নাগপঞ্চমী" হইয়া থাকে। ভারতের উত্তরাংশে, মহারাষ্ট্রে এবং তৈলঙ্গে নাগ-পঞ্চমীর পরিবর্ত্তে 'নাগচৌতি' উৎসব প্রচলিত। এই উৎসব শ্রাবণের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে হয় বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। নাগচৌতি ভারতের আরও অনেকস্থলে হয়। নাগ-পঞ্চমী পূজার দিন হিন্দুমহিলাগণ স্নান করিয়া বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নাগপূজা করিতে বহির্গত হয়। অনন্তর যেখানে নাগমূর্ত্তি স্থাপিত আছে তথায়, অথবা উয়ের টিপির নিকট উপস্থিত হইয়া দুগ্ধ, পিষ্টক, ফল, মূল, পান, সুপারি ইত্যাদি উপহার প্রদান করিয়া থাকে এবং নানা প্রকার পুষ্পমালা, বিশেষতঃ সিমুলফুলের মালা অর্পণ করিয়া থাকে। ঐ দিবসে পূজান্তে সকলে নাগরাজের নিকট আপনাপন অভীষ্ট বর যাজ্ঞা করে।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, নাগপূজা করিলে কুষ্ঠ, চক্ষুউঠা, বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি রোগ ভাল হয়। এক ব্রাহ্মণ ঢোল্‌কা নগরে একটী পুরাতন বাড়ী কিনিয়াছিলেন। ঐ পুরাণ বাটী খনন করিয়া তথায় একটী নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ মানসে উক্ত স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখিলেন যে, মাটির মধ্যে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রাবিশিষ্ট একটী কলসী বেষ্টন করিয়া এক প্রকাণ্ড অজগর রহিয়াছে। রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় ঐ সর্প আসিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি এই ভগ্নমন্দির নষ্ট করিওনা। এই ধন-সম্পত্তি আমার এবং আমি এই সমস্ত রক্ষা করিতেছি। যদি তুমি আমার কথা অমান্য করিয়া, ইহার প্রতি লোভ কর, তবে আমি তোমাকে সবংশে নির্ব্বংশ করিব।" প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান করিয়া সর্পের গাত্রোপরি উত্তপ্ততৈল ঢালিয়া দিলেন এবং ভগ্ন মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া মহানন্দে ধনরত্ন লইয়া গৃহে আসিলেন। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান হইল না এবং তাহার কন্যারও সন্তানসন্ততি কিছুই হয় নাই। অধিক কি যাহারা ঐ ধনের অতি সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল অথবা যাহারা তাহার কর্ম্মচারী ও ভৃত্য হইয়াছিল কিম্বা যাহারা তাহার কুলপুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নিঃসন্তান হইলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। মান্দ্রাজের সন্নিকটে ত্রিবেতুর, পেরাম্বর, বাসরপাড়ী এবং পশ্চিম ঘাটে কয়েকটী নাগমন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী পশ্চিমঘাটে সুবর্ণমণির মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম আনিয়া বন্ধ্যাস্ত্রীলোকদিগকে তিলকধারণ করিবার জন্য ও কুষ্ঠ রোগীকে অঙ্গে লেপন করিবার জন্য প্রদান করেন।

ফারগুসান সাহেব লিখিয়াছেন যে, বৃক্ষপূজা ও নাগপূজা সমস্ত মনুষ্যজাতির আদিধর্ম্ম। যেখানেই নরবলি দেওয়া হইত, সেইখানেই নাগপূজা চলিত ছিল। মেক্সিকো ও দাহোমি নামক দেশে নাগপূজা সর্ব্ব সাধারণের প্রিয় ধর্ম্ম ছিল। দাহোমি নাগপূজার একটী প্রধান স্থান। এখানে আজ পর্য্যন্ত নাগপূজা পূর্ব্ববৎ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ নগরে অসাধারণ ধীসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। গর্ভধারণকালে একটী সর্প দেখা গিয়াছিল বলিয়া, ঐ কন্যার নাম "নাগম্মা" রাখা হয়। এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভারতবর্ষে নাগপূজার প্রভাব বিশেষরূপেই ছিল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থেও নাগপূজার উল্লেখ আছে।

নাগফণি, তূরীর ন্যায় একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। নেপালদেশে এই যন্ত্রের ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ ইহা তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহা পার্ব্বতীয় যন্ত্র, এবং নরশিঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা অনেকটা ফ্রেঞ্চহরণের মত। এই যন্ত্রের ধ্বনি তত মধুর নহে।

নাগফল (পুং) নাগস্ত পুন্নাগস্তেব ফলং যস্য। ১ পটোল। ২ ধুঁধুঁল। (রাজনি°)

নাগবধূ (স্ত্রী) নাগানাং বধূঃ ৬তৎ। নাগদিগের পত্নী।

নাগবন্ধক (পুং) যাহারা বনহস্তী ধৃত করে।

নাগবন্ধু (পুং) নাগস্য হস্তিনো বন্ধুরিব তৎপোষকত্বাৎ। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। (হেম°) ২ নাগদিগের মিত্র।

নাগবল (পুং) নাগানাং হস্তিনামযুতস্য বলং যস্য। ১ ভীম, ভীমসেন নাগলোকে অযুত নাগবল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—দুর্য্যোধন ভীমকে বিষপান করান, পরে ভীম অজ্ঞান হইলে লতাপাশে বান্ধিয়া জলে নিঃক্ষেপ করেন। ভীম জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগভবনে নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। নাগগণ ভীমকে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ স্থাবরবিষ জঙ্গম সর্পবিষ দ্বারা অপনীত হইল। ভীম চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিলেন। নাগগণ ইহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া বাসুকির নিকট ইহার বিষয় জ্ঞাপন করিল। পরে বাসুকি তথায় উপস্থিত হইয়া ভীমকে দর্শন করিলেন। এই সময় কুন্তীর পিতার মাতামহ আর্য্যক নামে এক নাগরাজ দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমকে চিনিতে পারিয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে বাসুকি পরম প্রীত হইয়া ইহাকে ধনরত্নাদি দিবার আদেশ করিলেন। বাসুকির এই কথা শুনিয়া আর্য্যক কহিলেন, যখন আপনি প্রীত হইয়াছেন, তখন ইহার ধনসঞ্চয়ের প্রয়োজন কি? বরং কুমার এই রস পান করিয়া মহা বলবান্ হউক। এই কুণ্ডে সহস্র হস্তীর বল প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব এই বালক যাহা পান করিতে পারে তাহাই দেওয়া হউক। বাসুকি ইহাতে সম্মত হইলে, ভীম পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া একনিশ্বাসে এককুণ্ড রসপান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ভীম কুণ্ড রস পান করেন। পরে ভীম শয়ন করিয়া ৮ দিনের দিন জাগিয়া উঠেন।

তখন ভুজঙ্গগণ ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি নাগদত্ত যে বীর্য্যকর রসপান করিয়াছ, তাহাতে তুমি অযুতনাগের তুল্য বলশালী ও যুদ্ধ স্থলে অধৃষ্য হইবে। ভীম এইরূপে নাগবল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ভীমের নাম নাগবল হইয়াছিল। (ভারত ১।১২৮-১২৯ অ°)

(ত্রি) ২ হস্তিতুল্য বলযুক্ত।

নাগবলা (স্ত্রী) নাগস্যেব বলং যস্যাঃ। বলাভেদ। (Sida alba) গোরক্ষচাকুলা, গোরথ্চাকুলে, পানসাঁড়া। গুলসহরা, কহকী (হিন্দী)। পর্য্যায়—অতিবলা, মহাবলা, গাঙ্গেরুকী, খসা, হ্রস্বগবেধুকা, গোরক্ষতণ্ডুলা, ভদ্রোদনী, খরগন্ধা, চক্ষুষ্পলা, মহোদয়া, মহাপত্রা, মহাশাখা, মহাকলা, বিশ্বদেবা, অরিষ্টা, দেবদন্তা, মহাগন্ধা, ঘণ্টা। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, অম্ল, গ্রাহী, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, উদর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাত, ব্রণ, ক্ষত, চর্ম্মরোগ ও পিত্তনাশক, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগে হিতকর। (রাজব° রাজনি°)

নাগবলাঘৃত (স্ত্রী) চক্রদত্তোক্ত পকঘৃতভেদ।

নাগবুদ্ধ (পুং) অনৈক বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক। নামান্তর নাগবোধ।

নাগবুদ্ধি (পুং) একখানি বৈদ্যশাস্ত্রপ্রণেতা। নামান্তর নাগবোধি।

নাগভগিনী (স্ত্রী) নাগস্য ভগিনী ৬তৎ। বাসুকির ভগিনী জরৎকারু।

নাগভিদ্ (পুং) হস্তিধ্বংসকারী সর্প বিশেষ। (Amphisbæna)

নাগভূষণ (পুং) নাগোভূষণং যস্য। মহাদেব, মহাদেবের সর্পগণ ভূষণ স্বরূপ।

নাগভৃৎ (পুং) নাগঃ ক্রূরাচারী সন্ বিভর্ত্তি আত্মানমিতি ভৃ-ক্বিপ্। ডুণ্ডুভসর্প। (ত্রিকা°)

নাগভোগ (পুং) সর্পবিশেষ।

নাগমঙ্গল, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত হসন জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩১৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ। তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। এখানকার বেল্লূরের জৈনেরাই প্রধান ব্যবসাদার। তাহারা নানাপ্রকার পিত্তল বাসনের ব্যবসা করে।

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটী বিখ্যাত গ্রাম। অক্ষা° ১২° ৪৯´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৪১´ ৪০´´ পূঃ। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন হিন্দু রাজধানীর নিদর্শন পড়িয়া আছে। কতকগুলি প্রাচীন দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান। এখানকার এক প্রাচীন মন্দির হইতে কোঙ্গুরাজপ্রদত্ত একখানি অতি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কোড়গ-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। এখানে পালিগার সর্দ্দারেরা পূর্ব্বে বাস করিত। এখানকার অন্তস্থিত দুর্গটী অতি প্রাচীন, কাহারও কাহারও মতে ভিতরের দুর্গ ১২৭০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। বহিস্থ দুর্গটী তাহার অনেক পরে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ মহিসুরের হিন্দু রাজা জয় করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে মরাঠাগণ এই নগর ধ্বংস করেন, সেই অবধি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

নাগমণ্ডন, কুমারিকাভক্ত চম্পকমুনিকুলজাত একজন রাজা, পরায়নের পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩১।৪০)

নাগমণ্ডলিক (পুং) অহিতুণ্ডক।

নাগমতী (ত্রি) লতাভেদ। (Ocimum Sanctum)

নাগময় (ত্রি) হস্তিসংবৃত্ত।

নাগমল্ল (পুং) নাগেষু হস্তিষু মল্লঃ। ঐরাবত। (শব্দরত্না°)

নাগ মহাসেন, সিংহলের এক বিখ্যাত রাজা। মহাবংশের মতে—ইনি ২৭৫ হইতে ৩০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

নাগমাতৃ (স্ত্রী) নাগানাং হস্তিনাং মাতেব ভূষকত্বাৎ। ১ মনঃশিলা। (হেম°) নাগানাং সর্পাণাং মাতা। ২ মনসাদেবী।

"নাগেশ্বরস্তানন্তস্ত ভগিনী নাগপূজিতা।
নাগেশ্বরী নাগমাতা সুন্দরী নাগবাহিনী॥" (ব্রহ্মবৈ° ২।১।৭১)

৩ সুরসা। হনুমান্ যে সময়ে সাগরোল্লঙ্ঘন করেন, সেই সময় দেবগণ হনুমানের বল পরীক্ষার জন্য নাগমাতা সুরসাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (রামা° ৬।১।১৩১)

অধ্যাত্মরামায়ণে ৬।৭।৮ অধ্যায়ে এই বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। ৩ কদ্রু। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, কদ্রুগর্ভে নাগগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাগমার (পুং) নাগং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-অণ্। ১ কেশরাজ। (ত্রি) ২ হস্তিমারক। ৩ সর্পমারক।

নাগযষ্টি (স্ত্রী) নাগাধিষ্ঠিতা যষ্টিঃ। পুষ্করিণী প্রভৃতিতে স্থিত কাষ্ঠবিশেষ। পর্য্যায়—নাগাঞ্চলা। (জটাধর) পুষ্করিণী তড়াগ প্রভৃতি উৎসর্গ করিলে তাহাতে নাগদিগের অধিষ্ঠানের জন্য বরুণাদি কাষ্ঠের স্তম্ভপ্রোথিত করিতে হয়। ইহার চলিত নাম রইকাঠ। জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—অষ্টনাগের নাম পৃথক্ পৃথক্ পত্রে লিখিয়া একটী কুম্ভে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে এই কুম্ভ মধ্যে পত্রগুলি বিলোড়ন করিতে হইবে। তাহার পর একটী পত্রিকা তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে যে নাগের নাম লিখিত থাকিবে, সেই নাগই জলাধিপ হইবেন, সেই নাগকে যথাবিধি পূজা করিয়া ক্ষীর ও পায়সনৈবেদ্য দিতে হইবে।

"নাগানামষ্টনামানি লিখিতানি পৃথক্ পৃথক্।
ততঃ কুম্ভে চ নিঃক্ষিপ্য গায়ত্র্যা চ বিলোড্য বৈ॥
উদ্ধরেৎ পত্রিকামেকাং তত্র বৈ নাগমীক্ষয়েৎ।
যস্ত নামোদ্ধরেত্থেৎস স বৈ জলাধিপঃ স্মৃতঃ।
তং বৈ সংপূজ্য গন্ধাদ্যৈর্দদ্যাদ্ক্ষীরঞ্চ পায়সম্॥" (জলাশয়োৎসর্গ)

অষ্টনাগের নাম আম্রপত্রে লিখিতে হইবে।

বৈল্বক, বারুণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, বিল্ব ও খাদির এই সকল কাষ্ঠ দ্বারা নাগযষ্টি করিতে হইবে। এই সকল কাষ্ঠ যদি বক্র বা কোটরযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই সকল কাষ্ঠ বর্জ্জনীয়। এই কাষ্ঠে শূল ও চক্র চিহ্নিত করিয়া জলাশয়ে প্রোথিত করিতে হইবে। এই নিয়মে চক্র করিতে হইবে। লৌহ, তাম্র বা পিত্তলের চক্রই প্রশস্ত, তাহার মধ্যে বাপী উৎসর্গে ১২ অঙ্গুলি, পুষ্করিণীতে ১৬ অঙ্গুলি, সরোবরে ২০ অঙ্গুলি এবং সাগরে এক হস্ত পরিমাণ চক্র হইবে।*

যে নাগ জলাশয়ের অধিষ্ঠাতা হইবেন, তিনিই সেই জলাশয় রক্ষা করিবেন। অষ্টনাগের নাম অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কোট ও শঙ্খ এই অষ্টনাগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নাগ নিরূপণ করিতে হইবে।

নাগর (ত্রি) নগরে ভবঃ অণ্। ১ বিদগ্ধ। ২ নগরোদ্ভব। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। নাগরোবিদগ্ধস্তত্রভাবোঽস্ত্যস্তেতি অচ্। (পুং) ৩ দেবর। ৪ নাগরঙ্গ, জম্বীরভেদ, নারাঙ্গা লেবু। (স্ত্রী) শুণ্ঠী ও মুস্তাভেদ, নাগরমুথা। ৭ রতিবন্ধভেদ। ৯ জনপদভেদ। ১০ নগর নামক স্থানে প্রচলিত অক্ষরভেদ। নগরায় হিতং অণ্। ১১ নগরহিত।

"ধনুর্ব্বেদস্ত সূত্রং বৈ যন্ত্রসূত্রঞ্চ নাগরম্।" (ভারত স° ৫ অ°)

নাগর, ১ গুজরাতবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তথায় যে কয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, তন্মধ্যে ইহারাই প্রধান বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে এই শ্রেণীর উৎপত্তি ও গোত্রাদির বিশেষ বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। [দেবনাগর শব্দ ৭২৪ হইতে ৭৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নগর বা বড়নগরে বাস হেতু ইহারা নাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে গুজরাতের বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ইহারা বড়নগর, বিশলনগর, ষঠোদ্রা, প্রশ্নোরা, কিঙ্কোরা ও চিত্রোরা প্রভৃতি স্থানীয় নামে আখ্যাত ও বিভিন্ন শাখায় গণ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে বোম্বাই প্রদেশের সকল প্রধান স্থানেই অল্পাধিক নাগর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়।

ইহাদের মধ্যে আচার্য্য, ভট্ট, পাণ্ড্য, রাউল, ঠাকুর, ব্যাস ইত্যাদি উপাধি আছে।

ইহারা সচরাচর দেখিতে সুশ্রী, সুগঠিত, নাতিদীর্ঘ,

---

* "বৈল্বকং বারুণঞ্চৈব পুন্নাগং নাগকেশরম্।
বকুলং চম্পকঞ্চৈব বিল্বঞ্চৈবাথ খাদিরম্॥
এতেষামেব দারূণাং নাগযষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
স বক্রকোটরং ত্যক্ত্বা তস্মাৎ কুর্য্যাৎ যথেপ্সিতম্।" (হয়শীর্ষ)
"শূলচক্রাঙ্কিতং কৃত্বা স্থাপয়িত্বা জলাশয়ে।
দ্বাদশাঙ্গুলমানন্ত ব্যাপ্যাং চক্রং প্রকল্পয়েৎ॥
ষোড়শং পুষ্করিণ্যান্ত বিংশতিস্ত সরোবরে।
সাগরে হস্তমাত্রঞ্চ লৌহং তাম্রঞ্চ পৈত্তলম্॥
চক্রঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং কুর্য্যাত্তেষাং যথেপ্সিতম্।" (বৃহস্পতি)

ইহাদের মস্তকের বার আনা অংশ শিখাবেষ্টিত। পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অধিক সুশ্রী ও রূপবতী, হাত পা ছোট খাট, সুদীর্ঘ নাসিকা ও সুচিক্কণ কেশজাল।

নাগর ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই নিরামিষাশী। অনেকেই তৈল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব, বৈষ্ণবের সংখ্যা অল্প। অনেকেই রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন। স্ত্রীলোকেরাও অঙ্গরক্ষা ও মাথায় উড়ানী জড়াইয়া থাকে। ইহারা কখন পরচুলা ব্যবহার করে না, মাথায় ফুল গোঁজে না বা অলঙ্কার পরে না।

ইহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। যাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহারাও তাঁহাদের যজমান গুজরাতী বণিয়া ব্যতীত আর কাহারও কাছে ভিক্ষা করেন না।

উঁহাদের মধ্যে শাঙ্খ্যায়ন শাখার ঋগ্বেদী ও মাধ্যন্দিন বাজসনেয় শাখার যজুর্ব্বেদী দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই স্মার্ত্ত, শঙ্করাচার্য্যকে পরমগুরু জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা ষোড়শবিধ সংস্কারই পালন করেন; যাঁহাদের অবস্থা ভাল নয়, তাঁহারা উপনয়ন, বিবাহ ও ঔর্দ্ধদেহিক এই তিনটী মাত্র সংস্কার করিয়া থাকেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পঞ্চম দিনে ষষ্ঠীপূজা ব্যতীত অপর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত আর সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। দ্বাদশ দিনে ৫টী সধবা রমণী আসিয়া শিশুকে দোলায় ও নামকরণ করে। এ সকল রমণীগণ হরিদ্রা ধারণ ও পরস্পর পরস্পরের সীমন্তে সিন্দুর লেপন করে। উপনয়নাদি দেশস্থ ব্রাহ্মণ হইতে বেশী তফাৎ নয়, কেবল বেদীর পরিবর্ত্তে চতুরস্র ভূমির চারিপার্শ্বে কলস রাখিয়া তন্মধ্যে মানবককে দাঁড় করায়। এই সময়ে স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বিধবারা মস্তক-মুণ্ডন করে, মঙ্গলসূত্র বা কোন প্রকার অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে পারে না। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়।

ভাউনগর-রাজের প্রধান মন্ত্রী প্রাতঃস্মরণীয় গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্কর এই নাগরবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের এক শ্রেণী।

৩ গুজরাতী বণিকদিগের মধ্যে এক শ্রেণী।

নাগর, ১ উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী। পূর্ণিয়া হইতে দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণাভি-মুখে আসিয়া মহানন্দায় পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে ইহার উপর দিয়া বড় বড় মাল-বোঝাই করা নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। উত্তরাংশে এই নদীর গর্ভ প্রস্তরময়, কিন্তু দক্ষিণাংশে বালুকাময়। ইহার কূলের অধিকাংশ স্থলেই চাষবাস নাই। পাটকি ও কুলিক নামে ইহার দুইটী শাখা আছে।

২ উত্তর-বঙ্গে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। বগুড়া জেলার উত্তরাংশে বহির্গত হইয়া রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ২০ মাইল বহিয়া গুড় নামে আত্রেয়ী-যমুনা-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে।

৩ জব্বলপুর ও মণ্ডলা জেলার মধ্যে বিস্তৃত গিরিমালা। নর্ম্মদার উপত্যকা ইহার নিম্নে অবস্থিত।

নাগর, সাঁওতাল পরগণা ও ভাগলপুরবাসী এক শ্রেণীর কৃষিজীবী। ইহারা পঞ্চ শাখায় বিভক্ত—জেথোৎ, পুলৌন্‌স্, নাগবংশী, কথৌতিয়া ও ভাটনাগর। ইহাদের মধ্যে কেবল কাশ্যপ গোত্র। প্রথম দুই শাখা ছাড়া পরস্পরে বিবাহ চলিত আছে। সম্প্রতি ঐ দুই শাখার মধ্যেও বিবাহ চলিত হইয়াছে। বহু বিবাহ তেমন প্রচলিত নাই, তবে প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। অপরাপর নীচ হিন্দুদিগের মত বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিধবারা সাঙ্গা করিতে পারে।

ইহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হয়।

সমাজে ইহারা অতি হীন, দোসাধ অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ব্রাহ্মণ কিংবা জলাচরণীয় অপর কোন জাতি ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে দুই একজনের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, তবে অধিকাংশেরই মজুরী ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে প্রায় চল্লিশহাজার নাগরের বাস আছে।

নাগর, রাজপুতানায় জয়পুরের অধীন উনিয়ারা রাজ্যের অন্ত-র্গত ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন নগর। উনিয়ারা হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

প্রবাদ এইরূপ, মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ এই নগর স্থাপন করেন। প্রত্নতত্ত্বান্বেষী কার্লাইল্ সাহেব এখান হইতে প্রায় ৬০০০ প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে প্রায় ৪০ জন প্রাচীন রাজার নাম বাহির হইয়াছে। অতি প্রাচীন-তম মুদ্রাগুলি ছেনিকাটা ও তৎপরবর্ত্তী কালের প্রাচীন মুদ্রায় বোধিবৃক্ষ অঙ্কিত। সেই মুদ্রাগুলির কোন কোনটীর উপর 'জয় মালবানাং' এইরূপ খোদিত হইয়াছে। এ ছাড়া ক্ষত্রপরাজ নহপানের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। পুরাবিদ্‌গণ অনু-মান করেন, এই নগরী খৃষ্টজন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে কোন নৈসর্গিক আপদের উৎপাতে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে এককালে বিধ্বস্ত হইয়া ভূগর্ভশায়ী

হইয়াছে। এখন যেখানে কর্কোট-গিরিমালা বিস্তৃত, তাহারই পূর্ব্বাংশে প্রায় ৪।৫ বর্গমাইল জুড়িয়া উক্ত প্রাচীন নগরী অবস্থিত ছিল। কর্কোটগিরির পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে কর্কোটনগর বলিয়াও অভিহিত করেন।

প্রবাদ এইরূপ, এখানে কর্কোট-নাগবংশীয় পরাক্রান্ত নাগ-রাজগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ এখান হইতে যে সকল মুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহাতে বোধিতরু, বোধিচক্র ও বোধিদণ্ড অঙ্কিত।

বর্ত্তমান সহর অধিকদিনের প্রাচীন নহে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন নগরের পশ্চিমাংশে তাহারই মাল মসলায় বর্ত্তমান সহর নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সহরে কএকটী প্রাচীন মন্দির আছে। এখান হইতে যে প্রাচীনতম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১০৮০ সম্বৎ অঙ্কিত আছে। প্রাচীন নগরের দিকেও ছয়টী মন্দিরের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার মুচুকুন্দ মন্দির স্থানীয় লোকের নিকট অতি ভক্তির জিনিস। এখান হইতে ১৩২৭ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

প্রায় ৪০ বর্ষ হইতে চলিল, ভীষণ মড়কে বর্ত্তমান সহর প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। এখন সহরের অবস্থা ও জলবায়ু অতি শোচনীয়। [বিস্তারিত বিবরণ Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. VI. p.162—195.]

নাগরক (ত্রি) নগরে ভবঃ কুৎসিতো প্রবীণো বা বুঞ্‌। ১ চোর। ২ শিল্পী। নগর শব্দ যে স্থলে কুৎসিত ও প্রবীণ অর্থ বুঝাইবে সেই স্থলে বুঞ্‌ প্রত্যয় হইবে অন্য অর্থ বোধ হইলে অণ্‌ হইয়া 'নাগর' এই পদ হইবে। (নগরাৎ কুৎসনপ্রাবীণ্যয়োঃ। পা ৪।২।১২৮)। সেই স্থলে বুঞ্‌ হইবে। ৩ রতিবন্ধবিশেষ।

"উরুমূলোপরিস্থিত্বা যোষিদুরুদ্বয়ং যদি।
গ্রীবাং ধৃত্বা করাভ্যাঞ্চ বন্ধো নাগরকো মতঃ॥" (রতিম°)

৪ নাগর শব্দার্থ।

নাগরকোইল্‌, ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৮° ১২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´ ৪১´´ পূঃ। এই স্থান ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন রাজধানী ও বর্ত্তমান সদর কোটার নগরের উপকণ্ঠ বলিয়া গণ্য। এখানে বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্রালয় আছে। ত্রিবাঙ্কোড়ের মধ্যে এখান হইতেই কেবল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। লোকসংখ্যা ১১১৮৭, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৯৬৩২।

নাগরকোমতি, তৈলঙ্গের কোমতিজাতির এক শ্রেণী। [কোমতি দেখ।]

নাগরক্ত (ক্লী) নাগকৃতং রক্তম্‌। ১ সিন্দুর। ২ নাগদিগের শোণিত।

নাগরখণ্ড (ক্লী) নাগরং নাম খণ্ডম্‌। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত স্বনামখ্যাত খণ্ডভেদ।

এই নাগরখণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল নারদীয় পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"অতঃপরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ ষষ্ঠোঽভিধীয়তে॥" (নারদপু°)

প্রথমে ইহাতে লিঙ্গোৎপত্তি, তৎপরে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, বিশ্বামিত্র মাহাত্ম্য, ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমন, তারকেশ্বরমাহাত্ম্য, বৃত্রাসুরবধ, নাগবিল, শঙ্খতীর্থ, অচলেশ্বর-বর্ণন, চমৎকারপুরবৃত্তান্ত, গয়শীর্ষ, বালশাখ্য, বালমণ্ড, মৃগাহ্বয়, বিষ্ণুপদ, গোকর্ণ, যুগরূপসম্প্রাপ্তি, সিদ্ধেশ্বরবর্ণন, নাগস, সপ্তার্ষয় বিবরণ, অগস্ত্যবিবরণ, ভ্রূণগর্ত্ত, নলেশ, শার্ম্মিষ্ঠ, সোমনাথ, জমদগ্নিবধাখ্যান, নিঃক্ষত্রিয়কথন, রামহ্রদ, নাগপুর, জললিঙ্গ, যজ্ঞভূমি, মুণ্ডীরাদি তিনটী কাকবৃত্তান্ত, সতীপরিণয়, বালখিল্য-বিবরণ, লক্ষ্মীশাপ, সপ্তবিংশ সোমপ্রাসাদ, অম্বাবৃদ্ধ, পাদুকাখ্য, আগ্নেয়, ব্রহ্মকুণ্ডক, গোমুখ, লোহযষ্ট্যাখ্য, অজাপালেশ্বরী, শানৈশ্চর, রাজবাপী, রামেশ, কুশেশাখ্য ও লবেশাখ্য প্রভৃতি লিঙ্গবিবরণ, অষ্টষষ্টি সমাখ্যান, দময়ন্তীর স্ত্রীজাতক, রেবতী, ভট্টিকাতীর্থোৎপত্তি, ক্ষেমঙ্করী, কেদার, শুক্লতীর্থ, মুখারক-তীর্থ, সত্যসন্ধেশ্বরাখ্যান, কর্ণোৎপলাকথা, জটেশ্বর, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌর্য্য, গাণেশ, বাস্তুপদাখ্যান, অজাগৃহকথা, সৌভাগ্য-অন্ধুক, শূলেশ ও ধর্ম্মরাজকথা, মিষ্টান্নদেশ্বরাখ্যান, গাণপত্যত্রয়, জাবালিচরিত, মকরেশকথা, কালেশ্বর্য্যন্ধকাখ্যান, অপ্সরঃকুণ্ড, পুষ্পাদিত্য, রোহিতাশ্ব, নাগরোৎপত্তিকীর্ত্তন, ভৃগুচরিত, বিশ্বামিত্রকথা, সারস্বত, পিপ্পলাদ ও কংসারীশবর্ণন, ব্রহ্মার যজ্ঞচরিত, সাবিত্র্যাখ্যান, রৈবত, ভর্ত্তৃযজ্ঞাখ্য, প্রধানতীর্থদর্শন, কৌরব, হাটকেশ্বর, প্রভাসক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, ধর্ম্মারণ্য ইহার বিবরণ, বারাণসী, দ্বারকা ও অবন্তীবর্ণন, বৃন্দাবন, খাণ্ডব ও দ্বৈতবনবর্ণন, কল্প, শাল ও নন্দ এই তিন গ্রাম, অসি, শুক্ল ও পিতৃসংজ্ঞ এই তিন তীর্থ, শ্রী, অর্ব্বুদ ও রৈবত এই তিন পর্ব্বত, গঙ্গা, নর্ম্মদা ও সরস্বতী এই তিন নদী বিবরণ, শঙ্খতীর্থ, বালমণ্ডন, হাটকেশ, ক্ষেত্রফলপ্রদ বিবরণ, শাম্বাদিত্য, শ্রাদ্ধকল্প, যৌধিষ্ঠির ও অন্ধকবিবরণ, জলাশয়োৎসর্গ, চাতুর্ম্মাস্য, অশূন্যশয়নব্রত, মঙ্গলেশ, শিবরাত্রি, তুলাপুরুষ, পৃথ্বীদান, বামকেশ, কপালমোচনেশ্বর, পাপপিণ্ড, সাপ্তলৈঙ্গ ও যুগমানাদি কীর্ত্তন, দানমাহাত্ম্যকথন ও দ্বাদশাদিত্যকীর্ত্তন। নাগর ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাগর খণ্ড।

নাগরঘন (পুং) নাগরএব ঘনঃ মুস্তা। নাগরমুস্তা, নাগরমুথা।

নাগরঙ্গ (পুং) নাগস্ত নাগসম্ভূতস্য সিন্দুরস্যেব রঙ্গোযস্য। বৃক্ষবিশেষ। নারঙ্গী-লেবুর গাছ। (Citras Aurantium)। পর্য্যায়—নারঙ্গ, নার্যাঙ্গ, নাগর, ঐরাবত, নাগরঙ্গক, চক্রাধিবাসী, সুরঙ্গ, ত্বক্‌গন্ধ, নারঙ্গী, নারঙ্গক, নাদেয়া, গোরক্ষ। এই নারঙ্গীফল অম্লমিষ্টভেদে দ্বিবিধ। ইহার ফলগুণ—সুগন্ধি ও মুখপ্রিয়। মিষ্টফলগুণ—উষ্ণ, গুরু, বলকারক, অম্ল ও রুচিকর, আম, কৃমি, শূল, শ্রম ও বাতনাশক। অম্লফলগুণ—অম্ল, অতিশয় উষ্ণ, দুর্জ্জর, বাতনাশক, রেচক, বৃষ্য, পাকে গুরু, ঈষৎ মধুর, সুগন্ধ। কেশরের গুণ—বৃষ্য, ঈষন্মধুর, অত্যম্ল, রুচিকারক ও বাতনাশক।

(রাজব° ভাবপ্র° রাজনি°)

নাগরদোলা, দোলাযন্ত্রভেদ।

নাগরমর্দ্দিন্ (ত্রি) নাগরং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। নাগরমর্দ্দক।

নাগরমুস্তা (স্ত্রী) নাগরইব মুস্তা। মুস্তা প্রভেদ, নাগরমুথা (Cyperus pertenuis)। পর্য্যায়—নাগরোথা, নাগরাদিঘনসংজ্ঞকা, চক্রাঙ্কা, নাদেয়ী, চূড়ালা, পিণ্ডমুস্তা, শিশিরা, বৃষধ্বাঙ্ক্ষী, কচ্ছরুহা, চারুকেসরা, উচ্চটা, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা, কপালিনী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, শীতল এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, অতীসার, রুচি, তৃষ্ণা, দাহ ও ভ্রমনাশক।

(রাজনি°)

নাগরবস্তি, ত্রিহুত জেলায় ছোট গণ্ডক নদীতীরে অবস্থিত একটী ছোট নগর। অক্ষা° ২৪° ৫২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৫২´ পূঃ। এখানে দরভাঙ্গা-রাজের ব্যয়ে পরিচালিত একটী বিদ্যালয় ও থানা আছে। প্রতি সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

নাগরস্ত্রী (স্ত্রী) নাগরাণাং স্ত্রী ৬তৎ। নাগরদিগের পত্নী।

নাগরা (আরবী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ আনদ্ধযন্ত্র। এই যন্ত্র দুই প্রকার—ক্ষুদ্র নাগরা ও মহানাগরা। এই দুই নাগরা যন্ত্রই বহির্দ্বারিক যন্ত্র। উভয়ই মৃত্তিকাদ্বারা গঠিত। ক্ষুদ্রনাগরা দেখিতে একটী গোলাকারের অর্দ্ধাংশ। ইহার একমুখ, এই মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী কতকগুলি চর্ম্মরজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই সকল চর্ম্মরজ্জু আবার পশ্চাদ্দিকে একটী চর্ম্মবেষ্টনে আবদ্ধ। শোভার জন্য এই যন্ত্রে পক্ষিপক্ষ ও অশ্বকেশ চর্ম্মরজ্জুর মধ্যে মধ্যে যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলদেশে ধারণ করিয়া বাজাইতে হয়। কাড়া নামক যন্ত্রের সহিত ইহার প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

অতি পূর্ব্বকালে এই যন্ত্র যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইত। এখন রাজাদিগের বহির্গমন, পূজা ও বিবাহাদিতে ইহার সমধিক প্রচলন দেখা যায়।

মহানাগরা উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর এবং পশ্চাদ্ভাগে ক্রমে কোণাকার থাকে। ইহা দুইটী বাম ও দক্ষিণ। আকারগত অন্য সকল বিষয়ে এই যন্ত্র উপরি উক্ত যন্ত্রের ন্যায়। এই মহানাগরা টিকারা নামক আর একটী যন্ত্রের সহিত নহবত বাদ্যে ব্যবহৃত হয়। ভূমিতে রাখিয়াই দুইটী দণ্ড দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জয়ী রাজাদিগের গৃহপ্রত্যাগমনকালে উষ্ট্র ও হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে রাখিয়া বাদিত হইত। (যন্ত্রকো°)

নাগরাজ (পুং) নাগানাং রাজা ৬তৎ টচ্ সমাসান্তঃ। ১ শেষনাগ।

"অধস্তান্নাগরাজায় সোমায়োর্দ্ধাং দিশং দদৌ।" (হরিব° ২৬৫ অ°)

২ ছন্দোগ্রন্থকারক পিঙ্গলনাগ।

নাগরাজ, ১ ভাবশতক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। টাকবংশে ইহার জন্ম, ইহার পিতার নাম জালপ ও পিতামহের নাম বিদ্যাধর।

২ পদ্মাবতীভক্ত সৌমপ মুনি কুলজ এক রাজপুত্র, ইহার পিতার নাম শ্রীবদন। (সহ্যাদ্রি° ১।৩৩।৫৬।)

নাগরাজকেশব, কাব্যপ্রকাশের পদবৃত্তি নামে টীকাকার।

নাগরাজপল্লী, কৃষ্ণা জেলায় নরসরবাপেটের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে নাগ, বিষ্ণু ও হনুমানের মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়।

নাগরাদিকাথ (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, বেণারমূল, বেলছাল, মুতা, ধনিয়া, মোচরস ও বালা এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর ও দারুণ অতীসার নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—শুঁঠ, আতাইচ, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা এবং ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ। ইহার গুণ পাচক এবং শোথ ও জ্বরাতিসারনাশক। (ভাবপ্র°)

নাগরাদ্যচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, আতাইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চিমূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ও কটকী এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও তণ্ডুল জল। ৬ গুণ বা ৮ গুণ জলে রাত্রিতে তণ্ডুল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। প্রাতে সেই জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে রক্তযুক্ত পৈত্তিক গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যর° গ্রহণ্যধি°)

নাগরাদ্যমোদক (পুং) মোদক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুণ্ঠী, ভেলার মুটী, বিদ্ধড়ক বীজ, ইহাদের প্রত্যে-

কের চূর্ণ সমভাগ ও দ্বিগুণ গুড়ের সহিত যথাবিধানে পাক করিয়া এই মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। সেবনের পরিমাণ ৪ মাষা। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে বহুদিনের অর্শ আরোগ্য হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যর° অর্শোধি°)

নাগরাহ্ব (ক্লী) নাগরেতি আহ্বা যস্য। শুণ্ঠী। (রাজনি°)।

নাগরী (স্ত্রী) নগরে ভবা, নাগর-অণ্-ঙীপ্। স্নুহী বৃক্ষ। ২ বিদগ্ধ নারী, বিদুষী স্ত্রী।

"হস্তাভীরী স্মরতু স কথং সংবৃতো নাগরীভিঃ।" (উদ্ধবদূত)।

৩ নাগরপত্নী। (ত্রি) ৪ নগরভব। ৫ অক্ষরভেদ। [দেবনাগর দেখ।]

নাগরী, ১ উত্তর আর্কট জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিমালা। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বাংশ বলিয়া গণ্য। শতাধিক ফিট্ স্থূল কঠিন বালু পাথর ও পূর্ব্বাংশে দানাদার গ্রাণিট্ পাথর তির্য্যক্‌ভাবে রহিয়াছে। লালচে, পীত, শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের বালুপাথরই দৃষ্ট হয়। ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, ইহার গঠনাদি উত্তমাশা অন্তরীপস্থ সমতল গিরিবৎ।

২ উক্ত গিরিমালার প্রধান শৃঙ্গ। অক্ষা° ১৩° ২২´ ৫৩´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৩৯´ ২২´´ পূঃ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮২৪ ফিট্ উচ্চ। সমুদ্রকূল হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও পরিষ্কার দিনে সমুদ্র হইতে দেখা যায়। ইহার পাদদেশে নাগরী গ্রাম। (লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০।) তাহারই নিকট মান্দ্রাজ রেলের নাগরী ষ্টেসন। এখানে চাউল, নীল ও সুপারির ক্রয় বিক্রয়ের জন্য মান্দ্রাজ হইতে সর্ব্বদাই বণিকেরা যাতায়াত করে। ইহার নিকট অতি উৎকৃষ্ট ধান্য জন্মে। পূর্ব্বে এখানে বহু জনাকীর্ণ নগর ছিল।

৩ রাজপুতানার চিতোর নগরের ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র নগর ও এক অতি প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ। প্রবাদ এইরূপ, রাজা হরিচাঁদ এই নগর পত্তন করেন। ইহার প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী। এখান হইতে অশোকের সময়কার ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ ছাড়া আড়াই হাজার বর্ষের প্রাচীন হিন্দুদের ছেনিকাটা মুদ্রা ও বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও ভাস্করকার্য্যের অবশেষ প্রাচীন নগরের কেবল পরিচয় দিতেছে, আর কিছুই নাই। এই স্থান গহলোতদিগের হস্তগত হইলে এখানকার প্রাচীন দ্রষ্টব্য যাহা কিছু ছিল, সমস্তই চিতোরে স্থানান্তরিত হয়। (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. VI. p. 196-226.)

নাগরীট (পুং) নাগরীমেটতি ইট গতৌ ক। ১ বিড়্গ লম্পট। ২ জার। ৩ নাগরী কৃত মঙ্গলধ্বনি।

নাগরুক (পুং) নাগং রবতে সাদৃশ্যেন প্রাপ্নোতীতি রু গতৌ বাহু° ক প্রত্যয়েন সাধুঃ। নাগরঙ্গ।

নাগরেণু (পুং) নাগস্য সীসকস্য রেণুঃ। সীসকসম্ভব, সিন্দূর।

নাগরেয়ক (ত্রি) নগরে ভবঃ নগরেস্তায়ং বা নগর-ঢকঞ্ (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫)। নগর সম্বন্ধী। অথবা নগরস্যায়ং। এই অর্থে নগর-ঞেয়, তাহার পর স্বার্থে ক, এইরূপ প্রত্যয় করিলেও নাগরেয়ক পদ সিদ্ধ হয়।

নাগরোত্থা (স্ত্রী) নাগরাদুত্তিষ্ঠতি উদ্-স্থা-ক। নাগরমুস্তা, নাগরমুথা।

নাগর্য্য (ক্লী) নাগরস্য ভাবঃ যক্। নাগরভাব, বিদগ্ধত্ব, পাণ্ডিত্য।

নাগলক্ষণ (ক্লী) নাগানাং সর্পাণাং লক্ষণং। সর্পদিগের ভেদাদি জ্ঞাপক চিহ্নভেদ।

"নাগাদয়োঽথ ভাবাদিদংশস্থানানি কর্ম্ম চ।
সূতকং দষ্টচেষ্টেতি সপ্তলক্ষণমুচ্যতে॥" (অগ্নিপু°)।

নাগলক্ষণের বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে— নাগ, তাহার শরীরাদি, ভাবাদি, দংশস্থান, কর্ম্ম সূতক ও দষ্ট চেষ্টা নাগদিগের এই সাতটী লক্ষণ। শেষ, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোট, অব্জ, মহাম্বুজ, শঙ্খপাল ও কুলিক এই নয়টী শ্রেষ্ঠ নাগ। ইহাদের প্রত্যেক দুইটীর ক্রমে সহস্র, অষ্টশত, পঞ্চশত ও ত্রিংশতি মস্তক আছে এবং প্রত্যেকে দুইটী করিয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি। ইহাদের বংশ পঞ্চশত, ক্রমে তাহা হইতে অসংখ্য হইয়াছে। ফণী, মণ্ডলী ও রাজিল ইহারা ক্রমে বাত, পিত্ত ও কফাত্মক। ইহাদের মধ্যে অনুক্ত কালজাত দোষমিশ্র নাগগণ দর্ব্বীকর নামে খ্যাত।

নাগগণ চক্র, লাঙ্গল, ছত্র ও স্বস্তিক চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গোনস নাগগণ দীর্ঘাকার, মন্দগামী ও নানাপ্রকার মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিল নাগগণ, স্নিগ্ধ, ঊর্দ্ধ এবং বক্রভাবে নানাবর্ণে চিত্রিত। ব্যন্তর নাগগণ মিশ্র চিহ্নবিশিষ্ট, ও ভূ, বর্ষ, অগ্নি ও বায়ুভেদে চারি প্রকার। তাহাদের মধ্যে আবার ২৬ প্রকার অবান্তরভেদ আছে। গোনসগণ ষোড়শ প্রকার, রাজিল ১৩ প্রকার ও ব্যন্তরগণ ২১ প্রকার। যে সকল সর্প অনুক্তকালে জন্মে, তাহাদিগকে ব্যন্তর কহে।

নাগগণের আষাঢ়াদি মাসত্রয়ে গর্ভ হয়। অনন্তর চারি মাস গর্ভধারণ করিয়া ২৪০টী ডিম্ব প্রসব করে, তাহার মধ্যে নাগিনীগণ পুং ও নপুংসক ভুজসমূহকে গ্রাস করে, কেবল নাগকন্যাগণ জীবিত থাকে। কৃষ্ণসর্পের ৭ দিনের পর চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, এক মাসের পরই তাহারা বাহিরে দৃষ্ট হয়।

১২ দিনের পর বোধ জন্মে, সূর্য্য দর্শন করিলেই দন্তোদগম হয়। ইহার মধ্যে কাহারও ৩২ দিনে, কাহারও বা ২২ দিনে ৪টী দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহদ্দন্ত হয়। করালী, মকরী, কালরাত্রী ও যমপূতিকা ইহাদের দন্তে বিষ থাকে। ইহারা বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া গমন করে, ও ৬ মাসের পর ত্বগুন্মোচন করিয়া থাকে। নাগের পরমায়ু ১২০ বৎসর। দিবা ও রাত্রিকালে সপ্তনাগ সূর্য্যাদি বারাধিপতি হয়। ইহাদের মধ্যে ৬টী প্রতি-বারেই ও কুলিক সকল সন্ধ্যাতেই অধিপতি হইয়া থাকে।

(অগ্নিপু° ৩০৪ অ°)

পূর্ব্বোক্ত নাগলক্ষণ—দংশন ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতি ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই অগ্নিপুরাণে ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। সুশ্রুত এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নাগ সকল অশীতি প্রকার, তাহাদের মধ্যে দর্ব্বীকর ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২, রাজিমন্ত ১০ প্রকার, ত্রিবিধ বৈকরঞ্জ জাতি ও নির্ব্বিষ ১২ প্রকার। বৈকরঞ্জ জাতি হইতে সপ্ত প্রকার চিত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত উভয় গুণবিশিষ্ট।

যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক বা অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দর্ব্বীকর বলে। তাহারা ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী। যাহারা বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে চিত্রিত, স্থূল ও মন্দগামী এবং দীপ্তসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী কহে। চিকচিকে ও শরীরের ঊর্দ্ধাধোভাবে বিবিধ বর্ণের আঁজি দ্বারা চিত্রিত যে সকল নাগ, তাহাদিগের নাম রাজিমন্ত। যাহাদের শরীর সুগন্ধ ও সুবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট তাহারা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহারা স্নিগ্ধবর্ণবিশিষ্ট ও শীঘ্র কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ, লোহিত, ধূম্র বা পারাবতের ন্যায় ও বস্ত্রের ন্যায় দৃঢ় হয়, তাহারা বৈশ্যজাতি। যাহারা মহিষ, হস্তী অথবা অন্যপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট এবং ত্বক্ অতিশয় কর্কশ, তাহারা শূদ্রজাতি।

দর্ব্বীকরের দংশনে বায়ু, মণ্ডলীর দংশনে পিত্ত ও রাজি-মন্তের দংশনে শ্লেষ্ম কুপিত হয়। যে সকল নাগ অসবর্ণ সমাগমে উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিষে দুই দোষ কুপিত হয়। সেই দোষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া নাগদিগের পিতামাতার জাতি জানা যায়। রজনীর শেষভাগে চিত্রাজাতি, এবং অবশিষ্টভাগে মণ্ডলীজাতি, ও দিবাভাগে দর্ব্বীকর জাতি বিচরণ করিয়া থাকে। দর্ব্বীকর তরুণ, মণ্ডলী বৃদ্ধ, এবং রাজিমন্ত মধ্যবয়স্ক হইলেও দংশনে মৃত্যু হয়।

যদি সর্পাদি নকুল দ্বারা আকুলিত কিংবা জল বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিহত হয়, এবং কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ অথবা ভীত হয়, তাহা হইলে ইহাদের বিষ অল্প হয়, জানিতে হইবে।

শুক্র যেরূপ সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, বিষও সেইরূপ সর্পের সকল শরীরে ব্যাপ্ত আছে। ক্রুদ্ধ হইলে বড়িশের ন্যায় দন্ত হইতে ইহাদের বিষ নিঃসৃত হয়। ইহারা ফণা তুলিয়া দংশন না করিলে বিষ ত্যাগ করিতে পারেনা। (সুশ্রুত)

সুশ্রুতে কল্পস্থানে ৩, ৪ ও ৫ অধ্যায়ে নাগলক্ষণ, দংশন ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

[বিশেষ বিবরণ সর্প দেখ।]

নাগলতা (স্ত্রী) নাগঃ সর্পস্তদ্বৎ লতা। লিঙ্গ। (ত্রিকা°) ২ নাগদীর্ঘালতা, তাম্বুলী।

নাগলোক (পুং) নাগানাং লোকঃ ৬তৎ। নাগাধিষ্ঠিত লোক, পাতাল। "তেষু দানবদৈতেয় জাতয়ঃ শতসংঘশঃ।
নিবসন্তি মহানাগ জাতয়শ্চ মহামুনে॥" (বিষ্ণুপু°)

পাতাললোকে নাগগণ অবস্থান করে, ব্রহ্মার আদেশে নাগগণ এই লোকে অবস্থিত। এক একটী পাতাল দশসহস্র যোজন। অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল এবং সপ্তম পাতাল। এই সপ্ত পাতাল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশোভিত ভূমি সকল যথাক্রমে শুক্লা, কৃষ্ণা, অরুণা, পীতা, শর্করা, শৈলী ও কাঞ্চনী। এই সকল স্থানে দানব, দৈত্য, যক্ষ ও মহানাগ জাতি সকল বাস করিয়া থাকে। নারদ একদা নাগদিগের আবাস ভূমি পরিভ্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, পাতাল স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। (বিষ্ণুপু° ২।৫ অ°)

নাগবট্ট (পুং) কাশ্মীররাজ কম্পনাপতির একজন অমাত্য। ইনি কায়স্থ ছিলেন। (রাজতর° ৮।৬৭১)

নাগবর্ত্মন্ (পুং) তীর্থভেদ। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই তীর্থে পন্নগরাজ বাসুকি স্বয়ং নানা নাগগণের সহিত অবস্থান করেন। এই তীর্থে সহস্র সহস্র ঋষি ও দেবতা সকল আসিয়া নাগরাজ বাসুকিকে যথাবিধি অভিষেক করিয়া থাকেন। এই স্থানে কাহারও সর্প ভয় নাই। (ভারত শা° ৩৮ অ°)

নাগবল্লরী (স্ত্রী) নাগইব দীর্ঘা বল্লরী। নাগবল্লী, তাম্বুলী।

নাগবল্লিকা (স্ত্রী) নাগবল্লী।

নাগবল্লী (স্ত্রী) নাগইব দীর্ঘা বল্লী লতা। তাম্বূলবল্লী, তাম্বূল লতা, পশ্চিমে নাগবেলী বা পান এবং বঙ্গেও পাণ নামে চলিত। ইহা দেশভেদে বিভিন্নগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

'একাপ্যেবা দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কীয়ে গুণে চ ॥"
(রাজনি°)

রাজনির্ঘণ্টে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীবাটী—ইহার গুণ মধুর, তীক্ষ্ণ এবং বাত, পিত্ত ও কফনাশক, সরস, রুচিকর এবং বিপাকে শীতল।

অম্লবাটী—ইহার গুণ কটু, অম্ল, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখশোধক, বিদাহ, পিত্ত ও অস্রকোপন, বিষ্টম্ভকারক ও বাতনাশক।

সপ্তমী—ইহার গুণ মধুর, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, পাচন, গুল্ম, উদরাধ্মাননাশক, রুচিকর এবং দীপন।

গুহাগর নামক স্থানে ইহা সপ্তশিরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার গুণ—চূর্ণ সহিত অতি রসা ও রুচিকারক, সুগন্ধি, তীক্ষ্ণ, মধুর, অতি হৃদ্য, সন্দীপন, পুংস্ত্বকর, বলকারক, বিরেচন ও মুখ-সুগন্ধিকারক। মালবদেশে অম্লসরা বলিয়া খ্যাত, ইহার গুণ—সুতীক্ষ্ণ, মধুর, রুচিকর, শীতল, দাহনাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর, বলকারক, মুখসুগন্ধিকারক, স্ত্রীদিগের সৌভাগ্যবর্দ্ধনকর, মদকারক, গুল্ম ও আধ্মাননাশক।

আন্ধ্রদেশে পুষ্কলিকা নামে খ্যাত। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কটু, পিত্ত ও বাতনাশক। এই দেশে দীর্ঘফলা নামে আর এক প্রকার নাগবল্লী আছে, তাহার গুণ—দেষণীয়, কটু, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, কফ ও বাতনাশক, রুচিকর, দীপন ও পাচন। (রাজনি°) *

[তাম্বূলের অন্যান্য বিবরণ তাম্বূল দেখ।]

নাগলপল্লী, একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামটী ইলোরার ২১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে এবং জিলিজারি গুড়মের উত্তরে কতকগুলি নিম্নগিরিশ্রেণী আছে। এই সকল পাহাড়ের পশ্চিমপার্শ্বস্থ একটী উপত্যকায় পর্ব্বতগাত্রে খাত কতকগুলি কূপ ও সেই কূপের অভ্যন্তরে দেবমন্দির নির্ম্মিত আছে।

নাগলপুর, মান্দ্রাজে চেঙ্গলপট্ট নামক জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী। অক্ষা° ১৩° ২৪´ হইতে ৩১° ২১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৯´ হইতে ৭৯° ৫১´ ৫০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তরে সাতিস্নাবাদ গিরি ও পশ্চিমে নাগরী গিরিপুঞ্জের সহিত সংযুক্ত। ইহা সাধারণতঃ ১৮০০ ফিট্ উচ্চ, ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৫০০ ফিট্। এই গিরির উপরে তিনটী বক্র গিরিপথ আছে।

নাগলুতি, নন্দিকট্‌কুরের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে দুইটী জীর্ণ মন্দির আছে। তন্মধ্যে অঞ্জনা নামক মন্দিরে শিলালিপি খোদিত আছে। উহা ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে খোদিত হয়। উহাতে বিজয়নগরের রাজা সদাশিবের দানের বিষয় লিখিত আছে।

নাগবংশ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, আর্য্যজাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পূর্ব্বে এদেশে নাগবংশীয় রাজারা আধিপত্য স্থাপন-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এই নাগবংশ ভারতের প্রাচীন শকজাতির (Scythic race) এক শাখা। নাগবংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণে লিখিত আছে, নাগবংশীয় সাতজন মথুরা-পুরী ভোগ করিবেন, তৎপরে গুপ্তরাজগণ রাজা হইবেন। (ব্রহ্মাণ্ড উপসংহার পাদ।) নবনাগের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তদুপরি খোদিত বৃহস্পতিনাগ, দেবনাগ, গণপতি নাগ প্রভৃতি শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নাগবংশীয় রাজগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। (Coins of the Nine Nagas, in Asiatic Society of Bengal, Pt. I. of 1864)। এই নবনাগের রাজধানী কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে সত্য বটে, কিন্তু অনেক তর্কের পর এই মীমাংসা হইয়াছে যে নরবর তাহাদের রাজধানী ছিল। বিষ্ণুপুরাণে নরবর পদ্মাবতী নামে খ্যাত। উক্ত নাগবংশধরগণ কান্তিপুরী এবং মথুরায় বিজয়পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। অধুনা যে সমস্ত স্থান ভরতপুর, ঢোলপুর, গোয়ালিয়ার, বুন্দেলখণ্ড, উজ্জয়িনী, ভিল্‌সা ও সাগর নামে খ্যাত, ইহা সমস্তই নবনাগের অধিকৃত ছিল। শুনা যায়, মালবের কিয়দংশও তাহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল। আলাহাবাদের খোদিত লিপিতে আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত গণপতিনাগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। গণপতিনাগের অন্য নাম গণেন্দ্র। নরবর রাজাদিগের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে গণপতিনাগের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাই অধিক, এবং বহু দেশ দেশান্তর

---

* "শ্রীবাটী মধুরা তীক্ষ্ণা বাতপিত্তকফাপহা।
রসাঢ্যা চ রসা রুচ্যা বিপাকে শিশিরা স্মৃতা ॥
অম্লবাটী কটুকাম্লতিক্তা তীক্ষ্ণা তথোষ্ণা মুখপাককর্ত্রী।
বিদাহপিত্তাস্রবিকোপনী চ বিষ্টম্ভদা বাতনিবর্হণী চ ॥
সপ্তমী মধুরা তিক্তা কটুরুষ্ণা চ পাচনী।
গুল্মোদরাধ্মানহরা রুচিকৃদ্দীপনী পরা ॥
অন্যচ্চ—গুহাগরে সপ্তশিরা প্রসিদ্ধা তৎপর্ণচূর্ণাতি রসাতিরুচ্যা।
সুগন্ধিতীক্ষ্ণা মধুরাতিহৃদ্যা সন্দীপনী পুংস্ত্বকরা চ বল্যা
বিরেচনী বক্ত্রসুগন্ধিকারিণী ॥
আন্ধ্রে পুষ্কলিকানাম কষায়োষ্ণা কটুস্তথা।
মলাপকর্ষাকণ্ঠ্য পিত্তসৃম্বাতনাশিনী ॥
দ্বেষণীয়া কটুস্তীক্ষ্ণা হৃদ্যা দীর্ঘফলা চ সা।
কফবাতহরা রুচ্যা কটুর্দীপনপাচনী ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

ব্যাপিয়া প্রচলিত। মগধ রাজ্যে এক নাগবংশের কথা শুনা যায়। ইহারা বহুকাল পর্য্যন্ত নিজ ভুজবলে মগধ করায়ত্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে প্রভূত পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করেন। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে আর্য্য পাণ্ডবগণের সহিত মগধের নাগবংশীয় রাজাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাভারতে খাণ্ডবদাহনের বিষয় ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই অবিদিত নাই। সেই সময় বহুসংখ্যক নাগের (সর্পের) নিধন হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কালিয় প্রভৃতি অনেক নাগদমন করিয়াছিলেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন যে, আর্য্যবংশোদ্ভব কৃষ্ণ অনার্য্যসম্ভূত নাগবংশীয় রাজাদিগকে জয় করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যাখ্যার সত্যাসত্য বিবেচনার ভার পাঠকবর্গের উপর রহিল। আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা, তবে খৃঃ পূর্ব্ব ৬৯১ অব্দে নাগরাজারা প্রবল প্রতাপের সহিত তথায় প্রভুত্ব করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাবীর আলেকজান্দর যখন মগধ রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করেন, তখন নাগবংশসম্ভূত নন্দরাজ স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামগড় ও সীরগুজার নাগবংশীয় রাজারা তত্রত্য মুদ্রার উপর সর্প অঙ্কিত করিত। ইহার মর্ম্ম এই যে তাহারা নাগবংশীয়, সুতরাং পূর্ব্বপুরুষগণের সম্মানার্থ নাগমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। সিংহলে নাগবংশ এত অধিক যে ইহা 'নাগদ্বীপ' নামে খ্যাত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশেও নাগবংশ গমন করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। আবি-ডম্নীনেক লিখিয়াছেন যে, উত্তর আমেরিকায় শকজাতীয় নাগবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং নাগবংশ লিদীয়ানদের রাজ্যও জয় করিয়াছিল। (Cyclopædia of India, Vol. II. p. 1042.)

নাগবদন, সিংহলের একটী বন্দরের নাম। হিউএন সিয়ঙ্গের কিছু কাল পরে ঐ বন্দরটী স্থাপিত হয়।

নাগবর্দ্ধন, চালুক্যবংশীয় একজন রাজা। [চালুক্য দেখ।]

নাগবলি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবর্ত্তী একটী নদী। ইহার অপর নাম 'লাঙ্গলিয়া'।

মধ্যপ্রদেশে গোণ্ডয়ানা পাহাড় হইতে তিনটী জলস্রোত একত্র মিলিত হওয়ায় এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী তথা হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ধাবিত হইয়া জয়পুরের মধ্য দিয়া চিকাকোলের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪০ মাইল। ইহার তীরস্থ প্রধান প্রধান নগর যথা—সিঙ্গাপুর, বিস্সা, রায়গড়, পার্ব্বতীপুর, পালকণ্ডা এবং চিকাকোল। ইহার প্রধান উপনদী সালুর এবং মকবা।

নাগবারিক (পুং) নাগস্য গজস্য সর্পস্য বা বারো বারণং প্রয়োজনমস্য ঠক্। ১ হস্তিপালক। ২ গরুড়। ৩ ময়ূর। ৪ রাজকুঞ্জর। ৫ যূথস্থিত গজরাজ।

'নাগবারিক উদ্দিষ্টো রাজকুঞ্জর হস্তিপে।
গণস্থরাজে গরুড়ে চিত্রমেখলকে ক্বচিৎ ॥' (মেদিনী)

নাগবাস (পুং) নাগানাং বাসঃ অবস্থানং। ১ নাগদিগের বসতি। ২ নেপালের উপত্যকাস্থ হ্রদবিশেষ।

নাগবিল (ক্লী) তীর্থভেদ। (নাগরখণ্ড)

নাগবীট (পুং) নাগইব ব্যেটতি বি-ইট-ক। টাঙ্গর, লম্পট, চলিত ড্যাকরা।

নাগবীথী (স্ত্রী) নাগস্যেব বীথী পন্থাঃ। আকাশমণ্ডলে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রত্রয়ঘটিত গ্রহস্থানত্রয়ের অন্তর্গত উত্তরদিক্‌স্থিত মার্গবিশেষ। দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যমমার্গের প্রত্যেক মার্গে তিনটী করিয়া বীথী হয়। তিন নক্ষত্রে একবীথী। ইহার মধ্যে অশ্বিনী, কৃত্তিকা ও যাম্যা নাগবীথী।

"অশ্বিনীকৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথীতি শব্দিতা।"
(বিষ্ণুপু° ২।৮।৭৯ শ্লোকটীকায়াং স্বামী)

২ কশ্যপপুত্রীভেদ। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ২ অ°)

৩ ধর্ম্মের যামি পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা। (মৎস্যপু° ৫।১৮)

নাগবৃক্ষ (পুং) নাগাখ্যো বৃক্ষঃ। নাগকেশরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

নাগশত (পুং) নাগানাং শতং যত্র। পর্ব্বতভেদ।

"জগাম সহ পত্নীভ্যাং ততো নাগশতং গিরিম্।" (ভারত ১।১৯৯ অ°)

নাগশুণ্ডী (স্ত্রী) নাগস্য শুণ্ডবৎ আকৃতিরস্ত্যস্যেতি, অচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ডঙ্গরীফল। ২ হস্তিশুণ্ডী ক্ষুপ, হাতিশুঁড়া।

নাগশুদ্ধি (স্ত্রী) নাগানাং শুদ্ধিঃ। নাগদিগের শুদ্ধি। নব গৃহারম্ভে নাগশুদ্ধি দেখিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে হয়।

"পূর্ব্বাদিষু শিরঃ কৃত্বা নাগঃ শেতে ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।"
(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

নাগগণ পূর্ব্বাদি দিকে শির রাখিয়া তিন তিন মাস অবস্থানপূর্ব্বক শিরঃপরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাসে পূর্ব্বদিকে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘমাসে দক্ষিণদিকে, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে পশ্চিমদিকে এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণমাসে উত্তরদিকে শির রাখিয়া অবস্থান করে। গৃহারম্ভকালে নাগদিগের যদি মস্তকে আঘাত হয়, তাহা হইলে গৃহকর্ত্তার মৃত্যু, পৃষ্ঠদেশে হইলে পুত্র ও ভার্য্যার মৃত্যু, জঘনে অর্থক্ষয় এবং উদরে সর্ব্ব সম্পদলাভ হইয়া থাকে। এই জন্য নাগশুদ্ধি দেখিয়া গৃহারম্ভ করা প্রয়োজন।

"বাস্তুপ্রমাণেন তু গাত্রকেন বামেন শেতে খলু নিত্যকালম্।
ত্রিভিস্ত্রিমাসৈঃ পরিবৃত্য পার্শ্বং তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ ॥

ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্‌শিরাঃ স্যান্মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূর্দ্ধা।
প্রত্যকশিরাঃ স্যাৎ খলু ফাল্গুনাদৌ জ্যৈষ্ঠাদিকৌবেরশিরাঃ স নাগঃ॥
মূর্দ্ধ্নিঘাতে ভবেন্মৃত্যুঃ পৃষ্ঠে স্যাৎ পুত্রভার্য্যয়োঃ।
জঘনেহর্থক্ষয়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বসম্পত্তথোদরে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাগসম্ভব (ক্লী) সম্ভবত্যস্মাৎ সম্ভবঃ নাগবৎ সম্ভবো যস্য। সিন্দুর।

নাগসম্ভূত (ক্লী) নাগাৎ সীসকাৎ বাসুক্যাদিতো বা সম্ভূতং। ১ সীসকসম্ভব, সিন্দুর। ২ মুক্তাফলভেদ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পের মস্তকে মুক্তা হয়। এইজন্য ইহাকে নাগসম্ভূত বলা যায়।

"তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা যে চ পন্নগাস্তেষাম্।
স্নিগ্ধানীলদ্যুতয়ো ভবন্তি মুক্তাঃ ফণস্যান্তে॥
শস্তেহবনিপ্রদেশে রজতময়ে ভাজনে স্থিতে চ যদি।
বর্ষতি দেবোহকস্মাৎ তজ্জ্ঞেয়ং নাগসম্ভূতম্॥"
(বৃহৎসং ৮১।২৫-২৬)

তক্ষক এবং বাসুকিবংশসম্ভূত কামগামী যে সকল পন্নগ আছে, তাহাদিগের ফণার অগ্রভাগে নীলদ্যুতিসম্পন্ন স্নিগ্ধমুক্তা সকল উৎপন্ন হয়। যে মুক্তা প্রশস্ত অবনিপ্রদেশে রজতময় পাত্রস্থিত হইলে অকস্মাৎ বর্ষণ হয়, সেই মুক্তাই নাগসম্ভূত বলিয়া জানিতে হইবে।

নাগসরস্ (ক্লী) তীর্থভেদ। (নাগরখণ্ড)

নাগসাহ্বয় (ক্লী) নাগেন হস্তিনা সমানঃ আহ্বয়ো সংজ্ঞা যস্য। হস্তিনাপুর।

"জগাম তক্ষকস্তূর্ণং নগরং নাগসাহ্বয়ম্।" (ভারত ১।১৩ অ°)

নাগসুগন্ধা (স্ত্রী) নাগস্যেব সুশোভনো গন্ধঃ যস্যাঃ। ভুজঙ্গাক্ষীলতা, সর্পসুগন্ধা, রাস্নাভেদ।

"নাকুলী সরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাঙ্গী বিষনাশিনী॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নাগসেন (পুং) ১ জনৈক বৌদ্ধস্থবির।

ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। কাহারও মতে নাগার্জ্জুন ও নাগসেন একই ব্যক্তি। কিন্তু নাগসেন-কৃত মিলিন্দপ্রশ্ন পাঠে জানা যায় যে, নাগসেন উত্তর ভারতবাসী একজন বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু কুমারজীবকৃত নাগার্জ্জুনের জীবনীতে, নাগার্জ্জুন দক্ষিণ ভারতবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার নাগসেন মিলিন্দের (Menander) সমসাময়িক ছিলেন। মিলিন্দ খৃঃ জন্মের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় ১ম কি ২য় শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। আরও, দুই ব্যক্তির চরিত্রগত অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে উভয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগই হইতে পারে না। মহাবীরের জন্মের ৩৫৯ বৎসর পরে আচার্য্য নাগসেন ১৮ বৎসর কাল ধর্ম্ম প্রচার করেন। মেলিন্দপ্রশ্নে, রাজা মেলিন্দের সহিত, নাগসেনের অনেক ধর্ম্মবিষয়ক তর্কের উল্লেখ আছে। তিনি ভারতে শাকলদেশে সিতিকা মন্দিরে আশ্রমগ্রহণ করেন।

২ সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্তের একজন রাজা।

নাগস্তোতক (পুং) বৎসনাভাখ্য বিষ, ইহার চলিত নাম অমৃতবিষ।

নাগস্থান, মথুরার সন্নিকটস্থ একটী গ্রাম।

নাগস্ফোতা (স্ত্রী) নাগইব স্ফোতা। ১ নাগদন্তীবৃক্ষ, হাতি-শুঁড়া। ২ দন্তীবৃক্ষ।

নাগহনু (পুং) নাগস্য হস্তিনো হনুরিব। নখনামক গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, নখী। (রাজনি°)

নাগহন্ত্রী (স্ত্রী) নাগান্ হন্তীতি হন-তৃচ্ ঙীষ্। বন্ধ্যাকর্কোটকী, ঝাঁঝ্ কাকরোল (হিন্দী)।

নাগহ্রদ, ১ মেদপাটের রাজধানী, বর্ত্তমান নাম নাগোর। ২ রেবাখণ্ড বর্ণিত একটী তীর্থ।

নাগা, এক প্রকার সন্ন্যাসী। 'নঙ্গা' শব্দের অর্থ উলঙ্গ। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কখনও বস্ত্রপরিধান করে না, এই হেতু ইহারা নাগা নামে খ্যাত। অধুনা ইংরাজরাজ্যে উলঙ্গ থাকা সভ্যতাবিরুদ্ধ, অতএব রাজদণ্ডভয়ে নাগারা এক প্রকার কৌপীন ও অন্যান্য প্রকার কাপড় পরিয়া থাকে। ঐ কৌপীনকে 'নাগফনী' কহে। "নাগা পহ্‌রে নাগফনী।"

ইহারা মস্তকের জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় পাকাইয়া উষ্ণীষ বাঁধে। অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ দুইখণ্ড বসন ধারণ করিয়া থাকে। একখানির নাম ডোর ও অপরখানির নাম কৌপীন। নাগাদের এক নাগফনীই ডোর ও কৌপীন উভয়ের কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহারা বিভূতির উৎপাদক গিরিমৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দন-বিলেপিত করিয়া ভস্মরাশি স্তূপাকার করিয়া রাখে। প্রত্যহ ইহারা পুষ্পাদি দ্বারা ঐ ভস্মরাশির পূজা করিয়া থাকে। ভিক্ষা-কালীন বিভূতি-গোলা হস্তে করিয়া তদুপরি ভিক্ষা গ্রহণ করে। শুনা যায়, রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মুদ্রা গোলার উপর গ্রহণ করে না।

নাগা সন্ন্যাসীরা নিজে শিষ্য করে না। নাগাদলে প্রবিষ্ট হইতে হইলে অন্যত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এই দলভুক্ত হইতে হয়। ইহাকে গুরুপক্ষ (দীক্ষাগুরুর আশ্রয়) পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবপক্ষ অবলম্বন কহে। এই সময়ে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় আশ্রয়শূন্য স্থানে একমাস অবস্থিতি প্রভৃতি

নানা প্রকার কঠোর ব্রত পালন করিতে হয়। নাগাদলভুক্ত করিতে মহন্তের বিস্তর ব্যয় হয়।

ইহারা অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও কলহপ্রিয়। ইহারা যে সাধারণের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিত, কবীর ইহাদিগকে যে তিরস্কার করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়—

'ভাই হে! আমি এরূপ যোগী কোন কালে দেখি নাই যে, নিজের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বৃথা পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। মুখে বলেন, আমি শিবভক্ত ও প্রধান গুরু, কিন্তু হট্টভূমি তাহার যোগসাধনের স্থান। মায়া ভণ্ড তপস্বীর দেবতা। কোন্ কালে দত্তাত্রেয় গৃহ নষ্ট করিয়াছিলেন? কোন্ কালে শুকদেব সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কোন্ কালে নারদমুনি বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন? কোন্ কালেই বা ব্যাসদেব তুরীযন্ত্রবাদন করিয়াছিলেন? যুদ্ধেতে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। যিনি ধনুকধারী তিনি কি প্রকারে অতীৎ (অতিথি)? যাহার লোভ আছে তিনি কি প্রকারে বিরক্ত? কি লজ্জার বিষয়! তিনি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করেন। তিনি অশ্ব সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, গ্রাম সমুদায় অধিকার করিয়াছেন ও ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কখন সনক ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের সুন্দরী স্ত্রী ভুষণস্বরূপ ছিল না। সঙ্গেতে মসীপাত্র থাকিলে, সে মসীতে সহজেই বস্ত্র মলিন হয়।' (রেমৈনি ৬৯।)

বৈষ্ণবদিগের সহিত নাগাদের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান উদ্দেশে নানা দেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে শৈব নাগাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের যুদ্ধে এক একবারে অসংখ্য লোক অকালে কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে।

পারসিক ভাষায় লিখিত দাবিস্তান নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হরিদ্বারে মুণ্ডিদের (বৈরাগীদের) সহিত নাগাদের যুদ্ধে নাগা সন্ন্যাসীরা শত শত বৈরাগী নিধন করায় তাহারা প্রাণভয়ে মালা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণযুগলে কুণ্ডল ধারণ করে। উক্তগ্রন্থেই দেখা যায় যে, জলালি ও মদারি নামক দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত সন্ন্যাসীদিগের যুদ্ধে শত শত মুসলমানের প্রাণবিনাশ হয় এবং তাহাদের পুত্রগণ শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৭২৯ কি ৩০ শকে হরিদ্বারে আর একটী যুদ্ধে শৈব সন্ন্যাসীরা অষ্টাদশ সহস্র বৈরাগীর প্রাণবধ করে।

নাগা সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশ তেজস্বিতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া হিন্দুরাজারা ইহাদিগকে সেনাপদে নিযুক্ত করিতেন। জয়পুরে অদ্যাপি নাগা-সৈন্য বিদ্যমান আছে।

নাগারা যে বিভূতি-পুঞ্জের পূজা করে, তাহাকে গোলা বলে। বিভিন্ন আখড়ায় বিভিন্নরূপ গোলা। নিরঞ্জনী আখড়ার গোলা চক্রাকার ও নির্ব্বাণী আখড়ার গোলা চতুষ্কোণ। নির্ব্বাণী ও নিরঞ্জনী আখড়ার নাগাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কোন কোন স্থানে অটল-আখড়ার নাগা বিদ্যমান আছে।

নাগা, একপ্রকার স্বাধীন পার্ব্বত্যজাতি। আসামের পূর্ব্বাংশে নাগা পর্ব্বত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশই ইহাদের আবাসভূমি। কাছাড়ের উত্তর হইতে ডিহিঙ্গ নদী পর্য্যন্ত নাগাজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 'নাগা' নাম হইল কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা 'ন্যাংটা' অর্থাৎ উলঙ্গ এই শব্দ হইতে নাগা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে 'নাগ' অর্থাৎ সর্প শব্দ হইতে ঐ অসভ্যজাতি নাগা নামে অভিহিত হয়। [অঙ্গামীনাগা দেখ।]

নাগাজাতির মধ্যে নানা সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পাঁচ প্রকার সম্প্রদায় ইংরাজাধিকৃত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অঙ্গামী, রেঙ্গমা, কছা, লোটা এবং সেমা। সমুদায় নাগা সম্প্রদায়ই সেই এক লৌহিত্যজাতি হইতে উদ্ভূত এবং আদিম অবস্থায় প্রায় সমভাবে বাস করিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন নাগা সম্প্রদায়ের ভাষার এত অধিক পার্থক্য হইয়াছে যে, একদিনের দূরবর্ত্তী স্থানের নাগারা পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না।

নাগাজাতি সুন্দর না হইলেও দেখিতে তত কুৎসিত নয়। ইহাদের গায়ের রং তাম্রবর্ণ, নাসিকা চেপ্টা এবং গণ্ডদেশ ঈষৎ উচ্চ। ইহারা বিলক্ষণ বলবান্ ও সাহসী। যুদ্ধে ও শীকারে ইহাদিগের বিশেষ নিপুণতা দেখা যায়। ইহাদের প্রধান দোষ এই যে, পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ হয়। নাগারা এমন নিষ্ঠুর যে স্ত্রী ও বালকগণের প্রাণসংহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কেহ কোন অপকার করিলে তাহা যাবজ্জীবন মনে করিয়া রাখে, যখনই সুযোগ পায় প্রতিফল দিতে চেষ্টা করে।

নাগারা পাহাড়ের উপর দোচালা ঘরে বাস করে। বাটীর চতুর্দ্দিকে শত্রু-আক্রমণ-নিবারণ জন্য প্রাচীর, বেড়া এবং গড়খাই রাখে। ঘরগুলির দীর্ঘ ২০।২৫ হাত ও প্রস্থ ৯।১০ হাত। পাছে ঝড়ে উড়াইয়া দেয়, এই হেতু ছাঁচ এত নীচু করিয়া নির্ম্মাণ করে যে, প্রায় মাটি স্পর্শ করে। এক একটী ঘরে দুইটীর অধিক প্রকোষ্ঠ নাই। এক ঘরের মধ্যেই গোরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, মুর্গী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ও নিজেরা বাস করে; এমন কি সময় সময় উহার মধ্যে বড় বড় বাঁশের ডোলে করিয়া শস্যাদিও রাখে। ইহারা রঙ্কি অথবা দকাচাং বলিয়া এক প্রকার বড় বড় ঘর নির্ম্মাণ করে। ইহা

লম্বে প্রায় ৪০ এবং উচ্চে ১২।১৩ হাত। গৃহের মধ্যে অতি বিস্তৃত একটী বড় কামরা থাকে। এই কুটীরের মধ্যস্থানে অগ্নিকুণ্ড; উহার চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত-তক্তপোষ পরিপাটীর সহিত সাজান থাকে। তাহাই গৃহবাসীদিগের বসিবার ও শয়নের সামগ্রী। এক পল্লীর সমুদায় বালকগণ একত্র হইয়া অবিবাহিত কালপর্য্যন্ত এই রঙ্কিতে বাস করে। তাহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটী পরিণত-বয়স্ক যুবক ঐ ঘরের এক পার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র কামরায় থাকে। যেরূপ বালকগণ গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একত্র হইয়া দকাচাংএ বাস করে, তদ্রূপ বালিকাগণও বিবাহের পূর্ব্বাবস্থায় তদ্রূপ গৃহে বাস করিয়া থাকে। কুমারীদিগের এই গৃহের নাম ছিলোকী। ইহার গঠন ও আকৃতি ঠিক রঙ্কির ন্যায়। বালিকাদিগের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকে। কি বালক, কি বালিকা সকলেই অতি সুশৃঙ্খলভাবে তথায় বাস করে।

নাগাদের প্রধান বসন নীল কিম্বা কাল রঙ্গের, জামাও ঘরে বুনান এক রকম মোটা কাপড়। ঐ জামাতে থরে থরে গেঁটে কড়ি বসানো। ঐ বস্ত্র কটীদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক স্কন্ধের উপর দিয়া ঝুলান থাকে।

ইহা ব্যতীত যোদ্ধৃগণ ছাগলোমনির্ম্মিত লালবর্ণের একখানি চাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা গলদেশ বেষ্টন করিয়া কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে। নিহত শত্রুদিগের দোদুল্যমান কেশগুচ্ছ এবং গেঁটে কড়ি বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত ইহাতে বসানো থাকে। যদি কোন বীরপুরুষ শত্রুকে নিহত করিতে পারে, তবে সে তাহার জামার উপর তিন চার সারি গেঁটে কড়ি বসাইবে এবং শত্রুর কেশগুলি কার্পাস জড়াইয়া চূড়া করিয়া মস্তকে পরিধান করিবে। ইহা ব্যতীত ধুনিপাখীর পালক মাথায় পরিয়া থাকে এবং যে যত বেশী শত্রু নিপাত করিয়াছে সে তত বেশী পালক ধারণ করে।

পুরুষেরা যৌবনাবস্থায় নানা প্রকার অলঙ্কারও পরিধান করিয়া থাকে। বাহুতে গজদন্ত নির্ম্মিত অথবা কাঠের পদক ধারণ করে। কণ্ঠে হাড়ের মালা ও লালরঙ্গের বেতের তাড় প্রধান অলঙ্কার। পায়ে বেতের মল এবং কর্ণে পিত্তলের মাকড়ি মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। শূকরের দন্তনির্ম্মিত কর্ণভূষণও ব্যবহার করিয়া থাকে।

নাগা স্ত্রীলোকেরা খোঁপা বাঁধে। ইহাদের অলঙ্কারাদি পুরুষের অলঙ্কারের মত। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা মুখে উল্কি পরে। এমন শুনা যায় যে, উল্কি না পরিলে নাগা বালিকাদিগের বিবাহ হয় না। বালক বালিকারা তাহাদের পিতামাতার সহিত একত্র আহারাদি করে এবং দিন ভোর সাংসারিক কার্য্য করে; পরে রাত্রিকালে স্ব স্ব শয়নাগারে গিয়া নিশাযাপন করে।

লজ্জা কাহাকে বলে, নাগারা তাহা জানে না। পুরুষেরা অতি খাট কাপড় পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখ দিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছে এবং দিবাভাগে যুবক যুবতীদের পরস্পর দেখা শুনা হইতেছে। যুবকেরা আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কন্যা পছন্দ করিয়া লয় এবং অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিবাহ করিয়া থাকে।

[নাগাদিগের অস্ত্র সম্বন্ধে অঙ্গামীনাগা ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নাগারা কখনই দুগ্ধ পান করে না। গোমহিষাদি প্রতিপালন করে বটে, কিন্তু চাষ আবাদের জন্য নয়, শুদ্ধ বলিদান ও মাংসের নিমিত্ত। ইহারা সকল প্রকার মাংস খাইয়া থাকে। তবে হাতীর মাংস অধিক পছন্দ করে। অধিক কি, ইহারা বাঘের মাংস পর্য্যন্তও খাইয়া থাকে।

নাগাদের ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্য। তাহাদের বিশ্বাস ইহজীবনে সৎকার্য্য করিলে জীবনান্তে আকাশে নক্ষত্র হইবে, নতুবা অধর্ম্ম করিলে সাত জন্ম ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে মধুমক্ষিকা হইবে। তাহাদের নিকট আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে "ইহা কবরে রাখা হইয়াছে, তাহার পর কোথায় গিয়াছে জানিনা।" শপথ করিবার সময় অস্ত্র দন্ত দিয়া কামড়াইয়া শপথ করে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে যদি মিথ্যা অঙ্গীকার করে, তবে যেন এই অস্ত্রে তাহার প্রাণ বিনাশ করা হয়।

শীকার ও কৃষিকার্য্য ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, হস্তী ইত্যাদি নানা প্রকার বন্য জন্তু শীকার করিয়া থাকে। অতি সুকৌশলে হস্তী শীকার করে। একটী গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বাঁশের খোঁটা পুতিয়া রাখে, ইহার উপর সামান্য রকম আবরণ থাকে। হস্তীরা যেমন সমতল ক্ষেত্র ভাবিয়া তথায় পদ নিক্ষেপ করে, অমনি বংশবিদ্ধ হইয়া তথায় প্রোথিত হয়। ইহারা যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করে, তাহাকে ঝুম বলে অর্থাৎ তিন তিন বৎসর অন্তর জঙ্গল কাটিয়া ও পোড়াইয়া জঙ্গলা স্থান আবাদ করিয়া থাকে। নাগাসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এক্ষণে বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্যাদি আরম্ভ করিয়াছে। [শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অঙ্গামী নাগা ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নাগাপাহাড়, ইহা আসামের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ১৩´ হইতে ২৬° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ৭´ হইতে ৯৪° ১৩´ পূঃ। ইহার এক পার্শ্বে নওগাঁ জেলা, অপর পার্শ্বে মণিপুর। ইহা প্রায় ৬৪০০ বর্গ

মাইল ভূমির উপর অবস্থিত। এই জেলাটী প্রায়ই বন, পর্ব্বত ও নদীতে পরিপূর্ণ। নাগাপাহাড় ও উহার উপত্যকা গুলি নিবিড়বনে আচ্ছন্ন। এই সমস্ত জঙ্গল হইতে দারুচিনি প্রভৃতি নানাপ্রকার সুগন্ধি মসলা, মোম ও নানা প্রকারের সূতা আমদানি হয়। ইহার স্থানে স্থানে পাথুরিয়া কয়লা, খড়ি ও স্লেট পাওয়া যায়। এখানকার বনে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে, বন্যবৃষ ও নানা জাতীয় হরিণ বাস করে। পূর্ব্বোক্ত জঙ্গলের কতকাংশ এক্ষণে পরিষ্কৃত হইতেছে। এখানকার প্রধান প্রধান নদী যথা দেয়ং, ধানেশ্বরী এবং যমুনা। এই দেশ তাদৃশ ঢালু না হওয়ায় বর্ষাকালে ইহার অধিকাংশ স্থান প্রায় জলমগ্ন থাকে। নাগাপাহাড়গুলির মধ্যে রেঙ্গমা এবং বারেল গিরিশ্রেণীই প্রধান।

রেঙ্গমা ২০০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ উচ্চ। যাপ্যো শৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০০ ফিট্ উচ্চ।

এখানে নাগাজাতির বাস থাকায় 'নাগাপাহাড়' নামে খ্যাত হইয়াছে। [নাগা দেখ।]

নাগাখ্য (পুং) নাগএব আখ্যা যস্য। নাগকেশর। (ত্রিকা°)

নাগাঙ্গনা (স্ত্রী) নাগানাং অঙ্গনা। নাগদিগের অঙ্গনা।

নাগাঞ্চলা (স্ত্রী) নাগযষ্টি, চলিত রইকাঠ। (জটাধর)

নাগাঞ্জনা (স্ত্রী) ১ হস্তিনী। নাগস্যেব অঞ্জনং কৃষ্ণবর্ণত্বং যস্যাঃ। ২ নাগযষ্টি।

নাগান্তক (পুং) নাগানাং অন্তকঃ। ১ গরুড়। ২ ময়ূর। ৩ সিংহ।

নাগাধিপ (পুং) নাগানাং অধিপঃ। ১ নাগদিগের অধিপতি, অনন্ত। ২ গজ ও সর্পের অধিপতি মাত্র।

নাগাধিপতি (পুং) নাগানাং অধিপতিঃ। নাগাধিপ, অনন্ত।

নাগানন (পুং) নাগস্যেব আননং মুখং যস্য। গজানন, গণেশ।

নাগাভিভূ (পুং) বুদ্ধের নামান্তর।

নাগারা (আরবী) [নাগরা দেখ।]

নাগারাতি (পুং) নাগানাং অরাতি শত্রুঃ। ১ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ২ সিংহ। ৩ গরুড়। ৪ ময়ূর।

নাগার্জ্জুন (পুং) কাশ্মীরের একজন বোধিসত্ব, নাগার্জ্জুন ভূমীশ্বর হইলেও তাহার সময়ে এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহারা বিবিধ তর্কে পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিয়াছিল।

"বোধিসত্ত্বশ্চ দেশেহস্মিন্নেকভূমীশ্বরোহভবৎ।
সতু নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়দর্শনসংশ্রয়ী॥"

(রাজতর° ১।১৭৩, ১।১৭৭)

নাগার্জ্জুন, বিদর্ভনগরবাসী এক ব্রাহ্মণ। কাহারও মতে, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব শতাব্দীতে, আবার কাহারও মতে খৃষ্ট জন্মের ২য় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আর্য্যজাতির নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বা নিগূঢ় রহস্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও সুন্দর তর্কশক্তির গুণে প্রাচীন আর্য্যজাতি সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্ত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সাত বর্ষকাল তিনি অধ্যবসায় সহকারে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, অবশেষে ভারতের তদানীন্তন প্রধান ভূপতি ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী ভোজভদ্রকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করেন। দলইলামার গ্রন্থমধ্যে একখানি প্রাচীনপুস্তক আছে, তন্মতে ভোজভদ্র খৃঃ জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

যে দিবস ভোজভদ্র নিজে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই দিবস তাঁহার সভায় প্রায় দশসহস্র ব্রাহ্মণ সমবেত ছিলেন। তাঁহারা নাগার্জ্জুনের সুন্দর ধর্ম্মব্যাখ্যা ও সারগর্ভ বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হন ও তৎক্ষণাৎ মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্ম অনেকেই ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাগার্জ্জুনই ঐ ধর্ম্মের দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্র প্রথম যথারীতি প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত দর্শনের নাম মাধ্যমিকসূত্র। ঐ দর্শন তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগের নাম সম্বৃতি-সত্য ও অপর অংশের নাম পরমার্থ-সত্য। সম্বৃতি সত্যে মায়ার মূলতথ্য ও পরমার্থ সত্যে সমাধি বা চিন্তা দ্বারা মহাত্মাকে কিরূপে জানা যায়, তাহা বর্ণিত আছে। এই মহাত্মাকে জানিতে পারিলেই মায়া দূর হয়। মাধ্যমিকের সার এই যে, কেবল মাত্র সাধারণ নীতি দ্বারা পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয় না। যাঁহারা মুক্তি বা ঈশ্বরে লীন হইতে প্রয়াসী, তাঁহারা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ছয়টী গুণে আত্মাকে ভূষিত করিয়া আত্মাকে পূর্ণত্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। নাগার্জ্জুনের এই দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত হওয়ার পর, বৌদ্ধধর্ম্ম অতি শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। তাঁহার মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা 'মহাযান' নামে অভিহিত। নাগার্জ্জুন যুক্তি ও স্বয়ং অনুষ্ঠান দ্বারা এই শিক্ষা দিতেন যে, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা প্রভৃতি দেব দেবীকে যে সমস্ত গুণের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ ও পূজা করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ঐ সমস্ত গুণের আধার; অতএব পার্থিব উন্নতির জন্য তাঁহাদের সন্তুষ্টি আবশ্যক, সুতরাং তাঁহারা পূজার্হ। ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি যেমন অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ছিলেন, বিশেষ-

গবেষণা দ্বারা জানা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার সেইরূপ বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ইংরাজী দশম শতাব্দীতে গৌড়ে নয়পাল নামক রাজার সভায় চক্রপাণি নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত চিকিৎসাসংগ্রহে নাগার্জ্জুনের কৃত নাগার্জ্জুনাঞ্জন ও নাগার্জ্জুন-যোগ ঔষধের উল্লেখ আছে। চক্রপাণি লিখিয়াছেন, পাটলিপুত্র-নগরে স্তম্ভের উপর তাঁহার কৃত ঔষধের ব্যবস্থাসমূহ খোদিত ছিল"। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে নাগার্জ্জুন স্থানে স্থানে স্তম্ভের গায়ে ঐরূপ নানা প্রকার পীড়ার নানা প্রকার ব্যবস্থা লিখিয়া রাখেন। নাগার্জ্জুন কক্ষপুট নামক একখানি অতি প্রাচীন তন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাতে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা আছে। নাগার্জ্জুন ঐ পুস্তক লইয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতেন ও রোগীদিগকে উক্ত তন্ত্রানুমোদিত ঔষধ প্রদান করিতেন।

কেহ কেহ এই নাগার্জ্জুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। কতিপয় সংস্কৃতলেখক বলেন যে, কাশ্মীরের রাজা কনিষ্ক এবং পূর্ব্বোল্লিখিত নাগার্জ্জুন একই ব্যক্তি। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে নাগার্জ্জুন, রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। অনেক বৌদ্ধের বিশ্বাস নাগার্জ্জুন হইতেই সর্ব্বপ্রথম তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়।

কক্ষপুট, কৌতূহলচিন্তামণি, যোগরত্নমালা বা যোগরত্নাবলী, লঘুযোগরত্নাবলী, এবং নাগার্জ্জুনীয় নামে এক খানি চিকিৎসা-শাস্ত্র নাগার্জ্জুনরচিত বলিয়া খ্যাত।

নাগার্জ্জুনতন্ত্র নামে একখানি তন্ত্রও পাওয়া যায়।

তঞ্জোরের রাজপুস্তকালয়ে নাগার্জ্জুনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র নামে এক খানি স্মৃতিগ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

নাগার্জ্জুনাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিফলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, তুথ, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক, অর্থাৎ পুণ্ডরিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র, এই চতুর্দ্দশ প্রকার দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মেঘজলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ইহা স্তন্য দুগ্ধে ঘসিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির ও পটলরোগ নষ্ট হয়। পৈল্য, পুষ্প ও রক্তনেত্রতায় পলাশের রসের সহিত, আসন্ন তিমির রোগে লোধের কাথের সহিত এবং শুক্রচ্ছাদিত নেত্রে ছাগমূত্রের সহিত প্রযোজ্য।

(ভৈষজ্যরত্না° নেত্ররোগাধি°)

নাগার্জ্জুনী, ১ মগধস্থ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়, এখানে কতকগুলি কূপগৃহ আছে। উহাতে ছয়টী শিলালিপি পাওয়া যায়, নাগার্জ্জুনী এবং বরাবর পাহাড়ের কূপগৃহের শিলালিপিগুলি অতি সামান্ত হইলেও ইহা পাঠ করিলে ভারতের ধর্ম্ম ও শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাত হওয়া যায়। ঐ স্থানের পাঁচখানি লিপিপাঠে স্পষ্টই বোধ হয় যে অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশরথ এই কূপগৃহ-গুলি আজীবকদিগকে দান করেন। এই আজীবকেরা যে কাহারা তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন তাঁহারা বৌদ্ধ, কেহ জৈন, কেহ বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন না, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন, বরং তাঁহারা যে বৈষ্ণব ছিলেন, ইহার সম্ভাবনাই অধিক। এই লিপিপাঠে আরও ব্যক্ত হয় যে অশোক প্রথমে সমস্ত জাতীয় লোককেই গুণানুসারে সমাদর করিতে বিরত হইতেন না। সেইজন্যই তাঁহার রাজত্বের ১২।১৩ বর্ষে এই কূপগৃহগুলি আজীবকদিগের বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি গোঁড়া বৌদ্ধ হন, তখন হইতে বৌদ্ধ ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের আর সমাদর করিতেন না।

এই লিপিপাঠ করিলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেক ভ্রমাত্মক কল্পনার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, বৌদ্ধেরাই কূপগৃহ-নির্ম্মাণ-বিদ্যার প্রথম আবিষ্কারক। জৈন ও ব্রাহ্মণগণ অনেক পরে ঐ সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন। বহুদিবসাবধি প্রায় যাবতীয় কৃতবিদ্য লোকেরও এই মত ছিল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভগবানলাল ইন্দ্রজী স্পষ্টই প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে কটকে উদয়গিরিস্থ কূপগৃহগুলি জৈনেরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের কূপগৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও ঐরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণ ও জৈনেরা যে বৌদ্ধদিগের অনেক পূর্ব্বে উক্ত স্থাপত্য-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নাগার্জ্জুনীয় (পুং) নাগশ্চ অর্জ্জুনশ্চ তৌ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ-ছ। ১ নাগ এবং অর্জ্জুনকে অধিকার করিয়া কৃত কাব্য-গ্রন্থবিশেষ। ২ চিকিৎসা ও ধর্ম্মগ্রন্থ ভেদ।

নাগাল (দেশজ) হাতে পাওয়া।

নাগালাবু (পুং) নাগ ইব অলাবুঃ। কুম্ভতুম্বী, চলিত গোল লাউ।

নাগাশন (পুং) অশ্নাতীতি অশ-ল্যু, নাগানাং অশনঃ ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ ময়ুর। ৩ সিংহ।

নাগাহ্ব (ক্লী) ১ হস্তিনাপুর। ২ নাগকেশর।

নাগাহ্বা (স্ত্রী) নাগং নাগকেশরং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে ইতি আ হ্বে-অচ্-টাপ্। লক্ষ্মণাকন্দ। (রাজনি°)

নাগিন্ (পুং) নাগোভূষণত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। সর্পভূষণ শিব।

"নাগোপবীতিনং নগ্নং নাগিনমগ্নিবর্চ্চসম্।" (হরিবংশ)

নাগী (স্ত্রী) নাগস্য পত্নী ঙীষ্। নাগপত্নী।

"লঘুপাকে বলাসম্বং বীর্য্যোষ্ণং পক্তিনাশনম্।
কষায়ানুরসং নাগ্যা দধি বর্চ্চো বিবর্দ্ধনম্॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অ°)

নাগুনি, রাজপুতানার হিন্দুদিগের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তির অর্দ্ধেক স্ত্রী ও অর্দ্ধেক সর্পের আকারে গঠিত হয়, তাহাদের নাম নাগুনি। বারোলিতে নাগুনি অতিসুন্দর খোদিত হয়।

নাগেনহল্লী, এই স্থানটী বরেলী জেলায় রায়দুর্গের ১৯ মাইল পূর্ব্ব-উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

নাগেন্দ্র (পুং) নাগ ইন্দ্র ইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ উপমিতসমাস। ১ ঐরাবত। ২ শেষাদি নাগ।
"কুথেন নাগেন্দ্রমিবেন্দ্রবাহনম্" (মাঘ)

নাগেন্দ্রমল্ল, নেপালের একজন রাজা। [নেপাল দেখ।]

নাগেশ (পুং) নাগানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ অনন্ত, শেষনাগ। ২ পাণিনি ব্যাকরণ ভাষ্যবিবরণাদিগ্রন্থকারক বিদ্বদ্ভেদ।
(ক্লী) ২ শিবলিঙ্গভেদ। ৩ তীর্থভেদ।

নাগেশভট্ট, একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। ইঁহার পিতার নাম শিবভট্ট ও গুরুর নাম হরিদীক্ষিত। শৃঙ্গবেরীরাজ রাম ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন। ইঁহার পৌত্র মণিরাম ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল। নাগেশের রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—

১ অলঙ্কারসুধা (কুবলয়ানন্দ টীকা), ২ অশৌচনির্ণয়, ৩ অষ্টাধ্যায়ী পাঠ (পাণিনীয়), ৪ আচারেন্দুশেখর, ৫ ইষ্টিকালনির্ণয়, ৬ কাত্যায়নীতন্ত্র, ৭ কাব্যপ্রদীপোদ্দোত (কাব্যপ্রদীপের টীকা), ৮ গুরুমর্ম্মপ্রকাশ (রসগঙ্গাধর টীকা), ৯ চণ্ডীটীকা, ১০ চণ্ডীস্তোত্রপ্রয়োগবিধি, ১১ তর্কভাষার টীকা, ১২ তাৎপর্য্যদীপিকা, ১৩ তিঙন্তসংগ্রহ, ১৪ তিথীন্দুশেখর, ১৫ তীর্থেন্দুশেখর, ১৬ ধাতুপাঠবৃত্তি, ১৭ নেরণিবাদার্থ, ১৮ পদার্থদীপিকা (ন্যায়), ১৯ পরিভাষেন্দুশেখর, ২০ পাতঞ্জলিসূত্রবৃত্তিযোগ, ২১ পাতঞ্জলিসূত্রবৃত্তিভাষ্যছায়াব্যাখ্যা, ২২ প্রভাকরচন্দ্র (তত্ত্বদীপিকার টীকা), ২৩ প্রয়োগশরণি (তন্ত্র), ২৪ প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর, ২৫ প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরসারসংগ্রহ, ২৬ মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত, ২৭ রসতরঙ্গিণীটীকা, ২৮ রসমঞ্জরীপ্রকাশ (রসমঞ্জরী টীকা), ২৯ রামায়ণটীকা, ৩০ লক্ষণরত্নমালিকা (ধর্ম্মশাস্ত্র), ৩১ বিষমপদী (শব্দকৌস্তভ টীকা) ৩২ বেদসূক্তভাষ্য, ৩৩ বৈয়াকরণকারিকা, ৩৪ বৈয়াকরণভূষণ, ৩৫ বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা, ৩৬ ব্যাসসূত্রেন্দুশেখর, ৩৭ শব্দরত্ন, ৩৮ শব্দানন্তসাগরসমুচ্চয়, ৩৯ শব্দেন্দুশেখর, ৪০ সংস্কাররত্নমালা, ৪১ লঘুসাঙ্খ্যসূত্রবৃত্তি, ৪২ সাপিণ্ডীমঞ্জরী, ৪৩ সাপিণ্ড্যদীপিকা, ৪৪ স্ফোটবাদ, ৪৫ নাগোজীভট্টীয় ব্যাকরণ।

নাগেশ্বর (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। নাগকেশর। ২ নাগেশশব্দার্থ।

নাগেশ্বররস (পুং) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী-পারদ, গন্ধক, সীসক, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাজিক্ষার, সোহাগা, লৌহ, তাম্র, অভ্র, এই সকল সমভাগে লইয়া সিজের আটায় মর্দ্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক ও দন্তী এই তিনের একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। মাষকলাই পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পানের রস। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ ও আধ্মানরোগ প্রশমিত হয়।
(ভৈষজ্যর° গুল্মরোগা°)

নাগোজী (পুং) দারুকবনস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

নাগোদর (ক্লী) নাগবদ্ বৃহদুদরং যস্মাৎ। ১ উদরত্রাণ। ২ গর্ভিণীর গর্ভোপদ্রব ভেদ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—বায়ুকর্ত্তৃক শুক্রশোণিত বিকৃত হইলে জীবসঞ্চার না হইয়া উদর আধ্মাত হয়। ইহা কোন কোন সময়ে হয়ত আপনা হইতে সারিয়া যায়। এইরূপ উদরাধ্মান আপনা হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে সচরাচর নৈগমেয় কর্ত্তৃক গর্ভ অপহৃত হওয়া বলে। এইরূপ হইলে নাগোদর বলিয়া অভিহিত হয়। এরূপ অবস্থায় মৃদু স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রতীকার করা বিধেয়।
(সুশ্রুত শারীরস্থা° ১০ অ°)

নাগোদা (ক্লী) নাগবদ্ বৃহদুদরং যস্মাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। উদরত্রাণ।

নাগোদ্ভেদ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয়।
(ভারত বনপ° ৮২ অ°)

নাগোর, (প্রাচীন থলীর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবর্ত্তী তঞ্জোর জেলার একটী বন্দর। অক্ষা° ১০° ৪৯´ ২৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৩´ ২৪´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। নাগপট্টন হইতে ৩ মাইল উত্তর। ইহা বেটাড় নদীর মুখে অবস্থিত। এই স্থান বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে সুপারি, মসলা, তক্তা ও টাটু ঘোড়ার ব্যবসা হইয়া থাকে, এই স্থানে মুসলমানদিগের এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মমন্দির আছে এবং ভারতের যাবতীয় মুসলমান যাত্রীরা এখানে আসিয়া প্রতি বৎসর মিলিত হয়। পুরাকালে তঞ্জোররাজ নাগপট্টনস্থ ওলন্দাজদিগের নিকট ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা বিক্রয় করেন। কিন্তু কর্ণাটের নবাব, ইংরাজদিগের যোগে উহা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে

আত্মসাৎ করেন। পরে তঞ্জোররাজের পুনর্ব্বার হস্তগত হইলে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন।

নাগৌধ, একটী প্রাচীন নগর। আলাদাবাদ ও জব্বল-পুরের মধ্যবর্ত্তী এবং ভরহুত নামক স্থানের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উচহার নামক রাজ্যে পারিহার নামে এক রাজা ছিলেন। এই নগর তাঁহারই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি নাগোধরাজ নামে অভিহিত হইতেন।

নাগৌর, বিকানের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র স্থান। রায়-বিশাল ইহার স্থাপনকর্ত্তা। তিনি দিল্লীর শেষ চৌহান-সম্রাট্ পৃথ্বীসিংহকর্ত্তৃক উক্ত রাজ্যসংস্থাপনার্থ প্রেরিত হন। এই রাজ্য সুন্দরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, সুদৃঢ়কটক দ্বারা সুরক্ষিত ও মনোহর হর্ম্ম্য ও উদ্যানাদি দ্বারা সুশোভিত। এই প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ২২৮৯৯ ফিট্। এখানকার দুর্গ মনোহর ও সুদৃঢ়। এখানকার লোক অত্যন্ত অহিফেনপ্রিয়। ইহারা অতিসাহসী, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক।

নাঘোরী, একজাতীয় গো। ইহার মূল্য সাধারণ গোরু হইতে অনেক বেশী। এদেশে নাগরা গাই নামে খ্যাত। একটী নাঘোরী ষাঁড়ের দাম ৫০৲ হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং একটী গাভীর দাম ২০৲ হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত। বোম্বাই প্রদেশের অন্তঃপাতী কাঠিয়াবাড়, সুরাট ও বরোদা প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় গোরু পাওয়া যায়। তথায় ঘি, বড়াড়ি, এবং হনম নামে অন্য কএক প্রকার গোরু দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের সহিত নাঘোরীদিগের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। [গো শব্দ দেখ।]

বলদগুলি দ্বারা সাধারণতঃ চাষকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; ইহা ব্যতীত দূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে চর্ম্মনির্ম্মিত 'পাখালে' জলপূর্ণ করিয়া ইহাদের পৃষ্ঠোপরি দেওয়া হয়। কখন কখন গাড়ী টানিবার জন্য এবং ঘানিগাছ টানিবার জন্য নাঘোরী বলদ ব্যবহার হইয়া থাকে। সময় সময় ইহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যদিও বৃষ দ্বারা নানা প্রকার কার্য্য করা হয়, তথাপি পয়স্বিনী গাভীগুলিকে অন্য কোনকার্য্যে প্রয়োগ করা হয় না। ইহারা কেবলমাত্র সুমিষ্ট দুগ্ধদান করিয়া গোপালকের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধ্যাগাভীগুলি দ্বারা বঞ্জারী মালপত্র বহন করাইয়া থাকে।

কৃষকেরা হল কার্য্য সমাধা করিয়া ষাঁড়গুলিকে মাঠে চরা-ইতে গোরক্ষকের হস্তে সমর্পণ করে। ইহা ছাড়া ইহাদিগকে বিচালি, খইল, ভূষি প্রভৃতি দেওয়া হয়। বর্ষাকালে যখন কর্ষণকার্য্য বন্ধ থাকে, তখন ইহাদিগকে পর্ব্বতের জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তথায় ইহারা স্বেচ্ছামত চরিয়া বেড়ায়। গাভীর আহার সম্বন্ধে সকলের মত একরূপ নহে এবং বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ আহারও দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় জোয়ারা ও বজ্‌রা এই দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য। কুল্‌থী, কার্পাসবীজ অর্থাৎ সারকি ভূষি ইত্যাদি লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে গোরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কুল্‌থি গর্ভাবস্থায় গাভীকে দেওয়া হয় না, যেহেতু ইহাতে গর্ভপাত হইবার সম্ভবনা।

নাঙ্গল (দেশজ) হল।

নাচ্ (দেশজ) নৃত্য, নর্ত্তন।

নাচ্না, বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। পন্নার ২৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে গঞ্জ নগর। নাচ্না গঞ্জ হইতে ২ মাইল পশ্চিমে এবং নাগোধ হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামটী অজয়গড় রাজ্যের দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

নাচ্‌নার প্রাচীননাম কুঠার, ঐ কুঠারে এখানকার হিন্দু-রাজগণের রাজধানী ছিল। তদনুসারেও নাচ্না খাস কুঠার নামে কথিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে নাচ্না, সেই স্থানে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কুড়ি ঘর কোল জঙ্গল কাটিয়া নির্ম্মাণ করে। বুন্দেলাদিগের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মোহনপাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে কুঠারগড় অবরোধ করিয়াছিলেন। কুঠারগড়ের বহির্দ্দেশস্থ একটী স্থান লাখুরা নামে অভিহিত। ইহার নাম লাখুরা অথবা লক্ষাহার। প্রবাদ আছে যে, এখানকার রাজা এই স্থানে একলক্ষ আম্রবৃক্ষ রোপণ এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতেই লাখুরা নাম হইয়াছে। (নাড়ুয়) গঞ্জ হইতে নাচ্না পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ঐ জঙ্গলে ধাকবৃক্ষই অধিক। মধ্যে মধ্যে অনেক পাণের বরজ দেখা যায়।

নাচ্না গ্রামে দুইটী মন্দির আছে, একটী পার্ব্বতীর মন্দির, অপরটী চতুর্ম্মুখ মহাদেবের মন্দির। পার্ব্বতীমন্দিরে বর্ত্তমান সময়ে কোন মূর্ত্তি স্থাপিত নাই; কিন্তু মহাদেবমন্দিরে প্রকাণ্ড এক চতুর্ম্মুখ শিবলিঙ্গ আছে। এই লিঙ্গ প্রায় ৪ হাত উচ্চ এবং মস্তক অতিপ্রকাণ্ড। ইহার চারিমুখে অতি-মনোহর চারিটী শিরস্ত্রাণ। এই শিরস্ত্রাণে মনোরম কারুকার্য্য অক্ষতভাবে রহিয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা প্রতিমূর্ত্তি-বিদ্বেষী যবনের চক্ষে পড়ে নাই। মন্দির দুইটী অতি নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা আছে।

পার্ব্বতীমন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল এবং কারুকার্য্য দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। গুপ্তরাজাদের সময়ে মন্দিরাদি এবং প্রস্তরখোদিতমূর্ত্তি সমুদায় যে প্রণালীতে প্রস্তুত, হইত, এই মন্দিরটী এবং ইহার দেওয়ালের ছবিগুলিও ঠিক সেই

প্রকারে গঠিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার দরজার মকরপৃষ্ঠে গঙ্গামূর্ত্তি এবং কচ্ছপপৃষ্ঠে যমুনামূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। এই অট্টালিকাটী দ্বিতল এবং চতুরস্র, সম্মুখে একটী প্রবেশের দ্বার আছে। উক্ত প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটী খোলা উঠান। দ্বিতীয় তলার বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ উভয়ই অতি পরিষ্কার এবং পরিপাটী। প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের গায়ে দুইটী ছিদ্র থাকায় তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক মন্দিরটীকে আলোকিত করিত। আলোকপথের উভয়পার্শ্বে মনুষ্যমূর্ত্তি এবং সিংহমূর্ত্তি ছিল। লাখুরায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই অসংলগ্ন শিলালিপি অবশ্যই উপরি উক্ত মন্দিরদ্বয়ের একটীর হইবে। উহাতে বাকাটকাধিপতি মহারাজ পৃথ্বীসেনের পাদানুধ্যাত ব্যাঘ্রদেবের নাম আছে।

ব্যাঘ্রদেব জয়নাথের পিতা। জয়নাথ ১৭৪ এবং ১৭৭ গুপ্ত সংবতে জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পিতা ১৪০ ও ১৫০ গুপ্তসংবতের লোক (প্রায় ৪৬৯ খৃঃ অব্দের সমসাময়িক লোক) হইতেছেন। এই পার্ব্বতীমন্দির যদিও এত প্রাচীন না হইতে পারে, তথাপি ইহার নির্ম্মাণকৌশলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ইহা গুপ্তরাজদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চতুর্ম্মুখ মহাদেবের মন্দিরের সঙ্গে পার্ব্বতীমন্দিরের কিছুই সাদৃশ্য নাই, কেবলমাত্র ইহার দরজাটী পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের দরজার ন্যায় এবং এটীও পূর্ব্ববৎ চতুরস্র অট্টালিকা। ইহার চূড়াটী অতি উন্নত। ইহার বহির্দ্দেশেও নানা প্রকার ছবি আছে। এক স্থানে দেখা যায় যে চারিটী সিংহমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় ভল্লূকোপরি উপবিষ্ট। এই মন্দিরটী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বের নয়।

নাচ, বোম্বাই প্রদেশের নর্ত্তকী। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই নর্ত্তকী আছে। তথায় ইহাদিগকে 'কলাবতী' বলা হয়। 'কলা' শব্দের অর্থ সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা, 'কলাবতীর' অর্থ নৃত্যগীতাদিতে অভিজ্ঞ। কেহ কেহ তাহাদিগকে কুলবন্তিনী, (অর্থাৎ উচ্চবংশোদ্ভবা) এবং কেহ বা নায়কিন্ বলে। যে সমস্ত স্ত্রীর পুষ্পোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, শুদ্ধ তাহাদিগকে নায়কিন্ বলা হয়। এই সময়ে তাহাদিগকে একটী বিবাহিত স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অধিকাংশ সময়ই নৃত্যগীতে অতিবাহিত করে। এই সময়ে তাহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, তাহাতে অন্য কাহারও কোন অধিকার থাকিবে না। তাহারা আপন ইচ্ছামত তাহা ব্যয় করিতে পারিবে। কেবলমাত্র শ্রাবণমাসের সোমবারে এবং অন্যান্য উৎসবের দিনে নৃত্যগীতে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা স্বজাতি ও ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণগণ কাহারও বাটীতে আহার অস্বীকার করেন, তবে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। সমাজের গণ্যমান্য কোনলোক তাহার বাটীতে আহার করিবে না। অবশেষে কোন বৃহৎ কার্য্যোপলক্ষে সমাজপতিরা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া অপরাধ অবগত হইলে যথাবিধি দণ্ডবিধান করেন। এই দণ্ড ১৫০৲ দেড়শত হইতে ২০০ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অর্থ দণ্ড গ্রহণান্তর সকলে তাহার বাটীতে উপস্থিত হন এবং অপরাধী করযোড় করিয়া সর্ব্বসাধারণসমক্ষে অবনতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া থাকে। সভামণ্ডলী তাহার অপরাধমার্জ্জনা করিলে পর, তাহার কর্ত্রীর স্বজাতিবর্গের একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিবে। কোন মুসলমান-রমণীর তত্ত্বাবধানের নায়কিনী, পারসী কিংবা বণিয়ার অধীনস্থ নায়কিনীর সহিত একত্র আহার করিবে না। এই হেতু দেখা যায় যে, এক নিমন্ত্রণে অনেক পঙ্‌ক্তিতে স্ত্রীলোকেরা আহার করিতে বসিয়াছে। কিন্তু নায়কিনীদিগের জাতি নির্দ্দিষ্ট থাকে না, তাহাদের কর্ত্রীর জাতির সহিত তাহাদের জাতি পরিবর্ত্তন হয়। আজ যে মুসলমান আছে, কাল যদি সে ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে যায়, তবে আবার সে ব্রাহ্মণ হইবে।

নাচন (দেশজ) নৃত্য।

নাচনি, (নাচ্‌লি-নাগ্‌লি) এক প্রকার শস্যবিশেষ। (Eleiuse coracana) বাঙ্গালায় মরুয়া। সাধারণতঃ পাহাড়িয়া স্থানে জন্মে। কিন্তু নিম্ন জলাতেও এই শস্য জন্মিয়া থাকে। ধান্যাদির ন্যায় ইহা বুনান হইয়া থাকে এবং কখন কখন বুনানের পরিবর্ত্তে রোপণ করা হইয়া থাকে। রোপণ করিতে হইলে, নাচনির ছোট ছোট চারাগুলি সমদূরবর্ত্তী করিয়া সামান্য রকম প্রোথিত করা হয়। নাচনি চাষের জন্য বিশেষ উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ক্ষেত্রের আবশ্যক হয় না; তবে কিনা একটু আর্দ্রস্থান না পাইলে শীঘ্রই চারাগুলি শুষ্ক হইয়া অকালে নষ্ট হইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে নাচনি বপন করা হয় এবং কার্ত্তিকমাসে পরিপক্ক হইলে বিশেষ সাবধানের সহিত কাটিয়া লওয়া হয়। ধানের গাছের মত নাচনিগাছ তত নরম নয়, এজন্য ইহা কর্ত্তন করা বহুব্যয়সাধ্য এবং কষ্টকর। দুই বিঘা জমির নাচনি কাটিতে ৪ জন লোকের অন্যূন ৮ দিন লাগে। আর একটী বিশেষ অসুবিধা এই যে রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে দানাগুলি খোসা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, অতএব প্রাতঃকাল ভিন্ন অধিক বেলায় ইহা কাটা যায় না। অবশেষে রৌদ্রের উত্তাপে খোসা হইতে শস্য বাহির করিয়া লওয়া হয়। পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্রলোকেরা সুপক্ক নাচনীর পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আহার করে এবং ইহার ছাতুতে আম্বিলনামক একপ্রকার সরবৎ

প্রস্তুত করে। নাচনিশাক শুষ্ক করিলে আহারোপযোগী হয়। ঐ দেশে উহা সুরদা নামে খ্যাত। নাচনীর খড় ও তুষ একত্র করিয়া অশ্বাদির খাদ্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

নাচনী (দেশজ) নর্ত্তকী।

নাচশালা (দেশজ) নাচঘর।

নাচা (দেশজ) নৃত্য।

নাচাইতে (দেশজ) নৃত্য করাইতে।

নাচাড়ী (দেশজ) নাচের সহিত যে গান গীত হয়। প্রাচীন পাঁচালী ও অপরাপর গ্রন্থে বিস্তর নাচাড়ীপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

নাচানীয়া (দেশজ) যাহারা নর্ত্তকী নাচাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

নাচার (পারসী) নিরুপায়, অসহায়।

নাচারী (পারসী) নিরুপায়াবস্থা, অসহায়তা।

নাচাবিতোড়ী, একটী আধুনিক মিশ্ররাগ। তোড়ী, ফোরদস্ত ও বাঙ্গালীযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

নাচিক (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনু° ৪ অ°)

নাচিকেত (পুং) ১ অগ্নি। ২ নচিকেতা, উদ্দালকিঋষির পুত্র। ৩ নাচিকেতোপাখ্যান।

মহাভারতে এই উপাখ্যান এইরূপ লিখিত আছে—

নচিকেতা মহাপ্রভাবশালী উদ্দালকির পুত্র। একদা উদ্দালক নদীতীরে কুশ পুষ্প ও ফলাদি ভুলক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, গৃহে আসিয়া পুত্রকে নদীতীর হইতে এই সকল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। পুত্র নচিকেতা নদীতীরে যাইয়া সে সকল প্রাপ্ত হইলেন না। তখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, উদ্দালকি পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া 'তোমার অচিরাৎ যমদর্শন হউক' এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। উদ্দালক এই কথা বলিবামাত্রই, নাচিকেতা গতায়ু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। উদ্দালকি তখন পুত্রকে মৃত দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নাচিকেতা এতাবৎকাল গতাশু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। পরে প্রাতঃকালে অচিরাৎ পুনর্জীবিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময় তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্যগন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন উদ্দালকি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার প্রভাবে শুভলোক সকল দর্শন করিয়াছ, তোমার এই দেহ মানবদেহ নহে। মহর্ষি উদ্দালকি এই কথা কহিলে, নচিকেতা অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশে যমসদনে উপস্থিত হইয়া সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল যমসভা নিরীক্ষণ করিলাম। যম আমাকে দেখিয়া বসিতে একখানি আসন দিলেন। আমি ধর্ম্মরাজকে কহিলাম, আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যম কহিলেন, আপনার পিতা হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, তিনি আপনাকে 'যমদর্শন হউক' এই কথা বলিয়াছিলেন, তাই আপনার যম দর্শন হইল। এখন আপনি প্রতিগমন করিতে পারেন। আমি তখন যমকে সবিনয়ে কহিলাম, পুণ্যোপার্জ্জিত লোক সকল দর্শন করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইব। তখন ধর্ম্মরাজ উৎকৃষ্ট এক রথে আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের জন্য নানাবিধ মণি, রত্ন, সুসজ্জিত গৃহ প্রভৃতি রহিয়াছে, যতপ্রকার উত্তমস্থান আছে, তাহার মধ্যে ধেনুদানকারী উত্তমস্থান লাভ করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মরাজ ও আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে গোদানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন। পরে সমস্ত পুণ্যোপার্জ্জিত লোক দর্শন করিয়া যমকে অভিবাদনপূর্ব্বক আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

(ভারত অনুশাসন° ৭১ অঃ)

কঠোপনিষদে নচিকেতার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,— অতিশয় ধার্ম্মিক বাজশ্রবস্ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটী নামান্তর গৌতম। তিনি বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, এই যজ্ঞে দক্ষিণা-স্বরূপ সর্ব্বস্ব ধন দিতে হয়। এই রাজার নচিকেতা নামে এক পুত্র হয়। রাজা যজ্ঞাবসানে ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা-স্বরূপ গো-বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন। নচিকেতা এই সময় অতিশয় বালক। রাজার এই সকল দান অবলোকন করিয়া নচিকেতার শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। ঋত্বিক্‌কে বৃদ্ধগো দান করিতে দেখিয়া নচিকেতা পিতার নিকট যাইয়া কহিলেন, পিতঃ কোন ঋত্বিক্‌কে আমায় দক্ষিণা স্বরূপে দান করিবেন কি? এইরূপ দুই তিনবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করা বালকপুত্রের উচিত নহে। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'আমি তোমাকে যমকে দিলাম।' পরে রাজা সত্যপালনের জন্য পুত্রকে যমসদনে পাঠাইয়া দিলেন। নচিকেতা যমলোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন। তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। এই কারণে যমের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে যম ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, নচিকেতা তিনদিন অনাহারী অবস্থায় আছেন। তখন যম নচিকেতাকে কহিলেন, তুমি তিনদিন অনাহারী আছ, এইজন্য তিনটী বর প্রার্থনা কর।

তখন নচিকেতা যমকে কহিলেন, যদি আপনার বর দিবার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে, আমার পিতা গৌতমের সঙ্কল্পের শান্তি হয়, অর্থাৎ আমি যমলোকে আসিয়া কি রূপে অবস্থান করিতেছি, তাঁহার এই সকল চিন্তা নিবৃত্তি হউক, এবং তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার এইরূপ যেন স্মৃতি হয়, যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, যম এই সকল বর দিলেন। তখন নাচিকেতা দ্বিতীয়বর প্রার্থনা করেন স্বর্গলোকে যাহারা গমন করিবে, তাহারা মর্ত্ত্যের ন্যায় যেন ক্ষুৎপিপাসা, জরা মৃত্যু ও শোকাতিগ হইয়া সুখে অবস্থান করে। যম এই দ্বিতীয় বর দিলেন। তাহার পর নাচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আমার এক বিশেষ সংশয় আছে যে, মানব দেহাবসান হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এ সকল ভিন্ন জীবাত্মা আছেন আবার কাহারও মতে জীবাত্মা নাই আমি আপনার নিকট ইহার নিশ্চয়রূপ শিক্ষা প্রার্থনা করি, যাহাতে আমার সকল সংশয় অপনোদিত হয়। যম নচিকেতার এইরূপ চিত্ত বিশুদ্ধি অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন যম নচিকেতাকে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া এই বর হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। নচিকেতা ইহাতে বলেন আমি ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিব, এই বরই আমার একমাত্র অভিলষনীয়। তখন যম নচিকেতার বিষয়বিরক্তি চিত্তশুদ্ধি ও ও মোক্ষের প্রতি ঐকান্তিকী ইচ্ছা অবগত হইয়া পরমাত্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। যম কহিলেন, তুমি যে পরমাত্মাকে জানিতে চাহ অতি দুঃখে তাহার বোধ হয়, মায়িক সংসারে তিনি আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন, তাহাকে কেবল বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। তিনি অতি দুর্জ্ঞেয় ও অনাদি। অধ্যাত্মযোগ দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিত সকল হর্ষ ও শোক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাকে অর্পণ করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। এইরূপে নাচিকেতার পরমাত্ম বিষয়ে সকল সন্দেহ অপনোদন করিয়া দেন। যম এইরূপ আত্মা স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে দেবতারাও তাহা অবগত নহেন।

যম ইহার তৃতীয় বরের অতিরিক্ত আরও একটী বর দিয়াছিলেন, নাচিকেত শব্দে অগ্নি বুঝায়,—অগ্নি স্বর্গের সোপান স্বরূপ, সেই অগ্নি অদ্যাবধি তোমার নামে অভিহিত হইবে, এবং নানারূপবিশিষ্ট বিচিত্ররত্নমালা অর্পণ করিয়াছিলেন।

সমস্ত কঠোপনিষদে—যম ও নচিকেতার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ যম ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়—নচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন। (কঠোপনি°) ডাক্তার রোয়ের সাহেব (Dr. Roer) এই নচিকেতাকে য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটোর (Plato) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

নাচীন (পুং) ১ দক্ষিণস্থ দেশভেদ। ২ এই দেশের রাজা। (ভারত সভাপ° ৩০ অ°)

নাচুয়া (দেশজ) নর্ত্তনকারী।

নাছ (দেশজ) গুপ্তদ্বার, খিড়কীদ্বার।

নাছদুয়ার (দেশজ) গুপ্তদ্বার, খিড়কী।

নাজিম, ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারিবিশেষ। এক একটী বিভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত হইত। নাজিমেরা কখন কখন মাসিক বেতন পাইতেন এবং কখন কখন তাহারা বার্ষিক কর ধার্য্যপূর্ব্বক ইজারা লইতেন। বাদশাহের খোজাকর্ম্মচারীরাও নাজিম নামে অভিহিত হইত।

নাজিমউদ্‌দৌলা, মীরজাফরের পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে নাজিমউদ্‌দৌলার আর কোন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল না, কাজেই ইংরেজেরা তাঁহাকেই মীরজাফরের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ইহার ৩ বৎসর পরে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার সময়ের একটী প্রধান ঘটনা এই,—লর্ড ক্লাইব এই সময়ে নবাবের হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার এবং সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বগ্রহণপূর্ব্বক কোম্পানির হাতে প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত নবাবকে একটী মন্ত্রীসভার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে হইত। রাজা দুর্লভরাম, জগৎশেঠ এবং মহম্মদরেজাখাঁ এই সভার অন্যতম সভ্য। কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী মুর্শিদাবাদে থাকিয়া ইহাদের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনাদি করিতেন। নাজিমউদ্দৌলা বার্ষিক ৫৩,৮৬,১৩১৲ টাকা রাজ্যশাসনাদির নিমিত্ত পাইতেন। ইনি অতিশয় বিলাসী ছিলেন।

নাজিমউলমুলক, মুর্শিদাবাদের একজন নবাব। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ইনি নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

নাজিব্‌উদ্দৌলা, রোহিলখণ্ডের একজন শাসনকর্ত্তা। আলি মহম্মদখাঁর শাসন সময়ে ইনি রোহিলখণ্ডে আসিয়া প্রথমে সামান্য সেনানীপদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে ইনি সৈনিক-বিভাগে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে রাজপদ অধিকার করেন। প্রথমে ইহার উপাধি 'খাঁ' ছিল, পরে বিশেষ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়া ইনি ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে 'উদ্দৌলা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত আহ্মদশাহ আব-

যুদ্ধের যুদ্ধকালে ইনি উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধের পর নাজিমউদ্দৌলা আবার আমীর-উল্-ওমরার পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইহার হস্তে দিল্লীনগরের শাসনভার ও রাজপরিবারের তত্ত্বাবধান-ভার সমর্পিত হয়। ইনি নাজিরাবাদ নামক নগর স্থাপন করেন। তথায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার কবর হয়।

নাজিরউদ্দীন্, অযোধ্যার একজন নবাব। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা গাজি উদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনি স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই অযোধ্যার প্রধানমন্ত্রী আগা মীরের সহিত ইহার বিবাদ চলিতেছিল। স্বয়ং নবাবীপদ গ্রহণ করিবার পর নাজির উদ্দীন্ মন্ত্রীর প্রতি বাহ্য-সৌহৃদ্য প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তাঁহার গুপ্তউদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত করিয়া তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর যে সম্পত্তি জামিন স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে মিথ্যা দায়িক করিয়া ছলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণের জন্য নবাবসাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্মেণ্টের মধ্যস্থতায় তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না।

নাজিস্, দাক্ষিণাত্যের ভূতযোনিবিশেষ। দাক্ষিণাত্যের লোকের বিশ্বাস যে, যদি কোন ব্যক্তি অনবরত ক্রন্দন করিতে থাকে, অসংলগ্ন বকিতে থাকে, শরীর ইতস্ততঃ আকুঞ্চিত করে, সর্ব্বদা আলুলায়িত কেশে থাকে এবং আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তিকে ভূতে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের মতে, সকল মনুষ্যকেই ভূতে পাইতে পারে, তবে পুরুষ অপেক্ষা শিশুসন্তানের এবং শিশুসন্তান অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের ভূতাশ্রয়ের অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে গর্ভাবস্থায় এবং বালকবালিকাদের জন্মাবধি দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত এই রোগের ভয় বড় বেশী। প্রেতাত্মারা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ঘরভূত এবং বাহির-ভূত। গৃহস্থের পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ যদি অপূর্ণমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে সেই প্রেতই ভূত হইয়া থাকে। তাহারা সময় সময় 'সম্বন্ধ' নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ পরিবারের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আছে। ইহারা বিনা কারণে অপরকে কিছুই বলে না; কেবল তাহার নিজপরিবারস্থ লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে।

বাহিরের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী ভূতবিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা—অধামুখ, অসরস, ব্রহ্মপুরুষ, ব্রহ্মরাক্ষস অথবা খবিস, চুড়েল, জমকাই, দক্ষিণ, হাড়ল, বজ্রিন্, লাব, মহসোবা, মসোবা, মুঞ্জা, নাজিস্ ইত্যাদি।

যদি কোন মুসলমান পূর্ণকাম না হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহার আত্মা ভূত হইলে 'নাজিস্' নামে খ্যাত হয়। নাজিস্ কাহাকে অধিকার করিলে তাড়ান অতি কঠিন। কেবল মুসলমান ওঝারা ইহাকে ছাড়াইতে পারে। নাজিসের আশ্রয় হইলে ভূতে পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

নাজীর (আরবী) পর্য্যবেক্ষক। আদালতের কর্ম্মচারিবিশেষ।

নাজীরী (আরবী) নাজীরের কার্য্য।

নাজুক (পারসী) লতাবিশেষ।

নাজেহাল (আরবী) ১ হীনাবস্থা। ২ সঙ্কটাবস্থায় ফেলা।

নাট (পুং) নটভাবে ঘঞ্। ১ নৃত্য। ২ দেশবিশেষ, কর্ণাটক-দেশের নিকটবর্ত্তী। (ত্রি) ৩ তদ্দেশবাসী।

"যাবৃত্যা লোলকর্ণাটনাটাদীংশ্চ নয়েদ্বশান্।" (হোজতন্ত্র ১৩০২)

৪ রাগবিশেষ। রাত্রিকালে বীররসে ইহা গান করিতে হয়। এই রাগ ষড়্জাংশ।

মূর্ত্তি—"তুরঙ্গমস্কন্ধনিবদ্ধবাহুঃ স্বর্ণপ্রভুঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ ধৃতাসি র্নাটোঽয়মুক্তঃ কিল কাঞ্চনেন॥"
(সঙ্গীতনারা°)

নাটক (ত্রি) নট-ণ্বুল্। ১ নর্ত্তক। ২ কামাখ্যা-পর্ব্বতের নিকটস্থিত পর্ব্বতভেদ।

"ঐশান্যাং নাটকে শৈলে শঙ্করস্য মহাশ্রমম্।
নিত্যং বসতি তত্রেশস্তদধীনা তু পার্ব্বতী॥" (কালিকাপু°)

এই পর্ব্বতে মহাদেবের নিত্যাবাসভূমি। পার্ব্বতীও এই খানে শঙ্করের অধীন হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। নাটয়তীতি নট-ণিচ্-ণ্বুল্। (ক্লী) ৩ গদ্য পদ্য ও প্রাকৃত ভাষাদিময় গ্রন্থ-বিশেষ। অভিনয়গ্রন্থ, পর্য্যায়—রূপক, মহারূপক। রঙ্গ-ভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কার্য্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকে নাটক কহে।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলানাটকের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখা যায় না, যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ নাটক প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং সেই সকল নাটকই অভিনয় হইয়া থাকে। এখন যে সকল নাটক অভিনীত হয়, তাহা য়ুরোপীয় নাটকের অনুকরণে রচিত হইয়া থাকে। কতদিন হইতে এইরূপে অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা য়ুরোপীয় নাটক-প্রসঙ্গের পর লিখিব।

পূর্ব্বে এদেশে সংস্কৃত নাটকের আদর ছিল। সংস্কৃত নাটক কিরূপে রচিত হইবে? তাহাই প্রথমে বিবৃতভাবে লিখিব।

নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। এই নাটকের বিষয় সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠাঙ্কে বিবৃতরূপে লিখিত আছে, ইহার বিষয় একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

নাটক কাব্যের মধ্যে গণনীয়। কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য ও শ্রব্য। যে কাব্য অভিনীত হয়, অর্থাৎ রঙ্গালয়ে নটগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, তাহারই নাম দৃশ্যকাব্য। নাটক দৃশ্যকাব্যের একপ্রকার ভেদমাত্র। এই দৃশ্যকাব্য মহামুনি বাল্মীকির সমকালিক ভরতমুনি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে শিক্ষা দেন। ক্রমে তাহা হইতে ইহা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

প্রথমে অগ্নিপুরাণের মতে নাটকের লক্ষণাদি নিরূপণ করা যাউক।

এক প্রকার কাব্যভেদের নাম প্রকীর্ণ। প্রকীর্ণ দুই প্রকার শ্রাব্য ও অভিনেয়। অভিমুখে পদার্থ আনয়নের নাম অভিনয়। এই অভিনয় চারি প্রকার—সত্ব, বাক্য, অঙ্গ ও আহরণ। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিক, বাগারম্ভ বাচিক, শরীরারম্ভ শারীরিক, আহরণীয় মাত্রই আহার্য্য। নাটক, প্রকরণ, ডিম, ঈহামৃগ, সমবকার, প্রহসন, ব্যায়োগ, ভাণ, বীথী, অঙ্ক, ত্রোটক, নাটিকা, সট্টক, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা প্রস্থান, ভাণিকা, ভাণী, গোষ্ঠী, হল্লীশক, কাব্য, শ্রীনিগদিত, নাট্যরাসক, রাসক, উল্লাপ্যক ও প্রেক্ষণ এই ২৭ প্রকার রূপক। সামান্য ও বিশেষ লক্ষণের দুই প্রকার গতি, সামান্য লক্ষণ সকল গুলিতেই থাকিবে, এবং বিশেষলক্ষণ কোন কোন স্থলে থাকিবে। পূর্ব্বরঙ্গনিবৃত্ত হইলে দেশ, কাল, রস, ভাব, বিভাব, অনুভাব, অভিনয় ও অঙ্কস্থিতি এই সকল সামান্য পদবাচ্য। অবসর অনুসারে বিশেষ এবং পূর্ব্বেই সামান্য বক্তব্য। নাট্য ও তদুপায় সকল ত্রিবর্গের সাধন। পূর্ব্বরঙ্গ প্রভৃতি তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা যথাবিধি সম্পাদন করিতে হয়। পূর্ব্বরঙ্গের দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গ। দেবতা ও গুরু-গণের নমস্কার এবং স্তুতি ও গো-ব্রাহ্মণ নৃপাদির আশীর্ব্বাদাদি যে সঙ্গীত হয়, তাহার নাম নান্দী। নান্দীর পরে সূত্রধার রূপক করিয়া গুরুপূর্ব্বক্রমে বংশপ্রশংসা ও কবির যশো-কীর্ত্তন, পরে কাব্যের সম্বন্ধ ও অর্থ নির্দ্দেশ করিবেন। নটী, বিদূষক ও পারিপার্শ্বিক, ইহারা মিলিত ভাবে স্বকার্য্যোত্থিত, প্রস্তুতার্থের দূরীকারক মনোহর বাক্যসমূহ দ্বারা সূত্রধারের সহিত যে আলাপ করে, তাহার নাম আমুখ বা প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনা প্রবৃত্তক, কথোদ্ঘাত ও প্রয়োগাতিশয় এই তিন প্রকার ভেদযুক্ত। যে প্রস্তাবনায় সূত্রধার উপস্থিত কাল অবলম্বন করিয়া বর্ণন করেন, পাত্রের সেই আশ্রয়ে প্রবেশকে প্রবৃত্তক কহে। যাহাতে সূত্রধারের বাক্য ও বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম কথোদ্ঘাত। যাহাতে সূত্রধার প্রয়োগসমূহে প্রয়োগ বর্ণনা করে, এবং তদনুসারে পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রয়োগাতিশয় কহে।

কোন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া নাটকাদি বর্ণনা করিতে হইবে, এই জন্য ইতিবৃত্তই নাটকের শরীর বলিয়া অভিহিত হয়। সিদ্ধ ও উৎপ্রেক্ষিত এই দুই প্রকার ইতিহাসের প্রভেদ। তন্মধ্যে আগমদৃষ্টই সিদ্ধ এবং যাহা কবিপ্রণীত তাহাই উৎপ্রেক্ষিত। নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য এই পঞ্চ প্রকৃতি অর্থাৎ প্রয়োজনসিদ্ধি হেতু যথাবিধি যোজনা করিতে হইবে। এই পঞ্চ প্রকৃতির নাম পঞ্চচেষ্টা এইরূপও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তি, সম্ভাব ও নিয়মিতাফলপ্রাপ্তি এই পাঁচ প্রকার ফলযোগ। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ এই পঞ্চ প্রকার সিদ্ধি। অল্পমাত্র উদ্দিষ্ট হইয়া যাহা বহুরূপে প্রসৃপ্ত ও যাহা ফলে অবসান প্রায় তাহার নাম বীজ। যেস্থলে নানাপ্রকার অর্থ ও রস হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, এবং কাব্যে তাহা শরীরানুগতরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাই মুখ বলিয়া কথিত হয়। ইষ্টার্থের রচনা, বৃত্তান্তের অনুপক্ষয়, প্রয়োগের রাগ-প্রাপ্তি, গুহ্যের গোপন, আশ্চর্য্য আখ্যান, প্রকাশের প্রকাশ, যাহাতে এই সকল বর্ণনা বিদ্যমান, তাহা অঙ্গহীন নরের ন্যায় নাটক ও কাব্যাদিতে শোভিত হয় না। দেশ কাল ভিন্ন কোনও ইতিবৃত্ত সংঘটিত হয় না। দেশসমূহের মধ্যে ভারত-বর্ষ, এবং কাল মধ্যে সত্যাদি যুগত্রয়। নাট্যে দেশকালভেদে প্রাণধারিগণের মধ্যে মধ্যে সুখদুঃখাদি বর্ণন করিতে হয় এবং ইহাতে নৃত্য, গীত এবং শৃঙ্গারাদি রস বর্ণনীয়।

(অগ্নিপু° ৩৩৮ অ°)

অগ্নিপুরাণ মতে যে নাটকলক্ষণ প্রভৃতি লিখিত হইল, ইহাতে নাটকের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার যে সকল লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে উত্তমরূপে নাটকের উপলব্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত নাটক। ইহা অভিনেয়, অর্থাৎ অভিনয় করিয়া সামাজিকবর্গকে দেখাইতে হয়। একজন নট রামরূপ ধারণ করিয়া রামবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল, তৎকালে লোক সকল তাহাকেই রাম-বোধে অবস্থানুসারে হর্ষ ও শোকাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। নট অন্যের রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় করে, বলিয়া ইহার নাম রূপক। অবস্থানুরূপ অনুকরণের নাম অভিনয়। এই অভিনয় চারি প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্বিক। যে অভিনয় অঙ্গদ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে আঙ্গিক, বচনদ্বারা নিষ্পন্নের নাম বাচিক, এবং যাহা আহরণীয়

অর্থাৎ বেশরচনাদিরূপ তাহার নাম আহার্য্য এবং সত্ত্বাদিভাবের উদ্রিক্ততায় কম্প স্বেদাদি হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক কহে।

এই অভিনেয় দৃশ্যকাব্য দ্বিবিধ—রূপক ও উপরূপক। তাহার মধ্যে রূপক দশপ্রকার এবং উপরূপক ১৮ প্রকার এই সর্ব্বসমেত ২৮ প্রকার।

রূপক, নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্কবীথী ও প্রহসন এই দশ প্রকার রূপক।* নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা এই অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক।

সাধারণ লোকে অভিনেয় কাব্যমাত্রকেই নাটক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। নাটক দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। তবে নাটক অভিনেয় কাব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, পূর্ব্বে যে যে প্রকার রূপক ও উপরূপকের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল নট কর্ত্তৃক অভিনেয়। নাটকের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহার প্রায় বহু লক্ষণ অন্যান্য রূপক ও উপরূপকে থাকিবে, এবং তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে।

যথাক্রমে এই সকল দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ প্রদত্ত হইল। নাটক-লক্ষণ—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি গুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতিনানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ।
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা॥
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যং নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্।
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্য্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্॥" (সাহিত্যদ° ৬।২৭৭)

একটী কোন খ্যাতবৃত্ত অর্থাৎ প্রসিদ্ধবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিতে হইবে, অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত বা কোন পুরাণ ও বৃহৎকথা প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ চিরন্তন, সেই সকল গ্রন্থ হইতে একটী বৃত্তান্ত লইয়া নাটক প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বকপোলকল্পিত বৃত্তান্ত হইলে তাহা নাটক-পদবাচ্য হইবে না। পঞ্চসন্ধিযুক্ত বিলাস, নানাপ্রকার সম্পদ্ ও বহুবিধ বিভূতি, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি নানাপ্রকার রসোৎপত্তি, এবং পাঁচ হইতে দশটী পর্য্যন্ত অঙ্ক থাকিবেক। নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত, প্রখ্যাতবংশ বা রাজর্ষি হইবে, অর্থাৎ দুষ্মন্তের ন্যায় নৃপতি, বা রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাশালী রাজা অথবা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষ নাটকের নায়ক হইবে।

নাটকে শৃঙ্গার বা বীররস অঙ্গী হইবে অর্থাৎ নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর হওয়া উচিত। করুণা, হাস্য বা শান্তি প্রভৃতি রস প্রধান হইলে তাহা নাটকপদবাচ্য হইবে না। অঙ্ক মধ্যে সকল রসেরই সমাবেশ থাকিবে। সন্ধিস্থলে বিস্ময়জনক ব্যাপার প্রদর্শিত হইবে। চারি বা পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, এবং অঙ্ক সকল গোপুচ্ছের মত হইবে, অর্থাৎ গোপুচ্ছ যেরূপ প্রথমে স্থূল পরে ক্রমে ক্ষীণ হইয়াছে, সেইরূপ অঙ্কও প্রথমে বড়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ছোট করিতে হইবে। কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন। আবার কেহ বলেন—গোপুচ্ছের কেশ সকল যেরূপ কোনটী ছোট ও কোনটী বড়, সেইরূপ অঙ্ক সকলও ছোট বড় করিতে হইবে। অঙ্ক ৫ হইতে ১০টী পর্য্যন্ত হইতে পারে, প্রায় নাটক সকলের ৭টী অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও উত্তররামচরিত প্রভৃতি প্রাচীন নাটক সকল সপ্তাঙ্কে বিরচিত। এই সকল অঙ্ক মধ্যে গর্ভাঙ্ক করিতে হয়।

অঙ্ক—যে স্থলে নাটকীয় ইতিবৃত্তের এক অংশের শেষ হয়, তথায় পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। অঙ্কশেষে সমুদয় নট রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। পরে নূতন নূতন নট প্রবিষ্ট হইয়া অভিনয় আরম্ভ করে। এই অঙ্কে নায়কের চরিত্র রসভাবাদি দ্বারা উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করিতে হইবে। যে সকল পদপ্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার অর্থ যেন পরিস্ফুট হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্যযুক্তবাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। অতিশয় সমাসবহুল বাক্য ও অধিক পদ্যপ্রয়োগ দোষাবহ।

নাটক অবতারণা করিতে হইলে প্রথমে পূর্ব্বরঙ্গ, তাহার পর সভাপূজা অর্থাৎ সভাস্থিত লোকদিগের প্রশংসা, তৎপরে কবিসংজ্ঞা অর্থাৎ নাটকের কথন, এবং প্রস্তাবনা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবনা দ্বারাই পাত্রপ্রবেশ, অর্থাৎ প্রকৃত রূপে নাটকারম্ভ হয়। রঙ্গালয়ের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত

* "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতম্।
দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তদ্রূপারোপাত্তু রূপকম্॥
ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা॥
নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ॥" (সাহিত্যদ° ৬ঠ পরি)

কুশীলব অর্থাৎ নট নাট্যবস্তুর পূর্ব্বে যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ, এই পূর্ব্বরঙ্গের নাম মঙ্গলাচরণ বলা যাইতে পারে। এই পূর্ব্বরঙ্গের প্রত্যাহারাদি অর্থাৎ আসন ধারণা প্রভৃতি বহুবিধ অঙ্গ আছে, এই সকল অঙ্গ থাকিলেও রঙ্গালয়ে বিঘ্নশান্তির জন্য নান্দী করিতে হইবে, অর্থাৎ দেব, দ্বিজ ও নৃপ প্রভৃতির আনন্দজনক স্তুতি করিতে হইবে। যাহা হইতে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপাদির শুভাশীর্ব্বচন-পরা স্তুতি প্রযুক্ত হয়, তাহার নাম নান্দী। নন্দী, 'নন্দয়তি' ইতি ব্যুৎপত্তি দ্বারা নান্দী এই পদ হইয়াছে। আনন্দ-বিধায়ী যে স্তুতি তাহার নাম নান্দী।* এই নান্দী মাঙ্গল্য শঙ্খ, চন্দ্র প্রভৃতির সূচক হইবে, এবং ইহা দ্বাদশ বা অষ্টাদশ পদযুক্ত হইবে। সুপ্ অথবা তিঙ্ বিভক্ত্যন্ত পদকে পদ কহে। অর্থাৎ প্রথমে এমন একটী বাক্যরচনা করিতে হইবে, যাহাতে দেবতাদের স্তুতি ও রাজাদের মঙ্গল বর্ণিত হয়, এবং ইহাতে ৮টী বা ১২টী পদ থাকে। যে স্থলে নান্দী ৮টী পদে হয়, তাহার নাম অষ্টপদা এবং ১২টী পদে হইলে তাহার নাম দ্বাদশপদা।

সূত্রধার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া অভিপ্রেত অভিনয় কার্য্যের বিঘ্নপরিসমাপ্তির নিমিত্ত যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহারই নাম নান্দী। স্তবাদি দ্বারা দেবতাদিগকে আনন্দিত অর্থাৎ প্রসন্ন করে, এই জন্য এই মঙ্গলাচরণ নান্দী শব্দে অভিহিত হয়। নাটকাদি গ্রন্থের আরম্ভে যে এক বা ততোধিক শ্লোক থাকে, তাহা নাটকের নান্দী নহে।

নাট্যশাস্ত্রে নান্দীর যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল শ্লোক তৎসমস্তলক্ষণাক্রান্ত নহে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল শ্লোক গোত্রাদের আলোচনা। 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই অবধি গ্রন্থের আরম্ভ। প্রাচীনকালে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়, এই জন্য ঋষিগণপ্রণীত নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। 'নান্দ্যন্তে'-নান্দীর পর অর্থাৎ অভিনয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবতা প্রণামাদিরূপ নান্দী কীর্ত্তন করিয়া প্রারম্ভ করিয়া থাকেন। এই নান্দী নাটকের অঙ্গ নহে। অভিনেতৃবর্গের অধিকারী সূত্রধারের কার্য্য করেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি কহিয়া থাকেন 'অলমতিবিস্তরেণ' অতিপ্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ নান্দীর অধিক আড়ম্বর করিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন।

নট প্রথমে পূর্ব্বরঙ্গ শেষ করিয়া প্রস্থান করিবে। ইহার পরে সূত্রধার প্রবেশ করিবে। ইহাকে স্থাপকও বলা যায়। ইনি নাটকীয় বস্তু, বীজ, মুখ ও পাত্র প্রভৃতিকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রস্থান করিবেন। অর্থাৎ ইনি প্রথমে আসিয়াই কাব্যার্থ-সূচক মধুর শ্লোকদ্বারা রঙ্গ প্রসাদিত করিবেন, তাহার পর যে নাটক অভিনয় হইবে, তাহার বংশ এবং প্রশংসা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিবেন। যথা,—

"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী।
লোকে হারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্॥" (রত্নাবলী)

রত্নাবলীতে দেখা যায়, "কবি শ্রীহর্ষ অতি সুদক্ষ, এই সভা ও গুণগ্রাহিণী, জগতিতলে বৎসরাজচরিত্র অতিশয় মনোহারী এবং আমরাও নাট্যকার্য্যে দক্ষ"। এইরূপ বাক্যে সকলেরই গুণ গান করা হইল।

তাহার পর নট, নটী, বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, বা সূত্রধার ইহারা পরস্পর যে কথোপকথন করে, এই মধুর কথোপকথন স্থলে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত উত্থিত হয়, তাহার নাম প্রস্তাবনা। সূত্রধার রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া নান্দী সমাধানান্তে নট বিশেষের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নাটকপ্রণেতা কবির ও অভিনেয় নাটকের উল্লেখ করে এবং প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া স্বীয় সহচর সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হয়, তৎপরে নাটকের অভিনয় হইতে থাকে। এই অংশের নাম প্রস্তাবনা অর্থাৎ ইহারা মধুর আলাপ করিতে করিতে প্রকৃত বৃত্তান্ত উত্থাপিত করিয়া চলিয়া যায়, তাহাকেই প্রস্তাবনা কহে। ইহারা পরস্পরে যে আলাপ করিবে, তাহা মধুর হইবে। *

---

* "তত্র পূর্ব্বং পূর্ব্বরঙ্গঃ সভাপূজা ততঃ পরম্।
কথনং কবিসংজ্ঞাদের্নাটকস্যাপ্যথামুখম্॥
যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্ব্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পূর্ব্বরঙ্গঃ স উচ্যতে॥
প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি।
তথাপ্যবশ্যং কর্ত্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নান্দী—
আশীর্ব্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।
মাঙ্গল্যশঙ্খচন্দ্রাব্জকোককৈরবশংসিনী।
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত॥
পূর্ব্বরঙ্গং বিধায়ৈব সূত্রধারো নিবর্ত্ততে।
প্রবিশ্য তদ্বদপরঃ কাব্যমাস্থাপয়েন্নটঃ॥
দিব্যমর্ত্ত্যে স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ।
সূচয়েদ্বস্তু বীজং বা মুখং পাত্রমথাপি বা॥" (সাহিত্যদর্পণ ৬ পরিঃ)

* "রঙ্গং প্রসাদ্য মধুরৈঃ শ্লোকৈঃ কাব্যার্থসূচকৈঃ।
রূপকস্য কবেরাখ্যাং গোত্রাদ্যপি স কীর্ত্তয়েৎ।
ঋতুঞ্চ কঞ্চিৎ প্রায়েণ ভারতীং বৃত্তিমাশ্রিতঃ।
ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ॥

পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরের নাম পারিপার্শ্বিক। এই প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত। ইহার মধ্যে অগতার্থ অর্থাৎ যাহার অর্থ সম্যক্‌ রূপে বোধিত হয় নাই, সেই অর্থ সম্যক্‌রূপ অবগতির নিমিত্ত অন্য পদ দ্বারা যে স্থলে নিয়োজিত করা যায়, তাহার নাম উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা। অর্থাৎ এমন একটী বাক্য রচনা করিতে হইবে, তাহার পদ সকল অগতার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সহিত অর্থের কোন প্রকার সঙ্গতি নাই, এই অগতার্থ পদ ধরিয়া প্রকৃতবিষয়ের অর্থ যাহাতে সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হয়, এইরূপ বাক্‌বিস্তার করিয়া, সূত্রধার চলিয়া যাইবে, এই স্থলে পাত্র-প্রবেশ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইবে, যে প্রস্তাবনায় এইরূপ হইবে, তাহার নাম উদ্ঘাত্যক।

উদাহরণ—মুদ্রারাক্ষস-নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে—

"ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রং সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্।
অভিভবিতুমিচ্ছতিবলাদিতি।

অনন্তরং নেপথ্যে—'আঃ কএষ ময়ি জীবতি সতি চন্দ্রগুপ্ত-মভিভবিতু মিচ্ছতীতি।" (মুদ্রারা°)

অতিক্রূর কেতুগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডলচন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এইস্থলে কেতুগ্রহ চন্দ্রকে গ্রাস করি-তেছে, এই অর্থই বোধ হইতেছে, কিন্তু হঠাৎ সূত্রধারের এই কথা শুনিয়া আকাশ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল, আমি চাণক্য জীবিত থাকিতে রাজা চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্ব্বক কে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে? এই স্থলে কেতু শব্দের অর্থ একটী ক্রূরগ্রহ এবং আর একটী অর্থ মলয়কেতু, কেতুগ্রহ যেরূপ ক্রূর, মলয়কেতুও তদ্রূপ ক্রূরমতি। পূর্ণিমার চন্দ্রই গ্রস্ত হয়, রাজা চন্দ্রগুপ্তও পরিপূর্ণমণ্ডল। সূত্রধার কথাপ্রসঙ্গে চন্দ্র-গ্রাসের উল্লেখ করিল, সূত্রধারের এই অবোধিতার্থ পদ লইয়াই নাটকের প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ হইল এবং অন্যপদ দ্বারা এই পদের অর্থেরও সুসঙ্গতি হইল অর্থাৎ মলয়কেতু সহায়ে কি রাক্ষস পরিপূর্ণমণ্ডল চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্ব্বক পরাভব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সূত্রধার এই কথা শুনিবামাত্রই চলিয়া গেল, নাটকীয় বস্তু আরম্ভ হইল। তখন নট সকল অভিনয় করিতে লাগিল। অন্যান্য প্রস্তাবনার লক্ষণ লিখিত হইল, কিন্তু উদা-হরণ প্রদত্ত হইল না, একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলেই তাহা স্থির করা যাইবে।

কথোদ্ঘাতপ্রস্তাবনা—

"সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা।
ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে॥" (সাহিত্যদ°)

নট সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া যদি পাত্র প্রবেশ করে, অর্থাৎ সূত্রধার যে বাক্য প্রয়োগ করিবে, সেই বাক্য বা সেই বাক্যার্থ অবলম্বন করিয়া নাটকীয় বিষয় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে কথোদ্ঘাত-প্রস্তাবনা হইবে।

রত্নাবলীতে সূত্রধারের বাক্য এবং বেণীসংহারে বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ আছে।

প্রয়োগাতিশয়—

"যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা॥"(সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

যদি কোন একটী প্রয়োগে অন্য আর একটী প্রয়োগ হয়, এবং সেই প্রয়োগ লক্ষ করিয়া পাত্র প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয়-প্রস্তাবনা হয়।

প্রবর্ত্তক—

"কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃক্ যত্র বর্ণয়েৎ।
তদাশ্রয়শ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্ত্তকম্॥" (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

উপস্থিত কাল আশ্রয় করিয়া সূত্রধার বর্ণন করিবে, এবং সেই বর্ণনা উপলক্ষ করিয়া পাত্রপ্রবেশ করিলে প্রবর্ত্তক-প্রস্তাবনা হইবে অর্থাৎ একজন নট উপস্থিত কাল বর্ণনা করিতে থাকিবেন, সেই বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইবে।

অবলগিত—

"যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ কার্য্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে।
প্রয়োগে খলু তজ্জ্ঞেয়ং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ॥" (সাহিত্যদ°)

যে স্থলে এক বিষয়ের সাদৃশ্য থাকে, সেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া পাত্রপ্রবেশ করিলে এই অবলগিত-প্রস্তাবনা হয়। অর্থাৎ সূত্রধার এইরূপ একটী বর্ণনা করিবে, যে প্রস্তাবিত বিষয় তৎসদৃশ হয়, পরে সেই বাক্য লক্ষ্য করিয়া পাত্রপ্রবেশ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে এই অবলগিত-প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়।

যে সকল প্রস্তাবনার লক্ষণ লিখিত হইল, ইহার মধ্যে যে কোন একটী লক্ষণাক্রান্ত প্রস্তাবনা হওয়া আবশ্যক। নিজ

প্রস্তাবনা—
নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥
উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।
প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনাভিদাঃ॥"
পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে॥" (সাহিত্যদ° ৬ পরি)

ইচ্ছানুরূপ যদি প্রস্তাবনা হয়, তাহা হইলে নাটকপদবাচ্য হইবে না। সূত্রধার নেপথ্যোক্ত অর্থাৎ আকাশভাষিত শুনিয়া প্রস্তাবনা করিবে, প্রস্তাবনাবসানে সূত্রধার রঙ্গালয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তাহার পর প্রস্তাবিতবিষয় প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নাটকাভিনয় হয়, তাহাতে কোন রূপ প্রস্তাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমেই অমনি প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইয়া থাকে। খ্যাতবৃত্ত অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিতে হয়, এবং খ্যাতবৃত্তের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য মনোহর বাক্যবিন্যাসও প্রয়োজন, এই বর্ণনায় যদি কিছু অতিরঞ্জিত হয়, তাহাও দোষাবহ হয় না।

এই নাটকীয় বস্তু দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, এক আধিকারিক ও অপর প্রাসঙ্গিক। অধিকারীর যে বিষয় বর্ণনীয় হইবে, তাহার নাম আধিকারিক এবং এই অধিকারীর উপকারের নিমিত্ত যে সকল বিষয় বর্ণিত হইবে, তাহার নাম প্রাসঙ্গিক। মনে কর রামচরিত অভিনয় হইতেছে, রাম এইস্থানে অধিকারী, ইহার উপকারের জন্য সুগ্রীবাদি চরিত্রবর্ণন প্রাসঙ্গিক।

"ইদং পুনর্বস্তুবুধৈর্দ্বিবিধং পরিকল্প্যতে।
আধিকারিকমেকং স্যাৎ প্রাসঙ্গিকমথাপরম্॥
অধিকারঃ ফলে স্বাম্যমধিকারী চ তৎপ্রভুঃ।
তস্যেতিবৃত্তং কবিভিরাধিকারিকমুচ্যতে॥
অস্যোপকরণার্থন্তু প্রাসঙ্গিকমিতীষ্যতে।" (সাহিত্যদ°)

নাটকে স্থান উত্তমরূপে বিচার করিয়া পতাকাস্থান সন্নিবেশ করিতে হইবে অর্থাৎ যে স্থলে পতাকাস্থান সন্নিবেশ করিলে বর্ণনার চমৎকারিত্ব হয়, সেইরূপ স্থলে পতাকাপ্রয়োগ উত্তম হয়।

পতাকা—

"যত্রার্থে চিন্তিতেঽন্যস্মিন্ তল্লিঙ্গোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকন্তু তৎ॥" (সাহিত্যদ°)

কোন এক অর্থচিন্তা করিতে থাকিলে সেই অর্থের লক্ষণান্বিত অন্য এক অর্থ যদি অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পতাকাস্থান হয়। অর্থাৎ একটী বিষয় বর্ণনা হইতেছে, অতর্কিতভাবে আর একটী বিষয় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব বাক্যের যদি সমর্থন করে, তাহা হইলে তাহাকে পতাকা কহে।

উদাহরণ—উত্তররামচরিতে লিখিত আছে, রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিতেছেন, অয়ি প্রিয়তমে! তোমা সম্বন্ধে আমার কিছুই অসহনীয় নাই, কেবল বিরহই একমাত্র অসহ্য। এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, দেব! দুর্ম্মুখ উপস্থিত।' এস্থলে রাম বলিয়াছেন একমাত্র তোমার বিরহ অসহ্য, এই সময়ই 'উপস্থিত' এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। ইহাদ্বারা পূর্ব্বকথিত অসহ্য বিরহ উপস্থিত ইহাই প্রতীতি হইল। অর্থাৎ ইহাই বর্ণিত হইল যে তোমার পুনরায় অসহ্য সীতা-বিরহ উপস্থিত। এই স্থলে পতাকাস্থান হইল। নাটকের মধ্যে মধ্যে এইরূপ পতাকা স্থান বর্ণনা করিতে হইবে।

এই পতাকাস্থানও নানাপ্রকার।

"সহসৈবার্থসম্পত্তিগুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (সাহিত্যদ°)

যদি অতর্কিতভাবে অর্থ-সম্পত্তি-লাভ হয়, তাহা হইলে প্রথম পতাকা স্থান হইবে।

দ্বিতীয় পতাকাস্থান—নানার্থযুক্ত শ্লিষ্ট রচনাবাক্য আশ্রয় করিয়া বাক্‌প্রয়োগ করিলে দ্বিতীয় পতাকাস্থান হয়।

"বচঃ সাতিশয়শ্লিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম্।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (সাহিত্যদ°

তৃতীয় পতাকাস্থান—কলরূপ কার্য্যের সূচক হইলে তৃতীয় পতাকাস্থান হয়।

চতুর্থ পতাকাস্থান—দ্ব্যর্থ শ্লিষ্ট অর্থদ্বয় পদযুক্ত বর্ণনার মধ্যে যে অর্থান্তর তাহার সূচক হইলে চতুর্থ পতাকাস্থান হয়।

নাটকে নায়ক বা রসের অনুচিত বা বিরুদ্ধ যে সকল বর্ণনা তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। অথবা অন্য স্থলে সেই রূপ বাক্যাদির যোজনা করা যাইতে পারে।

"যদ্ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎপরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ॥" (সাহিত্যদ°)

যথা, রামচন্দ্রের গোপনে বালিবধ, এই প্রকার ঘটনা প্রভৃতিকে, বিরুদ্ধ বস্তু বলা যায়। উদাত্তরাঘবনাটকে রাম কর্ত্তৃক বালিবধবৃত্তান্ত পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

নাটকীয়ইতিবৃত্তের নীরস অংশসকল প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ণিত হইলে সামাজিকবর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে। এজন্য নাটককর্ত্তারা অপ্রধান ব্যক্তির মুখে সেই অংশের সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া সরস অংশের অবতরণ করিয়াছেন। নাটকের এইরূপ অংশকে বিষ্কম্ভক কহে। বিষ্কম্ভক অঙ্কের প্রস্তাবনা স্বরূপ, ইহা অঙ্কের আদিতে গ্রথিত হইয়া থাকে। নাটকে প্রবেশক বর্ণনা করিতে হয়।

প্রবেশকলক্ষণ—প্রাকৃতভাষা রচিত কথাবিভাগের নাম প্রবেশক। এই প্রবেশক উভয়াঙ্কমধ্যে জানিতে হইবে, শেষ বিষ্কম্ভসদৃশ।

চূলিকা—যবনিকার অন্তঃস্থিত লোক অস্কল যে কার্য্যের সূচনা করিয়া দেয়, তাহার নাম চূলিকা।

অঙ্কাবতার—অঙ্কাবসানে সূত্রধার যে অঙ্কের অবতারণা করে, তাহাকে অঙ্কাবতার কহে। যে অঙ্ক সমাপ্ত হইতেছিল, সেই অঙ্কে যে সকল নট অভিনেতা ছিল, তাহাদের মধ্য হইতেই কোন অভিনেতা এই অঙ্কাবতার সূচনা করিয়া দিবে। ইহাকে গর্ভাঙ্ক বলিলে চলে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নাটকসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে কএকটী গর্ভাঙ্কে একটী অঙ্ক হয়। এই অঙ্কাবতার ঠিক সেরূপ নহে। এই অঙ্কাবতার প্রতি অঙ্কে করিতে হইবে না, তবে যে কোন অঙ্কের মধ্যে এই অঙ্কাবতার সন্নিবেশ করিতে হইবে। অঙ্কের মধ্যে অঙ্ক বলিয়া গর্ভাঙ্ক নাম নির্দ্দেশ করিলাম।

অঙ্কমুখ—যে কোন এক অঙ্কে সমস্ত অঙ্কের ঘটনা সকল সূচিত হইলে তাহাকে অঙ্কমুখ বলা যায় এবং ইহাকে বীজার্থ-জ্ঞাপকও কহে।

নাটকে প্রধান ব্যক্তির বধ বর্ণনা করিবে না। রস ও বস্তু এই পরস্পরের তিরোধান করিবে না অর্থাৎ রসে ইতিবৃত্তযোগ এবং ইতিবৃত্তে রসযোগ যাহাতে হয়, এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে।

নাটকে প্রয়োজনসিদ্ধির কারণ ৫টী—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কর্ম্ম। এই ৫টী যথাযোগ্য স্থানে বর্ণনা করিতে হইবে।

যাহা অল্পমাত্র বলিলেই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং ফলসিদ্ধির প্রথম কারণ তাহার নাম বীজ। যথা বেণী-সংহারনাটকে দ্রৌপদীর কেশমোচনের হেতু ভীমের ক্রোধোপ-চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ভীমের প্রতি উৎসাহবাক্যই দ্রৌপদীর কেশমুক্তির কারণ বলিয়া সেই স্থলে উৎসাহবাক্যই বীজ বলিতে হইবে। নাটকের যথাযোগ্য স্থানে বীজ বর্ণনা করিতে হইবে।

বিন্দু—সন্দর্ভসমূহের বিচ্ছেদ হইলে পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম বিন্দু, অর্থাৎ একটী বর্ণনীয় বিষয় শেষ হইয়া যাইতেছে, সেই বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের আর কোন সম্বন্ধ না থাকিলে এমন একটী বাক্যবিন্যাস করিতে হইবে যে তাহাতে পরবাক্যের সহিত কোন অসঙ্গতি না হয়। এইরূপ বর্ণনার নাম বিন্দু।

পতাকা-ব্যাপকপ্রাসঙ্গিক বৃত্ত-বর্ণনের নাম পতাকা। যেরূপ রামচরিতে সুগ্রীবাদির ও শকুন্তলার বিদূষকের চরিত্র-বর্ণন। পতাকা নায়কের স্বকীয় ফলান্তর নহে। প্রসঙ্গক্রমে আগত একদেশব্যাপী চরিত্রবর্ণনের নাম প্রকরী। যাহা সাধনীয়, এবং আরব্ধ ক্রিয়ার ফলসিদ্ধির জন্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে। যেরূপ রামচরিতে রাবণবধ প্রভৃতি।

নাটকে ফলাভিলাষীর ৫টী অবস্থা বর্ণনা করিতে হইবে। যথা—আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।

প্রধান ফলসিদ্ধির জন্য যে অতিশয় ঔৎসুক্য, তাহাকে আরম্ভ বলা যায়।

প্রধান ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিত্বরান্বিত যে ব্যাপার তাহার নাম যত্ন। বিঘ্ন ও বিঘ্ননাশ ইহা দ্বারা যে ফলপ্রাপ্তি সম্ভাবনা তাহাকে প্রাপ্ত্যাশা কহে।

বিঘ্ন সকল অপাকৃত হইয়া নিশ্চিত যে ফলপ্রাপ্তি তাহার নাম নিয়তাপ্তি ও যখন সমগ্র ফললাভ এককালীন হয়, এইরূপ অবস্থার নাম ফলাগম।

নাটকে বর্ণনীয় বিষয়ে যথাক্রমে এই ৫টী বিষয়ের বর্ণনা থাকিবে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে এইরূপে ৫ ভাগে বিভাগ করিয়া বৃত্ত সম্প্রাপ্ত করিতে হইবে।

নাটকের মুখসন্ধিতে অর্থাৎ প্রথমে আরম্ভযোগিনী অবস্থা বর্ণনা, প্রতিমুখসন্ধিতে যত্নযোগিনীঅবস্থা, গর্ভসন্ধিতে প্রাপ্ত্যাশা-যোগিনীঅবস্থা বিমর্ষসন্ধিতে নিয়তাপ্তযোগিনী অবস্থা ও উপ-সংহৃতি সন্ধিতে ফলপ্রাপ্তি বর্ণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে এইরূপে আরম্ভ করিয়া উপসংহার করিতে হইবে। উপসংহারে সকল প্রকার সম্পদলাভ বর্ণনা করিতে হইবে। নাটকে এইরূপে বর্ণনীয় বিষয় ৫ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতিসন্ধি। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

যে অংশে নানা অর্থ ও নানা রসাদির সম্ভব হয়, এই সকল বর্ণনোপলক্ষে সন্দর্ভ মূলকারণের যে উৎপত্তি, তাহাকে মুখসন্ধি কহে। অর্থাৎ প্রথমে নানা প্রকার রসাদি বর্ণনচ্ছলে মূল বর্ণনীয় বিষয়ের আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইবে। যেরূপ রত্নাবলীতে নানা রসাদি বর্ণনপ্রসঙ্গে রত্নাবলী ও বৎস-রাজের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, শকুন্তলায় যেরূপ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা দর্শনমাত্রই উভয়ের অনুরক্তি, ইহাই মুখসন্ধিতে আরম্ভ করিতে হয়।

মুখসন্ধিতে আরব্ধ হইয়া প্রধান ফলের বীজলক্ষ্যের ন্যায় যে প্রকাশ, তাহাকে প্রতিমুখসন্ধি কহে। প্রতিমুখসন্ধিতে ঈষৎ প্রকাশযুক্ত যে মূলবৃত্তান্ত তাহার কোন কোন স্থলে একেবারে তিরোভাব বা কোন স্থলে অনুসন্ধানযুক্ত যে সম্যক্ ভাবপ্রকাশ তাহার নাম গর্ভসন্ধি। গর্ভসন্ধিতে প্রাপ্ত মূল-কারণের অভিসম্পাত প্রভৃতি দ্বারা অন্তরায়যুক্ত হইলে তাহাকে বিমর্ষসন্ধি কহা যায়।

চারিদিকে বিনিবেশিত অর্থ সকল এক প্রয়োজনে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ নায়ক সকলপ্রকার অর্থলাভাদি প্রাপ্ত হয়,

তাহাকে উপসংহৃতিসন্ধি কহে। অর্থাৎ উপসংহারে সকল প্রকার মঙ্গল লাভ হয় এইরূপ বর্ণনা করিতে হইবে। যে সকল নায়ক বিরহকাতর ছিল, তাহাদের সকলের মিলন করিয়া অর্থসম্পত্তিলাভবর্ণনা আবশ্যক। এই উপসংহারে বিয়োগ-বর্ণনা করিতে নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাভাষায় ২।৪ খানি বিয়োগান্তনাটক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

প্রথমে নাটকের দশটী অঙ্গবর্ণনা করিতে হইবে। যথা—উৎক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা ও উদ্ভেদ। সন্দর্ভ প্রতিপাদিত অর্থের সমুৎপত্তি অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে উত্থাপনের নাম উৎক্ষেপ। সংক্ষিপ্তভাবে উত্থিত অর্থের বাহুল্যরূপে বিস্তারের নাম পরিকর। পূর্ব্ববিস্তৃত বর্ণনের নিশ্চয়রূপে সংকীর্ত্তনের নাম পরিন্যাস। প্রথমে বৃত্তান্তের সংক্ষেপরূপ বর্ণন, তাহার পর বহুলীকরণ, তদনন্তর ইহার নিশ্চয় কথন। এই তিনটী অঙ্গ পর পর বর্ণনা করিতে হইবে। গুণসমূহবর্ণনের নাম বিলোভন। কর্ত্তব্যার্থের নিশ্চয়কে যুক্তি কহে। সুখলাভের নাম প্রাপ্তি। মূলকারণের আগমন অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্যরূপে কীর্ত্তনের নাম সমাধান। সুখদুঃখবিমিশ্রিত কার্য্যের নাম বিধান। ঔৎসুক্যযুক্ত বাক্যের নাম পরিভাবনা। বীজার্থের অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের অঙ্কুরোদয়কে উদ্ভেদ কহে। এই দশটী অঙ্গ মুখসন্ধিতে বর্ণনীয়।

প্রতি মুখসন্ধিতে ত্রয়োদশটী অঙ্গ—বিলাস, পরিসর্প, বিধুত, তাপন, নর্ম্ম, নর্ম্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার। সুরথ-সম্ভোগবিষয়ে সম্যক্ প্রয়োগের নাম বিলাস।

যথা—শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—'প্রিয়া শকুন্তলা আমার অত্যন্ত সুলভ নহে, তথাচ মন তাহাকে দেখিতে সর্ব্বদাই অভিলাষী। কামদেব অকৃতকার্য্য হইলেও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের অনুরাগ জন্মাইতেছেন।' এই স্থলে দুষ্মন্তের সুরথবিষয়ক চেষ্টা বর্ণিত হওয়ায় বিলাস হইল।

অভিলষিত ব্যক্তি অদর্শন হইলে তাহার অন্বেষণের নাম পরিসর্প। প্রথমে কৃতানুনয়ের অর্থাৎ আদিতে অনুনয় করিলে তাহা স্বীকার না করার নাম বিধুত। ইষ্ট বস্তুর অভিলাষে উপায় না দেখিলে তাপন অর্থাৎ তাপ হয়। পরিহাস বাক্যকে নর্ম্ম কহে। পরিহাসজাত ধৈর্য্যের নাম নর্ম্মদ্যুতি। বিপদ্‌প্রাপ্তির নাম বিরোধ। কৃতানুনয়ের নাম পর্য্যুপাসন। প্রকর্ষপূর্ব্বক বাক্যের নাম পুষ্প। পরুষবচনের নাম বজ্র। প্রসন্নতা-সম্পাদনকে উপন্যাস কহে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের মেলনের নাম বর্ণসংহার। নাটকের প্রতি মুখসন্ধিতে এই ত্রয়োদশ অঙ্গ যথাযথ বর্ণনা করিতে হইবে।

নাটকের গর্ভসন্ধিতে ত্রয়োদশ অঙ্গ বর্ণনীয়—অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, অক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধিবল, উদ্বেগ ও বিদ্রব এই ত্রয়োদশ প্রকার অঙ্গ।

ব্যাজাশ্রয়-বাক্যবর্ণনের নাম অভূতাহরণ। যথার্থ কথন-মার্গ। বিতর্কযুক্ত বাক্যের নাম রূপ। উৎকর্ষযুক্ত বচন উদাহরণ। নির্ব্বিকার চিত্তে তত্ত্বোপলব্ধি অর্থাৎ যাথার্থ্যানুভবের নাম ক্রম। প্রিয়কার্য্য ও দানদ্বারা কার্য্যসমাধানকে সংগ্রহ কহে। চিহ্নদ্বারা সাধ্যজ্ঞানের নাম অনুমান। রতি অর্থাৎ অনুরাগ, হর্ষ ও উৎসব প্রভৃতিতে যে প্রার্থনা, তাহার নাম প্রার্থনা। গুপ্তার্থের কথনকে ক্ষিপ্তি কহে। সকোপ বাক্য-প্রয়োগকে ত্রোটক। কপটতা করিয়া অভিপ্রায়ের অনুসরণের নাম অধিবল। অনিষ্টাশঙ্কা এবং ত্রাসবশতঃ যে আবেগ, তাহাকে বিদ্রব কহে।

নাটকের বিমর্ষসন্ধিতেও ত্রয়োদশ অঙ্গ বর্ণনা করিতে হইবে। যথা—অপবাদ, সম্ফেট, ব্যবসায়, দ্রব, দ্যুতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, খেদ, প্রতিষেধ, বিরোধ, প্ররোচনা, বিমর্ষ, আদান ও ছাদন এই ত্রয়োদশ অঙ্গ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

দোষকথনের নাম অপবাদ। ক্রোধপূর্ব্বক কথনকে সম্ফেট কহে। প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ কার্য্যনির্দ্দেশ ও সাধন নির্দ্দেশের সম্ভবের নাম ব্যবসায়। শোকবেগাদি দ্বারা উৎপন্ন গুরুলোকদিগের ব্যতিক্রমকে দ্রব কহে। ভর্ৎসন ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা উত্তেজনের নাম দ্যুতি। বিদ্বেষের প্রশমনের নাম শক্তি। মন এবং চেষ্টাসমুৎপন্ন শ্রমের নাম খেদ। অভীষ্ট বিষয়ের প্রতীঘাতকে প্রতিষেধ কহে। যে কার্য্য প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রাপ্তির নাম বিরোধন। উপসংহারের অর্থ বিষয় সকল প্রদর্শিত হওয়ার নাম প্ররোচনা। কার্য্যসমূহের সম্যক্‌গ্রহণের নাম আদান। কার্য্যবশতঃ অপমানাদির সহনকে ছাদন কহে।

উপসংহৃতসন্ধিতে অর্থাৎ উপসংহারে চতুর্দ্দশ অঙ্গ বর্ণনা করিতে হইবে। যথা—সন্ধি, বিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাষণ, পূর্ব্ববাক্য, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি এই চতুর্দ্দশ অঙ্গ, ইহার লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইল।

বীজ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উদ্ভাবনের নাম সন্ধি। কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্বেষণ অর্থাৎ নাটকীয় প্রধান কর্ত্তব্যের অনুসন্ধানকে বিরোধ কহে। প্রধান কর্ত্তব্যকার্য্যের

উপন্যাস অর্থাৎ কীর্ত্তনের নাম গ্রথন। বেণীসংহারে ইহার উদাহরণ—'ভীম পাঞ্চালীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, অয়ি পাঞ্চালি! আমি জীবিত থাকিতে দুঃশাসন কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত বেণি, তুমি নিজ হস্তদ্বারা সংহার করিতে পারিবে না, আমি নিজেই সংহার করিয়া দিতেছি।' বেণীসংহার নাটকে বেণীসংহার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য,—এই স্থলে তাহার কীর্ত্তন হওয়ায় গ্রথন লক্ষণের সমাবেশ হইল। অনুভূতার্থের কথন অর্থাৎ কৃতকার্য্যের কথনকে নির্ণয় ও কুৎসাসূচক বাক্য কথনকে পরিভাষণ কহে। লব্ধবিষয় সকলের প্রকাশ্যরূপে স্থিরীকরণের নাম কৃতি। শুশ্রূষাদিকে প্রসাদ কহে। অভিলষিত ব্যক্তি সকলের প্রাপ্তিসম্বলিত মনের প্রীতির নাম আনন্দ। সকল প্রকার দুঃখের অপগমের নাম সময়। অদ্ভুত সম্প্রাপ্তি অর্থাৎ অতি আশ্চর্য্যভাব—প্রিয়জন প্রভৃতির সমাগমকে উপগূহন কহে। প্রিয়বাক্যকথন ও দানাদির নাম ভাষণ। পূর্ব্ববাক্যের সমুচিত প্রত্যুত্তরদানকে পূর্ব্ব-বাক্য কহে। অর্থাৎ নাটকের প্রারম্ভের পূর্ব্বে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণকে সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সেই বাক্যের যথোচিত উত্তর-দানকে পূর্ব্ববাক্য কহে। অভীষ্ট বস্তু সকলের লাভকে কাব্যসংহার, অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে যে সকল মঙ্গল অভিলষণীয়, যাহার সহিত যাহার মিলন হওয়া প্রয়োজন, সকলই দেখাইতে হইবে, তাহাকে উপসংহার কহে

তাহার পর—রাজা, দেশ বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির শান্তিসূচক প্রার্থনার নাম প্রশস্তি। নাটকীয় বিষয়ের উপসংহার হইলে রাজাদির মঙ্গলসূচক প্রার্থনা করিয়া অভিনেতা সকল প্রস্থান করিবেন।

নাটকের পূর্ব্বলিখিত চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গ; পঞ্চসন্ধিতে যথাক্রমে এই সকল অঙ্গবিন্যাস করিতে হইবে। রসের অনুরোধে কোন অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট সন্ধিতে বর্ণিত না হইয়া অন্য সন্ধিতে যদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলে দোষাবহ হইবে না। প্রথমতঃ সর্ব্বতোভাবে রসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। রসভঙ্গ করিয়া অঙ্গাদি প্রয়োগ সুসঙ্গত নহে।

নাটকে যথাবিধি অঙ্গ সকল প্রয়োগ করিলে তাহার ৬ প্রকার ফল হয়—ইষ্টার্থরচনা, আশ্চর্য্যলাভ, বৃত্তান্তবিস্তর, রাগপ্রাপ্তি, প্রয়োগ মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তান্ত মধ্যে গোপ্যের গোপন এবং প্রকাশ্যের প্রকাশন, অঙ্গের এই ষড়্‌বিধ ফল।

যেমন অঙ্গহীন নর কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অঙ্গহীন কাব্যও অভিনয় প্রভৃতিতে প্রয়োগ করা সুসঙ্গত নহে। নায়ক ও প্রতিনায়ক সন্ধির অঙ্গ করিয়া সম্পাদন করিবে, তাহার অভাবে পতাকাদি, তদভাবে বীজ প্রভৃতি সম্পাদন করিবে।

পূর্ব্বে যে সকল অঙ্গ বলা হইয়াছে, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য যে তাহাদের পর পর বিন্যাস করিতে হইবে, তাহা নহে, তবে রসের অনুগামী হইয়া যেখানে যে অঙ্গ বর্ণনা করিলে রসের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, বরং তাহার উৎকর্ষ হয়, এইরূপ ভাবে অঙ্গাদি সংস্থাপন করাকে 'ইষ্টার্থ রচনা' কহে। রস কার্য্যের প্রাণস্বরূপ প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অর্থাৎ রস ভঙ্গ করিয়া অঙ্গাদি প্রয়োগ সুসঙ্গত নহে।

যে সকল বৃত্তি যে সকল রসের সহিত বিরুদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শৃঙ্গাররস-বর্ণনে কৌশিকী বৃত্তি, বীররসে সাত্বতী, রৌদ্র ও বীভৎসরসে আরভটী, ইহা ভিন্ন অন্য রসে ভারতী বৃত্তি হইবে। এই চারিটী বৃত্তি—নাটকের জননীস্বরূপ, এই চারি বৃত্তিতেই নাটক রচনা করিতে হইবে।

নায়িকা সকল মনোহর বেশভূষায় ভূষিতা এবং তাহার সহিত সহচরী নারী সকলও প্রচুর পরিমাণে নৃত্য গীত ও কামোপভোগের উপচার ও মনোহর বিলাসযুক্ত বর্ণনার নাম কৌশিকী। ইহার চারিটী অঙ্গ—নর্ম্ম, নর্ম্মস্ফূর্জ্জ, নর্ম্মস্ফোট ও নর্ম্মগর্ভ।

সামাজিকবর্গের মনোরঞ্জনকর চতুরতার সহিত ক্রীড়নের নাম নর্ম্ম। এই নর্ম্ম তিন প্রকার—শুদ্ধহাস্যবিহিত, সশৃঙ্গার হাস্যবিহিত ও সভয় হাস্যবিহিত।

সুখকর ভয়ান্ত নব সঙ্গমের নাম নর্ম্মস্ফূর্জ্জ। ভাবাদি অর্থাৎ আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা এই সকল দ্বারা ভাবাভিব্যক্তি অল্পমাত্রায় সূচিত শৃঙ্গারকে নর্ম্মস্ফোট কহা যায়। নায়ক-নায়িকাদিগের প্রথম দর্শনে বা গুণাবলী শুনিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মে তাহাকে নর্ম্মস্ফোট কহে। নায়কের গুপ্তভাবে ব্যবহারকে নর্ম্মগর্ভ বলা যায়। যেরূপ মালতীমাধব নাটকে মাধব সখীর রূপ ধারণ করিয়া মালতীর মরণেচ্ছা হইতে তাহাকে নিবৃত্তি করিয়াছিল। এইরূপ বর্ণনকে নর্ম্মগর্ভ কহে।

সত্ত্ব, শৌর্য্য, ত্যাগ, দয়া, সরলতা, আনন্দ, শোকরাহিত্য, চমৎকারিত্ব ও অল্পশৃঙ্গারযুক্ত বর্ণনার নাম সাত্বতীবৃত্তি। অর্থাৎ শৌর্য্য প্রভৃতির বর্ণনা হইতে সাত্বতীবৃত্তি বলা যাইতে পারে। এই বৃত্তির চারিপ্রকার ভেদ আছে—উত্থাপক, সংঘাত্য, সংলাপ ও পরিবর্ত্তক।

শত্রুর উত্তেজনকরী বাক্যের নাম উত্থাপক। মন্ত্রণা প্রভৃতি সকলের পরস্পর পৃথক্‌করণ সংঘাত্য, নানা ভাব সমা-

প্রর অর্থাৎ অর্থযুক্ত বাক্যকে সংলাপ এবং প্রারব্ধ হইতে (উদ্যত কার্য্য হইতে) অন্য কার্য্যকরণের নাম পরিবর্ত্তক।

মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধে উদ্বেলিত, বধ, বন্ধন প্রভৃতি এই সকল বিষয়ে বর্ণনার নাম আরভটীবৃত্তি। ইহা চারিপ্রকার ভেদবিশিষ্ট। যথা—বস্তূত্থাপন, সম্ফেট, সংক্ষিপ্তি ও অবপাতন। মায়াদি দ্বারা বস্তু উত্থাপিত হইলে তাহাকে বস্তূত্থাপন কহে। ক্রুদ্ধ ও সত্বরদ্বয়ের সমাঘাত অর্থাৎ সম্যক্ প্রহারের নাম সম্ফেট। শিল্পী অথবা অন্য প্রকারে বস্তুরচনার নাম সংক্ষিপ্তি। প্রবেশ, ত্রাস, নিষ্ক্রামণ, হর্ষ ও বিদ্রব সম্ভূত হইলে অবপাতন বলা যায়। যে স্থলে সংস্কৃতবহুল বাক্য প্রয়োগ আছে, তাহাকে ভারতীবৃত্তি কহে।

পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণাদি লিখিত হইল, নাটকে যথাযথ এই সকল বর্ণন করিতে হইবে। প্রতি সন্ধিতে প্রত্যেক অঙ্গ, রসাদিতে সাত্বতী প্রভৃতি বৃত্তি, রসের অবিরুদ্ধ যথাস্থানে উপন্যাস করিলে নাটক পদবাচ্য হইবে, অঙ্গাদি হীন হইলে অঙ্গহীন হইবে।

সংস্কৃত নাটকেই এই সকল বাঁধাবাঁধি লক্ষণ সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকে ইহার প্রায় অধিকাংশ নিয়মই লঙ্ঘিত হইয়া থাকে।

নাটকের উক্তি প্রত্যুক্তি ভাষা প্রভৃতির বাধাবাধি নিয়ম সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

নাট্যোক্তি। অঙ্কের অশ্রব্যকে স্বগত কহে, অর্থাৎ অভিনয়কালে কোনও নট সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত বিষয় বিশেষের মনে মনে যে আন্দোলন করে, তাহার নাম স্বগত।

সকলে যাহা শুনিতে পারে, তাহাকে প্রকাশ কহে, অথবা অভিনয়কালে কোনও নট অন্যের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত বিষয় বিশেষের মনে মনে আন্দোলন করিয়া অথবা সন্নিহিত ব্যক্তিরা শুনিতে না পায় এরূপ অনুচ্চস্বরে কহিয়া সকলের সাক্ষাতে যাহা বলে, তাহাকে প্রকাশ কহে।

কতকগুলি লোকের মধ্যে যাহার সহিত বাক্য বলিবার প্রয়োজন থাকে, অন্য লোকের দিকে হস্তাঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া অনুচ্চস্বরে তাহাকে বলিবে, এইরূপ কথনের নাম জনান্তিক।

পাত্র ব্যতীত যে বাক্যপ্রযুক্ত হয়, তাহাকে আকাশভাষিত কহে। অন্যে শুনিতে না পায় এইরূপ অনুচ্চস্বরে অর্থাৎ গোপন করিয়া কথনের নাম অপবার্য্য।

নাটকাদিতে দত্তা, সেনা বা সিদ্ধা-অন্ত নাম বেশ্যাদিগের রাখিতে হইবে। যথা—কামদত্তা, বসন্তসেনা প্রভৃতি। বণিকদিগের নাম দত্তপ্রায়, যথা—ধনদত্ত প্রভৃতি। প্রস্তাবনার কথোপকথনচ্ছলে সূত্রধার অপর নটকে মারিষ শব্দে সম্বোধন করে। মারিষ শব্দের অর্থ আর্য্য, মাননীয়, আদরণীয়।

প্রস্তাবনায় কথোপকথনচ্ছলে অপর নট সূত্রধারকে ভাব শব্দে সম্বোধন করে। ভাব শব্দের অর্থ বিজ্ঞ বা বোদ্ধা।

নাটকে ভৃত্য সকল রাজাকে স্বামী, বা দেব বলিয়া অধম লোক সকল ভট্ট, রাজর্ষি, বা বিদূষক বয়স্য, ঋষিগণ রাজন্ অথবা তাহাদের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ সম্বোধন করিতে পারিবে।

নাটকে বিদ্বান্ পুরুষদিগের ভাষা সংস্কৃত এবং বিদুষী স্ত্রীদিগের শৌরসেনী এবং ইহাদিগের সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রী ভাষা থাকিবে। রাজান্তঃপুরচারীদিগের মাগধী ভাষা, চেট (রাজভৃত্য), রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীদিগের অর্দ্ধমাগধী, বিদূষকের ভাষা প্রাচ্যা, ধূর্ত্তের ভাষা অবন্তিকা, যোধ ও নাগরিকদিগের ভাষা দাক্ষিণাত্যা, শকারের ভাষা শাকরী, দিব্যদিগের বাহ্লীক, দ্রবিড়াদির দ্রাবিড়ী, আভীরদিগের আভীরা, পুক্কসাদির চাণ্ডালী, কাষ্ঠ ও পত্রজীবী এবং অঙ্গারকারাদির আভীরী অথবা শাবরী, পিশাচদিগের পৈশাচী, উৎকৃষ্টা চেটীদিগের শৌরসেনিকা, বালক, বর্ব্বর, নীচ, দৈবজ্ঞ, উন্মত্ত ও আতুরদিগের শৌরসেনিকা, ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত, দারিদ্র্যোপহত ও ভিক্ষুদিগের ভাষা প্রাকৃত হইবে। উৎকৃষ্টা স্ত্রীর ভাষা সংস্কৃত। যেরূপ লোক সেইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোক সকল মধ্যে মধ্যে বিচিত্রতার জন্য সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিবে। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া সংস্কৃত নাটক প্রস্তুত করিতে হইবে।

নাটকের বিশেষ কতকগুলি অলঙ্কার আছে, তাহাকে নাট্যালঙ্কার কহে। [নাট্যালঙ্কার দেখ।]

প্রকরণাদি রূপকের বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইল।

প্রকরণ—দৃশ্যকাব্য মধ্যে দ্বিতীয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ সকল প্রায় নাটকের ন্যায়। এই মাত্র বিশেষ যে, ইহাতে বৃত্ত লৌকিক বা কবিকল্পিত হইবে, অর্থাৎ এই প্রকরণ নামক নাটক রচনা করিতে হইলে, ইহার বৃত্তান্ত লোকপ্রসিদ্ধ বা কবিকল্পিত হওয়া আবশ্যক। শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান করিতে হইবে। ইহার নায়ক ধীরপ্রশান্ত, অর্থাৎ নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। যাহার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি লোকসাধারণ গুণ থাকে তাহাকে ধীরপ্রশান্ত বলা যায়। এই নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ অথবা সম্রান্ত বণিক হইবে এবং এই নায়ক ধর্ম্মকামার্থপর হইবেন, স্বর্গসাধনভূত অক্ষয় ধর্ম্ম সকল এবং স্ত্রীপুত্র ও ধনাদি বিষয়ে সর্ব্বদা তৎপর হইবেন।

নায়িকা ভেদে ইহাকে তিনশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে

পারে। কোন প্রকরণে নায়িকা কুলজা অর্থাৎ কুলীনা, কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী এবং কোন প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং এই দুই-ই প্রকার অর্থাৎ কুলজা ও বেশ্যা নায়িকা হইতে পারে এবং ইহাতে কিতব, দ্যূতকার, বিট, চেট প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত থাকিবে।

মৃচ্ছকটিক, মালতী-মাধব প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। প্রকরণে সমাজের প্রতিকৃতি বর্ণনা করা যাইতে পারে। মৃচ্ছকটিক নাটকে নায়ক ব্রাহ্মণ, নায়িকা বেশ্যা। মালতীমাধবে অমাত্য নায়ক এবং 'পুষ্পভূষিত' প্রকরণে বণিক নায়ক।

ভাণ—ইহাতে ধূর্ত্তচরিত্র এবং তাহার নানাবিধ দশা বর্ণিত হইবে। ভাণ এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই ভাণে একটী নট অর্থাৎ নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। এই নট রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও নানা প্রকার ভাব ভঙ্গিতে বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। এই নায়ক আকাশভাষিত শুনিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইবে। সৌভাগ্য ও শৌর্য্য বর্ণনা দ্বারা শৃঙ্গার বা বীর রসের সূচনা করিবে। লীলামধুকর ও সারদাতিলক প্রভৃতি ভাণ শ্রেণীভুক্ত।

ব্যায়োগ—ইহার ইতিবৃত্ত পুরাণাদি প্রসিদ্ধ হইবে। ইহা গর্ভসন্ধি ও বিমর্ষ সন্ধিহীন হইবে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ হইবে। স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কারণে যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইবে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাশালী পুরুষ। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্তরস ভিন্ন রস ইহার নায়ক হইবে। সৌগন্ধিকহরণ, ধনঞ্জয়-বিজয় প্রভৃতি ব্যায়োগ শ্রেণীভুক্ত।

সমবকার—ইহার বৃত্ত খ্যাত হইবে। দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধবর্ণনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আদ্যোপান্ত বীররস-ব্যঞ্জক। নাটকোক্ত পঞ্চসন্ধির মধ্যে ইহাতে চারিটী সন্ধি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কেবল বিমর্ষসন্ধি নিষিদ্ধ। নায়ক ধীরোদাত্ত, প্রত্যেকের ফল বিভিন্ন। উষ্ণিক্‌ ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। বীররসই প্রধান। হস্তী রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র তুমুলসংগ্রাম এবং নগরাদি ধ্বংস অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। 'সমুদ্রমন্থন' নাটক এই সমবকার শ্রেণীভুক্ত। এই নাটক এখন দুষ্প্রাপ্য।

ডিম, বীর ও ভয়ানক রসপ্রধান রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অসুর বা দেবতা ইহার নায়ক। [ডিম দেখ।]

ঈহামৃগ—চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহা করুণরসপ্রধান। দেব দেবী ইহার নায়ক নায়িকা। প্রেম ও কৌতুক বর্ণনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। [ঈহামৃগ দেখ।]

অঙ্ক—এই অঙ্করূপক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত লইয়া ইহা রচনা করিতে হইবে। ইহা করুণরস-প্রধান। ইহাতে ভূরি শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসসমাবেশ করিতে হইবে। 'শর্ম্মিষ্ঠাযযাতি' একখানি অঙ্কনামক রূপক।

বীথি—প্রায় ভাণের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত। এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। দশরূপকের মতানুসারে দুই অঙ্কও থাকিতে পারে।

প্রহসন—হাস্যরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত্ত, উদাসীন, ভৃত্য ও বেশ্যা। ইহাতে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃতভাষায় কথোপকথন করিবে। হাস্যার্ণব, কৌতুক-সর্বস্ব এবং ধূর্ত্তসমাগম প্রভৃতি প্রহসন শ্রেণীভুক্ত।

এই দশ প্রকার রূপক। সংক্ষিপ্তভাবে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইল। এই সকল রূপক নাটকের ন্যায় অভিনেয়। অভিনেয় গ্রন্থ মাত্রই সাধারণে নাটক বুঝিয়া থাকে, এই জন্য এই স্থলে এই সকলের লক্ষণ দেওয়া দোষাবহ হইবে না।

উপরূপক—১৮ প্রকার। [অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার লক্ষণ দেওয়া গেল, বিশেষ বিবরণ তত্তদ্‌ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নাটিকা। [নাটিকা দেখ।]

ত্রোটক—ইহা ৫ হইতে ৯ অঙ্ক পর্য্যন্ত হইতে পারে। পার্থিব ও স্বর্গীয় ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি ত্রোটক গ্রন্থ।

গোষ্ঠী—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্যপ্রদর্শক ৯।১০ জন পুরুষ, এবং ৫।৬টী স্ত্রী। 'রৈবতমদনিকা' নাট্যখানি গোষ্ঠী।

সট্টক—ইহাতে একটী আশ্চর্য্য গল্প আদ্যোপান্ত প্রাকৃত-ভাষায় রচিত হইবে। 'কর্পূরমঞ্জরী' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

নাট্যরাসক—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। বর্ণিতব্যবিষয় প্রেম ও কৌতুক। ইহার আদ্যোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীত থাকিবে। নর্ম্মবতী ও বিলাসবতী প্রভৃতি নাট্যরাসক।

প্রস্থান—ইহা প্রায় নাট্যরাসক সদৃশ। কিন্তু ইহার নায়ক নায়িকা প্রভৃতি সকলেই নীচ জাতীয়। ইহাও তাললয়স্বর-সংযুক্ত নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

উল্লাপ্য—এক অঙ্কে গ্রথিত। ইহার বৃত্তান্ত পৌরাণিক হইবে। প্রধান বর্ণনীয় প্রেম ও হাস্যরস। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হইবে। 'দেবীমহাদেবম্‌' এই শ্রেণীভুক্ত।

কাব্য—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও কবিতা থাকিবে। 'যাদবোদয়' এক খানি কাব্যনামে উপরূপক।

প্রেঙ্খণ—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহা বীররসপ্রধান হইবে। ইহার নায়ক নীচ শ্রেণীর ব্যক্তি। 'বালিবধ' প্রেঙ্খণ শ্রেণীভুক্ত।

রাসক—হাস্যরসোদ্দীপক উপরূপক। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার অভিনেতা ৫ জন। নায়ক নায়িকা উচ্চ-বংশীয়। ইহাতে নায়িকা বুদ্ধিমতী ও নায়ক মূর্খ হইবে। 'মেনকাহিত' একখানি রাসক।

সংলাপক—এক হইতে চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। অধিকাংশ স্থলে যুদ্ধাদি বর্ণন থাকিবে। 'মায়াকাপালিক' এই শ্রেণীভুক্ত।

শ্রীগদিত—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নায়িকা লক্ষ্মী এবং অধিকাংশ স্থলে সঙ্গীত থাকিবে। 'ক্রীড়ারসাতল' একখানি শ্রীগদিত।

শিল্পক—চারি অঙ্কযুক্ত। শ্মশান ইহার রঙ্গস্থল। নায়ক ব্রাহ্মণ ও প্রতিনায়ক চণ্ডাল। ঐন্দ্রজাল ও আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণনকরা ইহার উদ্দেশ্য। 'কনকাবতীমাধব' এই শ্রেণীভুক্ত।

বিলাসিকা—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

দুর্ম্মল্লিকা—হাস্যরসপ্রধান। চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। 'বিন্দুমতী' এই শ্রেণীভুক্ত।

হল্লীশা—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার আদ্যোপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। অভিনয় কার্য্যে একজন পুরুষ ও ৮।১০ জন স্ত্রী প্রয়োজন। ইহা অনেকটা অপেরার (Opera) মত। 'কেলি-রৈবতক' এই শ্রেণীভুক্ত।

ভাণিকা—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। হাস্যরস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। 'কামদত্তা' এই শ্রেণীভুক্ত।

দশ প্রকার রূপক ও অষ্টাদশ উপরূপকের বিষয় লিখিত হইল। এই সকল প্রকার দৃশ্যকাব্যই নট কর্ত্তৃক অভিনীত হয়, এইজন্য ইহা নাটক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে যেরূপ নাটকলক্ষণ লিখিত আছে, তাহাই লিখিত হইল।

সংস্কৃত নাটক সকল যে প্রণালীতে লিখিত হয়, য়ুরোপীয় নাটকগুলিতে এরূপ কৌশল অবলম্বিত হয় নাই। এখন এদেশে যে সকল বাঙ্গালা নাটক নিত্য প্রচারিত হইতেছে, তাহাতেও সংস্কৃত নাটকের নিয়মাদি আদৌ রক্ষিত হয় না। এ সকল নাটক য়ুরোপীয় নাটকের আদর্শে রচিত। এ কারণ য়ুরোপীয় নাটকের লক্ষণ ও বিবরণ এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে নাটক শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরস্পর যেরূপ ওজস্বী বাক্যালাপ করেন, তাহার অভিনয়; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাদের প্রতি-নিধিরূপে ঠিক সেই সেই ভাবে সেই সমস্ত আলাপ নিজে প্রকাশ করেন ও তাঁহার অভিনয় হইতে যদি মূল ঘটনার সমস্ত বিবরণ অনুমেয় হয়, তবেই তাহাকে নাটক বলে। সাধারণ প্রশ্নোত্তর (Dialogue), মহাকাব্য (Epic) ও গীতিকাব্যের (Lyric) সহিত নাটকের কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণ কথাবার্ত্তা বা কথোপকথনে কথকের মনে শোক, দুঃখ প্রভৃতির উচ্ছ্বাস হয় না। কিন্তু নাটকে ভাবস্রোত অত্যন্ত স্পষ্ট ও ঘটনাবলীর শেষফল অতি সহজে অনুমেয়। সেইজন্য অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নাটকের (দৃশ্যকাব্যের) আদর অত্যন্ত অধিক। মহাকাব্যে (Epic poetry) নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি-গণকে প্রায়ই রসপূর্ণ বাক্যালাপে নিযুক্ত দেখা যায় ও ঐ মহাকাব্য কেবল বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকে। গীতিকাব্যেও (Lyric poetry) অনেক সময় ঐ নিয়ম দৃষ্ট হয়। মহাকাব্য যদি তেজঃপূর্ণ কথাবার্ত্তায় পূর্ণ থাকে এবং যখন উদ্দিষ্ট কার্য্য বর্ণনা-স্রোত উপেক্ষা করিয়া পরিস্ফুট প্রকাশিত হয়, তখন ইহা নাটক বলিয়া অভিহিত হয়। নাটক প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বিয়োগান্ত (Tragedy) এবং হাস্যোদ্দীপক (Comic)। বিয়োগান্ত নাটক উৎসুক মনকে আনন্দিত করে অর্থাৎ কোন ঘটনা শুনিতে আরম্ভ করিলে উহার শেষ ফল জানার জন্য যে ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা নিবারণ করার চেষ্টাই নাটকের উদ্দেশ্য। হাস্যোদ্দীপক নাটকে কেবল হাস্যোদ্দীপন করাই উদ্দেশ্য।

মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। এই অনুকরণপ্রিয়তা হইতেই নাটকের সৃষ্টি হয়। বাইবেলের আদিপুস্তকে নাটকের ভাবে কথাবার্ত্তার (Dramatic dialogue) অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে গীতিকাব্যেরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যথা—সোলেমানের গান।

পণ্ডিতগণ গ্রীকদিগকেই প্রথম নাটকরচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আথেন্স নগরে নাটক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায় সেখানে দিওনিসাস্ (Dionysus) দেবের উদ্দেশে যখন কোন উৎসব হইত, তখন সময় সময় নাটকের অভিনয় হইত। পুরাকালীন গ্রীকপণ্ডিতেরা বলেন যে, সমবেতসঙ্গীত (Choral song) হইতে ইহার উৎপত্তি। আরিষ্টটল্ (Aristotle) বলেন, যে বাকাস্ (Bacchus) দেবের উদ্দেশে সে সমস্ত গায়ক গান করিত, সেই গায়কেরাই এই নাটকস্রষ্টা।

যদিও আরিয়ান্ (Arian) খৃষ্টজন্মের ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে করুণরসপূর্ণ নাটকের (Tragedy) আবিষ্কার করেন, কিন্তু এই Tragedy শব্দের মূল অর্থ লইয়া অনেকে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করেন। ঐ ট্রাজেডি শব্দের ধাতুগত অর্থ *Tragos* goat ছাগল এবং *Ode* a song গান। এই অর্থ হইতে তাঁহারা অনুমান করেন, যখন কোন ছাগল বা ভেড়া বলি হইত, তখন

পুরাতন নাটক সাধারণকে অভিনয়ভাবে দেখান হইত। অথবা অভিনেতৃগণ ভেড়ার চর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া অভিনয় করিত বলিয়াই, উক্ত নাটকের নাম Tragedy হইয়াছে। ঐরূপ (Comedy) শব্দের *Komos* a revel আমোদকারী অথবা *Kome*=a villege গ্রাম, সুতরাং এইরূপে Comedyর ধাতুগত অর্থ হইতেছে আমোদকারিদিগের বা পল্লীগ্রামবাসিদিগের গান। কারণ উক্ত আমোদকারিগণ সদর রাস্তার উপর নাটকাভিনয়ের ক্ষমতা দেখাইত।

খৃষ্টজন্মের ৫৩৬ বৎসর পূর্ব্বে থেস্‌পিস্ (Thespis) অভিনয়কালে রীতিমত কথাবার্তার প্রথা প্রচলন করেন এবং গানের মধ্যে একজন অভিনেতা নিযুক্ত করেন।

ফ্রাইনিকাস্ (Phrynichus) ৫১২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে থেস্‌পিসের ঐ একমাত্র অভিনেতাকে অভিনেত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ফ্রাইনিকাস্ হইতে এস্‌কাইলাস্ (Æschylus)এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ট্রাজেডি নাটক সম্বন্ধে অন্য কেহ কোন বিশেষ উন্নতিসাধন করেন নাই।

সুসেরিয়ন্ (Susarion) ভ্রমণ-উদ্দেশে গ্রীসের মধ্য দিয়া গমনকালে খৃষ্টের ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সময়ের দোষাবলীকে বিদ্রূপ করার জন্য তত্রত্য রঙ্গমঞ্চের উপরে যে অভিনয় করেন, তাহা হইতে Comedyর সৃষ্ট হয়।

গভীর ভাব বা গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ থাকায় Tragedy নাটক সহরের সুশিক্ষিত ও সভ্য অধিবাসীদিগের এবং Comedy হাস্যরস ও রসিকতায় পূর্ণ থাকায় যাবতীয় অসভ্যলোকের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে এই বিদ্রূপাত্মক নাটক সহরেও আদৃত হয় এবং এপিকারমাস (Epicharmus), আরিষ্টফেনিস্ (Aristophanes) প্রভৃতি অনেকে ঐ Comedyর অভিনয়ার্থ বহু খ্যাতনামা অভিনেতা নিযুক্ত করেন। তৎকালে Tragedyর অভিনয় করার সময় অভিনেতারা বড় বড় মুখস্ দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া মনুষ্যচরিত্রে যে সমস্ত মহৎ সদ্‌গুণ ছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিত। ঐরূপ Comedyর অভিনেতৃগণ ক্ষুদ্র ও নিম্নগুলফপাদুকা ও বিকটাকার মুখস্ পরিয়া মনুষ্যজাতিকে অযথারূপে নিন্দা করিত।

গ্রীকেরা Comedyকে তিনভাগে বিভক্ত করেন,—পুরাতন, মধ্য এবং নূতন। এই নূতন Comedy হইতে আধুনিক হাস্যোদ্দীপক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক Comedy প্রকৃতপক্ষে পুরাকালীন Tragedy এবং Comedyর মিশ্রণে উৎপন্ন। পুরাতন Comedy Tragedyর ঠিক বিপরীত। এই পুরাতন ও নূতন Comedy সৃষ্ট হইবার মধ্যযুগে মধ্য-Comedy প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ পিলোপনিসীয় যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই Comedyর মধ্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে। Comedyর সময় হইতেই প্রকৃত গ্রীক Tragedy আরম্ভ হয়। এস্‌কাইলাস্ নিজেই আখড়া-ঘর (Rehearsal room) হইতে অভিনেতাদিগকে অভিনয় করার রীতি নীতি শিক্ষা দিতেন। সফোক্লিস্ (Sophocles) রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতিসাধন করেন ও একজন অতিরিক্ত অভিনেতা নিযুক্ত করেন। ইউরিপাইদিস্ (Euripides) Tragedyর অনেক উৎকর্ষসাধন করিয়া যান।

পূর্ব্বোক্ত তিনজন পদ্যলেখকের পর গ্রীসে Tragedy একরূপ বিলুপ্ত হয়, বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের পর হইতে Tragedy রূপকে (Rhetoric) পরিণত হয়।

রোমে নাটকের প্রচলন বহুপূর্ব্ব হইতে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রোম স্থাপিত হওয়ার ৩৯১ বৎসর পরে যখন রোমে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হয়, সেই সময় ইউট্রারিয়ান্‌দিগের নিকট হইতেই ইহারা প্রথম অভিনয়ের ভাব গ্রহণ করেন। প্লটাস্ (Plautus) এবং টিরেন্স (Terence) ব্যতীত এখানে মিলনান্ত নাটক (Comedy)-লেখক, অন্য কাহারও নাম পাওয়া যায় না—যে দুইজনের নাম দেওয়া গেল, তাঁহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে Tragedyর ভাব অনেক গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়ের কোন পুস্তক এখন পাওয়া যায় না; কেবল সিনেকা (Seneca) নামক একখানি পুস্তক দৃষ্ট হয়; তাহার মধ্যে ১০ খানি নীরস নাটক আছে।

রোমে যখন দেবোপাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন ঐ সমস্ত নাটক একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, যখন রোমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তখন যাঁহারা রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন, তাঁহারা ব্যাপ্‌টিজম্ (খৃষ্টান) হইতে বঞ্চিত হন। রোমে জুলিয়স্ যখন ঐ মর্ম্মে আইন প্রচলন করেন, তখন দুইজন আপলিনারাই (Apollinarii) এবং গ্রেগরি (Gregory of Nazianzen) বাইবেল হইতে দুই একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাটকের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এইরূপে মধ্যযুগে (খৃঃ অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীকাল) নাটক ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইলে, ইতালীর অধিবাসীরাই প্রথম নাটক পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন। ইতালীতে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম রীতিমত আধুনিক নাটক মুদ্রিত হয়। ইহার নাম সফোনিব্‌বা (Sophonisba) এবং ইহার লেখকের নাম ট্রিসিনো (Trissino)-তৎপরে অন্যান্য অনেক Tragedy ও Comedy-লেখক ক্রমশঃ নানা পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করেন।

সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে রিনাসিনি (Rinuccini) ঐ নাটকের সহিত গীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গীতাভিনয় (Melo-drama) সৃষ্টি করেন।

মিলানের (Milan) সময় হইতে রাবেণার (Ravana) সময় পর্য্যন্ত Tragey ও Comedyর আদৌ আদর ছিল না। গীতিনাট্যের (Music Opera) ঐ সময়ে অত্যন্ত সমাদর হয়। ক্রমে এখানে অনেকে বহুসংখ্যক প্রশংসার্হ নাটক লিখিয়াছেন।

নাটক সম্বন্ধে স্পেনের পুরাতন কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না, তবে লপেজ-ডি-বেগা (Lopez de Vega), কাল্ডিরণ (Calderon) প্রভৃতি কতিপয় লোকের লিখিত নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

ফরাসীদিগের মতে নাটকে প্রধানতঃ তিনটী গুণের আবশ্যক, উহার নাম ঐকমত্য (Unity)-স্থাপন।

(ক) নাটকে একটী মাত্র বিষয় (Plot) থাকিবে। যদি উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী সংযোজিত করার আবশ্যক হয়, তবে তাহা এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত যে, যেন উহা মূল ঘটনার পরিপোষক হয়।

(খ) সমস্ত ঘটনাগুলি একস্থানে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক।

(গ) সমস্ত ঘটনাবলী একই কারণে একদিনে ঘটা উচিত।

জোদেলি (Jodelle) প্রথমে যথারীতি পাঁচটী অঙ্কবিশিষ্ট একখানি Tragedy নাটক প্রস্তুত করিয়া ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনেরির সম্মুখে অভিনয় করেন। তাঁহার পর কর্ণেলি (Carneille), মলিয়ার (Moliere), রেসিনি (Racine) ও ভল্টেয়ার (Voltaire) প্রভৃতি অনেকে Tragedy লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা অনেকেই উক্ত নাটক লেখা সম্বন্ধে স্পেন, ইতালী ও লাটিনদিগের নাটকের অনুকরণ করিয়াছেন।

জর্ম্মণীতে লেসিং (Lessing), গেটে (Goethe), সিলার (Schiller) প্রভৃতি অনেক লেখক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া, Tragedy-লিখন-ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রথমে কোন্ সময় এখানে নাটক লেখা আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন।

ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মমন্দিরে প্রথম নাটক অভিনয়-প্রদর্শন (Dramatic exhibition) আরম্ভ হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে সংশয় থাকিলেও, তত্রত্য ধর্ম্মযাজকেরা (Clergy) যে উক্ত অভিনয় কেবলমাত্র আপনারাই সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরোহিতেরা (Ecclesiastics) প্রায়ই ধর্ম্মপুস্তকের মধ্য হইতে দুই একটী ঘটনা অবলম্বন করিয়া দুই একখানি পুস্তক রচনা করিতেন এবং আপনারাই প্রায় তাহার অভিনয় করিতেন। ঐ রচিত পুস্তক সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। একশ্রেণী অলৌকিক ঘটনাসমূহ (Miracle) অবলম্বনে রচিত, অপর শ্রেণী নীতিগর্ভ (Moral)-ভাবসম্বলিত। বাইবেলের অদ্ভুত ঘটনা বা মহাত্মাদিগের গল্প অবলম্বনে প্রথমোক্ত পুস্তকাবলী এবং ঐ ঘটনাবলীর সহিত কাল্পনিক দৃশ্য (Imaginary features) সংযোগে দ্বিতীয় প্রকার পুস্তকসমূহ লিখিত হইত।

য়ুরোপে ধর্ম্মসংস্কার (Reformation) প্রবর্ত্তনের বহুপূর্ব্ব হইতে ঐরূপ অভিনয়প্রথা প্রচলিত ছিল এবং উক্ত ধর্ম্মসংস্কার দ্বারাও ইহার খণ্ডন হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুরাকালীন নাটক লিখিবার নিয়মাবলীর প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় ও নূতন প্রণালীতে নাটক লিখিত হইতে থাকে। ইংলণ্ডে ১৫৫৭ খৃঃ অব্দের একখানি Comedy পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার নাম রাল্ফ রইষ্টার ডইষ্টার; (Ralph Roister Doister)। নিকোলাস্ উডল (Nicolas udall) নামক এক শিক্ষক উহার প্রণেতা। ইহার দশবৎসর পরে নর্টন (Norton) এবং লর্ড বুক্হার্ষ্ট (Lord Buckhurst) প্রথম Tragedy লেখেন। উহা অমিত্রাক্ষরছন্দে লিখিত হয়; উহার নাম গর্বুডক্ (Gorbudoc) কিন্তু এই পুস্তক নীরস, কঠিন ও অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সেক্সপীয়রের সময় পর্য্যন্ত নাটকের এইরূপ অবস্থা ছিল। বিসপ ষ্টিলের গ্যামার গার্টনস্ নিড্ল্ও (Bishop Stills' Gammer Gurtons' Needle) রইষ্টার ডইষ্টার অপেক্ষা উন্নতভাবে লিখিত হয় নাই।

মার্লো (Marlow) প্রথম রঙ্গমঞ্চের উপর অমিত্রাক্ষরনাটকাভিনয় প্রথা প্রচলন করেন। তৎপরে সেক্সপীয়র নাটক লিখিবার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁহার পরে অনেকে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেক নাটক লিখিয়াছেন।

চীনের অধিবাসীরা পুরাকাল হইতে নাটকের অত্যন্ত আদর করিয়া থাকে। তাহারা নাটকের প্রধান ধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা করেনা; তাহাদের নাটক পাঁচ অঙ্কে অথবা একটী প্রস্তাবনা ও ৪টী অবকাশে (Break) সম্পূর্ণ হয় এবং তাহারা অভিনয়ের সহিত সঙ্গীত যোজনা করে ও নাটকস্থ পদ্যের পরস্পর মিল রাখে। দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি বর্ণন করাই তাহাদের নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং নাটকের ঘটনাও স্বকপোলকল্পিত ও সুকৌশল-পরিপূর্ণ।

য়ুরোপীয় নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্ববর্ণিত ইতিহাস পাঠ করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, যে গ্রীস হইতেই নাটকের প্রথম সূত্রপাত। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত বেবর (Weber) লিখিয়াছেন, 'কালিদাসের গ্রন্থে গ্রীকজাতীয় (যবনী)র উল্লেখ,

প্রিয়দর্শীর শিলালিপিবর্ণিত প্রাকৃতভাষা অপেক্ষা নাতিপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি প্রমাণে খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পরে ঐ সকল নাটক রচিত হইয়াছে, বলিয়াই বোধ হইবে।'

কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। যখন গ্রীসদেশে নাটকের নাম গন্ধ হয় নাই, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই 'নটসূত্র' বা নাটক প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নাটকের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে।[২] প্রথমেই লিখিয়াছি, এদেশীয় হিন্দুশাস্ত্রসমূহের মতে, ভরত মুনিই প্রথমে নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করেন। এখন দেখিতেছি, পাণিনি মুনি শিলালিন্ ও কৃশাশ্ব নামক দুইজন নটসূত্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

শিলালি ও কৃশাশ্ব নটসূত্র প্রচার করেন বলিয়া, শৈলাল ও কার্শাশ্ব শব্দদ্বারা নটকে বুঝাইয়া থাকে। কাত্যায়ন বার্ত্তিকে 'শৈলাল' শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

নটসূত্রকার শিলালির নাম শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ (১৩।৫।৩।৩), সামবেদীয় অনুপদসূত্র (৪।৫,৫।৫,৭।৫) প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৈদিকগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত গণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে চারি হাজার বর্ষের উপর হইতে চলিল, শতপথব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছে।[৪] এরূপ স্থলে নটসূত্রকার শিলালি চারি হাজার বর্ষের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে গ্রীসে কোনরূপ নাটক প্রচলিত ছিল না।

শৈলূষ শব্দে নট বুঝায়। বাজসনেয়-সংহিতায় লিখিত আছে—

"নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং"[৫] (৩০।৬৫)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নটের ব্যবহার বৈদিক সময় হইতে ভারতে প্রচলিত।

বৌদ্ধদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে নাট্যরঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত, মৌদ্গল্যায়ন ও উপতিষ্য নামে তাঁহার দুই শিষ্য সর্ব্বসমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন।[৬]

ডাক্তার বেবর স্বীকার না করিলেও অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতীয় নাটক ভারতবাসীর নিজস্ব। নাটক সম্বন্ধে হিন্দুগণ অপর কোন জাতির নিকট ঋণী নহেন। উইলসন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,

"Whatever may be the merits or defects of the Hindu drama, it may be safely asserted that they do not spring from the same parent, but are unmixedly its own. The nations of Europe possessed no dramatic literature before the fourteenth or fifteenth century, at which period the Hindu drama had passed into its decline."[৭]

পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ নাটকাভিনয়ে উৎসাহ দিতেন। অনেকেই আবার স্বরচিত নাটক নিজে অভিনয় করিয়া সাধারণের তৃপ্তিবিধান করিতেন। তন্মধ্যে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং শাকম্ভরীর অধিপতি চাহমানবংশীয় বিগ্রহপাল অগ্রণী। অজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে একটী মস্‌জিদ্ আছে। প্রাচীন হিন্দুপ্রাসাদের মাল মসলায় এই মস্‌জিদ্‌টী নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদ্-গাত্রে প্রস্তরোপরি দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি মহাকবি সোমদেবরচিত 'ললিতবিগ্রহরাজ-নাটক' এবং অপরখানি মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপালরচিত 'হরকেলিনাটক'। শেষোক্ত নাটকখানি ১২১০ সংবতে (১১৫৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। উক্ত দুইখানি নাটকে অনেক ঐতিহাসিক কথা আছে। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা উক্ত খোদিতলিপি দেখিলেই সহজে জানা যায়।[৮] এরূপ নিদর্শন জগতের আর কোথাও নাই।

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে নাটকাবতার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কবির অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয়। উত্তর-রামচরিত-নাটকে এইরূপ নাটক মধ্যে নাটকাভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কবি ইহার মধ্যে রামসীতার মিলন দেখাইয়াছেন। মহাকবি সেক্ষপীয়রও সুপ্রসিদ্ধ "হ্যামলেট্" নামক নাটকে ঐরূপ নাটকাবতরণ করিয়া অসাধারণ রচনাকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান

(১) Dr. Weber's Sanskrit Literature, p. 203.

(২) রামায়ণ ১।৫।১৮, ২।৬৯।৪, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০।৪।
মহাভারত সভা ৩য় অঃ। হরিবংশে আছে—
"রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশং নাটকীকৃতম্।" (হরিবং ৮৬৭২)

(৩) 'পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ।' (পা ৪।৩।১১০)
'কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ।' পা ৪।৩।১১১।

(৪) Indian Antiquary, for 1895.

(৫) 'শৈলূষং নটং'—মহীধর।

(৬) Asiatic Researches, Vol. XX, p. 50. অধ্যাপক লাসেন লিখিয়াছেন, "In the oldest Buddhistic writings the witnessing of plays is spoken of as something usual." (I. AK. II, p. 81.)

(৭) H. H. Wilson's Theatre of the Hindus, Vol. I, preface, p. XI.

(৮) উক্ত দুইখানি শিলায় খোদিত নাটকের কতকাংশ Indian Antiquary, Vol. XX. p. 205ff মুদ্রিত হইয়াছে।

কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার ও কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল নাটকের উল্লেখ আছে, এখন তাহার অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য। তথাপি এখনও অনুসন্ধান করিলে ৫।৬ শত সংস্কৃত নাটক পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ নাটকের কিছুমাত্র আদর করিতেন না। এমন কি স্যর উইলিয়ম জোন্সকে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই। রাধাকান্ত নামে একজন ব্রাহ্মণ নাটক ইংরাজি অভিনয়ের সদৃশ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসপ্রধান চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। কিন্তু কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্যকাব্যের অধ্যাপনায় এককালে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

য়ুরোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, এজন্য তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ নাটক সমূহ অভিনয়ের জন্যই রচিত হইত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের যাত্রামহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন। মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনয়ের জন্য হয়গ্রীববধ নাটক রচিত হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রঙ্গালয়ে অর্থাৎ থিয়েটারে যেরূপ অভিনয় হয়, পূর্ব্বে এইরূপ প্রকারে অভিনয় হইত কি না, তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ।

সঙ্গীত দামোদরে—ইহার বিষয় যৎসামান্য লিখিত আছে। রঙ্গালয় প্রস্তুত বিষয়ে এইরূপ নিয়ম আছে (১)। অন্ততঃ ২০ হস্ত বিস্তার রঙ্গভূমি হইবে। নাট্যের নায়ককে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিতে হইবে। নায়ক যে অভিমুখে থাকিবেন, সেই অভিমুখে গায়কীরা থাকিবে। গায়কীগণ মনোহর বেশভূষা করিয়া উপবেশন করিবে এবং তাহাদের তাল লয়, স্বর প্রভৃতিতে সম্যক্ অবহিত থাকিতে হইবে। গায়কদিগের উত্তরপার্শ্বে বাদ্যস্থান থাকিবে, বাদকদিগের মধ্যে অন্যূন ৪টী মৃদঙ্গ থাকা আবশ্যক। দক্ষিণাংশে তূর্য্যস্থান, পূর্ব্বভাগে যবনিকা। (অন্তঃপটকে যবনিকা কহে।*) এই যবনিকা কাপড়ের পর্দা বিশেষ। ইহার অভ্যন্তর নেপথ্য অর্থাৎ বেশরচনাদির স্থান। তিন বা পাঁচ জন নট অভিনয়কার্য্য সম্পন্ন করিবে। এই সকল নট নাট্যবিষয়ে সুনিপুণ হইবে। কিন্তু গুণহীন বহু নট বা নটী কোন কার্য্যকারী হয় না।

নাটক সুদীর্ঘ হওয়া উচিত নহে। যে নাট্য প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হয় তাহাই অনুরাগের বিষয় হয়, নচেৎ দীর্ঘনাটক কেবল বিরাগের হেতু। যে নাটক যে রসপ্রধান হইবে, যাহাতে সেই রসের উদ্দীপন হয়, গায়কেরা সেই রসানুযায়ী গীতাদি করিবে। (২)

এখন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে যাত্রার সমাদর। এই যাত্রা হইতেই প্রথমতঃ বঙ্গীয় নাটকের উৎপত্তি। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়,—শ্রীচৈতন্যদেব পার্ষদবর্গের সহিত কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন। আপামর সাধারণে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হইতেন। অবশ্য সাধারণের সমক্ষে যখন এ সকল অভিনয় হইত, তখন তাহা বঙ্গভাষাতেই হওয়া অধিক সম্ভব। বাস্তবিক এই সময় হইতেই বঙ্গভাষার উন্নতির পথ প্রসারিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, এই সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় নাটক রচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু তৎকালে কিরূপ প্রণালীতে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইত, এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুবাদিত কতকগুলি নাটক পাইয়াছি; তন্মধ্যে লোচনদাসের জগন্নাথবল্লভ, যদুনন্দনদাসের বিদগ্ধমাধব বা রাধাকৃষ্ণলীলা-কদম্ব এবং প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঐ সকল নাটকানুবাদ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে অথবা বর্ত্তমান নাটকের প্রণালীতে রচিত নহে। সে সমস্ত নাটক ব্যাখ্যাসহ পয়ারাদি ছন্দে রচিত মূলের অনুবাদ মাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থ অভিনয়ের কোন উপযোগী হইত কি না, তাহা বুঝাই কঠিন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাত্রার আদর বাড়ীতে থাকে। এই সময় বিষ্ণুপুর, বীরভূম, যশোহর ও নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে দুই একজন

(১) "হস্তবিংশতিবিস্তারা রঙ্গভূমির্মনোহরা।
পূর্ব্বাভিমুখ এবাত্র নায়কঃ শোভতে পরম্॥
পশ্চিমাভিমুখীনাং বা রম্যানাং ভূষণান্বিতৈঃ।
নায়কাভিমুখীনাঞ্চ গায়ন্তীনাং পরম্পরম্॥
তালে কৃতাবধানানাং নটীনামুপবেশয়েৎ।
পশ্চিমোরুভয়োস্তাসাং মৃদঙ্গানাং চতুষ্টয়ম্॥
দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।
তন্মধ্যে মণ্ডলস্থানং নেপথ্যং তচ্চ গীয়তে॥
নটীভিস্তিসৃভির্ব্বাপি পঞ্চভিঃ কুশলৈর্নটৈঃ।
নাট্যস্ত জায়তে সিদ্ধিঃ কিমন্যৈর্নির্গুণৈরিহ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

(২) "যামমাত্রসমাপ্যং যন্নাট্যং রাগবর্দ্ধনম্।
দীর্ঘং বিরাগজননমতস্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥" (সঙ্গীত দামোদর)

যাত্রাওয়ালা দেখা দেন। ইহারা পালার আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক রচনা করিতেন। তাহাতে গদ্য বা বক্তৃতার অংশ অতি অল্প, অধিকাংশ সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ গুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের ছায়া বলা যাইতে পারে। তৎকালে মহাসমারোহে আসরে ঐ সকল অদ্ভুত নাটক অভিনীত হইত। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃত বঙ্গীয় নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। রাজা রামমোহনরায়ের সম্পাদিত সংবাদকৌমুদী পাঠে জানা যায় যে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা-নাটক' অভিনীত হয়। তৎপরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বাগ্‌বাজারনিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর-নাটক' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে জেনারেল এসেম্ব্লি নামক বিদ্যালয়ের গণিতশিক্ষক তারাচাঁদ শিকদার 'ভদ্রার্জ্জুননাটক' রচনা করেন। এই নাটকখানি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রচিত নহে। এখানি য়ুরোপীয় নাটকের আদর্শে রচিত হয়। কিন্তু ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ পাই নাই। তৎপরে সংস্কৃত নাটকের কতকটা আদর্শে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রামগতিকবিরত্ন মহানাটক, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে নলদময়ন্তী, তৎপরে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক ৫ অঙ্কে কীর্ত্তিবিলাস, নীলমণি পাল কর্ত্তৃক রত্নাবলী, বিল্বমঙ্গল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, এবং অনতিকাল পরে সংস্কৃতকলেজের পণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিক্রমোর্ব্বশী ও বেণীসংহার নাটক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিংহমহোদয়ের দেখাদেখি ছাতু বাবুর বাটীতে মালবিকাগ্নিমিত্র এবং পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয়। এই সময়ে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ছায়া লইয়া 'বোধেন্দুবিকাশ' নামে এক বৃহৎ নাটক প্রকাশ করেন। এই সময়ে বা এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে সুকবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী আবির্ভূত হন। তিনি নবদ্বীপে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ?) 'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রা করিয়া নবদ্বীপবাসীকে বিমোহিত করেন। তৎপরে কৃষ্ণকমল ঢাকায় গিয়া 'স্বপ্নবিলাস,' 'রাই উন্মাদিনী,' 'বিচিত্রবিলাস,' 'ভরত-মিলন,' 'সুবলসংবাদ,' 'নন্দহরণ' প্রভৃতি গীতাভিনয় প্রকাশ করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে সাতিশয় খ্যাতিলাভ করেন।[১]

ইহার পর হইতেই ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালায় বহুতর নাটক প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই বহুপুস্তকের মধ্যে হরচন্দ্রঘোষপ্রণীত 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' নামক নাটক উল্লেখযোগ্য। এখানি সেক্সপীয়রের Merchant of Venice-এর অনুবাদ। ইহার অল্পকাল পরে কবি মাইকেল মধুসূদন-দত্ত (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশ করেন, তৎপরে তাঁহার অপরাপর নাটক রচিত হয়। [মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেখ।] এই সময়ে ভবানীপুরনিবাসী উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবাবিবাহ ও সীতার বনবাস নাটক রচনা করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ নবনাটক প্রভৃতি এবং মনোমোহনবসু রামাভিষেক প্রভৃতি নাটকাবলী ক্রমে ক্রমে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন প্রতি বর্ষে শত শত বাঙ্গালা নাটক রচিত হইতেছে, সেই সকল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আর প্রবন্ধ বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। বর্ত্তমান সময়ে যে শত শত নাটককার আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শরৎসরোজিনী প্রভৃতি নাটকপ্রণেতা উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, কুলীনকন্যাপ্রণেতা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রায় দীনবন্ধুমিত্র, অশ্রুমতী প্রভৃতি নাটকরচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর, বহু নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

[যাত্রা, প্রহসন, রঙ্গালয় প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

নাটকলক্ষণ (ক্লী) নাটকস্য লক্ষণং। নাটকের লক্ষণ।

[নাটক দেখ।]

নাটমন্দির (দেশজ) দেবগৃহসম্মুখস্থ নাট্যস্থান।

নাটকাবতার (পুং) কোন নাটকের মধ্যে অপর নাটকের অভিনয়।

নাটকীয় (ত্রি) নাটকে ভবঃ তত্র বর্ণ্যঃ, নাটক-ছ। নাটকে বর্ণনীয় পদার্থ।

"পূর্ব্বরঙ্গঃ প্রসঙ্গায় নাটকীয়স্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

নাটা (দেশজ) খর্ব্ব।

(দেশজ) ১ সূত্রসঙ্কলনযন্ত্র। ২ যাহাতে সূত্র জড়াইয়া রাখে।

নাটাকরঞ্জ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। চলিত নাটাগাছ। পর্য্যায়—ঘৃতপূর্ণ, প্রকীর্য্য, পূতিকরঞ্জ, পূতিকা, পূতিক, সকণ্টক, ককুভ, অগ্নিশিখ, শরঠ, কলিকাল ও সোমবল্ক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, বলকর, অম্ল, সংকোচক, বিরেচক, উষ্ণ, কৃমি, উদররোগ, চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ, গুল্ম, যোনিদোষ, অর্শ, ব্রণ, বিস্ফোটক ও উদাবর্ত্তরোগনাশক।

নাটাগড়, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম। এখানে

(১) কৃষ্ণকমলের স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী ও বিচিত্রবিলাস এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় "The popular dramas of Bengal" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন ও জর্ম্মণ, রুষ প্রভৃতি দেশে প্রচার করেন।

পিত্তল ও লৌহের উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। এখানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় আছে।

নাটান (দেশজ) ১ সূত্রজড়ান। ২ ঘুড়ি লাটি দেওন বা ঘোর-পাক দেওন।

নাটাম্র (পুং) তরমুজ, তরমুজ। পর্য্যায়—চেলাল, চিত্রফল, সুখাশ, রাজতেমিষ, লতাপনস, সেতু। (ত্রিকাণ্ড)

নাটার (পুং) নট্যা নটস্য বা অপত্যম্ নট-আরক্ (আরগুদী-চাৎ। পা ৪।১।১৩০) নটীর অপত্য। (মুগ্ধবোধ)

নাটিকা (স্ত্রী) দৃশ্যকাব্যভেদ। সাহিত্য-দর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। নাটিকা দৃশ্যকাব্যভেদ। ইহা নাটকের ন্যায় অভিনয় হইয়া থাকে। নাটকে যে সকল লক্ষণাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই সকল লক্ষণ হইবে, কেবল বিশেষ এই, ইহার বৃত্তান্ত কল্পিত হইবে, নাটকের ন্যায় খ্যাতবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত হইবে না। স্ত্রী-বহুলা চারি অঙ্কে সমাপ্ত হইবে। ইহার নায়ক বিখ্যাত ধীর-ললিত। অন্তঃপুরচারিণী সকল সঙ্গীতকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, নায়িকা নৃপবংশজা এবং নবানুরাগিণী। ইহাতে নায়ক দেবীর ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিবে। দেবী প্রগল্‌ভা ও রাজবংশ-জাতা হইবে এবং প্রতিপদে ইনি অভিমান করিবেন। নায়ক ও নায়িকার মিলন ইহার অধীন। কৌশিকীবৃত্তি ও পঞ্চসন্ধির মধ্যে বিমর্ষসন্ধি ইহাতে বর্ণিত হইবেনা।*

রত্নাবলী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকাশ্রেণীভুক্ত।

(সাহিত্যদর্পণ ৬ প°) [অন্যান্য নাটক দেখ।]

২ রাগিণীবিশেষ। নটনারায়ণ, হাম্বির ও আহীরীযোগে উৎপন্ন। ইহার গ্রহাংশ ন্যাস ষড়্‌জ। এই রাগিণী সম্পূর্ণা ও বহুগমকযুক্তা।

স্বরগ্রাম—"সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঃ ঃ"

মূর্ত্তি—"চিরং নটন্তী শুভ্রবঙ্গমধ্যো বিচিত্ররত্নাভরণা কৃশাঙ্গী। সুগীততালেষু কৃতাবধানা নাটী সুপাটী পরিধানশীলা ॥"

ইনি নটনারায়ণের পত্নী। নারদসংহিতায় ইনি কর্ণাটের পত্নী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হনুমন্মতে দীপকের পত্নী। তথায় ইহার মূর্ত্তি অন্যরূপ লিখিত আছে—

"বিদেশহৃত কান্তস্য বৃত্তান্তমতিবিহ্বলা।
নষ্টাবহিত্তবেশাঢ্যা পৃচ্ছন্তী কাকমাদরাৎ ॥"

স্বরগ্রামাদি সকলই একরূপ। নাটিকাই স্থানান্তরে নট্টা, নাটী প্রভৃতি নামে উল্লিখিত। (সঙ্গীতসারস°)

নাটিত (ত্রি) নট-ণিচ্-ক্ত। ১ কৃতাভিনয়। ভাবে ক্ত। ২ অভিনয়।

নাটিতক (ক্লী) নাটিত-স্বার্থে কন্। নটকৃত্য।

নাটিম (দেশজ) ১ খেলনা বিশেষ। ২ বৃক্ষ বিশেষ, নাটিম গাছ। ইহার নাতিখর্ব্ব নাতিস্থূল গোল গোল ফল হইয়া থাকে। এই ফল ভক্ষণীয় নহে।

নাটেয় (পুং) নট্যা অপত্যম্। নটী-ঢক্। নটীর অপত্য

নাটের (পুং) নট্যাঃ অপত্যং নটী-ঢ্রক্। নটীর অপত্য, নটীসুত।

নাটোর, রাজশাহী জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৪° ৯´ ৩০´´ হইতে ২৪° ৪৮´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৫৩´ ১৫´ হইতে ৮৯° ২৩´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৮১৪ বর্গ মাইল। এই মহকুমায় ১৫৮০ খানি গ্রাম আছে।

২ রাজশাহী জেলার সাবেক রাজধানী, এবং বর্ত্তমান নাটোর মহকুমার সদর। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ হইতে এই মহকুমায় একটী দেওয়ানী ও চারিটী ফৌজদারী আদালত হয়। নাটোরের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সদর কাছারী এখন রামপুরবোয়া-লিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাটোর-গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৯০৯৪, তন্মধ্যে মুসলমান ৫৩৬৮, হিন্দু ৩৭২১ এবং অন্যান্য জাতি ৫ জন। নাটোর সহরটী তত্রত্য রাজবাটীর সন্নিহিত।

লস্করপুর পরগণায় নাটোর মৌজায় কামদেব রায় নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি প্রথমে বারুই-হাটীর তহ-শীলদার নিযুক্ত হন। কামদেবের তিন পুত্র—রামজীবন, রঘুনন্দন এবং বিষ্ণুরাম। তৃতীয় পুত্র পিতার জীবিতাবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দন পুঁটিয়া-রাজবংশোদ্ভব দর্পনারায়ণের মোক্তার নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে মুসলমান আইন প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। নবাবসাহেব রঘুনন্দনের ব্যবহারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাঁওতাল পরগণার জমিদার ও রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইনিই নাটোর রাজবংশের আদি রাজা। অনন্তর রঘুনন্দন সাঁওতাল পরগণা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে অর্পণ করেন। রামজীবন ১৭০৪ খৃঃ অব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ

---

* "নাটিকা কৢপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রীপ্রায়া চতুরঙ্কিকা।
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ ॥
স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাঽথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা ॥
সম্প্রবর্ত্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ।
দেবী পুনর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগল্‌ভা নৃপবংশজা ॥
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বয়োঃ।
বৃত্তিঃ স্যাৎ কৌশিকী স্বল্প বিমর্ষাঃ সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৬।২৭৯)

ইহারা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য জমিদারের বিষয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুরশাহ রাজা রামজীবনকে 'রাজা-বাহাদুর' সনন্দ, বাইশখানি খিলাত এবং রাজছত্র, দণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

রাজা রামজীবন ও রাজা রঘুনন্দন উভয়েই রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্য রাখিয়াছিলেন। ইহারা নিজেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করিতেন। ঐ রাজদ্বয় নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে পর রাজা রামজীবনের পত্নী রাজা রামকান্তরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইনিও নিঃসন্তান অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করেন। ইহার স্ত্রীর নাম রাণী ভবানী। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ৫৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার যশোকীর্ত্তি বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচারিত। ইনি কাশীতে অনেকগুলি মন্দির, ঘাট ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে পুষ্করিণীখনন, পান্থনিবাস এবং অন্নসত্র স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার অশেষ সৎকার্য্যের কথা শুনা যায়। ব্রাহ্মণ এবং গোস্বামীদিগকে অনেক নিষ্কর জমি প্রদান করিয়াছিলেন।

[রাণী ভবানী দেখ।]

রাণী ভবানী মহারাজ রামকৃষ্ণকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ সাবালক হইয়া সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন মহারাজ রামকৃষ্ণের তালুকদারগণ কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার দেওয়ান প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ইহার পর মহারাণী ভবানী পুনরায় স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতে চাহেন, কিন্তু কোম্পানী তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় মহারাজ বিশ্বনাথ এবং শিবনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যশাসন করেন। তাঁহারা উভয়েই বিলাসী ছিলেন। মহারাজ বিশ্বনাথ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী মহারাণী কৃষ্ণমণি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইনি সাবালক হইয়াই অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম।

[কুলীন শব্দে নাটোররাজবংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

নাট্য (ক্লী) নটানাং কার্য্যং নট-ঞ্য। (ছন্দোগৌক্থিকযাজ্ঞিকবহ্বৃচনটাৎ ঞ্যঃ। পা ৪।৩।১২৯) নৃত্য গীত ও বাদ্য। পর্য্যায় তৌর্য্যত্রিক।

'নাট্যং তৌর্য্যত্রিকে লাস্তে' (হেম°)

নটকৃত্যের নাম নাট্য, নটগণ কর্ত্তৃক যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য হয় তাহার নাম নাট্য। অভিনয়কে নাট্য বলা যাইতে পারে।

"নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধপ্রকারং
নো বেত্তি কোঽপি তব কৃত্য বিধানযোগম্।"(দেবীভাগ° ১।৭।৩০)

২ নটসমূহ। ৩ নাট্যারম্ভক নক্ষত্র সকল। অর্থাৎ এই সকল নক্ষত্রে নাট্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। যথা,—অনুরাধা, ধনিষ্ঠা, পুষ্যা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা, শতভিষা ও রেবতী এই সকল নক্ষত্র।

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে সঙ্গীতদামোদরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অনুরুদ্ধ হইয়া—বেদ সকল আকর্ষণ করিয়া পঞ্চম নাট্যবেদ প্রস্তুত করেন। ইহা উপবেদ বা গন্ধর্ব্ববেদ। মহাদেব এই উপবেদ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ভরতকে শিক্ষা দেন; ক্রমে ভরত মুনি হইতে ইহা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। শিব, ব্রহ্মা ও ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের মূল।

"ইহানুশ্রূয়তে ব্রহ্মা শক্রেণাভ্যর্থিতঃ পুরা।
চকারাকৃষ্য বেদেভ্যো নাট্যবেদস্তু পঞ্চমম্॥
উপবেদোঽথ বেদাশ্চ চত্বারঃ কথিতাঃ স্মৃতৌ।
তত্রোপবেদঃ গন্ধর্ব্বঃ শিবেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবে॥
তেনাপি ভরতায়োক্তস্তেন মর্ত্ত্যে প্রচারিতঃ।
শিবাব্জযোনি ভরতাস্তস্যাদস্য প্রয়োজকাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

দেবর্ষি ও রাজা প্রভৃতির পূর্ব্বচরিত আলোচনা করিয়া নাটকাদিরূপে ইহা অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে। নাট্য সকলেরই চিত্তরঞ্জক। যে ব্যক্তি যে ভাব ভালবাসে, সে সেইভাবেই নাট্যে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারে। এই কারণে সর্ব্বমনোরঞ্জক নাট্য কোন্ ব্যক্তির না রুচিকর হয়?

"যো যস্য দয়িতো ভাবঃ স তং নাট্যে নিরীক্ষতে।
অতঃ সর্ব্বমনোহারি নাট্যং কস্য ন রঞ্জকম্॥" (সঙ্গীতদামো°)

নাট্যধর্ম্মিকা (স্ত্রী) নাট্য ধর্ম্মোঽস্ত্যস্যাঃ ক্রিয়ায়াঃ ইতি ঠন্। দর্শনার্থ শাস্ত্রোক্ত তৌর্য্যত্রিক রূপ নটকৃত্য।

"গীতবাদ্যনৃত্যত্রয়ং নাট্যং তৌর্য্যত্রিকঞ্চ তৎ।
সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেঽস্মিন্ শাস্ত্রোক্তে নাট্যধর্ম্মিকা॥" (হেমচ°)

যথাশাস্ত্র—নৃত্য, গীত ও বাদ্য দর্শনার্থ হইলে তাহাকে নাট্যধর্ম্মিকা কহে।

নাট্যপ্রিয় (পুং) নাট্যং প্রিয়ং যস্য। মহাদেব।

নাট্যশালা (স্ত্রী) নাট্যস্য নৃত্যগীতাদেঃ শালা গৃহং। ১ প্রাসাদদ্বার সমীপ গৃহ। ২ নাটমন্দির।

"নাট্যশালা তু কর্ত্তব্যা দ্বারদেশসমাশ্রয়াঃ।" (গরুড়পু°)

নাট্যাচার্য্য (পুং) নাট্যানাং আচার্য্যঃ। নাট্যবিষয়ক উপদেষ্টা, রঙ্গভূমির অধ্যাপক।

নাট্যালঙ্কার (পুং) নাট্যস্য অলঙ্কারঃ। নাটকের ভূষণহেতু। নাটকে কতকগুলি বিশেষ অলঙ্কার আছে, এই সকল অলঙ্কার নাটকে অবতারণা করিতে হয়। সঙ্গীতদামোদর মতে এই অলঙ্কার ৬৮ প্রকার এবং সাহিত্যদর্পণ মতে ৩৩ প্রকার।

যথাক্রমে ইহার লক্ষণ লিখিত হইল—

"আশীরাক্রন্দকপটাক্ষমাগর্ব্বোদ্যমাশ্রয়াঃ।
উৎপ্রাসনং স্পৃহাক্ষোভপশ্চাত্তাপোপপত্তয়ঃ॥
আশংসাধ্যবসায়ৌ চ বিসর্পোল্লেখসংজ্ঞিতৌ।
উত্তেজনং পরীবাদো নীতিরর্থবিশেষণম্॥
প্রোৎসাহনঞ্চ সাহায্যমভিমানোঽনুবর্ত্তনম্।
উৎকীর্ত্তনং তথা যাচ্ঞা পরীহারো নিবেদনম্॥
প্রবর্ত্তনাখ্যানযুক্তিপ্রহর্ষাশ্চোপদেশনম্।
ইতি নাট্যালঙ্কৃতয়ো নাট্যভূষণহেতবঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬১৪)

১ আশীর্ব্বাদ—অভিলষিত লাভের সূচনাকে আশীর্ব্বাদ কহে। ২ আক্রন্দ—শোক করিয়া বিলাপের নাম আক্রন্দ। ৩ কপট—ছলপূর্ব্ব অন্যরূপ গ্রহণকে কপট কহে। ৪ অক্ষমা—অতি অল্প মাত্র ও পরিভব সহ্য না করার নাম অক্ষমা। ৫ গর্ব্ব—সাহঙ্কার বাক্যপ্রয়োগের নাম গর্ব্ব। ৬ উদ্যম—কার্য্যারম্ভের নাম উদ্যম। ৭ আশ্রয়—কার্য্যবশতঃ উৎকৃষ্ট অবলম্বনকে আশ্রয় কহে। ৮ উৎপ্রাসন—যাহারা আপনাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করে, বস্তুতঃ সাধু নহে এইরূপ লোকের প্রতি উপহাসকে উৎপ্রাসন কহে। ৯ স্পৃহা—রমণীয় বস্তুর মনোহারিত্ব অবলোকন করিয়া সেই বস্তু পাওয়ার ইচ্ছার নাম স্পৃহা। ১০ ক্ষোভ—প্রথমে তিরস্কার করিয়া পরে যে মনোবেদনা তাহার নাম ক্ষোভ। ১১ পশ্চাত্তাপ—মোহ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবজ্ঞাত বিষয়ের যে তাপ, তাহাকে পশ্চাত্তাপ কহে। ১২ উপপত্তি—কার্য্যসিদ্ধির জন্য কারণোপন্যাসকে অর্থাৎ হেতু দর্শানকে উপপত্তি কহে। ১৩ আশংসা—অভীষ্ট লাভবিষয়ে মনের ব্যাপারকে আশংসা কহে। ১৪ অধ্যবসায়—প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে দৃঢ়তর প্রযত্নের নাম অধ্যবসায়। ১৫ বিসর্প—অনিষ্ট ফলপ্রদ প্রারম্ভের নাম বিসর্প। ১৬ উল্লেখ—কার্য্য সকল প্রদর্শনের নাম উল্লেখ। ১৭ উত্তেজন—স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রয়োগের নাম উত্তেজন। ১৮ পরীবাদ—ভর্ৎসনাকে পরীবাদ কহে। ১৯ নীতি—শাস্ত্রানুসারে কথনকে নীতি কহে। ২০ অর্থবিশেষণ—কথিত বিষয়ের তিরস্কাররূপে বহুধা কথনের নাম অর্থবিশেষণ। ২১ প্রোৎসাহন—উৎসাহযুক্ত বাক্যে কোন লোককে প্রোৎসাহিত করিলে প্রোৎসাহন হয়। ২২ সাহায্য—বিপদ্‌কালে আনুকূল্য করার নাম সাহায্য। ২৩ অভিমান—অহঙ্কারের নাম অভিমান। ২৪ অনুবৃত্তি—বিনয়পূর্ব্বক অনুসরণের নাম অনুবৃত্তি। ২৫ উৎকীর্ত্তন—অতীত বৃত্তান্ত কথনের নাম উৎকীর্ত্তন। ২৬ যাচ্ঞা—স্বয়ং বা দূতমুখে অপরের নিকট কোনরূপ প্রার্থনাকে যাচ্ঞা কহে। ২৭ পরিহার—অনুচিত অনুষ্ঠিত কার্য্যকে পরিহার কহে। ২৮ নিবেদন—অবজ্ঞাত বিষয়ের কর্ত্তব্য নিশ্চয়ের নাম নিবেদন। ২৯ প্রবর্ত্তন—কার্য্যের সাধুরূপ আচরণের নাম প্রবর্ত্তন। ৩০ আখ্যান—পূর্ব্ববৃত্তান্তকথনের নাম আখ্যান। ৩১ যুক্তি—কার্য্যাবধারণের নাম যুক্তি। ৩২ প্রহর্ষ—অধিক আনন্দলাভের নাম প্রহর্ষ। ৩৩ শিক্ষা—উপদেশ প্রদানের নাম শিক্ষা। (সাহিত্যদ° ৬ পরি)

এই ৩৩ প্রকার অলঙ্কার নাটকে প্রয়োগ করিলে নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, এই জন্য ইহাদিগকে নাট্যালঙ্কার কহে।

নাট্যোক্তি (স্ত্রী) নাট্যে নৃত্যগীতাদৌ যা উক্তিঃ। ১ নাটকবিষয়ক বাক্য। নটানাং কর্ম্ম নাট্যং তত্রোক্তিঃ। নাটক বিষয়ে উক্তি অর্থাৎ বাক্য।

নাটকে ব্রাহ্মণকে আর্য্য, ক্ষত্রিয়কে মহারাজ, সখীকে হলা, নীচ ব্যক্তিকে হণ্ডা, চেটীকে হঞ্জা, স্বামীকে আর্য্যপুত্র, রাজশ্যালককে রাষ্ট্রীয়, সমান লোককে হংহো, রাজাকে দেব, সার্ব্বভৌমকে ভট্ট, ভগিনীপতিকে আবুত্ত, বেশ্যাকে অজ্জুকা, বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভাব, জনককে আবুক, কুমারকে যুবরাজ অথবা ভর্ত্তৃদারক, রাজাকে দেব বা ভট্টারক, রাজকন্যাকে ভর্ত্তৃদারিকা, কৃতাভিষেকা রাজ্ঞীকে দেবী, অন্য রাজপত্নীদিগকে ভট্টিনী, অবধ্যোক্তি স্থলে 'অব্রহ্মণ্যম্' এইরূপ শব্দ, মাতাকে অম্বা, বালাকে বাসু, পূজ্যব্যক্তিকে মারিষ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে অত্তিকা এই সকল বাক্যে সম্বোধন করিতে হয়। (অমর)

এই নাট্যোক্তির বিষয় সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে,—

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতং।
সর্ব্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাৎ তদ্ভবেদপবারিতম্॥" (সাহিত্যদ° ৬ পরি)

[সাহিত্যদর্পণোক্ত নাট্যোক্তি নাটক শব্দে দেখ।]

নাড় (পুং) নাল শব্দ-জ। নালশব্দার্থ। (অমর)

নাড়ন (দেশজ) স্থানান্তরে রাখন, সরান।

নাড়পিৎ (ক্লী) কণ্বমুনির আশ্রম।

"শকুন্তলা নাড়পিত্যপ্সরা ভরতং দধে।" (শত°ব্রা° ১৩।৫।৪।১৩)

'নাড়পিতি স্থানে কণ্বাশ্রমে' (ভাষ্য)

নাড়া (দেশজ) ১ ছেদিত ধান্যের অবশিষ্টমূল। ধানের গাছ মূলদেশ পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া পরে তাহা হইতে ধান্য ঝাড়িয়া লইলে তাহাকে বিচালী এবং ধান গাছের আগা কাটিয়া লইলে পরে তাহাকে নাড়া কহে। ইহা গোরুর খাদ্য। ২ নেড়া, মুণ্ডিত মস্তক।

নাড়াচাড়া (দেশজ) ১ ঘাঁটা। ২ আলোচনা। ৩ দোলান।

নাড়ানাড়ি (দেশজ) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থাপন।

নাড়াশিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Euphorbia antiquorum)

নাড়ি (স্ত্রী) নাড়য়তীতি নড় ভ্রংশে নড়-ণিচ্-ইন্। নাড়ী। (ভরত)

নাড়িক (ক্লী) নাড়িরিব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা° ৫।৩।৯৬) কন্। কালশাক। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"কুসুম্ভং নাড়িকাশাকং বার্ত্তাকুং পূতিকাং তথা।

ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

কল্পতরু এই নাড়িকাশাককে শ্বেতকলমী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নাড়িকা (স্ত্রী) নাড়ীএব স্বার্থে কন্ টাপ্। ষট্‌ক্ষণ, চলিত ঘড়ি। পর্য্যায়—সাধারিকা, ঘটিকা। (হেম°)

"নিমেষো মানুষো যোঽয়ং মাত্রামাত্রপ্রমাণকঃ।

তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎ কাষ্ঠাস্তথা কলা॥

নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ।

উন্মানেনাম্ভসঃ সা তু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ॥" (বিষ্ণুপু°)

এক দণ্ড সময়, ইংরাজী ২৪ মিনিট্।

নাড়িকেল (পুং) নারিকেল, রস্য ডত্বম্। নারিকেল।

নাড়িচীর (ক্লী) নাড়িরিব চীরং যত্র। নির্বেষ্টন, নলী। (হারা°)

নাড়িন্ধম (পুং) নাড়ীং বংশনলীং ধমতি নাড়ী-ধস্, ততো ধমাদেশঃ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ১ স্বর্ণকার। উচ্চনীচাধিরোহণাৎ মুহুর্মুহুর্নিশ্বাসৈর্নাড়ীং ধমতি উপতাপয়তি ইতি। (ত্রি) ২ শ্বাসকারক।

"কথং নাড়িন্ধমান্ মার্গানাগতৌ বিষমোপলান্।" (ভট্টি ৬।৭৪)

৩ ভয়প্রদর্শনকারী, ভীষণ। ৪ নাড়িচালনাকারী।

নাড়িন্ধয় (পুং) নাড়ীং ধয়তীতি ধেট্ পানে খস্ ততো হ্রস্বশ্চ। নাড়ীপানকর্ত্তা, যে নলদ্বারা পান করে।

নাড়িপত্র (ক্লী) নাড়িরিব পত্রং যস্য। নাড়ীচ শাকভেদ।

নাড়ী (স্ত্রী) নাড়ি-ঙীষ্। ১ নাল, ব্রণান্তর, চলিত নালীঘা।

"তত্রাভিমাত্রগমনাদপতিরিত্যতশ্চ

নাড়ীব বহতি তেন মতা তু নাড়ী।" (সুশ্রুত)

দন্তনালীকেও নাড়ী কহে। ২ শিরা। ৩ গণ্ডদূর্ব্বা। ৪ কুহনচর্য্যা। ৫ ষট্‌ক্ষণকাল।

'নাড়ী নালে শিরাগণ্ডদূর্ব্বয়োঃ স্যাদ্ ব্রণান্তরে।

নাড়ীষট্‌ক্ষণকালেঽপি চর্য্যায়াং কুহনস্য চ॥' (হেমচন্দ্র)

শিরার্থ নাড়ীর পর্য্যায়—ধমনি, শিরা, নাড়ি, নালি, ধমনী, শিরা, ধম্মণী, ধরা, তন্তুকী, জীবিতজ্ঞা, সিংহা। (রাজনি°)

দেহস্থিত শিরাসমূহকে নাড়ী কহে। সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

"সার্দ্ধত্রিকোটী নাড়ীনামালয়ঞ্চ কলেবরম্।

ক্রমেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বদস্ব ময়ি প্রভো॥" (তোড়লতন্ত্র ৮ উ°)

ভগবতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই দেহ সাড়ে তিনকোটী নাড়ীর আশ্রয়, অর্থাৎ এই দেহে সাড়ে তিনকোটী নাড়ী আছে, যথাযথ ইহার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। ইহাতে মহাদেব বলিয়াছিলেন, দেহে যে যে স্থানে নাড়ী সকল আছে, তাহার বিষয় বলিতেছি। লোমকূপ সকলে ৭৫ লক্ষ নাড়ী; হস্ত, মুখ ও পাদে ৩ লক্ষ; উদর ও পায়ুদেশে ৩ লক্ষ, সকল গাত্রে ৯ লক্ষ; পার্শ্বদেশে, চর্ম্মে এবং সকল সন্ধিস্থলে ৯ লক্ষ নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রিণী ও ব্রহ্মনাড়ী এই পঞ্চনাড়ী এবং কুহু, শঙ্খিনী, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বিকা, নন্দিনী ও নিদ্রা এই একাদশটী নাড়ী সুষুম্না হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যে সাড়ে তিনকোটী নাড়ী আছে, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। এই সকল নাড়ী নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। নাভিকন্দই এই সকল নাড়ীর মূল। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ৭২ হাজার স্থূল নাড়ী। দেহমধ্যে যে গুলি ধমনীপদবাচ্য,

"লোম্নি কূপে সপাদার্দ্ধকোটয়স্তৈব সুন্দরি।

হস্তাস্যে চ তথা পাদেঽপিলক্ষনাড়য়ঃ স্থিতাঃ॥

উদরে চ তথা পায়ৌ পঞ্চলক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

হৃদাদিসর্ব্বগাত্রেষু নবলক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অথ পার্শ্বে তথা চর্ম্মে তথৈব সর্ব্বসন্ধিষু।

রুদ্রান্যূনং স্থিতং লক্ষং শরীরে নাড়য়ঃ প্রিয়ে॥

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চিত্রিণী তথা।

ব্রহ্মনাড়ী চ যন্মধ্যে পঞ্চনাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।

নন্দিনী চ তথা নিদ্রা রুদ্রসংখ্যা ব্যবস্থিতা॥

এতা নাড্যঃ পরেশানি সুষুম্নায়াঃ প্রজায়তে।

সার্দ্ধত্রিকোট্যো নাড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্।

নাভিকন্দনিবদ্ধাস্তাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধঃস্থিতাঃ॥" (তোড়লতন্ত্র ৮ উ°)

তাহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গুণবাহিনী ও ধন্যা। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম ৭ শত নাড়ী আছে, এই সকল নাড়ী অন্নাদির রস সমস্ত শরীরে বহন করে, ইহাতেই শরীর পুষ্ট হয়। মৃদঙ্গের চারিদিকে যেরূপ চর্ম্ম-দ্বারা বদ্ধ, এই নাড়ী সকলও সেইরূপ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে। এই ৭ শত নাড়ীর মধ্যে ২৪টী পরিস্ফুট, ইহার মধ্যে পুরুষের দক্ষিণকরচরণবিস্তৃতা যে নাড়ী, তাহাই পরীক্ষা করিবে।

নাড়ীকে শিরা কহে, ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুতাদিতে এইরূপ লিখিত আছে। এই শিরা বা নাড়ী ৭ শত। জলপ্রণালী দ্বারা উদ্যান অথবা ক্ষেত্র যেরূপ রসাভিষিক্ত হয়, সমস্ত শরীরও সেইরূপ এই সকল নাড়ীদ্বারা রসাভিষিক্ত হয়, ইহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকুঞ্চনপ্রসারণাদির কার্য্য সম্পন্ন হয়। বৃক্ষপত্রের মধ্যস্থিত সেবনী (ডাঁটা) হইতে যেরূপ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া পত্রের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, [illegible]মূল হইতে সেইরূপ নাড়ী অর্থাৎ শিরা সকল নিঃসৃত হয় ও ক্রমে ক্রমে শাখাপ্রশাখাবিস্তারপূর্ব্বক চারিদিকে প্রসারিত হইয়া সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করে।

শরীরের সকল শিরা নাভিমূলে সংলগ্ন। যেরূপ চক্রের মধ্যস্থিত নাভিদেশের চারিদিকে অর সকল সংলগ্ন থাকে, নাভির চারিদিকেও সেইরূপ শিরা সকল সংলগ্ন আছে।

মূল শিরা ৪০টী, বায়ুবাহিনী দশটী, পিত্তবাহিনী দশ, কফবাহিনী দশ, এবং রক্তবাহিনী দশ। বায়ুবাহিনী নাড়ী ১৭৫, বায়ুর স্থান পাকাশয়। পিত্তবাহিনী নাড়ী ১৭৫। পাকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থানকে পিত্তস্থান কহে। কফবাহিনী নাড়ী ১৭৫। আমাশয়ই শ্লেষ্মার স্থান। রক্তবাহিনী নাড়ী ১৭৫। ইহা যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে অবস্থিত। প্রত্যেক বাহু ও পদে বায়ুবাহিনী নাড়ী ২৫টী করিয়া থাকে। কোষ্ঠদেশে ৩৪, তাহার মধ্যে মলদ্বার ও মেঢ্রদেশে ৮, দুইপার্শ্বে দুই করিয়া চারি, পৃষ্ঠে ৬, উদরে ৬, বক্ষে ১০, স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে ৪১, তাহার মধ্যে গ্রীবাদেশে ১৪, দুইকর্ণে ৪, জিহ্বাতে ৯, নাসিকাতে ৬, দুই চক্ষুতে ৮, এই ১৭৫ বায়ুবাহিনী শিরা। বায়ুবাহিনী শিরা এইরূপে বিভক্ত, অন্যান্য শিরাসকলের বিভাগও এইরূপ জানিতে হইবে। কেবলমাত্র বিশেষ এই যে, পিত্তবাহিনী, রক্তবাহিনী ও শ্লেষ্মবাহিনী শিরা দুই চক্ষুতে দশ করিয়া ও কর্ণদ্বয়ে দুইটী করিয়া থাকে। এই প্রকারে ৭০০ শিরা শরীর মধ্যে অবস্থিত।

বায়ু আপনার শিরা মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে শারীরিক যন্ত্রক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না, এবং বুদ্ধিশক্তিও মোহপ্রাপ্ত হয় না। এইজন্য নানাবিধ গুণোৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু আপন শিরা মধ্যে কুপিত ভাবে থাকিলে বায়ুজন্য বিবিধপ্রকার রোগ হয়।" পিত্ত স্বীয় শিরা মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীরের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অন্নে রুচি ও শরীরে স্বাস্থ্য থাকে, এবং অন্যান্য বিবিধপ্রকার গুণ হয়। পিত্ত স্বীয় শিরা মধ্যে কুপিত ভাবে থাকিলে বিবিধপ্রকার পিত্তরোগ জন্মে।

শ্লেষ্মা স্বীয় শিরা মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীরের চিক্কণতা, বল, স্ফূর্ত্তিভাব, সন্ধিস্থানের দৃঢ়তা ও অন্যান্য গুণ উৎপাদন করে। কিন্তু ইহা শিরা মধ্যে কুপিত ভাবে থাকিলে শ্লেষ্মজন্য নানাপ্রকার রোগ জন্মায়। রক্ত স্বীয় শিরা মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে সকল ধাতুর পুষ্টি হয়, এবং শরীরের বর্ণ ও স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা ও অন্যান্য গুণ জন্মে। রক্ত স্বীয় শিরা মধ্যে কুপিতভাবে থাকিলে রক্তজন্য বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে।

যে সকল শিরার কথা লিখিত হইল, তাহারা যে কেবলমাত্র পিত্ত অথবা কেবল মাত্র শ্লেষ্মা বহন করে, তাহা নহে, কারণ সকল দোষ কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া যখন শরীরের মধ্যে প্রসারিত হইতে থাকে, তখন সকল দোষ পরস্পরের শিরার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সঞ্চরণ করে। যে সকল শিরা বায়ু কর্ত্তৃক পূর্ণ হয়, তাহারা অরুণ বর্ণ, পিত্তবাহিনী শিরা সকল উষ্ণ ও নীলবর্ণ, কফবাহিনী শিরা শীতল ও গুরু এবং রক্তবাহিনী শিরা রক্তবর্ণ, নাতিশীত ও নাত্যুষ্ণ।

এই সকল শিরার মধ্যে কতকগুলি বিদ্ধ হইলে শরীরের বিকলতা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে।

এই অবেধ্য শিরার বিষয় মোটামুটি লিখিত হইল। হস্তে ও পাদে চারিশত, কোষ্ঠদেশে ১৩৬, মস্তকে ৬৪, ইহার মধ্যে হাতে ও পায়ে ১৬ ও কোষ্ঠদেশে ৩২ এবং মস্তকের উপরিভাগে ৫০টী শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। হস্তে ও পদে যে একশত শিরা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জালধরা শিরা একটী, উর্ব্বী নামক মর্ম্মস্থানে স্থিত দুইটী এবং লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্মস্থানে একটী; প্রত্যেক হস্তে ও পাদে এইরূপ চারিটী করিয়া ১৬টী।

পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলে অবেধ্য শিরা ৩২। তাহার মধ্যে ত্রিটপ ও কটিক-তরুণ নামক মর্ম্মদ্বয়ে ৮টী, প্রত্যেক পার্শ্বে যে ৮টী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যেও ঊর্দ্ধগামিনী দুই, উভয় পার্শ্বে পার্শ্বসন্ধিস্থিত দুই, পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে ২৪টী, তাহার মধ্যে দুইটী করিয়া চারিটী বৃহতী নামক শিরা, উদরস্থ শিরার মধ্যে মেঢ্রদেশে রোমরাজীর উভয় পার্শ্বে দুই করিয়া চারি, বক্ষঃস্থলে যে ৪০ শিরা আছে, তাহাদের মধ্যে হৃদয়দেশে ২ করিয়া দুয়, স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাপ ও অপস্তম্ভ এই চারি মর্ম্মস্থানে ৮, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থিত শিরা সকলের মধ্যে

৩৫টী শিরা বিদ্ধ করা অকর্ত্তব্য। জত্রুসন্ধির উপরিভাগে একশত চতুঃষষ্টি শিরা, তাহার মধ্যে কণ্ঠ ও গ্রীবাদেশে ষট্‌পঞ্চাশৎ, ইহার মধ্যে কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে শিরামাতৃক ৮টী, এবং নীলা দুই ও মন্যা দুই এবং কৃকাটিক নামক মর্ম্মে দুই ও বিধুর নামক মর্ম্মে দুই, গ্রীবাদেশস্থ এই ১৬টী শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। হনুদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে ৮টী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে দুই করিয়া চারি সন্ধিধমনী বিদ্ধ করিবে না।

জিহ্বাতে ৩৬ শিরা, তাহার মধ্যে রসবাহিনী দুই ও বাক্‌-শক্তিবাহিনী দুই, এই চারিটী শিরা অবেধ্য।

তালুদেশে এক ও নেত্রদ্বয়ে ৩৮ শিরার মধ্যে অপাঙ্গ নামক এক করিয়া দুইটী শিরা বিদ্ধ করিবে না। আবর্ত্ত করিয়া মর্ম্মে দুই, স্থপনী নামক মর্ম্মে এক এবং শঙ্খনামক মর্ম্মদ্বয়ে দশ শিরার মধ্যে শঙ্খ সন্ধির স্থানে এক করিয়া দুই, এই কয়টী শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। মস্তকদেশে দ্বাদশ শিরা আছে, তাহার মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মে দুই, প্রত্যেক সীমন্তে এক করিয়া পাঁচ এবং অধিপতি নামক মর্ম্মে এক। মস্তকদেশের এই শিরাগুলি অবেধ্য।

পদ্মের মূল হইতে যেমন মৃণালের শাখাপ্রশাখা নিঃসৃত হইয়া জলে ব্যাপ্ত হয়, নাভিমূল হইতে শিরা সকল নিঃসৃত হইয়া সেইরূপ দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে। (সুশ্রুত)

শিরা, ধমনী, স্রোত প্রভৃতি সকলই নাড়ীর ভেদ। [ধমনীর বিষয় ধমনী ও স্রোত এবং শিরার বিশেষ বিবরণ শিরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সুশ্রুতাচার্য্যের মতে নাভিদেশই শিরা ও ধমনীর মূল। তন্ত্র-শাস্ত্রেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, নাড়ী সকল মেরুদণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

"যে যে তির্য্যক্‌গতে নাড্যো চতুর্বিংশতিসংখ্যয়া।
মেরুদণ্ডে স্থিতাঃ সর্ব্বে সূত্রে মণিগণাইব॥" (তন্ত্র)

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে দুইটী করিয়া নাড়ী প্রত্যেক দিকে নিঃসৃত হইয়াছে। আধুনিক শারীরব্যবচ্ছেদ-বিদ্যায়ও এইরূপ দৃষ্ট হয়। আর্য্যগণও মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে নাড়ী সকল লম্বিত বলেন। যথা—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্।
যথাযথজলে তদ্বৎ শরীরে নাড়য়ঃ স্থিতাঃ॥" (পুরাণ)

এইরূপ শরীরের অন্তর্গত মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও তদন্তর্গত শিরা সকলের বিষয় আধুনিক পণ্ডিতগণের সহিত একমত দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুতাচার্য্যের অভিপ্রায়—গর্ভস্থ বালকের শরীরগঠন ও পোষণ-কারণ যে রস প্রয়োজন হয়, জননীর শরীর হইতে সেই রসবহনকরণার্থ যে নাড়ী আছে, তাহা বালকের নাভিদেশে সংলগ্ন। এই জন্য নাভিই সকল নাড়ীর মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হঠযোগেও নাড়ীর বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। কোন্ নাড়ী কোন্ সময় কিরূপভাবে বহিলে শুভ বা অশুভফল হয়, তাহার বিষয় বর্ণিত আছে। [হঠযোগ শব্দ দেখ।]

নাড়ীপ্রকাশে নাড়ী দেখিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে। এই নাড়ীর গতি দ্বারা শরীরের শুভাশুভ জানা যাইবে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

"বামভাগে স্ত্রিয়া যোজ্যা নাড়ী পুংসস্তু দক্ষিণে।
ইতি প্রোক্তো ময়া দেবি সর্ব্বদেহেষু দেহিনাং॥" (নাড়ীপ্র°)

স্ত্রীলোকদিগের নাড়ী বামদিকে এবং পুরুষদিগের নাড়ী দক্ষিণদিকে পরীক্ষা করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠমূলে জীবসাক্ষিণী যে ধমনী আছে, এই ধমনীর গতি অনুসারে দেহীদিগের সুখ ও দুঃখ জানিতে হইবে, অর্থাৎ নাড়ী দেখিয়া শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা জানা যাইবে।

বাত, পিত্ত, কফ, দ্বন্দ্ব, সন্নিপাত, সাধ্য ও অসাধ্য বিবরণ সকল নাড়ী দ্বারা জানা যায়।

নাড়ী-পরীক্ষার সময়।—প্রাতঃকালে আচারপূত ও সুখোপবিষ্ট হইয়া সুখাসীন ব্যক্তির নাড়ীপরীক্ষা করিতে হইবে, যিনি নাড়ী পরীক্ষা করিবেন, তিনিও স্থির ভাবে উপবিষ্ট থাকিবেন এবং যাহার নাড়ী দেখা হইবে, তাহাকেও ভাল করিয়া বসিতে হইবে। প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার উপযুক্ত সময়। মধ্যাহ্ন কালাদিতে উষ্ণতার আধিক্য হয়, এইজন্য ঐ সকল সময় নাড়ী দেখা প্রশস্ত নহে।

নাড়ী দেখার নিষিদ্ধকাল।—সদ্যস্নাত, সদ্যভুক্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণা-তুর, আতপসেবী, (অর্থাৎ যিনি রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিয়াছেন), তৈলাভ্যক্ত, নিদ্রিত, নিদ্রাবসানকাল এবং আহারের পর নাড়ীপরীক্ষা করা নিষিদ্ধ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী নাড়ী যথাক্রমে বহিতে থাকে, প্রথমে বাতনাড়ী, মধ্যে পিত্তনাড়ী এবং অন্তে শ্লেষ্মনাড়ী প্রবাহিত হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে নাড়ী স্বচ্ছ অর্থাৎ জড়তা-রহিত হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই,—প্রাতঃকালে নাড়ী স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং সায়ংকালে কিঞ্চিৎ বেগযুক্ত হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে নাড়ীর এইরূপ গতি হইয়া থাকে। *

* "অঙ্গুষ্ঠস্য তু মূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তস্যা গতিবশাদ্বিদ্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্॥
বাতং পিত্তং কফং দ্বন্দ্বং সন্নিপাতং তথৈব চ।
সাধ্যাসাধ্যবিবেকঞ্চ সর্ব্বং নাড়ী প্রকাশয়েৎ॥"

শরীর অসুস্থ হইলে নাড়ী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন্ কোন্ দোষের আধিক্য হইয়া শরীর অসুস্থ হইয়াছে, তাহা এই নাড়ীদ্বারাই জানা যাইবে।

বায়ুর আধিক্য হইলে নাড়ী বক্রগতি, পিত্তাধিক্যে চঞ্চল, ও শ্লেষ্মপ্রকোপে নাড়ী স্থির হয় অর্থাৎ বায়ুর আধিক্য হইয়া যে সময় শরীর অসুস্থ হয়, তখন নাড়ীর গতি বক্র, পিত্তে চঞ্চল, এবং শ্লেষ্মায় স্থির হইয়া থাকে। মিশ্রদোষে নাড়ীর গতিও মিশ্র হইয়া থাকে। ইহাই একপ্রকার সাধারণ নাড়ীগতি।

যে সময় পিত্তের আধিক্য হয়, তখন নাড়ী কাক, লাবক ও ভেকাদির ন্যায় গতিবিশিষ্ট; শ্লেষ্মার আধিক্যে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, কপোত, গজ ও বরাঙ্গনাদিগের তুল্য গতিযুক্ত এবং বায়ুর আধিক্যে নাড়ী বৃশ্চিকগতি তুল্য দোলায়িত হয়।

দ্বন্দ্বজ নাড়ীগতি—যে সময় নাড়ী কখন সর্পগতি কখন ভেকগতি হয়, তখন বুঝিতে হইবে, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষে কুপিত হইয়াছে। নাড়ী কখন সর্পাদিতুল্য, কখন বা রাজহংসগতি হইলে বাতশ্লেষ্মপ্রকোপ এবং কখন বা মণ্ডুকাদিগতি অথবা ময়ূরাদি গতিযুক্ত হইলে পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপ বুঝিতে হইবে।

ত্রিদোষজ নাড়ীগতি।—যদি নাড়ী কখন উরগাদিগতি, কখন বা লাবকাদি অথবা হংসাদি তুল্য গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়াছে জানা যাইবে। এই ত্রিদোষে কখন নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, আবার তৎক্ষণাৎ অতি মন্দ হইয়া থাকে।

যে সময়ে নাড়ী পিত্তাদি গতিক্রমে বহিতে থাকে, অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফ যাহার যে সময়, সেই সময় সেই নাড়ী বহিতে থাকে, তাহা হইলে রোগ সুখসাধ্য জানিতে হইবে। যে সময়ে নাড়ী মন্দ মন্দ অথবা শিথিলভাবে বহিতে থাকে, বা কখন অতি ব্যাকুলভাবে থাকিয়া থাকিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, আবার তৎক্ষণাৎ অতি সূক্ষ্মনাড়ীর অনুভব হয়, এইরূপ নাড়ীর গতি হইলে তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ রোগীর আসন্নমৃত্যু স্থির করিতে হইবে। যাহার নাড়ীর গতি রথচক্রের ন্যায় অর্থাৎ কোন নাড়ী স্থির নহে, এরূপ হইলেও রোগ অসাধ্য। যাহার শরীর অতিশয় উত্তপ্ত অথচ নাড়ী শীতল, বা নাড়ী উত্তপ্ত শরীর শীতল এইরূপ নানা প্রকার নাড়ীর গতি হইলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

ত্রিদোষে মৃত্যুকালেও নাড়ী নিশ্চল হইয়া স্পন্দিত হয়। যে নাড়ী অতি উচ্চ, অথবা অত্যন্ত স্থির, সূক্ষ্ম অথবা বক্রগতি-যুক্ত, তাহাকে অসাধ্য স্থির করিতে হইবে।

মূর্চ্ছা, শোক, ভয় প্রভৃতিতে নাড়ী ত্রিদোষজ তুল্য হয়, কিন্তু ইহা স্থায়ী নহে, পরে মূর্চ্ছাদির হ্রাস হইলে ক্রমে নাড়ী স্বাভাবিকী গতি প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত নাড়ী স্বস্থানচ্যুত না হয়, অসাধ্য হইলেও সেই সময় পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা বিধেয়।

যে সময় নাড়ী মহীলতাবৎ কৃশ, তাহার ন্যায় মসৃণ ও বক্রগতি, কখন সর্পগতিতুল্য অ ত পুষ্ট আবার ক্ষীণ হয়, তাহার মাসান্তে মৃত্যু ঘটে।

যাহার নাড়ী ক্ষণকাল মধ্যে অতিবেগবান্, আবার ক্ষণমধ্যে অতি শান্ত হয় এবং তাহার যদি শোথ না থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহ মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।

জ্বররোগে নাড়ীগতি।—জ্বর হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগযুক্ত হয়। পিত্ত ব্যতীত উষ্ণ হইতে পারে না, উষ্ণতাই জ্বরের প্রধান লক্ষণ। ইহাতে জ্বর হইলেই পিত্তপ্রকোপ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। বায়ুর আধিক্য হইয়া জ্বর হইলে নাড়ী বক্র ও ধাবমান হইয়া থাকে। সহজ বাতজ্বরে নাড়ী সৌম্য, সূক্ষ্ম, স্থির ও মন্দ হয়। তীব্রমারুত জ্বরে স্থূল ও কঠিনভাবে শীঘ্র শীঘ্র নাড়ীর গতি হয়। শ্লেষ্মপ্রকোপে জ্বর হইলে নাড়ী তন্তুসম, মন্দ ও শীতল হয়।

পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুত, সরল, দীর্ঘ ও শীঘ্রগামী হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ জ্বরে নাড়ীগতি।—বাত ও পিত্ত দূষিত হইলে নাড়ী চঞ্চল, তরল, স্থূল ও কঠিন হয়। বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে ঈষদুষ্ণ ও মন্দ, পিত্তশ্লেষ্মায় নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও স্থির হইবে।

ভূতজ্বরে নাড়ীর অতিশয় বেগ হয়। ব্যায়াম, ভ্রমণ, চিন্তা, শ্রম ও শোকে নাড়ীর নানা প্রকার গতি হইয়া থাকে। পরে ঐ নাড়ীগতি সুস্থের ন্যায় হইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগে নাড়ী কঠিন, জড়, প্রসন্ন, দ্রুত, শুষ্ক ও শীঘ্র-গামী হয়। মন্দাগ্নি ও ধাতু ক্ষীণ হইলে নাড়ী মন্দতর হয়।

(নাড়ীপ্রকাশ।)

য়ুরোপীয়দিগের মতে, শরীরের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাবতীয় ধমনী বা শিরার সাধারণ নাম নাড়ী। সমস্ত শিরা অপেক্ষাকৃত স্থূল, তাহাদের মধ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া সহজেই গতি অনুভব করা যায়। বিশেষতঃ হস্তের মণিবন্ধের নিকটস্থ শিরা যেমন স্থূল, তেমনই অগভীর (Superficial) এবং উহার নিয়ত

"প্রাতঃকৃতসমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহম্।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাহরেৎ॥
সদ্যঃ স্নাতস্য ভুক্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপসেবিনঃ।
ব্যায়ামাক্রান্তদেহস্য সম্যক্‌নাড়ী ন বুধ্যতে॥
তৈলাভ্যঙ্গে চ সুপ্তে চ তথা চ ভোজনান্তরে।
তথা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা দুর্গতরা নদী॥
আদৌ চ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তং তথৈব চ।
অন্তে চ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকাত্রয়লক্ষণম্॥
প্রাতঃ স্নিগ্ধমতী নাড়ী মধ্যাহ্নে চোষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরাদ্রোগবিবর্জিতা॥" (নাড়ীপ্রকাশ)

অস্থির (Radical bone) উপর ইহাকে চাপিয়া ধরা অত্যন্ত সহজ, এই জন্য শারীরিক শুভাশুভ অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য সাধারণতঃ এই শিরার গতি পরীক্ষা করা হয়। নাড়ী (Pulse) বলিলে এখন ব্যবহার অনুসারে এই মণিবন্ধের নিম্নস্থ হস্তের শিরাকেই বুঝায়।

নাড়ী বা শিরা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও ফাঁপা। আমাদের রক্তাশয় (Heart) হইতে ধমনীর ছিদ্র মধ্যে নিয়ত রক্তস্রোত প্রক্ষিপ্ত হইতেছে।

যখন ঐরূপ রক্ত প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার তাহার স্থিতিস্থাপকতাগুণে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কুচিত অবস্থায় পরিণত হয়।

নাড়ী বা ধমনীর এই প্রকার আকুঞ্চন ও প্রসারণের নাম নাড়ীর গতি। সূক্ষ্ম-শিরায় ঐ গতি অনুভব করা কঠিন।

ডাক্তারেরা নাড়ীর এই গতির পরিমাণ (beat) নির্ণয় দ্বারা ও প্রধানতঃ উহার নিম্নোক্ত কএকটী অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

১। নাড়ীর গতির নিয়ম অর্থাৎ কখনও বা নাড়ী প্রবল বেগে চলিতে থাকে, কখনও বা মৃদুভাবে ও কখন বা সবিরাম ভাবে প্রবাহিত হয়।

২। কখন বা নাড়ী স্থূল (Full) ও কখন বা সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে।

৩। নাড়ীর দুর্ব্বলতা বা তরলতা।

৪। নাড়ীর কাঠিন্য (Tension)।

তাঁহাদের মতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, নাড়ীর গতিরও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তখন তাহার নাড়ী* মিনিটে ১৪০ হইতে ১৫০ বার দব্ দব্ (beat) করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার নাড়ীর গতি ১৩০ হইতে ১৪০ বার; যখন তাহার বয়স দুই বৎসর তখন ১০০ হইতে ১১৫ বার; সাতবর্ষ হইতে চৌদ্দবর্ষ বয়স্ক পর্য্যন্ত নাড়ীর গতি ৮০ হইতে ৯০ বার, চৌদ্দ হইতে একুশ বর্ষ পর্য্যন্ত ৭৫ হইতে ৮৫ বার, আর একুশ হইতে ষাট্ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির নাড়ী মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ বার দব্ দব্ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি ক্রমশঃই অল্প। কিন্তু স্থানবিশেষে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে। যুবকদিগের মধ্যে কখনও কখনও কাহারও নাড়ী ৬০ বারেরও কম, কাহারও বা ঊর্দ্ধসংখ্যা ৪০ বারের অধিক আন্দোলিত হয় না। আবার কাহারও বা ১০০ বার দব্ দব্ করিতে দেখা গিয়াছে, অথচ স্পষ্টতঃ তাহাদের কোন পীড়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না।

আবার স্ত্রীপুরুষভেদে নাড়ীর গতির প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যুবতীদিগের নাড়ী যুবকদিগের নাড়ী অপেক্ষা মিনিটে ১০ হইতে ১৪ বার অধিক আঘাত করে। ডাক্তার গাই (Dr. Guy) বলেন যে, অবস্থাভেদে নাড়ীর গতিও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সপ্তবিংশবর্ষীয় সুস্থকায় যুবক উপবেশন করিলে তাহার নাড়ী সাধারণতঃ ৭১ বার, দণ্ডায়মান হইলে ৮১ বার এবং শয়ন করিয়া থাকিলে ৬৬ বার আঘাত করে। ঐ বয়স্কা যুবতীর ঐ ঐ অবস্থায় ৮৪, ৯১ ও ৭৯ বার মাত্র। জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায় নাড়ীর গতি অনেক কম হয়। পীড়া হইলে রোগবিশেষে ১৫০ হইতে ২০০ বার ও ২০ হইতে ৩০ বার পর্য্যন্তও নাড়ী দব্ দব্ করিয়া থাকে।

অসমান গতিবিশিষ্ট নাড়ীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীতে কখন কখন অন্যগুলি অপেক্ষা অতি শীঘ্র শীঘ্র ও কখন বা অতি ধীরে হইয়া থাকে।

অন্য শ্রেণীতে সময় সময় আদৌ নাড়ী দব্ দব্ করে না। আবার একটু পরে দব্ দব্ আরম্ভ হয়। একই ব্যক্তিতে এই দুই প্রকারের গতিবিশিষ্ট নাড়ী লক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল কঠিন পীড়া হইলে যে নাড়ীর ঐ অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। কতকগুলি লোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতিই ঐরূপ। কাহারও বা দুর্ব্বলতাহেতু নাড়ীর ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়া ও হৃদ্‌রোগ হইতেই সাধারণতঃ নাড়ীর গতির ঐরূপ অবস্থা হয়।

রক্তের পরিমাণের ন্যূনাতিরেক অনুসারে নাড়ীকে কখন পরিপূর্ণ বা স্থূল এবং কখনও বা অপরিপূর্ণ বা সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে।

রক্তাদির অত্যন্ত আধিক্য হইলে, অথবা হৃৎপিণ্ডের বাম-কোষ্ঠ (left ventricle of the heart) বহুক্ষণ ক্রমাগত সজোরে কুঞ্চিত হইতে থাকিলে এবং সম্ভবতঃ নাড়ীর আবরণ শিথিল হইলে নাড়ীর পূর্ব্বোক্ত অবস্থা হয়। সাধারণতঃ রক্তের অভাব থাকিলে, হৃৎপিণ্ড নিস্তেজভাবে কার্য্য করিলে, শিরামণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে রক্ত জমিলে, কিংবা অধিক ঠাণ্ডা লাগিলে, নাড়ী সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধিক সূক্ষ্ম হইলে সূতার ন্যায় বোধ হয়।

নাড়ী টিপিয়া ধরিলেও যদি নাড়ীর গতি বন্ধ না হয়, তবে তাহাকে কঠিন (hard) নাড়ী বলে। নাড়ী কঠিন হইলে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া (Venesection) আবশ্যক। নরম নাড়ী দুর্ব্বলতা-সূচক। হৃৎপিণ্ড হইতে নাড়ীর মধ্যে

* এখানে মণিবন্ধের নিম্নস্থ নাড়ীর আঘাত (beat) মনে করিতে হয়।

যেরূপ বেগে রক্ত চালিত হয়, তদনুসারে নাড়ীর সবলতা বা দুর্ব্বলতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি রক্ত প্রবলবেগে চালিত হয়, তবে নাড়ীও ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে ও তখন ঐ নাড়ীকে সবলনাড়ী বলে। আর যদি রক্ত মৃদুভাবে চালিত হয়, তবে নাড়ীও ধীরভাবে আঘাত করিতে থাকে ও তখন নাড়ীকে দুর্ব্বলনাড়ী বলে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা বা সবলতা অনেকটা রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সবল নাড়ী সাধারণতঃ শরীরের সুস্থতাজ্ঞাপক, কিন্তু কোন কারণে যদি হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠ (left ventricle of the heart) অতি পুষ্ট হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই নাড়ীর সবল অবস্থা দৃষ্ট হয়, এমন কি, সাধারণ শক্তির হ্রাস হইলেও নাড়ীর দুর্ব্বলতা লক্ষিত হয় না। নাড়ীর গতির অবস্থানুসারে নাড়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। [শিরা দেখ।]

নাড়ীক (পুং) নাড়ীব কায়তি কৈ-ক। ১ শাকবিশেষ, পাটশাক, নালতে শাক। পর্য্যায়—পট্টশাক, নাড়ীশাক। ইহার গুণ—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক। (ভাবপ্র°)

নাড়ীকলাপক (পুং) নাড়ীনাং নাড়ীবন্নালানাং কলাপঃ সমূহো যত্র, কপ্। সর্পাক্ষীলতা। গণ্ডিনীগাছ (হিন্দী)।

নাড়ীকাটা (দেশজ) নাড়ীচ্ছেদন। সন্তান প্রসূত হইলে পর তাহার নাড়ী ছেদন করিতে হয়।

নাড়ীকূট (ক্লী) নাড্যা রেখাভেদেন কূটং নক্ষত্রকূটং জ্ঞাপ্যং যত্র। বিবাহাঙ্গ নাড়ীচক্রসূচিত নক্ষত্রসমূহ। [বিবাহ দেখ।]

নাড়ীকেল (পুং) নারিকেলঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। নারিকেল।

নাড়ীগতি (স্ত্রী) নাড়ীনাং গতিঃ ৬তৎ। নাড়ীর গতি, নাড়ীর গতি দ্বারা দেহের শুভাশুভ স্থির করা যায়। নাড়ীজ্ঞ ব্যক্তি নাড়ীর গতি দেখিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য-বিষয় বলিয়া দিতে পারেন। [বিশেষ বিবরণ নাড়ী দেখ।]

নাড়ীচ (পুং) নাড্যা চীয়তে চি বাহুলকাৎ ড। শাকবিশেষ। চলিত নালিতাশাক, পর্য্যায়—কেচুক, পেচুলী, পেচু, বিশ্বরোচন। (ত্রিকা°)

এই নাড়ীশাক দ্বিবিধ, তিক্ত ও মধুর। যাহা তিক্ত, তাহার গুণ রক্তপিত্ত, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক। যাহা মধুর, তাহা শীতল, বিষ্টম্ভি, কফ ও বাতনাশক। (রাজব°)

নাড়ীচক্র (ক্লী) নাড়ীচক্রমিব বন্ধনস্থানং। নাভিস্থলস্থিত চক্রভেদ।

"নাভিমণ্ডলমাসাদ্য কুক্কুটাণ্ডমিবস্থিতম্।
নাড়ীচক্রমিহ প্রোক্তন্মাদ্যাঃ সমুদ্গতাঃ ॥" (হঠযোগ)

নাভিমণ্ডলে এই চক্র কুক্কুটের অণ্ডের ন্যায় অবস্থিত, এই চক্র হইতে নাড়ী সকল উদ্গত হইয়াছে। ২ রেখাবিশেষে নক্ষত্রভেদজ্ঞাপক চক্রভেদ। [বিবাহ দেখ।]

নাড়ীচরণ (পুং) নাড়ীবৎ চরণৌ যস্ত। পক্ষী। (ত্রিকা°)

নাড়ীজঙ্ঘ (পুং) নাড়ীবৎ জঙ্ঘা যস্ত। ১ কাক। ২ মুনিবিশেষ।

"নাড়ীজঙ্ঘঃ সুরগুরুমুনির্ব্বাক্তিরকালৌ
মাসাবেতৌ ন শুক্রফলদৌ পোষমাঘৌ ন শেষান্ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

৩ বকবিশেষ। মহাভারতে এই বকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বক কশ্যপের পুত্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরতীরে বাস করিত। মহাপ্রাজ্ঞ ও বকদিগের রাজা এবং ব্রহ্মার অতিশয় প্রিয় ও দীর্ঘজীবী। সে রাজধর্ম্মা বলিয়া বিখ্যাত, এবং জগতিতলে অতুলনীয়। (ভারত ১২।১৬৯ অ°)

নাড়ীটেপা (দেশজ) নাড়ীর গতি পরীক্ষা করা।

নাড়ীতরঙ্গ (পুং) নাড্যাং নালায়াং তরঙ্গঃ যত্র। ১ কাকোল। ২ হিণ্ডক। ৩ রতহিণ্ডক।

নাড়ীতিক্ত (পুং) নাড্যা তিক্তঃ। নেপালনিম্ব, নেপালদেশীয় নিমগাছ। [নেপালনিম্ব দেখ।]

নাড়ীদেহ (পুং) নাড়ীসারো দেহো যস্ত। ১ অতিকৃশ। ২ ভৃঙ্গী, শিবের দ্বারপালভেদ। (ত্রিকা°)

নাড়ীনক্ষত্র (ক্লী) নাড়ীস্থিতং নক্ষত্রম্। যন্নাড়ীচক্র ও নবনাড়ী চক্রস্থিত নক্ষত্রসমূহ। মানবের জন্ম সময়ে দশম, ষোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। জন্মনাড়ীর নাম আদ্য, দশমনাড়ীর নাম কর্ম্ম, ষোড়শের নাম সাংঘাতিক, অষ্টাদশের নাম সমুদয়, ত্রয়োবিংশের নাম বিনাস, পঞ্চবিংশের নাম মানস।

"জন্মাদ্যং কর্ম্ম ততোঽপি দশমং সাঙ্ঘাতিকং ষোড়শভম্।
সমুদয়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশম্ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাড়ীপরীক্ষা (স্ত্রী) ১ মণিবন্ধস্থিত নাড়ীর ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা শরীরের অবস্থানির্ণয়। ২ একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ।

নাড়ীপ্রকাশ (পুং) একখানি বৈদ্যক্যগ্রন্থ, শঙ্করসেন ইহার টীকা রচনা করেন।

নাড়ীযন্ত্র (ক্লী) নাড়ীব নালীব যন্ত্রম্। সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্র বিংশতি প্রকার। এই নাড়ীযন্ত্র অনেক বিষয়ে প্রয়োজন হয়, ইহার একদিকে মুখ হইয়া থাকে, শিরা বা ধমনীর মধ্যে বা শরীরের অন্য কোন দ্বার মধ্যে কোনপ্রকার শল্য থাকিলে তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত, বা রোগপরীক্ষার জন্য কোন পদার্থ চুষিয়া বাহির করিতে হইলে এই যন্ত্র প্রয়োজন। শিরা, ধমনী, মলদ্বার ইত্যাদি শরীরে যে সকল স্রোত অর্থাৎ দ্বার আছে, তাহাদিগের মুখের পরিমাণানুসারে অথবা স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে এই

যন্ত্রের দীর্ঘতা ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে। এই যন্ত্র নলের ন্যায়।
(সুশ্রুত সূত্র° ৭ অ°)

নাড়ীবলয় (ক্লী) নাড্যা ঘটিকায়াঃ জ্ঞানার্থং বলয়ং বলয়াকার-যন্ত্রম্। সিদ্ধান্তশিরোমণিকথিত যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্রদ্বারা নাড়ী অর্থাৎ ঘটিকাবিষয়ক জ্ঞান জন্মে। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এই যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

নাড়ীবিগ্রহ (পুং) নাড়ীসারো বিগ্রহো যস্য, অতিকৃশত্বাৎ তথাত্বং। অতিকৃশ ভৃঙ্গী, শিবানুচরভেদ।

নাড়ীব্রণ (পুং) নাড়ীসংলগ্নো ব্রণঃ। সর্ব্বদা গলদ্‌ব্রণ, যে ঘা সকল সময় গলায় থাকে, চলিত নালী ঘা। মাধবকর নিদানে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যঃ শোথ মামমিতি পক্কমুপেক্ষতেঽজ্ঞো
যো বা ব্রণং প্রচুরপূয়মসাধুবৃত্তঃ।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য
স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ সপূয়ঃ॥
তস্যাতিমাত্রগমনাৎ গতিরিষ্যতে তু
নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী॥" (মাধবকর নিদান)

ভাবপ্রকাশে এই নাড়ীব্রণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—যে সকল লোক অজ্ঞানতাবশতঃ পক্কব্রণকে অপক্ক-জ্ঞান করিয়া পূয় নিঃসারণ না করায় ও অহিত আহার বিহারকারী ব্যক্তি গম্ভীর অথচ অত্যধিক পূয়সংযুক্ত ব্রণকে উপেক্ষা করিয়া পূয়স্রাব না করায়, তাহার সেই সঞ্চিত পূয় ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানকে বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অত্যন্ত দূরে যায় বলিয়া সর্ব্বদা স্রাবযুক্ত থাকে। সছিদ্র নলাদি নাড়ীর ন্যায় প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে নাড়ীব্রণ কহে।

নাড়ীব্রণ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ এবং শল্যজ।

বাতিক নাড়ীব্রণের লক্ষণ—বাতজন্য নাড়ীব্রণ কর্কশ, সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ও বেদনাযুক্ত। রাত্রিকালে ইহা হইতে সফেন পূয় অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজন্য নাড়ীব্রণে পিপাসা, জ্বর ও দাহ হয় এবং উহা হইতে দিবাভাগে অধিক পরিমাণে পূয়স্রাব হইয়া থাকে।

কফ জন্য নাড়ীব্রণ শুক্লবর্ণ ও পিচ্ছিল, ইহা হইতে অধিক পরিমাণে পূয়াদি নির্গত হয়। ইহা বেদনাহীন ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে অধিক পূয় নির্গত হয়।

ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণে উক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের সমস্ত লক্ষণ এবং দাহ, জ্বর, খাস, মূর্চ্ছা ও মুখশোষ উৎপন্ন হয়। এই রোগ কালরাত্রির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর ও প্রাণনাশক।

শল্যজ নাড়ীব্রণের লক্ষণ—বিপথগামী শল্য ত্বক্ মাংসাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্যভাবে থাকিলে শীঘ্রই নাড়ীব্রণ উৎপাদন করে, ইহাকে শল্যজ নাড়ীব্রণ বলে। ইহা হইতে সর্ব্বদা বেদনার সহিত মথিত রক্তমিশ্রিত অথচ সফেন উষ্ণস্রাব হয়।

নাড়ীব্রণের অসাধ্য ও যত্নসাধ্য লক্ষণ—ত্রিদোষজ নাড়ীব্রণ অসাধ্য, অন্যান্য দোষজন্য ও শল্যজ নাড়ীব্রণ যত্নসাধ্য।

নাড়ীব্রণের চিকিৎসা।—বাতজ নাড়ীব্রণে প্রথমত উপনাহ (পুলটিস্) প্রদান করিয়া ব্রণস্থান কোমল হইলে সমস্ত নাড়ীকে বিদারণ করিবে, পরে আপাঙ্গের ফল উত্তমরূপে পিষিয়া সৈন্ধব সহযোগে ক্ষতস্থান পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং বৃহৎ পঞ্চমূলীয় কাথদ্বারা ধৌত করিবে। পরে হিংস্রাদ্যতৈল ব্যব-হার করিলে ব্রণের শোধন, রোপণ ও পূরণ হয়। এই তৈল প্রস্তুত প্রণালী—তৈল /৪ সের, কল্কার্থ জটামাংসী, হরিদ্রা, কট্‌কী, বচ, গোজিহ্বা ও বিল্বমূল এই সকল মিলিত এক সের। জল ১৬ সের। পরে যথাবিধানে পাক করিবে।

পিত্তজ নাড়ীব্রণে প্রথমে দুগ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত উৎকারিকা দ্বারা পুলটিস্ দিতে হইবে। পরে ব্রণস্থানের কোমলতা সম্পাদন করিয়া শস্ত্রদ্বারা নালী ছেদন করিবে। অনন্তর তিল, নাগকেশর, দন্তী ও মঞ্জিষ্ঠা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও নিমের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। পরে শ্যামাঘৃত এই ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠগত নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুটজ এই সকল মিলিত এক সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিলে এই শ্যামাঘৃত প্রস্তুত হয়।

কফজ নাড়ীব্রণে প্রথমে কুলথ কলায়, শ্বেতসর্ষপ, ছাতু ও বিল্বদ্বারা উপনাহ (পুলটিস্) প্রদান করিয়া ব্রণস্থান কোমল হইলে তাহা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া নিম্ব, তিল, চিতা, দন্তী, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া ব্রণস্থানে পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং করঞ্জ, নিম্ব, জাতী, আকন্দ ও পীলু এই সকলের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। পরে স্বর্জ্জিকাদ্যতৈল ব্যবহার করিলে এই কফজ নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয়। ইহাতে সৈন্ধবাদ্যতৈলও বিশেষ উপকারী।

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈল—তৈল চারি সের। কল্কার্থ স্বর্জ্জিকাক্ষার, সৈন্ধব, দন্তী, চিতা, যূথী, শৈবাল ও অপাঙ্গবীজ, এই সকল মিলিত একসের। গোমূত্র ১৬ সের। পরে যথাবিধানে পাক করিতে হইবে।

সৈন্ধবাদ্যতৈল—তৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, আকন্দ,

মরিচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল মিলিত এক সের। এই তৈল প্রয়োগ করিলে বাতজ ও কফজ নাড়ীব্রণও শীঘ্র প্রশমিত হয়।

শল্যজ নাড়ীব্রণে—শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া শল্য বহির্গত করিবে। পরে ব্রণস্থানের পূয়াদি নিষ্কাশিত করিবে। নিম্ব ও তিল পেষণ করিয়া অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহযোগে ক্ষতস্থানকে বন্ধন করিবে।

শল্যজ নাড়ীব্রণে—কুম্ভিকাদ্যতৈল প্রয়োগ করিলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।

সিজের আটা, আকন্দের আটা এবং দার্ব্বী দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বশরীরগত নাড়ীব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। সোঁদাল-পাতা, হরিদ্রা ও কালিয়াকড়া এই সকলের চূর্ণ ৮ মাষা, মধু ৪ তোলা এবং গোমূত্র ৮ তোলা, এই সকল একত্র পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণশোধিত হয় ও নাড়ীব্রণ নষ্ট হইয়া থাকে।

মধু ও সৈন্ধবে বর্ত্তি করিয়া নাড়ীতে প্রবেশ করাইলে নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়। দুষ্ট ব্রণে যে সকল তৈল উক্ত হইয়াছে, নাড়ীব্রণে সেই সকল তৈল ব্যবহার করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। জাতিপত্র, আকন্দের মূল, শোনালুপত্র, ডহরকরঞ্জার বীজ, দন্তীমূল, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, চিতা ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সিজের আটায় পিষিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়। শূকরের বিষ্ঠা পোড়াইয়া কালি করিতে হইবে, তাহার পর বহেড়া, আম্রবীজ, বটাবরোহ, রেণুকা, শঙ্খিনীবীজ এবং তৈল উহার সহিত মিলিত করিয়া নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। মেষরোমের কালি ও লাউর কল্কদ্বারা তৈলপাক করিয়া তুলার সহিত প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়।

কর্পূরের স্বরস এবং সিন্দূরের কল্ক দ্বারা সার্ষপতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণে উপকার হয়।

ভল্লাতাকাদ্যতৈল, সর্জ্জিকাদ্যতৈল ও সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু নাড়ীব্রণে বিশেষ উপকারী। শরীরব্রণোক্ত সকল প্রকার শোধন ও রোপণাদি ক্রিয়াই নাড়ীব্রণে কর্ত্তব্য।

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ব্যক্তির নাড়ী, এবং মর্ম্মাশ্রিত নাড়ী ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন করিবে। এরূপ স্থলে কদাচ শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে না। এষণীদ্বারা শোথের গতি অনুসন্ধান করিয়া সূচিকার ছিদ্রে ক্ষার সূত্র যোজনা করিবে, পরে শোথের এক প্রান্তভাগে প্রবেশ করাইয়া উন্নামিত করিয়া অপর প্রান্তদ্বারা অনতিবিলম্বে বহির্গত করিবে। অনন্তর ঐ ক্ষারসূত্রের উভয় প্রান্ত একত্র ও গাঢ়বন্ধন করিয়া রাখিবে, যদি উহাতে ছেদন না হয়, তবে ক্ষয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষারাক্ত সূত্র প্রবেশ করাইয়া উক্তরূপে বন্ধন করিবে। যে পর্য্যন্ত ছেদ না হয়, তাবৎকালই এইরূপ করা কর্ত্তব্য। ব্রণ ক্ষারসূত্রে ছিন্ন হইলে ব্রণের চিকিৎসা করিতে হইবে।

(ভাবপ্র° চতুর্থ° নাড়ীব্রণাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নাড়ীব্রণাধিকারেও ইহার ঔষধ সকল লিখিত আছে।

নাড়ীশাক (পুং) নাড়ীপ্রধানঃ শাকঃ। নাড়ীক, চলিত পাটশাক।

নাড়ীশুদ্ধি (স্ত্রী) নাড়ীনাং শুদ্ধিঃ ৬তৎ। নাড়ীশোধন। হঠযোগে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

নাড়ীশোষণতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। (চক্রদত্ত)

নাড়ীস্বরসঞ্চার (পুং) নাড়ীস্বরে সঞ্চারঃ ৭তৎ। নাড়ীভেদে বায়ুর বহনরূপ গতিভেদ। স্বরোদয় ও গ্রহযামলে ইহার বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। বামভাগস্থিত ঈড়ানাড়ীতে অধিক শ্বাস নির্গত হইলে তাহাকে চন্দ্রোদয় এবং দক্ষিণদিকে পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসবহনে সূর্য্যোদয় পদবাচ্য হয় অর্থাৎ বামদিকের নাসিকাতে অধিক শ্বাস নির্গত হইলে চন্দ্রোদয় এবং দক্ষিণদিকে শ্বাসোদয়কে সূর্য্যোদয় কহে। স্বরোদয়গ্রন্থে ইহা প্রসিদ্ধ। যাত্রাদি যে কোন শুভকার্য্য ও তাহার ফল নাসিকাতে ঈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর গতি অনুসারে জানিতে পারা যায়।

যাত্রাকাল, বিবাহ সময় বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ ও অন্য শুভ কর্ম্মে চন্দ্র শুভ। এই সকল সময়ে যদি বামনাসাপুটে বায়ু অধিক বেগে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্যে শুভ হইয়া থাকে। বিগ্রহ, দ্যূত, যুদ্ধ, স্নান, ভোজন, মৈথুন, ব্যবহার, ভয়, ও ভঙ্গ এই সকল বিষয়ে সূর্য্যনাড়ী প্রশস্ত। এই সকল কার্য্যকালে দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু যদি অধিক বহিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্যে শুভ হইবে।

"যাত্রাকালে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারধারণে।
শুভকর্ম্মেষু সর্ব্বেষু প্রবেশে চ শশী শুভঃ॥
বিগ্রহদ্যূতযুদ্ধেষু স্নানভোজনমৈথুনে।
ব্যবহারে ভয়ে ভঙ্গে ভানুনাড়ী প্রশস্যতে॥" (ব্রহ্মযামল)

মোহন, শান্তিকার্য্য, দিব্যৌষধি, রসায়ন, বিদ্যারম্ভ ও স্থিরকার্য্যসকল চন্দ্রোদয়ে অর্থাৎ বামনাসিকাতে অধিক শ্বাস বহিলে প্রশস্ত। যাত্রাকালে যখন যে নাসিকাতে অধিক বায়ু বহিবে, সেই পদ অগ্রে নিঃক্ষেপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। (ব্রহ্মযামল)

নাড়ীস্নেহ (পুং) নাড্যামেব স্নেহো যস্য। ১ নাড়ীমাত্রসার, অতি কৃশ। ২ শিবের দ্বারপাল ভেদ।

নাড়ীহিঙ্গু (পুং) নাড়ীপ্রধানঃ হিঙ্গু। হিঙ্গুভেদ। হিন্দীতে

কলংপতি হিঙ্গু। পর্য্যায়—পলাশাক্ষ, জন্তুকা, গ্রীমঠী, বংশপত্রী, পিণ্ডাহ্বা সুবীর্য্যা, হিঙ্গুনাড়িকা। (বৈদ্যকর°) ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতজন্য পীড়ানাশক; বিষ্ঠা, বিবন্ধ, দোষ ও অানাহরোগ-শান্তিকর। (রাজনি°)

নাড়ু (দেশজ) লড্ডুক, লাড়ু, গোলাকার সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্যবিশেষ।

নাড়ুল (দেশজ) এক প্রকার পক্ষী।

নাণক (ক্লী) অণতি শব্দায়তে ইতি অন ধুল ন-আণকম্। ১ মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি, মুদ্রা, মোহর।

"তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্নাণকস্য চ।
এভিশ্চ ব্যবহর্ত্তা যঃ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্॥" যাজ্ঞ ২।২৪০।

ন অণকঃ কুৎসিতঃ সহসুপেতি সমাসঃ। ২ কুৎসিত ভিন্ন।

নাণকপরীক্ষা (স্ত্রী) ধাতুপরীক্ষা।

নাণকপরীক্ষী (পুং) ধাতুপরীক্ষক।

নাতগীর (পারসী) অপরিবর্ত্তনীয়।

নাতদ্‌বীর্ (পারসী) চঞ্চলচিত্ত।

নাতপুতা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সোলাপুর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৭° ৫৩´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭´ ৩৬´´ পূঃ। পণ্ঢরপুরের ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিম ও সাতারার ৬৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। পুণা হইতে সোলাপুর পর্য্যন্ত যে রাজপথ আছে, এই নগর ঐ রাস্তার উপরে অবস্থান করিতেছে। কথিত আছে, বাহ্মনী-রাজের মন্ত্রী মালিক-সুন্দর ঐ নগরের স্থাপয়িতা।

নাতপুত্ত [মহাবীর দেখ।]

নাতমাম্ (পারসী) অসম্পূর্ণ, আংশিক।

নাতরবিঅৎ (পারসী) অশিক্ষিত।

নাতালীম্ (পারসী) অশিক্ষিত।

নাতি (দেশজ) নপ্তৃ, পৌত্র ও দৌহিত্রকে নাতি কহে, পুত্র বা কন্যার পুত্র। স্ত্রীলিঙ্গে নাতিনী।

নাতিদীর্ঘ (ত্রি) ন অতি দীর্ঘঃ। অতি দীর্ঘ নহে।

নাতিশীতোষ্ণ (ত্রি) শীতঞ্চ উষ্ণঞ্চ ন-অতি শীতোষ্ণং। অধিক শীতলও নহে বা অধিক উষ্ণও নহে।

নাতোয়ান (পারসী) ক্ষমতাহীন, দুর্ব্বল।

নাত্র (ক্লী) নম-ষ্ট্রন্। বাহুলকাৎ অন্তলোপ আত্বঞ্চ। ১ বিচিত্র। ২ প্রজ্ঞ। ৩ শিব।

নাথ, ১ উপতাপ। ২ আশীর্ব্বাদ। ৩ প্রভুতা। উপতাপ অর্থে পর° আশীর্ব্বাদ অর্থে আত্মনে° ভ্বাদি, সক° সেট্। লট্ নাথতি। লোট্ নাথতু। লিট্ ননাথ। লুঙ্ অনাথীৎ। আশীর্থে আত্মনেপদ হইবে সেই স্থলে ধাতুর এই রূপ হইবে। লট্ নাথতে। লোট্ নাথতাং। লিট্ ননাথে। লুঙ্ অনাথিষ্ট। মুগ্ধবোধ টীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে এই ধাতু উত্তরপদী, কেবল যখন আশীর্ব্বাদ অর্থ বুঝাইবে, তখনই নিত্য আত্মনেপদ হইবে।

ণত্ব হইবার কারণ থাকিলে বিকল্পে ণত্ব হইবে যথা—প্রণাথতি, প্রনাথতি। (দুর্গাদাস) পাণিনি মতে এই ধাতু গোপদেশ নহে। ধাতুগণে যে সকল ধাতু ণকারাদি লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ধাতুর নাম গোপদেশ। এই জন্য কারণ সত্ত্বেও ণত্ব হইবে না। যথা—'প্রনাথতি, এই স্থলে 'প্র' এই রকারের পর 'নাথ' ধাতুর নকার ণত্ব হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।

"সন্তুষ্টমিষ্টানি তমিষ্টদেবং নাথন্তি কে নাম ন লোকনাথম্।"
(নৈষধ°)

নাথ (পুং) নাথতি ঈশ্বরোভবতীতি নাথ ঐশ্বে অচ্। ঐশ্বর্য্যযুক্ত, প্রভু। পর্য্যায়—অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃঢ়, অধিভূ, পতি, ইন্দ্র, স্বামী, আর্য্য, প্রভু, ভর্ত্তা, ঈশ্বর, বিভু, ঈশিতা, ইন, নায়ক।
(হেম°)

"স হি নাথো জনস্তাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্।" (রামা° ২।৩৮।১)

নাথ, উপাধিবিশেষ। ১ প্রাচীন ভারতের যোগীবিশেষ। মৎস্যেন্দ্রনাথের অনেক 'নাথ' শিষ্য ছিল। ইহার মধ্যে নবনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধ। [যুগী দেখ।]

২ একজন কবি। ১৭০০ খৃঃ অব্দে ইনি ফজলআলিখাঁর সভাসদ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে 'নাথকবি' ও ইনি একই ব্যক্তি। [নাথকবি দেখ।]

৩ মাণিকচাঁদের একজন সভাসদ্। ইনি ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

নাথকবি, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ব্রজভূমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গোপালভাট। ইনি 'রাগ' নামক পুস্তক রচনা করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইহার লিখিত ঋতু সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অতি মনোহর।

নাথকাম (পুং) আশ্রয় অনুসন্ধান করা।

নাথকুমার (পুং) একজন কবি।

নাথত্ব (ক্লী) নাথ ভাবে ত্ব। প্রভুত্ব।

"লোকনাথে স্থিতে রামে নাথত্বং ময়ি কীদৃশম্।" (রামা° ২।৪১।২)

নাথবৎ (ত্রি) নাথো বিদ্যতে হস্য নাথ মতুপ্ মস্য ব। নাথযুক্ত, প্রভুবিশিষ্ট, পরাধীন।

"নাথবাংশ্চ শুনঃশেফো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ।" (রামা° ১।৬২।১২)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাথবতী।

"তস্যাং চীরং বসানায়াং নাথবত্যামনাথবৎ।
প্রচুক্রোশ জনঃ সর্ব্বো ধিক্ ত্বাং দশরথস্থিতি॥" (রামা° ২।৩৮।১)

নাথকাছু, নেপালের অন্তর্গত একটী নগর। এক সময়ে এই স্থানে মহামারী উপস্থিত হয়। তত্রত্য অধিবাসিগণ আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তির নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার আরাধনা করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে বুদ্ধের শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে মারীভয় হইতে রক্ষা করেন।

নাথজি, বঙ্গদেশে যুগীদের উপাধি। [যুগী দেখ।]

নাথদ্বার, উদয়পুরের একটী নগর। 'নাথদ্বার' শব্দের অর্থ 'নাথের' (ঈশ্বরের) দ্বার। এই স্থানে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে বলিয়াই উহা 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত। এই নগরটী উদয়পুর হইতে ১১ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বকোণে বনাস্ নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

মথুরা জেলায় হিন্দুদিগের অনেকগুলি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে নাথদ্বারের 'শ্রীনাথ' অথবা 'নাথজি'র মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত আরও সাতটী বিখ্যাত বিগ্রহ আছে।

যখন অরঙ্গজেব মথুরার সমস্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ ১৬৭১ খৃঃ অব্দে এই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া উদয়পুর যাইতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। রাজসিংহ অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত রথোপরি কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক উদয়পুরে লইয়া যাইতেছিলেন। সিয়ার নামক স্থানে আসিয়া রথচক্র মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া গেল। উদয়পুরের জনৈক জমিদার বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছেন।' তদনুসারে তথায় একটী সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া 'নাথজীকে' তথায় স্থাপিত করা হইল। এই স্থানই 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত হয়। নাথদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে কোনরূপ প্রাণিহত্যা কিংবা কয়েদী আবদ্ধ করিবার প্রথা নাই। নানাদেশ হইতে হিন্দুযাত্রিগণ, বিশেষতঃ বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ এই তীর্থ পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকে।

নাথনগর, ভাগলপুরের অন্তর্গত একটী কাঁড়ী।

নাথমল্ল, জনৈক সংস্কৃত তান্ত্রিক পণ্ডিত। ইহার রচিত গ্রন্থ 'পিশাচচক্রযুদ্ধবর্ণন'।

নাথবিদ্ (ত্রি) আশ্রয়দাতা।

নাথবিন্দু (ত্রি) যে ব্যক্তি আশ্রয় দেয় বা যাহার আশ্রয় দিবার ক্ষমতা আছে।

নাথহরি (পুং) নাথং হরতি স্থানাৎ স্থানান্তরং নয়তি নাথ-হৃ-ইন্ (হরতে দৃতিনাথয়োঃ পশৌ। পা ৩।২।২৫) পশু। (সিদ্ধান্তকৌ°)

নাথিন্ (ত্রি) প্রভুযুক্ত। যাহাকে আশ্রয় দিবার লোক আছে।

নাথোক, একজন কবি। সংস্কৃত 'পদ্যাবলী' ইহার রচিত।

নাদ (পুং) নদ-ভাবে ঘঞ্। ১ শব্দ। ২ অনুস্বারবহকার্য্য অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবর্ণভেদ। ইহা অনুস্বারের মত উচ্চারিত হয়। পর্য্যায় অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধমাত্রা, কলানিধি, সদাশিব, অনুচ্চার্য্যা, তুরীয়, বিষমাতৃকলা ও পদ্মা। (বীজবর্ণাভিধা°)

৩ ব্রহ্মস্বরূপ যোগবিশেষ।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥
নাদো বিন্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধো মতঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা রবোহভবৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দো ব্রহ্মাহভবৎ পরম্॥" (ভাগবত)

পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দরূপ বিভব হইতে শক্তি, তাহা হইতে নাদ, এবং এই নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। বিন্দুই প্রণব, এবং ইহাকেই বীজ কহে।

অলঙ্কারকৌস্তভের দ্বিতীয় স্তবকে এইরূপ লিখিত আছে—

"নাভেরূর্দ্ধং হৃদি স্থানান্মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
(অলঙ্কারকৌস্তভ ২স্তবক)

নাভিদেশের ঊর্দ্ধ হৃদয়স্থান হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে প্রাণসংজ্ঞক বায়ু শব্দ উৎপন্ন করে, এই শব্দকে নাদ কহে।

সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে,—আকাশস্থিত অগ্নি হইতে মরুৎ, এই মরুৎ নাভির ঊর্দ্ধদেশে সম্যক্রূপ উচ্চার্য্যমান হইয়া মুখে যখন পরিস্ফুট হয়, তাহাকে নাদ কহে। এই নাদ প্রাণিভব, অপ্রাণিভব ও উভয়সম্ভব, এই তিন প্রকার। যাহা দেহাদি হইতে উৎপন্ন তাহা প্রাণিভব, বীণাদি হইতে যে নাদ উৎপন্ন হয়, তাহা অপ্রাণিভব। যাহা বংশাদি হইতে উৎপন্ন তাহাকে উভয়ভব কহে।

"আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেহভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ।
স চ প্রাণিভবোহপ্রাণিভবস্তোভয়সম্ভবঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

ব্রহ্মার যেস্থান উক্ত আছে, যাহা ব্রহ্মগ্রন্থিপদবাচ্য, তাহার মধ্যে প্রাণ অবস্থিত, এই প্রাণ হইতে বহ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, বহ্নি ও মারুত সংযোগে নাদ উৎপত্তি হয়। এই নাদ ব্যতীত গীত, স্বর ও রাগাদি কিছুই হয় না। এইজন্য জগৎ নাদাত্মক, অতএব নাদ বিনা জ্ঞান ও শিব কিছুই হয় না, একমাত্র নাদই পরজ্যোতি, এবং হরি স্বয়ং নাদরূপী।

"যদুক্তং ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিশ্চ যো মতঃ।
তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাদ্বহ্নিসমুদ্ভবঃ॥
বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে।
ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥

"নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরং হরিঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

নাদ সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ। সঙ্গীতদর্পণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—গীত, নৃত্য ও বাদ্য নাদাত্মক। নাদদ্বারা বর্ণ সকল পরিস্ফুট হয়, বর্ণ হইতে পদ এবং পদ হইতে বাক্য হয়, এই বাক্য সকলই ব্যবহার হইয়া থাকে। এইপ্রকারে জগৎ নাদাত্মক। এই নাদ দুই প্রকার, আহত ও অনাহত। ইহার মধ্যে অনাহত নাদ মুনিগণ উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা গুরূপদিষ্ট মাত্রেরই মুক্তিপ্রদ হয়। আহত নাদ শ্রুতি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নাদ ধর্মার্থকামমোক্ষের একমাত্র সাধন। সরস্বতীর অনুগ্রহে কম্বল ও অশ্বতর নামক নাগদ্বয় নাদবিদ্যা লাভ করিয়া মহাদেবের কুণ্ডলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পশু, শিশু ও মৃগপ্রভৃতি সকলেই নাদ দ্বারা পরিতোষ লাভ করে। নাদ মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে কেহই সমর্থ নহে।

সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে, নাদরূপ সমুদ্রের পরপার সরস্বতী অবগত নহেন। এইজন্য অদ্যাপি সরস্বতী মজ্জনভয়ে বক্ষঃস্থলে তুম্বী ধারণ করেন।

"নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি॥" (সঙ্গীতদ°)

নাদোৎপত্তিপ্রকার।—আত্মা কর্তৃক প্রেরিত চিত্ত দেহস্থিত অগ্নিকে আঘাত করে, পরে সেই অগ্নি ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত প্রাণকে প্রেরণ করে, সেই প্রাণ অগ্নিপ্রেরিত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধপথে বিচরণ করিতে করিতে নাভিতে অতি সূক্ষ্ম, হৃদয়ে সূক্ষ্ম, গলদেশে পুষ্ট, শীর্ষদেশে অপুষ্ট এবং বদনে কৃত্রিম এই পঞ্চপ্রকার নাদ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম এই পাঁচপ্রকার নাদ। আরও কথিত আছে, নকারের নাম প্রাণ এবং দকারকে অগ্নি কহে, প্রাণ ও অগ্নি সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম নাদ।

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবকপ্রেরিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
পুষ্টং শীর্ষে ত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥
নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥" (সঙ্গীতদ°)

এই নাদ যোগিসংবেদ্য, ইহার বিষয় হঠযোগদীপিকার ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এই নাদ অভ্যাস করিয়া যোগী সুখলাভ করিয়া থাকে। যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরা তত্ত্ববোধে অশক্ত, তাহারা এই নাদোপাসনা করিবে, গোরক্ষনাথ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

"অশক্যতত্ত্ববোধানাং মূঢ়ানামপি সংমতম্।
প্রোক্তং গোরক্ষনাথেন নাদোপাসনমুচ্যতে॥"
(হঠযোগদী° ৪।৬৫)

শ্রীআদিনাথ সপাদকোটি লয়প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই নাদোপাসনা একটী প্রধানতম।

যাঁহারা নাদোপাসনা করিবেন, তাঁহারা প্রথমে মুক্তাসনে স্থিত হইয়া শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন করিবেন এবং এই সময় একচিত্ত হইয়া অন্তঃস্থ নাদ দক্ষিণ কর্ণে শুনিবেন। এই সময় শ্রবণপুট, নয়নযুগল, ঘ্রাণ ও মুখের নিরোধ করিবেন। প্রথমতঃ যোগের চারিটী অবস্থা, যথা আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি। ইহার প্রথমাবস্থায় দেহে কোনরূপ আঘাত না হইলেও বিচিত্র ধ্বনি শ্রুত হয়, ইহাতে আনন্দ অনুভূত হয়।

যখন নাদ প্রথমে অভ্যাস করা হয়, তখন নানাবিধ মহান্ নাদ সকল শ্রুত হয়, ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে সূক্ষ্মতম হয়। প্রথমে সমুদ্র গর্জ্জন বা মেঘ ধ্বনি, ভেরী, ঝর্ঝর প্রভৃতির শব্দের ন্যায়, মধ্যসময়ে মর্দ্দল, শঙ্খ, ঘণ্টা বা কাহলজ ধ্বনিবৎ শব্দ, শেষ সময়ে কিঙ্কিণী, বংশ, বীণা ও ভ্রমরধ্বনিবৎ নাদ শ্রুত হয়। এই প্রকার নানাবিধ ধ্বনির মধ্যে যাহাতে চিত্তবিশেষ আকর্ষিত হয়, সেই নাদ লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই চিত্ত স্থির করিবে। চিত্ত নাদাসক্ত হইলে আর বিষয়রসে বিমোহিত হয় না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই চিত্ত স্থির হয়। তখন চিত্ত একাগ্র হইয়া নাদের অনুসন্ধান করিতে থাকে। নাদে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং পরে নাদেই লীন হয়।

ধ্বনির অন্তর্গত জ্ঞেয়, এবং জ্ঞেয়ের অন্তর্গত মন, ক্রমে যখন বিষ্ণুর পরমপদে লীন হয়, তখন সেই নিঃশব্দই পরব্রহ্ম। এইরূপ অবস্থা হইলে, এই যোগের চরমাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বদা এইরূপ নাদানুসন্ধানে পাপসমূহ ক্ষীণ হয়, চিত্ত ও প্রাণ নিরঞ্জনে লীন হয়। তখন শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতির কিছুই শব্দ শোনা যায় না। চিন্তা সকল বিদূরিত হয়, সকল অবস্থার তিরোধান হয়, দেহকাষ্ঠের ন্যায়, যোগী মৃতবৎ অবস্থান করিতে থাকে, এইরূপ অবস্থা হইলে মুক্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে।
(হঠযোগপ্র° ৪ অ°)

৪ অনামখ্যাত মুনিবিশেষ। ইনি ঈশ্বর মুনির পুত্র। ইনি জ্ঞানতত্ত্ব ও যোগরহস্য নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দাক্ষিণাত্য ইহার জন্মস্থান।

৫ স্তোতা। (নিঘণ্টু) ৬ নকারাভিব্যঞ্জক কর্ণমূলীয়সংযোগবিভাগ। "নাদবৃদ্ধিপরা" (জৈমিনি° ১।১।১৭)

নাদজ (ত্রি) নাদাৎ জায়তে জন-ড। নাদ হইতে যাহা জন্মে।

নাদতা (স্ত্রী) নাদস্ত ভাবঃ নাদ-তল্-টাপ্। শব্দত্ব, শব্দের গুণ।

নাদনঘাট, বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার একটী গ্রাম। বাণিজ্য নিমিত্ত খ্যাত।

নাদপুরাণ (ক্লী) উপপুরাণ ভেদ।

নাদমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি কেবল উর্দ্ধদিকে করিলে নাদমুদ্রা হয়।

"মুষ্টিরূর্দ্ধীকৃতাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণা নাদমুদ্রিকাঃ॥" (তন্ত্রসা°)

নাদবৎ (ত্রি) নাদো বাহ্যপ্রযত্নভেদ উচ্চারণে সাধনতয়াহস্ত্যস্ত নাদ-মতুপ্ মস্ত ব। নাদরূপ বাহ্যপ্রযত্নোচ্চার্য্য বর্গভব দ্বিতীয় বর্ণাদি।

"ঘোষবতো নাদবতো মহাপ্রাণস্ত" (সিদ্ধান্তকৌ°)

২ শব্দযুক্ত।

নাদবিন্দূপনিষদ্ (স্ত্রী) আথর্ব্বণ উপনিষদ্ভেদ।

নাদস্থর, ভোরবাজ্যের কোঙ্কণ বিভাগের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৮° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২১´ পূঃ। এখানে পর্ব্বতোপরি কতিপয় স্বভাবজ ও কৃত্রিম কূপ আছে। ইহার একটী কূপের দেওয়ালের উপর পালিভাষায় দুই ছত্র শিলালিপি আছে।

নাদি, নাদি আলি মৈদনী, জাহাঙ্গীরের একজন সৈন্তাধ্যক্ষ। ইনি ১০২৭ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

নাদিক (পুং) দেশভেদ।

নাদিগ, না-হী অর্থাৎ এক শ্রেণীর নাপিত। বোম্বাই প্রদেশে সর্ব্বত্রই নাদিগশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চারিটী সম্প্রদায় আছে—লিঙ্গায়ত, মরাঠা, রাজপুত ও সজ্জন।

ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা, পোষাক, পরিচ্ছদ রীতিনীতি এবং ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ পৃথক্। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ক্ষৌরকার্য্য। কিন্তু অনেকে আবার কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে।

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধানতঃ বিজাপুর অঞ্চলে বাস। তাহাদের মতে, হুরপদমপ্পা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। বাসবেশ্বর তাহার সন্তানদিগকে ক্ষৌর করিবার জন্ত হরপদমপ্পাকে নির্দ্দেশ করেন। ইহারা প্রথমে লিঙ্গায়ত ভিন্ন অন্ত কাহাকেও ক্ষৌর করিত না। কিন্তু এখন আর সে নিয়ম প্রতিপালিত হয় না।

ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা মল্লিকার্জ্জুন, বাসবর ইত্যাদি। ইহাদের পুরোহিতদিগকে জঙ্গম বলা হয়। ইহারা শিবরাত্রি, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি হিন্দুপর্ব্ব পালন করিয়া থাকে।

নাদিগর, দাক্ষিণাত্যবাসী এক শ্রেণীর নাপিত। ধারবার জেলার সর্ব্বত্রই ইহাদের বাস। মরাঠা, লিঙ্গায়ত, মুসলমান ও ভারতবর্ষের কতিপয় পরদেশী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাদের মধ্যে লিঙ্গায়ত শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক।

নাদিন্ (ত্রি) নদ-ণিনি। ১ শব্দকারী, নাদকারী। ২ কালঞ্জর গিরিতে উৎপন্ন জাতিস্মর সপ্ত মৃগ মধ্যে সপ্তম মৃগ।

ইহার বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

বিশ্বামিত্রের পুত্র গর্গের নিকট বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, খসৃম ও পিতৃবর্ত্তী এই সাতটী শিষ্য অধ্যয়ন করিত। ইহারা প্রতিদিন এক সবৎসা দুগ্ধবতী কপিলাকে চরাইবার জন্ত বনে লইয়া যাইত। একদা ইহারা পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাল্যবশতঃ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইলে গুরুর গাভী হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ইহাদের মধ্যে কবি ও খসৃম নামে দুই ভাই এই অকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহারা কর্ণপাত না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশে তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া হনন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। পরে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, আপনার গাভী শার্দ্দূলে ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু সরলচিত্তে শিষ্যের কথায় বিশ্বাস করিলেন। ইহারা এই পাপে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। পরে কালঞ্জর পর্ব্বতে ইহারা ৭ জন মৃগরূপ ধারণ করিয়া জন্ম করে। ইহারা জাতিস্মর। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ হরিবংশ ২১।২২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।] (ত্রি) ৩ নাদযুক্ত।

নাদিরশাহ, পারস্তদেশের অন্তর্গত খোরাসান নামক স্থানে নাদিরশাহ ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নাম নাদিরকুলিখাঁ। কেহ কেহ তাঁহাকে তহ্মস্পকুলি খাঁ (পারস্তের অদ্বিতীয় যোদ্ধা) বলিত। মির্জা-মহদী-রচিত নাদিরের জীবন চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তুরুষ্কদেশ হইতে শাহ ইস্মাইল্ সফির রাজত্বকালে, সাতটী জাতি খোরাসানে যাইয়া বাস করে। তন্মধ্যে 'অওসর' একটী। 'অওসর' শব্দের অর্থ 'যে একত্র করিয়া রাখে'। নাদির এই অওসরের করকালী শাখা হইতে উদ্ভূত। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের শৌর্য্য ও বীর্য্য দর্শন করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি 'অওসর' শব্দটী সার্থক করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাল্যজীবনের ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে বুঝা যায়, তিনি পরিণামে অসাধারণ কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া জগতের যাবতীয় লোককে চমৎকৃত করিবেন।

নাদিরকুলি সামান্ত একজন মেষপালকের সন্তান। নেপোলিয়ান যেরূপ সামান্ত দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশাল ফরাসীরাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তদ্রূপ ইনিও মেষপালকের গৃহে জন্মিয়া পারস্ত, আফগানিস্তান প্রভৃতির সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সতের বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে উজবক্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। চারি বৎসরকাল অতি কষ্টে পরাধীন অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া,

সুচতুর বীরবর নাদির কৌশলক্রমে তথা হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া খোরাসানরাজের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে নাদির বিশেষ রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া তাতারদিগকে পরাভব করিয়াছিলেন। কিন্তু খোরাসানরাজ তাহার গুণের মর্ম্ম বুঝিলেন না, তিনি তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন না। আশানুযায়ী পুরস্কার না পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে অসন্তভাবের উদয় হইল। অধীনতা আর ভাল লাগিল না।

নাদিরশাহ।

বীরপুরুষের হৃদয়ে স্বাধীনতালিপ্সা উদিত হইল। তিনি পিতার কএকটী মেষ বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিলেন এবং কএকজন অসম সাহসিক লোক সংগ্রহ করিলেন। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনি দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যূন ৬০০০ ছয়হাজার অনুচর তাঁহার দলভুক্ত হইল। তাহাদের প্রাণের মমতা নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, দয়া ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানিত না। নিরাশ্রয় নিরুপায় যাত্রীদিগের অর্থাদি লুণ্ঠন করিয়া নাদির সদলে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ হোসেন শাহ খিলজীরাজ মাহ্মুদের হস্তে খোরাসান অর্পণ করেন। ঐ সময়ে ইস্পাহানও তাঁহার হস্তগত হয়। কিন্তু হোসেনের পুত্র ২য় শাহ তুহমস্প ইস্পাহান হইতে পলায়ন করিয়া কাস্পিয়ান হ্রদের তীরস্থ নিভৃত

স্থানে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সম্রাট্‌পুত্র নাদিরশাহের শরণাপন্ন হইলেন। নাদির বিপুল বিক্রমের সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে খোরাসান উদ্ধার করিলেন এবং ১৭৩০ খৃঃ অব্দে ইস্পাহান নগরে তহ্‌মস্পকে পারস্য-সিংহাসনে বসাইলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক খিলজীর ও মাহ্‌মুদখাঁর পুত্র আসরফের প্রাণসংহার করিয়া নাদির তুর্ক-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তুর্কীদের নিকট হইতে তাব্রিজ পুনরধিকার করিলেন এবং আবদালিদের বিদ্রোহ দমন করিয়া লইলেন। সমস্ত আবদালিই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। ইহার কিছুকাল পরে, তিনি সুন্নীমত গ্রহণ করেন এবং আবদালিরা নাদিরের বিশেষ অনুগত অনুচর হইল।

নাদিরকুলি আফগানস্তান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তহ্‌মস্প শাহ তুর্কীদিগের সহিত একটী সন্ধি করিয়াছেন। তহ্‌মস্পের এই রাজকীয় ক্ষমতা তাঁহার চক্ষে সহ্য হইল না। তিনি ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং ১৭৩২ খৃঃ অব্দে ছয়মাস বয়স্ক স্বীয় পুত্রসন্তানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে 'শাহ' অর্থাৎ 'রাজা' উপাধি দিয়া পুত্রকে ৩য় অব্বাস নামে অভিহিত করিলেন। এই সর্ব্বসাধারণের বাঞ্ছিত গৌরবস্পর্দ্ধী উপাধি লাভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তুর্কী ও রুষদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহারা পারস্যের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল, তিনি সেই সমস্ত গ্রহণানন্তর তুরুস্কদিগের সহিত (১৭৩৬ খৃঃ অব্দে) সন্ধি স্থাপন করেন। ঐ বর্ষে তাঁহার শিশু সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হয়। অনন্তর নাদিরের মনে কিরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তিনি আন্তরিক ভাব সযত্নে গোপন করিয়া বাহিরে রাজা উপাধি-গ্রহণের অনিচ্ছা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ওমরাহগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে "শাহ" বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কথিত আছে, মোঘানের সমতলক্ষেত্রে সমুদয় রাজকর্ম্মচারী ও লক্ষাধিক লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি প্রথমে কিছুতেই তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অনন্তর সমস্ত পারস্যদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার অবলম্বিত সুন্নীমত প্রচলিত হইবে, সকলে এরূপ অঙ্গীকার করায় তিনি রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাটী ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ২৬এ ফেব্রুয়ারী প্রাতে বেলা ৮-২০ মিনিটের সময় সংঘটিত হয়।

এইরূপে উন্নতিসোপান অতিক্রম করিয়া নাদিরশাহ উন্নতিশিখরে পৌঁছিলেন। এখন যুদ্ধ ব্যতীত এরূপ উচ্চাসন রক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া তিনি বহুবল সংগ্রহপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। প্রথমেই কান্দাহার তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। অশীতিসহস্র সৈন্য লইয়া নাদির শাহ কান্দাহার অবরোধ করিলেন। এই সময়ে আবদালিরা তাঁহার যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু কান্দাহার জয় করা সহজ ব্যাপার নহে। এ সমস্ত সুবিধা স্বত্বেও তাঁহাকে এক বৎসর কাল অবরোধ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং অনেকবার তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন। অবশেষে নগরবাসীরা অবসন্ন হইয়া ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যস্থিত বহুসংখ্যক লোককে আপন সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

নাদির শাহ যখন আফগানদিগের সহিত এইরূপ যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি ভারতের অধীশ্বর মহম্মদ শাহের নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করেন। "পলাতক আফগানেরা ভারতবর্ষে আশ্রয় না পায়" এই বার্ত্তা দূত দিল্লীশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করিল। পারস্যরাজের প্রার্থনা দিল্লীশ্বর গ্রাহ্য করিলেন না। এমন কি তাঁহার একজন দূত পথিমধ্যে আফগানকর্ত্তৃক নিহত হইল। এরূপ গর্হিত ব্যবহার-দর্শনে নাদিরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পলায়নপর আফগানদিগকে তাড়াইয়া গজনী ও কাবুল অধিকার করিয়া (১৭৩৮ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে ভারতের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল-সম্রাটের দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত মহারাষ্ট্রগণের আধিপত্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহম্মদ শাহ রাজকার্য্যপরাঙ্মুখ ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। নাদির শাহের আগমন-আশঙ্কা ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হয় নাই। এদিকে নাদির শাহ পথিমধ্যে একদল মাত্র সামান্য সেনা পরাভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তথায় নৌকার সেতু করিয়া নদীপার হইয়া পঞ্জাবের মধ্যদেশ দিয়া দিল্লী হইতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিতি করিলেন।

১৭৩৯ খৃঃ অব্দে কর্ণালে ভারতসৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য সমরক্ষেত্রে শায়িত হইল। প্রধান সেনাপতি খান্-ই-দওরান্ নিহত হইলেন এবং অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি পারস্যরাজ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন।

মহম্মদ শাহ দেখিলেন যে, নাদির শাহের সহিত যুদ্ধে জয় লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রথমে অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আসফ-জাহকে পারস্তরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর পারিষদগণ সঙ্গে করিয়া স্বয়ং নাদিরশাহের নিকট উপস্থিত হইলেন।

নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সৈন্যগণকে নগরে শান্তিরক্ষা ও প্রজাগণকে রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে জনরব উঠিল যে নাদিরশাহের মৃত্যু হইয়াছে। এই মিথ্যা জনরবে বিশ্বাস করিয়া অবিবেচক ব্যক্তিরা পারস্য-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল এবং প্রায় সাত শত সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

নাদির শাহ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর অনবরত শিলাখণ্ড ও তীরবর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটী গুলিবর্ষণ করা হয়, সৌভাগ্যক্রমে উক্ত গুলি বাদশাহের গায়ে না লাগিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত জনৈক ওমরাহের শরীরে বিদ্ধ হয়। এই ঘটনায় তাঁহার নির্ব্বাপিত ক্রোধাগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইল। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। আদেশ হইল যে, "সকলকে নিহত কর।" তাঁহার আদেশানুসারে শোণিতপ্রিয় নিষ্ঠুর সৈন্যগণ আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে সকলকেই হত্যা করিতে লাগিল।

সৈন্যদিগের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিতেছিল। লুণ্ঠন-লিপ্সা ও পাশববৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়াছিল। তাহারা নগরে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক অসহায় নগরবাসীদিগকে অম্লান-চিত্তে শাণিত তরবারিমুখে নিপাতিত করিতে লাগিল। নাদির-নামায় দেখা যায় যে, ৩০০০০ লোক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১২০০০০এর অনধিক লোক এই বিপ্লবে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই নৃশংস ব্যাপার চলিয়াছিল।

নাদির শাহ এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করিয়া একাকী একটী সামান্য মস্‌জিদে বসিয়া রহিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে যায় এমন সাহস কার? কিন্তু মহম্মদ শাহ অকুতোভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, "আমার অধিকৃতদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।" নাদিরশাহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হত্যাকাণ্ড নিবারণের আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা মাত্র সেই সুশিক্ষিত সৈন্যগণ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইল। নাদির শাহ অনন্তর রাজকোষস্থ ধনরত্ন ও ময়ূরাসন গ্রহণ করিলেন ও সাধারণের নিকট হইতে মৃত্যুভয় দেখাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে ৮১৯ কোটি টাকা গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত অনেক স্বর্ণমুদ্রা, রূপার বাসন, মণিমুক্তা, হস্তী, অশ্ব এবং কারুকার্য্যপটু লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলেন যে, সিন্ধুনদের পশ্চিম পার নাদির শাহের দখলে থাকিবে। এইরূপ নাদির তৈমুর বংশের একটী কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া মহম্মদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন ও স্বহস্তে তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজ-মুকুট অর্পণ করিলেন। মহাবীর নাদির আটান্ন দিন দিল্লীতে যাপন করিয়া প্রত্যাগমনকালে মহম্মদশাহকে রাজনীতিবিষয়ক নানাপ্রকার উপদেশপ্রদানপূর্ব্বক পারস্তরাজ্যে গমন করেন।

ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া আসিলে পারস্যদেশীয় প্রজারা বিপুল হর্ষ প্রকাশ করে। তাহাদের আশা নিষ্ফল হয় নাই। নাদির তিন বৎসরের জন্য তাহাদের কর রহিত করিলেন। ইহার পর নাদির খিবা, বোখরা ও খারিজম্ রাজ্য দখল করেন। পাঁচবৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্চ রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন।*

তিনি আফ্‌গানদিগের হস্ত হইতে কেবল পারস্য দেশমুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। উত্তরে অক্‌সস নদী ও পূর্ব্বে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তিনি পারস্যরাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তুর্ক-দিগের প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনবার তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাহারা তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেতিস্ নদীর নিকট থাকিতে না পারে ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। সেই জন্যই অন্য কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লেজ্‌গি তাতারগণ নাদিরের ভ্রাতা ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়াছিল, নাদির তাহারই প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নাদিরশাহ পারসিকদিগকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রেজাকুলির প্রতি অধিকতর সন্দিহান ছিলেন। কথিত আছে, এক-দিন নাদিরশাহ অরণ্য মধ্যে শীকার করিতেছেন, এমন সময়ে জঙ্গলের অন্তরাল হইতে একটী গুলি তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয়। অবশ্যই কোন গুপ্তচর এই কার্য্য করিয়া-ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্রকে দোষী স্থির করিয়া তাঁহার নয়ন উৎপাটিত করেন। সভাসদগণ রেজাকুলির নিমিত্ত যথেষ্ট অনুনয়বিনয়পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ঔদ্ধত্য ও পরুষ ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। নগর

* আফগানের দুই রাজা আসরাফ ও হোসেন, বোখরার রাজা আবুল ফয়জি, খারিজমের রাজা এলবর্জ এবং দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ।

মধ্যে নরমুণ্ড স্তূপাকারে স্থাপিত হইল। শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। উৎপাটিত নয়নমালা রাশিকৃত হইয়া রহিল। লোক সমস্ত জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণবদনে কালাতিপাত করিতে লাগিল। নগর মরুভূমিতে পরিণত হইল।

জীবনের শেষ অবস্থায় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নাদিরের রাগের মাত্রা এত অধিক চড়িয়া উঠিয়াছিল যে, অবশেষে তাহা উন্মত্ততায় পরিণত হইল। একদিন যাইতে যাইতে হঠাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় সৈন্যদল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। মস্তিষ্কের এইরূপ চাঞ্চল্যবশতঃ আফগানদিগকে রাজকার্য্যে এবং যুদ্ধার্থে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। তাঁহার এই সমস্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রজাবর্গ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। ওমরাহগণের ষড়যন্ত্রে (১৭৪৭ খৃঃ অব্দে) রবিবার ১০ই মে নিশীথ সময়ে তাঁহার নিকটাত্মীয় আলিকুলী-খাঁ তাঁহার বাসভবনে প্রবেশ করিয়া দুর্দান্ত শাহকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। এই আলিকুলী 'আদিল শাহ' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নাদিরের ত্রয়োদশটী পুত্রপৌত্রাদির প্রাণ সংহার করেন। কেবলমাত্র রেজা কুলীর চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র শাহরুক্ পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

নাদিরী, ইনি একজন কবি ছিলেন। ১০০০ হিজরীতে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এই মাত্র জানা যায়। দাবিস্তানী লিখিয়াছেন, ঐ নামে তিনজন কবি ছিলেন। ১ম সমরকন্দবাসী, হুমায়ুনের রাজত্বকালে ইনি ভারতবর্ষে আসেন। ২য় সুস্তারের নাদিরী এবং ৩য় শিয়ালকোটের নাদিরী।

নাদেন্দল, কৃষ্ণাজেলায় নরসরাবুপেত তালুকের ৮ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি মন্দির আছে ও তদুপরি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত অনেক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। শিলালিপিগুলি দুর্বোধ্য।

নাদেয় (ক্লী) নদ্যা নাদস্য বা ইদং তত্র ভবং বা নদী বা নদ-ঢক্। ১ সৈন্ধবলবণ। ২ সৌবীরাঞ্জন। (ত্রি) ৩ নদীনদ সম্বন্ধী জলাদি।

"নাদেয়ং নাদেয়ং শরদি বসন্তে চ নাদেয়ম্।
পানীয়ং পানীয়ং শরদি বসন্তে চ পানীয়ম্॥"
(বৈদ্যক রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণ)

নদী বা নদজলকে নাদেয় কহে।

"নদ্যা নদস্য বা নীরং নাদেয়মিতি কীর্ত্তিতম্।" (ভাবপ্র°)

ইহার জলগুণ রুক্ষ, বাতল, লঘু, দীপন, বিশদ, কটু, কফ ও পিত্তনাশক। (ভাবপ্র°) (পুং) ৪ কাশতৃণ। ৫ বানীর বৃক্ষ।

নাদেয়ী (স্ত্রী) নদী-ঢক্, ততোঙীষ্। ১ অম্বুবেতস। ২ ভূমিজম্বুক। ৩ বৈজয়ন্তিকা। ৪ নাগরঙ্গ। ৫ জবা। ৬ বাজুষ্ঠ। ৭ অগ্নিমন্থ, পর্য্যায়—জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা। (ভাবপ্র°)

'নাদেয়ী নাগরঙ্গে স্যাৎ জয়ায়ামম্বুবেতসে।
ভূমিজম্বাং জবায়াঞ্চ বাজুষ্ঠে চ সমীক্ষ্যতে॥' (মেদিনী)

নাদেশ্বর (ক্লী) কাশীস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

"নাদেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ কৈঃ কৈর্নাপি সুচিন্তিতম্।
তস্মাৎ কাশ্যাং প্রযত্নেন সেব্যো নাদেশ্বরো নৃভিঃ॥"
(কাশীখ° ৩২অ°)

নাদোম্পুর, চট্টগ্রামের একটী প্রধান বন্দর।

নাদোল, যোধপুরের অন্তর্গত একটী নগর। মাহ্মুদের সোমনাথ-যাত্রার সময় নাদোলের রাজা রায় লাখা অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করেন। এই স্থানে মহাবীরের একটী অতি মনোহর মন্দির আছে এবং 'চন্ন বাওলি' নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আছে।

চৌলুক্যবংশীয় রাজারা অনেক জমি দান করেন, তন্মধ্যে কুমারপাল প্রদত্ত শাসনের নাম 'নাদোল'।

নাদৌন, পঞ্জাবে কাঙ্গড়া জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩১° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৯´ পূঃ এবং কাঙ্গড়া সহরের ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা যোধবীরচাঁদ এই স্থানে আপন রাজধানী করেন। রাজা সংসারচাঁদের এই স্থানটী অতি প্রিয় ছিল। তিনি উক্ত নগরের এক মাইল দূরে নদীর তীরে আমতার নামক স্থানে এক বিচিত্র রাজবাটী নির্ম্মাণ করান। এখানে সাবান প্রস্তুত হয় এবং নানাবিধ বংশের বাঁশী সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হয়।

নাদ্য (ত্রি) নদ্যাং ভবঃ বেদে ঢ্যণ্। নদীভব।

"চলো দধীত নাদ্যো গিরো মে।" (ঋক্ ২।৩৫।১)
'নাদ্যো নদীভবো' (সায়ণ)

নাধ, নাথ, প্রভু, স্বামী। ভ্বাদিগণীয়, আত্মনেপদী, অকর্ম্মক, সেট্। লট নাধতে। লোট্ নাধতাং। লিট্ ননাধে। লুঙ্ অনাধিষ্ট, অনাধিষাতাং অনাধিষত। নাধ্ নাধ ধাতু ণিচ্ অণ্ নাধৎ, অননাধত। কাহার কাহারও মতে এই ধাতু ণোপদেশ হইলেও কারণ থাকিলে ণত্ব হইবে। যথা—'প্রণাধতে' এই স্থলে রকারের পর নাধ্ ধাতুর নকারের ণত্ব হইল।

নানক (গুরু), ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে, (সম্বৎ ১৫২৬) লাহোরে সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীতীরস্থ তলবন্দী গ্রামে (বর্ত্তমান রায়পুরে) গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় বহ্লোল লোদী দিল্লীর অধীশ্বর। নানকের পিতার নাম কালু।

ইনি ছত্রীদিগের মধ্যে বেদিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইরাবতী ও চন্দ্রভাগানদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে তৎকালে জাট ও ভট্টি নামক দুই জাতীয় লোক বাস করিত। উহাদের মধ্যে ভট্টিরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। তুলবন্দীগ্রাম তখন রায়বুলার নামে ভট্টিজাতীয় এক শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন ছিল। যে গৃহে নানক জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে 'নানকানা' কহে এবং সকলে সেই স্থানে উপাসনা করিয়া থাকে। ইহার অতি নিকটে একটী পুষ্করিণী আছে, উহাকে সাধারণে 'লালকেরা' কহে এবং কথিত আছে, নানক শিশুকালে এই স্থানে ক্রীড়া করিতেন।

নানক শিখদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। শিশুকাল হইতেই তিনি পরিমিতভাষী ছিলেন, এমন কি বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন, স্বীয় সহচরদিগের সহিতও বাক্যালাপ করিতেন না। খাদ্যের উপর তাঁহার বিশেষ স্পৃহা ছিল না এবং সর্ব্বদাই প্রায় বিমর্ষ ও চিন্তাশীল অবস্থায় দিনযাপন করিতেন। ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার ধর্ম্মে অতিশয় আসক্তি ছিল এবং ধর্ম্মচিন্তাবিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত।

কথিত আছে, কোন ফকিরের উপাসনাবলে নানকের জন্ম হয় এবং সেই ফকির বলিয়াছিলেন যে, এই নানক কালক্রমে পৃথিবীমধ্যে একজন প্রধান লোক বলিয়া খ্যাত হইবেন।

ফকিরের উপাসনাহেতু নানক প্রসূত হইয়াছেন, এই বিশ্বাসে, কালু নানকের অস্বাভাবিক বিমর্ষতার কারণ নির্দ্দেশ জন্য তাঁহাকে এক বৈদ্যের নিকট লইয়া যান ও তাঁহার জন্য ঔষধব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎকালে ঈশ্বরানুগৃহীত শিশু নানক চিকিৎসককে এই কথা বলিয়াছিলেন, "যে জগদীশ্বর আমাদিগকে জীবন, বলবীর্য্য ও বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি এই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, সেই ঈশ্বর-বিরহে যে কাতর, নিশ্চয়ই কোন পার্থিব ঔষধে তাহার কোন প্রতিকার হইবে না।" বৈদ্য শিশুর অনৈসর্গিক বাক্যপরম্পরা শ্রুত হইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং একাকী নির্জ্জন বাস করাই যে তাঁহার রোগোপশমের একমাত্র উপায়, ইহা কালুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

সপ্তম বর্ষ বয়সে নানক প্রথম বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার পণ্ডিত মহাশয় যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতেন, তখন তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন ও সময়ে সময়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষকও অতি কষ্টে তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেন না। ঈশ্বর যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বিশ্বাস, অতি শিশুকাল হইতে নানকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সয়দ্‌হুসেন-মুতাখরিণের প্রণেতার মতে, নানক একজন মুসলমান মৌলবির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মৌলবি তলবন্দীবাসী ছিলেন ও মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

নানকের জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জনবাস ও ধর্ম্ম-চিন্তায় অতিবাহিত হয়। সহচর ও সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ থাকিবার মানসে, তিনি অতি শৈশবেই মধ্যে মধ্যে স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গহনকাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইতেন। সময়ে সময়ে এই কাননবাস এত দীর্ঘকালব্যাপী হইত যে, তাঁহার পিতামাতা মনে করিতেন, হয়ত তিনি কাননে পথহারা হইয়াছেন অথবা হিংস্রক জন্তুগণ তাঁহাকে উদরসাৎ করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইত যে, তিনি ফকিরবেশে নিশ্চিন্তভাবে ভ্রমণ করিতেছেন।

নানক নবম বর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত উপবীত ধারণ করাইবার জন্য পুরোহিত আনাইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া পাঠান। সকলে সমবেত হইলে উপনয়নের পূর্ব্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের পর, পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু নানক বলিয়াছিলেন, 'উপবীত ধারণে তাঁহার অবস্থা কিছু মাত্র উন্নত হইবে না।' এই সম্বন্ধে তিনি দর্শনসম্মত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তর্কে নিরুত্তর হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। তাহার একস্থানের অনুবাদ এইরূপ—

"মনুষ্য ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া আত্মা উন্নত করুক। তাঁহার প্রশংসাই শ্রেষ্ঠ উপবীত। যিনি একবার এই উপবীত ধারণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইবার অধিকারী এবং এই উপবীত আর তিনি ছিঁড়িতে পারেন না।"

নানক পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে, তাঁহার পিতা দোকানদারের কার্য্য শিখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে চল্লিশ টাকা দিয়া লবণ ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন ও বালা নামক একটী চাকরকে তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন। নানক তাঁহার পিতার কথিত গ্রামে লবণ আনিতে চলিলেন, যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একদল ক্ষুৎপীড়িত ফকির দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দয়া হইল। তাহারা ক্ষুধায় এরূপ কাতর হইয়াছিল যে, কেবল মাত্র সঙ্কেত ভিন্ন বাক্যদ্বারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না।

নানক তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত ৪০৲ টাকার খাদ্য খরিদ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অর্থের ঐরূপ অপব্যয়-হেতু তাঁহার চাকর তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি যাহা খরিদ করিলাম, পরজন্মে ইহার উপ-

স্বখ ভোগ করিব। মনুষ্যের সহিত ক্রয় বিক্রয়ে যে লাভ, ঈশ্বরের সহিত ক্রয় বিক্রয়ে তদপেক্ষা অধিক লাভ।"

নানক বাটী প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিতার ভয়ে একটী বৃক্ষের শাখায় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। কালু অর্থের অপব্যবহার শুনিয়া পুত্রকে যথেষ্ট প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রায়-বুলার পূর্ব্ব হইতেই নানককে চিনিয়াছিলেন, এজন্য তিনি নিজে ৪০৲ টাকা দিয়া নানকের পিতার ক্রোধাপনোদন করেন। যে বৃক্ষের অন্তরালে নানক লুকাইয়া ছিলেন, ঐ বৃক্ষটী এখনও জীবিত আছে। উহার নাম 'মালসাহেব' এবং উহার শাখাগুলি অবনত মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে। পিতা কর্ত্তৃক বারংবার তাড়িত, ভৎর্সিত ও দণ্ডিত হইলেও নানক তাঁহার স্বভাবজাত বদান্যতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুযোগ মতে পিতৃভবন হইতে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তাঁহার পিতা এক সময়ে পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া সুলতানপুরে তাঁহাকে একখানি দোকান প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য তিনি ক্রমশঃ ফকিরদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে নানক দোকান খুলেন, তাহার নাম 'হাটসাহেব' এবং তিনি যে সমস্ত বস্তুতে ওজন বা দ্রব্যাদি মাপ করিতেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নানকের শিষ্যেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্যপূজা করিয়া থাকে।

সাংসারিক দ্রব্যাদি রক্ষা সম্বন্ধে নানকের ঐকান্তিক শিথিলতাদর্শনে বিবাহ দ্বারা এই অনাস্থার তিরোধান সম্ভব মনে করিয়া, নানকের পিতা তাঁহাকে ষোড়শবর্ষ বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। গুরুদাসপুর জেলায় বতালার অন্তর্গত লাখোকীর অধিবাসী, ছত্রীবংশীয় মূলার কন্যা সুলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। বিবাহিত হইয়াও নানক তাঁহার ভ্রমণস্বভাব এবং ফকিরদিগের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নানকী নাম্নী নানকের এক ভগিনী ছিলেন। জয়রাম নামক এক হিন্দুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই জয়রাম দিল্লীশ্বর বহ্লোল লোদীর আত্মীয় নবাব দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পঞ্জাবে কপূর্রতলার নিকটবর্ত্তী সুলতানপুর নামক স্থানে দৌলতখাঁর বিশাল জায়গীর ছিল। উক্ত নবাবের অধীনে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে নানক জয়রামের নিকট প্রেরিত হন। নবাব তাঁহার উপর অতিথিশালার রক্ষাভার অর্পণ করেন। কিন্তু তিনি এরূপ উদারতার সহিত দরিদ্রদিগকে দান করিতে থাকেন যে অল্পকাল মধ্যেই উক্ত অতিথিশালার সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া যায়। যাহাহউক অল্পকাল মধ্যেই তিনি দৌলত খাঁর নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

দৌলতখাঁর নিকট কার্য্য করার সময়, ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রীচাঁদ। তাহার চারি বৎসর পরে লক্ষ্মীদাস নামে তাহার আর একটী পুত্র হয়। লক্ষ্মীদাস যখন অত্যন্ত শিশু, তখন নানক সংসারের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ফকিরবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মর্‌দানা নামক এক বীণা বাদক, লহনা (যিনি পরিশেষে নানকের উত্তরাধিকারী হন), বালা ও রামদাস এই চারি ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিলেন।

ঈশ্বরের প্রশস্তি-উদ্দেশে নানক যে সমস্ত পদ্য রচনা করিতেন অথবা শিষ্যদিগকে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিতেন, মর্‌দানা তাহা বীণায় বাজাইতেন। কথিত আছে, তিনি ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ, পারস্য, কাবুল এবং এসিয়ার অন্যান্য স্থানে, ও এমন কি মক্কা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

নানাস্থান পরিভ্রমণের পর, নানক গুজরান্‌বালার অন্তঃপাতী আমনাবাদ নামক স্থানে লালু নামক এক সূত্রধরের সহিত কিছুকাল বাস করেন। মর্‌দানা পরিবারদিগকে দর্শন-লালসায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, রায়-বুলার, নানকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মর্‌দানাকে দিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। নানক অল্পকাল মধ্যেই তলবন্দীগ্রামে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পিতা, মাতা, শ্বশুর, খুড়া ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তথায় আসিয়া, তাঁহাকে ফকির বেশ পরিত্যাগ করাইয়া সংসারী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা, মাতা, পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়েরা অজস্র অশ্রুমোচন করিয়াও তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি উপদেশচ্ছলে তাঁহাদিগকে যে সমস্ত শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। "ক্ষমা আমার মাতা, ধৈর্য্য পিতা এবং সত্য খুল্লতাত। ইহাদের সাহায্যে আমি মনঃসংযম শিক্ষা করিয়াছি।

২। "লালু! এই উপদেশ শ্রবণ কর;—যাহারা সংসারবন্ধনে আবদ্ধ, তাহারা কি কখন সুখী হইতে পারে?

৩। "হে ভ্রাতঃ! সুশীলতা আমার সহচর; যথার্থ প্রেম আমার পুত্র; সহিষ্ণুতা আমার কন্যা; ইহাদের সহবাসে আমি সুখে কালযাপন করিতেছি।

৪। "সান্ত্বনা আমার চিরসঙ্গিনী (স্ত্রী); জিতেন্দ্রিয়তা আমার দাসকন্যা; ইহারাই আমার অতি প্রিয় আত্মীয়। ইহারা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার সহিত বাস করিতেছে।

৫। "যে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া-

ছেন, তিনিই আমার প্রভু। যে ব্যক্তি সেই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া, অন্তকে অনুসন্ধান করে, তাহাকে যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হয়।"

রায়-বুলার, তাঁহার এই সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাঁহার প্রাণশুদ্ধতা ও অমানুষিক ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এজন্ত তাঁহাকে তলবন্দীগ্রামে বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা আদৌ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার খুল্লতাত লালু ঘোড়ার ব্যবসায় করিবার জন্ত তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিলে তিনি তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়া এই ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "শাস্ত্রপথ অনুসরণ করিয়া, সত্যরূপ অশ্বের ব্যবসায় করুন। আপনার খাদ্যের জন্ত সৎকার্য্যানুষ্ঠান করুন। এই কথা গুলিকে অসার উপন্যাস মনে করিবেন না। ঈশ্বররাজ্যে যাইবার পথ প্রস্তুত করুন, কারণ তথায় গমন করিলে চিরসুখ ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।"

তদনন্তর তিনি পুনরায় দেশপর্য্যটন জন্ত বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ ও তত্রত্য গিরি-শ্রেণী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই গিরিভ্রমণ সময়ে প্রসিদ্ধ যোগীবর গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আফগানিস্তান ভ্রমণকালে মর্দানার মৃত্যু হইলে তিনি বতালা নামক স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তলবন্দী অভিমুখে যাত্রা করেন। (ইতিমধ্যে রায়-বুলার ও কালুর মৃত্যু হয়।) মর্দানার পুত্র শাহজাদাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি মূলতানে তালম্বা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় একদল দস্যু কর্ত্তৃক শাহজাদা ধৃত ও বন্দী হইলে, নানক তাঁহার বক্তৃতা-শক্তিপ্রভাবে তাহাকে মুগ্ধ ও সেই দস্যুদলকে স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বী করেন। তথা হইতে তিনি কাবুল ও কন্দাহারে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, পথিমধ্যে হস্তদ্বারা পর্ব্বতস্খলিত এক বিশাল ভূখণ্ডের গতিরোধ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতে তাঁহার হস্তের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল। এখনও ঐ স্থানটী বিদ্যমান আছে, লোকে উহাকে 'পাঞ্জা সাহেব' কহে। কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি পুনরায় কিছুকাল তাঁহার মিত্র আমনাবাদনিবাসী সূত্রধর লালুর সহিত বাস করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সকলে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ ও মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ জ্ঞানে মান্ত করিত। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এখন সমাজ ও পরিবারবর্গের উপর তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা ছিল না।

কিছুদিন লালুর সহিত একত্র বাসের পর, তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বালাকে সঙ্গে লইয়া তিনি মূলতানে শুরুক্ষেত্রমেলা দেখিতে যান। তথায় তিনি সমবেত মানবমণ্ডলী সমক্ষে, স্বীয় ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বক্তৃতা করেন। দিল্লীর অধীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর করদারগণ সেই বক্তৃতা শুনিয়া নানকের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট আবেদনপত্র লিখিয়া পাঠান। ইব্রাহিম ঐ সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে দিল্লীতে ধৃত করিয়া লইয়া যান ও তাঁহার ধর্ম্মমত, বেদ ও কোরাণমত বর্জ্জিত দেখিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই কারায় তাঁহাকে সাত মাস আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল ও এই দীর্ঘকাল তাঁহাকে শস্যচূর্ণ করিতে হয়। পরে মোগলবংশীয় বাবর শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথনগরে ইব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিলে, নানক পুনর্মুক্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি সিন্ধুদেশে গমন করেন। তথায় বৈরাম নামক এক শিক্ষিত মুসলমানের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। এই সময়ে তিনি 'আশা' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কথিত আছে যে, নানক সিংহল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সিংহলরাজ শিবনাথ ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী হন। তিনি সিংহলে দুই বৎসর পাঁচ মাস বাস করার পর স্বদেশে পুনরাগমন করেন।

নানকের ইস্তাম্বুলভ্রমণ ও তুরুকরাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। তুরুকরাজ অত্যন্ত অর্থলোভী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। কিন্তু নানকের উপদেশগুণে তিনি তাঁহার যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ ফকির ও দরিদ্রদিগকে দান করেন এবং প্রজাপীড়ন-অভ্যাস ত্যাগ করেন।

নানক জীবনের শেষভাগে ইরাবতীতীরে গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থায়িরূপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের কর্ত্তা স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সর্ব্বজাতীয় লোক আশ্রয় পাইত। তিনি ফকিরবেশে অবস্থান করিয়াও বহুসংখ্যক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতেন। তাহারা সকলে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া মান্ত করিত। রাজার ন্যায় তিনি ব্যয় করিতেন। এখানে তিনি এক অতিথিশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। ইরাবতীতীরস্থ তাঁহার সেই বসতবাটী এখনও বর্ত্তমান আছে এবং উহা 'ডেরা-বাবা-নানক' নামে প্রসিদ্ধ।

নানক জালন্ধর জেলায় কর্ত্তারপুর নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় এক ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করেন। শিখদিগের নিকট এই স্থানটী অতি পবিত্র। এই স্থানে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে নানক পরলোকগত হন। এই দীর্ঘকাল তিনি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। জীবনের শেষ ৪০ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন তিনি "গুরু" খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ত্তারপুরে তাঁহার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ একটী সমাধিমন্দির

নির্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে প্রতিবৎসর নানকের মৃত্যু দিবসে, বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া উৎসব করিত। ইরাবতীর স্রোতে ঐ মন্দির এক্ষণে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

অদ্যাপি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য স্মরণ চিহ্ন সকল, তীর্থযাত্রীদিগকে এক মন্দির হইতে দেখান হইয়া থাকে। কথিত আছে, তাঁহার দেহত্যাগের পর, মৃতদেহের সৎকার-সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিত; কারণ যদিও তিনি স্পষ্টতঃ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তিনি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না, মহম্মদকে ঈশ্বরের দূত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেন, পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং ঈশ্বর 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এইজন্য নানকের মৃতদেহের কবর দিবার জন্য মুসলমানেরা বদ্ধপরিকর হয়। আবার হিন্দুরা তাঁহাকে গোঁড়া হিন্দু উপাধি দিত, সুতরাং তাহারা তাঁহার দেহ অগ্নিসাৎ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলে, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তপাতের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। উভয় পক্ষে শাণিত তরবারির ঝনঝনা উঠিলে, কতকগুলি পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত কিংবা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হইবে না। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। এই স্থির করিয়া, উভয়পক্ষীয় লোক মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র মৃতদেহের আবরণ কাপড় খানি দেখিতে পায়। মৃতদেহের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন একপক্ষীয় লোক ঐ মৃতদেহ চুরি করিয়া লইয়া যায়। তখন সেই কাপড় খানি দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড মুসলমানেরা কবর দেয়, অপরার্দ্ধ হিন্দুরা চিতায় ভস্ম করিয়া ফেলে।

নানক বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বর এক ও তিনি মনুষ্যের অগোচর এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন যে, জগতে কেবলমাত্র একটী বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম সৃষ্ট হয় ও মনুষ্যেরা সকলেই সমান বা একধর্মী ছিল। পরে, মনুষ্যদিগের কৌশলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আরও বলিতেন যে, তিনি কোরাণ ও পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যধর্ম্ম উহার কোন পুস্তকেই নাই। তথাপি উভয় গ্রন্থই তিনি মান্য করিতেন ও শিষ্যদিগকে উহার মধ্য হইতে সারসংগ্রহ করিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেন।

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও সমাজগত বিরোধভঞ্জন এবং উভয় ধর্ম্মের পরস্পর সামঞ্জস্য করা, তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এ বিষয়ে তিনি কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, ধর্ম্মপথ অবলম্বন, ও সর্ব্বত্র চিরশান্তিবিস্তারই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার উপদেশ।

ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মহম্মদকে পবিত্র দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ ও হিন্দুদিগের অবতারবাদ তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু মহম্মদের ন্যায় তিনি কখনই একথা বলিতেন না যে, তিনি লোকদিগকে মহাউপদেশ দেন বা যে সমস্ত বক্তৃতা করেন, উহা ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন। কিংবা তাঁহার দৈবশক্তি আছে বা তিনি যে শক্তিতে কার্য্য করেন তাহা অন্য ব্যক্তির নাই, নিরর্থক একথা বলিয়া কখনই অহঙ্কার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে তিনিও সাধারণ লোকের একজন ও সাধারণের ন্যায় পাপী।

"আমি ঈশ্বরের দ্বারের একজন ফকির মাত্র" (তু হায় নিরঙ্কার, কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা) ইহাই ধার্ম্মিক নানকের হৃদয়ের ভাবসমষ্ট। তাঁহার ধর্ম্মের সার এই যে, ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা, ঈশ্বরে বিশ্বাস আবশ্যক; তিনি অযোনিসম্ভব, বুদ্ধির অতীত, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি ও অনন্ত। নির্ব্বাণলাভের জন্য সত্য ঈশ্বরজ্ঞান আবশ্যক, কেবলমাত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কিছুই হয় না। কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা (Prophet) কাহারও কোন উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম নহেন। ঈশ্বরই আমাদের ইষ্টানিষ্টের মূল, আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করাই কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মোপদেশকেরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের আদেশ অনুবাদ করিতে বা বুঝাইয়া দিতে সক্ষম, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই। তিনি পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে মনুষ্যকৃত পাপের জন্য আত্মা ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্তিভোগ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরের সহিত বাস করে।

যদিও সত্য অনুসন্ধানের জন্য নানক অতি শিশুকালেই পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনপরিত্যাগপূর্ব্বক দেশে দেশে পর্য্যটন করেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ও নানা জাতীয় বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংসর্গে ও আলাপ পরিচয়ে তাঁহার সংসার ও সমাজের উপর অশ্রদ্ধা অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। অবশেষে তিনি কর্ত্তা স্বরূপে পরিবারবর্গসহ একত্র বাস করিতে থাকেন। তিনি উপদেশ দিতেন যে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসারত্যাগ নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বরের চক্ষে ফকির ও রাজার কোন প্রভেদ নাই। যে যেখানে যে অবস্থায় থাকে, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান দয়া। নানক প্রণীত "গ্রন্থ" নামক পুস্তকে তাঁহার ধর্ম্মের সার মর্ম্ম বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইহাকে 'আদি গ্রন্থ' কহে। নানকের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে গুরুগোবিন্দ

নানক এবং ব্যক্তি ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়ন করেন। কিন্তু ঐ পুস্তকে নানকের শিষ্যগণের 'ধর্ম্ম প্রচার জন্য যুদ্ধের আবশ্যক' এই মন্তব্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নানক, তাঁহার অমানুষিক ক্ষমতা আছে বলিয়া, কখনও অহঙ্কার বা ভান না করিলেও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার ভূয়সী অনৈসর্গিক-ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া থাকে।

নানকশিষ্যগণ তাঁহাকে যে ঈশ্বর সদৃশ মনে করিত, তাহার কএকটী উদাহরণ দিতেছি।' একদিন কোন ব্যক্তি স্বর্গ হইতে নানককে ডাকিয়া নিকটে আসিতে অনুজ্ঞা করিলে, নানক বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত আমার কি ক্ষমতা আছে?" ঐ দৈববাণী তাঁহাকে চক্ষু ঢাকিতে কহিলেন, নানক চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বর সম্মুখে উপনীত হইলে তিনি নানককে চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবলোকন করিতে বলেন। নানক তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে "উত্তম" এই কথাটী পাঁচ বার উচ্চারিত হইতে শুনেন ও তৎপরে "উত্তম করিয়াছ, শিক্ষক" এই কথা শুনিতে পান। তদনন্তর তিনি ঈশ্বরের সহিত, কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্যজাতির শিক্ষকরূপে তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও সাধুপথে লইয়া যাওয়াই তাঁহার কার্য্য।

আর একটী প্রবাদ আছে যে, নানক একদিবস তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার গো-রক্ষক বুদ্ধুকে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল-আনিতে বলেন। 'ঐ পুষ্করিণীতে আদৌ জল নাই' বুদ্ধু এই কথা বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে "তুমি যাইয়া দেখ, ঐ পুষ্করিণী শুষ্ক নহে।" বুদ্ধু জল আনিতে যাইয়া পুষ্করিণী জল-পূর্ণ দেখে ও বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে জল আনিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই স্থানে গুরু-অর্জ্জুন একটী নূতন পুষ্করিণী খনন করেন ও তাহার নাম "অমৃতসর" রাখেন। নানক সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক প্রবাদ শুনা যায়।

আমনাবাদের জঙ্গল মধ্যে একস্থানে নানক নিদ্রা যাইতেন, ঐ স্থানে পাথর ও কাঁকর স্তূপাকারে বিদ্যমান ছিল। নানক এই স্তূপাকার প্রস্তররাশিকে বেদি বা মন্দির স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তথায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেন। এই স্থানটী 'রোরিসাহেব' নামে খ্যাত।

তিনি সুলতানপুরের নিকটস্থ বিপাশার জলে নিয়ত তিন দিন কিছুমাত্রও পানাহার না করিয়া ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। যে বৃক্ষতলে তিনি উপবেশন করিতেন, তাহা "বাবা-কি বেড়" নামে এবং যে স্থানে তিনি অবগাহন করিতেন তাহা "শান্তিঘাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

সম্রাট্ বাবর পঞ্জাব আক্রমণ করিলে নানক ও তাঁহার শিষ্যগণ ধৃত হইয়া বাবর সমীপে উপনীত হইলে, বিদ্বান্ সম্রাট্ নানকের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন দিতে আদেশ করিলে তিনি এই বলিয়া উহার প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'ঈশ্বর উপাসনা-ফলে আমার মনোমধ্যে যে আনন্দ বিদ্যমান আছে, তাহাই আমার অমূল্য পুরস্কার এবং যে ঈশ্বর সকলের প্রভু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য, অতএব সেই ঈশ্বর-সৃষ্ট রাজা পরিতুষ্ট হউন বা না হউন, তাহা আমার বিন্দুমাত্র দেখিবার আবশ্যক নাই।'

বাবরের চাকরেরা তাঁহার জন্য অতি সুগন্ধি ও সুসেব্য পানীয় আনয়ন করিলে ও বাবর তাহা হইতে একটু পান করিয়া অবশিষ্টাংশ নানককে পান করিতে বলিলে, নানক বলিয়াছিলেন যে,—যে ব্যক্তি ঈশ্বরচিন্তায় মত্ত, তাহাতে এই পানীয় কিছু মাত্রও কার্য্যকারী হইবেক না।

এইটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বাবর তাহার স্বহস্ত-লিখিত জীবনী মধ্যে শিখধর্ম্মসংস্থাপক নানকের নামোল্লেখ মাত্রও করেন নাই। সম্ভবতঃ যখন বাবর এই পুস্তক প্রণয়ন করেন, তখন নানক বিখ্যাত হন নাই, এজন্যই সম্রাট্ তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

নানক মৃত্যুকালে লহনা নামক এক শিষ্যকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া যান। কারণ তিনি অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। নানকের উত্তরাধিকারিগণ 'গুরু' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। [শিখ দেখ।]

নানকপন্থী, শিখগুরু নানক যে নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেন, উহার বিস্তার জন্য তিনি নানাস্থানে উক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া নানা জাতীয় লোককে স্বধর্ম্মাবলম্বী করেন। যে সমস্ত লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী হন, তাঁহারা নানকপন্থী নামে খ্যাত। [নানক ও শিখ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

নানকশাহী, নানকপন্থীদিগের অন্তর্গত এক প্রকার সন্ন্যাসী বা যোগী সম্প্রদায়। নানকশাহীরা সাতভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক শাখার লোকেরাই নানককে তাহাদের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করে এবং বিভিন্ন আচার ব্যবহার বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট উপদেষ্টা হইতে তাহাদের এই সম্প্রদায় বিভাগের একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। পশ্চিমভারতে তাহারা ভিক্ষুকশ্রেণীর মধ্যে এক নীচ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। কাশীধামে তাহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে ও চিরকাল অবিবাহিত থাকে। নানক প্রণীত 'গ্রন্থ' নামক পুস্তকই তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক, কিন্তু তাহারা হিন্দুমাত্রেরই বাটীতে ভোজন করিয়া থাকে।

নানপুরকোলি, ত্রিহুত জেলার মজঃফরপুর হইতে পুপ্রি পর্য্যন্ত যে সদর রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরস্থিত একটী গ্রাম। মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে জমিদার রুদ্রপ্রসাদের আবাসবাটী ছিল।

নানভট্ট, একজন সংস্কৃত কবি। তাহার পুত্রের নাম রঙ্গলাল, পৌত্র বালকৃষ্ণ, বালকৃষ্ণের পুত্র রঙ্গলাল বিক্রমোর্ব্বশীটীকা প্রণয়ন করেন।

নানা (অব্য) ন-নাঞ্ প্রত্যয়ঃ (বিনঞ্ভ্যাং নানাঞৌ ন সহ। পা ৫।২।২৭) ১ অনেকার্থ। বহুবিধ, অনেক প্রকার।

"বহ্বীষু চৈকজাতানাং নানাস্ত্রীষু নিবোধত।" (মনু ৯।১৪৮)

২ উভয়ার্থ। ৩ বিনার্থ।

"ন নানা শম্ভুনা রামাৎ বর্দ্ধোধোহঙ্কজোবরঃ।" (মুগ্ধবোধ)

নানা, বালাজী রাও পেশবা হিন্দুস্থানে সাধারণতঃ এই নামে খ্যাত ছিলেন।

নানা রাও, পুণা জেলার অন্তর্গত নানাঘাট পাহাড়ের উপরে কতিপয় পান্থশালা ও গুহা আছে। তথায় যাতায়াতের সুবিধার জন্ম নানারাও পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দেন।

নানা, ১ পুণার মধ্যে একটী পার্ব্বতীয় পথ। দাক্ষিণাত্য হইতে কোঙ্কণ যাইতে হইলে সাধারণতঃ এই পথ দিয়া যাইতে হয়। এই পথের নিকটে 'নানার আংঠা' নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। বণিকেরা নানাপ্রকার বাণিজ্য দ্রব্যাদি গোযানে করিয়া এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে।

২ এক প্রকার বৃক্ষ। এই গাছ অতিশয় সোজা ও লম্বা হইয়া থাকে। ইহাতে অতি মূল্যবান তক্তা প্রস্তুত হয়।

৩ 'পুণা' (১৮৮৪ খৃঃ অব্দে) অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে একটী ভাগের নাম 'নানা'। 'নানা' অথবা 'হনুমান' খণ্ডের দৈর্ঘ্য ১০৪০ গজ এবং প্রস্থ ৫০০ গজ। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ছয়হাজার। এই স্থানটী অতিশয় উন্নতিশীল। দিন দিন নূতন নূতন অট্টালিকা নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য—পারসিকদিগের অগ্ন্যাগার, ঘোড়পড়ের প্রাসাদ, বিঠোবার মন্দির এবং রোমান কাথলিকদের একটী গিরজা।

নানা ফড়নবিশ, মহারাষ্ট্রের জনৈক প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণার পেশবা মাধব রাওর 'কারকুন' নিযুক্ত হন। এই সময়ে নানা ফড়বিশের নাম ছিল বালাজী জনার্দ্দন ভানু। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ফড়নবিশ পদ দেওয়া হয়।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নানা ফড়নবিশ পুণার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় পুণাতে বিখ্যাত আটজন রাজনীতিবিশারদের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে নানা ফড়নবিশ ও হরিপন্থ ফড়কের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঘুনাথরাও যখন হায়দরাবাদের নিজাম আলির গতিরোধের চেষ্টা করেন, তখন নানা ফড়নবিশ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ রঘুনাথরাওর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে নারায়ণ রাওর বিধবা স্ত্রী গঙ্গাবাই গর্ভাবস্থায় ছিলেন। নানাফড়নবিশ ও হরিপন্থ ফড়কে তাঁহাকে লইয়া পুণা হইতে পুরন্দরে গমন করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল, উক্ত রাণীর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পুণার রাজা হইবে। প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাবায়ের সঙ্গে আরও কএকটী গর্ভবতী স্ত্রীলোক ছিল। রাণীর গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাদের সন্তান রাণীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

এই সময় পুণায় ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের বিশেষ আধিপত্য ছিল। রঘুনাথ রাও এই ব্রাহ্মণগণের অতি অপ্রিয় হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ণেল আপটনকে (Colonel Upton) বোম্বাই গবর্মেণ্ট ও মহারাষ্ট্র অমাত্যগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে পুরন্দরে সন্ধি হয়। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে পুনরায় পুণাস্থ মন্ত্রীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। নানা ফড়নবিশের জ্ঞাতিভ্রাতা মোরোবা ফড়নবিশ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিলেন দেখিয়া, নানা ফড়নবিশের ঈর্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রঘুনাথ রাওর পক্ষীয়েরা মোরোবার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। গঙ্গাবায়ের মৃত্যুর পর সখারাম নানা ফড়নবিশের প্রতি সন্দিহান হইয়া পুনরায় রঘুনাথ রাওকে শাসনকর্ত্তা করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি নানা ফড়নবিশের অতি বিদ্বেষ ছিল। এই নিমিত্তই ফরাসীদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব হইয়াছিল। মোরোবাকে ধৃত করিবার জন্য নানা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে সুচতুর ফড়নবিশ সখারাম বাপু দ্বারা মোরোবাকে তাঁহার দলভুক্ত করিয়া লইলেন।

এই সময়ে ফরাসীদূত সেণ্ট লুঁবি (St. Lubin) পুণার রাজদরবারে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার অবস্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি করিলে, নানা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সেণ্ট লুঁবিকে বলিয়া দিলেন যে, যদি তিনি একদল ফরাসী সৈন্য লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। অপরদিকে ইংরাজ গবর্মেণ্ট 'মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলে, তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে গমনের পরওয়ানা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহা-

দের গতিরোধের জন্ত গোপনে মহারাষ্ট্রীয় কর্মচারিগণকে ও বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্তাকে পরামর্শ দিলেন।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দের জুনমাসে হরিপন্থ ফড়কে এবং মহাদজী সিন্ধিয়া পুরন্দরে আসিয়া নানার সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানে হোলকরকে মোরোবার পক্ষ হইতে নানার পক্ষভুক্ত করিলেন। ১১ই জুলাই তারিখে, মোরোবা ধৃত হইয়া নানার হস্তে সমর্পিত হইলেন। নানা তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার সহিত কারারুদ্ধ করেন। নানা ফড়নবিশের এরূপ কৃতকার্য্যতাদর্শনে বোম্বাই গবর্মেণ্ট বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহারা রঘুনাথরাওর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এই অভিপ্রায়ে কর্ণেল লিস্লীকে (Colonel Lislie) সৈন্তসমভিব্যহারে জুন্নরে প্রেরণ করিলেন। নানা ফড়নবিশও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি দেশের সকল স্থান হইতে শিলেদার বা সশস্ত্র অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। ২৬০০ শত ইংরাজ সৈন্য ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অসঙ্গত মনে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা দেখিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে বড়গাঁও নামক স্থানে সন্ধি হইল।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে মাধবরাও নারায়ণকে পদচ্যুত করিয়া বাজীরাওকে তৎপদাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত একটী ষড়যন্ত্র হয়, নানা ফড়নবিশ জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তাহা নিবারণ করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে টিপুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে নানা ফড়নবিশ গবর্ণর জেনারলের নিকট নিজামআলী এবং তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে সন্ধি প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে ইংরাজ গবর্মেণ্ট সম্মত হইলেন এবং (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) টিপুর গতিরোধার্থ কোম্পানির সহিত পেশবার পক্ষ হইতে নানা ফড়নবিশ সন্ধি করিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়া পেশবাকে 'বকীল-ই-মুতলক' বা প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নানা দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু পেশবা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নানা ফড়নবিশ অকৃতকার্য্য হইয়া কাশীতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পেশবা মাধবরাও নানা ফড়নবিশকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমশঃ নানা ফড়নবিশ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার মনোবিবাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু স্বল্পদিন মধ্যে সিন্ধিয়ার মৃত্যু হওয়ায় এই বিসংবাদ প্রশমিত হইল।

নানা ফড়নবিশ আবার নূতন বিপদে পতিত হইলেন। রাজস্ব লইয়া নিজামআলীর সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সূত্র হইতে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে উভয়পক্ষে খরদা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নানার বুদ্ধিকৌশলে পেশবা জয় লাভ করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে নানার হস্তে জয়লব্ধ দ্রব্য-বণ্টনের ভার অর্পণ করিয়া পেশবা পুণায় গমন করিলেন।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দে মাধবরাওর বয়স কুড়িবৎসর হইয়াছিল। কিন্তু নানা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ শাসনাধীন রাখিলেন, কোনপ্রকার স্বাধীনতা লাভ করিতে দেন নাই। এমন কি অন্যান্য যে সমস্ত প্রধান লোক কারাবদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রতিও নানার বিশেষ লক্ষ্য রহিল। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে নিজাম আলীর সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি রঘুনাথ রাওর পুত্র বাজীরাও এবং চিমনাজীআপ্পা ও তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমৃতরাওকে নাসিক হইতে যমুনাগড়ে প্রেরণ করেন। তথায় তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদ্ধ রাখা হয়। এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে সর্ব্বসাধারণ তাঁহার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। উনিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে বাজীরাও ধনুর্ব্বিদ্যা, অশ্বচালনা প্রভৃতিতে দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া মাধবরাও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া উভয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মাধবরাওর এই সদভিপ্রায় বাজীরাওর কর্ণগোচর হইল। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু উভয়েই অধীন; কিছুতেই পরস্পরের মনের ভাব সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে বাজীরাও তদীয় রক্ষক বলবন্তরাওকে দিয়া মাধবরাওর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। নানা ফড়নবিশ এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া বলবন্তরাওকে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিলেন এবং মাধবরাওকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। মাধবরাও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ছাদের উপর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যান যে, 'বাজীরাও আমার রাজ্যাধিকারী হইবে।' অনন্তর নানা ফড়নবিশ মাধবরাওর এই অভিপ্রায় গোপন করিয়া ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রীদিগকে বলিলেন যে, বাজীরাও রাজা হইলে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে। আরও ইংরাজদের সহিত বাজীরাওর যেরূপ ঘনিষ্টতা রহিয়াছে, তাহাতে বাজীরাও রাজা হইলে, নিশ্চয়ই ইংরাজের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। কুটিল বুদ্ধি ফড়নবিশ এই সমস্ত কারণ দেখাইয়া মাধবরাওর পত্নীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সেই নাবালকের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় ভার তাঁহার হস্তেই অর্পিত হইবে, সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। বাজীরাও এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়ার শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন, যে

"যদি আমাকে পেশবা করিতে সাহায্য করেন, তবে আপনাকেও চারিলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি উপহার প্রদান করিব।" নানা ফড়নবিশ এই প্রস্তাব জানিতে পারিয়া পরশুরাম ভাউকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, সিন্দিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া বাজীরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তদনুসারে পরশুরাম জুন্নরে গমন করিয়া বাজীরাওর নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাজীরাও এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া পুণায় আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং ফড়নবিশকে মন্ত্রিবর্গের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিলেন। সিন্দিয়ার মন্ত্রী বালোবা তাঁতিয়া বাজীরাওর এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পুণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নানা এই আগমন বার্ত্তাশ্রবণে ভীত হইয়া সাতারায় পলায়ন করিলেন। বালোবা তাঁতিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মাধবরাওর স্ত্রী বাজীরাওর ভ্রাতা চিমনাজীকে পোষ্যপুত্র লইবেন এবং পরশুরামভাউ তদীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর নানা সাতারা হইতে অমাত্য-পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক পুণার দিকে আসিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, পরশুরাম বাজীরাওকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল, তিনি পোষাক পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিয়া সাতারার অন্তর্গত বাই নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পরশুরামভাউ চিমনাজীকে পুণায় পেশবা করিলেন এবং নানাকে পুণায় আসিতে সংবাদ দিলেন। নানা প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, পরশুরামের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপন্থ এখানে আসিয়া পূর্ব্বে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। হরিপন্থ দূতের বেশে না আসিয়া ৪।৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নানা ফড়নবিশ পূর্ব্ব হইতেই এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া রায়গড়ের নিকটবর্ত্তী মহাড়ে প্রস্থান করিলেন।

এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ফড়নবিশ অসমসাহসে বুক বাঁধিলেন। দায়ে পড়িয়া তাঁহার ভীরুতা দূর হইল। একাগ্রচিত্তে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকবশীভূত-করণ, উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তদানীন্তন য়ুরোপীয়গণ তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় 'ম্যাকিয়াবেল' উপাধি দিয়াছিলেন। নানার প্রধান শত্রু পরশুরামভাউ এবং বালোবা বাজীরাওকে হস্তগত করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়া, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ফড়নবিশ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থদানে পেশবার সৈনিকদলের একজন প্রধান লোককে এবং সিন্দিয়ার জনৈক কর্ম্মচারীকে বশীভূত করিলেন। বাজীরাওর জনৈক ভৃত্য দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। তুকোজী হোলকর এই সময়ে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সিন্দিয়ার মন্ত্রী বালোবা দেখিলেন যে, বাজীরাও এবং বাবারাও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি অবিলম্বে বাবারাওকে আবদ্ধ করিলেন। এ দিকে বাজীরাওকে উত্তর ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি তদীয় রক্ষকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফড়নবিশ নিজামকে প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সিন্দিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়া পরশুরামকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বালোবা-ভয়ে পলায়নের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইলেন। ফড়নবিশ মহাড় হইতে আসিয়া শালপাঘাটে মিলিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি বাজীরাওর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন এবং ইচ্ছা করিলেই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, এই সর্ত্তে ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন।

নানা ফড়নবিশ।

কিছুদিন পরে বাজীরাও নানা ফড়নবিশের শাসন হইতে মুক্তিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে ঘাটগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। উভয়ে একত্র হইয়া ফড়নবিশকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টায় রহিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ফড়নবিশ সিন্দিয়ার ভবন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে অনুচরবর্গের সহিত ধৃত হইলেন। তাহার শরীররক্ষক সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ঘাটগের অনুমতিক্রমে নানা ফড়নবিশ ও তাঁহার দলস্থ

সকলের বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইল। নানার পক্ষ হইতে প্রতিরোধের চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সমস্ত ঘরে অগ্নি প্রদান করা হইল। মনোহর গৃহগুলি দেখিতে দেখিতে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সমস্ত দিন রাত্রি ভরিয়া অগ্নিকাণ্ড চলিল। সমুদায় নগর উৎসন্ন হইয়া গেল। যে সময় নানা আবদ্ধ অবস্থায় সিন্দিয়ার শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় বাজীরাও কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের ভান করিয়া নানার পক্ষীয় গণ্যমান্য লোকদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা বাজীরাওর চতুরতা বুঝিতে পারিল না। ধূর্ত্ত বাজীরাও সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে নানা ফড়নবিশকে আহ্মদনগর দুর্গে আবদ্ধ করা হইল।

ইহার পর সিন্দিয়ার সহিত পেশবা বাজীরাওর বিবাদ উপস্থিত হয়। বাজীরাও নিজামআলীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করায়, সিন্দিয়া অন্য উপায় না দেখিয়া ফড়নবিশকে কারামুক্ত করিবার মতলব করিলেন। ইহাতে বাজীরাওকে দমন এবং অর্থসংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা উভয়ই ছিল। তদনুসারে (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে) সিন্দিয়া আহ্মদনগর দুর্গ হইতে ফড়নবিশকে মুক্ত করিলেন এবং তন্নিমিত্ত ১০ দশলক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় পেশবা ও নিজামআলীর সন্ধি ভঙ্গ হইয়া গেল। অনন্তর বাজীরাও নানা ফড়নবিশ ও সিন্দিয়ার সহিত সন্ধি করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সিন্দিয়া বাজীরাওর উৎকণ্ঠার কারণ জানিতে না পারিয়া, নানা ফড়নবিশ বাজীরাওর প্রধান সচিবস্বরূপ গৃহীত হইলেই, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত আছেন, এরূপ মত প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ ফড়নবিশকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা ইংরেজ গবর্মেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বাজীরাও অন্যান্য কারণ স্বত্বেও তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ফড়নবিশ প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই। তিনি জানাইলেন, তাঁহার শরীর কিংবা সম্পত্তি কিছুতেই কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, যদি ইংরাজ গবর্মেণ্ট এরূপ জামিন হন, তবে তিনি পদগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। নানার ভয়ের কারণ দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিকালে বাজীরাও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বিনা জামীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে বৃদ্ধব্রাহ্মণ আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। অল্প দিন মধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে বাজীরাও পুনরায় তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনন্তর তিনি বাজীরাওকে বিশ্বাসঘাতকতা দোষে দোষী করিতে চাহিলে, তিনি সমস্তই অস্বীকার করিলেন এবং এই অমূলক সংবাদদাতাকে যথাবিধি দণ্ডবিধান করিলেন। এখন ফড়নবিশ বিশেষ সন্তোষ সহকারে কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে তৎপর হইলেন। বাজীরাও এখন হইতে তাঁহার পরামর্শমত সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই বৃদ্ধ মন্ত্রী অনেকগুলি গুরুতর কার্য্য কৌশলে সমাধা করিয়া বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ১৩ই মার্চ্চ নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী লুণ্ঠনাবশিষ্ট যে যৎসামান্য ধনসম্পত্তি ভোগ করিতে ছিলেন, তাহার প্রতি বাজীরাও ও সিন্দিয়ার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা এই সম্পত্তি লইবার নিমিত্ত পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত করিলেন।

নানা ফড়নবিশ কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষীণ ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ অবলোকন করিলে গম্ভীর ও অনুসন্ধিৎসু বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। তাঁহার বদনমণ্ডলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য সর্ব্বদা প্রতিভাত হইত। তিনি সত্যব্রত, মিতব্যয়ী, দানশীল ও শ্রমতৎপর ছিলেন। তিনি ইংরাজদের সরলতা ও শৌর্য্যের বিশেষ সম্মান করিতেন। কিন্তু রাজকার্য্য সম্বন্ধে শত্রু বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ হিংসা ও ভয়ের কারণ ছিল। জীবনের শেষভাগে তিনি আপন ইষ্টানিষ্টের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সাহস ও সরলতার সহিত দেশহিতৈষীর মত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পেশবা-রাজ্যের সুশাসন-প্রণালী অন্তর্হিত হইয়াছিল।

নানা (পারসিক) মাতামহ।

নানাকন্দ (পুং) নানা বহবো কন্দা যস্য। ১ পিণ্ডালু, চুবড়ী আলু, এই আলুর মূল চারিদিকে যায় বলিয়া ইহাকে নানাকন্দ কহে। ২ বহুমূল। (ত্রি) ৩ বহুমূলযুক্ত।

নানাঘাট, পুণায় নানা নামক যে গিরিশ্রেণী দৃষ্ট হয়, তাহার উপরিস্থ একটী গিরিপথ। ঘাটগড় হইতে এই গিরিপথ দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শিব ও দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত আছে। এই গিরিশ্রেণীতে ১৩৫টী গুহা খোদিত আছে এবং তাহাতে ৩৫ খানি শিলালিপি রহিয়াছে। ঐ লিপি পাঠে জানা যায় যে, জুন্নর বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান স্থান ছিল।

নানাঘাট, পুণাজেলায় একটী গ্রাম। এই স্থানে পর্ব্বতকন্দরে একটী মন্দির মধ্যে পালি ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি আছে। এই শিলালিপিতে যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহা লাট অক্ষরে লিখিত। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে উহা খোদিত হইয়াছিল।

নানাজাতীয় (দেশজ) বহুজাতি সম্বন্ধী, বহুজাতীয়।

নানাত্মবাদিন্ (ত্রি) নানাত্ম-বদ-ণিনি। বহু আত্মা বাদী, যাহারা

অনেক আত্মা স্বীকার করে। ইহাদের মতে—আত্মা এক নহে, নানা অর্থাৎ বহু, প্রতিক্ষেত্রে এক একটী পৃথক্ আত্মা। সাংখ্যদর্শনে এই মত মীমাংসিত হইয়াছে। ইহারা প্রমাণাদি দ্বারা স্থির করিয়াছে, আত্মা এক হইতে পারে না। যখন দেখা যায়, জন্ম, মৃত্যু ও করণ অর্থাৎ আত্মা এক হইলে একের জন্ম সময়ে সকলের জন্ম, একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা ঘটে না, এই সকল কারণে আত্মা এক নহে, বহু। এই নানাত্মবাদ বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। [সাংখ্য দেখ।]

নানাদরবারী, একজন রাজবিদ্রোহী ব্রাহ্মণ। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে দলে দলে কোলিরা সহ্যাদ্রির নানাস্থানে উপস্থিত হইয়া গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। অন্যান্য অনেক জাতি এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ভাউ খরি, চিম্নাজি যাদব এবং নানাদরবারী নামক তিনটী ব্রাহ্মণ এই বিদ্রোহের নেতা।

নানাদিগেদশ (পুং) দিশশ্চ দেশাশ্চ, নানা দিগ্দেশাঃ। অনেক দিক্ ও অনেক দেশ।

নানাদীক্ষিত, কাশীবাসী একজন মহারাষ্ট্রীয়পণ্ডিত। ইনি প্রকাশানন্দের শিষ্য। প্রকাশানন্দের বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তিকার উপর ইনি একখানি দীপিকা লিখিয়াছিলেন।

নানাধ্বনি (পুং) কাহল বীণাদিশব্দ। (হারাবলী)

নানান (দেশজ) অনেক, বহু।

নানান্দ্র (পুং) ননান্দুরপত্যম্, বিদাদিত্বাৎ অঞ্। ননান্দার অপত্য, ননদের অপত্য।

নানান্দ্রায়ণ (পুং) ননান্দুর্যুবাপত্যে ননান্দ্-হরিতাদিত্বাৎ ফক্। ননান্দার যুবা অপত্য।

নানাপ্রকার (ত্রি) বহুপ্রকার, বহুবিধ।

নানামত (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন মত। বিভিন্ন।

নানারূপ (ক্লী) নানা রূপানি কর্ম্মধা°। ১ বহুবিধরূপ, অনেক প্রকার রূপ। (ত্রি) নানারূপাণি যস্ত। ২ অনেক প্রকার, পর্য্যায়—বিবিধ, বহুবিধ, পৃথগ্বিধ। (অমর)

"ভূমাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ।
নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ॥" (মনু ৯।৩৮)

নানার্থ (ত্রি) নানা অর্থা যস্ত। ১ অনেকার্থ শব্দ। যে সকল শব্দের দুই বা ততোধিক অর্থ থাকে। ২ নানা প্রয়োজনযুক্ত। (পুং) ৩ বহু প্রয়োজন।

নানাবর্ণ (ত্রি) নানাবর্ণা রূপাণি যস্ত। বহুবিধ শুক্লাদিবর্ণ। পর্য্যায়—চিত্র, কির্ম্মীর, কল্মাষ, শবল, এত, কর্ব্বুর, বিচিত্র, শারঙ্গ, কব্বর, কর্ম্মার, চিত্রল। ২ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণযুক্ত।

নানাবিধ (ত্রি) নানা বিধাঃ প্রকারা যস্ত। বহুপ্রকার, অনেক প্রকার।

"নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।"(সাংখ্যকা°)

নানাশব্দসংগ্রহ (পুং) নানা শব্দানাং সংগ্রহঃ। অনেক শব্দের সংগ্রহ, অভিধান, শব্দকোষ।

নানাশস্ত্র (পুং) বহুবিধ অস্ত্র।

নানাশাস্ত্র (ক্লী) বিবিধ প্রকার বিদ্যা।

নানাশাস্ত্রজ্ঞ (ত্রি) নানা শাস্ত্রং জানাতি ইতি নানাশাস্ত্র-জ্ঞা-ড। বিবিধ বিদ্যাবিশারদ, অনেকশাস্ত্রে পারদর্শী।

নানাসাহেব, পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন ভারতীয় ইংরাজ সেনানায়ক মালকমের হস্তে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে, গবর্ণর জেনারল লর্ড ডালহৌসীর আদেশ অনুসারে, কাণপুরের প্রায় ১২ মাইল দূরে বিঠুর নগরে তিনি স্বগণপরিবেষ্টিত হইয়া নিরাপদে বাস করিতে থাকেন। গবর্মেণ্ট, উক্ত পেশবার ভরণপোষণ প্রভৃতির কারণ তাঁহাকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ও বিঠুরে একটী জায়গীর প্রদান করেন। জায়গীরের অধিবাসিগণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার জন্য বৃটীশশাসন হইতে বিমুক্ত থাকে। বাজীরাও বিশ্বাসের সহিত সন্ধিপত্রের যথারীতি সম্মান রাখিয়া, ক্রমে অন্তিমদশায় উপস্থিত হইলে, সন্তান সন্ততি অভাবে তাঁহার বিপুল ধনরাশি কে উপভোগ করিবে, এই চিন্তায় নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়েন। অবশেষে পোষ্যপুত্রগ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া ভারত গবর্মেণ্টকে এই মর্ম্মে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহীত দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ, পেশবা উপাধিধারী ও তাঁহার বার্ষিক বৃত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। তদুত্তরে ইংরাজরাজ এই কথা বলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার কএক বৎসর পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জানুয়ারী তারিখে পেশবা লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ তাঁহার ইচ্ছাপত্রের মর্ম্মানুসারে পেশবার গদি ও যাবতীয় সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় উত্তরাধিকারী হইলেন। এই ধুন্দুপন্থই নানাসাহেব নামে বিখ্যাত। বাজীরাওয়ের মৃত্যুকালে নানার বয়স ২৭ বৎসর হইয়াছিল মাত্র। তিনি এই অল্পবয়সেই স্বীয় শান্ত প্রকৃতি, ন্যায়পরতা, উদারতা ও মধুর আলাপ জন্য সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্টের কমিশনরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। বাজীরাও স্বীয় মিতাচারিতা হেতু সময় সময় গবর্মেণ্টকে প্রকৃত অর্থ সাহায্য করিয়াও মৃত্যুকালে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা নগদ ও অন্যান্য বহু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি রাখিয়া যান।

তাঁহার মৃত্যুর পর তৎসমুদয়ই নানাসাহেবের হস্তগত হয়। কিন্তু বাজীরাওর দাস দাসী ও পরিবারবর্গের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ও উহাদের ভরণপোষণের যাবতীয় ভার নানা সাহেবের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায়, নানাসাহেব ঐ প্রচুর অর্থকেও সামান্য জ্ঞান করিয়া পিতৃপ্রাপ্য বৃত্তি পাইবার জন্য কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হন। এই সময় তাঁহার লোকান্তরিত পিতার বিশ্বস্ত বন্ধু সুবাদার রামচন্দ্র, বন্ধুপুত্রের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হন ও এইরূপ ভাবে কোম্পানির নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন—

"সদাশয় কোম্পানি যে প্রণালীতে ভূতপূর্ব্ব মহারাজের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে নানাসাহেব বর্ত্তমান আবেদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও যাবতীয় অমূলক চিন্তাশূন্য হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে কেবলমাত্র বৃটীশ গবর্মেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। গবর্মেণ্টের ক্ষমতা ও অভ্যুদয় দেখিলে তিনি সুখী হইবেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁহার এই হিতচিন্তার হ্রাস হইবেক না।"

বিঠূরের তদানীন্তন বৃটীশ কমিশনর মর্ল্যাণ্ড সাহেব, নানা-সাহেবের আবেদন পত্রের সারবত্তা অবগত হইয়া, উক্ত প্রার্থনার পোষকে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর মত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের তৎকালীন গবর্ণর টমসন্ সাহেব ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। বিশেষতঃ লর্ড ডালহৌসী এই সময়ে ভারতের গবর্ণর জেনারল পদে অধিষ্ঠিত থাকায়, মণি-কাঞ্চনযোগের ন্যায় টমসনের আদেশ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত রহিল। ডালহৌসী স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"পেশবা ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ও জায়গীরের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এই দীর্ঘকালে তিনি প্রায় আড়াইকোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি গবর্মেণ্টের কোন ব্যয়ভার বহন করেন নাই। তাঁহার কোন ঔরস পুত্রও বর্ত্তমান নাই। তিনি পরিবার প্রতিপালন জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব এই সম্পত্তিই তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন পক্ষে যথেষ্ট; গবর্মেণ্টের উপর তাহার জন্য দাবী করিতে পারেন না।"

ডালহৌসীর এই আদেশ অচিরে বিঠূরে প্রচারিত হইল। যে মহারাষ্ট্র পেশবা, এককালে স্বীয় বহুক্লেশসঞ্চিত অর্থ ও সৈন্য সামন্ত অবলীলাক্রমে প্রেরণ দ্বারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের অযাচিত উপকার করিতে একদিনের জন্যও পরাঙ্মুখ হন নাই, আজ বড়লাট স্বেচ্ছাক্রমে, সেই অতি বিশ্বস্ত, অমায়িক, সমদুঃখভাগী পেশবা বাজীরাওর দত্তক পুত্রকে পৈতৃক বৃত্তিভোগের অনুপযুক্ত স্থির করিলেন। বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার প্রতিপালন জন্য গবর্মেণ্ট যে বিচার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আজি সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য সূক্ষ্ম বিচার করিয়া নানাসাহেবের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ হইল। তবে টম্‌-সন্ সাহেব বিঠূরের জায়গীরের উপর হস্তার্পণ না করায় উহা নানাসাহেবের অধীন রহিল। কিন্তু উহার অধিবাসীদিগের বিচারভার গবর্মেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে বিনাদোষে এবং অন্যায়রূপে পৈতৃকসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, নানাসাহেব, ভারত-গবর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া একেবারে ইংলণ্ডীয় ডিরেক্টর সভায় আবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনতিবিলম্বে আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল ও তাহা যথারীতি ভারত গবর্মেণ্ট দ্বারা ডিরেক্টর সভায় প্রেরিত হইল। এই আবেদনপত্রে নানাসাহেব আপনার প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিগুলি অতিশয় সারবান্ হইয়াছিল। সেই সারবান্ পত্রও ডিরেক্টরদিগের নিকট অসার বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা গবর্ণরজেনারলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। নানাসাহেবের আবেদন অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু নানাসাহেব সহজে হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে আবেদন-পত্র পাঠাইলেন। ডিরেক্টরগণ এবার এই মর্ম্মে ভারত গবর্মে-ণ্টকে লিখিলেন, "আবেদনকারীকে যেন জানান হয় যে, তাঁহার পিতার বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক নহে। সুতরাং উহাতে তাঁহার কোন দাবী দাওয়া নাই। তাঁহার আবেদনপত্র সম্পূর্ণ-রূপে অগ্রাহ্য হইল।" এই কঠোর আদেশ বিঠূরে ঘোষিত হই-বার পূর্ব্বেই নানাসাহেব, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ আজিমউল্লা নামক এক মুসলমান যুবককে, স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বিলাতে পাঠাইয়া-ছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে আজিমউল্লা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া সেখানে এক ইংরাজের সাহায্যে নানাসাহেবের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ডিরেক্টরদিগের নিকট আজিম-উল্লার যাবতীয় যত্ন ও চেষ্টা একেবারেই বিফল হইয়াছিল।

এইরূপে নানাসাহেব বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও পৈতৃক বৃত্তি লাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও ইংরাজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে তিনি বিন্দুমাত্রও উদাসীন হন নাই। তাঁহার বিশাল রাজপ্রাসাদ ইংরাজ অতিথিদিগের জন্য নিরত উন্মুক্ত থাকিত। নিরপেক্ষ ইংরাজ অতিথিরা তাঁহার পরিচর্য্যায় যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সুযশ ঘোষণা করিতে কাতর হইতেন না। সময় সময় উক্ত অতিথিদিগকে তিনি অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া নিজ উদারতার পরিচয় প্রদান করি-

তেন। কাহাকে রুগ্ন বা পীড়িতাবস্থায় দেখিলে তৎক্ষণাৎ সুচিকিৎসক দ্বারা তাহার রোগোপশমের উপায় উদ্ভাবন করিতেন। এজন্য বহুসংখ্যক ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত।

যৌবনের প্রারম্ভে কার্য্যকুশলী হইলেও সময় সময় অলসতা নানাসাহেবের উদার হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত গুণ থাকিলেও তাঁহার একটী মহৎ দোষ ছিল,—তিনি তাদৃশ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং সর্ব্বদাই অপরের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেন। তাঁহার এই একমাত্র দোষই সমস্ত গুণের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এই এক দোষই, তাঁহাকে রাজা হইতে ফকিরে, অতি বিশ্বস্ত মৈত্র হইতে, বিশ্বাসঘাতক শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজিমউল্লা খাঁ নানাসাহেবের পক্ষ সমর্থন জন্য বিপুল অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার যাবতীয় যত্ন ও চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে স্বীয় সুন্দর গঠন ও প্রেমালাপগুণে বারবিলাসিনীদিগকে আকর্ষণ করিতে তৎপর হইলেন। পরিশেষে তুরুস্ক দিয়া ভারতে পুনরাগমন জন্য যাত্রা করিলেন। তুরুস্কে আসিয়া দেখেন যে, সে সময় ক্রীমিয়ার যুদ্ধে সমস্ত য়ুরোপ ভূমিকম্পের ন্যায় নিয়ত বিলোড়িত হইতেছে। মুসলমান-দূত এই অভূতপূর্ব্ব যুদ্ধদর্শনবাসনায় কৌতূহল পরবশ হইয়া ক্রীমিয়ার সমরাঙ্গণের সম্মুখীন হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন যে, দুর্দ্দান্ত ফরাসীদিগের ভীষণ অশনিপাত সদৃশ কামানের গোলায় শত শত ইংরাজবীরবৃন্দ এককালে ধরাশায়ী হইতেছেন। তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে ইংরাজ সৈন্যশ্রেণী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে ইংরাজদিগকে অকর্ম্মণ্য ও নির্বীর্য্য স্থির করিলেন ও স্বীয় প্রভুর সাহায্যে তাহাদিগকে দুস্তরসাগরপারে তাড়াইয়া দিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

বিঠূরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আজিমউল্লা, নানাসাহেবকে ইংরাজ বিরুদ্ধে কঠোর মন্ত্রণাবেশে নিরন্ত উত্তেজিত করিতেছিল। ডালহৌসীর অবৈধ ব্যবহারে নানাসাহেব মর্ম্মাহত, ক্রুদ্ধ ও এমন কি ইংরাজ জাতিকে নিতান্ত স্বার্থপর ভাবিয়া জাতক্রোধ হইলেও, তিনি কখনও ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। ইংরাজদিগের সহিত মৈত্রতাচরণে একদিন না একদিন হয়ত তাঁহার আশা ফলবতী হইবেক, হয়ত সময়ে আবার তিনি তাঁহার পৈতৃকবৃত্তি ভোগের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবেন, এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া ইংরাজদিগের সন্তোষসাধন করিতে যত্নবান্ ছিলেন।

নানাসাহেবের স্বীয় বুদ্ধি বলে কার্য্য করিবার আদৌ ক্ষমতা ছিলনা। আজিমউল্লা ও অন্যান্য বয়স্যগণ তাঁহাকে যাহা বুঝাইত, তিনি তাহাই যথার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের উপদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এক্ষণে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যোগী হইবার জন্য আজিমউল্লা প্রভৃতি কর্ত্তৃক তিনি নিয়ত প্রোৎসাহিত হইতে থাকিলেন। কাণপুরের সমরক্ষেত্র স্বজাতীয় ও বিজাতীয়গণের শোণিত স্রোতে প্লাবিত হইবার সূচনা হইল। তাঁতিয়াতোপী তাঁহার বাল্যসখা ছিলেন। তিনিও এখন নানাসাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিলেন।

কাণপুরের ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ যখন সিপাহীদিগের অবাধ্যতার কিছু কিছু আভাস পাইতে লাগিলেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহারা স্ব স্ব পরিবার ও সন্তানসন্ততির আত্মরক্ষার স্থান সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইজন্য কাণপুরের অস্ত্রাগারের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, সৈনিকনিবাসের সন্নিকটে, যে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে ইংরাজদিগের চিকিৎসালয় ছিল, উহাই আত্মরক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলে উহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার প্রাচীর দেওয়া হইল। তৎপরে ধনাগারের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হিলরস্‌ডন্ সাহেব প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। অবশেষে ইংরাজবন্ধু নানাসাহেবের কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। নানাসাহেব এ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত অতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কালেক্টর সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবলমাত্র নানাসাহেবের সাহায্যেই গবর্মেণ্টের সম্পত্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। এজন্য তিনি নানাসাহেবকে সশস্ত্র সৈন্যসহ কাণপুরে আসিয়া কোষাগারের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন।

নানাসাহেবও সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়া দুইশত সশস্ত্র সৈন্য ও দুইটী কামান লইয়া নবাবগঞ্জ নামকস্থানে উপনীত হইলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ মে তারিখে ধনাগার রক্ষার ভার নানাসাহেবের হস্তে অর্পিত হইল।

এস্থলে সিপাহীদিগের অসন্তোষের কারণ কিঞ্চিৎ সমালোচন আবশ্যক। ভারতে সৈন্যবিভাগে পূর্ব্বে যে সমস্ত বন্দুক ব্যবহৃত হইত, উহা যুদ্ধকালে অধিক ফলদায়ী হইত না। কারণ প্রতিবার বন্দুক বারুদ ও গুলি দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইত। এজন্য লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে নূতন বন্দুক প্রস্তুত হইয়া ভারতে আইসে ও উহার ব্যবহার জন্য টোটার সৃষ্টি হয়।

এই টোটা সৈনিক বিভাগে প্রেরিত হইলে, এরূপ এক

প্রবাদ রটে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও জাতি-নাশের জন্ত ইংরাজেরা এই টোটার সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাতে শূকরের চর্ব্বি মাখান আছে। মে মাসের শেষে রসদবিভাগের একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত সিপাহীদিগের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পাঠ করিলেই সিপাহীদিগের ঔদ্ধত্যের কারণ সহজেই অনুমিত হইবে। একজন সিপাহী উক্ত কর্ম্মচারীকে কহিল, "অফিসারগণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হইবেন, তবে তাঁহারা কি জন্য তাঁহাদের আবাসস্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতেছেন। তাঁহারা বিবিধ কৌশলে আমাদের জাতিনাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্র হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা কখনও নূতন টোটা গ্রহণ করিব না, এজন্য আমাদিগকে জাতিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, গাভী ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা রুড়কি হইতে প্রেরিত হইয়াছে।" আর এক ব্যক্তি কহিল, "অফিসরেরা অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগকে অপসারিত করিয়া সেই স্থলে য়ুরোপীয়দিগকে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" তাহারা মিরাটের ঘটনার উল্লেখ করিয়া কহিল, "টোটা ব্যবহার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তথাকার সিপাহীরা দশবৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পথ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। কাণপুরে য়ুরোপীয় সৈনিক দল উপস্থিত হইলেই আমাদেরও ঐ দশা ঘটিবে। আমরা সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব না।" ইত্যাদি।

এইরূপ কাল্পনিক প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিপাহীরা পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত হইতেছিল। এখন আবার কোষাগারের ভার তাহাদের হস্ত হইতে অপসারিত হওয়ায় বিশেষতঃ প্রাচীরবেষ্টিত স্থান কামান দ্বারা সুরক্ষিত ও তন্মধ্যে যাবতীয় ইংরাজমহিলা ও বালকবালিকাগণ আনীত হইতে থাকায় সিপাহীদিগের হৃদয়-চুল্লীনিহিত ক্রোধাগ্নি প্রবলবেগে প্রধূমিত হইল। তাহারা ক্রমশঃই অধিকতর উগ্রতা ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। মুসলমানেরা মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিল। ২৪এ মে, ইহাদের প্রসিদ্ধ পর্ব্ব ইদের দিন ছিল। এজন্য ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ঐদিনে দুর্যোগের সম্ভাবনা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিনও নিরাপদে অতিবাহিত হইল। য়ুরোপীয়েরা উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভের আশায় যতই আত্মরক্ষায় মনোযোগী হইলেন, সিপাহীরা ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহারা ইংরাজদিগকে আত্মরক্ষার্থ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া তাহাদের মনে যুগপৎ ভয় ও আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহারা ভাবিল যে, তাহাদের বিপদ্ অনতিদূরবর্ত্তী, আবার তাহাদের আশা হইল যে, যাহাদিগকে তাহারা এতকাল সাহসী ও কার্য্যনিপুণ বলিয়া মনে করিত, তাহারাও যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মহারা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় কাতর, তখন এরূপ ভীত জাতিকে পরাজয় করা অসম্ভব নহে। এরূপ মনে করিয়া, তাহারা ইংরাজদিগকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন ইংরাজসৈন্য ও কামান সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল, তখন অধিনায়কদিগের প্রতি সিপাহীদিগের যাবতীয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল। ইংরাজ সিপাহীদিগকে শত্রু ও সিপাহীরা ইংরাজদিগকে শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিল। এইরূপে ভয়, নিরাশা ও উত্তেজনায় মে মাস অতিবাহিত হইল।

বহুদিবস পূর্ব্ব হইতে সিপাহীরা ঔদ্ধত্য দেখাইলেও প্রকাশ্যে এ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের বিপক্ষে কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করায়, সেনাপতি হুইলার সিপাহীদিগের পূর্ব্বকথিত গর্ব্বিত বাক্যাবলীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন এবং আত্মরক্ষায় কথঞ্চিৎ শিথিলপ্রযত্ন হইতে লাগিলেন। কিন্তু দূরদর্শী লর্ড ক্যানিং ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালার সঞ্চার দেখিয়াছিলেন এবং পরিণামে যাহা ঘোর মেঘমালায় পরিণত হইয়া সমুদয় ভারত বিপর্য্যস্ত করিতে পারে; পূর্ব্বোক্ত সিপাহীদিগের উত্তেজনা ও গর্ব্বিত বাক্যাবলী যে সেই ঘনীভূত মেঘমালার বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রনাদ মাত্র, তিনি বিশেষরূপে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু হুইলরের মনে তাহা আদৌ স্থান পায় নাই। সেনাপতি হুইলার এখন লরেন্সের সাহায্য জন্য লক্ষ্ণৌ নগরে সৈন্য পাঠাইতে সংকল্প করিয়া, গবর্ণর জেনারলকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, "কাণপুরে সিপাহীরা সত্বর শান্তভাব অবলম্বন করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি বহুদিবসাবধি তাহাদের অধিনায়ক থাকায়, তাহারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যস্থানের সিপাহীদিগের উদাহরণ অনুসরণ করিতে পারিবে না। তবে পরস্পরের মনোমালিন্য বিদূরিত না হওয়ায় এখনও আমরা মহিলা ও বালকবালিকাগণ সহ প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছি। যত দিন সমুদয় সৈন্যমণ্ডলীতে শান্তি স্থাপিত না হয়, তত দিন এই স্থানে থাকিতে বাসনা রহিল।"

ইহার পরেই তিনি বারাণসী হইতে আগত ৮৪ সংখ্যক সৈনিকদল লরেন্সের সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌ প্রেরণ করিলেন। এদিকে সিপাহীরা আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধিবাসনায় পূর্ব্ব হইতেই সুযোগ অনুসন্ধানে তৎপর ছিল।

এই সময়ে বিঠুররাজ সদলে পরিবৃত হইয়া নবাবগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পূর্ব্বোক্ত আজিমউল্লা প্রভৃতিও তাঁহার

সঙ্গে ছিল। সিপাহীরা এখন দূত প্রেরণ দ্বারা, আজিমউল্লা প্রভৃতিকে স্ব স্ব মত জানাইয়া পাঠাইল। আজিমউল্লাও তাহাদের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক নানাসাহেবকে স্বমতে আনিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল। প্রবাদ আছে, বিঠুররাজ নানাসাহেব এই অবধাপ্রস্তাবে প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু আজিমউল্লাই তাঁহার বুদ্ধি ও বল ছিল, এজন্ত অচিরে আজিমউল্লার যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইল না। নানা সিপাহীদিগের পৃষ্ঠপোষক হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। জুন মাসের প্রথম তিন দিবস এইরূপে বহুবিধ মন্ত্রণায় অতিবাহিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার সিপাহীদিগকে ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত দেখিয়া এখন বাক্‌পটুতাকে আত্মরক্ষার একমাত্র বন্ধু মনে করিলেন এবং সিপাহীদিগকে যথাসাধ্য উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশে কোন ফল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহাদের বক্ষোনিহিত ধূমরাশি প্রবল শিখাকারে জলিয়া উঠিল। ৪ঠা জুন, রাত্রিতে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথমে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের বৃদ্ধ সুবাদার ভবানীসিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও অবশেষে প্রভুভক্তির চিহ্নস্বরূপ সিপাহীদিগের হস্তে গুরুতররূপে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সিপাহীদল অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর ধন লইয়া প্রস্থান করিল। প্রথম পদাতিদল তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইল। তাহারা সমবেত হইয়া দিল্লী গমন স্থির করিল। পথিমধ্যে নবাবগঞ্জে উপনীত হইলে, নানাসাহেবের পক্ষীয়েরা, তাহাদিগকে যথোচিত আদর ও তাহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিল। কিন্তু ৫৩ সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহী এখানে ধনাগার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তাহারা স্বজাতীয়দিগের অসৎকার্য্যের সহায়তা না করিয়া, প্রভুর নিকট চিরবিশ্বস্ত থাকিয়া প্রভুর ঋণপরিশোধার্থ অবিলম্বে বদ্ধপরিকর হইল। উভয় পক্ষে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। য়ুরোপীয়েরা দূর হইতে যদিও উভয় পক্ষের বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপক্ষীয় সিপাহীদিগের সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভুভক্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে ধনাগার লুণ্ঠিত, বন্দিসমূহ মুক্ত, রাজকীয় কাগজপত্র ও অস্ত্রাগার শত্রুদিগের হস্তগত হইল।

তাহারা হস্তী ও গোযানসংগ্রহপূর্ব্বক অর্থ ও আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া দ্রুতপদে মোগলরাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু ৫৩ ও ৫৬ সংখ্যকদল এ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত আসিয়া মিলিত না হওয়ায় আপাততঃ তাহারা দিল্লী না গিয়া উক্ত সিপাহীদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিল।

এদিকে দ্বিতীয় অশ্বারোহী ও প্রথম পদাতিদল একত্র মিলিত হইলেও ৫৩ ও ৫৬ সংখ্যক সৈন্তদল ইংরাজ-বিরুদ্ধে সহসা অস্ত্রধারণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহারা সমস্ত রাত্রি তাহাদের সেনাপতির সহিত কাওয়াজ ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, যথারীতি সেনাপতির আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল। অবশেষে পরদিন স্ব স্ব দলের অধিনায়কেরা, উক্ত দুই দলকে আহারাদি করিবার আজ্ঞা দিয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইলে উক্ত সিপাহীদল যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই সময় বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার আপনার অবিমৃষ্যকারিতার দোষে সিপাহীদিগের উপর গোলাবর্ষণের অনুমতি দেন। তিনি ভাবিলেন যে, সিপাহীরা আর বিশ্বাস্ত নহে। তাঁহার এই অদূর-দর্শিতার জন্ত ইংরাজদিগকে পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। যদি অন্ততঃ এই দুই দল সিপাহী ইংরাজদিগের অনুকূলে থাকিত, তাহা হইলে হয়ত কাণপুরে সিপাহী-বিদ্রোহ অন্তবর্ণে রঞ্জিত হইত।

যাহা হউক, সেনাপতির আদেশক্রমে গোলার পর গোলা সিপাহীদিগের রন্ধনশালায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। সিপাহীরা কিছুক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিল, অবশেষে যখন কামানের শব্দ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইল, কামানের অগ্নিময় গোলা তাহাদের সম্মুখে ভূমির উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন সেই হতভাগ্য সিপাহীরা খাদ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকে নবাবগঞ্জে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিদ্রোহীদিগের কলেবর বৃদ্ধি করিল; অবশিষ্টাংশ অন্তত্র লুক্কায়িত থাকিয়া, কামানের গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ সেনাপতির নিকট আসিয়া আপনাদের বিশ্বস্ততার পরিচয়-প্রদানে যাবতীয় ইংরাজদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল।

বিদ্রোহী সিপাহীদিগের এইরূপে দল পুষ্ট হওয়ায় এখন তাহারা দিল্লীতে মোগল-সম্রাটের অধীনে যাইতে তৎপর হইল। নানাসাহেবের নিকট রক্ষিত পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ-ধনাগারের অর্থাদি দিল্লী অভিমুখে প্রেরিত হইল। পথিপার্শ্বস্থ ইংরাজগৃহাদি ভগ্ন ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এইরূপে নানাসাহেবপ্রমুখ সিপাহীরা নবাবগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্যাণপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আজিমউল্লা প্রথম ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া নানাসাহেবকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, সিপাহীদিগের সহিত দিল্লী গমন করিলে ও তথায় মোগলরাজের সহিত মিলিত হইলে, ইংরাজদিগকে পরাজয় ও মোগলরাজকে স্বাধীন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? তাঁহাকে মোগলরাজের অধীনত্ব স্বীকার করিতে

হইবে, না করিলে, হয়ত মোগলরাজের প্রভাবে সিপাহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে ও তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় মোগলরাজের কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি তিনি দিল্লী না যাইয়া কাণপুরে থাকেন, তাহা হইলে কাণপুরে যে সামান্য সংখ্যক ইংরাজসৈন্য আছে, তাহাদিগকে অক্লেশে পরাস্ত করিয়া নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং ক্রমশঃ দলপুষ্টিদ্বারা ভবিষ্যতে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ইংরাজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিয়া, অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত ভারতের একছত্রা রাজা হইতে পারিবেন। তাহা হইলে, সামান্য ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তির জন্য আর ইংরাজদিগের তোষামোদ করিতে হইবে না।

শেষোক্ত বক্তৃতাটী নানাসাহেবের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এখন বৈরনির্যাতন-বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবলবেগে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আরও তিনি জানিতেন যে, আলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ তৎকালে যেরূপ বিপর্য্যস্ত তাহাতে সহজে কাণপুরে সাহায্যকারী ইংরাজ সৈন্য আসিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কাণপুরের নগণ্য ইংরাজদিগকে পরাস্ত করা অনায়াসসাধ্য। এজন্য তিনি আজিমউল্লার মন্ত্রণাকে চাণক্যের মন্ত্রণা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সিপাহীদিগের নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

সাধারণতঃ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে উল্লিখিত মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নানাসাহেবের সহচর তাঁতিয়াতোপী নানাসাহেবের এই অধিনায়কত্ব-গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণ

নানাসাহেব।

দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে, সিপাহীরা আজিমউল্লার সহযোগে নানাসাহেবকে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের অভিমতানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। তিনি বলেন যে, [illegible] ও দ্বিতীয় দলের অশ্বারোহীরা, ধনাগারে আসিয়া [illegible] নানাসাহেবকে অবরুদ্ধ করে। তাঁহাদের সহিত [illegible] সিপাহী ছিল, তাহারা বিদ্রোহী সিপাহীদিগের [illegible]

হয়। তদনন্তর সিপাহীরা তাঁহাকে, নানাসাহেব ও তাঁহাদের সঙ্গিগণকে লইয়া দিল্লীমুখে গমন করে। কাণপুর হইতে তিনক্রোশ গেলে, নানাসাহেবের কথানুসারে, সেদিন সেইখানে অতিবাহিত করিয়া, পরদিবস প্রত্যূষে পুনর্ব্বার দিল্লী যাত্রা করা স্থির হয়। পরদিবস নানাসাহেব দিল্লী যাইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে সিপাহীরা তাঁহাকে তাহাদের সহিত কাণপুরে যাইয়া যুদ্ধ করিতে কহে; তাহাতেও নানাসাহেব অসম্মত হওয়ায় সিপাহীরা নানাসাহেব ও তাঁহাকে বন্দী করে ও কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করে। অবশেষে নানাসাহেব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি উক্ত নায়কত্বগ্রহণের পর আজিমউল্লার মন্ত্রণায় তাঁহার ভ্রাতা বালারাও এবং বাবাভট্টকে আহ্বানপূর্ব্বক সিপাহীদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল এবং রাজার নামে ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ নির্ব্বাচিত ও স্ব স্ব দলের পরিচালনে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। সুবাদার টীকাসিংহ অশ্বারোহীদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। জমাদার দোলরঞ্জনসিং ত্রিপঞ্চাশদ্দলের ও সুবাদার গঙ্গাদীন ষট্‌পঞ্চাশদ্দলের অধিনায়ক বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন। মুসলমানেরাও এই বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান অঙ্গীভূত থাকিলেও, বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নানাসাহেবের প্রীতির জন্য কোন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে নাই।

৬ই জুন, প্রাতে নানাসাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র হুইলারের নিকট আসিল। নানাসাহেব শীঘ্রই তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান আক্রমণ করিবেন ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই এই পত্র প্রেরিত হয়। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িল এবং অতুল সাহসে সেনাপতি হুইলারের আদেশ অনুসারে অস্ত্রধারণক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই প্রাচীরের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সিপাহীদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক, বালক ও যুদ্ধক্ষম প্রায় ৯০০ ইংরাজ এই প্রাচীর মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সিপাহীদিগের কামানের শব্দ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাহারা পথিমধ্যে বহুসংখ্যক ইংরাজের প্রাণ বিনাশ করিল ও প্রাচীর ঘেরিয়া ফেলিল। ইংরাজ ও সিপাহীদিগের মধ্যে পরস্পর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে কি নিদারুণ দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা সিপাহী-বিদ্রোহ-ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বালকবালিকাদিগের ভয়-বিহ্বল চীৎকারে, রোগীর ঘোর আর্ত্তনাদে, স্ত্রীলোকদিগের অবিরল রোদনরোলে ও হতাশ সৈনিক পুরুষদিগের অজস্র অগ্নিবৃষ্টিতে অচিরে সেই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থান জীবন্ত যমালয় বা বিশাল শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইল। ২৪এ জুন পর্য্যন্ত, এই ভাবে অতীত হইয়াছিল। ২৫এ জুন, ইংরাজেরা হতাশ হৃদয়ে স্ব স্ব দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক নানাসাহেবের শিবির হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র আনিয়া প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইল যে, "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাগণ সমীপে, লর্ড ডালহৌসীর কার্য্যের সহিত যাহাদের কোন অংশে কোনরূপ সংস্রব নাই এবং যাহাদের অস্ত্রপরিত্যাগের ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে আলাহাবাদে যাইতে পারিবে।" পত্রখানি আজিমউল্লার হস্তলিখিত, কিন্তু উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি তখন আর নানাসাহেব অথবা তাঁহার মন্ত্রী আজিমউল্লাকে বিশ্বাস করিতেন না। এজন্য এই পত্রানুসারে সিপাহীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অবশেষে প্রধান প্রধান (অফিসার) সেনানায়কদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে স্ত্রীলোক ও রোগীদিগকে রক্ষা করার কোন উপায় না থাকায় অগত্যা আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। স্ত্রীলোকটী শিবিরে যাইয়া এই সংবাদ দেয় যে, ইংরাজেরা পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন। সুতরাং সিপাহীরা গোলাবর্ষণে বিরত থাকে। পরদিবস ২৬এ জুন তারিখে, আজিমউল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদ ইংরাজদিগের মৃৎপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলে কাপ্তেন মুর, হুইটীং ও রোড়ে সাহেব তাঁহাদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া নানাসাহেবের প্রস্তাবে সম্মতিদান করেন। তৎপরেই সন্ধিপত্রের সমুদয় নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়। উহার মর্ম্ম এই যে, ইংরাজেরা তাঁহাদের কামান ও যাবতীয় অর্থ সিপাহীদিগকে দিবেন এবং বর্ত্তমান প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করিবেন। গঙ্গার ঘাটে তাঁহাদের নৌকা প্রস্তুত থাকিবে ও নানাসাহেব নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদিগকে ঘাটে পৌঁছিয়া দিবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের অস্ত্র, বন্দুক ও ৬০ বার গুলি নিক্ষেপের যোগ্য বারুদ সঙ্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা পাইবেন। তাঁহাদের আহারের জন্য যথাযোগ্য আটা দেওয়া যাইবে। আজিমউল্লা এই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া নানাসাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। বৈকালে আবার সিপাহীপক্ষীয় একজন লোক আসিয়া কহে যে, "মহারাজ সমস্ত প্রস্তাবেই স্বীকৃত আছেন। কিন্তু অদ্য রাত্রিতেই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

এই নিদারুণ আজ্ঞা ইংরাজদিগের পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর বোধ হইল। অবশেষে তাঁহারা ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে পরদিন প্রত্যূষে ঐ স্থান [illegible] করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হয়। তদনু-

দায়ে পরদিন ২৭এ জুন আহত সেনা, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাসহ ৪৫০ জন ইংরাজ হতাশ-হৃদয়ে প্রাচীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুতীচোরা নামক গঙ্গার ঘাটে উপনীত হন। তাঁহাদিগকে যানবাহনাদি যথোচিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল। গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলেই নৌকায় আরোহণে তৎপর হন। ঐ সময় অনেক সিপাহী, তাঁতিয়াতোপী, আজিম-উল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদ্ প্রভৃতি প্রায় সকলেই গঙ্গার তীরে উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজেরা নৌকায় আরোহণ করিবা মাত্রই ভেরী বাজিয়া উঠে এবং সেই পবিত্র গঙ্গাবক্ষে ভীষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। এই সময় সদ্যজাত শিশুকেও বধ করিতে সিপাহীদিগের মনে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয় নাই। এই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে একজন অশ্বারোহী সৈন্য তীরবেগে আসিয়া নানাসাহেবকে সংবাদ দেয়। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া, নানাসাহেবের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশক ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের পরিবর্ত্তে সকলকে বন্দী রাখিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তদনুসারে হত্যা বন্ধ হইল। তাঁহাকে সাধারণে যতই দোষী করুক, তাঁহার চিত্ত পেশবা বংশধরদিগের ন্যায় উন্নত ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি আজিমউল্লা প্রভৃতির অমতে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেন না। আজিমউল্লা ও তাঁতিয়াতোপী প্রভৃতি যে এই হত্যাকাণ্ডের মূল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহা হউক, নানাসাহেবের আদেশক্রমে ১২৫ জন ইংরাজ বন্দী হইয়া কাণপুরে 'সবেদাকুঠি'তে অবরুদ্ধ থাকেন। যে সমস্ত নৌকায় তাঁহারা আলাহাবাদ রওনা হইতেছিলেন, সে সমস্ত নৌকাই কামানের গোলা প্রভৃতি দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র একখানি নৌকা অতি কষ্টে এই উপস্থিত শ্মশান-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই নৌকায় কাপ্তেন টম্‌সন্, মুর, ডেলাফোসী প্রভৃতি ছিলেন। উপস্থিত স্থান হইতে আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহারা শত্রুদিগের অনুধাবক হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। ভাসিতে ভাসিতে নৌকা যেখানে যায়, সেখানেই দেশীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিনষ্ট হন। ৮০ জন মাত্র ধৃত হইয়া সবেদাকুঠিতে প্রেরিত হন। অবশেষে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া কাপ্তেন টম্‌সন্ প্রভৃতি ৪ জন ইংরাজ বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত অনুরক্ত, অযোধ্যার জমিদার রাজা দিগ্বিজয়সিংহের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। তাঁহার প্রভূত যত্নে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সুস্থতা লাভ করিয়া ২২ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করেন। [সিপাহী যুদ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য।] অবশেষে দিগ্বিজয়সিংহের অনুগ্রহে তাঁহারা কাপ্তেন হাবেলকের দলভুক্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বেই নানাসাহেব মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিঠুরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় যাইয়া ১লা জুলাই তারিখে পেশবার পদে আরোহণ করেন। নবী নবাব নামক এক মুসলমান কাণপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হন। নানাসাহেব রাজতিলক ধারণপূর্ব্বক বহু আমোদ আহ্লাদে কিয়ৎকাল যাপন করিলে ইংরাজদিগের আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। এই সময় নানাসাহেব কাণপুরের এক মুসলমানের বিশাল পান্থনিবাসে উপযুক্তশান্ত্রীসহ বাস করিতে ছিলেন। এই প্রাসাদের সন্নিকট গঙ্গাতীরে বিবিগড় নামে একটী বাটী ছিল। তথায় হতাবশিষ্ট বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ফতেগড় হইতে যে সমস্ত ইংরাজ আশ্রয়-লাভ-আশায় কাণপুরের ইংরাজ আবাসে আসিতে ছিলেন, তাঁহারাও এই বিবিগড়ে অবরুদ্ধ হন। এইরূপে সঙ্কীর্ণ বিবিগড়ে প্রায় দুই শতেরও অধিক ইংরাজ আবদ্ধ হওয়ায় উহা অন্ধকূপের আকার ধারণপূর্ব্বক সিপাহীদিগের নৃশংসতার পরিচয় দেয়। আন্ত-রিক ইচ্ছা না থাকিলেও মন্ত্রিগণ অসন্তুষ্ট হইবার আশঙ্কায় নানাসাহেব উক্ত ইংরাজদিগকে ঐ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কাণপুরের পতন-সংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, রেনড্ পূর্ব্বেই কাণপুর যাত্রা করিয়া ছিলেন। সেনাপতি হাবেলকও সৈন্য সামন্ত লইয়া রেনডের সাহায্যার্থ যাত্রা করেন। ১৪ই জুলাই নিশীথকালে এই উভয়দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। পরদিবস তাঁহারা ফতেপুরের ৪ মাইল দূরস্থিত বেলিন্দা নামক স্থানে উপনীত হইয়া সৈন্য-দিগকে আহারাদি করিতে আজ্ঞা দিলে, হঠাৎ একটী গোলা আসিয়া সৈন্যদিগের পাকস্থলে পতিত হয়। সুতরাং তখনই তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইংরাজদিগের আগমনবার্ত্তা পাইয়া নানাসাহেব মন্ত্রিগণের পরামর্শপূর্ব্বক এই স্থির করেন যে, সেনাপতি টীকাসিংহ সিপাহী সৈন্য সজ্জিত করিবেন। বাবাভট্ট খাদ্য, যানবাহন ও গাড়ী সংগ্রহ করিবেন। জোয়ালাপ্রসাদ ৯ই জুলাই ১৫০০ পদাতি ও গোলন্দাজ, ৫০০ অশ্বারোহী ও ১৫০০ অস্ত্রধারী সৈন্য লইয়া আলাহাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। টীকাসিংহ সৈন্যপরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ফতেপুর আসিয়া ইংরাজ সৈন্যদিগের উপর যে গুলি নিক্ষেপ করেন, তাহারই একটী গুলি সৈন্যদিগের পাকস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেনাপতি হাবেলকের অধীনে ১৪০০ বৃটীশ সৈন্ত ও ৬০০ এদেশীয় সৈন্ত ছিল। ইংরাজদিগের বন্দুকের উৎকর্ষতা প্রযুক্ত তাঁহাদের গুলি প্রায় ৩০০ গজ দূর হইতে বিপক্ষ দলের লক্ষ্য ভেদ করিতে থাকে, কিন্তু সিপাহীদিগের তাদৃশ উৎকৃষ্ট বন্দুক ছিল না, এজন্ত তাহারা পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। এইরূপে ফতেপুরের যুদ্ধে সিপাহীরা পরাস্ত হইলে তাহাদের কেহ কেহ শত্রুতাচরণে বিরত হয়, কেহ বা স্থানান্তরে গমন করে, অবশিষ্টাংশ বিঠুরে যাইয়া নানাসাহেবের সৈন্তের সহিত মিলিত হয়। অশিক্ষিত সিপাহীরা জাতিনাশের ভয়ে উত্তেজিত হইয়া ইংরাজদিগকে নিধনপূর্ব্বক যেরূপ ক্রূরতা প্রকাশ করিয়াছিল, ফতেপুরযুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর শিক্ষিত ও সুসভ্য বৃটীশ সৈন্তেরাও তদপেক্ষা অধিকতর বর্ব্বরতা দেখাইতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারা ফতেপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান অসি সঞ্চালনপূর্ব্বক প্রায় জনশূন্য করিয়াছিলেন। ফতেপুর হস্তগত হইলে হাবেলক কাণপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ফতেপুরের পরাজয়ের কথা শুনিয়া নানাসাহেব, তাঁহার ভ্রাতা বালারাওকে প্রচুর সৈন্তসামন্ত সহ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কাণপুরের ২২ মাইল দক্ষিণে আওঙ-নামক স্থানে তিনি অবস্থান করিলেন। ১৫ই জুলাই সেনাপতি হাবেলক বালারাওর সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে সিপাহীরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের উৎকৃষ্ট কামান ও বন্দুকের নিকট তাহাদের সমস্ত পরাক্রমই বিফল হইয়া যায়। ইংরাজ জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু ইহার পর পাণ্ডুনদীর সাঁকো পার হইবার সময় ইংরাজদিগের সহিত সিপাহীদিগের একটী ভীষণ সংঘর্ষ হয়। তাহাতেও ইংরাজ জয়লাভ করেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ কাণপুরের যুদ্ধে জয়ী হইয়াই ইংরাজদের হৃদয়ে প্রকৃত পক্ষে বৃটীশরাজ্য চিরস্থায়ী রাখিবার আশাসঞ্চার হইতে থাকে।

এই যুদ্ধে নানাসাহেব স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে আত্মরক্ষার্থ বিঠুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। বিঠুরে যাইয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রায় সমস্ত সৈন্যই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ আত্মসমর্পণ করিলেও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্ত ইংরাজেরা কখনই তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন না। এই হেতু তিনি বিঠুর হইতে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময় আজিমউল্লা পুনরায় নানাসাহেবকে উত্তেজিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি এক্ষণে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, বিবিগড়ের ইংরাজদিগকে এখন নিধন করিলে ইংরাজেরা হতাশ হইয়া আর বিঠুরে আসিবেন না। সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে অক্ষতদেহে বিঠুরে রাজত্ব করিতে পারিবেন। নানাসাহেবের মন পরিবর্ত্তিত হইল। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তিনি আজিমউল্লার অবমাননা করিতে পারিলেন না। বিবিগড়ের যাবতীয় লোককেই নিধন করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। কথিত আছে, ইংরাজদিগের রক্তে বিবিগড়ে রীতিমত স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা এই সংবাদে লাঙ্গুলস্পৃষ্ট ফণিনীর ন্তায় বীরদর্পে বৈরনির্য্যাতন-আশায় বিঠুর অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তয়ে নানাসাহেব একখানি নৌকায় সমস্ত পরিবারবর্গ লইয়া স্রোতস্বতী গঙ্গার বক্ষে অন্তর্দ্ধানে ভাসমান হইলেন। সেই সময় এইরূপ প্রচার হয় যে, তিনি পবিত্রসলিলা গঙ্গায় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বিজাতীয়দিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। যাহাই হউক, এই ছলে তিনি বিঠুর হইতে অযোধ্যায় পলায়ন করেন। ইংরাজেরা আসিয়া বিঠুর অধিকার ও রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ করিলেন।

অযোধ্যায় যাইয়া নানাসাহেব পুনরায় সৈন্তসংগ্রহে তৎপর হন। হাবেলক উপর্য্যুপরি যুদ্ধজয়ী হইয়া আনন্দে দীর্ঘ পাদক্ষেপে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। নীল সাহেব কাণপুররক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ২৯এ জুলাই আবার নানার প্রেরিত একদল সৈন্তের সহিত উনাও নামক স্থানে হাবেলকের সৈন্তের একটী সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই বা ইহাতে ইংরাজ পক্ষের বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই। ইহার পর ইংরাজেরা পুনরায় লক্ষ্ণৌ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু নানাসাহেব তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করায় উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে অনেক বিলম্ব হয়। অনন্তর বহু দিবস নানাসাহেবের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নবেম্বর মাসে তাঁতিয়াতোপী ও নানাসাহেব পুনরায় বহু সৈন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক কাণপুর আক্রমণ জন্ত অগ্রসর হন। এখানে উইণ্ডহাম্ সাহেব তাঁহাদের গতিরোধ করেন।

পাণ্ডুনদীতীরে ২৬এ নবেম্বর তাঁতিয়াতোপীর সৈন্তের সহিত উইণ্ডহামের সৈন্যের যে সামান্ত সংঘর্ষ হয়, তাহাতে তাঁতিয়া পরাজিত হন। তৎপরেই ২৭এ কাণপুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে প্রথম দিন কোনপক্ষ জয়লাভ করিতে পারে নাই, পররিবসেও জয়লক্ষ্মী চঞ্চল পাদবিক্ষেপে একবার সিপাহী পক্ষ, অন্যবার ইংরাজপক্ষ আশ্রয় লইয়া অবশেষে সে দিনের জন্ত উভয় পক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পররিবস সার কলিন লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া ইংরাজদিগের বল বৃদ্ধি করিলেন। এই দিবসে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়, এই দিন

বেলা ১০টা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধের পর সিপাহীরা পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে থাকে। ইংরাজেরা বহুদূর পর্য্যন্ত উহাদের অনুসরণ করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

দাক্ষিণাত্যে নানাসাহেবের অভ্যুদয়ের কথা প্রচারিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠে, কিন্তু সহজেই তাহাদের ঔদ্ধত্য প্রশমিত হয়। নানাসাহেব ও তাঁতিয়াতোপীর প্রেরিত একদল সিপাহী কোলাপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য এক প্রধান ধনী গঙ্গাপ্রসাদের সহিত বিদ্রোহাচরণের মন্ত্রণা করিতে থাকে। পুলিশ অধ্যক্ষ কর্জোতের কৌশলে তাহারা সকলেই ধৃত হয়।

মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরা এক্ষণে নানাসাহেবের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মযুদ্ধের আবশ্যকতা ও ন্যায্যতা সম্বন্ধে কাশী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ইহাতেও দুই একস্থলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অতি সহজেই প্রায় সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে নানাসাহেব ও তাঁহার ভ্রাতা বালারাও প্রভৃতি একত্র হইয়া অযোধ্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ তারিখে তাঁহারা অযোধ্যা হইতে তাড়িত হন। তদনন্তর তাঁহারা নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সেখানকার বিশ্বস্ত রাজা জঙ্গবাহাদুরের প্রার্থনানুসারে হোপগ্রাণ্ট তথায় যাইয়া বিদ্রোহীদিগকে নেপাল হইতে বিদূরিত করেন। এই সময় হোপগ্রাণ্ট দুই খানি পত্র প্রাপ্ত হন। একখানি বালারাও স্বকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়া লিখেন ও প্রকাশ করেন যে কাণপুরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত নির্দ্দোষ ছিলেন। অপরখানি নানাসাহেবের লিখিত। নানাসাহেব কোম্পানীর শাসনপ্রণালীর উপর দোষারোপপূর্ব্বক এই প্রশ্ন করেন যে "ইংরাজদিগের ভারতে আসিবার ও তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিবার কি অধিকার ছিল?"

ইহার পর, তাঁতিয়াতোপী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে নানাসাহেবের পক্ষে পুনরায় অস্ত্রধারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও স্থানে স্থানে সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক নানাসাহেবের অনুকূলে যুদ্ধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে সিপাহীদিগের আশা ভরসা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকে ইংরাজপতাকা উড়িতে লাগিল। ইংরাজের সৌভাগ্যগগন নির্ম্মলতর ভাব ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকে শান্তি স্থাপিত হইবার উপক্রম হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়ার ফাঁসি হওয়ার পর নানার ভাগ্যলক্ষ্মী চিরতরে অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পর নানাসাহেবের কোন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তৎপর্য্যন্ত অনেক স্থলে অনেক নানাসাহেব ধৃত ও অনেক নিহত হইয়াছেন, কিন্তু অনুসন্ধানে বিশেষ অনুসন্ধানে, তাঁহারা কেহই নানাসাহেব বলিয়া প্রমাণিত হন নাই।

নানাস্থানী (দেশজ) ছিন্ন ভিন্ন, অস্থির।

নানি, দাক্ষিণাত্যের একটী শাখানদী। এই নদী ভীমানদীতে পতিত হইয়াছে।

নানিক, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেলজাতির একটী শাখা।

নানিয়া, একশ্রেণীর গোয়ালা। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা বাস করে।

নানী (পারসীক) রাজীমহী।

নানোর, শাহাবাদ জেলার একটী পরগণা।

নানোলি, পুণাজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রাম তেলিগাঁও হইতে তিনমাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার এক মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপর অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে।

নানোরহাট, ত্রিপুরার গোমতীনদীতীরস্থ একটী নগর।

নান্তরীয়ক (ক্লী) ন অন্তরা-বিনা ভবঃ অন্তরা-ছ-প্রত্যয় টিলোপঃ, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ অবশ্যম্ভাবী। ২ অবিনাভূত তদভাবে তদভাবরূপ ব্যাপ্তিযুক্ত। তাহার অভাবই তাহার অভাব এইরূপ ব্যাপ্তির নাম নান্তরীয়ক।

"নান্তরীয়কত্বং তদভাবে তদভাবরূপা ব্যাপ্তিঃ।" (মহেশ্বর)

নান্ত্র (ক্লী) নম-ষ্ট্রন্ বৃদ্ধিশ্চ। (প্রসৃজি-গমি-নমি-হনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৫৯) ১ স্তোত্র। (উজ্জ্বল)

নান্দগাঁও, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার একটী মহকুমা।

২ উক্ত মহকুমার প্রধান নগর। এই নগর, নাসিক নগরের ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

৩ মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। এই রাজ্য ৪টী পরগণায় বিভক্ত। দক্ষিণভাগের নাম নান্দগাঁও। নাগপুর-ছত্রিশগড়-রেলপথ এই নান্দগাঁওর মধ্য দিয়া হওয়ায় এই স্থান এক্ষণে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

নান্দন, ১ অমরাবতীস্থ উদ্যান। ২ নন্দনকানন।

নান্দিক (পুং) তোরণদ্বারে মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ স্থাপিত স্তম্ভবিশেষ।

নান্দিকর (পুং) নান্দীং করোতীতি কৃ-ট হ্রস্বশ্চ। নাটকে নান্দীপাঠক সূত্রধার।

নান্দী (স্ত্রী) নন্দন্তি দেবা যত্র নন্দ-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ বৃদ্ধিঃ ঙীপ্। ১ সমৃদ্ধি, অভ্যুদয়। ২ নাটকের প্রথমে মঙ্গলের জন্য পঠিত শ্লোকাদি।

"যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্ব্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পূর্ব্বরঙ্গঃ স উচ্যতে।"

"যদ্যপ্যঙ্গানি ভূয়াংসি পূর্ব্বরঙ্গস্য নাটকে।
তথাপ্যবশ্যং কর্ত্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে॥"

দেবদ্বিজনৃপাদীনামাশীর্ব্বাদপরায়ণা।
নন্দন্তি দেবতা যস্মাত্তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥" (ভরত)

সংস্কৃত নাটকে রঙ্গালয়ের বিঘ্নসমাপ্তির জন্য যদিও পূর্ব্বরঙ্গের অনেক অঙ্গ আছে, তাহা হইলেও নান্দী অবশ্যকর্ত্তব্য। সাহিত্য-দর্পণে অষ্টপদা অথবা দ্বাদশপদা নান্দীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভরতমতে দশপদাও নান্দী হইতে পারে।

"প্রশস্তপদবিন্যাসা চন্দ্রসংকীর্ত্তনান্বিতা।
আশীর্ব্বাদপরা নান্দী যোজ্যেয়ং মঙ্গলান্বিকা॥
কাচিদ্দশপদা নান্দী কাচিদষ্টপদা ভবেৎ।
সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমস্বরমাশ্রিতঃ॥" (ভরত)

সূত্রধার মধ্যমস্বরে নান্দী পাঠ করিবেন। [নাটক দেখ।]

নান্দীক (পুং) নান্দ্যৈ কায়তি কৈ-ক। ১ তোরণস্তম্ভ। (ত্রিকাণ্ড) ২ নান্দীমুখশ্রাদ্ধ।

নান্দীকর (ত্রি) নান্দীং করোতীতি কৃ-ট। (দিবাবিভেতি। পা ৩।২।২১) নান্দীশ্লোকপাঠকারী, যাহারা নান্দীশ্লোক পাঠ করিয়া থাকে, পর্য্যায়—নান্দীবাদী। কেহ কেহ নান্দী শব্দের অর্থ ভেরীপ্রায় এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। তদ্বাদনশীলের নাম নান্দীকর। "কেচিত্তু ভেরীপ্রায়া নান্দী তদ্বাদনশীলশ্চ অত্র বদিকৃক্রৌ বাদনার্থাবিত্যাহুঃ।" (ভরত)

নান্দীঘোষ (পুং) নান্দ্যা ঘোষঃ। ভের্য্যাদি শব্দ।

নান্দীপট (পুং) নান্দ্যাঃ বৃদ্ধ্যর্থঃ পটঃ। কূপাদি মুখবন্ধনবস্ত্র, বীনাহ। (হেমচন্দ্র)

নান্দীপুর (ক্লী) নান্দ্যা পূঃ অচ্ সমাসান্তঃ। অপ্রাক্দেশস্থপুরভেদ।

নান্দীপুরী, গুর্জ্জররাজধানী ভরোচ নগরের জাড়েশ্বর কটকের বহির্দ্দিকে অবস্থিত একটী নগর। এখানে গুর্জ্জর রাজাদিগের একটী দুর্গ আছে।

নবম ভাগ সম্পূর্ণ।